বাংলা বিশ্বকোষ

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বিশ্বকোষ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও বুৎপত্তি, আরব্য, পরস্ত, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ইহাতে বুৎপত্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ। প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত, বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায় জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রানিতত্ত্ব, বিজ্ঞান আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক. ও হাকিমী মতের চিকিৎসা প্রণালী ও ব্যবস্থা শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সার সংগ্রহ অকারাদি বর্ণাক্রমে বর্ণিত আছে এই বিশ্বকোষে। এই বিশ্বকোষ ২২ খণ্ডে বিভক্ত প্রায় ১৭ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত বৃহৎ গ্রন্থে সম্পাদিত।

বৃটানিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহকোষ সমূহে ভারতবাসী অবশ্যজ্ঞাতব্য ও 'নিত্য প্রয়োজনীয় নানা বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, ভারতবাসীর সেই সকল অভাব পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্বকোষ সঙ্কলিত হইয়াছে।

বিশ্বকোষ কেবল বঙ্গবাসীর নহে—সমগ্র ভারতবাসীর। যাহাতে এই বিশ্বকোষ সমগ্র ভারতবাসীর অধিগম্য হয় তজ্জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র বিদ্বৎ সমাজ সহায় হইবেন, ইহাই শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর শেষ প্রার্থনা।

বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রচলিত বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্বকোষের নানা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম অথবা বাচস্পত্য অভিধানে অধিকাংশ বৈদিক শব্দই নাই; বিশ্বকোষ সেই সকল বৈদিক শব্দ প্রমাণ প্রয়োগ, ভাষ্য ও টীকা সহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুপ্রাচীন বঙ্গভাষায় লিখিত যত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গন্থ আছে তাহার শব্দাভিধান। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বহু পরিশ্রমে ও বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া প্রায় ১৫০০ বাঙ্গলা পুঁথি, প্রায় ৫০০ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথি এবং বাঙ্গালী ও সংস্কৃত উভয় ভাষা মিশ্রিত প্রায় ৫০০ কুল গন্থের পুঁথি সংগ্রহ করা হয়। বিশ্বকোষে "বাঙ্গলা সাহিত্য" শব্দে বাঙ্গলা পুঁথিগুলির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সুহৃদ্বর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের বাঙ্গলা ও ইংরাজী সংস্করণে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিচয়ে ঐ সকল পুঁথির আভাস দিয়ে বিপুল বঙ্গসাহিত্যে [illegible] সাহায্য করিয়াছেন। এই বিশ্বকোষের হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ২৫ খণ্ডে।

মূল্য ১৫০ টাকা

বিশ্বকোষ

ENCYCLOPÆDIA INDICA

যাহাতে ব্যুৎপত্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব এবং ইন্দ্রজাল, পাকবিদ্যা প্রভৃতির সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বর্ণিত আছে।

ঊনবিংশ ভাগ

বঙ্গের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন
দিল্লী ১১০০০৭

সাঙ্কেতিক সংখ্যা *B00392 (Set)*
B00411 (Vol.19)

অং মাঃ পুঃ সঃ *81-7018-501-7 (Set)*
.81-7018-520-3 (Vol.19)

পুনর্মুদ্রণ দ্বারা : বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন
বিভাগ ডি. কে. পাবলিসার্স ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিষ্টার্ড অফিস ২৯/৯, শক্তি নগর, নাগিয়া পার্ক. দিল্লী-১১০০০৭
প্রিন্টেড দ্বারা ডি. কে. ফাইন আর্ট প্রেস, দিল্লী
প্রিন্টেড : ভারত

খণ্ড মূল্য ৩৫০০ টাকা।

বিশ্বকোষ

ঊনবিংশ ভাগ

বিবাহনীয় (ত্রি) ১ বিবাহযোগ্য। ২ বাঞ্ছনার্হ।

বিবাহপটহ (পুং) বিবাহের বাদ্য।

বিবাহপদ্ধতি (পুং) গ্রন্থবিশেষ। যে গ্রন্থে বিবাহসংস্কারের ক্রমনিয়মাদি বিশেষরূপে লিখিত আছে।

বিবাহবিধি (পুং) বিবাহস্য বিধিঃ। বিবাহের বিধি, বিবাহের বিধান। শাস্ত্রে বিবাহের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে বিবাহ্যা ও অবিবাহ্যা কন্যা স্থির করিয়া জ্যোতিষোক্ত শুভাশুভ দিনাদি দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির করা বিধেয়।

মনুর মতে,—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥"
তস্মাৎ সংবৎসরে পূর্ব্বে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষজঃ॥"

আট বৎসরের কন্যার নাম গৌরী এবং নববর্ষা কন্যা রোহিণী এবং দশ বৎসর হইলে তাহাকে কন্যকা কহে, ইহার পর স্ত্রীগণ রজস্বলা হয়। সুতরাং ইহার পূর্ব্বেই বিবাহ দিবে। দশবৎসরের পর কন্যার বিবাহ দিলে কালদোষাদি হইবে না। দশবৎসরের পর কন্যাদিগের ঋতুর আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকারগণ কালদোষাদিতেও বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বিবাহকালাতীতে দোষ—কন্যার দশবৎসরের মধ্যেই তাহাকে যত্নসহকারে প্রদান করিবে। মলমাসাদি কালদোষ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবে না। যমবচনে লিখিত আছে যে, যে কন্যা ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয়, ঐ রূপ স্থলে ঐ কন্যা স্বয়ংবর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করিতে পারিবে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেও কন্যাকে যদি বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ঐ কন্যার পিতা রজোজন্য শোণিত পান করেন। রাজমার্ত্তণ্ডও বলিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা রজোদর্শন করিলে তাহার পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরকগামী হন ও ঐ কন্যার রজোরক্ত পান করেন। যে ব্রাহ্মণ মদমত্ত হইয়া ঐ রূপ কন্যাকে বিবাহ করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ বা একপঙ্ক্তিতে ভোজন করাও বিধেয় নহে। উঁহাকে বৃষলীপতি বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। এই সকল বচনদ্বারা জানা যায় যে, কন্যার রজঃপ্রবৃত্তির পর বিবাহ দিলে পিতা প্রভৃতি মহৎ পাপভাগী হন। সুতরাং রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যম—"কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্॥
অঙ্গিরা—প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্ত কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
রাজমার্ত্তণ্ডে—সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্ক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥
অত্রি ও কাশ্যপ—পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃপশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥

যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাৎ বৃষলীপতিম্॥"

এই সকল বচনদ্বারা জানা যায় যে, কন্যার ঋতুর পর তাহার বিবাহ পাপজনক, কিন্তু মনুবচনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে অবস্থান করে, সেও ভাল, তথাপি তাহাকে নির্গুণ পাত্রের করে প্রদান করিবে না। রঘুনন্দন ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়াছেন যে, মনু স্বয়ং বরপাত্রের যে সকল গুণ হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ সকল গুণযুক্ত পাত্র পাইলে অপরকে দিবে না, ইহাই উক্ত বাক্যের মর্ম্মার্থ। নতুবা গুণহীন পাত্রকে কন্যাসম্প্রদান করিবে না, ইহা বুঝা যায় না। মনু আরও বলিয়াছেন যে, গুণবান্ পাত্র উপস্থিত হইলে কন্যার বিবাহের অযোগ্য কালেও অর্থাৎ ৮ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা হইলেও তাহাকে সম্প্রদান করিবে।

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

ইতি তৎ যোক্তগুণহীনমাত্রসম্ভাববিষয়ং, অতএব গুণবতে হষ্টবর্ষন্যূনাপি দেয়েত্যাহ মনুঃ---

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈ দদ্যাদ্ যথাবিধি॥
অপ্রাপ্তাং অপ্রাপ্তবিবাহপ্রশস্তকালাম্।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহের প্রশস্তকাল—স্মৃতিসারনামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সকল বর্ণেরই ৭ বৎসরের পর কন্যার বিবাহের কাল প্রশস্ত। আরও লিখিত আছে যে, অযুগ্মবর্ষে বিবাহ দিলে কন্যা দুর্ভগা, এবং যুগ্মবর্ষে বিবাহ দিলে বিধবা, সুতরাং কন্যার গর্ভাধিত যুগ্মবৎসরে বিবাহ দিলে পতিব্রতা হয়। জন্মমাস লইয়া তিন মাসের পর হইতে অযুগ্মবর্ষ এবং জন্মমাস লইয়া তিনমাসের মধ্যে গর্ভ হইতে যুগ্মবর্ষ হয়। বাৎস্য প্রভৃতি মুনিগণ জ্যোতিঃশাস্ত্রে জন্মমাস লইয়া তিন মাস পর্য্যন্ত যে গর্ভাধিত যুগ্মবর্ষ হয়, তাহাই বিবাহের শুভকাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই যুগ্ম ও অযুগ্মবর্ষ গণনা ভূমিষ্ঠ ও গর্ভাধান হইতে করিতে হয়, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে গণনায় অযুগ্মবর্ষ শুভকাল এবং গর্ভাধানের পর হইতে গণনায় যুগ্মবর্ষ শুভকাল।

"সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥
অযুগ্মে দুর্ভগা নারী যুগ্মে চ বিধবা ভবেৎ।
তস্মাদ্ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহে সা পতিব্রতা॥
মাসত্রয়াদূর্দ্ধমযুগ্মবর্ষে যুগ্মেঽপি মাসত্রয়মেব যাবৎ।
বিবাহশুদ্ধিং প্রবদন্তি সর্ব্বে বাৎস্যাদয়ো জ্যোতিষি জন্মমাসাৎ॥
অত্র যুগ্মাযুগ্মগণনা প্রসূত্যাধানাপেক্ষয়া
প্রসূত্যাধানতঃ শুদ্ধির্বিবাহে সমে ক্রমাৎ।
ইতি বচনাৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে অকালাদি দোষাভাব—কন্যার দশবৎসরের পর অকালাদি জন্য দোষ হয় না। শাস্ত্র আছে, গুরুশুক্রের বাল্য, বৃদ্ধ ও অস্তজনিত যে অকালাদি হয়, তাহাতে বিবাহাদি দিবে না, কিন্তু কন্যার যদি কন্যাকাল অর্থাৎ দশবৎসর অতীত হয়, তাহা হইলে বিবাহে অকালাদিদোষ হইবে না। কারণ শাস্ত্র বলেন, কোন একটী তীর্থে দ্বিতীয়বার গমনকালে, কর্ম্ম আরম্ভ হইলে কিম্বা কন্যার বিবাহকাল অতীত হইলে আর কালদোষ হইবে না।

"আরব্ধে তীর্থগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ম্মণি।
কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে॥"

কন্যাদানাধিকারী—বিবাহকালে কন্যাকে যথাবিধি দান করিতে হয়। কোন্ কোন ব্যক্তির কন্যা দান করিবার অধিকার আছে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে,—পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, মাতামহ, এবং মাতা ইহারা সকলেই কন্যাদানে অধিকারী। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির অভাব ঘটিলে পর পর উল্লিখিত ব্যক্তি যদি প্রকৃতিস্থ হন, তাহা হইলে তিনি কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন। প্রকৃতিস্থ শব্দের অর্থ পাতিত্য বা উন্মাদ আদি রোগদোষশূন্য। অপ্রকৃতিস্থ পিতা বা অপর অধিকারী কর্ত্তৃক কন্যাদান করা হইলেও ঐ দান অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, অপ্রকৃতিস্থ পিত্রাদি যদি বাগ্‌দান করেন, তাহা হইলে তাহাই অসিদ্ধ হইবে। যদি বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে অনধিকারী দান করিয়াছে বলিয়া ঐ দানরূপ অঙ্গ বা অপ্রধান কার্য্যমাত্রের বৈকল্যহেতু ঐ বিবাহ আর ফিরিবে না।

পিতার নিজেরই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য। নিজে অসমর্থ হইলে তাহার অনুমতি লইয়া ভ্রাতা দান করিতে পারে। এই দুইজনের পর মাতামহ, মাতুল, সকুল্য এবং বান্ধব যথাক্রমে কন্যাদানে অধিকারী। আর ইহাদের সকলের অভাবে মাতা অধিকারিণী। কিন্তু ইহাদের সকলেরই প্রকৃতিস্থ হওয়া চাই। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলে পর পর উল্লিখিতদিগের মধ্যে যে যে প্রকৃতিস্থ হইবে, সে সে যথাক্রমে অধিকারী হইবে। উক্ত অধিকারিগণ কন্যার উপযুক্ত সময়ে যদি দান না করেন, তাহা হইলে অবিবাহিতা কন্যার প্রতিঋতুতে তাহারা ভ্রূণহত্যার পাপী হইয়া থাকেন। কন্যা দানের যে সকল অধিকারীর উল্লেখ করা হইল, যদি এই সকলেরই অভাব হয়, তাহা হইলে কন্যা নিজেই গম্য বরকে পতিরূপে বরণ করিবে।

"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো মাতা চেতি কন্যাপ্রদাঃ, পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পর ইতি। প্রকৃতিস্থঃ পাতিত্যোন্মাদাদিরহিতঃ। অপ্রকৃতিস্থেন পিত্রাদিনা কৃতমপ্যকৃতমেব। তদাহ নারদঃ—স্বতন্ত্রোহপি হি যৎ কার্য্যং কুর্য্যাদপ্রকৃতিং গতঃ। তদপ্যকৃতমেবাহুরস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুতঃ॥

"পিত্রাদিনা স্বতন্ত্রেণাপি সন্ অপ্রকৃতিস্থত্বেন হেতুনা পরতন্ত্রো ভবতি তৎ তৎ কৃতং বাগ্‌দানাদিকমকৃতমেব। যদি তু বিবাহো নিবৃত্তস্তদা প্রধানস্য নিষ্পন্নত্বেনাদিকাবিবেকন্যায় তস্য পুনরাবৃত্তির্নাস্তি।

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা॥
মাতা ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ স্বজাতয়ঃ॥
পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥
অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।
গম্যন্ত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ং বরম॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহের পর কন্যার উপর তাহার পতির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব হয় এবং পিতার স্বামিত্ব নিবৃত্ত হয়, সুতরাং কন্যার বিবাহের পর পতির গোত্রানুসারে তাহার সকল কার্য্য হইবে। তাহার মৃত্যুর পরও পতির [illegible] পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

প্রদানেনৈব কন্যায়াঃ তস্য স্বাম্যং জায়তে, কন্যাদাতুঃ স্বাম্যং নিবর্ত্ততে।

"স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
স্বামিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥"

(উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহাদি সংস্কার কার্য্য নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া করিবে। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া রাত্রিকালে কন্যা দান করিতে হয়। বিবাহের আরম্ভের পর যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে উহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না। বিবাহের আরম্ভ শব্দে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বুঝিতে হইবে। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া যদি শুনা যায় যে, জন্ম বা মরণাদি অশৌচ হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ বিবাহে কোন দোষ হইবে না। কারণ শাস্ত্রে আছে যে ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, অর্চ্চনা এবং জপ এই সকল কার্য্যের আরম্ভ হইয়া যাইবার পর যদি অশৌচ হয়, তবে ঐ অশৌচ আর আরব্ধ কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইবে না। কিন্তু আরম্ভের পূর্ব্বে অশৌচ হইলে উহা ব্যাঘাতক হইবে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধই বিবাহের আরম্ভ জানিতে হইবে।

"আরব্ধকর্ম্মণি নাশৌচং—
ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমার্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্॥
আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রতজাপয়োঃ।
নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের কর্তৃত্ব নিরূপণ—বিবাহাদি কার্য্যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবে। ইহার বিষয়ে শাস্ত্রবিধি এইরূপ,—পুত্রের প্রথম বিবাহে পিতারই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পুত্র যদি দ্বিতীয় বার বিবাহ করে, তবে তাহার পিতা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অধিকারী না হইয়া ঐ পুত্র নিজেই শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে, অতএব ঐ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতার মাতামহাদির উল্লেখ না হইয়া তাহার নিজেরই মাতামহাদির উল্লেখ হইবে।

পুত্রের বিবাহে পিতা না থাকিলে সে স্বয়ংই শ্রাদ্ধাধিকারী, সুতরাং তাহার মাতামহাদির শ্রাদ্ধ হইবে। কন্যার বিবাহে পিতা শ্রাদ্ধাধিকারী।

"তত্রাদ্যবিবাহে পিত্রা তৎ কর্ত্তব্যং—
যদ্যপ্যসৌ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
পিতুরসোদহনাত্তস্য তদভাবেহপি তৎক্রমাৎ॥
সুতসংস্কারগ্রহণাৎ পুত্রস্য বিবাহান্তরে পিত্রাদ্যভাবে স্বকার্য্যং আত্মন সংস্কারসিদ্ধৌ দ্বিতীয়াদিবিবাহে স্বয়ং কর্ত্তব্যং" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে শান্তিকর্ম্ম—বিবাহের পূর্ব্বে অনর্থ প্রতীকারের জন্য সুবর্ণদান ও গ্রহদিগের উদ্দেশে হোম করা বিধেয়। কারণ শাস্ত্রে আছে, কেহ ইচ্ছা করুক বা না করুক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সকল আপনা আপনিই ঘটিয়া থাকে। এই জন্য অবশ্যম্ভাবী শুভাশুভ বিষয় গ্রহাদি দোষের শান্তির নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব্বে গ্রহহোম ও সুবর্ণাদি দান অবশ্য বিধেয়।

"ভাবিনোহনর্থা ভবন্ত্যেব হঠেনানিচ্ছতোহপি হি। ইতি মৎস্যপুরাণোক্তাবশ্যম্ভাবিশুভাশুভেষু গ্রহাদিদোষশান্ত্যর্থং হোমহিরণ্যাদিদানং বিবাহাৎ প্রাক্ কর্ত্তব্যং"। (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে শুভাশুভ দিন—বিবাহে জ্যোতিষোক্ত শুভদিন দেখিয়া সেই শুভদিনে বিবাহ স্থির করা বিধেয়। অশুভদিনে বিবাহ দিতে নাই।

বিবাহোক্ত মাস—অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই কয় মাস বিবাহে প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন অন্য আর সকল মাসে দোষশ্রুতি আছে। যথা—আষাঢ় মাসে বিবাহ হইলে সেই কন্যা ধনধান্য ও ভাগ্যরহিতা, শ্রাবণ মাসে সন্তানহীনা, ভাদ্রমাসে বেশ্যা, কার্ত্তিকে রোগিণী পৌষমাসে বিধবা ও বন্ধুবিযুক্তা এবং চৈত্রমাসে মদনোন্মাদিনী হয়। ইহা ভিন্ন অন্য মাসে বিবাহিত কন্যাগণ পুত্রবতী এবং সমৃদ্ধিশালিনী হয়।

এই যে নিষিদ্ধ মাসের বিষয় বলা হইল, ইহার প্রতি

চ্ছেদ, পরিঘযোগে স্বামিনাশ, বৈধৃতিতে বিধবা, অতিগণ্ডে বিষদাহ, ব্যাঘাতযোগে ব্যাধি, হর্ষণযোগে শোক, শূলযোগে ব্রণশূল, গণ্ডে রোগভয়, বিষ্কুম্ভে সর্পদংশন এবং বজ্রযোগে মরণ হয়, সুতরাং এই দশটী যোগ বিবাহে বিশেষ নিষিদ্ধ।

"কুলচ্ছেদো ব্যতীপাতে পরিঘে স্বামিঘাতিনী।
বৈধৃতৌ বিধবা নারী বিষদাহোঽতিগণ্ডকে॥
ব্যাঘাতে ব্যাধিসংঘাতঃ শোকার্ত্তা হর্ষণে তথা।
শূলে চ ব্রণশূলং স্যাৎ গণ্ডে রোগভয়ং তথা॥
বিষ্কুম্ভেঽপ্যহিদংশঃ স্যাৎ বজ্রকে মরণং ভবেৎ।
এতে বৈ দারুণাঃ সর্ব্বে দশযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিবাহে বিহিত নক্ষত্র—রেবতী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা ও স্বাতি এই সকল নক্ষত্র বিবাহে প্রশস্ত। কিন্তু চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও অশ্বিনী নক্ষত্র আপদ্ বিষয় বা যজুর্ব্বেদীয় বিবাহে জানিতে হইবে। মঘা, মূলা ও রেবতী নক্ষত্রে একটু বিশেষ আছে যে, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের আদ্য পাদ ও রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থ পাদ পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ উহাতে বিবাহ হইলে প্রাণনাশ হয়।

"রেবত্যুত্তররোহিণীমূলানুরাধা মঘাহস্তাস্বাতিষু তৌলিষষ্ঠ-মিথুনেষূদ্যৎসু পাণিগ্রহঃ। এবং কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষু স্বাতৌ মৃগশিরো রোহিণ্যাং বেতি পারস্করোক্তং॥

আদ্যে মঘা চতুর্ভাগে নৈর্ঋতস্যাদ্য এব চ।
রেবত্যন্ত্যচতুর্ভাগে বিবাহঃ প্রাণনাশকঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ইহা ভিন্ন যামিত্রযুতবেধ, যামিত্রবেধ, দশযোগ ভঙ্গ এবং সপ্তশলাকায় বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ।

যামিত্রযুতবেধ—চন্দ্র পাপ গ্রহের সপ্তমস্থিত হইলে যামিত্র-বেধ এবং পাপযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়, অর্থাৎ বন্ধকালীন রাশির সপ্তমে যদি রবি, শনি ও মঙ্গল থাকেন, তাহা হইলেই এই যামিত্রবেধ হয়।

যুতযামিত্র বেধেরও প্রতিপ্রসব দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্র যদি বৃষরাশিতে থাকেন, নিজ গৃহে বা পূর্ণ হন, অথবা মিত্রগৃহ ও শুভগ্রহের গৃহে থাকেন বা শুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে যামিত্রবেধের দোষ হয় না।

দশযোগভঙ্গ—কর্ম্মকালে সূর্য্যযুক্ত নক্ষত্র ও চন্দ্রযোগ্য নক্ষত্র একত্র করিয়া যদি ২৭ সের অধিক হয়, তাহা হইলে ২৭ ত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে যদি ১৪, ৭, ৪ ১, ১০, ১৯, ১৮, বা ২০ সংখ্যা হয়, তবে দশযোগভঙ্গ হয়। এই দশযোগভঙ্গেও বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ।

সপ্তশলাকা—উত্তর দক্ষিণে ৭টী রেখা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭টী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে উত্তর দিকের প্রথম রেখা অবধি কৃত্তিকাদি করিয়া অভিজিতের সহিত অষ্টাবিংশতি বসাইবে। যে নক্ষত্রে বিবাহ হইবে, তাহাতে কিম্বা তৎরেখার সম্মুখবর্ত্তী নক্ষত্রে চন্দ্র ভিন্ন কোন গ্রহ যদি থাকে, তাহা হইলে সপ্তশলাকাবেধ হয়, উত্তরাষাঢ়ার শেষ পঞ্চদশ দণ্ড এবং শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ড অভিজিৎ, অভিজিতের সহিত রোহিণীর, কৃত্তিকার সহিত শ্রবণার এবং মৃগশিরার সহিত উত্তরাষাঢ়ার বেধ, ইত্যাদিরূপে বেধ স্থির করিতে হইবে। এই সপ্তশলাকায় বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা নিষিদ্ধ। ইহাতে বিবাহ হইলে বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহের রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াই স্বামীর মুখানল করে।

"পাপাৎ সপ্তমগঃ শশী যদি ভবেৎ পাপেন যুক্তোঽথবা
যত্নেনাত্র বিবর্জ্জয়েন্মুনিগণৈর্দোষোঽপ্যয়ং কথ্যতে।
যাত্রায়াং বিপদো গৃহে সুতবধঃ ক্ষৌরেষু রোগোদ্ভবঃ
বৈধব্যং বিবাহে ব্রতে চ মরণং শূলঞ্চ পুংস্কর্ম্মণি॥
রবিমন্দকুজাক্রান্তং মৃগাঙ্কাৎ সপ্তমং ত্যজেৎ।
বিবাহযাত্রাচূড়াসু গৃহকর্ম্ম-প্রবেশনে॥
বৃষত্রিকোণনিজমন্দিরগোঽথ পূর্ণো
মিত্রর্ক্ষসৌম্যগৃহগোঽথ ভদৃষ্টিকান্তো বা।
যামিত্রবেধবিহিতানপহন্ত্যদোষান্
দোষাকরঃ সুখমনেকবিধং বিধত্তে॥
কৃত্তিকাদি চতুঃসপ্ত রেখারাশৌ পরিভ্রমন্।
গ্রহৈকরেখাগো বেধঃ সপ্তশলাকজঃ॥
বৈশ্বস্য চতুর্থেঽংশে শ্রবণাদৌ লিপ্তিকা চতুষ্কে চ।
অভিজিৎতত্রস্থে খেচরে বিজ্ঞেয়া রোহিণী বিদ্ধা॥
যস্যাঃ শশী সপ্তশলাকভিন্নঃ পাপৈরপাপৈরথবা বিবাহে।
রক্তাংশুকেনৈব তু রোদমানা শ্মশানভূমিং প্রমদা প্রযাতি॥"

বিবাহে বিহিত লগ্ন—কন্যা, তুলা, মিথুন ও ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ-কাল বিবাহে প্রশস্ত, ধনুলগ্নের অপরার্দ্ধ নিন্দিত। নিন্দ্য লগ্নের দ্বিপদাংশ অর্থাৎ কন্যা, তুলা ও মিথুনের নবাংশ বিবাহে প্রশস্ত। বিবাহে যে লগ্ন হয়, সেই লগ্নের সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে যদি শুভগ্রহ না থাকে, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকে এবং তৃতীয়, একাদশ, ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকে, শুক্র ষষ্ঠে ও মঙ্গল অষ্টমে না থাকে, তাহা হইলে সেই লগ্ন প্রশস্ত। চন্দ্র পাপমধ্যগত ও রবি, মঙ্গল, শনি শুক্রযুক্ত হইলে সেই লগ্ন পরিত্যাগ করা বিধেয়।

লগ্নের এই দোষ পরিহারের জন্য সুতহিবুক যোগের বিধান আছে। সুতহিবুক যোগ হইলে লগ্নের এই সকল দোষ বিনষ্ট হয়। যে লগ্নে বিবাহ হয়, সেই সময় যদি লগ্নে, চতুর্থস্থানে পঞ্চম

ও নবমে বৃহস্পতি বা শুক্র থাকেন, তাহা হইলে সুতহিবুক যোগ হয়। এই যোগে বিবাহ হইলে লগ্নের সমস্ত দোষ নাশ ও সুখবৃদ্ধি হয়।

"কন্যাতুলাভৃমিথুনেষু সাধ্বী শেষেষসাধ্বী ধনবর্জ্জিতা চ।
সিদ্ধ্যেঽপি লগ্নে দ্বিপদাংশ ইষ্টঃ কন্যাদিলগ্নেষপি নান্ত্যভাগঃ॥
ধনুষি কুলটানারী তৎপূর্ব্বার্দ্ধে সতীতি অশুঃ।
সপ্তাষ্টান্ত্যবহিঃ শুভৈরুড়ুপতাবেকাদশ দ্বিত্রিগে-
ষুক্তৈস্ত্র্যায়ষডষ্টগৈর্ন ভৃগুগৌ ষষ্ঠে কুজে চাষ্টমে।
জম্পত্যোর্দ্বিনবাষ্টরাশিরহিতে দারাম্বুকূলে রবৌ
চন্দ্রে চার্ককুজার্কিশুক্রবিযুতে মধ্যেঽথবা পাপয়োঃ॥
লগ্নে তৎপঞ্চমে ভৃগৌ নবমে দশমে তথা।
গুরুর্ভূর্বা দোষশান্ত্যৈ বিবাহে বর্দ্ধতে শুভম্॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত দীপিকা)

যদি উত্তম লগ্নাদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রে গোধূলির বিধান আছে। কিন্তু বিহিত লগ্ন থাকিলে কখনই গোধূলিতে বিবাহ দিবে না। যে সময় পশ্চিমদিক্ ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়, আকাশে দুই একটী তারকা দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম গোধূলি। বিবাহে গোধূলি তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—হেমন্ত ও শিশিরকালে সূর্য্য মন্দকিরণ হইয়া গোলাকৃতি ও চক্ষুগোচর হইলে, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে অর্দ্ধাস্তমিত হইলে এবং বর্ষা ও শরৎকালে সূর্য্য অস্ত গিয়া অদৃশ্য হইলে গোধূলি হয়। যে সময় বিশুদ্ধ লগ্ন না পাওয়া যায়, সেই সময় গোধূলি শুভদ হয়, অন্যথা অশুভ।

গোধূলি সম্বন্ধে আরও একটু বিশেষ এই যে, অগ্রহায়ণ ও মাঘমাসে গোধূলিতে বিবাহ হইলে বৈধব্য, কিন্তু ফাল্গুন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বিবাহে শুভ হইয়া থাকে। শনি ও বৃহস্পতিবারের দিবাদণ্ডে গোধূলি নিষিদ্ধ।

"সন্ধ্যাতপারুণিতপশ্চিমদিগ্বিভাগে
ব্যোম্নি স্ফুরদ্বিরলতারকসন্নিবেশে।
কণ্ঠে গবাং পুরপুটোদ্গলিতৈরজোভি-
র্গোধূলিরেষ কথিতো ভৃগুজেন যোগঃ॥
গোধূলিঃ ত্রিবিধাং বদন্তি মুনয়ো নারীবিবাহাদিকে
হেমন্তে শিশিরে প্রয়াতি মৃদুতাং পিণ্ডীকৃতে ভাস্করে।
গ্রীষ্মেঽর্দ্ধাস্তমিতে বসন্তসময়ে ভানৌ গতে দৃশ্যতাং
সূর্য্যে চাস্তমুপাগতে চ নিয়তং প্রাবৃট্‌শরৎকালয়োঃ॥
লগ্নং যদা নাস্তি বিশুদ্ধমন্যৎ গোধূলিকাং তত্র শুভাং বদন্তি।
লগ্নে বিশুদ্ধে সতি বীর্য্যযুক্তে গোধূলিকা নৈব ফলং বিধত্তে॥
মার্গে গোধূলিযোগে প্রভবতি বিধবা মাঘমাসে তথৈব
পুত্রায়ুর্নবযৌবনেন সহিতা ফাল্গুনে স্থিতে ভাস্করে।
বৈশাখে সুখদা প্রজাধনবতী জ্যৈষ্ঠে পত্যুর্মানদা
আষাঢ়ে ধনধান্যপুত্রবহুলা পাণিগ্রহে কন্যকা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এইরূপ প্রণালীতে দিন ও লগ্ন স্থির করিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। অদিনে বা নিন্দিত লগ্নে বিবাহ দেওয়া কদাচ বিধেয় নহে।

বিবাহকালে সৌরমাসেরই উল্লেখ করিয়া দান করিতে হয়। কারণ শাস্ত্রে আছে যে, বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যের সকল বাক্যে সৌরমাসেরই উল্লেখ করিতে হইবে। রাশিও উল্লেখ করা আবশ্যক

"আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

দিবাভাগে বিবাহ করিতে নাই, দিবাভাগে বিবাহ করিলে কন্যা পুত্রবর্জ্জিতা হয়। দিবাভাগেই দান সাধারণ বিধি, কিন্তু বিবাহে যে দান, তাহা রাত্রিকালে করিবারই বিশেষ বিধান আছে।

"বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা।
বিবাহানলদগ্ধা সা নিয়তং স্বামিঘাতিনী॥
বিবাহে রাত্রৌ দানাম্বু যাত্রে দেবলঃ
রাহুদর্শনসংক্রান্তিবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিষু।
স্নানদানাদিকং কুর্য্যুর্নিশি কাম্যব্রতেষু চ॥
গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তি যাত্রার্ত্তিপ্রসবেষু চ।
দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি ন দুষ্যতি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে এই দানসম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে যে, সকল স্থলে দানমাত্রেই দাতা পূর্ব্বমুখ হইয়া দান এবং গ্রহীতা উত্তরমুখ হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিবাহে ইহার ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম শব্দের অর্থ দাতা পশ্চিমমুখ হইয়া বসিয়া কন্যা দান করিবে। গ্রহীতা পূর্ব্বমুখ হইয়া কন্যা গ্রহণ করিবে

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ।
এষ দানবিধিঃ প্রোক্তো বিবাহে তু ব্যতিক্রমঃ।"

ব্যতিক্রম ইতি প্রত্যঙ্মুখঃ সম্প্রদাতা, প্রতিগ্রহীতা প্রাঙ্মুখঃ। তথাচ—

"প্রাঙ্মুখায়াভিরূপায় বরায় বরবর্ণিনী
দদ্যাৎ প্রত্যঙ্মুখঃ কন্যাং দাতা লক্ষণসংযুতাম্॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

দানকালে দাতা প্রথমে বরের প্রপিতামহ হইতে বর পর্য্যন্ত নাম, গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ করিয়া পরে ঐ রূপ ক্রমে কন্যার প্রপিতামহ হইতে নাম ও গোত্রপ্রবরাদির তিনবার উল্লেখ করিয়া যথাবিধানে দান করিবে।

"বরগোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
নামসংকীর্ত্তয়েদ্বিদ্বান্ কন্যায়াশ্চৈবমেব হি॥
কন্যাদানে বিবাহে চ প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
বাক্যমুচ্চারয়েদ্বিদ্বানন্যত্র পিতৃপূর্ব্বকম্॥" (উদ্বাহতত্ত্ব

বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পরের রাশি, লগ্ন, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির পরস্পর মিল আছে কি না, তাহাও বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া কন্যা নিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপ নিরূপণে সেই বিবাহ শুভপ্রদ হইয়া থাকে। অরিষড়ষ্টক, মিত্রষড়ষ্টক, অরিদ্বিদ্বাদশ, মিত্রদ্বিদ্বাদশ প্রভৃতি দেখিয়া রাজযোটক মেলক হইলে বিবাহ প্রশস্ত। [এই মেলকের বিষয় যোটক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বিবাহের ক্রম বিবাহ বিষয়ে নিম্নোক্ত ক্রম পালন করিয়া বিবাহ দিতে হয় সম্প্রদাতা পশ্চিমমুখে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরকে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অর্থাৎ "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নারায়ণকে নমস্কার এবং "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং" এইরূপে বিষ্ণু স্মরণ করিবে, পরে তিল, ও কুশ পত্র সহিত জল গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুঃ, বিষ্ণুর্নাম তৎসদাদ্যন্ত অমুক মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা স্বর্গকামঃ 'বন্ধুপ্রীতিকামো বা অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকদেবশর্ম্মণে বরায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতীং অমুকীং দেবীং (ইত্যাদিরূপে তিন বার নাম গোত্রাদির উল্লেখ করিয়া) সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাং কন্যাং কুভ্যমহং সম্প্রদদে। এইরূপ বাক্যে দান করিবে। পরাহ্নে দান হইলে 'দদানি' এইরূপ বাক্য হইবে।

এইরূপে দান করিয়া পরে দক্ষিণা দিতে হইবে। দক্ষিণা দানের পর অন্য দানাদিও দিতে হয়, অন্য দানশব্দে বরশয্যা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। ইহা বিবাহাঙ্গ বলিয়া রাত্রিকালে দূষণীয় নহে।

"বিবাহে দানান্তরং —

গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তিযাত্রার্ত্তিপ্রসবেষু চ।

দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি ন দুষ্যতি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহকালে কন্যার ললাটে তিলক দিতে হয়, এই তিলক গোরোচনা, গোমূত্র শুষ্কা গোবর, দধি ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। এই তিলক ধারণে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও আরোগ্য হয়। তিলকাদি দ্বারা কন্যাকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া বর ও বধূর মুখ দর্শন করাইবে।

"গোরোচনা সগোমূত্রং শুষ্কং গোশকৃতং তথা।

দধিচন্দনসম্মিশ্রং ললাটে তিলকং ন্যসেৎ।

সৌভাগ্যারোগ্যকৃৎ যস্মাৎ সদা চ ললিতাপ্রদং॥

বরবধূমুখদর্শনং—অত্র কন্যাবরয়োঃ পুষ্পমাল্যাদ্যুৎসবেন সান্মুখ্যকরণমাহ হরিবংশঃ—

"আশীর্ভির্ব্বর্দ্ধয়িত্বা তু দেবর্ষিঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।

অনিরুদ্ধস্য বীর্য্যাঢ্যো বিবাহঃ ক্রিয়তাং বিভো।

জম্বুলমালিকাং দ্রষ্টুং শ্রদ্ধা হি মম জায়তে॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহকালে স্ত্রীদিগের উলু উলু ধ্বনি বিশেষ প্রশস্ত। ঐ সময় যদি হাচি হয় তাহা হইলে ঐ বিবাহ বিশেষ শুভজনক।

"বলিকর্ম্মণি যাত্রায়াং প্রবেশে নববন্ধনে।

মহোৎসবে চ মাঙ্গল্যে তত্র স্ত্রীণাং ধ্বনিঃ শুভঃ॥

স্ত্রীণাং ধ্বনিঃ উলু উলু ধ্বনিঃ।

আসনে শয়নে দানে ভোজনে বস্ত্রসংগ্রহে।

বিবাদে চ বিবাহে চ ক্ষুতং সপ্তসু শোভনম্॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে সম্প্রদাতা ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় প্রভৃতির পূজা, অধিবাস, বসুধারা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া রাত্রিকালে বিহিত লগ্নে বাদ্যাদি নানাবিধ উৎসবের সহিত অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজনের সমক্ষে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। সম্প্রদানের পর কুশণ্ডিকা ও লাজহোম প্রভৃতি করিতে হয়। যদি বিবাহ রাত্রে উহা না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে বিবাহের পর যে দিন উত্তম থাকে, সেই দিনে কুশণ্ডিকা প্রভৃতি করিবে।

সাম, যজুঃ ও ঋগ্বেদভেদে বিবাহপদ্ধতি ও হোমাদি ভিন্ন প্রকার। ভবদেব ভট্ট প্রভৃতির পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বিবাহবেশ (পুং) বিবাহকালে পরিধেয় পরিচ্ছদাদি।

"কৃতবিবাহবেশা" (পদ্ম ৬।১০)

বিবাহহোম (পুং) বিবাহকালে করণীয় হোম, কুশণ্ডিকা।

"বিবাহহোমে যুক্তা মন্ত্রাঃ"

বিবাহিত (ত্রি) কৃতবিবাহ, যে বিবাহ করিয়াছে অথবা যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে।

বিবাহিন্ (ত্রি) ১ বিবাহকারী। ২ বিশেষরূপে বহনকারী, ভর্ত্তা।

বিবাহ্য (ত্রি) বিশেষপ্রকারে বহন করিবার উপযুক্ত, যাহাকে বিশেষরূপে বহন করা যাইতে পারে। ২ বিবাহ করিবার উপযুক্ত, যাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। ৩ জামাতা।

বিবিংশ (পুং) ক্ষুপরাজার পৌত্র, বিবিংশরাজপুত্র। খনিনেত্রের মাতা। (মার্কণ্ডেয়পু ২০।১৪)

বিবিংশতি (পুং) দিষ্টবংশসম্ভূত নৃপতিবিশেষ। (ভাগবত ৯।২।২৪)

বিবিক্ত (ত্রি) বি-বিচ-ক্ত। ১ পবিত্র। ২ বিজন, নির্জ্জন।

"বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি" ভগবদ্গীতা ১৩।১০

৩ অসম্পৃক্ত।

"পুনরুষসি বিবি'ক্তমাতরিশ্বাবহুলা
জনয়তি মদনাগ্নিং মালতীনাং রজোভিঃ।" (মাঘ ১১।১৭)
৪ বিবেকী। (মেদিনী) ৫ বিবেচক। ৬ শুদ্ধ। ৭ একাগ্র।
৮ পৃথক্কৃত। (পুং) ৯ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪১)

বিবিক্ততা (স্ত্রী) বিবিক্তের ভাব বা ধর্ম্ম। বিবেকিতা, বৈরাগ্য।

বিবিক্তত্ব (ক্লী) বিবিক্ততা।

বিবিক্তা (স্ত্রী) বি-বিচ্-ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ্। দুর্ভগা।

বিবিক্তি (স্ত্রী) বি-বিচ্-ক্তিন্। ১ বিভাগ। ২ বিচ্ছেদ। ৩ উপযুক্ত সন্মান, পার্থক্যনির্ণয়।

বিবিক্বস্ (ত্রি) বি-বিচ্-ক্বসু। বিবেকবান্, বিবেকী, জ্ঞানবান্।
"প্রেমে বিবিক্বা অবিদন্"। (ঋক্ ৩।৫৭।১) 'বিবিক্বান্ বিবেকবান্। বিবিক্বান্ বিচিন্ পৃথগ্‌ভাবে ইত্যস্ত কসৌ রূপং।'

বিবিক্ষু (ত্রি) ১ প্রবেশেচ্ছু, আশ্রয়েচ্ছু।
"তথাহ্বয়ন্তং মুনিরীক্ষমাণো
গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ।" (ভাগপু° ৯।৪।৫০)

বিবিচি (ত্রি) পৃথক্কৃত, বিভক্ত।

বিবিত্তি (স্ত্রী) বিশেষ লাভ।

বিবিৎসা (স্ত্রী) ১ আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা, আত্মবিচার।
"পারোধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ প্রিয়ঃ॥" (ভাগ° ১১।৭।১৭)
'বিবিৎসায়ামাত্মবিচারে' (স্বামী)
২ জানিবার ইচ্ছা।
"ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া।"(ভাগ° ১।৯।১)

বিবিৎসু (ত্রি) ১ জানিতে ইচ্ছুক।
"বিবৎসবস্তত্ত্বমতঃপরস্ত
কুমারমুখ্যা মুনয়োহন্বপৃচ্ছন্।" (ভাগ° ৩।৮।৩)
(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের একপুত্র। (ভারত ১।১১৭।৪)

বিবিদিষা (স্ত্রী) বিবিৎসা, জানিবার ইচ্ছা।

বিবিদিষু (ত্রি) বিবিৎসু, জানিতে ইচ্ছু।

বিবিদ্যুৎ (ত্রি) ১ বিদ্যুৎহীন। ২ বিদ্যুদ্‌বিশিষ্ট।

বিবিধ (ত্রি) নানাপ্রকার, বহুপ্রকার।
"সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ" (মনু ১।৮)
(পুং) ২ একাহভেদ। (শাঙ্খায়নশ্রৌতসূ° ১৪।২৮।১৩)

বিবিন্ধ্য (পুং) দানবভেদ। (ভারত)

বিবীত (পুং) প্রচুর তৃণকাষ্ঠপূর্ণ রাজরক্ষিত ভূ-প্রদেশ। এই স্থান উষ্ট্র মহিষাদি কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে তাহারা অর্থাৎ তত্তৎপালকেরা, শস্যক্ষেত্র ধ্বংসজনিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
"সমমেষাং বিবীতেঽপি খরোষ্ট্রং মহিষীসমম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৬০)
'বিবীতঃ প্রচুরতৃণকাষ্ঠো রক্ষ্যমাণঃ পরিগৃহীতো ভূ প্রদেশঃ তদুপঘাতেঽপ্যুষ্ট্রমহিষ্যাদীনাং ক্ষেত্রসমং দণ্ডং এবাং মহিষ্যাদীনাং বিজ্ঞাৎ। ইতি মিতাক্ষরায়াং স্বামিপালবিবাদপ্রকরণম্।' (মিতাক্ষরা)

বিবীতভর্তৃ (পুং) বিবীতভূমির স্বামী।

বিবিত্তা (স্ত্রী) বি-বৃধ-ক্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্। দুর্ভগা।

বিবৃৎ (স্ত্রী) অন্ন।
"বিবৃদসি বিবৃতে ত্বা" (শুক্লযজুঃ ১৫।৯)
'বিবৃত্বং ত্বং বিবৃদসি বিবৃতেঽর্থায়' (মহীধর)

বিবৃত (ত্রি) বি-বৃ-ক্ত। ১ বিস্তৃত।
"শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা" (শাকুন্তল ১মাঙ্ক)
(পুং) ব্যাকরণমতে বর্ণোচ্চারণে প্রযত্নবিশেষ।
"স্পৃষ্টেষৎস্পৃষ্টবিবৃতসংবৃতভেদাৎ" (সি° কৌ°)
স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত এই চারিটী প্রযত্ন, তন্মধ্যে উষ্মবর্ণ ও স্বরের প্রয়োগকালে, প্রক্রিয়াদশায় বিবৃত হয়।
"বিবৃতমুষ্মণাং স্বরাণাঞ্চ। হ্রস্বস্যাবর্ণস্য প্রয়োগে সংবৃতম্। প্রক্রিয়াদশায়াস্তু বিবৃতমেব।" (সি° কৌ°)

বিবৃতা (স্ত্রী) পৈত্তিক ক্ষুদ্ররোগভেদ। ইহাতে মুখ মহাদাহযুক্ত ও পাকা ডুমুরের বর্ণবৎ এবং শোথ হইয়া থাকে। এই রোগে পৈত্তিক বিসর্পের মত চিকিৎসা করিতে হয়। (ভাবপ্র°)

বিবৃতাক্ষ (পুং) বিবৃতে অক্ষিণী যস্য। ১ কুক্কুট। (ত্রি) ২ বিবৃত অক্ষিবিশিষ্ট।

বিবৃতি (স্ত্রী) বি-বৃ-ক্তি। ব্যাখ্যা।
"বাক্যস্য শেষাৎ বিবৃতেৰ্বদন্তি
সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

বিবৃত্ত (ত্রি) বি-বৃত্-ক্ত। চলিত
"বিবৃত্তপার্শ্বং রুচিরাঙ্গহারং" (ভট্টি)
'বিবৃত্তং তির্য্যক্‌চলিতং পার্শ্বং যত্র' (টীকা)

বিবৃত্তি (স্ত্রী) বি-বৃত-ক্তি। ১ চক্রবদ্ভ্রমণ। ২ ঘূর্ণন ৩ বিবিধ বৃত্তিলাভ।
"বিরাজমতপৎ যেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে॥" (ভাগ° ৩।৫।১০)
'বিবৃত্তয়ে বিবিধবৃত্তিলাভায়' (শ্রীধর)

বিবৃদ্ধি (স্ত্রী) ১ বিশেষরূপ বৃদ্ধি।

বিবৃহ (পুং) আপনাপনি খুলিয়া যাওয়া।

বিবৃহৎ (পুং) কাশ্যপের পুত্রভেদ। ইনি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৬৩ সংখ্যক সূক্তদ্রষ্টা ঋষি।

বিবেক (পুং) বি-বিচ্-ঘঞ্। ১ পরস্পর ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ বাদবিচার দ্বারা বস্তুর স্বরূপনিশ্চয়। বস্তুতঃ কোনরূপ কুতর্ক না করিয়া কেবল পরস্পর যথার্থ তর্কদ্বারা প্রকৃত নির্ণয় করার নামই বিবেক। ২ প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় সম্বন্ধে যে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান।

"বিবেকো বন্ধনো জেনঃ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য বা।" (জটাধর)
ইহার পর্য্যায় পৃথগাত্মতা, বিবেচন, পৃথগ্ভাব।

"কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ" (মনু ১।২৬)

৩ জলদ্রোণী, জল রাখিবার ডোঙ্গা। ৪ বিচার, বিবেচনা।

"তত্র কর্ম্মবিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্ব্বশঃ।" (মনু ১।১১২)

৫ বৈরাগ্য, সংসারের প্রতি বিরাগ বা বিরক্তভাব। ৬ তত্ত্বজ্ঞান। ৭ স্নানাগার,চৌবাচ্চা। ৮ ভেদ। ৯ বিচারক,প্রাড়্বিবাক।

বিবেকজ্ঞ (ত্রি) বিবেকং জানাতি বিবেক-জ্ঞা-ক। যাঁহার বিবেকসম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে।

বিবেকজ্ঞান (ক্লী) বিবেকজনিতং জ্ঞানং বিবেক এব জ্ঞানং বা। তত্ত্বজ্ঞান, বিবেকজ জ্ঞান।

বিবেকতা (স্ত্রী) বিবেকের ভাব।

বিবেকদৃশ্বন্ (ত্রি) বিবেকং দৃষ্টবান্ বিবেক-দৃশ কনিপ্। বিবেকদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী, বিবেকী।

বিবেকবৎ (ত্রি) বিবেকমস্ত্যাস্যীতি বিবেক-মতুপ্ মস্য বত্বম্। বিবেকবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত।

"বিবেকবাংশ্চ ভোগানাং নিবৃত্তোঽস্মি চ সাম্প্রতম্,মার্কপু°৬৬।৪০)

বিবেকবিলাস (পুং) একখানি প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ।

বিবেকিতা (স্ত্রী) ১ বিবেকীর ভাব বা ধর্ম্ম। ২ বিবেচকের কর্ম্ম।

"যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্॥" (হিতোপদেশ)

বিবেকিত্ব (ক্লী) বিবেকিতা।

বিবেকিন্ (পুং) বিবেকোঽস্ত্যস্যেতি বিবেক ইনি। বিবেকযুক্ত, যাহার বিবেক জন্মিয়াছে। স্থায়মতে বিবেকীর লক্ষণ এইরূপ ;—

"নবদহনদহ্যমানদারুকদম্বকনির্গতিসমাগমনসংঘাতবদিহ জগতি যো নমতে জীবী স বিবেকীতি।"

এই জগতে নবদহনকালীন দহ্যমান কাষ্ঠান্তরস্থ কীটের ন্যায়, নামামাণ জীবই (মনুষ্যের জীবাত্মাই) বিবেকী বলিয়া অভিহিত হয়। অর্থাৎ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া বনস্থ বৃক্ষাদি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সেই সেই বৃক্ষকোটরের কীটসমূহ যেমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণার সহিত একবার বৃক্ষের পাদদেশ হইতে তাহার অগ্রভাগ এবং পুনর্বার অগ্রভাগ হইতে পাদদেশে পুনঃপুনঃ বিচরণ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মা বারংবার সংসারে আসিয়া বিষমতঃখার্ত্ত হয়, শেষ সংসারের অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যখন সে ঐ কীটের ন্যায় অবসাদগ্রস্ত হয়, তখন তাহাকে বিবেকী বলা যায়।*

২ বিচারকর্ত্তা, বিচারক। ৩ তৈরবংশোৎপন্ন দেবসেন রাজপুত্র, ইহার মাতার নাম কেশিনী। (কালিকাপু° ৯০ অ:)
৪ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, বিরাগী।

বিবেক্তব্য (ত্রি) বি-বিচ্-তব্য। বিবেচনার যোগ্য।

বিবেক্তৃ (ত্রি) বি বিচ্-তৃচ্। ১ বিবেচক। ২ বিচারক।

বিবেক্তৃত্ব (ক্লী) বিচারক ও বিবেচকের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিবেক্য (ত্রি) বি-বিচ্-যৎ। বিবেচ্য, বিবেচনার যোগ্য।

"পাত্রাপাত্রবিবেক্যমথ্যাতিনের্য্যা প্রকাশ্যতাং।"(রাজতর° ৩।৩১৯)

বিবেচক (ত্রি) বি বিচ্-ণ্বুল্। ১ বিবেচনকারী। ২ বিচারক।

বিবেচন (ক্লী) বি-বিচ্-ল্যুট্। ১ বিবেক। (শব্দরত্নাবলী)

"বিবুধৈর্ষীরসে বিষ্ণো তমেব জগতীপতে।
ইচ্ছয়া সর্ব্বমাপ্নোষি দৃষ্টাদৃষ্টবিবেচনম্॥" (হরিবংশ ৪৭।১৮

২ নির্ণয়। (স্ত্রিয়াং টাপ্) ৩ বিবেচনা।

"যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥" (মনু ৮।২১)

বিবেচনীয় (ত্রি) বিবেচনার যোগ্য।

বিবেচিত (ত্রি) ১ বিচারিত, তর্কিত, নিরূপিত। ২ সিদ্ধ।

বিবেচ্য (ত্রি) বিবেচনার যোগ্য।

বিবেদয়িষু (ত্রি) বি-বিদ-ণিচ্-সন্ উ। বিশেষ প্রকারে জানাইতে ইচ্ছুক। যে অভীষ্ট বিষয় বিশেষ করিয়া জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছে।

বিবোঢ় (ত্রি) বি-বহ-তৃচ্। ১ বর, পতি। ২ বহনকর্ত্তা, বহন করে।

বিব্যাধিন্ (ত্রি) বিশেষেণ ব্যাধিতুং শীলং যস্য বি-ব্যাধ ণিনি। উত্তেজনকারী, তাড়নাকারী। ২ বাধনশীল, যে বিদ্ধ করিতে সমর্থ।

বিব্রত (ত্রি) ১ বিবিধ কর্ম্মশীল, নানা কার্য্যে ব্যস্ত।

"হরীণাং রথ্যাং বিব্রতানাং" (ঋক্ ১০।২৩।১)

'বিব্রতানাং রথবহনাদ্বিবিধকর্ম্মণাং হরীণাং এতৎসংজ্ঞকানামশ্বানাং উপ্যাদনতাবং' (সায়ণ)

বিক্রুবৎ (ত্রি) বি ক্রু শতৃ। বিরুদ্ধ বক্তা।

"যো ন ভ্রাতা পিতা বাপি ন পুত্রো ন নিয়োজিতঃ।
পরার্থবাদী দণ্ড্যঃ স্যাৎ ব্যবহারেষু বিক্রুবন্॥"
'বিক্রুবন বিরুদ্ধং ব্রুবন'। (ব্যবহারতত্ত্ব)

* ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, যেন ঐরূপ অবস্থাই বিবেক এবং ঐ অবস্থাপন্নকে বিবেকী বলা হইল। বস্তুতঃ ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই যে বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞান হয় তাহা নহে, তবে জীব ঐরূপ অবস্থাপন্ন হইলে ঐ অবস্থাতেই মধ্যে তাহার মুক্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির লিপ্সা হয়। পরে সেই সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, এ কারণ ঐ অবস্থাই বিবেকপদবাচ্য হইতেছে।

বিব্বোক (পুং) স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজ ক্রিয়াবিশেষ। তাহারা অহঙ্কারবশে প্রিয় বস্তুতে যে অনাদর প্রকাশ করে, তাহার নাম বিব্বোক। যেমন কোন বয়স্য উপহাসচ্ছলে আশীর্ব্বাদ করিতেছে যে "হে সখে! তুমি নিয়ত সদ্‌গুণানুসরণশীল, তোমার সর্ব্বদা যে দোষানুবৃত্তি করে, তুমি তাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠতম বস্তু প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিলেও যে তোমার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি করে না এবং যে কার্য্য গর্হিত নয় অথচ তোমার অত্যন্ত প্রিয়; এইরূপ কার্য্য করিতে যে তোমাকে নিয়ত বাধা প্রদান করে, সেই ত্রৈলোক্যবিস্ময়কর প্রকৃতিশালিনী বামা তোমার উপর প্রসন্ন হউক।" এস্থলে প্রস্তাবিত স্ত্রীলোকটীর গর্ব্বাতিশয় সম্বন্ধে পুনরালোচনা অনাবশ্যক। অতএব এখানে গর্ব্বাতিশয় হেতু প্রিয় বস্তুতে অযথা যথেষ্ট অনাদর প্রদর্শন হেতু স্ত্রীর বিব্বোক ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

"বিব্বোকস্ত্বতিগর্ব্বেণ বস্তুনীষ্টেঽপ্যনাদরঃ।" (সাহিত্যদ° ৩।১৩০)

বিশ, তুদা° পর° অক° অনিট্। লট্ বিশতি। লিট্ বিবেশ। বিবিশতুঃ। বিবিশিথ। লুট্ বেষ্টা। লৃট্ বেক্ষ্যতি। লঙ্ অবিশৎ। লুঙ্ অবিক্ষৎ। আ-বিশ = প্রবেশ। "গৌরী-গুরোর্গহ্বরমাবিবেশ" (রঘু ২।২৬)। উপ বিশ = উপবেশন। "উপাবিক্ষদথাস্তিকে"। (ভট্টি ১৫।৮)। নি-বিশ = প্রবেশ = অবস্থান। "রামলালাং ন্যবিক্ষত"। (ভট্টি ৩।০৮) নি-বিশ-ণিচ্ = সন্নিবেশ = স্থাপন। "নিবেশয়ামাস দৈবো নবপ্রসবোদাসি" (রঘু ৪।৪২) অভি = নি = বিশ = অভিনিবেশ — মনোনিবেশ। নির্‌বিশ = নির্ব্বেশ, উপভোগ। "ক্রীড়ারসং নির্বিশতীব বাল্যে" (কুমার ১।২৯)। পরি-বিশ = ণিচ্ = পরিবেশন = ভোজনে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তিকে অন্নাদি প্রদান এবং বেষ্টন। প্র বিশ প্রবেশ। "স রত্নকুম্ভং পুরং প্রবিশ্য"। (রঘু ২।৭৬)

সম্ বিশ = সম্বেশ — নিদ্রা।

"সংবিষ্টঃ কুশশয়নে নিশাং নিনায়।" (রঘু ১।৯৫)

বিশ্ (স্ত্রী) বিশ্-ক্বিপ্। প্রজা, জাতক, যে জন্মিয়াছে।

"পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ।" (ঋক্ ৬।৪।১)

বিশোহস্মদাদিকায়াঃ প্রজায়াঃ পায়ুঃ পালকো ভব।' (সায়ণ)

(পুং) ২ কন্যা। ৩ বৈশ্য, কৃষি ও বাণিজ্যব্যবসায়ী জাতি-বিশেষ। ৪ মনুষ্য। (ত্রি) ৫ ব্যাপক।

বিশ (স্ত্রী) বিশ্-ক। মৃণাল। (রায়মুকুট)

"পদ্মনালং মৃণালং স্যাৎ তথা বিশমিতি স্মৃতম্।" (ভাবপ্রকাশ)

২ রৌপ্য। (পুং) ৩ মনুষ্য। (ত্রি) প্রবেশকর্ত্তা, প্রবেশকারী। ৪ ব্যাপক। (স্ত্রী) ৫ কন্যা।

বিশংবরা (স্ত্রী) বিশং মনুষ্যং বৃণোতি 'বৃ-অচ্'। স্ত্রিয়াং টাপ্, অভিধানাৎ দ্বিতীয়ায়া অলুক্। পত্নী। (রাজনি°)

বিশ-[ব, স]কণ্ঠা (স্ত্রী) বিশং মৃণালমিব কণ্ঠো যস্যাঃ। বলাকা, বক। (রাজনি°)

বিশঙ্ক (ত্রি) বিগতা শঙ্কা যস্য। শঙ্কারহিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

বিশঙ্কট (ত্রি) বি শঙ্কটচ্ (পা ৫।২।২৮)। ১ বিশাল, বিস্তৃত।

"বিশঙ্কটো বক্ষসি বাণপাণিঃ সম্পন্নতালদ্বয়সঃ পুরস্তাৎ।"

(ভট্টি ২।৫০)

২ ভয়ানক।

"মাংসাস্থ্যসৃগ্‌বেতাল তালবাদ্যবিশঙ্কটঃ।

অকুর্ ভাৎকবাক্কাংসৌ ভূতপ্রীত্যৈ রণোৎসবঃ॥"

(কথাসরিৎ ১০৮।১০৭)

বিশঙ্কনীয় (ত্রি) ১ নিভয়ের যোগ্য। ২ অবিশ্বাস্য।

"সুখাদিভ্যো ব্রাহ্মণাদি নির্ম্মাণং ব্রহ্মণো ন বিশঙ্কনীয়ম্"

(মনুটীকায় কুল্লুক ১।৩১)

বিশঙ্কমান (ত্রি) বি শঙ্ক্-শানচ্। আশঙ্কাকারী।

"বিশঙ্কমানো ভবতঃ পরাভবং" (ভারবি। ১ স°)

বিশঙ্কা (স্ত্রী) ১ আশঙ্কা, ভয়। ২ শঙ্কার অভাব, নির্ভয়।

"বিশঙ্কয়াস্মৎ প্রকরোতি স্ম যদ বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দ্দশ।"

(ভাগবত ৪।২০।৬৭)

৩ অবিশ্বাস।

বিশঙ্কিন্ (ত্রি) ১ আশঙ্কাকারী, ভীত। ২ বিচিন্তিত।

"জীমূতমুনি শবিকর্পিস্তা -- [illegible]" (মালবিকা°)

বিশঙ্ক্য (ত্রি) ১ আশঙ্কার যোগ্য। ২ অবিশ্বস্ত। ৩ নির্ভয়ের যোগ্য।

বিশদ (ত্রি) বি শদ অচ্। ১ বিমল, পবিত্র। ২ স্পষ্ট, ব্যক্ত। ৩ ব্যক্ত। ৪ শুভ্র, সাদা। ৫ বিবিক্তাবয়ব। ৬ পাণ্ডু। ৭ অনুকূল। ৮ সুন্দর মনোহর। ৯ উজ্জ্বল। (পুং) ১১ শ্বেতবর্ণ। ১২ জয়দেবের একপুত্র। (ভাগ° ৯।২১।১৩)

বিশন (স্ত্রী) প্রবেশন, আবেশন।

বিশনগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত কেদ মহকুমা এবং সেই মহকুমার প্রধান নগর। বিশনগর বিশলদেব নরদেব কর্ত্তৃক। স্থানীয় ইতিহাস অনুসারে বিশলদেব নামে এক চৌহান নরপতি এখানে ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। মতান্তরে ঐ নামে বাঘেল বংশীয় এক নৃপতি ১২৪৩ হইতে ১২৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। পূর্ব্বে এখানে বিশনগর নামধেয় নাগর ব্রাহ্মণের একশ্রেণী বাস করিতেন, তাঁহাদের নামানুসারে এই মহকুমার নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা অবিকাংশই শ্রীনারায়ণ স্বামীর মতাবলম্বী। বিশনগর সহরে প্রায় ২১ হাজার লোকের বাস।

বিশফ (ত্রি) শফরহিত। যাহাদের পায়ে খুর নাই।

"কর্ণবস্ত বিশকস্ত দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা।" (অথর্ব ৩৮০।১)

'বিশফস্ত বিগতশকস্য শঙ্কমানপুরুষকালসর্পাদেঃ বিস্পষ্ট-শকস্য বা ক্রূরগোমহিষাদেঃ তস্য উত্তরবিধস্য বহুবিধবিঘ্ন-কারিণঃ' (সায়ণ)

বিশব্দ (ত্রি) ১ নিঃশব্দ, শব্দরহিত। ২ শব্দবিশিষ্ট।

বিশব্দন (স্ত্রী) শব্দের উচ্চারণ।

বিশম্প (ত্রি) ১ লোক হইতে রক্ষিত। (পুং) ২ লোকান্তর। পাণিনির অশ্বাদিগণে গৃহীত। [বৈশম্পায়ন দেখ।]

বিশয় (পুং) বি-শী অচ্। সংশয়।

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥" (মীমাংসা°)

২ আশ্রয়।

বিশয়বৎ (ত্রি) ১ সংশয়যুক্ত। ২ আশ্রয়বিশিষ্ট।

বিশয়িন্ (ত্রি) বিশয়োঽস্ত্যস্যেতি ইনি। সংশয়ী, সংশয়যুক্ত।

বিশর (পুং) বি-শৄ হিংসায়াং অপ্। ১ বধ। ২ শরীর বিশরণ।

"কাশ্যপো রুস্তাদ্ বিশরান্ বিষ্কন্ধাদ্ অভিশোচনাৎ "
' বধনাৎ শরীরবিশরণাৎ' (সায়ণ)

(ত্রি) ৩ শররহিত। ৪ শরযুক্ত। ৫ বিশীর্ণ।

বিশরণ (স্ত্রী) ১ মারণ। ২ পাতন।

বিশরুদ (ত্রি) বিশারদ।

বিশবারু (ত্রি) বিস্ময়ব।

বিশরীক (ত্রি) ১ পাতনশীল।

বিশর্দ্ধন (স্ত্রী) গুহ্যদেশে কুৎসিত শব্দ, বায়ুত্যাগ, পাদা।

বিশালগড়, বোম্বাই প্রদেশে কোহ্লাপুর পলিটিকাল এজেন্সীর অধীন এক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এই রাজ্যের কেন্দ্র অক্ষা° ১৬৫২ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২°৫০ পূঃ। ভূপরিমাণ ২৩৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। সহ্যাদ্রিশৈলমালার পূর্ব ঢালু অংশে অবস্থিত, উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এখানে অল্প পরিমাণে কাঠকাঠ ও জ্বালানিকাঠ পাওয়া যায়। এখানকার সামন্তের উপাধি প্রতিনিধি। তিনি কোহ্লাপুরের রাজাকে বার্ষিক ৫৯০ কর দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সামন্তের পূর্ব্বপুরুষ—পরশুরাম ত্র্যম্বক বিশালগড়ের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র ১ম রাজারাম ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে পরশুরামকে মহারাষ্ট্ররাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধি (Viceroy) পদ প্রদান করেন। সাতারা ও কোহ্লাপুরবাসী শিবাজীর বংশধরগণ মধ্যে রাজপদ লইয়া (১৭০০-১৭৩১ খৃঃ অঃ) যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তৎকালে পরশুরাম সাতারাপক্ষে এবং তাঁহার পুত্র কোহ্লাপুরের পক্ষে যোগদান করেন, পিতা ও পুত্রে বিভিন্ন পক্ষেই প্রতিনিধিত্ব করিতেন। প্রতিনিধির বংশধর ভগবন্তরাও আবাজীর সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে তৎপরে ক্রমান্বয়ে তিন জন দত্তক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। শেষ সামন্ত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এক শিশু রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। এই শিশুর নাম আবাজী কৃষ্ণপন্থ প্রতিনিধি। পলিটিকাল এজেণ্টের তত্ত্বাবধানে ইনি বেশ সুশিক্ষিত হইয়া যথাকালে রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এই প্রতিনিধিবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। রাজ্যমধ্যে এখন ৬টী বিদ্যালয়। মালকাপুর রাজধানী।

২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও গিরিদুর্গ অক্ষা° ১৬°৫৪´৩০ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩°৪৭ পূঃ।

বিশল্য (ত্রি) বিগতং শল্যং যস্মাৎ। ১ শল্যরহিত। ২ শেলহীন। ৩ শেলব্যথাশূন্য। ৪ যাতনাশূন্য। ৫ চিন্তাশূন্য।

বিশল্যকরণ (ত্রি) ১ যদ্দ্বারা শেল বা শল্য বাহির হয়। (স্ত্রী) ২ শল্য বহিষ্করণ।

বিশল্যকরণী (স্ত্রী) বিশল্যঃ ক্রিয়তে অনয়েতি। বিশল্য-কৃ ল্যুট্ ঙীপ্। ঔষধবিশেষ, নির্বিষী, অয়াপান। রামায়ণে কথিত আছে, গন্ধমাদন পর্ব্বতের দক্ষিণশিখরে ইহার জন্ম, এই মহৌষধি জীবের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি, দ্বিধাকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধান (জোড়া লাগান) এবং সবর্ণীকরণ অর্থাৎ ক্ষতাদি শুষ্ক হইলে সেইস্থানজাত শ্বেতাদি বিকৃত বর্ণের নাশ করিতে সাতিশয় সমর্থ। ইহার বিশল্যকরণী নামের তাৎপর্য্য এই যে, শল্য বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিদ্ধ অস্ত্র, শস্ত্র, লৌহ, ও লোষ্ট্রপাষাণাদির উদ্ধার করণে ইহার ভূয়সী শক্তি। এই সকল কারণেই শক্তিশেলবিদ্ধ মুমূর্ষু লক্ষ্মণের শল্যোদ্ধরণ, জীবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং ক্ষত সন্ধানের জন্য শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর হনুমানকে উক্ত পর্ব্বত হইতে এই ঔষধ আনয়নার্থ আদেশ করেন। হনুমানানীত এই মহৌষধিদ্বারাই লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাপনোদন, শল্যোদ্ধরণ, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি এবং ক্ষতস্থানসন্ধান হয়।

"দক্ষিণে শিখরে জাতং মহৌষধিমিহানয়।
বিশল্যকরণীং নাম সাবর্ণ্যকরণীং তথা।
সঞ্জীবকরণীং বীর সন্ধানীঞ্চ মহৌষধীম্॥" (রামায়ণ ৬।১০৩ সর্গ)

[নির্বিষী ও অয়াপান দেখ।]

বিশল্যকৃৎ (ত্রি) বিশল্যকারী। (পুং) বিশালীবৃক্ষ, হাপরমালী। পর্য্যায়—অঙ্কোড়ক, ক্ষুরক ভূপলাশ, আক্ষেতি, আচমৎপ্রিয়।

বিশল্যা (স্ত্রী) ১ গুড়ূচী। ২ অগ্নিশিখা বৃক্ষ। ৩ দন্তীবৃক্ষ। ৪ নাগদন্তী, চলিত হাতীশুঁড়া। ৫ রামদন্তী বৃক্ষ (ইহা এক প্রকার তুলসী)। ৬ ত্রিফলাজলা। ৭ বনযমানী। ৮ বিবর্ত্ত, চলিত বইচিগাছ। ৯ কুমাতাশাক। ১০ তেউড়ী। ১১ পারুল। ১২ ত্রিপুটা। ১৩ নদীবিশেষ। ১৪ লক্ষ্মণের পত্নী।

বিশস (পুং) ১ বধ, হত্যা, মারণ, বিনাশ। ২ খড়্গ।

বিশসন (ক্লী) শস-হিংসায়াং বিশাস-ল্যুট্। ১ মারণ।

"তস্মিন্ বিশসনে ঘোরে চক্রলাঙ্গলসংপ্লবে।"(হরিবংশ ৯৯।৪৩)

২ নরকবিশেষ। "প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃপানমিতি।" (ভাগবত ৫।২৬।৭)

(ত্রি) ৩ বিনাশকারী।

"যমদণ্ডোপমাং গুর্ব্বীমিন্দ্রাশনিসমস্বনাম্।

অপশ্যাম মহারাজ ! রৌদ্রীং বিশসনীং গদাং ॥" (ভারত ৯।৫৯।৩০)

(পুং) ৪ খড়্গ। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

"অসিবিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।

শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপালস্তথৈব চ ॥" (মহাভারত)

বিশসিত (ত্রি) বি-শস ক্ত। মারিত।

বিশসিতৃ (ত্রি) বি শস-তৃচ্। মারক বিনাশক হন্তা, হত্যাকারক।

"যজ্ঞযূপে বদ্ধা বিশসিতা ভূত্বা হন্তুং প্রচক্রমে।"(মনু১০।১০৫ কুল্লুক)

বিশস্ত (ত্রি) অবিনীত, ধৃষ্ট। ২ মারিত, নাশিত। ৩ কর্ত্তিত, ছিন্ন। ৪ সুসভ্য। ৫ অতীত।

বিশস্তি (স্ত্রী) বিশস-ক্তিন্। বধ, হত্যা, বিনাশ।

বিশস্তৃ (ত্রি) বি-শস তৃচ্ (অনিট্)। ১ হিংসাকারক।

"আহর্ত্তা চানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী।

সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ খাদকঃ সর্ব্বএব তে ॥"

'তে সর্ব্ব এব পাপিন ইতি শেষঃ' (মহাভারত)

২ চণ্ডাল। (সংক্ষিপ্তসার)

বিশস্ত্র (ত্রি) শস্ত্ররহিত অস্ত্রশূন্য।

বিশস্পতি (পুং) রাজা।

বিশাংপতি (পুং) বিশাং মনুষ্যাণাং পতিঃ, ষষ্ঠ্যা অলুক্। নরপতি, রাজা। "সংবেশায় বিশাম্পতিং।" (রঘু)

বিশাই (দেশজ) বিশ্বকর্ম্মা শব্দের অপভ্রংশ।

বিশাকরাজ (পুং) বিশাকঃ বিগতশাকঃ সন্ রাজতে বিশাক রাজ্-ড। শাকশূন্যত্বাৎ তথাত্বম্। ১ শুভ্রচূড়, চলিত লম্বাসিত্র বানেড়াসিজ। ইহাতে শাক অর্থাৎ পত্রাদি না থাকায় ঐরূপ নাম হইয়াছে। ২ সুহনন্তী। ৩ কাঠীগুড়া। ৪ পাকল গাছ।

বিশাখ (পুং) ১ কার্ত্তিকের।

"প্রভুর্নেতা বিশাখশ্চ নৈগমেয়ঃ সুদুশ্চরঃ।" (মহাভারত)

২ ধনুর্দ্ধারীদিগের বিতস্ত্যন্তর (এক বিঘৎ অন্তর) পাদ সংস্থান। (ভরত) ৩ যাচক। (মেদিনী) ৪ পুনর্নবা। (রাজনি°, ৫ স্কন্দাপস্মার অর্থাৎ স্কন্দনামক গ্রহকর্ত্তৃক যে অপস্মার রোগ জন্মায়। (সুশ্রুত উ° স্থা° ৩৭ অ°)

(ত্রি) ৬ শাখাবিহীন, যার শাখা নাই।

"কবন্ধোঽবস্থিতঃ সংখ্যে বিশাখ ইব পাদপঃ।" (হরিবংশ ৪৮।৫২)

৭ স্কন্দাংশজাত দেবভেদ। স্কন্দের বজ্রপ্রহার হেতু এক দিব্য কুণ্ডলধারী সুবর্ণবর্ণসন্নিভ শক্তিধর যুবা পুরুষ জন্মে, বজ্রপ্রহার হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার নাম বিশাখ হইল।

"বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য সংজাতঃ পুরুষোঽপরঃ।

যুবা কাঞ্চনসন্নাহঃ শক্তিধৃক্ দিব্যকুণ্ডলঃ।

যদ্বজ্রবেদনাজ্জাতো বিশাখস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥"(ভারত বন°২২৬অ°)

৮ স্কন্দের অনুজ, কার্ত্তিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(ভারত আদি° ৬৬ অ°)

৯ শিব। (ভারত আদি° ১৭ অ°)

বিশাখগ্রহ (পুং) বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ।

বিশাখজ (পুং) নাগরঙ্গবৃক্ষ, টাবালেবুর গাছ। বিশাখায়াং জাতঃ (ত্রি) বিশাখজাত, যে বিশাখানক্ষত্রে জন্মিয়াছে।

বিশাখদত্ত (পুং) প্রসিদ্ধ মুদ্রারাক্ষসরচয়িতা। ইহার পিতার নাম পৃথু ও পিতামহের নাম বটেশ্বর দত্ত। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বিশাখদেব (পুং) খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

বিশাখপত্তন, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জেলা। ইহা ১৭, ১৪´, ৩০ ও ১৮°, ৫৮´ উত্তরঅক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮২°, ১৯´ ও ৮৩°, ৫৯´ পূর্ব্বদ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। জয়পুর ও বিজয়নগরম্ সমেত ইহার ভূপরিমাণ ১৭,৩৮০ বর্গমাইল। ভূ বিস্তৃতি ও জনসংখ্যার আধিক্যে এস্থানটী মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রধানতম বলিয়া গণ্য। বিশাখপত্তন, উত্তরপ্রান্তে গঞ্জাম জেলা ও মধ্যপ্রদেশ দ্বারা, পূর্ব্বসীমায় গঞ্জাম ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা, দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগর ও গোদাবরী জেলায় এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলা ১৮টী জমিদারী, ৩৭টী ভূসম্পত্তি ও তিনটী সরকারী তালুকের সমষ্টি-সমবায়ে গঠিত। বিশাখপত্তন সহরে শাসনকেন্দ্র অবস্থিত।

প্রাকৃতিক দৃশ্য—বিশাখপত্তন মান্দ্রাজের উত্তরসামুদ্রিক প্রদেশের একাংশ। ইতিহাসে ইহা উত্তর সরকার নামে খ্যাত। এই স্থানটী অত্যন্ত পর্ব্বতসঙ্কুল ও রমণীয়, কিন্তু বড় অস্বাস্থ্যকর। পূর্ব্বঘাট নামক শৈলশ্রেণীর অংশবিশেষ এই সহরটীকে বিভাগ করিয়া বক্রভাবে ইহার উত্তর-পূর্ব্বাংশ হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিভক্ত ভূমির একাংশ পর্ব্বতময় ও অপরাংশ সু-সমতল। শৈলশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গটী প্রায় ৫০০০ ফিট উচ্চ। পর্ব্বতের ঢালুঅংশে নানাবিধ উদ্ভিদ ও বৃহৎ বন্যবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। উচ্চত্যকাভূমিতে প্রচুর সুন্দর বাঁশ দৃষ্টিগোচর হয়। কতকগুলি জলপ্রবাহ নালারূপে

পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে এবং কতকগুলি শাখা নদী গোদাবরী ও মহানদীর কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

পূর্ব্বঘাট শৈলশ্রেণীর পশ্চিমাংশে জয়পুর-জমিদারীর অধিকাংশ বিস্তৃত। ইহা সাধারণতঃ পর্ব্বতসঙ্কুল ও জঙ্গলময়। এই জেলার উত্তর ও উত্তরপশ্চিমাংশে কন্দ ও শবর জাতির বাস। উত্তরপ্রান্তে নিমগিরি পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। নিমগিরি হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত, তাহাই শ্রীকাকোল ও কলিঙ্গপত্তন নামক স্থানে নদীর আকার ধারণ করিয়াছে।

বিমলিপত্তম ও কলিঙ্গপত্তন নগর ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। সমুদ্রের তীরস্থিত সমতল ভূমি অধিকাংশই পর্ব্বতময়। সমুদ্রের প্রান্তভূমি এবং বিশাখপত্তন বন্দরের প্রবেশপথ অত্যন্ত রমণীয়। এইস্থানে গবর্মেণ্টের অনেকগুলি বনবিভাগ আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থান জমিদারী-সম্পত্তি। জয়পুর রাজ্যের অধিকাংশ স্থলই জঙ্গলময়। পালকোণ্ডার বনে এবং গোলকোণ্ডা তালুকের বনবিভাগে বহুতর বৃক্ষ ও বাঁশ জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বসিদ্ধি তালুকে অনেক জমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। পার্ব্বতীপুর তালুকে অনেক শালবৃক্ষ পাওয়া যায়।

ইতিহাস—বর্ত্তমান বিশাখপত্তন সহর পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিশেষে প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় রাজগণ এই স্থানটী অধিকার করেন। সময়ান্তরে উড়িষ্যার গজপতিরাজারা ও তৈলঙ্গের রাজগণ অধিকারপূর্ব্বক ইহাতে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। অতঃপর বাহ্মণীবংশের রাজা ২য় মহম্মদ উড়িষ্যাবিজয়ে জনৈক নৃপতির সাহায্য করায় তাঁহার নিকট হইতে খণ্ডপল্লী ও রাজমহেন্দ্রী দুটী প্রদেশ পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হয়েন। বাহ্মণীবংশের অধঃপতন সময়ে উড়িষ্যারাজ ঐ প্রদেশ দুটী পুনরধিকার করেন; কিন্তু কুতবসাহী রাজবংশের ইব্রাহিম পুনরায় ঐ দুইটী স্থান দখল করেন, এমন কি উত্তরাংশে শ্রীকাকোল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা বিজয় করিয়া উত্তরপ্রদেশসমূহ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তখন বিশাখপত্তন শ্রীকাকোলস্থিত বাদশাহের জনৈক সুবাদারের শাসনাধীন ছিল। কালক্রমে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিলে হায়দ্রাবাদের নিজামবাহাদুর উত্তরসরকারের অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি এই সময়ে ঐ স্থানের রাজস্ব ও বিচারবিভাগের যথেষ্ট সংস্কার করেন এবং রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকোলে প্রধান মুসলমান কর্ম্মচারিগণের বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া দেন। প্রথম নিজামবাহাদুরের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে হায়দ্রাবাদের সিংহাসন লইয়া অত্যন্ত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ফরাসীগণের সাহায্যে সলাবৎজঙ্গ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পুরস্কারস্বরূপ মুস্তফানগর, এলুর, রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকোল নামক চারিটী সরকার প্রদান করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণের পক্ষে রণকুশল সেনাপতি বুশী ঐ স্থানের ফরমাণ প্রাপ্ত হন এবং অল্পকাল পরেই নিজহস্তে উহার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

শ্রীকাকোলের শাসনপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া সেনাপতি বুশী বিশাখপত্তনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তদানীন্তন মোগলসম্রাটের বিশেষ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলে মোগলসম্রাট বিশাখপত্তন আক্রমণের আদেশ দেন। বাদশাহীসেনা কোম্পানীর গুদাম ঘর আক্রমণ করে এবং সমস্ত ইংরেজগণকে মারিয়া ফেলে। তৎপর বৎসর একটী নূতন ফরমাণ প্রস্তুত হয় এবং তদ্দ্বারা কোম্পানী বিশাখপত্তন ও সমুদ্রতীরস্থ অন্যান্য স্থলে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরম রাজার আহ্বানে ফরাসীগণকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ ক্লাইভ, কর্ণেল ফোর্ডকে বঙ্গদেশ হইতে উত্তরসরকারে পাঠাইয়া দেন। অল্প সময়ে রণনৈপুণ্যের ফলে ফোর্ড গোদাবরী জেলায় ফরাসীগণকে পরাজিত করিয়া মছলীপত্তনদুর্গ অধিকার করেন। অধিকন্তু নিজামবাহাদুরের নিকট হইতে কোম্পানীর পক্ষ মছলীপত্তনের পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় স্থানের দখল প্রাপ্ত হন এবং ভবিষ্যতে ফরাসীগণ উত্তরসরকারে বাসের অধিকার না পায়, এই মর্ম্মে একখানি স্বত্বপত্র লিখাইয়া লয়েন। ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইব রাজকীয় ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী সমগ্র উত্তরসরকার ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজামবাহাদুরের সঙ্গে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে ঐ স্থানের স্বত্বাধিকার পূর্ণরূপে ইংরেজের অধীন হয়। এইরূপে বিশাখপত্তন ও ঐ প্রদেশের অবশিষ্ট সমুদায় স্থান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়।

ইহার পর বিজয়নগরমবংশীয় রাজগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন। রাজভ্রাতা সীতারাম রায় ও দেওয়ান জগন্নাথ রায়ের ষড়যন্ত্রে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সার টমাস রম্বোল্ডের পদচ্যুতি ঘটে। উত্তরসরকারের প্রকৃত অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সরকারবাহাদুর 'কমিটী অফ্ সার্কিট' নামে একটী সভা গঠন করেন। এই সভা তাহাদের রিপোর্টে চিকাকোল সরকারের অধীন কাশিমকোটা প্রদেশ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ প্রদেশের যে সকল স্থান বর্ত্তমান বিশাখপত্তন

জিলাভুক্ত করা হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা (১) হাবিলী জমি, (২) বিশাখপত্তন-খামার ও (৩) বিজয়নগরম্-জমিদারী নামে তিন অংশে বিভক্ত ছিল। হাবিলী জমি সম্পূর্ণভাবে সরকারী অধিকারে ছিল। ৩৩খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বিশাখপত্তন-খামারে এবং অন্ধ, গোলকোণ্ডা, জয়পুর ও পালকোণ্ডা রাজ্য বিজয়নগরম্ জমিদারীর মধ্যে ভুক্ত করা হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত বিশাখপত্তনের রাজা ও রাজসভাই এই প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। কিন্তু ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে এই প্রাদেশিক সভা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সমস্ত উত্তরসরকার বিভাগ করিয়া কয়েকজন কালেক্টরের হস্তে তাহার শাসনভার অর্পণ করা হয়। বিশাখপত্তন জিলাকেও তখন তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

এই সময়ে রাজা এবং রাজভ্রাতা সীতারাম রাজের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। বন্দোবস্তের শৈথিল্যে জমিদারীর রাজস্বও দিন দিন বাকী পড়িতে লাগিল। গবর্মেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া রাজা রাজ্যমধ্যে অধিক সৈন্য নিযুক্ত করিতেছিলেন; অধিকন্তু জিলার অন্যতম জমিদারীর মধ্যেও রাজার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে সরকারবাহাদুর অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং রাজস্ব বাকীর জন্য রাজসম্পত্তি ক্রোকের ছলে বিশাখপত্তনে একদল য়ুরোপীয় সৈন্য ও সিপাহী প্রেরণ করিলেন। ইহারা শীঘ্রই বিজয়নগরস্থিত রাজার দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি পদ্মনাভম্ নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থান উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু এখানেও কর্ণেল প্রেণ্ডারগাষ্ট্ নামক ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার গতি রোধ করিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই রাজসৈন্য ও ইংরেজসৈন্যের মধ্যে এইস্থলে একটী ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত রাজা নিহত হন। অনেক চেষ্টার পর কনিষ্ঠ রাজকুমার নারায়ণ বাবা পিতৃরাজ্যাধিকারের একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই গবর্মেণ্ট জমিদারীর কতকাংশ পার্ব্বতীয় জাতির শাসনাধীন করিয়া দেন এবং রাজ্যের কতকাংশ খাসমহালভুক্ত করা হয়। এই প্রকারে ঐ প্রদেশের প্রধান নৃপতি বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন জয়পুরের জমিদারস্বরূপ ক্ষুদ্র একজন ভূস্বামীমাত্র হইয়া পড়েন। বর্ত্তমানকালেও ঐ সকল স্থানের অধিকাংশ সম্পত্তিই জয়পুর-রাজবংশধরগণ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে উত্তরসরকারে স্থায়ী বন্দোবস্তের কার্য্য করা হয়। এই সময়ে এই জিলায় ১৩টী পুরাতন জমিদারী ছিল। এই সকল জমিদারী হইতে ৮০,২৫৮০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। মান্দ্রাজের অন্যান্য জিলায় প্রায় এখানের সরকারী জমিও জমিদারীর নিয়মানুসারে শাসিত হইতে থাকে। কাজেই ঐ জায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিয়া নিলামে বিক্রয় করা হয়। এই প্রকারে এই স্থানকে ২৬ অংশে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত ১৩টী পুরাতন জমিদারী ও এই বিভক্ত ২৬ অংশ একত্র করিয়া নূতন বিশাখপত্তন জিলা গঠিত হয়। এই আইনের ব্যবস্থায় জমিদারগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। এই অসন্তুষ্টি ক্রমে ক্রমে অবাধ্যতার আকার ধারণ করিল। চারিদিকে নানারূপ অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ হইল। অবশেষে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে এই জিলায় ও গঞ্জাম সহরে এতদূর উপদ্রব হইতে লাগিল যে, গবর্মেণ্ট অশান্তি নিবারণার্থ একদল ফৌজ প্রেরণ করিলেন। এই সঙ্গে ঐ সকল অশান্তির কারণ নির্ণয় ও উহা দমনের উপায় নির্দ্ধারণার্থ মিঃ জর্জ রাসেলকে কমিশনার নিযুক্ত করা হইল। মিঃ রাসেল বিশাখপত্তনের অশান্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ দুইজন লোককে নির্দ্দেশ করেন। ইহার মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ ধৃত হয়। অপর ব্যক্তি সহর ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। পালকোণ্ডা সহরেও এ সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ইংরাজ গবর্মেণ্টের কৌশলে শীঘ্রই তাহা দমিত হইল। মিঃ রাসেলের পরামর্শানুসারে এই সময়ে রাজ্যের প্রচলিত শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

[বিজাগাপাটাম্ ও বিজয়নগর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

১৮৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থার কার্য্য চলিতেছিল। এই সময়ে দেশের অশান্তি অত্যাচারও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল। বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিযুক্ত রাণীকে হত্যা করা অপরাধে পার্ব্বত্য গোলকোণ্ডা রাজ্যও অবশেষে গবর্মেণ্ট অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮৪৯-৫০ ও ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। রাজা ও রাজকুমারের মধ্যে প্রায়ই বাদবিসংবাদ চলিতেছিল। এই বিরোধের ফলে রাজ্যনাশের আশঙ্কায় তত্রত্য এজেন্ট জয়পুরের তালুক চারিটী স্বীয় শাসনাধীন করিয়া রাখেন। এবং ১৮৬০ খৃঃ অব্দে রাজার মৃত্যুর পর উহা পুনরায় রাজকুমারকে প্রত্যর্পণ করা হয়। এই সঙ্গে গবর্মেণ্টের পক্ষীয় একজন সহকারী এজেন্ট্ ও সহকারী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জয়পুরে রাখা হইল। এবং রাজ্যের শাসন ও বিচারের ভার এজেন্ট্ ও পুলিসের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৭৯-৮০ সালে রম্পাপ্রদেশে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠে, কালক্রমে তাহা গুড়েম রাজ্য দিয়া জয়পুর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

বিজয়নগরমরাজ্যের বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত,—স্থানীয় রাজা অত্যন্ত

ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ের ভার গবর্মেণ্ট নিজহস্তে গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর পরে সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া গবর্মেণ্ট পুনরায় রাজাকে রাজ্য প্রদান করেন। ইংরাজের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ১৮২৭ খৃঃ অব্দে রাজা কাশীবাসী হন। রাজকুমারের নাবালক অবস্থায় এবং তৎপরেও কএক বৎসর (১৮৪৮-১৮৫২ খৃষ্টাব্দ) মিঃ ক্রোজিয়ার কুশলতার সহিত রাজ্যশাসন করেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজস্বের আরও বাড়াইয়া দেন। সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমার অত্যন্ত চতুরতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। রাজপ্রতিভার পরিচয় পাইয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে "কে, সি, এস্, আই" ও মহারাজা উপাধি প্রদান এবং তাঁহার সম্মানসূচক ১৩টী তোপের বন্দোবস্ত করেন। এই রাজার মৃত্যুর পর ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে পশুপতি আনন্দ গজপতি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনিও অত্যন্ত কুশলতার সহিত রাজদণ্ড চালনা করিতেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে তিনি পিতৃ-সম্মানের উত্তরাধিকারীস্বরূপ 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি মান্দ্রাজের আইন-সভার সদস্য নিযুক্ত হন।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে স্থানীয় পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার পরিণামে তত্রত্য জমিদারী তালুকগুলির বিচার ও শাসন বিভাগ সম্পূর্ণরূপে কলেক্টর সাহেবের অধীন করা হয় ... কএক স্থান এই কলেক্টরের শাসন-বহির্ভূত থাকে, তাহাও চিকাকোলের জজ সাহেবের অধিকারভুক্ত করা হয়। ঐ সকল স্থানের শাসন সংরক্ষণের জন্য বিশাখপত্তনে একটী কাছারী প্রতিষ্ঠা এবং রায়বরম জেলায় একজন মুন্সেফ্ নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য চলে। ইহার পরে বিশাখপত্তনে একটী নূতন আদালত স্থাপন করা হয়। বিজয়নগরম্ ও ববিলি জমিদারী এবং পালকোণ্ডা জেলা এই আদালতের এলাকাভুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে কলেক্টরের অধীন ভূভাগের পরিমাণ কিছু খর্ব্ব করা হয়। এখন জয়পুর, মাড়গল, পাঞ্চিপেন্ত, কুরুপাম্, পার্ব্বত্য মেরাঙ্গি জমিদারী এবং পালকোণ্ডা, পোলকোণ্ডা ও কাশীপুরের পার্ব্বত্য জমিদারী কলেক্টরের অধীন হইয়াছে। জেলা আদালতের অধীন ছয়টী মুন্সেফ কাছারী আছে। এখানে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী। পার্ব্বত্য অসভ্যজাতির মধ্যে হত্যাসংক্রান্ত মোকদ্দমাই সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

শান্তিরক্ষার সৌকর্য্যার্থে বিশাখপত্তনকে জয়পুর ও বিশাখপত্তন, নামক দুইটী জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৩২৭ জন কনেষ্টবল ৩৩ জন ইন্স্পেক্টর ও সর্ব্বোপরি ৫ জন ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। প্রথমতঃ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে এই পুলিসবিভাগ স্থাপন করা হয়। প্রথম প্রথম ইহাতে অধিবাসিগণ কিছু প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু সরকারের কৌশলে এ আপত্তি শীঘ্রই মিটিয়া যায়। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ও ১৮৬৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরে যে ন প্রদেশে যে সামান্য বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে পুলিসের সঙ্গে জনসাধারণের যৎসামান্য মারামারি হইয়াছিল।

বিশাখপত্তন সহরের বাহিরে স্বাস্থ্যকর স্থানবিশেষে জেলখানা স্থাপিত। এই জেলে ১৭০ জন কয়েদীর স্থান হইতে পারে। যাহারা অধিকদিনের জন্য কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে রাজমহেন্দ্রীতে সদর জেলখানায় রাখা হয়। পার্ব্বত্যজাতির জন্য পার্ব্বতীপুরে একটী নূতন কারাগার প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে ১০০ জন কয়েদীর স্থান হইতে পারে। বন্দী অবস্থায় থাকিলে এই জাতির মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশাখপত্তনে লেখাপড়ার একরূপ চর্চ্চাই ছিল না। বিজয়নগরম সহরে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। এখানে বি-এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। বিশাখপত্তনে একটী আর সরকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও তিনটী উচ্চ ইংরেজী, ১১টী মধ্য ইংরেজী, ও ৮১২টী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বিশাখপত্তন পালকোণ্ডা ও ইলামঞ্চিলী নামক স্থানত্রয়ে তিনটী নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। অধিকন্তু বিভিন্ন স্থানে নয়টী বালিকা বিদ্যালয় ও বিশাখপত্তনে কএকটী যুবককর্তৃক স্থাপিত ও পরিপোষিত কৃষক সন্তানের জন্য একটী অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এ দেশের বালকবালিকারা লেখাপড়া শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতেছে, পর-বর্ত্তী আদমসুমারী দেখিলে স্পষ্টই তাহার উপলব্ধি হইবে।

বিশাখপত্তন সহর বিমলিপত্তন, বিজয়নগরম্ ও অনোকাপল্লি জেলায় চারিটী মিউনিসিপাল কার্য্যালয় আছে। বিশাখপত্তন সহরের উপকণ্ঠে প্রসিদ্ধ ওয়ালেয়ার বেলভ্যু নামক স্থান। এই স্থান প্রধানতঃ ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ই অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এস্থানের বিস্তৃতি ৩ মাইল ও জলবায়ু একান্ত স্বাস্থ্যকর। বিশাখপত্তন সহরে একটী সুবৃহৎ মিউনিসিপাল অফিস নির্ম্মিত আছে। ইহার অধীন একএকটী পুস্তকাগার, পাঠাগার ও স্থানীয় সমিতির কার্য্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখানে একটী বৃহৎ হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা আছে। ইহার উন্নতিকল্পে বিজয়নগরম্এর মহারাজ পর্য্যাপ্ত অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। হাসপাতালের সন্নিকটে একটী অনাথাশ্রম ও ইহার অনতিদূরে সরকারী পাগ্লা গারদ আছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে বিমলি-

পত্তন বিশেষ বিখ্যাত। এখানে ইংরেজ ও ফরাসীদের কএকটী কারখানা আছে এবং কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ইংরেজের যে ষ্টীমার যাতায়াত করে, এই বন্দর উহার একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। বিমলিপত্তনে একটী হাঁসপাতাল, একটী খৃষ্টানের গির্জ্জা, একটী বিদ্যালয় ও একটী পাঠাগার এবং এ ছাড়া বিজয়নগরম্ জেলার দেশীয় পদাতিক সৈন্যের একটী নাতিবৃহৎ দুর্গ আছে।

জলবায়ু—স্থানের বিভিন্নতা অনুসারে সর্ব্বত্র একপ্রকারের স্বাস্থ্য নহে। সমুদ্র তীরসন্নিহিত স্থানসমূহের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ মৃদুমধুর ও গ্লানিহারক। কতকদূর গ্রামের ভিতর অগ্রসর হইলেই অত্যন্ত গরম বোধ হইবে। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার সন্নিহিতস্থল অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও ম্যালেরিয়াপ্রধান। সহরে রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবই বেশী। পার্ব্বত্যপ্রদেশে জল্‌লীজ্বর বা অবিরাম পিত্তজ্বরের প্রকোপ অত্যধিক। এতদ্ব্যতীত কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাবও সচরাচর ঘটিয়া থাকে। সমতল, বিশেষতঃ স্যাঁত্‌স্যাতে স্থান সমূহে 'বেরি-বেরি' নামক একপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। তটসংলগ্ন প্রদেশে শ্বেতরোগ, গোদ ও গলগণ্ডের প্রভাবও কম নহে। যাহা হউক, সর্ব্বোপরি বিশাখপত্তনের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট।

২ মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিশাখপত্তন মহাকুমার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১৪২ বর্গমাইল।

৩ মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অধীন বিশাখপত্তন জেলার প্রধান সহর। ১৭° ৪১´ ৫০´´ উত্তর অক্ষা° ও ৮৩° ২০´ ১০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহা মিউনিসিপালিটীর অধীন একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানে একটী প্রধান সেনা-নিবাসের কার্য্যালয়, জজসাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীত্রয়, জেলখানা, পুলিস-অফিস, পোষ্ট ও টেলীগ্রাফ্ অফিস, গির্জ্জা, স্কুল, হাঁসপাতাল, অনাথাশ্রম, প্রপুস্তাগার ইত্যাদি বহুবিধ গৃহ বর্ত্তমান আছে।

বিশাখপত্তন সহর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে স্থাপিত। একটী নদী সহর হইতে সাগরাভিমুখে আসিয়াছে।

এ সহরটী দুর্গের ন্যায়। সাধারণতঃ ইহাকে বিশাখপত্তন দুর্গও বলা হয়। এখানে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় পদাতিক সৈন্য আছে।

মিউনিসিপালিটীর চেষ্টায় ও অর্থে এখানকার স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায় এবং তদ্ভিন্ন উহার সাহায্যে একটী পাঠাগার, পুস্তকাগার ও কয়েকটী স্কুল পাঠশালাও স্থাপিত হইয়াছে। সহরের উন্নতিকল্পে বিজয়নগরের মহারাজ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

প্রবাদ—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অন্ধ্ররাজ এই নগরের পত্তন করিয়াছিলেন। মুসলমানদের দিগ্বিজয়কালে কলিঙ্গ প্রদেশের অবশিষ্ট ভাগ সমেত এই নগরও মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬৮৯ খৃঃ অঃ এই কারখানা মোগলগণ আক্রমণ করিয়া তত্রত্য কর্ম্মচারিগণকে নিহত করিয়া ফেলে। পর বৎসরেই ইংরেজগণ পুনরধিকার করিয়া অনতিবিলম্বে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাফর আলি বা তাহার মরাঠা দল বল বিমলিপত্তন ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লুণ্ঠন করিয়াও বিশাখপত্তনের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। অতঃপর সেনাপতি বুশী কিছুদিনের জন্য নগর অধিকার করেন, তৎপরে বিজয়নগরম্‌এর রাজা ফরাসীগণকে বিতাড়িত করিয়া ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে এদেশ পুনরায় ইংরাজের হস্তে প্রদান করেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ আর কোন ঘটনা এখানে ঘটে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশাখপত্তন একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। সুতরাং বাণিজ্য ব্যবসায়ে এই স্থান দিন দিন উন্নত হইয়া উঠিতেছে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বিদেশজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস ও ইংলণ্ডের ধাতু ; এবং রপ্তানীর মধ্যে শস্য ও গুড়ের বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য। এখানে বহুবিধ দেশীকাপড়, কারুকার্য্যময় দ্রব্য সম্ভার, চন্দনকাষ্ঠ ও রৌপ্যের সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বাক্স, ডেস্ক, পাশার কোট এবং অন্যবিধ আবশ্যকীয় ও বিলাসোপযোগী সামগ্রীও যথেষ্ট নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

বিশাখপত্র (পুং) বালরোগভেদ।

বিশাখযূপ (পুং) ১ একজন প্রাচীন রাজা। ২ নৃসিংহপুরাণোক্ত প্রাচীন জনপদভেদ। কেহ কেহ ইহাকেই বিশাখপত্তন বলিয়া মনে করেন। [বিশাখপত্তন দেখ।]

বিশাখল (ক্লী) যুদ্ধকালে অত্যন্ত ব্যবধানে পাদদ্বয়ের বিন্যাস।

'বিশালান্তর-বিন্যস্তে পাদযুগ্মে বিশাখলম্।' (শব্দমালা)

বিশাখা (স্ত্রী) ১ কঠিল্লক। (মেদিনী) ২ অশ্বিনী আদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত ষোড়শ নক্ষত্র। ইহার পর্য্যায়, রাধা। এই নক্ষত্রের রূপ তোরণাকার ও তাহাতে চারিটী তারকা সংযুক্ত আছে। (মুহূর্ত্তচিন্তামণি) ইহার অধিদেবতা শক্র এবং অগ্নি, কেননা একই নক্ষত্র দুইটী*। এই নক্ষত্র মিত্রগণের অন্তর্গত। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে

---

* "পদ্মোর্ম্মধ্যগতস্তত্র রাজীবঃ স্বস্বদেবতঃ।
বিশাখয়োর্ম্মধ্যগতঃ সম্পূর্ণ ইব চন্দ্রমাঃ।" (রামায়ণ)
রামায়ণের এই শ্লোকানুসারেও দুইটী বিশাখা নক্ষত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়

জাতবালক সর্ব্বদা নানাকার্য্যে অনুরক্ত থাকে এবং স্বর্ণকারের সহিত তাহার সখ্যতা হয়, কিন্তু তাহার সহিত অপর কাহার সখ্যতা হয় না। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৩ শ্বেতরক্ত পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°) ৪ কৃষ্ণা অপরাজিতা। ৫ কঠিল্লক বৃক্ষ।

বিশাখা, প্রাচীন জনপদভেদ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং 'পি সো কিআ' নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন: চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি কৌশাম্বী দর্শন করিয়া তথা হইতে ১৭০ বা ১৮০ লি (প্রায় ২৫।৩০ মাইল) উত্তরে আসিয়া বিশাখা রাজ্যে উপনীত হন। এই রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪০০০ লি ও রাজধানী প্রায় ১৬ লি। এখানে নানাবিধ শস্য ও যথেষ্ট ফল ফুল জন্মে। অধিবাসী শিষ্টশান্ত, সকলেই অধ্যয়নে নিরত ও মোক্ষকামী। চীনপরিব্রাজকের সময় এখানে ২০টী সঙ্ঘারাম ছিল ও তাহাতে হীনযানসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিতেন। এ ছাড়া এখানে তিনি ৫০টী দেবমন্দির ও তাহাতে বহু দেবভক্ত দেখিয়া গিয়াছেন।

রাজধানীর উত্তরে রাজপথের বামপার্শ্বে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারাম ছিল। এখানে থাকিয়া পূর্ব্বকালে অর্হৎ দেবশর্ম্মা 'বিজ্ঞানশাস্ত্র' লিখিয়া আত্মবাদ খণ্ডন করেন। এখানেই ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব ৭ দিন ধরিয়া শতাধিক হীনযানী আচার্য্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারামের পার্শ্বেই অশোকনির্ম্মিত একটী বৃহৎ স্তূপ ও তাহার নিকট বুদ্ধদেবের নির্ম্মাল্য-পরিত্যক্ত পুষ্পবীজোৎপন্ন একটী বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। বহু দূরদেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীগণ এই বোধিতরু দেখিতে আসিত। কতবার ব্রাহ্মণেরা এই গাছ কাটিয়া দিয়াছেন, তথাপি চীনপরিব্রাজকের সময় পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ নষ্ট হয় নাই। ইহার অনতিদূরে চীনপরিব্রাজক গত ৪ জন বুদ্ধের স্মৃতি দেখিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাকেত বা বর্ত্তমান অযোধ্যাকেই চীনপরিব্রাজকের 'বিশাখা' বা [illegible] বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিশাখিকা (স্ত্রী) [বিশাখা দেখ।]

বিশাখিল (পুং) জৈন কলাশাস্ত্ররচয়িতা।

বিশাতন (ত্রি) বি-শদ-ণিচ্-ল্যুঃ। মোচনকর্ত্তা।

"নমস্তে দেব দেবেশ সনাতন বিশাতন।
বিষ্ণো জিষ্ণো হরে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম॥" (মহাভারত)

বি-শদ-ণিচ্-ল্যুট্। (ক্লী) ২ পাতন।

"যতমানাঃ প্রযত্নেন দ্রোণানীকবিশাতনে।
ন শেকুঃ সৃঞ্জয়া যুদ্ধে তদ্ধি দ্রোণেন পালিতম্॥" (মহাভারত)

বিশাপ (ত্রি) শাপান্ত, শাপরহিত।

"বিশাপো যাদশাকান্তে মৈথুনায় সমুত্থিতঃ।" (ভাগ° ৯।৯।৩৮)

(পুং) ২ মুনিভেদ।

বিশাম্পতি (পুং) বিশাং প্রজানাং পতিঃ। রাজা।

বিশায় (পুং) বি-শী-ঘঞ্। (ব্যাপয়োঃ শেতে পর্য্যায়ে। পা ৩।৩।৩৯) প্রহরীদিগের পর্য্যায়ক্রমে শয়ন। (অমর)

বিশায়ক (পুং) লতাভেদ। [বিশাকর দেখ।]

বিশায়িন্ (ত্রি) বি-শী-ণিনি। ১ শয়নকারী। ২ যে শয়ন করে না বা জাগিয়া চৌকী দেয়।

বিশারণ (ক্লী) বি-শৄ-ণিচ্-ল্যুট্। মারণ।

বিশারদ (ত্রি) বিশাল-দা-ক। রলয়োরভেদঃ ইতি লস্য রঃ। ১ বিদ্বান্। (মনু ৭।৮৩) ২ প্রগল্ভ। ৩ প্রসিদ্ধ। ৪ শ্রেষ্ঠ ৫ দক্ষ, নিপুণ। ৬ নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসবান। ৭ বিজ্ঞ। ৮ গর্ব্বিত। (পুং) ৯ বকুল।

বিশারদা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র তরালভা।

বিশারদিমন্ (পুং) বৈশারদ্য, নৈপুণ্য।

বিশাল (ত্রি) বি-শাল-চ্। (বেঃ শালচ্ছঙ্কটচৌ। পা ৫।২।২৮।) যদ্বা বিশ প্রবেশনে কালন। (তমিবিশিবিড়ীতি। উণ ১।১১৭।) ১ বৃহৎ। ২ [illegible] ৩ বিস্তৃত, চৌড়া ৪ বিখ্যাত, অদ্ভুতকর্ম্ম ৫ বিস্তীর্ণ। (পুং) ৬ মৃগভেদ। ৭ পক্ষিভেদ। ৮ বৃক্ষভেদ ৯ একজন পুরাণপ্রসিদ্ধ নৃপতি। ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ইনি বিশালা নগরী স্থাপন করেন। (রামায়ণ)

১০ বৃক্ষভেদ। (কাত্যায়নশ্রৌত° ২৪।২।১৬) ১১ তৃণবিন্দুর পুত্রভেদ (বিষ্ণুপুরাণ) [বিশাল দেশ দেখ।] ১২ বৈদিশ বা বিদিশা নগরীর রাজভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭০।৪) ১৩ পর্ব্বতভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১২)

বিশালক (পুং) ১ কপিত্থ, কয়েৎবেল। ২ গরুড়। ৩ যক্ষভেদ।

বিশালগ্রাম (পুং) পুরাণোক্ত গ্রামভেদ। (মার্কপু°)

বিশালতা (স্ত্রী) বিশাল-তল্-টাপ্। ১ বিস্তার। ২ বৃহত্ব, প্রকাণ্ডতা। ৩ পার্শ্ববিস্তার, ওসার, বহর।

বিশালতৈলগর্ভ (পুং) অঙ্কোঠবৃক্ষ।

বিশালত্বক্ (পুং) সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিনগাছ।

বিশালদা (স্ত্রী) লতাভেদ (Alhagi Maurarum)

বিশালদেশ, বিশালরাজপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন জনপদভেদ। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে ইহার বিবরণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গঙ্গা ও গণ্ডকী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বিশালরাজের শাসনাধিকার। তাই ইহার নাম বিশাল। বিশালদেশের বায়ুকোণে বেত্রিয় বা বেথিয়া, পূর্ব্বদিকে মধুপুর, দক্ষিণে ভাগীরথী এবং উত্তরে শেলম বা সেলিমপুর। এই প্রদেশের

নামবিস্তার বিংশযোজন। বিশালনগরের অধিবাসিগণ অতিশয় ধার্ম্মিক। এই দেশের মধ্যে আরও তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ আছে। তাহাদের একটীর নাম চম্পারণ, দ্বিতীয়টী শালগ্রাম, তৃতীয়টী দীর্ঘদ্বার। এই শেষোক্ত দেশটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও বিশালদেশের যাবতীয় ঘটনা এই নামেই উল্লেখ। ইহার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তাহার নাম [illegible]।

দীর্ঘদ্বার দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই দীর্ঘদ্বারের অধিবাসিগণ [illegible], পরদারে বিমুখ, ও কৃষিকার্য্যে তৎপর ছিল। এখানকার ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রনিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক। অধিবাসীদিগের মধ্যে সকলেরই দস্যুকার্য্যে প্রবল অনুরাগ। উহাদের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ নাই। লোকগুলি কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদের মধ্যে আবার অনেকেই [illegible] ও গণ্ডমালারোগাক্রান্ত। উহারা গণ্ডকী নদীর জল ব্যবহার করিলেও কলির প্রভাবে উহাদের রোগশোক [illegible] এখানে প্রচুর ধান্যের উৎপত্তি হয়। এখানে [illegible] বাস, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং কুড়ুমি। কলির প্রারম্ভে দীর্ঘদ্বারে পর পর চারিজন রাজার রাজত্বকাল।

দীর্ঘদ্বারের অর্দ্ধযোজন দূরে মহাদেবী অম্বিকার অধিষ্ঠান। রাজা বিশাল, ঐ দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘদ্বারের অধিবাসিগণ উঁহার পূজাকার্য্যে তৎপর।

বিশালদেশস্থ দ্বিজাতিবর্গ বেদচর্চ্চায় রত। জ্ঞানে, ধনে, শৌর্য্যে, সম্মানে সকল বিষয়েই ইহারা বিশাল নামের যোগ্য। দীর্ঘদ্বারবাসিগণ কলির প্রারম্ভে নন্দক, মনহীন স্ত্রৈণ এবং মাতা, পিতা, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও সুহৃৎ সজ্জন প্রভৃতিরও ধন হরণ করিয়া আত্মসুখ সাধনে রত হয়। এতদ্ভিন্ন খণ্ডমর্ত্ত স্থানে যাহাদিগের বাস, রাজকীয় করদান ব্যাপারে তাহারা একেবারেই বিমুখ। কলির একাংশ অতীত হইলেই ঐ দেশে কেতুর উদয় হয়, কিন্তু একটী কেতু নয়, শ্বেত, নীল, ও রক্তবর্ণ ভেদে পর পর চারিটী ভীষণ কেতুর উদয় অনিবার্য্য। ইহারা দেশ নাশের হেতুভূত [illegible]—সেই সময় বিশালদেশ বাসীদিগের সঙ্গে নেপালীদিগের গণ্ডকী নদীতীরে ঘোর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের স্থিতিকাল তিন বর্ষ। হরিহর শিবদেব তখন বিশালের রাজা। নেপালীদিগের সহিত যুদ্ধে বিশালদেশ বিধ্বস্ত হয়। তৎপরে নেপালীগণ কর্ত্তৃক [illegible] অবাধলুণ্ঠন, বালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে বহু লোকের শিরশ্ছেদন, পরে বিশালরাজ্য নেপাল অধিকারে সংস্থাপন। এই সকল ঘটনা কলির প্রারম্ভে সংঘটিত হয়। নেপালীদের এরূপ লুণ্ঠনে দেশ দরিদ্র হইয়া পড়ে। দারিদ্র্য তাড়নায় বিশালবাসীরা দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বাস করে।

কার্ত্তিক মাসে এখানকার গঙ্গা এবং গণ্ডকী নদীর সঙ্গম বড়ই পুণ্যপ্রদ। তাই স্নানতর্পণাদি করিয়া যাত্রিগণ এখানে প্রতি বর্ষে পাপ ক্ষালন করে।

একণে বিশালদেশস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির বিবরণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। বিশালরাজ্যের এক দীর্ঘদ্বার প্রদেশেই সাত হাজার গ্রাম। এই সপ্ত সহস্র গ্রামের মধ্যে ত্রিশটী গ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম গ্রাম হরিহরছত্র। এই গ্রাম গণ্ডকীতীরে বিরাজিত। এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। শূদ্রাদি অন্যান্য জাতির বাস তদপেক্ষা কম। এইখানে হরিহরদেবের এক অত্যুচ্চ মন্দির আছে। উহার দৃশ্য বড়ই চমৎকার। প্রতিবর্ষে হরিহরদেবের সম্মুখে একটী মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় গ্রাম্য এবং অরণ্যজাত বহু পশু বিক্রীত হয়। তদ্ভিন্ন অনেক মূল্যবান্ রত্নাদিরও এখানে কেনাবেচা হইয়া থাকে। ১৫০০ বিক্রম সম্বতে আমের বা আমীরনগরীর অধিপতি মানসিংহ যবনরাজের আদেশে যশোরাদিশক্তিকে বিনাশ করিতে যাত্রা করিয়া গণ্ডকী-তীরে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন। তিনি স্বব্যয়ে অত্রত্য প্রাচীন হরিহর মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করাইয়া দেন এবং দেব সেবার্থ বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেন।

আমে-গ্রামের দক্ষিণে দীর্ঘদ্বার প্রদেশের অন্তর্গত শঙ্করপুর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে কল্যাণকারী নামে এক শিবলিঙ্গ ছিলেন, যবনাধিকারে তাঁহার অন্তর্ধান হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাপস্রোতে এই গ্রামের সর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। তৃতীয় কপিল গ্রাম। এই গ্রামের সোমদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে একটী কপিলা গাভী ছিল। এই জন্য ইহার অপর নাম কপিলাগ্রাম। প্রবাদ—ঐ গাভীর কৃপায় এ গ্রামে ভক্ষ্য ভোজ্য পেয়াদির কোনই অভাব ছিল না। গাভীর আদেশ—যদি গ্রামে গোহত্যা হয়, তবেই এই গ্রামের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পরবর্ত্তী গ্রামের নাম গঙ্গাজল। এ গ্রামটী বিশেষ সমৃদ্ধ। পুরাণাখ্যানে প্রকাশ—এ গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণই ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করিতেন। কর্ম্মফলে হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ পঙ্গু হইয়া পড়েন। গঙ্গাস্নান করিতে পারিবেন না বলিয়া ব্রাহ্মণ তখন চিন্তায় আকুল, স্নানাহার নাই, সমস্ত দিন উপবাসী, রাত্রিতে স্বপ্ন হইল, যাবৎ ব্যাধি আরোগ্য না হয়, গঙ্গাদেবী ব্রাহ্মণের গর্গরী মধ্যে ততদিন থাকিবেন। সেই হইতে গ্রামের নাম গঙ্গাজল। গঙ্গাজল-গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের পাপাচারে গ্রামের ধ্বংসসাধন, সপ্তবার এই গ্রামে অগ্নিদাহন, তারপর কল্কিদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত গহন অরণ্যে ইহার পরিণতি, ইহাই ভবিষ্যদ্ বাণী।

গঙ্গাহার একটী প্রধান গ্রাম। কলিতে ইহা যবনাধিকারে

পতিত হয়। এখানে অনেক গন্ধবণিকের বাস। শতদল, মল্লিকা, যূথিকা ও কেতকী প্রভৃতি পুষ্পদিগকে যন্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া একপ্রকার সৌগন্ধিক রসদ্রব্য প্রস্তুত করা, ঐ সকল গন্ধবণিক্‌দিগের ব্যবসায়। সেই জন্য সকলের কাছেই এই গ্রাম গন্ধাহার নামে পরিচিত। গ্রামটী সদাই সুগন্ধে পূর্ণ। গ্রাম মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রচুর অশ্বত্থ বৃক্ষ। সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য ব্রহ্মদৈত্য এই সকল বৃক্ষে আসিয়া বাস করে। ক্রমে গ্রামস্থ বণিক্‌বধূগণের উপর ব্রহ্মদৈত্যের সমাবেশ হয়। ভূতাবেশবশে গ্রামবাসীরা যখন গ্রাম ছাড়িয়া দূরদেশে পলায়ন করে, তখন গ্রামমধ্যে যে অসংখ্য পুষ্পোদ্যান ছিল, তাহা জন সমাগমহীন হওয়ায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

আর একটী গ্রাম পানকপুর। গ্রামের অধিবাসীরা প্রায়ই রাজকর। মলিনবস্ত্রে, মলিন আকারে থাকাই তাহাদের অভ্যাস। শালিবাহন শাকের প্রারম্ভে এই গ্রাম ধ্বংস হয়। বিশালদেশের অন্যতম প্রধান গ্রাম দেভ বা দেবগ্রাম। পূর্ব্বে এই স্থানে নানাজাতীয় বৃক্ষ ছিল। এইস্থান গভীর অরণ্যময় তাই সহজে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না; বিশালরাজের বংশধরেরা এখানকার বনবৃক্ষাদি কাটাইয়া এই স্থানে অম্বিকা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং অম্বিকাপূজার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাজাদেশে দেবগ্রামে আসিয়া অনেক মালাকার বাস করে। [illegible] প্রকোপে অগ্নিদাহে এই গ্রাম নষ্ট হয়।

তারপর সুবর্ণগ্রাম, গোবিন্দচক্র, বামনগ্রাম, কণমরের উত্তরে গোবর্দ্ধন ও মকের গ্রাম। মকেরগ্রাম চন্দ্রসেন রাজা-কর্ত্তৃক ধ্বংস হয়। তৎপরে শক্তিসিংহপ্রতিষ্ঠিত বিষহার, বিশাল-রাজের কেলিস্থান বনকেলি নামক বৃহৎ গ্রাম, ভোজরাজের সময়ে প্রতিষ্ঠিত পারশাগ্রাম, (এখানে অকস্মাৎ ক্রোশ পরিমিত একটী জলময় মহাগর্ত্ত উৎপন্ন হয়)। আর একটী প্রসিদ্ধ স্থান তারানগর। এখানে তারাদেবীর মন্দির ও বলিদানরত বহু শাক্তব্রাহ্মণের বাস। অবগাহী নামে একটী গ্রাম আছে। উগ্রসেন রাজা তথায় সোমযজ্ঞ করেন এবং তদুপলক্ষেই সেথানে কান্যকুব্জাগত চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের বাস হয়। আর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম বসন্তপুর। এখানে বিশালরাজগণের পুরোহিতবংশের বাস। হোলিকা নামে এক রাক্ষসের উৎপাতে এই গ্রামের ধ্বংস হয়। এই বসন্তপুরের পূর্ব্বদিকে যোজন পরিমিত দূরে সুপ্রাচীন বিশালনগরীর ধ্বংসাবশেষ। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৩৮-৬৯ অঃ)

বিশালের ইতিহাস।

ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে বর্ণিত আছে—

সূর্য্যবংশে তৃণবিন্দু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র, বিশাল, হীনবধূ ও ধূম্রকেতু। এই তিনের মধ্যে বিশালই জ্যেষ্ঠ। বিশাল চীনাচার শিক্ষা করিবার জন্য উত্তরদেশে গমন করেন। গণ্ডকী নদীতীরে তিনি একমাস তপ করিয়া নিজনামে পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসহেতু এই স্থান বৈশাল নামে খ্যাত হয়।* রাজা বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, তৎপুত্র ধূম্রাক্ষ এবং তৎপুত্র সংযম। যমাদি অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধ হইয়া ছিলেন বলিয়া সংযম নাম হয়। সংযমের পুত্র মহাবীর কৃশাশ্ব কৃশাশ্বের ঔরসে চারুশীলার গর্ভে রাজা সোমদত্তের জন্ম। সোম দত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তৎপুত্র সুমতি। তৎপুত্র জনমেজয়। বৈশালনগরের বায়ুকোণে ৫ ক্রোশ দূরে যজ্ঞযষ্টি গ্রাম। এখানে মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১০৮ হাত পরিমাণ পাষাণনির্ম্মিত নানা চিত্রময় যজ্ঞকুণ্ড বিদ্যমান। বেদবাদ মতে মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ এখানে যজ্ঞযষ্টি স্থাপন করেন, তাহাতেই যজ্ঞযষ্টি নাম হইয়াছে [illegible]। [illegible] বেদিকার নিকট রাজা জনমেজয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে শতপ্রাসাদসংযুক্ত স্থান দান করেন সময়ে সময়ে এখানকার মাটীর ভিতর হইতে [illegible] পাওয়া যাইত।

বিশাল [illegible] একযোজন পরিমিত দুর্গম বশারদুর্গ। ইহার মধ্যে ও নিকটে ৫২টী মনোরম জলাশয়। ঐ দুর্গে বিশালের রাজবংশ বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি বিদ্যমান। (ভ° ব্রহ্মখ° ৪০ অঃ) [বৈশালী দেখ।]

বিশালনগর (স্ত্রী) বিশালরাজনির্ম্মিত নগর। [বিশাল দেশ দেখ।]

বিশালনেত্র (ত্রি) ১ বৃহৎ চক্ষুঃবিশিষ্ট। (পুং) ২ বোধি-সত্ত্বভেদ।

বিশালপত্র (পুং) বিশালানি পত্রাণি যস্য। ১ কাসালু। ২ শ্রীতাল বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ মাণ, মাণকচু। (পর্য্যায়মুক্তা)

বিশালপুরী (স্ত্রী) নগরভেদ।

বিশালফলিকা (স্ত্রী) বিশালং ফলং যস্যাঃ ততঃ স্বার্থে কন্‌ টাপি অত ইত্বং। নিষ্পাঠী। (রাজনি°)

বিশালা (স্ত্রী) বিশাল টাপ্‌। ১ ইন্দ্রবারুণী। (অমর) ২ উজ্জয়িনী (মেদিনী) ৩ উপোদকী। ৪ মহেন্দ্রবারুণী। (রাজনি°) ৫ তীর্থবিশেষ। শাস্ত্রানুসারে সকল তীর্থেই মুণ্ডন ও উপবাসের বিধান আছে, কিন্তু গয়া, গঙ্গা, বিশালা এবং বিরজাতীর্থে মুণ্ডন ও উপবাস নিষিদ্ধ।

"মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)
৬ দক্ষকন্যা।

* "বিশালনৃপবাসত্বাৎ দেশো বৈশালসংজ্ঞক.।" (ভ° ব্রহ্মখ° ৪০।৭)

"মনোরমাং ভাগুমতীং বিশালাং বহুদামথ।" (গরুড়পু' ৬অ')

বিশালাক্ষ (পুং) বিশালে আক্ষণী যস্য সমাসে ষচ্। ১ হর, মহাদেব। (ভারত ১২।১৭।৮০) ২ গরুড়। ৩ তক্ষশীদ।

"অনিলশ্চানলশ্চৈব বিশালাক্ষোঽথ কুণ্ডলী।" (ভারত ৫।১০১।৯)

(ত্রি) ৪ সুনেত্র, বিশালচক্ষুঃ। ৫ বিষ্ণু। ৬ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৯)

বিশালাক্ষী (স্ত্রী) বিশালাক্ষ-ঙীষ্। ১ উত্তমা নারী। (বিশ্ব) ২ নাগদন্তী। (রাজনি°) ৩ পার্ব্বতী, দুর্গাদেবী।

তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীদেবীর পূজা ও মন্ত্রাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"ধ্রুবমাদ্যং সমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং সমুদ্ধরেৎ।

বিশালাক্ষীপদং ঙেহন্তং হৃদন্তং মন্ত্রমুদ্ধরেৎ॥

অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা অষ্টসিদ্ধিপ্রদা শিবে।

প্রসঙ্গাৎ কথিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভা প্রিয়ে॥" (তন্ত্রসার)

'ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ' ইহাই বিশালাক্ষীদেবীর অষ্টাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্র অষ্টবিধ সিদ্ধি প্রদান করে। এই মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, পংক্তি ছন্দঃ দেবতা বিশালাক্ষী, বীজ ওঁ, শক্তি হ্রীং, ইহা চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) লাভের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।*

এইরূপে দেবীর অঙ্গ ও করন্যাস করিতে হয়, যথা—'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। তৎপরে ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এইরূপে অঙ্গ ও করন্যাস করার পর মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস এবং দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাম্।

দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গখেটকধারিণীম্॥

নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাম্।

সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্॥

মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।

শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্॥

শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্।

সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥"

এইরূপে দেবীর ধ্যান, অর্ঘ্যস্থাপন ও পীঠদেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যানপূর্ব্বক যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। সামান্য পূজা পদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। এই দেবীর মন্ত্রসিদ্ধি করিতে হইলে পুরশ্চরণ করিতে হয়, উক্ত মন্ত্র ৮ লক্ষ জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।*

বিশালাক্ষাদেবীর যন্ত্র—প্রথমে ত্রিকোণ এবং তাহার বাহে অষ্টদলপদ্ম, বৃত্ত, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার অঙ্কন করিয়া যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। এই যন্ত্রে সর্ব্বসৌভাগ্যদাত্রী বিশালমুখী বিশালাক্ষী-দেবীকে যথাবিধানে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ত্রিকোণ মধ্যে মহাদেবীর অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিতে হইবে। পরে 'ওঁ পদ্মাক্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ বিরূপাক্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ রক্তাক্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ সুলোচনায়ৈ নমঃ, ওঁ একনেত্রায়ৈ নমঃ, ওঁ দ্বিনেত্রায়ৈ নমঃ, ওঁ কোটরাক্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ ত্রিলোচনায়ৈ নমঃ, এই সকল দেবতার পূজা করিয়া পত্রাগ্রে পশ্চিমাদিক্রমে অষ্ট-সিদ্ধিরূপিণী অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। চতুরস্রে ইন্দ্রাদি-লোকপালের অর্চনা করিয়া তাহার বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। তৎপরে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম করিবে।

৪ চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্তর্গত যোগিনীবিশেষ। দুর্গাপূজার সময় ইহার পূজা করিতে হয়। (দুর্গোৎসব পদ্ধতি)

---

* ঋষিরস্য মহেশানি সদাশিবো মহাপ্রভুঃ।
পংক্তিশ্ছন্দঃ কথিতং বিশালাক্ষী চ দেবতা॥
শক্তিঃ প্রণববিন্দ্বাঢ্যং লজ্জাবীজঞ্চ বীজকম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে।
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ॥
প্রকারস্ত 'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি।
মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা ধ্যায়েদ্দেবীং পরাং শিবাং॥
(তন্ত্রসার [illegible])

* যন্ত্রমধ্যে সমাবাহ্য প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ
ত্রিকোণমষ্টপত্রঞ্চ ততো বৃত্তং সমালিখেৎ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ।
তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্।
বিশালাক্ষীং বিশালাস্যাং যথাবিধি প্রপূজয়েৎ।
ত্রিকোণান্তর্মহাদেবীং সম্পূজ্য মাতৃঃ ক্রমাৎ।
পদ্মাক্ষী বিরূপাক্ষী রক্তাক্ষী চ সুলোচনা।
একনেত্রা দ্বিনেত্রা চ কোটরাক্ষী ত্রিলোচনা।
এতাঃ পূজ্যা মহেশানি। পত্রাগ্রেষ্বষ্টযোগিনীঃ।
পশ্চিমাদিক্রমেণৈব অষ্টসিদ্ধিস্বরূপিণীঃ॥
চতুরস্রে মহাদেবি লোকপালান্ সমর্চ্চয়েৎ।
তদ্বহিশ্চৈব বজ্রাদ্যান্ পূজয়েদ্বাপ্যতন্দ্রিতঃ।
যথাশক্তি ততো জপ্ত্বা পূজনঞ্চ সমাচরেৎ॥ (তন্ত্রসার)
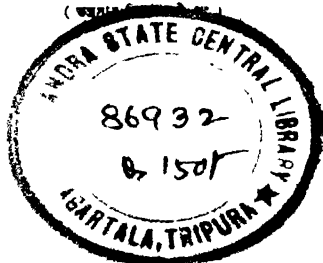
বিশালিক (পুং) অনুকম্পিতো বিশালদত্তঃ বিশালদত্ত-ঠচ্ (পা ৫।৩।৮৪) বিশালদত্ত নামক অনুকম্পাযুক্ত কোন ব্যক্তি। এই অর্থে বিশালিয় ও বিশালিন পদ হয়।

বিশালী (স্ত্রী) অজমোদা। (রাজনি°)

বিশালীয় (ত্রি) বিশালসম্বন্ধীয়।

বিশিক্ষু (ত্রি) বি-শিক্ষ্-উ। বিশেষ প্রকারে শিক্ষাদাতা বা সাধনকর্ত্তা।

"গা *কুর্বিশেষেণ শিক্ষয়িতা সাধয়িতাসি" (ঋক্ ২।১।১০ সায়ণ)

বিশিখ (পুং) বিশিষ্টা শিখা যস্য। ১ শরতৃণ। (রাজনি°) ২ বাণ।

"সন্ধাধে বিশিখং ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা যথা।" (ভাগবত ৪।১৭।১৬)

৩ তোমর। (মেদিনী) বিগতা শিখা যস্য। (ত্রি) ৪ শিখারহিত, বিচ্ছিন্নকেশ, মুণ্ডিতমুণ্ড। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শিখাশূন্য হইয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে নাই।

"বিশিখোহনুপবীতী চ কৃতং কর্ম্ম ন তৎ কৃতম্।" (স্মৃতি)

৫ চরকার টেকো। ৬ আতুরাগার, যে গৃহে রোগী থাকে।

বিশিখপুঙ্খা (স্ত্রী) শরপুঙ্খা। (ভাবপ্র°)

বিশিখা (স্ত্রী) ১ খনিত্রী, খোন্তা। ২ রথ্যা।

"বিশিখান্তরাণাতিপপাত সপদি জবনৈঃ স বাজিভিঃ।"

(মাঘ ১১।১৭)

৩ নালিকা; অপত্যমার্গ। ৫ কর্ম্মমার্গ।

৬ নাপিতের স্ত্রী, নাপ্তিনী।

বিশিপ (ক্লী) বিশন্ত্যস্মিন্নিতি বিশ (বিটপ পিষ্টপ বিশিপোল পা। উণ্ ৩।১৪৫) ইতি কপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। মন্দির।

বিশিপ্রিয় (ত্রি) শিপ্রয়োঃ হন্বোর্নাসিকয়োর্বা কর্ম্ম। বি-শিপ্র ক্রিয়। যাহাতে হনু বা নাসিকার ক্রিয়া নাই, হনু বা নাসিকাচালন ক্রিয়াবিহীন কর্ম্ম। "বিশিপ্রিয়াণাং শিপ্রে হনু নাসিকে বা, ইহ তু হনূ, শিপ্রয়োর্হন্বোঃ কর্ম্ম শিপ্রিয়ং হনূচলনং বিগতং শিপ্রিয়ং যেষু গ্রহেষু তে বিশিপ্রিয়া সম্যগাভিষবাঃ সুপূতাশ্চ তত্র হি হন্বোর্ব্যাপারোনাস্তি স্রুপেয়ত্বাৎ।"

(শুক্লযজু° ১৯ মহীধর)

বিশিরস্ (ত্রি) ১ মস্তকহীন। ২ চূড়াবিহীন। ৩ মূর্খ, বিদ্যা-বুদ্ধিশূন্য।

বিশিরস্ক (ত্রি) বিগতং শিরো যস্য সমাসে কপ্। শিরোহীন, মস্তকরহিত।

৪ মেরুর নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫৬)

বিশিশাসিষু (ত্রি) হননাস্তত, মারিতে ইচ্ছুক। 'শাসেন হস্ত-গত থড়্গেন স বিশিশাসিষুরবস্থাৎ বিশসনং কর্ত্তুমিচ্ছুরবস্থিতবান্" (ঐতরেয় ব্রা° ৭।১৭ ভাষ্য)

বিশিশিপ্র (পুং) ১ বিগত হনু। ২ দৈত্যবিশেষ।

"বিশিশিপ্রং বিগতহনুং শক্রং ক্রিয়ায় ক্ষিতবান্। যথা মন্ত্রঃ সক্ষৎস্ব মন্ত্রেস্মো বিশিশিপ্রো বৃত্রঃ।" (ঋক্ ৫।৪৫।৬ সায়ণ)

বিশিশ্ন (ত্রি) শিশ্নবিরহিত।

বিশিশ্রমিষু (ত্রি) ১ কোন পদার্থের উপর বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা। ২ বিশ্রাম করিতে ইচ্ছুক।

বিশিষ্ট (ত্রি) বি শিষ-ক্ত, বা শাস্ ক্ত। ১ যুক্ত, মিলিত। ২ বিলক্ষণ। ৩ ভিন্ন। ৪ অতিশিষ্ট। ৫ খ্যাত। ৬ যশস্বী ৭ শ্রেষ্ঠ। বিশেষণশিষ্ট। ৮ বিশেষরূপে শিষ্ট।

"সমেশ্চ সমতাং যাতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্।" (হিতোপদেশ) (পুং) ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনামান্তর্গত)

বিশিষ্টচারিত্র (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিশিষ্টচারিন্ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিশিষ্টতা (স্ত্রী) বিশিষ্টস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম, বিশিষ্টত্ব, বিশেষভাব।

বিশিষ্টবয়স্ (ত্রি) পূর্ণবয়স্ক। (দিব্যা° ২৩৩।৪ ,

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (পুং) বিশিষ্টরূপ অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই তিনটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন হইলেও উভয় মিলনরূপ যে ব্রহ্মবাদ "পুরুষস্তদতিরিক্তা প্রকৃতিঃ কিন্তুতয়র্মিলিতং ব্রহ্ম চণকদ্বিদলবৎ, ইত্থং ব্রহ্মণঃ একত্বং ব্যবস্থিতম্" (মাধবভাষ্য) পুরুষ এবং তদ্ভিন্ন প্রকৃতি, কিন্তু উভয় মিলিত হইয়া ব্রহ্ম যেমন চণক অর্থাৎ ছোলা, চণকের মধ্যে দ্বিদল যেমন ভিন্ন, মিলিত হইয়া চণক, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু মিলিত হইয়া ব্রহ্ম।

এইস্থলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সাধারণতঃ অদ্বৈত-বাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদের নিতান্ত অসদ্ভাব দেখা যায় না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিযুক্ত এবং অখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়। জীবাত্মা সকল ব্রহ্মের অংশ পরস্পর ভিন্ন এবং ব্রহ্মের দাস। জগৎ ব্রহ্মের শক্তির বিকাশ বা পরিণাম, সুতরাং সত্য। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম, সত্তাদিগুণবিশিষ্ট জগৎ এবং কিঞ্চিজ্জ্ঞত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা অভিন্ন, অর্থাৎ জীবাত্মা ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। জীবও ব্রহ্মের স্বরূপ অভিন্ন নহে, পরন্তু আদিত্যের প্রভার ন্যায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে অধিক। যেমন প্রভা হইতে আদিত্য অধিক, সেইরূপ জীব হইতে ঈশ্বর অধিক। ঈশ্বর

সর্ব্বশক্তিমান্, সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশূন্য ; জীব তাহার বিপরীত।

ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং অনেকান্তবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নামান্তর মাত্র। এই মতের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম একও বটেন এবং অনেকও বটেন। বৃক্ষ যেরূপ অনেক শাখাযুক্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ অনেক শক্তিযুক্ত নানাবিধ কার্য্য সৃষ্টিযুক্ত। সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। বৃক্ষ যেরূপ বৃক্ষরূপে এক, শাখারূপে নানা, সমুদ্র যেরূপ সমুদ্ররূপে এক, ফেনতরঙ্গাদিরূপে নানা, মৃত্তিকা যেরূপ মৃত্তিকারূপে এক, ঘট শরাবাদিরূপে নানা, ব্রহ্মও সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপে এক, এবং জগদ্রূপে নানা। জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মভাব হইতে পারে না। উপনিষৎসমূহে কিন্তু জীবের ব্রহ্মভাব কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে জীবও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ হইলে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত ব্যবহার বিলুপ্ত হয়। কেননা সমস্ত ব্যবহারই ভেদসাপেক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানসাধন ভিন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবহার ও স্বর্গাদিফল, কর্ম্ম, কর্ত্তা, কর্ম্মসাধন এবং কর্ম্মে অর্চ্চনীয় দেবতা এই সকল ভেদ অপেক্ষা করে। ভেদবুদ্ধিভিন্ন এ সকল ব্যবহার হইতে পারে না। অথচ এসকল ব্যবহারেরও অপলাপ করা যাইতে পারে না। অতএব জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্নও নহে, অত্যন্ত অভিন্নও নহে, কথঞ্চিৎ ভিন্ন এবং কথঞ্চিদ্ অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম এক এবং অনেক। তন্মধ্যে যখন একত্বাংশ জ্ঞান হয়, তখন মোক্ষ ব্যবহার এবং ভেদাংশ জ্ঞান হইলে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শৈবাচার্য্য এবং অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, এই যে বিশিষ্টাদ্বৈতমত অভিহিত হইল, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ বস্তুদ্বয় এককালে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারে না। কেননা ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী। অভেদ কিনা ভেদের অভাব, ভেদ ও ভেদের অভাব এককালে এক বস্তুতে থাকা অসম্ভব। অথচ কার্য্য কারণ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জগৎ ব্রহ্মের অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলে যেমন মৃত্তিকারূপে ঘট শরাবাদির এবং সুবর্ণরূপে কুণ্ডলমুকুটাদির একত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঘট শরাবাদি ও কুণ্ডলমুকুটাদিরূপেও একত্ব বলা হয় না কেন? অর্থাৎ ঘট শরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদিরূপে যেমন নানাত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঐ রূপেই একত্বও বলা হয় না কেন? কারণ মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদি এবং সুবর্ণ ও কুণ্ডল মুকুটাদি অভিন্ন হইলে মৃত্তিকা সুবর্ণাদির ধর্ম্ম একত্ব ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদিতে এবং ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদির ধর্ম্ম—নানাত্ব মৃৎসুবর্ণাদিতে অবশ্যই আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা কার্য্য ও কারণ যখন এক বস্তু, তখন একত্ব ও নানাত্বধর্ম্মও অবশ্য কার্য্য ও কারণগত হইবে। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক।

কোন কোন আচার্য্য এই দোষ পরিহারের জন্য অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভেদ ও অভেদ অবস্থাভেদে অবস্থিত। অর্থাৎ অবস্থাভেদে একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। সংসারাবস্থায় নানাত্ব এবং মোক্ষাবস্থায় একত্ব। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সত্য। মোক্ষাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং তখন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তও সঙ্গত হয় না, কারণ ব্রহ্মাত্মভাববোধক শ্রুতিতে অবস্থাবিশেষের উল্লেখ নাই। জীবের অসংসারি ব্রহ্মাভেদ সর্ব্বাত্ম অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান, ইহাই শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। শ্রুতিতে উহা সিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যের অবস্থাবিশেষ অভিপ্রায় কল্পনা করা নিষ্প্রমাণ। 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবোধিত জীবের ব্রহ্মভাব কোনরূপ প্রযত্ন বা চেষ্টাসাধ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। 'অসি' এই পদ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ অর্থের প্রজ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র।

অতএব যাঁহারা বলেন, জীবের ব্রহ্মভাব জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়সাধ্য, তাঁহাদের সিদ্ধান্তও সঙ্গত নহে। কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তস্করসন্দেহে রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে এবং ধৃতব্যক্তি তাস্কর্য্যদোষ স্বীকার না করিলে যথাশাস্ত্র তপ্তপরশু দ্বারা তাহার পরীক্ষা করা হয়। ধৃতব্যক্তি বস্তুগত্যা তস্কর হইলে তপ্তপরশু দ্বারা দগ্ধ ; সুতরাং রাজপুরুষ কর্ত্তৃক বদ্ধ হয়। কেননা সে অনৃতাভিসন্ধ মিথ্যা অর্থাৎ কথা বলিয়াছে। সে বাস্তবিক তস্কর হইয়াও বলিয়াছে যে, আমি তস্কর নহি। এই অনৃতাভিসন্ধিই তাহার বন্ধনের হেতু।

পক্ষান্তরে ধৃতব্যক্তি বস্তুতঃ তস্কর না হইলে সে তপ্ত পরশুদ্বারা দগ্ধ হয় না, সুতরাং রাজপুরুষ কর্ত্তৃক মুক্ত হয়। কেননা সে সত্যাভিসন্ধ, অর্থাৎ সে সত্য কথা বলিয়াছে, এই সত্যাভিসন্ধিই তাহার মুক্তির কারণ। সেইরূপ নানাত্বদর্শী অনৃতাভিসন্ধ বলিয়া বদ্ধ এবং একত্বদর্শী সত্যাভিসন্ধ বলিয়া মুক্ত হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, একত্ব সত্য, নানাত্ব মিথ্যা। কেননা একত্ব এবং নানাত্ব উভয় সত্য হইলে নানাত্বদর্শী অনৃতাভিসন্ধ হইতে পারে না।

আরও বিবেচ্য এই যে, একত্ব ও নানাত্ব উভয় সত্য হইলে একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ

যথার্থ জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞানের এবং তৎকার্য্যের নিবর্ত্তক হইতে পারে, যথার্থ বা সত্য বস্তুর নিবর্ত্তক হইতে পারে না। রজ্জু-জ্ঞান পরিকল্পিত সর্পের নিবর্ত্তক হয়, সুবর্ণ-জ্ঞান কুণ্ডলাদির নিবর্ত্তক হয় না। একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবর্ত্তিত না হইলে মোক্ষাবস্থাতেও বদ্ধাবস্থার ন্যায় নানাত্ব থাকিবে। সুতরাং মুক্তি ই হইতে পারে না।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তদ্রূপ শৈবাচার্য্যগণ আবার বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী, তাঁহাদের মত এই যে,চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মা শিব অদ্বিতীয়। তিনিই কারণ, আর তিনিই কার্য্য, ইহারই নাম বিশিষ্ট শিবাদ্বৈত। চিদচিদ্ সমস্ত প্রপঞ্চই শিবনামক ব্রহ্মের শরীর। তিনি জীবের ন্যায় শরীরী হইলেও জীবের ন্যায় দুঃখভোক্তা নহেন। অনিষ্টভোগের প্রতি শরীরসম্বন্ধ কারণ নহে। অর্থাৎ শরীরী হইলেই যে অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে, ইহার কোন কারণ নাই, পরাধীনতা অনিষ্ট ভোগের কারণ। রাজপুরুষ রাজপরাধীন, তাহারা রাজার আজ্ঞার অনুবর্ত্তন না করিলে অনিষ্ট ফল ভোগ করে। রাজা পরাধীন নহে, স্বাধীন। তিনি শরীরী হইলেও নিজের আজ্ঞার অনুবর্ত্তন জন্য অনিষ্ট ভোগ করেন না। জীব ঈশ্বরপরবশ। ঈশ্বরের আজ্ঞার অনুবর্ত্তন না করিলে তাহাদিগকে অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর স্বাধীন, এই জন্য তাহার অনি[ষ্ট ভো]গ নাই। শরীর ও শরীরীর ন্যায় গুণ ও গুণীর ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শৈবাচার্য্যদিগের অনুমত।

মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায়, কার্য্যকারণরূপে এবং গুণ ও গুণীর ন্যায় বিশেষণ বিশেষ্যরূপে বিনাভাবরাহিত্যাই প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব। যেমন উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের ভাব অর্থাৎ সত্তা থাকে না,মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট থাকে না, সুবর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল থাকে না, গুণী ব্যতিরেকে গুণ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চ শক্তি থাকে না। ঔষ্ণ্য ব্যতিরেকে যেমন বহ্নি জানিবার উপায় নাই, সেইরূপ শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে না। যাহা ভিন্ন যাহাকে জানা যায় না,সে তদ্বিশিষ্ট। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, সুতরাং গুণী গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চ শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মকে জানা যায় না, এই জন্য ব্রহ্ম প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট। ইহা তাঁহার স্বভাব। প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের ভেদ স্বাভাবিক। দেবতা এবং যোগি[গ]ণ যেমন কারণান্তরনিরপেক্ষ হইয়াও অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে নানা [বস্তু] সৃষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্মও সেইরূপ অচিন্ত্য শক্তি প্রভা[বে] নানারূপে পরিণত হইতে পারেন। নানারূপে পরিণত হই[লে]ও তাঁহার একত্ব বিলুপ্ত বা বিকারিত হয় না। অচিন্ত্য অনন্ত বিচিত্র শক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব হয় না।

অতএব ইহা সম্ভব; ইহা অসম্ভব এইরূপ বিচার পরমেশ্বর বিষয়ে হইতেই পারে না। লৌকিক প্রমাণদ্বারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়, পরমেশ্বর তৎসমস্ত হইতে বিজাতীয়। তিনি কেবল মাত্র শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্রে তিনি যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যে সেইরূপ, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে তদ্বিষয়ে বিরোধাশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। কেননা তিনি লোকাতীত বা অলৌকিক।

অলৌকিক পরমেশ্বরের বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না। ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পরমেশ্বরের মায়াশক্তি অচিন্ত্য অনন্ত বিচিত্রশক্তিযুক্ত। তথাবিধ শক্তিযুক্ত মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর নিজ শক্তির অংশদ্বারা প্রপঞ্চাকারে পরিণত এবং স্বতঃ বা স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত।

ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কৃৎস্ন অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, কি ব্রহ্মের একদেশ বা একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, কৃৎস্ন ব্রহ্ম জগদাকারে অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণত হন, তাহা হইলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে। এবং ব্রহ্মের দ্রষ্টব্যত্ব উপদেশ ও তাহার উপায়রূপে শ্রবণ মননাদি ও শমদমাদির উপদেশ অনর্থক হয়। কেননা কৃতস্ন পরিণাম পক্ষে কার্য্যাতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। কার্য্য অযত্নদৃষ্ট, তাহার দর্শনের উপদেশ অনাবশ্যক। তজ্জন্য শ্রবণমননাদি বা শমদমাদিও অনাবশ্যক। বরং সমস্ত কার্য্য দেখিবার জন্য পদার্থতত্ত্বের আলোচনা এবং দেশ ভ্রমণাদি কর্ত্তব্য হইতে পারে। সাধনসম্পত্তি প্রভৃতি ইহার বিরোধী হইয়া থাকে। ব্রহ্ম যদি মৃদাদির ন্যায় সাবয়ব হইতেন, তবে তাঁহার একদেশ কার্য্যাকারে পরিণত এবং একদেশ যথাবদবস্থিত,এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারিত। তাহা হইলে শ্রবণাদিরও উপদেশ সার্থক হইত। কেননা কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্নদৃষ্ট হইলেও অপরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্নদৃষ্ট নহে। ব্রহ্মের কিন্তু অবয়ব স্বীকার করা যায় না, কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়।

ইহার উত্তরে শৈবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকসমধিগম্য, প্রমাণান্তরগম্য নহে। শাস্ত্রে ব্রহ্মের কার্য্যাকার পরিণাম, নিরবয়বত্ব এবং কার্য্যব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থান, এ সমস্তই শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত আপত্তি উঠিতেই পারে না।

এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের মত সংক্ষেপে অভিহিত হইল, কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না,

বিশুদ্ধসিংহ, বৌদ্ধভেদ।

বিশুদ্ধি (স্ত্রী) বি-শুধ-ক্তিন্। পবিত্রতা, শোধন।

"সর্ব্বকর্ম্মাণুপায়েষু বিশুদ্ধিশ্চন্দ্রতারয়োঃ।" (জ্যোতিঃসারস")

দ্রব্যসমূহ অপবিত্র হইলে যেরূপে তাহার বিশুদ্ধি হয়, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে সে বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত আছে। তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

নানাবিধ দ্রব্যের শোধনপ্রণালী—রজত ও সুবর্ণাদি ধাতু সকল, মরকতাদি মণিসকল ও সমুদয় পাষাণময় দ্রব্য সকল ভস্ম ও জল অথবা মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। শঙ্খ মুক্তাদি জলজ, পাষাণময়পাত্র ও রৌপ্যপাত্র যদি রেখাদিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। জল ও অগ্নিসংযোগে সুবর্ণ ও রজতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কারণ স্বীয় উৎপত্তি স্থান জল ও অগ্নিদ্বারা সুবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি প্রশস্ততর হয়।

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ এবং সীসক পাত্র সকল ভস্ম, অম্ল ও জলদ্বারা যথাযোগ্য শুদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ লৌহ জলদ্বারা, কাংস্য ভস্মদ্বারা, তাম্র ও পিত্তল অম্লদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। ঘৃত তৈলাদি দ্রব দ্রব্য সকল কাক কীটাদি কর্ত্তৃক দূষিত হইলে তাহা প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্র দ্বারা বিলোড়িত করিলে বিশুদ্ধ হয়। শয্যাদির ন্যায় সূত্রসংযুক্ত সংহত দ্রব্য জল প্রোক্ষণ করিলে এবং কাষ্ঠময় দ্রব্য অত্যন্ত উপহত হইলে তাহা চাঁচিয়া ফেলিলে তাহার শোধন হয়। যজ্ঞীয় চমস অর্থাৎ জলপাত্র-গ্রহ (সোমলতার পাত্র) এবং অপরাপর পাত্র ইহাদিগকে প্রথমে হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিয়া পশ্চাৎ প্রক্ষালন করিলেই বিশুদ্ধ হয়। চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব, স্ফ্য (খড়্গাকার কাষ্ঠ), শূর্প, শকট, মুষল, উদূখল প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল ঘৃততৈলাদিতে স্নেহাক্ত করিয়া উষ্ণ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই উহাদের শোধন হয়।

বহুধান্য ও বহুবস্ত্র কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জল প্রোক্ষণ দ্বারা তাহার বিশুদ্ধি হয়। কিন্তু অল্পধান্য ও অল্পবস্ত্র জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। পাতকাদি স্পৃষ্ট পশুচর্ম্ম এবং বেত্রবংশাদি তৃণনির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বস্ত্রের ন্যায় হইবে এবং শাক মূল ও ফল ইহারা ধান্যের ন্যায় শুদ্ধ হইয়া থাকে। কৌষেয় অর্থাৎ রেশমি বস্ত্র, আবিক (মেষ লোমজাত কম্বলাদি) ক্ষার ও মৃত্তিকাদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। কুতপ অর্থাৎ নেপাল দেশীয় কম্বল নিম্বফল চূর্ণদ্বারা, অংশুপট্ট (বস্ত্র বিশেষের নাম) বিল্বফলের নির্য্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌম অর্থাৎ অতসী (তিসি) গাছের ছালে নির্ম্মিত বস্ত্র শ্বেতসর্ষপ চূর্ণদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। তৃণ, পাকের কাষ্ঠ, পলাল এ সকল জল প্রোক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়। মার্জ্জন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা গৃহশুদ্ধি এবং মৃন্ময়পাত্র পুনর্ব্বার পাক-দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। সম্মার্জ্জন গোময়াদি দ্বারা বিলেপন, গো-মূত্রোদকাদিসিঞ্চন, উল্লেখন, (চাঁচিয়া ফেলা) এবং এক অহো-রাত্র গাভীর বাস এই পঞ্চ উপায় দ্বারা ভূমির বিশুদ্ধি হয়।

পক্ষীকর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, গাভীকর্ত্তৃক আঘ্রাত, বস্ত্রাঞ্চল বা পদদ্বারা স্পৃষ্ট, অবক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপর হাঁচি বা থুথু পড়িয়াছে, এবং যাহা কেশ কীটাদি দ্বারা দূষিত হইয়াছে, এইরূপ খাদ্যদ্রব্য সকল মৃত্তিকা প্রক্ষেপে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

বিষ্ঠা মূত্রাদি অপবিত্র লিপ্ত দ্রব্যে যে পর্য্যন্ত গন্ধ ও লেপ থাকে, তাবৎ কাল তাহা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপঘাত বা সংস্পর্শদোষ জানা যায় নাই, দ্বিতীয়তঃ যাহা জল দ্বারা প্রক্ষালিত করা হইয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ শিষ্ট জনেরা যাহা পবিত্র বলিয়া বলেন, তাহা বিশুদ্ধ জানিতে হইবে।

জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, বারি, উপাঞ্জন অর্থাৎ গোময়াদি অনুলেপন, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল এই সকল দেহধারীদিগের বিশুদ্ধির কারণ। দেহমলাদি শুদ্ধিকর সমুদায় পদার্থ মধ্যে অর্থ শুদ্ধি অর্থাৎ অর্থার্জ্জন বিষয়ে অন্যায় বা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করাকে শাস্ত্রকারগণ পরম বিশুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি অর্থার্জ্জন বিষয়ে বিশুদ্ধ, তিনিই প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ নামে অভিহিত। মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে প্রকৃত শুদ্ধি বলা যায় না।

বিদ্বান্ জনেরা ক্ষমা দ্বারা, অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা প্রচ্ছন্ন পাপিগণ জপদ্বারা এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। শোধনীয় বাহ্য দ্রব্য অর্থাৎ এই দেহ মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়, মলবহানদী স্রোতোবেগে শুদ্ধ হয়, মনোদুষ্টা অর্থাৎ পরপুরুষে মৈথুনসংকল্পের দোষে দূষিত-মনা স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলে শুদ্ধ হয়, এবং ত্যাগ দ্বারা বা প্রব্রজ্যাদ্বারা দ্বিজোত্তমগণ বিশুদ্ধি লাভ করেন। জলের দ্বারা দেহ শুদ্ধি, সত্যবলে মন শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যার বলে জীবাত্মার শুদ্ধি হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শোধন হইয়া থাকে।

জ্ঞাতি হউক বা অজ্ঞাত হউক স্নেহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক শবের অনুগমন করিলে বস্ত্র সমেত স্নান করিয়া অগ্নিস্পর্শপূর্ব্বক ঘৃত ভোজন করিলে বিশুদ্ধি হয়। যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে প্রসারিত হইয়াছে, তাহা বহুলোক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলেও তাহা বিশুদ্ধ। ব্রহ্মচারিগণ যে ভিক্ষালাভ করে তাহা নিত্য বিশুদ্ধ। (মনু ৫ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় দ্রব্যাদির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ বিধান আছে,—অত্যন্তোপহত সকল পাত্রমাত্রই অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে বিশুদ্ধ হয়। মণিময়, প্রস্তরময় ও শঙ্খময় পাত্র ৭ দিন ভূমিতে

নিখাত হইলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। মৃন্ময়, দন্তময় এবং অস্থিময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শোধন হয়। এবং দারুময় ও মৃন্ময় পাত্র পরিত্যাজ্য অর্থাৎ ইহার বিশুদ্ধি হয় না। কোন রূপে এই পাত্র দূষিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। সুবর্ণময়, রজতময়, শঙ্খময়, মণিময় ও প্রস্তরময় পাত্র এবং চমস এই সকল পাত্রে নির্লেপ হইলে অর্থাৎ তাহাতে মল লাগিয়া না থাকিলে তাহা জলদ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। ধান্য, চর্ম, রজ্জু, তন্তুনির্মিত বস্ত্র, ব্যজনাদি, বৈদল, সূত্র, কার্পাস এবং বস্ত্র এই সকল দ্রব্য বহুতর হইলে প্রোক্ষণে তাহার শুদ্ধি হয়। শাক, মূল, ফল, ও পুষ্প, তৃণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতিও এই নিয়মে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। আর এই সকল দ্রব্য অল্প হইলে ইহার প্রক্ষালন করিলে বিশুদ্ধ হয়। কাষ্ঠনির্মিত পাত্র তক্ষণ দ্বারা, পিত্তল, তাম্র, রঙ্গ ও সীসক পাত্র অম্লদ্বারা, কাংস্য ও লৌহ পাত্র ভস্মদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। দেবপ্রতিমা কোন কারণে যদি দূষিতা হয়, তবে তাহা যাহা দ্বারা নির্মিত, সেই দ্রব্যের শুদ্ধির নিয়মানুসারে শোধন করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার শুদ্ধি হয়।

কৌষেয়বস্ত্র ও মেষলোমজ বস্ত্র ক্ষার মৃত্তিকাযোগে, পার্ব্বতীয় ছাগলোমনির্মিত কম্বল অরিষ্টদ্বারা, বল্কলতন্তুনির্মিত অংশুপট্ট বিল্বফল দ্বারা, ক্ষৌমবস্ত্র গৌরসর্ষপ দ্বারা, মৃগলোমজাত রাঙ্কবাদি বস্ত্র পদ্মবীজ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

মৃতব্যক্তি মাত্রেরই বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া অশ্রুপাতকারী ব্যক্তি স্নান করিলে বিশুদ্ধিলাভ করেন। অস্থি সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে ঐরূপ করিলে সবস্ত্র স্নানে শুদ্ধ হয়। দ্বিজ শূদ্রশবের অনুগমন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবার পর উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ এবং দ্বিজশবের অনুগমন করিলে স্নান করিয়া অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী জপ করিলে বিশুদ্ধিলাভ করেন। শূদ্র শবানুগমন করিলে কেবল স্নান দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়। চিতাধূম সেবন করিলে সকল বর্ণই স্নান দ্বারা বিশুদ্ধ হন। মৈথুন করিলে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে, কণ্ঠ হইতে রুধির নির্গত হইলে, বমন, রেচন, ক্ষৌরকর্ম্মাচরণ, শবস্পর্শি-স্পর্শ, রজস্বলাস্পর্শ, চণ্ডালস্পর্শ, বৃষোৎসর্গীয় যূপস্পর্শ, ভক্ষ্যভিন্ন পঞ্চনখ শবস্পর্শ, বসা ও মেধাদিযুক্ত অস্থিস্পর্শ, এই সকল স্পর্শ করিয়া স্নান করিলে বিশুদ্ধিলাভ হয়। পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নানে শুদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিলে বিশুদ্ধি হয় না। বস্ত্রের সহিত স্নানই বিধেয়। রজস্বলানারী চতুর্থ দিনে স্নান করিলে বিশুদ্ধা হয়।

ক্ষবণ, অর্থাৎ হাঁচি, নিদ্রা, অধ্যয়নারম্ভ, ভোজনারম্ভ, পান, স্নান, নিষ্ঠীবন, বস্ত্রপরিধান, অধ্বসঞ্চরণ, মূত্রত্যাগ, পঞ্চনখের অস্থির অস্থিস্পর্শ, চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ এই সকল কার্য্যের পর আচমন করিতে হয়, ইহাতে বিশুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। (বিষ্ণুসংহিতা ১২ অ°) [শৌচ শব্দ দেখ]

বিশুদ্ধিচক্র (স্ত্রী) ধারণীভেদ।

বিশুদ্ধেশ্বর (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

বিশুষ্ক (ত্রি) বিশেষেণ শুষ্কঃ। ১ বিশেষরূপ শুষ্ক, অতিশয় শুষ্ক। ২ নীরস। ৩ ম্লান।

বিশূচিক[কা] (স্ত্রী) বিসূচিকা রোগ। [বিসূচিকা দেখ।]

বিশূন্য (ত্রি) বিশেষরূপে শূন্য।

বিশূল (ত্রি) ১ শূলনাশক। ২ অস্ত্রবিবর্জ্জিত।

বিশৃঙ্খল (ত্রি) বিগতা শৃঙ্খলা যস্য। শৃঙ্খলারহিত, শৃঙ্খলাহীন, নিয়মবহির্ভূত, উল্টাপাল্টা, অনিয়মিত।

"অচিন্তয়ং ততশ্চাহং রাজা তাবদ্বিশৃঙ্খলঃ।
তৎকার্য্যচিন্তয়াক্রান্তঃ স্বধর্ম্মো মেহবসীদতি॥"
(কথাসরিৎসা° ৫।৩)

২ অবাধ্য। ৩ দুর্দ্দান্ত। ৪ স্বতন্ত্র, শৃঙ্খলশূন্য। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বিশৃঙ্গ (ত্রি) শৃঙ্গহীন, শৃঙ্গশূন্য।

বিশেষ (পুং) বি-শিষ ঘঞ্। ১ প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য।

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥" (মনু ৯।২৬)

২ প্রকার, রকম। (জটাধর) ৩ নিয়ম। ৪ বৈচিত্র্য। ৫ ব্যক্তি। ৬ সার। ৭ প্রকার। ৮ তারতম্য। ৯ আধিক্য। ১০। অবয়ব। ১১ দ্রষ্টব্য দ্রব্য। ১২ তিলক। (হেম) ১৩ কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত পদার্থবিশেষ।

"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্মসামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটী পদার্থ। বিশেষ পদার্থের আলোচনা আছে বলিয়া কণাদকৃত দর্শনের নাম বৈশেষিক।

গুণকর্ম্মভিন্ন একমাত্র সমবেত পদার্থের নাম বিশেষ। জলীয় পরমাণুর রূপ প্রভৃতি গুণ এবং কর্ম্ম একমাত্র সমবেত হইলেও গুণ কর্ম্ম ভিন্ন নহে, সামান্য পদার্থ গুণকর্ম্মভিন্ন অথচ সমবেত হইলেও একমাত্র সমবেত নহে। কোন অভাব, গুণকর্ম্মভিন্ন এবং একমাত্র বৃত্তি হইলেও সমবেত নহে। এইজন্য উহাদিগকে বিশেষপদার্থ বলা যায় না। বিশেষপদার্থ স্বীকার করিবার যুক্তি এই যে, দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্য অবয়বী অর্থাৎ ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের তত্তৎ অবয়বভেদে ভেদ হইতে পারে। নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর ভেদ অবশ্য কোন ধর্ম্ম দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যুগপৎ ও মাহেৎ

"তথা সামান্তকার্য্যেভ্যো বিশেষকবিধির্বলী।
বহবো বিষয়া যস্ত স সামান্তবিধির্ভবেৎ।
অল্পঃ স্তাদ্বিষয়ো যস্ত স বিশেষ বিধির্মতঃ॥" (দুর্গাদাস)

"সামান্য বিশেষয়োমধ্যে বিশেষবিধির্বলবান্" (স্মৃতি) সামান্ত বিধি ও বিশেষ বিধি এই দুইটীর মধ্যে বিশেষ বিধি বলবান্। সামান্ত বিধিতে কোন একটী কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং বিশেষ বিধি দ্বারা যদি সেই নিষিদ্ধ কার্য্য আদিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ আদেশই বলবান্ হইবে।

বিশেষব্যাপ্তি (স্ত্রী) বিশেষঃ অসামান্তা ব্যাপ্তিঃ। ব্যাপ্তিভেদ। "প্রতিযোগী ব্যধিকরণস্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং" (চিন্তামণি) [ব্যাপ্তি শব্দ দেখ]

বিশেষাধিগম (পুং) বিশিষ্ট জ্ঞান।

বিশেষিত (ত্রি) বি-শিষ্‌ ণিচ্‌-ক্ত। ভিন্ন, ব্যবচ্ছিন্ন, পৃথক্কৃত, প্রভেদিত। ২ বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত।

বিশেষিন্ (ত্রি) বিশেষ অস্ত্যর্থে ইনি। বিশেষযুক্ত, বিশেষগুণ বিশিষ্ট। ২ অব্যবহিত পরিণামার্থ অনেক ভেদযুক্ত।

"উৎস্রোতস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ।"

(ভাগবত ৩।১০।২০)

'বিশেষিণঃ অব্যবহিতপরিণামান্তনেকভেদবন্তঃ' (স্বামী)

বিশেষোক্তি (স্ত্রী) বিশেষণোক্তিঃ। কাব্যের অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"সতি হেতৌ ফলাভাবো বিশেষোক্তিস্তথা দ্বিধা।"

(সাহিত্যদ° ১০।৭১৭)

যে স্থলে কারণ আছে অথচ কার্য্য নাই, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

উদাহরণ—

"ধনিনোঽপি নিরুন্মাদা যুবানোঽপি ন চঞ্চলাঃ।
প্রভবোঽপ্যপ্রমত্তাস্তে মহামহিমশালিনঃ॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

যাহারা ধনী হইয়াও নিরুন্মাদ অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য, যুবা হইয়াও অচঞ্চল, প্রভু হইয়াও যত্নকারী তাহারাই মহামহিমশালী। এই স্থলে কারণ আছে অথচ কার্য্যের অভাব। কেননা ধন থাকিলেই প্রায় লোকে অহঙ্কারী হয়, এখানে অহঙ্কারের কারণ ধন থাকিলেও কার্য্য যে অহঙ্কার তাহা নাই, সুতরাং এই স্থলে কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্য্যের অভাব হওয়ায় বিশেষোক্তি হইল ২ বিশেষরূপে কথন, অসাধারণ অবস্থাদিবর্ণন।

"কার্য্যাজনির্বিশেষোক্তিঃ সতি পুষ্কলকারণে।
হৃদি স্নেহক্ষয়ো নাভূৎ স্মরদীপে জ্বলত্যপি॥" (চন্দ্রালোক)

বিশেষ্য (ত্রি) বিশিষ্যতে গুণাদিভিরিতি-বি-শিষ-ণ্যৎ। গুণাদি দ্বারা ভেদ, ব্যবচ্ছেদ, ধর্ম্মি পদার্থ, দ্রব্যাদি ঘট পটাদি, যাহা দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তির বোধ হয়, যথা বৃক্ষ, লতা, গো, মনুষ্য প্রভৃতি। ২ প্রধান। শ্রেষ্ঠ। ৩ আদিম, আদিকারণ।

বিশেষ্যাসিদ্ধ (পুং) বিশেষ্যেণ অসিদ্ধঃ। হেত্বাভাসভেদ, যে হেত্বাভাস দ্বারা স্বরূপের অসিদ্ধি হয়, তাহার নাম বিশেষ্যাসিদ্ধ। [হেত্বাভাস দেখ]

বিশোক (পুং) বিগতঃ শোকো যস্মাৎ। ১ অশোক বৃক্ষ। ২ শোকাভাব।

"উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ।
সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া॥" (ভাগবত ১।১০।৭)

৩ যুধিষ্ঠিরের অনুচরবিশেষ। (ভারত ৩।৩৩।৩০)

৪ ব্রহ্মার মানসপুত্রভেদ। (লিঙ্গপু° ১২অ°) (ত্রি) ৫ শোক রহিত, বিগত শোক, যাহার শোক দূর হইয়াছে। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বিশোকা—পাতঞ্জল দর্শনমতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ব্বকালীন চিত্তবৃত্তি। সাধকের সম্প্রজ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে জ্যোতিষ্মতী বিশোকা চিত্তবৃত্তি হয়।

"বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" (পাতঞ্জল দ° ১।৩৬)

বিশোকতা (স্ত্রী) বিশোকস্ত ভাবঃ তল টাপ্। বিশোকের ভাব বা ধর্ম্ম, শোক।

বিশোকদেব (পুং) রাজভেদ।

বিশোকদ্বাদশী (স্ত্রী) বিশোকা দ্বাদশী। দ্বাদশী তিথিভেদ, শোকরহিত দ্বাদশী।

বিশোকপর্ব্বন্ (স্ত্রী) মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের অন্তর্গত পর্ব্ববিশেষ।

বিশোকষষ্ঠী (স্ত্রী) বিশোকা ষষ্ঠী। ষষ্ঠীতিথিভেদ, অশোক ষষ্ঠী, চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম অশোকষষ্ঠী। এই তিথিতে ষষ্ঠীর ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতপ্রভাবে শোক হয় না, সেই জন্ত ঐ তিথির নাম অশোকষষ্ঠী। এই তিথিতে অশোক পুষ্পকলিকা পান করিবার ব্যবহার আছে। ষষ্ঠীব্রত স্ত্রীগণই করিয়া থাকে।

বিশোকসপ্তমী (স্ত্রী) বিশোকা সপ্তমী। সপ্তমী তিথিভেদ।

বিশোধন (ক্লী) বি-শুধ-ল্যুট্। ১ সংশোধন, বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া। ২ পবিত্রীকরণ। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮১)

বিশোধনী (স্ত্রী) বিশুধ্যত্যেহনয়েতি বি-শুধ-ল্যুট্-ঙীষ্। ১ দন্তীবৃক্ষ, নাগদন্তীবৃক্ষ। ২ ব্রহ্মার পুরী।

বিশোধিন্ (ত্রি) বি-শুধ ণিচ্ ণিনি। ১ শোধনকারক।

বিশোধিনী (স্ত্রী) ১ নাগদন্তী লতা। ২ নীলীবৃক্ষ (বৈদ্যকনি°) ৩ নাগদন্তী, চলিত হাতীশুড়ে। ৪ দন্তীবৃক্ষ, জয়পাল। (রাজনি°)

বিশোধিনীবীজ (স্ত্রী) জয়পাল। (বৈদ্যক

বিশোধ্য (ত্রি) বি-শুধ-ণ্যৎ। বিশোধনীয়, বিশোধনযোগ্য, বিশোধনের উপযুক্ত।

বিশোবিশীয় (ক্লী) সামভেদ।

বিশোষ (পুং) বি-শুষ-ঘঞ্। শুষ্কতা, নীরসতা, শোষ।

বিশোষণ (ত্রি) বি-শুষ-ল্যুট্। বিশেষরূপে শোষণকারক।

"তাসং ভারবনতাখিললোকতীব্র-
শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্।"

(ভাগবত ৩।২৮।৩২)

'তীব্রশোকেন যানি অশ্রূণি তেষাং সাগরং বিশোষণমত্যুদারং' (স্বামী)

(ক্লী) ২ শুষ্কভাব, নীরসতা।

বিশোষিণ্ (ত্রি) বি শুষ ণিনি। বিশোষণকারক।

"হবিরাবর্জ্জিতং হোতস্ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু।
বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণাম্॥" (রঘুবংশ ১।৬২)

'অবগ্রহবিশোষিণাং অবগ্রহঃ বর্ষপ্রতিবন্ধঃ তেন বিশুষ্যতাং' (মল্লিনাথ)

বিশৌজস্ (ত্রি) প্রজাবর্গের উপর শাসনবিস্তারক।

"বিট্ প্রজাসু ওজস্তেজোযস্য বিড়োজা ইতি প্রাপ্তে বিশৌজা ইতি ছান্দসমত এব পদকারো নাবগ্রহং চকার"

(শুক্ল যজুঃ ১০।২৮ মহীধর)

বিশ্চকদ্রাকর্ষ (পুং) কুক্কুরশাস্তা, কুক্কুররক্ষক, যাহারা কুক্কুরকে শিক্ষা দেয় ও রক্ষা করে।

বিশ্ম (পুং) বিছ-দীপ্তৌ (যজ্ঞযাচযতবিচ্ছেতি। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। ১ দীপ্তি। ২ গতি।

বিশ্পতি (পুং) বিশাং পতিঃ। প্রজাপালক, রাজা, পৃথিবীপতি। "পৃথিবী জুজুর্বা ইব বিশ্পতিঃ" (ঋক্ ১।৭১।৮) 'জুজুর্বা ইব বিশ্পতিঃ যথা বয়োহানিরোগাদিনা জীর্ণঃ প্রজাপালকো রাজা বৈরিভয়াৎ কম্পতে তদ্বৎ, বিশাংপতির্বিশ্পতিঃ।' (সায়ণ)

২ বৈশ্যদিগের পতি, বৈশ্যজাতির অধিপতি।

"যথাশিষো বিশ্পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ॥"

(ভাগবত ১০।২০।২৪)

"বিশ্পতয়ঃ রাজানঃ বণিজাং পতয়ো বা" (স্বামী)

বিশ্পত্নী (স্ত্রী) বণিক্দিগের পালয়িত্রী।

"তস্যৈ বিশ্পত্ন্যৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতন:" (ঋক্ ২।৩২।৭)

'বিশ্পত্ন্যৈ বিশাংপালয়িত্র্যৈ' (সায়ণ)

বিশ্পলা (স্ত্রী) অগস্ত্যপুরোহিত খেলরাজার স্ত্রী।

'সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্পলায়ৈ" (ঋক্ ১।১১৬।১৫)

'অগস্ত্যপুরোহিতঃ খেলো নাম রাজা তস্য সম্বন্ধিনী বিশ্পলা নাম স্ত্রী' (সায়ণ)

বিশ্পলাবসু (ত্রি) প্রজাদিগের পালয়িতা এবং ধন।

"বিশ্পলাবসু দিবো ন পাত্তা" (ঋক্ ১।১৮০।১)

বিশ্পলাবসু বিশাং প্রজানামস্মাকং পালয়িতৃধনৌ" (সায়ণ)

বিশ্য (ত্রি) প্রজাভব, যাহা প্রজা হইতে হয়। "সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব" (ঋক্ ১।১২৬।৪)

'বিশঃ প্রজাঃ তত্র ভবাঃ বিশ্যাঃ' (সায়ণ)

বিশ্যাপর্ণ (ত্রি) বিশ্বন্তর নামে কোন এক রাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ। শ্যাপর্ণ নামক ব্রাহ্মণদিগকে আর্ত্বিজকার্য্যে ব্রতী না করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে নিরাকরণ পূর্ব্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, এ কারণ ইহার নাম বিশ্যাপর্ণ (শ্যাপর্ণ বিরহিত) যজ্ঞ।

"স চ বিশ্বন্তরনামকঃ স কদাচিৎ যাগং চিকির্ষুঃ শ্যাপর্ণান্ তন্নামকান ব্রাহ্মণবিশেষান পরিচক্ষাণঃ আর্ত্বিজ্যে নিরাকুর্ব্বন্ বিশ্যাপর্ণং যজ্ঞং আহৃত্য শ্যাপর্ণনামকব্রাহ্মণবিরহিতমেব যজ্ঞমনুষ্ঠিতবান্"। (ঐতরেয়ব্রা ৭।২৭ ভাষ্য)

বিশ্রাণন (ক্লী) দান, বিতরণ, পাওনাদেওয়া।

বিশ্রব্ধ (ত্রি) বি-শ্রন্ভ-ক্ত। ১ অনুদ্ধত, শান্ত। ২ বিশ্বস্ত। ৩ আসন্ন। (হেম) ৪ গাঢ়। (মেদিনী) ৫ নির্বিশঙ্ক নিঃশঙ্ক।

"নিমজ্জমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্য্যামহং প্রিয়ম্।"

(রামায়ণ ২।১১।১৫)

বিশ্রব্ধনবোঢ়া (স্ত্রী) বিশ্রব্ধা বিশ্বস্তা নবোঢ়া। নায়িকাভেদ, মুগ্ধা নবোঢানায়িকা। মুগ্ধা নায়িকার রতি লজ্জা ও ভয় পরাধীনা, কিন্তু পরে এই মুগ্ধা প্রণয় পাইয়া বিশব্ধ নবোঢা হয়। ইহার চেষ্টা ও ক্রিয়া মনোহারিণী। ইহার কোপ মৃদু ও নববিভূষণে প্রবল ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—

"দয়মুকুলিতনেত্রপালিনীলী-
নিয়মিত বাহুকুতোপগূঢ়বন্ধন।
করকলিতকুচস্থলং নবোঢ়া
স্বপিতি সমীপমুপেত্য কস্য পুনঃ॥" (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"স্তন দুটী করে ছাঁদা, উরু দুটী ভুজে বাঁধ
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর, না না না তাহার পর
টান টোন এখন তখন॥
যদি থায়্যা লাগে ভয়, কিঞ্চিৎ সঙ্কিত হয়
তারে আর না যায় ধরণ।
নবীন ভূষণ বাস, নবসুধা হাস তার
নবরস কে করে গণন॥" (রসমঞ্জরী)

বিভ্রম (পুং) বি-শ্রম-ঘঞ্। ১ বৃদ্ধভাব, বিশ্রাম।

"অবিশ্রমং যাবদিদং শরীরং
শতত্যাবস্থং পরিণামদুর্ব্বহম্॥" (কাতন্ত্র কৃৎ ১৩)

বিশ্রম্ভ (পুং) বি-শ্রনভ-ঘঞ্। ১ বিশ্বাস, প্রত্যয়। (অমর)

"নিত্যং পর্যাচরৎ প্রীত্যা ভবানীব ভবং প্রভুম্।
বিশ্রম্ভেনাত্মশৌচেন গৌরবেণ দমেন চ॥" (ভাগবত ৩।২৩।২)

২ কেলিকলহ। ৩ প্রণয়। (মেদিনী) ৪ বধ। (বিশ্ব) ৫ স্বচ্ছন্দবিহার।

বিশ্রম্ভণ (স্ত্রী) বিশ্বাসজনক।

"কৃষ্ণস্তমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ। (ভাগ° ১০।২৪।৩৫)
'গোপবিশ্রম্ভণং গোপানাং বিশ্বাসজনকং রূপং গতঃ প্রাপ্ত সন্' (স্বামী)

বিশ্রম্ভণীয় (ত্রি) বিশ্বসনীয়, বিশ্বাসের পাত্র।

"স কথং স্বর্পিতাত্মানং কৃতমৈত্রমচেতনম্।
বিশ্রম্ভণীয়ো ভূতানাং সঘৃণো দ্রোগ্ধু মর্হতি॥" (ভাগবত ৬।২।৬)
'বিশ্রম্ভণীয়ঃ বিশ্বসনীয়ঃ' (স্বামী)

বিশ্রম্ভতা (স্ত্রী) বিশ্বাসত্ব, প্রত্যয়ত্ব, প্রণয়ত্বাদি।

বিশ্রম্ভিন্ (ত্রি) বিশ্বাসশীল।

"বিকথা যাচতে প্রত্নমবিশ্রম্ভী মৃতর্জলম্" (ভট্টি)
'অবিশ্রম্ভী অবিশ্বাসশীলঃ'। (ভরত)

বিশ্রয়িন্ (ত্রি) বিশ্রেতুং শীলং যস্য বি-শ্রি-ইনি (পা ৩।২।১৫৭) ১ সেবাশীল, বিশেষ প্রকারে সেবাপরায়ণ। ২ আশ্রয়বান্।

বিশ্রবণ (পুং) ঋষিভেদ।

বিশ্রবস্ (বি) পুলস্ত্যমুনির পুত্র, জন্মান্তরে জাঠরাগ্নিরূপে প্রসিদ্ধ অগস্ত্য। ইনি পুলস্ত্যপত্নী হবির্ভূতে জন্মিয়া ছিলেন।

ভরদ্বাজ কন্যা ইড়বিড়া বা ইলবিড়ার গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে ধনপতি কুবের জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতের মতে, বিশ্রবা প্রজাপতি পুলস্ত্যের সাক্ষাৎ অদ্ধাঙ্গস্বরূপ। কুবেরের প্রতি ব্রহ্মার চাটু উক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুলস্ত্য নিজ অর্দ্ধাঙ্গ হইতে বিশ্রবাকে সৃষ্টি করেন। কুবের তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে তিন জন রাক্ষসী দাসী প্রদান করিয়াছিলেন। এই তিন জনের মধ্যে পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও সূর্পণখার জন্ম। কিন্তু রামায়ণের মতে বিশ্রবার ঔরসে সুমালিকন্যা নিকষা বা কৈকেশীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও সূর্পণখার উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণের মতে রাবণের মাতার নাম কেশিনী।

বিশ্রাণন (স্ত্রী) বি-শ্রণ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ দান, বিতরণ।

"কথং নু শক্যোঽনুনয়ো মহর্ষের্বিশ্রাণনাচ্চান্যপয়স্বিনীনাম্।" (রঘু ২ সঃ)

বিশ্রাণিত (ত্রি) দত্ত, যাহা বিতরণ করা হইয়াছে।

বিশ্রান্ত (ত্রি) ১ শ্রান্তিযুক্ত। ২ বিগতশ্রম। ৩ অনিয়ত। ৪ বিরত, শান্ত, নিবৃত্ত।

বিশ্রান্তি (স্ত্রী) বিশ্রাম, বিরাম, নিবৃত্তি, শান্তি।

"জীর্ণশ্রান্ত শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে।" (রামায়ণ ২।২।৮)

২ খেদাপনয়ন, শ্রমাপনয়ন, চলিত জিরন বা আরাম করা। ৩ তীর্থবিশেষ। এখানে নিখিল জগৎপতি স্বয়ং বাসুদেব আসিয়া বিশ্রাম করেন; একারণ এই তীর্থ বিশ্রান্তিনামে প্রসিদ্ধ।

"বাসুদেবো মহাবাহুর্জগৎস্বামী জনার্দনঃ।
বিশ্রামং কুরুতে তত্র তেন বিশ্রান্তিসংজ্ঞিকা॥" (বরাহপু°)

বিশ্রান্তি বর্দ্ধন্, একজন প্রাচীন কবি।

বিশ্রাম (পুং) বি-শ্রম-ঘঞ্। বিশ্রান্তি। [বিশ্রান্তি দেখ]

গুণ,—পরিশ্রমের পর বিশ্রামে শ্রমলাঘব ও খেদাপনয়ন হয়। নিয়মিত পরিশ্রমের পর যথা সময় বিশ্রাম দেওয়া, সকল লোকের পক্ষেই বলবৃদ্ধিকর, স্বাস্থ্যপ্রদ ও শুভজনক হয়।

"বিশ্রামো বলকৃৎ খেদশ্রমজিৎ স্বাস্থ্যদঃ শুভঃ।" (রাজবল্লভ)

বিশ্রামগড়, দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পট্টন নামে পরিচিত ছিল। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে মোগল সৈন্য কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শিবাজী এখানে নিরাপদে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানকে বিশ্রামগড় নাম দেন।

বিশ্রামভক্ত, অনুপানমঞ্জরী নামক বৈদ্যকগ্রন্থ-রচয়িতা।

বিশ্রামশুক্ল, জনিপদ্ধতিদর্পণপ্রণেতা। ইঁহার পিতা শিবরাম কৃত্যচিন্তামণি নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্রামাত্মজ, প্রশ্নবিনোদ নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা।

বিশ্রাম্যতোপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ। বেদান্তসার-বিশ্রামোপনিষদ্ নামেও পরিচিত।

বিশ্রাব (পুং) বি-শ্রু-ঘঞ্ (পা ৩।৩।২৫) ১ অতিপ্রসিদ্ধি ২ ধ্বনি।

"বিক্রাবৈস্তোয়বিশ্রাবং তর্জয়ন্তো মহোদধেঃ।" (ভট্টি ৭।৩৬)
৩ ক্ষরণ। ৪ স্রোতঃ।

বিশ্রি (পুং) মৃত্যু। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

বিশ্রী (ত্রি) বিগতা শ্রীর্যস্য। ১ শ্রীহীন, শ্রীভ্রষ্ট। ২ কুৎসিত, কদাকার।

বিশ্রুত (ত্রি) বি-শ্রু-ক্ত। বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। (অমর)

"বিদ্বান্ সুভগো মানী বিশ্রুতকর্ম্মা কুলোন্নতঃ শূরঃ।
বিত্তেন ভবতি সর্ব্বো বিত্তবিহীনস্তু সদ্গুণোঽপ্যগুণঃ॥" (কলাবিলাস ২।৬৩)

২ জ্ঞাত। ৩ সংহৃষ্ট, সম্যক্ আহ্লাদিত। (বিশ্ব) ৪ ধ্বনিত।

বিশ্রুতদেব (পুং) রাজপুত্রভেদ। (তারনাথ)

বিশ্রুতবৎ (ত্রি) বি-শ্রু-ক্তবতু। ১ বিশ্রুত, জ্ঞাতবান্। বিশ্রুত ইব বিশ্রুত-বতু ইবার্থে। ২ (অব্যয়) বিশ্রুতের ন্যায়, প্রসিদ্ধের ন্যায়, জানিতের ন্যায়। ৩ রাজপুত্রভেদ, বৃহদ্বলের ভ্রাতা। (হরিবং°)

বিশ্রুতি (স্ত্রী) বি-শ্রু-ক্তিন্। ১ বিখ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

"বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভুবি তৃপ্যন্তি যেঽসবঃ।" (ভাগবত ৩।২৫।২)

২ ক্ষরণ। ৩ স্রোতঃ। ৪ নানাপ্রকার স্তব।

"বিবিধং শ্রূয়তে স্তূয়তে ইতি বিশ্রুতঃ" (মহীধর)

বিশ্রুতাত্মা (পুং) বিষ্ণু। (মহাভা° ১৩।১৪৯।৩৫)

বিশ্লথ (ত্রি) শিথিল, আলগা।

"ঐরাবতাস্ফালনবিশ্লথং যঃ সঙ্ঘট্টয়ন্নঙ্গদমঙ্গদেন।" (রঘু ৬।৭৩)

বিশ্লিষ্ট (ত্রি) বি-শ্লিষ ক্ত। ১ বিচ্ছিন্ন, অসংযুক্ত। ২ বিকসিত, প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত। ৩ বিযুক্ত, শিথিল। ৪ বিমুক্ত।

বিশ্লিষ্টসন্ধি (পুং) ১ অস্থিভঙ্গবিশেষ। ২ সন্ধিমুক্ত ভগ্নরোগ বিশেষ। লক্ষণ, কোনরূপ আঘাতাদিতে সন্ধি ভগ্ন হইলে, ভগ্ন স্থানে যদি অল্প শোথ, নিরন্তর বেদনা এবং সন্ধির ক্রিয়াবিকৃতি হয়, তবে তাহাকে বিশ্লিষ্টসন্ধি বলে।

[চিকিৎসাদি ভগ্নশব্দে দ্রষ্টব্য]

"বিশ্লিষ্টেঽল্পশোফো বেদনাসাতত্যং সন্ধিবিক্রিয়া চ।"

(সুশ্রুত নি° ১৫ অ°)

বিশ্লেষ (পুং) বি-শ্লিষ-ঘঞ্। ১ বিধুর। ২ অযোগ। (মেদিনী)

"অদৃষ্ট ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্।"

৩ বিয়োগ। ৪ শৈথিল্য। ৫ বিরাগ। ৬ বিকাস, প্রকাশ।

বিশ্লেষণ (স্ত্রী) ১ বায়ু জন্য ব্রণবেদনাবিশেষ। ইহাতে ক্ষত স্থানে নানা প্রকার বেদনা দ্বারা আক্রান্তগাত্র ও বিশ্লিষ্টের (শ্লথভাবের) ন্যায় বোধ হয়। (সুশ্রুত) ২ পৃথক্করণ।

বিশ্লেষিন্ (ত্রি) বিশ্লেষোঽস্যাস্তীতি বিশ্লেষ ইনি। বিচ্ছেদবান্, বিয়োগী।

"ভবদ্ভ্যোব চ সংযোগাশ্চিরবিশ্লেষিণামপি" (কথাসরিৎসা° ৬।২৩৭)

বিশ্লোক (ত্রি) ১ ছন্দোভেদ। ২ কীর্তির যোগ্য, স্তবনীয়।

বিশ্ব (স্ত্রী) বিশতি স্বকারণং ইতি বিশ প্রবেশনে বিশ-কন্ (অশূপ্রুষিলটিকণীতি কন্। উণ্ ১।১৫১) ১ জগৎ, সংসার, চরাচর। (মেদিনী)

আত্মরূপস্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত কাল জগতের উপাদান (নিমিত্ত) বিশ্বরূপী আত্মার সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ কাল সহকারে আত্মার প্রাদুর্ভাব হয়; কেননা আত্মা ব্যতিরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। অতঃপর অব্যক্তমূর্ত্তি ঈশ্বর বিষ্ণুমায়াপরিচ্ছন্ন ব্রহ্মতন্মাত্রাবিশিষ্ট বিশ্বকে (ঐ বিশ্বরূপী আত্মাকে) কালে স্থূলরূপে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করেন।

"গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ॥
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥" (ভাগব° ৩।১০।১১-১২)

'পুরুষ ইতি। উপাদীয়তে নিমিত্ততয়া স্বীক্রিয়তে ইত্যুপাদানম্। স কালঃ উপাদানং নিমিত্তং যস্মিন্ তমাত্মানমেব বিশ্বরূপেণাসৃজৎ। স্বব্যতিরেকেণ সৃজ্যাভাবাৎ। এতচ্চ বস্তুকথনমাত্রম্। কালেন নিমিত্তভূতেনাসৃজদিত্যেতাবদেব বিবক্ষিতম্। স্বব্যতিরিক্তসৃজ্যাভাবং দর্শয়ন্ কালস্য সৃষ্টিনিমিত্ততাং দর্শয়তি। বিশ্বমিতি। বিষ্ণুমায়য়া সংস্থিতং সংবৃতং ব্রহ্মতন্মাত্রং সৎ বিশ্বং ঈশ্বরেণ কর্ত্রা কালেন নিমিত্তেন পরিচ্ছিন্নং পৃথক্ প্রকাশিতম্। অব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্যেতি স্বতো নির্ব্বিশেষতা দর্শিতা।' (স্বামী)

স্থূলরূপে বিশ্বপ্রকাশের প্রক্রম এই,—"সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ" প্রাকৃত ও বৈকৃতভাবে সাধারণতঃ বিশ্ব নয় প্রকারে সৃষ্ট। তন্মধ্যে প্রাকৃত ছয় প্রকার ও বৈকৃত ত্রিবিধ। প্রাকৃত ছয় প্রকার এই,—

(১) মহৎ (মহত্তত্ত্ব), ইহা আত্মার গুণের বৈষম্য মাত্র।

(২) অহম্ (অহঙ্কার), ইহা হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়।

(৩) তন্মাত্র (পঞ্চতন্মাত্র), ইহা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত; ইহা হইতে আবার স্থূল পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের) সৃষ্টি হয়।

(৪) ইন্দ্রিয়, ইহা জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই কয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মুখ হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই গুলি কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গণই জীবের জীবনোপায় ও গতি মুক্তি, কেননা ইহাদের পরিচালন দ্বারাই বিশ্বসংসারে জীবের ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, বন্ধ, মুক্তি প্রভৃতির প্রবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রাদিষ্ট সৎপ্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়পরিচালন, ধর্ম্ম, পুণ্য, সুখ, মুক্তি প্রভৃতির এবং শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্যে ইন্দ্রিয়পরিচালন অধর্ম্ম, পাপ, দুঃখ ও বন্ধ প্রভৃতির কারণ হয়।

(৫) বৈকারিক (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ ও মন প্রভৃতি) পদার্থের সৃষ্টি।

(৬) তামোগুণ (পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা) ইহা বুদ্ধির আবরণ (প্রতিভানিবর্ত্তক) ও বিক্ষেপজনক (ব্যাকুলতাকারক)।

ত্রিবিধ বৈকৃত; যথা,—

(৭) বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্সার, বীরুধ ও দ্রুম এই ছয় প্রকার স্থাবর। ইহাদের মধ্যে যাহাদের পুষ্প ব্যতিরেকে ফল হয়, তাহারা বনস্পতি; যাহারা ফল পাকিলে মরিয়া যায় তাহারা ওষধি; যাহারা মজ্জাবিহীন অর্থাৎ যাহাদের ত্বকেই সার জন্মে, (যেমন বংশাদি) তাহারা ত্বক্সার। বীরুধ প্রায় লতারই মত, তবে লতা অপেক্ষা ইহার কাঠিন্য আছে। যাহাদের

পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম দ্রুম। এই সকল স্থাবরগণ তমঃপ্রায় (অব্যক্ত চৈতন্য) অর্থাৎ ইহাদের চৈতন্য থাকিয়াও তাহা অব্যক্ত; আর ইহারা অন্তঃস্পর্শ (অন্তরে ইহাদের স্পর্শবোধ আছে, কিন্তু বাহিরে নহে)। ইহাদের আহার্য্য দ্রব্য (রস) মূল হইতে ঊর্দ্ধদেশে সঞ্চারিত হইয়া শরীর পোষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ঊর্দ্ধস্রোতাঃ বলে।

(৮) তির্য্যক্‌প্রাণী (পশু, পক্ষী, ব্যালাদি); ইহারা অবিদ (স্মৃতিহীন, অতীত ঘটনাদি-বিষয়ে জ্ঞানশূন্য), ভূরিতমাঃ (মাত্র আহারাদির বিষয়ে নিষ্ঠাবান্), ঘ্রাণজ্ঞ (গন্ধগ্রহণেই প্রয়োজনীয় বিষয় জ্ঞানশালী) এবং অবেদী মনোভাব বিজ্ঞাপনে অসমর্থ বা দীর্ঘানুসন্ধানশূন্য)। এসম্বন্ধে শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে, যথা,—"অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকাবিতি"।

উক্ত তির্য্যক্ জাতি, একশফ (জোড়াখুর) বিশিষ্ট গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর) এই তিন এবং গৌর, শরভ ও চমরী (মৃগজাতীয়) এই তিন, সমুদায় ছয় প্রকার। গো, ছাগ, মহিষ, শূকর, গবয় (গোজাতীয় বা বন্যগরু), রুরু, রুরু (এই দুইটী মৃগজাতীয়), মেষ ও উষ্ট্র, এই দ্বিশফ (দ্বিখণ্ডিত খুর) বিশিষ্ট নয় প্রকার, আর কুকুর, শৃগাল, নেকড়িয়া বাঘ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশ, শজারু, সিংহ, বানর, হস্তী, কূর্ম্ম ও গোধা, এই দ্বাদশ প্রকার পঞ্চনখী (পঞ্চ নখবিশিষ্ট) জন্তু এবং মকর কুম্ভীরাদি জলচর ও কঙ্কগৃধ্রাদি খেচর এই উভয়বিধ জন্তুকে এক প্রকার ধরিয়া সাকল্যে অষ্টাবিংশতি প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৯) নরদেহ, ইহা রজোগুণবহুল, কর্ম্মতৎপর, দুঃখেও সুখাভিমানী এবং অর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ অর্থাৎ ইহাদের আহার্য্য দ্রব্য (অন্নাদি), ঊর্দ্ধ (মুখ) হইতে অধঃ (নিম্ন কোষ্ঠাদিতে) সঞ্চরণপূর্ব্বক শরীর পোষণ করে।

এতদ্ভিন্ন দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ যক্ষ, রক্ষঃ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, প্রভৃতি দেবযোনিপ্রাপ্ত এবং সনৎকুমারাদি উভয়াত্মক (দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব ব্যপদেশে উভয় লোকান্তর্গত) কতকগুলি লোকও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দৃশ্যমান হন। সংক্ষেপতঃ ইহাদেরও সৃষ্টিপ্রক্রম নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা সহস্রার্কদ্যুতি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া তদাদেশে স্বীয় প্রভাপ্রতিযোগিনী ছায়া দ্বারা তামিস্র, অন্ধতামিস্র তমঃ, মোহ ও মহাতমঃ এই পঞ্চপর্ব্বরূপ অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চপর্ব্বের সৃষ্টি হওয়ায় জগৎ নিবিড় অন্ধকারময় ক্ষুত্তৃষ্ণাসমুৎপাদক রাত্রিরূপে পরিণত হইল এবং তিনিও (ব্রহ্মাও) তৎসঙ্গে মিশিয়া গেলেন অর্থাৎ "যাহন্ত তন্বরাসীৎ তামপাহরৎ সা তমিস্রাভবৎ" (শ্রুতি), তাঁহার শরীরও ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল। অতঃপর তাঁহা হইতে উৎপন্ন যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতি উক্ত ক্ষুত্তৃষ্ণাসমুৎপাদক রাত্রিকে প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা যারপর নাই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইল এবং অন্য কোন আহার্য্য না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় আহারান্বেষণে ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করিয়া ভক্ষণমানসে তৎপ্রতিই প্রধাবিত হইতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল যে, "মা রক্ষতৈনং জক্ষধ্বং" তোমরা ইহাকে রাখিও না, খাইয়া ফেল। প্রজাপতি স্বয়ং এই কথা শুনিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, "মা মা জক্ষত রক্ষত অহো মে যক্ষরক্ষাংসি! প্রজা যূয়ং বভূবিথ" হে যক্ষরক্ষগণ। তোমরা আমার সন্তান, আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব আমাকে ভক্ষণ করিও না, রক্ষা কর। এই সময়ে যাহারা 'মা রক্ষত' রক্ষা করিও না বলিয়াছিল, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা 'জক্ষধ্বং" খাইয়া ফেল, এই কথা বলিয়াছিল, তাহারা যক্ষ বলিয়া জগতে প্রচারিত হইল। ইহারা দেবযোনি প্রাপ্ত হইলেও তমোবহুলাবস্থায় উৎপন্ন হওয়ায় ইহাদিগকে তির্য্যগাদি তামসসৃষ্টির অন্তর্ভূত বলিয়া ধরা যায়।

ইহার পর সত্ত্বগুণ বহুলাবস্থায় দ্যোতমান (সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন) হইয়া যাঁহারা উৎপন্ন হন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রভাবও দ্যুতিমান্ হওয়ায় জগতে দেবতানামে প্রসিদ্ধ হইয়া সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইলেন। এই সময়ে ব্রহ্মার যে প্রভা বিস্তার হইয়াছিল, তাহা হইতে দিবার উৎপত্তি হইলে ঐ দেবগণ তাহাতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অতঃপর "স জঘনাদসুরানসৃজত" (শ্রুতি) প্রজাপতি স্বীয় জঘন দেশ হইতে অভিলাষুক স্ত্রী-লম্পট অসুরদিগের সৃষ্টি করিলে, তাহারা সাতিশয় মৈথুনমুগ্ধ হইয়া আত্মবৃত্তি চরিতার্থের উপাদানতত্ত্বভাবে তচ্ছন্দে তাঁহারই উপর প্রধাবিত হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি প্রথমে মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু নির্লজ্জ অসুরদিগের ভাবগতিক উত্তরোত্তর ভাল বোধ না হওয়ায় ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিলেন এবং বিষ্ণুর নিকট গিয়া যথাযথভাবে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। বিষ্ণু পূর্ব্বাপর অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে ভাবান্তরে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ("সাহোরাত্রয়োঃ সন্ধিরভবৎ" (শ্রুতিঃ) "সা তেন বিসৃষ্টা তনুঃ সায়ন্তনী সন্ধ্যা বভূব") ব্রহ্মা শরীর পরিবর্ত্তন দ্বারা দিবারূপিণী সায়ন্তনী সন্ধ্যামূর্ত্তি ধারণ করিলে, তাহা দেখিয়া কামবিহ্বল অসুরগণ অশেষ লাবণ্যময়ী বিলাসৈকনিলয়া স্ত্রীমূর্ত্তিভ্রমে বিভ্রমাসক্ত হইয়া তৎপ্রতি আলিঙ্গনোদ্যত হইল এবং বস্তুগত্যা

কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ॥
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ ১।১৫অ)

বেদাদিতে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র (ঋক্ ৮।৯৮।২) সূর্য্য (ঋক্ ১০।১৭০।৪), প্রজাপতি (শুক্ল যজুঃ ১২।৬১), বিষ্ণু (ভারত ভীষ্ম), শিব (শিবপুঃ) প্রভৃতি পরিমান দেবগণের নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে উহা বিশ্বস্রষ্টা ত্বষ্টার নামবিশেষে (হরিবংশ) পরিগণিত হইয়াছে। এই পর্য্যায়ে বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় শিল্পী বলিয়া গণ্য। ঋক্‌বেদের ১০।৮১।৮২ সূক্তে প্রকটিত আছে, "ইনি সর্ব্বদর্শী ভগবান্, ইঁহার চক্ষু, বদন, বাহু ও পদ সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বাহু ও পদদ্বয়ের সহায়তায় ইনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য নির্ম্মাণ করেন, ইনি পিতা, সর্ব্বপ্রভু, সর্ব্বনিয়ন্তা; ইনি বিশ্বজ্ঞ, প্রত্যেক দেবতার যথাযোগ্য নামকরণ করেন এবং নশ্বর প্রাণের ধ্যানাতীত পুরুষ।' ঐ শ্লোকে আরো উক্ত আছে যে, ইনি আত্মদান করিয়া থাকেন, কিংবা আপনি সর্ব্বভূতের বলিদান গ্রহণ করেন। এই বলি সম্বন্ধে নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে,—"ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বমেধ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি আরম্ভ করেন এবং আত্মবলিদান করিয়া নির্ম্মাণ শেষ করেন।" [ঋগ্বেদ ১০।৮১-৮২ সূক্তে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পুরাণকারগণ বলেন, ইনি বৈদিকত্বষ্টার কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ঐ কার্য্যে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন। এজন্য ইনি ত্বষ্টা নামেও অভিহিত হন। কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিলেই ইঁহার পরিচয় শেষ হয় না, পরন্তু ইনি দেবগণের শিল্পকার এবং তাঁহাদের অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দেন। আগ্নেয়াস্ত্র নামক ভীষণ যুদ্ধাস্ত্র ইঁহারই নির্ম্মিত শিল্পবিশেষ। ইনিই জগতে স্থাপত্য বেদ বা শিল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

মহাভারতে লিখিত আছে যে, "ইনি শিল্পসমূহের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তা, সহস্র শিল্পের আবিষ্কারক দেবকুলের মিস্ত্রী, সর্ব্ব প্রকার কারুকার্য্যের নির্ম্মাতা, শিল্পিকুলের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ, ইনি দেবতাগণের স্বর্গীয়রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহার নৈপুণ্যে সর্ব্বলোক উজ্জীবিত, ইনি মহৎ ও অমর দেবতাবিশেষ। ইঁহাকে সর্ব্বজীব পূজা করিয়া থাকে।

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাক্ষসগণের বসতির জন্য ইনি লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেতুবন্ধ প্রস্তুতের জন্য রামের সাহায্যার্থ ইনি নল বানরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মহাভারত আদিপর্ব্বে ও কোন কোন পুরাণে দেখা যায় যে, অষ্ট বসুর একতম প্রভাসের ঔরসে ও তৎপত্নী লাবণ্যময়ী সতী যোগসিদ্ধার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। বিশ্বকর্ম্মা স্বকন্যা সংজ্ঞাকে সূর্য্যের সহিত বিবাহ দেন; সংজ্ঞা সূর্য্যের প্রখর তাপ সহ্য করিতে না পারায়, বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে কুন্দযন্ত্রে (শানচক্রে) চড়াইয়া উহার ঔজ্জ্বল্যের অষ্টাংশ কর্ত্তন করিয়া দেলেন। কর্ত্তিত অংশ পৃথিবীর উপর পড়িয়া যায় এবং তাহা হইতে তিনি "বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্ত্তিকেয়ের বল্লম এবং অন্যান্য দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্থানিক রূপে বিশ্বকর্ম্মা কখনও কখনও প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কারু, তক্ষক, দেব-বর্দ্ধকি, সুধন্ব প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

বিশ্বকর্ম্মা শিল্পসমূহের কর্ত্তা বলিয়া দেবশিল্পী নামে অভিহিত। হিন্দু শিল্পিগণ শিল্পকর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি তিথিতে বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে। ঐ দিনে তাহারা অস্ত্রাদি শিল্পোপকরণ ব্যবহার করে না। ঐ সকল যন্ত্রাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া পূজাস্থানে রাখিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকৃষকগণও হাল, কোদাল প্রভৃতির পূজা করে।

বিশ্বকর্ম্মার পূজা যথা—প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমে স্বস্তিবাচনাদি ও তৎপরে সঙ্কল্প করিতে হয়। 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিল্পনৈপুণ্যাদি বৃদ্ধিপূর্ব্বকশ্রীবিশ্বকর্ম্মপ্রীতিকামঃ গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং বিশ্বকর্ম্মপূজনমহং করিষ্যে'। (পরার্থে হইলে 'করিষ্যামি' বাক্য হইবে।)

পরে সংকল্প সূক্তাদি পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও ঘটস্থাপনাদি করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে গণেশাদি দেবতার পূজা করিতে হইবে। তৎপরে 'বাং হৃদয়ায় নমঃ, বীং শিরসে স্বাহা বাক্যে অঙ্গ ও করন্যাস এবং নিম্নোক্তরূপ ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা—

"ওঁ দংশপাল মহাবীর সুচিত্র কর্ম্মকারক।
বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ চ ত্বং বাসনামানদণ্ডধৃক্॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান পাঠানন্তর আবাহন করিবে।

ওঁ বিশ্বকর্ম্মন্নিহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

ওঁ বিশ্বকর্ম্মন্নিহাগচ্ছ তুলাবন্ধমলং কুরু।

ওঁ শিল্পাচার্য্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা' ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ, এই মন্ত্রে যথোপচারে পূজা ও জপাদি করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—

"ওঁ দেবশিল্পিন্ মহাভাগ! দেবানাং কার্য্যসাধক।
বিশ্বকর্ম্মন্নমস্তভ্যং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ ॥"

এই মন্ত্রে প্রণাম ও পূজাঙ্গ সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়।

বঙ্গের অনেকস্থানে ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ্বকর্ম্মার পূজোপলক্ষে একটী উৎসব হইতে দেখা যায়। এ উৎসব নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশস্থলে নমঃশূদ্রগণই এই উৎসবের নেতা। পূজার দিন সকলেই সকালবেলা স্নান করে। নর নারী সকলেই স্ফূর্ত্তিযুক্ত। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই এই দিন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়। পূজার পর সকলেই এক সঙ্গে সসন্তোষে আহার করে। এই দিন তাহারা বহু ব্যয়ে এক প্রকার পিণ্ডাকার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া লয়। এই পিষ্টকের নাম ভড়ুয়া। ভড়ুয়ার উপাদান শুষ্ক চাউলের গুঁড়, সাধারণ মিষ্ট সংযোগে এই ভড়ুয়া পিষ্টক সে দিন তাহারা মহাস্ফূর্ত্তির সহিত আকণ্ঠ আহার করে। তারপর বাইচখেলার ধূম। গ্রামের মাতব্বর মাতব্বর লোক এই বাইচ্ খেলার ব্যয় নির্ব্বাহ করে। তাহাদেরই উৎসাহে ও নেতৃত্বে অপর সাধারণ উৎসবে মাতিয়া উঠে। স্বল্পপ্রস্থ দীর্ঘাকার বৃহৎ বৃহৎ নৌকা সুসজ্জিত হয়। নৌকার দুই কাতারে সারি বাঁধিয়া বৈঠা হাতে অসংখ্য লোক সোল্লাসে বসিয়া যায়। নৌকার অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ গাঢ় সিন্দূরে বিলিপ্ত ও নানা পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়। নৌকার যিনি মাতব্বর কর্ত্তা, তিনি নূতন কাপড় পরিয়া নৌকার মাঝখানে দাঁড়াইয়া চালকদিগকে দ্রুত চালাইবার পক্ষে উৎসাহ দিতে থাকেন।

এ উৎসবে কেবল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নয়, নিম্নস্তরের মুসলমানগণও ভড়ুয়া খাইয়া সোল্লাসে যোগ দিয়া থাকে। বাইচ খেলাইবার জন্য ইহারাও সুসজ্জিত নৌকা লইয়া মাতব্বর নেতার অধীনে খেলায় জয়ী হইবার চেষ্টা করে। খেলা প্রধানতঃ নদী বা সুবিস্তীর্ণ খাল বিলাদি জলাশয়ে হয়। উৎসব দিনের পূর্ব্ব হইতেই খেলার স্থান ঘোষণা দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে নৌকা জোরে চালাইয়া সকল নৌকার অগ্রে যাইতে পারে, তাহারই জয়জয়কার পড়িয়া যায়। যখন সারি বাঁধিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দীর্ঘ দীর্ঘ নৌকাশ্রেণী নদীবক্ষ আলোড়িত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলে, তখনকার দৃশ্য বড়ই চমৎকার। এ খেলায় দর্শকও বিস্তর হয়। অনেক সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে এবং হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। খেলায় জয়ী দলকে কোন কোন মাতব্বর পুরস্কার বিতরণ করে। পরে বাড়ী গিয়া পুনরায় সকলে ভড়ুয়া খায়। এই সকল নৌকা বাহিবার জন্য নৌকাবিশেষে একশত হইতে তিনশত পর্য্যন্ত লোক হইয়া থাকে।

বিজয়ার দিন প্রতিমাবিসর্জ্জনের সময়ও পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ খেলা হয়।

৩ শিবের সহস্রনামান্তর্গত নামভেদ। (লিঙ্গপু° ৬৫।১১৮)

৪ চেতনা ধাতু। চরকের বিমান স্থানে লিখিত আছে, জীবের চেতনাধাতুর নাম বিশ্বকর্ম্মা। চরকমুনি চেতনাধাতুকে কর্ত্তা, মন্তা, বেদিতা, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"চেতনা ধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় প্রবর্ত্ততে। স হি হেতুঃ কারণং নিমিত্তমক্ষরং কর্ত্তা, মন্তা বেদিতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ" (চরক বিমানস্থা° ৪ অ°)

৫ সর্ব্বব্যাপারহেতু। "যেনেমা বিশ্বা ভুবনাস্তভৃতা বিশ্বকর্ম্মণা" (ঋক্ ১০।১৭০।৪) 'বিশ্বকর্ম্মণা সর্ব্বব্যাপারহেতুনা' (সায়ণ)

৬ ইলোরার অন্তর্গত স্বনামপ্রসিদ্ধ গুহামন্দির। [ইলোরা দেখ]

বিশ্বকর্ম্মন্, বাস্তুপ্রকাশ, বাস্তুবিধি, বাস্তুশাস্ত্র, বাস্তুসমুচ্চয়, অপরাজিতা বাস্তুশাস্ত্র, আয়তত্ত্ব, বিশ্বকর্ম্মীয় প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ২ মীমাংসাসার-রচয়িতা। ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। এই রাজবংশ পদ্মাবতীর ভক্ত ও সৌনলমুনিকুলে জাত। (সহ্যা° ৩১।৩০)

বিশ্বকর্ম্মপুরাণ, উপপুরাণভেদ।

বিশ্বকর্ম্মন্ শাস্ত্রিন্, সৎপ্রক্রিয়া ব্যাকৃতিনাম্নী প্রক্রিয়াকৌমুদী টীকা-রচয়িতা।

বিশ্বকর্ম্মেশ (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ।

বিশ্বকর্ম্মেশ্বরলিঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গভেদ, বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গভেদ। (স্কন্দপুরাণ)

বিশ্বকা (স্ত্রী) গঙ্গাচিল্লী, চলিত গাং চিল।

'গঙ্গাচিল্লীতু দেবট্টি বিশ্বকা জলকুক্কুটী।' (রত্নাবলী)

বিশ্বকায় (ত্রি) বিষ্ণু, বিশ্বই যাহার কায় (শরীর)।

"স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।' (ভাগবত ৮।১।১৩)

'বিশ্বকায়ঃ বিশ্বং কায়ো যস্য' (স্বামী) স্ত্রিয়াং টাপ্। বিশ্বকায়া—দাক্ষায়ণী, দুর্গা।

বিশ্বকারক (পুং) বিশ্বস্য কারকঃ। বিশ্বের কর্ত্তা, শিব। (শিবপু°)

বিশ্বকারু (পুং) বিশ্বকর্ম্মা।

বিশ্বকার্য্য (পুং) সূর্য্যের সপ্ত প্রধান জ্যোতির্ভেদ।

বিশ্বকূট, হিমালয়স্থ শৃঙ্গভেদ। (হিম° খ° ৮।১০২)

বিশ্বকৃৎ (পুং) বিশ্বং করোতীতি কৃ-কিপ্, তুকচ। বিশ্বকর্ম্মা।

"ত্রিষু লোকেষু যৎ কিঞ্চিৎ ভূতঞ্চ স্থাবরজঙ্গমম্।
সমানয়দ্দর্শনীয়ং ততস্তত্র স বিশ্বকৃৎ ॥" (ভারত ১।২১২।১৩)

২ ব্রহ্মা। (ভাগবত ৯।১৪।৮)

বিশ্বকৃষ্টি (ত্রি) সকল মনুষ্য যাহার আত্মীয়স্বরূপ।

"বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টিঃ" (ঋক্ ১।৬০।৭)

'বৈশ্বানরো অগ্নিঃ মহিম্না মহত্বেন বিশ্বকৃষ্টিঃ কৃষ্টিরিতি মনুষ্য নাম, বিশ্বে সর্ব্বে মনুষ্যাঃ যস্য স্বভূতাঃ স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

বিশ্বকেতু (পুং) বিশ্বস্য কেতুঃ বিশ্বব্যাপী বা কেতুর্যস্য। ১ অনিরুদ্ধ। (অমর) ২ পর্ব্বতভেদ। (হিমং খং ৮।১০৬)

বিশ্বকোশ[ষ] (পুং) বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং যাবৎপদার্থঃ কোষে আধারে যস্য। বিশ্বভাণ্ডার, যাহাতে ব্যক্তভাবে যাবতীয় পদার্থনিচয় নিহিত আছে। ২ বিশ্বপ্রকাশ নামক অভিধান।

বিশ্বক্ষয় (পুং) বিশ্বনাশ। প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস।(রাজতরং২।১৭)

বিশ্বক্ষিতি (ত্রি) বিশ্বকৃষ্টি, সকল জীব যাহার আত্মীয়। (তৈত্তিরিয়ব্রাং ৩।৭।১৫)

বিশ্বক্সেন (পুং) বিষ্ণু। (অমরটীকা ভরত) ২ ত্রয়োদশ মনু।

"ঋতুশ্চ ঋতুধামা চ বিশ্বক্সেনো মনুস্তথা।
অতীতানাগতাশ্চৈতে মনবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥"
(মৎস্যপুং ৯অং)

৩ বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী দেবতা। এই দেবতা চতুর্ভুজ, চারি হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। ইনি দীর্ঘশ্মশ্রু, জটাধারী, রক্তপিঙ্গলবর্ণ এবং শ্বেতপদ্মোপরি উপবিষ্ট।

"নির্ম্মাল্যধারী বিষ্ণোস্তু বিশ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণির্দীর্ঘশ্মশ্রুর্জটাধরঃ ॥
রক্তপিঙ্গলবর্ণস্তু সিতপদ্মোপরিস্থিতঃ।
স তৃতীয়স্বরাগ্রেন সংযুক্তো বিন্দুনেন্দুনা ॥
কীর্ত্তিতস্তস্য মন্ত্রোঽয়ং তেন তং পরিপূজয়েৎ।
বিসর্জ্জনং তথা বিষ্ণোরৈশান্যাং পরিকল্পয়েৎ ॥"
(কালিকাপুং ৮২ অং)

কোন কোন স্থলে 'বিশ্বক্সেন' এই তালব্যশকার স্থানে দন্ত্যসকার দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বক্সেনা (স্ত্রী) প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। এই শব্দও তালব্যশকার স্থানে দন্ত্যসকার লিখিত আছে।

"বিশ্বকসেনা প্রিয়া কান্তা প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী ফলী।"
(বৈদ্যকরত্নমালা)

বিশ্বগ (পুং) বিশ্বং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ ব্রহ্মা। (হেম) ২ পূর্ণিমার পুত্র, মরীচির পুত্র।

"পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ ॥"
"পূর্ণিমাসূত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।"
(ভাগবত ৪।১।১৩-১৪)

বিশ্বগঙ্গা, মধ্যভারতের বেবার রাজ্যে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। অক্ষাং ২০°২৪´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৬°১৬´ পূঃ। বুলদান জেলার বুলদানা নগরের সন্নিকটে উদ্ভূত ও নলগঙ্গার সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া পূর্ণানদীতে মিলিত হইয়াছে। এই পার্ব্বত্য-নদীতে সকল সময়ে জল থাকে না, কিন্তু বর্ষাকালে এই নদী দিয়া জয়পুর, বদনেরা ও চাঁদপুর নগর পর্য্যন্ত গমনাগমন করা যায়।

বিশ্বগত (ত্রি) বিশ্বং গতঃ। বিশ্বগামী, বিশ্বব্যাপ্ত।

বিশ্বগন্ধ (স্ত্রী) বিশ্বে সর্ব্বস্থানে গন্ধোঽস্য। ১ বোল নামক গন্ধদ্রব্য, চলিত নিনাদল। (পুং) ২ পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। (রাজনি)

বিশ্বগন্ধা (স্ত্রী) বিশ্বেষু সমস্তপদার্থেষু মধ্যে গন্ধো গন্ধবিশিষ্টা, ক্ষিতাবেব গন্ধ ইতি ন্যায়াদস্যাস্তথাত্বং। পৃথিবী। (শব্দচ)

বিশ্বগন্ধি (পুং) পুরঞ্জয়পুত্র, পৃথুর পুত্র।

"বিশ্বগন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশ্বস্ত তৎসুতঃ।" (ভাগবত ৯।৬।২০)

বিশ্বগর্ভ (ত্রি) বিশ্বং গর্ভে যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ রৈবতের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বিশ্বগুরু (পুং) বিশ্বস্য গুরুঃ। হরি, বিষ্ণু।

"তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং
দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ।" (ভাগবত ৩।১৫।২৬)
'বিশ্বগুরুণা হরিণা অধিকৃতং' (স্বামী)

বিশ্বগূর্ত্ত (ত্রি) সকল কার্য্যে সমর্থ, বা উদ্যতসর্ব্বায়ুধ, যাহার আয়ুধ সকল উদ্যত আছে।

"বিশ্বগূর্ত্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায়" (ঋক্ ১।৬১।৯)

'বিশ্বগূর্ত্তঃ বিশ্বস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ কার্য্যে উদ্গূর্ণঃ সমর্থঃ, যদ্বা বিশ্বং সর্ব্বমায়ুধং গূর্ত্তমুদ্যতং যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

বিশ্বগূর্ত্তি (ত্রি) সকলের স্তুত্য, সকল লোকের স্তবের যোগ্য।

"স্বসা যৎ বাং বিশ্বগূর্ত্তী" (ঋক্ ১।১৮০।২)
'বিশ্বগূর্ত্তী সর্ব্বস্তুত্যৌ' (সায়ণ)

বিশ্বগোত্র (ত্রি) বিশ্বগোত্রসম্বন্ধীয়। (শতপথব্রাং ৩।৩।৪।৫)

বিশ্বগোত্র্য (ত্রি) ১ বিশ্বগোত্রসংশ্লিষ্ট। ২ বান্ধবযুক্ত। (অথর্ব্ব ৪।২১।৩)

বিশ্বগোপ্তৃ (পুং) বিশ্বস্য গোপ্তা রক্ষয়িতা। ১ বিষ্ণু। ২ ইন্দ্র। (ত্রি) ৩ বিশ্বপালক, যিনি বিশ্বকে পালন করেন।

বিশ্বগ্রন্থি (স্ত্রী) হংসপাদীলতা। ২ রক্তলজ্জালুকা। (রাজনিং)

বিশ্বঘাত, বিশ্বঘায়ু (পুং) বিশ্বগতো বায়ুঃ। সর্ব্বতোগামী বায়ু, চলিত এলোমেলো বাতাস।

"বিশ্বঘায়ুরনায়ুষ্যঃ প্রাণিনাং নৈকদোষকৃৎ।
সর্ব্বর্ত্তু লিঙ্গকো হন্তা রুক্ষোৎপাতপুরঃসরঃ ॥" (রাজবল্লভ)

এই বায়ু অনায়ুষ্য, অর্থাৎ আয়ুষ্কর নহে এবং বহু দোষ-

বৰ্দ্ধক, সকল ঋতুতেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, এবং ইহা নানাপ্রকার উৎপাতজনক।

বিশ্বচ্ (ত্রি) বিশ্বমঞ্চতি অঞ্চ ক্বিপ্। সর্ব্বত্রগামী।

বিশ্বঙ্কর (পুং) বিশ্বং সর্ব্বং করোতি প্রকাশয়তীতি কৃ বাহুলকাৎ ট, দ্বিতীয়ায়া অলুক্। চক্ষু।

বিশ্বচক্র (ক্লী) বিশ্বতঃ সর্ব্বত্র চক্রং যস্য। মহাদানবিশেষ। মৎস্যপুরাণে এই বিশ্বচক্রদানের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দ্বাদশপ্রকার মহাদানের অন্তর্গত, এই দানের প্রক্রম যথা—প্রথমতঃ সহস্রপল (৮ তোলা = ১ পল, ৮ পল = ১ সের, ১০০০পল = (১০০০ ÷ ৮) ১২৫ সের) বা ৩/৫ সের অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা ষোড়শারক (১৬টী আরা বা পাখা বিশিষ্ট) একটী চক্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই চক্রের নাভিদেশ হইতে ঐককেন্দ্রিক বৃত্তসমূহের ন্যায় ক্রমশঃ ৮টী নেমি দ্বারা ঐ আরাগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ থাকিবে। সুবর্ণের পরিমাণ যাহা উক্ত হইল উহা শ্রেষ্ঠকল্প, উহার অৰ্দ্ধেক ৫০০ পল মধ্যম, তদৰ্দ্ধ ২৫০ পল কনিষ্ঠ এবং নিতান্ত অশক্তের পক্ষেও বিংশৎ পলের ঊর্দ্ধ্ব আনিতে হইবে।

ঋত্বিক্ বিশুদ্ধ (ময়াদি শিল্প) ভূমিতে প্রথমে কৃষ্ণতিল, অষ্টাদশ প্রকার শালিধান্য ও মধুরলবণাদি রসাত্মক (লবণ চিনি প্রভৃতি) দ্রব্যবিন্যাস করিয়া তদুপরি কৃষ্ণাজিন পাতিত করিবেন, তৎপরে উহার (ঐ মৃগচর্ম্মের) উপর উক্ত সুবর্ণচক্র স্থাপিত করিয়া তাহার নাভিদেশে যোগারূঢ় চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং তদীয় শঙ্খ ও চক্রের পার্শ্বে আটটী দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয় আবরণে অর্থাৎ উপরে যে ৮টী নেমির কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় নেমির মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উভয় পার্শ্বে ক্রমে অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা, কাশ্যপ, এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, শ্রীরাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী এই দশাবতারমূর্ত্তি বিন্যস্ত করিতে হইবে। এইরূপ তৃতীয় আবরণে (২য় ও ৩য় নেমির মধ্যস্থলে) গৌর্য্যাদিমাতৃকাসমন্বিতা দেবীমূর্ত্তি, চতুর্থ আবরণে বসুগণ ও দ্বাদশাদিত্য ও রুদ্রগণ, পঞ্চমে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত এবং একাদশ রুদ্রমূর্ত্তি, ষষ্ঠ আবরণে লোকপাল ও অষ্টনাগ, সপ্তমে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও মাঙ্গল্যদ্রব্য এবং অষ্টমে ... অমুর ... দেবগণের মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া ... পরে অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার তুলাপুরুষদানের নিয়মানুসারে চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত করিয়া ভূষণাচ্ছাদনাদির দ্বারা মণ্ডপ সুসজ্জিত করিতে হইবে। মণ্ডপের দ্বারে পবিত্রভাবে মালা, বিবিধ বস্ত্র, ইক্ষু ও ফলমূলাদি এবং বহুবিধ রত্ন সংরক্ষিত, এমন আটটী পূর্ণকুম্ভের বিতান করিয়া, ঋত্বিক্ অধিবাস, পূজা ও হোমাদি সমাপন করিবেন। পরে গৃহী মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্নানানন্তর শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার করিয়া চক্র প্রদক্ষিণ করিবেন। মন্ত্র এই—

"নমো বিশ্বময়ায়েতি বিশ্বচক্রাত্মনে নমঃ।
পরমানন্দরূপী ত্বং পাহি নঃ পাপকর্দ্দমাৎ॥
তেজোময়মিদং যস্মাৎ সদা পশ্যন্তি যোগিনঃ।
হৃদি তত্ত্বং ত্রিগুণাতীতং বিশ্বচক্রং নমাম্যহং॥
বাসুদেবে স্থিতং চক্রং চক্রমধ্যে চ মাধবং।
অন্যোন্যাধাররূপেণ প্রণমামি স্থিতাবিহ॥
বিশ্বচক্রমিদং যস্মাৎ সর্ব্বপাপহরং পরং।
আয়ুধঞ্চাধিবাসঞ্চ ভবাত্তস্মাৎ মামিতঃ॥"

উক্ত প্রকারে আমন্ত্রণাদি করিয়া নির্ম্মৎসর ভাবে যিনি বিশ্বচক্রদান সম্পন্ন করিতে পারেন তিনি সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজ্য হন এবং তথায় কল্পশতত্রয় কাল অপ্সরোগণের সহিত বাস করেন। (মৎস্যপু° ২৮৯)

বিশ্বচক্রাত্মন্ (পুং) বিশ্বচক্রং ব্রহ্মাণ্ডমেব আত্মা স্বরূপং যস্য। বিষ্ণু, নারায়ণ।

"নমো বিশ্বময়ায়েতি বিশ্বচক্রাত্মনে নমঃ।
পরমানন্দরূপী ত্বং পাহি নঃ পাপকর্দ্দমাৎ॥"

(মৎস্যপু° ২৮৯ অ°)

বিশ্বচক্ষণ (ত্রি) [বিশ্বচক্ষস দেখ।]

বিশ্বচক্ষস্ (ত্রি) সর্ব্ববিশ্বের প্রকাশক যিনি সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন।

"সূরায় বিশ্বচক্ষসে" (ঋক্ ১।৫০।২)

"বিশ্বচক্ষসে সর্ব্বস্য বিশ্বস্য প্রকাশকায়, বিশ্বং চষ্টে প্রকাশয়তীতি বিশ্বচক্ষাঃ, 'চক্ষের্বহুলং শিচ্চ' উণ্ ৪।২৩১) ইত্যসুন' (সায়ণ) ইহা সূর্য্যের বিশেষণ। বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্য। ২ সর্ব্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা।

"যাতনা বিশ্বচক্ষাঃ" (ঋক্ ১০।৮১।২)

'বিশ্বচক্ষাঃ সর্ব্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরঃ' (সায়ণ)

বিশ্বচক্ষুস্ (ত্রি) সর্ব্বদর্শ, ঈশ্বর।

বিশ্বচর্ষণি (ত্রি) সর্ব্বমনুষ্যাত্মক, সকল যজমানকর্ত্তৃক পূজ্য।

"মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে" (ঋক্ ১।৯।১)

'হে বিশ্বচর্ষণে সর্ব্বমনুষ্যযুক্ত। সর্বৈর্যজমানৈঃ পূজ্যেত্যর্থঃ।

বিশ্বজন (পুং) সর্ব্বজন, সকল মনুষ্য।

"বিশ্বজনস্য ছায়া ভবেত শেবঃ। সর্ব্বদোষবর্জ্জিতঃ সর্ব্বজনস্য যজমানর্দ্বিগ্ প্রভৃতি প্রাণিনঃ প্রাবরণায় ছায়া ভবেত্যর্থঃ।"

(শুক্লযজুঃ ৫।২৮ মহীধর)

বিশ্বজনীন (ত্রি) বিশ্বজনায় হিতং। আত্মন্ বিশ্বজনভোগোত্তর

পদাৎ খঃ। পা ৫।১।৯) ইতি খ। বিশ্বজনের হিতকর, সকল লোকের হিতজনক।

"লব্ধাং ত্বত্তো বিশ্বজনীনবৃত্তিস্তামায়ুনীনামুদবোঢ়রামঃ।"
(ভট্টি ২।৫৮)

বিশ্বজনীয (ত্রি) বিশ্বজনের হিতকর, সকল লোকের হিতজনক।

বিশ্বজন্মন্ (ত্রি) বিশ্বস্মিন্ জন্ম যস্য। ১ বিশ্বজাত। ২ বিভিন্ন প্রকার।

বিশ্বজন্য (ত্রি) বিশ্বজনায় হিতং হিতার্থে যৎ। বিশ্বজনের হিতজনক, সকলের হিতকারক।

"চিত্রামাণং ব্রণ সুমতিং বিশ্বজন্যাং" (শুক্লযজু° ১৭।৭২)

"বিশ্বজন্যাং বিশ্বজনেভ্যো হিতাং" (বেদদীপ°)

বিশ্বজযিন্ (ত্রি) বিশ্বং জয়তি জি-ণিনি। বিশ্বজেতা, বিশ্বজয়কারী।

বিশ্বজিচ্ছিল্প (পুং) একাহভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।৫।১)

বিশ্বজিৎ (পুং) বিশ্বং জয়তি জি-ক্বিপ, তুক্চ। ১ যজ্ঞভেদ। সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ, এই যজ্ঞে সকল ধন দক্ষিণা দিতে হয়।

"তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষবিশ্রাণিতকোষজাতং।
উপাত্তবিদ্যো গুরুদক্ষিণার্থী কৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তুশিষ্যঃ॥"
(রঘু ৫।১)

২ ন্যায়বিশেষ। এই ন্যায় যথা—বিশ্বজিতের দ্বারা যজ্ঞ করিবে, অর্থাৎ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে, যে স্থলে ফলের কোনরূপ শ্রুতি অভিহিত না হওয়ায় নিত্যত্ব কল্পিত হইয়াছে এবং সম্ভাবনা না থাকায়ও পরে যজ্ঞফল স্বর্গাদি কল্পিত হয়, তথায় এই ন্যায় হয়। 'বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে', মাত্র এই উক্তিতে স্বর্গাদি সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যজ্ঞফল স্বর্গ আপনা হইতেই হয় বলিয়া এই ন্যায় হইল।

"যত্র ফলশ্রুতেরনিত্যত্বমভিহিতং তৎফলশ্রুতৌ
বিশ্বজিতায়াং স্বর্গঃ কল্প্যতে, ইত্যনেন বিরুদ্ধমিতি।
স চ ন্যায়ো যথা—বিশ্বজিতা যজেত ইত্যাদি শ্রূয়তে।"

৩ বরুণপাশ। ৪ অগ্নিবিশেষ।

"যস্তু বিশ্বস্য জগতো বুদ্ধিমাক্রম্য তিষ্ঠতি।
তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদো বিশ্বজিন্নাম পাবকম্॥"
(ভারত ৩।২১৮।১৬)

৫ দানববিশেষ। (ভারত ১২।২২৭।৫১)

৬ সত্যজিত্তনয়। (ভাগবত ৩।২০।১৯)

৭ বিশ্বজয়ী, বিশ্বজেতা।

৮ সত্যাদিবর্ণিত বাক্যভেদ। (সত্যা° ৩৩।১৪৯)

বিশ্বজিন্ব (ত্রি) ১ সর্বগামী, সর্বজেতা।

"যৎ পন্থা বিশ্বজিন্বা ভবন্তু" (ঋক্ ৭।৬৭।৭)

'বিশ্বজিন্বা হে বিশ্বজিন্বানৌ দেবৌ পন্থাঃ অস্মৎ ভবতু। প্রহিতং তব যুবয়োঃ নঃ দিশো ন মৃত্যুর্মে রক্ষস্য মা ভূয়াস্তু' (সায়ণ)

বিশ্বজীব (ত্রি) সর্বান্তর্যামী।

"শ্রীপ্রতং সত্তঃ সর্ববিশ্বজীবঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতমনা যস্তু
(ভাগবত ৫।২।১৩)

'বিশ্বজীবঃ সর্বান্তর্যামী' (স্বামী)

২ বিশ্বস্থিত জীবমাত্র।

বিশ্বজু (ত্রি) বিশ্বের প্রেরয়িতা।

"যে দেবু বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাঃ" (ঋক্ ৪।৩৩।৮)

'বিশ্বজুবং বিশ্বস্য প্রেরয়িত্রীং' (সায়ণ)

বিশ্বজ্যোতিষ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ।

বিশ্বজ্যোতিস্ (ত্রি) ১ জগজ্জ্যোতিঃ। ২ একাহভেদ।
(কাত্যায়নশ্রৌ° ২২।২।৮)

৩ ঋষিভেদ। ৪ ইষ্টকাভেদ। (শতপথব্রা° ৮।৩।৩।১৬)

৫ সামভেদ।

বিশ্বতনু (ত্রি) বিশ্বং তনুর্যস্য। ভগবান বিষ্ণু, এই বিশ্ব যাঁহার শরীর।

"নান্তোহস্ত নাভ্যোপ্যস্য তনুরূপাণি মহীকহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্যাঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা গতিস্বয়ঃ কর্ম গুণপ্রবাহঃ॥"
(ভাগবত ২।১।৩৩)

বিশ্বতশ্চক্ষুস্ (ত্রি) সর্বতোব্যাপ্তচক্ষুঃ যাঁহার চক্ষু চারিদিকে পরিব্যাপ্ত আছে, অর্থাৎ যিনি সর্বদ্রষ্টা।

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ
(ঋক্ ১০।৮১।৩)

'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ সর্বতোব্যাপ্তচক্ষুঃ' (সায়ণ)

বিশ্বতস্ (অব্য) বিশ্ব সপ্তম্যর্থে তসিল। ১ সর্বতঃ, চারিদিকে। ২ সকল রকম।

"বৃষময়াত্মচর্ষণাত্মা ভয়াৎ অবত। তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥
(ভাগবত ১০।৩১।৩)

'বৃষোহবিহিতস্মাৎ মরাত্মকাব্যোমাৎ বিশ্বতোহস্মাদপি সর্বতো, ভয়াচ্চ কালীয়দমনাদিনা রক্ষিতাঃ।' (স্বামী)

বিশ্বতস্পাণি (ত্রি) পরমেশ্বর সর্বত্র পাণিযুক্ত, চারিদিকেই যাঁহার হস্ত।

বিশ্বতস্পাদ্ (ত্রি) পরমেশ্বর, চারিদিকে পাদযুক্ত।

বিশ্বতস্পৃথ (ত্রি) বিশ্বতস্পাদ, পরমেশ্বর। (অথর্ব ১৩।৩।২।২)

বিশ্বতুব (ত্রি) সর্বশক্তিসাকারী।

"সংহ্বানেন বিশ্বতুরাধা মহি" (ঋক্ ১।৪৮।১৬)

'বিশ্বতূর্ণ সর্ব্বেষাং শত্রূণাং হিংসকেন, তূর্ব্বতীতি তুঃ তুর্ব্বী হিংসার্থঃ কিপ্, বিশ্বেষাং তুরঃ' (সায়ণ)

বিশ্বতুরাষহ্ (ত্রি) বিশ্বতুর শব্দার্থ। (হরিবংশ)
[বিশ্বতুর দেখ।]

বিশ্বতুলসী (স্ত্রী) তুলসীবৃক্ষভেদ, মধুর তুলসী, বাবুই তুলসী। হিন্দী-সব্জা। তে°—রুদ্রজেড়। তা°—তিরুনিত্রূ। পঞ্জা°—বরুরি। বম্°—বাবাই তুলসী। গুণ,—বীজ শীতল; কাথ মেহ, রক্তাতিসার ও উদরাময়নাশক; পাতার রস কৃমির ও সর্প-দংশে হিতকর। (Ocimum sanctum)।

বিশ্বতৃপ্ত (ত্রি) বিশ্বেন তৃপ্তঃ। বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

বিশ্বতূর্ত্তি (ত্রি) সকল বিষয়গত বাক্য।
"দেবী ভারতী বিশ্বতূর্ত্তিঃ" (ঋক্ ২।৩।৮)
'বিশ্বানি তূর্ণানি যস্যাঃ সা তাদৃশী সর্ব্ববিষয়গতা বাক্' (সায়ণ)

বিশ্বতোধার (ত্রি) বিশ্বতশ্চতুর্দ্দিক্ষু ধারা যস্য। চারিদিকে ধারাযুক্ত, বা জগতের ধারয়িতা।
"যজ্ঞং তে বিশ্বতোধার সুবিদ্বাংসো বিতেনিরে" (শুক্লযজু° ১৭।৭৮)
'বিশ্বতো ধারা বিশ্বতো ধারা যস্য তং আহুতিদক্ষিণায়ানি যজ্ঞস্য ধারাঃ বৈশ্বানরমারুতপূর্ণাহুতিবসোর্দ্ধারাবাজপ্রসবনীয়ানি বা যজ্ঞস্য ধারাঃ যদ্বা বিশ্বস্য জগতো ধারয়িতারম্' (মহীধর)

বিশ্বতোধী (ত্রি) সকল জগতের ধারক।
"আগহি বিশ্বতোধীন উতয়ে" (ঋক্ ৮।৩৪।৩)
'বিশ্বতোধীঃ সর্ব্বজগতো ধারকঃ' (সায়ণ)

বিশ্বতোবাহু (ত্রি) বিশ্বতো বাহুর্যস্য। পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

বিশ্বতোমুখ (ত্রি) বিশ্বতো মুখং যস্য। পরমেশ্বর।

বিশ্বতোয় (ত্রি) বিশ্বব্যাপ্ত জলরাশি।

বিশ্বতোয়া (স্ত্রী) বিশ্বপ্রিয়ং তোয়ো জলং যস্যাঃ। গঙ্গা, বিশ্বপ্রিয়তোয়া, ইহার জল বিশ্বের সকল লোকেরই প্রিয়, তাই ইহার নাম বিশ্বতোয়া।

বিশ্বতোবীর্য্য (ত্রি) ১ সর্ব্বকর্ম্মক্ষম, সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী। ২ সর্ব্বকার্য্যে শক্তিসম্পন্ন।
"বিশ্বতঃ সর্ব্বতো বীর্য্যং বীর্য্যভূতং সূর্য্যং সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রেরকং আদিত্যং" (অথর্ব্ব ৩।৩।৭ ভাষ্য)

বিশ্বত্র (ত্রি) বিশ্ব সপ্তম্যর্থে ত্র। সর্ব্বত্র, সমস্ত বিশ্বে।
"বিশ্বত্র বন্দিষ্যা গিরঃ সমীচীঃ" (ঋক্ ১০।৬১।২৫)
'বিশ্বত্র বিশ্বস্মিন্ জনপদে' (সায়ণ)

বিশ্বত্র্যর্চ্চস্ (পুং) সূর্য্যের সপ্তরশ্মিভেদ।

বিশ্বথা (অব্য°) বিশ্ব প্রকারার্থে থাল্ (প্রকারবচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩) সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারে, সকল রকমে।

বিশ্বদংষ্ট্র (পুং) অসুরভেদ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বিশ্বদত্ত (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০।১২৮)

বিশ্বদর্শত (ত্রি) সকলের দর্শনীয়।
"দর্শন্নু বিশ্বদর্শতং দর্শং" (ঋক্ ১।২৫।১৮)
'বিশ্বদর্শতং সর্ব্বৈ দর্শনীয়ং' (সায়ণ)

বিশ্বদানি (ত্রি) ১ সাধারণের ব্যবহারোপযোগী গৃহ বা স্থান।
"ততো যজ্ঞো জায়তে বিশ্বদানিঃ" (তৈত্তি°ব্রা° ৩।৩।৯।১০)

বিশ্বদানীম্ (অব্য°) বিশ্বকাল, সর্ব্বদা, সকলসময়, সর্ব্বকাল।
"বিশ্বদানীম্ পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী" (ঋক্ ১।২২।১৬৪)
'বিশ্বদানীং বিশ্বকালং সর্ব্বদা' (সায়ণ)

বিশ্বদাব (ত্রি) সর্ব্বদহনকারী, বিশ্বাগ্নি। (তৈত্তি°স° ৩।৩।৮।২)

বিশ্বদাবন্ (ত্রি) সর্ব্বফলদাতা। 'হে বিশ্বদাবন্ বিশ্বস্য সর্ব্বস্য ফলস্য দাতঃ'। (অথর্ব্ব ৪।৩২।৩ ভাষ্য)

বিশ্বদাব্য (ত্রি) বিশ্বদাবসম্বন্ধী, দাবাগ্নি।
"বিশ্বদাব্যঃ বিশ্বদাবসম্বন্ধী বিশ্বস্য দাহকো দাবাগ্নিঃ"
(অথর্ব্ব ৩।২১।৩ ভাষ্য)

বিশ্বদাসা (স্ত্রী) অগ্নির সপ্তজিহ্বার নামান্তর।

বিশ্বদৃশ্ (ত্রি) বিশ্ব ইব দৃশ্যতেঽসৌ। বিশ্বদ্রষ্টা, যিনি সমস্ত বিশ্ব দেখেন।
"ইত্যাদিরাজেন স্তুতঃ স বিশ্বদৃক্-
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।"(ভাগবত ৪।২০।৩২)

বিশ্বদৃষ্ট (ত্রি) যিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করিয়াছেন।
"অদৃষ্টা বিশ্বদৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধা অভুতন্" (ঋক্ ১।১৯১।৫)
'বিশ্বদৃষ্টাঃ বিশ্ব দৃষ্টং যে তে তাদৃশাঃ' (সায়ণ)

বিশ্বদেব, ১ মধুসূদন সরস্বতীর পরমগুরু। ইহার রচিত বিশ্ব-দেবদীক্ষিতীয় নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ২ বিজয়নগরের একজন রাজা। [বিজয়নগর দেখ।]

বিশ্বদেব (পুং) বিশ্বে দীব্যন্তীতি দিব অচ্। গণদেবতাবিশেষ নান্দীমুখশ্রাদ্ধে ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধে ইহাদের পূজা করিতে হয়।
"বিশ্বদেবৌ ক্রতুদক্ষৌ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু বিশ্রুতৌ।
নিত্যং নান্দীমুখশ্রাদ্ধে বসুসত্যৌ চ পৈতৃকে॥
নবান্নালম্ভনে দেবৌ কামপালৌ সদৈব হি।
অপি কন্যাগতে সূর্য্যে শ্রাদ্ধে চ ধ্বনিরোচকৌ।
পুরূরবাশ্চার্দ্রবাশ্চ বিশ্বদেবৌ চ পার্ব্বণি॥"
(অগ্নিপু° ,গণভেদনামাধ্যায়)
(ত্রি) ২ বিশ্বের দেবতাস্বরূপ মহাপুরুষ।

বিশ্বদেবা (স্ত্রী) ১ দুগ্ধগবেধুকা, চলিত গোরক্ষচাকুলিয়া। (জটাধর) ২ নাগবলা। ৩ অরুণপুষ্পদণ্ডোৎপল। (রত্নমালা)

বিশ্বদেবতা (স্ত্রী) বিশ্বদেবা। [বিশ্বদেবা দেখ।]

বিশ্বদেবনেত্র (ত্রি) বিশ্বদেবা যাহাদিগের নেতা।

"বিশ্বদেবনেত্রেভ্যঃ বিশ্বে দেবা নেতারো যেষাং তেভ্যঃ।'
(শুক্লযজুঃ ৯।৩৫ বেদদীপ)

বিশ্বদেববৎ (ত্রি) বিশ্বদেব যজ্ঞ। (অথর্ব্ব ১১।১৮।২০)

বিশ্বদেবস্তুৎ (পুং) একাহভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৮।৭)

বিশ্বদেব্য (ত্রি) সকল দেবতার উপযুক্ত ক্রিয়ায় সাধু।

"হোতারং বিশ্বাপ্সুং বিশ্বদেব্যং" (ঋক্ ১।১৪৮।১)

'বিশ্বদেব্যং সর্ব্বদেবযোগ্য ক্রিয়াসাধুং' (সায়ণ)

ইহা অগ্নির বিশেষণ। ২ সকল দেবতাসমূহ। (শুক্লযজুঃ ১১।১৬)

বিশ্বদেব্যাবৎ (ত্রি) সকলদেবতাযুক্ত, সকল দেববিশিষ্ট, সকল দেবতার সহিত।

"অদিতিষ্ট্বাদেবী বিশ্বদেব্যাবতী পৃথিব্যাঃ" (শুক্লযজুঃ ১১।৬১)

'বিশ্বদেব্যাবতী বিশ্বেষাং দেবানাং সমূহো বিশ্বদেব্যং তদ্বিদ্যতে যস্যাঃ সা সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সংহিতা' (মহীধর)

বিশ্বদৈব (অব্য°) বিশ্বদেবা সদৃশ।

বিশ্বদৈব (স্ত্রী) নক্ষত্রভেদ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, বিশ্বদেব ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইজন্য এই নক্ষত্রের নাম বিশ্বদেব।

"বিচরন্ শ্রবণধনিষ্ঠাপ্রজাপত্যেন্দুবিশ্বদৈবানি।" (বৃহৎস° ৭।২)

বিশ্বদৈবত (স্ত্রী) বিশ্বদেবতা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঽস্য। উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্র।

"পিত্র্যধনে, বিশ্বদৈবতে বৈষ্ণবে ভবতি নেত্ররোগতা॥"
(বৃহৎসংহিতা ৭১।১১)

বিশ্বদোহস্ (ত্রি) ব্যাপ্ত সকল বিশ্বের দোহনকারী।

"বিশ্বদোহসমিষন্ত বিশ্বভোজসং"। (ঋক্ ৬।৪৮।১৩)

'বিশ্বদোহসং বিশ্বস্য ব্যাপ্তস্য বহুলস্য দোগ্ধ্রীং' (সায়ণ)

বিশ্বদ্রচ্ (ত্রি) বিশ্বক্ সমস্তাৎ অঞ্চতি গচ্ছতি ইতি ক্বিপ্। সর্ব্বত্র গমনকর্ত্তা, যিনি সর্ব্বস্থানে গমন করিতে সমর্থ।

বিশ্বধ (অব্য°) সর্ব্বতঃ, সর্ব্বত্র, চারিদিকে।

"মূর্দ্ধং ন বিশ্বধ করধ্যৈ" (ঋক্ ১।৬৩।৮)

'বিশ্বতঃ, সর্ব্বতঃ, বিশ্বশব্দাৎ তসিলঃ সকারলোপো ধত্বঞ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ' (সায়ণ)

বিশ্বধর (পুং) বিশ্বধারণকারী।

বিশ্বধরণ (স্ত্রী) সমস্ত জগৎকে ধারণ। (রাজতর° ১।১৩৯)

বিশ্বধা (ত্রি) বিশ্বধারণকারী।

"মাতরিশ্বনো ধর্ম্মোঽসি বিশ্বধাঽসি"" (শুক্লযজুঃ ১।২)

'ত্রয়াণাং লোকানাং ধারণাৎ ত্বং বিশ্বধাঽসি বিশ্বং দধাতি বিশ্বধাঃ বিশ্বধারণসমর্থাসি' (মহীধর)

বিশ্বধাতৃ (ত্রি) বিশ্বস্য ধাতা। বিশ্বধারণকারী, বিশ্বের ধাতা।

বিশ্বধামন্ (স্ত্রী) ১ বিশ্বের আশ্রয়স্থান, ঈশ্বর। ২ সকল লোকের থাকিবার স্থান। ৩ স্বদেশ। (শ্বেতাশ্বতর উপ° ৬।৬)

বিশ্বধায়স্ (ত্রি) সকল জগতের ধারণকর্ত্তা, সমস্ত বিশ্ব যিনি ধারণ করেন।

"দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়াঃ উপক্ষেতি" (ঋক্ ১।৭৩।৩।)

'বিশ্বধায়াঃ সর্ব্বস্য জগতো ধর্ত্তা, যজ্ঞাদিসাধনেন কৃৎস্নস্য জগতো ধারয়িতা' (সায়ণ)

বিশ্বধার (পুং) প্রৈয়ব্রত মেধাতিথির পুত্রভেদ। শাকদ্বীপের রাজা মেধাতিথির পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২৫)

বিশ্বধারা, হিমবৎপার্শ্বনিঃসৃত নদীভেদ। (হিম° খ° ৪৬।৭৬)

বিশ্বধারিণী (স্ত্রী) বিশ্বং সর্ব্বং ধরতীতি ধৃ-ণিনি-ঙীপ্। পৃথিবী।

বিশ্বধাবীর্য্য (ত্রি) ১ সর্ব্বশক্তিশালী। ২ জগদ্ধারণোপযোগী বীর্য্যশালী। (অথর্ব্ব° ৫।২২।৩)

বিশ্বধৃক্ (ত্রি) জগদ্ধারণকারী।

বিশ্বধৃৎ (ত্রি) বিশ্বং ধরতি ধৃ-ক্বিপ্ তুকচ। বিশ্বধর্ত্তা, বিশ্ব-ধারণকারী।

বিশ্বধেন (ত্রি) বিশ্বপ্রীণনকারী, বিশ্বের সন্তোষ উৎপাদক।

"প্র বর্ত্তনীররদো বিশ্বধেনাঃ" (ঋক্ ৪।১৯।২)

'বিশ্বধেনা বিশ্বস্য প্রীণয়িত্রীঃ' (সায়ণ)

বিশ্বধেনু (পুং) ঋষিভেদ।

বিশ্বনন্দতৈল, তৈলৌষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার)

বিশ্বনর (ত্রি) বিশ্বে সর্ব্বে নরা যস্য। সমস্ত মনুষ্যই যাহার। সংজ্ঞা বুঝাইলে 'বিশ্বানর' এইরূপ পদ হয়। 'নরে সংজ্ঞায়াং' (পা ৬।৩।১২৯) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ (পুং) বিশ্বস্য নাথঃ। শিব, মহাদেব। "ন গৃহীতং প্রতিগ্রহং ন চ ন গৃহীতং পরিগ্রহং জনয়ম্। ইচ্ছামি চ ধাম পরং গচ্ছামি তু বিশ্বনাথপুরীম্॥" (বৈরাগ্যশতক ১০১)

২ কাশীস্থিত শিবলিঙ্গ। ৩ সাহিত্যদর্পণপ্রণেতা জনৈক পণ্ডিত। ইঁহার পিতার নাম শ্রীচন্দ্রশেখর মহাকবিচন্দ্র।

"শ্রীচন্দ্রশেখরমহাকবিচন্দ্রসূনু-
শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজকৃতং প্রবন্ধম্।
সাহিত্যদর্পণমমুং সুধিয়ো বিলোক্য
সাহিত্যতত্ত্বমখিলং সুখমেব বিত্ত॥" (সাহিত্যদর্পণ)

২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও তাহার টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রণেতা জনৈক পণ্ডিত। ইনি বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র, ইঁহার উপাধি পঞ্চানন। [বিশ্বনাথ কবিরাজ ও বিশ্বনাথ পঞ্চানন দেখ।]

বিশ্বনাথ, ১ শাস্ত্রদীপিকাপ্রণেতা প্রভাকরের গুরু। ২ উপদেশ-সাররচয়িতা। ৩ কোমলটীকা প্রণেতা। ৪ জাতিবিবেক-প্রণেতা। ৫ ঢুণ্ঢিপ্রতাপ-রচয়িতা, ইনি স্বীয় প্রতিপালক ঢুণ্ঢিমহারাজের আদেশে উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। ৬ তত্ত্বচিন্তামণি-শব্দখণ্ডটীকা-রচয়িতা। ৭ তর্কসংগ্রহটীকা-

প্রণেতা। ৮ দুর্বোধভঞ্জিকানাম্নী মেঘদূতটীকা ও রাঘবপাণ্ডবীয়-টীকাকর্ত্তা। ৯ প্রেমরসায়ন-প্রণেতা। ১০ মুক্তিবাদটীকা ও ব্যুৎপত্তিবাদটীকা-রচয়িতা। ১১ কাব্যাদর্শের রসিকরঞ্জিনীনাম্নী টীকা প্রণয়নকর্ত্তা। ১২ রুদ্রপদ্ধতি-রচয়িতা। ১৩ বাল্মীকি-তাৎপর্য্যতরণিনাম্নী রামায়ণ-টীকাকার। ১৪ বিদীপদনির্ণয়-প্রণেতা (?) ১৫ শ্রৌতপ্রয়োগ-প্রণেতা। ১৬ সঙ্গীত রঘুনন্দন-রচয়িতা। ১৭ সারসংগ্রহ নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা। ১৮ ব্রত-প্রকাশ বা ব্রতরাজ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৭০৬ খৃঃ কাশীধামে বসিয়া উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। ইঁহার পিতার নাম গোপাল। সঙ্গমেশ্বর ভট্ট নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন। ১৯ অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি, অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগ, অশৌচত্রিংশচ্ছ্লোকীটীকা, ঔর্দ্ধ-দেহিক কল্পবল্লী, ঔর্দ্ধদেহিকপদ্ধতি ও ক্রিয়াপদ্ধতিগ্রন্থরচয়িতা। ২০ বৃত্তকৌতুকপ্রণেতা, চতুর্ভুজের পুত্র। ২১ কোষকল্পতরু নামক অভিধান এবং জগৎ প্রকাশকাব্য ও শত্রুশল্যচরিতকাব্য-প্রণেতা। শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শত্রুশল্যের জীবনী অবলম্বনে ২২ সর্গে শেষোক্ত গ্রন্থখানি এবং মেদিনীকোষ অবলম্বনে ইনি কোষকল্পতরু রচনা করেন। ইনি নারায়ণের পুত্র। ২২ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পুরুষোত্তমের পুত্র। ইনি ১৫৪৪ খৃঃ বিশ্ব-প্রকাশপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ২৩ ষট্‌চক্রবিবৃতিটীকা নামক একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থপ্রণেতা। ২৪ অমৃতলহরীকাব্য-রচয়িতা। কৃত্যরত্নাকর ও তাহার টীকাপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ আচার্য্য, কাশীমোক্ষনির্ণয়প্রণেতা।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, দত্তকনির্ণয়রচয়িতা।

বিশ্বনাথ কবি, প্রভানাম্নী বৃত্তরত্নাকরটীকাকর্ত্তা।

বিশ্বনাথ কবিরাজ, একজন অদ্বিতীয় আলঙ্কারিক। এদেশীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে বিশ্বনাথ বাঙ্গালী ও বৈদ্য-বংশোদ্ভব ছিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এদেশবাসী নহেন। তিনি উৎকলবাসী ও উৎকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে উৎ-কলের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গবংশীয় নৃপতি ভানুদেবের সভায় তিনি ও তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর বিদ্যমান ছিলেন। উৎকল-রাজসভায় অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রভাবে তিনি 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন। তিনি কুবলয়াশ্বচরিত, চন্দ্রকলা, প্রভাবতী-পরিণয়, প্রশস্তিরত্নাবলী, রাঘববিলাস ও সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পদ্যাবলীতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিন্, উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, গৌরাঙ্গস্মরণৈকা-দশক, ভক্তিরসামৃতবিন্দু, ভাগবতপুরাণটীকা, রাধামাধবরূপ-চিন্তামণি, সাধ্যসাধনকৌমুদী, স্মরণক্রমমালা, হংসদূতটীকা প্রভৃতি রচয়িতা। কোঙ্কণের শ্রীবর্দ্ধননামক স্থানে ইঁহার একটী মঠ বিদ্যমান আছে।

বিশ্বনাথ চিত্তপাবন, ব্রতরাজনামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। গোপালের পুত্র।

বিশ্বনাথ চৌবে, ভাগবতপুরাণসারার্থদর্শিনী প্রণেতা।

বিশ্বনাথ তীর্থ, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহব্যাখ্যাকর্ত্তা।

বিশ্বনাথ দীক্ষিত জড়ে প্রতিষ্ঠাদর্শ নামক দিধীতি প্রণেতা।

বিশ্বনাথ দেব, ১ মৃগাঙ্কলেখনাটক-প্রণেতা। ২ কুণ্ডমণ্ডপ-কৌমুদী, কুণ্ডবিধান, গোত্রপ্রবরনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা।

বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। দিবাকর দৈবজ্ঞের পঞ্চম পুত্র। ইনি ১৬১২—১৬৩২ খৃঃ মধ্যে ইষ্টশোধন, কেশবজাতকপদ্ধত্যুদাহরণ, কেশবী-সদ্‌টীকা, গ্রহকৌতূহলোদা-হরণ, গ্রহলাঘববিবরণ, গ্রহলাঘবোদাহরণ, চন্দ্রমানতন্ত্র-টীকা, তাজিকপদ্ধতিটীকা, তিথিচিন্তামণ্যুদাহরণ, নীলকণ্ঠীটীকা, পাতসারণীটীকা, বৃহজ্জাতকটীকা, বৃহৎসংহিতাটীকা, ব্রহ্ম-তুল্যসিদ্ধান্তটীকা, ব্রহ্মতুল্যোদাহরণ, করণকুতূহল, মিতাক্ষ, মুহূর্ত্তমণি, রামবিনোদোদাহরণ, বর্ষতন্ত্রপ্রকাশিকা, বর্ষপদ্ধতি-টীকা, বসিষ্ঠসংহিতাটীকা, বিষ্ণুকরণোদাহরণ, শ্রীপত্যুদাহরণ, ষোড়শযোগাধ্যায়, সংজ্ঞাতন্ত্রপ্রকাশিকা, সিদ্ধান্তশিরোমণ্যুদাহরণ, গহনার্থপ্রকাশিকানাম্নী, সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকা, সূর্য্যসিদ্ধান্তোদাহরণ, সোমসিদ্ধান্তটীকা, হোরামকরন্দোদাহরণ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান।

বিশ্বনাথ-নগরী (স্ত্রী) বিশ্বনাথস্য নগরী। বিশ্বনাথের পুরী, কাশী। বিশ্বনাথ মহাদেব এই পুরী নির্ম্মাণ করেন, এই জন্য ইহার নাম বিশ্বনাথনগরী। [কাশী বা বারাণসী দেখ।]

বিশ্বনাথ নারায়ণ, শিবস্তুতি-টীকাকর্ত্তা।

বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার, ধাতুচিন্তামণি-প্রণেতা।

বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গলার একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ছন্দোসূত্রের পিঙ্গলপ্রকাশিকা নাম্নী টীকায়—

"বিদ্যানিবাসসূনোঃ কৃতিরেষা বিশ্বনাথস্য"

অর্থাৎ বিদ্যানিবাসের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ আথগুলবন্দ্যবংশে বিশ্বনাথের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম কাশীনাথ বিদ্যানিবাস এবং পিতামহের নাম রত্নাকর বিদ্যা বাচস্পতি। এই বিদ্যাবাচস্পতি সুবিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কনিষ্ঠ সহোদর। রুদ্রবাচস্পতি ও নারায়ণ নামে বিশ্বনাথের আরও দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম পাওয়া যায়। ভাষাপরিচ্ছেদ বা কারিকাবলী এবং ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীনামে তাঁহার টীকা, ন্যায়তত্ত্ববোধিনী বা ন্যায়বোধিনী, ন্যায়সূত্রবৃত্তি, পদার্থতত্ত্বাব-লোক, পিঙ্গলমতপ্রকাশ, সুবর্থতত্ত্বালোক, তর্কভাষা প্রভৃতি

গ্রন্থের রচয়িতা। [ভাষ্যশব্দে তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের পরিচয় দ্রষ্টব্য।]

বিশ্বনাথ পণ্ডিত, ১ বীরসিংহোদয়জাতক-রচয়িতা।

বিশ্বনাথ বাজপেয়িন্, তুরগসিদ্ধিপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ ভট্ট, ১ গণেশকৃত তত্ত্বপ্রবোধনীর ন্যায়বিলাসনামক টীকাকর্ত্তা। ২ শৃঙ্গারবাপিকা নাম্নী নাটিকারচয়িতা। ৩ ঔর্দ্ধ্বদেহিকক্রিয়া বা শ্রাদ্ধপদ্ধতিপ্রণেতা। ৪ শ্রৌতপ্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকা-রচয়িতা। ৫ তর্কতরঙ্গিণী নাম্নী তর্কামৃতটীকাপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ মিশ্র, মেঘদূতার্থমুক্তাবলীপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ রামানুজদাস, ৫০ক্রমবিধি-রচয়িতা।

বিশ্বনাথ সিংহদেব, রামগীতাটীকা, রামচন্দ্রাহ্নিক ও উহার টীকা, রামমন্ত্রার্থনির্ণয়, বেদান্তসূত্রভাষ্য, সর্ব্বসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি প্রিয়দাসের শিষ্য এবং রাজা শ্রীসীতারামচন্দ্র বাহাদুরের সচিব ছিলেন। কেহ কেহ গ্রন্থকারকে রাজকুমার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

বিশ্বনাথ সূরি, আর্য্যবিজ্ঞপ্তি বা রামার্য্যবিজ্ঞপ্তি কাব্যপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ সেন, পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি মহারাজ প্রতাপরুদ্র গজপতির রাজবৈদ্যরূপে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম নরসিংহ সেন ও পিতামহের নাম তপন।

বিশ্বনাথাশ্রম, তর্কদীপিকা-প্রণেতা। মহাদেবাশ্রমের শিষ্য।

বিশ্বনাথান্ (ত্রি) বিশ্বনাথসম্বন্ধীয়। বিশ্বনাথ প্রোক্ত বা তল্লিখিত।

বিশ্বনাভ (পুং) বিশ্বং নাভৌ যস্য। বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

বিশ্বনাভি (স্ত্রী) বিশ্বস্য নাভিঃ। বিশ্বের নাভিস্বরূপ, সূর্য্যাদির আশ্রয়ভূত। বিষ্ণুর চক্র, বিশ্বের নাভিস্বরূপ, এই চক্র আশ্রয় করিয়া সূর্য্যাদি গ্রহ অবস্থিত আছে—

"তদ্ বিশ্বনাভিস্ত্বতিবর্ত্তা বিষ্ণো-
রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।" (ভাগবত ২।২।২৫)

"তৎ বিষ্ণোশ্চক্রং বিশ্বস্য নাভিং সূর্য্যাদ্যাশ্রয়ভূতম্' (স্বামী)

বিশ্বনামন্ (ত্রি) ১ ঈশ্বর। ২ জগৎ।

বিশ্বম্ভর (পুং) ১ বৃক্ষ। ২ সৌষদ্মনের অপত্য রাজপুত্রভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৭)

বিশ্বপক্ষ (পুং) তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। (শক্তিরত্নাকর)

বিশ্বপতি (পুং) বিশ্বস্য পতিঃ। বিশ্বের পতি, বিশ্বপালক, মহাপুরুষ, কৃষ্ণ।

বিশ্বপতি, ১ বেদান্ততীর্থকৃত মাধববিজয়টীকার পদার্থদীপিকা নাম্নী টীকাকার। ২ প্রয়োগশিখামণিপ্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম কেশব।

বিশ্বপদ[পাদ] (ত্রি) বিশ্বপাতা, জগদীশ্বর। (হরিবংশ ২৫৩অ°)

বিশ্বপর্ণী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। (রাজনি°)

বিশ্বপা (পুং) বিশ্বং পাতীতি পা-বিচ্। বিশ্বপালক, বিশ্বপালনকারী। পরমেশ্বর।

বিশ্বপাচক (পুং) বিশ্বং পাচয়তি পচ-ণিচ্ ণ্বুল্। ভগবান্ বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

"পাবকায় নমস্তেঽস্তু নমস্তে হব্যবাহন।
ত্বমেব ভুক্তপীতানাং পাচনাদ্বিশ্বপাচকঃ॥" (মার্ক পু° ৯৯।৬৬)

বিশ্বপাণি (পুং) ধ্যানিবোধিসত্ত্বভেদ।

বিশ্বপাতৃ (ত্রি) বিশ্বস্য পাতা। বিশ্বের পালনকর্ত্তা, পরমেশ্বর। (পুং) ২ পিতৃগণভেদ। বর, বরেণ্য, বরদ, পুষ্টিদ, তুষ্টিদ বিশ্বপাতা ও ধাতা পিতৃপুরুষের এই ৭টী গণ।

বরো বরেণ্যো বরদঃ পুষ্টিদস্তুষ্টিদস্তথা।
বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈবৈতে তথা গণাঃ॥" (মার্ক পু ৯৬ ৪৪

বিশ্বপাদশিরোগ্রীব (ত্রি) বিশ্বমেব পাদশিরোগ্রীবা যস্য। ভগবান বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

"দৃষ্ট্বা চ পরমাত্মানং প্রত্যক্ষং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্॥" (মার্ক পু ৫০ ১ ।

বিশ্বপাল (পুং) বিশ্বং পালয়তি বিশ্ব-প ণিচ্-অচ্। বিশ্বপালক বিশ্বপালনকারী।

বিশ্বপালক, সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্য° ৩৩।৯)

বিশ্বপাবন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা ৩৪।১৫)

বিশ্বপাবন (ত্রি) বিশ্বং পাবয়তীতি বিশ্ব-পূ-ণিচ্-ল্যু। বিশ্বের পবিত্রতাসম্পাদক। (ভাগবত ৮।২০।১৮) ২ তুলসী।

বিশ্বপিশ্ (ত্রি) ব্যাপ্তদীপ্তি, ব্যাপ্তভাবে প্রকাশমান, যাহার দীপ্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

"আ রোদসী বিশ্বপিশঃ পিশানাঃ" (ঋক্ ৭।৫৭।৩)

'বিশ্বপিশঃ ব্যাপ্তদীপ্তয়ঃ' (সায়ণ)

বিশ্বপুষ্ (ত্রি) বিশ্বং পুষ্ণাতীতি বিশ্ব-পুষ-ক্বিপ্। বিশ্বপালক। সকলের পোষক। "যতিমশ্বিনা রায়া বিশ্বপুষা সহ"(ঋক্ ৮।২৬।৭)

'বিশ্বপুষা বিশ্বস্য সর্ব্বস্য পোষকেণ' (সায়ণ)

বিশ্বপূজিত (ত্রি) বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈঃ পূজিতঃ। সর্ব্বপূজিত, জগৎ পূজিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ তুলসী।

বিশ্বপেশস্ (ত্রি) বহুবিধ রূপযুক্ত।

"সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা" (ঋক্ ১।৪৮।১৬)

'বিশ্বপেশসা পেশ ইতি রূপনামবহুবিধরূপযুক্তেন' (সায়ণ)

বিশ্বপ্রকাশক (পুং) ১ সূর্য্য। ২ আলোক।

বিশ্বপ্রকাশিন্ (ত্রি) বিশ্বং প্রকাশয়তীতি প্র-কাশ ণিনি। বিশ্বপ্রকাশক, বিশ্বপ্রকাশকারী, যিনি সমস্ত বিশ্ব প্রকাশ করেন

বিশ্বপ্রবোধ (ত্রি) ভগবান্ বিষ্ণু।

"নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রজ্ঞায়ায়াত্মরাত্মনে।" (ভাগবত ৪।২৪।৩৫)

'বিশ্বপ্রবোধায় বিশ্বস্য প্রকর্ষেণ বোধো যস্মাৎ তস্মৈ' (স্বামী)

বিশ্বপ্রা (ত্রি) ছেদনোক্ত। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩।১১।৯।৯)

বিশ্বপ্সন্ (পুং) বিশ্বং প্সাতীতি-প্সা ভক্ষণে (স্বন্ উক্ষন্ পূষন্ প্লীহন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কানন্ প্রত্যয়েন সাধু। ১ অগ্নি। ২ চন্দ্র। (হেম) ৩ দেবতা। ৪ বিশ্বকর্মা। ৫ সূর্য্য। (শব্দরত্না°)

বিশ্বপ্সা (স্ত্রী) অগ্নি। সর্ব্বভুক্।

বিশ্বপ্স (ত্রি) বহুবিধ রূপ।

"যজ্ঞরিত্রে বিশ্বপ্সু ব্রহ্মকৃণবঃ" (ঋক্ ৬।৩২।৩) বিশ্বপ্সু বহুবিধরূপম্ (সায়ণ)

বিশ্বপ্স্য (ত্রি) পুরুরূপ ধন।

"বশি ষ্টা বাস্ক্রাণ্যা বিশ্বপ্স্যস্" (ঋক্ ৭।৪২।৮)

'বিশ্বপ্স্যস্য পুরুরূপস্য ধনস্য' (সায়ণ)

বিশ্ববন্ধু (পুং) বিশ্বস্য বন্ধুঃ। বিশ্বের বন্ধু, জগতের আত্মীয় মহাদেব, শিব।

"লোকস্য যদ্বর্ষাত চাশিবোঽখিল-

স্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে॥" (ভাগবত ৪।৪।১৫)

বিশ্ববীজ (ক্লী) বিশ্বস্য বীজম্। বিশ্বের বীজ স্বরূপ, বিশ্বের আদিকারণ। মূলপ্রকৃতি, মায়া।

'বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া" (দেবীমা°)

বিশ্ববোধ (পুং) বিশ্বস্য বোধো যস্য। বুদ্ধ। (ত্রিকা)

বিশ্বভদ্র (পুং) সর্ব্বতোভদ্র।

বিশ্বভরস্ (ত্রি) বিশ্বপোষক, বিশ্বের পোষণকারী।

"অগ্নিং হোতারং বিশ্বভরসং যজিষ্ঠং" (ঋক্ ৪।১।১৯)

'বিশ্বভরসং আহুতি দ্বারা বৃষ্টি প্রদানেন বিশ্বস্য পোষকং' (সায়ণ)

বিশ্বভর্ত্তৃ (পুং) বিশ্বস্য ভর্ত্তা। বিশ্বের ভরণকারী, বিশ্বপালক।

"নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্ত্তু-

স্তেজঃ ক্ষতং ত্বদ নতস্য স তে বিনোদঃ॥" (ভাগবত ৩।১৬।২৪)

বিশ্বভব (ত্রি) বিশ্বস্য ভব উৎপত্তির্যস্মাৎ। যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্ম।

"তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-

মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে।" (ভাগবত ৪।৯।১৬)

বিশ্বভানু (ত্রি) সর্ব্বতোব্যাপ্ততেজস্ক, চারিদিকে যাহার তেজ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

"স চা বিদো মরুৎস্ব বিশ্বভানুষু" (ঋক্ ৪।১।৩)

'বিশ্বভানুষু সর্ব্বতোব্যাপ্ততেজস্কেষু' (সায়ণ)

বিশ্বভাব (ত্রি) বিশ্বভাবন, পরমেশ্বর। (ভাগবত ১০।১১।১৩)

বিশ্বভাবন (পুং) পরমেশ্বর।

"ভবায় ন্বস্তং ভব বিশ্বভাবন

ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।" (ভাগবত ১।১১।৭)

বিশ্বভুজ্ (ত্রি) বিশ্বং ভুনক্তি ভুজ-ক্বিপ্। ১ বিশ্বভোগকারী। (পুং) ২ মহাপুরুষ। ৩ ইন্দ্র।

বিশ্বভুজা (স্ত্রী) দেবীভেদ। (স্কন্দপু°)

বিশ্বভূ (পুং) বুদ্ধভেদ। (হেম)

বিশ্বভৃত (ত্রি) পরমেশ্বর। (হরিবংশ ২৫৯ অ°)

বিশ্বভৃৎ (ত্রি) বিশ্বং বিভর্ত্তি বিশ্ব ভৃ-ক্বিপ্। অন্নপ্রদানদ্বারা পালনকর্ত্তা। 'বিশ্বস্য সর্ব্বস্য বায়্বাত্মনা যদ্বা অন্নপ্রদানেন পোষয়িতা।' (অথর্ব্ব ৪।১১।৫ সায়ণ)

বিশ্বভেষজ (ক্লী) বিশ্বেষাং ভেষজম্। শুণ্ঠী, শুঁঠ। (অমর)

বিশ্বভেষজী (স্ত্রী) সকল ঔষধযুক্ত।

"আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ" (ঋক্ ১।২৩।২০)

'বিশ্বভেষজীঃ বিশ্বানি ভেষজানি যাসু তথাবিধাঃ অপঃ' (সায়ণ)

বিশ্বভোজস্ (পুং) বিশ্ব ভুজ-অসি। সর্ব্বভুক্, অগ্নি। (ত্রি) ২ বিশ্বরক্ষক।

"পূষাভাগঃ প্রভৃথে বিশ্বভোজাঃ" (ঋক্ ৫।৪১।৪)

'বিশ্বভোজাঃ বিশ্বরক্ষকঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমদা (স্ত্রী) অগ্নিজিহ্বা, অগ্নির সপ্ত জিহ্বার মধ্যে জিহ্বাভেদ।

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব চ ধূম্রবর্ণা।

স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বমদাশ্চিসোঽগ্নেঃ সপ্তৈব জিহ্বাঃ কথিতা মনীষৈঃ।'

(শব্দমালা)

বিশ্বমনস্ (ত্রি) বিশ্বং ব্যাপ্তং মনো যস্য। ১ ব্যাপ্তমনাঃ অত্যন্ত মনস্বী।

"অশস্তিহা বিশ্বমনাস্তুবাসাট্" (ঋক্ ১০।৫৫।৮)

'বিশ্বমনাঃ ব্যাপ্তমনাঃ অত্যন্তমনস্বী' (সায়ণ)

২ যাবতীয় চরাচর পদার্থে একাগ্রমনাঃ।

"বিশ্বচর্ষণেঽগ্নিং বিশ্বমনো গিরা" (ঋক্ ৮।২৩।২)

'বিশ্বমনঃ বিশ্বেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু একং মনো যস্য সঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমনুস্ (ত্রি) সকল মনুষ্য।

"যজ্ঞোভিগীর্ভির্বিশ্বমনুষাং মরুতাম্" (ঋক্ ৮।৪৬।১৭)

'বিশ্বমনুষাং বিশ্বেষাং মনুষ্যাণাং' (সায়ণ)

বিশ্বময় (ত্রি) বিশ্ব-স্বরূপার্থে ময়ট্। বিশ্বস্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বময়।

বিশ্বমল্ল, বাঘেলাবংশীয় একজন রাজপুত সর্দার। বীরধবলের পুত্র।

বিশ্বমহস্ (ত্রি) বিশ্বং ব্যাপ্তং মহস্তেজো যস্য। ব্যাপ্ততেজস্ক, যাহার তেজ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত আছে।

"বিশ্বেহি বিশ্বমহসো বিশ্বে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়া" (ঋক্ ১০।৯৩।২)

'বিশ্বমহসো ব্যাপ্ততেজস্কাঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমহেশ্বর (পুং) শিব।

বিশ্বমাতৃ (স্ত্রী) বিশ্বস্য মাতা। বিশ্বের মাতা, বিশ্বজননী, জগতের মাতা।

বিশ্বমানুষ (পুং) বিশ্বঃ সর্ব্বঃ মানুষঃ। সকল মনুষ্য।

"যস্য তে বিশ্বমানুষঃ" (ঋক্ ৮।৪৬।৪২)

'বিশ্বমানুষঃ সর্ব্বোমনুষ্যাঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমিত্র (পুং) মাণবক। (পা ৬।৩।১৩০)

বিশ্বমিন্ব (ত্রি) বিশ্বব্যাপক।

"বিশ্বমিন্বং মেধিরায়" (ঋক্ ১।৬১।৪)

'বিশ্বমিন্বং বিশ্বব্যাপকং বিশ্বৈর্ব্বাপ্যং' (সায়ণ)

বিশ্বমুখী (স্ত্রী) দাক্ষায়ণী।

বিশ্বমূর্ত্তি (ত্রি) বিশ্বমেব মূর্ত্তির্যস্য। বিশ্বরূপ, ভগবান্ বিষ্ণু, এই বিশ্বই যাহার মূর্ত্তি।

"নমস্তে যন্ময়ং সর্ব্বমেতৎ সর্ব্বময়শ্চ যঃ।

বিশ্বমূর্ত্তিঃ পরং জ্যোতির্যত্তদ্ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১০৩।৫)

বিশ্বমেজয় (পুং) বিশ্বের সকল শত্রু হইতে কম্পয়িতা। "পবস্ব বিশ্বমেজয়" (ঋক্ ৯।৩৫।২) 'হে বিশ্বমেজয় বিশ্বস্য সর্ব্বস্যাস্মচ্ছত্রোঃ কম্পয়িতঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমোহন (ত্রি) বিশ্বং মোহয়তীতি বিশ্ব-মুহ-ণিচ্-ল্যু। বিশ্বমোহনকারী, বিশ্বকে যিনি মোহিত করেন, বিষ্ণু।

বিশ্বম্ভর (পুং) বিশ্বং বিভর্ত্তীতি ভৃ (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। পা ৩।২।৪৬) ইতি খচ্, (অরুর্দ্বিষদিতি। পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্। বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

"বিশ্বম্ভর ভরাম্যাকং বিশ্বমায়া বহিঃকুরু।

অথ পক্ষদ্বয়াভাবে ত্যজ বিশ্বম্ভরত্বকম্॥" (উদ্ভট)

বিষ্ণু সমস্ত বিশ্বকে ভরণ করেন এই জন্য তিনি বিশ্বম্ভর নামে আখ্যাত।

বিশ্বম্ভর, রাজভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৯)

বিশ্বম্ভর, আনন্দলহরীটীকাকর্ত্তা।

বিশ্বম্ভর, গরুড়পুরাণবর্ণিত বৈশ্যভেদ। তিনি দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। কালে যমদণ্ডের ভয়ে তিনি স্বীয় পত্নী সত্যমেধাকে লইয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। পথে লোমশ মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লোমশ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যে সকল পুণ্যকার্য্য করিয়াছ, বৃষোৎসর্গ ব্যতিরেকে তৎসমুদায় পণ্ড হইয়াছে, অতএব তুমি পুষ্করতীর্থে যাইয়া বৃষোৎসর্গ সমাধানপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। তাহা হইলে তোমার সকল দুষ্কৃতের খণ্ডন হইয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় হইবে। তদনুসারে বিশ্বম্ভর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করে যাইয়া লোমশবর্ণিত বিধিবৎ বৃষসমাধান করেন। তদনন্তর তিনি লোমশ সঙ্গে নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ও অশেষ পুণ্যসঞ্চয়পূর্ব্বক নানা সুখভোগ করিয়াছিলেন। ঐ পুণ্যফলে, পর জন্মে তাঁহার বীরসেন রাজকুলে জন্ম হয় ও তিনি বীরপঞ্চানন নামে আখ্যাত হন।

(গরুড় উত্তর° ৭।৪৮—২২৫)

বিশ্বম্ভরক (পুং) বিশ্বম্ভর স্বার্থে কন্। বিশ্বম্ভর।

বিশ্বম্ভরপুর, ভোজরাজের একটী নগর। (ভবিষ্য ব্র°খ° ৩০।৮৯)

বিশ্বম্ভর মৈথিলোপাধ্যায়, একজন কবি। কবীন্দ্র চন্দ্রোদয়ে ইঁহার রচিত শ্লোকাদির পরিচয় আছে।

বিশ্বম্ভরা (স্ত্রী) বিশ্বম্ভর-টাপ্। পৃথিবী। বিশ্বভরণ হেতু পৃথিবীর নাম বিশ্বম্ভরা।

"বিশ্বম্ভরা তদ্ভরণাচ্চানন্তানন্তরূপতঃ।

পৃথিবী পৃথুকন্যাত্বাদ্বিস্তৃতত্বান্মহামুনে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৭ অঃ)

বিশ্বম্ভরাভুজ্ (পুং) বিশ্বম্ভরাং পৃথিবীং ভুনক্তি ভুজ-ক্বিপ্। পৃথিবীভোগকারী, পৃথিবীপতি, রাজা। (রাজতরঙ্গিণী ৮।২৭।৯২)

বিশ্বম্ভরেশ্বর, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গভেদ। (হিমবৎ ৮।১০৬)

বিশ্বম্ভরোপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ।

বিশ্বযশস্ (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৬।২।১০৬)

বিশ্বয়ু (পুং) বায়ু। (শব্দার্থ°)

বিশ্বযোনি (পুং স্ত্রী) বিশ্বস্য যোনিঃ। ১ বিশ্বের যোনি অর্থাৎ কারণ। যাহা হইতে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। ২ ব্রহ্মা।

"বিশ্বযোনিস্তিরোদধে" (কুমার ২ স°)

বিশ্বরথ (পুং) গাধিরাজের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বিশ্বরথ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত এক জন রাজা। (সহ্য° ৩২।১৫)

বিশ্বরদ (পুং) মগ বা ভোজক ব্রাহ্মণদিগের একখানি বেদশাস্ত্র। এই বেদ অস্মদীয় বেদসংহিতা চতুষ্টয়ের বিপরীত। (Visperad)

"ব্রহ্মণো কাশ্যপাবেদা মগনামপি সুব্রত।

তএব বিপরীতাস্তু তেষাং বেদা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বিদো বিশ্বরদশ্চৈব বিদ্বদাঙ্গিরসস্তথা।

বেদাহেতে মগানাম্ভু পুরোবাচ প্রজাপতিঃ॥" (ভবিষ্যপু°)

বিশ্বরাজ্ (পুং) সর্ব্বাধিপতি। [বিশ্বরাজ্ দেখ।]

বিশ্বরাধস্ (ত্রি) ১ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, প্রভূত ধনশালী।

'বিশ্বরাধসঃ সর্ব্বধনস্য অতিপ্রভূতধনস্য দেবস্য ধাতুঃ।'

(অথর্ব্ব ৭।১৭।২ সায়ণ)

বিশ্বরুচি (পুং) ১ দেবযোনিভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

২ দানবভেদ। (কথাসরিৎ)

বিশ্বরুচী (স্ত্রী) অগ্নির সপ্তজিহ্বার একতম। (মুণ্ডকোপনি° ১।২।৪)

বিশ্বরূপ (স্ত্রী) ১ বহুবিধরূপ, নানারূপ। (শুক্লযজুঃ ১৬।২৫)

'কার্য্যং সোঽবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ॥" (মনু ৭।১০)
'বিশ্বরূপং বহূনি রূপাণি করোতি' (কুল্লূক)
রাজা কার্য্যসিদ্ধির জন্য নানাপ্রকার রূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশ্বমেব রূপং যস্য। ২ বিষ্ণু। (হেম) ৩ মহাদেব। (ভারত ৭।২০০।১২৪) ৪ ত্বষ্টৃপুত্র। (বিষ্ণুপু° ১।১৫।১২২) (ত্রি) ৫ সর্ব্বরূপ।
"স সর্ব্ব নানা স চ বিশ্বরূপঃ।
প্রসীদতামানন্দকাত্মশক্তিঃ॥"
ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশাধ্যায়ে তাহা এইরূপে বর্ণিত আছে—
"অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিনঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥"
ইত্যাদি। (গীতা ১১ অ°)
অর্জ্জুন ভগবানের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভয়-ব্যাকুল চিত্তে বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আমি আপনার বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়াছি। এইক্ষণ আপনি আপনার পূর্ব্ব দেবরূপ প্রদর্শন করুন এবং প্রসন্ন হউন।
"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপম্ প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"(গীতা১১।৪৫)
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন যে, এই বিশ্বের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ এবং ব্রহ্মাদিদেবগণ যাহা কিছু দেখিতে পাও, তাহা সমস্তই আমার স্বরূপ।
৬ অসুরভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব) ৭ সর্ব্বাত্মক। (ঋক্ ১০।১০।৪)

বিশ্বরূপ ১ একজন সিদ্ধপুরুষ। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ। [চৈতন্যচন্দ্রশব্দ দেখ।]
২ একজন আভিধানিক। মহেশ্বর ও মেদিনীকর ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৩ জনৈক ব্যবহারতত্ত্বজ্ঞ। হেমাদ্রিকৃত পরিশেষখণ্ডে ইঁহার পরিচয় আছে। অনেকে অনুমান করেন ইনিই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানেশ্বর ঐ টীকার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশ্বরূপ আচার্য্য, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য; ইঁহার পূর্ব্ব নাম সর্ব্বেশ্বর।

বিশ্বরূপক (স্ত্রী) কৃষ্ণাগুরু। (রাজনি°)

বিশ্বরূপকেশব, আগমতত্ত্বসারসংগ্রহ নামক তন্ত্রগ্রন্থ-রচয়িতা। তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে ইঁহার বাস ছিল। কেহ কেহ ইঁহাকে কেশববিশ্বরূপ নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

বিশ্বরূপগণক, গণেশকৃত চাবুকযন্ত্রের টীকা, মিস্ক্রান্তার্থদূতী নাম্নী লীলাবতীটীকা, সিদ্ধান্তশিরোমণিমরীচি, সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌম প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি রঙ্গনাথের পুত্র ও বল্লাল দৈবজ্ঞের পৌত্র মুনীশ্বর উপাধিতে ইনি সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।

বিশ্বরূপতীর্থ, হঠতত্ত্বকৌমুদীপ্রণেতা। সুন্দরদেবের গুরু।

বিশ্বরূপতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বিশ্বরূপদেব, বিবেকমার্ত্তণ্ড নামক জ্যোতিঃগ্রন্থপ্রণেতা। শতগুণাচার্য্যের পুত্র।

বিশ্বরূপভারতীস্বামী, একজন প্রসিদ্ধ যোগী।

বিশ্বরূপবৎ (ত্রি) বিশ্বরূপ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বিশ্বরূপযুক্ত, বিশ্বরূপবিশিষ্ট। বিষ্ণু। (রামায়ণ ৭।২৩।১)

বিশ্বরূপিন্ (ত্রি) বিশ্বরূপ অস্ত্যর্থে ইনি। বিশ্বরূপ বিশিষ্ট। ভগবান্ বিষ্ণু।
"দৃষ্ট্বা চ পরমাত্মানং প্রত্যক্ষং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্॥" (মার্ক পু° ৪।১২)

বিশ্বরেতস্ (পুং) বিশ্বে রেতঃ শক্তি যস্য। ১ ব্রহ্মা। (হেম) ২ বিষ্ণু।

বিশ্বরোচন (পুং) বিশ্বান্ রোচয়তি রুচ্-ণিচ্-ল্যু। নাড়ীচ শাক পেচুক, কচু।
'পেচুকং পেচুলী পেচুর্নাড়ীচো বিশ্বরোচনঃ।' (ত্রিকা°)

বিশ্বলোচন (ক্লী) বিশ্বস্য লোচন। বিশ্বচক্ষুঃ, বিশ্বপ্রকাশ।

বিশ্বলোপ (পুং) ঋষিভেদ। (তৈত্তিরীয় স° ৭।৩।১৮।২)

বিশ্ববনি (ত্রি) সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ (সোম)। (তৈত্তিরীয় স° ২।৮।৪।২)

বিশ্ববৎ (ত্রি) ১ বিষ্ণুতুল্য। ২ বিষ্ণু আছে যাহাতে। (রামায়ণ)

বিশ্ববয়স্ (পুং) ঋষিভেদ। (তৈত্তিরীয় স° ৬।৬।৮।৬)

বিশ্ববর্ম্মন্, কুমারগুপ্তের অধীনস্থ মালবের একজন সামন্ত ৪৮০ খৃষ্টাব্দে গান্ধারবাজ্যে উঁহার উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়।

বিশ্ববহ[বাহ] (ত্রি) ১ বিশ্ববহনকারী। ২ পরমেশ্বর।

বিশ্ববর্ণা (স্ত্রী) ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা।

বিশ্ববলিন্ (ত্রি) সর্ব্বপ্রকার বিষয় বোধে সমর্থ।

বিশ্ববাচ্ (স্ত্রী) ঈশ্বর। (হরিবংশ ২৫৯ অঃ)

বিশ্ববাজিন্ (পুং) সজ্ঞাখ। (হরিবংশ ১৯৪ অঃ)

বিশ্ববার (ত্রি) ১ বিশ্ববারক, সংসারনিবর্ত্তক। ২ সকল ব্যক্তির পূজনীয়। (ঋক্ ১।৪৮।১৩, সিয়ণ টীপ্) ৩ যজ্ঞীয় সোমের সংস্কার বিশেষ। যে সংস্কারে ঋত্বিক্ বা অন্তলোক আবৃত থাকে। 'বিশ্ববারা বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্ঋত্বিগ্ভির্বৃণ্‌বৃণ্যন্তে ক্রিয়ন্তে যত্র সোম সা বিশ্ববারা। যদ্বা বিশ্বং বৃণোতি ক্রিয়মাণঃ সোমো যত্রেতি বিশ্ববারা জগদুৎপত্তিবীজত্বাৎ।' (শুক্লযজুঃ ৭।১৪ বেদদীপ)

এখন যেমন এক একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একজন অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল (Principal) দেখা যায়, পূর্ব্বকালে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগেও এইরূপ অধ্যক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি কুলপতি নামে পরিচিত ছিলেন। য়ুরোপীয় ও এখানকার প্রিন্সিপালগণ বেতন লইয়া উচ্চশিক্ষা দান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতের পূর্ব্বতন কুলপতিগণ বেতন লওয়া দূরের কথা, এক একজন কুলপতি ১০ হাজার শিষ্যকে কেবল বিদ্যাদান নহে, ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্তি বা সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অন্নদানাদি দ্বারা ভরণ পোষণ করিতেন।†

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

ভারতপুরাণাদি হইতে অত্রি, শৌনক, উগ্রশ্রবা প্রভৃতি মুনিকে আমরা কুলপতি আখ্যায় অভিহিত দেখি।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেরূপ উচ্চশিক্ষার জন্ম নির্জ্জন স্থানে আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল, আদি বৌদ্ধযুগেও প্রথমে এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাই। পরে বৌদ্ধযুগে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গান্ধার ও উদ্যানে এবং পূর্ব্বভারতে বেহারের অন্তর্গত নালন্দে বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত দুই স্থানে যতগুলি বিহার বা বিদ্যাবিহার স্থান ছিল, সকলগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার একজন কুলপতির উপর নির্দ্দিষ্ট ছিল ‡।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে নালন্দে আসিয়া এখানে কিছুকাল থাকিয়া বহু বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যান। এসময়েও নালন্দায় প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। চীনপরিব্রাজকদিগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে কেবল ভারত বা চীন নহে, সুদূর কোরিয়া ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহু ছাত্র এখানে উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার জন্য আগমন করিত। এই নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনে আসিয়া কোরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ শ্রমণ আর্য্যবর্ম্ম (A-di-ve-po-mono) ও হোই-যে (Hoei-ye) প্রায় ৬৪০ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। § চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গের নালন্দে অবস্থানকালে শীলভদ্র এখানকার 'কুলপতি' ছিলেন।

বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নির্জ্জন বন প্রদেশে পর্ণকুটীরে ছিল, বৌদ্ধ প্রাধান্যকালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেরূপ নহে। বৌদ্ধরাজগণের যত্নে প্রস্তরময় সুবৃহৎ অট্টালিকায় বা বিহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। চীনপরিব্রাজকগণ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে গান্ধার ও উদ্যানে ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে কিন্তু নালন্দের সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসমুখে পতিত হয় নাই, তখনও এখানে এক স্থানে ১০ হাজার ছাত্র থাকিয়া অধ্যাপকের উপদেশ শুনিতে পায়, প্রস্তরময়ী অট্টালিকা মধ্যে এরূপ সুবৃহৎ প্রস্তরবেদিকা বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দ হইতেই নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যক্ত হয় এবং খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের শেষভাগে নালন্দের (বর্ত্তমান বড়গাঁওর) নিকটবর্ত্তী বিক্রমশিলায় (বর্ত্তমান শিলাও গ্রামে) গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের যত্নে অভিনব তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের জন্ম নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১ম মহীপালের সময়ে ও তাঁহার যত্নে বিক্রমশিলার খ্যাতি দিগন্তবিস্তৃত হইয়াছিল। এই গৌড়াধিপ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশিলায় প্রধান আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। এসময়ে এস্থানে ৫০ জন প্রধান আচার্য্য বা অধ্যাপক অবস্থান করিতেন। মুসলমান আক্রমণে এখা[illegible]রে সেই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি বিধ্বস্ত হয়।

বৌদ্ধযুগে [illegible]দ্ধদিগের আদর্শে হিন্দু ও জৈনদিগের মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মঠগুলি সেই সেই সম্প্রদায়ের আলোচ্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গণ্য হইতে থাকে। অতি পূর্ব্বতনকালে আর্য্য হিন্দুসমাজ যেমন আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন ও পাঠনিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, বৌদ্ধ বিহার বা বিদ্যালয়সমূহেও অনেকটা সেইরূপ নিয়মই প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তী হিন্দু ও জৈনমঠগুলিতেও সেই সকল নিয়মই সামান্য পরিবর্ত্তন ও সময়োপযোগী করিয়া গৃহীত হয়। শঙ্কর ও রামানুজ সম্প্রদায়ের মঠগুলি এবং গিরণার, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানের জৈনমঠগুলিকে ভারতীয় ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বহু দূরদেশ হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া এখানে গ্রাসাচ্ছাদন ও উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা পাইয়া থাকে।

বৌদ্ধপ্রভাবের [illegible]সান এবং বৈদিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে কা[illegible] ও কাশীতেই বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে কা[illegible] বৈদিক বিদ্যালয় বিলুপ্ত হইলেও কাশী আজও হিন্দুসমাজে প্রধান শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রশিক্ষার স্থান বলিয়া গণ্য। সেনরাজদিগের সময় পূর্ব্বতন আদর্শে প্রথমে মিথিলায় ও তৎপরে নবদ্বীপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে নবদ্বীপই ন্যায় চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাপরিষদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আজও নবদ্বীপের সেই প্রাধা[illegible] অক্ষুণ্ণ আছে। আজ পর্য্যন্ত কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়,

† নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকাতেও লিখিয়াছেন—

"একো দশসহস্রাণি যোঽন্নদানাদিনা ভরেৎ। স বৈ কুলপতিরিতি" (১।১।১)

‡ "তৎ পৃথিব্যাং সর্ব্ব বিহারেষু কুলপতিত্বং ক্রিয়তাং" মৃচ্ছকটিক-নাটকের এই উক্তি হইতে বেশ বোধ হইতেছে যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতেও কুলপতির প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই।

§ Chavannes, *Mémoire*, 32ff.

এমন কি উত্তরে কাশ্মীর ও দক্ষিণে সুদূর সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে ছাত্রগণ নবদ্বীপে ন্যায় শিক্ষার্থ আসিয়া থাকেন।

য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাচীন ভারতে আর্য্যঋষিগণ শাস্ত্রীয় বা ধর্ম্মতত্ত্বাদি উচ্চ-শিক্ষা প্রদানের জন্য পরিষৎ স্থাপন পূর্ব্বক সাধারণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তৎপরবর্ত্তিকালে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের সভ্যতা প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে মঠাদিতেও সেই ভাবে উচ্চ-শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানাদি বিষয়ে যে ভাবে উচ্চশিক্ষা (Higher education) দেওয়া হয়, তৎকালে সে ভাবে শিক্ষাদান প্রথা প্রচলিত ছিল না; কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ যে প্রায় একই রূপ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটী এখন যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাতে উহাকে পাশ্চাত্য জগতের 'কলেজ' বা 'ইউনিভার্সিটী' শব্দার্থের প্রতিরূপে সঙ্কলিত বলা যায়। ইংরাজী University শব্দ মধ্যযুগে লাটিনভাষায় প্রচলিত *Universitas* শব্দ হইতে গৃহীত। তখন উহা সাধারণ লোকসঙ্ঘের সমষ্টি অর্থে প্রযুক্ত হইত; পরে কেবলমাত্র জ্ঞানান্বেষী বা শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের পরিজ্ঞাপক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে; কিন্তু তৎকালে সুস্পষ্টভাবে এই শিক্ষিত সঙ্ঘকেই বুঝাইবার জন্য একমাত্র "Universitas" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "Universitas magistrorum et scholarium" বা "discipulorum" শব্দ প্রযুক্ত হইত।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে য়ুরোপে ধর্ম্মযাজকমণ্ডলী ও সভ্যজনগণ উক্ত 'ইউনিভার্সিটাস্' শব্দে যাহাতে শিক্ষক, আচার্য্য বা ছাত্রসম্প্রদায় প্রভৃতিকে বুঝায়, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া গ্রহণ করেন; কিন্তু তখনও "ইউনিভার্সিটী" শব্দ শিক্ষাস্থানবাচক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিক্ষাস্থানকে "Studium" বা 'Studium generale' বলা হইত এবং উহাকে সকলে সাধারণ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎপরে Universitas Studii ও Universitatis Collegium শব্দে বিদ্যা-মন্দিরের প্রচলন হইল। তৎকালের রাজকীয় নথি পত্রে উহার উল্লেখ আছে।

এই সময় হইতে ইউনিভার্সিটী "Studium Generale"র সমপর্য্যায়ক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় উহাতে ছাত্রবাস (Hostels), প্রশস্ত গৃহ (Halls) ও চতুষ্পাঠী (College) প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত ছিল না। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে য়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরে স্ব স্ব বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বৈদেশিক বণিকদিগের দ্বারা উপরি উক্তরূপ এক একটী শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তথায় স্বদেশী ব্যতীত প্রধানতঃ বৈদেশিক ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতেন, তৎপরে সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ বণিক্, রাজা, পোপ ও নগরবাসী সম্রান্ত জনসাধারণের চেষ্টায় ছাত্রবৃন্দের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে ঐ বিদ্যা-স্থানের সংস্কার ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষ (Chancellor of the Cathedral) ও স্থানীয় প্রধান প্রধানদিগের দ্বারা ঐ সকল বিদ্যা কেন্দ্রে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ অন্য স্থানের টোলে অথবা নূতন টোল খুলিয়া (Facultus Ubique docendi) অধ্যাপনা করিতে পারিতেন। এই সকল অধ্যাপকেরা সাধারণের সম্মানের পাত্র হইতেন সন্দেহ নাই। ক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও উন্নতি সোপানে আরোহণ করে। পোপ, সম্রাট বা রাজার আদেশে ঐ সকল Studium Generale হইতে উপাধি দানের ব্যবস্থা হয়। ঐ উপাধি বর্ত্তমান B A, বা M A, উপাধির ন্যায় ছিল না। সেই উপাধি ছাত্রকে অধ্যাপক পদে নিয়োগের অনুমতিজ্ঞাপক ছিল বলা যায়।

বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্যই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত রোমক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহে দেবপূজকদিগের শিক্ষাপ্রণালী বলবৎ ছিল। বর্ব্বরগণ রোমসাম্রাজ্য বিলোড়িত করিলে ঐ শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র কিম্বদন্তীতে পর্য্যবসিত হয়। শেষোক্ত শতাব্দে ধর্ম্মমন্দির সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় (Episcopal School attached to the Cathedrals) ও মঠ (Monastic Schools) প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উপরি উক্ত ক্যাথিড্রাল স্কুলে কেবলমাত্র ধর্ম্মযাজকের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইত এবং মঠে সন্ন্যাসী ও শ্রমণ (Monks) সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যানুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উক্ত দ্বিবিধ বিদ্যালয়ের সহিত রাজবিদ্যালয়সমূহের (Schools of the Empire) শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত। কেননা এই শেষোক্ত বিদ্যামন্দির-সমূহে দেবপূজকদিগের মতানুসারী শিক্ষাই (Pagan system of Education) প্রদত্ত হইত, এতদ্ব্যতীত রাজবিদ্যাগার সমূহে খৃষ্টান-ধর্ম্মতত্ত্বের শিক্ষাও (Christian system) প্রচলিত ছিল, কারণ তৎকালে প্রাচীন ধর্ম্ম পুস্তক (ancient text books) ব্যতীত অন্য পুস্তকের বেশী প্রচলন ছিল না এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য তদানীন্তন শিক্ষকগণ ঐ সকল পুস্তক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কখন কখন আরিষ্টটল, পরফাইরি, মার্টিয়ানাস কাপেলা ও বিটিয়াস্ প্রভৃতি লেখনীপ্রসূত তত্ত্বনিচয়ের কতকাংশের শিক্ষা দেওয়া হইত।

তদনুরূপ সংস্কারের আদর্শে উক্ত বিদ্যালয় ধীরে ধীরে স্বীয় অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, গ্রেট্‌ বৃটেনরাজ্যে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যে সংস্কার বিধির প্রবর্ত্তন হয়, তাহা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষরূপ সংস্কার দ্বারা সম্যক্ উন্নত হইতে পারে নাই। এখন অক্সফোর্ডে বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ের চরম উপাধি দানের (Final Honour Schools) জন্য নিম্নোক্ত বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে :—Litteræ Humaniores (classics, Ancient History, and Philosophy), Mathematics, Natural Science, Jurisprudence, Modern History, Theology, Oriental languages, ও English Literature এবং কাম্বি্রজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐরূপ Mathematics, Classics, Moral Sciences, Theology, Law, History, Oriental Languages, Mediæval and Sciences বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা এবং তত্তদ্বিষয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দানের জন্য "Tripose" বিদ্যমান আছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে B. A., পরীক্ষা না দিয়াও মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানের (Original research) জন্য B.Litt. ও B. Sc উপাধি গ্রহণ করা যায়। কেম্বি্রজ্‌ বিদ্যালয়ে ঐরূপে অগ্রণী ছাত্রেরা B. A. উপাধিমাত্র পাইয়া থাকেন।

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডের সেণ্ট সালভেটর ও সেণ্ট লিওনার্ড কলেজে দর্শনশাস্ত্র এবং সেণ্ট মেরি কলেজে দেবতত্ত্ব (Theology) শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্ট বিধি অনুসারে উক্ত দুইটী কলেজ এক হইয়া সেণ্ট এণ্ড্রুজ্‌ ইউনিভার্সিটীতে পরিণত হয়। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে গ্লাস্‌গো ইউনিভার্সিটীর প্রতিষ্ঠা হইলেও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্টের দানে ও সাধারণের চাঁদায় পুরাতন কলেজগৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন ইউনিভার্সিটীর প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে সাধারণশিক্ষা, ধর্ম্মতত্ব, চৈবজ্ঞতত্ব ও ব্যবহারতত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সেণ্ট এণ্ড্রুজর ন্যায় King's college ও Marischal college একত্র করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের Universities Act অনুসারে আবার্ডিন্‌ ইউনিভার্সিটী গঠিত হয়। ঐ সময়ে এডিনবরা ইউনিভার্সিটীরও সংস্কার সাধিত হয়। আয়ার্লণ্ডের ডবলিন্‌ সহরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের কুইন্স ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের বিধি অনুসারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উহা "রয়েল ইউনিভার্সিটী নাম ধারণ করে"। বেলফাষ্ট, কর্ক, কার্লিউ, গাল্‌ওয়ে, লিমারিক ও লণ্ডনডেরি কলেজে পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. A, M. A., M. B. C. M., M. D, B. L., L. L. B., প্রভৃতি উপাধি দিবার ব্যবস্থা আছে।

নিম্নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ও নগরের নাম এবং প্রতিষ্ঠাকাল (খৃষ্টাব্দ) লিপিবদ্ধ হইল।

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ	স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ	স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
আবার্ডিন	১৪৯৪	বোলোগ্‌না	১১৫৮	কারাকাস	
আবো	১৬৪০	বোম্বাই	১৮৫৭	কাটানিয়া	১৪৪৪
আডালেড্‌(১)	১৮৭২	বোন্ন	১৮১৮	কার্ডোবা (আর্জেন্‌টিনা)	
আডালেড্‌(২)	১৮৭৪	বোর্দো	১৪৪১	কাহোর	১৩৩২
আগ্রাম	১৮৬৯	বুর্জেস্‌	১৪৬৫	কলিকাতা	১৮৫৭
আল্‌কালা	১৪৯৯	ব্রেস্‌লিউ	১৭০২	কাম্বি্রজ	১২শ শতাব্দ
আণ্টডর্ক	১৫৭৮	ব্রুসেলস্‌	১৮৩৪	খৃষ্টিয়ানা	১৮১১
আমষ্টার্ডাম	১৮৭৭	বুদাপেষ্ট	১৬৩৫	কোইম্‌্রা	১৩০৯
আমষ্টার্ডাম ফ্রি*	১৮৮০	বেসান্‌সোন্‌ (ডোলনগর হইতে স্থানান্তরিত)	১৪২২	কলম্বিয়া কলেজ (U. S.)	১৭৫৪
আঞ্জিয়ার্স	১৩০৫	বিউনোস্‌ এরিস্‌	০০০০	কোলোন্‌	১৩৮৮
আলাহাবাদ	১৮৮৭	বুকারেষ্ট	১৮৬৪	কোর্ণেল	১৮৬৫
আথেন্স	১৮০৭	কাএন	১৪৩৭	কোপেন্‌ হাগেন	১৪৭৯
আরেজ্জো	১২১৫	কেডিজ্‌ (medical Faculty of Seville)	১৭৪৮	ক্রাকো	১৩৬৪
আভিগ্‌নোন	১৩০৩	ক্যাগ্‌লিয়ারী	১৫৯৬ পুন প্রতিষ্ঠ ১৭২০ ও ১৭৬৪	ডিজোন	১৭২২
বামবর্গ	১৩৪৮	কামেরিনো	১৭২৭ প্রতিষ্ঠা, ১৮৩০ হইতে ইহা ফ্রি ইউনিভার্সিটী হয়।	ডেব্রেক্‌জিন্‌ কলেজ	১৫৩১
বাসেল	১৪৫৯			ডোরপাট্	১৬৩২
বার্লিন্‌	১৮০৯			ডারহাম্‌	১৮৩২
বার্ণ	১৮৩৪			এক্স-এন্‌ প্রোভেন্স	১৪০৯
বার্সিলোনা	১৪৫০			এডিনবার্গ	১৫৮২

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
এয়ফার্ট	১৩৭৫
এর্লাঞ্জেন্	১৭৪৩
ফেরারা	১৩৯১
ফ্লোরেন্স	১৩২০
ফ্রান্স	১৭৯৪
ফ্রানেকার	১৫৮৫
ফ্রাঙ্কফোর্ট (ওডরতীরে)	১৫০৬
ফ্রি বার্গ	১৪৫৫
ফ্রি বার্গ (সুইজর্লণ্ড)	১৮৮৯
ফুন্‌ফ্‌কার্কেন্	১৩৬৭
জেনিভা	১৮৭৬
জার্গোবিট্‌জ্‌	১৮৭৫
ঘেন্ট	১৮১৬
গিসেন	১৬০৭
গ্লাস্‌গো	১৪৫৩
গোথেন বার্গ ১৮৯১ এখানে কেবল দার্শনিক শাস্ত্রের আলোচনা ও উপাধি দেওয়া হয়।)	
গোটিঞ্জেন্	১৭৩৬
গ্রাজ্‌	১৫৮৬
গ্রিফ্‌স্বাল্ড	১৪৫৬
গ্রানাডা	১৫৩১
গ্রেনোব্‌ল্‌	১৩৩৯
গ্রোণিন্‌জেন্	১৬১৪
হালে (Halle)	১৬৯৩
হার্ডারবিজ্‌ক্‌	১৬০০
হার্ভাড কলেজ	১৬৩৮
হাবানা	১৭২১
হিডেল্‌বর্গ	১৩৮৫
হেল্‌ম্‌ষ্টাড্‌	১৫৭৫
হেলসিংফোর্স	১৬৭০
হুয়েস্কা	১৩৫৪
ইঙ্গোলষ্টাড্‌	১৪৫৯
ইন্সব্রাক্	১৬৯২
জেনা	১৫৫৮
জন্‌স্‌হপ্‌কিন্স	১৮৬৭
কাজান	১৮০৪
খারকোফ্‌	১৮০৪
কায়েফ্‌	১৮০৩
কিওটো (জাপান)	১৮৯৭
কা-এন	১৬৬৫
ক্রোনেনবার্গ	১৮৭২
কোলোজ্‌ভার	১৮৭২

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
কোণিগস্‌বর্গ	১৫৪৪
লিপ্‌জিক	১৪০৯
নেমবার্ক	১৭৮৪
লেরিডা	১৩০০
লিডেন	১৫৭৫
লিমা	১৫৫১ ও ১৫৬১,
লিজ্‌	১৮১৬
লণ্ডন	১৮২৬
লৌভেন	১৪২৬
লৌসানী ১৫৩৭ প্রতিষ্ঠা, ১৮৯০ বিশ্ববিদ্যা	
লাণ্ড্‌	১৬৬৮
মা'গীল (কানাডা)	১৮১১
মেসিনা	১৮০৮
মাদ্রাজ	১৮৫৭
মাড্রিড্‌	১৮৩৭
মাসারেটা	১৫৪০
মেন্‌জ্‌	১৪৭৬
মারবার্গ্‌	১৫২৭
মেলবোর্ণ	১৮৫৩
মোদেনা ১২শ শতাব্দ; পরে ১৬৮৩	
মন্টপেলিয়ার	১২৮৯
মন্ট্রিল	১৮২১
মন্টিভিডো	১৮৭৬
মস্কাউ	১৭৫৫
মাল্টায় ১৬২৯ পোপের আদেশ প্রাপ্ত; ১৭৭১-৭৩ প্রতিষ্ঠা; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবতত্ব ও দর্শন শাস্ত্রীয় উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।	
মিউনিক	১৮২৬
ন্যান্টেস্‌	১৪৬৩
নেপোল্‌স্	১২২৫
নিউজিলেণ্ড *	১৮৭০
ওডেসা	১৮৬৫
ওভিয়েডো	১৫৭৪
ওফেন	১৩৮৯
ওলমুট্‌জ্‌	১৫৮১
অরেঞ্জ	১৩৬৫
ওলীন্স্‌	১৩শ শতাব্দ
ওটাগো	১৮৬৯

* ১৮৭৭ খৃঃ এখানকার অক্‌লাণ্ড, কান্টারবরি ডানেডিন ও ওয়েলিংটন নগরে কলেজ স্থাপিত হয়।

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
অক্‌সফোর্ড	১২শ শতাব্দ
পাইসা	১৩৪৩
পাডুয়া	১২২২
প্যালেন্সিয়া	১২১৪
পালার্মো	১৭৭৯
প্যারী	১২শ শতাব্দ
পার্মা	১৪২২, সংস্কার ১৮৫৫
পাভিয়া	১৩৬১
পেন্‌সিল ভ্যানিয়া	১৭৫১
পার্পিগ্‌নান্	১৩৭৯
পেরুজিয়া	১৩০৮
পিয়াসেনজা	১২৪৮
পোইটিয়ার্স	১৪৩১
প্রেসবার্গ ১৪৬৫, পরে বন্ধ ১৮৭৫ হইতে ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য রক্ষিত।	
প্রেগ্‌	১৩৪৭
প্রিন্সটোন	১৭৪৬
পাঞ্জাব (লাহোর)	১৮৮২
কুইন্স্‌ ইউনিভার্সিটী আয়ার্ল্যাণ্ড	১৮৫০
কুইন্স ইউনিভার্সিটী কিংস্টোন	১৮৪০
কুইবেক্	১৮৫২
রেজিও	১২শ শতাব্দ
রিন্টেন্	১৬২১
রেক্‌জাবিক	১৯০২
রোম	১৩০৩
রষ্টক্‌	১৪১৯
রয়াল ইউনিভার্সিটি আয়ার্ল্যাণ্ড	১৮৮০
সেণ্ট টমাস (মানিলা)	১৬০৫
সেণ্ট এণ্ড্রুজ্‌	১৪১১
সেণ্ট ডেভিড্‌স কলেজ, লাম্পিটার	১৮২২
সেণ্টপিটার্স বার্গ	১৮১৯
সালামাঙ্কা	১২৪৩
সাসারি	১৫৫৬
সালের্ণো	৯ম শতাব্দ
সারাগোসা	১৪৭৪
সাল্‌জ্‌ বার্গ	১৬২৩
সান্টিয়াগো (স্পেন)	১৫০৪
ঐ (দ° আমেরিকা)	১৭৪৩
সেভীল্	১২৫৪ ও ১৫০২
সিএনা	১৩৫৭
ষ্ট্রাস্‌বার্গ	১৬২১

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ	স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ	স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
সিড্নী	১৮৫১	আপ্সালা	১৪৭৭	ভিক্টোরিয়া (কানাডা)	১৮৩৬
টুরিন্	১৪১২	উট্রেক্ট	১৬৩৪	ভিয়েনা	১৩৬৫
টরন্টো	১৮২৭	উর্ব্বিনো ১৬৭১, পরে ফ্রি ইউনিভার্সিটী		ভিল্না	১৮০৩
টৌলুজ্	১২৩৩	উত্তমাশা অন্তরীপ	১৮৭৩	ওয়ার্স ১৮১৬, ১৮৩২ বন্ধ, পরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।	১৮৬৯
ট্রীভ্জ্	১৪৫০	ভালেন্স	১৪৫২		
ট্রে ভিজো	১৩১৮	ভালেন্সিয়া	১৫০১	বুজবার্গ ১৪০২, পরে	১৫৮২
ট্রিনিটী কলেজ (ডবলিন্)	১৫৯১	ভ্যালাডোলিড্	১৩৪৬	বিটেনবর্গ	১৫০২
ট্রিনিটী কলেজ (টরন্টো)	১৮৫১	ভাসেলি	১২২৮	য়েল কলেজ	১৭০১
টোমস্ক	১৮৮৮	ভিসেঞ্জা	১২০৪	জাগ্রাব	১৮৬১
টুবিঞ্জেন্	১৪৭৭	ভিক্টোরিয়া (ম্যাঞ্চেষ্টার)	১৮৮০	জুরিক্	১৮৩২
টোকিও (জাপান)	১৮৬৮				

উপরে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের তালিকা উদ্ধৃত হইল তাহার সকল গুলিই যে এখনও ইউনিভার্সিটী পদবাচ্য আছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। কতকগুলি হয়'ত একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে ও কোনটী বা ইউনিভার্সিটীর মর্য্যাদা হারাইয়া সামান্য স্কুলে পরিণত হইয়া শিক্ষাদানের সহযোগিতা করিতেছে। খৃষ্টীয় ১৬ শ ও ১৭শ শতাব্দে স্পেনের ও অন্যান্য স্থানের জেসুইট্ কলেজগুলি ইউনিভার্সিটি বলিয়া পরিগণিত হইলেও অধিক দিন সে মর্য্যাদা রাখিতে সমর্থ হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দের মধ্যে উহার অনেকগুলিই স্বীয় মর্য্যাদা হারায় ও কতকগুলি সামান্য স্কুলে পরিণত হয়।

স্পেনরাজ্যে এখন Institutos (secoudary schools) নামক স্কুলে B. A. উপাধি পাইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু M. A. উপাধি কেবল মাত্র ইউনিভার্সিটী হইতে পাওয়া যায়। স্পেন রাজধানী মাদ্রিড্ নগরের Universidad Central নামক ইউনিভার্সিটী ভিন্ন স্পেনের অপর কোন কলেজে Doctor উপাধি দিবার বিধি নাই।

সভ্যতা ও জ্ঞানালোকের বলবতী আকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং সেই অভাব মোচনের জন্য কর্তৃপক্ষগণ তথাকার বিভিন্ন প্রদেশে "কলেজ" বা ইউনিভার্সিটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া উচ্চশিক্ষা বিতরণে যত্নবান্ হন। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাবিভাগীয় কমিশন বিবরণীতে প্রকাশ যে, যুক্তরাজ্যে সর্ব্বসমেত ৩৭০টী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; তন্মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মতত্ত্বালোচনার এবং কতকগুলি একবিষয়ের (Single faculty) ও কতকগুলি নানাবিষয়ের শিক্ষার চরমোৎকর্ষ সাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আলোচিত বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দকে উপাধি দেওয়া হয়। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে যুক্তরাজ্যের রাজ্যভাগ বা জনপদের নাম ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা প্রদত্ত হইল।

বিভাগের নাম	কলেজ সংখ্যা	বিভাগের নাম	কলেজ সংখ্যা
আলাবামা	৪	আর্কান্সাস্	৫
কালিফোর্ণিয়া	১১	কোলোরেডো	৩
কনেক্‌টিকাট্	৩	ডেলাওয়ার	১
ফ্লোরিডা	১	জর্জিয়া	৬
ইলিনোইস্	২৯	ইণ্ডিয়ানা	১৫
আইওয়া	১৯	কান্সাস্	৮
কেণ্টকী	১৫	লুইসিয়ানা	১০
মেইন্	৩	মেরিল্যাণ্ড	১০
মাসাচুসেটস্	৭	মিচিগান	৯
মিনেসোটা	৫	মিসিসিপি	৩
মিসৌরী	২০	নেব্রাস্কা	৫
নিউহ্যাম্পসায়ার	১	নিউ জার্সি	৪
নিউ ইয়র্ক	২৯	নর্থ কারোলিনা	৯
ওহিও	৩৩	ওরেগণ	৬
পেন্‌সিল্‌ভানিয়া	২৬	রোড আইল্যাণ্ড	১
সাউথ কারোলিনা	৯	টেনেসি	২০
টেক্সাস	১১	ভার্মোণ্ট	২
ভার্জিনিয়া	৭	ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া	২
উইস্‌কোন্‌সিন্	৪	ডাকোটা	২
কলম্বিয়া ডিষ্ট্রিক্ট	৫	উটা	১
ওয়াসিংটন	১		

যুক্তরাজ্যের বিভিন্নকেন্দ্রে এতাদৃক্ অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায় বিদ্যাদান বিষয়ে অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। এমন কি, বার্ষিক ৩০ ডলার মাত্র ব্যয় করিলে ওহিও জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে একবৎসর কাল শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট হার্ভার্ডে বক্তৃতা দানকালে বিশ্ববিদ্যালয়কে চারিটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে প্রস্তাব করেন; তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ (১) আদি ঐতিহাসিক কলেজ, (২) রাজকীয় বিদ্যালয়, (৩) ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের দ্বারা পরিচালিত কলেজ এবং (৪) সাধারণের চাঁদায় বা ব্যক্তি বিশেষের দানে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, এইরূপ ভাবে বিভক্ত হয়। তাহা হইতে একটী তালিকা সংগৃহীত হইলে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংগ্রহের বিশেষ সুবিধার সম্ভাবনা।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিনের প্রণোদিত প্রথায় টমাস ও রিচার্ড পেন্ পেন্‌সিলভানিয়ায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ P.h D. উপাধি পাইয়া থাকেন। উচ্চশিক্ষার পরিচায়ক উক্ত উপাধি লাভের আশায় বিভিন্নদেশ হইতে বহু শিক্ষার্থী এদেশে আসিয়া থাকে। হাভার ফোর্ড ও লাফায়েট কলেজ দ্বয়ে এবং লেহাই ইউনিভার্সিটীতে কলেজী শিক্ষার নির্দ্ধারিত প্রত্যাতিরিক্ত উচ্চতম বিদ্যানুশীলনের জন্য উন্নত উপাধিসমূহ (advanced Degrees) দান করা হইয়া থাকে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাল্টিমোর সহরে জন হপ্‌কিন্স ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতেই এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিষয়ে সুখ্যাতিলাভ করে। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যতীত এখানে অধ্যাপকের কর্ত্তব্যোপযোগী বিষয়ে এবং বিশিষ্ট বিষয়ে (especial line of original research) শিক্ষাদান করা হয়। নিউইয়র্ক সহরের কলম্বিয়া কলেজ, কোর্ণেল ইউনিভার্সিটী, প্রভিডেন্সের ব্রাউন্স ইউনিভার্সিটি এবং প্রিন্সটোন্, মিচিগান, ভার্জিনিয়া ও কালিফোর্ণিয়ার ইউনিভার্সিটী এতদ্বিষয়ে অনেক অগ্রসর। আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই Graduate ও Undergraduate কে পৃথক্ রাখিবার জন্য A. B., S. B, Ph. B. প্রভৃতি Baccalaurate উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতায়; ১৮ই জুলাই বোম্বাই সহরে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ নগরে ইউনিভার্সিটী স্থাপিত হয়। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় বিস্তার ব্যতীত উহা দ্বারা ভারতে আর অপর ভাষায় শিক্ষোন্নতি সাধিত হয় নাই। ভারতের ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল লিখিয়াছেন, "ভারতীয় ইউনিভার্সিটী নিচয়ে পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা লইয়া তাহাদের উপাধি বিতরণ, পাঠ্যপুস্তক অবধারণ এবং শিক্ষা বিষয়ক বিধি নির্দ্দেশাদি কার্য্য ভিন্ন এখানে শিক্ষাদানের কোন বন্দোবস্ত নাই। কতকগুলি দেশীয় ও য়ুরোপীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের (Fellows) তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত। এই সকল ইউনিভার্সিটী হইতে কেবল মাত্র সাধারণ শিক্ষা (Arts) দর্শন (Philosophy), ব্যবস্থা (Law), ডাক্তারী (Medicine), স্থাপত্যবিদ্যা (Civil Engineering) ও পদার্থবিদ্যা (Natural and Physical Science) বিষয়ে (faculties) উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।"

১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটী কলেজ স্থাপিত হয়। উক্ত বর্ষের পূর্ব্বে এখানে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কেবল টাইটেল দেওয়া হইত, ডিগ্রী দিবার ব্যবস্থা ছিল না। এই ইউনিভার্সিটীতে প্রাচ্যভাষার (Oriental language & Literature) অধিক সমাদর আছে এবং ছাত্রেরা য়ুরোপীয়ের গবেষণা মূলক বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা অবগত হইতে সমর্থ হয়। তজ্জন্য বহুদিন হইতে এখানে B. O L (Bachelar of oriental literature) উপাধির সৃষ্টি হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তরপশ্চিম (যুক্তপ্রদেশ) প্রদেশের এলাহাবাদে আর একটী ইউনিভার্সিটী স্থাপিত হয়। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন ও শিক্ষা প্রণালী কতকাংশে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড, কেম্বিজ ও স্কট্‌লণ্ডের এডিনবরা ইউনিভার্সিটীর অনুরূপ।

১৯০৬-০৭ খৃঃ ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের সংস্কারকল্পে নূতন বিধি (University Bill) প্রবর্ত্তন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি সাধনই এই বিধির মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহার ভিত্তি বড়ই আড়ম্বর পূর্ণ। পূর্ব্বে যেরূপ অল্পব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্য্য নিষ্পাদিত হইত, এখন আর সেরূপ অল্পব্যয়ে কলেজ পরিচালনের উপায় নাই। প্রতি কলেজে একটী সুবৃহৎ Laboratory রক্ষা এবং বর্ত্তমান প্রণালী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক অধ্যাপকাদি নিয়োগ বড়ই ব্যয়সাধ্য। এখনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এই নূতন বিধির প্রচলন হয় নাই, তবে ভিত্তিপত্তনের সূত্রপাত হইতেছে মাত্র বলা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্বস্ (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞ।

বিশ্ববিধাতৃ (ত্রি) বিশ্বস্রষ্টা, সৃষ্টিকর্ত্তা।

বিশ্ববিধায়িন্ (পুং) বিশ্ববিধাতা।

বিশ্ববিভাবন (ক্লী) ১ বিশ্বপালন, সংসারের প্রতিপালন।

"যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য্য বিশ্ববিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ।"

(ভাগবত ৪।৮।২০

'বিশ্বস্য বিভাবনায় পালনায় আত্তা স্বীকৃতা গুণাভিপত্তিঃ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্য।' (স্বামী)

২ বিশ্বপালক, জগৎপিতা। ৩ রক্তকল্পজাত ব্রহ্মার মানস পুত্রভেদ। (লিঙ্গপু° ২২।২)

বিশ্ববিশ্রুত (ত্রি) জগদ্বিখ্যাত।

বিশ্ববিষ্ণু (ত্রি) বিষ্ণুর নামান্তর।

বিশ্ববিসারিন্ (ত্রি) বিশ্বব্যাপ্ত, জগৎপ্রসারী।

বিশ্ববীজ (ক্লী) বিশ্বের অঙ্কুর স্বরূপ, ঈশ্বর।

বিশ্ববৃক্ষ (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর।

বিশ্ববৃত্তি (স্ত্রী) সাধারণ জ্ঞান বৈষয়িক জ্ঞান।

বিশ্ববেদ (পুং) আচার্য্যভেদ।

বিশ্ববেদ, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তদীপ নামে সংক্ষেপশারীরকব্যাখ্যা প্রণেতা। ইনি আনন্দত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন।

বিশ্ববেদস (ত্রি) বিশ্বং বেত্তি বিশ-বিদ-অসুন্। ১ সর্ব্বজ্ঞ। ২ ইন্দ্রাদি দেবতা।

"সাহহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্।
বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরংপদম্॥" (ভাগবত ৮।৩।২৬)

৩ সর্ব্বধন, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন।

"যুবোর্বিশ্বা অধি শ্রিয়ঃ পৃক্ষশ্চ বিশ্ববেদসা" (ঋক্ ১।১৩২।৩)

'হে বিশ্ববেদসা সর্ব্বধনৌ যুবোর্য়্যুবয়োঃ' (সায়ণ)

বিশ্ববেদিন্ (ত্রি) ১ সর্ব্বজ্ঞ। ২ খনিত্র রাজার মন্ত্রী।
(মার্কণ্ডপুরাণ ১১৮।২৮)

বিশ্বব্যচস্ (ত্রি) ১ বিশ্বব্যাপ্ত, সর্ব্বব্যাপী।

"বিশ্বব্যচসমবত° মতীনা°" (ঋক্ ৯।৪৬।৪)

'বিশ্বব্যচসং বিশ্বব্যাপ্তং মতীনাং স্তুতীনাং স্তোতৄণাং বা অবত° রক্ষক°' (সায়ণ)

(পুং) ২ সূর্য্য।

"বিশ্ব' বিচতি উদিতঃ সন প্রকাশয়তি ইতি বিশ্বব্যচা আদিত্যোহয়' প্রসিদ্ধঃ" (শুক্লযজুঃ ১৩।৫৬ মহীধর)

৩ সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বগামী। "বিশ্বস্মিন বাচোগমন' যস্ত স বিশ্বব্যচাঃ সর্ব্বতোগমনঃ" (শুক্লযজুঃ ৮।৪১ মহীধর)

বিশ্বব্যাপিন্ (পুং) সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রগামী, সকল স্থানে বিস্তৃত।

বিশ্বশম্ভুমুনি, একাক্ষরনামমালিকা নাম্নী ক্ষুদ্র অভিধান-প্রণেতা। অভিধানচিন্তামণিতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

বিশ্বশম্ভু (ত্রি) বিশ্বের মঙ্গলবিধায়ক, জগতের মঙ্গলজনক।

"বিশ্বশম্ভুবঃ বিশ্বস্য জগতঃ শং সুখং ভাবয়ন্তি জনয়ন্তি বা"
(শুক্লযজুঃ ৪।৭ মহীধর)

বিশ্বশর্ধস্ (ত্রি) ১ ব্যাপ্তবল, শিক্ষিপুত্তেজা। ২ সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহবান, বহু উৎসাহযুক্ত

"স° সস্তনো যুধানো বিশ্বশর্ধসো" (ঋক্ ৫।৩৪।৮)

"বিশ্বশর্ধসো ব্যাপ্তবলৌ বহূৎসাহৌ বা' (সায়ণ)

বিশ্বশর্ম্মন্, প্রবোধচন্দ্রিকা নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা।

বিশ্বশারদ (ত্রি) প্রতি শরৎকাল বিহিত।

বিশ্বশুচ্ (ত্রি) বিশ্বদীপক, সংসারোদ্দীপক।

"প্রায়ন্ত্রে বিশ্বশুচে ধিয়ন্ধেহসুরয়ে মন্ম ধীতিং ভরধ্বং।"
(ঋক্ ৭।১৩।১)

'হে সখায়ো বিশ্বশুচে বিশ্বং যোদীপয়তি তস্মৈ' (সায়ণ)

বিশ্বশ্চন্দ্র (ত্রি) বিশ্বের আহ্লাদজনক, যাহা হইতে সকলের আহ্লাদ জন্মে।

"প্র সধ্রীচীরসৃজদ্বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ" (ঋক্ ৩।৩১।১৬)

'বিশ্বশ্চন্দ্রা বিশ্বস্যাহ্লাদয়িত্রীঃ বিশ্বমাহ্লাদো যাভ্যস্তা ইতি বা।'(সায়ণ)

বিশ্বশ্রেষ্ঠজ্ঞানবল (ক্লী) বুদ্ধের দশবলের অন্তর্গত শক্তিবিশেষ।

বিশ্বশ্রবস্ (পুং) মুনিবিশেষ, কুবের ও রাবণাদির পিতা।

বিশ্বসংবনন (ক্লী) ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে মোহাভিভূত করা।

বিশ্বসখ (পুং) বিশ্বেষাং সখা। জগদ্বন্ধু, জগতের সখা, বিশ্বের হিতকারী।

"পাতুং সহো বিশ্বসখঃ সমগ্রাং বিশ্বম্ভরামাত্মজমূর্ত্তিরাত্মা।"
(রঘু ১৮।২৪)

বিশ্বসত্তম (ত্রি) বিশ্বেষামযমতিশয়েন [সন্] সাধুঃ ইতি বিশ্ব-সৎ-তম। ১ সংসারের বা সকলের মধ্যে অতিশয় সাধু। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (মহাভারত)

বিশ্বসন (ক্লী) ১ বিশ্বাস, প্রত্যয়। ২ মুনিগণের বিশ্রামভূমি।

"মুনিবিশ্রামদেশো যস্তত্ত্ বিশ্বসনং স্মৃতম্" (প্রাক্)

বিশ্বসনীয় (ত্রি) বিশ্বসিতব্য। বিশ্বাস্য। বিশ্বাসযোগ্য।

বিশ্বসম্ভব (ত্রি) বিশ্বস্য সম্ভব উৎপত্তির্যস্মাৎ। ঈশ্বর মহাপুরুষ।
(হরিবংশ)

বিশ্ব (নাথ) সরকার—বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে প্রসিদ্ধ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আলম্যান গোত্রীয় শিখিধ্বজ দেবের বংশধর। বগুড়া জেলার মাদলা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। তথায় ইঁহার বহু সৎকর্ম্ম ও দানশীলতার পরিচয় বিদ্যমান। উক্ত গ্রামে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছে।

বিশ্বসহ (পুং) ১ সূর্য্যবংশীয় রাজা ঐড়বিড়ের পুত্র।
(ভাগবত ৯।৯।৪২)

২ ব্যুষিতাশ্বের পুত্রভেদ। (রঘু ১৮।২৪)

বিশ্বসহা (স্ত্রী) অগ্নির সপ্ত জিহ্বান্তর্গত জিহ্বাভেদ। (জটাধর)

বিশ্বসহায় (ত্রি) বিশ্বেদেবা। (হরিবংশ)

বিশ্বসাক্ষিন্ (ত্রি) সর্ব্বদর্শী। ঈশ্বর।

বিশ্বসামন্ (পুং) ১ আত্রের গোত্রসম্ভূত ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ৫।২২।১ মন্ত্রদ্রষ্টা।

"প্র বিশ্বসামন্নত্রিবদর্চ" (ঋক্ ৫।২২।১)

কাথ দ্বারা [সায়ংকালে ভোজনোত্তর] নস্ত করিলে বিশ্বাচী ও অববাহুক রোগের উপশম হয়।

৩ সর্ব্বব্যাপিনী।

"স বিশ্বাচীরভি চষ্টে" (ঋক্ ১০।১৩৯।২)

'স দেবো বিশ্বাচীর্বিশ্বমঞ্চন্তীঃ সর্ব্বব্যাপিনীঃ প্রাচ্যাদিমহাদিশোঽভি চষ্টে প্রকাশয়তি' (সায়ণ)

৪ সর্ব্বত্রগামী।

"আ বিশ্বাচী বিদথ্যামনক্ত্বগ্নে" (ঋক্ ৭।৪৩।৩)

'বিশ্ব' সর্ব্বং হবিরঞ্চতি গচ্ছতীতি বিশ্বাচী স্রুচঃ আনক্ত আ সমন্তাৎ সিক্ত ।' (সায়ণ)

বিশ্বাজিন (পুং) ঋষিভেদ (পা° ৬।২।১০৬ বার্ত্তিক)

বিশ্বাতীত (ত্রি) বিশ্বের অতীত, ঈশ্বর।

বিশ্বাত্মক (ত্রি) বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বময়।

বিশ্বাত্মন্ (পুং) বিশ্বমেব আত্মা যস্য বিশ্বস্য আত্মা বা। বিষ্ণু।

জয় কর্ত্তা চ বিশ্বাত্মন্নজস্তাকর্ত্তৃরাত্মনঃ।

তির্য্যঙ্নৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥" (ভাগবত ১।৮।৩০)

২ মহাদেব।

"অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্।"(কুমারস°৬।১)

৩ ব্রহ্মা।

বিশ্বাদ্ (ত্রি) বিশ্ব' সর্ব্বং অত্তীতি বিশ্ব-অদ ক্বিপ্। সর্ব্বভুক্, সর্ব্বভক্ষক, অগ্নি।

"অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু" (ঋক্ ১০। ১৬)

'বিশ্বাৎ সর্ব্বত্তাত্তাগ্নিস্ত্বাদপয়মঙ্গনগদং কৃণোতু দোষরহিতং করোতু সংস্কারোক্তিকার্থঃ, (সায়ণ)

বিশ্বাদি (পুং) কষায়বিশেষ। শুঁঠ, বালা, কেবপর্পটী, বীরণমূল, মথা ও রক্তচন্দন, এই কয়েক দ্রব্যের সমষ্টিতে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া শিলাতলে পেষণ করত /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে শুভ্র বস্ত্রে ছাঁকিয়া তৃষ্ণা, দাহ ও বমি সংযুক্ত জ্বরে পানীয় রূপে অল্প অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে তৃষ্ণাদির নিবৃত্তি হইয়া জ্বরের লাঘব হয়। এই কাথের নাম বিশ্বাদি পাচন বা কষায়।

বিশ্বাধায়স্ (পুং) বিশ্ব' দধাতি পালয়তি ধা-ণিচ্-অসুন্ পৃষোদরাদি°। দেবতা (সিদ্ধান্ত কৌ°)

বিশ্বাধার (পুং) জগদাধার, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, স্রষ্টা, বিধাতা।

বিশ্বাধিপ (পুং) জগৎপতি, বিশ্বপতি, পরমেশ্বর।

(শ্বেতাশ্বতরোপ° ৩।৪)

বিশ্বাধিষ্ঠান, অন্নপূর্ণোপনিষদ্ভাষ্য প্রণেতা।

বিশ্বানন্দনাথ, কৌলমর্দন ও কৌলাচার রচয়িতা।

বিশ্বানর, বল্লভাচার্য্যের নামান্তর।

বিশ্বানর (পুং) ১ অগ্নিজনক বিপ্রভেদ। [বৈশ্বানর শব্দ দেখ।] ২ সকলের নেতা।

"বিশ্বানরঃ সবিতা দেবো অশ্রেৎ" (ঋক্ ৭।৭৬।১)

'বিশ্বানরঃ সর্ব্বেষাং নেতা সবিতা দেব উদশ্রেৎ' (সায়ণ)

বিশ্বান্তর (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ১১৩।৯)

বিশ্বায়ুষ্ (ত্রি) বিশ্বপোষক ধন।

"পুংসঃ পুত্রা উত বিশ্বায়ুষং রয়িং" (ঋক্ ১।১৬২।২২)

'বিশ্বায়ুষং বিশ্বস্য পোষকং ধনং' (সায়ণ)

বিশ্বাপ্সু (ত্রি) দেবতা দিগের আহ্বানকারী, নানারূপী অগ্নি, পার্থিব, বৈদ্যুত, জাঠরাদি ভেদে অগ্নির নানা রূপ।

"হোতারং বিশ্বাপ্সুং বিশ্বদেব্যং" (ঋক্ ১।১৪৮।১)

বিশ্বাপ্সুং দেবানামাহ্বাতারং, অপ্সিতি রূপনাম, নানারূপং পার্থিববৈদ্যুতজাঠরাদিভেদেন হবনীয়াদি ভেদেন বা যদ্বা কালীকরালাদিরূপেণ জ্বালানাং বৈরূপ্যাদ্বিশ্বরূপত্বং" (সায়ণ)

বিশ্বাভূ (ত্রি) সকলের ভাবয়িতা ইন্দ্র।

"বিশ্বনরায় বিশ্বাভুবে" (ঋক ১০।৫০।১)

বিশ্বাভুবে সর্ব্বস্য ভাবয়িত্রে মরুত্বিন্দ্রায় (সায়ণ)

বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মচার নামক জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

বিশ্বামিত্র, (পুং) বিশ্বমেব মিত্রমস্য। (মিত্রে চর্ষৌ। পা ৬।৩।১৩০) ইতি বিশ্বস্যাকারস্য দীর্ঘঃ। ব্রহ্মর্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—গাধিজ, ত্রিশঙ্কুযাজী, গাধেয়, কৌশিক, গাধিভূ। (শব্দরত্না°)

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ যোগবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি সাতটী প্রধান মহর্ষির একতম বলিয়াও গণ্য হন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমুদায় সূক্তের মন্ত্রগুলির অভিধাতা মহর্ষি বিশ্বামিত্র বা তদ্বংশীয় ঋষিগণ। উক্ত মণ্ডল বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, তিনি ইষীরথের অপত্য কুশিকবংশীয় (ঋক্ ৩।১)। রাজা কুশিক কুশের অপত্য এবং সেই রাজা কুশিকের তনয় গাথী (গাধি) ঋষি। (ঋক ৩।১৯-২২ সূক্ত) মহারাজ গাধি পুরুবংশীয় এবং কান্যকুব্জের নরপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই কারণে হরিবংশ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণাখ্যানে বিশ্বামিত্র পৌরব, কৌশিক, গাধিজ ও গাধিনন্দন প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ঋক্সংহিতার ৩।৫৩ সূক্তে সুদাস রাজার যজ্ঞের কথা আছে। তথায় "বিশ্বামিত্র মহান্ ঋষি, তিনি দেবতার ও দেবকৃত এবং নেতৃগণের উপদেশক। তিনি জলবিশিষ্ট সিন্ধুর বেগ অর্থাৎ বিপাট্ ও শুতুদ্রু নদীর সংযোগস্থল নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ঋক্ ৩।৩৩।৯ তাহা) তিনি যখন সুদাস রাজার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন, তখন ইনি কুশিকবংশীয়দিগের সহিত

ঋচীক কহিলেন, তাহা হওয়া অসম্ভব। ইহা শুনিয়া সত্যবতী বলিলেন ভগবন্! যদি নিতান্তই আপনার অভিলাষিত হইয়া থাকে যে, আপনি উহার অন্যথা করিবেন না, তাহা হইলে অগত্যা এরূপ করুন, যাহাতে আমার পুত্র না হইয়া বরং পৌত্র ঐরূপ গুণশালী হয়। দেবীবাক্যে প্রসন্ন হইয়া ঋষি কহিলেন, 'পুত্র ও পৌত্রে আমার কিছু বিশেষ নাই। অতএব তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই হইবে।' পরে সেই গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। এই জমদগ্নির পুত্রই ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী পরশুরাম। অতঃপর সত্যবতী মহানদী রূপে পরিণতা হইয়া পৃথিবীতে কৌশিকী নামে বিখ্যাতা হন।

এদিকে কুশিকনন্দন গাধির বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র জন্মে। বিশ্বামিত্র তপস্যা, বিদ্যা, ও শমগুণ দ্বারা ব্রহ্মর্ষির সমতা লাভ করিয়া অবশেষে সপ্তর্ষিমধ্যে গণনীয় হন। বিশ্বামিত্রের অপর নাম বিশ্বরথ। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দেবরাত, দেবশ্রবা, কতি, হিরণ্যাক্ষ, সাংকৃতি, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দা, জয়, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ, হারিত প্রভৃতি কয়েকটী পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্র দ্বারাই মহাত্মা কুশিকের বংশ বিশেষ বিখ্যাত হয়।

এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের নারায়ণি ও নর নামে আরও দুইটী পুত্র ছিল। এই বংশে বহু ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুবংশীয় মহাত্মাদিগের সহিত কুশিকবংশীয় ব্রহ্মর্ষিদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। এই জন্যই উভয় বংশ হইতে ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধ চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্রের পুত্রদিগের মধ্যে শুনঃশেফ সকলের অগ্রজ। এই শুনঃশেফ ভার্গব হইলেও কৌশিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পশুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ ইহাকে পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। সেই জন্য ইহার নাম দেবরাত হয়। (হরিবংশ ২৭ অ°)*

কালিকাপুরাণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি-বিবরণ প্রায় এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে, একটু বিশেষ এই যে মহর্ষি ভৃগু পুত্রবধূকে বর গ্রহণ করিতে বলেন, তাহাতে বধূ সত্যবতী বেদবেদাঙ্গপারগ পুত্র প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি নিশ্বাস ত্যাগ করেন, ঐ নিশ্বাস বায়ুর সহিত দুই প্রকার চরু উৎপন্ন হয়, ঐ চরুর মধ্যে তাঁহাকে এক প্রকার এবং তাঁহার মাতাকে অন্য প্রকার গ্রহণ করিতে বলেন। পরে দৈবক্রমে চরুর বিপর্য্যয়ে উভয়ের পুত্রেরও বিপর্য্যয় হয়। (কালিকা পু° ৮৬ অ°)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া যেরূপে ঋষিত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় রামায়ণে এইরূপ কথিত আছে,—কুশ নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন, তাহার পুত্র কুশনাভ। গাধি নামে কুশনাভের এক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। বিশ্বামিত্র এই গাধির পুত্র। তিনি শৌর্য্যে ও বীর্য্যে সমস্ত নরপতিগণের অগ্রণী ছিলেন ও বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করেন।

একদা বিশ্বামিত্র বহুসৈন্য-সামন্তে পরিবৃত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হন এবং বিচরণ করিতে করিতে বহু নগর, রাষ্ট্র, সরিৎ, মহাগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কালক্রমে বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হন। এই আশ্রম দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক সদৃশ এবং সকলই শমগুণান্বিত। তপস্যা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এই আশ্রমের চারিদিকে বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বামিত্র এই আশ্রম দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া বশিষ্ঠের সমীপে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বশিষ্ঠও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, রাজন। আমি আপনার ও এই সকল সৈন্যসামন্তগণের যথাবিধি অতিথি সৎকার করিতে বাসনা করি। আপনি আমার কৃত এই সৎকার গ্রহণ করুন, কারণ আপনি অতিথিশ্রেষ্ঠ, সুতরাং যত্ন-সহকারে পূজনীয়।

বশিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন ভগবন্! আপনার সংকারানুকূল বাক্যেই আমি বিশেষ সংকৃত হইয়াছি। আপনি প্রসন্ন হউন, এক্ষণে আমি গমন করি। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে বশিষ্ঠ পুনরায় বারংবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে 'তথাস্তু' বলিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

বশিষ্ঠ তখন রাজার প্রতি প্রীত হইয়া চিত্রবর্ণা হোমধেনু শবলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শবলে! রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে আজ আমার অতিথি। তুমি আজ আমার নিমিত্ত তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে ছয় প্রকার রসের ভিতর, যাহার যে রসে অভিরুচি, তাহার জন্য সেই রস সৃষ্টি কর।

শবলা তখন বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে সকলের ইচ্ছানুরূপ কমনীয় দ্রব্য সকল উৎপাদন করিলেন। তিনি তখন অনেক ইক্ষু, মধু, লাজ, মৈরেয় মদ্য এবং আরও উত্তম মদ্য ও নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্যের সৃষ্টি করিলেন। এই সকল খাদ্য রজত নির্ম্মিত পাত্রে প্রদত্ত হইল। তাহাতে বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যগণ পরমপ্রীতি লাভ করিলেন।

বশিষ্ঠের এই রাজচর্চ্চিত সৎকারে পরমপ্রীত হইয়া, বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে একটী অনুরোধ করিতেছি, আপনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন। আমি আপনাকে এক লক্ষ গাভী দিতেছি, আপনি সেই গাভীর

---

* হরিবংশ ২৭ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রকে অমাবসুর ও ৩২ অধ্যায়ে আয়ুর বংশের বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিনিময়ে আমাকে শবলা প্রদান করুন। শবলা রত্নস্বরূপা, রাজাও রত্নের অধিকারী। রাজা বলপূর্ব্বকও রত্ন হরণ করিয়া লইতে পারেন। অতএব ঐ গাভী ন্যায়ানুসারে আমারই প্রাপ্য; সুতরাং আপনি আমাকে উহা প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! শতকোটি গো অথবা রজতরাশির বিনিময়েও শবলাকে দিব না, যে হেতু এই শবলা আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায় আমার চির-সহচরী। সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করা আমার উচিত নহে। বিশেষতঃ হব্য, কব্য, জীবন, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম ও বিবিধ বিদ্যা, আমার এই সকল যাহা কিছু সে সমস্তই শবলার আয়ত্তাধীন। অধিক কি, আমি সত্য সত্যই শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব বা সর্ব্বৈশ্বর্য্যের নিদান। অতএব রাজন্! আমি কোন ক্রমেই তোমাকে শবলা প্রদান করিব না।

বশিষ্ঠ কোন মতেই কামধেনু শবলাকে দিলেন না দেখিয়া বিশ্বামিত্র যখন ভৃত্য দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিতে চলিলেন। তখন শবলা যারপর নাই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বশিষ্ঠের নিকট গিয়া বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা জানিয়াও আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন? বশিষ্ঠ শবলার এই কথা শুনিয়া দুঃখিতা কন্যার ন্যায় শোক-সন্তপ্ত হৃদয়া শবলাকে কহিলেন, শবলে! তুমি কোন অপরাধ কর নাই এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, রাজা বলবান্, তিনি বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন।

শবলা বশিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়েরা শক্তিতে সমকক্ষ নহেন, ব্রাহ্মণগণই বলবত্তর। ব্রাহ্মণদিগের দিব্যবল ক্ষত্রিয়বল হইতে অত্যন্ত অধিক, সুতরাং আপনি অপ্রমেয় বলসম্পন্ন, আপনার বীর্য্য কেহ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি আমাকে নিয়োগ করুন, আমি এখনই এই দুরাত্মা বিশ্বামিত্রের দর্প চূর্ণ করিতেছি। বশিষ্ঠ শবলার এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে তাহাকে কহিলেন, তুমি পরসৈন্যবিনাশক সৈন্যের সৃষ্টি কর। শবলা তাঁহার সেই কথা শুনিয়া হম্বা হম্বা রব করিতে লাগিল। তাহার এই রবে শত শত পহ্লব সৈন্যের সৃষ্টি হইল। সেই সকল সৈন্য বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে শবলা তখন হুম্বাররবে কাম্বোজ, স্তনদেশ হইতে বর্ব্বর, যোনিদেশ হইতে শক এবং রোমকূপ হইতে হারীত ও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বামিত্রের হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি প্রভৃতি সৈন্য সকল সংহার করিয়া ফেলিল। বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক বহু সংখ্যক সৈন্যবিনাশ হইতে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি হুঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যাদি বিনষ্ট হইলে তিনি হতবল ও হতোৎসাহ হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ লাভের জন্য হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গিয়া মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সমগ্র মন্ত্র ও রহস্যের সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্বেদ প্রদান করেন।

বিশ্বামিত্র মহাদেবের নিকট সমগ্র ধনুর্বেদ লাভে অতিশয় দর্পিত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া তাঁহার প্রতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সকল অস্ত্রে তপোবন যেন দগ্ধ হইতে লাগিল এবং আশ্রমস্থ সকলই চারিদিকে পলায়নপর হইল। তখন বশিষ্ঠ কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করিয়া কহিলেন, ওরে ক্ষত্রিয়াধম বিশ্বামিত্র! তুমি ক্ষত্রিয় বলে ব্রহ্মবলকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তুমি দেখ এক ব্রহ্মবলে তোমার এই সমস্ত ক্ষত্রিয়বল পরাভূত হইবে। অনন্তর বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের মহাঘোর অস্ত্র সকল, জল দ্বারা অগ্নিবেগ প্রশান্তির ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে একেবারেই নিরাকৃত হইল।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে নিগৃহীত হইয়া বলিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্মবলই যথার্থ বল। যে তপোদ্বারা এই ব্রহ্মবল লাভ করা যায়, আমি সেইরূপ তপস্যাই করিব। এইরূপ স্থির করিয়া বিশ্বামিত্র পত্নীর সহিত দক্ষিণ দিকে গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ ও দৃঢ়নেত্র নামে তিনটী পুত্র জন্মে।

এইরূপে তপস্যায় নিরত থাকিয়া বিশ্বামিত্রের যখন সহস্র বৎসরকাল অতীত হইল, তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিলেন, বিশ্বামিত্র! তুমি যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছ, তাহাতে আমার বরে তোমার রাজর্ষিপদ লাভ হইবে, এই বলিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার এই বরবাক্য শুনিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন এবং ভাবিলেন, আমার এই তপোহনুষ্ঠান দ্বারা কিছুই ফল হইল না। যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারি, তাদৃশ দুষ্কর তপস্যা করিব। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া পুনরায় যত্নের সহিত তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গগমন-কামনায় যজ্ঞ করিবার জন্য বশিষ্ঠের শরণাগত হন, বশিষ্ঠ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ত্রিশঙ্কু তদীয় পুত্রগণের শরণাগত হইলে তাঁহারাও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অধিকন্তু তাঁহার

প্রতি চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির অভিসম্পাত করেন। তাঁহাদের শাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট যান।

বিশ্বামিত্র তাঁহাকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আপনি অযোধ্যাপতি ত্রিশঙ্কু, অভিশাপবশে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি আপনার অভিলাষ প্রকাশ করুন। আমি আপনার শ্রেয়ঃসাধন করিব। তখন চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কু কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি যজ্ঞ করিয়া যাহাতে সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি এই আমার অভিলাষ; গুরুদেব বশিষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্রগণের নিকট শাপ প্রত্যাখ্যাত ও বর্তমানাবস্থাপন্ন হইয়া এখন আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর জন্য যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তখন বশিষ্ঠপুত্রগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দোষারোপ করেন। পরে বিশ্বামিত্র আবার তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ পুত্রগণকে এই অভিসম্পাত দেন যে, উহারা যখন আমাকে বিনাদোষে দূষিত করিয়াছে, তখন অচিরকাল মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাদের মৃত্যু হইবে এবং সাত জন্ম পর্য্যন্ত কুক্কুরমাংসাহারী ও শববস্ত্রাদিধারক মুষ্টিক (ডোম) হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। বিশ্বামিত্রের এই শাপে বশিষ্ঠের পুত্রগণ উক্ত প্রকার দুর্গতি লাভ করেন।

এদিকে ত্রিশঙ্কু রাজা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞফলে স্বর্গারোহণ করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গ হইতে পাতিত করায় ক্রোধে বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টির অভিলাষ করিয়া অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। ত্রিশঙ্কু সেই স্থানে অবস্থান করেন*।

[বিশেষ বিবরণ ত্রিশঙ্কু শব্দে দ্রষ্টব্য]

পরে বিশ্বামিত্র ইচ্ছানুরূপ তপোনুষ্ঠান হইতেছে না এবং নানারূপ তপোবিঘ্ন ঘটিতেছে বুঝিতে পারিয়া দক্ষিণদিক পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে পশ্চিমদিকে পুষ্করতীরবর্ত্তী বিশাল তপোবনে যাইয়া যাহাতে অচিরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় রাজা অম্বরীষ একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন, ইন্দ্র তাহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করেন। যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইলে রাজা যজ্ঞীয় পশুর পরিবর্ত্তে একটী নরবলি দিবার জন্য যখন ঋচীক পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া লইয়া আসেন তখন সে বিশ্বামিত্রের শরণাগত হয়। বিশ্বামিত্র ইহার প্রাণরক্ষার জন্য মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি পুত্রগণকে বলেন যে পুত্রগণ তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, এই মুনিপুত্র আমার শরণাগত হইয়াছে, তোমরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। তোমরা স্বয়ং এই নরেন্দ্রের যজ্ঞীয় বলি হইলে তাঁহার যজ্ঞ সমাধা এবং ইহারও প্রাণরক্ষা হইবে।

পুত্রগণ বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন আপনি নিজ পুত্র দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অতিশয় অন্যায় এবং ধর্ম্ম বিগর্হিত। বিশ্বামিত্র পুত্রদের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন যে, যখন আমার বাক্য অবহেলা করিলে, তখন তোমরাও বশিষ্ঠ পুত্রদিগের ন্যায় মুষ্টিক (ডোম) জাতিতে বহুবার জন্মগ্রহণ করিবে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল। তিনি ভাগিনেয় শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠপুত্র স্থানীয় করিতে অভিলাষী হইয়া তৎসম্বন্ধে পুত্রগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। মধুচ্ছন্দের কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন পিতার অভিপ্রায়ে সম্মতি প্রদান করিলেন, তখন বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে "পশু ও সন্তানসন্ততি লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান না করায় বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন যে "তোমাদের বংশ পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়া বাস করুক।" তদনুসারে তাহাদের সন্তানগণ শূদ্র ও দস্যুরূপে গণ্য হইল। তাহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিব জাতি।

(ঐতরেয়ব্রা' ৭।১৮)

অতঃপর বিশ্বামিত্র শরণাগত শুনঃশেফকে কহিলেন, বৎস! তোমার ভয় নাই, তুমি যখন অম্বরীষের যজ্ঞে রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপিত হইয়া বৈষ্ণবযূপে পাশদ্বারা আবদ্ধ হইবে। তখন আগ্নেয় মন্ত্রে অগ্নিকে স্তব এবং এই দিব্যগাথা গান করিও, তাহা হইলেই তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে। শুনঃশেফ যথাসময়ে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিলেন। ঋষির প্রসাদে তাঁহার দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি এবং রাজারও যজ্ঞসমাপ্তি হইল।

এদিকে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় পুনরায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলে, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন তুমি স্বীয় অর্জ্জিত তপোবলে

* মনু ১০।১০৮ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক চণ্ডালের হস্ত হইতে কুক্কুরের জঙ্ঘা ভক্ষণের প্রস্তাব আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও এ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ৪।৩।১৩-১৪ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টিতে বিশ্বামিত্র যখন ভক্ষণ করিবেন আশঙ্কায় চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কু তাহার ও তৎপরিবারবর্গের জন্য গঙ্গাতীরস্থ ন্যগ্রোধ তরুশাখে মৃগমাংস ঝুলাইয়া রাখেন। সেই মাংস সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্র রাজাকে স্বর্গে স্থাপিত করিয়াছিলেন। দেবীভাগবত ৭।১৩ অঃ মতে বিশ্বামিত্র দুর্ভিক্ষকালে যখন চণ্ডালগৃহে কুক্কুরমাংসভক্ষণার্থ গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী ও পুত্রেরা রাজর্ষি সত্যব্রতরক্ষিত মৃগবরাহাদির মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতায় বিশ্বামিত্র রাজার উদ্ধারের উপায় করিয়া দেন।

আর ঋষিত্ব লাভ করিলে” বিশ্বামিত্রকে এই বর দিয়া পুনর্কার যথাস্থানে গমন করিলেন। এখনও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিলাম না বুঝিয়া বিশ্বামিত্র খিন্নমনে আবারও অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রামায়ণ ও মহাভারতে মেনকার সঙ্গে বিশ্বামিত্রের রতি-প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। বিশ্বামিত্রের উগ্র যোগসাধনা দেখিয়া দেবগণ অত্যন্ত ভীত হন এবং ইন্দ্র তাঁহার যোগভঙ্গ করিবার জন্য মেনকা অপ্সরাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। অপ্সরা বিশ্বামিত্রের যোগভঙ্গ করিয়া হাবভাবে তাঁহাকে ভুলাইতে সমর্থ হয়। মেনকার সহিত বিশ্বামিত্র দশবৎসরকাল সুখে অতিবাহিত করেন এবং তাহারই পরিণামে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। স্বীয় এই চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য বিশ্বামিত্র পরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ধীর বাক্যে অপ্সরাকে বিদায় দিয়া উত্তরে হিমগিরিমূলে প্রস্থান করেন। এস্থানে থাকিয়া তিনি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন।

পরে বিশ্বামিত্র ঐ স্থান তপোবিঘ্নকর মনে করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে কৌশিকী নদী তীরে যাইয়া বাসস্থানের জন্য অতি কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। এইরূপ ভাবে যখন সহস্র২ বৎসর অতীত হইল। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সকলে ভয় পাইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, বিশ্বামিত্রের তপস্যায় আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, আপনি অবিলম্বে তাঁহাকে বর দিয়া আমাদের ত্রাণ করুন। দেবতাদের কথাক্রমে ব্রহ্মা তখনই বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার তপে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাকে ঋষিমুখ্যত্ব প্রদান করিতেছি।

ঈদৃশ রূপে বর প্রদানের পর বিশ্বামিত্র বুঝিলেন যে, আমি এবারও ব্রাহ্মণ হইতে পারিলাম না, অতএব পিতামহকে বলিলেন, ভগবন! আপনি যখন আমাকে আমার স্বীয় শুভকর্ম্ম লব্ধ ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, তখনই বুঝিয়াছি আমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণ্য লাভেরও অধিকারী নহি। ব্রহ্মা কহিলেন তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হও নাই, জিতেন্দ্রিয় হইতে চেষ্টা কর। এই বলিয়া তিনি স্বর্গে গমন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র ঊর্দ্ধবাহু, নিরালম্বন ও বায়ুভক্ষ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্রের এইরূপ কঠোর তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্রের অতিশয় ভয় হইল। তখন তিনি দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার তপোভঙ্গের জন্য রম্ভা নামে অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। রম্ভা গিয়া তাঁহার তপোভঙ্গের প্রতি বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিল. কিন্তু কিছুতেই বিশ্বামিত্রের মনোবিকার জন্মাইতে পারিল না।

বিশ্বামিত্র রম্ভার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া, ‘তুমি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পাষাণময়ী হইয়া থাকিবে বলিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন। এই কোপ বশতঃ তাঁহার তপস্যা বিনষ্ট হইল, তাহাতে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, আমি কদাচ আর ক্রুদ্ধ হইব না, এবং কোন মতেও কাহাকে অভিশাপ দিব না। আমি শত শত বৎসর পর্য্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তপশ্চরণ করিব, যতদিন না ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারি, ততদিন তপস্যা দ্বারা শরীর পাত করিব।

বিশ্বামিত্র এই স্থানকেও তপোবিঘ্নকর জানিয়া সে দিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন এবং তথায় সহস্র-বর্ষব্যাপী অত্যুত্তম মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া দুশ্চর তপস্যায় নিরত হইলেন। এই সহস্র বৎসর মধ্যেও দেবগণ নানাপ্রকারে তপো বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয় নাই। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে বিশ্বামিত্র যখন অন্নভোজন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করিয়া সেই অন্ন প্রার্থনা করেন, বিশ্বামিত্র মৌনী ছিলেন তিনি কোনও বাক্য না বলিয়া সমস্ত অন্ন ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

বিশ্বামিত্র এই মৌনাবস্থায়ই পুনরায় নিশ্বাস রোধ করিয়া তপস্যায় রত হন, ইহাতে তাঁহার মস্তক হইতে সধূম অগ্নি নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং তদ্দ্বারা ত্রিভুবন অগ্নি সন্তপ্তের ন্যায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, সমস্ত জগৎ তাঁহার তপস্যায় অস্থির হইয়া উঠে, কি দেব, কি ঋষি, সকলেই অস্থির হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ভগবন্! বিশ্বামিত্র তপস্যা হইতে নিবৃত্ত না হইলে অচিরে জগৎ বিনষ্ট হইবে। আপনি তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত ব্রাহ্মণ্য বর দিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করুন।

ব্রহ্মা আবার বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, বিশ্বামিত্র! তুমি আজ তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে, এখন তোমার মঙ্গল হউক। অতপর চির অভিলষিত বর প্রাপ্তে বিশ্বামিত্র পরম প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! যদি আমি ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করিলাম, তাহা হইলে চতুর্ব্বেদ, ওঙ্কার ও বষট্‌কারে আমার ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার হউক এবং ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করুন।

বিশ্বামিত্রের শেষ প্রস্তাবের মীমাংসার জন্য দেবগণ বশিষ্ঠের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন, দেবগণের অনুরোধ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার

করেন। পক্ষান্তরে বিশ্বামিত্রও ব্রহ্মণ্যবিভব লাভ করিয়া বশিষ্ঠকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন।*

(রামায়ণ ১।৫০—৬০ সর্গ)

এতদ্ভিন্ন মহাভারতে অপর এক স্থলে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র সরস্বতী নদীকে আজ্ঞা করেন, তুমি আমার নিকট বশিষ্ঠ ঋষিকে আনিয়া দাও, আমি তাহাকে বধ করিব। সরস্বতী বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া অন্যপথে প্রবাহিত হইলে বিশ্বামিত্র ঐ নদীর জল রক্তরূপে পরিবর্তিত করিয়া দেন। সরস্বতী বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে দূরে লইয়া যান।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মধ্যে বহুদিন ব্যাপিয়া যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল তাহাই ক্ষত্রিয় জীবনে ব্রহ্মণ্যবিরোধের শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। এই ঘটনাটিকে অনেকে স্ব স্ব সমাজের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ বলিয়া অনুমান করেন। ঋগ্‌বেদেও ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদে উভয় ঋষিরই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র তৃতীয় মণ্ডলের 'গায়ত্রী'যুক্ত মন্ত্রগুলির দ্রষ্টা বলিয়া প্রখ্যাত এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া পরিকীর্তিত। ইঁহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে মহারাজ সুদাসের কুলপুরোহিত ছিলেন। এই পৌরোহিত্যপদ তৎকালের রাজা ও ঋষিসমাজে বিশেষ গৌরবজনক ও শক্তিসাধক ছিল, সন্দেহ নাই।

কালে ইঁহারা পরস্পরে এবং আন্তরিক বিদ্বেষবশে পরস্পরকে অভিশাপ প্রদানপূর্বক উভয়ে উভয়েরই শত্রুতা আচরণ করিতে আরম্ভ করেন। বশিষ্ঠ নিশ্বাস ছাড়িয়া বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। পক্ষান্তরে বিশ্বামিত্রও অভিসম্পাত দ্বারা বসিষ্ঠের শতপুত্রকে ভস্মীভূত করিলেন। পুরাণান্তরে এই ঘটনা সম্বন্ধে অন্য প্রকার উপাখ্যানও পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র যোগবলে একটী নরঘাতক রাক্ষসকে রাজা কল্মাষপাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা বসিষ্ঠের শতপুত্র ভক্ষণ করান। বিশ্বামিত্রের শাপে ঐ শতপুত্র ক্রমান্বয়ে সাত শত জন্ম পতিত সমাজবাহ্য জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক থাকায় ও একটী পুত্র লাভের আশায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, পুত্র জন্মিলে বরুণদেবের প্রীত্যর্থে বলি দিবেন। কালে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মে। রাজা তাঁহার রোহিত নাম রাখিলেন। কুমার দিনদিন চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। নানা ছলে রাজা বহুদিন পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষায় নিশ্চেষ্ট রহিলেন। এদিকে রোহিত পিতৃপ্রতিজ্ঞা রক্ষায় আত্মবলিদান দিতে অস্বীকৃত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া ছয় বৎসর পর্যন্ত বনে বনে বাস করিলেন। কালক্রমে অজীগর্ত নামক জনৈক ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি ১০০ গাভীর বিনিময়ে ঋষির মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া পিতৃসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। বরুণদেব শুনঃশেফকে রোহিতের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। ঋষিতনয় বেদমন্ত্রে স্তুতি দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হ'ন এবং বিশ্বামিত্র তাঁহাকে গ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্রের এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ঋষি একজন পুরোহিত ছিলেন।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ৭।১৬ মন্ত্রপাঠে জানা যায় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞকালে বিশ্বামিত্র স্বয়ং হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন,—"তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ্জমদগ্নিরধ্বর্য্যুর্বশিষ্ঠো ব্রহ্মাঽয়াস্য উদ্গাতা তস্মা উপাকৃতায় নিয়োক্তারং ন বিবিদুঃ।"

(ঐতরেয় ব্রা° ৭।১৬)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে বিশ্বামিত্র বিদ্যাসিদ্ধির জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন, বিদ্যাগণ ঋষির যোগবলে আবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে। মৃগয়ায় ব্যাপৃত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ঘটনাক্রমে স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত ঐ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া উঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকটে উপস্থিত হন। ইহাতে বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ হয় এবং তিনি রাজার উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে বিদ্যাগণও পলাইয়া যায়।

বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন "তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছ, আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান কর।" প্রত্যুত্তরে রাজা বলেন, আমার স্ত্রী, পুত্র, দেহ, জীবন, রাজ্য, ধন ইহার যাহা চান আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আ'ছি। তখন বিশ্বামিত্র রাজার রাজ্য ধনবিভব সবই চাহিয়া লইলেন। তাহার পরেও তিনি দক্ষিণার দক্ষিণা পর্য্যন্ত চাহিয়া রাজাকে স্ত্রীপুত্র ও আত্মবিক্রয়ে বাধ্য করেন। বিশ্বামিত্রের চক্রে রাজা বহুদিন পর্য্যন্ত নানা কষ্টভোগ করিয়া পরিশেষে শ্মশানক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্রের সহিত মিলিত হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র এইরূপে ভীষণ জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেবগণ ও বিশ্বামিত্রের আশীর্বাদে স্বর্গলাভ করেন।

(মার্কণ্ডেয়পু° ১।৭-৯ অঃ ও দেবীভাগবত ৭।১২-২৭ অঃ)

[হরিশ্চন্দ্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ঐ যজ্ঞ ব্যাপারে বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে যেরূপ নাস্তানাবুদ করিয়াছিলেন, পুরাণসমূহে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে উভয়েই পক্ষীর আকার ধারণ

* মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৫ অঃ ও ১৮৯ অঃ, বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বিরোধের কথা আছে।

করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা মধ্যস্থতা করিয়া তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাকার প্রদানপূর্ব্বক উভয়ের মিলন করিয়া দেন।

রামের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সংস্রব বিষয়ে অনেক কথাই রামায়ণে লিখিত আছে। রাবণ ও তাঁহার অধীনস্থ রাক্ষসগণের উৎপাত হইতে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রই দশরথকে বলিয়া রামকে লইয়া যান। তিনি রামের গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। এবং রামকে নিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জনকালয়ে আসিয়া রাম সীতার পাণিগ্রহণ করেন।

মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১০৫-১১৮ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির বিষয় অন্যরূপ লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ধর্ম্মরাজ বিশ্বামিত্রের যোগবলে প্রীত হইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

"প্রতিগৃহ্য ততো ধর্ম্মস্তথৈবোষ্ণং তথা নবম্।
ভুক্‌ত্বা প্রীতোঽস্মি বিপ্রর্ষে তমুক্‌ত্বা স মুনির্গতঃ॥
ক্ষত্রভাবাদপগতো ব্রাহ্মণত্বমুপাগতঃ।
ধর্ম্মস্য বচনাৎ প্রীতো বিশ্বামিত্রস্তথাঽভবৎ॥"
(ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

আবার যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে পিতামহ ভীষ্মদেব অনুশাসন পর্ব্বে বলিতেছেন। মহর্ষি ঋচীকই বিশ্বামিত্রের অন্তরে ব্রহ্ম-বীজ নিষিক্ত করেন।

"তথৈব ক্ষত্রিয়ো রাজন্ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ঋচীকেনাহিতং ব্রহ্ম পরমেতদ্ যুধিষ্ঠির॥"
(ভারত অনুশাসন ৩ অঃ)

বিশ্বামিত্র কি সেই দেহেই বা দেহান্তর গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন—"দেহান্তরমনাসাদ্য কথং স ব্রাহ্মণোঽভবৎ॥" এই কথা যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

"ঋষেঃ প্রসাদাৎ রাজেন্দ্র ব্রহ্মর্ষিং ব্রহ্মবাদিনম্।
ততোব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥"

এই কথার প্রতিধ্বনি নিম্নোক্ত মনুটীকায় কুল্লুক অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

মনু সংহিতায় ৭।৪২ শ্লোকে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে কুল্লুক লিখিয়াছেন:— "গাধিপুত্রো বিশ্বামিত্রশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ সন্ তেনৈব দেহেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান্। রাজ্যলাভাবসরে ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিপ্রস্তুতাঽপি বিনয়োৎকর্ষার্থমুক্তা। ঈদৃশোঽয়ং শাস্ত্রানুষ্ঠাননিষিদ্ধবর্জ্জনরূপবিনয়োদয়েন ক্ষত্রিয়োঽপি দুর্লভং ব্রাহ্মণ্যং লেভে॥" (মনু ৭।৪২ টীকা)

ঋক্ সংহিতার ৭ মণ্ডলের মন্ত্রগুলি ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক দৃষ্ট। তিনি রাজা সুদাস ও তদ্বংশধর সৌদাস বা কল্মাষপাদের পুরোহিত ছিলেন। ৭।১৮।২২-২৫ মন্ত্রে তিনি সুদাস রাজার যজ্ঞের দানস্তুতি করিয়াছেন। এই সুদাসের যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষির যেরূপ বিরোধ ঘটিয়াছিল তাহা তিন মণ্ডলের মন্ত্র নিচয় হইতেও কতক প্রকাশ পায়।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৬ অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিশ্বামিত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদের পৌরোহিত্যে ব্রতী হইতে মানস করেন, কিন্তু রাজা বশিষ্ঠকে মনোনীত করিয়াছিলেন। এই সূত্রে বিশ্বামিত্র ক্রোধ পরবশ হইয়া বশিষ্ঠের ঘোর শত্রু হইয়া উঠেন। একদা রাজা রাজাজ্ঞা অবহেলন জন্য বশিষ্ঠপুত্র শক্তি ঋষিকে আঘাত করেন। তাহাতে ঋষিপুত্র "রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হও" বলিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। বিশ্বামিত্র এই অবসরে রাজার শরীরে এক রাক্ষস প্রবেশ করাইয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্রের সহযোগিতা ও ঋষিপুত্রের অভিশাপ ফলিয়া উঠিল। অগ্রেই শক্তি রাজা কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলেন। এইরূপে বশিষ্ঠের সকল পুত্রগুলি বিশ্বামিত্রের আদেশে ভক্ষিত হইয়াছিল*। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পুত্রহনন ব্যাপার জানিতে পারিয়াও শোক বিহ্বল হন নাই, অথবা কৌশিকদিগের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি আত্মবিনাশার্থ পর্ব্বত হইতে পতিত এবং সমুদ্র, বিপাশা ও শতদ্রুর জলে পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হন, কিন্তু কিছুতেই জীবননাশে সমর্থ না হইয়া অগত্যা আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে স্বীয় পুত্রবধূ শক্তিপত্নী অদৃশ্যন্তীকে পুত্রবতী জানিয়া তিনি দেহত্যাগ বাসনা বিসর্জ্জন করেন। ঐ পুত্র পরে পরাশর নামে খ্যাত হয়। রাজা কল্মাষপাদ তদ্দুভয়কে বনমধ্যে দেখিয়া ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইলে বশিষ্ঠ হুংকার দ্বারা ও মন্ত্রপূতঃ বারি সিঞ্চনে রাজাকে শাপমুক্ত করেন।

পুরাণে বিশ্বামিত্রের যোগবলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, তিনি ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মহত্ব প্রচার করিয়াছে॰। কিংবদন্তী আছে, নারিকেল, সজিনা খাড়া প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষও তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। মহর্ষি বিশ্বামিত্র জগতে অধ্যবসায়ীর চরম নিদর্শন। [বশিষ্ঠ শব্দ দেখ।]

২ আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী সুশ্রুতের পিতা।

* কৌষীতকী ব্রাহ্মণের ৪ অধ্যায়ে বশিষ্ঠ "হতপুত্রের পুনঃপ্রাপ্তি কামনা" করিয়া বশিষ্ঠযজ্ঞ সম্পাদন করেন। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণেও বশিষ্ঠ "পুত্রহতঃ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

একমাত্র কারণ জানিয়া, কি সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা, কি সতত নিরয়ভাজন নিরতিশয় পাপাত্মা, এইরূপ সকল প্রকার লোকই যখন মুক্তিপদ লাভে সমুৎসুক হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্র, যম ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে ঐ সকল পাপীদিগের অনায়াসে অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্তির পক্ষে বাধা ঘটে সেই জন্য ক্ষেত্রের উত্তর ও দক্ষিণদিকে যথাক্রমে বরণা ও অসি নদীর সৃষ্টি করিলেন। তদবধি তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কাশীধাম 'বারাণসী' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই ধামের পশ্চাৎ প্রদেশ রক্ষার জন্য স্বয়ং বিশ্বনাথ দেহলী বিনায়ককে তথায় নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র নিখিল দয়ানিধি ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের অপার কৃপা দৃষ্টি না পড়িলে, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজ নহে; ফলে যাহাই হউক না কেন, স্বয়ং অবিমুক্তেশ্বরের অনুমতি ব্যতীত যদি কোন দুষ্ট লোক কাশীতে প্রবেশ করিতে যায়, তাহা হইলে অসি, বরণা ও দেহলী বিনায়ক তাহার যাওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়। বস্তুতঃ কোন দুষ্টলোক সর্ব্বতিক্রমে কাশীধামে যাইতে পারিলেও তথায় কিছুতেই বহুদিন অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

কোন সময়ে একাদিক্রমে ষাটি বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি ও অরাজকতা-প্রযুক্ত সৃষ্টিনাশের সম্ভাবনা হইয়া উঠিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজর্ষি রিপুঞ্জয়কে প্রজাপালন জন্য ধরারাজ্যে অভিষিক্ত করেন তখন রাজাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "যদি দেবগণ ও নাগগণ মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে ও পাতালে গমন করেন তাহা হইলে আমি প্রজাপালনে ব্রতী হইতে পারি, নচেৎ নহে"।

রিপুঞ্জয়ের এই প্রস্তাবে ব্রহ্মাও সম্মত হন এবং নিজে কাশীধামে গিয়া মহাদেবের নিকট আমূল বৃত্তান্ত যথাযথভাবে জ্ঞাপন করেন। পরে ব্রহ্মার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর বিশ্বপতি বিশ্বনাথও তাহাতে সম্মত হইয়া কাশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং মন্দর-কন্দরে গিয়া অবস্থান করেন এবং বারাণসীতে সাধকগণের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ ও মৃতজীবগণের মুক্তিপ্রদ নিজমূর্ত্তিস্বরূপ একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াও কাশীক্ষেত্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া ক্ষেত্রকে আপনার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত করেন নাই, এই জন্যই ঐ ক্ষেত্রের এবং তদীয় প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নাম 'অবিমুক্ত' হয়। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্ম বন্ধ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

জগতের যাবতীয় পুণ্যক্ষেত্রস্থ লিঙ্গসমূহ মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিতে কাশীধামে আগমন করেন; ঐ দিনে বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে রাত্রিজাগরণ করিলে দিগন্তলিঙ্গ যোগীগণের ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। (কাশীখণ্ড)

[বিস্তৃত বিবরণ কাশী ও বারাণসী শব্দে দ্রষ্টব্য]

বিশ্বেশ্বর, ১ তন্ত্রার্ণব গ্রন্থপ্রণেতা রাঘবানন্দ সরস্বতীর পরম গুরু এবং অদ্বয়ানন্দের গুরু। ২ ইনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা কমলাকরের গুরু ছিলেন। ৩ মীমাংসা কৌতূহলবৃত্তি-রচয়িতা বাসুদেব অধ্বরীর গুরু। ৪ একজন কবি। ৫ অলঙ্কারকুলপ্রদীপ ও অলঙ্কারমুক্তাবলীপ্রণেতা। ৬ অধ্যাত্মপ্রদীপ নামে অষ্টাবক্রগীতা টীকা ও গোপাল তাপনীয় টীকা রচয়িতা। গর্গমনোরমা টীকা নাম্নী জ্যোতিগ্রন্থ ও পঞ্চস্বরটীকা প্রণেতা। ৮ ইনি গৃহপতি ধর্ম্ম নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৯ ইঁহার রচিত তর্ককুতূহল নামক একখানি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। ১০ দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক নামক বেদান্ত গ্রন্থপ্রণেতা। ১১ নির্ণয়কৌস্তুভ নামক গ্রন্থ রচয়িতা। ১২ ইনি ন্যায়প্রকরণ নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৩ ভগবদ্গীতা-ভাষ্য-কার। ১৪ মনোরমাখণ্ড নামক ব্যাকরণরচয়িতা। ১৫ রসচন্দ্রিকা নাম্নী অলঙ্কারগ্রন্থ ইঁহার রচিত। ১৬ রোমাবলীশতক-প্রণেতা। ১৭ লীলাবত্যুদাহরণরচয়িতা। ১৮ ইঁহার রচিত বিশ্বেশ্বর পদ্ধতি নাম্নী একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৯ বেদ-পাদস্তব-প্রণেতা। ২০ ইনি শব্দার্ণবসুধা নিধি নাম্নী একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ২১ শ্রুতিরঞ্জিনী নাম্নী গীতগোবিন্দ টীকাকর্ত্তা। ২২ সপ্তশতী-কাব্যের কবি। ২৩ সাহিত্য সারকাব্য প্রণেতা। ২৪ ইনি সিদ্ধান্তশিখামণি নাম্নী তন্ত্রগ্রন্থ রচয়িতা। ২৫ সন্ন্যাসপদ্ধতি বা বিশ্বেশ্বর পদ্ধতি নামক গ্রন্থরচয়িতা। এই গ্রন্থের আনন্দতীর্থ ও আনন্দাশ্রম রচিত টীকাও পাওয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর আচার্য্য, ১ কাশীমোক্ষ-প্রণেতা। ২ পদবাক্যার্থ পঞ্জিকা নাম্নী নৈষধীয় টীকাকর্ত্তা; ইনি মল্লিনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী।

বিশ্বেশ্বর কালী, চমৎকারচন্দ্রিকা কাব্য-রচয়িতা।

বিশ্বেশ্বর তন্ত্র, তন্ত্রভেদ।

বিশ্বেশ্বর তীর্থ, ১ সিদ্ধান্ত কৌমুদীর টীকা কর্ত্তা ২ ঐতরেয়োপনিষদ্‌ভাষ্যবিবরণ নামক আনন্দ তীর্থকৃত ভাষ্যের টীকা-প্রণেতা।

বিশ্বেশ্বর দত্ত, রামনাম মাহাত্ম্য-প্রণেতা।

বিশ্বেশ্বরদত্ত মিশ্র, তাণ্ডবস্তোত্র, যোগতরঙ্গ ও সাংখ্যতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি বিদ্যারণ্য তীর্থের শিষ্য ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ইনি দেবতীর্থ স্বামিন্ নাম ধারণ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে ইঁহার দেহান্তর ঘটে।

বিশ্বেশ্বর দৈবজ্ঞ, জ্যোতিঃসারসমুচ্চয় রচয়িতা।

বিশ্বেশ্বর নাথ, মুক্তিসমুখচপেটিকা ও ভাগবতপুরাণপ্রামাণ্যনামক দুইখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত, ১ বাক্যবৃত্তিপ্রকাশিকা, বাক্যসুধাটীকা ও বাক্যপ্রান্ত-অপরোক্ষানুভূতি (?) নামক গ্রন্থত্রয়-প্রণেতা। ইনি মাধব প্রাজ্ঞের শিষ্য ছিলেন।

২ অলঙ্কার কৌস্তুভ ও তট্টীকা এবং ব্যঙ্গ্যার্থকৌমুদী নাম্নী রসমঞ্জরী টীকাপ্রণেতা।

বিশ্বেশ্বর পূজ্যপাদ, বেদান্তচিন্তামণি রচয়িতা ওঙ্কভিক্ষুর গুরু।

বিশ্বেশ্বর ভট্ট, ১ কুণ্ডসিদ্ধিপ্রণেতা। ২ ইনি সুখবোধিনী নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ৩ মদনপারিজাত, মহাদানপদ্ধতি, মহার্ণব-কর্ম্মবিপাক, বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরার ব্যবহারাধ্যায়ের সুবোধিনী নামে সারসঙ্কলন ও স্মৃতিকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা। মদনপারিজাতাদ শেষোক্ত গ্রন্থগুলি বিশ্বেশ্বর স্মৃতি নামে পরিচিত। ইনি পেদ্দি (পেড়ি) ভট্টের পুত্র ও রাজা মদনপালের আশ্রিত ছিলেন। ৪ আশৌচদীপিকা, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞপ্রয়োগ, প্রয়োগসার, ভট্টচিন্তামণি নামক জৈমিনিসূত্রটীকা, মীমাংসাকুসুমাঞ্জলি, রাকাগম নামক চন্দ্রালোকটীকা, শিবার্কোদয় নামক শ্লোকবার্ত্তিকটীকা, নিরূঢ়পশুবন্ধ প্রয়োগ এবং সুজ্ঞান-দুর্গোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। এতদ্ব্যতীত, বল্লাল বর্ম্মার আদেশে ইনি কায়স্থ-ধর্ম্ম-দীপ বা কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রকাশ বা কায়স্থপদ্ধতি নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত জাতিবিবেক নামক অন্ত একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায়,—এখানি কায়স্থ পদ্ধতির প্রথম ভাগ। ইহার পিতার নাম দিনকর এবং পিতামহের নাম রামকৃষ্ণ। পিতা দিনকর স্বনামে দিনকরদ্যোত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন, বিশ্বেশ্বর তাহার শেষাংশ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। নিরূঢ় পশুবন্ধ প্রয়োগে ইনি স্বকৃত আপস্তম্বপদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি গাগাভট্ট নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কমলাকরের (১৬১২ খৃঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

বিশ্বেশ্বর ভট্ট মৌনিন্, একজন কবি। কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার রচনার উল্লেখ আছে।

বিশ্বেশ্বর মিশ্র, একজন সুপণ্ডিত। বিরুদাবলী প্রণেতা রঘুদেবের পিতা।

বিশ্বেশ্বর সরস্বতী, ১ প্রপঞ্চসারসার-সংগ্রহ প্রণেতা গীর্ব্বাণেন্দ্র সরস্বতীর গুরু এবং অমরেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য। ২ কলিধর্ম্মসার-সংগ্রহ, পরমহংসপরিব্রাজক-ধর্ম্ম-সংগ্রহ, যতিধর্ম্ম প্রকাশ, যতিধর্ম্ম-সমুচ্চয়, যত্যাচার-সংগ্রহীয় যতিসংস্কার-প্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বেশের শিষ্য ও গোবিন্দ সরস্বতীর প্রশিষ্য এবং মধুসূদন সরস্বতী ও মাধব সরস্বতীর গুরু। ইনি বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী নামেও পরিচিত। ৩ মহিম্নস্তবটীকাকর্ত্তা।

বিশ্বেশ্বর সূনু কল্পকল্পতরু নিবন্ধ-রচয়িতা।

বিশ্বেশ্বর স্থান (ক্লী) বিশ্বেশ্বরস্য স্থানম্। বিশ্বেশ্বরের স্থান, ৺কাশীধাম। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এই স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহা বিশ্বেশ্বর স্থান নামে পরিচিত।

বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী, [বিশ্বেশ্বর সরস্বতী দেখ।]

বিশ্বেশ্বরাস্থ মুনি, সুদীপিকা নাম্নী সারস্বত টীকা (ব্যাকরণ) প্রণেতা। ইনি ব্রহ্মসাগরের শিষ্য ছিলেন।

বিশ্বেশ্বরাশ্রম, তর্কচন্দ্রিকা-রচয়িতা। কেহ কেহ তর্কদীপিকা প্রণেতা বিশ্বনাথাশ্রম ও ইহাকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

বিশ্বৈকসার (ক্লী) কাশ্মীরস্থ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রভেদ। (রাজতর° ৫।৪৪)

বিশ্বৌজস্ (ত্রি) ব্যাপ্তবল। (ঋক্ ১০।৫৫।৮ সায়ণ)

বিশ্বৌষধ (ক্লী) বিশ্বেষামৌষধম্। শুণ্ঠী। (রাজনি°)

বিশ্ব্য (ক্লী) সর্ব্বত্র। "বিশ্ব্য বিশ্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু"। (ঋক্ ২।৪২।১)

বিষ, ব্যাপ্তি, হ্বাদি° উভয়পদী সক° অনিট্। লট্। বেবেষ্টি বেবিষ্টঃ, বেবিষতঃ, বেবেষ্টি। লোট্-হি বেবিড্ঢি। লুঙ্ অবিষৎ অবিক্ষৎ। লঙ্ অবেবেট্ অবেবিষ্টাং অবেবিষুঃ, অবেবিষ্ট। লিঙ্ বেবিষ্যাৎ, বেবিষীত। লুট্ বেষ্টা।

বিষ, বিয়োগ, বিশ্লেষ, ক্র্যাদি°, পরস্মৈ°, অক° অনিট্। লট্ বিষ্ণাতি। "বিষ্ণাতি জ্ঞানী পুত্রাদিভ্যো বিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ।" (ব্যাকরণ বৃত্তি) লিট্ বিবেষ বিবিষতুঃ। লুট্ বেষ্টা। লৃট্ বেক্ষ্যতি। লুঙ্ অবিক্ষৎ। সন্ বিবিক্ষতি। যঙ্ বেবিষ্যতে বেবেষ্টি। ণিচ্ বেষয়তি অবীবিষৎ।

বিষ, সেচন, বর্ষণ, ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্ এই ধাতু উদিৎ। লট্ বেষতি। ক্ত্বা বেষিত্বা বিষ্ট্বা।

বিষ, (ক্লী) বিষ-ক। ১ জল (অমর) ২ পদ্মকেশর (অমর টীকায় রায়মুকুট) ৩ মৃণাল। ৪ বোল। ৫ বৎসনাভ বিষ। (পুংক্লী°) ৬ সামান্য বিষ। (রাজনি°) ইহার পর্য্যায়— ক্ষ্বেড়, গরল, আবেয়, অমৃত, গরদ, গরল কালকূট, কলাকূল, হালিম্ব, রক্তশৃঙ্গিক, নীল, গর, ঘোর, হালাহল, হলাহল, শৃঙ্গিন্ ভুগর, জাঙ্গল তীক্ষ্ণ, রস, রসায়ন, গরজম্বুল, জাঙ্গল, কাকোল, বৎসনাভ, প্রদীপন, শৌল্কিকেয়, ব্রহ্মপুত্র। (রত্নমালা)

অমরকোষের পাতাল বর্গে বিষবিষয়ে নবপ্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"পুংসি ক্লীবে চ কাকোলকালকূটহলাহলাঃ।
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৌল্কিকেয়ো ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপনঃ॥
দারদো বৎসনাভশ্চ বিষভেদা অমী নব॥" (অমর)

এতদ্ভিন্ন হেমচন্দ্রেও বিষবিষয়ে বহুভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।*

* বিষঃ ক্ষ্বেড়ো রসস্তীক্ষ্ণঃ গরলোঽথ হলাহলম্
বৎসনাভঃ কালকূটো ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপনঃ।

দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে সর্পবিষের অসাধ্যত্ব।

অশ্বত্থ বৃক্ষের তলা, শ্মশান, বল্মীকের উপর এবং চতুষ্পথ, এই সকল স্থানে, প্রভাতে ও সায়ংকালে, ভরণী ও মঘানক্ষত্রে এবং শরীরের মর্ম্মস্থানে দংশন করিলে, সে বিষ অসাধ্য হয়। দর্ব্বীকর নামে একজাতীয় সর্প আছে, এই সকল সর্প চক্র-লাঙ্গুল, ফণাধারী ও শীঘ্রগামী। ইহাদিগের বিষে শীঘ্রই রোগীর প্রাণবিনষ্ট হয়। উহা মেঘ, বায়ু ও উষ্ণতা সংযোগে দ্বিগুণ তেজোযুক্ত হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা ছাড়া আরও অনেক প্রকার অসাধ্য বিষ আছে। সে সকল বিষে প্রাণসংহার অনিবার্য্য। অজীর্ণ-গ্রস্ত, পিত্তাত্মক, রৌদ্রপীড়িত বালক, বৃদ্ধ, ক্ষুধিত, ক্ষীণ, ক্ষতাভিযুক্ত, মেহ ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, রুক্ষ ও দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তি কিম্বা গর্ভিণী, ইহাদিগের শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে কিছুতেই উহার প্রশমন হয় না।

অচিকিৎস্য বিষপীড়িতের লক্ষণ।

শস্ত্র দ্বারা ক্ষত হইলেও যাহার দেহ হইতে রক্তক্ষরণ হয় না, লতা দ্বারা প্রহার করিলেও যে দেহে আঘাত চিহ্ন দেখা যায় না, কিম্বা শীতল জল সেচনেও যাহার রোমোদ্গম হয় না, তাদৃশ বিষপীড়িত ব্যক্তিকে চিকিৎসক ত্যাগ করিবেন। যে বিষপীড়িত ব্যক্তির মুখ বক্র, কেশ শাতন, নাসিকা বক্র, গ্রীবা ধারণশক্তিহীন, দষ্ট স্থানের শোথ রক্তমিশ্রিত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং হনুদ্বয় সংলগ্ন হয়, সে রোগীও পরিত্যাজ্য। যে বিষপীড়িত ব্যক্তির মুখ হইতে গাঢ় লালা নির্গত হয়, মুখ, নাসিকা, লিঙ্গ ও গুহ্য দ্বারাদি দিয়া রক্তস্রাব হয় এবং সর্প যাহাকে চারিটী দন্ত দ্বারাই দংশন করে, এরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা নিষ্ফল। যে বিষপীড়িত ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায়, জ্বর ও অতিসারাদি উপদ্রবে যাহার দেহ আক্রান্ত, যে কথা কহিতে পারে না, যাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহাতে নাসাভঙ্গাদি অরিষ্ট লক্ষণ সকল সম্যক্ পরিস্ফুট, তাদৃশ রোগীও চিকিৎসার অযোগ্য।

দূষীবিষ।

স্থাবর এবং জঙ্গম এই উভয়বিধ বিষ জীর্ণতাদি কারণে দূষী-বিষ আখ্যায় অভিহিত হয়। যে বিষ অত্যন্ত পুরাতন, বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা যাহা বীর্য্যহীন, কিম্বা দাবাগ্নি বায়ু ও রৌদ্রাদির শোষণে নির্বীর্য্য, অথবা যাহা স্বভাবতঃই দশটী গুণের একটী, দুইটী বা তিনটী গুণহীন তাহাকে দূষী-বিষ কহে। দূষী-বিষ অল্পবীর্য্য, তাই প্রাণ নষ্ট করে না; কিন্তু কফাবৃত হইয়া বহুকাল শরীরে অবস্থান করে, দূষী-বিষ-গ্রস্ত মানবের মলভেদ, শরীরের বিবর্ণতা, গন্ধযুক্ত মুখের বিরসতা, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, গদগদ-বাক্য, বমি এবং বিরুদ্ধ চেষ্টা হেতু নানাবিধ ক্লেশ হয়। শরীরের স্থানবিশেষে এই দূষীবিষ থাকিলে, তাহাতে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি ও উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। শীতে এবং বাতবর্ষাসঙ্কুল দিবসে দূষী-বিষ প্রকুপিত হয়। দূষীবিষ প্রকোপের পূর্ব্বে নিদ্রাধিক্য, দেহের গুরুতা ও শিথিলতা, জৃম্ভা, রোমহর্ষ এবং শরীরে বেদনা উপস্থিত হয়। দূষী-বিষ প্রকুপিত হইলে অন্ন ভোজনে মত্ততা, অপাক, অরুচি, গাত্রে মণ্ডলাকৃতি কোঠের উৎপত্তি, মাংসক্ষয়, হস্ত ও পদে শোথ, মূর্চ্ছা, বমি, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর এবং উদরী (উদররোগ) বৃদ্ধি পায়।

দূষী-বিষ নানাবিধ, তাই বিষভেদে উন্মাদাদি নানা রোগ জন্মিয়া থাকে। দেহগত দূষী-বিষ অনূপদেশ, শীত ও বাতবর্ষা-কুল সময় এবং দিবানিদ্রাদি কারণে কুপিত হইয়া ধাতুসমূহকে পুনঃপুনঃ দূষিত করে। হিতসেবী ব্যক্তির পক্ষে সদ্যঃপ্রসূত দূষী-বিষ সাধ্য, একবৎসর থাকিলেই যাপ্য এবং ক্ষীণ ও অহিতসেবী ব্যক্তির পক্ষে দূষী-বিষ অসাধ্য হইয়া থাকে।

কৃত্রিম বিষ।

গর ও দূষীবিষভেদে কৃত্রিম বিষ দুই প্রকার। তন্মধ্যে দূষীবিষে বিষ সংযুক্ত থাকে। কিন্তু গরবিষে তাহা থাকে না। স্ত্রীগণ স্বীয় স্বার্থ সাধনার্থ পুরুষদিগকে স্বেদ, রজঃ বা অন্যান্য অঙ্গগত মল, অন্নাদির সহিত গরবিষ ভক্ষণ করায় ও শত্রুকর্ত্তৃকও ঐ প্রকারে উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গরবিষ দেহে প্রবেশ করিলে দেহ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয় এবং মর্ম্মব্যথা ও আধ্মান হইয়া থাকে। পরন্ত মন্দাগ্নি, উদর, গ্রহণী, যক্ষ্মা, গুল্ম, ধাতুক্ষয়, জ্বর ও এইরূপ নানাবিধ রোগ ক্রমে উপস্থিত হইতে থাকে।

লূতা নামক বিষধর জন্তুর উৎপত্তি সংখ্যা।

বশিষ্ঠের প্রতি কোপাবিষ্ট বিশ্বামিত্র মুনির স্বেদ বিন্দু ও অধোমল হইতে লূতার উৎপত্তি হয়। এই ভীষণ মহাবিষ-সম্পন্ন লূতা ষোল প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে ত্রিমণ্ডল প্রভৃতি আট প্রকারের বিষ কষ্টসাধ্য এবং সৌবর্ণিকাদি আট প্রকার লূতাবিষ অসাধ্য।

লূতা দংশনের সামান্য লক্ষণ।

লূতা কর্ত্তৃক দষ্ট স্থান দুর্গন্ধযুক্ত এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহাতে রোগীর জ্বর, দাহ, অতীসার, ত্রিদোষজ নানা প্রকার রোগ, বিবিধ পীড়কা, বিস্তৃত মণ্ডল ও শ্যাব বা রক্তবর্ণ চঞ্চল অথচ কোমল মহাশোথ উৎপন্ন হয়। সামান্যতঃ সকল প্রকার লূতার দংশনেই এইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে।

দূষীবিষযুক্ত ত্রিমণ্ডলাদি লূতার দংশনে দষ্ট স্থান কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ, শোথযুক্ত, জালকাবৃত ও দদ্রুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া অত্যন্ত পাকিয়া উঠে এবং রোগীর জ্বর হয় ও ক্ষত স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে।

সৌবর্ণিকাদি অষ্টবিধ প্রাণ-নাশিকা লূতা কর্তৃক দষ্ট হইলে সে স্থানে শোথ ও শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত বা পীতবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং রোগীর জ্বর, দাহ, শ্বাস, হিক্কা ও শিরোরোগ জন্মে।

আখুবিষ লক্ষণ।

ইন্দুর কর্তৃক দষ্ট হইলে সে স্থান হইতে রক্ত নির্গম হয় এবং রোগীর জ্বর, অরুচি, রোমাঞ্চ, দাহ ও গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রাণনাশক মূষিক-বিষের লক্ষণ।

প্রাণনাশক মূষিক দংশন করিলে মূর্চ্ছা, শোথ, শরীরের বিবর্ণতা, ক্লেদ, বাধির্য্য, জ্বর, মস্তকের গুরুত্ব এবং লালা ও রক্ত বমন হয় আর উক্ত শোথ মূষিকেরই আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কৃকলাস বিষ—কৃকলাসদংশনে কৃষ্ণবর্ণ বা নানাবর্ণ শোথ এবং মোহ ও মলভেদ হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক বিষ।—বৃশ্চিকদংশনে প্রথমতঃ অগ্নির ন্যায় জ্বালা ও ভেদনবৎ বেদনা হয়। এই বিষ দ্রুতগমনে ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া পশ্চাৎ দষ্ট স্থানে অবস্থান করে। কিন্তু হৃদয়, নাসিকা ও জিহ্বাতে বৃশ্চিকে দংশন করিলে অত্যন্ত বেদনাভিভূত ও বিগলিতমাংস হইয়া রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

কণভ বিষ। কণভ একপ্রকার কীট, ইহার দংশনে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি এবং শরীরের অবসন্নতা উপস্থিত হয়।

উচ্চিটিঙ্গ বিষ।—উচ্চিটিঙ্গের অর্থাৎ চীটা নামে এক প্রকার কীটের দংশনে অত্যন্ত রোমাঞ্চ, শরীর স্তব্ধ ও বেদনাযুক্ত হয় এবং বোধ হয়, অঙ্গ সমূহ যেন শীতল জলে নিষিক্ত হইয়াছে।

মণ্ডূক-বিষ।—বিষধর মণ্ডূক স্বভাবতঃ একটী দন্ত দ্বারা দংশন করে। দষ্ট স্থানে পীতবর্ণ ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং রোগীর পিপাসা, নিদ্রাধিক্য ও বমি হইয়া থাকে।

মৎস্য বিষ।—বিষধর মৎস্যগণের দংশনে দাহ, শোথ ও বেদনা উপস্থিত হয়।

জলৌকা-বিষ।—বিষধর জলৌকার দংশনে কণ্ডূ, শোথ জ্বর ও মূর্চ্ছা হয়।

গৃহগোধিকা বিষ।—গৃহগোধিকার (টিক্‌টীকির) বিষে দাহ, শোথ ও সূচী-বিদ্ধবৎ বেদনা হয় এবং স্বেদ-নির্গম হইতে থাকে।

শতপদী-বিষ।—শতপদীর দংশনে বেদনা, দাহ এবং ঘর্ম্ম হয়।

মশক বিষ।—মশক দংশনে কণ্ডূ, কিঞ্চিৎ শোথ ও অল্প বেদনা জন্মে। মশক পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে পার্ব্বত্য মশকের দংশনে লূতাদি অসাধ্য কীটদংশনের ন্যায় বেদনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মাক্ষিকা-বিষ।—মক্ষিকার দংশনে স্রাবকারী অথচ শ্যামবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। রোগীর দাহ, মূর্চ্ছা ও জ্বর হইয়া থাকে। সুশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার মক্ষিকার মধ্যে স্থগিকা নামক মক্ষিকার দংশনে প্রাণ নষ্ট হয়।

ব্যাঘ্রাদির বিষ।—ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পাদ এবং বনমনুষ্যাদি দ্বিপাদ জন্তুদিগের নখাঘাত বা দন্তাঘাত দ্বারা শোথ, মাংসপাক ও পূয়-স্রাব হয়। ইহাতে রোগীর জ্বরও হইয়া থাকে।

বিষ চিকিৎসা।

এক্ষণে সংক্ষেপতঃ বিষচিকিৎসার কথা বলা যাইতেছে, তন্মধ্যে অগে স্থাবর বিষের চিকিৎসার বিষয় বলা যাউক। স্থাবর বিষ আক্রান্ত রোগীর পক্ষে বমনই প্রধান চিকিৎসা। অতএব এই বিষে পীড়িত রোগীকে সত্বর বমন করাইবে। বিষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, তাই সকল রকম বিষরোগেই শীতল পরিষেক হিতকর। উষ্ণগুণ ও তীক্ষ্ণগুণ বিষ অত্যধিক পরিমাণে পিত্তবৃদ্ধি করে, সেইজন্য বমন দিবার পর শীতল জল সেচন করা প্রয়োজন। বিষপীড়িত রোগীকে অবিলম্বে ঘৃত ও মধু দ্বারা বিষঘ্ন ঔষধ পান করাইবে। ভোজনার্থ অম্ল রসাত্মক দ্রব্য ও ঘর্ষণার্থ মরিচ প্রয়োগ করিবে। যে যে দোষের লক্ষণ অধিক পরিমাণে দেখিবে সেই সেই দোষঘ্ন ঔষধ দ্বারা বিপরীত ক্রিয়া করিবে। বিষাক্ত রোগীর ভোজনের জন্য শালি, ষষ্টিক, কোদ্রব, ও কাঙ্গনি ধান্যের তণ্ডুলাদি ব্যবস্থা করিবে এবং বমন ও বিরেচন দ্বারা উভয়তঃ শোধন করিবে। শিরীষের মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ একত্র গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। দূষীবিষ-পীড়িত ব্যক্তি স্নিগ্ধ, বমন ও বিরেচনকর দ্রব্য পান করিলে তাহার ঐ দূষী-বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিপ্পলী, রোহিষ তৃণ, জটামাংসী লোধ, এলাচি, স্বর্জ্জিকাক্ষার, মরিচ, বালা, এলাচি ও স্বর্ণ গৈরিক, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দূষী-বিষ বিনষ্ট হয়।

জঙ্গম বিষের চিকিৎসা।

ঘৃত ।৪ চারি সের। কল্কার্থ হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দের পাতা, নীলোৎপল, নলমূল, বেতসমূল, গরল, তুলসী, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা অনন্তমূল, শতমূলী, পানিফল, লজ্জালু ও পদ্ম-কেশর, এই সকল সমভাগে মিলিত ।১ সের। দুগ্ধ ষোল সের। এই ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে উহার সহিত ।৪ সের মধু মিলিত করিয়া যথামাত্রায় উহার পান, অঞ্জন, অভ্যঙ্গ কিম্বা বস্তিপ্রয়োগে দুর্জ্জয় বিষ, গরদোষ, যোগজ বিষ, তমকশ্বাস, কণ্ডূ,

মাংসসাদ ও অচেতনতা নষ্ট হয়। ইহার স্পর্শমাত্রে সমস্ত বিষ বিনষ্ট এবং গরকৃত বিকৃতচর্ম্ম প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। ইহার নাম মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃত।

ধুতুরার মূল বা অঙ্কোঠ (আঁকড়) বৃক্ষের মূল কিম্বা বাঁশের মূল দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুরের বিষ বিনষ্ট হয়। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগকেশর এই গুলি শীতল জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সত্বই লূতাবিষ নষ্ট হয়। সুপিষ্ট জীরক ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবে, পরে উহা মধু দিয়া মাড়িয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিদূরিত হইয়া যায়। সূর্য্যাবর্ত্ত (সূলটা) বৃক্ষের পাতা মর্দন করিয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে ক্ষণকাল মধ্যেই বৃশ্চিক দংশন জন্য বিষ বিনষ্ট হয়। নরমূত্র পরিষিক্তনে তৎক্ষণাৎই যে, বৃশ্চিক দংশন জ্বালার নিবৃত্তি হয় ইহা শতধা দৃষ্ট ফলপ্রদ।

বিষ বিরহিতের লক্ষণ।

বিষপীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিলে বাতাদি দোষ ও ধাতুর স্বাভাবিক অবস্থা, অন্ন ভক্ষণে অভিলাষ মলমূত্রেরও যথাযথভাবে নির্গম হয়। তদ্ভিন্ন রোগীর বর্ণপ্রসন্নতা, ইন্দ্রিয়পটুতা ও মনের প্রফুল্লতা হইয়া সে ক্রমে ক্রমে চেষ্টাক্ষম হইতে থাকে।

(ভাবপ্র° বিষাধিকার)

এতদ্ভিন্ন চরক সুশ্রুতাদি চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহেও বিষ-চিকিৎসার বিবিধ প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদত্ত হইল না।

পারিভাষিক বিষ।

কূর্ম্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, খাটি বিষই কেবল বিষ নয়, পরন্তু ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বকেও বিষ বলা যায়; সুতরাং সে দুটীও সর্ব্বতোভাবে সযত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

"ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বঞ্চাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ॥"

(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫ অ°)

নীতিশাস্ত্রকার চাণক্যও কতকগুলি বিষয়কে বিষ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে চর্চ্চাহীন বিদ্যা, অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন, দরিদ্রের বহু পরিজন, বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী, রাত্রিকালে ভ্রমণ, রাজার অনুকূলতা, অন্যাসক্তা স্ত্রী এবং অদৃষ্ট ব্যাধি, এই সকলই বিষ অর্থাৎ বিষতুল্য।

"দুরধীতা বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষং।
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্॥
বিষং চঙ্ক্রমণং রাত্রৌ বিষং রাজ্ঞোঽনুকূলতা।
বিষং স্ত্রিয়োঽপ্যন্যসক্তা বিষং ব্যাধিরবীক্ষিতঃ॥" (চাণক্য)

পাশ্চাত্যমতে বিষ-লক্ষণ।

বিষ কাহাকে বলে এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, পদার্থসমূহের অভ্যন্তরে মানুষের স্বাস্থ্য বা জীবন-নাশকারক যে ক্রিয়াশক্তি বর্ত্তমান থাকে উহাই বিষ। কেহ কেহ বলেন, যাহা দেহসংস্পৃষ্ট হইলে অথবা কোন প্রকারে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে স্বাস্থ্যের হানি বা জীবন নষ্ট হইতে পারে তাহাই বিষ। সাধারণ লোকের কথা এই যে অতি অল্পমাত্রায় যে পদার্থ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া [illegible] নাশ করে তাহাই বিষ। ফলতঃ বিষের ঐরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ যথাযথ নহে, কেন না তাহা হইলে উহা অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট হয়। অতি অল্পমাত্র কাচচূর্ণ উদরস্থ হইলে তাহাতেও প্রাণনাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা বিষসংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারে না। যে অন্ন আমাদের দেহের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয়, দৈহিক অবস্থা বিশেষে বা পরিমাণাধিক্যে উহাও বিষের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। এমন কি, যে বায়ু ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না, সময়বিশেষে ও দেহের অবস্থাবিশেষে সেই বায়ুই স্বাস্থ্যের হানি করে, সুতরাং বিষের যথাযথ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ সহজ ব্যাপার নহে।

কিন্তু আমাদের ভাষায়, ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিমিত্ত অনেকগুলি পদার্থ বিষ-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধেই এস্থলে আলোচনা করা হইবে। পাশ্চাত্য প্রদেশেও বিষ সম্বন্ধে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক আলোচনা দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিষ-বিজ্ঞান "টক্সোলজী" (Toxology) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মেডিক্যাল জুরিস্-প্রুডেন্স নামক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে বিষবিজ্ঞান একটি প্রধান অঙ্গ। বিষক্রিয়ার লক্ষণ কি এবং সেই সকল দুর্লক্ষণের শান্তিই বা কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ের সবিশেষ পরিজ্ঞান চিকিৎসা-ব্যবসায়িমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিষের ক্রিয়া

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠে জানা যায়, বিষের ক্রিয়া বিবিধ। এই ক্রিয়া স্থানীয় ও দূরব্যাপিনী। বিষের স্থানীয় ক্রিয়ায় কোন স্থানের চর্ম্মাদি বিদীর্ণ হয়, কোথাও প্রদাহ উপস্থিত হয়, অথবা জ্ঞানজনক বা গতিজনক (Sensory or motor) স্নায়ুর উপরে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। দূরব্যাপিনী ক্রিয়া অন্তবিধ। স্পৃষ্ট স্থানে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, অথবা নাও পারে; কিন্তু দূরবর্ত্তী দেহ যন্ত্রের উপরে উহার সবিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগের লক্ষণের ন্যায় বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যখন দূরব্যাপিনী ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখন বুঝিতে হইবে যে

বিষপদার্থ শরীরে শোষিত হইয়াছে। সুতরাং দূরবর্ত্তিনী ক্রিয়া প্রকাশের প্রধানতম সাধন—দেহে বিষশোষণ।

সকল অবস্থাতে বিষের ক্রিয়া একরূপ পরিলক্ষিত হয় না। বিষের মাত্রাধিক্য, দেহে উহার ক্রমোপচয় ও দৈহিক পদার্থ সহ

বিষক্রিয়ার তারতম্য

সংমিশ্রণ এবং বিষার্ত্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থানুসারে বিষের ক্রিয়ার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে অহিফেনের কথাই ধরিয়া লউন, মাত্রার তারতম্যানুসারে কোন স্থলে অহিফেন শ্রেষ্ঠতম ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে, আবার কোনও স্থলে উহাদ্বারা বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। যে মাত্রায় একজন যুবকের পক্ষে উহা সন্তাপকারী ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া গণ্য হয়, ঠিক সেইমাত্রাই একটি শিশুর পক্ষে সংঘাতক বিষ। শিশুর কথাই বা বলি কেন, যে যুবকের পক্ষে ঐ মাত্রা সময় বিশেষে অমৃতবৎ কার্য্য করে, অবস্থাবিশেষে তাহাই বিষের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। বেরিয়াম নামক পদার্থের রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত সকল প্রকারের প্রস্তুতিই বিষ-ক্রিয়া-প্রকাশক, কেন না ঐ গুলি সমস্তই দ্রবণীয় পদার্থ। কেবল উহার অদ্রবণীয় সালফেটই বিষ-ক্রিয়া-প্রকাশক নহে।

বিশুদ্ধ সায়েনাইড্ (Cyanide) এবং উহার দ্বিগুণ মিশ্রণ মাত্রেই বিষক্রিয়াজনক। কিন্তু পোটাশিয়াম ও দ্বিগুণ সায়েনাইড অব আয়রণ দ্বারা যে পাসিয়েট অব পোটাশিয়াম প্রস্তুত হয়, উহা আদৌ বিষক্রিয়াজনক নহে।

আবার দেহের স্থানবিশেষের সহিত সংস্পর্শ ও সংযোগ দ্বারা বিষের ক্রিয়ার যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। চর্ম্মের উপরে বিষ সংস্পৃষ্ট হইলে উহা সহজে শোষিত হইতে পারে না। শ্লেষ্মধর কলায় (mucous membrane) তদপেক্ষা সহজে শোষিত হয়, আবার ইহার নিম্নস্থ রক্তরসধর কলায় বিষ সংযুক্ত হইলে অবিলম্বে উহা শোষিত হইয়া থাকে। অসভ্যেরা বাণের অগ্রভাগে এক প্রকার বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়। ঐ বিষ কোন প্রকারে উদরস্থ হইলেও তাহা হইতে আদৌ কোন বিষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু উহা রক্তের সহিত সংযুক্ত হওয়া মাত্রই সংঘাতক হইয়া উঠে।

আবার ব্যক্তিবিশেষের সাত্ম্যের (Idiosyncrasy) উপরে বিষক্রিয়ার যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মুগের দাইল খাইলে কাহারও আমাশয় হয়, দুধ ও ঘৃত অতি প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইলেও কাহারও কাহারও পক্ষে উহা অসুখকর ও অসহ্য হইয়া উঠে। কোন কোন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে অহিফেন সেবন করিয়া থাকে, তাহাতে বিষলক্ষণের চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। আর্সেনিক বা শিমূলক্ষার অতি ভয়ানক বিষ। ইহার অত্যল্প মাত্রা সেবনেও গলাউঠার ন্যায় বিষলক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু কেহ কেহ অভ্যাসের গুণে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণেও এই বিষ সেবন করিয়া থাকে।

আবার এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন পীড়ায় কোন কোন বিষের ক্রিয়া দেহে প্রকাশ পাইতে পারে না। ধনুষ্টঙ্কারে প্রচুর পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলেও উহাতে সহসা বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। কোন কোন জ্বরে পারদের বিষক্রিয়া দেহে প্রতিফলিত হয় না। আবার অপরপক্ষে কোন কোন পীড়ায় অতি অল্পপরিমাণ বিষবৎ পদার্থও ভীষণ বিষলক্ষণ প্রকাশ করে। কেন না তদবস্থায় উহা সহসা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপযুক্ত পথ পায় না।

আয়ুর্ব্বেদে বিষের যে প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে,

বিষের শ্রেণীবিভাগ

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে বিষের শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী সেরূপ নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, বিষের শ্রেণীবিভাগ করা বড় সহজ নহে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বিষের শ্রেণীবিভাগের নিমিত্ত অনেক প্রকার যত্ন করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও উহা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে নিখিল বিষসমূহকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা :—

(১) করোসিভস (Corrosives) বা দেহতন্তুর অপচায়ক।

(২) ইরিট্যাণ্ট্‌স্ (Irritants) বা উগ্রতাকারক।

(৩) নিউরোটিকস (Neurotics) বা স্নায়বীয় বিকৃতিবর্দ্ধক।

(৪) গ্যাসিয়াস (Gaseous) বা বায়বীয় বিষ।

১ দেহতন্তুর অপচায়ক বিষসমূহ।

এই শ্রেণীর বিষ সকলের মধ্যে পারদ ঘটিত দ্রব্য গুলিই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত সলফিউরিক্ এসিড্, নাইট্রিক এসিড্, হাইড্রোক্লোরিক এসিড্, অক্জালিক এসিড্, কার্ব্বলিক এসিড্, পোটাশ, সোডা, এমোনিয়া, বাইসলফেট অব্ পোটাস ক্লোরাইড অব্ এণ্টিমনি, নাইট্রেট অব্ সিলভার এবং ক্ষার পদার্থের বিবিধ কার্ব্বনেট সমূহও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই সকল বিষ দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। কোন প্রকার পদার্থ গলাধঃকরণ হওয়ার পরেই মুখে, মুখ গহ্বরের নিম্নে, তালুতে ও আমাশয়ে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়। ক্রমে এই জ্বালা সমগ্র অন্ত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতঃপর দুর্নিবার্য্য বমনের উপদ্রব দেখা দেয়। খনিজ এসিড্ অথবা অক্জালিক এসিড সেবনে যে বমি হয়, সেই বমির উদ্গত পদার্থগুলি পাকাশয়ের মেঝের উপরে পড়িলে উহাতে এসিডের ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ

ঐ স্থানে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতে থাকে। এই বমিতেও কোন প্রকার শান্তিবোধ হয় না। বমির সহিত রক্তের কণা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, অন্নবহানালীর গাত্র এই বিষে অপচিত হইয়া উহার ঝিল্লিগুলি পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট ও বিচ্যুত হয় এবং বাহ্য পদার্থের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া পড়ে। বায়ুতে উদরাধ্মান হয়। উদরের উপর হাত দিলে রোগীর পক্ষে উহা অসহ্য হইয়া উঠে। জ্বরজ্বর অনুভব হয়। মুখের মাংসাদিতে অনেক স্থলেই স্পষ্টতঃ ক্ষত দেখা যায়। বিষের পরিমাণ অধিক হইলে অতি অল্পক্ষণেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না ঘটিলেও মুখে ও অন্ত্রে ক্ষতাদি হইয়া নিদারুণ যাতনায় ক্লেশভোগ করিতে করিতে অনশনে রোগীর দুঃখময় জীবনের অবসান হয়।

চিকিৎসা

এই সকল বিষপীড়িত রোগীর চিকিৎসার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে অন্ননালী ও আমাশয়ের ধৌতি প্রধান প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ সুকোমল সাইফন-নলিকা যন্ত্রের (Soft Siphon tube) দ্বারা আমাশয় ধৌত করার ব্যবস্থা করেন। বিষের ক্রিয়ায় আমাশয়ের প্রাচীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; সুতরাং সেস্থলে "ষ্টমাক পাম্প" ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। স্নিগ্ধকারক পানীয়, বার্লীর জল এবং অহিফেন ঘটিত ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন বিষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্রব্য বিষচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। যদিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার বিষেই প্রায় সদৃশ-লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু বিষ দ্রব্যবিশেষে চিকিৎসার দ্রব্যাদি ও প্রয়োগ প্রকার স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় প্রধান ও বহুল প্রচারিত বিষদ্রব্যের চিকিৎসা-প্রণালীর উল্লেখ করা যাইতেছে:—

(১) করোসিব সবলিমেট।—করোসিব সবলিমেটকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় রসকর্পূর বলা যাইতে পারে। কিন্তু রসকর্পূর বিশুদ্ধ করোসিব সবলিমেট নহে, উহাতে প্রচুর পরিমাণে কালোমেল বিমিশ্রিত থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় কোন কোন ঔষধে রসকর্পূরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারের রসকর্পূরে কালোমেল ও করোসিব সবলিমিটের পরিমাণের স্থিরতা নাই। কিন্তু উহাতে যখন করোসিব সবলিমেটের পরিমাণ অধিক থাকে, তখন ঐ পদার্থের অতি অল্পমাত্রা ব্যবহার করিলেও ভয়ানক বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও করোসিব সবলিমেট বিবিধ যোগে হাইড্রার্জ্জ পার-ক্লোরাইড নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা এক গ্রেণের ৩২ ভাগ হইতে ১৬ ভাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু রসকর্পূর ৮ গ্রেণ মাত্রাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসকর্পূরে হাইড্রার্জ্জ পারক্লোরাইডের ভাগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম থাকে বলিয়াই এইরূপ মাত্রায় ব্যবহৃত হইতে পারে। এক গ্রেইন করোসিব সবলিমেট সেবনে মানুষের মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার প্রতিষেধক ঔষধ ডিম্বের অণ্ডলাল পদার্থ। ডিম্বের অণ্ডলাল জলে গুলিয়া তৎক্ষণাৎ সেবন করাইলে বিষ শোধিত হইতে পারে না। প্রচুর পরিমাণে পুনঃপুন ডিম্বের অণ্ডলাল সেবন করাইয়া বমিকারক ঔষধের দ্বারা বমন করান বিধেয়।

(২) খনিজ এসিড—সালফিউরিক, নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক প্রভৃতি খনিজ এসিড সমূহ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ক্ষার, ক্ষারকার্ব্বনেট ও চক্ প্রভৃতি দ্রব্য সেবন করান কর্ত্তব্য। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা এসিডের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

(৩) অক্‌জালিক এসিড—অক্‌জালিক এসিড ভয়ঙ্কর বিষ। ইহাতে ১৫ মিনিটে বা ৩০ মিনিটে লোকের মৃত্যু হইতে পারে। অক্‌জালিক এসিড খনিজ নহে, উদ্ভিজ্জ। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের উপরেই ইহার বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই বিষ সেবন মাত্রই রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহার দ্বারা বিষার্ত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমে বমিকারক ঔষধ দেওয়া বিধেয়। তৎপরে চাখড়ি ব্যবহার করিলে অক্‌জালিক এসিডের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।

(৪) ক্ষারদ্রব্য—পোটাস, সোডা, এবং ইহাদের কার্ব্বনেট ও সালফাইড সেবনেও খনিজ এসিডের ন্যায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। অধিকন্তু এই সকল দ্বারা দেহে বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইলে তৎসঙ্গে অতিসারও উহার একটী আনুসঙ্গিক লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অম্লদ্রব্য সেবন দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

(৫) কার্ব্বনিক এসিড—ইহাও একটী ভয়ঙ্কর বিষ। এই বিষ দেহের যে স্থানে স্পৃষ্ট হয়, সেই স্থানই দেখিতে দেখিতে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, দেহত্বক্ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। স্নায়ুকেন্দ্রে বিষের ক্রিয়া সত্বরে প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত রোগী সহসা অচেতন হইয়া পড়ে। ইহার সবিশেষ লক্ষণ এই যে, এই বিষ সেবনের পরে প্রস্রাব ঘোর সবুজ বর্ণে পরিণত হয়। ইহার প্রতিকার চুণের জলে চিনি মিশাইয়া সত্বরত করিয়া রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিতে দেওয়া বিধেয়। সালফেট অব সোডা জলে দ্রব করিয়া সেবন করিতে দিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

উগ্রতাজনক বিষ।

উগ্রতাজনক বিষসমূহ উৎপত্তিস্থলভেদে ত্রিবিধ—ধাতব, জান্তব ও উদ্ভিজ্জ। এই শ্রেণীর বিষ সেবনে বা গাত্র স্পর্শে স্পৃষ্ট স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্পৃষ্ট স্থল রক্তরসাদির দ্বারা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে। ধাতব উগ্রতাজনক বিষের

মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে আর্সেনিকের নাম উল্লেখের যোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় আর্সেনিক শঙ্খ-বিষ নামে অভিহিত। চলিত বাঙ্গালায় ইহা সেঁকো বিষ নামে প্রসিদ্ধ।

সেঁকোবিষ, রসাঞ্জন, সীসক, তাম্র দস্তা ও ক্রোমিয়াম প্রভৃতিও ধাতব বিষের অন্তর্ভুক্ত। উগ্রতাজনক উদ্ভিজ্জ বিষ-সমূহের মধ্যে ইলেটেরিয়াম, গাম্বোজ, মুসব্বর, কলোসিন্থ ও জয়-পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জঙ্গম বা জৈব উগ্র-বিষপদার্থসমূহের মধ্যে ক্যান্থারিডিসই প্রধানতম।

উদ্ভিদ্ ও ধাতব উগ্রতাজনক বিষ খাদ্য দ্রব্য হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে, আবার ব্যাক্টেরিয়া (জীবাণু বিশেষ) দ্বারাও দেহে বিষ সঞ্চারিত হয়। কয়োসিব বা দৈহিক উপাদান-বিধ্বংসি বিষ অপেক্ষা উগ্রতাজনক বিষসমূহ দেহে অতি ধীরে ধীরে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই জাতীয় বিষ গলাধঃকরণ হইলে মুখে ও উদরে জ্বালা অনুভূত হয়। পেটে হস্ত স্পর্শ করিলে তাহাতেও রোগী বিশেষ ক্লেশানুভব করে। বমি, বিবমিষা ও পিপাসা উপস্থিত হয় এবং পেট ফাঁপে। বমির পরেই অতিসার দেখা দেয়। ইহাতেও বিষ বহিষ্কৃত না হইলে প্রাদাহিক জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বরে অচৈতন্যাবস্থায় রোগীর মৃত্যু হয়। এই শ্রেণীর বিষের ক্রিয়ার সহিত কতিপয় রোগের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, যেমন আমাশয় প্রদাহ (Gastritis), আমাশয়িক ক্ষত, শূল (Colic) উদর ও অন্ত্রাবরক প্রদাহ (Peritonitis) ও ওলাউঠা হইয়া থাকে।

১। আমরা সর্ব্ব প্রথমে সেঁকো বিষের কথাই বলিতেছি। যে সকল বিষ দ্বারা মানুষের আমাশয়ে ও অন্ত্রাদিতে উগ্রতা জন্মে, তন্মধ্যে সেঁকো বিষই প্রধান। সেঁকো বিষের নানা প্রকার পদ্ধতি আছে। যে নামে বা যে ভাবে তাহা প্রস্তুত হউক না কেন, তাহার অত্যল্প মাত্রাও মনুষ্যের পক্ষে নিদারুণ। ইহার এক গ্রেণ মাত্রাতেও মৃত্যু ঘটিতে পারে। আর্সেনিক দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই বিষলক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। দেহ নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মূর্চ্ছার ন্যায় বোধ হয়, অতঃপর জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে। বমি হইতে থাকে, যাহা কিছু মুখে করা যায় তৎক্ষণাৎ তাহা বমির সহিত পড়িয়া যায়। এই বমিতেও আমাশয়ের যাতনা বা ভারিত্ববোধ তিরোহিত হয় না। দাস্ত ও তাহার সহিত রক্ত নির্গত হয়। ঘর্ম্ম ও পিপাসা হয়, নাড়ীর স্পন্দনের দুর্ব্বলতা ও অনিয়মিতভাব দেখা যায়। আঠার ঘণ্টা হইতে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে বিষাক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সেঁকো বিষের বিষক্রিয়া ও ওলাউঠার লক্ষণ সাধারণতঃ এক প্রকার। সেঁকো বিষের বিষক্রিয়ার লক্ষণের মধ্যে উল্লিখিত লক্ষণ গুলিই সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

ইহার প্রতিকারের বিধান,—ষ্টমাক-পাম্প নামক নলবিশেষ দ্বারা আমাশয় ধৌত করা অত্যন্ত আবশ্যক। সর্ষপ চূর্ণ গরম জলে মিশাইয়া পান করাইলে তাহা দ্বারা বমি হয় এবং উদরস্থ বিষ বহিষ্কৃত হইয়া যায়। দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি পান করিতে দেওয়া উচিত। তদ্দ্বারা প্রদাহ প্রশমনের সহায়তা হইতে পারে। ম্যাগনেসিয়া ইমাল্‌সন্ অথবা ডায়েলাইজড্ আইরণ নামক ঔষধও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সেঁকো বিষের ধূমাত্তে বা আঘ্রাণেও বিষক্রিয়া জন্মিতে পারে। তাহার ফলে চক্ষু ও অন্ত্রের প্রদাহ এবং তজ্জনিত উদরাময় প্রভৃতি পীড়া পরিলক্ষিত হয়। সেঁকো বিষ সেবনে অভ্যাসিত লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অধিক পরিমাণে সেঁকো বিষ সেবন করিয়াও অবলীলাক্রমে উহা সহ্য করিতে পারে। উগ্রতাজনক বিষসমূহের মধ্যে সেঁকো বিষের ক্রিয়া অতি ভয়ানক।

২। সীসক—সীস ধাতুর যে সকল বিষলক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সকল লক্ষণ সবিশেষ সাংঘাতিক নহে এবং সহসা তাহাতে রোগীর মৃত্যুও ঘটে না। জীবদেহে সীসের বিষ অতি ধীরে ধীরে কার্য্য করে। তাহার ফলে পক্ষাঘাত ও শূলরোগ জন্মে। চিত্রকর ও প্লাম্বার প্রভৃতিকে সীসের বিষে নিপীড়িত হইতে দেখা যায়। সীস শূল একটী অতি কষ্টদায়ক ব্যাধি। ইহাতে নাভির পার্শ্বে প্রবল বেদনা হয়, দুর্নিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ রোগে রোগী কষ্ট পায়। মাড়ীর ধারে কৃষ্ণবর্ণ দাগসমূহ পরিলক্ষিত হয়। রেচক ঔষধ অহিফেন এবং আইওডাইড্ অব পোটাসিয়াম প্রভৃতি দ্বারা সীসক বিষের প্রতিকার করা হয়।

সীসক বিষের আর একটী লক্ষণ এই যে, উহাতে হাত কাঁপে ও হাত অবশ হইয়া যায় এবং বাক্ শুষ্ক হইয়া পড়ে। তড়িৎযন্ত্র সংযোগে ইহার প্রতিকার করা হইয়া থাকে। পোটাসিয়াম আইওডাইড সেবন করান বিধেয়। বলকারক ঔষধসমূহও ব্যবস্থেয়। এই সকল প্রক্রিয়ায় প্রতিকার না হইলে দৈহিক যন্ত্রাদি ধীরে ধীরে বিকৃত হইয়া রোগীর জীবননাশ হয়।

তামা—তাম্রও এক ভীষণ বিষ। তামা হইতেই তুঁতিয়ার উৎপত্তি। তুঁতিয়া উদরস্থ হইলে বমির উপদ্রব আরম্ভ হয়। একতোলা পরিমিত তুঁতিয়াতেও বিষক্রিয়া ঘটে। শিশুদের পক্ষে অল্প মাত্রাও অহিতকর। বমিই তুঁতিয়ার প্রধান লক্ষণ। উদ্বান্ত পদার্থ গুলি তুতিয়ার বর্ণ ধারণ করে। মাথাধরা, পেটে ব্যথা ও উদরাময় প্রভৃতি তুতিয়ার বিষলক্ষণ। তুতিয়ায় শূল ব্যথার ন্যায় ব্যথাও অনুভূত হয় এবং হাতে ও পায়ে খেঁচুনী আরম্ভ হইয়া থাকে। দুই ড্রাম মাত্রা তুতিয়া উদরস্থ হওয়াতে অনেকের এই লক্ষণ দেখা গিয়াছে। তুতিয়ার বিষে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসকেরা বমি করাইবার

পাউডার প্রভৃতি আরও বহুবিধ ঔষধের সহিত সংমিশ্রিত অহিফেনজাত ঔষধ পাশ্চাত্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মরফিয়া হইতেও অনেক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ওলিয়াম মর্ফিয়া, মর্ফিনী এসিটাস, লাইকর মর্ফিয়া এসিটেটিস, মর্ফিনী হাইড্রোক্লোরাইডম্, মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরাইড্, লাইকার মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরাইড্, লিংটাস মরফিণী, ট্রচিসাই মর্ফিনী, মরফিনী মিকোনাস, লাইকার মর্ফিনী বাইমেকোনেটিস মরফিণী সালফাস, লাইকার মরফিণী সালফেটিস্, মর্ফিয়া টারট্রাস, লাইকর মরফিয়া টারট্রাস্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত অধুনা মরফিয়া হইতে ডাই-ওনিন্, হিরোইন ও পেরোইন প্রভৃতি আরও কতকগুলি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

অহিফেন পূর্ণ বয়স্কের পক্ষেও দুই গ্রেণের অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা বিধেয় নহে। মরফিয়ার মাত্রাও সাধারণতঃ এক তৃতীয়াংশ গ্রেণ। হিরোইন্ প্রভৃতি আরও কম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এক গ্রেণের এক দ্বাদশাংশ মাত্রায় হিরোইন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অভ্যাসের ফলে, অহিফেন ও মরফিয়া কেহ কেহ খুব অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে। বালকদের পক্ষে অহিফেন ভয়ানক বিষ। অতি অল্প মাত্রাতেও উহারা অচেতন হইয়া পড়ে। শিশুদের পক্ষে ইহা আদৌ ব্যবহার্য্য নহে। অহিফেনের বিষে প্রথমতঃ মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় হয়, মুখমণ্ডল নীলাভ হইয়া উঠে, রক্তসঞ্চালনে বাধা উপস্থিত হওয়াই এইরূপ নালিম ভাবের কারণ। চক্ষুর মণি নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। চর্ম বিশুষ্ক ও গরম হয়। শ্বাস মন্দ ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। চৈতন্য বিলুপ্ত হইতে থাকে, এ অবস্থায় মাথা ধরিয়া নাড়িলে অথবা কাণের নিকট উচ্চ শব্দ করিলে চৈতন্য সম্পাদিত হয়। এই অবস্থাতেও যদি বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট না হইয়া যায়, তবে ঘোরতর তন্দ্রা উপস্থিত হয় তখন কোন প্রকারেই আর চৈতন্য সম্পাদন করা যায় না। ঘর্ম হইতে থাকে। শ্বাসগতির বৈষম্য উপস্থিত হয়, নাড়ী দ্রুতগতিবিশিষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অবশেষে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থা—ইহার প্রথম চিকিৎসা বমি করান। ষ্টমাক পাম্পের সাহায্যে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। বিষপীড়িত ব্যক্তি যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়ে তজ্জন্য উহাকে ইতস্ততঃ হাটাইতে হয়। বক্ষের উপরে পর্য্যায়ক্রমে গরম ও শীতল জলের ডুস প্রয়োগ করা বিধেয়, কাণের নিকট সর্ব্বদা উচ্চ শব্দ করিয়া স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত রাখিতে হয়। ভিজা গামছা দ্বারা হাত ও পা আঘাত করা কর্ত্তব্য। তাড়িত প্রবাহ প্রয়োগেও উপকার হইয়া থাকে। দেহে হস্ত-সংঘর্ষণ করিয়া রক্তসঞ্চালন সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য। এমোনিয়া ও আলকোহল পানীয় রূপে ব্যবহার্য্য। কফির পানীয়ও উপকারজনক। শ্বাসগতিতে বৈষম্য উপস্থিত হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালনের উপায় করিতে হয়। এট্রোপিয়া পূর্ণমাত্রায় ত্বকের নিম্নে প্রক্ষেপ (Hypodermic injection) করিলে সবিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ষ্ট্রিকনিয়াও অহিফেন বিষের প্রতিষেধক।

৩। ষ্ট্রিকনাইন—ইহা উদ্ভিজ্জ বিষ। বিবিধ উদ্ভিদ হইতে ষ্ট্রিকনিয়ার উৎপত্তি হয়। কুচিলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ষ্ট্রিকনিয়া আছে। ধনুষ্টঙ্কারে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, ষ্ট্রিকনিয়া বিষের লক্ষণও তাদৃশ। হস্তের অঙ্গুলী গুলফ, উদর, হৃদয়, বক্ষ, ও গলদেশ আকৃষ্ট হওয়ায় রোগীর দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়, হনুরোধ হইয়া থাকে গলার পশ্চাৎভাগ কঠিন হইয়া উঠে, রোগী ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া আক্ষিপ্ত হয়। কিয়ৎক্ষণ বিরামের পর আবার এই লক্ষণ উপস্থিত হয়। একটুকু সঞ্চালনে বা অপরের স্পর্শে তৎক্ষণাৎ উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অবশেষে স্নায়ুমণ্ডলী অবসন্ন হইয়া পড়ে, ধমনীর ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়, এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়

প্রতিকার—হাইড্রেট অব ক্লোরাল ও ক্লোরোফরম প্রয়োগে এই বিষের চিকিৎসা করা বিধেয়।

৪। একোনাইট—ইহাও উদ্ভিদবিষ। একোনাইট অতি ভয়ঙ্কর বিষ। ইহার এক গ্রেণের ষোল ভাগের এক ভাগেও লোকের মৃত্যু ঘটে। ইহাতে শরীর জ্বালা ঝিমঝিমানি ভয়ানক বমি স্নায়ুগুলীর গতি ও জ্ঞানক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় হৃৎপিণ্ড অবসন্ন হইয়া পড়ে, মূর্চ্ছায় রোগীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কখনও জ্ঞানের বৈষম্য ঘটে না।

প্রতিকার—ডিজিট্যালিস একোনাইটের বিষক্রিয়ার বিনাশক। সুতরাং ডিজিটেলিন নামক বীর্য্য চর্মের নীচে প্রক্ষেপ করিয়া ইহার চিকিৎসা করা বিধেয়।

৫। বেলাডনা—ধুতুরা জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদবিষ ইহাতে চক্ষুর মণি প্রসারিত, দৃষ্টির বিভ্রম, চর্ম শুষ্ক ও উষ্ণ গলায় ক্ষত, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে নিদারুণ ক্লেশবোধ নিরতিশয় পিপাসা ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার বীর্য্যের নাম—এট্রোপিন।

প্রতিকার—ষ্টমাক পাম্প দ্বারা বিষ বহিষ্কৃত করিতে হয়। মর্ফিয়া ইহার প্রতিষেধক। অধস্ত্বক মর্ফিয়ার প্রক্ষেপ (Hypodermic injection) দ্বারা ইহাতে যথেষ্ট উপকার হয়।

বায়বীয় বিষ।

১। ক্লোরিন ও ব্রোমিন্—এই দুই বায়বীয় বিষ ভয়ানক উগ্রতাজনক। নিঃশ্বাসের সহিত এই দুই বায়বীয় বিষ কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইলে, কণ্ঠনালাতে ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ উৎপাদন করে। ইহা দ্বারা অচিরে মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার—এমোনিয়ার বাষ্প আঘ্রাণ উপকারজনক।

২। হাইড্রোক্লোরিক এসিড-গ্যাস—হাইড্রোক্লোরিক ও হাইড্রোব্রোমিক এসিড এই উভয় পদার্থের গ্যাসই উগ্রতাজনক এবং সংঘাতক। শিল্পাদির কারখানায় সময়ে সময়ে এই বিষে বিষাক্ত হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রতিক্রিয়াও পূর্ব্ববৎ।

৩। সালফারাস এসিড-গ্যাস—গন্ধক জ্বালাইলে তাহা হইতে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহা উগ্রতাজনক ও শ্বাসরোধক। এতদ্দ্বারাও কণ্ঠনালী আক্রিষ্ট হইয়া থাকে। এমোনিয়ার বাষ্প আঘ্রাণ দ্বারা প্রতিক্রিয়া বিধেয়।

৪। নাইট্রাস ভপার—গ্যালভানিক ব্যাটারী হইতে এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বাষ্প ফুসফুসে প্রবিষ্ট হইলে ফুসফুসপ্রদাহ জন্মে এবং অচিরেই মৃত্যু ঘটে।

৫। কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস—ইহা বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারী এবং বায়ুর সহিত ফুসফুসে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণসংঘাতক হইয়া থাকে। কাষ্ঠাদি জ্বালানের সময়েও এই বিষপদার্থ উৎপন্ন হয়। এই ভীষণ বিষবায়ু দেহে প্রবিষ্ট হইলে অচিরেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। পুরাতন কূপাদি ও আবদ্ধ নর্দ্দমাদিতে এই বিষ সঞ্চিত থাকে। তাদৃশ স্থলে প্রবিষ্ট ব্যক্তি এই বিষে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গৃহে কেরোসিনাদি জ্বালাইয়া বায়ুপ্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া গৃহে অবস্থান করিলে এই বিষ অধিক পরিমাণে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সত্বর প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

প্রতিকার—বক্ষে পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও উষ্ণ জলধারা প্রয়োগ, দৈহিক রক্তসঞ্চালনের নিমিত্ত হস্তদ্বারা দেহ সংঘর্ষণ এবং কৃত্রিম শ্বাসের উপায় সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৬। কার্ব্বনিক অক্সাইড গ্যাস—ইহাতে বিশুদ্ধ কার্ব্বনিক এসিড থাকাতেই এতদ্দ্বারা বিষলক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। কার্ব্বনিক অক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সহিত দৃঢ়রূপে সম্মিশ্রিত হইয়া থাকে। উহাতেই মৃতদেহের রক্তের বর্ণ অধিকতর সমুজ্জল দেখায়। ইহার প্রতিক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। কার্ব্বনমনক্সাইড মিশ্রিত বায়ু আঘ্রাণে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

৭। কোল গ্যাস—ইহাদ্বারা শ্বাসরোধ ও জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহার চিকিৎসাও কার্ব্বনিক এসিডের বিষ চিকিৎসার ন্যায়।

৮। সলফারেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস—ইহা ভয়ঙ্কর বায়বীয় বিষ। এই বিষবায়ু যৎসামান্য মাত্রায় দেহে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইয়া থাকে। শ্বাসরোধ ইহার প্রধান লক্ষণ। বায়ুর সহিত বিমিশ্রিত হইয়া দেহে প্রবিষ্ট হইলেও এতদ্দ্বারা শূল, বিবমিষা, বমি ও তন্দ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি দুর্ব্বলতা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। রক্তের লালকণিকাগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় হস্তদ্বারা দেহঘর্ষণ, উত্তাপপ্রয়োগ এবং উত্তেজক ঔষধাদি ব্যবস্থা। কেহ কেহ মনে করেন, ক্লোরিনগ্যাস যখন রাসায়নিক হিসাবে সালফারেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী, তখন এই ক্লোরিণ গ্যাসের ঘ্রাণের দ্বারা উহার বিষক্রিয়া নষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু ক্লোরিনগ্যাস প্রয়োগের সময়ে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ক্লোরিন্‌গ্যাস নিজেও ভয়ানক বিষ। সুতরাং কোন স্থলেই যেন অধিক মাত্রায় বা অসাবধানভাবে উহার ব্যবহার না হয়।

৯। নাইট্রাস অকসাইড ও ক্লোরোফরম প্রভৃতি বহুল দ্রব্য স্পর্শ ও চৈতন্যাপহারক এবং সেই উদ্দেশ্যেই উহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বাসরোধ সংঘটন করাই এই সকল বিষের কার্য্য।

প্রতিকার—কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ও তাড়িত প্রবাহ দ্বারা এই অবস্থায় প্রতিকার করা বিধেয়।

১০। হাইড্রোকার্ব্বন সমূহের বাষ্প—বেনজোলিন, পিট্রোলিয়াম প্রভৃতি হইতে যে বায়বীয় পদার্থ উদ্গীর্ণ হয়, তদ্দ্বারাও বিষক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল বায়বীয় বিষে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার—কৃত্রিম শ্বাসপ্রণালী অবলম্বন ও তাড়িত প্রবাহ এই অবস্থায় প্রতিকারের ব্যবস্থা।

দৈহিক বিষ।

জীবদেহের অভ্যন্তরেই বহুল বিষপদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুনিপুণা দেহ-প্রকৃতি স্বীয় সুবিধানের দ্বারা প্রতিনিয়ত সেই সকল বিষ দেহ হইতে অপসারিত করিয়া জীবদিগকে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিতেছে। এই সকল বিষের [illegible]ধ্যে আমরা কার্ব্বনিক এসিডের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। বলা বাহুল্য যে দেহস্থ কার্ব্বনিক এসিড অতি সংঘাতক পদার্থ। ফুসফুস্ ও চর্ম্মপথে কার্ব্বনিক এসিড অনেক পরিমাণে বহির্গত হয় বলিয়া আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবন অব্যাহত থাকে। কোন কারণে কার্ব্বনিক এসিডের নির্গম অবরুদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ দেহ রাজ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং সত্বর মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কার্ব্বনিক এ[illegible]

অপর বিষ-পদার্থ ইউরিয়া (Urea)। বৃক্ক নামক মূত্রকারক যন্ত্রদ্বয় অবিরত দেহ হইতে মূত্রপথে এই বিষ শরীর হইতে অপসারিত করিয়া দিতেছে। যদি কোন কারণ বশতঃ দৈহিক রক্তের সহিত এই পদার্থ অধিক পরিমাণে বিমিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগী অচেতন এবং ঘোরতর তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে ও তাহাতে প্রায়শঃই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ইউরিয়া

অপরবিষ—পিত্ত। দেহের রক্তের সহিত পিত্ত বিমিশ্রিত হইয়া কামলা প্রভৃতি রোগ জন্মায়। স্নায়বীয় যন্ত্র সমূহ বিকৃত হইয়া পড়ে। মানসিক শক্তি বিনষ্ট হয়। রোগী অজ্ঞান অবস্থায় মৃদু মৃদু প্রলাপ বকিতে বকিতে শেষে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

পিত্ত

এইরূপ বিবিধ রোগোৎপাদক দৈহিক উপাদান দ্বারাও অনেক প্রকারে দেহ বিষার্ত্ত হইয়া পড়ে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, দৈহিক পদার্থের মধ্যেই বহুবিধ রোগের কারণ নিহিত আছে। এমন কি, দৈহিক শর্করা প্রভৃতি অতিরিক্ত মাত্রায় শোণিতে বিমিশ্রিত হইলেও দেহের স্বাস্থ্য বিনাশ করিয়া সাংঘাতিক রোগের সৃষ্টি করে।

বিষাণু (Toxins)

অধুনা যাবৎ বৈজ্ঞানিক নামে জীবাণু ও উদ্ভিদাণুতত্ত্বের যে অভিনব বৈজ্ঞানিক আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে কতকগুলি জীবাণু ও উদ্ভিদাণু যে মানবদেহের পক্ষে ভয়ানক বিষ তাহা বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ওলাউঠা, প্লেগ, টাইফয়েড জ্বর ধনুষ্টঙ্কার, বসন্ত প্রভৃতি সংঘাতক রোগসমূহ এই সকল জীবাণু ও উদ্ভিদাণু (Pathogenic germ) বিষেরই ক্রিয়ামাত্র।

ঐ সকল রোগবীজাণু আহার্য্য, পানীয় বা বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, অথবা দেহসংস্পৃষ্ট হইলে ঐ সকল রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় এবং উহা ক্রমেই ভীষণতর হইয়া রোগীর জীবননাশ করে। অধুনা অধিকাংশ ব্যাধিই রোগবীজাণুর দেহপ্রবেশের বিষময় ফল বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

এই সকল সংঘাতক বিষের কার্য্যধ্বংসের নিমিত্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এণ্টি-টক্সিন সিরাম (Antitoxin Serum) নামে বহুপ্রকার বিষঘ্ন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল "সিরাম্" পদার্থই এক্ষণে উক্ত সংঘাতক রোগসমূহের বৈজ্ঞানিক বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ জাত উদ্ভিজ্জ বিষের তালিকা।

১। কাঠবিষ—ইহা পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানে একোনাইট নামে প্রসিদ্ধ। এদেশে অনেক প্রকার কাঠবিষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এদেশে একোনাইটাম ফেরক্স, একোনাইটাম নেপীলাস, একোনাইটাম পামেটাম, একোনাইটাম হিটারোফাইলাম প্রভৃতি বহুপ্রকার বৃক্ষে কাঠবিষ বা একোনাইটের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন। এই বিষের বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

২। দাদমারি বা বন মরিচ (Ammannia vesicatoria) এই বৃক্ষের পত্র দাহক বিষ। এই পত্রদ্বারা ফোস্কা পড়ে।

৩। কাকমারি—(Anamirta Cocculus)। কাকমারি অল্পমাত্রায় বিষলক্ষণ প্রকাশ না করিলেও অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে এতদ্দ্বারা বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহার বীজে বিষ থাকে। ইহার বীজে পাইক্রো-টক্সিন নামক বিষ থাকে।

৪। কুর্কনী—(Andrachne Cordifolia)। এই উদ্ভিদ পঞ্জাব অঞ্চলে জন্মে। ইহা গবাদির মারাত্মক বিষ। চামারেরা এই বিষ গবাদি পশু মারিবার নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকে।

৫। কিরাগু—(Arisaema Speciosum)। পঞ্জাবপ্রদেশে এই উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল বিষময়।

৬। জেনকজ্, হিন্দি নাম—লক্ষ্ণা—(Atropa Belledonna)। ইহাতে ধুস্তুর বীর্য্য আছে, তজ্জন্যই ইহাতে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

৭। কুলবুদ বা বন-যৈ—(Avena fatua)। এই উদ্ভিদ সিমলা পাহাড়ে, বাঙ্গালায় ও দাক্ষিণাত্যে জন্মে।

৮। দন্তী—(Baliospermum montanum)। দন্তীর বীজ উগ্রতাজনক। ইহা সেবন করিলে জয়পালের বীজের ন্যায় ভেদবমি হয়। ইহার অপর নাম ভামালগোটা। ইহার তৈল বাতরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৯। চিকরী—(Buxus Sempervirens)। ইহা একপ্রকার বিষক্রিয়াজনক উদ্ভিদ। হিমালয়প্রদেশে এই উদ্ভিদ জন্মে।

১০। অলক—(Calatropis Procera)। ইহা ভয়ানক বিষ। ইহা হইতে দুগ্ধের ন্যায় যে পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা ভ্রূণহত্যা করা হয়। ইহার একড্রাম পরিমাণে সেবন করাইলে ১৫ মিনিটের মধ্যে একটা কুকুর নিহত হয়।

১১। গাঁজা—(Cannabis Sativa)। ইহাদ্বারা উন্মত্ততা জন্মে। গাঁজার বীর্য্যের নাম ক্যানাবিন (Cannabene)। ইহাদ্বারা মূর্চ্ছা ও মৃত্যু ঘটে।

১২। ডাকুর—(Cerbera odollam) ইহাদ্বারা বমি ও ভেদ হয় এবং বমি ও ভেদাধিক্যবশতঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

১৩। মাকেলা (হিন্দি)—(Coriaria nepalensis)

এই উদ্ভিদ মণিপুর, ব্রহ্ম ও ভুটানে জন্মে। ইহা দেহে প্রবিষ্ট হইলে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় বিষলক্ষণ প্রকাশ করে।

১৪। জয়পাল—(Croton Tighnm)। জয়পাল ভয়ঙ্কর জোলাপকারক। ইহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৫। ধুতুরা—ধুতুরা ফলের দ্বারা মোহ ও উন্মত্ততা জন্মে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনেকস্থলে এই বিষের প্রয়োগাবধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দুই প্রকার—Datura Fastuosa এবং Datura Stramonium আয়ুর্ব্বেদেও ইহার দ্বিবিধ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা শ্বেতধুস্তুর ও কৃষ্ণধুস্তুর।

১৬। বনগাব (Diospyros montana)। বঙ্গদেশের জঙ্গলেও এই উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফল বিষময়।

১৭। বাসিক—ইহা কামারুন দেশে জন্মে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার কি নাম তাহা জানা যায় না। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ইহার নাম Exaecaria Agullocha ইহা ভয়ানক বিষ—কামারুন কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসার্থ এই বিষদ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

১৮। জবাসী—(Flueggea Microcarpa)। এই উদ্ভিদ ভুটানে জন্মে। ইহার বল্কল অতীব বিষময়। ইহার সংস্কৃত নাম জানা যায় না।

১৯। কালিকারী—(Gloriosa Superba)। ইহার অপর সংস্কৃত নাম গর্ভঘাতিনী। ইহার মূল গর্ভপাতের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২০। হুরা—(Hura crepitans)। ভারতবর্ষের জঙ্গলে এই উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভারতীয় কোন নাম জানা যায় না। এতদ্দ্বারা জয়পালের ন্যায় দাস্ত বমি হইয়া থাকে।

২১। পারাসিকা—Hyoscyamus Niger)। ইহার বিষক্রিয়া স্নায়বীয় যন্ত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়া মোহাদি ঘটাইয়া থাকে।

২২। পারাবত। জাগুল বা রক্তন জোড়—(Jatropha Curas) ইহার বীজে ওলাউঠার ন্যায় দাস্ত বমি হইয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রে (ঐতরেয়ব্রাহ্মণে) বিষের উৎপত্তিসম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ভগবান্নারায়ণ কূর্ম্মাবতারে পৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়া ধরিত্রীর মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। দেব ও অসুরগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া উক্ত পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকীকে রজ্জু করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেন। তাহার ফলে, সর্ব্বশেষে বিষ উৎপন্ন হয়। ত্রিতাপহর হর সেই গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। [সমুদ্রমন্থন ও হলাহল দেখ।]

বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ সর্পবিষ ও অন্যান্য বিষের ব্যবহার অবগত ছিলেন। উক্ত সংহিতার ৭।৫০ সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, বশিষ্ঠ ঋষি মিত্রাবরুণ, অগ্নি ও বৈশ্বানরের স্তুতিকালে বলিতেছেন,—"কুলায়কারী ও সর্ব্বদা বর্দ্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে না আসে, অজকা নামক রোগবিশিষ্ট দুর্দ্দর্শ বিষ বিনষ্ট হউক। ছদ্মগামী সর্প পদদ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে। যে বন্দন নামক বিষ নানা জন্মে বৃক্ষাদির উপর উদ্ভূত হয়, যে বিষ জানু ও গুল্ফ স্ফীত করে, দীপ্তিমান্ অগ্নিদেব সেই বিষ দূরীভূত করুন। যে বিষ শাল্মলীতে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সেই বিষ দূর করিয়া দিন। (ঋক্ ৭।৫০।১-৩)

ঐ সকল বিষ যে দাহকারক ও প্রাণনাশক তাহা ১।১১৭।১৬, ১০।৮৭।১৮ ও ২৩ মন্ত্র পাঠ করিলে বিশেষ অবগত হওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদে ৪।৬।২ মন্ত্রে কন্দমূলাদি বিষের প্রথম তার উল্লেখ আছে। উহা যে মনুষ্যের বিশেষ অপকারক, তাহা উক্ত এবং ৫।১৯।১০ ও ৬।৯০।২ মন্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়। শতপথব্রা° ২।৪।৩।২, ৯।১।১।১০, পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ৬।৯।২ ও তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।১।১ প্রভৃতি স্থলে বিষের নাশকর শক্তির উল্লেখ আছে। ভগবান মনু লিখিয়াছেন স্থাবরজঙ্গম নামক কৃত্রিম বা অকৃত্রিম গরাদি বিষ কখনও জলে নিক্ষেপ করিবে না। (মনু ৪।৫৬) বিষ বিক্রয় নিষিদ্ধ, যে বিষ বিক্রয় করে সে পতিত ও নিরয়গামী হইয়া থাকে। (মনু ১০।৮৮)

বিষকঙ্কা[ঙ্কো]লি[লী]কা (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, বিষকাঁকলা।

বিষকণ্ট (পুং) ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বিষকণ্টক (পুং) যাসকুশ, দুরালভা। (রাজনি°)

বিষকণ্টকা[কিনী, কী] (স্ত্রী) বন্ধ্যাকর্কোটকী, চলিত বাঁঝকাঁকরোল। (রাজনি°) পর্য্যায়,—বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, কন্যা, যোগেশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী। গুণ,—লঘু ব্রণশোধক, তীক্ষ্ণ এবং কফ, সর্পদর্প, বিসর্প ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

বিষকণ্টালি[লী]কা (স্ত্রী) বিষকাটালী।

বিষকণ্ঠ (পুং) নীলকণ্ঠ, শিব।

বিসকণ্ঠি[ন্ঠী]কা (স্ত্রী) বলাকা, বকপক্ষী। (রাজনি°)

বিষকন্দ (পুং) ১ মহিষকন্দ। ২ নীলকণ্ঠ। (রাজনি°) ৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষকন্যা (স্ত্রী) বিষাঙ্গনা। মুদ্রারাক্ষস (৪২।১৬) ও কথাসরিৎসাগর (১১।৮১) বিষপানদ্বারা প্রস্তুতীকৃত সুন্দরী ললনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ কন্যা নিত্য অল্পমাত্রায় বিষভক্ষণে পালিতা। যে ব্যক্তি ঐ কন্যার সহবাস করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রী রাক্ষস যে বিষকন্যা প্রস্তুত করেন, চাণক্য তদ্দ্বারা পর্ব্বতকের হনন সাধন করিয়াছিলেন।

বিষকৃত (ত্রি) ১ বিষসংযোগে প্রস্তুত। ২ বিষমিশ্রিত। ৩ বিষ সংস্পৃষ্ট।

বিষকৃমি (পুং) বিষজাত কৃমি। কাষ্ঠবিষ প্রভৃতির মধ্যে যে কীট জন্মে।

বিষক্ত (ত্রি) বি সন্‌জ্‌-ক্ত। আসক্ত, সংলগ্ন।

বিষগন্ধক (পুং) হ্রস্ব সুগন্ধ তৃণবিশেষ। (বৈ° নিঘ°)

বিষগন্ধা (স্ত্রী) কৃষ্ণগোকর্ণী, কাল-অপরাজিতা। (বৈ° নিঘ°)

বিষগিরি (পুং) বিষপর্ব্বত। যে পর্ব্বতে কন্দমূলাদি বিষের উৎপত্তি হয়। "বিষগিরিঃ কন্দমূলাদিবিষোৎপত্তিহেতুঃ পর্ব্বতঃ" (অথর্ব্ব ৪।৬।৭ সায়ণ)

বিষগ্রন্থি (পুং) মৃণালপর্ব্ব, পদ্মনালের গ্রন্থি বা গিরা। (চক্রদত্ত)

বিষঘ্ন (ত্রি) বিষনাশক।

বিষঘা (স্ত্রী) গুড়ূচী, গুলঞ্চ। (শব্দচ°)

বিষঘাত (পুং) বিষ-হন ঘঞ্‌। বিষনাশক। (গৌড়ীয় রামা° ২১৯।২৩)

বিষঘাতক (ত্রি) বিষনাশক। বিষঘ্ন। (বৃহৎস° ৮৬।৩২)

বিষঘাতিন্‌ (ত্রি) বিষ-হন্‌ ণিনি। ১ বিষনাশক। (পুং) ২ শিরীষবৃক্ষ। (শব্দমালা)

বিষঘ্ন (পুং) বিষং হন্তীতি বিষ হন-টক্‌। ১ শিরীষবৃক্ষ। ২ দুরালভাবিশেষ। ৩ বিভীতক। (রাজনি°) ৪ চম্পকবৃক্ষ। ৫ ভূকদম্ব, কুকুন্দর। ৬ গন্ধতুলসী। (বৈ° নিঘ°) ৭ তণ্ডুলীয় শাক, চলিত নটেশাক। (ত্রি) ৮ বিষনাশক।

মনুসংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, বিষঘ্ন রত্নৌষধাদি নিয়ত ধারণ করা কর্ত্তব্য, কেন না উহা সর্ব্বদা অঙ্গে থাকিলে, দৈবতঃ বা শত্রু আদি কর্ত্তৃক কোনরূপ বিষ অজ্ঞাতাবস্থায় অভ্যবহৃত হইলেও তাহাতে সহসা কোন রকম অনিষ্ট করিতে পারে না।

"বিষঘ্নৈরগদৈশ্চাস্য সর্ব্বদ্রব্যাণি যোজয়েৎ।
বিষঘ্নানি চ রত্নানি নিয়তো ধারয়েৎ সদা॥" (মনু ৭।২১৮)

মৎস্যপুরাণে বিষঘ্নরত্নাদি ধারণের এবং ঔষধাদি ব্যবহারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—জতুকা, মরকত প্রভৃতি মণি অথবা জীবজাত কোনরূপ মণি এবং যাবতীয় রত্নাদি হস্তে ধারণ করিলে বিষ নষ্ট করে। রেণুকা, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, মক্ষিমধু, মধু, বয়ড়ার ছাল, তুলসী, লাক্ষারস এবং কুকুর ও কপিলা গাভীর পিত্ত এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণানন্তর বাদ্যযন্ত্র ও ও পতাকাদিতে লেপন করিয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে যথাযথ নিয়মে উহাদের দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণাদি দ্বারা বিষ নষ্ট হইতে পারে; অর্থাৎ বিষঘ্ন ঔষধাদি এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বদা যেন তাহার উপর দৃষ্টি পড়ে বা তাহার আঘ্রাণ পাওয়া যায়, অথবা তৎসংস্পৃষ্ট শব্দ শুনা যায়, তাহা হইলে এই সকল প্রক্রিয়ায়ই বিষের প্রতিকার হইতে পারে। (মৎস্যপু° ১৯২ অ°)

বিষঘ্না (স্ত্রী) অতিবিষা, আতইচ।

বিষঘ্নিকা (স্ত্রী) শ্বেতকিণিহীবৃক্ষ। ২ শ্বেতাপমার্গ। (বৈ° নিঘ°)

বিষঘ্নী (স্ত্রী) ১ হিলমোচিকা, চলিত হেলঞ্চশাক। (ত্রি) ২ ইন্দ্র-বারুণী, রাখালশশা। ৩ বনবর্ব্বরিকা, বনবাবুইতুলসী। ৪ হনুযাভেদ। ৫ ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। ৬ রক্তপুনর্নবা। ৭ হরিদ্রা। ৮ বৃশ্চিকালীলতা, বিছুটী। ৯ মহাকরঞ্জ। ১০ পীতবর্ণ দেবদালী বা পীতঘোষালতা। ১১ কাষ্ঠকদলী। ১২ শ্বেতাপামার্গ। ১৩ কটকী। ১৪ রাস্না। ১৫ দেবদালী, দেয়াতাড়া।

বিষঙ্গ (পুং) বি সন্‌জ-ঘঞ্‌। সংলিপ্ত, যোজিত।

বিষঙ্গিন্‌ (ত্রি) প্রলিপ্ত।

বিষচক্র (পুং) চকোরপক্ষী।

বিষচক্রক (পুং) বিষচক্র।

বিষজল (স্ত্রী) বিষময় জল।

"বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।" (ভাগবত ১০।৩১।৩)

'বিষময়াজ্জলাদপ্যয়াৎ নাশকাৎ' (স্বামী)

বিষজিহ্ব (পুং) দেবতাড়বৃক্ষ, চলিত দেয়াতাড়া। (রত্নমালা)

বিষজুষ্ট (ত্রি) বিষমিশ্রিত, বিষসংস্পৃষ্ট।

বিষজ্বর (পুং) ১ জ্বরবিশেষ। বিষসংসর্গে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে আগন্তুক জ্বর বলে। এই জ্বরে দাহ, অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বাঙ্গে সূচীভেদবৎ পীড়া ও মুখ শ্যামবর্ণ হয়।

বিষবৎ প্রাণনাশকোজ্বরো যস্য। ২ মহিষ।

বিষণি (পুং) সর্পভেদ। (শব্দার্থ চি°)

বিষণ্ডু (স্ত্রী) মৃণাল, পদ্মের ডাঁটা। (শব্দরত্না°)

বিষণ্ণ (ত্রি) বি-সদ্‌-ক্ত। বিষাদপ্রাপ্ত, দুঃখিত, খিন্ন, ম্লান।

বিষণ্ণতা (স্ত্রী) বিষণ্ণের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ জড়তা। পর্য্যায়,—জাড্য, মৌর্খ্য, বিষাদ, অবসাদ, সাদ। (হেম)

বিষণ্ণাঙ্গ (পুং) শিব। (ভা ১৩।১৭।১২৮)

বিষতন্ত্র (স্ত্রী) সর্পাদির বিষোপশমনকারী, বৈদ্যকগ্রন্থোক্ত প্রক্রিয়াভেদ।

"সর্পবৃশ্চিকলূতানাং বিষোপশমনী তু যা।
সা ক্রিয়া বিষতন্ত্রক নাম প্রোক্তং মনীষিভিঃ॥" (বৈদ্যক সংগ্রহ ২ অ°)

বিষতরু (পুং) কুচেলক বৃক্ষ, কুঁচিলা গাছ। (বৈদ্যকশব্দা°)

বিষতা (স্ত্রী) বিষের ধর্ম্ম।

বিষতিন্দু[ক] (পুং) ১ বিষদ্রুম, কুঁচিলাগাছ। হিন্দি—বিষতেন্দ। তেলেগু—মুচিতনুকী, মাকড়টেংগি। ২ কারস্কর বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ কুপীলু। (ভাবপ্রকাশ) স্বার্থে কন্। বিষতিন্দুক।

বিষতিন্দুকজ্ঞ (স্ত্রী) ১ মধুর তিন্দুক ফল। ২ কারস্কর ফল, কুচিলা ফল।

বিষতিন্দুকতৈল, বাতরক্তাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ কুট্টিত কুঁচিলাবীজ ৪ সের জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; সজিনামূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; মাদার মূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; কাল ধুতূরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, বরুণছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; চিতামূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। নিসিন্দাপত্র-রস ৪ সের (স্বরসের অভাবে কাথ), সিজপত্র রস ৪ সের অভাবে কাথ, অশ্বগন্ধার কাথ ৪ সের, জয়ন্তীপত্র রস ৪ সের, (স্বরসের অভাবে কাথ)। কল্কার্থ রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু কুড়, সৈন্ধব, বিট, চিতামূল, হরিদ্রা, পিপুল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দন করিলে প্রবল বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, বিবর্ণতা ও স্বগ্দোষ, নিবারণ হয়।

বিষতৈল, কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র ৪৬ সের। কল্কদ্রব্য—ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দমূল, তগরপাদুকা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাপরমালী, রক্তচন্দন, মালতীপত্র, নিসিন্দাপত্র মঞ্জিষ্ঠা, ছাতিমমূলের ছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা। এই তৈল মর্দনে নানাবিধ কুষ্ঠ ও ব্রণ নষ্ট হয়।

বিষদ (ক্লী) বি-সদ্-অচ্। ১ পুষ্পকাশীশ, হিরাকসডের। (রাজনি°) (পুং) ২ শুক্লবর্ণ। (ত্রি) ৩ শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট। (অমরটীকা°) ৪ নির্ম্মল।

"শোণিতপ্রস্রাবিষদৈঃ পাণ্ডৈরবলোকনৈঃ।" (রঘু ১০।১৪)

স্ত্রিয়াং টাপ্। বিষদা। ৫ অতিবিষা, আতইচ। বিষ দদাতি দা-ক। (পুং) ৬ মেঘ (ত্রি) ৭ বিষদাতা, গরদ, যে বিষদান করে।

বিষদংশ (পুং) মার্জ্জার, বিড়াল। (বৈদ্যকনি°) স্বার্থে কন্ বিষদংশক।

বিষদংষ্ট্রা (স্ত্রী) বিষযুক্তা দংষ্ট্রা। ১ সর্পদংষ্ট্রা, সাপের দাঁত। ২ সর্পকঙ্কালিকা লতা। (পর্য্যায় মুক্তা°) ৩ নাগদমনী।

বিষদন্ত (পুং) বিড়াল। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষদন্তক (পুং) বিষং দন্তে যস্য কপ্। সর্প। (শব্দচ°)

বিষদমূলা (স্ত্রী) বহুমূল রাক্ষসী নামে খ্যাত পত্রশাক বৃক্ষবিশেষ। (রাজনি°)

বিষদর্শনমৃত্যুক (পুং) বিষস্য দর্শনেন মৃত্যুর্যস্য কপ্। চকোর পক্ষী। (হেম°)

বিষদা (স্ত্রী) অতিবিষা। চলিত মুক্তকেশী।

বিষদাতৃ (ত্রি) বিষপ্রদাতা, যে অসদভিপ্রায়ে বিষ প্রয়োগ করে। নিম্নোক্ত লক্ষণানুসারে বিষদাতাকে জানিতে পারা যায়। যে বিষ দেয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা বলে না, কথা বলিতে গেলে মোহ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কথা জড়াইয়া যায়। সকীর্ণ তাহার মূঢ়ের ন্যায় দুই এক কথা যাহা বলে তাহার কোন সদর্থ হয় না। সে কেবল দাঁড়াইয়া হাতের আঙ্গুল মটকাইতে থাকে ও পায়ের আঙ্গুল দিয়া আস্তে আস্তে ভূমি খনন করে, অথবা অকস্মাৎ বসিয়া পড়ে। তাহার কম্প হইতে থাকে এবং সে ত্রস্ত হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। সে শীর্ণ ও তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। সে কোন একটী দ্রব্য নখে ছেদন করিতে থাকে অথবা দীনভাবে বারে বারে মস্তকের কেশ স্পর্শ করে। অপথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে চেষ্টা করে এবং পুনঃ পুনঃ চারিদিকে তাকায়। বিষদাতা কখন কখন বিচেতন ও বিপরীত স্বভাব হইয়া উঠে। বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেবল এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই বিষদাতাকে চেনা যায় না, কেন না অনেক সময় নিতান্ত সৎ-লোকেও রাজার ভয়ে বা রাজাজ্ঞায় বিভ্রান্ত হইয়া ঐরূপ অসতের ন্যায় চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। (সুশ্রুত কল্পস্থান ১ অ°)

বিষদায়ক (পুং) বিষদাতা।

বিষদূষণ (ত্রি) ১ বিষনিবারক। "বিষদূষণং বিষস্য হাবর-জঙ্গমোদ্ভবস্য দূষকং নিবর্ত্তকম্। (অথর্ব্ব ৬।১০০।১ সায়ণ) ২ বিষদুষ্ট।

বিষদুষ্ট (ত্রি) বিষের দ্বারা দূষিত। ২ বিষমিশ্রিত।

বিষদ্রুম (পুং) কুচিলা গাছ, কারস্কর বৃক্ষ। (রাজনি°)

বিষধর (পুং) বিষং ধরতি ধৃ অচ্। সর্প।

"কালিয়বিষধরগঞ্জনজনরঞ্জন" (গীতগোবিন্দ ১।১৯)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ বিষধরী।

বিষধর্ম্মা (স্ত্রী) শূকশিম্বী, চলিত আলকুশী।

বিষধাত্রী (স্ত্রী) বিষাণাং বিষধরসর্পাণাং ধাত্রী মাতেব। জরৎ-কারুমুনির পত্নী, মনসাদেবী। (শব্দমালা)

বিষধান (পুং) বিষস্থান। "বিষধানঃ বিষং ধীয়তেঽস্মিন্নিতি বিষধানঃ বিষস্থানম্। (অথর্ব্ব ২।৩২।৬ সায়ণ)

বিষধ্বংসিন্ (পুং) নাগর মুথা। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষনাড়ী (স্ত্রী) বিষতুল্য অশুভকর সময়। কু-পঞ্জিকা।

বিষনাশন (পুং) বিষং নাশয়তি নশ-ণিচ্-ল্যুঃ। ১ শিরীষ বৃক্ষ। ২ মানক, মানকচু। (পর্য্যায় মুক্তা°) ৩ বিষনাশক।

বিষনাশিনী (স্ত্রী) বিষং নাশয়িতুং শীলং যস্যাঃ বিষ-নশ-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ সর্পকঙ্কালী। ২ বন্ধ্যাকর্কোটিকা। (বৈদ্যকনি॰) ৩ গন্ধনাকুলী।

বিষমুদ্ (ত্রি) বিষং মুদতি দূরীকরোতি মুদ-ক্বিপ্। শোনাক-বৃক্ষ, চলিত সোনালু। (শব্দচ॰)

বিষপত্রিকা (স্ত্রী) পত্রবিষভেদ, জৈপালাদির বীজমধ্যস্থ পত্র। (সুশ্রুত কল্পস্থান ২ অ॰)

বিষপন্নগ (পুং) বিষযুক্তঃ পন্নগঃ। সবিষ-সর্প।

বিষপর্ব্বন্ (পুং) দৈত্যভেদ। (কথাসরিৎসা॰ ৪৫।৩৭৯)

বিষপাদপ (পুং) বিষবৃক্ষ। বিষদ্রুমঃ। (কাম॰ নীতি॰ ১৪।৩০)

বিষপুচ্ছ (ত্রি) ১ বিষ যাহার পুচ্ছদেশে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিষ-পুচ্ছী=বৃশ্চিক, চলিত বিছা।

বিষপুট (পুং) ঋষিভেদ। বহুবচনে উক্ত ঋষি-বংশধরদিগকে বুঝায়। (পা॰ ২।৪।৬৩)

বিষপুষ্প (ক্লী) ১ নীলপদ্ম। (শব্দমালা) ২ বিষযুক্ত পুষ্প। ৩ অতসীপুষ্প। (পুং) ৪ মদনবৃক্ষ, চলিত ময়নাফলের গাছ।

বিষপুষ্পক (পুং) বিষযুক্তং পুষ্পং যস্ত কন্। ১ মদন বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ) ২ বিষপুষ্পক জন্য জ্বর রোগ। "বিষপুষ্প-র্জনিতঃ বিষপুষ্পকো জ্বরঃ" (পা ৫।২।৮১)

বিষপ্রশমনী (স্ত্রী) বন্ধ্যাকর্কোটকী। (বৈদ্যকনি॰)

বিষপ্রস্থ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

বিষবল্লিকা (স্ত্রী) বিছুটীলতা। এই লতা দীর্ঘাকার এবং খড় প্রভৃতি তৃণের উপর আরূঢ় থাকে। শরীরের যেখানে ইহা স্পৃষ্ট হয়, সেই স্থানেই কণ্ডু জন্মে। ইহার পত্রগুলি দেড় আঙ্গুল প্রমাণ, পুষ্প ও ফল সকল কৃষ্ণ ক্ষুদ্র, ফলগুলি দেখিতে আমলকী ফলের ন্যায়।

"দীর্ঘবল্লী তৃণারূঢ়া পত্রমঙ্গুলিসার্দ্ধকম্।
পুষ্পং ক্ষুদ্রং ফলঞ্চৈব ধাত্রীবৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
গাত্রস্পর্শাৎ কণ্ডুকরী বিজ্ঞেয়া বিষবল্লিকা॥"

বিষভদ্রা (স্ত্রী) বৃহদ্দন্তী। (রাজনি॰)

বিষভদ্রিকা (স্ত্রী) লঘুদন্তী।

বিষভিষজ্ (পুং) বিষস্য বিষচিকিৎসকো বা ভিষক্। বিষবৈদ্য, সাপুড়ে। (হেম)

বিষভুজঙ্গ (পুং) বিষধরসর্প, সবিষ-সর্প।

বিষম (ত্রি) ১ অসমান।

"ভ্রাতৄণামবিভক্তানাং যদ্যুত্থানং ভবেৎ সহ।
ন তত্র ভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন॥" (দায়ভাগ)

২ সঙ্কট।

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।" (গীতা ২।২)

৩ অনতিক্রমণীয়।

"কা বিষমা দৈবগতিঃ কিং দুর্লভং জনঃ খলো লোকে।" (সাহিত্যদর্পণ ১০)

(ক্লী) ৪ পদ্যের ত্রিবিধ বৃত্তের অন্তর্গত বৃত্তবিশেষ। পদ্য চতুষ্পদী অর্থাৎ চারি চরণযুক্ত। ইহা বৃত্ত ও জাতিভেদে দুই প্রকার। যে পদ্যগুলি অক্ষর সংখ্যায় নির্ণেয় তাহাদের নাম বৃত্ত, এই বৃত্ত আবার সম, অর্দ্ধ ও বিষমভেদে তিন প্রকার; যাহার চারি চরণেই সমসংখ্যক অক্ষর থাকে তাহার নাম সমবৃত্ত, আর প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে সমান সমান অক্ষর থাকিলে অর্দ্ধ এবং পরস্পর চারি চরণে সমানসংখ্যক অক্ষর না থাকিলে তাহা বিষমবৃত্ত বলিয়া কথিত হয়। (ছন্দোম॰ ১ম স্তবক)

৫ বর্গমূলোক্ত ঊর্দ্ধরেখা। (লীলাবতী)

৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। প্রত্যেক কার্য্যই কোন না কোন একটী কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রায়শঃ স্থলেই ঐ কারণের ধর্ম্ম (গুণক্রিয়াদি) কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। যেস্থলে কারণের গুণ বা ক্রিয়া বিরুদ্ধভাবে কার্য্যে পরিলক্ষিত হয় এবং যেখানে আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হয়, অধিকন্তু তাহা হইতে যদি কোন অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা থাকে, আর যেখানে বিরুদ্ধ পদার্থের সম্মিলন দেখা যায়, সেই সেই স্থানে বিষমালঙ্কার হয়। ক্রমশঃ উদাহরণ,—

তমাল সদৃশ নীলবর্ণ খড়্গযষ্টি প্রতিসংগ্রামে তদীয় করসংযোগে সদ্যঃ সদ্যঃই যে শরদিন্দুশুভ্র যশোরাশি প্রসব করে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানে নীলবর্ণ খড়্গযষ্টিরূপ কারণ হইতে শুভ্রযশোরাশিরূপ কার্য্যের উদ্ভব কল্পিত হওয়ায় কার্য্যে কারণ গুণের বিরুদ্ধ বা বিপরীত গুণ পরিলক্ষিত হইতেছে, কেন না নীলবর্ণ খড়্গযষ্টি হইতে নীলবর্ণ পদার্থেরই উৎপত্তি হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে তাহা না হইয়া তদ্বিপরীত শুভ্রবর্ণ পদার্থের উৎপত্তি হওয়ায় বিষমালঙ্কার হইল।

অয়ি! নীলোৎপল নয়নে! যে তোমা হতে উৎপন্ন আনন্দ আমাকে নিরতিশয় আনন্দিত করিয়া থাকে, আজ সেই তোমা হতেই উৎপাদিত বিরহ, আমাকে যারপার নাই তাপিত করিতেছে। এস্থলে নিত্য আনন্দজনক স্ত্রীরূপ কারণ হইতে সহসা তদ্বিপরীত ক্রিয়ার (বিরহরূপ তাপজনক কার্য্যের) উৎপত্তি হওয়ায় অর্থাৎ সাতিশয় সুখজনক কারণ হইতে তদ্বিরুদ্ধ নিরতিশয় দুঃখজনক ক্রিয়ার উৎপত্তি হেতু বিষমালঙ্কার হইল।

অশেষ রত্ন-সমূহের আকর জানিয়াই ধনপ্রাপ্তি লালসায় সমুদ্রের সেবা করিয়াছিলাম, কিন্তু ধন পাওয়া দূরে থাকুক উহার তীব্র লবণাক্ত জলে সম্ভবতঃ অনিষ্টের সংঘটন দেখিতেছি। এখানে সমুদ্রসেবারূপ আরব্ধ কার্য্যের (ধন-

প্রাপ্তিরূপ) ফলের নিষ্ফলতা এবং উহা (ঐ কার্য্য) হইতে অনিষ্ট সংঘটন হওয়ায় বিষমালঙ্কার হইল।

কল্পান্তসময়ে সমস্ত জগৎ, যে শ্রীকৃষ্ণে লীন হয় আজ কি না তিনি একমাত্র সামান্ত পুরনারীর মদবিভ্রম-কুটিল-দৃষ্টিতে লীন হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে লয় হয়, তাহার লয় হওয়া অসম্ভব। এখানে সেই পদার্থের লয় কল্পনা করায় একাধারে নশ্বরত্ব ও অবিনশ্বরত্ব এই বিরুদ্ধ পদার্থ দ্বয়ের সম্মিলন হেতু বিষমালঙ্কার হইতেছে।

(পুং) ৭ রাশির নামভেদ, অযুগ্মরাশি। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ ও কুম্ভ এই কয়েকটী রাশিকে অযুগ্ম বা বিষম রাশি বলে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৮ কঙ্কণ নামক তালান্তর্গত তালবিশেষ। কঙ্কণ নামক তাল পূর্ণ, খণ্ড, সম ও বিষম ভেদে চারি প্রকার, তন্মধ্যে বিষম তাল ত্রগণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়।

"চতুর্ব্বিধঃ পরিজ্ঞেয়স্তালঃ কঙ্কণনামকঃ।
পূর্ণঃ খণ্ডঃ সমশ্চৈব বিষমশ্চৈব কথ্যতে ॥
লচতুষ্কং গণৌ পূর্ণে খণ্ডে বিন্দুদ্বয়ং গুরুঃ।
মগণস্তু সমে জ্ঞেয়স্ত্রগণো বিষমে ভবেৎ ॥" (সঙ্গীত-দামোদর)

৯ জঠরাগ্নিবিশেষ। মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম ভেদে জঠরাগ্নি চারি প্রকার তন্মধ্যে মন্দ, তীক্ষ্ণ ও বিষমাগ্নি যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও বায়ুর আধিক্য বশতঃ জন্মে এবং এই তিনের (কফ, পিত্ত ও বায়ুর) সমতা অবস্থায় সমাগ্নির উৎপত্তি হয়। যাহার জঠরাগ্নি বিষমত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার ভুক্ত অন্নাদি কখন সম্যক্ পরিপাক হয় কখন বা একেবারেই হয় না এবং ঐ ব্যক্তির বাতজ রোগসমূহ জন্মে।*

বিষমক (ত্রি) অসমান, বন্ধুরবৎ।

"কৃষ্ণশ্বেতকপীতকতাম্রাণামীষদপি চ বিষমাণাম্।
গ্রাংশোনং বিষমকপীতয়োশ্চ ষড়্ভাগদলহীনম্ ॥"
(বৃহৎ সং৮।১১৯)

বিষমকর্ণ (ত্রি) সমকোণী চতুর্ভুজের প্রতীপ কোণদ্বয়ের সম্মুখীন রেখা (Diagonal)।

বিষমকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ বীজগণিতোক্ত অঙ্কপ্রণালীভেদ। অসমান প্রক্রিয়া দ্বারা রাশি-নিরূপণের নাম। রাশিসমূহের বর্গের বিয়োগ ফল এবং মূলরাশি সকলের যোগ বা বিয়োগ ফল দেওয়া থাকিলে যে প্রক্রিয়ায় রাশিগুলি বাহির করা যায়, তাহার নাম বিষম কর্ম্ম। ২ অসদৃশ কার্য্য।

* বায়ুজন্ম বহুশোক রোগের উৎপত্তি হইলেও এখানে বাতজ রোগ শব্দে অশীতি প্রকার বায়ুরোগের অন্তর্গত এবং সামান্যতঃ বাতজ জ্বরাতিসারাদিকেও বুঝিতে হইবে।

বিষম-কোণ (ক্লী) সমকোণের বিপরীত (Angles other than right-angles)

বিষমখাত (ক্লী) ১ গর্ত্ত, যাহার চারি পার্শ্ব অসমান। ২ বীজগণিতোক্ত অঙ্কবিশেষ। (Irregular solid)।

বিষমগ্রাহি (ত্রি) একদেশ গ্রাহি। (সুশ্রুত সূ° ৭অ°)

বিষমচক্রবাল (ক্লী) বৃত্তাভাস (Ellipse)।

বিষমচতুরস্র (পুং) অসমান বাহু বা কোণবিশিষ্ট চতুষ্কোণ ক্ষেত্র (Trapez)।

বিষম চতুষ্কোণ (ত্রি) যাহার চারিটী কোণ পরস্পর সমান নয়, বিষমকোণী চতুর্ভুজ ক্ষেত্র।

বিষমচ্ছদ (পুং) বিষমঃ অযুগ্মঃ ছদো যস্ত। সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিম গাছ। (পর্য্যা° মু°)

বিষমজ্বর (পুং) বিষম উগ্রো জ্বরঃ। জ্বররোগভেদ। যে জ্বরে কালের (প্রাত্যাহিক জ্বরাগম সময়ের), শীতের (জ্বরাগম কালীন শৈত্য প্রযুক্ত কম্পাদির), উষ্ণের (গাত্রতাপাদির) এবং বেগের (ধমনী বা নাড়ীর গতির) বিষমত্ব ন্যূনাধিক্য দেখা যায় অর্থাৎ যে জ্বর পূর্ব্বদিনের জ্বরাগম কাল অপেক্ষা পরদিনে ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে আসে এবং যাহাতে পূর্ব্বদিন অপেক্ষা পরদিন শীতের অংশ বা গাত্রতাপাদির ভাগ কিঞ্চিৎ কম বেশী হয় এবং নাড়ীর গতিতেও ঐরূপ ন্যূনাধিক্য অনুভব করা যায় তাহাকে বিষমজ্বর বলে*।

"যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ স বিষমঃ স্মৃতঃ ॥" (বিজয়রক্ষিত)

বাতিকাদি জ্বরের নির্দ্দিষ্ট বিচ্ছেদ কালে অর্থাৎ ৭।১০।১২ বা ১৬।২০।২৪ দিনে যথাক্রমে বাতজ, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর বিচ্ছেদ হইলেও বাতাদি দোষের সম্পূর্ণ লাঘব হইতে না হইতেই যদি অহিত আহারাচারাদি করা যায়, তবে ঐ বাতাদি দোষই পুনরায় প্রবৃদ্ধ হইয়া রসরক্তাদি ধাতুর যে কোন একটী ধাতুকে অবলম্বন করিয়া বিষমজ্বরোৎপাদন করে। রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে বিষমজ্বর উৎপন্ন করে, তাহার নাম সন্তত। রক্তকে আশ্রয় করিয়া যে জ্বর হয় তাহার নাম সতত এবং মাংসাশ্রিত বিষমজ্বর অন্যেদ্যুষ্ক নামে অভিহিত। তৃতীয়ক নামক

* কালের ক্রমও নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন বাতিকজ্বর সাত দিনে, পৈত্তিকজ্বর দশ দিনে এবং শ্লৈষ্মিকজ্বর বার দিনে স্বভাবতঃই বিচ্ছেদ হয়, আবার ঐ ঐ দোষের প্রবল অবস্থায় ঐ সকল জ্বর যথাক্রমে চোদ্দ, কুড়ি ও চব্বিশ দিনে বিচ্ছেদ হয়। ফল—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকজ্বরের অবস্থার প্রাবল্য ও অপ্রাবল্যে সময়ের ভেদ হইলেও উহাদের বিচ্ছেদকাল একরকম নির্দ্দিষ্টই থাকে, কিন্তু বিষমজ্বরের বিচ্ছেদ কালের ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই।

এবং বাতবলাসক, প্রলেপক, দাহশীতাদি প্রভৃতি কতিপয় বিষমজ্বরের উল্লেখ আছে। নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের লক্ষণাদি বর্ণিত হইতেছে। সততকবিপর্য্যয়—অহোরাত্রে মাত্র দুইবার বিচ্ছেদ হইয়া সমস্ত দিবারাত্রি জ্বর ভোগ করে। অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়,—অহোরাত্রের মধ্যে একবার মাত্র বিচ্ছেদ হইয়া সমস্ত দিবারাত্র জ্বর ভোগ করে। তৃতীয়কবিপর্য্যয়—এই জ্বর আদ্যন্ত দুই দিন বিচ্ছেদ অবস্থায় থাকে মধ্যে একদিন মাত্র প্রকাশ পায় †। চাতুর্থকবিপর্য্যয়—ইহা আদ্যন্ত দুইদিন বিচ্ছেদ অবস্থায় থাকিয়া মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইদিন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়। বাতবলাসক—এই জ্বর শোথরোগাক্রান্ত § ব্যক্তির উপদ্রব স্বরূপ নিত্য মন্দ মন্দ হইয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্ম-প্রধান, ইহাতে রোগী রুক্ষ ও স্তব্ধাঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহার অঙ্গ-শৈথিল্য জন্মে। প্রলেপক—এই জ্বরও নিত্য মান্দ্য অবস্থায় হয়। ইহা ঘর্ম্ম ও গাত্রের গুরুতা বশতঃ অহরহঃ শরীরের মধ্যে যেন প্রলিপ্ত অর্থাৎ লিবদ্ধ হইয়া থাকে; ইহাতে রোগী শীত অনুভব করে। যক্ষ্মরোগীদিগেরই এই জ্বর হইয়া থাকে।

কণ্ঠ এই ত্রিস্থানস্থিত দোষের গতিবিধি অনুসারে উৎপন্ন হয়। প্রথম দিন হৃদয়স্থ দোষ আমাশয়ে আসিয়া তত্রস্থ দোষের সম্মিলনে জ্বরোৎপাদন করিয়া উহারা সেইদিনে তথায় (আমাশয়ে) এবং কণ্ঠস্থ দোষ বক্ষে আসিয়া অবস্থান করে। পরদিন কণ্ঠ হইতে আগত বক্ষঃস্থিত ঐ দোষ আমাশয়ে আসিয়া যথা-কালে আবার জ্বর প্রকাশ করে। ঐ জ্বরবেগ হ্রাসতাপ্রাপ্ত হইলে, তৎপর দিবস অর্থাৎ তৃতীয় দিবস ব্যাপিয়া দোষসকল আমাশয় হইতে বক্ষে ও কণ্ঠে গমন করে, এই তৃতীয়দিনে কোন দোষ আমাশয়ে আসিয়া জ্বরোৎপাদন করে না, ইহা বিরামের দিন। আমাশয়, বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তকে দোষের গমনাগমনপ্রক্রিয়া দ্বারা চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বরের উৎপত্তি। ইহাও তৃতীয়ক বিপর্য্যয় জ্বরের ন্যায় প্রথমদিন বক্ষ হইতে আমাশয়ে আগত দোষ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। ঐদিনে আবার কণ্ঠস্থ দোষ হৃদয়ে (বক্ষে) ও শিরের দোষ কণ্ঠে আসে। পরদিন আবার হৃদয়ের দোষ আমাশয়ে আসিয়া জ্বরোৎ-পাদন করে এবং কণ্ঠের দোষ হৃদয়ে আসিয়া থাকে। তৎপরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনে হৃদয়ের এই দোষ আমাশয়ে আসিয়া পুনরায় জ্বর প্রকাশ করে এইরূপে উপর্য্যুপরি তিনদিন জ্বর হইয়া চতুর্থদিনে দোষসকল স্ব স্ব স্থানে গমন করে এবং ঐ দিনে জ্বরও বিরাম থাকে। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরের মূলের লিখিত লক্ষণের সহিত এই লক্ষণের অসামঞ্জস্য হইতেছে বলিয়া বিরুদ্ধ মনে করিতে হইবে না, কেন না ইহা এক তন্ত্রের বচন নহে একই তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইলে সেইটিই দোষাবহ হয়, কিন্তু বিভিন্ন তন্ত্রের মত ভিন্ন ভিন্ন হইলে সেটা কোন দোষের হয় না। এ সম্বন্ধে যুক্তিশাস্ত্রও উক্ত আছে, যথা—

'ভুক্তিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ মতৌ' (স্মৃতি)

† অনুধাবন করিয়া দেখিলে তৃতীয়কবিপর্য্যয় জ্বরের পর্য্যায় (পালা) প্রায় তৃতীয়ক জ্বরের ন্যায় বোধ হইবে।

§ বৃদ্ধাঙ্কুর পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিত্য যে মান্দ্য মান্দ্য জ্বর হয় কেহ কেহ তাহাকেই বাতবলাসক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

বিদগ্ধপাক অন্নরসে অর্থাৎ অজীর্ণ আহাররসে প্রকুপিত পিত্ত এবং কফ শরীরে ব্যবস্থিতভাবে* থাকিয়া একপ্রকার বিষমজ্বরের উৎপত্তি করে। এই জ্বরে ব্যবস্থিতভাবে পিত্ত ও কফের অব-স্থান হেতু অর্দ্ধনারীশ্বরাকার বা নরসিংহাকারে † রোগীর দেহের অর্দ্ধাংশ উষ্ণ ও অপরার্দ্ধাংশ শীতল থাকে; ইহার কারণ এই যে যে অর্দ্ধাংশে পিত্তের প্রাদুর্ভাব তথায় উষ্ণতার এবং যে অর্দ্ধাংশে শ্লেষ্মার প্রাদুর্ভাব সেখানে শৈত্যের অনুভব হয়। অন্য আর একপ্রকার বিষমজ্বরে পিত্ত ও কফ পূর্ব্বোক্তরূপে শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক দাহ-শীতাদি জন্মায়, অর্থাৎ যখন পিত্ত কোষ্ঠাশ্রিত থাকে তখন শ্লেষ্মা হস্ত পাদাদিতে থাকে, এইরূপ যখন পিত্ত হস্তপাদাদিতে থাকে তখন শ্লেষ্মা কোষ্ঠে অবস্থান করে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানু-সারে যখন যেখানে শ্লেষ্মা থাকে তখন সেখানে (কায়ে বা হস্ত-পাদাদিতে) শৈত্য আর যখন পিত্ত ঐ ঐ স্থানে অবস্থান করে তখন সেই সকল স্থানে উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে।

এই জ্বরে যখন ত্বক্স্থিত বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয়ে প্রথমে শীত জন্মাইয়া জ্বর প্রকাশ করে এবং ইহাদের বেগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পর পিত্ত কর্ত্তৃক দাহ উপস্থিত হয় তখন 'শীতাদি' এবং যখন ঐরূপ ত্বকস্থ পিত্ত প্রথমে অত্যন্ত দাহ জন্মাইয়া জ্বরের অভি-ব্যক্তি করে, পরে এই পিত্ত কিঞ্চিৎ প্রশান্ত হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয় কর্ত্তৃক শীতের উদ্ভব হয়, তখন ইহাকে 'দাহাদি বিষমজ্বর' বলে, এই দাহাদি ও শীতাদি জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্ব জ্বরই বিষম ক্লেশদায়ক এবং কৃচ্ছ্রসাধ্যতম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রসরক্তাদি ধাতুর অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বরের উৎপত্তি হয়, একণে যে ধাতুকে আশ্রয় করিলে রোগীর যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা বলা যাইতেছে। রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বর হইলে রোগীর গাত্র গুরুতা, হৃদয়োৎক্লেশ (উপস্থিত বমন বোধ), অবসন্নতা, বমি, অরুচি ও দৈন্য উপস্থিত হয়। জ্বর রক্তধাতুকে আশ্রয়

* ব্যবস্থিত—বিপরীতভাবে স্থান অর্থাৎ শরীরের যে অংশে পিত্ত থাকে তথায় শ্লেষ্মা থাকে না, এইরূপ যেখানে সম্প্রতি শ্লেষ্মা বর্ত্তমান আছে তথায় পিত্ত অবিদ্যমান।

† দক্ষিণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ এবং জিহ্বা ও মস্তকের দক্ষিণার্দ্ধাংশ লইয়া দেহের দক্ষিণার্দ্ধাংশে শীত, বাম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ ও জিহ্বা এবং মস্তকের বামার্দ্ধাংশ লইয়া দেহের বামার্দ্ধাংশে দাহ উপস্থিত হইলে অথবা ইহার বিপরীত অর্থাৎ ঐরূপ বামার্দ্ধাংশে শীত ও দক্ষিণার্দ্ধাংশে দাহ জন্মিলে তাহা অর্দ্ধনারীশ্বরাকারে এবং কটি হইতে পাদদ্বয় পর্য্যন্ত শীতল, ও মস্তক পর্য্যন্ত উষ্ণ, আবার ইহার বিপরীত অর্থাৎ কটি হইতে পাদদ্বয় পর্য্যন্ত উষ্ণ ও মস্তক পর্য্যন্ত শীতল হইলে, উহা নরসিংহাকারে হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

করিলে রোগী রক্ত নিষ্ঠীবন করে অর্থাৎ থু থু ফেলিতে ফেলিতে রক্ত তুলে এবং সেই সঙ্গে তাহার দাহ, মোহ (মূর্চ্ছাভেদ), বমি, ভ্রমি (ঘূর্ণী), প্রলাপ, পীড়কা (ফোটকাদি) ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বর মাংসধাতুগত হইলে রোগী জঙ্ঘা-মাংস-পিণ্ডে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নের ন্যায় বেদনা অনুভব করে এবং তাহার তৃষ্ণা, মলমূত্রনিঃসরণ, বহিস্তাপ, অন্তর্দাহ, বিক্ষেপ (হস্তপাদাদি চালন) ও শরীরের গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মেদস্থ জ্বরে রোগীর অত্যন্ত স্বেদ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, দৌর্গন্ধ্য, অরোচক, শারীরিক গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা (খিট্ খিটে ভাব) উপস্থিত হয়। অস্থিগত জ্বরে অস্থিতে ভেদবৎ পীড়া, কূজন (গলার ভিতর কোঁ কোঁ শব্দ), শ্বাস (হাপানি), বিরেচন, বমি ও গাত্র বিক্ষেপ করা অথবা কোঁথ দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অকস্মাৎ অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ হিক্কা, কাস, শীতবোধ, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও মর্ম্মভেদ (হৃদয়, বস্তি প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে ভেদবৎ পীড়া), এই গুলি মজ্জাগত জ্বরের লক্ষণ। জ্বর শুক্রধাতুগত হইলে লিঙ্গের স্তব্ধতা এবং শুক্রের অত্যন্ত প্রসেক হয়। * ইহাতে সহসা রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়ক চাতুর্থকাদি জ্বরকে কেহ কেহ ভূতাভি-সঙ্গোত্থ বিষমজ্বর † বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং রোগ প্রশমনার্থ তাহার দৈবরূপ (বলি হোমাদি) ও দোষোচিত যুক্তিরূপ (কষায় পাচনাদি) ক্রিয়াদ্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

যাহার দেহে বায়ু এবং কফের সমতা ও পিত্তের ক্ষীণতা থাকে। তাহার বিষমজ্বর রাত্রিতে এবং ঐরূপ যাহার কফের ক্ষীণতা ও বাতপিত্তের সমতা দৃষ্ট হয় তাহার উক্ত জ্বর দিবাতেই প্রায় হইতে দেখা যায়।

"সমৌ বাতকফৌ যস্য ক্ষীণপিত্তস্য দেহিনঃ।

রাত্রৌ প্রায়ো জ্বরস্তস্য দিবা হীনকফস্য তু॥"

জ্বর যদি উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিষমত্ব প্রাপ্ত হয় তবে সে অচিরে রোগীকে নষ্ট করে। ‡

"আরম্ভাদ্বিষমো যস্তু যশ্চ বা দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ।

ক্ষীণস্য চাতিরূক্ষস্য গম্ভীরো যস্তু হন্তি তং" (নিদান)

চিকিৎসা,—প্রায় সকল বিষমজ্বরেই ত্রিদোষের (বাত, পিত্ত ও কফের) অনুবন্ধ আছে, তবে প্রত্যেক বিষমজ্বরেই বায়ুর অবস্থানাধিক্য (অর্থাৎ অনুবন্ধ) অধিক জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সুশ্রুতও বলিয়াছেন যে, "নর্ত্তেঽনিলাদ্ধি বিষমজ্বরঃ সমুপজায়তে। কফপিত্তে হি নিশ্চেষ্টে চেষ্টয়ত্যনিলঃ সদা" বায়ু ব্যতি-রেকে বিষমজ্বর উৎপন্ন হয় না; বিষমজ্বর সম্বন্ধে কফ ও পিত্ত কখন কখন নিশ্চেষ্ট থাকে, কিন্তু বায়ু ঐ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই চেষ্টিত। বিদেহো ক্তগ্রন্থেও উক্ত আছে যে, "পবনো গতিবৈষম্যাদ্বিষম-জ্বরকারণম্" স্বকীয় গতির বৈষম্যহেতু বায়ুই বিষমজ্বরের কারণ। অতএব বিষমজ্বর চিকিৎসাকালে বায়ুর সমতা রক্ষা করাই প্রথম কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থাও আছে যে—"স্নিগ্ধোষ্ণৈরন্নপানৈশ্চ শময়েদ্বিষমজ্বরম্" অর্থাৎ স্নিগ্ধ (তৈল ঘৃতাদিযুক্ত) ও উষ্ণ অন্নপানাদিদ্বারা বিষমজ্বরের শমতা করিবে; ফলকথা ইহাতেও বায়ুর প্রতিই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তবে উহাদের মধ্যে যখন যে দোষের প্রাদুর্ভাব বুঝা যাইবে তখন তাহারই প্রতি-কারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কেন না "অশেষদোষস্য দোষস্তু তেষু কার্য্যং চিকিৎসিতং" ঐ সকল দোষের মধ্যে উল্বণ (অতি প্রবল) দোষই প্রথমে চিকিৎসনীয়। বিষমজ্বরেও ঊর্দ্ধাধঃ শোধন (বমন বিরেচন) কর্ত্তব্য। সন্ততজ্বরে,—ইন্দ্রযব, পল্তা (পটোলপত্র) ও কটকী এই তিন দ্রব্যের, সততজ্বরে,—পল্তা, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি ও কটকী এই পাঁচটীর, অন্যেদ্যুষ্কে,—নিমেরছাল, পল্তা, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, কিসমিস, মুথা ও ইন্দ্রযব কিম্বা কুড়চিছাল এই আটটীর, তৃতীয়কজ্বরে,— চিরতা, গুড়্চী, রক্তচন্দন ও শুঁঠ এই চারিটীর এবং চাতুর্থকজ্বরে,—গুড়্চী, আমলকী ও মুথার কাথ সেবন করিলে আরোগ্যলাভ করা যায়। গোরক্ষ চাকুলিয়ার মূল ও শুঁঠের কাথ পান করিলে দুই কি তিন দিনের

* বিষমজ্বরে শুক্র নির্গত হইতে দেখিলে সাধারণ লোকে জানে যে জ্বর মজ্জাগত হইয়াছে কিন্তু সে মজ্জাগত শব্দের অর্থ অস্থ্যোক্ত মজ্জগতের ন্যায় না বুঝিয়া শুক্রগত বুঝাই উচিত এবং সাধারণ লোকের ধারণাও তাই।

† "আগন্তুরনুবন্ধো হি প্রায়শো বিষমজ্বরঃ" প্রায় বিষমজ্বরই আগন্তু (অভিঘাতাদ্যুৎপন্ন) ও অনুবন্ধ (রোগান্তরের আশ্রয় বা দুষ্টানুবন্ধী); এবং "কর্ম্ম সাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়কচাতুর্থকৌ" সাধারণ (দৈবরূপ ও যুক্তিরূপ) কর্ম্ম তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরকে নষ্ট করে, চক্রের এই দুই বচনানুসারেও ঐ প্রকার বিষমজ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

‡ এ স্থলে বিষমজ্বরের পূর্ব্বোক্ত সম্প্রাপ্তি লক্ষণের সহিত আকাশগত অনৈক্য বা বিরুদ্ধ ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, কেন না পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাতিক পৈত্তিকাদি জ্বর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে (সপ্তাহ, দশাহ প্রভৃতি দিনে) বিচ্ছেদ হইলে যদি তখন আহারাদির অপচার করা হয় তবে ঐ সপ্তাহাদি কাল হইতেই বিষমজ্বরের আরম্ভ হয়, কিন্তু এখানকার ভাবে বলা হইতেছে যে, প্রথম উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর বিষমত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এখানে বিষমত্ব শব্দে সম্প্রাপ্তি লক্ষণের ধাতুস্থানাবস্থাদি মাত্র গ্রহণ করিলে আর কোন দোষ থাকে না অর্থাৎ এখানে বুঝিতে হইবে যে, যে জ্বর উৎপন্ন হইয়াই রসরক্তাদির অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া তাহার শোষণ করে, সেই জ্বরই আরম্ভ হইতে বিষম বলিয়া কথিত এবং রোগীর জীবন নাশক হয়।

মধ্যে শীত, কম্প ও দাহযুক্ত বিষমজ্বর নষ্ট হয়। বাতশ্লেষ্মপ্রধান এবং শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ববেদনাযুক্ত বিষমজ্বরে কণ্টকারী, গুড়ূচী, শুঁঠ ও কুড় এই কয় দ্রব্যের কাথ প্রশস্ত; ইহাতে ত্রিদোষজ জ্বরেরও উপকার হয়। মুথা, আমলকী, গুড়ূচী, শুঁঠ ও কণ্টকারিকা, ইহাদের কাথের সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে বা আহারের পূর্ব্বে, যে সময় হউক, তিলতৈলের সহিত রসুন উত্তমরূপে নিষ্পিষ্ট করিয়া ভক্ষণ করিলে বিষমজ্বর নাশ হয়। ব্যাঘ্রীর চর্ব্বি (বসা) সমান পরিমাণ হিঙ্গু ও সৈন্ধবের সহিত অথবা সিংহের বসা পুরাণঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে বিষমজ্বরে উপকার হয়।

সৈন্ধব, পিপুলচূর্ণ ও মনঃশিলা তিলতৈলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বিষমজ্বর নিবৃত্ত হয়। গুগ্গুল, নিম্বপত্র বচ, কুড়, হরীতকী, সর্ষপ, যব ও ঘৃত এই কয়েক দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার ধূপ (ভাপরা) গ্রহণ করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বর রসধাতুস্থ হইলে বমন ও উপবাস প্রশস্ত। সেক (অম্ল পদার্থের কাথ দ্বারা অবসেচন), প্রদেহ (জ্বরনাশক দ্রব্য উত্তমরূপে নিষ্পিষ্ট করিয়া তাহার প্রলেপ) ও সংশমন (দোষপ্রশমক দ্রব্যের কাথ চূর্ণাদি) রক্তস্থজ্বরে হিতকর। রক্তমোক্ষণেও রক্তগত জ্বরের উপকার হয়। মাংস ও মেদস্থিত জ্বরে বিরেচন ও উপবাস প্রশস্ত। অস্থি ও মজ্জগত জ্বরে নিরূহণ (কষায় দ্রব্যের বস্তি বা পিচকারি। ও অনুবাসন (স্নেহ-বস্তি) প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মেদস্থজ্বরে শোধনক্রিয়াও কর্ত্তব্য। অস্থিগতজ্বরে বাতবিনাশক ক্রিয়াও বিধেয়। শুক্রস্থানগতজ্বরে "মরণং প্রাপ্নুয়াত্তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে" জ্বর শুক্রস্থানগত হইলে বলরক্ষক শ্রেষ্ঠতম শুক্রধাতুর অতিশয় নির্গমহেতু রোগীর মৃত্যু হয়।

রুদন্তীরা কিঞ্চিৎ ভাজিয়া উহার তুল্য পরিমাণ পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ মিলিত করিয়া তাহার দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। তুলসীপাতার অথবা দ্রোণপুষ্পীর (গুমা বা দণ্ড-কলসীর) রস মরিচচূর্ণের সহিত পান করিলে বিষমজ্বরের উপশম হয়। বলাডুমুর, কটকী, অনন্তমূল ও শ্যামালতা এবং পলতা, মুথা, বৃহদন্তী, কটকী ও অনন্তমূল এই দুইটী যোগের অন্যতরের কাথ দোষ প্রশমনের জন্য সততাদি জ্বরে নিয়ত প্রযোজ্য। পলতা, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, হরীতকী, নিম্বছাল, গুলঞ্চ ও বালা ইহাদের কাথে সততক এবং কিসমিস, পলতা, নিমেরছাল, মুথা, ইন্দ্রযব, আমলকী, হরীতকী ও বয়ড়া ইহাদের কাথে অন্যেদ্যুষ্কজ্বর নিবৃত্তি হয়। বেণারমূল, রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ ধনিয়া ও শুঁঠ ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া তৃষ্ণাদাহসংযুক্ত তৃতীয়কজ্বরে প্রযোজ্য। রবিবারে অপাঙ্গের মূল তুলিয়া সাতগাছি লালরঙের সূতার দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়কজ্বর দূর হয়। শালপান, ভূম্যামলকী, দেবদারু, হরীতকী, বাসকছাল ও শুঁঠ ইহাদের কাথ মধু ও চিনিসংযোগে পান করিলে চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। অগস্ত্য পত্রের (বকফুলের পাতার) স্বরস এবং শিরীষপুষ্পের স্বরসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কল্ক ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য করিলে চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হয়। যে জ্বররোগী জ্বরের বেগ এবং জ্বর হইবার সময় চিন্তা করিতে করিতে ক্ষীণ হয় তাহাকে বাঞ্ছিত দ্রব্য কিম্বা কোন আশ্চর্য্য অথবা বিষয় অর্থাৎ দুঃসহ, দুর্গ্রাহ ও দুর্ব্বোধাদি দ্বারা স্মরণ বিষয়ের অপনোদন করিতে হয়। বিষমজ্বর দীর্ঘকালজাত হইলে লৌকিকে উৎকৃষ্ট অথচ হিতকর এবং বাঞ্ছিত সামগ্রী দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। সততাদিজ্বরের চিকিৎসা যেরূপ কথিত হইল সততাদিবিপর্য্যয় জ্বরের চিকিৎসাও তদ্রূপ জানিতে হইবে, অর্থাৎ সততবিপর্য্যয়ে সততজ্বরের, অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়ে অন্যেদ্যুষ্কজ্বরের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

শীতদাহাদিজ্বরে শীতার্ত্তকে শীতনাশক ও দাহার্ত্তকে দাহনাশক ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শীতাদিজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির অত্যন্ত শীত উপস্থিত হইলে তূলানির্ম্মিত শয্যা বা আস্তরণ এবং কম্বল প্রভৃতি দ্বারা শীত নিবারণ করিবে। এই সকল ক্রিয়াতেও যদি শীত প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে একটী প্রশস্তনিতম্বিনী সুন্দরী যুবতীকে আনিয়া রোগীর পার্শ্বে শয়ান করাইবে, রমণীস্পর্শে স্বভাবতঃই রোগীর রক্ত গরম হইয়া শীতের উপশম হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতে শীত নিবারণের পর যদি কামোদ্রেক হয় তবে তৎকালে সেই স্ত্রীলোকটীকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এই শীতাপগমে যখন দাহ উপস্থিত হইবে তখন এরণ্ডপত্র বা শীতল দ্রব্যাদি (শীতল কাংস্যাদি পাত্র) অঙ্গে ধারণ করিয়া দাহ নিবারণ করিতে হইবে। লিপ্ত (গোময় ও জল দ্বারা লেপা) ভূমিতে এরণ্ডপত্র বিস্তৃত করিয়া তদুপরি দাহার্ত্তরোগীকে শায়িত করিলে জ্বরের সহিত দাহ প্রশমিত হয়। প্রথমে দাহ হইয়া যদি তৎপরে দেহে শীতলতা উপস্থিত হয়, তবে রোগীর উত্তাপরক্ষার জন্য পুনরায় তাহাকে সুগন্ধী চন্দন কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা বিলেপিতাঙ্গী যৌবনবতী বনিতা দ্বারা বেষ্টন করাইবে। দাহোপশমে কামোদ্রেকের সম্ভাবনা থাকিলে পূর্ব্ববৎ ঐ যুবতীকে অপসারিত করিবে।

শিবজটা, গোক্ষুর, বিড়ালের বিষ্ঠা, সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলস) মদনফল, জটামাংসী, বাঁশের নীল, হস্তিনিশাদা, ঘৃত, যব,

ময়ূরপুচ্ছের চাঁদ, ছাগরোম, সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, গোহাড় ও মরিচ এই সকল সমভাগে ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া যথাবিধি ধূপ (ভাপরা) প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, গ্রহ, ডাকিনী, পিশাচ ও প্রেতজন্য বিকারসমূহ নষ্ট হয়।

ভদ্রক, মুথা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বিল্বমূলের ছাল, সোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, কটকী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, এই সকল দ্রব্যের সমষ্টিতে ২ তোলা পরিমাণ লইয়া ৩২ তোলা জলে জ্বাল দিয়া ৮ তোলা জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ২ মাষা পিপুল চূর্ণ ও ২ মাষা মধু উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রি-জ্বর নিবারিত হয়। হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক একতোলা লইয়া অশ্বগন্ধা, ধুতুরার মূল, কণ্টকারীর মূল এবং কাকমাচী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন তিনদিন পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা দিয়া দুই বা তিন রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অচিরে রাত্রিজ্বর বিনষ্ট হয়।

পারা, গন্ধক, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক একতোলা তুতেভস্ম অর্দ্ধ-তোলা এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া দাব্বীশাক (কুলেখাড়া) জয়ন্তী ও নটে-শাক, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটী করিবে। পুরাতন ঘৃতের সহিত সেবন করিলে তৃতীয়কজ্বরের উপশম হয়। হরিতাল, মনঃশিলা, গন্ধক, তুতে ও শঙ্খভস্ম সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুইটী ছোট শরার মধ্যে পুরিয়া গজপুটে পাক করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত ও মরিচচূর্ণের সহিত সেবনান্তে তক্রানুপান করিলে চাতুর্থকজ্বর আশু প্রশমিত হয়।

প্রলেপকজ্বরে সাধারণতঃ কফজ্বরের চিকিৎসা বিধেয়। নিম ছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শটী, চিরতা, কুড়, পিপুল, গজ-পিপুল ও বৃহতী ইহাদের সমষ্টিতে দুইতোলা, অথবা ২ তোলা নিসিন্দার পাতা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলাজল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। প্রলেপকজ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। (নিসিন্দার পাতার ক্বাথে অর্দ্ধতোলা মরিচচূর্ণ মিশাইয়া লইতে হইবে)।

পবিত্র হইয়া নন্দী প্রভৃতি অনুচর এবং মাতৃকাগণের সহিত শিবদুর্গার অর্চ্চনা করিলে শীঘ্রই সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এবং সহস্রমূর্দ্ধা জগৎপতি বিষ্ণুর সহস্র নাম উচ্চারণ করিয়া স্তব করিলেও সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। (মহাভারতাদিতে বিষ্ণুর সহস্রনাম উক্ত আছে)

ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, হুতাশন, হিমাচল, গঙ্গা ও মরুদ্গণের যথাবিধি পূজা করিলে বিষমজ্বরের শান্তি হয়। ভক্তিসহকারে পিতা মাতা এবং গুরুজনের পূজা ও ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, সত্য, ব্রতনিয়মাদি, জপ, হোম, বেদপাঠ বা শ্রবণ, সাধু-সন্দর্শন প্রভৃতি কার্য্য কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিলে অচিরে জ্বরাদি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

"সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরম্।
পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ॥
বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুং।
স্তুবন্ নাম সহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বানপোহতি॥
ব্রহ্মাণমশ্বিনাবিন্দ্রং হুতভক্ষং হিমাচলম্।
গঙ্গাং মরুদ্গণাংশ্চেষ্টান্ পূজয়ন্ জয়তি জ্বরান্॥
ভক্ত্যা মাতুঃ পিতুশ্চৈব গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা সত্যেন নিয়মেন চ।
জপহোমপ্রদানেন বেদানাং শ্রবণেন চ।
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধূনাং দর্শনেন চ॥ (চরকচি° ৩ অ°)

বিষমজ্বরাক্রান্তরোগীর নিজের হাতের নয় মুষ্টি তণ্ডুলের অন্ন দ্বারা একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা হরিদ্রায় রঞ্জিত করিতে হইবে, পরে চারিটী হরিদ্রা রঙের পতাকা ও অশ্বত্থ-পত্ররচিত চারটী ঠোঙ্গা (পুটিকা) হরিদ্রারসে পরিপূর্ণ করিয়া উহার চারিধারে স্থাপন করিবে। উক্ত পুত্তলিকা বীরণ চাচিকায় (বেনার পাতাদ্বারা নির্ম্মিত চাচ বা আসন বিশেষে) স্থাপন করিয়া 'বিষ্ণুর্মোহস্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে সংকল্প করিয়া

"জ্বরস্ত্রিপাদ্ ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রুদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ"॥

এই ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। পরে নয় কড়া কড়ি দিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপাদি ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা পূজা সমাপনান্তে সন্ধ্যাকালে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জ্বরিত ব্যক্তিকে নির্ম্মঞ্ছন করিতে হইবে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। (তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিবার বিধান আছে)। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্তু স্বস্তঃ স্বাহা ওঁ কঁ টঁ পঁ শঁ বৈনতেয়ায় নমঃ ওঁ হ্রীঁ ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ওঁ ব্লীং ঠ ঠ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং সাপ্তাহিকং অর্দ্ধ-মাসিকং মাসিকং নৈমেষিকং মৌহূর্ত্তিকং ফট্ ফট্ হুং ফট্ ফট্ হন হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ সমাপন করিয়া কোন বৃক্ষে, শ্মশানে বা চতুষ্পথে উক্ত পুত্তলিকা বন্ধন দিতে হইবে আর এই সকল পূজাদি ব্যক্তির নিজের দ্বারা কোন শুদ্ধি স্থানে করার বিধান আছে।

এতদ্ভিন্ন সূর্য্যার্ঘ্যদান, সূর্য্যের স্তব, বটুকভৈরব স্তব, মাহেশ্বর কবচ প্রভৃতি পাঠ ও প্রক্রিয়াদি দ্বারাও বিষমজ্বরের অপনোদন করা যায় ; বাহুল্য ভয়ে তদ্বিবরণ বিবৃত হইল না।

পাশ্চাত্যমতে বিষমজ্বর—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বিষমজ্বরকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

বিষমজ্বরাঙ্কুশলৌহ (স্ত্রী) বিষমজ্বরের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী :—রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বীরণমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, গুলঞ্চ, আমলকী, চিরতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা জারিত লৌহচূর্ণ ১২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নাশ হয়।

বিষমজ্বরান্তকরস (পুং) বিষমজ্বরের একটী ঔষধ। প্রস্তুত প্রণালী :—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া পর্পটীবৎ পাক করিতে হইবে। এই পর্পটী এবং পারদের চারি ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ, মুক্তা এবং শঙ্খ ও ঝিনুকভস্ম আর লৌহ, তাম্র, অভ্র প্রত্যেকে পারদের দ্বিগুণ ; বঙ্গ, প্রবাল, প্রত্যেক পারদের অর্দ্ধাংশ পরিমাণে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইটী ঝিনুকের মধ্যে পূরিয়া বস্ত্র করিয়াঘিতে (বিল ঘুটের আগুনে) পুট পাক বিধি অনুসারে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের প্রতিকার হয়। অনুপান পিপুলচূর্ণ, হিং ও সৈন্ধব।

অন্তবিধ—প্রস্তুত প্রণালী :—পারা, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, নিসিন্দা, পাণ, কাকমাচী, ক্ষেতপাপড়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, করলা, দশমূলের (বিল্বমূল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপানি, বৃহতী, কণ্টকারি ও গোক্ষুরের) কাথ, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসক, ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন তিন ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণে বটী করিতে হইবে। ইহা পেপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড় অনুপানে সেবন করিলে সপ্তধাতুগত নানা দোষোদ্ভব বিষমজ্বরাদি বিনষ্ট হয়।

বিষমত্রিভুজ (পুং) যাহার তিনটী বাহু পরস্পর অসমান (Scalene triangle)।

বিষমতা (স্ত্রী) বিষমের ভাব বা ধর্ম্ম, বৈষম্য, বিষমত্ব।

বিষমদলক, যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য নহে, যেমন আইষ্টার (oyster) ঝিনুক।

বিষমনয়ন (পুং) বিষমাণি অযুগ্মানি (ত্রীণি) নয়নানি যস্য। ১ শিব। (হারাবলী) ২ ত্রিনেত্রবিশিষ্ট।

বিষমনেত্র (পুং) শিব।

বিষমন্ত্র (পুং) বিষ নির্বর্ত্তকো মন্ত্রো যস্য। সর্পধারক, বাদিয়া, সাপুড়ে প্রভৃতি। পর্য্যায়, জাঙ্গলী। (জটাধর)

বিষমপদ (ত্রি) ১ অসমান পদচিহ্ন বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ অসমান চরণযুক্ত। (বৃহৎপ্রাতি° ১৬।৩৬)

বিষমপলাশ (পুং) সপ্তপলাশ, ছাতিয়ান বৃক্ষ।

বিষমপাদ (ত্রি) অসমান চরণযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বিষমময় (ত্রি) বিষমাদাগতঃ বিষম ময়ট্। (সিদ্ধান্ত কৌমুদী) যেটী বিষম হইতে আসে।

বিষমবাণ (ত্রি) বিষমাণি বাণানি (পঞ্চ) যস্য। পঞ্চবাণ, কামদেব।

বিষমভোজন (স্ত্রী) বিষমা ... । [বিষমাশন দেখ]

বিষময় (ত্রি) বিষযুক্ত।

বিষমরাশি (পুং) অযুগ্মরাশি, মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ, কুম্ভ।

বিষমরূপ্য (ত্রি) বিষমাদাগতঃ বিষম-রূপ্য (সিদ্ধান্তকৌ°) যেটী বিষম হইতে আগত হয়।

বিষমর্দ্দনিকা (স্ত্রী) বিষং মৃদ্নাতি মৃদ-ল্যুট্, স্বার্থে কন্। গন্ধনাকুলী (রাজনি°)

বিষমর্দ্দনী (স্ত্রী) গন্ধনাকুলী, গন্ধরাস্না।

বিষমবল্কল (পুং) করুণ নিম্বুক, মাদরা লেবু। (পর্য্যায় মুক্তা°)

বিষমভাগ (পুং) অসমানাংশ।

বিষমবিশিখ (পুং) বিষমা বিশিখা বাণানি (পঞ্চ) যস্য। পঞ্চবাণ, কামদেব।

বিষমবৃত্ত (স্ত্রী) ১ অসমান পাদবিশিষ্ট ছন্দঃ।

বিষমবেগ (পুং) ন্যূনাধিকবেগ, বেগের কমিবেশী। (মাধবনি°)

বিষমশিষ্ট (পুং) অনুচিতানুশাসন, প্রায়শ্চিত্তাদিতে অন্যায়রূপে ব্যবস্থা দিলে তাহাকে বিষমশিষ্ট বলে ; ইহা ব্যবস্থায় একপ্রকার দোষবিশেষ। জ্ঞানসারে বা ইচ্ছানুসারে গুরুতর পাপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং অজানিত অবস্থায় অনিচ্ছাসত্বে ঐরূপ গুরুতর পাপ করিলে, চান্দ্রায়ণব্রতের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, এইস্থলে যদি বিপরীতভাবে অর্থাৎ কামাচারীর প্রতি চান্দ্রায়ণ এবং অজ্ঞানকৃত পাপীসবন্ধে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতের ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই ব্যবস্থা বিষমশিষ্টদোষে দূষিত হয়।

"অত্র কামত এব চান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রয়োর্বিষমশিষ্টত্বেন ইচ্ছাবিকল্পাসম্ভবাৎ কামতশ্চান্দ্রায়ণং অকামতস্তপ্তকৃচ্ছ্রঃ"। ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্।

বিষমশীল (ত্রি) অসহন প্রকৃতি। ক্রুর।

বিষমসাহস, অত্যধিক সাহসযুক্ত।

বিষমসিদ্ধি, পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় রাজা কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনের (প্রথম) নামান্তর। কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র। [চালুক্যবংশ দেখ।]

বিষমস্থ (ত্রি) বিষমে উন্নতানতে সঙ্কটে বা তিষ্ঠতীতি বিষম-স্থা-ক। ১ উন্নতানত (বন্ধুর) প্রদেশস্থ। ২ সঙ্কটস্থ। ৩ উপদ্রব (উপদ্রবপ্রাপ্ত) দেশস্থ।

"অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চ দূতো দানোন্মুখো ব্রতী।
বিষমস্থাশ্চ নাদেষ্যা ন চৈবাহ্বানমর্হতঃ॥" (মারদস্ম৽)
'বিষমস্থাঃ উপদ্রবদেশস্থাঃ' ইতি ব্যবহারতত্ত্ব।

বিষমা (স্ত্রী) সৌবীরবদর, বরুইভেদ। (ভাবপ্র৽)

বিষমাক্ষ (পুং) ১ বিষমনয়ন। ২ শিব। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বিষমাগ্নি (পুং) জঠরাগ্নিবিশেষ; এই অগ্নি ভুক্ত দ্রব্যকে কখন সম্যক্ পরিপাক করে কখন বা একেবারেই করে না।

"অনিত্যা খলু মাত্রাপি বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে॥" (ভাবপ্র৽)

বিষমাদিত্য, একজন প্রাচীন কবি।

বিষমাধুর (স্ত্রী) ১ পৃথ্বীবিষ। (বৈদ্যকারত্ন৽)

বিষমাধুক (স্ত্রী) বণিক্দ্রব্যবিশেষ, চলিত বিগমা। (বৈদ্যকারত্ন৽)

বিষমায়ুধ (পুং) বিষমাণি অযুগ্মানি (পঞ্চ) আয়ুধানি বাণা যস্য। পঞ্চশর, কামদেব। (হলায়ুধ)

বিষমাশন (স্ত্রী) অকালে (সময় অতীত হইলে), বহু বা অল্প পরিমাণে ভোজনের নাম বিষমাশন। তন্মধ্যে অধিক ভোজন করিলে আলস্য, গাত্রগুরুতা, পেটের ভিতর গুড়্গুড় শব্দ প্রভৃতি এবং অল্প ভোজন করিলে শরীরের কৃশতা ও বলক্ষয় হয়।

"বহুস্তোকমকালে বা তজ্জ্ঞেয়ং বিষমাশনম্।
আলস্যগৌরবাটোপশব্দাংশ্চ কুরুতেঽধিকং।
হীনমাত্রং তনোঃ কার্শ্যং করোতি চ বলক্ষয়ং॥" (ভাবপ্র৽)

বিষমাশুকর (পুং) গ্রন্থিপর্ণমূল, গেঁঠেলা। (বৈদ্যকনিঘ৽)

বিষমিত (ত্রি) প্রতিকূলতা প্রাপ্ত।

"কচিৎ কালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপহৃতপ্রিয়তমধনাসুমৃতক ইব বিগতজীবলক্ষণ আস্তে।" (ভাগবত ৫।১৪।১৩)
'কালেন বিষমিতং প্রতিকূলতাং নীতম্' (স্বামী)
২ কুটিলীকৃত।

বিষমীয় (ত্রি) বিষমাদাগতম্ বিষম-ছঃ (গহাদিভ্যশ্চঃ পা ৪।২।১৩৮) বিষম হইতে প্রাপ্ত, সঙ্কটাপন্ন।

বিষমুচ্ (ত্রি) বিষং মুঞ্চতীতি বিষ-মুচ্-ক্বিপ্। বিষোদ্গারণশীল।

বিষমুষ্টক (পুং) মদনবৃক্ষ, ময়নাফলের গাছ। (বৈদ্যকনিঘ৽)

বিষমুষ্টি (পুং) ১ ক্ষুপবিশেষ, চলিত বিষোড়ি। পর্য্যায়—কেশমুষ্টি, ক্ষুমুষ্টি, রণমুষ্টিক, ক্ষুপভোড়মুষ্টি। গুণ—কটু, তিক্ত, দীপন, রোচক এবং কফ, বাত, কণ্ঠরোগ ও রক্তপিত্তাদির দাহনাশক। (রাজনি৽) ২ মহানিম্ব। ৩ মদনবৃক্ষ। ৪ কুঁচলে। ৫ লাঙ্গলী, ঈষলাঙ্গলা। (বৈদ্য৽ নিঘ৽)

বিষমুষ্টিক[কা] (পুং স্ত্রী) ১ বিষমুষ্টি। ২ বৃহৎ অলম্বুষা। ৩ কর্কোটী।

বিষমূলা (স্ত্রী) শিরাবলক। (পর্য্যায়মুক্তা৽)

বিষমৃত্যু (পুং) বিষেণ বিষদর্শনমাত্রেণ মৃত্যুরস্য। জীবঞ্জীবপক্ষী, চলিত চকোর। (জটাধর)

বিষমেক্ষণ (পুং) ১ বিষমনয়ন। ২ শিব।

বিষমেষু (পুং) বিষমা অযুগ্মানি ইষবো বাণা (পঞ্চ) যস্য। পঞ্চবাণ, কামদেব।

বিষমোন্নত (ত্রি) ১ ক্রমোচ্চ নিম্ন, বন্ধুর। ২ কুপুট। (হেম)

বিষমোভয়কণ্টক (পুং) ঘণ্টাবদর, শেয়াকুল। (বৈদ্যকনিঘ৽)

বিষয় (পুং) বিবিধন্তি স্বাত্মকতয়া বিষয়িনং নিরূপয়ন্তি সংবধ্নন্তি বা বি বি-অচ্। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজাত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি। পর্য্যায়,—গোচর, ইন্দ্রিয়ার্থ। দ্ব্যণুক (মিলিত পরমাণুদ্বয়) হইতে আরম্ভ করিয়া নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত এবং প্রাণ অবধি মহাবায়ু পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জীবের ভোগ-সাধন জাগতিক পদার্থমাত্রই বিষয় শব্দ বাচ্য। এই ভোগ কোন স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোথায়ও বা পরম্পরা সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। ফলে কোন না কোন প্রয়োজন ভিন্ন কোন একটী পদার্থের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্তই বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বলিয়া অভিহিত হয়।

"বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিস্তু ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ।"
"প্রাণাদিস্তু মহাবায়ুপর্য্যন্তো বিষয়ো মতঃ।" (ভাষাপরি৽)

অত্র বিষয়ঃ ভোগসাধনং সর্ব্বমেব হি কার্য্যমদৃষ্টাধীনং যচ্চ কার্য্যং যদদৃষ্টাধীনং তৎ তদুপভোগং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বাজনয়ত্যেব ন হি বীজপ্রয়োজনাভ্যাং বিনা কস্যচিদুৎপত্তিরস্তি তেন দ্ব্যণুকাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং সর্ব্বমেব বিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ।' (সি৽ মুক্তা৽)

দ্রব্যাশ্রিত শুক্লাদি প্রভৃতি রূপসমূহ চক্ষুর বিষয় অর্থাৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য। এইরূপ মধুরাদি ষড় বিধ রস (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) রসনাগ্রাহ্য অর্থাৎ জিহ্বার বিষয়), দ্রব্যনিষ্ঠ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়; ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের শীত, উষ্ণ ও শীতোষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ এই তিন প্রকার গুণের অনুভূত হয়, এজন্য এই তিন প্রকার স্পর্শগুণ ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়, আর আকাশনিষ্ঠ শব্দগুণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের এবং আত্মনিষ্ঠ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন প্রভৃতি, মন অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়।

"চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেদ্রূপং দ্রব্যাদেরুপলম্ভকং।
চক্ষুষঃ সহকারি স্যাৎ শুক্লাদিকমনেকধা॥"
"রসস্তু রসনাগ্রাহ্যো মধুরাদিরনেকধা।"
"ঘ্রাণগ্রাহ্যো ভবেদ্গন্ধো ঘ্রাণস্যৈবোপকারকঃ।
সৌরভঞ্চাসৌরভঞ্চ স দ্বেধা পরিকীর্তিতঃ॥
স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্ত্বচঃ স্যাদুপকারকঃ।
অনুষ্ণাশীতশীতোষ্ণভেদাৎ স ত্রিবিধো মতঃ॥"
"তথা মনো বসত্যায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতঃ।"
"মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ॥" ভাষাপরি")

সাংখ্যকার বিষয় শব্দের নিরুক্তি এইরূপ করিয়াছেন,—"বিষিণ্বন্তি বিষয়িণং বয়ন্তি যেন স্বরূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্বন্তীতি বিষয়াঃ পৃথিব্যাদয়ঃ সুখাদয়শ্চ। অস্মদাদীনাং অবিষয়াশ্চ তন্মাত্রলক্ষণাঃ যোগিনাং ঊর্দ্ধস্রোতসাঞ্চ বিষয়াঃ।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ")

যে সকল পদার্থ জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে, যাহারা ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি) কর্তৃক গৃহীত হইয়া স্বীয় প্রকৃতির অভিব্যক্তি দ্বারা বিষয়ীর (জীব ব্যক্তিদিগের) নিরূপণ সম্পাদন করে। তাহাদের নাম বিষয়। যেমন ক্ষিত্যাদি ও সুখাদি, কেন না এই ক্ষিত্যাদি দ্রব্যের রূপরসাদি গুণে বিমুগ্ধ হইয়াই জীব সংসারে আবদ্ধ হয় এবং ঐ সংসারশ্রিত রূপরসাদির প্রতি তাহার ভোগলালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব ঐ সকল দ্রব্য (ক্ষিত্যাদি, তদাশ্রিত রূপরসাদি এবং উহাদের (রূপরসাদির) মাধুর্য্য অনুভব হেতু তাহা হইতে উৎপন্ন সুখাদি সকলই বিষয়ীকে (বিষয়াসক্ত বা সংসারবদ্ধ জীবকে) অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারে। সুতরাং উহারা (ক্ষিত্যাদি) বিষয়।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে ঊর্দ্ধস্রোতাঃ যোগিগণ বিষয়ী নহেন, কেন না সহসা দেখা যায় যে, সাধারণ রূপরসাদির প্রতি তাঁহাদের কোন ভোগলিপ্সা নাই; ইহা সত্য, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত (ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণাসমর্থ) তন্মাত্রাদির (রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্র প্রভৃতি বিষয়ের) উপলব্ধি দ্বারা তাঁহারা সুখানুভব করেন বলিয়া সূক্ষ্মানুসন্ধানে তাঁহাদিগকেও বিষয়ী বলা যায়।

২ নিত্যসেবিত। ৩ অব্যক্ত। ৪ শুক্র, বীর্য্য, রেতঃ। ৫ জনপদ। (মেদিনী) ৬ কান্তাদি। ৭ নিয়ামক।

"বিশেষ্যা হি বিশেষণৈঃ সিনোতেরঞ্চ উচ্যতে।
বিশেষেণ সিনোতীতি বিষয়োঽতো নিয়ামকঃ॥" (ভট্টকারিকা)

৮ সারোপা, আরোপাশ্রয়। "গৌর্বাহীকঃ" গৌঃ=গো (গরু); বাহীকঃ=শকট; অতএব এই প্রয়োগ দ্বারা 'গো শকট' এইমাত্র উক্ত হইতেছে, ইহা দ্বারা গোবাহ্য (গোকর্তৃক বহনীয়) শকট" এই অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে না, কেন না শুদ্ধ 'গো' শব্দ 'গো কর্তৃক বহনীয়' এই অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয় না। অতএব "গৌর্বাহীকঃ" অর্থাৎ গো-শকট এই প্রয়োগের 'গোবাহ্য শকট' এই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে, উহার "সারোপা লক্ষণা" করিতে হয়। সারোপা লক্ষণা এই,—যেখানে আরোপ্যমাণ গবাদি ও আরোপের বিষয় বাহীকাদির গোত্ববাহীকত্বাদি প্রকাশমান বৈধর্ম্ম্য বর্ত্তমানেও উভয়ের সামানাধিকরণ্য (সমান-বিভক্তিকত্ব) দেখা যায়, তথায় সারোপালক্ষণা হয়। উক্ত স্থলে আরোপ্যমাণ (শকটে নিয়োজ্যমান) গো এবং আরোপের বিষয় (আশ্রয়) বাহীক (শকট), এই উভয় যথাক্রমে গোত্ব ও বাহীকত্বরূপ বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও উভয়ের উত্তর একই প্রথমা বিভক্তি নির্দ্দেশ করায় 'সারোপালক্ষণা' করা হইল এবং তাহা (এই সারোপা লক্ষণা) দ্বারাই উহার ('গৌর্বাহীকঃ' এই প্রয়োগের) পূর্ব্বোক্তরূপ (গোবাহ্য শকট) অর্থ প্রকাশিত হইতেছে।

"সারোপাঽন্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা"

'আরোপ্যমাণঃ আরোপবিষয়শ্চ যত্রানপহ্নুতভেদৌ সামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দিশ্যেতে সা লক্ষণা সারোপা।'
(কাব্যপ্রকাশ দ্বিতীয় উল্লাস)

৯ বিচারযোগ্য বাক্য, অধিকরণাবয়ব ভেদ। বিষয় (বিচার্য্যবিষয়), বিশয় (সংশয়, সন্দেহ), পূর্ব্বপক্ষ (প্রশ্ন) উত্তর ও নির্ণয় (সিদ্ধান্ত) শাস্ত্রের এই পাঁচটী অঙ্গকে অধিকরণ বলে।

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতং॥" (মীমাংসা ১০ দেশ।

"যষ্ঠকার বিবরং শিলাঘনে তাড়কোরসি স রামসায়কঃ।
অপ্রবিষ্টবিষয়স্য রক্ষসাং দ্বারতামগমদন্তকস্য তৎ॥"
(রঘু ১১।১৮)

১১ আশয়। ১২ ব্যাকরণ মতে—সামীপ্য, একদেশ, বিষয় ও ব্যাপ্তি এই চারি প্রকার আধারান্তর্গত আধার ভেদ।

"সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ"। (বোপদেব)

১৩ জ্ঞেয় বস্তু। ১৪ ভোগ্যবস্তু, ভোগসাধন দ্রব্য। ১৫ সম্পত্তি, ধন। ১৬ বর্ণনীয় পদার্থ। ১৭ ভৃত্য। ১৮ গৃহ আবাস। ১৯ বিশেষ প্রদেশজাত বস্তু। ২০ ধর্ম্মনীতি। ২১ স্বামী প্রিয়। ২২ মুষ্কতৃণ, মুঁজ। (বৈদ্যক নিঘ")

বিষয়ক (ত্রি) বিষয়-কন্ স্বার্থে। বিষয় পদার্থ।

বিষয়কর্ম্ম, সাংসারিক কার্য, সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

বিষয়গ্রাম (পুং) বিষয়সমূহ (রূপরসগন্ধাদি)।

বিষয়তা (স্ত্রী) বিষয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিষয়পতি (পুং) জনপদাধিপ

বিষয়পুর (ক্লী) নগরভেদ। (দিগ্বি° প্র° ৫৫৩।৪)

বিষয়ত্ব (ক্লী) বিষয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিষয়বৎ (ত্রি) বিষয়ো বিদ্যতেঽস্য বিষয়-মতুপ্, মস্য বত্বম্। বিষয়বিশিষ্ট, বিষয়ী।

বিষয়বর্ত্তিন্ (ত্রি) বিষয়াভ্যন্তর্ভূত, বিষয়ের মধ্যে।

বিষয়বাসিন্ (ত্রি) জনপদবাসী।

বিষয়সপ্তমী (স্ত্রী) বিষয়াধিকরণে যে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন ধর্ম্মে মতি হউক।

বিষয়াজ্ঞান (ক্লি) বিষয়াণাং ন জ্ঞানং যত্র। তন্দ্রা। (রাজ°)

বিষয়াত্মক (ত্রি) বিষয়ঃ আত্মা যস্য কপ্। ১ বিষয়স্বরূপ। ২ বিষয়াধিগত প্রাণ, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত।

"কল্লোপগূঢ়ো নষ্টশ্রীঃ কৃপণো বিষয়াত্মকঃ।
নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্য্যো গন্ধর্ব্বৈর্যবনৈর্বলাৎ॥"
(ভাগবত ৪।২৮।৬)

বিষয়াধিকৃত (পুং) জনপদের শাসনকর্ত্তা।

বিষয়াধিপ (পুং) ভূম্যধিকারী, রাজা, শাসনকর্ত্তা।

বিষয়ানন্তর (ত্রি) বিষয়ের পর, এক প্রস্তাবের অব্যবহিত পর।

বিষয়ান্ত (পুং) রাজ্যের প্রান্ত বা সীমা।

বিষয়াভিমুখীকৃতি (স্ত্রী) ১ চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি অভিগমন। ২ বিষয়প্রসক্তি।

বিষয়ায়িন্ (পুং) বিষয়ান্ অয়তে প্রাপ্নোতীতি অয়-ণিনি। ১ রাজা। ২ বৈষয়িক জন। ৩ ইন্দ্রিয়। ৪ কামদেব। ৫ বিষয়াসক্ত পুরুষ। (মেদিনী)

বিষয়িক (ত্রি) বিষয়ীভূত।

বিষয়িত্ব (ক্লী) বিষয়ীর ভাব বা ধর্ম্ম।

বিষয়িন্ (ক্লী) বিষয়োঽস্যাস্তীতি বিষয় ইনি। ১ জ্ঞানবিশেষ।

"বিষয়ী যস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণা।" (ভাষাপরি°)

'জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তিস্তু যদ্বিষয়কং জ্ঞানং তস্যৈব প্রত্যাসত্তিঃ।' (মুক্তাবলী)

২ ইন্দ্রিয়। (ত্রি) ৩ বিষয়াসক্ত। ৪ নৃপতি। ৫ কামদেব। ৬ বৈষয়িক। ৭ ধ্বনি। (অজয়পাল) ৮ ধনী। ৯ আরোপামাণ।

"বিষয়িণা আরোপ্যমাণেনান্তঃকৃতে নিগীর্ণে"
(কাব্যপ্র° ২য় উল্লাস)

বিষয়ীকরণ (ক্লী) গোচরীকরণ।

বিষয়ীভাব (পুং) গোচরীভাব।

বিষয়ীয় (পুং) বিষয়। (কুসুমাঞ্জলি ১৪১২)

বিষয়েন্দ্রিয় (ক্লী) শব্দাদিগ্রাহক ইন্দ্রিয়।

বিষরস (পুং) বিষ-রসং আস্বাদঃ। বিষাস্বাদন।

বিষরূপা (স্ত্রী) বিষং মূর্ব্বিকাবিষং রূপয়তি অতিক্রামতি রূপ-ক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অতিবিষা, আতইচ। (রাজনি°) ২ মহানিম্বুক, ঘোড়ানিম। ৩ অলম্বুষা। ৪ কর্কোটী।

বিষরোগ (পুং) বিষজন্য রোগসমূহ।

বিষল (ক্লী) বিষ, গরল।

বিষলতা (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণীলতা, রাখালশশা। (রাজনি°) ২ বিষপ্রধান লতাসমূহ।

"বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াম্" (গীতা ২।৪২ স্বামী)

বিষলাঙ্গল (ক্লী) ক্ষুপভেদ, চলিত বিষলাঙ্গলীয়া।

বিষলাটা[ণ্টা] (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ৮।১৭৮)

বিষলিপ্তক (ক্লী) বিষলঙ্করণ, বিষচর্য্যা।

বিষবৎ (ত্রি) বিষমস্যাস্তীতি বিষ-মতুপ্, মস্য বত্বম্। ১ বিষবিশিষ্ট, বিষযুক্ত। বিষমিব বিষ ইবার্থে বৎ। ২ বিষতুল্য, বিষসদৃশ।

বিষবজ্রপাত (পুং) রস।

বিষবল্লরী (স্ত্রী) বিষলতা।

বিষবল্লি[ল্লী] (স্ত্রী) বিষলতা।

বিষবিটপিন্ (পুং) বিষবৃক্ষ।

বিষবিদ্যা (স্ত্রী) বিষায় তন্নিবৃত্তয়ে বিদ্যা। বিষমন্ত্র। (ভরত) ২ বিষচিকিৎসাশাস্ত্র।

বিষবিধি (পুং) বিষাভেদ। [বিষ শব্দ দেখ।]

বিষবৃক্ষ (পুং) উত্তবর্ণক, যজ্ঞডুম্বুর। (পর্য্যায়মু°)

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্"। (কুমার ২অ°)

বিষবৈদ্য (পুং) বিষমন্ত্রাভিজ্ঞ চিকিৎসক, ওঝা। পর্য্যায়—জাঙ্গুলিক, জাঙ্গলিক, নরেন্দ্র, কৌপত, কথাপ্রসঙ্গ, চক্রাট, ব্যালগ্রাহী, জাঙ্গুলি, জাঙ্গলি, অহিতুণ্ডিক, ব্যালগ্রাহ, গারুড়িক। শব্দরত্না°)

বিষবৈরিণী (স্ত্রী) নির্ব্বিষী ঘাস, নির্ব্বিষা।

বিষশালূক (পুং) পদ্মকন্দ, পদ্মের গেঁড়ো। গুণ—গুরু, বিষ্টম্ভী (আধ্মানাদিকারক) ও শীতল। (রাজবল্লভ)

বিষশূক (পুং) বিষং শূকে যস্য। ভ্রমরোল, ভীমরুল। (ভূরিপ্র°)

বিষশৃঙ্গিন্ (পুং) বিষং শৃঙ্গমিবাস্ত্যস্যেতি বিষ-শৃঙ্গ ইনি। ভ্রমরোল, ভীমরুল। (হারাবলী)

বিষশোকাপহ (পুং) অঙ্কোলীয়-ক্ষুপ, কাঁটানটিয়া। (বৈদ্যনিঘ°)

বিষসংযোগ (পুং) সিন্দূর। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষসূচক (পুং) বিষং সূচয়তি বিষযুক্তান্নাদিদর্শনে মৃতঃ সন্ জ্ঞাপয়তীতি সূচ ণিচ-ণ্বুল। চকোরপক্ষী।

বিষস্কন্ন (পুং) বিষং স্কন্নি যস্য। ভ্রমরোল, ভীমরুল।

বিষস্ফোট (পুং) স্ফোটকভেদ, বিষফোঁড়া।

বিষহ (ত্রি) বিষ-হন-ড। ১ বিষঘ্ন, বিষনাশক। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিষহা। ২ দেবদালী। ৩ নির্ব্বিষা।

বিষহন্তৃ (পুং) ১ শিরীষবৃক্ষ। ২ বিষনাশক।

বিষহন্ত্রী (স্ত্রী) ১ অপরাজিতা। ২ নির্ব্বিষা। (রাজনি°) ৩ শ্বেতাপরাজিতা।

বিষহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ্, বিষস্য হরঃ। ১ বিষয় ঔষধ-মন্ত্রাদি। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, "ওঁ হুঁ জঃ" এই মন্ত্রপাঠে সর্ব্বপ্রকার বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হয়। পিপুল, মাখম, শুঁঠ বা আদা, সৈন্ধব, মরিচ, দধি, কুড় এই সকল দ্রব্য যথাসম্ভব চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া নস্য ও পান করিলে বিষ নষ্ট হয়। আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, সোহাগার খৈ, কুড় ও রক্তচন্দন ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান এবং বিষাক্ত স্থানে লেপন করিলে আশু বিষ বিনাশ হয়। পারাবতের চক্ষু, হরিতাল ও মনঃশিলা এই কয়েকটী একত্র ব্যবহার করিলে, গরুড়ের সর্পবিনাশের ন্যায় বিষ নষ্ট করে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, দধি, মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বৃশ্চিকদষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ প্রশমিত হয়।

(গরুড়পুরাণ ১৮৩ অ°)

(পুং) ২ গ্রন্থিপর্ণভেদ। ৩ ধৃষ্টের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

৪ হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমভাগের একাংশ। পর্ব্বত-ভাগ প্রধানতঃ দানাদার পাথরে গঠিত। যমুনোত্তরীর উচ্চ শিখরদেশ হইতে সাতুলের দক্ষিণ শতদ্রু নদীতীর পর্য্যন্ত প্রায় ৯০ মাইল বিস্তৃত। বিষহর পর্ব্বতের শিখরগুলি ১৬৯৮২ হইতে ২০৯১৬ ফিট। উহার সর্ব্বোচ্চ শিখরই যমুনোত্তরী। এই পর্ব্বত পৃষ্ঠে ১৪৮৯১ হইতে ১৬০৩৫ ফিটের মধ্যে অনেকগুলি গিরি-পথ আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা হিন্দিভাষায় কথা কয়।

[দাদক দেখ।]

বিষহরা (স্ত্রী) ১ দেবদালীলতা, দেয়াতাড়া। ২ নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষীঘাস। ৩ মনসাদেবী। (শব্দর°)

"জরৎকারুপ্রিয়াস্তীকমাতা বিষহরেতি চ।" (দেবীভাগ° ৯।৪৭।৫২)

বিষহরিবর্ত্তি, সান্নিপাতাদিবিকারে ব্যবহার্য্য অঞ্জনবর্ত্তিবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী:—জয়পালবীজের মজ্জা নেবুর রসে একুশবার উত্তমরূপে মাড়িয়া বর্ত্তির (বাতির) ন্যায় প্রস্তুত করিবে, পরে উহা মনুষ্যের লালাদ্বারা ঘসিয়া অঞ্জনের ন্যায় নেত্রে ব্যবহার করিলে সান্নিপাতবিকারাদিতে উপকার হয়। (রসেন্দ্রচিন্তা°)

বিষহরী (স্ত্রী) ১ মনসাদেবী। বিষসংহারে শ্রেষ্ঠতমা বলিয়া ইঁহার নাম বিষহরী।

"বিষং সংহর্ত্তুমীশা যা তস্মা বিষহরী স্মৃতা।"

(দেবীভাগ° ৯।৪৮।৫৭) [মনসা দেখ।]

বিষহা (স্ত্রী) বিষং হন্তি হন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দেবদালীলতা। ২ নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষীঘাস।

বিষহারক (পুং) ধূস্তুর। (বৈদ্যক নিঘ°)

বিষহারিণী (স্ত্রী) নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষী ঘাস।

বিষহৃদয় (ত্রি) বিষং হৃদয়ে যস্য। যাহার অন্তঃকরণ বিষময়।

বিষহ্য (ত্রি) বি-সহ-যৎ। বিশেষপ্রকারে সহনীয়।

"স চ দ্বষদ্ভ্যো সংযুগায় সমাহ্বয়ৎ।
অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপৈঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্॥"

(ভাগবত ১০।৫৫।১৭)

বিষা (স্ত্রী) ১ অতিবিষা, আতইচ। পর্য্যায়—কাশ্মীরা, অতি-বিষা, শ্বেতা, শ্যামা, শুক্লা, অরুণা। (রত্নমালা) বিষা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা, ঘুণবল্লভা। গুণ— উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, পাচনী, দীপনী এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, আম, বিষ, কাস, বমি ও ক্রিমিনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

২ লাঙ্গলিকা, বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈদ্য° নিঘ°) ৩ কটুতুম্বী, কটুভরাই। (রাজনি°) ৪ কাকোলী। (বাভট)

বিষা (স্ত্রী) বেবেষ্টিকর্ম্মণি বি বেষ-আ (উণা° ৪।৩৯)। বুদ্ধি।

বিষাক্ত (ত্রি) বিষমিশ্রিত, বিষযুক্ত।

বিষাখ্যা (স্ত্রী) শুক্লকন্দাতিবিষা, শ্বেত আতইচ্। (বাভট)

বিষাগ্রজ (পুং) তরবারি।

বিষাঙ্কুর (পুং) শল্যাস্ত্র, শল্যরূপ অস্ত্র, শেল। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বিষাঙ্গনা (স্ত্রী) বিষনারী। [বিষকন্যা দেখ।]

বিষাণ (ত্রি) ১ বিশেষপ্রকারে মদদাতা।

"বিষাণং পরিপানমস্তি তে" (ঋক্ ৫।৪৪।১১)

'বিষাণং বিশেষেণ মদস্য দাতারম্' (সায়ণ)

২ কুড়। ৩ পশুশৃঙ্গ।

"বিভরসি ভুবগং মহিষবিষাণে বিষধরভোগবিতানে।"

(সাহিত্যদর্পণ ১০)

৪ হস্তিদন্ত, হাতীর দাঁত। (মেদিনী)

"ন জাতু বৈনায়কমেকমুদ্ধৃতং
বিষাণমন্যাপি পুনঃপ্ররোহতি।"

(শিশুপালবধ ১।৬০)

৫ বরাহদন্ত, শূকরের দাঁত। (হেম) ৬ মেষশৃঙ্গী (ইহার ফল শৃঙ্গাকার) ৭ ঔষধের গাছড়া। ৮ বৃশ্চিকালী। ৯ ক্ষীরকা-কোলী। ১০ তিন্তিড়ী, তেঁতুল।

বিষাণক (পুং) বিষাণ স্বার্থে কন্। বিষাণশব্দার্থ।

বিষাণকা (স্ত্রী) বিশেষপ্রকারে রোগ নিবর্ত্তনের সম্ভজনকারিণী।

"বিষাণকা বিশেষেণ রোগনিবর্ত্তনস্য সম্ভক্ত্রী এতৎসংজ্ঞা ধনু অসি ভবসি" (অথর্ব্ব° ৬।৪৪।৩)

বিষাণবৎ (ত্রি) শৃঙ্গী। শৃঙ্গযুক্ত।

বিষাণান্ত (পুং) গণেশের দাঁত।

বিষাণিকা (স্ত্রী) ১ মেষশৃঙ্গী। (রত্নমালা) ২ কর্কটশৃঙ্গী, কাকড়াশৃঙ্গী। পর্য্যায়—শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীর, অজশৃঙ্গী, শৃঙ্কা, কর্কটাখ্যা। (ভাবপ্রকাশ) ৩ সাতলা। ৪ আবর্ত্তকী লতা। ৫ ঋষভক। ৬ শৃঙ্গাটক, শিঙাড়া। ৭ কাকোলী।

বিষাণিন্ (ত্রি) বিষাণমস্যাস্তেতি বিষাণ-ইনি। ১ শৃঙ্গী, শৃঙ্গবিশিষ্ট।

"খড়্গা বিষাণিনশ্চৈব বৃষভাশ্চ মৃগাস্তথা" (হরিবংশ ২০৪।২৭)

(পুং) ২ হস্তী। ৩ শৃঙ্গাটক, শিঙাড়া। ৪ ঋষভক নামক ঔষধদ্রব্য। (রাজনি°) ৫ শূকর। ৬ বৃষ, ষাঁড়।

বিষাণী (স্ত্রী) ১ ক্ষীরকাকোলী। (মেদিনী) ২ বৃশ্চিকালী। (রাজনি°) ৩ তিন্তিড়ী, তেঁতুল। (শব্দচ°) ৪ অজশৃঙ্গী। ৫ চর্ম্মকষা। ৬ আবর্ত্তকীলতা। ৭ কদলীবৃক্ষ।

বিষাতকী (স্ত্রী) বিষের সংযোজনাকারিণী।

"বিষা বিষাতক্যসি" (অথর্ব্ব ৭।১১৮।২) বিষা বিষস্বরূপা এবং বিষাতকী। তকি কৃচ্ছ্রজীবনে। বিষং আতঙ্কয়তি সংযোজয়তীতি বিষাতকী বিষস্য সংযোজয়িত্রী অসি।' (সায়ণ)

বিষাদ্ (ত্রি) বিষং অত্তীতি বিষ-অদ্-কিপ্। ১ বিষভক্ষক। ২ শিব।

বিষাদ (পুং) বি-সদ ঘঞ্। ১ খেদ, দুঃখ, বিষণ্ণতা। ২ জড়তা, নিশ্চেষ্টতা। ৩ কার্য্যে অনুৎসাহ বা অনিচ্ছা, অবসাদ। ৪ মূর্চ্ছা। (হেমচন্দ্র)

বিষাদন (ক্লী) ১ বিষাদ, খেদ, দুঃখ।

"যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।" (ভাগব° ১২।৩।৩০)

বিষাদনী (স্ত্রী) বিষায় তন্নিবৃত্তয়ে অস্যতে অসৌ অস ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ পলাশী লতা, চলিত ছাপরমালী। ২ ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষাদবৎ (ত্রি) বিষাদযুক্ত, বিষাদিত, বিষণ্ণ।

বিষাদিতা (স্ত্রী) ১ বিষাদযুক্তা। ২ বিষাদযুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

"নচ হংসাবলীহংসাং কার্য্যা তেহত্র বিষাদিতা" (কথাসরিৎসা°)

বিষাদিত্ব (ক্লী) বিষণ্ণতা, বিষাদযুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিষাদিন্ (ত্রি) বিষাদো বিদ্যতেঽস্য ইতি বিষাদ-ইন। বিষাদযুক্ত, বিষণ্ণ।

বিষানন (পুং) বিষমাননে যস্য। সর্প। (শব্দমালা)

বিষান্তক (পুং) বিষস্যান্তক ইব। ১ শিব। (হেম) (ত্রি) ২ বিষহর, বিষনাশক।

বিষান্ন (ক্লী) বিষযুক্তমন্নম্। ১ বিষযুক্তখাদ্য। ২ সর্বপাদি।

বিষাপবাদিন্ (ত্রি) বিষতুল্য নিন্দাবাক্য প্রয়োগকারী।

(শাঙ্খা° ব্রা° ২৯।১)

বিষাপহ (পুং) বিষং অপহন্তীতি অপ-হন-ড। ১ কৃষ্ণমুষ্কবৃক্ষ, ঘণ্টাপাকল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বিষনাশক। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা। ৪ নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষী-ঘাস। (রাজনি°) ৫ নাগদমনী, নাগদনা। (ভাবপ্র°) ৬ অর্কপত্রী। চলিত ঈশের বা ঈশের মূল। (শব্দচন্দ্রিকা) পর্য্যায়—অর্কপত্রা, সুনন্দ, অর্কমূল।

৭ সর্পকঙ্কালিকা বৃক্ষ। (রত্নমালা) ৮ ত্রিপর্ণী নামক মহাকন্দ। (রাজনি°)

বিষাপহরণ (ক্লী) ১ বিষনাশন। ২ বিষাপনোদন। নির্ব্বিষীকরণ।

বিষাভাবা (স্ত্রী) বিষস্যাভাবো যস্যা। নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষী ঘাস।

বিষামৃত (ক্লী) গরল ও অমৃত।

বিষামৃতময (ত্রি) গরল ও অমৃতযুক্ত। কথাসরিৎসাগরে বিষামৃতময়ী কন্যার উল্লেখ আছে। (কথাসরিৎসা° ৩২।৮০)

বিষাগিন্ (ত্রি) বি [illegible] (পা ৫।১।১৪)। তীক্ষ্ণ, চলিত ধারাল।

বিষায়ুধ (পুং) বিষমায়ুধমস্য যস্য। ১ সর্প। (ক্লী) ২ বিষযুক্ত অস্ত্র, বিষাক্তাস্ত্র। (ত্রি) ৩ গরল, বিষদাতা

বিষায়ুধীয (ত্রি) ১ সর্পসম্বন্ধীয়। ২ বিষাক্তাস্ত্র সম্বন্ধীয়। ৩ বিষদাতৃ সম্বন্ধীয়।

"অ [illegible] সম্বন্ধীয় [illegible]।"

(বৃহৎস° ৫।৪০)

বিষার (পুং) বিষং ঋচ্ছতি বিষ-ঋ-অণ্। সর্প। (শব্দচ°)

বিষারাতি (পুং) বিষস্যারাতিঃ নাশকঃ। কৃষ্ণধুস্তূর, কাল-ধুতুরা বা কনকধুতুরা। (রাজনি°) ২ বিষনাশক।

বিষারি (পুং) বিষস্যারিঃ। ১ মহাচুঞ্চুশাক। ২ ঘৃতকরঞ্জ। (ত্রি) ৩ বিষনাশক।

বিষালা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ। গুণ—বায়ু ও কফবর্দ্ধক।

"শকুলী চ বিষালা চ শ্রেষ্ঠৌ বাতকফাপহৌ।" (অত্রি)

বিষালু (ত্রি) বিষযুক্ত।

বিষাসহি (ত্রি) বিপক্ষদমনে সমর্থকারী।

বিং সাঃ বিষ সহিস্ণু বৰ্ত্তী। [illegible] বিষাসহিঃ সপত্নী নাশয়িত্রী' (ঋক ১০। ২৯।১৭৯ সায়ণ)

বিষাস্য (পুং) বিষমাস্যে যস্য। ১ সর্প। (ত্রি) ২ বিষাক্ত মুখ

বিষাস্যা (স্ত্রী) ভল্লাতক। (শব্দচ°) [ভল্লাতক দেখ।]

বিষাস্ত্র (পুং) বিষমস্ত্রমস্য যস্য। ১ সর্প। (ক্লী) ২ বিষযুক্ত অস্ত্র, বিষাক্তাস্ত্র। ৩ গরল, বিষদাতা।

বিষিত (পুং) ১ প্রকৃষ্ট, বিশিষ্ট। ২ বিবদ্ধ, সম্বদ্ধ। ৩ প্রক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত।

বিষিতস্তুক (ত্রি) ১ বিশিষ্ট কেশসমূহ। ২ প্রকীর্ণ কেশসমূহ, বিক্ষিপ্ত কেশকলাপ।

"বিশিতস্তুকা বিশিষ্টকশসংখ্যা। বিপ্রকীর্ণকেশসন্ধা বা"
(ঋক্ ১।১৬৭।৫ সায়ণ)

বিষিতস্তুপ (ত্রি) সম্বদ্ধভাবে উচ্ছ্রায়যুক্ত।
"বিষিতস্তুপঃ বিশেষেণ সিতো বদ্ধঃ স্তুপো রশ্মীনাং সমুচ্ছ্রায়ো যস্য স তথোক্তঃ" (অথর্ব্ব ৬।৬০।১ সায়ণ)

বিষিন্ (ত্রি) বিষমস্যাস্তীতি ইনি। বিষাবশিষ্ট।

বিষীভূত (ত্রি) অবিষং বিষং ভূতং। বিষাক্ত।

বিষু (অব্য) ১ সম্যা। (ভরত) ২ নানারূপ। (রামাশ্রম)

বিষুণ (পুং) বিষু সাম্যমস্মিন্নস্তীতি (লোমাদীতি। পা ৫।২।১০০) বিষু-ন প্রত্যয়। যদ্বা বিষু নানারূপং গমনং বিষক্ তদস্যাস্তীতি বিগ্রহে অর্শআদ্যচ্‌পরপদলোপশ্চাকৃতসন্ধিরিতি পামাদিসূত্রেণ নঃ প্রত্যয়। (ইত্যমরটীকায়াং রামাশ্রমঃ) ১ বিষুব। ২ নানারূপ।
"চরৎপতত্রি বিষুণং বিজাতম" (ঋক্ ৩।৫৪।৮)
'বিষুণং বিষক্ নানারূপং' (সায়ণ)
৩ সর্ব্বগ, সর্ব্বত্রগামী। "বহুরেকো বিষুণঃ" (ঋক্ ৮।২৯।১) 'বিষুণঃ বিষগঞ্চনঃ' (সায়ণ)
৪ বিপ্রকীর্ণ, প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত, সর্ব্বব্যাপ্ত।
"সথায়স্ত বিষুণা অগ্ন এতে" (ঋক্ ৫।১২।৫)
'বিষুণা বিপ্রকীর্ণাঃ সর্ব্বব্যাপ্তাঃ' (সায়ণ) ৫ পরাঙ্মুখ, বিমুখ।
"বিচক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজোঽসুন্বতো বিষুণঃ সুন্বতো বৃধঃ" (ঋক্ ৫।৩৪।৬) 'বিষুণঃ পরাঙ্মুখঃ' (সায়ণ)

বিষুণক্ (অব্য) ১ বিবিধ, নানাপ্রকার। ২ সকল, সমস্ত, সর্ব্ব, বিষক্। "ধানারবি বিষুণক্ ব্যায়ন্" (ঋক্ ১।৩৩।৪)
'বিষুণক্ বিবিধং নাশমুদ্দিশ্য যদ্বা বিষক্ সর্ব্বতস্তে বৃত্রানুচরাঃ ব্যায়ন বিবিধং আগচ্ছন।' (সায়ণ)

বিষুদ্রুহ্ (ত্রি) বিষু বিষান্ সকলান শত্রূন্ দ্রুহ্যতি হিনস্তি ইতি বিষু-দ্রুহ্-ক। শর, বাণ। "বিষুদ্রুহেব যজ্ঞমূহথুর্গিরা" (ঋক্ ৮।২৬।১৫) 'বিষুদ্রুহেব। দ্রুহ জিঘাংসায়াং। বিষান্ হিনস্তি শত্রূন্ ইতি বিষুদ্রুহঃ শরঃ' (সায়ণ)

বিষুপ (ক্লী) বিষুব। (ভরত)

বিষুরূপ (ত্রি) ১ নানারূপ, অনেক প্রকার।
"বিষুরূপে অহনী সং চরেতে" (ঋক্ ১।১২৩।৭)
'বিষুরূপে বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ নানারূপে' (সায়ণ)
২ বিষমরূপে। "বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি" (ঋক্ ৬।৫৮।১)
'বিষুরূপে বিষমরূপে অহনী অহশ্চ রাত্রিশ্চ ভবতঃ' (সায়ণ)
৩ নানাবর্ণ, অনেক রঙ। "ধানাঃ সিক্তা বিষুরূপাণি সত্রজ্ঞা" (ঋক্ ৩।৭০।৩)
"বিষুরূপাণি নানাবর্ণানি সত্রজ্ঞা সমানকর্ম্মাণি ভুবনানি জায়ন্তে" (সায়ণ)

বিষুব (ক্লী) ১ সমরাত্রিন্দিব কাল। যে সময়ে দিনমান ও রাত্রিমাণ সমান হয়। সূর্য্যের মেষ ও তুলাসংক্রান্তি। চৈত্র-মাসের শেষদিনে যখন সূর্য্য মীনরাশি অতিক্রম করিয়া মেষরাশিতে এবং ঐরূপ আশ্বিনমাসের শেষদিনে যে সময়ে তিনি কন্যারাশি অতিক্রম করিয়া তুলারাশিতে গমন করেন, সেই সময়ের নাম 'বিষুব', কেন না ঐ দিনে দিবা ও রাত্রির মান সমান হয়। এই উক্তিতে আপাততঃ ধারণা হইতে পারে যে,—বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জিকাদিতে দিবারাত্রির সমান মান ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন তারিখে লেখা থাকে; তবে কি ঐ তারিখেই বিষুবসংক্রান্তি হইবে? অর্থাৎ সূর্য্য ঐ ঐ তারিখেই মীন হইতে মেষে এবং কন্যা হইতে তুলায় যাইবেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেন না, মীনরাশিতে সংক্রমণ অবধি সূর্য্যকে রাশিভোগকালের নিয়মানুসারে তথায় (ঐ মীনরাশিতে) একমাস যাবৎ অবস্থিতি করিতে হয়, সুতরাং সহজগতিতে ৯ দিন বাদে তাঁহার রাশ্যন্তরে গমন অসম্ভব, অতএব ইহার প্রকৃত মীমাংসা সুবিস্তৃতরূপে নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

বিষুবারম্ভণের নিয়ম,—সূর্য্যের মেষরাশি সংক্রমণের পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ, প্রতিলোম ও অনুলোম গতি দ্বারা ২৭ দিনের মধ্যে বিষুব আরম্ভণ হইয়া থাকে। যে যে দিবসে বিষুব আরম্ভ হয় অর্থাৎ সূর্য্য বিষুবরেখার পূর্ব্ব পশ্চিম স্পর্শবিন্দুর মধ্যগত হন, সেই দুই দিবস পৃথিবীর যে সকল স্থানে নিত্য সূর্য্য দর্শন হয়, তথায় দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। বিষুব,—দুইটী; অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভে মেষরাশিতে যে বিষুব আরম্ভ হয়, তাহার নাম 'মহাবিষুব', আর চিত্রা নক্ষত্রের শেষার্দ্ধে তুলারাশির প্রারম্ভে সূর্য্যান যে বিষুব রেখা স্পর্শ হয়, তাহাকে 'জলবিষুব' কহে।

প্রতিলোম ও অনুলোমের নিয়ম—যে কোন শকাব্দে সূর্য্যের মেষরাশি সঞ্চারের দিবস বিষুব আরম্ভ হইলে, সেই শকের ৩০ শে চৈত্র এবং ৩০ শে আশ্বিন দিন ও রাত্রির মান সমান হইয়া থাকে এবং ৬৬ বৎসর ৮ মাস কাল পর্য্যন্ত ঐ নিয়মেই চলে। প্রতিলোম গতি স্থলে সূর্য্যের মেষ ও তুলা সংক্রমণের এক এক দিন পূর্ব্বে বিষুব আরম্ভ হয়, সুতরাং এই (প্রতিলোম) গতিতে প্রত্যেক ৬৬ বৎসর ৮ মাস পরে মেষ ও তুলা সংক্রমণের এক এক দিন পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিষুব আরম্ভ হওয়ায় ক্রমে ঐ দুই (চৈত্র ও আশ্বিন) মাসের এক এক দিন পূর্ব্বে পূর্ব্বে অর্থাৎ ১ম ৬৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত ৩০শে ২য় ৬৬ বৎসর ৮ মাস ২৯ শে, ৩য় ৬৬ বৎসর ৮ মাস ২৮শে, ৪র্থ ৬৬ বৎসর ৮ মাস ২৭ শে ইত্যাদিরূপে দিন ও রাত্রির মান সমান হইয়া আসিল, বিংশ ৬৬ বৎসর ৮ মাস পরে বা একবিংশ

৬৬ বৎসর ৮ মাসের মধ্যে বিষুব আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমানে (১৮২৯ শকাব্দে) ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন তারিখে দিন ও রাত্রির মান সমান ভাবে চলিতেছে। আর অনুলোম গতিস্থলেও মেষ ও তুলা সংক্রমণ দিবসে বিষুব আরম্ভের পর উক্তরূপ ৬৬ বৎসর ৮ মাস অন্তর এক একদিন পরে পরে বিষুব আরম্ভ হয়। অর্থাৎ ১ম ৬৬ বৎসর ৮ মাস ৩০ শে চৈত্র ও ৩০ আশ্বিনে, ২য় ৬৬ বৎসর ৮ মাস ১লা বৈশাখে ও ১লা কার্ত্তিকে, ৩য় ৬৬ বৎসর ৮ মাস ২রা বৈশাখে ও ২রা কার্ত্তিকে, ইত্যাদি নিয়মে দিন ও রাত্রিমানের সমতা হইয়া থাকে।

"মেষসংক্রমতঃ পূর্ব্বং পশ্চাৎ ত্রায়া-দিনান্তরে।

প্রতিলোম্যানুলোম্যেন বিষুবারম্ভণং ভবেৎ ॥

বিষুবারম্ভণং যত্র সমং মানং দিবানিশোঃ ॥" (জ্যোতির্ব্বচন)

এই বচনানুসারে উল্লেখ করা হইয়াছে—"সূর্য্যের মেষ-রাশি সংক্রমণের পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ, প্রতিলোম ও অনুলোম গতি দ্বারা ২৭ দিনের মধ্যে বিষুব আরম্ভণ হইয়া থাকে।" ইহার স্ফুটার্থ এই যে, সূর্য্যের মেষরাশি সংক্রমণ (৩০ শে চৈত্র) দিন ধরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ দিন (৪ঠা চৈত্র) পর্য্যন্ত প্রতিলোম গতিতে এবং ঐ দিন (৩০ শে চৈত্র) হইতে পরবর্ত্তী (সম্মুখবর্ত্তী) ২৭ দিন (১লা হইতে ২৭শে বৈশাখ) পর্য্যন্ত অনুলোম গতিতে বিষুব আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এই (২৭+২৭) ৫৪ দিনের মধ্যে যে কোন দিনে একাদিক্রমে ৬৬ বৎসর ৮ মাস কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য একবার করিয়া বিষুব রেখায় উপস্থিত হন এবং সেই দিন দিবা ও রাত্রির মান সমান হয়। ইহাতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ৪ঠা আশ্বিন হইতে ২৭ শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৫৪ দিনের মধ্যে যে কোন দিনে সূর্য্য একাদিক্রমে ৬৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত একবার করিয়া বিষুব রেখায় উপস্থিত হন এবং সেই দিন দিবা ও রাত্রির মান সমান হয়। এই জন্যই বৎসরের মধ্যে ২ দিন করিয়া দিবা ও রাত্রির মান সমান দেখা যায়। আরও জানিতে হইবে, ৩০ শে চৈত্রের পূর্ব্বে বা পরে যে তারিখে সূর্য্য বিষুবরেখায় উপস্থিত হইবেন, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব্বে এবং পরেও ঠিক সেই তারিখেই সেই বৎসর আর একবার ঐ বিষুবরেখায় অবস্থিতি করিবেন।

উক্ত প্রতিলোম ও অনুলোম গতির হেতু এই,—সৃষ্টির আরম্ভকালে যে স্থানে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভে রাশিচক্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তথা হইতে ঐ রাশিচক্র সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ উত্তরে একে একে ২৭ অয়নাংশ (Degree) এবং দক্ষিণেও ঐরূপে ২৭ অংশ সরিয়া যায়। এই অয়নগতি সমুদয়ে ৭২০০ বর্ষে সম্পূর্ণ হয়; কেন না প্রথমতঃ ৩০ শে চৈত্র হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতিলোম গতিতে ২৭ অংশ যাইতে (৬৬।৮×২৭) ১৮০০ বৎসর লাগে; পরে ঐ ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিতে আর ১৮০০ বৎসর, এইরূপ অনুলোম গতিতেও ১লা বৈশাখ হইতে ২৭শে বৈশাখ পর্য্যন্ত ২৭ অংশ গিয়া ফিরিয়া আসিতে ঐ কাল অর্থাৎ (১৮০০×২) ৩৬০০ বৎসর লাগে, অতএব মোটের উপর প্রতিলোম ও অনুলোম গতিতে যাইতে (২৭+২) ৫৪ অংশ; অথবা যাওয়া ও আসাতে, অর্থাৎ (৫৪×২) ১০৮ অংশ পর্য্যন্ত যাইতে ও আসিতে, (৬৬।৮×১০৮) ৭২০০ বৎসর লাগে।

রাশিচক্রের এই অয়নগতিবশতঃ সূর্য্যের গতি অনুসারে দিন ও রাত্রিমানের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ সমুদ্ভূত হয় এবং ৬৬ বৎসর ৮ মাস অন্তর অয়নাংশ পরিবর্ত্তিত হইলে মেষাদি-দ্বাদশ-লগ্ন-মানেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া পরিবর্ত্তন হয়। এক বৎসরের অয়নাংশ মাত্র ৫৪ বিকলা, এক মাসে ৪।৩০ সাড়ে চারি বিকলা এবং একদিনে মাত্র ৯ অনুকলা হইয়া থাকে। নিম্নে অয়নাংশ নিরূপণের নিয়ম লিখিত হইতেছে।

৪২২ শকাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন শকাব্দার অয়নাংশ আনয়ন করিতে হইলে, ইষ্ট শকাব্দার অঙ্ক হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দুই স্থানে রাখিয়া একটীকে ১০ দ্বারা হরণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহা অপরটী হইতে বিয়োগ করিবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দ্বারা বিভাগ করিলে লব্ধফল ও ভাগশেষাঙ্ক, অয়নাংশ ও কলা বিকলাদি রূপে নিরূপিত হইবে। উহা সেই শকাব্দার আরম্ভ সময়ের অর্থাৎ ১লা বৈশাখের পূর্ব্বক্ষণের অয়নাংশ জানিতে হইবে।

উদাহরণ, ১৮২৯ শকাব্দার প্রারম্ভে অয়নাংশ যাহা ছিল তাহা এই,—১৮২৯—৪২১=১৪০৮। ১৪০৮÷১০=১৪০।৪৮। ১৪০৮—১৪০।৪৮=১২৬৭।১২; (১২৬৭।১২)÷৬০=২১।৭।১২ অর্থাৎ ১৮২৯ শক হইতে ৪২১ বাদ দিয়া ১৪০৮ হইল উহাকে ১০ দ্বারা ভাগ করিয়া ১৪০।৪৮ লব্ধ হইল। এই লব্ধ-ফল পুনর্ব্বার ১৪০৮ হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ১২৬৭ কলা ও ১২ বিকলা থাকিল, উহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া অংশ আনয়ন করিলে ২১ অংশ ভাগফল হইল এবং ৭ কলা ও ১২ বিকলা অবশিষ্ট থাকিল। অতএব জানা গেল ১৮২৯ শকের (সন ১৩১৪ সালের) আরম্ভে অয়নাংশাদি ২১।৭।১২ বিকলা নিরূপিত হইল।

৪২১ শকের প্রারম্ভে মেষসংক্রান্তিদিবসেই বিষুবারম্ভণ হইয়াছিল, ঐ শকে অয়নাংশ শূন্য হয়। তৎপরে ৪২১ শক পূর্ণ হইয়া ৪২২ শকের আরম্ভে অর্থাৎ মহাবিষুবসংক্রান্তিদিবসে অয়নাংশ ৫৪ বিকলা হইয়াছিল। উক্ত ৪২২ শক হইতে প্রতি-বর্ষে অয়নাংশ ৫৪ বিকলা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান ১৮২৯

শকের (সন ১৩১৪ সালের) প্রারম্ভে ২১।৭।১২ (একুশ অংশ ৭ কলা ও ১২ বিকলা) অয়নাংশাদি পূর্ণ হইয়াছে ; অর্থাৎ একবিংশতি অয়নাংশ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বাবিংশতি অয়নাংশের ৭ কলা ও ১২ বিকলা হইয়াছে। আগামী ১৮৮৮ শকের (সন ১৩৭৩ সালের) অগ্রহায়ণ মাসে * দ্বাবিংশতি অয়নাংশ পূর্ণ হইয়া ত্রয়োবিংশতি অয়নাংশ আরম্ভ হইবে এবং ঐ শকের চৈত্রমাসের ৮ই তারিখে বিষুব আরম্ভ হইয়া সেই দিনে দিন ও রাত্রির মান সমান দেখা যাইবে। অর্থাৎ তখন সেই কালই 'বিষুব' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বিষুবরেখা, (স্ত্রী) বিষুবং সমরাত্রিন্দিবকালো যত্রাং রেখায়াং সা। পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্বপশ্চিম দিগ্‌বেষ্টিত একটী কল্পিত রেখা ; ইহা উভয় মেরু হইতে সমদূরবর্ত্তী এবং সমমণ্ডল, উন্মণ্ডল ও বিষুবন্মণ্ডল নামে অভিহিত। এই রেখার উত্তরদিকে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা এই ছয়টী রাশি এবং দক্ষিণ দিকে তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই ছয়টী রাশি তির্য্যক্‌ভাবে বৃত্তাকারে রাশিচক্রের উপর অবস্থিত আছে।

[রাশিচক্র দেখ।]

"প্রাক্‌পশ্চিমাশ্রিতা রেখা প্রোচ্যতে সমমণ্ডলম্।
উন্মণ্ডলঞ্চ বিষুবন্মণ্ডলং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥" (সিদ্ধান্ত-শিরো')

পাশ্চাত্যমতে, পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্বপশ্চিম বিস্তৃত যে কল্পিত রেখা তাহাই বিষুব রেখা। ইহার অপর নাম নিরক্ষ-বৃত্ত অর্থাৎ ইহার ডিগ্রী চিহ্ন ০°। নভোদেশে ঐরূপ কল্পিত বৃত্তের উপর দিয়া তির্য্যক্‌ভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে সূর্য্যের প্রত্যক্ষগতি পথ বা রবিমার্গ (line of the aliptic) অবধারিত। [সূর্য্য দেখ।]

এই জ্যোতিষ-পথে পৃথিবীর একবার পরিভ্রমণ ৩৬৫ দিনে সম্পন্ন হয় †। ইহাই বার্ষিকগতি, এইজন্য ইহাকে এক বৎসর বলে। বৎসরের মধ্যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সময়ক্রমে এই বিষুব রেখার উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে পৃথিবীর গতি পরিবর্ত্তনহেতু জগতে ষড়ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই কারণেই এই কল্পিত রেখার ২৩°৪৭৫ ডিগ্রী উত্তরে এবং ২৩°৪৭৫ ডিগ্রী দক্ষিণে আরও দুইটী ক্ষুদ্রতর বৃত্ত কল্পিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে, উত্তরদিকস্থ বৃত্তের নাম কর্কটক্রান্তি (Tropio of Cancer) এবং দক্ষিণদিকস্থ বৃত্তের নাম মকরক্রান্তি (Tropio of Capricoum)। সূর্য্যদেব কখনও উত্তরে কর্কটক্রান্তি ও দক্ষিণে মকরক্রান্তির সীমা অতিক্রম করেন না। যখন সূর্য্য বিষুব রেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তির দিকে থাকে, তখন বিষুব রেখার উত্তর দিকস্থ অধিবাসীরা দিন বড় ও রাত্রি ছোট অনুভব করে এবং যখন সূর্য্য বিষুব রেখার দক্ষিণ দিকে গমন করেন তখন উত্তর-দিকের দেশসমূহে দিবা ছোট ও রাত্রি বড় উপলব্ধ হয়। এই দক্ষিণভাগে ঠিক তদ্বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যখন সূর্য্যকিরণ বিষুব রেখার উপরে লম্বভাবে পড়ে তখন দিন ও রাত্রি সমান হয় এবং সূর্য্যকিরণ অতিশয় প্রখর থাকে ; কাজেই তখন উত্তর ও দক্ষিণক্রান্তির মধ্যবর্ত্তী দেশবাসী শীত ও গ্রীষ্মের সমতা অনুভব করে। সূর্য্যদেব বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া কর্কটক্রান্তি অভিমুখে যতই অগ্রসর হন, ততই উত্তর দিকে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব এবং তদ্বিপরীতে বিষুবের দক্ষিণস্থ মকর-ক্রান্তি সন্নিহিত দেশে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

সূর্য্যদেব যখন বিষুবরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে ৯০° আইসেন, তখন যথাক্রমে অস্মদ্দেশে গ্রীষ্ম ও শীতের এবং দিবা ও রাত্রির বৃদ্ধি বা হ্রাসতা ঘটে। ঐ স্থানদ্বয়কে Summer Sol stice ও Winter-Solstice বলে। যখন সূর্য্য উত্তর ৯০° হইতে ধীরে ধীরে ১৮০°তে পুনরায় বিষুব রেখার সমসূত্র-পাতে অর্থাৎ বিষুবরেখার উপর অবস্থান করেন ; তখন শারদীয় সমদিবারাত্রি (antumnal equinox) এবং তথা হইতে দক্ষিণে ২৭০° অতিক্রম করিয়া বিষুবরেখার পুনরায় উপনীত হইলে বাসন্তিক সমদিনরাত্রি (Vernal equinon সংঘটিত হইয়া থাকে।

সূর্য্য প্রায় ২২এ ডিসেম্বর দক্ষিণে মকরাক্রান্তি হইতে ২৩°৪৭৫ অয়নাংশ ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিতে আরম্ভ করে এবং প্রায় ২১এ মার্চ্চ তারিখে বিষুবরেখায় আসিয়া উপনীত হন। এই দিন পৃথিবীর উন্মণ্ডলের সর্ব্বত্র দিনরাত্রির পরিমাণ সমান। ঐ দিনকে বাসন্তিক বা মহাবিষুবক্রান্তি বলে। তৎপর দিন হইতে সূর্য্য ক্রমশঃ বিষুবরেখা হইতে উত্তর দিকে যাইতে আরম্ভ করেন এবং ২১এ জুন তারিখে ২৩-৪৭৫ অংশ বক্রীভাবে কর্কটক্রান্তিতে আসিয়া সূর্য্য পুনর্ব্বার দক্ষিণে বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হন এবং সূর্য্য ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখ বিষুব

* প্রতিবৎসর ৫০ বিকলা করিয়া অতিক্রম করিলে ৭।১২ বিকলা যাইতে ৮ বৎসর কাল লাগে ; সুতরাং (১৮২৯—৮) ১৮২১ শকে বাঙ্গলা ১৩০৬ সালের আরম্ভে অর্থাৎ ১৩০৫ সালের ৩০শে চৈত্র মহাবিষুবসংক্রান্তি-দিবসে দ্বাবিংশতি অয়নাংশে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ঐ ১৮২১ শকের ১লা বৈশাখ হইতে যাবৎ ৬৬ বৎসর ৮মাস পূর্ণ না হয় তাবৎ দ্বাবিংশতি অয়নাংশ থাকিবে। এই হেতু (১৮২১ + ৬৬।৮মাস) ১৮৮৭ শক উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৮ শাকের ৮ মাস অর্থাৎ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশতি অয়নের অবস্থিতি হইবে। (ইহা ৩৬০ দিনে বৎসর ধরিয়া গণনা করা হইল, তবে ৩৬৫ দিনে বৎসর ধরিলে আরও ২।১ মাস পর্য্যন্ত ঐ অয়নাংশের অবস্থান হইতে পারে)।

† ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা।

রেখায় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই দিনকে শারদ বা জল বিষুবক্রান্তি বলে। তৎপর সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ২২ এ ডিসেম্বর মকরক্রান্তি সীমায় উপনীত হয়। এইরূপে সূর্য্য বিষুব রেখার উপর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর অয়নে ভ্রমণ করে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ৯ই চৈত্র, ৯ই আষাঢ়, আশ্বিন ও ৯ পৌষ যথাক্রমে উহা সংঘটিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর কল্পিত মেরুদণ্ডের (Axis) মধ্যবিন্দু ও বিষুব রেখার মধ্যবিন্দু একটী সরল রেখা সংযুক্ত হইলে এই দুই রেখা পরস্পরে লম্বভাবে অবস্থান করে।

বিষুব রেখা ও মেরুদণ্ড রেখার সংযোজক বিন্দু হইতে উত্তর ও দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত যে বৃহত্তর তির্য্যক্ বৃত্ত কল্পিত হয়, তাহাকে রবিমার্গ বলে। এই রেখার কোন না কোন স্থলে, সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের কালে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী সমসূত্র ভাবে থাকে। পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের (Axis) চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরে, তদ্দ্বারা নভোমণ্ডল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়।

সূর্য্য বিষুবরেখার উপর আগত হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রির পরিমাণ সমান (Equal) হয় বলিয়া এই রেখাকে বিষুব রেখা বা নিরক্ষ রেখা (Equator) বলে। ভৌগোলিক হিসাবে স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে বিষুব রেখা পর উত্তরে ও দক্ষিণে সমান্তরালভাবে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার আবশ্যক হয়। প্রত্যেক দ্রাঘিমা রেখা উত্তর দক্ষিণে লম্বভাবে বিষুব রেখার উপর পাতিত হইয়াছে, ইহাকে মাধ্যন্দিন রেখাও (meridian lines) বলে। প্রত্যেক অক্ষরেখা ও এই মাধ্যন্দিন রেখার উপর লম্বভাবে পাতিত। মাধ্যন্দিন রেখা ও বিষুব রেখার পরস্পর লম্বভাবে মিলন স্থানে ৩৬০° ডিগ্রীর অথবা চারিটি সমকোণের উৎপত্তি হইয়াছে।

[বিস্তৃত বিবরণ পৃথিবী ও বিষুব শব্দে দ্রষ্টব্য]

বিষু[ষূ]বৎ (স্ত্রী) বিষুব।

"ভবতি সহস্রগুণং দিনস্য রাহো-

বিষুবতি চারুমষূত্তে ফলম্।" (ভারত ৩।১৯৯।১২১)

২ ব্যাপক।

"বিষূবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ" (ঋক্ ১।৮৪।১০)

'বিষুবতঃ ইত্থমনেন প্রকারেণ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু ব্যাপ্তিযুক্তস্য, বিষ ঔণাদিক ষুঃ, ততো মতুপ, 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি দীর্ঘঃ, ব্যত্যয়েন মতো বত্বং' (সায়ণ)

বিষূকুহ্ (ত্রি) ১ বিষগুবিশিষ্ট, বিষব্যাপ্ত।

"বিষূকুহমিব ধনুষা ব্যজ্ঞাঃ পরিপাহিমম্" (আশ্ব°শ্রৌ° ৪।৩।২২)

বিষূচক (পুং) বিষূচিকা। [বিসূচিকা দেখ]

বিষূচি (স্ত্রী) বিষূচীন মনঃ।

"অন্তঃপুরস্ক হৃদয়ং বিষূচির্ম্ম উচ্যতে।

তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্গুণৈঃ॥"

(ভাগবত ৪।২৯।১৬)

বিষূচিকা (স্ত্রী) বিসূচিকারোগ। [বিসূচিকা দেখ।]

বিষূচীন (ত্রি) ইহলোকে সর্ব্বত্র গমনশীল।

"তা শশ্বতা বিষূচীনা" (ঋক্ ১।৬৪।৩৮)

'বিষূচীনা ইহলোকে সর্ব্বত্রগমনৌ' (সায়ণ)

২ সর্ব্বতঃ প্রসৃত, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।

"বিষ্বম্বেহভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীণি চ।

এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোহবগৃহ্যতে॥"(ভাগ° ১০।১৫।২৫)

'বিষূচীনঃ সর্ব্বত্র প্রসৃতঃ' (স্বামী)

বিষূবৃৎ (ত্রি) সর্ব্বস্থানে পরিবর্ত্তমান।

"বিষবৃতং মনসাযুজ্যমানং" (ঋক্ ২।৪০।৩)

'বিষূবৃতং বিষক্ সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তমানং' (সায়ণ)

বিসোঢ (ত্রি) বি সহ-ক্ত। অসহিষ্ণু, অসহনকারী।

বিষৌষধী (স্ত্রী) বিষঘ্ন ঔষধী। নাগদন্তী। (রত্নমালা)

বিষ্ক, দর্শন। চুরা° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বিষ্কয়তি। লুট্ বিষ্কয়িতা।

বিষ্ক (পুং) বিষ্ক, 'দংশাহবর্ষীয় হস্তী। (শিশুপালবধ ১৮।২৭)

বিষ্কন্ধ (স্ত্রী) গতিনিবর্ত্তক, গতির প্রতিবন্ধকারী।

'বিষ্কন্ধ' গতি প্রতিবন্ধকম্। রক্ষঃ পিশাচাদিকৃতং বিঘ্নজাতমিত্যর্থঃ। * * স্কন্দির্গতিশোষণয়োঃ। ভাবে ঘঞ্। প্রাদিসমাসে 'বেঃ স্কন্দেরনিষ্ঠায়াম' ইতি ষত্বম ব্যত্যয়েন ধকারঃ অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্'। (অথর্ব্ব° ১।১৬।৩ সায়ণ)

বিষ্কন্ধদূষণ (ত্রি) বিঘ্ন নিবারক। "বিষ্কন্ধ দূষণম্। বিষ্কন্ধঃ রক্ষঃ পিশাচাদিকৃত গতিপ্রতিবন্ধকঃ শরীরশোষণরূপো বা বিঘ্নঃ তস্য নিবারকম। বিপ্রর্ষ্ঠাৎ স্কন্দর্যতিক্রি ঘঞম চান্দসম। তৎ বৈকৃত্যো অস্যাদ্ গ্যন্তাৎ করণে ল্যুট্। 'সেবোপ্যাে' ইতি উত্বম।"

(অথর্ব্ব° ২।৪।১)

বিষ্ক[ষ্কু]ম্ভ (পুং) সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত প্রথম যোগ। শুভকার্য্যাদি স্থলে বিষ্কম্ভযোগের প্রথম পাঁচদণ্ড ত্যাগ করিয়া করিতে হয়।

"ত্যাজ্যাদৌ পঞ্চ বিষ্কম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ।

গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।

বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জয়েৎ॥" (সংস্কৃতামৃত°)

এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সর্ব্ব কার্য্য স্বাধীন এবং বন্ধু, স্ত্রী ও পুত্র দ্বারা সুখী হয় ও গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে পটুতালাভ করিয়া থাকে।

"বিষ্কম্ভযোগো যদি জন্মকালে কার্য্যে স্বতন্ত্রো মনুজস্তদানীং।
সুহৃৎকলত্রাত্মজসৌখ্যযুগ্রং গৃহস্য নির্ম্মাণবিধৌ সমর্থঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

২ বিস্তার। "সাষ্টাংশো বিষ্কম্ভো যাবস্ত দ্বিগুণ উচ্ছ্রায়ঃ।" (বৃহৎসংহিতা ৫৩।২৭)

৩ প্রতিবন্ধ। ৪ রূপকাঙ্গভেদ, নাটকের অঙ্কবিশেষ। এই অঙ্ক গর্ভাঙ্ক সদৃশ, ইহার লক্ষণাদি এইরূপ,—

"বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥
মধ্যেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভ্যাং সম্প্রযোজিতঃ।
শুদ্ধঃ স্যাৎ স তু সঙ্কীর্ণো নীচমধ্যমকল্পিতঃ॥
অপেক্ষিতং পরিত্যজ্য নীরসং বস্তু বিস্তরম্।
যদা সন্দর্শয়েচ্ছেষমামুখানন্তরং তদা॥
কার্য্যো বিষ্কম্ভকো নাট্য আমুখাক্ষিপ্তপাত্রকঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৬ অ°)

নাটকাঙ্কের প্রথমে (প্রস্তাবনা কালে) যে যে বিষয় বিবৃত হয়, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে পৃথক্ রূপে প্রদর্শনের নাম বিষ্কম্ভ, ইহা শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ভেদে দুই প্রকার, যেখানে একটী বা দুইটী মধ্যবিধ পাত্রের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয় তথায় শুদ্ধ; যেমন মালতী মাধবে—শ্মশানে কপালকুণ্ডলা। আর যেখানে নীচ ও মধ্যবিধ লোকের দ্বারা ক্রিয়া কল্পিত হয় তথায় সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র, যেমন রামাভিনন্দে—ক্ষপণক ও কাপালিক। ফল কথা, প্রস্তাবিত বাহুল্য বিষয়ের মধ্য হইতে অসার গর্ভ ও নীরস অর্থাৎ রসাত্মক নহে এমন অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাত্র মূল প্রস্তাবের অপেক্ষিত পদার্থ অর্থাৎ যাহাকে মূল প্রস্তাবে নিতান্ত অপেক্ষা করে, কেবল সেইটীকে দেখানই নাটকে বিষ্কম্ভকের কার্য্য।

৫ যোগিদিগের বন্ধভেদ (মেদিনী) ৬ বৃক্ষ।

৭ অর্গলা, চলিত হুড়কা বা খিল। (ভরত)

৮ পর্ব্বতভেদ। বরাহপুরাণ ৮০ অধ্যায়ে এবং লিঙ্গপুরাণ ৬১।২৮ শ্লোকে ইহার পরিমাণাদি বিবৃত আছে।

বিষ্কম্ভক (পুং) বিষ্কম্ভ-স্বার্থে কন্। বিষ্কম্ভশব্দার্থ।

বিষ্কম্ভিন্ (পুং) বিষ্কম্ভাতি রুণদ্ধীতি বি-স্কন্ভ-ণিনি। অর্গলা, হুড়কো। ২ শিব। (ভারত)

বিষ্কর (পুং) বি কৃ অপ্-সুট্ ষ। ১ অর্গল, চলিত খীল। ২ দানবভেদ। (ভারত ভীষ্ম)

বিষ্কল (পুং) বিষং বিষ্ঠা° কলয়তি ভক্ষয়তীতি কল-অচ্। গ্রাম্যশূকর। (রাজনি°)

বিষ্কির (পুং) বিকিরতীতি বি-কৃ-বিক্ষেপে ইগুপধেতি-ক, (বিষ্কিরঃ শকুনির্বিকিরো বা। পা ৬।১।১৫০) ইতি সুট্, পরিনিবিভ্য ইতি ষত্ব। ১ পক্ষিভেদ। যে সকল পক্ষী পদাদি দ্বারা খাদ্য দ্রব্যগুলিকে অগ্রে ছড়াইয়া পরে খাইতে আরম্ভ করে। ভাবপ্রকাশে বর্ত্তল, লাব, বর্ত্তীর, কপিঞ্জল, তিত্তির, কুলিঙ্গ ও কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষী বিষ্কির নামে অভিহিত। ইহাদের মাংস মধুর-কষায় রসাত্মক, শীতবীর্য্য, কটুবিপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, সুপথ্য ও লঘু। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

সুশ্রুতে বিষ্কিরপক্ষীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—লাব, তিত্তির, কপিঞ্জল, বর্ত্তির, বর্ত্তিকা, বর্ত্তক, নপ্তৃকা, বার্ত্তীক, চকোর, কলবিঙ্ক, ময়ূর, ক্রকর, উপচক্র, কুক্কুট, সারঙ্গ, শত পত্রক, কুতিত্তিরি, কুরবাহক, ও যবলক প্রভৃতি পক্ষী বিষ্কির জাতীয়। ইহাদের মাংস লঘু, শীতল, মধুর, কষায় ও দোষ শান্তিকর। (সুশ্রুত সূত্রস্থা°)

২ দর্ব্বীকর জাতীয় সর্প বিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪ অ°)

বিষ্ট (ত্রি) বিশ ক্ত। ১ প্রবিষ্ট। ২ আবিষ্ট। ৩ আশ্রিত।

বিষ্টকর্ণ (ত্রি) বিঃ কর্ণে যস্য। প্রবিষ্টকর্ণ, যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে।

বিষ্টপ্ (স্ত্রী) স্বর্গলোক। "ঊর্দ্ধায়ামধিবিষ্টপি" (ঋক্ ১।৪৬।৩) 'বিষ্টপি স্বর্গলোকে' (সায়ণ)

বিষ্টপ (ক্লী) 'বিটপবিষ্টপবিশিপোলপাঃ" ইত্যাদি সূত্রে পিষ্টপস্থানে বিষ্টপপাঠেন পিশ ধাতোঃ কপন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ ইতি কেচিৎ। জগৎ, ভুবন, লোক।

"বাণভিন্নহৃদয়া নিপেতুষী সা স্বকাননভুবং ন কেবলাং।
বিষ্টপত্রয়পরাজয়স্থিরাং রাবণশ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ॥" (রঘু ১১।১৯)

বিষ্টপুর (পুং) স্বর্গিস্তম। (পা ৫।১।১২৩)

বিষ্টব্ধ (ত্রি) বি-স্তম্ভ ক্ত। ১ প্রতিবদ্ধ, বাধাযুক্ত। ২ দৃঢ়।

বিষ্টব্ধি (স্ত্রী) বি স্তম্ভ-ক্তিন। বিষ্টম্ভ।

বিষ্টম্ভ (পুং) বি-স্তম্ভ ঘঞ্। ১ প্রতিবন্ধ। ২ আক্রমণ।

"প্রবিকর্ষননাদভিন্নরন্ধ্রঃ পদবিষ্টম্ভনিপীড়িতস্তদানীম্।"
(কিরাতার্জ্জুনীয় ১৩।১৬)

৩ রোগ বিশেষ, বিষ্টম্ভরোগ, চলিত পেটফোলা। আনাহ রোগ। [আনাহ ও বিবন্ধ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

(ত্রি) ৩ বিশেষরূপে স্তম্ভয়িতা, বিশেষরূপে স্তম্ভকারক। (ঋক্ ৯।৮৬।৩৫)

বিষ্টম্ভকর (ত্রি) বিষ্টম্ভং করোতি-কৃ-অপ্, যদ্বা করোতীতি কর, বিষ্টম্ভস্য করঃ। বিষ্টম্ভজনক, আধ্মানকারক, যাহাতে আধ্মান জন্মায়।

বিষ্টম্ভন (ত্রি) ১ রোধক, সঙ্কোচক। ২ বিষ্টম্ভকারক। (অথর্ব্ব ৯।৪।৫)

বিষ্টম্ভয়িষু (ত্রি) সংস্তম্ভয়িষু। স্তম্ভ করিতে সমুৎসুক।
(ভারত ৭ পর্ব্ব)

বিষ্টম্ভিন্ (ত্রি) বিষ্টভ্নাতীতি বি-স্তন্ভ-ণিনি। বিষ্টম্ভরোগ-জনক, যাহাতে বিষ্টম্ভ জন্মায়।

"বৈদলা গুরবা রুক্ষ্যা বিষ্টম্ভিন্যস্তিমারুতাঃ।" (রাজব০)

বিষ্টম্ভোঽস্যাস্তীতি বিষ্টম্ভ-ইনি। বিষ্টম্ভরোগবিশিষ্ট।

বিষ্টর (পুং) বিস্তীর্য্যতে ইতি বি-স্তৃ-অপ্। (বৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টরঃ। পা ৮।৩।৯৩) ইতি নিপাতনাৎ ষত্বং। ১ বিটপী, বৃক্ষ। ২ দর্ভমুষ্টি। ৩ পীঠাদি আসন। (অমর) এখানে আদিশব্দ দ্বারা কুশাসনও বুঝিতে হইবে।

বিবাহকালে সম্প্রদাতা জামাতাকে বিষ্টরাসন দিয়া থাকেন। ইহার লক্ষণ—সার্দ্ধবিতস্ত বামাবর্ত্তাবস্থিত অধোমুখ অসংখ্যাত দর্ভ মুষ্টি, অর্থাৎ একমুষ্টি সাগ্রকুশা তাহার অগ্রভাগে বামাবর্ত্তে আড়াই পেঁচ দিয়া ঐ অগ্র নিম্নমুখে রাখিয়া দিলে বিষ্টর হয়। হোমকালে কুশ দ্বারা যে ব্রহ্মা প্রস্তুত করিয়া বহ্নি স্থাপন করিতে হয়, ঐ ব্রহ্মাও এইরূপে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধদিকে এবং ঐ আড়াইপেঁচ দক্ষিণাবর্ত্ত করিয়া দিতে হয়, বিষ্টর ও ব্রহ্মার এইমাত্র প্রভেদ। ভবদেবভট্ট বিধান করিয়াছেন যে "পঞ্চাশৎ সাগ্রকুশ দ্বারা ব্রহ্মা এবং পঞ্চবিংশতি সাগ্রকুশ দ্বারা বিষ্টর প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বে এই সংখ্যার বিষয় এবং বিষ্টর দান কালে দুই হাত দিয়া ধরিয়া দেওয়ার বিষয় স্বীকার করেন না।

"বিষ্টরস্তু সার্দ্ধবিতস্তবামাবর্ত্তবলিতাধোমুখাগ্রা অসংখ্যাতদর্ভাঃ।

তথা চ গৃহ্যাসংগ্রহঃ।

"ঊর্দ্ধকেশো ভবেদ্ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।

দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামাবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ॥

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টং—

দর্ভসংখ্যানবিহিতা বিষ্টরাস্তরণেষপি। এবঞ্চ, পঞ্চাশদ্ভির্ভবেদ্ ব্রহ্মা তদর্দ্ধেন তু বিষ্টরঃ। এবঞ্চ ইতি যদি সমূলং তদা শাখান্তরীয়ং এতেন বিষ্টরে পঞ্চবিংশতিসংখ্যা ভবদেবভট্টোক্তা নিরস্তা। এবং বিষ্টরগ্রহণং হস্তাভ্যামপি যদুক্তং তদপি নিরস্তং।

"যজ্ঞোপবিষ্টতে কর্ম কর্ত্তুরন্যং ন চোচ্যতে।

দক্ষিণস্তস্য বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণাং পারগঃ করঃ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

অধুনা ৫, বা ৭টী সাগ্রকুশা দ্বারা বিষ্টর প্রস্তুত করিতে দেখা যায়, যখন ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার নিয়ম নাই, তখন উহাই শাস্ত্রসঙ্গত বুঝিতে হইবে।

বিষ্টরভাজ্ (ত্রি) প্রাপ্তাসন।

বিষ্টরশ্রবস্ (পুং) বিষ্টরাবিব শ্রবসী যস্য, বা বিষ্টরে অশ্বথবৃক্ষে শ্রয়তে নিত্যং তত্র বসতীতি। (উণ্ ৪।২২৭) ভগবান্ বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

বিষ্টরস্থ (ত্রি) আসনে উপবিষ্ট বা শয়ান।

বিষ্টরা (স্ত্রী) ভূতাসিনী বৃক্ষ। (রাজনি০)

বিষ্টরাজ্ (পুং) যৌপ্য।

বিষ্টরাশ্ব (পুং) পৃথুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বিষ্টরুহা (স্ত্রী) স্বর্ণকেতকী। (রাজনি০) কোন কোন স্থলে বিষ্টারুহা এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্টরোত্তর (ত্রি) কুশাচ্ছাদিত, কুশমণ্ডিত। "আসনে বিষ্টরোত্তরে" (ভারত বনপর্ব্ব)

বিষ্টান্ত (ত্রি) ব্যাপ্তাবসান, যাহার অবসান হইয়াছে।

"নেমবিস্তা ন পৌংস্যা বৃথেব বিষ্টান্তা" (ঋক্ ১০।১৯।১৩)

'বিষ্টান্তা ব্যাপ্তাবসানা' (সায়ণ)

বিষ্টার (পুং) ১ ছন্দোবিশেষ, পঙ্‌ক্তি ছন্দ। "ছন্দো নাম্নি চ পা ৩।৩।৩৪) বিস্তীর্য্যন্তেঽস্মিন্নক্ষরাণীতি, বিষ্টারঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ"। ছন্দ বুঝাইলে বি-স্তৃ ধাতুর ষত্ব হইয়া বিষ্টার এইরূপ পদ হয়। ২ বিস্তৃত, বিষ্টার শব্দের বিস্তৃত অর্থ বেদে প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক প্রয়োগে ছন্দঃ এই অর্থই হইবে। "নামভিষ্কঃ বিষ্টার ওহতে" (ঋক্ ৪।৫২।১০) 'বিষ্টারঃ বিস্তারঃ বিস্তৃতাঃ সন্তঃ ওহতে' (সায়ণ)

বিষ্টারপংক্তি (স্ত্রী) পংক্তি ছন্দোভেদ। ইহার প্রথম ও শেষ চরণে ৮টী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে ১২টী পদ থাকে।
(শুক্লযজুঃ ১০।৪)

বিষ্টারবৃহতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ। ইহার প্রথম ও শেষ চরণে ৮টী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে ১০টী করিয়া পদ থাকে।
(ঋক্ প্রাতি° ১৬।৮)

বিষ্টারিন্ (ত্রি) বি-স্তৃ ণিনি। বিস্তীর্য্যমাণ অবয়ব। বৃহদাকৃতি বিশিষ্ট। "বিষ্টারী বিস্তীর্য্যমাণাবয়বঃ। বিপূর্ব্বাৎ স্তৃণাতেঃ কর্ম্মণি ণিনি প্রত্যয়ঃ অথবা 'প্রথনে বাবশব্দে' ইতি ঘঞ্। ততো মত্বর্থীয় ইনি।" (অথর্ব্ব° ৪।১৪।১)

বিষ্টারুহা (স্ত্রী) বিষ্টরুহা, স্বর্ণকেতকী। (রাজনি০)

বিষ্টাব (পুং) ১ স্তোমপাঠে কালের বিভাগভেদ। ২ বিষ্টুতির একাংশ। (লাট্যা° ২।৬।৬)

বিষ্টি (স্ত্রী) বিষ-ক্তিন্। বেতন বিনা ভারোদ্বহনাদি জন্য ক্লেশ, বিনা বেতনে কাজকরা, চলিত বেগার পর্য্যায় আজু। (অমর)

"বিষ্টিকর্ম্মান্বিতাঃ সর্ব্বে মার্গশোধকরক্ষকাঃ।"
(রামায়ণ ২।৮২।২০)

২ বেতন। ৩ কর্ম্ম। (মেদিনী)। ৪ বর্ষণ। (বিশ্ব) ৫ প্রেষণ। ৬ বিষ্টিভদ্রা। ৭ ববাদি একাদশ করণের অন্তর্গত সপ্তম করণ। পঞ্জিকায় এই করণ শূন্যাঙ্ক দ্বারা অভিহিত হয়।

বিষ্টিভদ্রা নিরূপণ—বিষ্টিকরণকেই বিষ্টিভদ্রা কহে। ইহা

ভিন্ন তিথিবিশেষে বিষ্টিভদ্রা হইয়া থাকে। কোন কোন্ তিথির কোন্ কোন্ অংশে বিষ্টিভদ্রা হয়, তাহার বিষয় লিখিত হইতেছে। শুক্লপক্ষের একাদশী ও চতুর্থীর শেষার্দ্ধে, অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধে, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধে এবং সপ্তমী ও চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিভদ্রা হয়। এই বিষ্টিভদ্রা সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্যে বর্জ্জনীয় অর্থাৎ ইহাতে যাত্রা, সংস্কারাদি কার্য্য বা কোন দৈবকর্ম্ম, এ সকল কিছুই করিতে নাই। কিন্তু ইহার পুচ্ছে সকল কার্য্যেরই মঙ্গল হইয়া থাকে। (বিষ্টিভদ্রার শেষ তিন দণ্ডের নাম 'পুচ্ছ')।

"একাদশ্যাশ্চতুর্থ্যাশ্চ শেষার্দ্ধে শুক্লপক্ষকে।
অষ্টমীপৌর্ণমাস্যোশ্চ পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিসম্ভবঃ॥
কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়া দশম্যাশ্চ পরার্দ্ধতঃ।
সপ্তম্যাশ্চ চতুর্দ্দশ্যাঃ পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিরীরিতা॥
বিপ্রায় বিষবোল্ল্রাপি বিষ্টিং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
বিষ্টিশেষে ত্রিদণ্ডে তু পুচ্ছে কার্য্যং শুভাবহং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিষ্টিভদ্রার দোষ ও প্রতিপ্রসব—বিষপ্রয়োগাদি এবং মারণ, উচ্চাটন দমন প্রভৃতি উগ্রকার্য্য ও ব্যাধির দমন কার্য্য ভিন্ন সমস্ত কার্য্যেই বিষ্টিভদ্রা নিতান্ত অশুভজনক, তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, উহার পুচ্ছভাগে অর্থাৎ শেষ তিন দণ্ডের মধ্যে কোন কার্য্য করিলে তাহা শুভজনক হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, তিথির পূর্ব্বার্দ্ধে যে বিষ্টিকরণ হয়, অর্থাৎ শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী ও চতুর্দ্দশী দিনে যে বিষ্টিভদ্রা হয়, উহার নাম বাসবীবিষ্টি বা দিনভদ্রা। আর শুক্লচতুর্থী ও একাদশী এবং কৃষ্ণাতৃতীয়া ও দশমীতিথির শেষার্দ্ধে যে বিষ্টিভদ্রা হয়, উহার নাম নৈশিকীবিষ্টি বা রাত্রিভদ্রা। যদি দিবাভাগে রাত্রিভদ্রা এবং নিশাভাগে বাসবীবিষ্টি হয়, তাহা হইলে সেই বিষ্টিভদ্রা অশুভ না হইয়া বরং শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল প্রতিপ্রসব প্রমিতাক্ষরা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে বর্ণিত হইলেও ইহা কেহ মানেন না। সকলেই বিষ্টিভদ্রা বাদ দিয়াই দিন নির্ণয় করিয়া থাকেন।

"রাত্রিভদ্রা যদা অহ্নি স্যাদ্দিনভদ্রা যদা নিশি।
ন তত্র ভদ্রাদোষঃ স্যাৎ সা ভদ্রা ভদ্রদায়িকা।
পূর্ব্বার্দ্ধে বাসবীবিষ্টিরপরার্দ্ধে তু নৈশিকী॥" (প্রমিতাক্ষরা)

বিষ্টিভদ্রার আকার সর্পের ন্যায়। তিথিবিশেষের পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধদণ্ডে যে বিষ্টিভদ্রা হইয়া থাকে, তাহাতে তিথিমান ৬০দণ্ড হিসাবে ধরিয়া লইয়া অর্দ্ধ ৩০দণ্ড বিষ্টিভদ্রার স্থিতিকাল নিরূপিত হইয়া নিম্নাক্তরূপে তাহার ফলাফল কল্পিত হইয়াছে। উক্ত হিসাবে একটী সর্পের মুখ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ৩০ দণ্ড ধরিয়া নিম্ন প্রকারে তাহার বিভাগ করিতে হইবে অর্থাৎ ঐ সর্পাকৃতি বিষ্টিভদ্রার মুখে ৫ দণ্ড, গলদেশে ১ দণ্ড, বক্ষঃস্থলে ১১ দণ্ড, নাভিতে ৪ দণ্ড, কটিদেশে ৬ দণ্ড এবং পুচ্ছে ৩ দণ্ড,* এই সমুদায়ে ৩০ দণ্ডই বিষ্টিভদ্রার স্থিতিকাল। ইহার মুখে কার্য্যহানি, গলদেশে মৃত্যু, বক্ষঃস্থলে নির্ধনতা, কটিদেশে মধ্যমফল অর্থাৎ শুভ ও অশুভ, নাভিদেশে পতন এবং পুচ্ছে জয়লাভ হইয়া থাকে।

"বিষ্টের্ব সর্পাকৃতিরেব—
মুখে পঞ্চ গলে হ্যেকো বক্ষস্যেকাদশ স্মৃতাঃ।
নাভৌ চতস্রঃ ষট্‌কট্যাং তিস্রঃ পুচ্ছে তু নাড়িকাঃ॥
কার্য্যহানির্মুখে মৃত্যুর্গলে বক্ষসি নিঃস্বতা।
কট্যামুৎপন্নতা নাভৌ চ্যুতিঃ পুচ্ছে ধ্রুবং জয়ঃ॥
আননে পঞ্চ দণ্ডাঃ স্যু র্বক্ষঃস্থানে চতুর্দ্দশ।
মধ্যে চাষ্টৌ বিজানীয়াদ্ বিষ্টিপুচ্ছে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
আননে দেহনাশঃ স্যাৎ বক্ষঃস্থানে মহদ্ভয়ম্।
মধ্যে চ মধ্যমং বিদ্যাদ্ বিষ্টিপুচ্ছে ধ্রুবং জয়ঃ॥"

(কাশ্যপসংহিতা ও জ্যোতিঃসাগর)

যদিও এই দুই মতে বিষ্টিভদ্রার দণ্ডবিভাগে পরস্পর কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলেও উভয় মতেই পুচ্ছভাগকে শুভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিষ্টিভদ্রাস্থিতি—মেষ, বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিক লগ্নে বিষ্টিভদ্রা হইলে সেই বিষ্টিভদ্রা স্বর্গলোকে বাস করে. কুম্ভ, সিংহ, মীন ও কর্কটরাশিতে পৃথিবীতে এবং ধনুঃ, মকর, তুলা ও কন্যারাশিতে পাতালে বাস করে। বিষ্টিভদ্রা যখন যে স্থলে অবস্থিতি করে, তখন সেই স্থলেই স্বভাবসিদ্ধ অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে কএকটী রাশিতে বিষ্টিভদ্রা পৃথিবীতে বাস করে, সেই বিষ্টিভদ্রায় কোন শুভকার্য্য করিবে না। তদ্ভিন্ন যে সকল রাশিতে স্বর্গ ও পাতালে বাস করে, সেই বিষ্টিভদ্রায় সকল কার্য্যই করা যাইতে পারিবে।

* তিথিমানের ন্যূনাধিক্যে এই নিয়ম খাটিবে না, তথায় তিথির অর্দ্ধেক ধরিয়া লইয়া বিষ্টিভদ্রা স্থির করিতে হইবে। 'বিষ্টিপুচ্ছে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ' বিষ্টিভদ্রার শেষ তিনদণ্ড যে পুচ্ছ, ইহা কেবল ৬০ দণ্ড তিথিমান বা ৩০ দণ্ড বিষ্টিভদ্রার কাল হইলেই হইয়া থাকে। যে স্থলে তিথিমান ৫৫ দণ্ড সেখানে বিষ্টিভদ্রার পুচ্ছভাগে ৩ দণ্ড হইতে পারে না, তথায় ৩০ : ২৮ :: ৩ : ২।৩৮ পল হইবে এবং তিথিমান ৬৪ দণ্ড হইলে কেবল তিন দণ্ড না হইয়া ৩০ : ৩২ :: ৩ : ৩।১২ পল হইবে। যদি এইরূপ সূক্ষ্মভাবে গণনা না করিয়া মাত্র ৩ দণ্ডকেই পুচ্ছ ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তিথিমান ৫৫ দণ্ড স্থলেও (৫৪ + ২ = ২৮ − ৩) ২৫ দণ্ড পরেই শুভকার্য্য করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা করিলে ১২ পল কালের জন্য অশুভ সময়ে কার্য্য করা হয়; কেননা এস্থলে উক্ত হিসাবে ২৫।১২ পল পর্য্যন্ত অশুভ ও ২।৩৮ পল পর্য্যন্ত মাত্র শুভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

"মেঘোদ্দকোর্শবিধুসে ষষ্ঠসিংহবীন-
কর্কেষু চাপযুগতৌলিদ্বতাস্থ চক্রে।
ষর্ঘর্ত্ত্যসাগরগগীঃ ক্রমশঃ প্রযাতি
বিষ্টিঃ কদাত্তপি ষথাক্তি হি তত্র দেশে।
স্বর্গে তত্রা শুভং কার্য্যং পাতালে চ ধনাগমঃ।
মর্ত্ত্যলোকে যদা তত্রা সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী।"(কাশ্যপসংহিতা)
(ত্রি) ৮ কর্ম্মকর। (মেদিনী)

বিষ্টিকর (পুং) ১ পীড়নকারী, অত্যাচারী। ২ ভূমি ভোগসর্ত্তে যাহারা রাজার সেনাদিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, জায়গীরদার।
"নির্ব্বিশেষা জনপদাস্তদা বিষ্টিকরার্দ্দিতাঃ।" (ভারত বনপর্ব্ব)

বিষ্টিকৃৎ (পুং) অনিষ্টকারক, বিঘ্নকর।

বিষ্টির্ (স্ত্রী) বিস্তীর্ণ। "বিষ্টিরঃ পকসম্ভৃতঃ" (ঋক্ ২।১৩।১০)
'বিষ্টিরঃ বিস্তীর্ণাঃ' (সায়ণ)

বিষ্টিব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপু°)

বিষ্টীমিন্ (ত্রি) ক্লেদযুক্ত, ক্লেদবিশিষ্ট।
"যদেষাসো ললামগুং প্রবিষ্টীমিনমাবিদুঃ" (শুক্লযজু° ২৩।২৯)
'বিষ্টীমিনং ষ্টীম ক্লেদে বিশেষেণ ষ্টীমনং ক্লেদনং বিষ্টীমঃ ঘঞ্-প্রত্যয়ঃ, বিষ্টীমঃ ক্লেদঃ অস্যাস্তীতি বিষ্টীমী তং (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫ ইতি ইনি' (মহীধর)

বিষ্টুতি (স্ত্রী) বিবিধ প্রকার স্তুতি, নানাপ্রকার স্তব।
"প্রহাপ্রহৈঃ স্তোমাশ্চ বিষ্টুতীঃ" (শুক্লযজু° ১৯।২৮)
'বিষ্টুতিভিঃ বিবিধস্তুতিভিঃ' (মহীধর)

বিষ্ঠল (স্ত্রী) বিদূরং স্থলং (বিকুশমিপরিভ্যঃ স্থলম্। পা ৮।৩।৯৬) ইতি ষত্বং। বিদূরস্থল, দূরবর্ত্তী স্থান।

বিষ্ঠা (স্ত্রী) বিবিধপ্রকারেণ তিষ্ঠতি উদরে ইতি বি-স্থা-ক, উপসর্গাদিতি ষত্বং। পুরীষ, বিবিধপ্রকারে ইহা উদরে থাকে এই জন্য ইহার নাম বিষ্ঠা। পর্য্যায়—উচ্চার, অবস্কর, শমল, শকৃৎ, গূথ, পুরীষ, বর্চ্চস্ক, বিট্, বর্চ্চঃ, অমেধ্য, দূষ্য, কল্ক, মল, কিট্ট, পূতিক। (রাজনি°)

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ, দক্ষিণামুখো রাত্রৌ দিবা চোদঙ্মুখঃ সন্ধ্যয়োশ্চ।" (বিষ্ণুসংহিতা ৬০ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির শেষ চারিদণ্ডের নাম অরুণোদয়, তাহার প্রথম দুইদণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত) উঠিয়া রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ, দিবা এবং প্রাতঃ ও সায়ং দিন-রাত্রির এই উভয় সন্ধিকালে উত্তরমুখ হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। তৃণাদিদ্বারা অনাবৃত ভূভাগে, কালকৃষ্ট ভূমিতে, যজ্ঞীয় বৃক্ষ-ছায়াতে, ক্ষারযুক্ত ভূমিতে, শাদ্বলস্থানে, প্রাণিযুক্ত স্থানে, গর্ত্তে, বল্মীকে, পথে, রথ্যাতে, পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচিবস্তুর উপরে, উদ্যানে, উদ্যান বা জলসমীপে বিষ্ঠা ত্যাগ নিষিদ্ধ। অঙ্গার, ভস্ম, গোময়, গোষ্ঠ (গরু চরিবার স্থান), আকাশ ও জল প্রভৃতি স্থানে এবং বায়ু, অগ্নি,চন্দ্র, সূর্য্য, স্ত্রীলোক, গুরুজন এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে অনবগুণ্ঠিত মস্তকে বিষ্ঠাত্যাগ করিবে না। বিষ্ঠাত্যাগের পর লোষ্ট্র বা ইষ্টকাদি দ্বারা মল মার্জ্জন করিয়া শিশ্নগ্রহণ পূর্ব্বক উঠিবে, তৎপরে উদ্ধৃত জল ও মৃত্তিকা দ্বারা গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। পরে মৃত্তিকা প্রস্রাব দ্বারে একবার, মলদ্বারে তিনবার এবং বামহস্তে দশবার, দুই হাতে সাতবার, দুই পায়ে তিন তিন বার দিবে। গৃহস্থের পক্ষে এই নিয়ম। যতি বা ব্রহ্মচারীর পক্ষে ইহার দ্বিগুণ। গন্ধ না থাকে ইহাই শৌচের উদ্দেশ্য, কিন্তু জলাদি দ্বারা গন্ধ অপনীত হইলেও উক্ত প্রকার মৃত্তিকাশৌচ করিতে হইবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৬০ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পত্র বা তৃণাদি দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করিয়া অবগুণ্ঠিতমস্তকে বাক্‌সংযত ও অনুচ্ছিষ্ট হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। দিঙ্‌নিয়ম পূর্ব্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে, যদি রাত্রি বা দিবা-ভাগে মেঘাদি দ্বারা চন্দ্রসূর্য্যাদির জ্যোতিঃ নির্ণয় অথবা অন্ধকারে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান না হয় অথবা ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হয় তাহা হইলে এবং শরীর অত্যন্ত পীড়িত হইলে, ইচ্ছামত যে কোন স্থানে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিতে পারা যাইবে। অগ্নি, চন্দ্র, জল, ব্রাহ্মণ, গো ও বায়ু ইহাদিগকে সম্মুখ করিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, সুতরাং ঐ রূপে বিষ্ঠাত্যাগ বিধেয় নহে। (মনু ৪ অ°)

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে যে, উত্থান স্থান হইতে শর নিক্ষেপ করিলে সেই শর যতদূর পর্য্যন্ত যায়, ততদূর স্থান বাদ দিয়া বিষ্ঠাত্যাগ করিবে।* অবস্থিতির স্থানের নিকটে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করা বিধেয় নহে। বিষ্ঠা ও মূত্রের বেগরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যাকালে বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ করিবে না, বেগ হইলেও ঐ সময়ে না করিয়া সময়ান্তরে করা বিধেয়। কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে এই নিয়ম নহে। মল ও মূত্রের বেগরোধে নানাপ্রকার ব্যাধি হয়, এই জন্যই উহা নিষিদ্ধ

* "ইষুবিক্ষেপমাত্রমবসথাদ্বহিঃ—
যথাসেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্ শরত্রয়ম্।
তস্মাদ্ধ পরে সার্দ্ধে লক্ষ্যং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
সদৈবোদঙ্মুখঃ প্রাতঃসায়াহ্নে দক্ষিণামুখঃ।
দিবা রাত্রে আচরেদ্বিষ্ঠাং সন্ধ্যায়াং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সন্ধ্যায়ামিতি তু পীড়িতেতরপরম্।
কৃত্বা যজ্ঞোপবীতঞ্চ পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতম্।
দিবা রাত্রে চ গৃহী কুর্য্যাৎ যথা কর্ণে সমাহিতঃ।
ন চ সোপানৎকো মূত্রপুরীষে কুর্য্যাৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

হইয়াছে। বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ কালে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণকর্ণে রাখিয়া দিতে হয়। অথবা মালার ন্যায় কণ্ঠদেশে পৃষ্ঠলম্বিত করিয়া রাখিবার বিধানও আছে। জুতা বা খড়ম পায় দিয়া বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ করিতে নাই।

বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ কালে যে জলদ্বারা শৌচ করা হয়, ঐ জল স্পর্শ করিয়া থাকিতে নাই, বিষ্ঠামূত্রত্যাগের সময় যদি ঐ জল স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ জল মূত্রতুল্য হয়, ঐ জল পান করিলে চান্দ্রায়ণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

"করগৃহীতপাত্রেণ কৃত্বা মূত্রপুরীষকে।

মূত্রতুল্যন্তু পানীয়ং পীত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মলমূত্রত্যাগের পর জল ও মৃত্তিকা শৌচ করিলা তৎপরে জলপাত্রটীকে, গোময় বা মৃত্তিকাদি দ্বারা মার্জন ও প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে জলস্পর্শ করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নিদর্শন করিতে হয়। যে স্থানে জলাদি শৌচ হয়, সেই স্থান পবিত্র জলাদি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়; না দিলে তাহার শৌচ সিদ্ধি হয় না।

"যস্মিন্ স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্বিশোধয়েৎ।

ন শুদ্ধিস্তবেত্তস্য মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ।

শৌচানন্তরং হারীতঃ গোময়েন মৃদা বা কমণ্ডলুং প্রমৃজ্য পূর্ব্ববৎ্জলস্পৃষ্ট আদিত্যং সোমমগ্নিং বা বীক্ষেত।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, মানবগণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ভগবন্নাম স্মরণপূর্ব্বক উষাকালেই বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবেন। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেট ডাকা, আধ্মান ও উদরের গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না। মলমূত্রের বেগ হইলে কদাচ তাহা ধারণ করিবে না, বেগ ধারণ করিলে মানবের উদরে গুড়গুড় শব্দ এবং নানাপ্রকার বেদনা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মলনিরোধ, ঊর্দ্ধবাত এবং মুখদ্বার দিয়া মলনির্গত হয়। মলাদির বেগ যেমন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক অকালকুন্থনাদিদ্বারা নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করাও অনুচিত।

মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনের পর গুহ্য প্রভৃতি মলপথসমূহ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। এতদ্বারা শরীরের কান্তি ও বল উৎপন্ন, দেহ পবিত্র এবং দুর্ভাগ্য ও কলিকালজাত পাপসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে, মলপথ প্রক্ষালনের পর হস্তপদাদি শৌচ করিবে। ইহাতে উহাদের মলা দূর, শ্রমনাশ, শরীরপুষ্টি ও চক্ষুর হিত হয়।

(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

ভূমির উর্ব্বর. করে বলিয়া অনেকে কৃষিক্ষেত্র বা উদ্যানে বিষ্ঠা ও গো- . প্রভৃতি পচাইয়া সার দিয়া থাকে।

[কৃষিবিদ্যা দেখ।]

বিষ্ঠাভূ (পুং) বিষ্ঠায়াং ভবতীতি ভূ-কিপ্। বিষ্ঠাজাত কৃমি। "নৈব হ্যাত্মেন্দ্রিয়ার্থে বিষ্ঠাভূবিব সোদরঃ।" (ভাগবত ৩।৩১।১০)

বিষ্ঠাব্রাজিন্ (ত্রি) বিষ্ঠায়াং ব্রজতি বিষ্ঠা-ব্রজ-ণিনি। বিষ্ঠাতে ভ্রমণকারী। (শতপথব্রা° ৫।৫।১।১২)

বিষ্ণাপু (পুং) বিশ্বক ঋষির পুত্র।

"দর্শনায় বিষ্ণাপুং দদথুর্বিশ্বকায়" (ঋক্ ১।১১৬।২৩)

'বিষ্ণাপুং নাম বিনষ্টং পুত্রং দর্শনায় দর্শনার্থং' (সায়ণ)

বিষ্ণু (পুং) ১ অগ্নি (শব্দমালা) ২ শুদ্ধ। ৩ বসুদেবতা (ধরণি) ৪ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। (মহাভারত ১।৬৫।১৬) ৫ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ।

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস°)

বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ, বেবেষ্টি সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বমিতি বা বিশ্বাতি বিষুলক্তি ওজাম্ মায়াপসারেণ সংসারা দিতি বা। বিশতি সর্ব্বভূতানি, বিশন্তি সর্ব্বভূতানি অত্রেতি বা।

৬ ব্রহ্মার রূপ বিশেষ। "বৃহদ্বাবিষ্ণুঃ" (মহাভারত ৫।৭০।৩)

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু শব্দের ব্যুৎপত্তি আরও একটু বিস্তৃত দেখিতে পাই।

"যস্মাদ্বিষ্টমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।

তস্মাৎ স প্রোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥" (বিষ্ণুপু°)

ইহার পর্য্যায়,—নারায়ণ, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ, বিষ্টরশ্রবস, দামোদর, হৃষীকেশ, কেশব, মাধব, স্বভূ, দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, গরুড়ধ্বজ, পীতাম্বর, অচ্যুত, শার্ঙ্গিন্, বিষ্বক্সেন, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, ইন্দ্রাবরজ, চক্রপাণি, চতুর্ভুজ, পদ্মনাভ, মধুরিপু, বাসুদেব, ত্রিবিক্রম, দৈবকীনন্দন, শৌরি, শ্রীপতি, পুরুষোত্তম, বনমালিন্, বলিধ্বংসিন্, কংসারাতি, অধোক্ষজ, বিশ্বম্ভর, কৈটভজিৎ, বিধু, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, (অমর) পুরাণপুরুষ, বৃষ্ণি, শতধাম, গদাগ্রজ, একশৃঙ্গ, জগন্নাথ, বিশ্বরূপ, সনাতন, মুকুন্দ, রাহুভেদিন্, বাম, শিবকীর্ত্তন, শ্রীনিবাস, অজ, বাসু, (জটাধর) শ্রীহরি, কংসারি, নৃহরি, বিভু, মধুজিৎ, মধুসূদন, কান্ত, পুরুষ, শ্রীগর্ভ, শ্রীকর, শ্রীমৎ, শ্রীধর, শ্রীনিকেতন, শ্রীকান্ত, শ্রীশ, প্রভু, মুরলীধর জগদীশ, গদাধর, নন্দাত্মজ, নরসিংহ, ইন্দ্রেশ, গোপাল, নন্দনন্দন, নরকজিৎ, সামগর্ভ, অজিত, জিতামিত্র, স্বস্তধামন, শশবন্ধু, পুনর্ব্বসু, আদিদেব, শ্রীবারাহ, নরবদন, ত্রিপাৎ, উপেন্দ্র, হরি, পৃশ্নি, মাধব, অরিষ্টসূদন, পুষ্করাক্ষ, সদাযোগিন্, ধ্রুব, চাণূরসূদন, হেমশঙ্খ, শতাবর্ত্তিন্, কালনেমিরিপু, ধেনুকারি, সোমসিন্ধু, বিরিঞ্চি, ধরণীধর, বহুমূর্দ্ধন্, বর্দ্ধমান, শতানন্দ, বৃষাত্মক, মধুরেশ, বাসকেশ, রন্তিদেব, বৃষাকপি (শব্দরত্নাবলী), জিষ্ণু, দাশার্হ, অবিপ্রান্ন, ইন্দ্রানুজ, নারায়ণ, জলশয়, যজ্ঞপুরুষ, তার্ক্ষ্যধ্বজ, বড়বিন্দু, পরেশ, স্রষ্টা, জিন,

কুমোদক, জহ্নু, বভ্রু, শতাবর্ত্ত, পৃশ্নিগর্ভ, বক্র, বেধস, প্রশ্নিগর্ভ, আত্মভূ, পাণ্ডবায়ন, সুবর্ণবিন্দু, শ্রীবৎস, দেবকীনন্দন, গোপেন্দ্র, গোবর্দ্ধনধর, যদুনাথ, গদাভৃৎ, শার্ঙ্গভৃৎ, চক্রভৃৎ, শ্রীবৎসভৃৎ, শঙ্খভৃৎ।

সংস্কৃত সাহিত্যে "বিষ্ণু" শব্দটীর বিশালপ্রসার পরিলক্ষিত হয়। বেদে ও উপনিষদে, ইতিহাসে ও পুরাণে, সংহিতায় ও কাব্যে সর্ব্বত্রই বিষ্ণু শব্দের বিপুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আরও বিচিত্রতা এই যে বর্ত্তমান সময়ে বিষ্ণু শব্দটী যে অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয় এবং সাধারণতঃ বিষ্ণু বলিলে আমরা এক্ষণে যে দেবতাকে বুঝিয়া থাকি, বেদে এবং ভারতবর্ষীয় প্রাচীনতম সাহিত্যে বিষ্ণু শব্দটী ঠিক সেই দেবতার্থে ব্যবহৃত হইত না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বেদ উপনিষদ্ সংহিতা ইতিহাস পুরাণ ও কাব্যাদি হইতে বিষ্ণু শব্দের ব্যবহার বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা প্রথমতঃ বেদে ব্যবহৃত "বিষ্ণু" শব্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি—

১। অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ। ১ম ২২সূ ১৬ ঋক্।

সামবেদ সংহিতায় ২।১০।২৪ সংখ্যক মন্ত্রে এই ঋক্‌টী দৃষ্ট হয়। কিন্তু সামবেদে পাঠের একটুকু পার্থক্য আছে। তথায় "পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ" স্থলে "পৃথিব্যা অধিসানভিঃ" পাঠ দেখা যায়।

২। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্
সমূঢ়মস্য পাংশুরে। সামবেদ ১৮।

অথর্ব্ববেদে ৭।২৬।৫ সংখ্যক মন্ত্রেও এই সামটি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্। (বাজসনেয় ৩৪।৪৩)

অথর্ব্ববেদের ৭।২৬।৫ সংখ্যক মন্ত্রেও এই সামবেদোক্ত মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। (অথর্ব্ববেদ ৭।২৬।৬)

৫। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।

এই মন্ত্রটি সামবেদের ২।১০২৩ সংখ্যায়, বাজসনেয়-সংহিতায় ৬।৫ সংখ্যায় এবং অথর্ব্ববেদ সংহিতায় ৭।২৬।৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

এই মন্ত্রটী সামবেদের ২।১০২৩ এবং বাজসনেয়-সংহিতার ৩৪।৪৪ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

এস্থলে এই কয়েকটী ঋকের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

১। যে স্থান হইতে বিষ্ণু পৃথিবীর সপ্তধামে বিচক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে দেবতাগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। *

কিন্তু সামবেদের "পৃথিব্যা অধিসানভিঃ" পাঠ ধরিয়া অর্থ করিলে "পৃথিবীর সপ্তদেশে" এইরূপ অনুবাদের পূর্ব্বে "পৃথিবীর উপর" এইরূপ অনুবাদ হইবে।

২। বিষ্ণু এই বিশ্ব বিচক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি তিনস্থানে পদধারণ করিয়াছিলেন। বিশ্ব তাহার বিচক্রমণব্যাপারে ধূলি-রাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

৩। অজেয় বিষ্ণু ত্রিপাদ গমন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ধর্ম্মসকলকে ধারণ করিয়াছিলেন।

৪। ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা বিষ্ণুর কার্য্যকলাপ দেখ। এই সকল কার্য্যে তিনি ব্রতসমূহ আবদ্ধ করিয়াছেন।

৫। আকাশস্থিত সূর্য্যের ন্যায় সূরগণ নিরন্তর সেই বিষ্ণুর পরমপদ সন্দর্শন করুন।

৬। অপ্রমত্ত নিষ্কাম বিপ্রগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্রটী নিরুক্তগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার উহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"যদিদম্ কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদম্। ত্রেধা ভাবায় "পৃথিব্যাম্ অন্তরীক্ষে দিবি" ইতি শাকপূণিঃ "সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়াশিরসি" ইতি ঔর্ণবাভঃ। সমূঢ়মস্য পাংশুরে। প্যায়নেঽন্তরীক্ষে পদং ন দৃশ্যতে। অপাব উপমার্থঃ স্যাৎ। সমূঢ়মস্য পাংশুল ইব পদং ন দৃশ্যতে ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে সেই সমস্তেতেই বিষ্ণু বিচক্রমণ করেন। পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও স্বর্গে এই তিন স্থানে তিনি পদধারণ করেন। ইহাই ব্যাখ্যাকার শাকপূণির অভিপ্রায়। অপর ব্যাখ্যাকার এই ত্রিপদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সমারোহণ, বিষ্ণুপদ ও গয়াশির ইহাই ত্রিপদের অর্থ। অন্তরীক্ষে তাঁহার পদ দৃষ্ট হয় না।

দুর্গাচার্য্য এই নিরুক্তের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

'বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ "ত্রেধা নিদধে পদম্"

* [ ] এই বিক্রমণব্যাপার সম্বন্ধে মহাভারতেও উল্লেখ আছে যথা—
ক্রম[illegible] পা[illegible] পার্থ বিষ্ণুরিত্যভিসংজ্ঞিতঃ। (শান্তিপর্ব্ব ১০।১৭১)
এই [illegible] পাই বইয়াই বেদে বিষ্ণুদেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিধত্তে পদম্ নিধানম্ পদৈঃ ক তত্রাবং পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোহগ্নির্ভূত্বা বৎ পৃথিব্যাং বৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তম্। তমু অকৃন্বন্ ত্রেধা ভুবে কম্। (ঋক্১০৮৮।১০) ইতি। "সমারোহণে" উদয়গিরাবে উদযন্ পদমেকং নিধত্তে। "বিষ্ণুপদে" মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে, "গয়াশিরসি" অস্তগিরাবিতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।'

অর্থাৎ বিষ্ণু আদিত্য। বিষ্ণুকে আদিত্য বলি কেন? যেহেতু এই মন্ত্রদ্বারা জানা যাইতেছে যে ইনি তিনস্থানে পাদচারণা করেন। কোথায় কোথায়? পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে এবং দ্যুলোকে, ইহাই ব্যাখ্যাকার শাকপূণির অভিপ্রায়। ইনি পৃথিবীতে সমস্ত পদার্থে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করেন। ঋগ্বেদেও ইঁহার ত্রিবিধভাবের কথা লিখিত আছে। ঔর্ণবাভ আচার্য্য বলেন, ইঁহার একপদ সমারোহণে (উদয়গিরিতে), দ্বিতীয় পদ বিষ্ণুপদে (মধ্যগগনে) এবং অন্যপদ গয়াশিরে (অস্তাচলে) সংস্থাপিত হয়।

যাস্কের কথানুসারে জানা যায় যে তিনি যে দুইজন প্রাচীন প্রামাণিক ব্যাখ্যাকারের অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই দুইজন প্রামাণিক গ্রন্থকার "বিষ্ণুপদ" সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

প্রথম শাকপূণির ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, বিষ্ণুদেব ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পান—তিনি পার্থিব পদার্থ সকলের মধ্যে অগ্নিরূপে, আকাশে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নিরুক্তে ইহার প্রমাণ আছে যথা :—

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বা-ইন্দ্রো বান্তরীক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্ত্যপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাদ্ যথা হোতাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ অপি বা পৃথগেব স্যুঃ। পৃথগ্ঘি স্তুতয়ো ভবন্তি তথাভিধানানীত্যাদি।"

অর্থাৎ নিরুক্ত মতে দেবতা তিন প্রকার। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য। অগ্নি পার্থিব পদার্থে, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষে এবং সূর্য্য দ্যুলোকে অবস্থান করেন। গুণ কর্ম্মাদি অনুসারে বা মহাভাগ্যানুসারে ইঁহারা বহুবিধ নামে অভিহিত হন। যেমন একই ব্যক্তির নানাপ্রকার কার্য্যানুসারে তিনি কখন হোতা, কখন অধ্বর্য্যু, কখন ব্রাহ্মণ এবং কখন বা উদ্গাতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই বিষ্ণু এক হইলেও কার্য্যভেদে বহু নামে অভিহিত হয়েন।

সুতরাং শাকপূণির সিদ্ধান্ত এই যে একই বিষ্ণু পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এবং দ্যুলোকে ভিন্ন ভিন্নরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, ঔর্ণবাভের। ঔর্ণবাভ বলেন বিষ্ণুর যে ত্রিপাদ সংক্রমণের কথা বলা হইয়াছে, ঐ ত্রিপাদ সংক্রমণের একস্থান উদয়গিরি, অপর স্থান মধ্যন্দিন অন্তরীক্ষ, তৃতীয় স্থান অস্তগিরি।

সায়ণ ঋগ্বেদভাষ্যে বিষ্ণুর ত্রিপাদচঙ্ক্রমণ সম্বন্ধে বামন অবতারের ত্রিপাদচঙ্ক্রমণ সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমাদের উদ্ধৃত দ্বিতীয় সংখ্যক বেদমন্ত্রটী বাজসনেয় সংহিতায় ৫।১৫ সংখ্যক স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে ভাষ্যকার মহীধর লিখিয়াছেন—

'বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারং কৃত্বা ইদং বিশ্বং বিচক্রমে বিভজ্য ক্রমতে স্ম। তদেবাহ ত্রেধা পদং নিদধে ভূম্যামেকং পদমন্তরীক্ষে দ্বিতীয়ং দিবি তৃতীয়মিতি ক্রমাদগ্নি-বায়ু-সূর্য্যরূপেণেত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ বিষ্ণু ত্রিবিক্রমাবতার গ্রহণ করিয়া ত্রিপাদে সমগ্র বিশ্ব বিচক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পদ পৃথিবীতে, দ্বিতীয়পদ অন্তরীক্ষে এবং তৃতীয় পদ দ্যুলোকে যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। (খ)

ঋগ্বেদের বহু স্থানে "বিষ্ণু" শব্দের উল্লেখ আছে। এস্থলে কতিপয় ঋক্ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা—

(১) তে অবর্দ্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনা নাকম্ তস্থুর উরু চক্রিরে সদঃ। বিষ্ণুর্যদ্ধ আবদ্ বৃষণম্ মদচ্যুতম্ বয়ো ন সীদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে।'

আত্মবলে বলীয়ান্ মরুৎ সকল মহত্ত্বে বর্দ্ধমান হইয়াছিল। উঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়া উঁহাদের সুপ্রসর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যখন বিষ্ণু দর্পহারী ইন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিলেন, মরুৎগণ তখন তাহাদের প্রিয় যজ্ঞীয় কুশের উপর পাখীর ন্যায় উপবেশন করিয়াছিলেন।

(২) আর একটী ঋক্ এই যে" উত নো ধীয়ো গোঅগ্রাঃ পূষন্ বিষ্ণবেবয়াবঃ কর্ত্তা নঃ স্বস্তিমতঃ।৫

(৩) শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।৯। (১ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত)

(খ) সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া বিষ্ণুর প্রকাশ দেখিয়া যে ধ্যান লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই—

'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটী
হারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।'

এখনও এই ধ্যানেই গৃহে গৃহে নারায়ণের পূজা হইয়া থাকে। ঋষিরা আরও বলেন—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং বিষ্ণুমং শ্যামসুন্দরম্।"

হে বিষ্ণো, হে পূষন্, হে ক্রতুপাবিন্ আমাদের এই প্রার্থনা গুলির ফলস্বরূপ আমরা যেন পশ্বাদি লাভ করিতে পারি। আমাদিগকে সমৃদ্ধশালী কর। ৫। মিত্র বরুণ অর্য্যমন্, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং উরুক্রম বিষ্ণু আমাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করুন।১৯

(৩) "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্র বোচম্ যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ।"

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৪ সূক্ত)

(বাজসনেয়-সংহিতার ৫ম ও ১৮শ সংখ্যায় এবং অথর্ব্ববেদের ৭।২৬।১ সংখ্যায় এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।)

আমি বিষ্ণুর বীর্য্য সকলের কথা বলিতেছি। এই বিষ্ণু পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক প্রভৃতি স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি দ্যুলোককে পতন হইতে রক্ষা করিয়া স্তম্ভিত ভাবে রাখিয়াছেন। ইনি তিন বার বিচক্রমণ করিয়াছেন।

২। "প্র তদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যাণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ"।"যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষু অধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।"

(অথর্ব্ববেদ ৭।২৭।২-৩; নিরুক্ত ১।২০)

বিষ্ণু তাঁহার বীর কর্ম্মতার জন্য প্রসিদ্ধ; ইনি আরণ্য পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, সংহারক এবং গিরিস্থ অর্থাৎ মেঘস্থ, এই বিষ্ণুতে সমস্ত বিশ্বচরাচর প্রতিষ্ঠিত।

৩। "প্রবিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে। যঃ ইদম্ দীর্ঘং প্রযতং সধস্থমেকো বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেভিঃ॥"

বিষ্ণুর বীর্য্যসূচক এই স্তব প্রবর্ত্তিত হউক, ইনি মেঘস্থ অর্থাৎ মেঘরূপ পর্ব্বতমালাবাসী ও বিস্তৃত বিচক্রমণশীল। বিষ্ণু প্রবল বলশালী, কেবল ইনিই একাকী এই বিশাল গগনে তিন বার বিচক্রমণ করেন।

'যস্য ত্রীপূর্ণা মধুনা পদানি অক্ষীয়মাণা স্বধায় মদন্তি।

যঃ উ ত্রিধা তু পৃথিবীমুতঃ দ্যামেকো আধার ভুবনানি বিশ্বা॥"

ইহা ত্রিধাম অক্ষয় এবং মধুপূর্ণ ও আমাদিগের সহসা সন্তোষদায়ক, এক বিষ্ণুই তিন বিশ্বকে ধারণ করিয়াছেন, পৃথিবী, আকাশ এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণুর দ্বারা বিধৃত হইয়াছে।

৮। "তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি। উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।"

আমি যেন তাঁহার সেই প্রিয়তম স্থান লাভ করিতে পারি, যেখানে দেবানুরক্ত ব্যক্তিগণ সদা আনন্দানুভব করেন। উরুক্রম বিষ্ণুর উক্ত আবাসে মাধুর্য্যের উৎস বিদ্যমান রহিয়াছে।

৯। "তাবাম্ বাস্তূনি উশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরি শৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদ্ উরু গায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদ মবভাতি ভূরি।"

আমরা তোমাদের উভয়ের সেই সকল ধাম লাভ করিতে চাই, যেখানে ভূরিশৃঙ্গ এবং সতত সঞ্চরণশীল গাভীগণ বিচরণ করে। এই ভূরি বিচক্রমশীল বিষ্ণুর সেই পরমাবাসে বিষ্ণু অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হন।

অনেকের বিশ্বাস যে ঋগ্বেদে ইন্দ্রই বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বিষ্ণুকে সূর্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে বিষ্ণু, ইন্দ্র ও আদিত্য ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা; আমরা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্ত হইতে এস্থলে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিব যে, বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা হইতে পৃথক্। তদ্‌যথা—

১। "প্র বঃ পান্ত মন্ধসে ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চ্চত।
যা সানুনি পর্ব্বতানামদাভ্যা মহস্তস্থতুরর্ব্বতেব সাধুনা॥"

(হে অধ্বর্য্যুগণ)! তোমরা, স্তুতিপ্রিয় মহাবীর (ইন্দ্রের) নিমিত্ত এবং বিষ্ণুর জন্য পানীয় সোমরস যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত কর। তাঁহারা উভয়ে দুর্দ্ধর্ষ ও মহীয়ান্। তাঁহারা মেঘের উপর ভ্রমণ করেন, যেন সুশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

২। "ত্বেষামিত্থা সমরণং শিমীবতোরিন্দ্রাবিষ্ণূ সুতপা বামুরুষ্যতি।
যা মর্ত্ত্যায় প্রতিধীয়মানমিত্ কৃশানোরস্তুরসনামুরুষ্যথঃ॥"

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা ইষ্টপ্রদ; অতএব হুতাবশিষ্ট সোমপায়ী যজমান তোমাদিগের দীপ্তিপূর্ণ আগমন প্রশংসা করিতেছে। তোমরা মর্ত্ত্যদিগের জন্য শত্রুবিমর্দ্দক অগ্নির নিকট হইতে প্রদেয় অন্ন নিরন্তর প্রেরণ কর। (১) অর্থাৎ তোমরা অগ্নিতে প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করিয়া অগ্নিমুখেই তাঁহার ফল প্রদান কর।

৩। "তা ঈং বর্দ্ধন্তি মহ্যস্য পৌংস্যং নি মাতরা নয়তি রেতসে ভুজে
দধাতি পুত্রোঽবরং পরং পিতুর্নাম তৃতীয়মধি রোচনে দিবঃ।"

প্রসিদ্ধ (আহুতি সকল) ইন্দ্রের মহৎ পৌরুষবৃদ্ধি করিতেছে। ইন্দ্র, সকলের মাতৃস্থানীয় (দ্যাবাপৃথিবীকে) রেতঃ এবং উপভোগের জন্য সেই সামর্থ্য প্রদান করেন। পুত্রের নাম নিকৃষ্ট, এবং পিতার নাম উৎকৃষ্ট। তৃতীয় (নাম) দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ প্রদেশে আছে।

৪। "তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীড়ুষঃ।
যঃ পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্বিগামভিরুরু ক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে।"

আমরা সকলের স্বামী, পালনকর্ত্তা, শত্রুরহিত ও সেচনসমর্থ (অর্থাৎ তরুণ) বিষ্ণুর পৌরুষের স্তুতি করি। তিনি প্রশংসনীয়, লোকরক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপ দ্বারা পার্থিব লোকসকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়াছিলেন।

৫। "দ্বে ইদস্য ক্রমণে স্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্ত্যো ভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পতয়ন্তঃ পতত্রিণঃ।"

মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্ত্তন করিয়া উহা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার তৃতীয় পাদক্ষেপ মনুষ্যের ধারণার অতীত। উড্ডীয়মান পক্ষীরাও উহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

৬। চতুর্ভিঃ সাকং নবতিঞ্চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্।

বিষ্ণু গতিবিশেষদ্বারা বিবিধস্বভাব-বিশিষ্ট চতুর্নবতি কালাবয়বকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিমেয়। তিনি নিত্য, তরুণ ও অকুমার। তিনি আহবে গমন করেন।

প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ সূক্তেও বেদোক্ত বিষ্ণুর রূপক্রিয়াদি সম্বন্ধে অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে তদ্‌ যথা :—

১। ভবা মিত্রো ন শেব্যো ঘৃতাসুতির্বিভূতদ্যুম্ন এবয়া উ সপ্রথাঃ। অধা তে বিষ্ণো বিদুষা চিদর্ধ্যঃ স্তোমো যজ্ঞশ্চ রাধ্যো হবিষ্মতা॥

হে বিষ্ণু তুমি মিত্রের ন্যায় আমাদের সুখপ্রদ, ঘৃতাহুতি ভাজন, প্রভূত অন্নবান্, রক্ষণশীল ও পৃথুব্যাপী হও। তোমার স্তোম বিদ্বান যজমান দ্বারা পুনঃ পুনঃ উচ্চার্য্য এবং তোমার যজ্ঞ হবিষ্মান যজ্ঞের আরাধনীয়।

২। যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।
যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎসেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ।

যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী, নিত্যনূতন ও স্বয়ং উৎপন্ন বিষ্ণুকে হব্য প্রদান করেন। যিনি মহানুভব বিষ্ণুর পূজনীয় জন্মকথা কীর্ত্তন করেন তিনিই পরমস্থান প্রাপ্ত হন।

৩। তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন। আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।

হে স্তোতৃগণ! প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে যেরূপ জান সেই রূপেই স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন কর। বিষ্ণুর নাম জানিয়া কীর্ত্তন কর। হে বিষ্ণো তুমি মহানুভব, তোমার সুমতি আমরা ভজনা করি।

৪। তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ। দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজঞ্চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে।

রাজা বরুণ ও অশ্বিদ্বয় মরুত্বান্ বিধাতার সেই যজ্ঞে মিলিত হউন। অশ্বিদ্বয় এবং বিষ্ণু সখাবিশিষ্ট হইয়া উত্তম অহর্বিদ বলধারণ এবং মেঘের আবরণ উন্মোচন করুন।

৫। আ যো বিবায় সচথায় দৈব্য ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ। বেধা অজিন্বৎ ত্রিষধস্থ আর্য্যমৃতস্য ভাগে যজমানমাভজৎ।

যে স্বর্গীয় অতিশয় শোভনকর্ম্মা বিষ্ণু শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া আইসেন সেই মেধাবী ত্রিজগৎবিক্রমী আর্য্যকে প্রীত করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতাদি পুরাণে এই ঋক্ মন্ত্রগুলির প্রতিধ্বনি যথেষ্ট পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু যে দেবগণের মধ্যে শুভসত্ত্বগুণের বিলাসভূমি বেদে তাহারও সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডলের ১৮৬ সূক্তের ১০ম ঋকে :—

প্রো অশ্বিনাববসে কৃণুধ্বং প্র পূষণং স্বতবসো হি সন্তি। অদ্বেষো বিষ্ণুর্বাত ঋভুক্ষা অচ্ছা সুম্নায় ববৃতীয় দেবান্।

হে ঋত্বিকগণ আমাদিগের রক্ষার জন্য অশ্বিদ্বয়কে ও পূষাকে স্তুতি কর। দ্বেষরহিত বিষ্ণু বায়ু ও ঋভুক্ষা নামক স্বাধীন বল-বিশিষ্ট দেবগণকে স্তব কর। আমি সুখের নিমিত্ত সমস্ত দেব-গণকে আনয়ন করিব।

আমরা পুরাণে দেখিতে পাই পুরাণকর্ত্তা যখন যে দেবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তখনই সেই স্তবনীয় দেবতায় অন্যান্য দেবত্ব আরোপ করিয়াছেন। বেদেও এইরূপ স্তোত্র যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলে বিষ্ণুর প্রাধান্য ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষ্ণুর স্তব পরিকীর্ত্তনের নিমিত্ত অনেকগুলি ঋক্ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে আমরা বহুল ঋক্ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রারম্ভেই অগ্নির স্তব কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে অগ্নিকেও ইন্দ্র ও বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্‌ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্ত্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা।

২য় ম° ১সূ° ৩ ঋক্।

অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমি সৎলোকদিগের অভীষ্টবর্ষী এই নিমিত্ত তুমি ইন্দ্র। তুমি বিষ্ণু কেননা তুমি উরুগায় অর্থাৎ সমগ্র লোকের স্তুত্য। (উরুগায় শব্দের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন "বহুভি গীয়মানো নমস্যঃ নমস্কার্য্যশ্চ ভবসি")। তুমি ব্রহ্মণস্পতি তুমি ব্রহ্মা, তুমি বহুবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহুপ্রকার পদার্থে অবস্থিতি কর।

পুরাণে বিষ্ণু উপেন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় বিষ্ণু ইন্দ্রের অতি আত্মীয়, উভয়ে একত্র সোমপান করেন। যথা—

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃম্পৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ। সঈং মমাদ মহি কর্ম্ম কর্ত্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ

পূজনীয় যবফলশালী ভূমিযুক্ত ইন্দ্র যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন। ত্রিকদ্রুকে (যজ্ঞবিশেষ) বিষ্ণুর সহিত সেই রূপ যবমিশ্রিত অভিষুত সোম বিষ্ণুর সহিত পান করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।

বেদের প্রত্যেক মণ্ডলেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও গুণকার্য্যাদি উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। ভাষ্যকারগণ ও টীকাকারগণ নানাপ্রকার অর্থ করিয়া সেই সকল স্থলের অর্থবোধ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা এস্থলে তৃতীয় মণ্ডল হইতেও দুই একটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মমর্কা ভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্।
উরুক্রমঃ ককুহো যস্য পূর্ব্বীর্ন মর্দ্ধন্তি যুবতয়ো জনিত্রীঃ।"

৩ম° ৫৪সূ° ১৪ঋক্।

ধনের কারণস্বরূপ এই স্তোত্র ও অর্চনীয় মন্ত্রসকল এই যজ্ঞে বিষ্ণুর নিকট গমন করুন। বিষ্ণু উরুক্রমী। পূর্ব্বকালীনা, যুবতী মাতাস্বরূপ দিক্‌সমূহ তাঁহাকে লঙ্ঘন করে না।

সায়ণ এস্থলে উরুক্রম শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'উরুর্মহান্ ক্রমঃ পাদবিক্ষেপো যস্য সঃ। ত্রিবিক্রমাবতারে একেনৈব পাদেন সর্ব্বং জগদাক্রম্য তিষ্ঠতি।'

বেদব্যাস প্রভৃতিও উরুক্রম শব্দের এইরূপ অর্থই মহাভারতে ও পুরাণে বিবৃত করিয়াছেন।

বিষ্ণু যে অতি পরাক্রমশীল তাহা বেদের অনেক স্থলেই এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে ও পুরাণাদিতে বহু প্রকারে বিষ্ণুর এই পরাক্রমশীলতার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস বেদের বিভাগকর্ত্তা তিনি মহাভারতে ও পুরাণাদিতে বেদের অর্থ বিস্তার করিয়াছেন। সায়ণ তদীয় ভাষ্যে ব্যাসাদির সমস্ত অভিপ্রায়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তা এই পৌরাণিক সিদ্ধান্ত এ দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা মাত্রেই সুবিদিত। বিষ্ণু যে রক্ষাকর্ত্তা ঋগ্‌বেদের অনেক স্থলেই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"বিষ্ণুর্গোপা পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।

(৩ম° ৫৫সূ° ১০ঋক্)

অর্থাৎ বিষ্ণু সমগ্র জগতের রক্ষক। ইনি প্রিয়তম অমরধাম ধারণ করেন এবং পরম স্থান রক্ষা করেন। ইত্যাদি ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর "গোপা" এই বিশেষণটী অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ধামে যে শৃঙ্গবিশিষ্ট গাভীগণ অবস্থান করেন ইহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার ধাম যে মাধুর্য্যের উৎস তাহাও পূর্ব্বে একটী ঋক্ হইতে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এই সকল ঋক্ হইতে আমরা শ্রীবৃন্দাবনধামবিহারী শ্রীকৃষ্ণেরও আভাস পাইতে পারি। নিত্য, সত্য ও পূর্ণ পদার্থ বৈদিক ঋষিদের এবং পরবর্ত্তী মহর্ষিদের যোগনেত্রে ক্রমোৎকর্ষের নিয়মানুসারে বিকশিত হইয়াছিলেন কি না তাহাও বিবেচ্য ও চিন্তনীয়।

বিষ্ণুকে মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে আনয়ন করায় নিমিত্ত ঋষিগণ অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—

"অর্য্যমণং বরুণং মিত্রমেষামিন্দ্রাবিষ্ণূ মরুতো অশ্বিনোত।
স্বশ্বো অগ্নে সুরথঃ সুরাধা এদু বহ সুহবিষে জনায়।"

(৪ম° ২সূ° ৪ঋক্)

অর্থাৎ হে অগ্নে তোমার অশ্ব উত্তম, রথ উত্তম এবং ধন উত্তম। তুমি এই যজমানগণের মধ্যে যাহার যজ্ঞ উত্তম তাহার উদ্দেশে অর্য্যমা বরুণ মিত্র ইন্দ্র বিষ্ণু ও মরুৎগণকে আনয়ন কর।

বিষ্ণু যে বৈদিক দেবতার মধ্যে বহুস্তুত, বহুকীর্ত্তিত, বৈদিক ঋষিগণের উদ্দেশিত ঋক্‌মন্ত্রে আমরা সেই সকল স্তোত্র গাথা শুনিতে পাই। ঋগ্‌বেদের চতুর্থমণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ৭ম ঋকেও "বিষ্ণব উরুগায়ায়" বলা হইয়াছে। সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন "প্রভূতকীর্ত্তয়ে বিষ্ণবে"।

বিষ্ণুর পরাক্রম যে দেবগণের বহু স্তুত তাহা সকলেই জানেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করায় নিমিত্ত বিষ্ণুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা—

"উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ।
অথা ব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্ৎসখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব।"

(৪ম° ১৮সূ° ১১ ঋক্)

ইন্দ্রের মাতা মহান্ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র দেবগণ কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছে? ইন্দ্র তখন বিষ্ণুর দিকে দৃক্‌পাত করিয়া বলিলেন সখে বিষ্ণু যদি বৃত্রকে নিহত করিতে চাও তবে বিক্রম লাভ কর।

বিষ্ণুর পরাক্রমেই ইন্দ্রের শত্রু বৃত্র নিহত হইয়াছিলেন। পুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋকের ভাব নিম্নলিখিত ঋকেও পুনরুক্ত হইয়াছে যথা—

"সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব দ্যৌর্দেহি লোকং বজ্রায় বিষ্কভে।
হনাব বৃত্রং রিণচাব সিন্ধূন্ ইন্দ্রস্য যন্তু প্রসবে বিসৃষ্টাঃ।"

৮ মণ্ডল ৮৯ সূ° ১২

এখানেও ইন্দ্র বিষ্ণুকে সখা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বৃত্রাসুর বধার্থ বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিষ্ণু যে ইন্দ্রাদিরও সংপূজ্য বন্ধু এই সকল ঋকে আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি। ইহাতে আমরা আরও জানিতে পারিতেছি,

বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর স্তব অনেকস্থলেই একত্র নিবদ্ধ হইয়াছে যথা :—

"অর্য্যমা বরুণশ্চেত্তি পন্থামিষস্পতিঃ সুবিতং গাতুমগ্নিঃ।
ইন্দ্রাবিষ্ণূ নৃবদু ষু স্তবানা শর্ম্ম নো যন্তমমবদ্বরূথং।"(ঋক্ ৪।৫৫।৪)

অর্য্যমা ও বরুণ পথ দেখাইয়া দিন। অন্নের পতি অগ্নি সুখময় পথ দেখাইয়া দিন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু স্তুত আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ও বলযুক্ত বরণীয় সুখদান করুন।

ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯ সূক্তের প্রথম হইতে অষ্টম ঋক্ পর্য্যন্ত আটটি ঋকে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের স্তোত্রগুলি একত্র উক্ত হইয়াছে। উভয়ের অন্নের ক্ষমতা সকল স্তোত্রেই লিখিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৩য়, ৪৬ শ, ৫১ শ এবং ৮৭ সূক্তে অন্যান্য দেবতার সহিত বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনাসূচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত বিষ্ণুর সখ্যতা সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৭ শ ও ২০ সূক্তেও স্তবমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণু যে জীব সকলের সুখসমৃদ্ধিদানে সর্ব্বদেবাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের ১৪ ঋকে আমরা তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই, যথা—

"তং ব ইন্দ্রং ন সুক্রতুং বরুণমিব মায়িনং।
অর্য্যমণং ন মন্দ্রং সৃপ্রভোজসং বিষ্ণুং ন স্তুষ আদিশে॥"

হে পূষন্ আমি তোমার স্তব করি, তুমি ইন্দ্রের ন্যায় দয়ালু, তুমি বরুণের ন্যায় অদ্ভুত শক্তিশালী, অর্য্যমার ন্যায় জ্ঞানী এবং বিষ্ণুর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার ভোগসম্পত্তিদাতা। ইত্যাদি

ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠমণ্ডলের ৫০ সূক্তের ১২ ঋকে রুদ্র সরস্বতী প্রভৃতি দেবগণের সহিত বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনাসূচক স্তব আছে যথা—

"তে নো রুদ্রঃ সরস্বতী সজোষা মীড়্‌হুষ্মন্তো বিষ্ণুর্মৃড়ন্তু বায়ুঃ। ঋভুক্ষা বাজো দৈব্যো বিধাতা পর্জ্জন্যা বাতা পিপ্যতামিষং নঃ॥"

অর্থাৎ রুদ্র সরস্বতী বিষ্ণু ও বায়ু ইহারা সুখদাতা। ইহারা আমাদের প্রতি কৃপাবান্ হউন। ঋভুক্ষা বাজ, পর্জ্জন্য ও বাত আমাদের শক্তিবৃদ্ধি করুন।

সপ্তম মণ্ডলের ৩৫ সূক্তের ৯ ঋকে, ৩৬ সূক্তের ৯ ঋকে, ৩৯ সূক্তের ৫ ঋকে, ৪০ সূক্তের ৫ ঋকে, ৪৪ সূক্তের ১ ঋকে, এবং ৯৩ সূক্তের ৮ ঋকে অন্যান্য দেবতার সহিত বিষ্ণুর উল্লেখ আছে।

সপ্তম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তের প্রথম হইতে সাতটী ঋকে বিষ্ণুর যথেষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে এস্থলে সেই ঋক্‌গুলি উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

১। পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধান ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি।
উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে॥

হে বিষ্ণু! তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্দ্ধমান হইলে তোমার মহিমা কেহ অনুব্যাপ্ত করিতে পারে না, আমরা পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় লোক জানি, কিন্তু হে দেব! কেবল তুমিই পরমলোক অবগত আছ।

২। ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।
উদস্তভ্না নাকমৃষ্বং বৃহন্তং দাধর্থ প্রাচীং ককুভং পৃথিব্যাঃ॥

হে দেব বিষ্ণু! যাহারা জন্মিয়াছে ও যাহারা জন্মিবে, কেহই তোমার মহিমার অনন্ত পার দেখিতে পায় না। দর্শনীয় বৃহৎ স্বর্গকে তুমি উচ্চে ধারণ করিয়াছ। তুমি পৃথিবীর পূর্ব্বদিক্ ধারণ করিয়াছ।

৩। ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সূযবসিনী মনুষে দশস্যা।
ব্যস্তভ্না রোদসী বিষ্ণবেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিতো ময়ূখৈঃ॥

হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা স্তুতিকারী মনুষ্যকে দান করিবার ইচ্ছাযুক্ত হইয়া অন্নবতী, ধেনুমতী ও সুন্দর যববিশিষ্টা হইয়াছ। হে বিষ্ণু! এই দ্যাবাপৃথিবীকে তুমি বিবিধ প্রকারে ধারণ করিয়াছ। সর্ব্বত্রস্থ ময়ূখ দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছ।

৪। উরুং যজ্ঞায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্য্যমুষাসমগ্নিং।
দাসস্য চিদ্বৃষশিপ্রস্য মায়া জঘ্নথুর্নরা পৃতনাজ্যেষু॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! সূর্য্য, অগ্নি ও ঊষাকে উৎপাদন করিয়া তোমরা যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্ম্মাণ করিয়াছ, হে নেতৃদ্বয়! তোমরা সংগ্রামে বৃষশিপ্র নামক দাসের মায়া বিনষ্ট করিয়াছ।

৫। ইন্দ্রাবিষ্ণূ দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নব পুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টং।
শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্॥

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা শম্বরের নবনবতি দৃঢ়পুরী বিনাশ করিয়াছ। তোমরা বর্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, এরূপ করিয়া নাশ করিয়াছ।

৬। ইয়ং মনীষা বৃহতী বৃহন্তোরুক্রমা তবসা বর্ধয়ন্তী।
ররে বাং স্তোমং বিদথেষু বিষ্ণো পিন্বতমিষো বৃজনেষ্বিন্দ্র॥

এই মহতী স্তুতি মহৎ বিস্তীর্ণ বিক্রমযুক্ত বলবান ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে বর্দ্ধিত করিবে। হে বিষ্ণু! হে ইন্দ্র! তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে স্তোমপ্রদান করিয়াছি, তোমরা যুদ্ধে আমাদিগের অন্ন বর্দ্ধিত কর।

৭। বষট্ তে বিষ্ণবাস আ কৃণোমি তন্মে জুষস্ব শিপিবিষ্ট হব্যং।
বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্টুতয়ো গিরো মে যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥

হে বিষ্ণু! তোমার উদ্দেশে মুখ হইতে বষট্‌কার করিয়াছি, অতএব হে শিপিবিষ্ট! আমার সেই হব্য সেবা কর, আমাদের সুস্তুতি ও বাক্য তোমায় বর্দ্ধিত করুক, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে স্বস্তিদ্বারা পালন কর।

এই সূক্তের প্রথম ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ণ তদীয় ভাষ্যে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম অবতারের মাহাত্ম্যবিষয়ক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুর পরম মাহাত্ম্যও এই ঋকে খ্যাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ঋকে উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণুর মহিমার অন্ত নাই। ইঁহার মহিমা অনন্ত। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সকলের সুবিদিত হওয়া অসম্ভব। বিষ্ণুই দ্যুলোককে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। বিষ্ণুর শক্তিতেই দ্যুলোক ঊর্দ্ধ হইতে নিপতিত হইতে পারে না। পৃথিব্যাদিও বিষ্ণুকর্ত্তৃক বিধৃত। এতদ্দ্বারা বিষ্ণুশক্তির বহুল কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে একটী আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

কেহ কেহ মনে করেন, বিষ্ণু সূর্য্যেরই নামান্তররূপে ঋগ্বেদে পরিচিত। একথা অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক। বিষ্ণুর অনেকগুলি কার্য্য সূর্য্যের সদৃশ। কিন্তু তিনি স্বয়ং সূর্য্য নহেন, তবে সূর্য্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। বিষ্ণুর ধ্যানেও তাঁহাকে "সাবিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সূর্য্য তাঁহার শক্তিদ্বারাই যে শক্তিমান্ ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্ধৃত ৭ মণ্ডলের ৯৯ সূক্তের চতুর্থ ঋক্‌টী পাঠে জানা যায় যে "ইন্দ্র ও বিষ্ণু, ইঁহারা সূর্য্য, অগ্নি ও উষাকে উৎপাদন করিয়া যজমানের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ লোক নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

উদ্ধৃত পঞ্চম ঋকে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সমবেতভাবে অসুর বিনাশনের উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে, বিষ্ণু দ্বারা শম্বর প্রভৃতির পুরী বিনাশের বিবরণ ঋগ্বেদে সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে ইহার সবিশেষ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্চ্চি নামক অসুরকে সদলে সংহার করার বিবরণও এই সূক্তে দৃষ্ট হইল।

ঋগ্বেদের সময়ে যুদ্ধার্থীরা যে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর নিকট সমর-বলের প্রার্থনা করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর এই সপ্তম মণ্ডলের ১০০ সূক্তটি কেবল বিষ্ণু দেবতার স্তোত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে তদ্‌ যথা—

১। নূ মর্ত্তো দয়তে সনিষ্যন্ যো বিষ্ণব উরুগায়ায় দাশৎ।
প্র যঃ সত্রাচা মনসা যজাত এতাবন্তং নর্য্যমাবিবাসাৎ॥

যিনি বহুলোকের কীর্ত্তনীয় বিষ্ণুকে হব্যদান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রদ্বারা তাঁহার পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্য্যা করেন, তিনি ধনাভিলাষী হইলে শীঘ্র তাহা প্রাপ্ত হন।

অধিকাংশ স্থলেই "উরুগায়" শব্দটী বিষ্ণুর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণেও এই শব্দটীর ব্যবহার-প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। উরুগায় শব্দের অর্থ বহুজনদ্বারা গীয়মান। বিষ্ণু যে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রধানতম দেবতা এবং সূর্য্য প্রভৃতির উৎপাদক ইহাও ঋগ্বেদে লিখিত আছে। শ্রীভাগবতে যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, সখ্য, দাস্য ও আত্মনিবেদন এই নবধা ভক্তির উল্লেখ আছে, আমরা এই ১০০ সূক্তে তাহারও সন্ধান পাইতেছি। এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋক্‌টি এই—

২। ত্বং বিষ্ণো সুমতিং বিশ্বজন্যামপ্রযুতামেবয়াবো মতিং দাঃ।
পর্চ্চো যথা নঃ সুবিতস্য ভূরেরশ্বাবতঃ পুরুশ্চন্দ্রস্য রায়ঃ॥

হে অভিলাষপ্রদ সর্ব্বজনহিতকর দোষরহিত বিষ্ণো, আমাদিগকে অনুগ্রহ প্রদান কর। যাহাতে আমরা বহু অশ্ব ও প্রচুর প্রীতিকর ধনলাভ করিতে পারি, তাহার উপায় কর।

পরবর্ত্তী শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে বিষ্ণুর নিকট যে কেবল নিষ্কাম ভক্তির প্রার্থনা দৃষ্ট হয়, বেদে সেরূপ ভাব অতি বিরল। বিষ্ণু ধনদ, বীর্য্যদ ও বলদাতা। ইনি জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। বেদের সময়ে ঘোটকাদির নিমিত্তও বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করা হইত। কিন্তু পুরাণে এইরূপ বিবিধ বরপ্রার্থনা সম্বন্ধে দেবতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানার্থীরা শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিবেন, ধনার্থীরা গৌরীর ভজন করিবেন, আরোগ্যার্থীরা সূর্য্যের নিকট বর যাচ্ঞা করিবেন এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরা বিষ্ণুর নিকট মোক্ষকামী হইবেন, পৌরাণিক বচনে এইরূপে অভীষ্ট দেবের বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

এই সূক্তের তৃতীয় ঋক্‌টী এই—

৩। ত্রির্দ্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং বিচক্রমে শতর্চ্চসং মহিত্বা।
প্রবিষ্ণুরস্তু তবসস্তবীয়ান্ত্বেষং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম॥

এই দেবতা শত সংখ্যক কিরণবিশিষ্ট। স্বীয় মহিমায় পৃথিবীতে তিন বার পাদক্ষেপ করেন। বৃদ্ধ হইতে বৃদ্ধতম বিষ্ণু আমাদের স্বামী হউন। প্রবৃদ্ধ বিষ্ণুর রূপ দীপ্তিযুক্ত।

বিষ্ণু যে কত প্রাচীন দেবতা ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বৈদিক সময় হইতেই তাঁহার যে বহুতর মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়া আসিতেছে, এই ঋকে তাহারও সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বিষ্ণুর রূপ কিরণবিশিষ্ট। যিনি "সাবিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" তিনি কিরণময় বই আর কি?

৪। বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্ম্মনুষে দশস্যন্।
ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাস উরুক্ষিতিং সুজনিমা চকার॥

এই বিষ্ণু মানুষের নিবাসার্থ তাহাদিগকে পৃথিবী প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তথায় পাদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই বিষ্ণুর স্তোতারা নিশ্চল হন। সুতরাং বিষ্ণু বিস্তীর্ণ নিবাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বিষ্ণু যে কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা তাহা নহে। তিনিই এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করিয়া বিনির্ম্মিত করেন। সুতরাং বিশ্বনির্ম্মাণও বিষ্ণুর কার্য্য।

৫। প্রতত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামর্য্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে॥

হে শিপিবিষ্ট, অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্ত্তন করিব। তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব। যেহেতু তুমি রজোলোকের পরপারে বাস কর।

৬। কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎপ্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি।
মা বর্পো অস্মদপ গূহ এতদ্যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ॥

হে বিষ্ণো, আমি "শিপিবিষ্ট" নামে তোমার স্তব করিতেছি, ইহা প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত। তুমি সংগ্রামে অন্য রূপ ধারণ করিয়াছ। আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুক্কায়িত করিও না।

সায়ণ বলেন "শিপিবিষ্ট" শব্দের অর্থ কিরণবিশিষ্ট। সায়ণের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে, পুরাকালে বিষ্ণু আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে বসিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া এই ঋকে তাঁহার স্তব করিতেছেন। নিরুক্তকার বলেন, বিষ্ণুর অপর একটি নাম "শিপিবিশিষ্ট।" উপমন্যু বলেন "শিপিবিষ্ট" নামটী বিষ্ণুর কুৎসিত নাম। উপমন্যুর এই অর্থ সুসঙ্গত নহে। কুৎসিত নাম হইলে বসিষ্ঠ এই নামে তাঁহার স্তব করিতেন না। তবে তিনি সংগ্রামে যে অপর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বীয় রূপ লুক্কায়িত রাখিয়া কেবল কিরণদ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন এই নিমিত্তই তাঁহাকে "শিপিবিশিষ্ট" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অষ্টম মণ্ডলের নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে বিষ্ণুর নামোল্লেখ আছে—৯ সূ—১২, ১০ সূ—২, ১২ সূ—১৬, ১৫ সূ—৮, ২৫ সূ—১১, এবং ২৭ সূ—৮, ২৯ সূ—৭, ৩১ সূ—১০, ৩৫ সূ—১ ও ১৪, ৬৬ সূ—১০ এবং ৭২ সূ—৭ ঋকে।

এই সকল ঋকের মধ্যে ৬৬ সূক্তের ১০ম ঋক্‌টীর ভাব কিঞ্চিৎ অদ্ভুত। এই ঋক্‌টী পাঠে জানা যায় যে বিষ্ণু ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত একশত মহিষ ও একটী অন্নযুক্ত দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। আমরা ইহার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ বেদমন্ত্রসংগ্রহ ও বেদার্থসংগ্রহ যে অতি কঠোর ব্যাপার তাহা বেদগ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

নবম মণ্ডলেরও বহুস্থানে বিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—৩৩ সূ—৩, ৩৪ সূ—২, ৫৬ সূ—৪, ৬৩ সূ—৩, ৬৫ সূ—২০, ৯০ সূ—৫, ৯৬ সূ—৫ এবং ১০০ সূ—৬।

দশম মণ্ডলের যে সকল স্থানে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

১ সূ—৩, ৬৫ সূ—১, ৬৬ সূ—৪ এবং ৫, ৯২ সূ—১১, ১১৩ সূ—১, ১২৮ সূ—২, ১৪১ সূ—৩, ১৮১ সূ—১, ২ ও ৩ এবং ১৮৪ সূক্তের প্রথম ঋকে বিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল ঋকের প্রায় সর্ব্বত্রই অন্যান্য দেবতার সহিত বিষ্ণুর নামোল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে বিষ্ণুর গুণক্রিয়াদির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ সকল ঋকের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

আর একটা কথা এই—বেদের স্থানে স্থানে এমন এক একটা ঋক্ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার কোনও সুসঙ্গত অর্থ করা যায় না। এমন কি স্থান বিশেষে নিতান্তই প্রক্ষিপ্ততা দোষদুষ্ট বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, বেদে যে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য যথেষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, বিষ্ণুর বিক্রমবীর্য্য যে পুনঃ পুনঃ ঋগ্বেদে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে, একমাত্র বিষ্ণুরই সৃষ্ট, পরিপালিত ও সংরক্ষিত, বেদ হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের উদ্ধৃত স্থলগুলি পাঠেও পাঠকগণ সে বিষয়ের উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আধুনিক প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা আমাদের বেদাদিগ্রন্থে দেবতাদিগের ব্যক্তিগত স্তোত্র পাঠ শুনিয়া স্থানবিশেষে বড়ই বিভ্রান্ত হইয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে মুইর সাহেব একজন। মুইর স্থানে স্থানে ইন্দ্রের মাহাত্ম্যাধিক্য স্তোত্র পাঠ করিয়া মনে করিয়াছেন ঋগ্বেদে বিষ্ণু অপেক্ষা ইন্দ্রেরই মাহাত্ম্য অধিকরূপে সূচিত হইয়াছে। এইরূপ মাহাত্ম্যকীর্ত্তনসূচক স্তোত্র, সকল দেবতারই আছে। একটী সামান্য পদার্থের স্তোত্রেও স্তূয়মান পদার্থকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্তোত্রাদিতে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা দ্বারা পরস্পরের শ্রেষ্ঠতার কিছুমাত্র তারতম্য হয় না। ফল বেদব্যাস প্রভৃতি বেদতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ বিষ্ণুর প্রাধান্যই সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। বেদার্থ-বিচারে তাঁহাদের উক্তিই বলবতী। মুইরার প্রভৃতি সাহেবদের কথা আদৌ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তিনি যেরূপ ভাবে বিচার করিয়াছেন,

তাঁহার সেই সকল বিচার-প্রণালী দেখিলে তাহা বিবিধ দোষদুষ্ট এবং তিনি যে অনেক স্থলের অর্থ আদৌ বুঝিতে না পারিয়াই অত্যন্ত গোলযোগে পড়িয়াছেন, ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়।

এতদ্ভিন্ন শতপথব্রাহ্মণে (১।২।৫।১।১৪।১।১।১), তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৪।১।১-৭), পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে (৭।৫।৬) এবং রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণাদিতে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও দশাবতারবিষয়ক বিবিধ আখ্যান বর্ণিত আছে।

[দশাবতার দেখ।]

পুরাণে লিখিত আছে,—ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে নানারূপে জন্ম লইয়া থাকেন। পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য, জগতের শান্তি স্থাপনার্থ, সাধুগণের সংরক্ষণ মানসে ইনি দুরন্ত ধর্ম্মদ্বেষী পাপপ্রবৃত্ত মানবদিগকে নিহত করিয়া থাকেন। যুগত্রয়ে ইঁহার বধ্যসংখ্যা বিস্তর, তন্মধ্যে মধু, ধেনুক, চাণুর, পূতনা, যমলার্জ্জুন, কালনেমি, হয়গ্রীব, শকট, অরিষ্ট, কৈটভ, কংস, কেশী, মুর, শাম্ব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, রাহু, হিরণ্যকশিপু, বাণ কালীয়, নরক, বলি ও শিশুপাল প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। ইঁহার বাহনের নাম—বৈনতেয়। শঙ্খ—পাঞ্চজন্য। চিহ্ন—শ্রীবৎস। অসির নাম—নন্দক। ইনি হস্তে কৌমোদকী নামে গদা, শার্ঙ্গ ধনু, সুদর্শন চক্র ও স্যমন্তকমণি ধারণ করেন। ইঁহার বক্ষমধ্যে কৌস্তুভ। (হেমচন্দ্র)

পাদ্মোত্তরখণ্ড ১৪১ অধ্যায়ে বিষ্ণুর শতনাম ও মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ১৪৯ অধ্যায়ে সহস্র নামের উল্লেখ আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল নাম এখানে উদ্ধৃত হইল না।

বিষ্ণুর স্বরূপ।

মৎস্যপুরাণের মতে মহাপ্রলয়ের পর, সমস্ত জগৎই গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কাহারও কোন সাড়া নাই, যেন সকলই নিদ্রিত এবং চর কিম্বা অচর সকল জগৎই অবিজ্ঞেয় ও অবজ্ঞাত ছিল। তখন কিছুই কাহারও দেখিবার বুঝিবার বা বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না। তারপর স্বয়ম্ভু আবার সকল জগৎ ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। হঠাৎ তমোনুদের আবির্ভাব হইল। যিনি অতীন্দ্রিয়, যিনি পরমপুরুষ সনাতন, সেই নারায়ণ তখন স্বয়ংই সম্ভূত হইলেন। এইবার তিনি ধ্যানযোগে নিজদেহ হইতে নানা জগতের সৃষ্টি করিবার বাসনায় প্রথমে জল ও তৎপরে তাহাতে বীজ সৃষ্টি করিলেন। এই বীজ তখন হেমরূপময় এক বৃহদণ্ডে পরিণত হইল। সহস্র সহস্র সম্বৎসর কাটিয়া গেল। অযুত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি বাড়িল। স্বয়ম্ভু স্বয়ংই তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রভাব ও ব্যাপ্তিহেতু তিনি বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইলেন। (মৎস্যপু° ২অ°)

কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুর একটী রজোগুণময় রূপ আছে, তাঁহার নাম ভগবান্ চতুর্ম্মুখ। জগতের সৃষ্টি ব্যাপারেই তিনি প্রবৃত্ত। বিষ্ণু স্বয়ং বিশ্বাত্মরূপে সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে সৃষ্ট বস্তু রক্ষা করেন। পরে তমোগুণের আশ্রয় লইয়া রুদ্ররূপে আবার সেই সকল সৃষ্ট বস্তু সংহার করিয়া থাকেন। তিনি নির্গুণ, নিরঞ্জন ও একমাত্র হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে ত্রিধারূপে অবস্থিত। তিনি এক বটেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় দ্বিধা, ত্রিধা ও বহুধারূপে তাঁহার অবস্থান। এই ত্রিলোক মধ্যে তিনি সৃষ্টি, রক্ষা ও নাশ এই তিন ব্যাপারে ত্রিধারূপে বিরাজমান। তিনি এক, অজ, মহাদেব, প্রজাপতি, পরমেশ্বর, সর্ব্বগত, স্বয়ম্ভু, হরি, হর, নারায়ণ অধিক কি এ জগৎ সকলই বিষ্ণুময়।

(কূর্ম্ম ৮ অঃ)

অগ্নিপুরাণেও উক্ত মত ব্যক্ত আছে। বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পরাৎপর নারায়ণের এক সময়ে সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা হইল। তিনি চিন্তা করিলেন, যেমন এই মহাসৃষ্টি হইয়াছে, ইহার পালনও আমাকেই করিতে হইবে। কিন্তু অমূর্ত্ত অবস্থায় কর্ম্ম করা অসম্ভব, সুতরাং আমি এখন এরূপ এক মূর্ত্তি সৃষ্টি করি, যাহাতে এই মহাসৃষ্টির পালন হইতে পারে। সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইল। চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখানে সহসা এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। ক্রমে সেই মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইলে নারায়ণদেব দেখিলেন, ত্রিভুবনই তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট। তখন ভগবান্ নারায়ণ পূর্ব্বতন বরদান ব্যাপার স্মরণ করিলেন এবং নানা বাক্যে তাঁহাকে পুনরায় তুষ্ট করিয়া বর দিলেন, বলিলেন, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বনমস্কৃত। ত্রৈলোক্যের পরিপালনহেতু তুমি সনাতন বিষ্ণু আখ্যায় অভিহিত হইবে। সকল দেবগণের ও ব্রহ্মার যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করা তোমারই কর্ত্তব্য। দেব! তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হউক। নারায়ণ এই কথা কহিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। বিষ্ণুও এক্ষণে পূর্ব্ব বুদ্ধি স্মরণ করিলেন। পরে তিনি যোগনিদ্রার চিন্তা, তাহাতে প্রজাসমষ্টির সংস্থাপন ও পরে পরমরূপের ধ্যান করিয়া নিদ্রিত হইলেন। সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার উদর হইতে এক প্রকাণ্ড পদ্ম বাহির হইল। উক্ত পদ্মের মূলদেশের বিস্তার পাতাল পর্য্যন্ত। উহার কর্ণিকায় সুমেরুশৈল এবং মধ্যভাগে ব্রহ্মা ও ভব। নারায়ণ বিষ্ণুর এইরূপ শরীরসংস্থান দেখিয়া তদীয় দেহস্থ বায়ু ত্যাগ করিলেন। বায়ু শঙ্খাকারে পরিণত হইল। তখন বিষ্ণুকে তাহা ধারণ করিতে বলিলেন, তিনি বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিতে লাগিলেন, হে অচ্যুত! অজ্ঞানচ্ছেদনের জন্য তোমার করে খড়্গ ধারণ কর। এই কালচক্রময় চক্রও তোমার করে বিরাজ করুক। কেশব!

অধর্মসেবী রাজগণের উচ্ছেদের জন্ত তুমি গদা ধারণ কর। ঐই ভুক্তজননী মালা তোমার কণ্ঠে বিরাজ করুক। চন্দ্রসূর্য্য ব্যপদেশে এই শ্রীবৎস ও কৌস্তভ তোমার অঙ্গসঙ্গী হউক। মারুত তোমার গতি, গরুত্মান্ তোমার বাহন, ত্রৈলোক্যগামিনী দেবী লক্ষ্মী তোমার প্রিয়া এবং দ্বাদশী তোমার তিথি হউক। তোমার প্রতি ভক্তি রাখিয়া যে ব্যক্তি দ্বাদশী তিথিতে মাত্র দুগ্ধভোজী হইয়া থাকে, সে স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক, তাহার স্বর্গবাস সুনিশ্চিত।

উপরে যাহার কথা বলা হইল, তিনিই বিষ্ণু। দেব দানব প্রকৃতি তাঁহারই মূর্ত্তি। তিনিই যুগ যুগে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বগামী এবং তিনিই বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষ। ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাঁহাকে মনুষ্য মনে করা একান্ত অবৈধ। (বরাহপু°)

বিষ্ণুর মন্ত্র ও পূজাদি।

প্রথমে মন্ত্রের কথা বলা যাইতেছে মন্ত্র যথা—

"তারং নমঃ পদং ব্রূয়াৎ নরৌ দীর্ঘসমন্বিতৌ ।
পবনো পায় মন্ত্রোঽয়ং প্রোক্তো বসুক্ষরঃ পরঃ ॥"

মন্ত্রোদ্ধার করিয়া উক্ত মন্ত্রে পূজাদি করিতে হয়। বিষ্ণু-পূজার বিধান যথা—প্রথমে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে পূজামণ্ডপে গমন করিয়া বৈষ্ণব মতে আচমন করিবে। গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত আচমনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, প্রথমতঃ হস্তে জল লইয়া কেশব, নারায়ণ ও মাধব এই নাম উচ্চারণে উক্ত জল পান করিবে। পরে গোবিন্দ ও বিষ্ণু এই দুই নাম উচ্চারণান্তে করদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর মধুসূদন ও ত্রিবিক্রম এই দুই নামে ওষ্ঠদ্বয় সম্মার্জ্জন, বামন ও শ্রীধর বলিয়া মুখমার্জ্জন, হৃষীকেশ নামে হস্ত প্রক্ষালন; পদ্মনাভ উচ্চারণে পাদদ্বয় প্রক্ষালন, দামোদর নামে মস্তকপ্রোক্ষণ, এবং তৎপরে সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, হরি ও বিষ্ণু এই সকল নাম উচ্চারণ করিয়া যথাক্রমে মুখ, নাসিকা, অক্ষি, কর্ণ, নাভি, বক্ষ ও ভুজদ্বয় স্পর্শ করিবে। ইহাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচমন। এইরূপ আচমন করিলে সাক্ষাৎ নারায়ণ হওয়া যায়। উক্ত বিষ্ণুনাম সকল চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃশব্দান্ত করিয়া লইবে। অনন্তর সামান্যার্ঘ্য ও মাতৃকান্যাসাদি সমস্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়া কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাস করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস। মন্ত্র যথা—শিরসি শ্রীব্রহ্মণে নমঃ, হৃদি অর্দ্ধলক্ষ্মী হরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। অতঃপর করাঙ্গন্যাস—শ্রীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি। শ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। অনন্তর নিম্নোক্ত ধ্যান করিবে, যথা—

"উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং,
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।
নানারত্নোল্লসিত বিবিধা কল্পমালীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিম্ ॥"

এইরূপ ধ্যান করিবার পর আবার ন্যাস করিতে হইবে। যথা—ললাটে অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, মুখে আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ দক্ষনেত্রে ইং মাধবায় তুষ্ট্যৈঃ নমঃ, বামনেত্রে ঈং গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমঃ, এইরূপে পর পর ক্রমিক মাতৃকার বর্ণ উচ্চারণ করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে যথাযথ স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। সর্ব্বত্র অন্তে নমঃশব্দ প্রযোজ্য। যথা—দক্ষকর্ণে 'বিষ্ণবে ধৃত্যৈ' বামকর্ণে 'মধুসূদনায় শান্ত্যৈ' দক্ষিণ নাসাপুটে 'ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ' বামনাসাপুটে 'বামনায় দয়ায়ৈ' দক্ষিণ গণ্ডে 'শ্রীধরায় মেধায়ৈ' বামগণ্ডে 'হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ' ওষ্ঠে 'পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ' অধরে 'দামোদরায় লজ্জায়ৈ' ঊর্দ্ধদন্তপংক্তিতে 'বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ' নিম্নদন্তপংক্তিতে 'সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ' মস্তকে 'প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ' মুখে 'অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ' দক্ষিণকরমূল, সন্ধিস্থান ও অগ্রভাগাদিতে 'কং চক্রিণে জয়ায়ৈ' 'খং গদিনে দুর্গায়ৈঃ' ক্রমে 'শার্ঙ্গিণে প্রভায়ৈ' 'খড়্গিনে সত্যায়ৈ' 'শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ' এইরূপ বামকরমূলসন্ধি ও অগ্রভাগাদিতে 'হলিনে বাণ্যৈ', 'মুষলিনে বিলাসিন্যৈ' 'শূলিনে বিজয়ায়ৈ' 'পাশিনে বিরজায়ৈ' 'অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ।' দক্ষিণপাদমূলসন্ধি ও অগ্রভাগাদিতে 'মুকুন্দায় বিনদায়ৈ, নন্দজায় সুনন্দায়ৈ, নন্দিনে স্মৃত্যৈ, নরায় ঋদ্ধ্যৈ নরকজিতে সমৃদ্ধ্যৈ।' বামপাদমূলসন্ধি ও অগ্রভাগ প্রভৃতিতে 'হরয়ে শুদ্ধ্যৈ, কৃষ্ণায় বুদ্ধ্যৈ, সত্যায় ভুক্ত্যৈ, সাত্বতায় মত্যৈ, সৌরায় ক্ষমায়ৈ'। দক্ষিণপার্শ্বে 'শূরায় রমায়ৈ', বামপার্শ্বে 'জনার্দ্দনায় উমায়ৈ' পৃষ্ঠে 'ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ', নাভিতে 'বিশ্বমূর্ত্তায় ক্লিন্নায়ৈ' উদরে 'বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ' হৃদয়ে 'ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ' দক্ষিণাংসে 'অসৃগাত্মনে বলিনে পরায়ৈ', ককুদে 'মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ' বাম অংসে 'মেদ আত্মনে বালায় সূক্ষ্মায়ৈ,' হৃদাদি দক্ষিণকরে 'অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যায়ৈ' হৃদাদি বামকরে 'মজ্জাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ' হৃদাদি দক্ষিণপাদে 'শুক্রাত্মনে 'হংসায় প্রভায়ৈ' হৃদাদি বামপাদে 'প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ' হৃদাদি উদরে 'জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ' হৃদাদি মুখে 'ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ। এইরূপ ন্যাস করিবে।

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে, যদি ভুক্তি-মুক্তি কামনা করিয়া পূজা করা হয়, তবে উক্ত ন্যাস করিবার সময় আদিতে শ্রীঁ-বীজ যোজন করিয়া লইবে। যথা—'শ্রীঁ অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ' ইত্যাদি।

অনন্তর তত্ত্বন্যাস, পীঠন্যাস, ধ্যানাদিন্যাস ও বিষ্ণুপঞ্জরাদি-ন্যাস করিতে হইবে। বাহুল্য ভয়ে এই সকল ন্যাসের বিবরণ প্রদত্ত হইল না। উপরি উক্ত পূজা পদ্ধতির সাহায্যে ঐ সকল ন্যাস করিয়া পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভি পার্শ্বদ্বয়ম্।
কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং ভজে॥"

এইরূপ ধ্যানের পর মানসোপচারে পূজা করিয়া শঙ্খ-স্থাপন করিবে।

গৌতমীয় তন্ত্রের মতে, তাম্রপাত্র, শঙ্খ, মৃৎপাত্র, স্বর্ণ বা রজতপাত্র, এই পঞ্চ পাত্রই বিষ্ণুর অতি প্রিয়। উক্ত বিশুদ্ধ পঞ্চপাত্র ব্যতীত আর কোন পাত্র বিষ্ণুপূজায় প্রযোজ্য নহে।*

শঙ্খস্থাপনের পর সামান্য পীঠপূজা, পরে বিমলাদি শক্তির সহিত পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পূজা করিয়া পুনর্ধ্যান ও মূলমন্ত্রে কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতি আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। অনন্তর আবরণপূজা করিতে হইবে। যথা—"ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে ও চতুর্দ্দিকে পূজা করিবে। অনন্তর কেশরসমূহে পূর্ব্বাদিক্রমে "ওঁ নমঃ, নং নমঃ, মোং নমঃ, নাং নমঃ, রাং নমঃ, যং নমঃ, ণাং নমঃ যং নমঃ।" দলসমূহে পূর্ব্বাদি দিকে 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' এইরূপে পূজা করিবার পর চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া প্রণবাদি নমোহন্তে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ অগ্ন্যাদি কোণে, দলসমূহে শান্তি শ্রী সরস্বতী ও রতি, পত্রাগ্রসমূহে পূর্ব্বাদিক্রমে চক্র, শঙ্খ, গদা, পদ্ম, কৌস্তুভ, মুষল, খড়্গ, বনমালা, উহার বাহিরে অগ্রভাগে গরুড়, দক্ষিণে শঙ্খনিধি, বামে পদ্মনিধি, পশ্চিমে ধ্বজ, অগ্নিকোণে বিঘ্ন, নৈর্ঋতে আর্য্যা, বায়ুকোণে দুর্গা এবং ঈশানে সেনানী এই সকলের পূজা করিয়া তাহার বাহিরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদিকে পূজা করিবে। অনন্তর ধূপ ও দীপ দানান্তে যথাশক্ত নৈবেদ্য বস্ত্র নিবেদন করিবে।

বিষ্ণুপূজায় নৈবেদ্যদানের বিশেষত্ব আছে। গৌতমীয় তন্ত্র মতে স্বর্ণ, তাম্র বা রৌপ্যপাত্রে অথবা পদ্মপত্রে বিষ্ণুর নৈবেদ্য দান করিবে। আগমকল্পদ্রুমে লিখিত আছে, রাজত, কাংস্য, তাম্র, বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্র অথবা পলাশপত্র বিষ্ণুর নৈবেদ্য-দান পক্ষে প্রশস্ত।

যাহা হউক, উক্ত যে কোন পাত্রে বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া মূলমন্ত্রে দেবোদ্দেশে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দানান্তে 'ফট্' এই মন্ত্রে উহা প্রোক্ষণ চক্রমুদ্রায় অভিরক্ষণ, 'যং' মন্ত্রে দোষসমূহ সংশোধন, 'রং' মন্ত্রে দোষদহন এবং 'বং' মন্ত্রে অমৃত করণ করিয়া অষ্টধা মূল মন্ত্র জপ করিবে। পরে 'বং' এই ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া হরির নিকট প্রার্থনা করিবে। অনন্তর "অস্য মুখতো মহঃ প্রসবেৎ" এইরূপ ভাবনা করিয়া স্বাহা ও মূলমন্ত্র উচ্চারণার্থে নৈবেদ্যে জলদান করিবে। অতঃপর মূল-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, "এতন্নৈবেদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা নৈবেদ্য ধারণ করিয়া "ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হর"। এই মন্ত্রে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। অনন্তর 'অমৃতোপস্তরণমসি' এই মন্ত্রে জলদানান্তে বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রণবাদি মুদ্রা সকল প্রদর্শন করিবে। যথা—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' এই বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকা, 'ওঁ ব্যানায় স্বাহা' এই বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মধ্যমা ও অনামা, 'ওঁ উদানায় স্বাহা' এই বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামা এবং ওঁ সমানায় স্বাহা বলিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা সর্ব্বাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা অনামিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া 'ব্রৌঁ নমঃ পরায় অন্তরাত্মনে অনিরুদ্ধায় নৈবেদ্যং কল্পয়ামি' এই বলিয়া নৈবেদ্য মুদ্রা প্রদর্শন করিবে এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 'অমুকদেবতাং তর্পয়ামি' এই বলিয়া ৪ বার সন্তর্পণান্তে 'অমুকদেবতায়ৈ এতজ্জলমমৃতাপিধান-মসি' এই মন্ত্রে জলদানপূর্ব্বক আচমনীয় প্রভৃতি দান করিবে।

বিষ্ণুকে নৈবেদ্য নিবেদন করিবার পর সাধারণ পূজাপদ্ধতি বিহিত বিসর্জ্জনান্তে যাবতীয় কর্ম্ম সমাপন করিবে। ষোড়শ লক্ষ জপ করিলে বিষ্ণুমন্ত্রের পুরশ্চরণ হইয়া থাকে।

"দ্বিকারলক্ষং প্রজপেন্মন্ত্রমেনং সমাহিতঃ।
তদ্দশাংশং সরসিজৈর্জুহুয়াম্মধুরাপ্লুতৈঃ॥" (তন্ত্রসার)

স্মৃতিগ্রন্থাদিতে যেরূপ বিষ্ণুপূজা বিহিত হইয়াছে, তাহা আহ্নিকতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে এখানে উহা উদ্ধৃত হইল না। প্রাণতোষিণীতন্ত্রে বিষ্ণুগোত্রপ্রকাশনের বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে।

শিবপূজায় শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া পরে বিষ্ণুর অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিতে হয়। বিষ্ণুর অষ্টমূর্ত্তির নাম যথা—উগ্র, মহাবিষ্ণু, জ্বলন্ত, সর্ব্বতাপন, নৃসিংহ, ভীষণ, ভীম ও মৃত্যুঞ্জয়। এই সকল নামে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া আদিতে প্রণব এবং অন্তে

* তাম্রপাত্রং প্রভোর্দ্দেবি কোটিকোটিগুণং মতম্।
তস্যৈব শতভাগাংশং মৃৎপাত্রং শঙ্খ- প্রকীর্ত্তিতম্।
মৃৎপাত্রস্য তথা প্রোক্তং স্বর্ণং বা রাজতং তথা।
পঞ্চপাত্রং হরেঃ শস্তং পাত্রমন্যন্ন যোজয়েৎ॥" (গৌতমীয় তন্ত্র)

'বিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। বিষ্ণুর এই অষ্টমূর্তি পূজা শিবালয়ের সম্মুখাদিক্রমে করিতে হইবে। (লিঙ্গার্চনতন্ত্র ৭ পঃ)

বিষ্ণুকে নমস্কার ও ফলশ্রুতি।

যাঁহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই বা ব্যয় নাই, সেই অনাদিনিধন মুক্তিহেতু বিষ্ণুকে যে মানব নমস্কার করে, সে সকলেরই নমস্য হয়, সুতরাং সেই আনন্দময় বিজ্ঞান পুরুষকে সতত ভক্তিভরে প্রণাম করিব। যিনি সকল লোকের অধিপতি, যাঁহার দেহ-কান্তি নবনীরদনিভ সেই অপ্রমেয় কৃষ্ণরুচি কৃষ্ণের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণত হইলে অতি অধম চণ্ডালও সদ্যঃ বিশুদ্ধ হইয়া যায়। ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুর অর্চনা করে, তাহার যে গতিলাভ হয়, শত শত ক্রতুদ্বারাও সে গতি সুলভ নহে। যে কোন স্থানে বসিয়া শুইয়া বা দাঁড়াইয়া থাকুক, সর্ব্বত্র সর্ব্ব অবস্থাতেই 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্রের আশ্রয় লইবে ইহাই মানবের পরমমঙ্গল। ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ মধুসূদনের স্তব করিয়া যখন তাঁহাদের জ্ঞানের সীমায় শেষ হইয়াছে, তখনই তাঁহারা নিবৃত্ত হইয়াছেন, পরন্তু গোবিন্দের গুণের সীমা পাইয়াছেন বলিয়া নিবৃত্ত হন নাই। বলা বাহুল্য বিষ্ণুভক্তি, বিষ্ণুপ্রণাম ও বিষ্ণুস্মরণ, সকল মঙ্গলের নিদান। আধিব্যাধি ও পাপতাপ সকলই বিষ্ণু নামে বিদূরিত হয়। অধিক কি, বিষ্ণু ভক্তিবশে মুক্তি পর্য্যন্ত মানবের করায়ত্ত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ফলশ্রুতি প্রভৃতি গরুড়পুরাণের কথা। ঐ পুরাণের ২৩২ ২৩৪ অধ্যায়ে এইরূপ বিষ্ণুভক্তি, বিষ্ণুর নমস্কার, পূজা, স্তুতি ও ধ্যান সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে এখানে সে সকল উল্লিখিত হইল না।

বিষ্ণুনামের ব্যুৎপত্তি।

মৎস্যপুরাণে পৃথিবীর মুখে বিষ্ণুর কতিপয় নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবর্ষিগণের মধ্যে বিষ্ণুই মাত্র অবশেষ, তাই তাঁহার নাম শেষ। ব্রহ্মাদি দেবগণের ধ্বংস আছে, কিন্তু বিষ্ণুর ধ্বংস নাই, তিনি স্বস্থান হইতে অবিচ্যুত, তাই তাঁহার নাম অচ্যুত। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে তিনিই নিগৃহীত করিয়া হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম হরি। দেহ, যশঃ ও শ্রীদ্বারা তিনি ভূতবৃন্দকে সর্ব্বতনকালে সম্মানিত করেন, তাই তিনি সনাতন। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কেহই তাঁহার অন্ত পায় না, সেইজন্য তিনি অনন্ত। শত শত কোটি কোটি কল্পেও তাঁহার ক্ষয় নাই, তিনি অক্ষর ও অব্যয় তাই তাঁহাকে বিষ্ণু বলা যায়। নারা অর্থে জল তাহাতে তিনি অয়ন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম নারায়ণ। প্রতিযুগে পৃথিবী প্রণষ্ট হইলে তিনিই আবার তাহাকে লাভ করিয়া থাকেন, সেজন্য তিনি গোবিন্দ নামে অভিহিত। হৃষীক অর্থে ইন্দ্রিয়, তিনি তাহার অধিপ, তাই তাঁহাকে হৃষীকেশ বলা যায়। যুগান্তকালে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় ভূতবৃন্দ তাঁহাতে কিম্বা তিনিই ভূতবৃন্দে বাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। প্রতিকল্পে ভূতগণকে বারবার সঙ্কর্ষণ বা সংহরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। দেব, অসুর কিম্বা রক্ষঃ কেহই প্রতিপক্ষ হইয়া তিষ্ঠিতে পারে না, সকল ধর্ম্মেরই তিনি প্রতিষ্ঠা বা পাতা, তাই তাঁহার নাম প্রদ্যুম্ন। ভূতবিরোধ মধ্যে তাঁহার কোনই নিরোধ নাই, তাই তাঁহার অপর নাম অনিরুদ্ধ। (মৎস্যপু° ২২২ অঃ)

বিষ্ণুলোক-লাভ।

সকাম ব্যক্তি কর্ম্মভোগ করে। কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তি দেহত্যাগের পর নিরুপদ্রবে নিরাময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। নিষ্কামীদিগকে পুনরায় আর সংসারে আসিতে হয় না। যাহারা বিষ্ণু কৃষ্ণের আরাধনা করে, তাহাদের গতি বৈকুণ্ঠে এবং চতুর্ভুজ নারায়ণের ভক্ত সেবকগণের স্থান গোলকে হইয়া থাকে। সকাম বৈষ্ণবগণের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে পুনরায় ভারতে আসিয়া বিপ্রাদি কুলে জন্ম লইতে হয়। পরে কালক্রমে তাঁহারাও নিষ্কাম সাধক হন।

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ২০ অঃ)

বিষ্ণু শব্দের চতুর্থীতে 'বিষ্ণবে' পাঠ না বলিয়া যদি কোন মূর্খ ভ্রমবশতঃ বিষ্ণায় শব্দ প্রয়োগ করে তাহা হইলেও তাহার মনের অভিপ্রায়ানুসারে ফললাভ হইয়া থাকে। ভ্রমজন্য বিশেষ ব্যত্যয় হয় না।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় বুধো বদতি বিষ্ণবে।
নম ইত্যেবমর্থং চ দ্বয়োরেব সমং ফলম্॥ (পঞ্চরত্ন ১।১২।৩৯)

বিষ্ণু, কএকজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ১ সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ গোপীরাজের শিষ্য। ইঁনিও একজন জ্যোতির্বিদ বলিয়া মার্ত্তণ্ড-বল্লভে বর্ণিত হইয়াছেন। ২ আশ্বলায়নগৃহ্যকারিকা বর্ণিত একজন গ্রন্থকর্তা। ৩ আশ্বলায়ন প্রয়োগবৃত্তি রচয়িতা। ইঁনি দেবস্বামী, নারায়ণ প্রভৃতির পদানুসরণ করিয়াছেন। ৪ কাল্যষ্টক-রচয়িতা। ৫ কুণ্ডমরীচিমালা প্রণেতা। ৬ বিষ্ণাপরাধপ্রায়শ্চিত্ত রচয়িতা। ৭ শিবমহিম্নস্তোত্র-প্রণেতা। ৮ একজন প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

বিষ্ণু উপাধ্যায়, বিষ্ণুগূঢ় বা বিষ্ণুগূঢ়ার্থ নামক বেদান্তগ্রন্থ-রচয়িতা।

বিষ্ণুঋক্ষ (ক্লী) বিষ্ণুর্দেবতাস্য ঋক্ষম্। শ্রবণা নক্ষত্র।

"উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাম্।
একাদশ্যাদ্ধবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বিষ্ণুকন্দ (পুং) বিষ্ণুপ্রিয়ঃ কন্দঃ। মূলবিশেষ। ইহাই কোঙ্কণে প্রসিদ্ধ জলমধ্যজাত মহাকন্দ। পর্য্যায়—বিষ্ণুগুপ্ত,

স্বল্পপুট, মহাসম্পুট, অনবাস, বৃহৎকন্দ, দীর্ঘপত্র, হরিপ্রিয়। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রুচ্য, সন্তর্পণকারী এবং পিত্ত, দাহ ও শোষ-নাশক। (রাজনি°)

বিষ্ণুকবচ (ক্লী) ধারণীভেদ। অগ্নিপুরাণে বিষ্ণুর মাহাত্ম্যসূচক এই কবচ লিখিত আছে।

বিষ্ণুকবি (পুং) ১ স্তোত্রপ্রবন্ধযুক্ত একজন কবি। ২ ক্রতুরত্ন-মালা নামে একখানি শাঙ্খায়নসূত্রপদ্ধতি রচয়িতা। শ্রীপতির পুত্র এবং জগন্নাথ দ্বিবেদীর পৌত্র।

বিষ্ণুকাঞ্চী (স্ত্রী) দাক্ষিণাত্যের একটী প্রাচীননগরী এবং পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। শঙ্করাচার্য্য এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

বিষ্ণুকান্তী (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

বিষ্ণুকুণ্ড, প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্গত লোহিত্য নদীর দক্ষিণস্থ একটী প্রাচীন তীর্থ। (যোগিনীতন্ত্র ১।৭।২) হিমবৎ-খণ্ডেও এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বিষ্ণুক্রম (পুং) বিষ্ণোঃ ক্রমঃ। বিষ্ণুর পাদন্যাস।

(তৈত্তিরীয়স° ৪।২।১।১)

বিষ্ণুক্রান্ত (পুং) সঙ্গীতের তালভেদ। [ব্রহ্মক্রান্ত দেখ।]

বিষ্ণুক্রান্তা [ন্তি] (স্ত্রী) বিষ্ণুবর্ণঃ ক্রান্তো বা যয়া বিষ্ণুতুল্য-বর্ণত্বাৎ বিষ্ণুপরিক্রান্তত্বাচ্চ অস্যাঃ তথাত্বম্। ১ নীল অপরা-জিতা। মহারাষ্ট্র—বিষ্ণুক্রান্তা। কর্ণাট—বিষ্ণুকাবে। পর্য্যায়—হরিক্রান্তা, নীলপুষ্পা, অপরাজিতা, নীলক্রান্তা, সুনীলা, বিক্রান্তা, ছর্দ্দিকা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, বাতশ্লেষ্মরোগ ও বিষদোষ নাশক, মেধাবর্দ্ধক, পবিত্রতা-কারক ও শুভ ফলপ্রদ এবং ক্রিমি, ব্রণ ও কফরোগে হিতকর।

২ বারাহীকন্দ। (বৈদ্যকনিঘ°) ৩ জ্যোতিষোক্ত সংক্রান্তি বিশেষ। স্থিরাং। বিষ্ণুক্রান্তি—শঙ্খপুষ্পী।

বিষ্ণুক্ষেত্র (ক্লী) তীর্থভেদ।

বিষ্ণুগঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ।

বিষ্ণুগঞ্জ, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৩৯।৮৫)

বিষ্ণুগণক, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্। জ্যোতির্বিদ্‌প্রধান দিবাকরের পুত্র এবং কেশব ও বিশ্বনাথের ভ্রাতা।

বিষ্ণুগাথা (স্ত্রী) বিষ্ণু কথা, বিষ্ণু সম্বন্ধীয় আলাপ বা আলোচনা।
"গন্ধকলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ।" (ভাগবত ১১।২৯।১৫)

বিষ্ণুগুপ্ত (পুং) বিষ্ণুনা গুপ্তঃ রক্ষিতঃ। ১ কৌণ্ডিন্য নামে পরিচিত একজন ঋষি ও বিখ্যাত বৈয়াকরণ। ইনি হর-কোপানলে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু তাঁহাকে মহাদেবের রোষবহ্নি হইতে রক্ষা করেন। তাই তিনি পরে বিষ্ণুগুপ্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

২ পৃষ্ঠপোষকতাকারী সুপণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ জনৈক ব্রাহ্মণ। চাণক্যনামে সাধারণে বিদিত। যিনি মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুদ্রারাক্ষস নাটকে বিষ্ণু-গুপ্ত চরিত্রে তাঁহার চরিত্র চিত্রিত হওয়ার পর, তিনিও বিষ্ণুগুপ্ত নামে আখ্যাত হন। ৩ বাৎস্যায়ন মুনি। পর্য্যায়—কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রমিল, অঙ্গুল, বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, পক্ষিল, স্বামী। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

৪ মহামূলক। ৫ বিষ্ণুকন্দ। (ক্লী) ৬ চাণক্যমূল। (রাজনি°) (পুং) ৭ দেবর্ষি।

বিষ্ণুগুপ্ত, একজন সুপ্রাচীন জ্যোতির্বিদ। বিষ্ণুগুপ্তসিদ্ধান্ত-খানি কি ইহার রচিত? বরাহমিহির, উৎপল, হেমাদ্রি প্রভৃতি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

২ শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

বিষ্ণুগুপ্তক (ক্লী) চাণক্য মূলক। (রাজনি°)

বিষ্ণুগুপ্তদেব, ১ মগধের গুপ্তবংশীয় একজন সম্রাট্। দেবগুপ্ত-দেবের পুত্র। পরমভট্টারিকা রাজমহিষী ইজ্জাদেবীর গর্ভে ইহার জীবিতগুপ্তদেব (২য়) নামে এক পুত্র জন্মে।

২ রাজা বিষ্ণুগুপ্তের পুত্র। রাজা একটী জলনালী সংস্কারের জন্য সামন্ত চন্দ্রবর্ম্মাকে যে আদেশ পত্র দান করেন, যুবরাজ বিষ্ণুগুপ্ত তাহারই দূতক। ইনি অনুমান ৬৫৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বিষ্ণুগূঢ়স্বামী, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্য ও আশ্বলায়নপরিশিষ্ট-ভাষ্য প্রণেতা। এতদ্ভিন্ন উক্থপ্রয়োগ ও দশরাত্রপ্রয়োগ নামে ইহার রচিত দুইখানি খণ্ডগ্রন্থও পাওয়া যায়।

বিষ্ণুগৃহ (ক্লী) বিষ্ণবে প্রতিষ্ঠিতং গৃহম্। ১ বিষ্ণুমন্দির। কাষ্ঠই হউক অথবা পক্ব (ইষ্টকাদি) বা অপক্ব মৃদাদি দ্বারাই হউক হরিমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলে লোক ইহলোকে সুখভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তির অধিকারী হয়। বহ্নিপুরাণে বিষ্ণুগৃহ-প্রতিষ্ঠার ফল এইরূপ কথিত হইয়াছে।

বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা পর্য্যন্ত দূরে থাকুক, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে মন্দির নির্ম্মাণের আন্তরিক ইচ্ছা বা তৎসম্বন্ধে একাগ্রমনে চিন্তা, অথবা কেহ ঐ বিষয়ক অভিপ্রায় জানাইলে, তাহার প্রস্তাবে সম্যক্ অনুমোদন করেন, তাঁহারাও সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন, তাঁহারা ঐ মন্দিরের অভিষ্ট ফলের সমসংখ্যক সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ করিবেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা হরিমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিয়া দেন তাঁহারাও পূর্ব্ববৎ ফলের অধিকারী হন।" (বহ্নিপুরাণ)

২ তাম্রলিপ্তনগর [তমলুক দেখ।]

৩ জবপুর নামক নগর।

বিষ্ণুগোপ, ১ দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুরের একজন রাজা। গুপ্ত-সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ইঁহাকে পরাজয় করেন। ইনি দেবরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুগ্রন্থি (পুং) যোগপ্রকরণোক্ত ষটচক্রান্তর্গত গ্রন্থিভেদ। (হঠপ্রদীপিকা)

বিষ্ণুচক্র (ক্লী) বিষ্ণোশ্চক্রমিব। ১ হস্তস্থ রেখাময় চক্রবিশেষ, এই চক্র যাহার হস্তে থাকে সে ব্যক্তি রাজচক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সর্ব্ব ভূমীশ্বর হয় এবং তাহার প্রভাব অব্যাহত ও স্বর্গপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। (বিষ্ণুপুরাণ ১।১৩)

২ সুদর্শন চক্র।

বিষ্ণুচন্দ্র, ১ রূপসমুচ্চয়তন্ত্র ও সর্ব্বসারতন্ত্র নামক দুইখানি তন্ত্র-রচয়িতা। এই তন্ত্রদ্বয়ে পুরাণ ও তন্ত্রসমূহ হইতে শাক্ত ও শৈব সম্প্রদায়ের উপাস্য বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

২ বশিষ্ঠসিদ্ধান্তপ্রণেতা। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভট্টোৎপল ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিষ্ণুচিত্ত, কল্পসূত্রব্যাখ্যা, প্রমেয়সংগ্রহ, বিষ্ণুপুরাণটীকা ও সন্ন্যাসবিধি নামক গ্রন্থপ্রণেতা। বিষ্ণুচিত্তের কল্পসূত্রব্যাখ্যা এবং রামাণ্ডার বা রামামিচিৎ কৃত আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রভাষ্য পর্য্যালোচনা করিলে উভয়কেই পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু উভয়ে এক ব্যক্তি কি না, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় নাই।

বিষ্ণুজ (ত্রি) বিষ্ণুজাত, বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন। (বরাহস° ৪৬।১১)

বিষ্ণুতত্ত্ব (ক্লী) বিষ্ণোস্তত্ত্বম্। বিষ্ণুর মাহাত্ম্য। যে গ্রন্থে বিষ্ণুর মৌলিকত্ব আলোচিত হইয়াছে।

বিষ্ণুতর্পণ (ক্লী) বিষ্ণুর উদ্দেশে তর্পণ।

বিষ্ণুতিথি (পুং স্ত্রী) হরিবাসর, শুক্লা একাদশী ও দ্বাদশী তিথিভেদ।

বিষ্ণুতীর্থ, ১ সন্ন্যাসবিধিপ্রণেতা। স্মৃতার্থসাগরে ইঁহার রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত আছে।

২ স্কন্দপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

বিষ্ণুতৈল (ক্লী) বাতব্যাধিরোগোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের এবং গব্য বা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের লইয়া তাহার সহিত শিলাতলে সিপিষ্ট শালপাণ, চাকুলে, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী নাটার মূল, শত-মূলী, নীলঝিণ্টার মূল, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমাণে যোগ করিয়া লৌহ বা মৃৎপাত্রে (কটাহাদিতে) ৬৪ সের জল দ্বারা পাক করিতে হয়। পাকশেষে অর্থাৎ মাত্র তৈলা-বশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া বাতব্যাধি কি যে কোনরূপের বায়ুর বিকৃতি অবস্থায় ব্যবহার করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

বৃহদ্বিষ্ণুতৈল—প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ১৬ সের, শত-মূলী রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, এই সকলের সহিত মুধা অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক (অভাবে গুলঞ্চ ও বংশলোচন) শটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু দেবদারু, মৌরী পদ্মকাষ্ঠ, সৈন্ধব, জটামাংসী, দারুচিনি, এলাচী, কুড়, বচ, শৈলজ, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি শ্বেতচন্দন কুঙ্কুম শালপাণ, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কুন্দুরখোটী, খাঁটেলা ও নখী শিলাতলে সুপিষ্ট করিয়া মিশাইবে এবং ৩২ সের জলে উহাদিগকে জ্বাল দিয়া পাকাবসানে নামাইয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। এই তৈলে সর্ব্বপ্রকার বাতবিকার বিনষ্ট হয়।

বিষ্ণুত্ব (ক্লী) বিষ্ণুর ভাব বা ধর্ম্ম। (মার্কপু° ৪৬।১৪)

বিষ্ণুত্রাত, আচার্য্যভেদ। ইনি যোগশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

বিষ্ণুদত্ত (ত্রি) বিষ্ণুনা দত্তং। ১ বিষ্ণুপ্রদত্ত, বিষ্ণু যাহা দিয়াছেন। (ভাগবত ৫।১৭।৪)

বিষ্ণুদত্ত অগ্নিহোত্রিন্, শ্রাদ্ধাধিকার-রচয়িতা।

বিষ্ণুদাস, ১ একজন সামন্ত মহারাজ। ইনি পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ২য় চন্দ্রগুপ্তের অধীন ছিলেন। ২ একজন বৈষ্ণব সাধু। (ভবিষ্যভক্তি)

বিষ্ণুদাস (শ্রীপতি), একজন নরপতি (১৮২০ খৃঃ)। ইনি তাজিকসারপ্রণেতা সামন্তের প্রতিপালক ছিলেন।

বিষ্ণুদেব, ১ মন্ত্রদেবতাপ্রকাশিকা প্রণেতা। ইনি লক্ষ্মীশের পুত্র ও পরমারাধ্যের পৌত্র। ২ একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ। গুপ্তরাজ হস্তিন্ ইঁহাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুদৈবজ্ঞ, একজন জ্যোতির্ব্বিদ। ইনি বৃহচ্চিন্তামণিটীকা বিষ্ণুকরণোদাহরণ ও সূর্য্যপক্ষশরণ নামে তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বিষ্ণুদৈবত [ত্য] (ত্রি) বিষ্ণুঃ দৈবতং দৈবত্যং বা যস্য। বিষ্ণু দেবতাক দ্রব্যাদি, যে দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু, বিষ্ণুবাচিক দ্রব্য।

"গৃহস্থ সর্ব্বদৈবতং যদন্যৎ দ্বিজসত্তমাঃ।
তজ্জ্ঞেয়ং বিষ্ণুদৈবত্যং সর্ব্বং বা বিষ্ণুদৈবতম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

(ক্লী) ২ শ্রবণানক্ষত্র। এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিষ্ণুদৈবত্যা (স্ত্রী) বিষ্ণুঃ দৈবতমস্যাঃ। একাদশী ও দ্বাদশী তিথি। এই দুই তিথির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বিষ্ণু।

"একাদশী দ্বাদশী চ প্রোক্তা শ্রীচক্রপাণিনঃ।
ত্রয়োদশী অনঙ্গস্য শিবস্যোক্তা চতুর্দ্দশী॥" (স্মৃতি)

বিষ্ণুদ্বিষ্ (পুং) বিষ্ণুং দ্বেষ্টি ইতি বিষ্ণু-দ্বিষ্-ক্বিপ্। ১ অসুর, দৈত্য, দানব ইত্যাদি। ২ একজন জৈন।

বিষ্ণুদ্বীপ (ক্লী) দ্বীপভেদ।

বিষ্ণুধর্ম্ম (পুং) বিষ্ণুপ্রধানো ধর্ম্মোঽস্মিন্। স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ। এইগ্রন্থে বিষ্ণুবিষয়ক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে।

"অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
বিষ্ণুধর্ম্মাদি শাস্ত্রাণি শিবধর্ম্মাশ্চ ভারত ॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ বিষ্ণুর উপাসনাযোগ্য ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মাবলম্বনে বিষ্ণুর উপাসনা করিতে হয়। ৩ বৈষ্ণবধর্ম্ম। ৪ বিদ্যাবিশেষ। যথাবিধানে এই বিদ্যা উপাসনা করিলে ইষ্টলাভ হয়।

"জপ্যাপ জপ্তা চেত্থং বিষ্ণুধর্ম্মাখ্যবিদ্যয়া।
সর্ব্বান্ শত্রূন্ বিনির্জ্জিত্য তান্ বধ্যো মহেশ্বরঃ ॥"

(গরুড়পুরাণ ২০১ অ°)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর (ক্লী) পুরাণসংহিতাবিশেষ। এই সংহিতার প্রশ্নকর্ত্তা জনমেজয়পুত্র এবং বক্তা শৌনকাদি ঋষি। ইহাতে প্রায় একশত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বিষ্ণুপুরাণের একাংশ। কেহ কেহ ইহাকে একখানি উপপুরাণ মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। বল্লালসেন স্বকৃত দানসাগরে ও হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষ্ণুধারা (স্ত্রী) ১ তীর্থভেদ। ২ হিমবৎপাদনিঃসৃতা নদীভেদ। (হিম° খ° ৩২।২৯)

বিষ্ণুনদী (স্ত্রী) ১ নদীভেদ। ২ বিষ্ণুপাদোদ্ভবানদী।

বিষ্ণুনন্দিন্, একজন ব্রাহ্মণ। গুপ্তসম্রাট্ মহারাজ সর্ব্বনাথ ইহাকে ভূমিদান করেন।

বিষ্ণুপতি, তত্ত্বচিন্তামণিদর্পণদীপন-রচয়িতা। পিতার নাম রামপতি।

বিষ্ণুপত্নী (স্ত্রী) ১ বিষ্ণুর পত্নী, লক্ষ্মী। ২ অদিতি।

"বিষ্ণুপত্নৈ চকরয়ে" (শুক্লযজু° ২৯।৬০)
'বিষ্ণুপত্ন্যো অদিত্যৈ' (মহীধর)

বিষ্ণুপঞ্জর (ক্লী) বিষ্ণুরেব পঞ্জরমিব যস্মিন্, তদাত্মবিষ্ণুর্নির্ভর-রক্ষণকারিত্বাদস্য তথাত্বং। বিষ্ণুকবচবিশেষ। বামনপুরাণে এই কবচের বিষয় কথিত হইয়াছে, এই কবচ ধারণ করিলে সকল প্রকার ভয় দূর হয়। (বামনপু° ১৭ অ°)

বিষ্ণুপদ (ক্লী) বিষ্ণোঃ পদং। ১ আকাশ। (অমর) ২ ক্ষীর-সমুদ্র। (মেদিনী) ৩ পদ্ম। (হেম) ৪ তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে স্নান করিয়া বামনদেবের পূজা করিলে সকল পাপ দূর এবং বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

"তত্র বিষ্ণুপদে স্নাত্বা অর্চ্চয়িত্বা চ বামনম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥" (ভারত ৭।৮৩।১৬)

৫ কৈলাসপর্ব্বতের স্থানবিশেষ। (ভারত ৫।১১১।১২)
৬ পর্ব্বতবিশেষ। (হরিবংশ ৩১।৪৩)
৭ বিষ্ণুর স্থান। (বিষ্ণুপুরাণ ২।৮ অ°)
৮ ভ্রূমধ্য। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি এই স্থান দেখিতে পায় না।

"অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
আসন্নমৃত্যুর্নো পশ্যেচ্চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্ ॥
অরুন্ধতী ভবেজ্জিহ্বা ধ্রুবো নাসাগ্রমুচ্যতে।
বিষ্ণোঃ পদানি ভ্রূমধ্যে নেত্রয়োর্মাতৃমণ্ডলম্ ॥"

(কাশীখ° ৪২।১৩ ১৪)

৯ বিষ্ণুর পদ। ভারতের যে যে স্থানে বিষ্ণুর পদচিহ্ন বিদ্যমান আছে, সেই সেই স্থান এক একটী তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপদ বিরাজিত দেখা যায়। বৃহন্নীলতন্ত্রেও একটী বিষ্ণুপদের উল্লেখ আছে। ইহার সন্নিকটে গুল্মার্চ্চিতীর্থ। (বৃ°নীল ২১-২২ অঃ)

বিষ্ণুপণ্ডিত, ১ গণিতসার-রচয়িতা। দিবাকরের পৌত্র ও গোবর্দ্ধনের পুত্র। ইহার অগ্রজ গদাধর ১৪২০ খৃষ্টাব্দে লীলাবতীটীকা প্রণয়ন করেন। ২ তাৎপর্য্যদীপিকা নামে অনর্ঘরাঘবটীকা-প্রণেতা। ইনি শিশুপালবধটীকা-প্রণেতা চন্দ্রশেখরের পিতা এবং রামভট্টের পুত্র। ৩ গোত্রপ্রবর-দীপপ্রণেতা।

বিষ্ণুপদী (স্ত্রী) বিষ্ণোঃ পদং স্থানং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ গঙ্গা, গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভূতা হন, এই জন্য উঁহাকে বিষ্ণুপদী কহে। ২ সংক্রান্তিবিশেষ। বৃষ, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও সিংহ রাশিতে সূর্য্যসংক্রমণ হইলে তাহাকে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি কহে। অর্থাৎ যে যে সংক্রান্তিতে সূর্য্য মেষরাশি হইতে বৃষে, কর্কট হইতে সিংহে, তুলা হইতে বৃশ্চিকে, এবং মকর হইতে কুম্ভ রাশিতে গমন করেন, তাহাদিগকে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি বলে, অতএব বৈশাখ গত হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাস আরম্ভে এবং এতদ্রূপ শ্রাবণ গত হইয়া ভাদ্র, কার্ত্তিকের পর অগ্রহায়ণ ও মাঘ অন্তে ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে যে সংক্রান্তি হয়, এ কয়টী বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি নামে অভিহিত হয়। এই বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি অতিশয় পুণ্যতমা, ইহাতে পুণ্যতীর্থে স্নানদানাদি করিলে লক্ষগুণ ফল হয়।

"ধনুর্মিথুনকন্যাসু মীনে চ ষড়শীতয়ঃ।
বৃষবৃশ্চিককুম্ভেষু সিংহে বিষ্ণুপদী স্মৃতা ॥
অয়নে কোটিগুণিতং লক্ষং বিষ্ণুপদীষু চ।
ষড়শীতিসহস্রন্তু ষড়শীত্যামুদাহৃতম্ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বিষ্ণুপদীচক্র (ক্লী) বিষ্ণুপদ্যাঃ সংক্রান্ত্যাঃ চক্রং। জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, ভাদ্র ও ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে শুভাশুভজ্ঞাপক

চক্র। কালপুরুষের অঙ্গে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিয়া এই চক্র নিরূপণ করিতে হয়। এই বিষ্ণুপদীসংক্রান্তিতে যে নক্ষত্রে সূর্য্যসংক্রমণ হয়, সেই নক্ষত্র মুখে এবং তাহা হইতে দক্ষিণবাহুতে চারিটী, পদদ্বয়ে তিন তিনটী, বামবাহুতে চারিটী, হৃদয়ে ৫টী, চক্ষুর্দ্বয়ে দুই দুইটী, মস্তকে দুইটী এবং গুহ্যে একটী এইরূপে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। ফল যথাক্রমে রোগ, ভোগ, যান, বন্ধন, লাভ, ঐশ্বর্য্য, রাজপূজা ও অপমৃত্যু এই সকল জানিতে হইবে।

"ঋক্ষে সংক্রমণং যত্র বিষ্ণুপদ্যাং মুখে তু তৎ।
চত্বারি দক্ষিণে বাহৌ ত্রীণি ত্রীণি পদদ্বয়ে॥
চত্বারি বামবাহৌ চ হৃদয়ে পঞ্চ নির্দ্দিশেৎ।
অক্ষো র্দ্বেং দ্বয়ং মৌল্যাং মূর্দ্ধি দ্বৌ চৈককং গুদে॥

ফলং যথা—
রোগো ভোগস্তথা যানং বন্ধনং লাভ এব চ।
ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ অপমৃত্যুরিতি ক্রমাৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিষ্ণুপরায়ণ (ত্রি) বিষ্ণুভক্ত। বৈষ্ণব।

বিষ্ণুপর্ণিকা (স্ত্রী) পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া।

বিষ্ণুপর্ণী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী। (বৈদ্যকনিঘ°)

বিষ্ণুপাদ (স্ত্রী) ১ বিষ্ণুর পদচিহ্ন। ২ একটী গণ্ডশৈল। বৈষ্ণবচূড়ামণি রাজা চন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশে ইহার উপরে একটী ধ্বজ (স্তম্ভ) নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শিলালিপিসম্বলিত ঐ ধ্বজ এখন দিল্লীর সমীপদেশে সংরক্ষিত। প্রকৃত বিষ্ণুপাদশৈলের অবস্থান পুষ্কর শৈলের নিকট।

বিষ্ণুপাদুকা, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত চম্পানগরের নিকটস্থ কবীরপুরে অবস্থিত একটী সুপ্রসিদ্ধ জৈনমন্দির। ঐ মন্দিরে বিষ্ণুপদ বিরাজিত আছে বলিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা উহার প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে। জৈনেরা উহাকে জৈনসম্প্রদায়ের উপাস্য চতুর্ব্বিংশতি দেবতার পদচিহ্ন বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

বিষ্ণুপীঠ, যোগিনীতন্ত্রোক্ত পীঠভেদ। (যোগিনীতন্ত্র ১৭)

বিষ্ণুপুত্র (পুং) বিষ্ণোঃ পুত্রঃ। বিষ্ণুর তনয়।

বিষ্ণুপুর, ১ বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপুর, কোটালপুর, ইন্দাস ও সোনামুখী লইয়া গঠিত।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন নগর। ইহা উক্ত জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে দ্বারিকেশ্বর নদের কয়েক মাইল দক্ষিণে ২৩°২০´৩০″ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°৫৬´৩০″ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এখানে প্রায় ২০০০০ লোকের বাস। এই নগরটী প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী বলিয়া খ্যাত। ইহা বাঁকুড়া জেলার বাণিজ্যের প্রধান স্থান। বিষ্ণুপুর হইতে চাউল, তৈল-শস্য, লাক্ষা, তুলা, রেশম প্রভৃতি রপ্তানী এবং নানাবিধ বিলাতীদ্রব্য, লবণ, তামাক, মসলা, মটর কলাই প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী হয়। এই নগরে বহু সংখ্যক তন্তুবায়ের বাস এবং ইহার নানা স্থানে বহু সংখ্যক হাট বাজার আছে। এই স্থান উত্তম রেশম বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে সাধারণ বিচারালয়াদি ব্যতীত বিদ্যালয়, হিন্দুমন্দির ও মুসলমানের মসজিদাদিও বিদ্যমান। এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন উচ্চ রাজপথ কলিকাতা হইতে এই নগরের মধ্য দিয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশাভিমুখে গিয়াছে। বিষ্ণুপুর হইতে অপর একটী প্রসিদ্ধ শাখা রাজপথ দক্ষিণে মেদিনীপুরের দিকে গিয়াছে। প্রবাদানুসারে প্রাচীন বিষ্ণুপুর স্বর্গের "ইন্দ্রভবন" তুল্য মনোরম। এই প্রাচীন নগরের স্থানে স্থানে বহু সংখ্যক সৌধাবলী, পরিখা ও ভিত্তিনির্ম্মাণপ্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই নগর প্রাচীন কালে বহু সংখ্যক প্রাকার ও পরিখা সংযোগে সুদৃঢ় ছিল। সাত মাইল পরিমিত পরিখা ও প্রাকার সকলের সহিত বৃত্তাকার অবস্থায় সেতু সকল দ্বারা সংযোজিত ছিল। দুর্গপ্রাকারের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। ভগ্নাবশেষ সকল বড় কৌতূহলোদ্দীপক ও মনোহর। নগরের মধ্যস্থ মন্দির সকলের ভগ্নাবশেষ হইতে প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়, নগরের দক্ষিণ তোরণের নিকট বিশাল শস্যাগারের ভগ্নাবশেষ, দুর্গের অভ্যন্তরে ইদানীং জঙ্গলাবৃত স্থানে ১০½ ফুট পরিমিত বৃহৎ লৌহের কামান বিরাজিত। প্রবাদানুসারে, বিষ্ণুপুরের রাজগণের মধ্যে একজন দেব প্রসাদরূপে এই কামান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলিলে এই বিষ্ণুপুর রাজবংশ বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বংশগৌরবে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। আবি রেনেলের "History of the East and West Indias" নামক গ্রন্থের মানচিত্রে (London edition 1776) বিশেনপুর (বিষ্ণুপুর) ও কলিকাতা এই দুইটী নগরের নাম, বঙ্গপ্রদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর-রাজ্য স্থাপন দিন হইতেই এখানে ঐ রাজবংশের মল্লাব্দ প্রচলিত দেখা যায়।

বিষ্ণুপুর রাজবংশ বঙ্গের হিন্দুরাজবংশাবলীর মধ্যে অতি প্রাচীন। জনৈক পণ্ডিতকর্ত্তৃক লিখিত এক খানি ইতিহাস হইতে নিম্নে এই রাজবংশের আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইল। বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী জয়পুরের এক রাজবংশের শাখা হইতে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজবংশ আসিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ। জয়পুরের রাজা, দূরদেশভ্রমণের ইচ্ছায় সপত্নীক বহির্গত হইয়া পুরুষোত্তমের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে পথে বিষ্ণুপুর মধ্য দিয়া

যাইতেছিলেন। এই প্রদেশের নিবিড় অরণ্যের কোন পান্থনিবাসে অবস্থানকালে তাঁহার পত্নী এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। রাজা সদ্যঃপ্রসবা রাণীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক মনে করিয়া পুত্রসহ তাঁহাকে তথায় রাখিয়া প্রস্থান করেন। তীর্থযাত্রাকালে মাতাও ঐরূপে পুত্রস্নেহবিহীনা হন বলিয়া শুনা যায়। এই ঘটনার পর শ্রীকাশমিত্তিরা নামক বাগ্‌দী জাতীয় জনৈক আরণ্য অধিবাসী কাঠ আনিতে গিয়া তথায় ঐ সদ্যঃপ্রসূত শিশুটীকে একাকী অসহায় অবস্থায় দেখে। কিন্তু শিশুর জননী বন্য জন্তুকর্তৃক ভক্ষিত হইল বা অসভ্যগণের আশ্রয় লাভ করিল, এ রহস্য আর উদ্ঘাটিত হইল না। পরে সেই কাঠুরিয়া শিশুটীকে আপন আবাসে লইয়া গিয়া সপ্তম বর্ষ পর্য্যন্ত পালন করিলে তত্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণ উক্ত শিশুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এবং তাহাকে রাজোচিত লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া নিজ আবাসে লইয়া যান। ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যবশতঃ শিশুটীকে গোচারণ ও ভরণপোষণার্থ গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন বাগ্‌দীগণের স্নেহে শিশু ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তাহারা তাহাকে রঘুনাথ বা প্রভু রঘু বলিত এবং প্রত্যহ আহার্য্য প্রদান করিত। কোন এক সময়ে বালক, সেহলাবণ্যে ক্রীড়ানিরত সঙ্গীগণের এবং কনিষ্ঠজ্যেষ্ঠ গোপালকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। একদিন বৃদ্ধেরা দিবাবসানে স্ব স্ব গোপালশ্রেণী গৃহাভিমুখে পরিচালন করিতে লাগিল। রঘুনাথের একটী গাভী দলচ্যুত হইলে, বালক রঘু অরণ্যের সর্ব্ব দিকে গাভীর অন্বেষণ করিয়া পরে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বিজন বনে এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে সে নিদ্রিত হইলে এক ভয়ঙ্কর গোখুরা সাপ সন্নিকটস্থ দীর্ঘ তৃণগুচ্ছের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া বিনা দংশনে নিদ্রিত বালকের মস্তকোপরি স্বীয় রঞ্জিত ফণা বিস্তারপূর্ব্বক একদৃষ্টে সূর্য্যাতপ নিবারণ করিতে লাগিল। বালকের পালকপিতা বালকের অদর্শনে কাতর হইয়া তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া বালক ও সর্পকে তদবস্থায় দেখিতে পাইল। "হায় বৎস কেন আমি তোমার বধের নিমিত্ত এখানে পাঠাইলাম" বলিয়া ব্রাহ্মণ রোদন করিতে লাগিল। এদিকে ব্রাহ্মণের আগমনে সর্প ফণা গুটাইয়া চলিয়া গেলে, রৌদ্রতাপে বালক জাগিয়া উঠিল। তখন বৃদ্ধ অশ্রুপ্লাবিতবক্ষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিল, "কখনই তাহাকে বনে প্রবেশ করিতে দিব না। হায় যদি তোমায় হারাইতাম তাহা হইলে আমার কি দশা হইত? আমি তোমায় মুহূর্ত্তেক কালের জন্য নয়নের অন্তরাল করিতে পারিব না। তোমাকে ছিন্নবস্ত্র খণ্ডে আবৃত করিয়া আনয়নের দিবস অবধি তুমি বাগ্‌দীগণ দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিলে আমার হৃদয়ে কি এক গভীর অর্ব্বাচীন স্নেহের উদয় হইল। তোমার সুন্দর বদন, ক্ষুদ্র ও সুকোমল গণ্ডস্থলবাহী অশ্রুবিন্দুর বিষয় জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

একদা স্রোত-জলে বালক একটি সুবর্ণ গোলা প্রাপ্ত হইয়া প্রভুকে প্রদান করিলে, সে ইহা বালকের ভবিষ্যৎ উন্নতিচিহ্নস্বরূপ ভাবিয়া আনন্দের সহিত রক্ষা করিল। ইহার অল্পকাল পরে তত্রত্য মল্ল রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতিশয় আড়ম্বরের সহিত সমাহিত হইল। সর্ব্বদেশীয় জনগণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিভোজনে গমন করিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণও পুত্র রঘুকে লইয়া অপরাপর ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজপুরীতে গমন করিল। ব্রাহ্মণের জলযোগের অর্দ্ধ সমাপন কালেই স্বর্গত রাজার পাটহাতী শুণ্ডদ্বারা রঘুকে গ্রহণান্তর শূন্যরাজসিংহাসনাভিমুখে অগ্রসর হইল। মত্তমাতঙ্গনিক্ষেপে বালক খণ্ড বিখণ্ড হইবে ভাবিয়া জনমণ্ডলী সন্ত্রস্ত ও ভীতিবিহ্বল হইল। কিন্তু রাজ মাতঙ্গ কর্ত্তৃক বালক রাজসিংহাসনে সুনিপুণভাবে স্থাপিত হইতে দেখিয়া বিপুল জনমণ্ডলী, বিধাতার ইচ্ছায় এইরূপ হইল ভাবিয়া কিয়ৎক্ষণ বজ্রাহতের ন্যায় থাকিয়া আনন্দকোলাহলে দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত করিল। এবম্বিধ অবস্থায় রাজমন্ত্রী বালকের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে বালক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে গায়ক, বাদক, বন্দী ও ধর্ম্মযাজকগণ সানন্দে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া ইহা একটি দৈবঘটনা বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল।

প্রাচীনকালে এইরূপে স্বর্গগত রাজার শ্বেতহস্তী দ্বারাই ভবিষ্যৎ রাজকীয় উত্তরাধিকারী স্থিরীকৃত হইত বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। তৎকালে ইহা বিধাতার বিধান বলিয়াই গণ্য হইত।

উক্ত ঐতিহাসিক পণ্ডিতের মতে রঘুনাথই বিষ্ণুপুরের প্রথম মল্ল রাজা। এই রাজবংশ প্রায় ১১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা রঘুনাথ বা আদিমল্ল বহুযত্নে সমৃদ্ধিশালী বিষ্ণুপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। বহুকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুর রাজ্য মল্লভূমি ও জঙ্গল মহাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এখন সেই সেই স্থান বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার অন্তর্গত।

বিষ্ণুপুরের রাজা অধীনস্থ বাগ্‌দীবীরগণের সাহায্যে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবকালে মুর্শিদাবাদের নবাবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজার সাহায্যেই মহারাষ্ট্রীয়গণ দমিত হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা মুর্শিদাবাদ-নবাবের করদ রাজগণের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

"মল্লরাজবংশ" নামে এক প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বিষ্ণুপুর-

রাজগণের এইরূপ সংক্ষিপ্ত তালিকা পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ প্রয়োজন বোধে উদ্ধৃত করা হইল—

রাজার নাম	রাজত্বকাল	রাজপুত্রগণের নাম
১ আদিমল্ল	৩৪ বর্ষ	জয়মল্ল, বিজয়মল্ল, করণমল্ল, শঙ্করমল্ল
২ জয়মল্ল	৩০	বেণুমল্ল, ঈশ্বরমল্ল
৩ বেণুমল্ল	১৩	কিনুমল্ল, হীরামল্ল, কুমারমল্ল, বাহুমল্ল,
৪ কিনুমল্ল	৯	ইন্দ্রমল্ল,
৫ ইন্দ্রমল্ল	১৫	কাউমল্ল হীরামল্ল,
৬ কাউমল্ল	৭	ঝাউমল্ল, ধরমল্ল, কঙ্কণমল্ল, বীরমল্ল, অক্ষয়মল্ল, লক্ষ্মণমল্ল, কেদারমল্ল, দেবী· ।, লক্ষণমল্ল,
৭ ঝাউমল্ল	১	সুরমল্ল, বিনন্দমল্ল, কিশোরমল্ল,
৮ সুরমল্ল	১২	কন্দর্পমল্ল, যশোদনমল্ল, স্বরূপমল্ল, নরহরিমল্ল, রিপুমল্ল, প্রসাদমল্ল, ভীমমল্ল,
৯ কনকমল্ল	২১	সনাতনমল্ল, জগমল্ল,
১০ কন্দর্পমল্ল	২১	সনাতনমল্ল, জগরূপমল্ল,
১১ সনাতনমল্ল	২৩	খড়্গমল্ল, গন্ধর্বমল্ল, পরাণমল্ল, ভরতমল্ল,
১২ খড়্গমল্ল	১৭	দুর্জ্জয়মল্ল,
১৩ দুর্জ্জয়মল্ল	৩১	যাদবমল্ল, মেঘমল্ল, মল্লারমল্ল, পরাণমল্ল, কেবলমল্ল, দেবকীমল্ল, অক্রূরমল্ল, সহদেবমল্ল,
১৪ যাদবমল্ল	১০	জগন্নাথমল্ল, বলাইমল্ল, নিদানমল্ল,
১৫ জগন্নাথ মল্ল	১২	বিরাটমল্ল,
১৬ বিরাটমল্ল	১৫	মধোমল্ল, কৃষ্ণমল্ল
১৭ মাধোমল্ল	৩১	দুর্গাদাসমল্ল, গঙ্গাদাসমল্ল,
১৮ দুর্গাদাসমল্ল	১৭	জগন্নাথমল্ল
১৯ জগন্নাথ মল্ল	১৩	অনন্তমল্ল, বিজয়মল্ল, পাহাড়মল্ল
২০ অনন্তমল্ল	৮	রূপমল্ল, জগৎমল্ল, সুরমল্ল, জেঠিমল্ল,
২১ রূপমল্ল	১৪	সুন্দরমল্ল
২২ সুন্দরমল্ল	২৪	কুমুদমল্ল, গম্ভীরমল্ল,
২৩ কুমুদমল্ল	২১	কৃষ্ণমল্ল, সুধাসমল্ল, গোবিন্দমল্ল, নীলুমল্ল, দয়ালমল্ল,
২৪ কৃষ্ণমল্ল	১০	ঝাপমল্ল,
২৫ ঝাপমল্ল	১৩	প্রকাশমল্ল, শ্যামমল্ল, গোবর্দ্ধন, সুমেরুমল্ল
২৬ প্রকাশমল্ল	৫	প্রতাপমল্ল, চন্দ্রিমল্ল, পার্ব্বতীমল্ল, কানাইমল্ল, সুরাজমল্ল
২৭ প্রতাপমল্ল	১১	সিন্দুরমল্ল,
২৮ সিন্দুরমল্ল	১৬	শুকমল্ল, পণ্ডিতমল্ল, কেশবমল্ল, নৃসিংহমল্ল
২৯ শুকমল্ল	১৩	বনমালীমল্ল, জানকীমল্ল
৩০ বনমালীমল্ল	১৪	যাদুমল্ল,
৩১ যাদুমল্ল	১১	জীবনমল্ল, অধরমল্ল, পঞ্চমমল্ল, বৃন্দাবনমল্ল, কুঞ্জমল্ল শিখরমল্ল,
৩২ জীবনমল্ল	২৮	রামমল্ল, ভরতমল্ল,
৩৩ রামমল্ল	৩০	গোবিন্দমল্ল গোকুলমল্ল, এঙমল্ল হরিমল্ল,
৩৪ গোবিন্দমল্ল	৩১	ভীমমল্ল, অর্জ্জুনমল্ল,
৩৫ ভীমমল্ল	২৩	খট্টারমল্ল
৩৬ খট্টারমল্ল	৩২	পৃথ্বীমল্ল, অদ্ভুতমল্ল, সোমমল্ল,
৩৭ পৃথ্বীমল্ল	২৪	তপমল্ল, ত্রিকামল্ল
৩৮ তপমল্ল	১৫	দীপুমল্ল, ছন্দলমল্ল, গোপালমল্ল, মুকুটমল্ল, বিশ্বাম্ভরমল্ল ভীমাদি মল্ল, শুভমল্ল,
৩৯ দীপুমল্ল	১১	কিনুমল্ল,
৪০ কিনুমল্ল	১৩	সুরমল্ল, ধনঞ্জয়মল্ল, নন্দমল্ল
৪১ সুরমল্ল	১২	বীরসিংহমল্ল, মোহনমল্ল,
৪২ বীরসিংহ	৩১	মদনমল্ল কৃপামল্ল, বিহারীমল্ল ভরতমল্ল
৬৩ মদনমল্ল	১৩	দুর্জ্জয়মল্ল, ভৈরবমল্ল তারাচাঁদমল্ল, মুকটমল্ল, মনোহরমল্ল, ভাগবতমল্ল, গিরিধরমল্ল, সত্যজিৎমল্ল
৪৪ দুর্জ্জয়মল্ল	১৭	উদয়মল্ল,
৪৫ উদয়মল্ল	২৩	চন্দ্রমল্ল সোমমল্ল, মথুরমল্ল, বংশীমল্ল,
৪৬ চন্দ্রমল্ল	৪১	বীরমল্ল, বিজয়মল্ল, কৃষ্ণমল্ল, অনুপমল্ল, কিশোরীমল্ল, ধরণীমল্ল, কুশলমল্ল, মায়ারামমল্ল সত্যজিৎমল্ল,
৪৭ বীরমল্ল	৩৮	বাউমল্ল, জিতমল্ল, বাডামল্ল,
৪৮ বাউমল্ল	৪৮	বীরহাম্বীরমল্ল, বাজুমল্ল, জগৎমল্ল, বাহাদুরমল্ল, রসিকমল্ল,

রাজার নাম	রাজত্বকাল	রাজপুত্রগণের নাম
৪৯ বীরহাম্বীর	৩৩	ধাড়ি হাম্বীরমল্ল, ধর্ম্মদাস সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, বীরবকেতা সিংহ, মাধবসিংহ, রূপনারায়ণ সিংহ, প্রতাপনারায়ণ সিংহ, সহদেবকুমার সিংহ, গোপীনাথ রামসিংহ, গগন-চন্দ্র সিংহ, পরাণসিংহ,
৫০ ধাড়ি হাম্বীর*	৬	কালারাম
৫১ রঘুনাথসিংহ(২য়)	৩০	বীরসিংহ, ফতেসিংহ, মর্য্যাদাসিংহ
৫২ বীরসিংহ	২৬	দুর্জনসিংহ, দুর্জ্জনসিংহ, কৃষ্ণসিংহ
৫৩ দুর্জ্জনসিংহ	২০	রঘুনাথ সিংহ, গোপালসিংহ চামরসিংহ, গাজীসিংহ, যশোবন্ত সিংহ, অমরসিংহ, গজরাজ সিংহ, নবরায় সিংহ, দ্রোণসিংহ
৫৪ রঘুনাথসিংহ(৩য়)	১০	অপুত্রক
৫৫ গোপালসিংহ	৩৮	কৃষ্ণসিংহ, গোবিন্দসিংহ
৫৬ কৃষ্ণসিংহ	০।১৫ মাস	চৈতন্য সিংহ, অদ্বৈত সিংহ, নিত্যানন্দ সিংহ
৫৭ চৈতন্যসিংহ	২৭ বর্ষ	মদনমোহন সিংহ, নিমাইসিংহ, গোপীনাথসিংহ, গৌরমোহন সিংহ, ফতেবাহাদুর সিংহ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, নকুলাল সিংহ, ছোট ক্ষেত্রমোহন সিংহ, লাট ক্ষেত্র-মোহন সিংহ
৫৮ মদনমোহন সিংহ	০	মাধবসিংহ
৫৯ মাধবসিংহ†	১১	শ্রীশ্রীগোপাল সিংহ, গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ

বিষ্ণুপুর-রাজগণ মহাঋষি বংশীয় ক্ষত্রিয়। অকলঙ্কদেব ও দুর্গাদেবীর সেবক। রাজগণ সামবেদীয় কুথুমীশাখা। ইঁহাদের ঋষি বিশ্বামিত্র। বর্ত্তমান কালেও ইঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ সময়ে পবিত্র 'গাথা' মন্ত্র প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপুরের উক্ত ৫৯ জন রাজার মধ্যে কএকজনের বিশেষ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

বাগ্দীগণ রাজ্যাভিষেককালে ১ম রঘুনাথ সিংহকে আদিমল্ল আখ্যা প্রদান করে। আদিমল্ল ৬৯৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১ মল্লাব্দে তথাকার রাজা হন এবং ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাণী চন্দ্রকুমারী, পশ্চিম প্রদেশের সূর্য্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রসিংহের দুহিতা। তিনি পাহ্ড়েশ্বরীর নামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। তাঁহার রাজধানী লেওগ্রাম।

২য় রাজা জয়মল্ল তৎপরে বিষ্ণুপুরের রাজা হন। তিনি ৭৫৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৪ মল্লাব্দে রাজা হন। ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৬৪ মল্লাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রাণী দীপ্তসিংহ নামক পশ্চিম প্রদেশীয় সূর্য্যবংশীয় রাজার কন্যা। রাজা জয়মল্ল সাত চরবিহারিদেবের নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন, তাঁহার সময়ে বিষ্ণুপুরের সৈন্যবল বর্দ্ধিত হয়।

৩য় রাজা অনুমল্ল (বেণুমল্ল) ৭৭৯ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৪ মল্লাব্দে রাজা হইয়া দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। মতিরায় সিংহ নামক পাশ্চাত্য সূর্য্যবংশীয় রাজকুমারী কাঞ্চনমণি তাঁহার পত্নী ছিলেন। ইঁহার পাঁচটী পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজত্ব পান, কিন্তু তদীয় সন্ততিগণের এখন বংশ নাই।

১১শ রাজা জগৎমল্ল—২৭৫ মল্লাব্দে (৯৭০ খৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন, ৩১৮ মল্লশকে (১০৩৩ খৃঃ অঃ) রাজা হন এবং ৩৩৬ মল্লশকে (১০৫১ খৃঃ অঃ) প্রাণত্যাগ করেন। তিনি গোলক সিংহের কন্যা চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে বিষ্ণুপুর একটী জগদ্বিখ্যাত নগর, এমন কি স্বর্গের ইন্দ্রভবন অপেক্ষাও সুন্দরতর বলিয়া ঘোষিত হইত। তখন বিষ্ণুপুরের সৌধরাজি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে প্রস্তুত হইয়াছিল। পুরী মধ্যে নাট্যমঞ্চ, তোষাখানা, বাসগৃহ, ও পরিচ্ছদাগার বিরাজমান ছিল। হস্তিশালা, সৈন্যশালা, অশ্বশালা, শস্যাগার, অস্ত্রাগার, কোষাগার ও দেবমন্দির সকল বিষ্ণুপুরের শোভা বর্দ্ধন করিত। রাজা জগৎমল্লের সময়ে বহুদূর দেশাগত বণিকেরা বিষ্ণুপুরে বিপণি স্থাপন করিয়াছিল।

৩৩শ রাজা রামমল্ল ৫৭৪ মল্লাব্দে (১২৭৭ খৃঃ অঃ) সিংহাসনে আরোহণ ও ৫৮৭ মঃ অঃ (১৩০০ খৃঃ অঃ) স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পত্নী নন্দলাল সিংহের কন্যা সুকুমারী বাই। তাঁহার সময়ে দুর্গেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ঐ সময়ে নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র সকল দুর্গমধ্যে আনীত ও সংরক্ষিত হয়। সৈন্যগণকে সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যগণের পরাক্রমে তৎকালে কেহই বিষ্ণুপুর আক্রমণে সাহসী হয় নাই।

৪৮শ রাজা বীর হাম্বীর—৮৩৮ মল্লাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ৮৮১ মঃ অঃ (১৫৯৬ খৃঃ অঃ) রাজা হন। তিনি ২৬ বৎসর

---

* ধাড়িহাম্বীর পাগল এবং তৎপুত্র কালা ও বোবা ছিলেন বলিয়া ধাড়িহাম্বীরের রাণী রঘুনাথসিংহকে রাজটীকা দিয়া অভিষিক্ত করেন।

† এই মাধবসিংহ হইতেই রাজ্যলোপ ও বংশধরগণের অবস্থা হীন হইয়া পড়ে।

রাজত্ব করেন। তাঁহার চারিজন স্ত্রী ও ২২টী পুত্র ছিল। তাঁহারই কৌশলে বৃন্দাবন হইতে আনীত শ্রীনিবাসাচার্য্যের সমভিব্যবহারী লক্ষাধিক বৈষ্ণবগ্রন্থ লুণ্ঠিত হয়। অবশেষে তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তদবধি মল্লরাজবংশ শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশধরগণের মন্ত্রশিষ্য। বীর হাম্বীরের সময়ে তিনটী দেব মন্দির নির্ম্মিত, দুর্গ পরিখাশোভিত এবং তাহার প্রাচীরগাত্রে কামান সকল স্থাপিত হয়। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহাকে রাজরূপে স্বীকার করিয়া ১৮৭০০০ মুদ্রা রাজ কর প্রদানান্তর স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। [বীর হাম্বীর দেখ]

৫৫শ রাজা গোপালসিংহ ৯৭২ মঃ অঃ জন্মগ্রহণ এবং ১০৫৫ মল্ল অব্দে (১৭০৮ খৃঃ অঃ) মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ভুলভূমির রাজা রঘুনাথ ভুঞের কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাঁচটী দেব মন্দির নির্ম্মিত হয়। তাঁহার রাজ্যকালে ভাস্কর পণ্ডিতের অধিনায়কতায় পরিচালিত মহারাষ্ট্রীয় সেনাদল বিষ্ণুপুর দুর্গের দক্ষিণ তোরণ আক্রমণ করে। রাজা সৈন্যগণ সহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট দেবী বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করায় তিনি পরাজিত হন, অবশেষে মদনমোহন দেবের কৃপায় পুনরায় তাহাদিগকে পরাভূত করেন। কথিত আছে, মদনমোহনের কৃপাবলে গোপাল সিংহের আগ্নেয়াস্ত্র সকল স্বতঃই বিপক্ষ সৈন্যদলে অগ্নি উদ্গারণ করিয়াছিল।

মতান্তরে প্রকাশ, রাজা এই যুদ্ধে বিষম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া স্বীয় অসাধারণ শিক্ষা ও শক্তিবলে অনেক বিপক্ষ সেনানীকে নিহত করেন, কিন্তু তিনি প্রধান সেনাপতিকে রণক্ষেত্রে নিধন করিতে অশক্ত হওয়ায় এবং পুনরুদ্যমে মরাঠাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে আপনাকে অসমর্থ বোধ করায় দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অবসরে মরাঠাদল ভীষণ বিক্রমে রাজদুর্গ আক্রমণ করে, কিন্তু রাজার সুশিক্ষিত কামানবাহী সেনাদলের উপর্য্যুপরি অগ্নিবৃষ্টিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সেনাপতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপুরের সৈন্যসমূহ বিপক্ষের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাঁহারই রাজত্বকালে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া রাজাকে পরাজিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পুনরায় উভয়ে সম্মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র বিষ্ণুপুরসিংহাসনের অধিকারী হন এবং কনিষ্ঠ তনয় জায়গীরস্বরূপ জামকুণ্ডী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও কনিষ্ঠের বংশধরগণ সেই সম্পত্তি ভোগ করিতেছে।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশেতিহাসে রাজগণকর্ত্তৃক দেবমূর্ত্তি স্থাপন বা পুষ্করিণ্যাদি খননকীর্ত্তির পরিচয়ই বিশদরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন রাজা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধিদ্বারা, কেহ বা যুদ্ধবিগ্রহাদি ও দুর্গনির্ম্মাণ দ্বারা এবং কেহ কেহ রাজধানীতে ভিন্নস্থানাগত লোকদিগকে স্থানদান দ্বারা রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিয়া গিয়াছেন। রাজাসনে কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রই উপবেশন করিতেন, রাজার অন্যান্য পুত্রেরা রাজসম্পত্তি হইতে ভরণপোষণোপযোগী বার্ষিক বৃত্তি বা জমিজমা পাইতেন। বাঙ্গালার মুসলমান রাজা বা শাসনকর্ত্তৃদিগের অধিকারকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই রাজবংশ কখনও মিত্ররূপে কখনও শত্রুরূপে, কখন বা করদ রাজারূপে মুসলমান-নবাবের সহিত সমকক্ষতায় রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, মুর্শিদাবাদের নবাবদরবারে তাঁহাদিগকে কখন স্বয়ং উপস্থিত হইতে হয় নাই। তাঁহারা ইংরাজকোম্পানির ন্যায় নবাবদরবারে প্রতিনিধিদ্বারা সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতেন।

ঐ রাজবংশের পঞ্চাশত্তম রাজা ১৬৩৭ [illegible] (৯২২ মল্লাব্দে) বংশগত "মল্ল" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত্রিয়রাজগণের চিরপরিচিত সিংহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং পরবর্ত্তী রাজগণ সেই সিংহ উপাধিতেই মর্য্যাদান্বিত হইতেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই রাজবংশধরদিগের উত্তরোত্তর অবনতি হইতে থাকে। মহারাষ্ট্রসর্দ্দারগণ উপর্য্যুপরি বিষ্ণুপুররাজ্য লুণ্ঠন করিয়া রাজাদিগকে নিঃস্বপ্রায় করিয়া ফেলে, তারপর ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায়, অধিবাসিবর্গ বিষ্ণুপুররাজ্য ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়। এইরূপ উত্তরোত্তর বিপৎপাতে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বিষ্ণুপুররাজ্য শ্রীহীন হইয়া পড়ে। অবশেষে ইংরাজশাসনের কঠোরতায়, ঋণভারক্লিষ্ট ও নানা বিপজ্জালে বিজড়িত অধস্তন রাজবংশধর ভূম্যধিকারীদিগের সম্যক্ অধঃপতন ঘটে। বস্তুতঃ এখন ইংরাজাশ্রয়ে সেই করদ রাজবংশীয়গণ সামান্য ভূম্যধিকারীরূপেই বিদ্যমান।

রাজা আদিমল্লের বংশধর রাজা বীরসিংহ (১৬৫০ খৃষ্টাব্দে) বহুল সৎকার্য্য ও দানের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক জলাশয় ও বিষ্ণুপুরের অনেক বাঁধ ও অনেকানেক মন্দির তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করে।

এই রাজবংশের চৈতন্যসিংহ নামক জনৈক রাজা ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তিনি রাজকার্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বাঁকুড়া জেলার জরিপ মহলার দশসালা বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার সন্তানগণের অমিতব্যয়িতায় সে সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, এমন কি অধিকাংশই গভর্মেণ্টের রাজস্বদায়ে বিক্রীত হয়।

প্রবাদ আছে, রাজা দামোদর সিংহ অর্থাভাবপ্রযুক্ত মদনমোহন বিগ্রহ কলিকাতানিবাসী গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মদনমোহন ঠাকুর বিষ্ণুপুর হইতে এইরূপে স্থানান্তরিত হইলে নগর ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইতে থাকে এবং রাজারও আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। ইহার কিয়দ্দিন পরে হতভাগ্য রাজা অতি কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিগ্রহমুক্তির আশায় নিজ মন্ত্রীকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। মিত্র মহাশয় অর্থ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু রাজাকে বিগ্রহ প্রদান করিলেন না। এই সূত্রে সুপ্রীম কোর্টে বিচার হয়। রাজা বিচারে ঐ বিগ্রহ পুনঃপ্রাপ্তির অধিকার পাইলে, গোকুলচন্দ্র মিত্র তদনুরূপ অপর একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া রাজাকে দেন এবং মূল মূর্ত্তি নিজেই রক্ষা করেন। সাধারণের বিশ্বাস, কলিকাতা বাগবাজারের ঐ মদনমোহন মূর্ত্তিই বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মদনমোহন।

প্রাচীন কীর্ত্তি।

বিষ্ণুপুর প্রাচীন নগর। বহু সংখ্যক মন্দির ও প্রাচীন ভগ্নাবশেষসমূহই তাহার প্রমাণ। এই মন্দিরগুলি সাধারণতঃ নিম্নবঙ্গে প্রচলিত গম্বুজাকৃতি বক্রছাদে গ্রথিত। উহাদের উপরিভাগে বিশেষ কারুকার্য্যাদি নাই, কেবল গাত্রের ইষ্টক ও টালির উপরেই খোদিতশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক কারুকার্য্যই অতি সুন্দর এবং এখন পর্য্যন্ত তাহা কালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। দেওয়ালের কারুকার্য্যাদি রামায়ণ ও ভারতীয় যুদ্ধবিবরণের আখ্যায়িকা অবলম্বনে চিত্রিত; অধিকন্তু অধিকাংশ মন্দিরই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণপ্রিয়ার নামে উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছে। তাস্করকার্য্যগুলি দেখিলে অতি সুরুচিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই নগরে মুসলমানরাজত্বের পূর্ব্বকালে রচিত একটী অতি প্রাচীন বৃহৎ তোরণদ্বার আছে, তদ্ভিন্ন অপর একটা বহির্দ্বারেরও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহাতে সমসামকালের নির্ম্মাণপ্রণালীর ও স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই স্থানের ভগ্নাবশেষসমূহ ও মন্দিরাদির উৎকীর্ণ লিপিসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত কীর্ত্তিসমূহকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকালে বিনির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। এই সকল জীর্ণ ও অস্পষ্ট ফলকলিপিগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহী। প্রধান প্রধান মন্দির ও খোদিত লিপিগুলি এইস্থলে উল্লেখ করা হইল:—

প্রাচীন শৈবকীর্ত্তি সমূহের মধ্যে মল্লেশ্বর শিবমন্দিরটী উল্লেখ যোগ্য। এই মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ৯২৮ মল্ল-শকে (১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীবীর সিংহ কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়—

"বসুকরমবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন।
অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু॥"

বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে বহুতর বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে কএকটী প্রসিদ্ধ মন্দির ও তাহাতে উৎকীর্ণ শিলালিপির উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১। রাজা রঘুনাথ সিংহ কর্ত্তৃক ৯৪৯ মল্লশকে প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়ের নবরত্ন মন্দির—

"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকাব্দেহঙ্কযুক্তে নবরত্নরম্যম্।
শ্রীবীরহম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ॥"

২। উক্ত রঘুনাথ সিংহ কর্ত্তৃক ৯৬১ মল্লশকে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়ের মন্দির—

"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে সুধাংশুরসাঙ্কমে সৌধগৃহং শকেহম্বে।
শ্রীবীরহম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ॥"

৩। উক্ত রঘুনাথ সিংহের প্রতিষ্ঠিত কালাচাঁদের মন্দির—
"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকে দ্বিরসাঙ্কযুক্তে (৯৬২) নবরত্নমেতৎ।
শ্রীবীরহম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ॥"

৪। উক্ত নৃপতিপ্রতিষ্ঠিত লালজীর নবরত্ন—
"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেহঙ্করসাঙ্কযুক্তে (৯৬৯) নবরত্নরম্যম্।
শ্রীবীরহম্বীরনরেশসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথসিংহঃ॥"

৫। ৯৭১ মল্লশকে রাজা দুর্জ্জন সিংহের মাতা ও বীর সিংহের প্রধানা মহিষী প্রতিষ্ঠিত মুরলীমোহনের মন্দির—

"শ্রীশ্রীদুর্জ্জনসিংহভূপজননী মল্লাবনীবল্লভ-
শ্রীলশ্রীযুতবীরসিংহমহিষী শ্রীশ্রীলচূড়ামণিঃ।
মল্লাব্দে শশিসপ্তরন্ধ্রবিমিতে শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
প্রীত্যৈ সৌধগৃহং সুবেদিসহিতং পূর্ণেন্দুতোহপ্যুজ্জ্বলম্॥"

৬। ৯৭৬ মল্লশকে রাজা বীরসিংহপ্রতিষ্ঠিত লালজীউর মন্দির—

"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেহঙ্করসাঙ্কযুক্তে নবরত্নমেতৎ।
মল্লাধিপঃ শ্রীরঘুনাথসূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীযুত বীরসিংহঃ॥"

৭। ৯৭৬ মল্লশকে রাজা বীরসিংহ-প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালের মন্দির—

"রাধাকৃষ্ণপদপ্রাপ্ত্যৈ ষট্‌সপ্তাঙ্কগে শকে।
রঘুনাথ-মহীনাথতনয়স্তোমতাপ্রবাঃ॥
বীরসিংহনরেশস্য শ্রীধরো মানসংশয়া-
দনিন্দ্যক প্রতোরগে নবরত্নং সমর্পিতম্।"

৮। ৯৮৬ মল্লাব্দে বীরসিংহপ্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের শৈলমন্দির—

"কালব্রহ্মকমল্লাব্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্মুদা।
দদৌ সৌধগৃহং শৈলং বীরসিংহো মহীপতিঃ ॥"

৯। ১০০০ মল্লাব্দে রাজা দুর্জনসিংহ প্রতিষ্ঠিত মদন-মোহনের মন্দির—

"শ্রীশ্রীরাধাব্রজরাজনন্দনপদাম্ভোজেষু তৎপ্রীতয়ে
মল্লাব্দে ফণিরাজশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্ম্মলে।
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্দ্ধং স্বচেতোহর্পিনা
শ্রীমদ্দুর্জনসিংহভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা ॥"

১০। ১০৩২ মল্লাব্দে রাজা গোপালসিংহের সময়ে স্থাপিত রাধাগোবিন্দের সৌধরত্ন—

"মল্লাব্দে পক্ষরামাম্বরশশিগণিতে ফাল্গুনে শুক্লপক্ষে
রাধাগোবিন্দপাদাম্বুজতলে বেদবদ্ বন্নভো ভক্তিমালাং।
শ্রীশ্রীগোপালসিংহক্ষিতিপতিকৃতিনা যৌবরাজ্যেহভিষিক্ত-
শ্রীলশ্রীকৃষ্ণসিংহঃ সুরুচিরমমলং সৌধরত্নং দদৌ তৎ ॥"

১১। ১০৪০ মল্লশকে রাজা গোপালসিংহের স্থাপিত মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মন্দির—

"মল্লাব্দে ব্যোমবেদাম্বরবিধুগণিতে মাসি পক্ষে চ শুক্রে
সৌধেহলঙ্কারযুক্তে নৃপশুভরচিতে শ্রীলচৈতন্যচন্দ্রঃ।
রাজত্যানন্দদাশী সুরুচিরমুদিতঃ শ্রীশ্রীগোপালসিংহ-
ক্ষৌণীভর্ত্তুর্নিকামং পরমকরুণয়া পূরয়েদ্ভাগধেয়ং ॥"

১২। ১০৪৩ মল্লশকে রাজা শ্রীকৃষ্ণসিংহের মহিষী প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের মন্দির—

"মল্লাব্দে গুণবেদখন্দুবিমিতে শ্রীরাধিকাপ্রীতয়ে
শ্রেয়ং সৌধমিদং সুধাংশুবিমলং মাঘে দদৌ সাদরং।
শ্রীশ্রীমল্লমহীমহেন্দ্র গুণবিদ্ গোপালসিংহাত্মজ-
শ্রীলশ্রীযুক্ত কৃষ্ণসিংহমহিষী শ্রীমশ্রীচূড়ামণিঃ ।"

১৩। ১০৬৪ মল্লশাকে রাজা চৈতন্যসিংহের প্রতিষ্ঠিত রাধাশ্যামের মন্দির—

"শ্রীরাধাশ্যামঃপ্রাজ্ঞিন্‌সরসিজতলে দিব্যমন্তৎ সুশান্তং
মল্লাব্দে বেদকালাম্বরবিধুগণিতে বাহুলে পৌর্ণমাস্যাং।
গেহং নানাবিচিত্রং বিমিতমতিদৃঢ়ং পূজিতঞ্চাপি ভক্ত্যা
শ্রীচৈতন্যো নৃপেন্দ্রঃ শুভকৃতিনিপুণঃ সত্রমাচ্ছৎসভায়াম্ ॥"

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ভগ্নাবশেষের মধ্যে মুচাগ্র রাসমঞ্চ অতি প্রসিদ্ধ ও ইহার গঠনপ্রণালী অতি আশ্চর্য্য।

বিষ্ণুপুরাণ (ক্লী) ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণভেদ। এই পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত মহাপুরাণ।

[পুরাণ শব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বিষ্ণুপুরী (স্ত্রী) ১ বৈকুণ্ঠধাম। (পুং) ২ গ্রন্থকর্ত্তাভেদ। ইনি বৈকুণ্ঠপুরী নামেও প্রসিদ্ধ। তীরহুতিতে ইঁহার বাস ছিল এবং ইনি মদনগোপালের শিষ্য। ভগবদ্ভক্তি রত্নাবলী, ভাগবতামৃত, বাক্যবিবরণ ও হরিভক্তি-কল্পলতা নামক গ্রন্থচতুষ্টয় ইঁহার রচিত।

বিষ্ণুপুরী গোস্বামী, বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী নামক বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণেতা—একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে—ইনি প্রায় সর্ব্বদাই কাশীতে অবস্থান করিতেন, একারণ পুরুষোত্তম হইতে স্বয়ং জগন্নাথ দেব স্বপ্নচ্ছলে তাঁহার নিকট নিজ সেবক পাঠাইয়া তাহা দ্বারা তাঁহাকে স্নেহ করিয়া বলিয়া পাঠান যে "পুরী বুঝি ভুক্তিমুক্তি আশায় কাশীতেই নিরন্ত কালের জন্য অবস্থান করিলেন। আমি অর্থ বিত্তহীন বনচারী, একবার তাঁহাকে দেখিতে নিতান্ত বাসনা করি।" ভক্তবৎসল ভগবানের এই বাৎসল্যপূর্ণ আদেশ শুনিয়া পুরী সানন্দে তাহার প্রত্যুত্তর দেন যে "আমি ভুক্তি, মুক্তি, গয়া, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন কিছুই বুঝি না, তিনি যে কে এবং তাঁহার কি তত্ত্ব, তাহাও জানি না, তবে যে দিন হইতে 'জগন্নাথ কৃষ্ণ' এই নাম আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তদবধি সেই নামের মালামাত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছি। ফল এক্ষণে প্রভু স্বয়ং যখন আমাকে তথায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন, তখন একবার শ্রীচরণদর্শনে নিশ্চয়ই যাইব।" এই ঘটনার পর বিষ্ণুপুরী স্বপ্রণীত 'বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী' গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমে যান এবং জগন্নাথদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় পাদপদ্মে এই গ্রন্থ সমর্পণ করেন। (ভক্তমাল)

বিষ্ণুপ্রিয়া (স্ত্রী) বিষ্ণোঃ প্রিয়া। ১ বিষ্ণুর পত্নী, লক্ষ্মী। ২ তুলসীবৃক্ষ। ৩ চৈতন্যদেবের স্ত্রী।

বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) বিষ্ণুমূর্ত্তিস্থাপন। গোভিলাচার্য্যকৃত বিষ্ণু-পূজন ও বৌধায়ন রচিত বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা' এতদ্বিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

বিষ্ণুভক্ত (ত্রি) বিষ্ণোর্ভক্তঃ। বিষ্ণুর ভক্ত, বৈষ্ণব।

বিষ্ণুভক্তি (স্ত্রী) বিষ্ণৌ ভক্তিঃ। ভগবদ্ভক্তি, ভগবৎসেবা।

বিষ্ণুভট, রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের পালিত একজন ব্রাহ্মণ।

বিষ্ণুভট্ট, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ১ নিবন্ধচন্দ্রোদয় প্রণেতা ইনি রামকৃষ্ণ সূরি অটকেড়ের পুত্র। ৪ স্মৃতিরত্নাকর রচয়িতা। বিদ্যানগর ইঁহার জন্মস্থান। পিতার নাম শিবভট্ট। ৫ পুরুষার্থ-চিন্তামণি রচয়িতা।

বিষ্ণুমৎ (ত্রি) বিষ্ণুযুক্ত (গায়ত্রী)। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৩৩১)

বিষ্ণুমতী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (কথাসরিৎসা°)

বিষ্ণুমতী, তৈরভুক্তের অন্তর্গত নদীভেদ। (ভবিষ্যব্র°খ° ৪৮।২৩)

বিষ্ণুমন্ত্র (পুং) ১ বিষ্ণুপূজা বিষয়ক মন্ত্র। (বেদজ) ২ অস্তের অনিষ্টার্থ কুমন্ত্রণা।

বিষ্ণুমন্দির (ক্লী) বিষ্ণুগৃহ। যে সকল মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে।

বিষ্ণুময় (ত্রি) বিষ্ণুস্বরূপ, বিষ্ণু হইতে অভেদ।

বিষ্ণুমায়া (স্ত্রী) বিষ্ণোর্মায়া। পরমেশ্বরের অঘটনঘটন-পটীয়সী অবিদ্যাশক্তি বিশেষ অথবা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা।

"দুর্গা নারায়ণীশানী বিষ্ণুমায়া শিবা সতী।
সৃষ্ট্বা মায়াং পুরা সৃষ্টৌ বিষ্ণুনা পরমাত্মনা।
মোহিতং মায়য়া বিশ্বং বিষ্ণুমায়া তদুচ্যতে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্র°খ° ৫৪ অ°)

বিষ্ণুমিত্র কুমার, ঋক্‌প্রাতিশাখ্যভাষ্য-প্রণেতা। উবট ইহাকে উক্ত গ্রন্থের আদি রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবমিত্রের পুত্র।

বিষ্ণুমিশ্র, সুপদ্মমকরন্দ নামে পদ্মনাভ দত্তকৃত সুপদ্মব্যাকরণের টীকা ও রূপনারায়ণরচিত সুপদ্মসমাসসংগ্রহের টীকাপ্রণেতা।

বিষ্ণুযতীন্দ্র, গুরুপরম্পরা ও পুরুষোত্তমচরিত্রপ্রণেতা।

বিষ্ণুযশস্ (পুং) বিষ্ণু ব্যাপকং যশো যস্য নারায়ণস্য পিতৃত্বা-দেবাস্য তথাত্বম্ যদ্বা বিষ্ণুনা গভীতব্যাত্মনা যশো যস্য। ১ ব্রহ্ম-যশার পুত্র, ভাবী অবতার কল্কিদেবের পিতা। (কল্কিপু° ৩০ অ°)

২ একজন পণ্ডিত। ইনি পুষ্পসূত্রভাষ্য-প্রণেতা অজাতশত্রুর শিষ্য ছিলেন।

বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামলোক্ত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ।

বিষ্ণুরথ (পুং) বিষ্ণো রথঃ। ১ বিষ্ণুর স্যন্দন। ২ বিষ্ণুর বাহন, গরুড়।

বিষ্ণুরহস্য (ক্লী) ১ একখানি প্রাচীন পৌরাণিকগ্রন্থ। হেমাদ্রিরচিত ব্রতখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। ২ তন্ত্রভেদ।

বিষ্ণুরাজ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (তারনাথ)

বিষ্ণুরাত (পুং) বিষ্ণুনা রাতঃ রক্ষিতঃ। পরীক্ষিৎ রাজা; ইনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমার অস্ত্রে গর্ভমধ্যে নিহত হইয়া প্রসূত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, এইজন্য ইহার নাম বিষ্ণুরাত। (ভা°আর্য° ৭০অ°)

বিষ্ণুরাম, পরিভাষাপ্রকাশ-প্রণেতা।

বিষ্ণুরাম সিদ্ধান্তবাগীশ, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বাদর্শ ও শ্রাদ্ধতত্ত্বাদর্শ-রচয়িতা। জয়রাম বিদ্যাবাগীশের পুত্র ও কবিচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পৌত্র।

বিষ্ণুলিঙ্গী (স্ত্রী) বর্ত্তিকাপক্ষী, বটের পাখী। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বিষ্ণুলোক (পুং) বিষ্ণুপুর, বৈকুণ্ঠপুরী, গোলকধাম।

"তৎপুরে চতুরাত্মা চ শেষশায়ী চ কেশবঃ।
বিষ্ণুলোকস্থিতিং ত্যক্ত্বা এবং যথাতি সন্নিধিং॥"
(রাজতর° ৪।৫০৭)

বিষ্ণুবৎ (ত্রি) বিষ্ণুনা সহ বিদ্যমানঃ। বিষ্ণুর সহিত বিদ্যমান।

"অগ্নিরগ্নায়া উত বিষ্ণুবন্তা" (ঋক্ ৮,৩৫।১৪)

'বিষ্ণুবন্তা বিষ্ণুনা চ সহিতৌ' (সায়ণ)

বিষ্ণুবল্লভা (স্ত্রী) বিষ্ণোর্বল্লভা। ১ তুলসী। ২ অগ্নিশিখা-বৃক্ষ, বিষলাঙ্গলিয়া। (শব্দচ°)

বিষ্ণুবাজপেয়িন্ (পুং) তন্নামক যজ্ঞবিষয়ক গ্রন্থ।

বিষ্ণুবাহন (ক্লী) বিষ্ণুং বাহয়তি স্থানান্তরং নয়তি বিষ্ণু বহ-ণিচ্-ল্যু। গরুড়।

বিষ্ণুবাহ্য (পুং) বিষ্ণুর্বাহ্যোঽস্য। গরুড়।

বিষ্ণুবৃদ্ধ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক প্রাচীন ঋষিভেদ। বহুবচনে তদ্বংশধরদিগকে বুঝায়। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪।২)

বিষ্ণুশক্তি (স্ত্রী) বিষ্ণোঃ শক্তিঃ। ১ লক্ষ্মী।

"তত্রাবাপোহমাহাত্ম্যা দেবী দেব্যাকৃতেঃ প্রিয়া।
বিষ্ণুশক্তিঃ ক্ষিতিং প্রাপ্য রণারম্ভাভিধাভবৎ॥"
(রাজতর° ৩,৪২৩)

২ রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎ)

বিষ্ণুশর্ম্মন্ (পুং) ১ তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ আছে। ২ পঞ্চতন্ত্র নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত উপাখ্যান গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন এবং স্বীয় প্রতিপালক কোন হিন্দুরাজার পুত্রকে নীতিকথা উপদেশ দিবার বাসনায় পণ্ডিতবর এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে ইহা পহলবীভাষায় অনূদিত হয়। তারপর সেই গ্রন্থ অবলম্বনে ৮ম শতাব্দে আবদুল্লা বিন্-মোকাফকর্ত্তৃক উহা আরবীয় এবং ৯ম শতাব্দে রুদিকী কর্ত্তৃক উহা পারস্যভাষায় ভাষান্তরিত হয়। রুদিকী গ্রন্থানুবাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ ৮০ হাজার দিরহাম্ মুদ্রা পাইয়াছিলেন। অতঃপর এই গ্রন্থ গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি পাশ্চাত্যভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

[পঞ্চতন্ত্র দেখ।]

৩ বনোৎসর্গ-প্রণেতা। ৪ একজন হিন্দুদার্শনিক। পদ্ম-পুরাণে ইহার প্রসঙ্গ আছে। ইনি উড়িষ্যাদেশের একাম্রকাননে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে কামগিরিতে যাইয়া বাস করেন। ইহার ধর্ম্মমত ব্যাসদেবের মতের অনুরূপ। ইহার রচিত একখানি স্মৃতি ও পুষ্করাবিষয়ক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই স্মৃতিগ্রন্থ এবং প্রসিদ্ধ বিষ্ণুস্মৃতিগ্রন্থ এক কি না তাহা বলা যায় না।

বিষ্ণুশর্ম্মন্ দীক্ষিত, সংস্কারপ্রদীপিকা-রচয়িতা।

বিষ্ণুশর্ম্মন্ মিশ্র, কর্ম্মকৌমুদী ও মহারুদ্রপদ্ধতি-রচয়িতা।

বিষ্ণুশাস্ত্রিন্, ১ কল্পসংহিতাহোম নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ এক-জন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের পর ইনি 'মাধবতীর্থ' নামে পরিচিত হন। ইনি আনন্দতীর্থের অনুশিষ্য অর্থাৎ শিষ্যানুক্রমে অধস্তন তৃতীয়। ১২৩১ খৃঃ জীবিত ছিলেন।

বিষ্ণুশিলা (স্ত্রী) বিষ্ণুনা অধিষ্ঠিতা শিলা। শালগ্রাম শিলা। ইনি কল্যব্দের দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকিয়া পরে অন্তর্হিত হইবেন।

"অযুতাব্দে কলের্যাতে ত্যক্ত্বৈবিষ্ণুশিলা মহীম্" (মেরুতন্ত্র ৫ম প্রকাশ)

বিষ্ণুশৃঙ্খল (পুং) যোগবিশেষ, চলিত শ্রবণাদ্বাদশী। শ্রবণা নক্ষত্রসংযুক্ত দ্বাদশী যদি একাদশীর সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তবে বৈষ্ণবমতে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ বলে, এই যোগে যথাবিধানে উপবাসাদি করিলে বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ সেই জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

"দ্বাদশী শ্রবণস্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।
স এব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খলসংজ্ঞিতঃ॥
তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবৎ নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্লভাং॥" (মৎস্যপু°)

বিষ্ণুশ্রুত (ত্রি) বিষ্ণুনৈনং শ্রাবং। ১ আশীর্ব্বাদ বিশেষ, "বিষ্ণু ইহা শুনুন" অর্থাৎ বিষ্ণু ইহা শুনিয়া তোমার মঙ্গলবিধান করুন এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা। ২ স্বরভেদ। (পা ৬।২।১৪৮)

বিষ্ণুসংহিতা, একখানি প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংহিতা।

বিষ্ণুসরস্ (ক্লী) তীর্থভেদ। (বরাহপু°)

বিষ্ণুসর্ব্বজ্ঞ (পুং) আচার্য্যভেদ। (সর্ব্বদর্শনস°) ইনি সর্ব্বজ্ঞবিষ্ণু নামেও পরিচিত। সায়ণের গুরু।

বিষ্ণুসহস্রনামন্ (ক্লী) ১ বিষ্ণুর সহস্র নাম। (পদ্মপুরাণ) ২ তন্নামক গ্রন্থভেদ।

বিষ্ণুসিংহ (পুং) রাজভেদ।

বিষ্ণুসূক্ত (ক্লী) ঋগ্বেদীয় সূক্তগ্রন্থভেদ।

বিষ্ণুসূত্র (ক্লী) বিষ্ণুকথিত একখানি সূত্রগ্রন্থ।

বিষ্ণুস্মৃতি, একখানি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ। যাজ্ঞবল্ক্য, পৈঠীনসি প্রভৃতি এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে নন্দপণ্ডিত কেশববৈজয়ন্তী নামে ইঁহার একখানি টীকাপ্রণয়ন করেন। বর্ত্তমানকালে গদ্যবিষ্ণুস্মৃতি, বৃহদ্বিষ্ণুস্মৃতি, লঘুবিষ্ণুস্মৃতি ও বৃদ্ধবিষ্ণুস্মৃতি নামে চারিখানি গ্রন্থ দেখা যায়।

বিষ্ণুস্বামিন্ (পুং) ১ বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আচার্য্যভেদ। ২ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রসেশ্বরদর্শনোক্ত একজন আচার্য্য। ৩ ভাগবত পুরাণটীকা রচয়িতা।

৪ কাশ্মীরস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ। (রাজতর° ৫।২৯)

বিষ্ণুহিতা (স্ত্রী) ১ তুলসীবৃক্ষ। ২ মরুবক।

বিষ্ণুহরি, একজন প্রাচীন কবি।

বিষ্ণূৎসব (পুং) বিষ্ণুর উৎসব।

বিষ্ণ্বঙ্গিরস্, সময়কামদীপিকা-প্রণেতা।

বিষ্পর্দ্ধস্ (ত্রি) স্পর্দ্ধ সঙ্ঘর্ষে বি-স্পর্দ্ধ-অসুন্। ১ স্বর্গ।

"বিস্পর্দ্ধাঃ বিবিধং স্পর্দ্ধন্তে ঐশ্বর্য্যাধিক্যদর্শনেন জনা যত্রেতি বিস্পর্দ্ধাঃ স্বর্গঃ।" (শুক্লযজুঃ ১৫।৪ মহীধর)

২ নির্ম্মৎসর, মাৎসর্য্যহীন।

"উত স্তবে বিস্পর্দ্ধসো রথানাম্" (ঋক্ ৮।২৩।২)

'হে স্তবে বিস্পর্দ্ধসো বিগতমাৎসর্য্যস্য যজমানস্য' (সায়ণ)

৩ বিবিধ স্পর্দ্ধা, নানারকমে স্পর্দ্ধা করা।

"তদানীং বিস্পর্দ্ধসো বিবিধস্পর্দ্ধাঃ।
অহং পুরতো গচ্ছাম্যহং পুরতো গচ্ছামীতি
তেষাং স্পর্দ্ধা, অথবা বিগতা স্পর্দ্ধাঃ" (ঋক্ ৫।৮৭।৩ সায়ণ)

৪ স্পর্দ্ধাবিহীন, প্রগল্ভবিরহিত।

"বিস্পর্দ্ধসো নরাং" (ঋক্ ১।১৭৩।৯)

'নরাং নেতৃণাং মধ্যে সস্পর্দ্ধান্ নরান্ যথা বিস্পর্দ্ধসঃ কুর্ব্বন্তি সখিভূতাঃ স্তুবয়মনীন্দ্রং শংসৈঃ স্তুতিভিঃ সখায়ো বয়ং তং তথা কুর্ম্মঃ।' (সায়ণ)

বিষ্পশ্ (পুং) বি-স্পশ্-ক্বিপ্। বিশেষ প্রকারে বাধাজনক সম্যগ্রূপে ? তিরস্কর্ত্তাচরণশীল।

"অভিহ্রুতামসি হি দেব বিষ্পট্" (ঋক্ ১।১৮৯।৬)

'হে দেব অভিহ্রুতামাভিমুখ্যেন কুটিলং কুর্ব্বতা° বিষাং বিষ্পট্ বিশেষেণ বাধকোঽসি হি।' (সায়ণ)

বিষ্পিত (ক্লী) ব্যাপ্তিত, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, অতিবিস্তৃত।

"পারং নো অস্য বিষ্পিতস্য পর্ষন্" (ঋক্ ৭।৬০।৭)

'নোঽস্মাকমস্য বিষ্পিতস্য ব্যাপ্তিতস্য
কর্ম্মণঃ পারং পর্ষন্, পারয়ন্তু নয়ন্তু।' (সায়ণ)

বিষ্পুলিঙ্গক (ত্রি) ১ বিস্ফুলিঙ্গ। ২ সূক্ষ্ম চটকিকা, ইহা বিষপ্রতিষেধক।

"ত্রিঃ সপ্ত বিষ্পুলিঙ্গকা বিষস্য পুষ্যমক্ষন" (ঋক্ ১।১৯১।১২)

'বিষ্পুলিঙ্গকা বিবিধাঃ বিষ্পুলিঙ্গকা সপ্তসু জিহ্বাসু লোহিতশুক্লকৃষ্ণভেদেনৈকবিংশতিসংখ্যাসাং তাঃ। যদ্বা বিষ্পুলিঙ্গকাঃ সূক্ষ্ম চটকিকাঃ বিষপ্রতিপক্ষভূতাঃ' (সায়ণ)

বিষ্ফার (পুং) বি-স্ফুর-ণিচ্-অচ্। অচ্ আৎ ষত্বম্। ধনুর্গুণাকর্ষণ শব্দ, ধনুকের টঙ্কার।

বিষ্ফুলিঙ্গ (পুং) স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা। (ভাগবত ৩।২৮।৪০)

বিষ্য (ত্রি) বিষেণ বধ্যঃ বিষ যৎ। নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১)

১ বিষ দ্বারা বধোপযুক্ত, যাহাকে বিষ দিয়া বধ করা উচিত। (অমর) বিষেণ ক্রীতঃ বিষায় 'তত্র ইতি বা (উগবাদিভ্যো যৎ পা ৫।১।২) ২ বিষের দ্বারা ক্রীত। ৩ বিষের জন্য হিত, বিষের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

বিষ্যন্দ (পুং) ক্ষরণ।

বিষ্যন্দক (পুং) ১ বিষ্যন্দনকারী, ক্ষরণকারক, যে ক্ষরণ করে। ২ জনপদভেদ।

বিষ্যন্দন (স্ত্রী) ক্ষরণ, চ্যুতি।

বিষ্যন্দিন্ (ত্রি) ক্ষরণশীল।

বিষ্ব (ত্রি) হিংস্র। (উণাদিকোষ)

বিষ্বক্ (ত্রি) বিষুঃ অঞ্চতীতি বিষু-অন্চ্-ক্বিপ্। ১ ইতস্ততঃ বিচরণশীল, সর্ব্বত্র গমনশীল।

"যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্-কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে" (ভাগবত ১।৯।৩৪)

'যুধি যুদ্ধে তুরগাণাং খুররজস্তয়োগয়োজঃ তেন বিধূম্রাঃ ধূসরাস্তে চ তে বিষ্বক্ ইতস্ততশ্চলন্তঃ কচা কুন্তলাস্তৈর্লুলিতং' (স্বামী)

(স্ত্রী) ২ বিষুব।

বিষ্বক্সেন (পুং) ১ বিষ্ণু। (অমর) ২ বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী, ইনি চতুর্ভুজ, হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম আছে; ইঁহার বর্ণ রক্তপিঙ্গল এবং মুখে দীর্ঘশ্মশ্রু ও মস্তকে জটা বিরাজিত। শ্বেত-পদ্মোপরিস্থিত, ইঁহাকে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরান্ত পবর্গতৃতীয় অর্থাৎ 'বঁ' এই বীজ মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। (কালিকাপু০ ৮২ অ০)

৩ ত্রয়োদশ মনু। (মৎস্যপু০ ৯ অ০) বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি ১৪শ মনু। ৪ মহাদেব। (ভা ১৩।১৭।৫৩) ৫ ঋষিভেদ। ৬ রাজভেদ। ৭ ব্রহ্মদত্তের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২১।২৫), ৮ শম্বরের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বিষ্বক্‌পর্ণী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী (বৈদ্য০ নিঘ০)

বিষ্বক্‌সেনকান্তা [প্রিয়া] (স্ত্রী) বিষ্বক্‌সেনস্য কান্তা বা প্রিয়া। ১ লক্ষ্মী। (মেদিনী) ২ বারাহীকন্দ, চামার আলু। ৩ ত্রায়মাণা, চলিত বলা লতা।

বিষ্বক্‌সেনা (স্ত্রী) প্রিয়ঙ্গু। ফলিনী। (অমর)

বিষ্বগঞ্চন (স্ত্রী) বিষ্বচা অঞ্চনং। ইতস্ততঃ ভ্রমণশীলের গতি।

বিষ্বগশ্ব (পুং) পৃথুর পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বিষ্বগ্‌গৈড় (স্ত্রী) সামভেদ (পঞ্চবিংশব্রা° ১০।১১।১)

বিষ্বগ্‌জ্যোতিস্ (পুং) শতজিতের পুত্রভেদ।

বিষ্বগ্‌যুজ্ (ত্রি) বিষচ্-যুজ্-ক্বিপ্। ইতস্ততঃ গমনশীলের সহিত যুক্ত।

বিষ্বগ্লোপ (পুং) ১ সর্ব্বনাশ। "বিষ্বক্ সর্ব্বতঃ লোপোহর্থানাং লুপনম্" (ভারত ১২।৬৮।১৫ নীলকণ্ঠ)

(ত্রি) ২ সর্ব্বথা বাধাপ্রাপ্ত।

বিষ্বগ্বাত (পুং) সর্ব্বগামী বায়ু। (তৈত্তিরীয়স° ৪।৩।৩।২)

বিষ্বগ্বায়ু (পুং) [বিষ্বগ্বাত দেখ]

বিষ্বঞ্চ্ (ত্রি) ১ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র বিচরণশীল।

"ব্যমীবাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ" (ঋক্ ২।৩৩।২)

'বিষূচীর্বিষূ নানাঞ্চতীঃ কৃৎস্নশরীরব্যাপকান্ রোগান্ চিতাতয়স্ব অস্মত্তঃ পৃথক্‌কৃত্য বিনাশয়।' (সায়ণ)

২ সর্ব্বপ্রকাশক, সকলের বিকাশকারী।

"স বিষূচীর্বসানঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।৩১) 'বিষূচীর্বিষগঞ্চতী নানাবপি চন্দ্রভৌমাদিস্তানাং প্রকাশয়িত্রীঃ' (সায়ণ)

বিষ্বণ (স্ত্রী) ১ ভোজন। (জটাধর) ২ শব্দ করা। (বোপদেব)

বিষ্বণন (স্ত্রী) বিষ্বণার্থ।

বিষ্বদ্রীচীন (ত্রি) সর্ব্বথা গমনশীল।

বিষ্বদ্র্যঞ্চ্ (ত্রি) বিষ্বগঞ্চতীতি বিষচ্-অন্চ্-ক্বিন্। (বিষ্বদেবয়োশ্চেতি। পা ৬।৩।৯২ ইতি টেঃ স্থানে অদ্র্যাদেশঃ) সর্ব্বত্রগামী।

"মা তে মনো বিষ্বদ্র্যগ্‌বি চারীৎ" (ঋক্ ৭।২৫।১)

'তব বিষ্বদ্র্যবিষগ্‌গত্‌ মনশ্চ মা বিচারীৎ। অস্মাস্বেব স্থিরং ভবতু।' (সায়ণ)

বিষ্বাচ্ (ত্রি) ১ বিবিধগতিযুক্ত। ২ অসুরভেদ।

"অতঃ বিষ্বাচো অভবং বিবেদ" (ঋক্ ১।১১৭।১৬)

"বিষ্বাচো বিবিধগতিযুক্তস্য মেষস্য সমজিনা বিবেদোহহমেন যদ্বা বিষ্বাচো বিবিধগতিযুক্তস্তৈতৎসংজ্ঞস্যাসুরস্য জাতমুৎপন্নমপত্যং বিবেদ স্ফেট্রেনাহতম্' (সায়ণ)

বিষ্বাণ (পুং) ভক্ষণ। (হেম)

বিস, দিবা০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। ১ প্রেরণ। ২ উৎসর্গ, ত্যাগ করা। লট বিস্যতি। লিট্ বিবেস। লুঙ্ অবিসৎ, অবেষীৎ। (বোপদেব) লুট্ বেসিতা।

বিস (স্ত্রী) মৃণাল। (অমর)

"নববিসকিসলয়কবলনকষায়কলহংসকলরবো যত্র" (কলাবিলাস)

বিসংবাদ (পুং) বি-সং-বদ-ঘঞ্। ১ বিপ্রলম্ভ। (অমর) ২ বিরোধ।

"অদ্রোহসমবিসংবাদং প্রবর্ত্তন্তে তথাশ্রয়াঃ" (মহাভারত ১২।২৫৮।১১)

৩ বৈলক্ষণ্য, বে-মিল। ৪ প্রতারণা।

বিসংবাদক (ত্রি) ১ প্রতিবাদক, বিরোধক। ২ প্রতারক।

বিসংবাদন (স্ত্রী) বিসংবাদ।

বিসংবাদিতা (স্ত্রী) বিসংবাদকারীর ভাব বা ধর্ম্ম।

বিসংবাদিন্ (ত্রি) বিসংবাদোঽস্ত্যস্যেতি বিসংবাদ-ইনি।

"বয়োবেশবিসংবাদি রামস্য চ তয়োস্তদা।
জনতা প্রেক্ষ্য সাদৃশ্যং নাক্ষিকম্পং ব্যতিষ্ঠত।" (রঘু ১৫।৬৭)

বিসংশয় (ত্রি) সংশয়রহিত, নিঃসংশয়।

বিসংষ্ঠুল (ত্রি) ১ বিশৃঙ্খল, অব্যবস্থিত।

বিসংসর্পিন্ (ত্রি) সম্যক্ বিস্তৃত, চারি দিকে গমনশীল।

"তির্য্যগ্‌বিসংসর্পিনখপ্রভেণ পাদেন হৈমং বিলিলেখ পীঠম্" (রঘু ৬।১৫)

বিসংশ্লিত (ত্রি) অসমাপ্ত। (কাত্যায়নশ্রৌ° ১১।১।২৭)

বিসংস্থুল (ত্রি) বিসংষ্ঠুল।

বিসংজ্ঞ (ত্রি) সংজ্ঞারহিত, জ্ঞানহারা (হরিবংশ)

বিসংজ্ঞাগতি (স্ত্রী) অত্যুচ্চগতি, অপরিমেয়গতি, যে গতির সংখ্যা করা যায় না। বিসংজ্ঞাবতী পাঠান্তর। (ললিতবিস্তর)

বিসংজ্ঞিত (ত্রি) সংজ্ঞারহিত, জ্ঞানহারা। (হরিবংশ)

বিসকণ্ঠিকা (স্ত্রী) বিসসদৃশঃ শুভ্রঃ কণ্ঠো যস্যা ইতি বহুব্রীহৌ কন্ টাপি অত ইত্বম্। বলাকা, ক্ষুদ্রজাতীয় বকপক্ষী। (অমর)

বিসকুসুম (ক্লী) বিসস্য কুসুমম্। কমল, পদ্ম। (রাজনি°)

বিসগ্রন্থি (পুং) পদ্মের মূল।

বিস[শ]ঙ্কট (পুং) বিশিষ্টঃ সঙ্কটো যস্মাৎ। ১ সিংহ। ২ ইঙ্গুদী বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ বিশাল বৃহৎ।

"বিসঙ্কটো বক্ষসি বাণপাণিঃ"। (ভট্টি ২।৫০)

বিসঙ্কুল (ত্রি) জটিল, গোলমেলে।

বিসজ (ক্লী) বিসং মৃণালং তস্মাজ্জায়তে ইতি জন-ড। পদ্ম।

বিসঞ্চারিন্ (ত্রি) বিষয় সঞ্চরণশীল, বিষয়ভোগী।

বিসদৃশ্ (ত্রি) বিপাক, কর্ম্মের বিপরীত ফল।

বিসদৃশ (ত্রি) ১ বিপরীত, বিরুদ্ধ। ২ বিলক্ষণ, নানারূপ, বিভিন্নরূপ, পৃথক্ পৃথক্ রকম।

"বিসদৃশা জীবিতাভি প্রচক্ষ (ঋক্ ১।১১৩।৬)

'বিসদৃশা বিলক্ষণানি নানারূপাণি জীবিহা জীবিতানি জীবনোপায়ভূতানি কৃষিবাণিজ্যাদীনি' (সায়ণ)

বিসনাভি (স্ত্রী) বিসং নাভিরুৎপত্তিস্থানং যস্যাঃ। ১ পদ্মিনী। ২ পদ্মের ঝাড়। ৩ পদ্মসমূহ। (ত্রিকা°)

বিসন্ধি (পুং) ১ সন্ধিরহিত, দুই বা বহু পদের মিলনাভাব। ২ বিশ্লিষ্ট সন্ধি, শরীরের সন্ধিস্থানের বিশ্লেষ।

বিসন্ধিক (ত্রি) যাহার সন্ধি করা হয় নাই, যে দুইএর মিলন করা হয় না।

"অপার্থং ব্যর্থমেকার্থং সসংশয়মপক্রমম্।
শব্দহীনং যতিভ্রষ্টং ভিন্নবৃত্তং বিসন্ধিকম্॥
দেশ কাল-কলা-লোক ন্যায়াগমবিরোধি চ।
ইতি দোষা দশৈবৈতে বর্জ্জ্যাঃ কাব্যেষু সূরিভিঃ॥"
(কাব্যাদর্শ ৩।১২৫-১২৬)

বিসন্নাহ (ত্রি) সন্নহনশূন্য, বর্ম্ম প্রভৃতি যুদ্ধবেশরহিত।

"ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।" (মনু ৭।৯২)

বিসপীগ্রাম, পশ্চিম বাঙ্গালার একটী ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে কবি বিদ্যাপতির জন্ম হয়। [বিদ্যাপতি দেখ।]

বিসপ্রসূন (ক্লী) পদ্ম।

"জম্বুর্বিসং স্ফুটবিকাসিবিসপ্রসূনাঃ।" (শিশুপালবধ ৫।২৮)

বিসম (ত্রি) অসমান। [বিষম দেখ।]

বিসমতা (স্ত্রী) অসমত্ব। (দিব্যা° ৩৮৪।২৯)

বিসমাপ্তি (স্ত্রী) বি-সম্-আপ-ক্তি। অসমাপ্তি, অসম্পূর্ণ।

বিসর (পুং) বিসরতীতি বি সৃ-অচ্ পচাদিত্বাৎ। ১ সমূহ। (অমর) ২ প্রসর, বিস্তার। (মেদিনী)

বিসরণ (ক্লী) বিসার, প্রসার।

বিসর্গ (পুং) বি-সৃজ ঘঞ্। ১ দান।

"আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব" (রঘু ৪।৮৬)

২ ত্যাগ।

"নানাশস্ত্রবিসর্গৈস্তৈর্বধ্যমানঃ সমন্ততঃ" (মহাভা° ১।৩২। ৩)

৩ মলনির্গম, মলত্যাগ। ৪ বিসর্জ্জনীয়, (:) এইরূপ বিন্দুদ্বয়াত্মক বর্ণবিশেষ।

"বিসর্গশ্চ দ্বিবিন্দুকঃ" (বীজাভিধান)

৫ সূর্য্যের অয়নভেদ। (মেদিনী) ৬ মোক্ষ। (হলায়ুধ) ৭ বিসৃষ্ট। (শব্দরত্না°) ৮ বিশেষ সৃষ্টি।

"পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্বীজং চরাচরম্॥" (শ্রীভাগবত)

৯ প্রয়োগ।

"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবঃ" (ভাগবত ১।৫।১১)

'বাগ্বিসর্গঃ বাচঃ প্রয়োগঃ' (স্বামী)

১০ প্রলয়। ১১ বিয়োগ। ১২ দীপ্তি। ১৩ পরিত্যক্ত বস্তু। ১৪ বর্ণভেদ। ১৫ কালভেদ, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন কালের নাম বিসর্গকাল। (মাধবনি°)

বিসর্গচুম্বন (ক্লী) নিশাশেষে প্রিয়ার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার কালে নায়ককর্তৃক যে চুম্বন। (রঘু ১৯।২৯)

বিসর্গিক (ত্রি) আকর্ষণকারী।

বিসর্গিন্ (ত্রি) ১ উৎসর্গকারী, দানকারী। ২ আকর্ষণকারী। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বিসর্জ্জন (ক্লী) বি-সৃজ ল্যুট্। ১ দান। ২ পরিত্যাগ। (অমর)

"ক্রতাবশেষবিসর্জ্জনঃ পিতুঃশ্চিরসংক্রাণি বিমুচ্য রাঘবঃ" (রঘু ৮।২৫)

৩ সংপ্রেষণ, সম্যক্ প্রকারে প্রেরণ অর্থাৎ 'তুমি ইহা কর' এই বলিয়া কাহাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করা। (পুং) ৪ বহুলশীর্ষদিগের মধ্যে অন্যতম। (ত্রি) বিশেষেণ সৃজ্যতে ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্। ৫ উৎপাদিত।

"ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতুগুণবিসর্জ্জনম্॥" ভাগবত ১০।১০।৪৭)

৬ প্রতিমাদি জলসাৎ করণ, চলিত প্রতিমা জলে ডুবান বা ভাসান।

বিসর্জ্জনীয় (ত্রি) বি-সৃজ-অনীয়র্। ১ দানীয়। ২ পরিত্যাজ্য, পরিত্যাগের যোগ্য। ৩ বিসর্গ অর্থাৎ (:) এইরূপ বিন্দুদ্বয়।

বিসর্জ্জয়িতব্য (ত্রি) বিসর্জ্জন করার যোগ্য, ত্যাগের উপযুক্ত।

বিসর্জ্জ্য (ত্রি) বি-সৃজ-যৎ। বিসর্জ্জনীয়।

বিসর্প (পুং) বি সৃপ ঘঞ্। রোগবিশেষ, পর্য্যায়—বিসর্পি, সচিবাময়। (রাজনি°) চরকে এই রোগের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নিবেশ আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভগবন্! দেখিতে পাই আশীবিষোপম একপ্রকার ভয়ঙ্কর রোগ মনুষ্যশরীরে অতি শীঘ্র বিসর্পিত হয়, সেই শীঘ্রকারি-রোগে মানব আক্রান্ত হইবামাত্র যদি চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে আশু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই রোগের নাম কি? এবং কি হেতু ইহার ঐ নাম হইয়াছে, কয়টী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এবং ইহা কয় প্রকার? কি কি কারণে উৎপন্ন হয়, কি কি কারণে ইহা সুখসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য হইয়া থাকে, এবং ইহার ঔষধই বা কি? অগ্নিবেশের প্রশ্নে আত্রেয় বলিয়াছিলেন যে এই রোগ মানবশরীরে বিবিধ প্রকারে সর্পণ করে বলিয়া উহার নাম বিসর্প। অথবা পরি অর্থাৎ সর্ব্বত্র সর্পণ করে বলিয়া ইহাকে পরিসর্পও কহে।

কুপিত বাতাদিদোষ কর্তৃক এই রোগ সাত প্রকারে উৎপন্ন হয়। রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংস এই চারিটী দূষ্য এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী সমুদায়ে এই ৭টী ধাতু বিসর্প রোগের উপাদান সামগ্রী। রক্তলসীকাদি ধাতুচতুষ্টয় ও বাতাদি দোষত্রয় দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহাকে সপ্ত-ধাতুকও কহে।

নিদান—লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণবীর্য্য রস অতিমাত্রায় সেবন, অম্ল, দধি ও দধির মাত দ্বারা প্রস্তুত শুক্ত, সুরা, সৌবীর, বিকৃত ও বহু পরিমিত মদ্য শাক, আদ্রকাদি দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, দধিকূর্চ্চিকা, তক্রকূর্চ্চিকা ও দধিমস্তু সেবন, দধিকৃত শিখরিণী সেবনের পর পিণ্ডালুকাদি সেবন, তিল, মাষ, কুলথ, তৈল, পিষ্টক এবং গ্রাম্য ও আনূপমাংস সেবন, অতিমাত্রায় ভোজন, দিবানিদ্রা, অপক্বদ্রব্যভোজন, অধ্যশন, ক্ষতবন্ধ প্রপতন, রৌদ্রাগ্নি প্রভৃতির অতিসেবন, এই সকল কারণে বাতাদিদোষ-ত্রয় দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন করে।

অহিতাশী ব্যক্তির উক্ত রূপে দূষিত বাতপিত্তাদি রসরক্তাদি পদার্থকে দূষিত করি শরীরে বিসর্পিত হয়। বিসর্প শরীরের বহিঃপ্রদেশ, অন্তঃপ্রদেশ ও বহিরন্তঃ উভয় প্রদেশকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। ইহারা যথাক্রমে বলবান্ অর্থাৎ বহিঃশ্রিত বিসর্প অপেক্ষা অন্তঃশ্রিত এবং তাহা হইতে বহিরন্তঃ উভয় প্রদেশাশ্রিত বিসর্প ভয়ঙ্কর। বহির্মার্গাশ্রিত বিসর্প সাধ্য, অন্তর্মার্গাশ্রিত কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং উভয়াশ্রিত বিসর্পরোগ অসাধ্য।

বাতাদিদোষত্রয় অভ্যন্তরে প্রকুপিত হইয়া অন্তর্বিসর্প, বহির্ভাগে প্রকুপিত হইয়া বহির্বিসর্প এবং বহিরন্তঃ উভয় স্থানে প্রকুপিত হইয়া বহিরন্তর্বিসর্প রোগ উৎপাদন করে।

বক্ষোমর্ম্মের উপঘাত, মল, মূত্র ও শ্বাস-প্রশ্বাসাদির মার্গ সংরোধ, অথবা তাহাদের বিঘট্টন তৃষ্ণার অতিযোগ, মলমূত্রাদির বেগ বৈষম্য এবং অগ্নিবলের আশুক্ষয়, এই সকল লক্ষণ দ্বারা অন্তর্বিসর্প স্থির করিতে হয়।

ইহার বিপরীত লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ বক্ষোমর্ম্মের অনুপঘাত মলমূত্রাদিমার্গের অসংরোধ ও অবিঘট্টন, তৃষ্ণার অনতিযোগ, মলমূত্রাদি বেগের অযথাবৎপ্রবৃত্তি এবং অগ্নিবলের অসংক্ষয় এই গুলি বহির্বিসর্পের লক্ষণ। উক্ত সকল প্রকার লক্ষণ এবং নিম্নোক্ত অসাধ্য লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে তাহাকে অন্ত বহির্বিসর্প কহে। যাহার নিদান বলবান, এবং উপদ্রব সকল অতি কষ্টপ্রদ, ও যে বিসর্প মর্ম্মাশ্রিত, তাহা রোগীর প্রাণনাশক।

বাতবিসর্পের লক্ষণ—রুক্ষ ও উষ্ণ কারণে বা রুক্ষ ও উষ্ণ বস্তু অতিভোজনে বায়ু সঞ্চিত ও প্রদুষ্ট হইয়া রসরক্তাদি দূষ্য পদার্থ সকলকে দূষিত করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। তখন ভ্রম উৎপন্ন। পিপাসা, সূচীবেধবৎ ও শূলনিখাতবৎ বেদনা, অঙ্গকুঞ্চন, উদ্বেষ্টন, কম্প, জ্বর, তমক, কাস, অস্থিভঙ্গবৎ ও সন্ধিভঙ্গবৎ বেদনা বিবর্ণতা, বমন, অরুচি, অপরিপাক নেত্রদ্বয়ের আকুলত্ব ও অশ্রুপাত এবং গাত্রে পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ প্রতীতি, শরীরের যে যে স্থানে বিসর্প বিসর্পণ করে, সেই সেই স্থান শ্যাববর্ণ বা রক্তবর্ণ ও সেই সেই স্থানে শোথ এবং অত্যন্ত বেদনা, সেই সেই স্থানের আয়াস, সঙ্কোচ, হর্ষ অর্থাৎ সিড়্সিড়্ করণ, স্ফুরণ (দপদপানি) এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা দ্বারা রোগী অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়ে। যদি চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে সেই সেই স্থানে পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট অরুণ বা শ্যাববর্ণ স্ফোটক দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয় এবং সেই সকল স্ফোটক শীঘ্র ফাটিয়া যায় ও তাহা হইতে পাতলা বিষম দারুণ ও অল্পস্রাব নির্গত হইতে থাকে। রোগীর মলমূত্র ও অধোবায়ু বদ্ধ হয়।

পিত্তজ বিসর্প লক্ষণ—উষ্ণ দ্রব্য সেবন এবং বিদাহী ও অম্লদ্রব্যাদি ভোজনদ্বারা পিত্তসঞ্চিত ও প্রকুপিত হইয়া রক্তাদি দূষ্যচতুষ্টয়ে দূষিত ও ধমনী সকলকে পূর্ণ করিয়া পিত্তজনিত বিসর্প রোগ উৎপাদন করে, তখন জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, অঙ্গভেদ, স্বেদ, অন্তর্দাহ, প্রলাপ, শিরোবেদনা, নেত্র দ্বয়ের আকুলতা, অনিদ্রা, অরতি, ভ্রম, শীতল বায়ু ও শীতল জলে অত্যভিলাষ মলমূত্র হরিদ্রাবর্ণ ও শীতদর্শন এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শরীরের যেস্থানে বিসর্প বিসর্পণ করে, সেইস্থান হরিদ্রা নীল কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ হয়। অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং স্ফোটক সমূহদ্বারা ব্যাপ্ত হয়, স্ফোটক সকল শীঘ্র

পাকিয়া উঠে, তাহা হইতে পিত্তাভরূপ বর্ণের স্রাব হইতে থাকে এবং ঐ স্ফোটক দাহযুক্ত ও বেদনাবিশিষ্ট হয়।

কফজ বিসর্প লক্ষণ—স্বাদু, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ ও গুরুপাক অন্নভোজন এবং দিবানিদ্রা দ্বারা কফ সঞ্চিত ও প্রকুপিত হইয়া রক্তাদি দূষ্যচতুষ্টয়কে দূষিত এবং সমস্ত অঙ্গে বিসর্পণ করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। তখন শীতজ্বর, গাত্রগুরুতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, অরুচি, অপরিপাক, মুখে মধুর রসের অনুভব, মুখস্রাব, বমি, আলস্য, স্তৈমিত্য, অগ্নিমান্দ্য ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। শরীরের যে স্থানে বিসর্প বিসর্পণ করে, সেইস্থান স্ফীত, পাণ্ডু বা অনতিরিক্ত বর্ণ, চিক্কণ, স্পর্শশক্তিহীন, স্তব্ধ, গুরু ও অল্পবেদনা যুক্ত হয়। ঐ স্ফোটক কৃচ্ছ্রপাক, চিরকারী, ঘনত্বক্ ও উপলেপবিশিষ্ট হয়, ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে শ্বেতবর্ণ পিচ্ছিল তন্তুবিশিষ্ট দুর্গন্ধ ঘনস্রাব নিরন্তর প্রস্রুত হইয়া থাকে। ঐ স্ফোটকের উপরিভাগে কঠিন ব্রণসকল জন্মে ঐ ব্রণসকল ঘনত্বক্‌বিশিষ্ট, উপলিপ্ত এবং নিরন্তর স্থায়ী। এই বিসর্পরোগে রোগীর ত্বক্, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র ও মল শ্বেতবর্ণ হয়।

বাতপৈত্তিক আগ্নেয়বিসর্প—স্ব স্ব কারণে বায়ু ও পিত্ত অতিমাত্র কুপিত ও পরস্পর লব্ধবল হইয়া শরীরে শীঘ্রই আগ্নেয় বিসর্প রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী আপনার সর্ব্ব শরীরকে যেন দেদীপ্যমান অঙ্গারাগ্নি দ্বারা আকীর্ণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং বমি, অতিসার, মূর্চ্ছা, দাহ, মোহ, জ্বর, তমক, অরুচি, অস্থিভেদ, সন্ধিভেদ, তৃষ্ণা, অপরিপাক ও অঙ্গভেদাদি উপদ্রব অভিভূত হয়। এই বিসর্প যে যে স্থানে বিসর্পণ করে, সেই স্থান শান্ত (নির্ব্বাপিতাগ্নি) অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ বা অতিশয় রক্তবর্ণ হয়, এবং অগ্নিদাহযুক্ত স্ফোটকসমূহ পরিব্যাপ্ত হয়, শীঘ্রগামিত্ব হেতু এই বিসর্প আশু মর্ম্মস্থানে (হৃদয়ে) অনুসরণ করে। ইহা দ্বারা মর্ম্ম উপতপ্ত হইলে বায়ু অতি বলবান্ হইয়া অঙ্গ সকলকে ভঙ্গবৎ পীড়ায় অতিশয় পীড়িত করে। তখন সংজ্ঞানাশ, হিক্কা, শ্বাস ও নিদ্রানাশ হয়, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া থাকে। পরে অতি ক্লিষ্ট হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে, কেহ কেহ অতি কষ্টে প্রবুদ্ধ হয়, কেহ বা প্রাণত্যাগ করে। এই বিসর্প অসাধ্য।

কর্দ্দমাখ্যবিসর্প—স্ব স্ব প্রকোপন হেতু কফ ও পিত্ত প্রকুপিত ও বলবান হইয়া শরীরের কোন এক স্থানে কর্দ্দমাখ্য বিসর্পরোগ উৎপাদন করে। এই বিসর্পে শীতজ্বর, শিরঃপীড়া, স্তৈমিত্য, অঙ্গাবসাদ, নিদ্রা, তন্দ্রা, অন্নদ্বেষ, প্রলাপ, অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, অস্থিভেদ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, স্রোতঃসমূহের লিপ্ততা, ইন্দ্রিয়গণের জড়তা, অপক্ব মলভেদ, অঙ্গবিক্ষেপ, অরুচি, অরতি ও ঔৎসুক্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বিসর্প প্রায় আমাশয়েই উৎপন্ন হয়, কিন্তু অলসীভূত হইয়া আমাশয়ের কোন এক স্থলে অবস্থিতি করে। যে স্থানে অবস্থান করে, সেই স্থান রক্ত, পীত বা পাণ্ডুবর্ণ, পীড়কাকীর্ণ, মেচকাভ (কৃষ্ণবর্ণ) মলিন, স্নিগ্ধ, বহু উষ্মান্বিত, গুরু, স্তিমিতবেদন, শোথবিশিষ্ট, গম্ভীর পাক, স্রাবরহিত ও শীঘ্র ক্লেদযুক্ত হয়। ঐ স্থানের মাংস ক্রমে খিন্ন, ক্লিন্ন ও পূতিযুক্ত হয়। এই বিসর্পে বেদনা অল্প, কিন্তু ইহা দ্বারা সংজ্ঞা ও স্মৃতি নষ্ট হইয়া থাকে। বিসর্পাক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে অবকীর্ণ হয়, টিপিলে কর্দ্দমের ন্যায় বসিয়া যায়, সেই স্থান হইতে মাংস পচিয়া নির্গত হইতে থাকে, শিরা ও স্নায়ু সকল বাহির হইয়া পড়ে এবং ক্ষত স্থান শবদুর্গন্ধি হয়। এই বিসর্পরোগও অসাধ্য।

গ্রন্থিবিসর্প—স্থির, গুরু, কঠিন, মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ ও অভিষ্যন্দী অন্নপান সেবন ও শ্রমরাহিত্য প্রভৃতি কারণে শ্লেষ্মা ও বায়ু কুপিত হয়। ঐ প্রকুপিত ও প্রবৃদ্ধ বলবান শ্লেষ্মা বায়ু রক্তাদি দূষ্য চতুষ্টয়কে দূষিত করিয়া গ্রন্থিবিসর্প উৎপাদন করে। প্রবৃদ্ধ কফকর্ত্তৃক বায়ু রুদ্ধমার্গ হইয়া সেই অবরোধক কফকেই বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া কফাশয়ে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থিমালা উৎপাদন করিতে থাকে। ঐ গ্রন্থিমালা কৃচ্ছ্রপাক অর্থাৎ প্রায়ই পাকে না এবং উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে।

ঐরূপে দূষিত বায়ু রক্তবহুল ব্যক্তির রক্ত দূষিত করিয়া যদি শিরা স্নায়ু, মাংস ও ত্বকে গ্রন্থিমালা উৎপাদন করে এবং ঐ গ্রন্থিমালা তীব্র বেদনাযুক্ত, স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ বা বৃত্তাকার ও রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে উহাদের উপদ্রবে জ্বর, অতিসার হিক্কা, শ্বাস, কাস, শোষ মোহ, বৈবর্ণ্য অরুচি, অপরিপাক, প্রসেক, বমি, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ, নিদ্রা অরতি ও অবসাদ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই বিসর্পরোগও অসাধ্য।

সান্নিপাতিকবিসর্প—যাহা সকল নিদানসম্ভূত, সর্ব্বলক্ষণসংযুক্ত এবং সকল শরীর ব্যাপ্ত, সর্ব্ব ধাতুগত, আশুকারী ও মহাবিপজ্জনক, তাহাই সান্নিপাতিক বিসর্প। ইহাও অসাধ্য।

বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বিসর্প সাধ্য অর্থাৎ সম্যক্ ইহাদের চিকিৎসা করিলে উপকার হয়। অগ্নিবিসর্প ও কর্দ্দমাখ্য বিসর্প পূর্ব্বে অসাধ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু এই বিসর্পদ্বয়ে যদি জ্বরাদি উপদ্রবরহিত বক্ষোমর্ম্ম অনুপহত, শিরা, স্নায়ু ও মাংস ক্লিন্নমাত্র হয় অর্থাৎ মাংস পচিয়া খসিয়া না পড়ে এবং তজ্জন্য শিরা ও স্নায়ু না দেখা যায়, তবে হইলে ইহাতে যথাবিধানে স্বস্ত্যয়নাদি দৈব চিকিৎসা ও উপযুক্ত ঔষধাদি দ্বারা সাধারণ চিকিৎসা করিলে সারিলেও সারিতে পারে। গ্রন্থিবিসর্পও যদি জ্বরাতিসারাদি উপদ্রবরহিত হয়, তাহা হইলে তাহারও চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা—আমদোষান্বিত বিসর্প কফস্থানগত হইলে লঙ্ঘন, বমন, তিক্তদ্রব্য সেবন এবং রুক্ষ ও শীতল প্রলেপন প্রশস্ত। আমদোষান্বিত বিসর্প পিত্তস্থানগত হইলেও ঐরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে। উহাতে বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ বিশেষ হিতকর। আমদোষান্বিত বিসর্প পক্বাশয়সম্ভূত এবং উহাতে রক্ত ও পিত্তের দোষ থাকিলে প্রথমে বিরুক্ষণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কারণ আমদোষ থাকায় উহাতে স্নেহন ক্রিয়া হিতজনক নহে। বাতোল্বণ ও পিত্তোল্বণ বিসর্প যদি লঘুদোষ হয়, তাহা হইলে তিক্তকদ্রব্য হিতকর, কিন্তু যদি পৈত্তিক বিসর্প মহাদোষান্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিরেচন প্রশস্ত। বিসর্প রোগের দোষসকল অধিক পরিমাণে থাকিলে ঘৃতপ্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে, সে স্থানে বিরেচন করান আবশ্যক। কারণ ঘৃতপানে সেই সঞ্চিত দোষ সকল উপস্তব্ধ হইয়া ত্বক্, মাংস ও রক্তকে পচাইয়া থাকে। অতএব বহু দোষাক্রান্ত বিসর্পরোগে বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ বিশেষ প্রশস্ত। কারণ রক্তই বিসর্পের আশ্রয়স্থান। কফজ, ত্রিদোষজ এবং কফপিত্তজ বিসর্পরোগে যষ্টিমধু, নিম ও ইন্দ্রযবের কষায়ে ময়না-ফলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করাইয়া বমন করাইবে। পল্‌তা ও নিমের কাথ বা পিপুলের কাথ অথবা ইন্দ্রযবের কাথে ময়নাকল্ক মিশ্রিত করিয়া তাহার পানদ্বারা বমন করাইলেও উপকার হয়। মদনকল্কাদিযোগ ও এই রোগে বিশেষ উপকারী।

মুথা, নিমছাল ও পলতা, অনন্তমূল, আমলকী, বেণামূল ও মুথা, চিরতা, লোধ, দুরালভা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, পদ্মকেশর, নীলোৎপল বহেড়া, যষ্টিমধু ও নাগেশ্বর, এবং রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই চারিটী যোগের কষায় বিসর্পরোগে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, নাগেশ্বর ও লোধ ইহাদের কাথও যথাবিধানে সেবন করাইলে উপকার হয়।

পূর্ব্বোক্ত পলতা প্রভৃতি দ্রব্যের শীত কষায় তেউড়ীচূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। পলতা ও মুগের কাথ, বা আমলকীর রস ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পান করিলে উপকার হয়। কুষ্ঠরোগোক্ত মহাতিক্তকঘৃত এবং গুল্মরোগোক্ত ত্রায়মাণাঘৃতও বিশেষ উপকারী। বিসর্পরোগে বিরেচনের জন্য তেউড়ীচূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ, উষ্ণজল বা দ্রাক্ষারস আলোড়ন করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা বলাডুমুরের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ বিরেচনের জন্য প্রয়োগ করিবে। তেউড়ী চূর্ণের সহিত ত্রিফলা কাথ সংযুক্ত ঘৃত পানও প্রশস্ত। ইহা পান করিলে বিসর্পজ্বর প্রশমিত হয়। আমলকীর রস ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পান করাইলেও উপকার হয়। কোষ্ঠের শুদ্ধ থাকিলে ঐ আমলকীর রসেই তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

হাত ও পায়ের রক্ত দুষ্ট হইলে প্রথমে রক্ত নির্হরণ করিবে। রক্ত যদি বাতান্বিত হয়, তাহা হইলে শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্তান্বিত হইলে জলৌকা দ্বারা এবং কফান্বিত হইলে অলাবু দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে। শরীরের যে স্থানে বিসর্প উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের সমীপস্থিত সিরা আশু বেধ করিবে। কারণ যদি রক্ত নির্হরণ করা না যায়, তাহা হইলে রক্তক্রমে ত্বক্, মাংস ও স্নায়ুরও ক্লেদ জন্মিবে। কোষ্ঠাদিদোষ উক্ত প্রকারে নির্হৃত হইলেও যদি ত্বক্ ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ দোষ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই অল্পদোষাক্রান্ত বিসর্প নিম্নোক্ত বাহ্য ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হইবে।

যজ্ঞডুমুরের ছাল, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, নাগেশ্বর ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া ঘৃত যুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। বটের নূতন শিকড়, কলার থোড ও মৃণালের গেঁড়ো এই সকল একত্র বাটিয়া শতধৌত ঘৃতাপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিবে, পীতচন্দন, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর পুষ্প, কৈবর্ত্তমুস্তক, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, বেণারমূল ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের প্রলেপও ঘৃতযুক্ত করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। শামুক, মৃণাল, শঙ্খচূর্ণ রক্তচন্দন নীলোৎপল ও বেতসমূল ইহাদের প্রলেপও ঘৃতযুক্ত করিয়া দিলে ভাল হয়। অনন্তমূল, পদ্মকেশর, বেণারমূল, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, লোধ ও হরীতকী ইহাদেরও প্রলেপ হিতকর। বেণারমূল, রেণুক, লোধ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দুর্ব্বা ও ধুনা ঘৃতাক্ত করিয়া তাহাদ্বারা প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

সোঁদালপত্র, ছাতিম ছাল, নিসিন্দা পাতা, কাকমাচী ও শিরীষপুষ্প, শৈবাল, নলমূল, প্রিয়ঙ্গু, শালপানি ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু, [illegible], যষ্টিমধু, শালপানি ও শিরীষপুষ্প, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, বালা, দারুহরিদ্রার ত্বক্, হরীতকী ও বেড়েলা, এই সকল একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ বিসর্প আশু প্রশমিত হয়

বাতরক্ত পিত্তোল্বণ বিসর্পে ঘৃতমণ্ড বা শীতল জল অথবা যষ্টিমধুর কাথ অথবা পঞ্চ বল্কলের শীতকষায় বারংবার সিঞ্চন করিবে। পূর্ব্বোক্ত যোগ সমূহের কাথ দ্বারা বিসর্প সিঞ্চন এবং তাহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত মর্দ্দন এবং উহাদের চূর্ণ দ্বারা উহার ক্ষত অবচূর্ণিত করিবে।

দূর্ব্বার স্বরসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া উহা বিসর্পের উপর মাখাইলে বিসর্পক্ষত শুষ্ক হয়। দারুহরিদ্রার ত্বক, যষ্টিমধু, লোধ ও নাগেশ্বর ইহাদের চূর্ণ প্রয়োগ করিলে বিসর্প ক্ষত শুষ্ক হয়।

পল্তা, নিম, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, ইহাদের কাথ-সেকে অথবা ইহাদের কাথ বা কল্কের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত ক্ষতস্থানে লাগাইলে উহা শীঘ্রই শুষ্ক হয়। বিসর্পের ক্ষত স্থানে যখন কোন কাথাদি সিঞ্চন করিতে হয়, তখন প্রলেপ তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। যদি ধৌত করাতেও প্রলেপ সম্যক্ না উঠে, তাহা হইলে বারংবার অতি পাতলা প্রলেপ দিবে। কিন্তু কফজ বিসর্পে ঘন প্রলেপ দিতে হইবে। প্রলেপ যেন অঙ্গুষ্ঠের তিন ভাগের একভাগ পরিমাণে পুরু হয়, এবং তাহা যেন অতি স্নিগ্ধ বা অতি রুক্ষ, অতি গাঢ় বা অতিদ্রব না হয় অর্থাৎ উহা যেন সমভাবাপন্ন হয়। বাসি প্রলেপ দেওয়া নিষিদ্ধ। যে প্রলেপ একবার দেওয়া হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার প্রয়োগ করিলে বিসর্পের ক্লেদ ও খূলুনি উপস্থিত হয়। বস্ত্রখণ্ডে প্রলেপ দ্রব্যের কল্ক স্থাপন করিয়া পুলটিস্ দেওয়ার মত প্রলেপ দিলে বিসর্পক্ষত স্বিন্ন হয়, এবং তাহাতে স্বেদজন্য পীড়কা ও কণ্ডু জন্মাইয়া থাকে। বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রলেপ দিলে যে দোষ হয়, প্রলেপের উপর প্রলেপ দিলেও সেই দোষ হয়। যদি অতিস্নিগ্ধ বা অতিদ্রব প্রলেপ প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ প্রলেপ ত্বকে ভালরূপ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় তদ্দ্বারা দোষের সম্যক্ শান্তি হয় না। যদি অত্যন্ত পাতলা করিয়া প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা শুকাইয়া ফাটা ফাটা হয়, এবং ওষধির রস ব্যাধিকে প্রাপ্ত হইতে না হইতেই শুকাইয়া উঠে, অত্যন্ত পাতলা প্রলেপে যে সকল দোষ ঘটে, নিঃস্নেহ প্রলেপেও সেই সকল দোষই প্রবল ভাবে ঘটিয়া থাকে। কারণ নিঃস্নেহ প্রলেপ শুষ্ক হইয়া ব্যাধিকে পীড়িত করে।

লঙ্ঘিত বিসর্পরোগীকে চিনি ও মধুসংযুক্ত রুক্ষ, মন্থ, অথবা মধুর দ্রব্য কৃত মন্থ, দাড়িম ও আমলকী প্রভৃতির রসে অম্ল অম্ল করিয়া সেই মন্থ পান করিতে দিবে। সিদ্ধ জলে শক্তু আলোড়ন করিয়া সেই মন্থ কল্সা, কিস্‌মিস্ ও খর্জ্জুরের সহিত সেবনও প্রশস্ত। লঙ্ঘিত বিসর্পরোগীকে যবের ও শালিতণ্ডুলের তর্পণ প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতাদি স্নেহের সহিত পান করিতে দিবে এবং উহা পরিপাক হইলে মুদ্গাদি যূষের সহিত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন সেবন করিতে দিবে।

এই রোগে পরিপক্ব পুরাতন রক্তশালি, শ্বেতশালি, মহাশালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন প্রশস্ত। যব, গোধূম ও শালি-তণ্ডুল ইহার মধ্যে যাহার পক্ষে যেটী অভ্যস্ত তাহার পক্ষে তাহাই উপকারী। বিদাহজনক অন্নপান, ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, ব্যায়াম, সূর্য্য ও অগ্নি সন্তাপ এবং প্রবল বায়ুসেবন এই সকল এই রোগে বিশেষ অপকারী।

উক্ত প্রকার চিকিৎসার মধ্যে শীতবহুল চিকিৎসা সকল পৈত্তিক বিসর্পে, রুক্ষবহুল চিকিৎসা শ্লৈষ্মিক বিসর্পে, স্নৈহিক চিকিৎসা বাতিক বিসর্পে, বাতপিত্তপ্রশমন চিকিৎসা অগ্নি-বিসর্পে এবং কফপিত্তপ্রশমন চিকিৎসা কর্দ্দমক বিসর্পে প্রশস্ত।

রক্তপিত্তোত্থ গ্রন্থিবিসর্পে প্রথমতঃ রূক্ষণ, লঙ্ঘন, পঞ্চ বল্কলের পরিষেক ও প্রলেপ, জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, কষায় ও তিক্ত দ্রব্যের কাথ প্রয়োগে বমন ও বিরেচন ব্যবহার করিবে। বমন ও বিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধ ও অধঃ সংশুদ্ধ এবং জলৌকা দ্বারা রক্ত অবসেচিত হইলে যখন রক্ত ও পিত্তের প্রশান্তি হয়, তখন বাতশ্লেষ্মহর যোগ সকল প্রয়োগ করা বিধেয়।

গ্রন্থি বিসর্পে খূলুনি থাকিলে উষ্ণ উৎকারিকা (যবগোধূমাদি জলে পাক করিয়া লেহবৎ যে পদার্থ করা যায়, তাহার নাম উৎকারিকা) ঘৃতাদি স্নেহযোগে স্নিগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বা বেশবারাদির দ্বারা প্রলেপ দিবে। দশমূলের কাথ ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া উষ্ণাবস্থায় সেই তৈল দিতে হইবে। অশ্ব-গন্ধার কল্ক, শুষ্ক মূলকের কল্ক, উহার করঞ্জ-ছালের কল্ক, বা বহেড়ার কল্ক ঈষদুষ্ণ করিয়া গ্রন্থিবিসর্পে প্রলেপ দিবে। দন্তী-মূলের ছাল, চিতামূলের ছাল, মনসার আটা, আকন্দের আটা, গুড়, ভেলার মুটী ও হীরাকস, ইহাদের কাথ ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ দ্বারা যদি গ্রন্থিবিসর্প প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে ক্ষার দ্বারা তপ্তশর বা তপ্তলৌহ দ্বারা দাহ করিবে। অথবা ব্রণশোথোক্ত ব্রণ পক্ব করিবার ঔষধ দ্বারা উহা পাকাইয়া উৎপাটিত করিতে হইবে। তৎপরে বহির্গমনোন্মুখ রক্ত পুনঃ পুনঃ মোক্ষণ করিবে। রক্ত অপহৃত হইলে বাতশ্লেষ্মনাশক শিরোবিরেচন ধূমপ্রয়োগ ও পরিমর্দ্দন করিবে। ইহাতেও যদি দোষের প্রশম না হয়, তাহা হইলে ব্রণশোথোক্ত পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। দাহ ও পাক দ্বারা গ্রন্থি প্রক্লিন্ন হইলে বাহ্য ও অভ্যন্তর শোধন ও রোপণ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ব্রণশোথবৎ চিকিৎসা করিতে হইবে। কমলাগুঁড়ি, বিড়ঙ্গ ও দারুহরিদ্রার ত্বক্, ইহাদের কল্ক দ্বারা চতুর্গুণ জলে তৈল পাক করিয়া গ্রন্থিক্ষতে প্রয়োগ করিবে। অভিহিত যোগগুলির এবং রক্তমোক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ দোষ ও উপদ্রব উপস্থিত হইলে যাহাতে সেই সকল দোষ ও উপদ্রবের শান্তি হয়, নিয়ত তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। (চরকসংহিতা চিকিৎসিত স্থা•)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে কুষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রণরোগে যে সকল ঘৃত ও ঔষধাদি অভিহিত হইয়াছে, বিসর্পরোগে তাহাদের প্রয়োগও বিশেষ উপকারী। বিসর্প পাকিলে শস্ত্র দ্বারা পূয়াদি নিঃসরণ করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

উক্ত ভাব প্রকাশ এবং সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থেও এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় বিশদ রূপে অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বিসর্পজ্বর (পুং) বিসর্পরোগজন্য জ্বর, বিসর্পরোগের শঙ্কায় যে জ্বর হয়। [বিসর্প শব্দ দেখ]

বিসর্পণ (ক্লী) বি-সৃপ-ল্যুট্। প্রসরণ, ব্যাপন, বিস্তৃত হওয়া। ২ স্ফোটকাদির উৎসেক। ৩ নিক্ষেপ।

"শোষণং সাগরস্যেব মেরোরিব বিসর্পণম্।
পতনং ভাস্করস্যেব ন মৃষ্যে দ্রোণপাতনম্॥" (ভারত ৭।৮।১৩)

বিসর্পি (পুং) বিসর্প, বিসর্পরোগ। (রাজনি°)

বিসর্পিকা (স্ত্রী) রোগভেদ, বিসর্প।

"দদ্রু-বিচর্চিকা-জ্বরবিসর্পিকাঃ পাণ্ডুরোগাশ্চ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৩২।১৪)

বিসর্পিন্ (ত্রি) বি-সৃপ-ণিনি। ১ বিসরণশীল। ২ বিসর্প রোগযুক্ত।

বিসর্পিণী (স্ত্রী) শ্বেতবুহ্নালতা, যবতিক্তালতা। (রাজনি°)

বিসর্মন্ (ত্রি) বিসরণশীল। "বিসর্মাণং কৃণুহি" (ঋক্ ৪।৪২।৯)
'বিসর্মাণং বিসরণশীলং' (সায়ণ)

বিসল (ক্লী) বিসং লাতীতি-লা-ক। পল্লব। (ত্রিকা°)

বিসল্প[ক] (পুং) বিসর্পক রোগ।

"বিসল্পকস্য বিসর্পকস্য নাম" (অথ° ১৬।১২৭।১ সায়ণ)

বিসবর্ত্মন্ (ক্লী) বর্ত্মগত নেত্ররোগভেদ। লক্ষণ—যে নেত্র-রোগে ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু বর্ত্মের বহির্ভাগে শোথ উৎপন্ন হইয়া ঐ শোথের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ছিদ্র হয় এবং সেই ছিদ্র দ্বারা জলের স্থায় অত্যন্ত স্রাব নির্গত হয়, তাহাকে বিসবর্ত্ম কহে।

শূনং যদ্বর্ত্ম বহুভিঃ সূক্ষ্মৈশ্ছিদ্রৈঃ সমন্বিতম্।
বিসমন্তর্জলমিব বিসবর্ত্মেতি তন্মতম্॥" (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৩অ°)

বিসামগ্রী (স্ত্রী) কারণাভাব।

বিসার (পুং) বিশেষেণ সরতীতি সৃ-গতৌ (ব্যাধিমৎস্যবলেষিতি বক্তব্যং। পা ৩৩।১৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঘঞ্। ১ মৎস্য। ২ নির্গম।

"হিরণ্যকেশো রজসো বিসারে" (ঋক্ ১।৭৯।১)
'বিসারে বিসরণে মেঘান্নির্গমনে' (সায়ণ)
৩ বিস্তার। ৪ প্রবাহ। ৫ উৎপত্তি।

বিসারথি (ত্রি) বিগতঃ সারথির্যস্মাৎ। সারথিশূন্য, সারথিরহিত।

বিসারিন্ (ত্রি) বি-সৃ-ণিনি। প্রসারণশীল, পর্য্যায়—বিসৃত্বর, বিসৃমর, প্রসারী। (অমর)

বিসারিত বি-সৃ-ণিচ্-ক্ত। প্রসারিত, বিস্তৃত।

বিসারিণী (স্ত্রী) বিসারিন্-ঙীষ্। ১ মাষপর্ণী। ২ প্রসরণশীলা।

নিধুবস্তু বিসারিণ্যো জ্বালাহব্যভুজো মধুঃ।" (রাজতর° ৮।১৮২)

বিসিনী (স্ত্রী) বিসমস্ত্যস্যাঃ ইতি বিস্ পুষ্করাদিভ্যশ্চ ইতি ইনি, ঙীষ্। ১ পদ্মিনী। ২ মৃণাল। (রাজনি°)

বিসির (ত্রি) বিশির, শিরারহিত।

বিসিস্মাপয়িষু (ত্রি) বিস্মাপয়িতুমিচ্ছুঃ বি-স্মি-ণিচ্-সন্-উ। বিস্ময় জন্মাইতে ইচ্ছুক।

বিসুকল্প (পুং) রাজপুত্রভেদ। (তারনাথ)

বিসুকৃৎ (ত্রি) মন্দকারী।

বিসুকৃত (ত্রি) অধর্ম্ম, পাপ।

বিসুখ (ত্রি) বিগতং সুখং যস্য। সুখরহিত।

বিসুত (ত্রি) বিগতপুত্র, পুত্ররহিত।

বিসুহৃদ্ (ত্রি) সুহৃদ্বিহীন, বন্ধুরহিত।

বিসূচিকা (স্ত্রী) বিশেষেণ সূচয়তি মৃত্যুমিতি বি-সূচ-অচ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্, বিসূচী-স্বার্থে কন্ টাপ্। রোগভেদ, অজীর্ণরোগ, চলিত ওলাউঠা রোগ। এই রোগের নামনিরুক্তি ও লক্ষণ—

"সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যত্রাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈ বিসূচীতি নিগদ্যতে॥
ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥"
(ভাবপ্রকাশ অজীর্ণরোগাধি°)

অজীর্ণহেতু বায়ু যদি রোগীর শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে বিসূচিকা রোগ কহে। যে ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং পরিমিত আহার করেন, তিনি কখনও বিসূচীরোগে আক্রান্ত হন না, ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়পরবশ এবং পশুর স্থায় অপরিমিতভোজী, এই সকল ব্যক্তিই উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমাজীর্ণ প্রভৃতি রোগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে তাহা হইতেই বিসূচিকাদি জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ আমাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা, বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে অলসক এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ হইতে বিলম্বিকা রোগ হয়।

অত্যন্ত জলপান, বিষমাশন, ক্ষুধা ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ দ্বারা মানবগণের নিয়মিত, লঘু অথচ যথাকালভুক্ত আহারও পরিপাক হয় না, পিপাসা, ভয়, ও ক্রোধপীড়িত, লুব্ধরোগী, দৈন্যগ্রস্ত এবং অসূয়াকারী, ইহাদিগেরও ভুক্ত অন্ন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয় না, কিন্তু উপরি উক্ত কারণ সমূহের মধ্যে অতি মাত্রায় ভোজনই অজীর্ণ রোগের মূল কারণ। পশুর স্থায় অপরিমিত ভোজনকারী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণই বিসূচিকা প্রভৃতি রোগসমূহের মূলীভূত অজীর্ণরোগ-

কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। আমাজীর্ণ হইতেই বিসূচিকা রোগ হয়। আমাজীর্ণে রোগীর শরীর ও উদর গুরু, ঝিমঝিমা, কপোল ও চক্ষুর্গোলকে শোথ এবং উদগার বাহুল্য হয়। কিন্তু মধুরাদি যে কোন দ্রব্য আহার করা যায় তাহাতে কিছুমাত্র অম্ল জন্মায় না।

লক্ষণ—বিসূচিকা রোগে মূর্চ্ছা, অতিশয় মলভেদ, বমি, পিপাসা, শূল, ভ্রম, হাত ও পায়ে খিলধরা, এবং জৃম্ভা, দাহ, শরীরের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিরঃশূল হইয়া থাকে।

উপদ্রব—অনিদ্রা, গ্লানি, কম্প, মূত্ররোধ এবং অজ্ঞানতা, এই পাঁচটী বিসূচিকার প্রধান উপদ্রব। এই সকল উপদ্রব হইলে রোগীর জীবনের আশা কম।

অরিষ্ট লক্ষণ—এই রোগে যদি দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ হয়, চক্ষুর্দ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং মোহ, বমি, ক্ষীণস্বর ও সন্ধিসমূহ শিথিল হয়, তাহা হইলে রোগীর জীবনের আশা কম।

(ভাবপ্র° অজীর্ণরোগাধি°)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই রোগ অজীর্ণরোগের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহা অতি ভয়ঙ্কর এবং আশু প্রাণনাশক ও সংক্রামক। অতিবৃষ্টি, বায়ুর আর্দ্রতা কিংবা স্থিরতা, অতিশয় উষ্ণবায়ু, অপরিষ্কৃত জলবায়ু, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আহারের অনিয়ম, ভয়, শোক বা দুঃখ প্রভৃতি মানসিক যন্ত্রণা, অধিক জনপূর্ণ স্থানে বাস, রাত্রি জাগরণ এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতিকে এই রোগের নিদান বলা যাইতে পারে। উদরাময় না হইয়াও যে সকল ব্যক্তির বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রথমতঃ শারীরিক দুর্ব্বলতা, অঙ্গে কম্পন, মুখশ্রীর বিবর্ণতা, উদরের উর্দ্ধভাগে বেদনা, কর্ণমধ্যে বিবিধ শব্দ শ্রবণ, শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

ইহার সাধারণ লক্ষণ যুগপৎ ভেদ ও বমন, এইজন্য ইহাকে ভেদবমিও বলে। প্রথমে দুই একবার উদরাময়ের ন্যায় মলভেদ ও ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া পরে যব বা চাউলের কাথের ন্যায় অথবা পচা কুমড়ার জলের ন্যায় জলবদ্ ভেদ এবং জল বমন হইতে থাকে। কখন কখন রক্তবর্ণ ভেদ হইতেও দেখা যায়। উদরে বেদনা থাকে, মলের গন্ধ পচা মৎস্যের ন্যায় হয় এবং মূত্ররোধ হইয়া যায়। ক্রমশঃ চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, নাসিকা উচ্চ, হাতপায়ে খিলধরা এবং উহা শীতল ও সঙ্কুচিত, অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুপসিয়া যাওয়া, শরীর রক্তশূন্য ও ঘর্ম্মযুক্ত, নাড়ীক্ষীণ, শীতল অথচ বেগযুক্ত এবং ক্রমে ক্রমে শূল, হিক্কা, দারুণ পিপাসা, মোহ, ভ্রম, প্রলাপ, জ্বর, অন্তর্দাহ, স্বরভঙ্গ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, কর্ণমধ্যে বিবিধ শব্দ শ্রবণ, চক্ষুর্দ্বয়ে নানাপ্রকার মিথ্যা রূপদর্শন, জিহ্বার ও নিশ্বাসের শীতলতা এবং দন্ত বাহির হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দোষপ্রকোপ লক্ষণ—এই রোগে বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে ভেদ বমনের অল্পতা, উদরের বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ মুখশোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শিরাসঙ্কোচ প্রভৃতি লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়। পিত্তের আধিক্যে অধিক পরিমাণে ভেদ জ্বর, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ এবং কফের আধিক্যে অধিক পরিমাণে বমন, আলস্য, শরীর ভার বোধ শীতজ্বর ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণগুলি বিশদরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় শারীরিক সন্তাপ একেবারে কমিয়া যায়। কাহারও কাহারও মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কপাল, গণ্ডস্থল ও বক্ষোদেশে সন্তাপাধিক্য হয়। উক্ত লক্ষণ সমূহের মধ্যে গাত্রদাহ, নিদ্রা নাশ শারীরিক বিবর্ণতা, উদর, মস্তক ও হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, ভ্রান্তি, প্রলাপ স্বরভঙ্গ, কম্প ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না, আর যদি ক্রমশঃ ভেদ ও বমির অল্পতা, পিত্তমিশ্রিত মলভেদ, শারীরিক সন্তাপের বৃদ্ধি, উদরের বেদনা নাশ, নিয়মিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, তৃষ্ণার অল্পতা, নিদ্রা, স্বাভাবিক বর্ণের প্রকাশ, ও মূত্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগীর জীবনের আশা করা যাইতে পারে।

এই রোগ প্রায়ই রাত্রিকালে বা প্রাতঃকালে আক্রমণ করে। তবে কোন কোন স্থলে অন্য সময়েও ইহার আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভোগকালের কোন নিশ্চয়তা নাই। কাহারও ২ ৪ ঘণ্টা মধ্যেই মৃত্যু হয়, আবার কেহ বা ২, ৪ দিন পরেও মরে।

চিকিৎসা—এই রোগ হইবামাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। কিন্তু এই রোগের প্রথমে বলবান ধারক ঔষধ সেবন করা বিধেয় নহে। তাহাতে আপাততঃ ভেদ নিবারিত হইলেও বমন বৃদ্ধি ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ উৎপন্ন হইতে পারে। আরও, কিয়ৎক্ষণের জন্য ভেদ নিবারিত হইয়া পরে আবার অধিক পরিমাণে ভেদ হইবার আশঙ্কা থাকে। এইজন্য প্রথম অবস্থায় ধারক ঔষধ অতি অল্প মাত্রায় বারংবার প্রয়োগ করা উচিত। অজীর্ণ জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমে পাচক ও অগ্নিধারক ঔষধ প্রয়োগ করাই সদ্ব্যবস্থা। নৃপবল্লভ প্রভৃতি ঔষধ অজীর্ণ জনিত বিসূচীকায় বিশেষ উপকারক।

অপর, বিসূচিকা রোগে প্রথমে দারুচিনি ৫০ কুঙ্কুম ৫০ লবঙ্গ

।✓০ ও ছোট এলাচের দানা ।০ আনা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ২৫ তোলা ইক্ষুচিনির সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। সমুদয় মিশ্রিত করিয়া যত ওজন হইবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ চাখড়ী চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগ ও রোগীর বলানুসারে ১০ হইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় বারংবার সেবন করাইবে। ২০ বৎসরের যুবক হইতে ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ রোগীকে ঐ ২০ রতি চূর্ণের সহিত অর্দ্ধরতি পরিমাণ অহিফেন মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। তাহার কম বয়স্ক রোগীকে অহিফেন না দিয়া কেবল ঐ চূর্ণই দিতে হইবে। রোগীর বয়স এবং রোগের প্রাবল্য অনুসারে ঔষধের অর্দ্ধ, সিকি প্রভৃতি মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। অহিফেন অর্দ্ধরতি, মরিচচূর্ণ সিকি রতি, হিং সিকি রতি ও কর্পূর ১ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া এক এক মাত্রা এক একবার ভেদের পর সেবন করাইবে। ভেদ বন্ধ হইয়া গেলে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত সমস্ত দিনমান তো'র ৩ মাত্রা সেবন করাইতে হইবে। অহিফেনাসবও এই রোগের প্রশস্ত ঔষধ। ৫ হইতে ১০ বিন্দু পর্য্যন্ত মাত্রায় বিবেচনা করিয়া শীতল জলসহ প্রয়োগ করিবে। মৃতাঙ্গ বটী, কর্পূর রস, গ্রহণীকবাটরস প্রভৃতি এবং অতীসার ও গ্রহণীরোগোক্ত প্রবল অতীসারনাশক ঔষধ সকলও এই রোগে প্রয়োগ করা যায়। এই সকল ঔষধ ব্যবহারকালে অল্প পরিমাণে মৃতসঞ্জীবনীসুরা জলমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু বমনবেগ বা হিক্কা থাকিলে সুরা না দিয়া সীধু পান করাইবে। তাহাদ্বারা হিক্কা, বমি, পিপাসা ও উদরাধ্মান নিবারিত হয়। একছটাক্ ইন্দ্রযব একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া একতোলা পরিমাণে প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর পান করাইবে, ইহাতেও বিশেষ উপকার হয়।

অপামার্গের মূল জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা রোগের শান্তি হয়। উচ্ছে বা করলার পাতার কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা নিবারিত এবং জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়। বেলশুঁঠ ও শুঁঠ এই দুই দ্রব্যের কাথ বা ইহার সহিত কট্‌ফলের কাথ একত্র করিয়া সেবনেও বিশেষ উপকার হয়।

বমনরোধ ও মূত্রনিঃসারণ উপায়—অতিশয় বমন হইতে থাকিলে এক অঞ্জলি খই ও এক তোলা চিনি একত্র দেড় পোয়া জলে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ পরে ছাকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত বেণার মূল ১ তোলা, ছোট এলাচ অর্দ্ধ তোলা ও মৌরি অর্দ্ধতোলা বাটিয়া এবং শ্বেত চন্দন ১ তোলা ঘষিয়া মিশ্রিত করিবে, এই জল অর্দ্ধতোলা মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে বমন নিবারিত হয়। সর্ষপ বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিলেও বমন নিবৃত্তি হয় এবং বমন রোগে যে সকল ঔষধ অভিহিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া তাহাও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মূত্রনিঃসারণ জন্য পাথরকুচি, হিমসাগর বা লোহাচুর নামক পাতার রস এক তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। অথবা গোক্ষুরবীজ, শশারবীজ, কাকুড়বীজ ও তৃণশস্য, ইহাদের কাথের সহিত ✓০ আনা সোরাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। কুশ, কাশ, শর, দর্ভ (উলুখড়) ও কৃষ্ণ ইক্ষু এই তৃণ পঞ্চ মূলের কাথ সেবনেও মূত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে। অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ঢেঁড়স সিদ্ধ জল ৩।৪ বার সেবন করাইলে অথবা স্থলপদ্মের পাতার রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করাইলে মূত্র নিঃসারিত হয়। পাথরকুচির পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিপ্রদেশে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। হস্তপদে খিলধরা নিবারণ জন্য টার্পিন তৈল ও সুরা একত্র মিশ্রিত করিয়া অথবা সর্ষপ তৈলের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। কেবল শুঁঠচূর্ণ মর্দ্দন করিলেও উপকার হয়। কুড়, সৈন্ধব, কাঁজি ও তিলতৈল একত্র বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে খিলধরা নিবারিত হয়। চারুচিনি, তেজপত্র রাস্না, অগুরু, শজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুলফা এই সকল দ্রব্য কাঁজির সহিত বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলেও খিলধরার শান্তি হয়।

হিক্কা নিবারণ জন্য সান্নিপাত জ্বরোক্ত হিক্কানাশক যোগ সমূহ ব্যবহার করিবে অথবা কদলী মূলের রসের নস্য লইবে, কিংবা সরিষা বাটিয়া ঘাড়ে বা মেরুদণ্ডে প্রলেপ দিবে। উদরের বেদনা শান্তির জন্য যবচূর্ণ ও যবক্ষার একত্র ঘোলের সহিত বাটিয়া অল্প গরম থাকিতে থাকিতে উদরে প্রলেপ দিবে, অথবা টার্পিন তৈল উদরে মাখাইয়া স্বেদ দিবে। গরম জলের স্বেদ দিলে বা গরম জলে কোন পশমী বস্ত্র ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া তাহা দ্বারা স্বেদ দিলেও উপকার পাওয়া যায়।

রোগী পিপাসায় কাতর হইলে কর্পূর মিশ্রিত জল, অথবা বরফ জল পান করিতে দিবে। কাবাব চিনিচূর্ণ ১ তোলা, যষ্টিমধু চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা ও কস্তুরী ।০ আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে, ইহাতেও পিপাসার শান্তি হয়। লবঙ্গ, জায়ফল বা মুথার কাথ সেবনেও পিপাসা এবং বমন রোগের শান্তি হয়। অধিক ঘর্ম্ম হইলে গাত্রে আবির মাখাইবে। অথবা প্রবাল ভস্ম মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। শিরঃশূল নিবারণ জন্য মস্তকে শীতল জলের পটি বসাইবে। সংজ্ঞানাশ হইলে হাতে পায়ে তাপ দিবে।

রোগীর জীবনের আশা হ্রাস হইয়া গেলে অথবা সান্নিপাতিক বিকারের ন্যায় চক্ষুর রক্তবর্ণ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম প্রভৃতি

উপসর্গ উপস্থিত হইলে, সূচিকাভরণ রস প্রয়োগ করা উচিত। অবস্থা বিশেষে ডাবের জলের সহিত ইহার ২।৩টী করিয়া বটী ২।৩ বার পর্য্যন্তও প্রয়োগ করা যায়। তাহাতেও কোন উপকার না হইলে পুনর্ব্বার সেবন করান বৃথা। অন্তিমকালের হিমাঙ্গ অবস্থায় সূচিকাভরণ দেওয়ার পূর্ব্বে মৃগনাভি ও মকরধ্বজ প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

এই রোগের চিকিৎসা বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা আবশ্যক। যেহেতু ইহা হইতে কোন্ মুহূর্ত্তে কি অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা অনুমান দ্বারা জানিবার উপায় নাই। রোগীর গৃহ, শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। গৃহে কর্পূর, ধুনা, ও গন্ধকের ধুম প্রদান করিবে। মলাদি অতি দূরে নিক্ষেপ করা উচিত। (সুশ্রুত)

ভাব প্রকাশে ইহার চিকিৎসা এইরূপ কথিত হইয়াছে—শঙ্খবটী, বৃহৎ শঙ্খবটী প্রভৃতি অজীর্ণ রোগাধিকারোক্ত ঔষধ প্রয়োগে বিসূচিকা রোগ প্রশমিত হয়। অপাঙ্গের কাথ পান করিলে শূল ও বিসূচিকা নষ্ট হয়, কবলায় কাথে তৈল এবং মূলার কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা নষ্ট ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। বেলশুঠের কাথ বা শুঁঠ ও কট্‌ফলের কাথও বিশেষ উপকারক।

ত্রিকটু, ডহর করঞ্জের ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, এবং ছোলঙ্গ লেবুর মূল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণের দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা চক্ষুতে অঞ্জন রূপে প্রয়োগ করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। অপাঙ্গের পাতা ও মরিচ সমভাগে ঘোটকের লালা দ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

বিসূচিকা অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তক্র কিম্বা সমজল দধি অথবা নারিকেল জল প্রয়োগ করিবে। দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, শজিনা, কুড়, বচ এবং শুলফা এই সকল একত্র কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া মর্দ্দনে, অথবা ঐ সকল ঔষধের কল্ক দিয়া তৈলপাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

তিলতৈল ৪ সের, কুড় ও সৈন্ধব মিলিত ১ সের, চুক্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বিসূচিকা রোগ জন্য হাতে পায়ে খিল ধরা নিবৃত্তি হয়। এই রোগে পিপাসা ও উৎক্লেশ উপস্থিত হইলে লবঙ্গের কাথ বা জাতীফলের কাথ অথবা নাগর মুথার কাথ পান করাইবে। এইরোগে উদর আনদ্ধ এবং বেদনান্বিত থাকিলে দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুলফা, হিঙ্গু এবং সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য কাঁজী দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। যবচূর্ণ ও যবক্ষার তক্র দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় উদরে উহার প্রলেপ দিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়। কাঁজী উষ্ণ করিয়া একটী ঘট মধ্যে রাখিয়া বাষ্প বহির্গত হইতে না পারে, এরূপভাবে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে অথবা অন্য কোন প্রকার উত্তপ্ত পিণ্ড দ্বারা তাপ দিলেও বিসূচিকা নষ্ট হয়।

(ভাবপ্রকাশ অজীর্ণরোগাধিঃ বিসূচিকা চিঃ)

পথ্যাপথ্য—রোগের প্রবলাবস্থায় উপবাস ব্যতীত আর কিছুই পথ্য নহে। পীড়ার হ্রাস হইয়া রোগীর ক্ষুধাবোধ হইলে পানিফলের পালো, এরারুট বা সাগু জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অতিসার রোগোক্ত যবাগূও এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। এই সকল খাদ্যের সহিত পাতি বা কাগ্‌চী লেবুর রস দেওয়া যাইতে পারে। পীড়া সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়া অধিক ক্ষুধা হইলে পুরাতন চাউলের অন্ন, মুদ্গযূষের ঝোল এবং লঘুপাক দ্রব্য সেবন করিবে।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম—সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য, ঘৃত বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন, মৈথুন, অগ্নি ও রৌদ্র সন্তাপ, ব্যায়াম বা অন্যান্য শ্রম জনক কার্য্য নিষিদ্ধ। পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে যে অজীর্ণই এই রোগের মূল কারণ। অতএব যে সকল কারণে অজীর্ণ হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়।

এলোপাথিক মতে ইহা, কলেরা মর্ব্বাস্, কলেরা স্প্যাজ্‌মোডিকা, এসিয়াটিক্ কলেরা, ম্যালিগ্‌নেন্ট কলেরা বা এপিডেমিক্ কলেরা বলিয়া খ্যাত।

ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ও সাঙ্ঘাতিক পীড়া। সময় সময় একস্থানে আরম্ভ হইয়া বহুস্থান ব্যাপিয়া পড়ে এবং কখন কখন সাময়িকরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়। বমন ও জলবৎ মল ত্যাগ সহ শরীর হিমাঙ্গ হওয়াই ইহার প্রধান লক্ষণ।

প্রথমে এই রোগ মধ্য-এসিয়াখণ্ডে প্রাদুর্ভূত হয় কিন্তু ভারতে ইহা বিশেষভাবে প্রকটিত হইতে থাকে। ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জেও ইহা মহামারিরূপে কএক শতাব্দ ধরিয়া প্রবল আকারে দেখা দিতেছে। খৃষ্টীয় ১৭ শ শতাব্দের শেষভাগে ইহা প্রথমে ভারতে দেখা দেয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু অন্যান্য স্থান অপেক্ষা একমাত্র নিম্নবঙ্গই এই রোগের লীলাস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এখানকার লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া জীবন হারাইতেছে।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চিকিৎসকেরা এই পীড়ার নাম অজ্ঞাত ছিলেন। ইহা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়, তৎপরে সমস্ত ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে

ভারতবর্ষীয় সৈন্তাধ্যক্ষ সার্ আয়ারকুটের (Sir Eyre Coote) সৈন্তগণকে এই রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়; তৎপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও যশোহর জেলায় এই রোগ প্রাদুর্ভূত হয়। তদবধি এই পীড়া সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইতেছে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা এসিয়া-মাইনর ও এসিয়াস্থ রুষরাজ্যে বিস্তৃত হয়। তারপর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এসিয়ার অপর কোন স্থানে প্রবলভাবে আর দেখা দেয় নাই। শেষোক্ত বর্ষে পারস্তরাজ্যে ও কাস্পায় সাগরের উপকূলদেশে এবং তথা হইতে য়ুরোপের রুষসাম্রাজ্যে বিসূচিকা বিস্তৃত হইয়া মধ্য ও উত্তর য়ুরোপ জনশূন্য করে। পরে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে উহা ইংলণ্ডের সান্দরলণ্ড বিভাগে এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে কলেরার প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। অতঃপর ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান প্রধান জনপদে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার নীলনদপ্রবাহিত জেলাসমূহে বিসূচিকা দেখা দেয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরব, তুরুষ্ক ও মিসর রাজ্যের অন্যান্য স্থানে এই রোগ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনরায় য়ুরোপ মহাদেশভাগে দেখা দিয়া মহামারী উপস্থিত করে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ও চীনরাজ্যে প্রবল প্রকোপে বিসূচিকা প্রাদুর্ভূত হয় এবং ক্রমে উহা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় রুষিয়া ও জর্ম্মনি হইয়া ইংলণ্ডে বিস্তৃত হয়, পরে তথা হইতে ক্রমে ফরাসীরাজ্য হইয়া আমেরিকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপ দেখা দেয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এসিয়ায় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং উহা ধীরে ধীরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে প্রবেশ করে। উহা প্রায় পরবর্ত্তী দুই বৎসর কাল য়ুরোপে ব্যাপ্ত থাকিয়া ক্রিমিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত সেনাদলকে নিগৃহীত করিয়াছিল। অতঃপর ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় য়ুরোপে প্রবলভাবে বিসূচিকা দেখা দিয়াছিল।

এই পীড়ার বিষ মলে ও বমনাদিতে অবস্থান করে এবং তাহা মক্ষিকাদি দ্বারা কোনপ্রকারে জল, দুগ্ধ বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যে সংযুক্ত হইয়া অথবা মলের আঘ্রাণ দ্বারা দেহে প্রবিষ্ট হয়। অণুমাত্র এই বিষ কোন খাদ্য বা পানীয়ের সহিত উদরস্থ হইলে রোগোৎপন্ন হইতে পারে। ডাঃ পেটেন্‌কফার (Dr Pettenkofer) বলেন যে, যদি বিসূচিকার মল ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে ভূমির উত্তাপ দ্বারা এই বিষাক্ত পদার্থ বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত ভূতল হইতে ঊর্দ্ধে গমন করে এবং স্থানান্তরিত হয়। মতান্তরে এই বিষ একপ্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ মাত্র, কিন্তু ডাঃ লুইস ও কানিংহাম (Dr Lewis and Cunningham) অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া উক্তরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি ডাঃ কোচ (Dr Koch) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মল মধ্যে কমা-ব্যাসিলস্ (Comma Bacillus) নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পীড়ার কঠিন অবস্থায় মল মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যাসিলাস্ দেখা যায়। অন্ত্র দিয়া উহারা লিবারকুন্ (Lieberkuhn) গ্লাণ্ড ও এপিথিলিয়ম্ (শৈষ্মিক ঝিল্লী) পর্য্যন্ত প্রবেশ করে, কিন্তু অন্ত্রের নিম্নস্থ বিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না। ডাঃ হালিয়ারের (Dr. Hallier) মতে, উল্লিখিত ব্যাধিতে ইউরোসিষ্ট (Urocyst) নামক একপ্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় বহুসংখ্যায় বিভক্ত হইয়া তাহা অন্ত্রস্থ ইপিথিলিয়েল্ কোষসমূহকে ধ্বংস করে এবং তদ্দ্বারা অন্ত্রের বৃদ্ধি পায়। বারংবার মলত্যাগ হইলে রক্তের জলীয়াংশ নির্গত হয় এবং তজ্জন্য শোণিত গাঢ় হইয়া অন্যান্য কঠিন লক্ষণ সকল উৎপাদন করে, এই মতানুসারে বিষাক্ত পদার্থ প্রথমতঃ অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে,নিম্নলিখিত ঔষধ সকলের দ্বারা উক্ত উদ্ভিজ্জ নষ্ট হইতে পারে। যথা—ফেরি-সলফ্, কার্ব্বলিক্ এসিড্, পারম্যাঙ্গনেট্ অব্ পটাশ এবং এল্‌কোহল। ডাঃ জনসন্ (Dr Johnson) বলেন যে, এই পীড়ার বিষ অগ্রে রক্তে প্রবেশ করে এবং দূষিত রক্তের সঞ্চালন হেতু স্নায়ুমণ্ডল ও দৈহিক স্নায়ু (সিম্পেথেটিক্ নার্ভের) ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটায় এবং তদ্দ্বারাই অন্ত্রের ভাসো মোটর নার্ভের অবশতা উৎপাদন করে। উক্ত প্রকার অবশতা হেতু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনী ও কৈশিকা হইতে রক্তের জলীয়াংশ অন্ত্র দিয়া অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, তৎপরে বমন ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি কঠিন কঠিন লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হইয়া রোগকে বিভীষিকাময় করিয়া তুলে। ইহাতে ফুসফুসের কৈশিকা সকল সঙ্কুচিত থাকে এবং রক্তসঞ্চালনক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। সময় সময় এই পীড়া মারীর আকারে (এপিডেমিকরূপে) উপস্থিত হয় এবং ২০।২৫ দিন বা এক মাস পর্য্যন্ত প্রবল ভাবে উপস্থিত থাকিয়া পরে বায়ুর কোন পরিবর্ত্তন হেতু অকস্মাৎ অদৃশ্য হইতে দেখা যায়।

বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে এই রোগের কারণ অবধারিত করা যায় ;—(১) অতি বৃষ্টি। (২) বায়ুর আর্দ্রতা কিংবা স্থিরতা। (৩) অত্যুষ্ণ বায়ু, অথবা বায়ুর মধ্যে ওজন (Ozone) নামক বাষ্পের অবস্থিতি। (৪) অপরিষ্কৃত জল ও বায়ু। (৫) অতিরিক্ত পরিশ্রম বিশেষতঃ অধিক দূরগমনের পর ক্লান্তি, আহারের অনিয়ম, মনকষ্ট, শোক, দরিদ্রতা, জনতা এবং রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি। (৬) অধিক বয়স কিংবা শারীরিক

দৌর্ব্বল্য। (৭) পীড়িত ব্যক্তির নিকট অবস্থান বা তথা হইতে মনুষ্যের যাতায়াত নিবন্ধন। (৮) নবাগত ব্যক্তিগণের শীঘ্র আক্রান্ত হওন। ফুস্‌ফুস্ ও অন্ত্রের মধ্য দিয়া ঐ বিষাক্ত পদার্থের দেহে প্রবেশ ও পূর্ণ বিকাশ ইহার উদ্দীপক কারণ।

রোগের অবস্থানুসারে রোগীর অনেক শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটে। হিমাঙ্গ অবস্থায় মৃত্যু হইলে চর্ম্ম নীলাভ এবং নিম্নাংশ সকল ঈষৎ লালবর্ণ ও হস্তপদের চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায়। মৃতদেহ শীঘ্র দৃঢ় ও বিকৃত হয়। মৃত্যুর অনতিবিলম্বে উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি পায় এবং মৃতদেহ কিয়ৎকালের জন্য উত্তপ্ত থাকে।

রোগাক্রমণের পর রক্তসঞ্চালন-যন্ত্রের বিকৃতি ঘটিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের বামকোটর, ধমনী এবং চর্ম্মের কৈশিকা এবং দক্ষিণ কোটর, পল্‌মোনারি শিরা ও পল্‌মোনারি কৈশিকা সকল রক্তশূন্য হয়। ডাঃ মাক্‌নেমারা (Dr. Macnamara) বলেন যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহপরীক্ষা করিলে হৃৎপিণ্ডের উভয় কোটরকে রক্তে পরিপূর্ণ দেখা যায়; কিন্তু রাইগর মর্টিস্ জন্য বামকোটর রক্তশূন্য হয় এবং দক্ষিণকোটর ও সর্ব্বাঙ্গের শিরা সকল রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। রক্তমধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে; রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক হইতে অধিক এবং উহাতে ইউরিয়া ইউরিক এসিড প্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ পাওয়া যায়। উহাতে লবণের ভাগ ন্যূন হয়, কিন্তু এলবুমেন ও রক্তকণিকা প্রভৃতি জান্তব পদার্থ সকল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ঐ সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রেরও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। দুইটি ফুস্‌ফুসের স্বাভাবিক গুরুত্ব ৪২ হইতে ৪৪ আউন্স্ দাঁড়ায়; কিন্তু এই পীড়ায় উহাদের ভার ৩০ হইতে ২৮ আউন্স্ হইয়া থাকে এবং উহারা সঙ্কুচিত ও রক্তশূন্য বলিয়া বোধ হয়।

পাকযন্ত্র ইত্যাদি ক্রমে বিকৃতির পথে অগ্রসর হয়। পাকাশয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সামান্য আরক্তিম ও স্ফীত। ক্ষুদ্রান্ত্রে অধিক বা অল্প পরিমাণে জলবৎ ও ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মল থাকে এবং তন্মধ্যে কতিপয় জেলেটিনের মত ঝিল্লীখণ্ড দেখা যায়। কখন কখন ঐ অন্ত্র গাঢ় রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। পেয়ার্স প্যাচেজ্ ও সলিটারি গ্ল্যাণ্ড সমূহ বিবর্দ্ধিত; কিন্তু বৃহৎ অন্ত্রে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। অন্ত্র ও মূত্রযন্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল যন্ত্রই সঙ্কুচিত, রক্তশূন্য ও পাংশুবর্ণ দেখা যায়। যকৃৎ ও পিত্তাধার দূষিত পিত্তে পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু যকৃৎ বিবর্দ্ধিত হইতে দেখা যায় না। প্লীহা স্বাভাবিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব ও মূত্রাধার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক ও উহার ঝিল্লী-সমূহের কোনরূপ বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। মূত্রযন্ত্রে রক্তাধিক্য দেখা যায়।

প্রতিক্রিয়াবস্থায় বা রিয়্যাক্‌শন্ ষ্টেজে ইউরিমিয়া বা জ্বরে মৃত্যু হইলে পাকাশয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অত্যন্ত আরক্তিম ও কোমল দেখা যায়। মূত্রযন্ত্রদ্বয় বৃহৎ ও বেগুনী বর্ণ এবং ছেদন করিলে রক্ত বহির্গত হয়। রক্তমধ্যে ইউরিয়া পাওয়া যায়। মস্তিষ্ক ও উহার ঝিল্লী সকল রক্তে পরিপূর্ণ; অন্যান্য চিহ্ন মধ্যে কখন কখন প্লুরা বা পেরিটোনিয়মে সামান্য প্রদাহ, ফুসফুসে অতিশয় রক্তাধিক্য, প্রদাহ বা বিগলন এবং কর্ণিয়া ও শরীরের নানাস্থানে ক্ষত বিদ্যমান থাকে। অধিক দিবস ইউরিমিয়া থাকিলে মূত্রযন্ত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

২ হইতে ৫ দিন; এবং কখন কখন ১৮ দিন পর্য্যন্ত রোগ গুপ্তাবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। উক্ত অবস্থা ব্যতীত এই রোগে নিম্নোক্ত আরও চারিটি অবস্থা প্রকাশ পায়।

(১) আক্রমণাবস্থা বা ইন্‌ভেজন্ ষ্টেজ্ (Invasion stage)—কোন স্থানে কলেরা উপস্থিত হইলে তথায় বহু ব্যক্তির উদরাময় আরম্ভ হইতে থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি লোকের উদরাময় কলেরা পীড়াতে পরিণত হয়। উদরাময় না থাকিলে রোগের পূর্ব্বকথিত অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে দুর্ব্বলতা, অঙ্গকম্পন, মুখশ্রী বিবর্ণ, উদরোর্দ্ধদেশে বেদনা, কর্ণের ভিতর নানা শব্দ শ্রবণ, শিরঃপীড়া শিরোঘূর্ণন ইত্যাদি কিছুদিনের জন্য বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

(২) প্রকাশ বা ভেদবমনাবস্থা—ইংরাজিতে ইহাদের যথাক্রম ডিভেলপ্‌মেন্ট্ (Development) অথবা ইভাকিউয়েসন্ ষ্টেজ (Evacuation stage) বলা যায়। এই পীড়া প্রায় প্রাতঃকালে প্রকাশ পায়, প্রথমে অধিক পরিমাণে দাস্ত হয় এবং তাহাতে মল ও পিত্ত দেখা যায়। ইহার অর্দ্ধ কিংবা এক ঘন্টা পরে পুনরায় ততোধিক জলবৎ মলত্যাগ হইয়া থাকে। ২।৩ বার দাস্ত হইবার পর উহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়; দেখিতে জলবৎ ও ঈষৎ শুভ্র (অর্থাৎ চেলুনি জলের ন্যায়), ইংরাজিতে যাহাকে রাইস্ ওয়াটার ষ্টুল (Rice water stool) কহে। কখন রক্তবর্ণ মল হয়। মলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০৫ হইতে ১০১০, এবং উহার অধঃক্ষেপে নিম্নলিখিত দ্রব্য পাওয়া যায়। যথা—পোটাস ও সোডার লবণ সকল, এবং স্বল্প এল্‌বুমেন্। এক পাইন্ট মলে ৪ গ্রেণ গাঢ় অংশ থাকে। অণুবীক্ষণ দ্বারা শস্যবৎ পদার্থ, এপিথিলিয়েল কোষ ও সময় সময় একপ্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ দেখা যায়। এই প্রকার বাহ্য শীঘ্র শীঘ্র ও বারংবার হয়; কিন্তু মলত্যাগে সামান্য বেদনা থাকে। কখন কখন রোগী উদরোর্দ্ধদেশে ঈষদ্দ্বালা অনুভব করে। ৭।৮ বার দাস্তের পর বমন আরম্ভ হইতে দেখা যায়। প্রথমে পাকাশয়স্থ

তজ্জিত দ্রব্য বহির্গত হয় ও তাহাতে পিত্ত মিশ্রিত থাকে। ক্রমশঃ জলবৎ অথবা পীতাভ তরল পদার্থ ও মিউকাস নির্গত হয়। কোন দ্রব্য ভক্ষণ কিংবা ঔষধ সেবনের পর বমন বৃদ্ধি পায়; রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং শীর্ণ হইয়া পড়ে। জলবৎ মলত্যাগকালে রোগী ক্রমশঃ হাতপায়ের আঙ্গুলে, উরুদেশে ও পায়ের পশ্চাদ্ভাগে অঙ্গগ্রহ (Cramps) অনুভব করে। কখন কখন উদরের পেশী পর্য্যন্ত ঐ ক্র্যাম্পস্ বিস্তৃত হয়। রোগীর মুখমণ্ডল নীলা বা বেগুণী বর্ণ, উত্তাপ স্বাভাবিক হইতে ন্যূন; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ; অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে পিপাসাধিক্য ও অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে। ভেদ ও প্রখরতানুসারে শীঘ্র কিংবা কিঞ্চিৎ বিলম্বে তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়।

(৩) হিমাঙ্গাবস্থা বা কোলাপ্স্ ষ্টেজ্ (Collapse stage) এই সময়ে দাস্ত ও বমন স্বল্প পরিমাণে হইতে থাকে, মুখমণ্ডল অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও বিশ্রী দেখায়, ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ, অক্ষিগোলক কোটরনিমগ্ন, গণ্ডদেশ নত, চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত, নাসিকা উচ্চ এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বেদোদ্ভূত হয়। হস্তপদ সঙ্কুচিত ও রক্তশূন্য অর্থাৎ দেখিতে রজকের হস্তের ন্যায়; উত্তাপ অতি খর্ব্ব, পরিমাণ ৯৭ হইতে ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কোন কোন স্থানে ভালরূপে অনুভব করা যায় না। রক্তসঞ্চালন প্রায় রুদ্ধ হওয়ায় শ্বাসকৃচ্ছ্র ঘটিয়া থাকে। কোন শিরা ছেদন করিলে তাহা হইতে যে সামান্য রক্ত দেখা যায়, তাহা প্রথমে গাঢ় ও আলকাতরার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, পরে বায়ু স্পর্শে উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে। প্রশ্বাস বায়ু শীতল এবং তাহাতে কার্ব্বনিক গ্যাসের ভাগ অতি অল্প থাকে। সময় সময় শ্বাসকৃচ্ছ্র বৃদ্ধি পায় এবং রোগী শীতল বায়ু গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। স্বরভঙ্গ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, কর্ণমধ্যে নানা শব্দ শ্রবণ, দৃষ্টিপথে নানারূপ বস্তু দর্শন, এবং মধ্যে মধ্যে ক্র্যাম্প প্রভৃতি উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় লালা ও পাক রসাদির হ্রাস দেখা যায়। জিহ্বা শীতল, রোগী আগ্রহপূর্ব্বক শীতল জল পান এবং গাত্রবস্ত্রাদি দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করে। অঙ্গ স্পর্শ করিলে মৃতদেহের ন্যায় শীতল বোধ হয়। মলের পরিমাণ অল্প এবং উহার গন্ধ গলিত মৎস্যের গন্ধের ন্যায়। মূত্র বাহির হয় না। জ্ঞান প্রায় বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অচৈতন্য দেখা যায়। স্বাভাবিক শরীরে স্পর্শ দ্বারা যে প্রত্যাবর্ত্তনিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার হ্রাস জন্মে। এই সকল লক্ষণ প্রখর হইলে রোগ প্রায় আরোগ্য হয় না; শ্বাসরোধ, রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ালোপ অথবা অচেতন অবস্থায় মৃত্যু হইতে পারে।

(৪) প্রতিক্রিয়াবস্থায় বা রিয়াক্শন্ ষ্টেজে (Reaction stage) রোগীর মুখশ্রী ও বর্ণ ক্রমশঃ স্বাভাবিকাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সবল এবং শরীর উত্তপ্ত হইতে থাকে, প্রতিক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় স্পর্শ করিলে চর্ম্ম উত্তপ্ত বোধ হয়, কিন্তু তৎকালে আভ্যন্তরিক অংশ সকল শীতল থাকায় থার্ম্মমিটারে উত্তাপের আধিক্য দেখা যায় না। নিশ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত ও সরল এবং প্রস্রাব নিঃসারিত ও পুনরুৎপাদিত হয়। অস্থিরতা, বমন ও তৃষ্ণার হ্রাস হয়। সামান্য পরিমাণে দাস্ত হইতে থাকে এবং মলে পিত্ত দেখা যায়। রোগী সময় সময় নিদ্রা যায় এবং প্রস্রাবের সরলতা হয়; কিন্তু সর্ব্বদা এই প্রকার সুবিধা ঘটে না। অত্যন্ত হিক্কা, ইউরিমিয়া, মৃদুজ্বর, কখন কখন পুনরায় ভেদ, বমন, উদরাময়, আমাশয়, কর্ণমূল, এবং কর্ণিয়াতে ক্ষত ইত্যাদি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রধান উপসর্গ ইউরিমিয়া, তদ্বিষয় এই স্থানে সামান্য ভাবে বর্ণনা করা উচিত। ইউরিমিয়া হইলে বমন পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং মল সবুজবর্ণে পরিণত হয়। চক্ষু আরক্তিম, প্রলাপ, কটিদেশে বেদনা, অচৈতন্য এবং আক্ষেপ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। ২.৩ দিন পর্য্যন্ত প্রস্রাব না হইলে রোগী কালকবলে বা টাইফয়েড্ অবস্থায় পতিত হয়। ইউরিমিয়ায় উত্তাপ স্বাভাবিক হইতে ন্যূন হয়। কিন্তু নিউমোনিয়া, প্লুরিসি জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে উত্তাপের বৃদ্ধি হয়।

প্রকারভেদ—(১) গুপ্তপ্রকার—কখন কখন সামান্য ভেদ বমনের পর সহসা হিমাঙ্গাবস্থা উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। (২) কলেরাজনিত ডায়েরিয়া বা কলেরিণ—ইহাতে রোগী ২।৪ দিন পর্য্যন্ত বারংবার অধিক পরিমাণে তরল ও পাংশুবর্ণ মল ত্যাগ করে। সামান্য বমন ও ক্র্যাম্প বর্ত্তমান থাকে। রোগী এই অবস্থা হইতে আরোগ্য লাভ করে কিংবা একপ্রকার বিকারযুক্ত জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে। সময় সময় ইহা প্রকৃত ওলাউঠায় পরিণত হয়। (৩) সমার ডায়েরিয়া বা ইংলিস কলেরা—ইহাতে কলেরার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, কিন্তু উহার মত গুরুতর হয় না। মল ও উদ্বান্ত পদার্থে পিত্ত দেখা যায় ও উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকে। সামান্য পরিমাণে মূত্রত্যাগ হয়। আহারের অনিয়ম জন্য এই পীড়া জন্মে। মৃত্যু সংখ্যা অল্প।

নির্ণয়তত্ত্ব—ইহা প্রায় অন্য পীড়ার সহিত ভ্রম হয় না, কখন কখন বিষপানজনিত রোগের সহিত ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু উক্ত প্রকার অবস্থায় মলে পিত্ত থাকে এবং সামান্য পরিমাণে মূত্র ত্যাগ হয়। সময় সময় উদ্বান্ত পদার্থে আর্সেনিক চূর্ণ পাওয়া যায়।

ভোগকাল—২।৩ ঘণ্টা হইতে ২।৩ দিন, কখন কখন এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

ভাবিফল—সর্ব্বদা গুরুতর, ভেদবমনেচ্ছায় নাড়ী বিলুপ্ত না হইলে ও মুখমণ্ডলের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। কোলাপ্স ষ্টেজে রেডিয়েল্ বা ব্রেকিয়েল্ ধমনী সামান্যভাবে স্পন্দিত হইলে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে অধিক কষ্ট না থাকিলে আরোগ্যের আশা করা যায়; কিন্তু নাড়ীর সম্পূর্ণ লোপ, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, সাইয়েনোসিস, অচৈতন্য ও নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত প্রভৃতি লক্ষণ গুরুতর বলিয়া পরিগণিত। বৃদ্ধ বয়স, অমিতাচার, দুর্ব্বলতা, কিম্বা মূত্রের কোন পীড়া থাকিলে ব্যাধি গুরুতর হইয়া উঠে। রিয়্যাক্সন্ ষ্টেজে ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে মূত্রত্যাগ, মধ্যে মধ্যে নিদ্রা, এবং আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যের পাকাশয়ে অবস্থান শুভ লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। মূত্রাবরোধ, চক্ষু আরক্তিম ও অচৈতন্য প্রভৃতি টাইফয়েড্ লক্ষণগুলিকে অশুভ বলা যায়। গোলাপী বা লোহিত বর্ণ তরল মল ও পাকাশয় হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ সাঙ্ঘাতিক বলিয়া গণনীয়। অন্ত্রের অবশভাব জন্য কখন কখন সহসা কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, ইহা একটী অশুভ লক্ষণ।

মৃত্যুসংখ্যা—এই রোগে শতকরা ২০,৩০,৪০, কিংবা ৭০ জন পর্য্যন্ত মরিতে পারে। কলেরা এপিডেমিকের প্রথম কয়েক দিবস মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হয়, কিন্তু ক্রমশঃ উহার হ্রাস হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—(১) ইভ্যাকিউয়েসন্ ষ্টেজ—ডাঃ জনসন্ (Dr. Johnson) কহেন যে, এই পীড়ায় বিষাক্ত পদার্থ নির্গমন জন্য প্রথমে কাষ্টর অয়েল্ দিবে, কিন্তু তাহা উচিত নহে। এই সময়ে টিং ওপিয়াই, লাইকর ওপিয়াই সিডেটিভস্, ওপিয়ম্ পিল ও অন্যান্য সঙ্কোচক ঔষধ সকল যথা—প্লম্বাই এসিট্যাস্, চর্ক্কমিক্শ্চার ও ক্লোরোডাইন্ ইত্যাদি ব্যবহার্য্য। বমন নিবারণার্থ ইপিগ্যাষ্ট্রিয়মে মষ্টার্ড প্ল্যাষ্টার কিংবা কোল্ড কম্প্রেস্ সংলগ্ন এবং আভ্যন্তরিক ক্লোরোফরম্, বিসমথ ও বরফ প্রভৃতি ব্যবহেয়। ক্র্যাম্প জন্য হস্ত পদে শুণ্ঠীচূর্ণ, ক্লোরোফরম্ লিনিমেণ্ট অথবা উষ্ণ টার্পিণ তৈল মর্দ্দন করিবে। উষ্ণ জল পরিপূর্ণ বোতলে গরম জল পুরিয়া হাতে পায়ে ধরিলে উপকার দর্শে। নাড়ী দুর্ব্বল থাকিলে স্বল্প পরিমাণে ব্র্যাণ্ডি ও বলকর ঔষধ দেওয়া উচিত।

(২) হিমাঙ্গাবস্থা—এই অবস্থায় অহিফেনঘটিত ঔষধ সকল নিষিদ্ধ। ডাঃ নিমেয়ার (Dr. Niemeyer) উষ্ণ কফি দিতে কহেন। অনেকে ডিফিউজিবেল্ ষ্টিমিউলেণ্ট যথা—স্প্রিট্ এমন্ এরোম্যাট বা কার্ব্বনেট অব্ এমোনিয়া এবং ক্লোরিক বা সল্‌ফিউরিক ইথার ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। এই সকল ঔষধ সিনেমন, কাজুপুটি বা পেপারমেণ্ট ওয়াটারের সহিত ব্যবহার করিলে অধিক ফলদায়ক হয়। বরফের সহিত সামান্য মাত্রায় ব্রাণ্ডি দেওয়া কর্ত্তব্য; যদি ইহা দ্বারা নাড়ী উত্তেজিত না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ দেওয়া বিধেয় নহে। অধিক পরিমাণ ব্রাণ্ডি উদরস্থ হইলে কখন কখন রিয়্যাকসন্ লক্ষণগুলি গুরুতর হইয়া উঠে। অন্যান্য সুরার মধ্যে সাম্পেন উপকারী। অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইলে তাহা বস্ত্র দ্বারা মুছাইবে; কিংবা সামান্য ভাবে শুণ্ঠীচূর্ণ মাখাইবে। পিপাসা নিবারণার্থ বরফ, সোডাওয়াটার, লেমনেড্, বা ক্লোরেট অব্ পটাশ জল মিশ্রিত করিয়া পানার্থ দিবে। সল্‌ফিউরিক্ ইথার ইঞ্জেক্ট করিলে উপকার দর্শে।

(৩) রিয়্যাক্সন্ ষ্টেজ—রিয়্যাক্সন্ আরম্ভ হইলে আহারার্থ তরল ও লঘুপাক দ্রব্য দেওয়া উচিত। এই অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে জল বা ক্লোরেট অব্ পটাশ কিংবা কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা সোলিউসন্ পানার্থ দিবে। এতদ্দ্বারা শোণিতে পুনরায় লবণ সঞ্চার হয়। রিয়্যাক্সন্ সুচারুরূপে না হইলে ইউরিমিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এই সময় রক্তমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ইউরিয়া পাওয়া যায়। যদিও ইউরিয়া মূত্রকারক বলিয়া পরিগণিত, তথাপি ইহা দ্বারা মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। মূত্র উৎপাদনের জন্য পোটাশি নাইট্রাস্, ইথার, স্পৃইল্, টিং কেন্থারাইডিস্ এবং জিন সুরা প্রভৃতি মূত্রকারক ঔষধ ব্যবহার্য্য। মূত্রকারক ঔষধ ব্যবহার কালে মধ্যে মধ্যে ডিফিউজিবেল্ ষ্টিমিউলেণ্ট দেওয়া আবশ্যক। সম্পূর্ণরূপে কোষ্ঠবদ্ধ করা উচিত নহে। কারণ মল দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ইউরিয়া পরিত্যক্ত হয়।

স্থানিক—কটিদেশে ফোমেণ্টেষণ, মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টার সংলগ্ন ও শুষ্ক বা আর্দ্র কপিং করা উচিত।

কখন কখন মূত্র ত্যাগ হইলেও অত্যন্ত বমন ও হিক্কা হইয়া থাকে; তন্নিবারণার্থ ড্রাক্‌শা, বিসমথ, এবং পাইরক্লিক স্প্রিট্ প্রভৃতি দেওয়া যায়। স্থানিক ঔষধের মধ্যে ইপিগ্যাষ্ট্রিয়মে ব্লিষ্টার ও তদুপরি ½ গ্রেণ মর্ফিয়া লেপন এবং সার্ভাইকেল ভার্টিব্রার উপর ব্লিষ্টার দিলে সময় সময় উপকার দর্শে। ইউরিমিয়ার জন্য নিদ্রাবেশ থাকিলে গ্রীবাতে ব্লিষ্টার দেওয়া উচিত। টাইফয়েড্ লক্ষণ থাকিলে সোডি সল্‌ফো কার্ব্বলাস্ ব্যবহেয়।

বিশেষ চিকিৎসা ও ঔষধ—কোলাপ্স অবস্থায় শিরার মধ্যে লবণ-জল ইঞ্জেক্সন্ করিলে রোগীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দেখায় ও অন্যান্য লক্ষণের লাঘব হয়, কিন্তু এই উপকার ক্ষণস্থায়ী। অত্যন্ত ক্র্যাম্প থাকিলে $\frac{1}{60}$ মিনিম্ মাত্রায় গ্লাইট্রো-গ্লিসারিন্

দেওয়া যায়। অথবা ৫ গ্রেণ মাত্রায় ক্লোরাল হাইড্রাস্ ত্বকের মধ্যে ইঞ্জেক্ট্ করিবে।

প্রতিষেধক চিকিৎসা—কোন স্থানে কলেরায় প্রাদুর্ভাব হইলে সেখানকার লোকদিগকে প্রত্যহ দুইবার ১০।১৫ মিনিম মাত্রায় সলফিউরিক্ এ'সড্ ডিল্ জল মিশ্রিত করিয়া সেবনার্থ দিবে। সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য নিয়মিতরূপে আহার করান কর্তব্য। ঐ স্থানের জল কিংবা দুগ্ধ পান করা উচিত নহে। মল ও মৃতদেহে কার্ব্বলিক্ এসিড্ মিশ্রিত করিবে। মল ৩।৪ হাত মৃত্তিকার নিম্নে পুতিয়া রাখা উচিত। গৃহে চূণ লেপন করিয়া তন্মধ্যে ডিস্ইন্‌ফেক্‌টেন্টসমূহ ছড়াইবেন।

পথ্য—প্রথমে সাগু, এরারুট, বার্লি, বিফ্‌টি, চিকেন্‌ব্রথ্ প্রভৃতি তরল খাদ্য দেওয়া উচিত। বমন নিবারণ হইলে দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। দাস্ত বন্ধ হইলে বিফ্‌টি ও ব্রাণ্ডির এনিমা দিবে। টাইফয়েড লক্ষণ সকল উপস্থিত হইলে বিফ্‌টি, অগম্বুপ এবং পোর্ট ইত্যাদি বলকারক আহার বিধেয়।

প্রকাশাবস্থায়

℞ ক্যালমেল্ — ২ গ্রেণ
অহিফেন — ১ „
পল্‌ভ্ ক্যাপ্‌সিকম্ — । „
এসাফেটিডা — । „
ক্যাম্ফর — । „

এক পিল প্রত্যেক দাস্তের পর

বমন নিবারণার্থ।

℞ ক্লোরোফরম্ — ৫ মিনিম্
মিউসিলেজ্ — ১ ড্রাম
জল — মোট ১ ঔন্স

একমাত্রা ২ ঘন্টা অন্তর।

হিমাঙ্গাবস্থা।

℞ ক্যালমেল — ৩ গ্রেণ
সোডা বাইকার্ব্ব — ৫ „

এক পুরিয়া ৩ ঘন্টা অন্তর

℞ স্পিরিট্ এমন এরোমেটিকস্ — ২০ মিনিম্
„ ক্লোরোফরম্ — ২০ „
টিং ল্যাভেণ্ডিউলি কোং — ২০ „
ভাইনম্ গ্যালিসাই — ১ ড্রাম
একোয়া — মোট ১ ঔন্স

একমাত্রা ২ ঘন্টা অন্তর।

অথবা

℞ এমন কার্ব্ব — ৫ গ্রেণ
স্পিরিট্ ইথার সল্‌ফ — ২০ মিনিম্
ওলিয়ম্ কাজুপুটি — ২ „
রম — ২ ড্রাম
জল — মোট ১ ঔন্স

একমাত্রা ২ ঘন্টা অন্তর।

ইউরিমিয়ায় জন্য বমন কিংবা অত্যন্ত হিক্কা হইলে

℞ বিসমথ্ সবনাইট্রাস — ৫ গ্রেণ
ইন্‌ফিউজন্ কলম্বা — ১ ড্রাম

একমাত্রা ৩ ঘন্টা অন্তর।

মূত্রকরণার্থ

℞ পোট্যাশি নাইট্রাস্ — ১০ গ্রেণ
নাইট্রিক ইথার — ২০ মিনিম্
টিং কান্থারাইডিস্ — ১ „
একোয়া — ১ ঔন্স

৩।৪ ঘন্টা অন্তর ব্যবহার্য্য।

℞ স্পিরিট্ এমন এরোমেটিকস্ — ১৫ মিনিম্
পোট্যাসি ক্লোরাস — ৫ গ্রেণ
স্পিরিট্ ক্লোরোফরম্ — ১০ মিনিম্
টিং কার্ডেমম্ কোং — ১০ „
জল — ১ ঔন্স

এক মাত্রা ৩।৪ ঘন্টা উপরোক্ত ঔষধের মধ্যে মধ্যে দিবে।

বিসূচী [চি] (স্ত্রী) বিশেষেণ সূচয়তি মৃত্যুমিতি বি-সূচ-অচ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। যদ্বা বিশিষ্টা সূচীব। অজীর্ণরোগ বিশেষ, চলিত ওলাউঠা। [বিস্তৃত বিবরণ বিসূচিকা শব্দে দ্রষ্টব্য]

বিসূত (ত্রি) সসারথি, সারথিযুক্ত।

বিসূত্র (ত্রি) বিশৃঙ্খল। (রাজতর' ৮।৭৭৪)

বিসূত্রণ (ক্লী) ছত্রভঙ্গ। "পৃতনানাং বিসূত্রণম্"। (রাজতর' ৭।৬৭৯)

বিসূত্রতা (স্ত্রী) বিশৃঙ্খলতা। (রাজতর' ১।৩৬১)

বিসূত্রিত (ত্রি) বিশৃঙ্খলযুক্ত, শৃঙ্খলারহিত।

বিসূরণ (ক্লী) ১ শোক, দুঃখ। ২ চিন্তা। ৩ বিরক্তি।

বিসূরিত (ক্লী) অনুতাপ। (জটাধর) স্ত্রিয়াং টাপ্। বিসূরিতা-জ্বর।

বিসূর্য্য (ত্রি) সূর্য্যরহিত। (হরিবংশ)

বিসৃজ্য (ত্রি) কার্য্য, জড়পদার্থ।

"কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ" (ভাগবত ৭।৯।২২)

'বশীকৃতা বিসৃজ্যানাং কার্য্যাণাং বিসর্গাণাং সাধনানাঞ্চ শক্তয়ো যেন' (স্বামী)

বিসৃৎ (ত্রি) বি-সৃ-ক্বিপ্। প্রসরণশীল।

বিসৃত (স্ত্রী) ১ বিস্তৃত। ২ নির্গত। ৩ কথিত।

বিসৃত্বর (ত্রি) বি-সৃ-করপ্, (ইণ্নশজি সর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩) হ্রস্বস্তেতি তুক্। প্রসরণশীল, ব্যাপনশীল। (অমর)

বিসৃপ্ (ত্রি) বি-সৃপ্-ক্বিপ্। বিসর্পণশীল।

বিসৃপ্তি (স্ত্রী) বি-সৃপ্-ক্তি। বিসরণ, প্রসরণ, গতিবিশেষ।

বিসৃমর (ত্রি) বিশেষেণ সরতি তচ্ছীলঃ বি-সৃ-ক্মরচ্ (সৃঘস্যদঃ ক্মরচ্। পা ৩।২।১৬০) প্রসরণশীল, ব্যাপনশীল। (অমর)

বিসৃষ্ট (ত্রি) বি সৃজ-ক্ত। ১ নিক্ষিপ্ত। (জটাধর)

"উদিষ্টচক্রলকটাক্ষবিসৃষ্টবৃষ্টির্যাধানুসারচকিতা হরিণীব যাসি"

(মৃচ্ছকটিক ১ অঙ্ক)

২ বিশেষ প্রকারে সৃষ্ট। ৩ পরিত্যক্ত।

এতর্হিতস্য সরস্বতী বিসৃষ্টা কর্ম্মাণি নির্ব্বাণবিলম্বিতানি"

(ভাগবত ১।১৬।২৪)

৪ প্রেষিত, প্রেরিত।

"আশুঃ কুমারানয়নোৎসুকেন ভোজেন দূতো রঘবে বিসৃষ্টঃ"

(রঘু ৫।৩৯)

(পুং) ৫ বিসর্গ, (ঃ) এইরূপ দুইটী বিন্দু।

"র-সকারয়োর্বিসৃষ্টঃ" (কাতন্ত্র)

বিসৃষ্টধেন (ত্রি) বিসৃষ্টজিহ্ব অর্থাৎ মধ্যমস্বরে উচ্চার্য্যমাণ। বাক্যাদি।

"বিসৃষ্টধেনা ভরতে সুবৃক্তিঃ" (ঋক্ ৭।২৪।২)

'বিসৃষ্টধেনা বিসৃষ্টজিহ্বা মধ্যমস্বরেণোচ্চার্য্যমাণা সুবৃক্তিঃ সুসমাপ্তিরিয়ং' (সায়ণ)

বিসৃষ্টরাতি (স্ত্রী) রা-ক্তি (কর্ম্মণি) বিসৃষ্টা প্রদত্তা রাতি ধনং যেন। যে প্রার্থীদিগকে ধন দেয়, যাহা কর্ত্তৃক যাচ্ঞাকারীদিগকে ধন দেওয়া হইয়াছে।

"বিসৃষ্টরাতির্যাতি" (ঋক্ ১।১২২।১০)

'বিসৃষ্টরাতিরর্থিভ্যঃ প্রদত্তধনঃ' (সায়ণ)

বিসৃষ্টবাচ্ (ত্রি) বিসৃষ্টা বাক্ যেন। মৌনাবলম্বী।

বিসৃষ্টি (স্ত্রী) বিবিধ প্রকার সৃষ্টি। "ইয়ং বিসৃষ্টি"

(ঋক্ ১।১২৯।৬)

'ইয়ং দৃশ্যমানা বিসৃষ্টিবিবিধা ভূতভৌতিকভোক্তৃভোগ্যাদিরূপেণ বহুপ্রকারা সৃষ্টিঃ'। (সায়ণ)

বিসোম (ত্রি) ১ সোমরহিত। (শতপথব্রা° ১১।৭।২।৮) ২ চন্দ্রশূন্য।

বিসৌখ্য (স্ত্রী) সুখরহিতের ভাব, দুঃখ, কষ্ট।

বিসৌরভ (ত্রি) ১ নির্গন্ধ, গন্ধরহিত। ২ দুর্গন্ধ।

বিস্কন্ত, বিস্কুম্ভ (পুং) বিষ্কম্ভার্থ।

বিস্ত (পুং স্ত্রী) বিস উৎসর্গে বিস-ক্ত। ১ কর্ষ অর্থাৎ দুইতোলা পরিমিত স্বর্ণ। ২ অশীতিরক্তিকা পরিমিত স্বর্ণ, ৮০ রতি সোণা।

বিস্তর (পুং) বি-স্তৃ-অপ্ (প্রথনে বাবশব্দে। পা ৩।৩।৩৩ ইতি ঘঞঃ প্রতিষেধে 'ঋদোরপ্' ইতি অপ্) ১ শব্দের বিস্তার বা বিবৃতি, বাক্প্রপঞ্চ, বিশেষ বর্ণন।

"সুবিস্তরতরা বাচো ভাষ্যভূতা ভবন্তু মে॥" (শিশুপালবধ ২।২৪)

২ বেদাঙ্গ।

"সাঙ্গোপাঙ্গৈঃ সকৃৎ প্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্॥"

(ভাগবত ৩।৩।১)

৩ বিস্তার।

"প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে" (গীতা ১০।১৯)

৪ প্রণয়। (মেদিনী) ৫ পীঠ। ৬ সমূহ। (শব্দরত্না°)

(ত্রি) ৭ বহু, প্রচুর।

"অপেক্ষিতং পরিত্যাজ্য নীরসং বস্তুবিস্তরম্।" (সাহিত্যদ° ৬।৩১৪)

৮ আসন, শয্যা। ৯ সংখ্যা। ১০ আধার। ১১ শিব।

(ভা° ১৩।১৭।১৩৯)

বিস্তরক (পুং) বিস্তরণকার্থ।

বিস্তরণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণপত্নীভেদ। (মার্কপু° ৬১।৬৫)

বিস্তরতা (স্ত্রী) বিস্তরত্ব, বহুত্ব, অনেকত্ব।

"স্বেদোদ্গমো বিস্তরতামুপৈতি" (ঋতুসংহার)

বিস্তরশস্ (অব্যয়) বিস্তর-চশস্ বীপ্সার্থে। অনেকানেক, বহু বহু।

বিস্তার (পুং) বি স্তৃ ঘঞ্ (প্রথনে বাবশব্দে। পা ৩।৩।৩৩) ১ বিটপ, শাখা। ২ বিস্তীর্ণতা, চলিত ওসার, চৌড়া। পর্য্যায়, বিগ্রহ, ব্যাস। (অমর)

"বংশাবলম্বনং যদয়ো বিস্তারো গুণস্য যাবর্ত্তঃ"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৫৫৮)

৩ স্তম্ব, গুচ্ছ, গোছা। (মেদিনী) ৪ সমাস বাক্য, ব্যাস বাক্য। ৫ বিশালতা। ৬ পদসমূহ। ৭ শিব। (ভা° ১৩।১৭।১২৫)

৮ বিষ্ণু (ভা° ১৩।১৪৯।৫৯)

বিস্তারতা (স্ত্রী) যে গুণ দ্বারা জড় পদার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে বিস্তৃত হয়। (Extension)

বিস্তারিত (ত্রি) প্রসারিত, ছড়ান।

বিস্তারিন্ (ত্রি) বিস্তারোঽস্যাস্তীতি বিস্তার-ইনি। ১ বিস্তৃতি, বিশিষ্ট, বিস্তৃত, প্রসারিত। ২ বটবৃক্ষ। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিস্তীর্ণ (ত্রি) বি স্তৄ-ক্ত। (রদাভ্যামিতি নঃ। পা ৮।২।৪২) ১ বিপুল। ২ বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। ৩ বিশাল।

বিস্তীর্ণকর্ণ (ত্রি) হস্তী।

বিস্তীর্ণতা (স্ত্রী) বিস্তীর্ণের ভাব।

বিস্তীর্ণপর্ণ (ক্লী) বিস্তীর্ণং পর্ণং পত্রমস্য। মাণক, মাণকচু।

বিস্তীর্ণভেদ (পুং) বৃক্ষভেদ। (শব্দচন্দ্রিকা)
বিস্তীর্ণবতী (স্ত্রী) ১ জগতের। ২ বিস্তীর্ণ বিশিষ্ট।
বিস্তৃত (ত্রি) বি-স্তৃ-ক্ত। ১ বিস্তারযুক্ত, লব্ধবিস্তার। ২ ব্যাপ্ত, ছড়াইয়া পড়া। ৩ বিশাল। ৪ লম্বা। ৫ চৌড়া।
বিস্তৃতি (স্ত্রী) বি-স্তৃ-ক্তিন্। ১ বিস্তার। ২ ব্যাপ্তি, ব্যাপিয়া থাকা। ৩ দৈর্ঘ্য,প্রস্থ ও বেধের সাধারণ সংজ্ঞা। ৪ বৃক্ষের ব্যাস।
বিস্থান (ত্রি) স্থানচ্যুত।
বিস্পন্দ (পুং) [বিষ্পন্দ দেখ]
বিস্পন্দন (স্ত্রী) প্রস্পন্দন, বিকম্পন।
বিস্পর্ধা (স্ত্রী) বিশেষ প্রকারে স্পর্দ্ধা বা প্রগল্‌ভতা।
"যেষাং ত্রতেহথ বিস্পর্দ্ধা বলে বলবতামিব" (ভারত উদ্যোগপ°)
বিস্পর্ধিন্ (ত্রি) ১ স্পর্দ্ধাযুক্ত, অন্যের পরাভবেচ্ছু। ২ সাদৃশ্যযুক্ত, সদৃশ, তুল্য।
"চন্দ্রবিস্পর্ধিনা মুখেন" (মহাভারত)
বিস্পষ্ট (ত্রি) ব্যক্ত, স্ফুট, প্রকাশিত, সুস্পষ্ট।
বিস্পৃক্ক (ত্রি) আস্বাদ।
বিস্ফার, বিস্ফার (পুং) বি-স্ফুর-ঘঞ্। (স্ফুরতিস্ফুলত্যোর্ঘঞি ইত্যাত্বম্। পা ৬৩১৭)। ১ টঙ্কারধ্বনি, ধনুকের ছিলার শব্দ। ২ স্ফূর্ত্তি। ৩ জ্যা, ধনুর্গুণ। ৪ কম্প। ৫ বিস্তার। ৬ বিকাশ।
"বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্ত্তিষু।
বিস্ফারশ্চেতসো যত্র স বিস্ময় উদাহৃতঃ॥" (সাহিত্যদ°)
বিস্ফারক (পুং) বাতপ্রধান সন্নিপাত জ্বরের প্রকারভেদ। এই জ্বর অতি ভয়ঙ্কর, ইহাতে রোগীর শ্বাস, কাস,ভ্রমী (ঘূর্ণী), মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, কম্প, পার্শ্ববেদনা ও জৃম্ভা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী মুখে কষায় রস অনুভব করে।(ভাবপ্র°)
বিস্ফারিত (ত্রি) ১ কম্পিত, চলিত। ২ স্ফূর্ত্তিযুক্ত। ৩ বিস্তারিত। ৪ প্রকাশিত। ৫ ধ্বনিত, নির্ঘোষিত।
"উদূঢবক্ষঃস্থগিতৈকদিঙ্মুখোবিকটবিস্ফারিতচাপমণ্ডলঃ।"
(শিশুপালবধ)
বিস্ফাল, বিস্ফাল (পুং) বি-স্ফুল-ঘঞ্ (পা ৬।১।৪৭ ও ৮৩১৭)। বিস্ফার শব্দার্থ। [বিস্ফার দেখ]
বিস্ফুট (ত্রি) বিশেষ প্রকারে ব্যক্ত বা প্রকাশিত, প্রস্ফুট।
বিস্ফুর (ত্রি) [বিস্ফার দেখ]
বিস্ফুরক (পুং) [বিস্ফারক দেখ]
বিস্ফুরণী (স্ত্রী) তিন্দুকবৃক্ষ, তৌদগাছ।
বিস্ফুরিত (ত্রি) বি-স্ফুর-ক্ত। ১ স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট। ২ চঞ্চল।
"রক্তার্কিকৃতাঞ্জক রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটীভীষণাননম্॥" (বগলপূজা ধ্যান)
(স্ত্রী) ৩ ভয়রোগবিশেষ।

বিস্ফুলিঙ্গ (পুং) বিস্ফুরতি বি-স্ফুর-ড়ু-বিস্ফু, তাদৃশং লিঙ্গমস্ত। ১ অগ্নিকণা। ২ বিষ বিশেষ।
বিস্ফুর্জ (পুং) [বিস্ফুর্জথু দেখ]
বিস্ফুর্জথু (পুং) ১ বজ্রনির্ঘোষ, বজ্রের শব্দ।
"বিপাকবিস্ফুর্জথুরপ্রসহ্যঃ" (রঘু ১৪৷৬২)
'বিস্ফুর্জথুঃ অশনিনির্ঘোষঃ'
২ উদ্রেক।
"মহোর্ম্মিবিস্ফুর্জথুনির্ব্বিশেষাঃ"। (রঘু ১৩৷১২)
'বিস্ফুর্জথুঃ উদ্রেকঃ' (মল্লিনাথ)
বিস্ফুর্জন (স্ত্রী) বিকাশ। "তত্র হাসিতং নাম কপোলপুট-বিস্ফুর্জনপুরঃসরমহহহেত্যট্টহাসঃ"। (সর্ব্বদর্শনস° ৭৮।১)
বিস্ফুর্জনী (স্ত্রী) তিন্দুকবৃক্ষ, তৌদগাছ।
বিস্ফুর্জিত (ত্রি) ১ বজ্রনিনাদিত। ২ নাগভেদ।
বিস্ফোট (পুং) বিস্ফোটতীতি বি-স্ফুট-অচ্। বিরুদ্ধ স্ফোটক, চলিত বিষফোড়া, দুষ্টস্ফোটক, পর্য্যায় পিটক, পিটকা, বিটক, বিটকা, স্ফোটক, স্ফোট। (রাজনি°)
নিদান ও লক্ষণ—
"কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরূক্ষক্ষারৈরজীর্ণাধ্যশনাতপৈশ্চ।
তথর্ত্তুদোষেণ বিপর্য্যয়েণ কুপ্যন্তি দোষাঃ পবনাদয়স্তু॥
ত্বচমাশ্রিত্য ও রক্তং মাংসাস্থীনি প্রদূষ্য চ।
ঘোরান্ কুর্ব্বন্তি বিস্ফোটান্ সর্ব্বাঞ্জ্বরপুরঃসরান্॥" (ভাবপ্রকাশ)
কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী, রুক্ষ, ক্ষার ও অজীর্ণকারক দ্রব্য ভক্ষণ, অধ্যশন, রৌদ্রসেবন এবং ঋতুবিপর্য্যয় হেতু বাতাদি-দোষত্রয় কুপিত হইয়া চর্ম্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক ত্বক্, রক্ত, মাংস ও অস্থিকে দূষিত এবং চর্ম্মোপরি ঘোরতর বিস্ফোটক রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ হইবার পূর্ব্বে জ্বর হয়। যে রোগে রক্তপিত্তের প্রকোপ জন্য পীড়কা জ্বরের সহিত শরীরের কোন এক স্থানে বা সমস্ত দেহে অগ্নিদগ্ধ স্ফোটকের ন্যায় উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিস্ফোট কহে। সকল প্রকার বিস্ফোটেই রক্তপিত্তের প্রাধান্য থাকে। এ সম্বন্ধে ভোজ বলেন, বায়ুর সহিত কুপিত রক্তপিত্ত যৎকালে ত্বক্‌গত হয়, তখনই উহারা সমস্ত দেহে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় স্ফোটক উৎপাদন করে।
বাতিক বিস্ফোট—বাতজন্য বিস্ফোটে শিরঃশূল, অত্যন্ত সূচীবেধনবৎ বেদনা, জ্বর, পিপাসা, পর্ব্বভেদ এবং স্ফোটকগুলি কৃষ্ণবর্ণ হয়।
পৈত্তিক বিস্ফোট—পিত্তজন্য বিস্ফোটে রোগীর জ্বর, দাহ ও পিপাসা হয় এবং স্ফোটক পীতরক্ত বর্ণ ও বেদনাযুক্ত হইয়া অবিলম্বে পাকিয়া তাহা হইতে পূয়াদি স্রাব হয়।
শ্লৈষ্মিক বিস্ফোট—কফজ বিস্ফোটে রোগীর বমি, অরুচি

ও দেহের জড়তা হয়। স্ফোটক পাণ্ডুবর্ণ, কঠিন, কণ্ডু ও অল্পবেদনাযুক্ত হইয়া বিলম্বে পাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক—বাতশ্লৈষ্মিক বিস্ফোট কণ্ডু, শরীর গুরু ও আর্দ্রবস্ত্রাবগুণ্ঠিতের ন্যায় বোধ হয়।

পিত্তশ্লৈষ্মিক—কফপিত্তজন্য বিস্ফোটে কণ্ডু, দাহ, জ্বর ও বমি হয়।

বাতপৈত্তিক—বাতপিত্তজন্য বিস্ফোটে যারপর নাই তীব্র বেদনা হয়।

সান্নিপাতিক—ত্রৈদোষিক বিস্ফোটে স্ফোটকগুলির মধ্যভাগে নিম্ন, অন্তে উন্নত, রক্তবর্ণ, কঠিন ও অল্পপাকযুক্ত হয় এবং রোগীর দাহ, পিপাসা, মনোমোহ, বমি, ইন্দ্রিয়মোহ, জ্বর, প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা অসাধ্য।

রক্তজ বিস্ফোট—রক্তজন্য বিস্ফোট পিত্তজ বিস্ফোটের নিদান হইতে উৎপন্ন হইয়া গুঞ্জাফলের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। এই রোগ শত শত সিদ্ধযোগ দ্বারাও প্রশমিত হয় না।

এই ৮ প্রকার বাহ্য বিস্ফোট; ইহা ভিন্ন অভ্যন্তরেও বিস্ফোট উৎপন্ন হয়, আভ্যন্তরিক বিস্ফোট শরীরের বহির্ভাগে নির্গত হইয়া প্রকাশ পাইলে রোগী সুস্থতা লাভ করে, কিন্তু উহা বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হইলে বহির্গত হয় না। ঐরূপ স্থলে বাতিক বিস্ফোটের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়।

উপদ্রব—পিপাসা, শ্বাস, মাংসসঙ্কোচ, দাহ, হিক্কা, মত্ততা জ্বর, বিসর্প ও মর্ম্মব্যথা এইগুলি বিস্ফোট রোগের উপদ্রব।

সাধ্যাসাধ্য—বিস্ফোট এক দোষোদ্ভব হইলে সাধ্য, দ্বিদোষজ হইলে কষ্টসাধ্য এবং ত্রৈদোষিক ও সমস্ত উপদ্রব যুক্ত হইলে তাহা অসাধ্য হইবে।

চিকিৎসা—বিস্ফোটরোগে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত লঙ্ঘন, বমন, পথ্যভোজন, বা বিরেচন প্রয়োগ বিধেয়। বিস্ফোট পুরাতন শালি, যব, মুগ, মসূর ও অড়হর এই কয়টি বিশেষ হিতকর।

দশমূলী, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেনামূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে এবং মুথা এই সকলের কাথ পান করিলে বাতজন্য বিস্ফোট প্রশমিত হয়। দ্রাক্ষা,গাম্ভারী, খর্জ্জুর, পলতা, নিম,বাসক কটুকী, খৈ ও দুরালতা ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজন্য বিস্ফোট নষ্ট হয়। চিরতা, বচ বাসক ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কুড়চি, নিম এবং পলতা, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার বিস্ফোট নষ্ট হয়। চিরতা, নিম, যষ্টিমধু, মুথা, বাসক, পলতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণারমূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে সকল প্রকার বিস্ফোটক আশু প্রশমিত হয়।

চাউল ধোওয়া জলের সহিত ইন্দ্রযব পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটক নষ্ট হয়। গুলঞ্চ, পলতা বাসক, নিম, ক্ষেতপাপড়া,খদিরকাষ্ঠ ও মুথা ইহার কাথ পান করিলে বিস্ফোট ও তজ্জন্য জ্বর নষ্ট হয়। চন্দন, নাগকেশর, অনন্তমূল, মটেশাক, শিরীষবল্কল ও জাতীপুষ্প এই সকল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটের দাহ প্রশমিত হয়। নীলোৎপল, চন্দন, লোধ, বেণার মূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা এই সকল সমভাগে জলদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোট ও তজ্জন্য দাহ নিবৃত্তি হয়। পুত্রজীবের মজ্জা জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার বিস্ফোট আশু প্রশমিত হয়।

(ভাবপ্র° বিস্ফোট রোগাধিকার)

বিস্ফোটক (পুং) বিস্ফোট, বিষফোড়া।

বিস্ফোটজ্বর (পুং) বিষফোড়া হইলে তজ্জন্য যে আগন্তুজ্বর হয়।

বিস্ফোটন (স্ত্রী) ১ নাদ, উচ্চ শব্দ, গভীর ধ্বনি।

"তেন দেবগণাঃ সর্ব্বে বৃত্রবিস্ফোটনেন বৈ।
নিপেতুর্ম্মূর্চ্ছিতা ভূমৌ বজ্রেবাশনিনা হতাঃ॥" (ভাগবত ৬।১১।৭)

বিস্ময় (পুং) বি-স্মি-অচ্। ১ আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। পর্য্যায়—অহো, হী। (অমর) ২ অদ্ভুতরসের স্থায়িভাব বিশেষ।

"অদ্ভুতো বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্ব্বদৈবতঃ।
পীতবর্ণো বস্তু লোকাতিগমালম্বনং মতম্॥"

'ইতি ভাবরসয়োঃ পর্য্যায়ত্ব' অদ্ভুতস্য বিস্ময়স্থায়িভাবাত্মকত্বাৎ.'

নানাবিধ অলৌকিক পদার্থের বর্ণনায় চিত্তে যে এক অভাভূত স্থায়িভাবের স্ফুরণ হয়, তাহার নাম বিস্ময়।

"বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমা তবর্ত্তিষু।
বিস্ফারশ্চেতসো যস্তু স বিস্ময় উদাহৃতঃ॥ (সাহিত্যদ° ৩।২০৭)

৩ দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার। ৪ সন্দেহ, সংশয়। (শব্দরত্না°)

বিগতঃ স্ময়ো গর্ব্বো যস্মাৎ ইতি। (ত্রি) ৫ নষ্টগর্ব্ব, যাহার অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়াছে।

"তং বীরমারাদভিপদ্য বিস্ময়ঃ শরিষ্যসে বীরশয়ে শ্বভির্বৃতঃ"
(ভাগবত ৩।১৭।৩০)

'বিস্ময়ঃ নষ্টগর্ব্বঃ' (স্বামী)

বিস্ময়ঙ্কর (ত্রি) বিস্ময়ং করোতি বিস্ময়-কৃ-খশ্। বিস্ময়কারী, আশ্চর্য্যান্বিত।

বিস্ময়ঙ্গম (ত্রি) বিস্ময়ং গচ্ছতি বিস্ময় গম্-খশ্। বিস্ময়গামী, বিস্ময়প্রাপ্ত।

বিস্ময়ন (স্ত্রী) বি-স্মি ল্যুট্। বিস্ময় পদার্থ।

বিস্ময়নীয় (ত্রি) বি-স্মি-অনীয়র্। বিস্ময়ের যোগ্য, আশ্চর্য্যের বিষয়।

বিস্ময়বিবাদবৎ (ত্রি) বিস্ময় এবং খেদযুক্ত।

বিস্ময়ান্বিত (ত্রি) বিস্ময়েন অন্বিতঃ যুক্তঃ। বিস্ময়যুক্ত, আশ্চর্য্যান্বিত। পর্য্যায়—বিলক্ষ। (অমর)

বিস্মরণ (ক্লী) বি-স্মৃ-ল্যুট্। বিস্মৃতি, চলিত ভুলিয়া যাওয়া বা মনে না থাকা।

বিস্মর্ত্তব্য (ত্রি) বি স্মৃ-তব্যৎ। বিস্মরণের যোগ্য, ভুলিবার উপযুক্ত।

"স পাপিষ্ঠোঽস্মজ্জেহেন যো লেখং বাচয়েৎ পথি।
সখিদেব্যা প্রযত্নেন বিস্মর্ত্তব্যা ন জাতুচিৎ॥" (রাজতর° ৬।২১১)

বিস্মাপক (ত্রি) বিস্ময়কারক, যে বিস্ময় জন্মায়।

বিস্মাপন (ত্রি) বি-স্মি-ণিচ্-ল্যুট্ ইকারস্যাত্বম্। ১ বিস্ময়-জনক, আশ্চর্য্যজনক।

"যেন যেহপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ॥"(ভাগব° ১।১৫।৫)

২ কুহক, মায়া, ভেলকী। ৩ গর্ব্বনগর। ৪ কামদেব। ৫ বিস্ময়-প্রদর্শন।

"বিস্মাপনার্থং যেবেশ পত্নীনামুরুতেজসঃ" (হরিবংশ ১২৬।২৬)

বিস্মাপনীয় (ত্রি) বিস্ময় জন্মাইবার যোগ্য, যাহা হইতে বিস্ময় জন্মিতে পারে।

বিস্মাপয়নীয় (ত্রি) বিস্মাপনীয়, বিস্মাপনের যোগ্য।

বিস্মায়ন (ক্লী) বিস্মাপনার্থক।

বিস্মারক (ত্রি) বিস্মৃতিজনক, যে বিস্মৃতি জন্মায়।

বিস্মারণ (ত্রি) বিলায়ন, লয় পাওয়ান।

"ইতরবাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।"
(ভাগবত ১০।৩১।১৪)

'ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিসুখেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলায়য়-তীতি তথা তৎ' (স্বামী)

বিস্মিত (ত্রি বি স্মি-ক্ত। ১ বিস্ময়াপন্ন, আশ্চর্য্যান্বিত। ২ প্রাকৃত ইহা ছন্দোভেদ। মেঘবিস্ফূর্জ্জিত নামেও খ্যাত।

বিস্মিতি (স্ত্রী) বি-স্মি-ক্তিন্। বিস্ময়।

বিস্মৃত (ত্রি) বি-স্মৃ-ক্ত। স্মরণাবিষয়, স্মরণাতীত, বিস্মৃতি-বিশিষ্ট, বিস্মরণযুক্ত।

"পঠিত্বা সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিস্মৃতাক্ষরাণি চ।
আস্তে কিঞ্চিৎ মম স্মার্ত্ত টবর্গস্থ চ পঞ্চমঃ॥" (উদ্ভট)

বিস্মৃতি (স্ত্রী) বি-স্মৃ ক্তিন্। বিস্মরণ, ভুল।

বিস্মের (ত্রি) বিস্ময়কর, আশ্চর্য্যজনক।

বিস্যন্দ, বিস্যন্দক, বিস্যন্দন, বিস্যন্দিন্ (পুং) [বিষ্যন্দ, বিষ্যন্দক, বিষ্যন্দন, বিষ্যন্দিন শব্দ দেখ]

বিস্র (ক্লী) বিস-রক্। ১ আমগন্ধ, চিতাধূমাদিতে যে গন্ধ উত্থিত হয়, তাহাকে বিস্র কহে। কেহ কেহ বলেন অপক-মাংসগন্ধের নাম বিস্র। (ভরত)

"সমাগ্নিবজ্র ধাবিত্বা শিক্য় ধারাপ্রভিঃ স ভব্।
শীলোদরদরীবাসবিস্রং প্রক্ষালয়ন্নিব॥" (কথাসরিৎসা° ৭৪।১১৬)

(ত্রি) ২ আমগন্ধবিশিষ্ট, কাঁচাগন্ধযুক্ত। (ক্লী) ৩ চাপক্য-মূলক। (ভাবপ্র°)

বিস্রংস (পুং) বি স্রন্স্-ঘঞ্। ১ পতন, ক্ষরণ।

বিস্রংসন (ক্লী) বি স্রন্স-ল্যুট্। বিস্রংস, পতন।

বিস্রংসিন্ (ত্রি) বি স্রন্স-শীলার্থে ণিনি। পতনশীল, ক্ষরণশীল।

বিস্রংসিকা (স্ত্রী) যজ্ঞীয় আহুতির উপকরণভেদ।

"বিস্রংসিকায়াঃ কাণ্ডাভ্যাং জুহোতি।" (কঠোপ° ১৫।১)

বিস্রক (ত্রি) বিস্র-স্বার্থে-কন্। বিস্র, আমগন্ধবিশিষ্ট।

বিস্রগন্ধ (ত্রি) বিস্রস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য। বিস্রের ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট, আমগন্ধ বিশিষ্ট।

"মার্জ্জারা ক্ষণমবনিং নখৈর্লিখন্তো লোহানাং মলনিচয়ঃ সবিস্রগন্ধঃ।"
(বৃহৎসংহিতা ২৮।৫)

২ পলাণ্ডু। (রাজনি°)

বিস্রগন্ধা (স্ত্রী) বিস্রং গন্ধো যস্যাঃ। হবুষা,হবুষফল। (রাজনি°)

বিস্রগন্ধি (পুং) বিস্রমিব গন্ধো যস্য। হরিতাল ও গোদন্ত হরিতাল। (হেম)

বিস্রতা (স্ত্রী) বিস্রস্য ভাব তল্ টাপ্। বিস্রত্ব, বিস্রের ভাব বা ধর্ম্ম, আমগন্ধবিশিষ্টের ভাব, আমগন্ধ, কাচাগন্ধ।

বিস্রব্ধ (ত্রি) বি-স্রন্ভ-ক্ত। বিস্রব্ধ, বিশ্বস্ত, নিঃশঙ্ক।

"বিস্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীম্।"
(সাহিত্যদর্পণ ১ ৭)

বিস্রম্ভ (পুং) বি-স্রন্ভ-ঘঞ্। ১ বিশ্বাস।

'বিস্রম্ভাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রাং' (উত্তরচরিত ১ অ°)

২ প্রণয়, পরিণয় বা শৃঙ্গারপ্রার্থনা। (রত্নমালা) ক্রীড়াপরতা, ক্রীড়ায় একান্ত নিযুক্ততা, অথবা স্বচ্ছন্দবিহার। (রমানাথ) ৩ কেলিকলহ। ৪ বধ। (হেম)

বিস্রম্ভিন্ (ত্রি) বিস্রম্ভতে বিশ্বসিতীতি বি-স্রন্ভ-ঘিণুন্ (যৌ কষলসকথস্রম্ভঃ। পা ৩।২।১৪৩)। ১ বিশ্বাসী। ২ প্রণয়ী। বিস্রম্ভযুক্ত।

বিস্রব (পুং) বি-স্রু-অপ্। ক্ষরণ, পতন।

বিস্রবণ (ক্লী) বি-স্রু-ল্যুট্। বিস্রব, ক্ষরণ।

বিস্রস্ (স্ত্রী) বি-স্রন্স-কিপ্। নষ্টকারী, ধ্বংসকারী।

বিস্রসা (স্ত্রী) জরা। (অমর)

বিস্রস্ত (ত্রি) বি-স্রন্স-ক্ত। পতিত, চ্যুত, ভ্রষ্ট, ক্ষরিত।

বিস্রস্য (ত্রি) প্রহিংসযজ্ঞীয়। (তৈত্তিরীয়স° ৬।২।৯।৪)

বিস্রা (স্ত্রী) বিস্রঃ গন্ধোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্, ততষ্টাপ্। হবুষা। (রাজনি°)

বিস্রাব (পুং) অন্নমণ্ড, ভাতের মাঁড় । (বৈদ্যকনি°)

বিস্রাবণ (ক্লী) বি-স্রু-ণিচ্-ল্যুট্ । ক্ষারণ,পাতন । উৎক্ষিপ্তব্রণের বেদনানিবৃত্তির জন্য এবং পাকপ্রশমনার্থ প্রক্রমবিশেষ । (সুশ্রুত)

বিস্রাব্য (ত্রি) বি-স্রু-ণিচ্-যৎ । বিস্রাবণযোগ্য, ক্ষারণের উপযুক্ত, পাতনযোগ্য ।

"জলং বিস্রাবয়েৎ সর্ব্বমবিস্রাব্যঞ্চ দুষয়েৎ ।" (ভারত ১২।২৬০৪)

বিস্রি (পুং) ঋষিভেদ ।

বিস্রুত (ত্রি) বি-স্রু-ক্ত । ১ বিশ্রুত । ২ প্রধাবিত । ৩ ক্ষরিত, চ্যুত ।

বিস্রুতি (স্ত্রী) বি-স্রু-ক্তিন্ । ক্ষরণ, পতন ।

বিস্রুহ্ (স্ত্রী) নদী ।

"কক্ষহঃ সপ্তবিস্রুহঃ" (ঋক্ ৬।৭।৬)

'বিস্রুহঃ মহত্যশ্চ গঙ্গাদ্যাঃ' (সায়ণ)

২ ওষধি ।

'যুবাজরো বিস্রুহা হিতঃ" (ঋক্ ৪।৪৪।৩)

'বিস্রুহা হিতঃ বিস্রুহাণামোষধীনাং মধ্যে হিতঃ নিহিতঃ স্থাপিতঃ' (সায়ণ)

বিস্রোতস্ (স্ত্রী) উচ্চসংখ্যাভেদ ।

বিস্বন (পুং) বি-স্বন-অপ্ । শব্দ, ধ্বনি ।

বিস্বর (পুং) ১ বিকৃতস্বর । (ত্রি) ২ বিকৃতস্বরযুক্ত ।

বিহগ (পুং) বিহায়সা গচ্ছতীতি বিহায়স্ গম-ড (প্রিয়বশেতি । পা ৩।২।৩৮) ইত্যত্র 'ডে চ বিহায়সো বিহাদেশো বক্তব্যঃ' ইতি কাশিকোক্তেঃ ডপ্রত্যয়ে বিহায়স্ শব্দস্য বিহাদেশঃ । ১ পক্ষী । (অমর) ২ বাণ ।

"অয়োমুখৈশ্চ বিহগৈর্দ্রাবয়িষ্যে মহারথান্ ।"

(ভারত ৭।১৯৩।৪০)

৩ সূর্য্য । ৪ চন্দ্র । (শব্দরত্না°) ৫ গ্রহ । (ধরণি).

বিহগালয় (পুং) বিহগস্য আলয়ঃ । বিহগদিগের আলয়, পক্ষীর বাসা ।

বিহঙ্গ (পুং) বিহায়সা গচ্ছতীতি বিহায়স্-গম-খচ্ (পা ৩।২।৩৮) ইত্যত্র 'গমেঃ সুপীতি' খচ্, বিহায়সো বিহাদেশঃ, 'খচ্চ ডিদ্বা বক্তব্যঃ' ইতি ডিচ্চ । ১ পক্ষী, বিহগ । ২ বাণ । ৩ মেঘ । ৪ চন্দ্র । ৫ সূর্য্য । ৬ নাগবিশেষ । (ভারত ১।৫৭।১১)

বিহঙ্গক (পুং) বিহঙ্গঃ স্বার্থে কন্ । পক্ষী ।

বিহঙ্গম (পুং) বিহায়সা গচ্ছতীতি বিহায়স্-গম খচ্ (পা ৩।২।৩৮) ইত্যত্র 'খচ্ প্রকরণে সুপ্যুপসংখ্যানম্' ইতি কাশি-কোক্ত্যা খচ্, বিহায়সো বিহাদেশঃ । ১ বিহগ, পক্ষী । ২ সূর্য্য । বিহগ, বিহঙ্গ ও বিহঙ্গম এই তিনটী পদই বিহায়স শব্দ পূর্ব্বক গমধাতুর উত্তর খচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হয় ।

বিহঙ্গমা (স্ত্রী) ১ পক্ষিণী । ২ সূর্য্যরশ্মিভেদ । ৩ একাদশ মন্বন্তরের দেবগণভেদ । ৪ ভারযষ্টি, চলিত বাঁক্, ইহাতে লোকে ভার বহন করে ।

বিহঙ্গমিকা (স্ত্রী) ভারযষ্টি । (হেম)

বিহঙ্গরাজ (পুং) বিহঙ্গানাং রাজা রাজাহ ইতি টচ্ সমাসান্তঃ । গরুড় । (হলায়ুধ)

বিহঙ্গহন্ (পুং) বিহঙ্গ-হন্-ক্বিপ্ । ব্যাধ ।

বিহঙ্গারাতি (পুং) ১ ব্যাধ । বিহঙ্গ এব অরাতিঃ । ২ পক্ষীরূপ শত্রু, গরুড়াদি ।

বিহঙ্গিকা (স্ত্রী) ভারযষ্টি, বাঁক্ । (অমর)

বিহৎ (স্ত্রী) গর্ভোপঘাতিনী গাভী । (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি) ।

বিহত (ত্রি) বি-হন-ক্ত । বিনষ্ট, ব্যাহত, বিঘ্নিত, বিফল, ভগ্ন ।

বিহতি (স্ত্রী) বি-হন-ক্তিন্ । বিহনন, বিনাশ ।

বিহনন (ক্লী) বি-হন-ল্যুট্ । ১ বিঘ্ন, ব্যাঘাত । ২ ভঙ্গ । ৩ হত্যা । ৪ হিংসা । ৫ তুলপিঞ্জন, তুলার পাজ । (মেদিনী)

বিহন্তৃ (ত্রি) বি-হন্-তৃচ্ । বিহননকারী, নাশকারী, ক্ষয়কারী ।

বিহন্তব্য (ত্রি) বি-হন-তব্য । বিহননযোগ্য, বধযোগ্য, নাশের উপযুক্ত, বিহননীয় ।

বিহর (পুং) বি হৃ-অপ্ । ১ বিয়োগ, বিচ্ছেদ । ২ বিহার ।

বিহরণ (ক্লী) বি হৃ-ল্যুট্ । ১ বিহার,ক্রীড়া । ২ ভ্রমণ । ৩ বিয়োগ । ৪ প্রসারণ ।

"আঙো যোহনাস্তবিহরণে" (পা ১।৩।২০)

৫ আহরণ । (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৬।৩৭)

বিহর্ত্তৃ (ত্রি) বি-হৃ-তৃচ্ । বিহরণকারী, বিনাশক ।

"আঢ্যাদীনাং বিহর্ত্তারং ধনিনে দাপয়েদ্ধনম্ ।

দণ্ডঞ্চ তৎসমং রাজ্ঞে শক্ত্যপেক্ষমথাপি বা ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২।২৬)

বিহর্ষ (ত্রি) বিগতো হর্ষো যস্য । হর্ষবিহীন, আনন্দহীন ।

(ভাগবত ৪।২৬।২৫)

বিহল্হ[হ্ল] (পুং) সর্ষপশাকের পিতা, বিহংল । "বিহল্হো নাম তে পিতা ।" (অথর্ব্ব° ৬।১৬।২) 'হে সর্ষপশাক ! তে তব বিহংলাখ্যঃ কশ্চিৎ পিতা জনকঃ ।' (সায়ণ)

বিহব (পুং) যজ্ঞ । "বিবিধং হূয়ন্তে হবীংষ্যত্রেতি বিহবো যজ্ঞঃ ।" (ঋক্ ৩।৮।১০ সায়ণ) ২ সংগ্রাম, যুদ্ধ । (ঋক্ ১০।১২৮।১ সায়ণ)

বিহবীয় (ত্রি) যজ্ঞীয় (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৪।১৪।১৮)

বিহব্য (ত্রি) ১ বিবিধ কার্য্যে আহূত । "বিহব্যো বিবিধেষু কার্য্যেষু আহূয়তে" (শুক্লযজুঃ ৮।৪৬ মহীধর) ২ যজ্ঞীয়, যজ্ঞ

সম্বন্ধীয়। "বিহয়াঃ বিহবেষু ভবঃ। বিবিধং হূয়ন্তে দেবা এভিস্তি বিহবা যজ্ঞাঃ। হ্বঃ সংপ্রসারণঞ্চ অভ্যুপবিষু' ইতি অপ্ সম্প্রসারণঞ্চ। ততো ভবে ছন্দসি ইতি যৎ।" (অথর্ব্ব° ২।৬।৪) (পুং) আঙ্গিরস গোত্রীয় ঋগ্মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ। (ঋক্ ১০।১২৮ সূক্ত) ৪ বার্হসের পুত্রভেদ। (ভারত ১৭ পর্ব্ব) ৫ হ্রিয়াং টাপ্ বিহব। ইষ্টকাভেদ। (তৈত্তিরীয়স° ৫।৪।১১।৩) ৬ যজ্ঞীয় মন্ত্রভেদ। "স এতত্ত্বমনস্ত্রিবিহবামপশ্যৎ।" (তৈত্তিরীয়স° ৩।১।৭।৩)

বিহসিত (ক্লী) বি-হস-ক্ত। মধ্যমহাস্য। (অমর)

বিহস্ত (ত্রি) ১ ব্যাকুল, উদ্‌ভ্রান্তমতি, চলিত ভেবাচেকা।

"রামাপরিত্রাণবিহস্তযোধং সেনা-নিবেশং তুমুলং চকার।" (রঘু ৫।৪৯)

২ অভিব্যাপৃত। (পুং) ৩ পণ্ডিত। (মেদিনী) ৪ পণ্ড। (শব্দরত্না°) ৫ বিকর, হস্তহীন।

"বিগতরথবিহস্ত-ক্ষতশস্ত্রপ্রমত্তঃ" (বিধ্যাভবি° ২ অ°)

বিহস্ততা (স্ত্রী) বিহস্তস্য ভাবো ধর্ম্মো বা তল্ টাপ্। বিহস্তের ভাব বা ধর্ম্ম, হস্তশূন্যতা।

বিহস্তিত (ত্রি) ব্যাকুলিত।

বিহা (অব্য°) ও হাক্ ত্যাগে (বিষা বিহা। উণ্ ৪।৩।৬) ইতি নিপাতনাৎ আ। স্বর্গ। (উজ্জ্বল)

বিহাপিত (ক্লী) বি-হা-ণিচ্-ক্ত, পু-আগমশ্চ। দান। (অমর)

বিহায়স্ (পুং ক্লী) ১ আকাশ। (অমর) (ত্রি) ২ মহান্।

"বিহায়সস্তেভি বক্রং" (নিরুক্ত ৪।১৫)

'বিহায়সা মহান্তঃ' (যাস্ক)

'যথা চ নিঘণ্টু টীকায়' বিহায়াঃ (বহিহাধাক্রতাঞ্চন্দসি। উণ্ ৪।২২৫) ইতি জহাতের্ভিন্নিহীতের্ব্বা বাহুলকাৎ যুগভাবেঽপি যুগাগমো নিপাতাতে' (পুং) ৩ পক্ষী। (অমর)

বিহায়স (ক্লী) আকাশ।

"আতিষ্ঠব রথং রাজন্ বিক্রমস্ব বিহায়সম্।" (ভারত ১।২৩১।১৪)

(পুং) ২ পক্ষী। (অমরটীকা ভরত)

বিহায়সা (অব্য°) আকাশ। (অমরটীকা মথুরেশ)

বিহার (পুং) বি-হৃ ঘঞ্। ক্রীড়ার জন্য পদদ্বারা গমন, ক্রীড়া। পর্য্যায়—পরিক্রম।

"যথাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।" (গীতা ১১।৪২)

২ ভ্রমণ। ৩ স্কন্ধ। ৪ লীলা। ৫ সুগতালয়, বৌদ্ধমঠভেদ। [সঙ্ঘারাম দেখ] ৬ বিক্ষেপ। ৭ ক্রীড়াস্থান। ৮ বিম্বুরেখকপক্ষী। (শব্দচ°) ৯ বৈজয়ন্ত। (শব্দমালা)

বিহার, বিহার বঙ্গদেশের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। বঙ্গেশ্বর ছোট লাট বাহাদুরের শাসনাধীনে পরিচালিত। অক্ষা° ২৩°৪৭ হইতে ২৭°২৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°২১' হইতে ৮৮°৩৫' পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ৪৪১৩৯ বর্গমাইল। এই স্থান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের পবিত্র বিচারভূমি। এই প্রদেশে অসংখ্য বৌদ্ধবিহার দেখিয়া মনে হয়,উক্ত বিহার হইতেই এই স্থান বিহার নামে খ্যাত হইয়াছে। এই প্রদেশে দুইটী বিভাগ আছে, ভাগলপুর ও পাটনা। পাটনা, গয়া, শাহাবাদ, মুজাফরপুর, দারভাঙ্গা, সারণ ও চম্পারণ পাটনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ভাগলপুর বিভাগে, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, মালদহ এবং সাঁওতাল পরগণা নামক কয়েকটী জেলা আছে। এই প্রদেশের সমগ্র নগর ও গ্রামসংখ্যা—৭৭৪০৭।

প্রাকৃতিক অবস্থা—বিহারের ভূমি সাধারণতঃ সমতল, তবে মুঙ্গেরে রাজমহল অঞ্চলে এবং সাঁওতাল পরগণায় পাহাড় আছে। গয়ার মোহর পাহাড় ১৮২০ ফিট উচ্চ। সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বতগুলির মধ্যে উচ্চতম পর্ব্বতের উচ্চতার পরিমাণ ১৮০০ ফিট। যে সকল নদ নদী বিহার প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তন্মধ্যে গঙ্গা নদীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। গঙ্গা নদী এই প্রদেশবাসীক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর ভাগে সারণ, চম্পারণ, মুজাফরপুর, দারভাঙ্গা পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলা; দক্ষিণে সাহাবাদ, পাটনা, গয়া ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। এতদ্ব্যতীত গর্ঘরা, গণ্ডকী, কুশী, মহানদ ও শোণ প্রভৃতি নদ নদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রদেশের বিশিষ্ট উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে অহিফেন ও নীলের আবাদই প্রধান।

অধিবাসী—এখানে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বাভন (নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ) বাণিয়া, কায়স্থ, মোদক, কুম্ভকার, তাঁতি, তেলী, স্বর্ণকার লোহার, নাপিত, কান্দু, গোয়ালা, কুর্মী, কুশাড়ী, সুনড়ী, কাহার, মাল্লা, কিরাত, পাসী, ধানুক, চামার ও দোসাদ প্রভৃতি জাতীয় লোকের বাস। এতদ্ব্যতীত ভূঁইহার, কোচ, খরবার, গোন্দ, সাঁওতাল, কোল, ভূমিজ এবং অন্যান্য আদিম অসভ্য জাতীয় লোকের বাসও এখানে আছে। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া, সুন্নি ও ওহাবী প্রভৃতি শ্রেণি বিহারের অধিবাসী। খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম, ইহুদী ও পারসী প্রভৃতি জাতীয় লোকও এখানে আছে। বিহারে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮২ জন হিন্দু, এবং ৩৪ জন মুসলমান।

ইতিহাস।—পুরাকালে মগধের রাজাদের অধিকৃত বিশাল ভূখণ্ড বিহার নামে অভিহিত হইত এবং সেই সকল নরপতি সমগ্র ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। কোনও সময়ে বিহার ভারতের সর্ব্বাঙ্গশালী রাজধানী বলিয়া খ্যাত ছিল। খৃষ্ট জন্মের

সাতশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেও বিহারের সমৃদ্ধির বিষয় ইতিহাসে জ্ঞাত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহারও বহু পূর্ব্ব হইতে বিহার সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলিয়া কীর্ত্তিত ছিল। খৃষ্টজন্মের পাঁচ শতাব্দীর পরেও বিহারের রাজশ্রী বর্ত্তমান দেখা যায়। মগধের সম্রাট্গণ শিল্প ও শিল্পীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বিহারেও নানাপ্রকার শিল্পের উন্নতি হয়। এখানে তখন শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত রাজগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপ্রসর রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের সময়েই বঙ্গীয় বাণিজ্যপোতসকল সাগরের তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া যব ও বালি দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়া ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তার করিত। তাঁহাদের সময়েই হিন্দুগণ তত্তৎ স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেলিউকস্ নিকেতারের সময়েই বিহারের সমৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অশোক আলেকসান্দরের আক্রমণের অব্যবহিত পরেই বিহারের সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। সেলিউকস্ মেগস্থনীজ নামক জনৈক গ্রীক রাজদূতকে পাটলীপুত্র নগরে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাঠান। খৃষ্ট জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বেও বিহার বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের নিকেতন বলিয়া ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এই বিহার হইতেই বৌদ্ধাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সিংহলে, চীনে, তাতারে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত হইত। এখনও বিহার বৌদ্ধগণের পবিত্র বিহার ভূমি বলিয়া খ্যাত। বিহারে প্রাচীন বৌদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধমন্দির প্রভৃতি বহুল বৌদ্ধকীর্ত্তি এখনও বিরাজিত দেখা যায়। [গয়া ও বুদ্ধগয়া শব্দে এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য।] খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে বিহার মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের শাসনাধীন হয়, সেই সময় হইতেই উহা বঙ্গদেশের নবাবের অধীন একটা সুবায় পরিণত হইয়াছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী সূত্রে বিহারের শাসনাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই বিহার বঙ্গ প্রদেশে যুক্ত হইয়া বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত রাজগৃহ, গিরিব্রজ, পাটনা ও গয়া জেলার নানা স্থানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের অসংখ্য প্রাচীন কীর্ত্তিনিদর্শন নিপতিত আছে। ঐসকল স্থান ঐতিহাসিকতত্ত্বোদ্ঘাটনের একটী অমূল্য ভাণ্ডার। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই সমস্ত ধ্বস্তকীর্ত্তি খনন করিয়া প্রাচীন মগধ, নালন্দ (বড়গাঁও) ও রাজগৃহের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। [রাজগৃহ, গিরিব্রজ, গয়া প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

২ উক্ত প্রদেশের একটী উপবিভাগ। পাটনা জেলার অন্তর্ভুক্ত। অক্ষা° ২৫°৫৭′৩০″ হইতে ২৫°২৫′৪৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°১১′৪৫″ হইতে ৮৫°৪৬′৩০″ পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ৭৯৩ বর্গ মাইল। বিহার, হিল্‌সা, আস্তা সরাই ও শিলাও থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

৩ বিহার মহকুমা বা বিহার প্রদেশের বিহার উপবিভাগের বিচার সদর। এই মহকুমাটী পাটনা জেলায় অবস্থিত। এই নগরটী পঞ্চানা নদীর উপরে স্থাপিত; এই স্থানটী বিহার প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। কোনও সময়ে পাটনা, গয়া, হাজারীবাগ ও মুঙ্গেরের বাণিজ্য দ্রব্যাদি এই স্থানের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত। এখনও এই স্থানের বাণিজ্যসমৃদ্ধি যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। বিলাতী বস্ত্র, চাউল, অন্যান্য শস্য, কার্পাস ও তামাক প্রভৃতিই এখানকার বাণিজ্য দ্রব্য। রেশমী ও কার্পাস বস্ত্রও এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকার মস্‌লিনের ন্যায় মসলিন বিহারে নির্ম্মিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান যাত্রীদের নিমিত্ত এখানে যে একটী সরাই আছে, সেরূপ বৃহৎ ভবন আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। নদীর দক্ষিণ তটে প্রতিষ্ঠিত শাহ মক্দুমের সমাধিমন্দিরও একটী দর্শনযোগ্য। এখানে একটী মেলা হয়। এই মেলায় ২৫০০০৷৩০০০০ লোকসমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানে মুসলমানদের অনেক মসজিদাদি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা প্রায় এক হাজার বিঘা পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্থানেই খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে বিহার-সম্রাট্‌গণের রাজধানী ছিল।

বিহারক (ত্রি) বিহারকারী।

বিহারক্রীড়ামৃগ (পুং) বিহার নিমিত্ত ক্রীড়ামৃগ।

"বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহারক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ।"
(ভাগবত ৭।৬।১৭)

'বিহারক্রীড়ামৃগঃ বিহারে ক্রীড়ায়াং নিমিত্তে ক্রীড়ামৃগঃ' (স্বামী)

বিহারণ (ক্লী) বিহার, ক্রীড়া।

বিহারদাসী (স্ত্রী) ক্রীড়াদাসী। (মালতীমা° ৮।৪)

বিহারদেশ (পুং) [বিহার দেখ]

বিহারভদ্র (পুং) ব্যক্তিভেদ। (দশকুমারচ° ১৮৯।৭)

বিহারভূমি (স্ত্রী) বিহারস্য ভূমিঃ। বিহারস্থান, ক্রীড়াস্থান।

বিহারযাত্রা (স্ত্রী) ভ্রমণোদ্দেশে দলবদ্ধ হইয়া বহির্গমন।

বিহারবৎ (ত্রি) বিহার অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ১ বিহারবিশিষ্ট। ক্রীড়াযুক্ত।

বিহার ইব। ২ বিহারের ন্যায়।

বিহারবারি (ক্লী) ক্রীড়া সরঃ। (রঘু ৯।৩৮)

বিহারশয়ন (ক্লী) বিহারার্থ শয়ন, বিহারশয্যা।

বিহারশৈল (পুং) ক্রীড়াপর্ব্বত। (রঘু ১০।২৩)

বিহারস্থান (স্ত্রী) বিহারস্থ স্থানং। ক্রীড়াভূমি। (ভাগব° ৩।২৩।২১)

বিহারস্বামিন্ (পুং) মঠ বা বিহারের ধর্ম্মকার্য্য-পরিচালনার ভার যাহার উপর ন্যস্ত থাকে। ইহার উপরিতন মঠপরিদর্শক "মহাবিহারস্বামী" নামে সম্মানিত।

বিহারাজির (স্ত্রী) বিহারস্থ অজিরং। বিহারস্থান।

"যক্ষরক্ষঃপিশাচপ্রেতভূতগণানাং বিহারাজিরমন্তরীক্ষং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি" (ভাগবত ৫।২৪।৫)

বিহারাবসথ (পুং) ক্রীড়াগৃহ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বিহারিকৃষ্ণদাসমিশ্র, পারসীপ্রকাশ নামক গ্রন্থ-রচয়িতা।

বিহারিন্ (ত্রি) বিহর্ত্তুং শীলমস্যেতি বি-হৃ-ণিনি। পরিভ্রমী, ভ্রমণকারী। বিহারকর্ত্তা, বিহারকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিহারিণী।

বিহারিসিংহ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বিহারীভাষা, বিহারদেশভাগে প্রচলিত ভাষা। ইহা নাগরী, মৈথিল ও কায়থী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু বিশেষভাবে আলোচনা করিলে উহাদের পরস্পরের নৈকট্য সহজেই অবধারিত হইতে পারে। নেপালের তরাই প্রদেশস্থ কুশী ও গণ্ডকনদীতীর হইতে সমগ্র ত্রিহুত, ভাগলপুর, মুঙ্গের, মুজঃফরপুর, দরভঙ্গা, পাটনা, গয়া, শাহাবাদ, ছাপরা, চম্পারণ্য প্রভৃতি জেলায় এই ভাষার প্রচলন আছে। বর্ত্তমানে উহা কথিত ভাষারূপেই প্রায় ব্যবহৃত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রিয়ারসন সাহেব বেহারীভাষার একটী সুবিস্তৃত শব্দ-তালিকা সংগ্রহ করিয়া গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বিহারদেশবাসী প্রাচীন কবিদের গ্রন্থেও অনেক বিহারী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এমন কি, বেহারী ভাষায় পদ্যরচনারও অভাব নাই।

[বিশেষ বিবরণ নাগরী, মৈথিল, কায়থী ও শব্দতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।]

বিহারীমল্ল (রাজা), অম্বর বা জয়পুরের কচ্ছবাহবংশীয় একজন রাজা। মুসলমান ইতিহাসে ইনি "ভরমল" ও পূরণমল নামেও বিদিত। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে এই রাজপুতভনয় মোগলসম্রাট্ বাবরশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্রাট্ অকবরশাহের সহিতও ইনি বিশেষ সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য রাজা সম্রাট্করে নিজ কন্যা দান করেন। ঐ রাজপুতরমণীর গর্ভে যুবরাজ সেলিমের (জাহাঙ্গীর) জন্ম হয়। রাজা বিহারীমল্ল ও তাঁহার পুত্র ভগবান্ দাস বাদশাহের সেনাবিভাগে উচ্চতম সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। [ভগবান্ দাস দেখ।]

বিহারীলাল, সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি সুললিত বিবিধ পদ্য রচনা করিয়া হিন্দুস্থানে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁর রচনা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত গিল্‌খ্রাইষ্ট ইহাঁকে "The Thomson of the Hindus" আখ্যায় সম্মানিত করিয়াছেন। ইনি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে জয়পুররাজ জয়সাহ অধীনে প্রতিপালিত হন। তাঁহার কবিত্বে প্রীত হইয়া তদীয় প্রতিপালক রাজা তাঁহাকে আজীবন মাসিক বৃত্তি ও "শতসই" নামক গ্রন্থের জন্য লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

বিহাস (পুং) বিগতঃ হাসো যত্র। হাস্যরহিত।

বিহিংসক (ত্রি) বি-হিন্‌স-ণ্বুল্। বিশেষরূপে হিংসাকারী, নাশকারী, নাশক।

"আত্মাত্মা কৃপণো মূঢ়ঃ স্তৈণো ভূতবিহিংসকঃ।"
(ভাগবত ১১।১০।২৭)

বিহিংসতা (স্ত্রী) বিহিংসস্ত ভাবো ধর্ম্মো বা তল্-টাপ্। বিহিংসের ভাব বা ধর্ম্ম, অনিষ্টচিন্তা।

"এতত্রূপমধর্ম্মস্য ভূতেষু হি বিহিংসতা।" (ভারত ৩।১২১৬)

বিহিংসন (ক্লী) বি-হিন্‌স-ল্যুট্। বিহিংসা, হিংসা, অনিষ্ট চেষ্টা।

বিহিংসা (স্ত্রী) বি হিন্‌স-টাপ্। হিংসা।

বিহিংসিন্ (ত্রি) হিংসাকারী।

বিহিংস্র (ত্রি) বি-হিন্‌স-র। হিংসাযুক্ত, হিংসাবিশিষ্ট।

"অতো ধর্ম্মান্ পারমহংস্যমুখ্যান্
শুকপ্রোক্তান্ বহু মন্যেঽবিহিংস্রান্।" (ভাগবত ৩।২২।১৯)
'অবিহিংস্রান্ হিংসারহিতান্' (স্বামী)

বিহিত (ত্রি) বি-ধা-ক্ত, 'ধাঞো হি' ইতি 'হি' আদেশঃ বিধেয়, শাস্ত্রে যাহা বিধান করা হইয়াছে, কর্ত্তব্য, বিধিবোধিত।

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)
২ অনুষ্ঠিত। ৩ কৃত। ৪ দত্ত।

বিহিতসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ১৭।৩৪)

বিহিতি (স্ত্রী) বি-ধা-ক্তিন্। বিধান।

"ক্ষিতি-বিজিতি-স্থিতি-বিহিতি-ব্রতরতয়ঃ পরগতয়ঃ।" (দণ্ডী)

বিহিত্রিম (ত্রি) বি-ধা-ত্রিমক্ ধাঞো হি। বিধান দ্বারা নির্বৃত্ত কর্ম্ম, বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত কার্য্য।

"নিষ্ঠাং গতে দত্রিমসভ্যশোভে বিহিত্রিমে কর্ম্মণি রাজপত্নাঃ।"
(ভট্টি ১।১৩)

বিহীন (ত্রি) বি- হা-ক্ত। ১ বিশেষরূপে হীন।

"যোঽজ্ঞানাৎ সুবিহীনো যঃ প্রণমেদ্দেবীং পার্ব্বতীম্।
সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি নরকঞ্চ প্রপদ্যতে॥" (তন্ত্রসার)
২ ত্যক্ত, বর্জ্জিত, বিরহিত, অভাববিশিষ্ট।

বিহীনস্য ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈর্যাবার মে ধনম্।" (চণ্ডী ১অ°)

বিহীনতা (স্ত্রী) বিহীনস্য ভাবো ধর্ম্মো বা তল্ টাপ্। বিহীনের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিহীনর (পুং) বধিরভেদ। (পা ৭।৩।১)

বিহীনিত (ত্রি) বিযুক্ত।

বিহুণ্ডন (পুং) শিবানুচরভেদ।

বিহুত্মৎ (ত্রি) বিশেষরূপে হোমবিশিষ্ট বা আহ্বানযুক্ত।

"উতো বিহুত্মতীনাং বিশাং" (ঋক্ ১।১৩৪।৬)

'বিহুত্মতীনাং বিশেষেণ হোমবতীনাং আহ্বানবতীনাং বা জুহোতেঃ সম্পদাদি লক্ষণো ভাবে-কিপ্, ততো মতুপ্।' (সায়ণ)

বিহৃত (ক্লী) বি-হৃ-ক্ত। ১ স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক দশবিধ অলঙ্কারের অন্তর্গত অলঙ্কার বিশেষ। ২ স্ত্রীদিগের বিহারবিশেষ।

"লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিব্বোকঃ কিল কিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং ললিতং বিহৃতং তথা।
বিভ্রমশ্চেত্যলঙ্কারাঃ স্ত্রীণাং স্বাভাবিকা দশ" (হেম)

বিহৃতি (স্ত্রী) বি-হৃ-ক্তিন্। ১ বিশেষরূপে হরণ বা বলাৎকার। ২ বিহার, ক্রীড়া। ৩ উদ্ঘাটন, খোলা। ৪ বিস্তৃতি।

বিহৃদয় (ক্লী) ১ হৃদয়হীন, সাহসশূন্য। (অথর্ব্ব ৫।২১।১)

বিহেঠ (পুং) বি-হেঠ-অপ্। বিহেটন।

বিহেঠক (ত্রি) বি-হেঠ-ণ্বুল। ১ হিংসক। ২ মর্দ্দক।

বিহেঠন (ক্লী) বি-হেঠ-ল্যুট্। ১ হিংসা। ২ মর্দ্দন। ৩ বিড়ম্বন। (মেদিনী) ৪ বিবাধা, যাতনা, দুঃখ, কষ্ট। (ত্রিকা°)

বিহেঠা (স্ত্রী) ১ ক্ষতি। ২ দোষ। ৩ মানহানি।

বিহ্রুদিন্ (ত্রি) অপ্রতিহত স্রোতঃ।

বিহ্রুৎ (স্ত্রী) ক্রিমিভেদ। (শুক্লযজুঃ ২৮।৭)

বিহ্বল (ত্রি) বি-হ্বল-অচ্। ভয়াদিদ্বারা অভিভূত, স্বকীয় অবধারণে অসক্ত। পর্য্যায়—বিক্লব, বিবশ, অচেতন, দ্রবীভূত।

"কণমাত্রসখীং সুজাতয়োস্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।"
(রঘু ৮।৩৭)

বিহ্বলতা (স্ত্রী) বিহ্বলস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বিহ্বলত্ব, বিহ্বলের ভাব বা ধর্ম্ম, অবশ, জড়।

বিহ্বলিন্ (ত্রি) বিহ্বলতাবিশিষ্ট।

বী, ১ কান্তি। ২ গতি। ৩ ব্যাপ্তি। ৪ ক্ষেপ। ৫ প্রজনন। ৬ খাদন। অদাদি° পরস্মৈ° সক° কান্তি অর্থে অক° অনিট্। লট্ বেত্তি, বীতঃ, বিয়ন্তি। লিঙ্ বীয়াৎ। লঙ্ অবেৎ, অবীতাং, অবিয়ন্। লিট্ বিবায়, বিব্যতুঃ। লুট্ বেতা। লৃট্ বেষ্যতি। লুঙ্ অবৈষীৎ, অবৈষ্টাং, অবৈষুঃ। সন্ বিবীষতি। যঙ্ বেবীয়তে। যঙ্লুক্ বেবয়ীতি, বেবেতি। ণিচ্ বায়য়তি। লুঙ্ অবীবয়ৎ।

বী (পুং) বয়নমিতি বী-গতৌ সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে কিপ্, অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। গমন। (একাক্ষরকোষ)

বীক (পুং) অজতীতি অজ-কন (অজি যুধূনীভ্যো দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৪৭) অজের্বীভাবঃ। ১ বায়ু। ২ পক্ষী। (উজ্জ্বল) ৩ মনঃ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

বীকাশ (পুং) বিকাশনমিতি বি-কশ-ঘঙ্, (ইকঃ কাশে। পা ৬।৩।১২৩) ইতি বেরুপসর্গস্য দীর্ঘঃ। ১ রহঃ, গোপন, নিভৃত। ২ প্রকাশ। (অমর)

বীক্ষ (পুং স্ত্রী) বি-ঈক্ষ-অচ্। দৃষ্টি।

বীক্ষণ (ক্লী) বি-ঈক্ষ-ল্যুট্। বিশেষরূপে ঈক্ষণ, দর্শন, নিরীক্ষণ।

বীক্ষণীয় (ত্রি) বি-ঈক্ষ-অনীয়র্। বীক্ষণযোগ্য, দর্শনীয়, দর্শনের যোগ্য।

বীক্ষা (স্ত্রী) বি-ঈক্ষ-অঙ্ টাপ্। দর্শন, বীক্ষণ। (মাঘ° ৭।১৬।৮)

বীক্ষাপন্ন (ত্রি) বীক্ষামাপন্নঃ। বিস্ময়াপন্ন। (হেম)

বীক্ষিত (ত্রি) বি-ঈক্ষ-ক্ত। বিশেষরূপে ঈক্ষিত, দৃষ্ট।

"পাপকে প্রপ্রলয়েতু পাপনঃসুতবীক্ষিতঃ।" (দীপিকা)

বীক্ষিতব্য (ত্রি) বি-ঈক্ষ-তব্য। দর্শনীয়, দেখিবার যোগ্য।

বীক্ষিতৃ (ত্রি) বি-ঈক্ষ-তৃচ্। বীক্ষণকারী, দ্রষ্টা।

বীক্ষ্য (ক্লী) বীক্ষ্যতে ইতি বি-ঈক্ষ-ণ্যৎ। ১ বিস্ময়। ২ দৃশ্য। (মেদিনী) ৩ লাসক, নৃত্যকারক। ৪ ঘোটক। (ত্রি) ৫ দর্শনীয়।

বীখা (স্ত্রী) বীথ্যা শব্দার্থ।

বীঙ্ক (স্ত্রী) গায়ভেদ। (লাট্যা° ৩।৪।১৭)

বীঙ্খা (স্ত্রী) বীঙ্খনমিতি বি-ইঙ্খ। 'গুরোশ্চ হলঃ ইতি অ-টাপ্।' ১ শূকশিম্বী। ২ গাত্রভেদ। ৩ নর্ত্তন। (হেম) ৪ অশ্বগতিভেদ। ৫ সন্ধি। (শব্দরত্না°)

বীচ, (দেশজ) আঁটি, বীজশব্দের অপভ্রংশ।

বীচালি (দেশজ) ধান্যাদির শুষ্ক তৃণসমূহ, খড়, নাড়া, বিচালি।

বীচি (পুং স্ত্রী) বয়ন্তি জলং তটে বর্দ্ধয়তীতি বে-ঈচি (বেঞো ডিচ্চ। উণ্ ৪।৭২)। ১ তরঙ্গ, ঢেউ। (রঘু ১।৪৩)
২ স্বল্পতরঙ্গ। ৩ অবকাশ। ৪ সুখ। (মেদিনী) ৫ আলি। ৬ কিরণ, দীপ্তি।

বীচিমালিন্ (পুং) সমুদ্র।

বীচা (স্ত্রী) বীচি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। বীচি। (অমরটীকা)

বীচীকাক (পুং) জলকাক। মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, যে লবণ হরণ করিলে বীচীকাক অর্থাৎ জলকাক হয়।

"বীচীকাকস্তু লবণে হৃতে ধর্মান্ ক্রিমিঃ।
চোরয়িত্বা পয়শ্চাপি বলাকা সম্প্রজায়তে॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।২২)

বীচীতরঙ্গ (পুং) ন্যায়ভেদ, বীচীতরঙ্গন্যায়। [ন্যায়শব্দ দেখ]
এই ন্যায় প্রোক্তরূপে শব্দের উৎপত্তিকারণরূপ।

"বীচীতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্তিতা।
কদম্বগোলকন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বীজ্, ১ গতি। ২ স্পন্দন। চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্।

পট্ বীজতে। সুত্ অবেজিষ্ট।

বীজ (ক্লী) বিশেষেণ কার্য্যরূপেণ জায়তে অপত্যতয়া চ জায়তে ইতি, বি জন-'উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াং' ইতি ড, অন্যেষামপীতি, উপসর্গস্য দীর্ঘ, যদ্বা বিশেষেণ ঈজতে ভূমিং গচ্ছতি শরীরং বা ঈজ-গতিকুৎসনয়োঃ পচাদ্যচ্, বা বীজতে গচ্ছতি গর্ভাশয়মিতি বীজ-অচ্। ১ কারণ। (গীতা ৭।১০ ২ শুক্র।

"অপ এব সর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" (মনু ১।৮)

'বীজং শুক্রং' (মেধাতিথি) 'বীজং শক্তিরূপং' (কুল্লুক)

মনুষ্যশরীরের শক্তিরূপ এই শুক্র বা তৎপ্রশস্তিত ওজো-ধাতুই বীর্য্য নামে কথিত। এই বীর্য্য হইতেই জীবোৎপত্তিক্রিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে। বীজনিষেক ব্যতীত সন্তানোৎপত্তি হয় না। [শুক্রশব্দে বিস্তৃত দেখ।]

৩ তেজঃ ৪ শস্যের বীজ। ৫ অঙ্কুর। ৬ শস্যাদির কণ। ৭ আধার। ৮ নিধি। ৯ তত্ত্ব। ১০ মূল। ১১ তত্ত্বাধান (মেদিনী) ১২ মজ্জা। (রাজনি°) ১৩ মন্ত্র। (তন্ত্রসার)

দেবতা পূজার নিমিত্ত বিহিত মন্ত্রাদির মূলতত্ত্বরূপ যে সংক্ষিপ্ত মন্ত্রবচন তাহাই তত্তদ্দেবতার বীজ বলিয়া উক্ত। প্রত্যেক দেবতারই এক একটি বীজমন্ত্র আছে, ঐ বীজমন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজাদি হইয়া থাকে। ন্যায়াক্ত দীক্ষাগ্রহণকালে যে কুলের যে দেবতা আছেন, সেই দেবতার বীজ দীক্ষাগ্রহণকারীর নাম রাশি অ-ক-থ-হ প্রভৃতি চক্রানুসারে স্থির করিয়া দিতে হয়। দীক্ষিত ব্যক্তি সেই বীজমন্ত্রের সহিত দেবতার আরাধনা করিয়া সিদ্ধলাভ করিতে পারেন। পুরশ্চরণাদিতেও ঐ বীজমন্ত্র জপ করিতে হয়। তন্ত্রসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার বীজ এইরূপ লিখিত আছে।

ভুবনেশ্বরীবীজ—হ্রীঁ। অন্নপূর্ণার বীজ—হ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। ত্রিপুটাদেবীর বীজ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ। ত্বরিতা-বীজ—ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষ স্ত্রী হুং ক্ষে হ্রীঁ ফট্। নিত্যাবীজ—ঐঁ ক্লীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা। বজ্রপ্রস্তারিণী—ঐঁ হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা। দুর্গাবীজ—ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। মহিষমর্দ্দিনী বীজ—ওঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা। জয়দুর্গাবীজ—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। শূলিনীবীজ—জ্বল জ্বল শূলিনি দুষ্টগ্রহ হুঁ ফট্ স্বাহা। বাগীশ্বরীবীজ—বদ বদ বাগ্‌বাদিনী স্বাহা। পারিজাতসরস্বতী-বীজ—ওঁ হ্রীঁ হ্সৌ ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। গণেশবীজ—গং। হেরম্ববীজ—ওঁ গূঁ নমঃ। হরিদ্রাগণেশবীজ—গঁ। লক্ষ্মীবীজ শ্রীঁ। মহালক্ষ্মীবীজ—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্সৌ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ। সূর্য্যবীজ—ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্য শ্রীরামবীজ—রাং রামায় নমঃ। জানকীবল্লভায় হুঁ স্বাহা। বিষ্ণুবীজ—ওঁ নমো নারায়ণায়। শ্রীকৃষ্ণবীজ—গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। বাসুদেববীজ—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। বালগোপালবীজ—ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায়। লক্ষ্মীবাসুদেববীজ—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ। দধিবামনবীজ—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা। হয়গ্রীববীজ—ওঁ উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর।

সর্ববেদময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয় ॥

নৃসিংহবীজ—উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্।

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥

নরহরিবীজ—আঁ হ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ হুং ফট্। হরিহরবীজ—ওঁ হ্রীঁ হৌঁ শঙ্করনারায়ণায় নমঃ হৌঁ হ্রীঁ ওঁ। বরাহবীজ—ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃ পতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা। শিববীজ—হৌঁ। মৃত্যুঞ্জয়—ওঁ জুং সঃ। দক্ষিণামূর্ত্তি—ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা। চিন্তামণি—হ ক্ষ ম র য ঊ ঁ। নীলকণ্ঠ—প্রোঁ নূীঁ ঠঃ নমঃ শিবায়। চণ্ড—ফট্। ক্ষেত্রপাল—ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। বটুকভৈরব—ওঁ হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধরণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীঁ। ত্রিপুরা—হসরৈং। হসকলরীং। হসরৌঃ। সম্পৎপ্রদভৈরবী—হসরৈঁ। হসকলরীঁ হসরৌঁ। কৌলেশভৈরবী—সহরৈঁ। সহকলরীঁ। সহরৌঁ সকলসিদ্ধিদাভৈরবী সহৈঁ। সহকলরীঁ সহৌঁ। চৈতন্যভৈরবী—সহৈঁ। সকলহ্রীঁ। সহরৌ। কামেশ্বরীভৈরবী—সহৈঁ। সকলহ্রীঁ। নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সহরৌঃ। ষট্‌কূটাভৈরবী—ডরলকসহৌঁ। নিত্যাভৈরবী—হসকলরডৌঁ। রুদ্রভৈরবী—হসখফরৈঁ। হসকলরীঁ। হসৌঃ। ভুবনেশ্বরীভৈরবী—হসৈঁ। হস-কলহ্রীঁ। হসৌঃ সকলেশ্বরী—সহৈঁ। সহকলহ্রীঁ। সহৌঃ। ত্রিপুরাবালা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। নবকূটাবালা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। হসৈঁ। হসকলরীঁ। হসৌঃ। হসরৈঁ হসকলরীঁ হসরৌঃ। অন্নপূর্ণাভৈরবী—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। শ্রীবিদ্যা—কএঈলহ্রীঁ। হসকহলহ্রীঁ। সকলহ্রীঁ। ছিন্নমস্তা—শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।

শ্যামা—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। গুহ্যকালিকা—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ গুহ্যকালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। ভদ্রকালী ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। মহাকালী—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ মহাকালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। শ্মশানকালী—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্মশানকালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। তারা হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্। চণ্ডোগ্রশূলপাণি—ওঁ হ্রীঁ হুঁ শিবায় ফট্। মাতঙ্গিনী—ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হুঁ মাতঙ্গিন্যৈ ফট্ স্বাহা। উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীসুমুখী দেবী মহাপিশাচিনী হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ। ধূমাবতী ধূং ধূং স্বাহা। ভদ্রকালী—হৌং কালি মহাকালি

কিলি কিলি ফট্ স্বাহা। উচ্ছিষ্টগণেশ—ওঁ হস্তিপিশাচি লিখে স্বাহা। ধনদা—ধং হ্রীঁ শ্রীঁ দেবি রতিপ্রিয়ে স্বাহা। শ্মশানকালিকা—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ। বগলা—ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা। কর্ণপিশাচী—ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং শব্দং হ্রীঁ স্বাহা। মঞ্জুঘোষ—ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ। তারিণী—স্ত্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণদেবি হ্রীঁ ক্লীং ঐং। সরস্বতী—ঐং। কাত্যায়নী—ঐ হ্রীং শ্রীং চৌং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ। দুর্গা—দুং। বিশালাক্ষী—ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ। গৌরী—হ্রীং গৌরী রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হূঁ ফট্ স্বাহা। রাজশ্রী—শ্রী নমো রাজশ্রী রাজিতে রাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনশঙ্করি সর্ব্বলোকবশঙ্করি সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি সুমুখদুর্ব্বোধরাবে হ্রীঁ স্বাহা। ইন্দ্র—ইং ইন্দ্রায় নমঃ। গরুড়—ক্ষিপ ওঁ স্বাহা। বিষহারি—ধঃ থং। হনুমান্—হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্। বীরসাধন—হং পবননন্দনায় স্বাহা। শ্মশানভৈরবী—শ্মশানভৈরবি নররুধিরাস্থিবসাভক্ষণি সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হূঁ ফট্ স্বাহা। জ্বালামালিকা—ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হুং ফট্ স্বাহা। মহাকালী—ওঁ ক্রঁ ক্রৈঁ ক্রোঁ ক্রোঁ পশূন্ গৃহাণ হুং ফট্ স্বাহা। (তন্ত্রসার)

এই সকল বীজমন্ত্রে উক্ত দেবতা সকলের পূজা করিতে হয়। পূজাপ্রণালী তন্ত্রসারে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[তত্তৎ দেবনাম শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বীজাভিধানতন্ত্রে বীজের এই সকল নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—মায়া, লজ্জা, পরা, সংবিৎ, ত্রিগুণা, ভুবনেশ্বরী, হৃল্লেখা, শম্ভুবনিতা, শক্তিদেবী, ঈশ্বরী, শিবা, মহামায়া, পার্ব্বতী, সংস্থানরূপিণী, পরমেশ্বরী, ভুবনা, ধাত্রী, জীবনমধ্যগা ইত্যাদি।

"বীজসঙ্কেতবোধার্থমাহুত্য তন্ত্রশাস্ত্রতঃ।
বীজনামানি কতিচিৎ বক্ষ্যামি বিদুষাং মুদে॥
মায়া লজ্জা পরা সংবিৎ ত্রিগুণা ভুবনেশ্বরী।
হৃল্লেখা শম্ভুবনিতা শক্তির্দেবীশ্বরী শিবা॥
মহামায়া পার্ব্বতী চ সংস্থানরূপিণী।
পরমেশ্বরী চ ভুবনা ধাত্রী জীবনমধ্যগা॥" (বীজাভিধানতন্ত্র)

তন্ত্রসারে উল্লিখিত বীজমন্ত্রাদিরও সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা বর্ণিত আছে; যথা—শ্রীঁ = কূর্চ্চবীজ, পুং = মায়াবীজ, হ্রীঁ = কামবীজ, ক্লীঁ বধূবীজ, স্ত্রীঁ = বাগ্বীজ, ঠিঁ = বিষবীজ। এইরূপ বিভিন্ন বায়ুবীজ, ইন্দ্রবীজ, শিববীজ, শক্তিবীজ, রমাবীজ, রতিবীজ, প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল বীজ মূলতত্ত্বের সংক্ষেপাকার হইলেও প্রত্যেক বীজ হইতে এক একটী স্বতন্ত্র অর্থসংগ্রহও হইয়া থাকে। বীজ সকলের অর্থ অতি গূঢ়, এই কারণে তান্ত্রিক আচার্য্যগণ সাধারণের নিকট তৎসমুদায় বিশদভাবে ব্যক্ত করেন নাই।

দীক্ষাপদ্ধতির নিয়মক্রমে সাধক সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি আসনোপবেশন পর্য্যন্ত যাবতীয় পূজা কর্ম্ম সমাপন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতাকে নমস্কার করিবেন। তৎপরে ফট্ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা করশোধন ও ঊর্দ্ধে তালত্রয় প্রদান করিয়া ছোটিকামুদ্রায় দশদিক্ বন্ধন পূর্ব্বক 'রং' মন্ত্রে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিয়া নিজ দেহকে বহ্নি প্রকার চিন্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। ভূতশুদ্ধিকালে ষট্চক্রভেদই প্রধান অঙ্গ। প্রথমে বীর অঙ্কে করদ্বয় উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া "সোঽহং" এই মন্ত্রে হৃদয়মধ্যস্থিত প্রদীপ কলিকাকৃতি জীবাত্মাকে মূলাধার স্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সংযুক্ত করিয়া সুষুম্নাপথে মূলাধার, অধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য ষট্চক্রভেদ করিয়া শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদলকমলের কর্ণিকান্তর্গত পরম শিবে সংযোজিত করিয়া তাহাতে পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন হইয়াছে, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া "যং" এই বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা এবং ঐ বীজ দ্বারা ষোড়শবার জপ করিয়া দেহ পূর্ণ করণান্তর উভয় নাসাপুট ধারণ করিবে। ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া বামকুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহ শোষণ করিয়া লইবে এবং দ্বাত্রিংশবার ঐ বীজ জপদ্বারা বায়ু পূরিবে। অনন্তর দক্ষিণনাসিকাতে রক্তবর্ণ "রং" এই বহ্নি বীজ চিন্তা করিয়া ঐ বীজ ষোড়শবার জপপূর্ব্বক বায়ুদ্বারা দেহ পূরণ করিবে ও নাসিকাদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঐ বাজের চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুম্ভক করিয়া কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহকে মূলাধারস্থিত অগ্নিদ্বারা দহনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঐ বীজের দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা বামনাসিকা দিয়া বায়ু রেচন করিবে। তৎপরে শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্রবীজ বামনাসিকাতে ধ্যান করিয়া ঐ বীজের ষোড়শবার জপদ্বারা ললাটদেশে চন্দ্রকে আনয়নপূর্ব্বক উভয় নাসিকা ধারণ করিয়া "বং" এই বরুণবীজের চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা মাতৃকাবর্ণময় ললাটস্থ চন্দ্র হইতে গলিত অমৃত দ্বারা সমস্ত দেহ রচনা করিয়া "লং" এই পৃথিবী বীজের দ্বাত্রিংশবার জপ দ্বারা দেহকে সুদৃঢ় চিন্তাপূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে।

এইরূপে মাতৃকান্যাস, করাঙ্গন্যাস, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস প্রভৃতিতেও শরীরের যথাস্থানে বীজের ন্যাসের কল্পনা করিয়া সেই সেইস্থান স্পর্শকালে সেই সেই বীজমন্ত্র চিন্তা করিবে। দেবতাদিগের অঙ্গন্যাসের ও বীজমন্ত্রের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্যবোধে তৎসমুদায় এখানে উদ্ধৃত হইল না।

প্রত্যেক দেবতার নাম শব্দে ঐ সকল সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ তন্ত্র ও ষট্‌চক্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

১৪ অব্যক্তগণিত, বীজগণিত।

বীজক (পুং) মাতুলুঙ্গবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল। হিন্দী বিজয়সার, পর্য্যায়—পীতসার, শীতশালক, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক, আসন। গুণ—কুষ্ঠ, বীসর্প, মেহ, কৃমি, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক, কেশবৃদ্ধিকর এবং রসায়ন। (ভাবপ্র°) (ক্লী) বীজস্বার্থে কন্। ২ বীজ শব্দার্থ।

বীজকর (পুং) মাষব্রীহি, মাষকলায়। (বৈদ্যকনি°)

বীজকর্কটিকা (স্ত্রী) দীর্ঘকর্কটিকা, লম্বা কাঁকুড়। (বৈদ্যকনি°)

বীজকসার (পুং) ১ পিয়াশবীজ। (সুশ্রুত) ২ মাতুলুঙ্গসার। (রাজনি°)

বীজকা (স্ত্রী) কপিলদ্রাক্ষা। (বৈদ্যকনি°)

বীজকায় (ত্রি) বীজশরীর, আদিদেহ।

বীজকাহ্ব (পুং) মাতুলুঙ্গবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বীজকৃৎ (ক্লী) বীজং বীর্য্যং করোতি বর্দ্ধয়তীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্‌চ। বাজীকরণ ঔষধ, ইহা সেবনে বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। (রাজনি°) ২ বীর্য্যকারক।

বীজকোশ (ষ) (পুং) বীজানাং কোশঃ আধার ইব। পদ্মবীজাধারচক্রিকা, পদ্মের চাকা, পদ্মবীজাধারপত্র, যাহাতে পদ্মবীজ থাকে, চলিত ফোঁকল। পর্য্যায়—বরাটক, কর্ণিকা, বারিকুব্জ, শৃঙ্গাটক। (শব্দরত্না°)

বীজকোশক (ক্লী) বৃষণ। (বৈদ্যকনি°)

বীজগণিত (ক্লী) অঙ্কবিদ্যাবিশেষ। (Algebra) যে শাস্ত্রে বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যা স্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া রাশিবিষয়ক সিদ্ধান্তসকল যুক্তিসহকারে সংস্থাপিত হয়, তাহার নাম বীজগণিত।

বীজগণিত অঙ্কশাস্ত্রের একটী শাখাবিশেষ। ইহাদ্বারা পাটীগণিতে প্রচলিত নিয়মাবলী হইতে বিভিন্ন ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব অঙ্কসাধনপ্রণালী শিক্ষা করা যায়। ক্রমোৎকর্ষের স্তর বিচারে এই শাস্ত্রের সহিত পাটীগণিতের যেরূপ পার্থক্যই দৃষ্ট হউক না কেন, পাটীগণিতশাস্ত্র হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্যার্ আইজাক্ নিউটন বীজগণিতকে "সার্ব্বজনীন গণিতবিদ্যা" (Universal arithmetic) নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদিও এই নামটী দ্বারা ইহার অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি ইহাতে এই শাস্ত্রের অভিব্যক্তি বিশদ করা হইয়াছে। নিউটনের পরবর্ত্তী সময়ের সর্ব্বপ্রধান অঙ্কবিদ পণ্ডিত স্যার্ উইলিয়ম্ রোয়ান হামিল্টন্ বীজগণিতকে "বিশুদ্ধ কাল বিজ্ঞান" (Science of Pure Time) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ডি মর্গান্ এই সংজ্ঞাটীকে পরিস্ফুট করিতে যাইয়া বীজগণিতকে "ক্রম-গণনা" (Calculus of Succession) নাম দিয়াছেন। শেষোক্ত এই সংজ্ঞা দুইটী হইতে নিউটনের প্রদত্ত সংজ্ঞা সাধারণ পাঠকের মনে সহজ বোধ হইবে, সন্দেহ নাই।

পাটীগণিত হইতে কি প্রকারে বীজগণিতের সূত্রপাত ও উহার ক্রমবিকাশ ঘটিল, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা সহজ নহে। পাটীগণিত ও বীজগণিতের প্রক্রিয়ার মধ্যে মূলতঃ যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় সেই পার্থক্য এই যে, পাটীগণিতের প্রক্রিয়াগুলি সাক্ষাৎ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, কিন্তু বীজগণিতের প্রক্রিয়াগুলি অনেক সময়ে কেবল তুলনাদ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। উদাহরণস্বরূপ ভগ্নাংশের গুণনের বিষয় ধরা যা'ক্। ইতালীর লুকাস ডি বার্গো এবং ইংলণ্ডের রবার্ট্ রেকোর্ড্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভগ্নাংশের গুণনকে সাধারণ গুণনের অভিনব প্রয়োগ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাধারণ গুণন যেমন যোগের সহজ উপায়, দৃষ্টিমাত্রই ইহাকে তদ্রূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। গুণনের ধারণা করিয়া তৎসঙ্গে ভগ্নাংশের সংজ্ঞার সংযোগ করিলেই ভগ্নাংশগুণনের ব্যাখ্যা হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যপণ্ডিত দিওফান্তাস্ বিয়োগচিহ্ন ব্যবহারের মূলে বীজগণিতের ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন ইনি স্বকৃত একখানি গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিয়োগচিহ্নের এই বিশেষসংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—বিয়োগচিহ্নসম্বলিত রাশিকে বিয়োগচিহ্নসম্বলিত রাশিদ্বারা গুণ করিলে গুণফল যোগচিহ্নবিশিষ্ট হইবে ("That *minus* multiplied by *minus* produces *plus*")। মূল চিহ্নের ন্যায় এই চিহ্নের অবাধ ব্যবহারের কোনরূপ মৌলিক ক্রিয়াপ্রণালী নাই। ইহা পাটীগণিতের নিয়মপ্রণালী অনুসারে গঠিত হইলে, উহার ব্যবহার নিশ্চয়ই ভ্রমসঙ্কুল হইয়া পড়িবে। গণিতশাস্ত্রের মৌলিক নিয়মাবলীর সহিত উক্ত নিয়মের অবাধ প্রয়োগ দ্বারা বীজগণিতের সীমা সংক্ষেপ করা হয়। বিখ্যাত গণিতবিদ্ ইউক্লিডও স্বয়ং এই সীমা হইতে দূরে অগ্রসর হওয়া সঙ্গতপর বিবেচনা করেন নাই।

ব্যবহারপ্রণালীর কোন বিধিবদ্ধ নিয়মের অভাবে, গণিতশাস্ত্রের নিয়মের পার্শ্বে বিয়োগচিহ্ন সংস্থাপন করিলে উহার ফল নিয়মাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইত। এ কথা আমাদের মনকপোলকল্পিত নহে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বীজগণিতে যেরূপ ছিল, অধুনা স্যার্ উইলিয়ম্ রোয়ান্ হামিল্টন্ তৎসঙ্গে কতকাংশ যোগ করিয়া বীজগণিতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। এই অংশকে হামিল্টন্ "চতুষ্ক" (quaternions) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই

আবিক্রিয়াটীর প্রতিষ্ঠা হওয়ায় "যে কোন নিয়মে অঙ্কের ব্যবহার নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে" ("That operation may performed in any order") গণিতশাস্ত্রের বহুপুরাতন এই স্বতঃসিদ্ধান্তটীর বিলোপ হইয়াছে।

ইতিহাস

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে পাশ্চাত্যজগদ্বাসী লোকগণের বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ব্বকালে গ্রীক অঙ্কবিদ্গণ বর্ত্তমানপ্রচলিত বীজগণিতের মোটামুটী জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই ক্রমে তাঁহারা প্রশংসনীয় উপপাদ্য ও সম্পাদ্য বিষয়ের সমীকরণপ্রণালী আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁহারা এই তথ্য কাহাকেও শিক্ষা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তজ্জন্যই অঙ্ককরণপ্রণালী গোপন রাখিয়া তাঁহারা শুধু অঙ্কের ফলটী প্রকাশ করিতেন।

অধুনা ঐ মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের জ্যামিতি পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে উহা প্রাচীন অঙ্কবিৎ পণ্ডিতগণের পরিজ্ঞাত অঙ্কশাস্ত্রের সারাংশ ও বিশুদ্ধ জ্যামিতির অনুরূপ। প্রত্যুত, বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত বীজগণিতের সহিত উহার বহুল পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালের জ্যামিতিশাস্ত্রকারেরা বীজগণিতের সারাংশ হইতে তথ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় আবিক্রিয়ার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ের গ্রীসবাসিগণ এই বিদ্যায় যে যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের মধ্যভাগে অঙ্কবিদ্যার যথেষ্ট অবনতি ঘটে। এই সময়ের অঙ্কবিদ্গণ কোনরূপ মূলগ্রন্থ লিখিতে প্রয়াস না পাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের প্রণীত গ্রন্থাদির ভাষ্যপ্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বসময়ের অঙ্কশাস্ত্রের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দিওফন্তাস্ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মূল গ্রন্থখানি ত্রয়োদশ ভাগে বিভক্ত ছিল। এতন্মধ্যে প্রথম ছয়খানি ও বহু অস্রবিশিষ্ট অঙ্ক (Polygonal numbers) সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ শেষ গ্রন্থখানি অধুনা পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থখানিই ত্রয়োদশস্থানীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে বীজগণিতবিষয়ক সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ইহা হইতেই এই শাস্ত্রের মূলবিষয় সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার প্রথমতঃ আপন প্রণালী অনুসারে সাধারণ ও বিষমকর্ণের বা বর্গের সমীকরণের (Simple and Quadratic equations) (যথা—এমন দুইটী রাশি বাহির কর যাহাদের যোগফল কিম্বা যাহাদের বর্গের যোগ বা বিয়োগফল প্রদত্ত আছে) নিয়ম দেখাইয়া নূতনপ্রথায় বিশেষশ্রেণীর কতকগুলি অঙ্ক নিষ্পাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে উহাকেই অনির্দ্ধারিত বিভাগ (indeterminate analysis) বলে।

সম্ভবতঃ এই দিওফন্তাসই গ্রীসদেশীয় বীজগণিতের মূল গ্রন্থকার। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে তদ্দেশবাসী এই শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমন বোধ হয় না। মূল বিষয়গুলি শিক্ষা করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে তিনি ইহার উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, ইহাই সম্ভব। দিওফন্তাসের কৃত সমীকরণগুলির সহজপদ্ধতি দেখিলেই বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে তিনি পূর্ব্ব হইতেই পারদর্শী ছিলেন এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নির্দ্দিষ্ট সমীকরণগুলি সম্পাদন করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ তৎকালে গ্রীসদেশে এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ এই পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইওরোপের শিক্ষাসংস্কারযুগে (revival of learning) ইহা সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষকগণ তত সর্ব্বস্থানেই গ্রীসদেশের অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে বীজগণিতের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

থিওনের কন্যা প্রসিদ্ধা হাইপেশিয়া দিওফন্তাসের গ্রন্থের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি এপোলোনিয়াসের সূচীচ্ছেদবিষয়ক গণিত (conics) শাস্ত্রেরও একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এখন আর এই দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে গ্রীকভাষায় লিখিত উল্লিখিত দিওফন্তাসের গ্রন্থাবলী রোমের ভাটিকান্ পুস্তকাগারে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তুরস্কেরা যখন কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ অধিকার করে, সেই সময়েই এই গ্রন্থাবলী গ্রীসদেশ হইতে এস্থানে আনীত হয়। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে জাইলেণ্ডার (Xylander) লাটিনভাষায় অনূদিত ইহার একখানি সংস্করণ প্রকাশ করিয়া জগদ্বাসীর সমক্ষে উপস্থিত করেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বেকেট্ ডি মেজিরিয়াক্ ফ্রেঞ্চ একাডেমীর অনেক লেখক এই গ্রন্থের সটীক সম্পূর্ণ অনুবাদ বাহির করেন। বেকেট্ নিজে 'অনির্দ্দিষ্ট বিভাগ" (indeterminate analysis) বিষয়ক অঙ্কে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং উপযুক্ত পাত্রের দ্বারাই উপযুক্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। দিওফন্তাসকৃত মূলগ্রন্থের প্রায় অংশই এরূপভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, অনেকস্থলেই বেকেট্কে গ্রন্থকারের ভাব টানিয়া স্বীয় পাদপূরণ করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। ইহার কএক বৎসর পরে ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ ফার্ম্মাট্ বেকেটের সংস্করণের সঙ্গে

গ্রীসদেশীয় বীজগণিতকারগণের গ্রন্থসম্বন্ধে স্বকৃত টীকা সন্নিবেশ করিয়া বেকেটের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। ফর্মেট্ নিজে পণ্ডিত লোক ছিলেন। সুতরাং এই সংস্করণখানিকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। এই সংস্করণখানিই প্রচলিত সংস্করণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

দিওফন্তাসকৃত গ্রন্থাবলী উদ্ধার হওয়ায় অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা হইতেই যে য়ুরোপ সমাজে বীজগণিতবিদ্যার প্রচলন হইয়াছে, একথা কেহই স্বীকার করিবে না।

আরবগণের প্রভাব

আরবীয়গণের নিকট হইতেই য়ুরোপবাসীরা এই বিদ্যা এবং সংখ্যাগণনা ও দশমিক অঙ্কপ্রণালী বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ আরববাসী এই বীজবিজ্ঞানশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনাদ্বারা জগতে ইহার জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে থাকে, তখনও সমগ্র য়ুরোপখণ্ড অজ্ঞানভাবে নিমজ্জিত ছিল। আরবগণ বিশেষ অধ্যবসায়ে গ্রীক্ অঙ্কবিদ্‌গণের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষায় তৎসমুদায় অনুবাদপূর্ব্বক নানারূপ ভাষ্যাদিসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরব্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে য়ুরোপবাসী সর্ব্বপ্রথম জ্যামিতির উপকরণ প্রাপ্ত হন। অ্যাপোলোনিয়াসের মূলগ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। ঐ গ্রন্থের কতকাংশও আরব্যভাষা হইতে অনূদিত হইয়া অদ্যাপি রক্ষিত হইতেছে।

আরবগণ বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদের দেশের মহম্মদ বিন মুসা সর্ব্বপ্রথম বীজগণিতের আবিষ্কার করেন। ইনি খোরাসানবাসী ছিলেন বলিয়াও পরিচিত। পাশ্চাত্যজগতে ইনি Moses নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইনি খলিফা অলমামুনের রাজত্বসময়ে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

এই মুসা যে বীজগণিত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতালীভাষায় অনূদিত তাঁহার রচিত গ্রন্থের একখণ্ড একসময়ে য়ুরোপে প্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন আর তাহা পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যের বিষয়, আরব্যভাষায় লিখিত মুসার একখানি মূলগ্রন্থ অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থখানির রচনাকাল ইংরাজী ১৩০২ খৃষ্টাব্দ সমসাময়িক। গ্রন্থের উপরের পৃষ্ঠাখানি দেখিলেই বুঝা যায় যে গ্রন্থকার প্রাচীন সময়ের লোক। পুস্তকের পার্শ্বদেশে লিখিত টীকাটিপ্পনী দেখিলে গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। অধিকন্তু বীজগণিতশাস্ত্রের ইহাই যে প্রথম প্রাচীন গ্রন্থ, এই গ্রন্থ দেখিলে তাহা স্পষ্টই মনে হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকারের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে; অধিকন্তু উহা হইতে আরো জানা যায় যে অলমামুনকর্ত্তৃক বীজগণিতানুসারে অঙ্কগণনা সম্বন্ধে একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ লিখিতে আদিষ্ট ও উৎসাহিত হইয়া ইনি ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, মুসাপ্রণীত এই গ্রন্থখানি বীজগণিত সম্বন্ধে আরববাসীদের প্রথম সঙ্কলন, সুতরাং ইহার উপাদানও যে অন্য জাতির লিখিত পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। গ্রন্থকার যে আর্য্য হিন্দুজাতির জ্যোতিষ শাস্ত্র ও অঙ্কবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অতএব, হিন্দুদের নিকট হইতেই তিনি বীজগণিতের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান অসঙ্গত হয় না। বীজগণিতশাস্ত্রে ও অনির্দিষ্ট সম্পাদ্য সমাধানে হিন্দুগণের অশেষ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা ভারতীয় বীজগণিত প্রবন্ধে নিম্নে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, আরবীয়গণ ভারতবাসীর নিকট হইতে বীজগণিতশিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

বীজগণিতের মূল তত্ত্বের পরিচয় পাইয়া আরবগণ অবশেষে অনেক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া এই শাস্ত্রের উন্নতি করিয়াছেন। মহম্মদ আবুল্‌ওয়াফা নামক অপর একজন আরবীয় পণ্ডিত বীজগণিতশাস্ত্রের একখানি বিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বীজগণিতকারগণের মতামত বিচারপূর্ব্বক বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইনি দিওফন্তাসকৃত গ্রন্থেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই আবুল্‌ওয়াফা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

আরববাসী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ও কঠোর শ্রমসহকারে বহুদিন এই বিদ্যার অনুশীলন করিলেও তাঁহাদের হস্তে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় নাই। দিওফন্তাসের গ্রন্থাদি পড়িয়া তাঁহারা বীজগণিত সম্বন্ধীয় অনেক অভিনব বিষয় সংস্থাপিত করিবেন, এরূপ আশা করা যায়, কিন্তু কার্য্যে সেরূপ কিছুই হয় নাই। আরবদেশীয় পুরাতন বীজগণিতবিদ্‌গণ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ গ্রন্থকার বেহাদ্দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপর তদনুসারে একই প্রণালীতে গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। পরস্পর অনুকরণ ও অনুসরণ ছাড়া ইহারা মৌলিক কোন বিষয় বা গ্রন্থ সন্নিবেশ করেন নাই। বেহাদ্দিন ৯৫৩-১০৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন।

কোন সময়ে ও কি ভাবে য়ুরোপে বীজগণিতশাস্ত্রের প্রচলন হইয়াছিল, অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌গণের অনেকেরই সে বিষয়ে ভুল ধারণা

দেখা যায়। সম্প্রতি বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পিসাবাসী লিওনার্ডো নামক জনৈক বণিক্ সর্ব্বপ্রথমে ইতালীদেশে বীজগণিতবিজ্ঞান প্রচার করেন। বুদ্ধিমান্ লিওনার্ডো বাল্যকালে বার্বারীরাজ্যে বাস করিতেন। সেইস্থানে থাকিয়া তিনি ভারতীয় প্রণালী অনুসারে নয়টী সংখ্যা দ্বারা গণনাপ্রণালী শিক্ষালাভ করেন। বাণিজ্যব্যপদেশে তাঁহাকে প্রায়শ:ই মিশর, সিরিয়া, গ্রীস ও সিসিলীপ্রদেশে যাতায়াত করিতে হইত। বোধ হয় এই সকল স্থানেই তিনি সংখ্যাসম্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ভারতীয় গণনাপ্রণালীই তাঁহার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি যত্নসহকারে তাহা শিক্ষা করেন। এই সময় তিনি ভারতীয় গণনাপ্রণালীর সহিত য়ুক্লিডের জ্যামিতির মূল সূত্রের কিছু কিছু অঙ্কতত্ত্ব সংযোজন করিয়া এবং তৎসঙ্গে স্বীয় প্রতিভাবলে বীজগণিত সম্বন্ধীয় আরও কতকগুলি অভিনবতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া উক্ত তত্ত্বত্রয়ের সামঞ্জস্যদ্বারা বীজগণিতবিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে লোকে বীজগণিতকে গণিতের শাখাবিশেষ মনে করিত। প্রকৃতপক্ষে, ইহা গণিতের সারাংশ। এই শেষ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লিওনার্ডো স্বীয়গ্রন্থে উভয়শাস্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে লিওনার্ডো এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে পুনরায় ১২২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহা সংশোধনপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। মানবজাতি তৎকালে এই বিদ্যানুশীলনে বিশেষ আগ্রহান্বিত না হওয়ায় ইহা যে জনসমাজে অবিদিত থাকিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? যাহা হউক, গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাদির ন্যায় এ গ্রন্থখানিও হস্তলিখিত পুঁথির আকারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বে কেহই এই মূল্যবান্ গ্রন্থের উদ্দেশ করে নাই। সৌভাগ্যক্রমে, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে ফ্লোরেন্সের ম্যাগ্লিয়াবেক্কিয়ান্ লাইব্রেরী হইতে এই গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হয়।

লিওনার্ডো কর্তৃক য়ুরোপে বীজগণিতের প্রচলন

আরবদেশীয় গ্রন্থকারগণের ন্যায় লিওনার্ডোও অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমীকরণ (equations of the first and second degrees) করিতে পারিতেন, দিওফান্তাসাবিষ্কৃত বিভাগ-প্রণালীতেও ইহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। জ্যামিতিতে ইহার অশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি সেই জ্যামিতির নিয়মানুসারেই বীজগণিতের নিয়মপদ্ধতি সাধিত করিয়া লইয়াছিলেন। আরবদেশীয় গ্রন্থকারগণের ন্যায় ইনিও বিশদভাবে স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই পথে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। সাঙ্কেতিক চিহ্নাদির ব্যবহার এবং অল্পকথায় মর্ম্মার্থ বুঝাইবার পদ্ধতি ইহার বহুপরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

লিওনার্ডোর পরে এবং মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে বীজগণিত অনুশীলনে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই বীজগণিত বিদ্যা অধ্যাপককর্তৃক প্রকাশ্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সময়ে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থাদি রচিত হয়। অধিকন্তু আরব্যভাষায় লিখিত দুখানি প্রাচীন মূলগ্রন্থ ইতালীভাষায় অনূদিত হয়। ইহার মধ্যে একখানির নাম "বীজগণিতের নিয়ম' (the Rule of Algebra) এবং অপরখানি খোরাসানের মহম্মদ-বিন্ মুসাপ্রণীত অতি প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ। শেষোক্ত গ্রন্থখানিই আরব্যভাষার লিখিত সর্ব্বপ্রথম গণিতগ্রন্থ।

বীজগণিতবিষয়ক সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থখানির নাম—*Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni, et Proportionalita* লুকাস পেশিওলাস ওরফে ডি বার্গো নামক জনৈক সন্ন্যাসী (minorite friar) ইহার রচনাকর্ত্তা। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি প্রথম মুদ্রিত হয়। তৎপরে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

লুকাস্ ডি বার্গো

যে সময়ে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, সেই সময়ের পক্ষে পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায়ের মধ্যে এখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যায়।

গ্রন্থকার লিওনার্ডোর প্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া তাঁহারই আদর্শে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার গ্রন্থ হইতেই পরবর্ত্তিকালে লিওনার্ডোর লুপ্ত গ্রন্থের কতকাংশ উদ্ধার করিয়া জনসমাজে প্রচারিত করা হয়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে বীজগণিতের যতদূর উন্নতি হইয়াছিল, লুকাস্ ডি বার্গো সেই সকল বিষয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে আরব ও আফ্রিকা প্রদেশেও বীজগণিতের অবস্থা তদনুরূপই ছিল। আবশ্যকীয় ফল লাভের উপায় স্বরূপ বীজগণিতে যে শক্তি নিহিত আছে, তাহা অঙ্কপাত দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই অঙ্কপাতপ্রণালীর বলেই আলোচ্য সংখ্যাগুলি সর্ব্বদা দৃষ্টি পথে রাখিতে পারা যায়, কিন্তু লুকাস ডি বার্গোর সময়ে বীজগণিতে আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষেপে অঙ্ক প্রতিপাদনকারী সহজসাধ্য ও সম্পূর্ণাঙ্গ কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না। গণনার জন্য তৎকালে কতকগুলি বাক্যের বা নামের পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর প্রয়োগ করা

হইত, তাহাই ঐ সময়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন-রূপে ব্যবহৃত ছিল। উহা এক রকম সংক্ষেপ-লিপির (Short-hand) অনুকরণ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল অঙ্কপাত দ্বারা অনেকগুলি কথা বুঝান যাইতে পারে, সে সময়ের অঙ্কপাতে এই কথাগুলি প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। তৎকালে বীজগণিতের প্রথানুসারে অঙ্ক সম্পাদন বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ ছিল। কতকগুলি অনাবশ্যক সংখ্যাবিষয়ক প্রশ্নের সমাধান ব্যতীত তৎকালে বীজগণিতের সাহায্যে বিশেষ কোন তত্ত্ব নিষ্পাদিত হইত না। প্রত্যুত ঐ প্রশ্নগুলি হইতে বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধক উচ্চ গণিতাঙ্কের লক্ষণও দেখা যাইত না। বর্ত্তমান সময়ে এই শাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্র যতদূর প্রসারিত হইয়াছে, তৎকালের লোকে ধারণা করিতেও সক্ষম ছিলেন না।

প্রাচীন গণিতজ্ঞগণের জ্ঞানও ততদূর বিস্তৃতি লাভ করে নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমীকরণ জানিলেই লোকে তখন বিশিষ্ট বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতেন। তৎকালে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমীকরণ নিষ্পন্ন করিতে হইলে অঙ্কটীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সামান্য সমীকরণে গঠিত করিয়া বিশেষ বিশেষ স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের (formula) অনুবলে তাহা নিষ্পন্ন করিয়া লইতে হইত। কেবল মাত্র চিহ্ন-পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ নিয়ম বলে একটী সমীকরণের উদাহরণ হইতেই সম্পাদ্য সমীকরণগুলি অনায়াসে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে—এ বিষয়টী তখনকার লোকের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। কুব্জ বা ন্যুব্জ মুকুরখণ্ডে প্রতিফলিত বা বক্রীভূত রশ্মি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, দৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কেন্দ্রীভূত ও বিসরণশীল আলোক রশ্মির অধিশ্রয়ণ চিহ্ন পরিবর্ত্তন দ্বারা সহজেই প্রকাশ করা যায়—ডাঃ হেলি পরীক্ষা কালে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। মলিন্স বলেন যে, হেলির আবিষ্কৃত নিয়মের (Halley's formula) সার্ব্বত্রিকতা প্রকৃতপক্ষেই বিস্ময়জনক।

জ্যামিতির সাহায্য ব্যতিরেকে, বীজগণিতের নিজ নিয়মানুসারে অঙ্ক সমাধান করা যাইতে পারে। কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময়ে উক্ত শাস্ত্র দুইটীর পারস্পারিক সম্পর্ক প্রকাশ পাইলেও, বিষয়ের সমাধানে জ্যামিতির সাহায্যের কোনও প্রয়োজন হয় না। অবশ্য কঠিন কঠিন বিষয়গুলিতে একে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখিতে পারে। লিওনার্ডের আদর্শে লুকাস্ ডি বার্গো বর্গীয় সমীকরণ বা বিষম বর্গ সম্পাদন করিতে জ্যামিতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই পর্য্যায়ের সমীকরণগুলি তিনি বিশেষ ভাবে ধারণা করিতে পারেন নাই। এই জন্যই তিনি ইহার নিয়ম পদ্ধতি ল্যাটীন ভাষায় কবিতা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যুরোপের মধ্যে ইতালী প্রদেশেই সর্ব্ব প্রথম বীজগণিতের প্রচলন হইয়াছিল। আদিমাবস্থায় এই স্থানেই ইহা উৎকর্ষ লাভ করে। লিওনার্ডের সময় হইতে পেসিলাসের কাল পর্য্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীর মধ্যে এই শাস্ত্রের কোনরূপ বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হওয়া অবধি অঙ্কবিদ্যার সকল শাখার উৎকর্ষ সাধন জন্য সুসভ্য মানবসমাজে সবিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। এ কাল পর্য্যন্ত বীজগণিতের আলোচনা বর্গীয় সমীকরণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে নামক বোলোনিয়াবাসী জনৈক অঙ্কশাস্ত্রাধ্যাপক সিপিও ফেরিয়াস্ তৃতীয় পর্য্যায়ের সমীকরণ (equations of the third degree) সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়েন। এই আবিষ্কারটী হওয়ার পরই লোকের মন বীজগণিতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এ পর্য্যন্ত অনেকেই মনে করিতেন যে তৃতীয় পর্য্যায়ের সমীকরণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়। কিন্তু যখন এই কষ্ট সাধ্য বিষয়টীরও সমাধান হইল, তখন এই বিভাগের পণ্ডিতগণ আরও নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে যত্নশীল হইলেন। তৎকালে বীজগণিতজ্ঞ ও তত্ত্বানুশীলনপরায়ণ পণ্ডিতগণের মধ্যে একটী অভিনব প্রথা প্রচলন ছিল।

সিপিও ফেরিয়াস্

তখন যদি কেহ কোন একটী নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেন তিনি সেই তত্ত্ব গোপন রাখিয়া সমসাময়িক অন্য গণিতজ্ঞকে আহ্বানপূর্ব্বক স্বীয় নিয়মে নিষ্পাদ্য একটী অঙ্ক প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে নিষ্পন্ন করিতে দিতেন। এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া ফেরাসও স্বীয় আবিষ্কারের বিষয়টী ভেনিস দেশবাসী গণিতশাস্ত্রে সুপরিচিত তাঁহার বন্ধু ফ্লরিডোকে গোপনে এই বিষয় জ্ঞাত করিলেন। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ভেনিসনগরে বাস স্থাপন করিয়া ফ্লরিডো এইস্থান হইতে ব্রেসিয়াবাসী টার্টালিয়া নামক জনৈক পণ্ডিতকে বীজগণিতের নিয়মানুসারে কতকগুলি সম্পাদ্যের সমীকরণ স্থির করিতে আহ্বান করেন। এই বিভাযুদ্ধে ফ্লরিডো এমনভাবে কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যে ফেরিয়াসের আবিষ্কৃত প্রণালী ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ঐ সকলে মীমাংসা করা যায় না। টার্টালিয়া এই ঘটনার পাঁচবৎসর পূর্ব্বে বীজগণিতের আবিষ্কার-পথে ফেরিয়াস হইতে অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যে ফ্লরিডো অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে টার্টালিয়া ফ্লরিডোর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং পরস্পার

টার্টালিয়া

পরস্পরকে বিপদী করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত হইবার পূর্ব্বেই টার্‌টালিয়া চতুষ্পর্য্যায়ের সমীকরণ (Cubic equation) চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন এবং পূর্ব্ববিদিত দুইটী নিয়ম ব্যতীত অন্য দুইটী প্রতিজ্ঞা (Problem) সম্পাদনকালে তিনি আর একটী নূতন প্রণালীও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উভয় পণ্ডিত উভয়কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফ্লরিডো এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে ফিরিয়াসের একটী প্রণালী জানিলেই তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে টার্‌টালিয়ার প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর শুধু তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত তিনটী নিয়মের যে কোন একটীর দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য নিয়মে উহা সম্পন্ন করা সম্ভবপর নহে। ফ্লরিডো যে নিয়মটী জ্ঞাত ছিলেন, তদ্দ্বারা এ প্রশ্নের যথাযথ সমাধান করিতে পারিলেন না। সুতরাং এই বিদ্যাযুদ্ধে তাঁহারই পরাজয় ঘটিল। টার্‌টালিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ফ্লরিডো একটী প্রশ্নেরও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না।

বিখ্যাত পণ্ডিত কার্ডান্ টার্‌টালিয়ার সমসাময়িক ছিলেন। ইনি মিলাননগরের গণিত শাস্ত্রাধ্যাপক ছিলেন এবং তথায় ও চিকিৎসা ব্যবসায়ও করিতেন। কার্ডান্ বিশেষ মনোযোগের সহিত বীজগণিতের চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ইনি পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে

কার্ডান্

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালের প্রধান পণ্ডিত টার্‌টালিয়ার খ্যাতি শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে তৎপ্রণীত নিয়মগুলি অভ্যাস করিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে গ্রন্থ মুদ্রণকার্য্য স্থগিত রাখিয়া টার্‌টালিয়ার নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার স্বকপোলকল্পিত স্বাধীন নিয়মগুলি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। টার্‌টালিয়া বহুবার কর্ডানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অবশেষে কার্ডানের ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়া এবং বিদ্যা গোপন রাখিতে ভগবানের শপথ স্বীকার করায় তিনি কার্ডানকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতে সম্মত হয়েন। ইহা ছাড়া কার্ডান আরও অঙ্গীকার করেন যে তিনি কখনও এই বিদ্যা কাহাকেও শিক্ষা দিতে পারিবে না; অধিকন্তু তাঁহার নিজের মৃত্যুর পরেও যাহাতে ইহা লোকসমাজে প্রচারিত না হয়, তজ্জন্য সংকেতপ্রণালীতে ইহা লিখিয়া রাখিবেন। টার্‌টালিয়ার বাক্যে সম্মত হইয়া কার্ডান পুনরায় শপথ করিলে টার্‌টালিয়া তাঁহাকে স্বীয় আবিষ্কৃত বিদ্যা শিক্ষা দেন। এই সমস্ত বিষয় এখনও ইতালীভাষায় অর্থহীন কবিতারূপে বিদ্যমান আছে। এই কবিতার ভাব এমন দুর্জ্ঞেয় যে ইহার অর্থ করা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। টার্‌টালিয়ার আবিষ্কৃত নিয়মগুলি অভ্যাস করিয়া কার্ডান্ স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তিবলে ইহার মধ্য হইতে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন এবং এই সকল বিষয়ের সংযোগ করিয়া নিজের অভিপ্রেত উপায়ে একটী নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন। চতুঃপর্য্যায়ের সমীকরণ করিবার জন্য টার্‌টালিয়া যে সব নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তত্টা নিখুঁৎ ছিল না। কার্ডান্ এই প্রণালীগুলি আলোচনা করিতে করিতে ইহার মধ্য হইতে এমন একটী নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিলেন যদ্দ্বারা চতুঃপর্য্যায়ের যে কোন সমীকরণ সহজেই নিষ্পাদিত হইতে পারে। অতঃপর তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় আবিষ্কৃত প্রণালীগুলি সহ টার্‌টালিয়ার আবিষ্কৃত প্রণালীগুলি প্রকাশ করেন। ইহার ছয়বৎসর পূর্ব্বে পাটীগণিত ও বীজগণিত সম্বন্ধে তিনি যে অন্য একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখানি সেখানিরই পরিশিষ্ট। বীজগণিতবিষয়ক মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর মধ্যে এখানি দ্বিতীয়স্থানীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহার পরবৎসর টার্‌টালিয়া ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর নামে উৎসর্গ করিয়া একখানি বীজগণিত প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে ইহারা উভয়ে স্বাধীনভাবে এ জগতে তাঁহাদের খ্যাতি লোকসমাজে জানাইতে পারেন নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া তাহার পরিমার্জ্জিতাকারে প্রচার করেন, তাঁহার প্রশংসাধ্বনি দশদিক্ মুখরিত করিয়া তুলে। চতুঃপর্য্যায়ের সমীকরণের আদি আবিষ্কারক হইয়াও টার্‌টালিয়ার ভাগ্যে কোনরূপ প্রশংসা জুটিল না। অধুনা ঐ সকল নিয়ম কার্ডানের নামে পরিচিত হইয়া "কার্ডানের নিয়ম" (Cardan's Rules) বলিয়া জগতে পরিচিত। টার্‌টালিয়া স্বীয় বিদ্যা গোপন করিয়া যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্যই তাঁহাকে এই ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। পণ্ডিতগণের শপথের কথা ছাড়িয়া দিলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে কার্ডান টার্‌টালিয়ার প্রণালীগুলির বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, বিশেষতঃ বীজগণিতের উন্নতি করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিতে তিনিই এ জগতে অগ্রণী।

কালক্রমে চতুঃপর্য্যায়ের সমীকরণ (equations of the Fourth order) আবিষ্কার হওয়ায় বীজগণিত উন্নতির আরও ঊর্দ্ধ সোপানে আরোহণ করিল। এই সময় ইতালীবাসী জনৈক বীজগণিতজ্ঞ বিদ্বৎসমাজে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যাহা সমাধানকালে দ্বিঘাত সমীকরণের পর্য্যায়ে (Biquadratic equations) পরিণত হইয়া যায়। এইজন্য উহা

প্রচলিত নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন করা সম্ভবপর নহে; উক্ত প্রশ্ন দেখিয়া অনেকে তা বলেন যে ইহার সমাধান একবারেই অসম্ভব। কিন্তু কার্ডান্ এ সম্বন্ধে কোনরূপ নিরাশ না হইয়া লিউস্ ফেরারী নামক তাঁহার একজন অল্পবয়স্ক বীজগণিতজ্ঞ ছাত্রের নিকট সেই প্রশ্ন সম্পাদনের ভার দেন। অল্পবয়স্ক হইলেও ফেরারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন। বিশেষতঃ বীজগণিতশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ফেরারী স্বীয় চেষ্টাবলে এ অঙ্কটী সহজে নিষ্পন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং উহা সম্পাদনকালে তিনি তৃতীয়পর্য্যায়ের সমীকরণের নিয়মাধীন রাখিয়া চতুঃপর্য্যায়ের সমীকরণ সমাধানার্থ একটী অভিনব নিয়ম আবিষ্কার করিলেন।

ফেরারী

এই নূতন নিয়ম আবিষ্কারে বীজগণিত উন্নতির আরও একস্তর ঊর্দ্ধে উন্নীত হইল বটে, কিন্তু ইহার পর অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত না হওয়ার পূর্ব্বে অনেকেই সমীকরণ-সমাধানের প্রণালীসম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে পারেন নাই। তাহার পর সমীকরণের সাধারণ সমাধান বিষয়ে যে উন্নতি সাধিত হয়, বর্ত্তমান সংস্কারপদ্ধতি বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তদপেক্ষা বিশেষ ফলদানে সমর্থ হয় নাই।

এই সময়ে চতুর্দ্দশবাসী বম্বেলী নামক অন্য একজন গণিতবিদ্ও বীজগণিতের উন্নতির চেষ্টা করিতেছিলেন। বম্বেলী ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি একখানি বীজগণিত প্রকাশ করেন। যে সকল চতুঃপর্য্যায়ের সমীকরণ করিতে কার্ডান অক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি এই গ্রন্থে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল সমীকরণ লোকে অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিত, তিনি স্বীয় প্রণালী অনুসারে তাহার সমাধানসাধ্যতার প্রমাণ করিয়াছেন। বম্বেলী বলেন যে প্রাচীনকালের সম্পাদ্য কোণের ত্রিবিভাগের প্রক্রিয়ার (trisection of an angle) ন্যায় এই পর্য্যায়ের সমীকরণগুলির সমাধান-প্রণালী।

কার্ডান্ ও টার্টালিয়ার সময়ে ষ্টিফেলিয়াস ও সিউবেলিয়াস্ নামে জর্ম্মাণদেশে দুইজন গণিতজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের মধ্যভাগে ইহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। ইতালীয়দের বীজগণিতের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। বীজগণিতের সম্বন্ধে সংখ্যাপাত বিষয়েই ইহারা অধিকতর মনোযোগী হন। যোগ ও বিয়োগের জন্য যে সকল বর্গ ও বর্গমূলের জন্য যে সকল সাঙ্কেতিক প্রণালীর আবশ্যক ষ্টিফেলিয়াস্ তাহার আদি সৃষ্টিকর্ত্তা।

ষ্টিফেলিয়াস ও সিউবেলিয়াস্

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক ও পদার্থবিজ্ঞানবিৎ রবার্ট রেকর্ডে ইংরেজীভাষায় সর্ব্বপ্রথমে বীজগণিত লিপিবদ্ধ করেন। তৎকালে চিকিৎসকগণের পক্ষে গণিত, ফলিত জ্যোতিষ, রসায়নাদিবিদ্যা জানা আবশ্যক হইত। মুরজাতি সর্ব্বপ্রথম এই প্রথায় প্রচলন করে। তাহারা একাধারে চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। স্পেনদেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে বীজগণিতের প্রচলন ছিল এবং তাঁহারা চিকিৎসক ও বীজগণিতবিদ্কে একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতেন। ডন্ কুইক্সো নামক উপন্যাসগ্রন্থ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে সমরাঙ্গনে সেমসন্ ক্যারাস্কো আহত হইলে পর, তাঁহার চিকিৎসার জন্য একজন বীজগণিতবিদ্‌কে (algebrist) আনা হয়।

কেম্ব্রিজের রেকর্ডকৃত ইংরেজীভাষায় প্রথম বীজগণিতের প্রচলন

এতদ্ভিন্ন রেকর্ডে একখানি পাটীগণিত ও অন্য একখানি বীজগণিত লিখিয়া গিয়াছেন। গণিতখানি ইংলণ্ডের ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ডের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। বীজগণিতখানি "হোয়েট্‌ষ্টোন্ অব্ উইট্" (The Whetstone of wit) নামে পরিচিত। এই গ্রন্থখানিতেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে সমতাবোধক চিহ্নের (Sign for equality) ব্যবহার করিয়াছিলেন।

লিওনার্ডো কর্ত্তৃক ভিত্তি স্থাপিত হইবার পর বিভিন্ন গণিতজ্ঞের হাতে পড়িয়া বীজগণিত ধীর পাদবিক্ষেপে উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিতেছিল। পরবর্ত্তী প্রত্যেক গ্রন্থকারই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের উদ্ভাবিত নিয়মাবলীর সহিত স্বকপোলকল্পিত কিছু না কিছু নূতন নিয়ম সংযোজন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু টার্টালিয়া, কার্ডান্ ও ফেরারী ব্যতীত ইহাদের কাহাকেই গণিতের আবিষ্কারক আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে না। এই সমস্ত লেখকগণের পর ভিয়েটা নামক জনৈক গণিতজ্ঞের অভ্যুদয় হয়। ইনি গণিতবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। বীজগণিত সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে, তিনি যে সব বিষয় তখন অপরিস্ফুটভাবে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেই বর্ত্তমান সময়ের গণিতশাস্ত্রের উৎকর্ষের মূল নিহিত রহিয়াছে। বর্ণমালা দ্বারা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রাশি লিখনের পদ্ধতি তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতির গুরুত্ব সকলে বুঝিতে পারিবে না বটে, কিন্তু ইহা হইতেই যে বীজগণিতের চরমোৎকর্ষের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বীজগণিতের সাহায্যে জ্যামিতির উৎকর্ষসাধনপথে তিনিই আদি পথপ্রদর্শক। প্রাচীনগণিতজ্ঞগণ জ্যামিতির সম্পাদ্যগুলি নিষ্পন্ন করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক সম্পাদ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, ভিয়েটা এই বিষয়ের মধ্যে সাধারণ

সাঙ্কেতিকপ্রথা প্রচলন করিয়া এমন কতকগুলি সাধারণ সংজ্ঞা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন, যে তাহাদের সাহায্যকল্পে একই শ্রেণীর সম্পাদ্যগুলি একই নিয়মে সমাধান করা সম্ভবপর হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহার সময় হইতে প্রাচীনকালের ন্যায় প্রত্যেক সম্পাদ্যের জন্য নূতন নিয়ম অবলম্বন করিতে হইত না।

জ্যামিতির মধ্যে বীজগণিতের নিয়ম প্রচলন হওয়ায় অঙ্কশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ইহারই সাহায্যবলে ভিয়েটা কোণচ্ছেদ বিষয়ক নিয়মাবলী আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়েন। এই নিয়মগুলি হইতেই অধুনা সিনবিষয়ক গণিতাঙ্ক (arethmetic of Sines) বা ত্রিকোণমিতির উদ্ভব হইয়াছে। ভিয়েটা বীজগণিতের সমীকরণাংশেরও যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আজেমোজে হিসাবে অঙ্কসমাধান (resolving by approximation) সম্বন্ধে ইনিই প্রথম সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন। ১৫৪০-১৬০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। ইনি স্বীয় অর্থদ্বারা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভিয়েটার পর গণিতজ্ঞ আলবার্ট্ জিরার্ডের অভ্যুদয় হয়। ইনিও বীজগণিতের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ইনিও জিরার্ড ভিয়েটাপ্রবর্ত্তিত প্রথা হইতেও সমীকরণাংশের অনেক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইনি এই পদ্ধতিগুলি লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতেন না। জ্যামিতির সম্পাদ্যগুলির সমাধানপক্ষে অভাবসূচক চিহ্ন (negative signs) ও কল্পিতসংখ্যার (imaginary Quantities) ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা। অনুমানদ্বারা ইনিই প্রথমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে যতগুলি অঙ্কদ্বারা আলোচ্য সংখ্যাটীর প্রসার বুঝা যাইবে, প্রত্যেক সমীকরণেরই ততগুলি মূল স্বীকার করিতে হইবে। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার প্রণীত বীজগণিত প্রকাশিত হয়।

জিরার্ডের পর টমাস হ্যারিয়ট্ নামক জনৈক ইংরাজ বীজগণিতের উন্নতিপ্রয়াসী হয়েন। ইংরাজগণ তাঁহাকে হ্যারিয়ট্ বীজগণিতের অন্যতম প্রধান আবিষ্কারক বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু ফরাসীদেশীয় অঙ্কবিদগণ বলেন যে ভিয়েটা যাহা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হ্যারিয়টের নামে ইংরাজ তাহাই চালাইতে চাহেন। হয়ত উভয় গণিতপণ্ডিতই পরস্পরের বিষয় পরিচয় না পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। হ্যারিয়টের প্রধান আবিষ্কারটী বীজগণিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। যতগুলি অঙ্কদ্বারা আলোচ্য সংখ্যার প্রসার বুঝা যায় ততগুলি সাধারণ সমীকরণের গুণফল একটী সমীকরণের সমান—হ্যারিয়ট এই উৎকৃষ্ট নিয়মটী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভিয়েটা এই আবিষ্কারটীর একাংশমাত্র বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। হ্যারিয়ট্ সম্পূর্ণ নিয়মটীই আবিষ্কার করিয়া সাধারণের ধন্যবাদাই হইয়াছেন।

কিরূপ অকৃত্রিমতার সহিত বীজগণিত সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে প্রচারিত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। সেই সময় হইতে হ্যারিয়টের কাল পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০ বৎসরের মধ্যেও বীজগণিতের অঙ্কপাতবিষয়ক সংক্ষেপতা সম্বন্ধে ততটা উন্নতি হয় নাই। হ্যারিয়ট্ অঙ্কপাতের অনেকটা পরিবর্ত্তন করিয়া কতকগুলি নূতন চিহ্নের প্রচলন করেন। এই প্রকারে তিনি বীজগণিতকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাঁহার দ্বারা যতটুকু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, বীজগণিত তাহা হইতে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

অট্রীড্ নামক আর একজন ইংরাজপুরুষও বীজগণিতের চর্চ্চা করেন। ইনি হ্যারিয়টের সমসাময়িক হইলেও, তাঁহার অট্রীড্ মৃত্যুর পরেও অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত বীজগণিতবিষয়ক পুস্তকখানি বহুদিন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যরূপে গণ্য ছিল।

বীজগণিতের ক্রমোন্নতির স্তরে আমরা দেখিতে পাই যে আরবগণের নিকট হইতে যখন এদেশে প্রথম বীজগণিত আনীত হয়, তখন ইহার নিয়মপ্রণালী ততদূর পরিস্ফুট ছিল না। প্রকৃতঃ অঙ্কপাতের প্রচলন না থাকায় ইহাকে একরূপ সিদ্ধান্তের উপায়স্বরূপ ধরা হইত। বীজগণিতের ঐ রূপ মূলস্তর হইতে ক্রমোন্নতির পথে ইহা যে স্তরে কোন সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও আমরা আলোচনা করিয়াছি। জ্যামিতির সহিত বীজগণিতের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া ভিয়েটা বীজগণিতের প্রয়োগ-প্রসারতা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। গবেষণায় ও গাঢ় অনুসন্ধানফলে তিনি বিজ্ঞানের খনি হইতে কোণব্যবচ্ছেদরূপ যে অমূল্য মণি আবিষ্কার করেন তাহাতে বিশেষভাবে সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ভিয়েটা উক্ত তত্ত্বের আদ্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে প্রসিদ্ধ গণিততত্ত্ববিদ্ ডেকার্টে তাঁহার উত্তরাধিকারিরূপে বিজ্ঞানক্ষেত্রে ডেকার্টে সমুদিত হন। তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানদ্বারা বীজগণিতকে একটী মৌলিক বিজ্ঞানরূপে প্রকটিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বীজগণিতের সেই নিয়মাবলী জ্যামিতিতে প্রয়োগ করিয়া তিনি একটী মহান আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তদবধি গণিতাধ্যাপকগণ এতদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। বিগত দুইশতাব্দ হইতে গণিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে ক্রমোন্নতির ইতিহাস সাধারণে অভিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে।

বক্ররেখাগণিতে বীজগণিতের নিয়মাদির প্রয়োগ ও

সমাধান-যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া দেকার্ট আরও একটী প্রধানতম আবিষ্কার করিয়াছেন। ভূগোল আলোচনাকালে নিরক্ষবৃত্ত ও মধ্যরেখার সঙ্গে তুলনা করিয়া আমরা যেমন পৃথিবীর স্থানসমূহের নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তেমনি তিনিও নির্দ্দিষ্ট সরলরেখাবিশেষের সঙ্গে তুলনা করিয়া কোন বক্র রেখার প্রত্যেক স্থানের বিন্দু নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যেমন, একটী ব্যাসরেখাতে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক বিন্দু স্থির করা যাইতে পারে।

বক্রমণ্ডলের যে কোন বিন্দু হইতে লম্বরেখা অঙ্কিত করিয়া ব্যাসের উপরে সমকোণে বিস্তৃত করিলে কেন্দ্রবিন্দু বা ব্যাসরেখার প্রান্তবিন্দু হইতে ঐ লম্বের দূরত্ব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নদিকে অবস্থিত ও স্থান পরিবর্ত্তিত হইলেও, উহাদের মধ্যে একটী পারম্পরিক সম্বন্ধ (determinate relation to each other) বিদ্যমান আছে। বক্রমণ্ডলের প্রত্যেক বিন্দুসম্পর্কেই এই সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে। সুতরাং এই বক্রমণ্ডলী ও অন্যান্য বক্রমণ্ডলীর মধ্যে যে তারতম্য আছে, ইহা হইতেই তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

বীজগণিত সম্বন্ধীয় সাঙ্কেতিকবর্ণ দ্বারাও উক্ত প্রকারে অঙ্কিত রেখাগুলির সম্বন্ধবিচার সহজেই সাধন করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধের সাধারণ সংজ্ঞা—"বক্রতার সমতা" (equation of the curve)। উল্লিখিত বাক্যটী দ্বারাই উহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ করা যাইতে পারে। বীজগণিতের নিয়মানুসারে সমীকরণ করিয়া বক্রতার সমস্ত প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা যায়।

১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে দেকার্টের "জ্যামিতি" প্রকাশিত হয়। উক্ত জ্যামিতিগ্রন্থে বীজগণিত সর্ব্বতোভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইহার ছয়বৎসর পূর্ব্বে হ্যারিয়ট্ স্বীয় গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। দেকার্ট হ্যারিয়টের গ্রন্থ হইতে অনেক কথা স্বীয় নামে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্যই ডাঃ ওয়ালিস্ স্বীয় বীজগণিতগ্রন্থে ফরাসীদেশীয় বীজগণিতজ্ঞগণকে লাঞ্ছিত করিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে ফরাসীগণও ইহার প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। গণিতেতিহাসপ্রণেতা মণ্ট্‌ক্লা দেকার্টের মত সমর্থন করিয়া দেকার্ট্‌কে অত্যুচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এবং হ্যারিয়টের প্রচ্ছে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভিয়েৎ, হ্যারিয়ট্ ও দেকার্ট বিশেষ গবেষণাবলে বীজ-গণিত ও জ্যামিতির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, গণিতবিদ্ অনেকেই বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই শাস্ত্রচর্চ্চায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে অনেক বীজগণিতজ্ঞের আবির্ভাব হয় এবং আমরা তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের পরিচয় পাই।

জ্যামিতির সঙ্গে বীজগণিতের সম্বন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর, গণিতবিষয়ক অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইতে লাগিল। ইহারই পর কেপ্‌লার বক্রক্ষেত্রের আবর্ত্তিত সম্পাতে ঘনক্ষেত্রের উৎপাদন-তত্ত্ব (Solids formed by the revolutions of Curvilinear figures), কেভেলেরিয়াস্ অবিভাজ্যবিষয়ক জ্যামিতি (geometry of indivisibles), ওয়ালিস অনন্ত-জ্ঞাপক গণিত (Arithmetic of Infinits), নিউটন্ সূক্ষ্মরাশির গণনাপ্রণালী (Method of fluxions) এবং লিব্‌নিট্‌জ্ অতিসূক্ষ্মাংশ ও অখণ্ডাংশঘটিত গণিত-তত্ত্ব (Differential and Integral Calculus) আবিষ্কার করেন। এই সময়ে বারো, জেমস্ গ্রেগরী, রেন্, কোট্‌স্, টেলর, হেলী, ডি ময়ভার, ম্যাক্লোরীন, ষ্টারলী, রোবার্ভাল্, ফার্মেট্, হায়গেন্‌, বার্নৌলিদ্বয়, এবং পাস্‌কাল প্রভৃতি বহু গণিতজ্ঞ ব্যক্তি ইহার আলোচনা আরম্ভ করিয়া পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ তত্ত্ব-ভূষণে অলোকৃত করিয়াছিলেন.

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বীজগণিত সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন আবিষ্কারই হয় নাই নূতন আবিষ্কারে মনোযোগী না হইয়া সকলে এ সময়ে নিউটন্, লিব্‌নীজ ও দেকার্টের আবিষ্কৃত বিষয়গুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই শতাব্দীর শেষাংশে লাগ্রেঞ্জ্ নামক জনৈক গণিতবিদ্ লাগ্রেঞ্জ্ বিশেষভাবে গণিতচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। ইনি স্বরচিত Traite de le Resolution des Equations Numeriques গ্রন্থে যে তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাই অনুসরণ করিয়া বুদান, ফুরিয়ার্, ষ্টার্ম্ ও অন্যান্য অঙ্কবিদ্‌গণ নিউটনকৃত ইউনিভার্শাল এরিথ্‌মেটিকের আদর্শে স্ব স্ব গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। লাগ্রেঞ্জ Theorie des fonctions analytiques ও Calcul les fonctions নামক গ্রন্থদ্বয়ে নিউটনের সূক্ষ্মাংশঘটিত গণিতবিদ্যাকে বীজগণিতের অংশীভূত করিতে চেষ্টা পান এবং এই সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হন। এই সময়ে গণিতশাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউলার নামক এক ব্যক্তি লাগ্রেঞ্জের সহকারী ছিলেন। গণিত সম্বন্ধে ইনি অনেক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া-ছেন। ইঁহার কৃত Novi Commentarii গ্রন্থে ১৯শ ভাগে বীজগণিতের দ্বিপদ-উপপাদ্য (Binomial theorem) সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিগত উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বীজগণিতের উন্নতির সীমা এই স্থানেই শেষ হয়। এ পর্য্যন্ত বীজগণিত যতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই সকলে বীজগণিতের

একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারেন। বস্তুতঃ মূল অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে বীজগণিত অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর উন্নীত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

বীজগণিত সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত এতদূর উন্নতি সাধিত হইলেও বীজগণিত প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানপর্য্যায়ে আখ্যাত হইতে পারে নাই। কিন্তু জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি এবং অন্যান্য উচ্চতর গণিতাংশের (higher analysis) সহিত সংযুক্ত হইয়া বীজগণিত সাধারণের নিকট বিজ্ঞান নামে পরিগৃহীত হয়। বর্ত্তমান শতাব্দে বীজগণিত উন্নতির সোপানে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার আমূল ইতিহাস নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সমীকরণের নিয়ম (Theory of equations) ও তাহার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশক গণিতাংশের (Determinants) আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা বীজগণিতের প্রকৃত ইতিহাস শেষ করিব।

সমীকরণের নিয়ম

প্রাচীনকালের বীজগণিতকারগণ হইতে লাগ্রেঞ্জ্ পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রত্যেক সংখ্যা-ঘটিত সমীকরণেরই একটী মূল আছে অর্থাৎ প্রকৃতই হউক বা কল্পিতই হউক, যে কোন সংখ্যাঘটিত রাশিদ্বারা সমীকরণের অজ্ঞাতরাশি নির্দ্দেশ করা যাইবে এবং ঐ সমীকরণটী সংখ্যাসূচক হইয়া পড়িবে। লাগ্রেঞ্জ্, গৌস ও আইভরী গণিত সম্বন্ধে যে সকল উপপত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া গণিতবিদ্ কৌচি Journal de l' Ecole Polytechnique ও পরে Cours d' Analyse Algebrique নামক পুস্তিকাদ্বয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

কৌচি

কৌচি যে সকল উপপত্তির আলোচনা করেন, তাঁহার পূর্ব্বে আর্গাণ্ড্ নামক জনৈক গণিতবিদ্ স্বকৃত Gergonne's Annales des Mathematiques নামক গ্রন্থের ৪র্থ ভাগে তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। কৌচি বলেন, যে রাশিকে শূন্যের সমতুল্য পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, তাহা দুইটী উৎপাদকে গুণসমষ্টি হইতে উৎপন্ন এরূপ দেখান যাইতে পারে। উক্ত উৎপাদকের (factors) মধ্যে একটী রাশি নিম্নসংখ্যায় পরিণত হইতে পারে-না (incapable of assuming a minimum value) অর্থাৎ অন্যকথায় বলিলে বলা যায় যে, উক্ত রাশিতে যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা প্রদত্ত আছে তাহা হইতেও কম সংখ্যা (less value) হইতে পারে। সুতরাং অঙ্কের প্রণালী অনুসারে উহাকে শূন্যের তুল্য সংখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কৌচির এই উপপত্তিটী একেবারে বিশুদ্ধ না হইলেও, অন্যান্য উপপত্তি হইতে ইহা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

প্রত্যেক সমীকরণেরই একটী মূল আছে, এ কথা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই মূল নির্দ্ধারণ করিতে সমীকরণের যেরূপ অন্বয় (Analysis) করিয়া লওয়া আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে আমাদের কতদূর জানা আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে বিগত তিন শতাব্দী ধরিয়া বীজগণিত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জ্ঞান যতদূর প্রসারিত হইয়াছিল, আলোচ্য সময়ে তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালে সকলপ্রকারের ঘন ও দ্বিঘনীয় সমীকরণ (Cubic and biquadratic equations) সমাধানকার্য্য বীজগণিতজ্ঞগণের ক্ষমতাধীন ছিল। কিন্তু উচ্চতর পর্য্যায়ের সমীকরণের সমাধানপ্রণালী তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পঞ্চম পর্য্যায়ের সমীকরণপ্রণালী আবিষ্কার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক চিন্তাশীল মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই।

পঞ্চম ও তদূর্দ্ধ পর্য্যায়ের সমীকরণের সমাধান-প্রণালী আবিষ্কার বাহুলীন

১৮১১ খৃষ্টাব্দে হোয়েনি ডি রণস্কি নামক এক গণিতবিদ্ বিভিন্ন পর্য্যায়ের সমীকরণ উপপত্তি ব্যতীত সংজ্ঞা (formula) দ্বারা সমাধান জন্য একটী সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া উহা প্রকাশ করেন। তিনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লিস্বনের একাডেমী অব্ সায়ান্সেস্ এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র বাহির করিলেন যে, যিনি রণস্কির নিরূপিত সংজ্ঞাগুলির উপপত্তি স্থির করিতে পারিবেন, তাঁহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া যাইবে। টোরিয়ানী নামক জনৈক গণিতবিদ্ উহার দোষ খণ্ডন করিয়া পরবৎসর এই পুরস্কার লাভ করেন।

বৃটীশ এসোসিয়েসনের রিপোর্টের ৩য় ভাগে স্যার ডব্লিউ আর হ্যামিল্টন্ বিসমাসিতকরণ-প্রণালী (Method of Decomposition) সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য লিখিয়াছেন। উচ্চপর্য্যায়ের সমীকরণ সম্বন্ধে এই নিয়মটী বিশুদ্ধ হইলেও পঞ্চমপর্য্যায়ের সমীকরণকে চতুর্থপর্য্যায়ে পরিণত করিবার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অক্ষম। যাহা হউক, এহেন ত্রুটী সত্বেও নানাবিধ রকমে এ প্রণালীটী অধিকতর মূল্যবান্।

প্রথমতঃ বিশেষ বিশেষ আকারে পরিণত করিয়া উচ্চ-পর্য্যায়ের সমীকরণগুলির সমাধান হইতে পারে। ডি ময়ভার ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ফিলোসফিক্যাল ট্রান্সাকসন নামক পত্রিকায় এই প্রকার একটী সমীকরণের সমাধানপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গণিতজ্ঞ গস্ দ্বিপদসমীকরণের (binomial equations) উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ভাণ্ডারমোণ্ডে এ বিষয়ে যতটুকু উন্নতি করিয়াছিলেন, তিনি তদপেক্ষা অনেক বেশী আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার কৃত

গস্

Disquisitiones Arithmeticae নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর আবেল্ নামক জনৈক নরওয়েবাসী

আবেল্

গণিতবিদ্ গণিতচর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং গস্ যাহা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহারই উৎকর্ষসাধন করিয়া যান। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টিয়ানা নগরে আবেলের সমস্ত গ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে দ্বিপদসমীকরণ ও অন্যান্য গণিতাংশ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

শুধু সমীকরণ-সমাধানের জন্যই যে বর্ত্তমান শতাব্দে বীজগণিতের অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। সমীকরণগুলি সমাধান করিবার পূর্ব্বে উহার মূলগুলি (roots) কিরূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এই সময় হইতে লোকে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে লাগিলেন। এ বিষয়ে যিনি প্রথম গ্রন্থ লিখিয়া তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম বুদান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি

বুদান্

Nouvelle methode pour la resolution des equations numeriques নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশদ্বারা উক্ত বিষয় জনসমাজে উপস্থিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বেও ফুরিয়ার্ নামক জনৈক গণিতবিদ্ এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎসময়ে কিন্তু কোন গ্রন্থ লিখেন নাই বলিয়াই বুদান্কে এই প্রণালীর আদি গ্রন্থকার বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ জন্য ফুরিয়ারই সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার যোগ্য।

ফুরিয়ার্

কেন না ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নেভয়ার Analyse des equations determinees নাম দিয়া ফুরিয়ারের বৃহৎগ্রন্থখানি প্রচার করেন। সমীকরণের মূল নির্দ্ধারণসম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে ফুরিয়ার্ যে উপপাদ্য দুইটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার একটীকে ফুরিয়ারের উপপাদ্য (Fourier's Theorem) বলা হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি অখণ্ডীকরণ (Theorem of integration) নামধেয় আর একটী উপপাদ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উপপাদ্যটী গ্রন্থকারের Theorie de la Chaleur নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে যথাযথভাবে আলোচিত হইয়াছে। বুদানের ও ফুরিয়ারের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার মধ্যকালে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ফিলোসাফক্যাল্ ট্রান্সাক্সন্ অব্ দি রয়েল্ সোসাইটী নামক পত্রিকায় এতদ্বিষয়ক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ডব্লুই, জি, হর্ণার ইহার রচয়িতা। তিনি

হর্ণার

এই প্রবন্ধে গণিততত্ত্ববিষয়ক সমীকরণের একটী অভিনব প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে লোকে হর্ণারের এই প্রণালীটির উপর শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিতেছে। এবং কোন কোন বিষয়ে ইহা ফুরিয়ারের প্রণালীর প্রায় সমতুল্য ও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে Memoires des savans etrangers নামক পত্রিকায় একটী নূতন প্রণালী প্রকাশিত হয়। সরলতা, সম্পূর্ণতা ও সর্ব্ববিষয়ে প্রয়োগযোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিলে এই শেষোক্ত প্রণালীটীই সমীকরণের মূল (real roots of the equation) অবধারণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। এম্ ষ্টার্ম্ (M. Sturm)

ষ্টার্ম্

নামক একজন ফরাসীপণ্ডিত উক্ত প্রবন্ধের লেখক। জেনিভানগরে ইহার জন্ম হয়। ইহার আবিষ্কৃত উপপাদ্যটী বীজগণিতের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টার্ম্ উক্ত প্রবন্ধটী "একাডেমী"তে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

প্রথমপর্য্যায়ের সমসাময়িক সমীকরণের Simultaneous equations) সমাধানপ্রণালী এমন কতকগুলি ভগ্নাংশের আকারে রাখা যাইতে পারে, যাহার লব ও হর সমীকরণের অজ্ঞাত রাশিগুলির প্রকৃতির (Coefficients) গুণফল হইতে

নির্দ্ধারণপ্রণালী

উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গুণফল সাধারণতঃ রেজাল্ট্যান্ট্স্ (Resultants) নামে পরিচিত। লাপ্লেস্ প্রথমে ঐ নামটী স্থির করেন। এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দেও কৌচি স্বকৃত Exercices d' analyse et de physique mathematique নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৬১ পৃষ্ঠায়ও এই নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা উহাকে ডেটার্মিন্যান্ট্স্ (determinants) বা নির্দ্ধারণপ্রণালী নামে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। অধ্যাপক গৌস্ প্রথমতঃ এই পরিবর্ত্তিত নামের ব্যবহার করেন। Cours d'analyse algebrique নামক গ্রন্থে কৌচি ইহাকে alternate functions বা পরম্পরা ক্রিয়া নামে ব্যবহার করিয়াছেন।

নির্দ্ধারণপ্রণালী সম্বন্ধে লিবনিট্জ্ স্বীয়গ্রন্থে কিছু কিছু আভাস দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পর প্রায় এক শতাব্দকাল

লিবনিট্জ্

কেহ এ বিষয়ে আর কোনই আলোচনা করেন নাই। পরে ক্রামার নামক জনৈক পণ্ডিত ইহার পরিচয় পাইয়া স্বকৃত Analyse des lignes courbes algebriques নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে জেনিভানগরে প্রকাশিত হইয়াছিল। গুণের নিয়মানুসারে গুণফল যোগচিহ্নবিশিষ্ট কিম্বা বিয়োগচিহ্নবিশিষ্ট হইবে, এই গ্রন্থে ক্রামার তাহার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিগত শতাব্দে বিজোট্, লাপ্লেস্, লাগ্রেঞ্জ্ এবং ভাণ্ডারমণ্ডে প্রভৃতি অনেকে ক্রামারের পন্থা অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

গৌস্

১৮০১ খৃষ্টাব্দে গৌসপ্রণীত Disquisitiones Arithmeticæ প্রকাশিত হয়। এফ্. পুলে-ডেলিস্লে নামক

জনৈক ব্যক্তি ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ ফরাসীভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ের দুইটী ডেটার্‌মিনাণ্ট্ বা নির্দ্ধারণের গুণফল ও ডেটার্‌মিনাণ্ট্ বা নির্দ্ধারণশ্রেণীভুক্ত—গোস এই উৎকৃষ্ট উপপত্তিটী আবিষ্কার করেন। ইহার পর বিনেট্, কোচি ও অন্যান্য বীজগণিতজ্ঞগণের মধ্যে উক্ত তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং তাঁহারা ঐ গুণফলকে জ্যামিতির সম্পাদ্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পান। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে

জাকোবি

জাকোবি ক্রেল্‌স জারনালে এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রায় বিশবৎসর ধরিয়া বিশেষ আলোচনার সহিত প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে জাকোবি আরও অনেক নূতন তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি আলোচ্য বিষয়টী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে কৃতকার্য্য হইয়া গণিতবিদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। জাকোবির দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অন্যান্য বহুসংখ্যক গণিতবিদ্‌ও কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন।

সিল্‌ভেষ্টার ও কেলি

ইহাদের মধ্যে সিল্‌ভেষ্টার ও কেলি নামক দুইজন বৃটনবাসীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই গণিতবিদ্ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী দ্বারা ট্রান্সাক্‌সন্ অব্ দি রয়েল্ সোসাইটী, ক্রেলস জার্‌ণাল্, দি ক্যামব্রিজ্ এণ্ড ডব্লিন্ ম্যাথেম্যাটিকাল্ জার্‌নাল্, কোয়ারটারলী জার্‌নাল্ অব্ ম্যাথেম্যাটিক্স্ প্রভৃতি গণিতবিষয়ক পত্রিকার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে স্ব স্ব নামও গণিতবিদ্‌সমাজে চিরস্মরণীয় রাখিয়া গিয়াছেন। বেল্টজার্ প্রণীত Theorie und Anwendung der Determinenten এবং সল্‌মনকৃত Higher Algebra নামক বীজগণিত গ্রন্থে এ বিষয়টী সুন্দর ও সরলভাবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ সম্বন্ধে স্পটিশ্‌উড্ ১৮৫১ খৃঃ অঃ, ব্রিওস্কি ১৮৫৪ খৃঃ অঃ, টড্‌হান্টার ১৮৬১ খৃঃ অঃ এবং ডজ্‌সন্ ১৮৬৭ খৃঃ অঃ কয়েকখানি মূলগ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতীয় বীজগণিত।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যশিক্ষিত ব্যক্তির অনেকে বীজগণিতের ইতিহাসের একান্তেই বিশেষ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। পাশ্চাত্যজগতে এই বিদ্যার বিশেষভাবে পুষ্টিসাধন হইলেও, প্রকৃতপক্ষে এই শাস্ত্র যে বহু প্রাচীনকালে ভারতে প্রচলিত ছিল এবং ভারতবাসী আর্য্য ঋষি ও পণ্ডিতগণ যে ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বীজগণিতের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মিঃ রুবেন্ বারো কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের নিদর্শন য়ুরোপবাসীর নিকট উপস্থিত করেন, তজ্জন্য য়ুরোপবাসিমাত্রেই কৃতজ্ঞতাসহকারে তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন। তিনি প্রাচ্যদেশ হইতে কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন। ইহার অনেকগুলিই পারস্যভাষায় লিখিত। ইনি ইহার কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া মূলসহ হস্তলেখগুলি তাঁহার বন্ধু রয়েল্ মিলিটারী কলেজের অধ্যাপক মিঃ ডাল্‌বীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। ডাল্‌বী অনুমান ১৮০০ খৃঃ অঃ এইগুলি গণিতোৎসাহী ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত বীজগণিতগ্রন্থের পারস্য অনুবাদ হইতে মিঃ এড্‌ওয়ার্ড্ ষ্ট্রাচী "বীজগণিত" নামে য়ুরোপে তাহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জন্ টেলর্ মূল সংস্কৃতভাষা হইতে "লীলাবতী"র অনুবাদ করিয়া বোম্বাই-নগরে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উক্ত "লীলাবতী" গ্রন্থখানি গণিত ও জ্যামিতিবিষয়ক। উপরোক্ত লীলাবতী ও বীজগণিত নামক উভয় গ্রন্থেরই মূল গ্রন্থকার ভারতের সুপরিচিত গণিতবিদ্ ভাস্করাচার্য্য। ১৮১৭ খৃঃ অঃ মহামতি হেন্‌রী টমাস্ কোল্‌ব্রুক্ "Algebra, Arithmetic, and Mensuration, from the Sanskrit of Brahmagupta and Bhascara" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত কবিতায় লিখিত ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত ও লীলাবতী এবং ব্রহ্মগুপ্তের গণিতাধ্যায় ও কুট্টকাধ্যায় অনূদিত হইয়া বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত প্রথম দুইখানি গ্রন্থ ভাস্করবিরচিত সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক জ্যোতিশাস্ত্রের প্রথমাংশ ও অবশিষ্টার্দ্ধ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতির্বিষয়ক অন্য একখানি গ্রন্থের দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত।

ভাস্করের নিজের লেখা হইতে ও অন্যান্য প্রমাণে জানা যায় যে প্রায় ১০৭২ শকে বা ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ভাস্কর তাঁহার বীজগণিতের শেষে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্ম, শ্রীধর ও পদ্মনাভ বিরচিত বিস্তৃত বীজগণিত হইতে বীজগ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্তভাবে সঙ্কলন করিয়াছেন। সূর্য্যদাস ও রঙ্গনাথ প্রভৃতি সিদ্ধান্তশিরোমণির ভাষ্যকারগণ আর্য্যভট্ট ও চতুর্ব্বেদ পৃথূদক স্বামী প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণকেও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শকে ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত রচনা করেন।

নানারূপ প্রমাণাদি উল্লেখ করিয়া মিঃ কোল্‌ব্রুক্ দেখাইয়াছেন যে আরবগণের মধ্যে গণিতবিদ্যা প্রচলনের বহুপূর্ব্বে ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আরব-

গণের বহুপূর্ব্বে হিন্দুগণ বীজগণিতের তত্ত্ব অবগত ছিলেন, এ কথা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মগুপ্তের রচিত গ্রন্থই যে বীজগণিত সম্বন্ধে হিন্দুদের আদিগ্রন্থ, এ কথা বলা যায় না। বিখ্যাত জ্যোতিষী ও গণিতবিদ্ এবং ভাস্করের প্রধান ভাষ্যকার গণেশ আর্য্যভট্টের গ্রন্থ হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত পূর্ব্বে 'বীজ' নামে অভিব্যক্ত হইত। তাঁহার গ্রন্থে প্রথম-পর্য্যায়ের অনির্দ্দিষ্ট সম্পাদ্য-সমাধানোপযোগী কুট্টক (a problem subservient to the general method of resolution of indeterminate problems of the first degree) নামক অতি প্রাচীন প্রণালীরও উল্লেখ আছে। এই কুট্টক প্রণালীটী আর্য্য হিন্দুদিগের আবিষ্কৃত অতি প্রাচীন প্রণালী।

পৃথূদক নামক ভাস্করের অন্য এক ভাষ্যকারও আর্য্যভট্টকে পুরাকালীয় বীজগণিত-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুগণ বর্গপূরণের নিয়মানুসারে বর্গীয় সমীকরণ (Quadratic equations) সমাধান করিতে পারিতেন। মিঃ কোলব্রুক বলেন, আর্য্যভট্টের গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ের বর্গীয়সমীকরণও অনির্দ্দিষ্টবিভাগের প্রথম, এমন কি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমীকরণের নিয়ম থাকা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়।

আর্য্যভট্ট কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। মিঃ কোলব্রুক্ অনুমান করেন যে, যতদূর জানা যায় তাহাতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে হিন্দুগণের এই আদি বীজগণিতবিদ্ বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কোলব্রুকের মতে আর্য্যভট্ট গ্রীকগণিতবিদ্ দেওফান্তাসের সমসাময়িক ব্যক্তি। দেওফান্তাস সম্রাট্ জুলিয়ানের রাজত্বকালে প্রায় ৩৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [আর্য্যভট্ট দেখ।]

ভারতীয় বীজগণিতবিদ্ আর্য্যভট্ট ও গ্রীসের দেওফান্তাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া মিঃ কোলব্রুক্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমগ্র বীজগণিতশাস্ত্রের উৎকর্ষবিষয়ে আর্য্যভট্ট গ্রীকপণ্ডিত দেওফান্তাস অপেক্ষা অনেক উচ্চে আসন পাইবার যোগ্য। তিনি আরও বলেন, হিন্দুগণ algorithmএর শ্রেষ্ঠ ও সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়া গ্রীকগণের উপরেও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নিম্নোক্ত নিয়মগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বীজগণিতবিষয়ে হিন্দুগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে :—

(১ম) একাধিক অজ্ঞাতরাশিবিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান।

(২য়) উক্ত পর্য্যায়ের সমীকরণের সমাধান। এ বিষয়ে হিন্দুবীজগণিতজ্ঞগণ সম্পূর্ণ নিয়ম প্রতিপাদনে কৃতকার্য্য না হইলেও, তাঁহারা যে এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালে প্রচলিত দ্বিবর্গীয় সমীকরণের (biquadratics) সমাধান সম্বন্ধে আর্য্য-হিন্দুগণ পাশ্চাত্যজগদ্বাসী প্রাচীন বীজগণিতবিদ্গণের বহু-পূর্ব্বে জগতে সেই তত্ত্বের আভাস জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন।

(৩য়) প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অনির্দ্দিষ্ট সম্পাদ্য (Indeterminate problems of the first and second degrees) সমাধান। এ বিষয়ে হিন্দুগণ দেওফান্তাস অপেক্ষা অনেক বেশী আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে বীজ-গণিতে প্রচলিত তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা তাঁহারা পরি-স্ফুটভাবে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা পান।

(৪র্থ) জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যামিতিসম্বন্ধীয় বিষয়াদিতে বীজগণিতের নিয়ম প্রয়োগ।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্বিষয়ে বীজগণিতের যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, হিন্দুবীজগণিতজ্ঞগণ অতি প্রাচীনকালেও ঐ সকল তত্ত্বের মূল উদ্ঘাটন করিয়া যান।

আরবগণ সবিশেষ বিচক্ষণতার সহিত বিজ্ঞানালোচনায় খ্যাতিলাভ করিলেও বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের দ্বারা বীজগণিত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। যে অবস্থায় ও যে সময়ে এই শাস্ত্র য়ুরোপে আনীত হয়, সেই সময় হইতে বীজগণিতের পূর্ণ পরিপুষ্টি হইতে কএক শতাব্দ অতিবাহিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্যজগতে বীজগণিতের প্রবেশ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণপুষ্টির কথা ছাড়িয়া দিয়া, বীজগণিতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা সহজেই অনুধাবন করিতে পারি যে, আর্য্যভট্টের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ভারতে এই বিদ্যা কোন না কোন প্রকারে প্রচলিত ছিল। বাস্তবিক জ্যোতিষতত্ত্বের সঙ্গে এই শাস্ত্রের নৈকট্য সম্বন্ধ বিষয় আলোচনা করিলে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে বহুশতাব্দ পূর্ব্ব হইতে জ্যোতিষের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিদ্যারও উদ্ভব হইয়াছিল। Astronomie Indienne প্রণেতা বেলীর মতানুসরণ করিয়া অধ্যাপক প্লেফেয়ার স্বকৃত Memoir on the Astronomy of the Brahmins গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্র অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যমান আছে। খৃষ্টজন্মের ৩০০০ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে এই শাস্ত্রের আবিষ্কার কাল গণনা করা যায়। উক্ত কথা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া লাপ্লেস, ডিলাম্বে, প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক কথা বলিয়াছেন। অধ্যাপক লেস্লী স্বকৃত Philosophy of Arithmetic গ্রন্থে লীলাবতী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থখানি কতকগুলি অপরিস্ফুট কারবালিযুক্ত নিয়মের সমাবেশ মাত্র।

169-\/\

এডিনবরা ইউনিভার্সিটীর গণিতাধ্যাপক মিঃ ফিলিপ্ কেলাণ্ড এবং য়ুরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত লেকবীর মতানুসারে লীলাবতীকে অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিলেও আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। লীলাবতী সাধারণের দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য। উহা বীজগণিতবিষয়ক প্রকৃষ্ট গ্রন্থ না হইলেও উহাতে যে বর্ত্তমান বীজগণিতের মৌলিক গুরুত্ব এবং বীজগণিত-প্রক্রিয়ায় নিষ্পাদ্য যে বিভিন্ন প্রকার বহুতর বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান আলোচনায় সে সকল গুপ্ততত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

গণিতজ্ঞ কেলাণ্ড, অধ্যাপক প্লেফেয়ারের মতানুবর্ত্তী হইয়া হিন্দুবীজগণিতের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক প্লেফেয়ার বহুশতাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দু-গণিতের অমুৎকর্ষাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া নিম্নোক্ত ভাষায় উহার পূর্ণাঙ্গতার পরিচয় দিয়াছেন :—

"In India, everything (as well as algebra) seems equally insurmountable and truth and error are equally assured of permanence in the stations they have once occupied."

ভারতীয় জ্যোতিষ ও বীজগণিতের প্রাচীনত্ব যে অবিসম্বাদিত তাহা বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগের জ্যোতিস্তত্ব আলোচনা হইতেও তাহা সপ্রমাণ হয়।

প্রাচীন-ভারতে একসময়ে যে রাজনীতি, ব্যবহারশাস্ত্র, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ও আচারপদ্ধতি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রাচীনকাল হইতে সেই সকল বিষয় আলোচনা ও রাজশক্তির সাহায্যাভাবে আজ পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। যে শক্তিবলে ভারত একসময়ে এই সকল বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহার গতিতে কোন দুর্নিবার্য্য বাধা উপস্থিত হওয়াতেই ভারতের উন্নতির অন্তরায় ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই ; অথবা স্বীকার করিতে হইবে যে সকল বিচক্ষণ অমানুষিক ধীশক্তিসম্পন্ন আর্য্যঋষিগণ ভারতে অপূর্ব্ব বিদ্যার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, অতঃপর সেরূপ লোক আর এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাই ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা।

অঙ্কপাত ও প্রথম উপপত্তি

(১) পাটীগণিতে দশটী সংখ্যা আছে। বিশেষ নিয়মানুসারে এই সংখ্যাগুলির নানারূপ সংযোগে যে কোন অঙ্কের রাশি বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু গণিতবিষয়ক দুরূহ তত্ত্বনির্ণয়ে অনেক সময়েই এই অঙ্কগুলিদ্বারা কার্য্য হয় না। কাজেই অঙ্করাশির সম্বন্ধনির্ণয়ের জন্য অঙ্কপাতের একটী সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করার আবশ্যক হয়। তাহা হইতেই বীজগণিতের উৎপত্তি।

বীজগণিতে যে কোন রাশিকেই সাঙ্কেতিক সংজ্ঞাদ্বারা সহজে বুঝান যাইতে পারে। সাধারণতঃ বর্ণমালাদ্বারাই উক্ত রাশিকে বুঝান হইয়া থাকে। পাটীগণিতবিষয়ক সম্পাদ্যের সমাধান জন্য কতকগুলি রাশি (magnitudes) নির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহাই নির্দ্ধারণের জন্য অন্য কতকগুলি অজ্ঞাতসংখ্যা বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ণমালার আদিঅক্ষর ক খ, গ ইত্যাদি জ্ঞাত সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয় এবং শেষ অক্ষরমালা ল, ষ, হ ইত্যাদি দ্বারা অজ্ঞাত অনুসন্ধানীয় রাশি লিখিত হইয়া থাকে।

(২) গণিতে + (যোগ) চিহ্ন ব্যবহৃত হইলে বুঝিতে হইবে যে, যে রাশির পূর্ব্বে এই চিহ্নটী বসিয়া থাকে, তাহার চিহ্নের সংজ্ঞা সহিত অন্য কোন রাশি যোগ করিতে হইবে। যথা, ক+খ, ইহা দ্বারা ক ও খ এর একত্র সমষ্টি বুঝা যাইতেছে। ৩+৫, ইহা দ্বারা ৩ ও ৫ এর সমষ্টি অর্থাৎ ৮ বুঝান হইতেছে।

— (বিয়োগ) চিহ্ন ব্যবহৃত হইলে বুঝিতে হইবে যে, যে রাশির পূর্ব্বে এই চিহ্নটী বসিয়াছে, তাহা অন্য কোন রাশি হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। যথা, ক - খ লিখিলে বুঝিতে হইবে ক হইতে খ'কে বাদ দিতে হইবে। ৬ — ২ লিখিলে বুঝিতে হইবে ৬ হইতে ২ বিয়োগ করিতে হইবে, অর্থাৎ অবশিষ্ট ৪ রাখিতে হইবে।

যে সকল রাশির পূর্ব্বে + চিহ্ন দেওয়া থাকে, তাহাদিগকে ভাবাত্মক (positive) ও যে সকল রাশির পূর্ব্বে — চিহ্ন দেওয়া হয় তাহাদিগকে অভাবাত্মক (negative) রাশি বলা হইয়া থাকে।

কোন রাশির পূর্ব্বে কোন চিহ্ন দৃষ্ট না হইলে তাহাকে + চিহ্ন সমন্বিত কিংবা ভাবাত্মক বলিয়া ধরিতে হইবে।

যে সকল রাশির পূর্ব্বে হয় + কিংবা — চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে সমচিহ্নবিশিষ্ট রাশি বলা হইয়া থাকে। যেমন +ক ও +খ এই দুইটী সংখ্যা সমচিহ্নবিশিষ্ট। পক্ষান্তরে +ক ও —গ এই দুইটী সংখ্যা অসমচিহ্নসম্বলিত।

(৩) যে রাশিতে শুধু একটীমাত্র সংখ্যা থাকে তাহাকে অবিমিশ্র রাশি বলে। পক্ষান্তরে কোন রাশি যোগ বা বিয়োগ চিহ্নবিশিষ্ট অনেক সংখ্যায় সমষ্টিভূত হইলে তাহাকে মিশ্ররাশি (compound বলা যায়। +ক ও -গ ইহারা অবিমিশ্ররাশি, কিন্তু খ+গ, কিংবা ক+খ—গ, মিশ্ররাশি।

(৪ সংখ্যায় পূরণ করিয়া গুণফল রাশির ক . . .

সাধারণতঃ এই সংখ্যাগুলিকে পাশাপাশিভাবে একত্র করিয়া রাখা হয়। কিংবা × চিহ্ন ব্যবধান রাখিয়া উহাদিগকে সংযুক্ত করা হয়, কিংবা ইহাদের প্রত্যেক দুই সংখ্যার মধ্যে · চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে যথা, কখ, বা ক×খ, বা ক·খ ইহাদের প্রত্যেকটাই ক ও খএর গুণসমষ্টি বুঝায়। আবার কখগ, বা ক×খ×গ, বা ক·খ·গ ইহা দ্বারাও ক, খ ও গএর গুণসমষ্টি বুঝান হইল। যদি গুণনীয় রাশিগুলি মিশ্রপর্য্যায়ের হয়, তবে সেই সকল রাশির উপর একটী রেখা (—) ও মধ্যে × চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ রাশির উপরস্থ রেখাটীকে Vinculum বলা হয়। যেমন $ক \times \overline{গ+ঘ} \times \overline{ঙ-চ}$, এই অঙ্কটী দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ক একাকী একটী রাশি। গ+ঘএর সমষ্টি দ্বিতীয় রাশি এবং ঙ−চএর বিয়োগ ফলে যে রাশি বাহির হয়, তাহা তৃতীয় রাশি। এই তিনটী রাশি পরস্পর গুণ করিতে হইবে। ঊর্দ্ধরেখাদ্বারা চিহ্নিত না করিয়া ঐ সকল রাশিকে বন্ধনীর মধ্যেও রাখা যাইতে পারে; যেমন, ক(গ+ঘ) (ঙ−) কিংবা ক×(গ+ঘ)×(ঙ−চ)।

বীজগণিতে প্রযুক্ত এরূপ বর্ণমালার পূর্ব্বে কোন সংখ্যা ব্যবহৃত হইলে, ঐ সংখ্যাকে অঙ্কঘটিত প্রকৃতি বলা হয়। অঙ্কটী কত বার নেওয়া হইবে, এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝান হইয়া থাকে। যথা, ৩ক এই রাশিদ্বারা বুঝান যাইতেছে যে 'ক'কে ৩ বার লইতে হইবে। যেখানে বর্ণমালার পূর্ব্বে এরূপ কোন সংখ্যার ব্যবহার হয় না, সেখানে প্রকৃতি একক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(৫) একটী রাশিকে অন্য একটী রাশিদ্বারা বিভাগ করিলে যে ভাগফল বাহির হয়, একটী রেখার উপরে বিভাজ্যরাশিটী রাখিয়া তন্নিম্নে ভাজকটী স্থাপন করিয়া তাহা সাধারণতঃ বুঝান হইয়া থাকে। যেমন, $\frac{১২}{৩}$ এই রাশিটী দ্বারা ইহাই বুঝান যায় বিভাজ্য ১২ কে ভাজক ৩ দ্বারা বিভাগ করিলেই বিভাগফল (৪) বাহির হইবে, অথবা $\frac{খ}{ক}$ এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বিভাজ্য 'খ'কে ভাজক 'ক' দ্বারা বিভাগ করিলেই ভাগফল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(৬) কোন দুই সংখ্যার তুল্যতা বুঝাইতে হইলে তাহাদের মধ্যে = (সমান চিহ্ন) দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন, ক+খ=গ−ঘ ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে ক ও খএর সমষ্টি গ ও ঘএর বিয়োগফলের সমান।

(৭) অবিমিশ্ররাশি ও মিশ্ররাশির সংখ্যাগুলি একই বর্ণমালা বা বর্ণমালার সমষ্টিবদ্ধ হইলে তাহাদিগকে সমশ্রেণীভুক্ত রাশি বলা হইয়া থাকে। যেমন, +কখ ও −৫ কখ এই দুইটী রাশি সমপর্য্যায়ের। কিন্তু +কখ ও +কখখ, ইহারা সমপর্য্যায়ের নহে।

গণিতে অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্ত্তে অক্ষর-চিহ্নাদিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, > এই চিহ্ন অধিক সংখ্যাজ্ঞাপক, < ইহা দ্বারা ন্যূন সংখ্যা বুঝা যায় এবং ∴ এই চিহ্নদ্বারা "সুতরাং" সূচক অর্থজ্ঞাপ্তি হইতেছে।

(৮) বীজবিজ্ঞানে রাশিগুলি গণিতের সীমা অতিক্রম করিলেও তাহাতে নিবদ্ধ বর্ণমালাসংখ্যার মূলরাশির শক্তি সীমাবদ্ধ থাকে না। রাশিসংজ্ঞা যেভাবে প্রথমে অভিব্যক্ত হয় ক্রমে তাহা বিশিষ্টসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন +ক যদি কখন −ক লাভাংশ বুঝায় তাহা হইলে −ক সেই পরিমাণ সমষ্টির ক্ষতির অংশ বুঝাইবে। এইরূপে যদি +ক কখন 'ক' সংজ্ঞক কিটমাপের অগ্রগতি বুঝায়, তাহা হইলে −ক উহার সংখ্যামানের পশ্চাদগতি বুঝাইবে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে + ও − চিহ্নদ্বয় পরস্পরের বিপরীতক্রিয়ার সমষ্টিচিহ্ন এইরূপ অনুশীলনের পক্ষপাতী হইয়া আমরা × ও ÷ চিহ্নদ্বয়কে রাশিকরণসংজ্ঞার পরস্পরের বিপর্য্যায়বোধক বলিয়া গণনা করিতে পারি। বীজগণিতে রাশির ক্রিয়াসমাধান জন্য উক্ত চারিটী চিহ্নের যে কার্য্য তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তে সুস্পষ্টরূপে দেখান যাইতেছে। যেমন +ক−ক=+০ বা −০, যেখানে +০ থাকে তথায় উহা ০ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং −০ স্থলে ০ দ্বারা লঘূকৃত বুঝা যাইবে। এইরূপে ×ক−ক ... বা ÷১; ×১ বলিলে ১ দ্বারা গুণিত এবং ÷১ বলিলে ১ দ্বারা বিভক্ত বলিতে হইবে।

(৯) সংখ্যা গণিতে যে প্রণালী অনুসারে চিহ্নগুলি রাশি-সংযোগ করে, বীজগণিতে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। তবে সাধারণের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ৩টী নিয়ম বিবৃত করা যাইতেছে:—

১ম। + বা − চিহ্ন দ্বারা রাশিগুলি পরস্পরের সম্বন্ধ ও ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেও কখনই সংযুক্ত রাশিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হয় না।

২য়। যে কোন সংখ্যা হইতে যে কোন সংখ্যাকে যোগ বা বিয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাকে Distributive law বলে।

৩য়। গুণন বা ভাগহারও ঐরূপে রাশিদ্বয়ের মধ্যে সমাহিত হয়। ইহাকে "Commutative law" বলা যায়।

সর্ব্ববিষয়ে বীজগণিতের প্রয়োগ সহজ সাধ্য হইবে ভাবিয়া উপরি উক্ত সাধারণ নিয়মগুলি বীজগণিতে সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়মের নিবদ্ধ না থাকায় উহা চতুষ্কের বিজ্ঞানে (Science of quaternions) পরিণত হইয়াছে। এইরূপ সীমাধীন বীজবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে "কখ" কখনই "খক" বা এক বস্তু হইতে পারে না।

বীজগর্ভ (পুং) বীজানি গর্ভে অভ্যন্তরে যস্য। পটোল।

বীজগুপ্ত (স্ত্রী) বীজানাং গুপ্তির্যত্র। শিম্বী। (রাজনি°)

বীজদ্রুম (পুং) অসনবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল। (রাজনি°)

বীজধান্য (স্ত্রী) বীজপ্রধানং ধান্যং। ১ ধান্যক, চলিত ধনে। (রাজনি°) ২ বীজের জন্য যে ধান্য রক্ষিত হয় তাহাকে বীজধান কহে। সুপক্ক ধান্য বীজের জন্য রাখিতে হয়।

বীজন (ক্লী) বীজ্যতেঽনেনেতি বি-ঈজ করণে ল্যুট্। ব্যজন, বাতাস করা।

"মলয়জরসপসার্দ্র্য ঘনং বীজনবিস্রং বিধায় বাহত্যাং।"

(আর্য্যাসপ্ত° ৪৫০)

২ সঞ্চালন। ৩ ব্যজনসাধন, চলিত পাখা, চামরাদি। ৪ সঞ্চালনবস্তু। (পুং) ৫ চক্রবাক, চকোরপাখী। ৬ জীবঞ্জীব-পক্ষী। (সারস্বত) ৭ শীতলোত্র। (বৈদ্যকনি°)

বীজপাদপ (পুং) অসনবৃক্ষ, পিয়াশাল। (বৈদ্যকনি°) ২ ভল্লাতক বৃক্ষ। (রাজ নি°)

বীজপুরুষ (পুং) আদিপুরুষ, বংশের প্রধানপুরুষ, যাহা হইতে বংশের প্রথম গণনা করা হয়, তাহাকে বীজপুরুষ কহে।

বীজপুষ্প (পুং ক্লী) বীজপ্রধানং পুষ্পং যস্য। মরুবকবৃক্ষ। ২ মদনবৃক্ষ। (মেদিনী) ৩ মালবৃক্ষ, জনারগাছ। (রাজনি°) স্বার্থে কন্। বীজপুষ্পক।

বীজপূর (পুং) বীজানাং পূরঃ সমূহো যত্র। ফলপূর চলিত টাবালেবু। (citrus medica) হিন্দী—বিজৌরা। পর্য্যায়—বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, সুকেশর, বীজক, কেশরাম্ল, মাতুলুঙ্গ, সুপূরক, রুচক, বীজফলক, জন্তুম, দন্তুরচ্ছদ, পূরক, রোচনফল। ইহার ফলগুণ—অম্ল, কটু, উষ্ণ, শ্বাসকাস ও বায়ুনাশক, কণ্ঠশোধনকর, লঘু, হৃদ্য, দীপন, রুচিকারক, পাবন, আধ্মান, শূল ক্রোগ, প্লীহা ও উদাবর্ত্তনাশক। বিবন্ধ, হিক্কা, শূল ও ছর্দ্দিরোগে ইহা প্রশস্ত। (রাজনি°) ২ মধুকর্কটী।

"বীজপূরাঽপরঃ প্রোক্তো মধুরা মধুকর্কটী।
মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ।
রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাসকাসহিক্কাভ্রমাপহা ॥" (ভাবপ্র°)

অপরপ্রকার বীজপূরের নাম মধুকর্কটী. ইহা স্বাদু, রুচিকর, শীতল, গুরু, রক্তপিত্ত ক্ষয়, শ্বাসকাস হিক্কা ও ভ্রমনাশক।

বীজপূরবন, মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৬)

বীজপূরাদ্যঘৃত (ক্লী) শূলরোগের ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী :—ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ বীজপূর অর্থাৎ টাবালেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর, বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের ৫ পল, মিলিত যব ২ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কাথার্থ যব ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ধনে, হরীতকী, ত্রিকটু, হিঙ্গু, শঠল, বিট, সৈন্ধব, যবক্ষার, বেতধুমো, অম্লবেতস, কুড়, দাড়িম, বৃক্ষাম্ল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেকে ২ তোলা। দধির মাত ৮ সের। মৃদু অগ্নিতে যথাবিধানে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত অগ্নির বল অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ত্রিদোষজশূল, বাতশূল, বক্ষঃশূল প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধি°)

বীজপূর্ণ (পুং) বীজপূর। ছোলঙ্গ। (রত্নমালা) মধুবীজপূর, শরবতীলেবু। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ বীজদ্বারা পূর্ণ।

বীজপেশিকা (স্ত্রী) বীজস্য শুক্রস্য পেশিকেব। অণ্ডকোষ।

বীজফলক (পুং) বীজপ্রধানং ফলং যস্য কন্। বীজপূর।

বীজমার্গী, বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিশেষ। পশ্চিমভারতের স্থানে স্থানে ইহাদের বাস আছে। ইহারা আপনাদিগকে নিগুণ উপাসক বলিয়া পরিচিত করে। কখন কোন দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করে না এবং আপনাদের ভজনালয়ে দেবপ্রতিমাদি প্রতিষ্ঠিত রাখে না। ইহারা শ্রীপ্রভৃতি চারি প্রধান বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্ত-র্ভুক্ত নহে, নানক, দাদু, কবীর প্রভৃতি যে সকল পন্থী আছে ইহারা সেইরূপ পরিবারের বলিয়া পরিগণিত। রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে। একত্র উপবেশন করা দূরে থাকুক, কখনও ইহাদের অঙ্গ স্পর্শ করে না। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করিয়া ফেলে তাহা হইলে, তাহারা মনে মনে আপনাদিগকে অশুচি ও পাপগ্রস্ত বিবেচনা করে। তাহাদের মতে যে স্থানে ইহারা আসিয়া উপস্থিত হয় সে স্থানও অপবিত্র।

ইহারা শুক্রকেই পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, কেন না শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। শুক্রের নাম বীজ এই নিমিত্ত ইহাদের নাম বীজমার্গী। ইহাদের ভজন সভার নাম সমাজ ও ভজনালয়ের নাম সমাজ গৃহ। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে ঐস্থানে ইহারা ভজনা করিয়া থাকে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিরচিত ভজন সমুদায় গান করাই ইহাদের ভজনার প্রধান অঙ্গ।

শৈব শাক্তাদির ন্যায় ইহাদেরও একরূপ চক্র হয় ও তাহাতে অতীব গুহ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে ঐ চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন বীজমার্গীর নিজ বাটীর স্ত্রীলোক বিশেষকে কোন সাধুর অর্থাৎ উদাসীন-বিশেষের সহিত সঙ্গম করাইয়া তাহা হইতে শুক্র নির্গত করিয়া লয়*। সেই বীজ একটি শিশিতে পুরিয়া রাখে ও চক্রের দিবস ঐ শুক্র

* ইহাদের গৃহে কোন সাধুর সমাগম হইলে, আপনার স্ত্রী অথবা কন্যাকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করে, তাহারই সহিত সঙ্গম করাইয়া তাঁহার বীজ অর্থাৎ শুক্র গ্রহণ করে ও সেই শুক্র একটি শিশিতে পুরিয়া রাখে।

সমাজ-গৃহে আনয়নপূর্ব্বক একটি বেদির উপর পুষ্প-শয্যার মধ্যস্থলে একটি পাত্রে স্থাপন করে।* তদনন্তর তাহাতে দুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও দধি মিশ্রিত করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুতপূর্ব্বক পুষ্প ও মিষ্টান্ন দিয়া ভোগ দেয়। ভোগ দিবার পর সমাজস্থ সকলকে তাহা পরিবেশন করা হয়। ইহারা চক্র-স্থলে জাতি-বিচার পালন করে না; সকলের অন্ন সকলেই ভক্ষণ করে।

গির্ণার অঞ্চলে কাঠিবাড় দেশে ইহাদের বসতি আছে। ইহারা আপনাদিগের মত-প্রণালীকে বিসামারগ বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মহন্ত গৃহস্থ। শুনিতে পাই, পরমার্থ-সাধনার উদ্দেশে এক বীজমার্গী অন্য বীজমার্গীর ভার্য্যার সহিত সহবাস করে। কাহার বিবাহ হইলে, তাহার ভার্য্যাকে মহন্তের সহিত তিন দিবস একত্র অবস্থিতি করিতে হয়। মহন্ত সেই স্ত্রীলোককে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার সহিত সম্ভোগ করেন।

ইহারা এইরূপ ব্যভিচারী বলিয়া সর্ব্বাংশে যথেচ্ছাচারী নয়। শুদ্ধাচারাভিমানী অন্যান্য বৈষ্ণবের ন্যায় গল-দেশে তুলসী-মালা ধারণ করে এবং মদ্য মাংসাদি ব্যবহারেও বিরত থাকে। ইহারা আপনাদিগকে নির্গুণ-উপাসক বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ রাম ও কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত গানও করিয়া থাকে। কিন্তু রাম কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করে না; পরব্রহ্মের নামই রাম ও কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া থাকে। ইহারা দেহকে কোশল্যা, দশ ইন্দ্রিয়কে দশরথ, কুমতি বা দেষকে কৈকেয়ী, উদরকে ভরত ও সত্ত্বগুণকে শত্রুঘ্ন বলে। দেহের অভ্যন্তর-স্থিত বামরসনামক পদার্থ বিশেষ রাম এবং নাহা নামক স্থান-বিশেষকে লক্ষ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করে।

এই সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত অন্যান্য প্রক্রিয়াদি পল্টুদাসী সৎনামী প্রভৃতির ন্যায়। [পল্টুদাসী দেখ।]

বীজমাতৃকা (স্ত্রী) বীজানাং বীজমন্ত্রাণাং মাতেব কন্-টাপ্। জপমালাধারস্তানস্থানং। পদ্মবীজ। (হারাবলী)

বীজরত্ন (পুং) বীজং রত্নমিব যস্য। মাষকলায়। (হেম)

বীজরুহ্ (পুং) বীজাৎ রোহতীতি রুহ ইগুপধাৎ-ক। শালিধান্যাদি। (হেম)

বীজরেচন (ক্লী) বীজং রেচনং রেচকং যস্য। জয়পাল বীজরেচক। (রাজনি°)

বীজবপন (ক্লী) বীজানাং বপনং। ক্ষেত্রে বীজক্ষেপণ, জমীতে বীজ ফেলা।

শাস্ত্রে বীজবপনের নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে,—

পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, ভরণী, চিত্রা, আর্দ্রা ও অশ্লেষা ভিন্ন নক্ষত্রে; চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও অমাবস্যা ভিন্ন তিথিতে, মিথুন, কন্যা, ধনুঃ, মীন, বৃশ্চিক ও বৃষলগ্নে, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে শুভযোগ ও শুভকরণে গৃহী নিজের চন্দ্রশুদ্ধি অবস্থায় পবিত্র দেহে হৃষ্টচিত্তে উৎসাহের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বারিপূর্ণ কলস ও স্বর্ণ জল নিষিক্ত বীজের মুষ্টিত্রয় গ্রহণানন্তর চিত্তে ইন্দ্রদেবকে চিন্তা করিয়া ঐ বীজ প্রাজাপত্যতীর্থ দিয়া† ক্রমে ক্রমে ভূমিতে নিক্ষেপ ও নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে এবং বীজ বপনানন্তর সেই দিন বন্ধুবান্ধবের সহিত তথায় আহারাদি করিতে হইবে। মন্ত্র যথা,—

"ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিং মেধা শুভে কুরু॥
রোহন্তু সর্ব্বশস্যানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু।
কর্ষকাস্তু ভবন্তগ্র্যা ধান্যেন চ ধনেন চ স্বাহা॥" (দীপিকা)

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে—ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে বীজ বপন করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, জ্যৈষ্ঠমাসে যে সময় সূর্য্য রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান করেন তখন মধ্যম, তদ্ভিন্ন অন্য মাসে অধম, পরন্তু শ্রাবণ মাসে বীজবপন করিলে অশুভই হইয়া থাকে। নক্ষত্রের মধ্যে পূর্ব্বভাদ্রপদ, মূলা, রোহিণী, উত্তর-ফল্গুনী, বিশাখা ও শতভিষা এই কয়েকটী নক্ষত্রই ধান্যরোপণে প্রশস্ত।

স্থানভেদে বীজবপনাদির নিষেধ—হরিদ্রা ও নীলের বীজ বাটীতে রোপণ করিলে গৃহীর ধন-পুত্র বিচ্যুত হইতে হয়। কিন্তু উহারা যদি স্বয়ং উৎপন্ন হয়, তবে তাহাদের পরিপালনে কোনরূপ দোষ ঘটে না। যদি মোহ বশতঃ সর্ষপের বীজ গৃহে বা উপবনে রোপণ করা যায়, তাহা হইলে লোকের শত্রু হইতে পরাভব এবং যাবতীয় সাধ্য ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে। হরিদ্রা, নীল, পলাশ, তেঁতুল, শ্বেতাপরাজিতা ও রক্তকাঞ্চন, ইহাদের বীজ কোন স্থানেই রোপণ করিতে নাই, করিলে নিতান্ত অমঙ্গল ঘটে।

ধান্যাদির বীজবপনের ন্যায় বৃক্ষাদির বীজরোপণকালেও পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া বারিপূর্ণ কলস ও স্বর্ণ জলসংযুক্ত বীজ গ্রহণ করিয়া স্নাত ও শুচি হইয়া "বসুন্ধেতি সুনীতেতি পুণ্যদেতি ধরেতি চ। নমস্তে শুভগে নিত্যং দ্রুমোঽয়ং বর্দ্ধতামিতি।" এ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উহা রোপণ করিতে হয়।

* আরও শুনিয়াছি, ইহারা মহন্তের নিকট আপন স্ত্রীকে প্রেরণপূর্ব্বক উভয়ের পরস্পর সহবাস দ্বারা বীজ বাহির করাইয়া লয় এবং সেই বীজ ও পূর্ব্বোক্ত পাত্রস্থ বীজ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার পূজা করে।

† কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নভাগের নাম প্রাজাপত্যতীর্থ।

"সদ্যোপ্তা রজনীং নীলীং পুষ্যবিষ্টিবিযুজ্যতে।
যদ্বা জাতে পুনস্তে যে পালয়ন্ নৈব দুব্যতি ॥
আরামে গৃহমধ্যে বা মোহাৎ সর্ষপমাবপন্।
পরাভবং রিপোর্যাতি সদ্যঃ ধনক্ষয়ম্ ॥
নিশা নীলী পলাশক চিঞ্চা শ্বেতাপরাজিতা।
কোবিদারশ্চ সর্বত্র সর্বং নিয়ন্তি মঙ্গলং ॥"

"হেমাশুসা বৃক্ষবীজং ন্যস্তো মন্ত্রেণ রোপয়েৎ। বসুধেতি সুশীতেতীত্যাদি" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজবাহন (পুং) মহাদেব। (ভা° ১৩।১৭।৩০)

বীজবৃক্ষ (পুং) বীজাদেব বৃক্ষো যস্ত বীজপ্রধানো বৃক্ষো বা। ১ অশন, পিয়াশাল। (রাজনি°) ২ ভল্লাতক, চলিত ভেলা।

বীজসঞ্চয় (পুং) বীজানাং বপনযোগ্যধান্যাদীনাং সঞ্চয়ঃ সংগ্রহঃ সম্-চি অচ্। বপনযোগ্য ধান্যাদি-বীজের সংগ্রহ, চলিত বীজ-ধানাদি রাখা।

বীজবপনের ন্যায় ধান্যাদিরও বীজসংগ্রহ শুভদিন ও ক্ষণ দেখিয়া করিতে হয়। হস্তা, চিত্রা, পুনর্বসু, স্বাতী, রেবতী, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই কয় নক্ষত্রে, মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর লগ্নে; বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, মাঘ কিম্বা ফাল্গুন মাসে সর্ব প্রকার বীজসংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

বীজসংগ্রহের নিয়ম—ধান্যাদি সুপক্ক হইলে শুভদিনক্ষণ দেখিয়া তাহাদিগকে ছেদন করিয়া সদ্যঃ সদ্যঃ মাড়াই করিতে হয় এবং রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া উপযুক্ত কালে অতি যত্নের সহিত এরূপ উচ্চ স্থানে উহাদিগকে গোলা বাঁধিয়া রাখিতে হয় যে, কোন প্রকারে যেন তাহাদের সহিত ভূমির আর্দ্রতার (Damp) সংস্রব না ঘটে। কেন না ঐ সকল বীজ যদি কোন কারণে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে এমন একটী গরম বাঁধিয়া যায় যে, সেই উত্তাপে তাহাদের অভ্যন্তরস্থ অঙ্কুরগুলি একেবারেই বিনষ্ট হয়। এসম্বন্ধে শাস্ত্রেও আভাস পাওয়া যায়,—

"দীপাগ্নিনা চ সংস্পৃষ্টং বৃষ্ট্যা চোপহতঞ্চ যৎ।
বর্জনীয়ং তথা বীজং যৎ স্যাৎ কীটসমন্বিতং ॥"

প্রদীপাগ্নি সংস্পৃষ্ট অর্থাৎ গৃহদাহাদি সময়ে বা অন্য কোন কারণে প্রজ্বলিতাগ্নির সমীপস্থ হওয়ায় দগ্ধতুল্য, বৃষ্টিতে উপহত (নষ্টীকৃত) অর্থাৎ প্রায় পচিয়া যাওয়ার মত এবং কীট-সমন্বিত (পোকা ধরা) বীজগুলি বর্জনীয়।

গর্গ বলেন যে মৃগশিরা, পুনর্বসু, মঘা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্রে, মীনলগ্নে এবং নিধন* ও পাপগ্রহ বর্জ্জিত চন্দ্রে অর্থাৎ যে দিন চন্দ্র কোনরূপ পাপগ্রহ যুক্ত বা নিধন সংজ্ঞক না হন, সেই দিনে ধান্যাদির বীজ একটী প্রকোষ্ঠে রাখিয়া তথায় নিম্নোক্ত মন্ত্রটী কোন পত্রাদিতে লিখিয়া বিন্যস্ত করিতে হইবে। মন্ত্র এই—

"ধনদায় সর্বলোকহিতায় দেহি মে ধান্যং স্বাহা।
নম উগ্রায়ৈ ঈশাদেবি সর্বলোকবিবর্দ্ধিনি-
কামরূপিণি ধান্যং দেহি স্বাহা।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

জ্যোতিস্তত্ত্বে এ সম্বন্ধে আরও উদ্ধৃত হইয়াছে যথা

"মন্ত্রং লিখিত্বা পত্রে চ মধ্যে ধান্যস্য ধারয়েৎ
পত্রঞ্চ ধান্যরাশেস্তু মূষিকাদি-নিবৃত্তয়ে ॥
ত্রিষূত্তরেষু রেবত্যাং ধনিষ্ঠাবারুণেষু চ।
এতেষু ষট্সু বিজ্ঞেয়ং ধান্যনিক্রমণং বুধৈঃ ॥
দক্ষিণদিঙ্মুখগমনং স্ত্রার্দ্ভিনবাসু নারীষু।
ব্যয়মপি শস্য ফলানাং ন বুধো বুধবাসরে কুর্য্যাৎ"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মূষিকাদির নিবৃত্তির জন্য পত্রে অর্থাৎ ভূর্জপত্র প্রভৃতিতে মন্ত্র লিখিয়া, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রে উহাকে ধান্যরাশির মধ্যে বিন্যাস করিতে হইবে। বিজ্ঞলোক বুধবারে কোনরূপ শস্যফলের ব্যয় এবং অভিনবা স্ত্রীতে ও দক্ষিণদিকে গমন করিবেন না।

বীজসূ (স্ত্রী) বীজানি সূতে ইতি সূ-ক্বিপ্। পৃথ্বী, পৃথিবী। (হেম)

বীজস্থাপন (ক্লী) বীজস্য স্থাপনং। বীজ-সংগ্রহ।

[বীজসঞ্চয় দেখ।]

বীজস্নেহ (পুং) পলাশবৃক্ষ। (রাজনি°)

বীজা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পরিরক্ষিত সিমলা-শৈলোপরিস্থ একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৪ বর্গ মাইল। অক্ষা° ৩০°৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭´ ২´ পূঃ। এখানকার ঠাকুর উপাধিধারী সর্দ্দারেরা রাজপুতবংশীয়। ঐ বংশের ঠাকুর উদয়চাঁদ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কসৌলীতে ইংরাজ সেনানিবাসের জন্য স্থানদান করায় ক্ষতি-পূরণস্বরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ১০০ৎ টাকা পাইয়া থাকেন। তাঁহার রাজস্ব ১ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ১৮০ টাকা ইংরাজরাজকে কর দিতে হয়।

এখানকার ঠাকুরেরা যে সনন্দ বলে ভূমি অধিকার করিতে-ছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা ইংরাজরাজের স্বার্থরক্ষা ও পার্ব্বতীয় পথঘাট সুরক্ষা করিতে এবং প্রজার হিতকর কার্য্যের উন্নতি ও ভূম্যাদি কর্ষণাবিষয়ে মনোযোগী থাকিতে বাধ্য আছেন।

বীজাকৃত (ত্রি) বীজেন সহ কৃতং কৃষ্টমিতি বীজ-ডাচ্। (কৃঞো দ্বিতীয়তৃতীয়শম্ববীজাৎ কৃষৌ। পা ৫।৪।৫৮) উপ্তকৃষ্ট। (অমর)

* ক্রুর অর্থাৎ শনি, মঙ্গল প্রভৃতি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট, যুক্ত অথবা আক্রান্ত এবং নিরাশ্রকাদ্যাপ্রাপ্ত কিংবা বুধগ্রহ-কর্তৃক পরাজিত গ্রহকে নিধন সংজ্ঞক বা নিধনগ্রহ কহে

"বীজেন সহ কৃতং কৃষ্টং বীজাকৃতম্ তীয়শবীজেতি ডাচ্ আলাবুপ্তং পশ্চাৎ কৃষ্টং উপ্তকৃষ্টং" ইতি ভরতঃ। যাহা দুইটী বীজের সহিত ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া পরে তথায় প্রবিষ্ট হয়।

বীজাখ্য (পুং) ১ জয়পালবৃক্ষ। (ক্লী) ২ উহার বীজ।

বীজাঙ্কুরন্যায় (পুং) ন্যায়ভেদ। অগ্রেবীজ, কি অগ্রে অঙ্কুর, কিংবা বীজ হইতে অঙ্কুর হইয়াছে, কি অঙ্কুর হইতে বীজ হইয়াছে, এইরূপ সন্দেহ স্থলে এই ন্যায় হয়। [ন্যায় শব্দ দেখ।]

বীজানয়ন, ফলিত জ্যোতিষোক্ত গ্রহভুক্তিকালনির্ণয়ের প্রক্রিয়া বিশেষ। ইহাতে প্রথমে কল্যব্দপিণ্ডকে তিন হাজার দিয়া ভাগ করিতে হয়। উহাতে যে ভাগফল লব্ধ হয় তাহা ভাগাদি বীজ নামে কথিত। উহার অপর নাম বীজাংশ। ঐ বীজাংশাদি চন্দ্রকেন্দ্রে যোগ করিতে হইবে। শনির মধ্যভুক্তিতে তিন দিয়া গুণ করিয়া এবং বুধের শীঘ্রভুক্তিতে চতুর্গুণ করিয়া উক্ত বীজাংশ যোগ করিবে। উক্ত বীজাংশ দ্বিগুণিত করিয়া বৃহস্পতির মধ্যভুক্তিতে এবং ত্রিগুণিত বীজাংশ শুক্রের শীঘ্রভুক্তিতে হীন করিলে উহাদের মধ্য ও শীঘ্র বীজগুণ বলিয়া জানা যাইবে।

বীজাপুর, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসিত একটী জনপদ। প্রাচীন নাম বিজয়পুর। [প বর্গে বিজাপুর দেখ।]

বীজাম্ল (ক্লী) বীজে অম্লাংশোঽস্য। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

বীজিন্ (পুং) বীজমস্যাস্তেতি বীজ-ইনি। পিতা। (হেম)
"অতএব দ্বৈতনির্ণয়েঽপি সাপিণ্ড্যগণনে বীজিনামুভ্যুক্তং" (উদ্বাহতত্ত্ব) (ত্রি) ২ বীজবিশিষ্ট।

বীজোদক (ক্লী) বীজমিব কঠিনমুদকং, তস্য কঠিনত্বাত্তথাত্বং। করকা, চলিত শিলা বা শিল। (ত্রিকা°)

বীজোপ্তিচক্র (ক্লী) বীজানামুপ্তয়ে শুভাশুভসূচকং চক্রং। বীজবপন জন্য শুভাশুভজ্ঞানার্থ সর্পাকার চক্র। বীজবপন করিলে শুভ হইবে, কি অশুভ হইবে, এই চক্রদ্বারা তাহা জানা যায়। এই চক্রের বিষয় জ্যোতিস্তত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে—একটী সর্প অঙ্কিত করিয়া তাহাতে নিম্নোক্তরূপে নক্ষত্রবিন্যাস করিতে হইবে,—সূর্য্য যে নক্ষত্রে থাকেন সেই নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সর্পের মুখে তিন, গলদেশে তিন, উদরে ১২টী, পুচ্ছে ৪টী এবং বাহিরে ৫টী নক্ষত্র রাখিতে হয়, অর্থাৎ সূর্য্য যদি অশ্বিনী নক্ষত্রে থাকেন, তাহা হইলে সর্পের মুখে—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, গলদেশে—রোহিণী হইতে আর্দ্রা, উদরে—পুনর্ব্বসু হইতে জ্যেষ্ঠা, পুচ্ছে—মূলা হইতে শ্রবণা এবং বাহিরে—ধনিষ্ঠা হইতে রেবতী নক্ষত্র লিখিতে হয়। দিনের শুভাশুভ দেখিতে হইলে, সেই দিনের নক্ষত্র দ্বারাই উহা স্থির করিতে হয়। সর্পের বদনে যে নক্ষত্র থাকে, সেই নক্ষত্রে বীজবপন করিলে চোলক (শস্যনাশ) গলদেশে অঙ্গার, উদরে ধান্য বৃদ্ধি, পুচ্ছে ধান্যক্ষয় এবং বাহিরে ঈতি ও রোগভয় হইয়া থাকে। অতএব উক্ত চক্রানুসারে নিষিদ্ধ নক্ষত্রে বীজবপন করিবে না *।

বীজ্য (ত্রি) বিশেষেণ ইজ্যঃ পূজ্যঃ বা বীজায় হিতঃ, (উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ। কুলোৎপন্ন, কুলোদ্ভব, কোন বংশ হইতে জাত। পর্য্যায়—কুলসংভব, বংশ্য, কৌলকেয়, কুলজ, কুলীন, কুল্য, কুলভব। (জটাধর)
২ বীজনীয়।

বীট্ (দেশজ) ইংরাজী Beat বা Bit শব্দের অর্থজ্ঞাপক।

বীট (ক্লী) ১ খণ্ড। (সিদ্ধান্তকৌ°) স্ত্রিয়াং টাপ্। বীটা= এক বিতস্তি লম্বা যবাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ। বর্ত্তমান সময়ে "গুলিডাণ্ডা" খেলায় যেরূপ গুলির ব্যবহার আছে, ইহা তাহারই অনুরূপ। বালকেরা একটী বৃহৎ দণ্ড দ্বারা যবাকৃতি ঐ ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডকে আঘাত করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া খেলা করে। গুলিডাণ্ডা খেলায় বালকেরা গুলিটাকে দণ্ডাঘাতে দূরে সন্তাড়িত করিয়া দণ্ডের মাপ নির্দ্দেশে খেলায় বাধী উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু বীটা খেলা কতকাংশে ইংরাজী hockey খেলার অনুরূপ। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বীটাকে ক্ষুদ্রাকার ধাতব গোলক বলেন। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বীটি (স্ত্রী) বিশেষেণ এটতি ছায়াদিধাতু বধ্যাদিং বেষ্টয়িত্বা প্রবর্দ্ধতে বি-ইট (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্, স চ কিৎ। ১ তাম্বূলবল্লী, সুসজ্জীকৃত তাম্বূল, উত্তমরূপে সাজা পাণ।

বীটিকা (স্ত্রী) বীটিরেব স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তাম্বূলবল্লী, বীড়, সাজাপাণ।
"দ্রসংক্রমাসি কস্ত্ব বং পৃষ্টায়া ইতি সুভ্রবঃ।
দদত্যা বীটিকাস্তস্যা দৃক্যাম্ভমুপলক্ষবান্॥" (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৩০)

---

* "সূর্য্যভাদ্ভুজগঃ স্থাপ্যস্ত্রিনাড়ী শালকক্রমাৎ।
মুখে ত্রীণি গলে ত্রীণি ভানি দশ দ্বৌ চ দ্বয়ে।
পুচ্ছে চতুর্বহিঃ পঞ্চ দিনর্ক্ষে ফলং বদেৎ।
বদনে চোলকং বিদ্যাৎ গলে কঙ্গারকস্তথা।
উদরে ধান্যবৃদ্ধিঃ স্যাৎ পুচ্ছে ধান্যক্ষয়ো ভবেৎ।
ঈতিরোগভয়ং বাহ্যে চক্রে বীজোপ্তিসংজ্ঞকে।"

সূর্য্যভাৎ সূর্য্যভুজ্যমাননক্ষত্রাৎ, ত্রিনাড়্যো কারকক্রমাদিতি, বদাদিষ্বাং রবিভস্য ভাদারভ্য গণয়েৎ। ত্রিনাড়ীষু আদ্যবীজর্ক্ষকৃত্তিকাস্থ যথা রোহিণ্যাদি কাদ্যা, মৃগশিরস আর্দ্রা পুনর্বসু নাড়ীষু মধ্যা পুচ্ছো বহিঃ কাদ্যাঃ। এবং ক্রমেণাত্র লেখ্যা। চোলকং শস্যশূন্যতাং

উক্তং:—
অস্যবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীটী (স্ত্রী) বীটি বা ঙীষ্। ১ বীটি, তাম্বুলবল্লী, সাজা পাণ। (দেশজ) ২ কড়া।

বীড়ু (ত্রি) দৃঢ়।

"পরাশুদে বীড়ু উত প্রতিষ্কভে" (ঋক্ ১।৩৯।৩)

'বীড়ু সন্ত দৃঢ়ানি সন্ত' (সায়ণ)

বীড়ুজম্ভ (ত্রি) হবির্ভক্ষণার্থ।

"তরণিং বীড়ুজম্ভং" (ঋক্ ৩।২৯।১৩)

'বীড়ুজম্ভং হবির্ভক্ষণার্থং' (সায়ণ)

বীড়ুদ্বেষস্ (ত্রি) প্রবলরাক্ষসাদির দ্বেষকারী।

"বীড়ুদ্বেষা অনুবশ" (ঋক্ ২।২৩।১১)

'বীড়ুদ্বেষা বীড়ূন্ দৃঢ়ান্ প্রবলান্ রাক্ষসাদীন্ দ্বেষ্টীতি তাদৃশঃ' (সায়ণ)

বীড়ুপত্মন্ (ত্রি) বলবদুৎপতন।

"বীড়ুপত্মভি রাশুহেমভির্বা" (ঋক্ ১।১১৬।২)

'বীড়ুপত্মভি বীড়িতি বলনাম, বলবদুৎপতনৈঃ' (সায়ণ)

বীড়ুপবি (ত্রি) দৃঢ়রথনেমি।

"বীড়ুপবিভির্মরুতো রথেভিঃ" (ঋক্ ৫।৫৮।৬)

'বীড়ুপবিভিঃ দৃঢ়রথ নেমিভিঃ' (সায়ণ)

বীড়ুপাণি (ত্রি) দৃঢ়পাণি। (ঋক্ ১।৩৮।১১)

বীড়ুহরস্ (ত্রি) প্রভূততেজস্ক। (ঋক্ ১০।১০।৯।১)

বীড়্বঙ্গ (ত্রি) দৃঢ়াঙ্গ। ঋক্ ১।১১৮)

বীণ, চট্টলের অন্তর্গত গ্রামভেদ। (ভবিষ্যব্র°খ° ১৫।৫৫)

বীণ্কার (হিন্দী) বীণাযন্ত্রবাদনে অভিজ্ঞ।

বীণা (স্ত্রী) বেতি বৃদ্ধিমাত্রমপগচ্ছতীতি বী গতৌ (রাম্না-সাম্নাস্থূণাবীণাঃ। উণ্ ৩।১৫) ইতি ন নিপাতনাদ্গুণাভাবো গত্বঞ্চ। ১ বিদ্যুৎ। (মেদিনী)

বেতি প্রোতুঞ্চিত্তং ব্যাপ্নোতীতি বী ব্যাপ্তৌ ন।

২ স্বনামখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। পর্য্যায়—বল্লকী, বিপঞ্চী, ইহা সপ্ততন্ত্রীযুক্তা হইলে তাহাকে পরিবাদিনী কহে। ধ্বনিমালা, বল্লমলী, বিপঞ্চিকা, ঘোষবতী, কণ্ঠকূণিকা।

এই বীণা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার হস্তে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যথা—মহাদেবের হস্তস্থিতা বীণা লম্বী, সরস্বতীর কচ্ছপী, নারদের মহতী, গণসমূহের প্রভাবতী বিশ্বাবসুর বৃহতী, তুম্বুরুর কলাবতী চাণ্ডালাদির কণ্ডোলবীণা ও চাণ্ডালিকা।

[বাদ্যযন্ত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বীণাকর্ণ (পুং) হিতোপদেশবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

বীণাগণগিন্ (পুং) বীণাবাদক। বীণাকার।

(শতপথব্রা° ১৩।৪।৩।৩)

বীণাগাথিন্ (পুং) বীণাবাদক। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩।৯।১৪।১)

বীণাতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রগ্রন্থভেদ।

বীণাদণ্ড (পুং) বীণায়াঃ দণ্ডঃ। বীণাস্থিত অলাবূপরি কাষ্ঠ-খণ্ড। পর্য্যায় প্রবাল। (অমর)

বীণাদত্ত (পুং) গন্ধর্ব্বভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০৬।১)

বীণানুবন্ধ (পুং) বীণায়াঃ অনুবন্ধঃ। উপনাহ। (হারাবলী)

বীণাপাণি (স্ত্রী) বীণা পাণৌ যস্য। সরস্বতী। বীণা সরস্বতী-দেবীর অতিশয় প্রিয়, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা হস্তে বীণা ধারণ করেন। [সরস্বতী দেখ।]

বীণাপ্রসেব (পুং) ১ বীণাচ্ছাদনপূর্ব্বক রক্ষাকারী। ২ বীণা-বাদ্য-বন্ধকারী।

বীণাভিদ্ (ত্রি) বীণাযন্ত্রভেদ।

বীণারব (পুং) ১ বীণাবাদ্য। বীণাশব্দ। (ত্রি) ২ বীণা-সংহতি। স্ত্রিয়াং টাপ্। বীণারবা=মক্ষিকাভেদ। (পঞ্চতন্ত্র)

বীণাল (ত্রি) ক্ষুদ্র বীণাবিশিষ্ট। (পা ৫।২।৯৭)

বীণাবৎসরাজ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (পঞ্চতন্ত্র)

বীণাবৎ (ত্রি) বীণা অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বীণাযুক্ত, বীণাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বীণাবতী—১ সরস্বতী। ২ অপ্সরোবিশেষ।

বীণাবাদ (ত্রি) বীণাং বাদয়তীতি বদ-ণিচ্-অণ্। বীণাবাদক। পর্য্যায়—বৈণিক। (অমর)

বীণাবাদক (পুং) বীণায়া বাদকঃ। বীণাবাদ্যকর্ত্তা, বীণা বাদনকারী, যিনি বীণা বাজান। (শব্দরত্না°)

বীণাবাদন (ক্লী) বীণায়া বাদনং। বীণার বাদ্য, বীণা বাজন।

বীণাবাদ্য (ক্লী) বীণায়া বাদ্যং। বীণার বাদ্য।

বীণাশিল্প (ক্লী) বীণাবাদনবিষয়ক কলাবিজ্ঞান।

বীণাস্য (পুং) বীণা আস্যমিব আস্যমস্য,তদ্বৈব স্ফুটগানকরণাৎ। নারদ। (জটাধর)

বীণাহস্ত (ত্রি) বীণা হস্তে যস্য। ১ যাহার হস্তে বীণা আছে। ২ শিব।

বীণিন্ (ত্রি) বীণাযুক্ত।

বীত (ক্লী) বেতি স্ম বা অজতি স্ম, অজ গত্যর্থেতি ক্ত। ১ অসারহস্তী ও অশ্ব, অকর্ম্মণ্য হস্তী, অশ্ব ও সৈন্য। যে সকল হস্তী, অশ্ব ও সৈন্য যুদ্ধ করিতে অক্ষম, তাহাকে বীত কহে। (অমর)

২ অঙ্কুশকর্ম্ম, অঙ্কুশদ্বারা আঘাত।

"নির্দ্ধূতবীতমপি বালকমুন্নলক্ষং।" (মাঘ ৫।৪৭)

(ত্রি) ৩ পরিত্যক্ত, অপগত, অতীত। ৪ মুক্ত, বন্ধন-মুক্ত। ৫ বিগত। ৬ নিবৃত্ত। ৭ কমনীয়

"বন আ বীতমপ্রিতং" (ঋক্ ৪।৭।৬)

'বীতং কান্তং' (সায়ণ)

৮ সাংখ্যোক্ত অনুমানবিশেষ।

"প্রথমং তাবদ্‌দ্বিবিধং বীতমবীতঞ্চ। অন্বয়মুখেন প্রবর্ত্তমানং বিধায়কং বীতং, ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্ত্তমানং নিষেধকমবীতম্, বীতঞ্চ দ্বেধা পূর্ব্ববৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ° ৫)

সাংখ্যদর্শনমতে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ অনুমান। ইহাও দুইপ্রকার বীত ও অবীত, তন্মধ্যে বীত দুই প্রকার—পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এবং অবীত শেষবৎ বলিয়া কথিত। অনুমান বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ, কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুমান বলা যায়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ব্যাপ্যব্যাপকভাব ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই অনুমান। ব্যাপ্যব্যাপকভাব অর্থে স্বভাবসম্বন্ধ, যাহার সহিত যে বস্তুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হইয়া থাকে। যথা ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, কেন না বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, ধূম যেখানেই কেন থাকুক না, সেই স্থানেই বহ্নি আছে, অতএব ধূমের স্বভাবই এই যে, সে বহ্নিসম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না। এই স্বভাবসম্বন্ধজ্ঞানই ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান

পক্ষধর্ম্মজ্ঞান—পক্ষ অর্থে অনুমিতিস্থান, যথা—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এস্থলে পর্ব্বত পক্ষ, কোন্ স্থলে বহ্নির অনুমান হইতেছে? পর্ব্বতে, অতএব পর্ব্বত পক্ষ। যে বস্তুকে ব্যাপ্য বলিয়া জানিয়াছ, সেই বস্তু পক্ষে বর্ত্তমান আছে, এই যে জ্ঞান ইহাকেই পক্ষধর্ম্মজ্ঞান কহে।

এইরূপ এই অনুমানের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্ব শব্দের অর্থ কারণ, যে স্থলে কারণ দ্বারা কার্য্যের অনুমান হয়, তাহাই পূর্ব্ববৎ। যাহা সাধ্য, ঠিক সেইরূপ বস্তু যদি অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে সেই সাধ্যানুমানকে পূর্ব্ববৎ বলা যায়, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই যে অনুমান ইহার নাম পূর্ব্ববৎ। এস্থলে বহ্নিসাধ্য পর্ব্বত পক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নি দৃষ্টিগোচর না হইলেও পাকশালা প্রভৃতিতে বহ্নি দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সাধ্যবহ্নি ও পাকশালার বহ্নি দুইই একরূপ। বহ্নিত্ব নামক এমন একটী অসাধারণ ধর্ম্ম উভয়েই বর্ত্তমান আছে, যাহা কোথাও অনুমানের সঙ্গে এবং কোথাও বা প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিজড়িত। কিন্তু যাহা অত্যান্দ্রিয়, প্রত্যক্ষের অগোচর, তাদৃশ সাধ্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ হইতে পারে না। তাহা হয় শেষবৎ, না হয়, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হইবে।

শেষবৎ অনুমানের হেতু সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান নাই। সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবজ্ঞান আবশ্যক। তাহার ফলে সাধ্যাভাবের নিষেধ হয়, সুতরাং সাধ্যজ্ঞান হইয়া পড়ে।

যথা—'পৃথিবী পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই, হেতু গন্ধ। পৃথিবীভেদ গন্ধাভাবের ব্যাপ্য এবং গন্ধাভাব পৃথিবীতে নাই। এই জ্ঞান হইলে পৃথিবীতে পৃথিবীভেদ নাই, এইরূপ জ্ঞান হয়, পারণামে পৃথিবীর তাহাতে আছে, এই প্রকার বোধ হইয়া থাকে।

সাংখ্যমতে এই যে শেষোক্ত বোধ ইহা অনুমিতি। পৃথিবীত্ব কিন্তু এ অনুমিতির বিধেয় নহে বিষয় মাত্র। পূর্ব্ববৎ অনুমানে পর্ব্বতে যে বহ্নির অনুমিতি হয়, তাহাতে বহ্নি বিধেয় হইয়া থাকে। বিধেয়তা মনোবৃত্তি বিশেষ। যে অনুমিতিতে বিধেয়তা-রূপ মনোবৃত্তির সম্পর্ক নাই, সেই অনুমিতি সাধন প্রমাণই শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান পূর্ব্ববতের বিপরীত। যে সাধ্যের অনুমানে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহার যা ঠিক সেই আকারের আর একটী বস্তুর প্রত্যক্ষ কদাচ হইবে না, কিন্তু তাহার তুলনা প্রাপ্ত বিবিধ প্রকার জ্ঞান পথাগত যাবতীয় বস্তুর ব্যাপ্যব্যাপকভাব-জ্ঞান ও প্রকৃত হেতুতে পক্ষ ধর্ম্মতা জ্ঞান হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট। যথা—ইন্দ্রিয়ানুমান ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে। ইন্দ্রিয় কখনও কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না। সেই ইন্দ্রিয়ের যে অনুমান তাহা সামান্যতোদৃষ্ট।

এই অনুমানের প্রণালী এইরূপ 'রূপাদিজ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবৎ' রূপাদি প্রত্যক্ষেরও করণ আছে; যেহেতু রূপাদি প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যথা—ছেদন ইত্যাদি। ছেদনের করণ কুঠার। রূপপ্রত্যক্ষের করণ কাহাকে বলিবে, দেহ করণ নহে, কারণ অন্ধের দেহ আছে, কিন্তু রূপ তাহার প্রত্যক্ষ বহির্ভূত। দেহকে করণ বলিলে অন্ধের রূপ প্রত্যক্ষ হইত। যাহাকে করণ বলিতে চাহ, তাহাই ইন্দ্রিয়। কোন করণ বা করণত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়ের আকারের করণ একেবারেই অতীন্দ্রিয়।

যাহা যাহা ক্রিয়া সেই সকলেরই করণ আছে। এইরূপ জ্ঞানের পর জ্ঞানপথাগত ক্রিয়াগুলিতেই করণ সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে এবং রূপাদি প্রত্যক্ষ যে ক্রিয়া এইরূপ উপলব্ধি হইলে যে চিত্ত বৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান, এই অনুমান হইতে ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নির্ণয় হয়, ইহাতে কেবল ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নহে, অপ্রত্যক্ষ অনেক বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ এই অনুমান দ্বারা হইয়া থাকে। ইহাই বীত অনুমান। (সাংখ্যকা°)

বী[বি]তংস (পুং) বিশেষেণ বহিরেব তন্যতে ভূষ্যতে চক্ষি বি-তনস্ বঞ্, উপসর্গস্য বঞ্ মনুষ্যে বহুলম্ ইতি দীর্ঘঃ পা ৬।৩।১২২)। ১ মৃগ পক্ষীদিগকে বাঁধিবার বা ধরিবার পিঞ্জর, চলিত ফাঁদ বা ফাঁদ। (অমর) ২ উদ্যানের বিশ্রামের জন্য প্রাবরণ। (মেদিনী)

বীতক (পুং) বীতশব্দার্থ।

বীতদন্ত (ত্রি) বীতব্যক্তো দন্তো যেন সঃ। ভাঙ্গদন্ত, অপ্রগল্‌ভ, নির্ম্মদ নিরহঙ্কার। পর্য্যায়—অবদন। (জটাধর)

বীতন (পুং) গলদেশের পার্শ্বদ্বয়। হেমচন্দ্র কণ্ঠের মধ্যভাগকে কৃক এবং সেই কৃকের পার্শ্বদ্বয়কে বীতন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং এই অনুসারেও উক্ত কণ্ঠের ঠিক মধ্যভাগ অর্থাৎ গলদেশ কৃক এবং তাহার পার্শ্বদ্বয় বীতন শব্দের বাচ্য।

'কৃকস্তু কন্ধরামধ্যং কৃকপার্শ্বৌ তু বীতনৌ।' (হেমচন্দ্র)

বীতপৃষ্ঠ (ত্রি) বীতং কান্তং পৃষ্ঠং পশ্চাদ্ভাগো যস্য। ১ যাহার পৃষ্ঠ বা পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে অতি সুন্দর ও কমনীয়।

"দেবানামাশা উপ বীতপৃষ্ঠঃ" (ঋক্ ১।১৬২।৭)

'বীতপৃষ্ঠঃ সাধুশোধনেন প্রাপ্তপশ্চাদ্ভাগঃ কান্তপৃষ্ঠো বা। অত্যন্তকৃশ ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

২ বিস্তীর্ণোপরিভাগ।

'বীতপৃষ্ঠাং বিস্তীর্ণোপরিভাগা আশাঃ দিশঃ'

(অথর্ব্ব° ৬।৬২।২ সায়ণ)

বীতভয় (পুং) বীতং ভয়ং যস্য যস্মাদ্বা। ১ বিষ্ণু।

(ভারত ১৩।১৪৯।১১১)

(ত্রি) ভয়রহিত, নির্ভয়। যাহার কোন ভয় নাই।

বীতভীতি (স্ত্রী) ১ ভয়মুক্ত। ২ অসুরভেদ।

বীতমল (ত্রি) ১ নিষ্পাপ, পাপরহিত। ২ নিষ্কলঙ্ক, কলঙ্কশূন্য।

বীতরাগ (ত্রি) বীতো রাগো বিষয়বাসনা যস্য। ১ বিগত রাগ, আসক্তিশূন্য, নিস্পৃহ, যাহার কোন বিষয়ে আসক্তি নাই।

"বীতরাগশ্চ পুত্রস্তে পরমাত্মা ভবিষ্যতি।

মহেশ্বরপ্রসাদেন নৈতদ্বচনমন্যথা॥" (মহাভা ১২।৩৪৯।৪৭ (

(পুং) ২ বুদ্ধ। ৩ জিন।

বীতরাগস্তুতি (পুং) জিনস্তুতিভেদ।

বীতবৎ (ত্রি) মূলযুক্ত। (আশ্ব°শ্রৌ° ১।৮।৪)

বীতবারাস্ (ত্রি) ১ ক্রান্তবল, প্রাপ্তবল। যে ক্রমশঃ বলপ্রাপ্ত হইয়াছে।

"বীতবারাসঃ আশবঃ" (ঋক্ ৮।৪৬।২৩)

'বীতবারাসঃ ক্রান্তবলাঃ প্রাপ্তবলা বাশবঃ' (সায়ণ)

বীতশোক (ত্রি) ১ বিগতশোক, যাহার কোন দুঃখ নাই।

"সর্ব্বকামগুণোপেতং বীতশোকমনাময়ম্" (মহাভা° ৩।১৭৩।১০)

বীতঃ শোকো যস্মাৎ। অশোকাষ্টম্যাং তৎপানেন শোকনাশকত্বাত্ত তথাত্বম্। (পুং) ২ অশোকবৃক্ষ। বাসন্তী অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে ইহার পুষ্প জলে রাখিয়া সেই জল নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পান করিলে সমস্ত শোকতাপ দূরীভূত হয়, এই কারণেই ইহাকে অশোকবৃক্ষ বলে। মন্ত্র এই,—

"ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।

পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু॥" (তিথিতত্ত্ব)

বীতসূত্র (স্ত্রী) উপবীত।

বীতহব্য (পুং) ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ অঙ্গিরসবংশোদ্ভব ঋষিভেদ

"তাং বীতহব্য আভরৎ" (অথর্ব্ব ৬।১৩৭।১)

'তাং ওষধিং বীতহব্যাখ্যো মহর্ষিঃ কেশবৃদ্ধ্যর্থং আ অভরৎ আহরৎ। 'জমদগ্নিরখনদ্দুহিত্রে' ইতি তদ্বম্।' (সায়ণ)

২ দত্তহবিষ্ক, যিনি হবিঃ দান করেন অর্থাৎ আহুতি দেন।

"স ত্বং সুপ্রীতো বীতহব্যে" (ঋক্ ৬।১৫।২)

'বীতহব্যে দত্তহবিষ্কে ভরদ্বাজে ইতি যোজনীয়ম।' (সায়ণ ,

৩ রাজভেদ। (বাশিষ্ঠ রামায়ণ)

৪ শুনকের পুত্রভেদ।

বীতহোত্র (পুং) [বীতিহোত্র দেখ।]

বীতাশোক (পুং) অশোকবৃক্ষভেদ। বিগতাশোক।

বীতি (স্ত্রী) বী-ক্তিন্। ১ গতি। ২ দীপ্তি।

"সুবর্ণবীতিপ্রতিমাঃ পদ্মকিঞ্জল্কসপ্রভাঃ।

দিব্যা বিংশতিসাহস্রাঃ কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥"

(গো° রামায়ণ ২।১০০।৪৭

৩ প্রজনন, গর্ভগ্রহণ। ৪ অশন, ভক্ষণ। ৫ ধাবন (দৌড়ান কিংবা ধৌত করণ)। ৬ পান।

"গন্তং হবিষো বীতয়ে মে" (ঋক্ ৭।৬৮।২)

'মে মম হবিষো বীতয়ে পানায়' (সায়ণ)

৭ প্রাপ্তি।

"স নঃ শর্ম্মাণি বীতয়ে" (ঋক্ ৭।১৩।৪)

'বীতয়ে যজমানায় অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থং' (সায়ণ)

৮ যজ্ঞ।

"অভ্যর্ষ মহানাং দেবানাং বীতিমন্ধসা" (ঋক্ ৯।১।৪)

'বীতিং যজ্ঞং অন্ধসা ধানাত্মনেষ্ট সহাভ্যর্ষ অভিগচ্ছ' (সায়° ,

(পুং) ৯ ঘোটক। (হেমচন্দ্র)

"অশিংশ্চ বীতিমারূঢ়ে বীতিহোত্রসমে নৃপে।" (রাজতর° ৭।৩৭৭

বীতিকা (স্ত্রী) ১ যষ্টিমধু। ২ নীলিকা। (বৈদ্যনিঘ°)

বীতিম্ (পুং) ঋষিভেদ। বহুবচনে তদ্বংশধরগণ বুঝায়।

(সংস্কারকৌমুদী ,

বীতিরাধস্ (ত্রি) দত্তধন। (ঋক্ ৯।৬২।২৯ সায়ণ)

বীতিহোত্র (পুং) বী গতিকান্ত্যসনখাদনেষু বী ক্তিন বীতিঃ পুরোডাশাদিঃ হূয়তেঽস্মিন্নিতি। হুযামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্ ইতি-ত্রন (উণা° ৪।১২৭) অথবা বীতয়ে পানায় হোত্রং হবনং যস্য ১ অগ্নি। (অমর) ২ সূর্য্য। (মেদিনী)

"বীতিহোত্রসমে নৃপে" (রাজতর° ৭।৩৭৭)

৩ প্রিয়ব্রত রাজার পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।১।২৫)

৪ রাজবিশেষ। (মহাভারত ৭।৬৮।১০)

৫ হৈহয়বংশীয় রাজভেদ। (হরিবংশ ৩৩।৫০)

(ত্রি) ৬ প্রাপ্তযজ্ঞ।

"মংসত্তে বীতিহোত্রঃ স্বদেবঃ" (ঋক্ ১।৮৪।১৮)

'বীতিহোত্রঃ প্রাপ্তযজ্ঞঃ। * *। বীতিহোত্রঃ বীগত্যাদিষু অস্মাৎ কর্মণি মন্ত্রে বৃষেত্যাদিনা ক্তিন্ স চোদাত্তঃ। হোত্রং হোমঃ হুযামাশ্রুভাসভ্যস্ত্রন্ ইতি ত্রন্ প্রত্যয়ঃ। বীতিঃপ্রাপ্তো হোমো যেন বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্।' (সায়ণ)

৭ কান্তযজ্ঞ।

"অধাতগ্নীতিহোত্রং স্বস্তৌ" (ঋক্ ২।৩৮।১)

'বীতিহোত্রং কান্তযজ্ঞং যজমানং স্বস্তৌ' (সায়ণ)

বীতোচ্চয়বন্ধ (ত্রি) উন্মুক্তগ্রন্থি। (কিরাত ৮।৫১)

বীতোত্তর (ত্রি) উত্তর দিতে অনিচ্ছুক।

বীত (ত্রি) বি+বা—ক্ত। বিত্ত।

বীথি (স্ত্রী) বিথ্যতেঽনয়া বিথ ইন্ ইগুপধাৎ কিদিতীন বাহুলকাৎ। ১ পংক্তি, শ্রেণী। ২ গৃহাঙ্গ।

"সুভগাঃ সিন্ধুসক্তোঃ ক্রীড়াবসথবীথিষু" (রাজতর° ৩।৩৬২)

৩ বর্ত্মার্থ, পথশব্দার্থ।

"চিরং খলু খিলীকৃতাঃ কুতজ্ঞস্য বীথয়ঃ।"(রাজতর°৩।৩০৭)

বীথিকা (স্ত্রী) বীথিরেব স্বার্থে কন্ ততষ্টাপ্। বীথিশব্দার্থ।

"পিহিতার্কা ঘনশ্যামা তমালবনবীথিকা।"

(কথাসরিৎসাগর ৭৩ ৩০)

বীথী (স্ত্রী) বিথি-ঙীষ্ বা। ১ বিথিশব্দার্থ। 'পংক্তিবর্ত্মগৃহাঙ্গেষু বিথির্বীথি চ বিথিকা।' (রত্নকোষ)

"তাবপ্যাতৌ সুবচনৌ ক্ষণং ন্যাকারণাৎ।
বীথীং মাল্যাপণানাং বৈ গজাব্রাতৌ বিপাবিব॥"

(হরিবংশ ৮৩।১৮)

২ নাটকাঙ্গভেদ, রূপকভেদ। ইহাতে একই অঙ্কে উত্তম, মধ্যম বা অধম ইহার যে কোন রকমের হউক একটীমাত্র নায়ক কল্পিত হয়। উক্ত অঙ্ক আকাশবাণীর বিচিত্র প্রত্যুক্তিসম্বলিত এবং শৃঙ্গাররসবহুল; ইহাতে অন্যান্য রস অতি অল্পই সূচিত হয়, কিন্তু মুখাদিসন্ধির সন্ধি* সার্থকতার সহিত সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে।

"বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্প্যতে।
আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ॥
সূচয়েদ্ভূরিশৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসানপি।
মুখনির্বহণে সন্ধী অর্থপ্রকৃতয়োঽখিলাঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৬।৫২০)

মনীষিগণ বীথীর এই ত্রয়োদশটী অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—উদ্ঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ,ত্রিগত, ছল, বাকেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎপ্রলাপ, ব্যাহার ও মৃদব। নিম্নে উহাদের লক্ষণাদি বিবৃত হইতেছে—

উদ্ঘাত্যক—অন্তে বাক্যের প্রকৃত ভাব সহজে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া দ্ব্যর্থ ঘটিত শব্দ দ্বারা কোন বাক্য প্রযুক্ত হইলে যদি কেহ উহার প্রকৃতার্থ বুঝিয়া পদান্তর দ্বারা তখনই তাহার যথার্থ ভাব ব্যক্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে উদ্ঘাত্যক বলে। যেমন, "ইদানীং সকেতু ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে"* মুদ্রা রাক্ষসের সূত্রধারের এই গূঢ়ার্থব্যঞ্জক উক্তির পরেই নেপথ্যে বলা

---

* মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্ব্বহণ, এই পাঁচটী নাটকোক্ত সন্ধির অঙ্গ; তন্মধ্যে নাটকের যে অংশে বীজ অর্থাৎ সন্দর্ভের মূল কারণ প্রদর্শিত হয়, তাহাকে মুখ বলে। যেমন রত্নাবলী নাটিকার প্রথমাঙ্কে রত্নাবলী ও বৎসরাজের অনুরাগ সূচিত হইয়াছে।

প্রতিমুখ—যে ভাবে উক্ত অনুরাগবীজ ঈষৎ প্রকাশ পায় তাহাকে প্রতিমুখ সন্ধিবলে। যেমন বৎসরাজ ও সাগরিকার সমাগম হেতু বাসবদত্তা কর্তৃক চিত্রফলকবৃত্তান্তে কিঞ্চিৎ উন্নীয়মান হওয়ায় উক্ত বীজের ঈষৎবিকাশ। (রত্না° ২য় অঙ্ক)

গর্ভসন্ধি—নাটকের যে অংশে নায়ক বা নায়িকার অনুরাগাদিবীজ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক প্রকাশ পাইয়া কালান্তরে কখন সেই অনুরাগাদির হ্রাসতা এবং সময়ান্তরে আবার তাহার পুনরন্বেষণাদির বর্ণনা করা হয়, তাহাকে গর্ভসন্ধি বলে। যেমন রত্নাবলীর দ্বিতীয়াঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে—

"সখি! ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক হস্তে গৃহীত হইয়াও কোপ পরিত্যাগ করিলে না?" সুসঙ্গতার এই উক্তিতে এস্থলে নায়কের সাক্তিশয় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইলেও বাসবদত্তার প্রবেশকালে পুনর্ব্বার তাহার সেই অনুরাগের হ্রাসতা হয় এবং তৃতীয় অঙ্কে—"বসন্তক যে তাহার বার্ত্তান্বেষণে গিয়াছে, কেন বিলম্ব করিতেছে?" এই কথায় উহার পুনরনুসন্ধান দেখা যাইতেছে, সুতরাং ঐ অংশসমষ্টিকে গর্ভসন্ধি বলা যায়।

বিমর্ষ—যেখানে অনুরাগাদির বিকাশ গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় ও কোন কারণ বশতঃ আবার তাহার বিষম অন্তরায় ঘটে, তাহা হইলে সেখানে বিমর্ষসন্ধি হয়। যেমন শকুন্তলার প্রতি প্রথমে দুষ্মন্তের যেরূপ অত্যধিক অনুরাগ এবং পরে আবার তদ্রূপ বিস্মৃতি।

নির্বহণ—নাটকের যে অংশে বর্ণনীয় বিষয়ের সম্যক্ অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে নির্বহণসন্ধি বা উপসংহার বলে। যেমন, অভিজ্ঞান শকুন্তলার যে অংশে দুষ্মন্তের নিকট শকুন্তলার অভিজ্ঞান অর্থাৎ 'এই সেই শকুন্তলা' এইরূপ প্রতীতির বিষয় বর্ণিত আছে, সেই অংশই উহার নির্বহণসন্ধি।

* সকেতু—কেতুর সহিত বর্ত্তমান, ক্রূর [illegible]। অন্যপক্ষে মলয়কেতুর সহিত বর্ত্তমান [রাক্ষস] ক্রূরগ্রহ—ক্রূরাশয়; সম্পূর্ণমণ্ডল—বশীকৃত রাজ্যমণ্ডল, চন্দ্র—চন্দ্রগুপ্ত। (কেতু রাহুর ছায়া বলিয়া [illegible] তাহার সহিত বর্ত্তমান থাকে)।

হইল যে, "আমি জীবিত থাকিতে কে চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব করিতে ইচ্ছা করে?"। যে উদ্দেশ্যে বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছিল, বাক্যান্তরে ঠিক সেই ভাবই ব্যক্ত হওয়ায় এখানে উদ্‌ঘাত্যকাঙ্গক বীথী হইল।

অবলগিত—যেখানে একত্র সমাবেশ হেতু এক কার্য্যের পর কার্য্যান্তরের সূচনা হয়, তথায় অবলগিতাঙ্গক বীথি। যেমন শকুন্তলায় নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তির পরেই রাজার প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রপঞ্চ—পরস্পর মিথ্যাভূত হাস্যজনক বাক্য ব্যবহার করিলে তাহাকে প্রপঞ্চ বলে। যেমন বিক্রমোর্ব্বশীতে বড়ভীরু বিদূষক ও চেটীর পরস্পর কথোপকথন।

ত্রিগত—যেখানে ধ্বনির সমতা প্রযুক্ত বহু অর্থ কল্পনা করা যায়, তথায় ত্রিগতাঙ্গকবীথী বলিয়া কথিত হয়। যেমন, "হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তোমা কর্তৃক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী উর্ব্বশী দৃষ্ট হইয়াছে?" উর্ব্বশীবিরহিত পুরূরবা কর্তৃক পর্ব্বতের নিকট এইরূপ প্রশ্ন হইলে প্রতিধ্বনিতেও ঐ সকল শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়ায়, 'দৃষ্ট হইয়াছে' এই শেষ শব্দটী যেন ঐ প্রশ্নের উত্তরে পরিণত হইল, সুতরাং এস্থলে 'দৃষ্ট হইয়াছে' এই শব্দটী প্রয়োগকালে ও তাহার প্রতিধ্বনিতে একই রূপে ধ্বনিত হইয়া একবার প্রশ্ন এবং অপর বারে তাহারই উত্তর কল্পিত হওয়ায় অনেকার্থ যোজনা হেতু ত্রিগতাঙ্গকবীথী হইল।

ছল,—প্রিয় সদৃশ অপ্রিয় বাক্য দ্বারা লোভ দেখাইয়া প্রতারণা করার নাম ছল। যেমন বেণীসংহারে ভীম ও অর্জ্জুন কৃষ্ণাদিগের নিকট বলিতেছেন যে, "দ্যূতক্রীড়া ও জতুগৃহদাহের প্রবর্ত্তক, অঙ্গরাজ কর্ণের বন্ধু, দুঃশাসনাদির জ্যেষ্ঠ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের প্রবর্ত্তক ও পাণ্ডবদিগের প্রভু, সেই অত্যভিমানী রাজা দুর্য্যোধন এখন কোথায়? তোমরা তাহা বল, আমরা অভ্যাগত নহি, কেবল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" এখানে প্রিয়ভাবে পরুষ বাক্য বলায় ছল বুঝাইল।

বাক্কেলি—দুই বা ততোধিক প্রত্যুক্তির দ্বারা হাস্যরসের উৎপত্তি হইলে তাহাকে বাক্কেলি বলে। যেমন "ওহে ভিক্ষুক! তুমি কি মাংস খাইয়া থাক? মদ্য ব্যতিরেকে সে মাংস বৃথা, তুমি কি মদ্য ভালবাস? মদ্যপান বারাঙ্গনাদিগের সহিতই সুসঙ্গত, কিন্তু তাহারা যে নিতান্ত অর্থপ্রিয়। তোমার ধন কোথায়? চুরি বা ঠকামি করিলে ধন হইতে পারে। তোমার কি চুরি বা ঠকামি করা অভ্যাস আছে? অভাব হইলে সবই করা যায়।" এখানে প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুক্তি (পালটা উত্তর) গুলিই হাস্যরসোদ্দীপক হওয়ায় বাক্কেলি হইল।

অধিবল—পরস্পর স্পর্দ্ধাজনক বাক্য প্রয়োগের আধিক্য দেখাইলে অধিবলাঙ্গক বীথী হয়। যেমন প্রভাবতী নাটকের বজ্রনাভের "আজ তোমাদের কোন ব্যক্তিকেই না মানিয়া এই গদা দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রদ্যুম্নের বক্ষঃ, এমন কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিব" এই স্পর্দ্ধাজনক উক্তির পর প্রদ্যুম্নও তদ্রূপ বলিল—"রে অসুরাধম! আর বাক্ প্রপঞ্চে কাজ নাই। আমার এই ভুজদণ্ডনিহিত কোদণ্ডনির্গলিত শরচয়ে নিহত দৈত্যকুলাধিপতি আপনি তা পৃথিবী যাহাতে রক্তমাংসলোলুপ রাক্ষসগণের হর্ষবর্দ্ধিনী হন, আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব।" এখানে উভয়েই তুল্যরূপ স্পর্দ্ধাজনক বাক্য বলায় অধিবলবীথী হইল।

গণ্ড—বক্তা যে উদ্দেশ্যে একটী বিষয় বলিতেছেন, সেই সময় যদি কেহ তাহা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সহসা কোন প্রয়োগ করে এবং সেই বাক্য পূর্ব্বোক্ত বাক্যের সহিত অর্থ সঙ্গত হয় তাহা হইলে সেখানে গণ্ডবীথী হইবে। যেমন বেণীসংহারে দুর্য্যোধনের "অয়ি! ভানুমতি! চিরকালের জন্যই তব জঘনোপরি মদোরু" এই পর্য্যন্ত বলা হইতে না হইতেই কঞ্চুকী আসিয়া ব্যস্ততার সহিত সহসা বলিল "ভগ্ন ভগ্ন"। এস্থলে দুর্য্যোধনের "মদোরু বিন্যস্ত থাকিবে" এই পর্য্যন্ত বলিবার উদ্দেশ্য ছিল, এবং কঞ্চুকীর উদ্দেশ্য যে, সে বলিবে "দেব! রথকেতন ভগ্ন হইয়াছে" কিন্তু সময়ের গুণে 'মদোরু' শব্দের অব্যবহিত পরেই 'ভগ্ন ভগ্ন' শব্দ একযোগে ধ্বনিত হওয়ায় এবং অল্প কালের মধ্যে তাহা ঘটায় ঐ দুইটী শব্দ 'বাক্য উচ্চারণ' দ্বারা ঐ দুইটী শব্দ উহাদের অর্থ সুসঙ্গত হইয়াছে, সুতরাং এখানে গণ্ডবীথী হইল।

অবস্যন্দিত—যেখানে বাক্যান্তর দ্বারা স্বভাবোক্ত বাক্যের স্বীয় অর্থপ্রকাশ না করাইয়া যদি অন্যপ্রকারে অর্থাৎ অন্যরূপে তাহার ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে তথায় অবস্যন্দিত বীথী বলিয়া কথিত হয়। যেমন "মাতঃ! রঘুপতি কি আমাদের পিতা?" লবের এই প্রশ্নে, সীতা উত্তর করিলেন যে "এ বিষয়ে কোন শঙ্কা করিও না, কেবল তোমাদের নহে, সমস্ত পৃথিবীর"। এস্থলে সীতা, ত্রিভুবনে পালনার্থের আভাস দেওয়ায় উহা অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইল বলিয়া অবস্যন্দিতবীথী।

নালিকা—হাস্যসম্পৃক্ত প্রহেলিকার নাম নালিকা। সংবরণকারী উত্তরকে প্রহেলিকা বলে, অতএব যেখানে আপাততঃ কোন রূপ অসঙ্গতভাব প্রকাশ পায় এবং পরে প্রত্যুত্তর দ্বারা কোন কৌশলে যদি তাহা আবার সংবরণ করা যায়, তবে সেখানে নালিকা বীথী হয়। যেমন রত্নাবলীতে সাগরিকার প্রতি সুসঙ্গতার উক্তি—"সখি! তুমি যাহার নিমিত্ত আসিয়াছ, তিনি এখানেই আছেন" এই কথায় সাগরিকা বলিল, আমি কাহার

নিমিত্ত আসিয়াছি ? এই কথায় সাগরিকার ভাবের বৈপরীত্য বুঝিয়া সুসঙ্গতা সরল ভাবে পুনরায় বলিবেন, "কেন চিত্রফলকের নিমিত্ত না ?" এই ভাবসংবরণে এখানে নালিকাবীথী হইল।

অসৎপ্রলাপ—প্রশ্ন বা উত্তর স্থলে যদি অসম্বদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধরহিত বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে, অথবা কোন স্থানে অবাধ্য মূর্খকে অকারণ হিতবাক্য বলিয়া উপদেশ দিলে তথায় অসৎ প্রলাপ হয়। যেমন প্রভাবতী নাটিকায় প্রদ্যুম্ন সহকার লতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, "অহো অলিকুল-গঞ্জিত নিবিড়কেশা পক্ববতী রম্ভা কিশলয়কোমলপাণি কোকিলভাষিণী, আমার সেই তরুণী প্রিয়তমা এখানে কেন ?" এখানে পূর্ব্বাপর বিশেষণগুলির মধ্যে পক্ববতী ও রম্ভা শব্দ দুইটী মনুষ্যের বিশেষণ এবং [illegible] লতাকে [illegible] বর্ণনা করায় ইহা অসৎপ্রলাপ বলিয়া নির্দিষ্ট [illegible]। বেণী-সংহারনাটকে তৃতীয় অঙ্কে [illegible] দুর্য্যো-ধনের প্রতি গান্ধারীর [illegible] ও [illegible]।

[illegible]—পরের [illegible] তাহার নাম ব্যাহার। যেমন মালবিকাগ্নিমিত্রে মালবিকার উক্তিতে নায়কের হাস ও লোভের উদয় হওয়ায় তথায় ব্যাহার বীথী হইয়াছে।

মৃদব—যেখানে দোষগুলিকে গুণ এবং গুণগুলিকে দোষ বলিয়া প্রতীত হয় তথায় মৃদববীথী হয়। যেমন "হে প্রিয়! নিমুবতা, নিঃস্নেহতা ও রুক্ষতা প্রভৃতি আমার দেহে তোমার বিরহে দোষে পরিণত হয় এবং তোমার দর্শনে গুণে পরিণত হয়।" অর্থাৎ তোমার বিরহে আমি ঐ গুলিকে দোষের এবং তোমার দর্শন পাইলে উহাদিগকে গুণের বলিয়া মনে করি। এখানে দোষকে গুণ মনে করার এবং "হে বন্ধো! আমি তাহার রূপসৌন্দর্য্য ও যৌবনশ্রীতে সাতিশয় সুখী ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিরহে ঐ গুলিকে ভয়ানক দোষের বলিয়া মনে হই-তেছে।" এখানে রূপ ও যৌবনকে পূর্ব্বে গুণের ও পরে দোষের মনে করায়, উভয় স্থলেই মৃদববীথী হইল।

৪ রবিমার্গ, সূর্য্যের গমনপথ। ৫ গ্রহগণের অবস্থিতি-স্থানভেদ। ঐরাবত, জরদ্গব ও বৈশ্বানর নামে যথাক্রমে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অংশে গ্রহগণের তিনটী অবস্থিতিস্থান আছে, ইহার প্রত্যেকটী আবার তিন তিনটী বীথীতে বিভক্ত। ইহাদের প্রত্যেকের যথাযথ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকা এই তিন নক্ষত্রে নাগবীথী, রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে গজবীথী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অশ্লেষা নক্ষত্রে ঐরাবতীবীথী, এই তিনটী বীথী উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীতে আর্ষভী, হস্তা, চিত্রা ও স্বাতি নক্ষত্রে গোবীথী; বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠাতে জারদ্গবী; এই তিনটী বীথী মধ্যমার্গে। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে অজবীথী; শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষায় মৃগবীথী; পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে বৈশ্বানরী; এই তিনটী বীথী দক্ষিণপথের অন্তর্ভুক্ত।

"সর্ব্বগ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি দ্বিজসত্তমাঃ।

স্থানং জারদ্গবং মধ্যং তথৈরাবতমুত্তরম্।

বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দ্দিষ্টমিহ তত্ত্বতঃ।" (জ্যোতিশ্চক্র)

'তদেব মধ্যোত্তরদক্ষিণমার্গত্রয়ং প্রত্যেকং বীথীত্রয়েণ ত্রিধা ভিদ্যতে তথাহি ত্রিভিস্ত্রিভিরশ্বিন্যাদি নক্ষত্রৈর্নাগবীথী ঐরাবতী উত্তরমার্গে বীথীত্রয়ং। আর্ষভী গোবীথী জারদ্গবী চেতি ত্রৈমুবত্তে মধ্যমার্গে বীথীত্রয়ং অজবীথী মৃগবীথী বৈশ্বানরী চেতি দক্ষিণমার্গে বীথীত্রয়ম্।' (ইতি টীকায়াং শ্রীধরস্বামী)

বীথ্যঙ্গ (ক্লি) বীথ্যা অঙ্গমিবাঙ্গং যস্য। নাটকভেদ।

[বীথিনক দেখ।]

বীধ্র (ক্লী) বিশেষেণ ইন্ধতে দীপ্যতে ইতি বি-ইন্ধ (বাধিকেঃ। উণ্ ২।১৬) ইতি ক্রন্। ১ নভঃ, আকাশ।

"বীধে সূর্য্যমিব সর্পন্তং" (অথর্ব্ব ৪।২০।৭)

'বীধে নভসি' (ভাষ্য)

২ বায়ু। ৩ অগ্নি। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

(ত্রি) ৪ বিমল, নির্ম্মল। (অমর)

বীধ্র্য (ত্রি) বীধ্র যৎ। শরৎকালের নির্ম্মল মেঘভব, শরৎ কালের নির্ম্মল মেঘ হইতে যাহা হয়।

"নমঃ কূপ্যায় চাবট্যায় চ নমো বীধ্র্যায়" (শুক্লযজু° ১৬।৩৮)

'বীধ্র্যায় ইন্ধীধ্যো বিশেষেণ ইন্ধে বীধ্রং নির্ম্মলং শরদভ্রং তত্র ভবো বীধ্র্যঃ যদ্বা বিগতা ইন্ধ্রো দীপ্তির্যস্মাৎ স বীধ্রো ঘনাগমঃ তত্র ভবায়' (বেদদীপ°)

বীনাহ (পুং) বিশেষেণ নহ্যতে ইতি বি-নহ-ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। কূপের মুখবন্ধন, কূপের আচ্ছাদন, মুখপাট।

বীনাহিন্ (পুং) কূপ। (হারাবলী)

বীন্দ্রক (ত্রি) সূর্য্য ও চন্দ্রযুক্ত। (লঘুজাতক)

বীপা (স্ত্রী) বিদ্যুৎ। (শব্দরত্না°)

বীপ্সা (স্ত্রী) বি-আপি সন্-অচ্-টাপ্। ক্রিয়াগুণ দ্রব্যদ্বারা যুগপৎ ব্যাপিতে ইচ্ছা, যুগপৎ ব্যাপনেচ্ছা, ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা। ব্যাকরণমতে বীপ্সা অর্থে প্রযুক্ত পদের দ্বিত্ব হয়।

বীব, সৌর্য্য। অদন্ত চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বীবয়তে। লুঙ্ অবিবীবত।

বীভ, ১ সৌর্য্যহেতুক উত্তম। ২ বিকত্থন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বীভতে। লুঙ্ অবীভিষ্ট।

বীর, শৌর্য্য। অবজুরাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বীরয়তে। লুঙ্ অবিবীরত।

বীর (স্ত্রী) অজ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ১।১৩) ইতি রক্ অজেবীভাবঃ, বীর অচ্ বা। ১ সুরী। ২ নক্র। (মেদিনী) ৩ মরিচ। ৪ পুষ্করমূল। ৫ কাঞ্জিক। ৬ উশীর। ৭ আর্দ্রক। (রাজনি°) ৮ সিন্দূর। (পর্য্যায়র°) ৯ লৌহ। (বৈদ্যকনি°) ১০ শালপর্ণী। (চরক)

(পুং) বীরয়তীতি বীর বিক্রান্তৌ পচাদ্যচ্, যদ্বা বিশেষেণ ঈরয়তি দূরীকরোতি শত্রূন্ বি-ঈর ইগুপধাৎ ক। অথবা অজতি ক্ষিপতি শত্রূন্ অজ-রক্, অজেবীভাবঃ। ১১ শৌর্য্যবিশিষ্ট। পর্য্যায়—শূর, বিক্রান্ত, গম্ভীর, তরস্বী। (জটাধর) ১২ পুত্র।

"বীরৈঃ স্তাম সধমাদঃ" (ঋক্ ৩।২০।৪)

'বীরৈঃ পুত্রৈঃ' (সায়ণ)

১৩ পতি ও পুত্র। অবীরা।

"ন চালয়েজ্জনদ্বিষ্টাং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্।"

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৫।৩১)

পতিপুত্রহীনা নারীকে অবীরা কহে।

১৪ দনায়ু-দৈত্যপুত্র। (ভারত ১।৬৫।৩১) ১৫ জিন। ১৬ নট। (হেম) ১৭ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) ১৮ শৃঙ্গারাদি অষ্টবিধ রসের অন্তর্গত রসবিশেষ।

ইহার লক্ষণ—

"উত্তমপ্রকৃতির্বীর উৎসাহ স্থায়িভাবকঃ।
মহেন্দ্রদৈবতো হেমবর্ণোহয়ং সমুদাহৃতঃ।
আলম্বনবিভাবাস্ত বিজেতব্যাদয়ো মতাঃ॥
বিজেতব্যাদি চেষ্টাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ।
অনুভাবাস্ত তত্র স্যুঃ সহায়ান্বেষণাদয়ঃ॥
সঞ্চারিণস্তু ধৃতি মতিগর্ব স্মৃতিতর্করোমাঞ্চাঃ।
স চ দানধর্ম্মযুদ্ধৈর্দয়য়া চ সমন্বিতশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।২৩৪)

এই রসে নায়ক উত্তমপ্রকৃতি, উৎসাহ স্থায়িভাব, ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মহেন্দ্র, সুবর্ণবর্ণ, বিজেতব্যাদি আলম্বনবিভাব, বিজয়াদি চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব, সহায়ান্বেষণাদি অনুভাব, ধৃতি, মতি, গর্ব্ব, স্মৃতি, তর্ক ও রোমাঞ্চ এই সকল সঞ্চারিভাব. দান, ধর্ম্ম. যুদ্ধ এবং দয়া ইহাদ্বারা চারিপ্রকার, অর্থাৎ দানবীর, ধর্ম্মবীর, যুদ্ধবীর ও দয়াবীর।

বীররস বর্ণন করিতে হইলে নায়ক অতি উত্তমস্বভাব হইবে। তাহার দান, যুদ্ধ, দয়া বা ধর্ম্মে উৎসাহ এই স্থায়িভাব সর্ব্বদা থাকিবে, বিজেতব্যাদি আলম্বনবিভাব ও তাহার চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব এবং তন্নিমিত্ত সহায়াদির অন্বেষণ অর্থাৎ যুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহ, দান ও ধর্ম্মে তত্তদ্দ্রব্য সংগ্রহ এবং দয়াতে ত্যাগশীলতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিবে।

দানবীর পরশুরাম—

"ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতমহীনির্ব্যাজদানাবধিঃ"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।২৩৪)

সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী অকপটে দান পর্য্যন্ত অর্থাৎ পরশুরাম সমস্ত পৃথিবী অকপটে দান করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার ত্যাগে উৎসাহ স্থায়িভাব, এবং ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান আলম্বনবিভাব, সত্ত্বাদি উদ্দীপনবিভাব এবং সর্ব্বস্বত্যাগাদি দ্বারা অনুভাবিত ও হর্ষধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারিভাব দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া দানবীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির—

"রাজ্যঞ্চ বসুদেহশ্চ ভার্য্যা ভ্রাতৃসুতাশ্চ যে।
যচ্চ লোকে মমায়ত্তং তদ্ধর্ম্মায় সদোদ্যতম্॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।২৩৪)

রাজ্য, ধন, দেহ, ভার্য্যা, ভ্রাতা এবং পুত্র ও ইহলোকে যাহা কিছু আমার আয়ত্ত তাহা সর্ব্বদা ধর্ম্মের নিমিত্ত নিরূপিত আছে। এইস্থলে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে উৎসাহ, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার ত্যাগাদি আলম্বন বিভাবাদি দ্বারা ধর্ম্মবীরত্ব সূচিত হইয়াছে।

যুদ্ধবীর শ্রীরামচন্দ্র—

"ভোঃ লঙ্কেশ্বর! দীয়তাং জনকজা রামঃ স্বয়ং যাচতে
কোঽয়ং তে মতিবিভ্রমঃ স্মর নয়ং নাদ্যাপি কিঞ্চিৎ কৃতং।
নৈবঞ্চেৎ খরদূষণত্রিশিরসাং কণ্ঠাসৃজা পঙ্কিলঃ
পত্রী নৈষ সহিষ্যতে মমধনুর্জ্যাবন্ধবন্ধূকৃতঃ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।২৩৪)

ভো লঙ্কেশ্বর, জনকজা সীতাকে তুমি প্রত্যর্পণ কর, আমি স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছি, কেন তোমার এই মতিভ্রম হইল, তুমি নীতিকে স্মরণ কর, এখন আমি কিছুই করি নাই, তুমি যদি সীতাকে ফিরাইয়া না দাও, তাহা হইলে খরদূষণাদির কণ্ঠরক্তদ্বারা পঙ্কিল এই আমার শর তোমাকে সহ্য করিবে না অর্থাৎ যুদ্ধে তোমার বিনাশসাধন করিবে।

এই স্থলেও রামের যুদ্ধে উৎসাহ এবং নীতিপ্রদর্শনাদি বাক্য আলম্বনবিভাবাদি দ্বারা যুদ্ধবীরত্ব সূচিত হইয়াছে।

দয়াবীর জীমূতবাহন—

"শিরামুখৈঃ স্যন্দতএব রক্ত মদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি।
তৃপ্তিং ন পশ্যামি তথাপি তাবৎ কিং ভক্ষণাৎ ত্বং বিরতো গরুত্মন্॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩।২৩৪)

হে গরুড়! এখনও শিরাসমূহের মুখ হইতে রক্ত ক্ষরিত

হইতেছে, আমার দেহে এখনও মাংস আছে, তথাপিও তোমার ভক্ষণজন্য পরিতোষ দেখিতেছি না, কেন তুমি ভক্ষণ হইতে বিরত হইতেছ ?"

এই স্থলে নিজের এইরূপ দুর্দ্দশা হইলেও পরদুঃখহরণের জন্য উৎসাহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে, ঐ উৎসাহই স্থায়িভাব, পূর্ব্বোক্তরূপে আলম্বনাদিভাব স্থির করিতে হইবে।

ভয়ানক ও শান্তরসের সহিত বীররসের বিরোধ, ভয়ানক ও শান্তরস বর্ণনপ্রসঙ্গে বীররসবর্ণন করিতে নাই, তাহা হইলে রসের বিরোধ হয় এবং শৃঙ্গাররসের সহিতও ইহার বিরোধ আছে।

"আদ্যঃ করুণবীভৎসরৌদ্রবীরভয়ানকৈঃ।
ভয়ানকেন শান্তেন তথা বীররসঃ স্মৃতঃ।
শৃঙ্গারবীরয়োরাখ্য হাস্যশান্তৈর্ভয়ানকঃ ॥" (সাহিত্যদর্পণ ৩।২৪১)

বীররসে হাস্য ও ক্রোধ ব্যভিচারিভাব।

"শৃঙ্গারবীরয়ো র্হাসো বীরে ক্রোধস্তথা মতঃ।
শান্তে জুগুপ্সা কথিতা ব্যভিচারিতয়া পুনঃ ॥"(সাহিত্যদর্পণ ৩।২০৪)

১৯ তান্ত্রিকভাব বিশেষ। তন্ত্রমতে দিব্য, বীর ও পশু এই তিনটী ভাব, সাধক ইহার কোনও একটী ভাব সাধনা করিবে।

"ভাবস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দিব্যবীর পশুক্রমাৎ।
গুরবস্তু ত্রিধা চাত্র তথৈব মন্ত্রদেবতা ॥" (রুদ্রযামল ১১পটল)

তন্ত্রে লিখিত আছে যে প্রথম পশুভাব, তৎপরে বীর এবং তদনন্তর দিব্য এইরূপে ভাবত্রয় স্থির করিতে হইবে। দিন প্রভৃতিতে প্রথম দশদণ্ড পশুভাব, মধ্য দশদণ্ড বীরভাব এবং শেষ দশদণ্ড দিব্যভাব। যিনি যে ভাবের সাধক, তিনি সেই ভাবের সময় অনুসারে কার্য্য করিবেন।

"পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীরভাবকম্।
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ ॥
আদৌ দশদণ্ডেন পশুভাবমথাপি বা।
মধ্যাহ্নে দশদণ্ডেন বীরভাবমুদাহৃতম্।
সায়াহ্নে দশদণ্ডেতু দিব্যভাবং শুভপ্রদম্ ॥"(রুদ্রযামল ১১প°)

বামকেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, জন্মাবধি ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পশু, ১৬ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত বীর এবং তৎপরে দিব্যভাব এইরূপ প্রকারে তিনটী ভাবই স্থির করিতে হইবে।

"জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষষোড়শকাবধি।
ততশ্চ বীরভাবস্তু যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ ॥
দ্বিতীয়াংশে বীরভাবস্তৃতীয়ে দিব্যভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে ॥"
(বামকেশ্বরতন্ত্র ৫১ প°)

২০ বীরাচারবিশিষ্ট, যে সাধক বীরাচার মতে সাধনা করেন, তাহাকে বীর কহে। বীরাচারী সর্ব্বদা কুলাচাররত এবং কুলসঙ্গী হইবেন। সকল সময় সংবিদ্ পান করিবেন। তিনি সর্ব্বদা উদ্ধতমনা এবং তাঁহার চেষ্টা সদা উন্মত্তের ন্যায় হইবে, তাহার অঙ্গ ভস্ম দ্বারা ধূসরবর্ণ এবং সর্ব্বদা তিনি মদ্যপানরত ও বলিপূজাপরায়ণ থাকিবেন এবং নিজের ইষ্ট দেবতাকে নর, ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বলি দ্বারা পূজা করিবেন। এইরূপে পূজাদি করিলে অচিরাৎ তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয়। কেবল মদ্যপান করিলেই যে বীর হয়, তাহা নহে, বরং বীরাচারীরও মদ্যপানে নিষেধ আছে। কলিকালে এই ভারতবর্ষে গৃহে গৃহে মদ্যপান করিলে বর্ণভ্রষ্ট হয়, সুতরাং মদ্যপান নিন্দিত।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে যে, কলিকালে দিব্য ও বীরভাব নিষিদ্ধ, অর্থাৎ সাধক এই দুই ভাব সাধনা করিবে না। কেবল পশুভাব দ্বারাই সাধনা করিবে তাহাতেই তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে, সুতরাং এই বচনানুসারে কলিকালে দিব্য ও বীরভাব একবারে নিষিদ্ধ।

"দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র) [বীরাচার শব্দ দেখ]

২১ তণ্ডুলীয়। ২২ বরাহকন্দ। ২৩ লতাকরঞ্জ। ২৪ কর বীর। ২৫ অর্জ্জুন বৃক্ষ। (রাজনি°) ২৬ দগ্ধাগ্নি। (ভরত ২৭ উগ্র। ২৮ সুভট। (মেদিনী)

(ত্রি) ২৯ শ্রেষ্ঠ। (হেম) ৩০ কম্পক। কম্পকুশল

"কণ্ঠাবীরায় সুষ্ম উলোকং" (ঋক্ ৬।২৩।৩)

'বীরায় যজ্ঞাদি কর্ম্মসু দক্ষায়' (সায়ণ)

---

* 'কুলাচাররতো বীরঃ কুলসঙ্গী সদা ভবেৎ।
সংবিদা সেবনং কুর্য্যাৎ সোমপানং মহেশ্বরি।
সর্ব্বথা কুরুতে দেবি বীরশ্চ উদ্ধতমনাঃ।
ভিন্ন দেবতাক্ষোভজননাঞ্জনলেপনৈঃ।
রক্তচন্দনগন্ধৈশ্চ চর্চ্চিতো নাত্র সংশয়ঃ।
ভস্মাঙ্গধূসরো বীর উন্মত্তবদ্ বচেষ্টিতঃ।
সুরাপানরতো নিত্যং বলিপূজাপরায়ণঃ।
নরশ্চাপশু মাংসেন মৎস্যপূরক এব চ।
শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী কূর্ম্মো দশ স্মৃতা।
যাবন্ত পঞ্চশব পঞ্চাস্য বহুধাঃ।
ইত্যাদিভিক্ষ্যদ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ স্বেষ্টদেবতাম্।
সিদ্ধমন্ত্রো ভবেৎ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
কলৌতু ভারতে খণ্ডে লোকা ভারতবাসিনঃ।
স্বস্ব গৃহে সুরাং পীত্বা বর্ণভ্রষ্টা ভবন্তি হি ॥" (উৎপত্তিতন্ত্র)

৩১ প্রেরয়িতা, প্রেরণকারী। "বীরায় দাতব উষা সঃ" (ঋক্ ৬।৬১।৪) 'বীরায় প্রেরয়িত্রে' (সায়ণ) ৩২ তমালক-বৃক্ষ। ৩৩ গুরুকর্ত। ৩৪ পীতবিন্টা। ৩৫ ধবতরু। (রত্ন°)

বীর আচার্য্য, গণিতশাস্ত্র ও গণিতসারসংগ্রহ নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি একজন জৈন আচার্য্য ছিলেন।

বীরক (পুং) বীর এব স্বার্থে কন্। ১ করবীর। শ্বেতকরবীর (রাজনি°) ২ বিক্রান্ত, সমর্থ।

"বীরকো গৃহং গৃহং বিচাকশৎ" (ঋক্ ৮।৮০।২)

'বীরকা বীরঃ সমর্থঃ' (সায়ণ) ৩ অপকৃষ্ট দেশবিশেষ-বাসী, যাহারা নিন্দিত দেশে বাস করে, ইহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হয় অর্থাৎ ইহাদের সহিত কোন রূপ সম্পর্ক রাখিতে নাই।

"বাল্মীকান্ নাহিবকান্ কালিঙ্গান্ কেরলাং তথা।
... বীরকাংশ্চ দুর্দ্দর্শাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

(ভাগবত ৮।৪৪।৪২)

৪ ... মুনিবিশেষ। (ভাগবত ৮।৫।৮)

৫ ...

বীরকর্ম্মন্ (ত্রি) ১ প্রেতঃ। (ঋক্ ১০।৮১।৫)। ২ বীরের কার্য্য। ৩ বাণের ন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে যাহার।

বীরকাটা (স্ত্রী) নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম।

বীরকাম (ত্রি) পুত্রপ্রাপ্তির ইচ্ছা। পুত্রকামনা।

(শাখ°ব্রা° ৮।৫)

বীরকুক্ষি (ত্রি) বীরপ্রসবকারিণী স্ত্রী। (ঋক্ ১০।৮০।১)

বীরকেতু (পুং) পাঞ্চাল রাজপুত্রভেদ। (মহাভা° দ্রোণপর্ব্ব)

বীরকেশরিন্ (পুং) বীরঃ কেশরীব। ১ বীরশ্রেষ্ঠ, বীরসিংহ। কেশরী শব্দ এই স্থলে শ্রেষ্ঠার্থ বাচক।

২ রাজপুত্রভেদ।

বীরক্ষুরিকা (স্ত্রী) ছুরিকাবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ২০।১৩৭)

বীরগতি (স্ত্রী) বীরস্য গতিঃ। স্বর্গ। যাহারা বীর, তাহাদের স্বর্গগতি হয়।

'বীরগতিঃ স্বর্গঃ' (ভাগবত ১।৭।১৩ টীকায় স্বামী)

২ বীরদিগের গমন।

বীরগোত্র (ক্লী) বীরস্য গোত্রং। বীরের গোত্র, বীরের বংশ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১২৫।৭)

বীরঘ্নী (স্ত্রী) বীরহা, বীরনাশিনী। (অথর্ব্ব ৭।১১৩।২)

বীরঙ্করা (স্ত্রী) নদীভেদ। বীরকরা। (বিষ্ণুপুরাণ)

বীরচক্রেশ্বর (পুং) বিষ্ণু। (পঞ্চরাত্র)

বীরচক্ষুষ্মৎ (ত্রি) বিষ্ণু। (রামায়ণ ৭।২৫।১)

বীরচরিত্র (ত্রি) বীরের জীবনী। বীরের ন্যায় যাহার চরিত্র।

বীরচর্য্য (পুং) রাজপুত্রভেদ। (তারনাথ)

বীরচর্য্যা (স্ত্রী) বীরের কার্য্য। (কথাসরিৎসা° ৮৩।৩০)

বীরজয়ন্তিকা (স্ত্রী) বীরাণাং জয়ন্তিকেব। যুদ্ধস্থলে বীরদিগের নৃত্য। (হেম)

বীরজাত (ত্রি) ১ বীরসমূহ। ২ অপত্যজাত। (ঋক্ ১০।৩৬।১১)

বীরজিত (পুং) ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৩।১৮৩)

বীরণ (স্ত্রী) উশীর তৃণ, পর্য্যায়—কটায়ন, বীরতর, বীরতন্ত্র। (ক্ল°) চলিত বেণার মূল, হিন্দী—খস, তৈলঙ্গ—অহুকগড্ডি, উৎকল—বিণা, গর্ব্ববিনা। বঙ্গে—খস খস। তামিল—বেত্তে বের। গুণ—পাচন, শীতল, স্তম্ভন, লঘু, তিক্ত, মধুর, জ্বর, বমন ও ভেদনাশক, কফ ও পিত্তপ্রশমক, তৃষ্ণা, অস্র, বিষ, বিসর্প ও কৃচ্ছ্র দাহযুক্ত ব্রণ এই সকল নাশক। (ভাবপ্র°)

২ কুশাদি তৃণগণ যথা—কুশ, কাস, দর্ভ, কত্তৃণ, ভূতৃণ, শ্বেতদূর্ব্বা, নীলদূর্ব্বা ও গণ্ডদূর্ব্বা এই সকল তৃণের নাম বীরণ।

"কুশঃ কাসশ্চ দর্ভশ্চ কত্তৃণং ভূতৃণং তথা।
শ্বেতদূর্ব্বা নীলদূর্ব্বা গণ্ডদূর্ব্বেতি বীরণম্॥" (অর্কচি°)

(পুং) ৩ প্রজাপতি বিশেষ, বীরণ প্রজাপতি। (ভারত ১২।৩৪৮।৪১) বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিক্নী। দক্ষ প্রজাপতি স্বয়ম্ভূ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রজাসৃষ্টির মানসে এই কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে দক্ষ ঐ কন্যার গর্ভে পঞ্চসহস্র বীর্য্যবান পুত্র উৎপাদন করেন, ক্রমে ঐ সকল পুত্র হইতে সৃষ্টি বিস্তৃতি লাভ করে। (হরিবংশ ৩ অ°)

৪ একজন ঋষি, বীরণীর পিতা। ৫ যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ একজন আচার্য্য।

বীরণক (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বীরণারাধ্য, চোলরেণুকাসম্বাদপ্রণেতা।

বীরণিন (পুং) একজন মুনি, ইনি বৈদিক আচার্য্যরূপে প্রথিত।

বীরতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্র-বিশেষ।

বীরতম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বীরঃ বীর প্রশস্তার্থে তমপ্। অতিশয় বীর। সকলের মধ্যে প্রধান বীর।

বীরতর (ক্লী) ১ বীরণ। (অমর) (পুং) ২ শর। (ভূরিপ্র°) (ত্রি) ৩ সামর্থ্যবিশিষ্ট, "পুরাতন কল্পে বীরতরমৎ" (ঋক্ ৮।১৮।১৫) 'বীরতরঃ সামর্থ্যবান্। অয়মনয়োরতিশয়েন বীরঃ প্রশস্তার্থেতরঃ। ৩ দুইজনের যিনি শ্রেষ্ঠ বীর, তিনি বীরতর।

বীরতরাসন (ক্লী) বীরতরাণাং সাধকশ্রেষ্ঠানাং আসনম্ আসনবিশেষ, বীরশ্রেষ্ঠদিগের আসন, যাহারা যে আসনে বসিয়া সাধনা করেন।

"বৃহৎকোমলমার্জ্জীনং সংগ্রামপতিতং হি যৎ।
স্বস্ব ব্যাপোদিতং বাপি মৃতং বা নরমাসনম্॥

গর্ভচ্যুতং স্বচং বাপি নারীণাং যোনিজাং ত্বচম্।

সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদং দেবি সর্ব্বাস্তাহুতিসমৃদ্ধিদম্॥

এতং বা যৌবনাস্থানং কুর্য্যাদ বীরতরাসনম্॥" মুণ্ডমালাতন্ত্র ৩প০)

মৃদু, কোমল, সংগ্রামে বা কোন জীব অস্ত্র দ্বারা মৃত নরক্রপ যে আসন তাহাকে বীরতরাসন কহে। গর্ভচ্যুত শব, বা নারীদিগের যোনিস্থ ত্বক্ অথবা যুবতীদিগের যে ত্বক্রূপ আসন ইহাও বীরতরাসন, এই আসন সকল সিদ্ধিপ্রদ এবং সকল স্থলে অতি সমৃদ্ধিদায়ক, বীরসাধক এই আসন আস্তরণ করিয়া সাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধি লাভ করে।

বীরতরু (পুং) বীরস্তরাখ্যাতরুকঃ। ১ অর্জ্জুন বৃক্ষ। ২ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। ৩ বিষাম্বর বৃক্ষ। ৪ ভল্লাতক। (রাজনি০) ৫ শরতৃণ, শর গাছ। ৬ প্রিয়াল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

বীরতা (স্ত্রী) বীরস্য ভাবঃ তল টাপ্। বীরত্ব, বীরের ভাব বা ধর্ম্ম, বীর্য্য, তেজঃ।

বীরতাপিন্যুপনিষদ, উপনিষদভেদ।

বীরদত্ত (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

বীরদামন্ (পুং) শকক্ষত্রপ রাজপুত্রভেদ।

বীরদেব (পুং) একজন কবি। ক্ষেমেন্দ্র সুবৃত্ততিলকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বীরদ্রু (পুং) অর্জ্জুন বৃক্ষ। (রাজনি০) ২ বিষাম্বর বৃক্ষ।

বীরদ্যুম্ন (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বীরধন্বন্ (পুং) কামদেব। (শব্দার্থচি০)

বীরনগর, বাঙ্গালার নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। উলা নামে প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এই স্থান ধনজন পূর্ণ ছিল। কালের করাল দাক্ষণ মহামারীতে এই নগর জনশূন্য ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে। প্রাচীন সমৃদ্ধির নিদর্শন নানাস্থানে এখনও পতিত দেখা যায়। [উলা দেখ।]

বীরনাথ (ত্রি) ১ বীরশ্রেষ্ঠ। ২ কাশ্মীরস্থ ব্যক্তিভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৬।১১০)

বীরনায়ক (পুং) ১ বীরসাধক। ২ উশীর। (বৈদ্যকনি০)

বীরনারায়ণ (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ। ২ একজন কবি। ইহার রচিত কএকখানি কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩ সাহিত্য চিন্তামণি নামক অলঙ্কারগ্রন্থ প্রণেতা।

বীরঙ্কর (পুং) ১ ময়ূর। ২ বন্যপশুর সহিত যুদ্ধ। ৩ চর্ম্ম বর্ম্ম। ৪ নদীভেদ। (শব্দার্থচি০)

বীরপট্ট (পুং) যুদ্ধকালের পরিচ্ছদ বিশেষ। (রাজতর০ ৫।৩৩২)

বীরপত্রা (স্ত্রী) বীরপ্রিয়াণি পত্রাণি যস্যাঃ। বিজয়া, চলিত সিদ্ধি, ইহা বীরদিগের অতিশয় প্রিয় এইজন্য ইহার এই নাম হইয়াছে। (রাজনি০) ২ বারুণী নামক মহাকন্দ।

বীরপত্নী (স্ত্রী) বীরাণাং পত্নী, যদ্বা বীরঃ পতির্যস্যাঃ, (নিত্যং সপত্ন্যাদিষু। পা ৪।১।৩৫) ইতি পত্যুর্নকারাদেশঃ। (ঋন্নেভ্যো ঙীপ্। পা ৪।১।৫) ইতি ঙীপ্। ১ বীরভার্য্যা, বীরের স্ত্রী। ২ বেদোক্ত নদী বিশেষ। "অঙ্গসী কুলিশী বীরপত্নী পয়ো হিন্বানা" (ঋক্ ১।১০৪।৪) 'বীরপত্নী বীরস্য পালয়িত্রী এতৎ সংজ্ঞিতাস্তিস্রো নদ্যঃ' (সায়ণ)

বীরপর্ণ (ক্লী) সুরপর্ণাভিধ সুগন্ধ পত্র। (রাজনি০)

বীরপস্ত্য (ত্রি) পুত্রাদিযুক্ত গৃহভেদ।

'বীরপস্ত্যঃ বীরা অভিগচ্ছমানাঃ পুত্রভৃত্যাদয়ো বা তদ্বৎপস্ত্যং গৃহং যস্য স তাদৃশঃ। প্রেরিতগৃহো বা পুত্রাদ্যুপেতগৃহপ্রদ ইত্যর্থঃ।' (ঋক্ ৬।৫৪।৬ সায়ণ)

বীরপাণ[ন] (পুং) বীরাণাং পানং। বীরদিগের শ্রমনাশের জন্য পান, যুদ্ধে পরিশ্রম অপনোদনের জন্য বীরগণ যে পান করে, তাহাকে বীরপান কহে।

'বীরপাণন্তু যৎপানং বৃত্তে ভাবিনি বা রণে' (অমর)

(বা ভাবকরণয়োঃ। পা ৮।৪।১০) পাণিনির এই সূত্রানুসারে পান শব্দের ন বিকল্পে ণত্ব হয় তাহা হইলে 'বীরপাণ' 'বীরপান' এইরূপ দুটী পদ হইবে।

বীরপাণ্ড্য, পাণ্ড্যবংশীয় রাজাভেদ

বীরপাল (পুং) কাশ্মীরের সামন্তভেদ। (রাজতর০ ৮।২১৮৩)

বীরপুর (ক্লী) ১ কান্যকুব্জরাজধানী। ২ হিমালয়শিখরস্থ নগরভেদ। (কথাসরিৎসা ৫২।১৬০)

বীরপুরুষ (পুং) বীরঃ পুরুষঃ। বীর্য্যবিশিষ্ট পুরুষ, শূর, যাহারা যুদ্ধাদি স্থলে বীরত্ব প্রকাশ করে।

বীরপুষ্পী (স্ত্রী) বাট্যালকভেদ চলিত মহাবলা। (বৈদ্যকনি০) ২ সিন্দূরপুষ্পীবৃক্ষ। (রাজনি০)

বীরপেশস্ (ত্রি) ১ বলিষ্ঠ দেহযুক্ত। 'বীরপেশাঃ পেশ ইতি রূপনাম। ইদং বিক্রান্তং রূপং। অত্র লিঙ্গব্যত্যয়েন বীরপেশা ইতি রূপম্।' (ঋক্ ৪।১১।৩ সায়ণ) ২ দীপ্তিবিশিষ্ট রূপ। 'বীরপেশাঃ প্রেরকজ্বালারূপ' ঋক্ ১০।৮০।৪ সায়ণ,

বীরপ্রজায়িনী (স্ত্রী) বীরপ্রসবিনী, বীরমাতা।

বীরপ্রজাবতী (স্ত্রী) বীরপ্রজা বিদ্যতেঽস্যাঃ মতুপ্ মস্য বঃ, স্ত্রিয়াং ঙীষ। বীরসন্তানযুক্তা যাহাদের পুত্র বীর। (মার্কপু ১২৫।১)

বীরপ্রভ (পুং) ব্যক্তিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৯।২৫)

বীরপ্রমোক্ষ (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ°)

বীরপ্রসবা (স্ত্রী) বীরপুত্রপ্রসবকারিণী।

বীরপ্রসূ (স্ত্রী) বীরান প্রসূতে প্র-সূ ক্বিপ্। বীরপ্রসবিনী স্ত্রী যিনি বীরসন্তান প্রসব করিয়াছেন, বীরমাতা, বীরজননী।

বীরবাহু (পুং) বীরাঃ সমর্থাঃ বাহবো যস্য। ১ বিষ্ণু।

বীরভদ্রদেব, বাঘেলবংশীয় জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে কন্দর্পচূড়ামণি নামে কামসূত্রের টীকা প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে এইরূপ বংশ পরিচয় দিয়াছেন,—শালিবাহনের পুত্র বীরসিংহ, বীরসিংহের পুত্র বীরভানু, বীরভানুর পুত্র রামচন্দ্র, এই রামচন্দ্রের তনয় কুমার বীরভদ্রদেব। চন্দ্রালোকটীকাপ্রণেতা প্রদ্যোতন ভট্ট ইঁহার আশ্রিত ও সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বীরভদ্ররস (পুং) সন্নিপাতজ্বরোক্ত রসৌষধবিশেষ। (রসচি°)

বীরভবৎ (পুং) বীর শব্দার্থ। এই প্রয়োগ দ্বিতীয় পুরুষে হইয়াছে। (কথাসরিৎসা° ১০।৪৪)

বীরভানু (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বীরভার্য্যা (স্ত্রী) বীরস্য ভার্য্যা। বীরের পত্নী। (অমর)

বীরভুক্তি, জনপদভেদ। বীরভূমি।

বীরভুজ (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা ৩৯।৩)

বীরভূপতি (পুং) বিজয়নগরের একজন রাজা, ১৪১৮-৩৪ খৃঃঅঃ। ইনি বুক্কভূপের পুত্র। প্রয়োগরত্নমালাপ্রণেতা চৌণ্ডপাচার্য্য ইঁহার আশ্রিত ছিলেন।

বীরভূম, বঙ্গদেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান বিভাগের এলাকাভুক্ত একটী জেলা। এই স্থানটী ২৩°৩২ ও ২৪°৩৫´ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৭°১০´ ও ৮৮°৫´১৫´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ১৭৫৬ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরপশ্চিম সীমায় সাঁওতাল পরগণা, পূর্ব্বভাগে মুর্শিদাবাদ জেলা ও বর্দ্ধমান এবং দক্ষিণে বর্দ্ধমান জেলা। এই জেলার দক্ষিণ সীমায় অজয় নদ প্রবাহিত। এই অজয় নদই বীরভূমকে বর্দ্ধমান জেলার ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। এই জেলার প্রধান শাসনকেন্দ্র—সিউড়ী সহর।

নামকরণ—বীরভূম নামটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, এই স্থানটী বীরের অধ্যুষিত ভূমি। এই স্থানে বীরগণ বাস করিতেন, অথবা এই স্থান বীরকীর্ত্তির লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইদানীং পুরাতত্ত্ববিদগণ ইহার আরও একটী ব্যুৎপত্তির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন সাঁওতালীরা জঙ্গল অর্থে বীর শব্দের ব্যবহার করে। এই হেতু তাঁহাদের মতে জঙ্গলা বা অরণ্যময় ভূমিই বীরভূমি। এই ব্যুৎপত্তি অপ্রামাণিক। মল্লভূম, ধলভূম প্রভৃতি স্থানের ন্যায় ইহাও যে কোন সময়ে বীরউপাধিধারীগণের বাসস্থলী ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাহা হইতেই বীরভূম নাম হইয়া থাকিবে।

প্রাকৃতিক অবস্থা—এই জেলার পূর্ব্বভাগ বঙ্গদেশের নিম্ন ভূভাগসমূহের ন্যায় জলময়। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে ভূমি ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। অতি দূর পশ্চিমে অগ্রসর হইলেই দেখা যায় ভূমির নিম্নে প্রস্তর স্তর রহিয়াছে। জীবদেহের শিরাসমূহের ন্যায় এই সকল প্রস্তরস্তর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, আবার কোথাও বা ভূমির উপরেই এই সকল প্রস্তরশ্রেণী প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। সিউড়ী হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ৩০ বা ৪০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড় দৃষ্ট হয়। বীরভূম জেলার মধ্যে নৌকাদি চলনযোগ্য বিশেষ কোন নদনদী নাই। অজয় নদই বীরভূমের নদনদীর মধ্যে প্রধানতম। এতদ্ব্যতীত ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, হিংলা এবং দ্বারকা এই কয়েকটী নদ নদীর নামও উল্লেখযোগ্য। বর্ষার সময় কোন কোন নদ নদীতে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে। বীরভূমে হ্রদাদি নাই। বক্রেশ্বর নদের তীরে তাঁতিপাড়া নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামের এক মাইল দূরে অনেক গুলি গন্ধকোৎস দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা এই সকল উৎসকে ভূম বক্রেশ্বর বলে। বক্রেশ্বরের বালুকাময় গর্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই সকল স্থানে প্রতিবর্ষে অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। সাকার কুণ্ড গ্রামের নিকটে আরও একটী উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লৌহ ও পাথুরিয়া চূণই উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে বীরভূমে বড় বড় হিংস্র জন্তু দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন তাহা দেখা যায় না। এখন সাঁওতাল পরগণার বনভূমি হইতে ব্যাঘ্র বা ভল্লুক আসিয়া কখন কখন বীরভূমের কোন কোন স্থানের অনাবৃত শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে বীরভূমের এলাকাযুক্ত ভূভাগ পরিমাণে অনেক বেশী ছিল। বীরভূমের শাসনভার যখন প্রথমে ইংরাজের হস্তে ন্যস্ত হয় তখন ইহার পরিমাণ ৩৮৫৮ বর্গ মাইল ছিল। বিষ্ণুপুর জমিদারীও তখন ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া জেলার এলাকাভুক্ত হইয়াছে। অতঃপর বীরভূমের পশ্চিমভাগের কিয়দংশ সাঁওতাল পরগণার সামিল করিয়া দিয়া ইহার পরিমাণ আরও হ্রাস করা হয়। এইরূপে এই জেলার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস করিতে করিতে অবশেষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৭৫৬ বর্গ মাইলে দাঁড়াইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে বীরভূম শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবংশের অধীন ছিল। তৎপরে ১৭শ শতাব্দের শেষে মুসলমান অধিকারে আসে। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে জাফর খাঁ আসদুল্লা পাঠানের হস্তে বীরভূমের জমিদারী শাসনভার প্রদান করেন। আসদুল্লার পূর্ব্বপুরুষগণ শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে এদেশে বসবাস করিতেছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বীরভূমের শাসনভার আসদুল্লার বংশধরগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ১৭৮৭ সালে বীরভূম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হইবার পর হইতেই বীরভূমে দস্যুদের উপদ্রব প্রবল ছিল।

পশ্চিম প্রান্তের পাহাড় প্রদেশ হইতে পতঙ্গপালের ন্যায় দস্যুরা আসিয়া বীরভূমবাসীদের দ্রব্যাদি লুটপাট করিয়া লইয়া যাইত। এই সকল দস্যুদল ক্রমে ক্রমে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, উহারা রীতিমত দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া বীরভূমে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তুলিল। ইহাদের উপদ্রবে সদর খাজনা রাজকোষে পৌছিত না। ব্যবসা বাণিজ্যে বাধা পড়িল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক কারখানা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। ঐ সকল দস্যুগণ অসীম সাহসে চারিদিকে দস্যুতা করিয়া বেড়াইত। রাজা বা জমীদারদের সহিত ইহাদের রীতিমত যুদ্ধ চলিত। এই লুণ্ঠনব্যবসায়ী পার্ব্বত্য লোকগুলি মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের সময় হইতেই জন সাধারণকে ভয় দেখাইয়া অর্থাদি আদায় করিত। সামান্য ভয় দেখাইলেও অর্থাদি না দিলে উহারা তীর, ধনুক, লগুড় প্রভৃতি সংগ্রামসম্ভারসহ দলবলে সাজিয়া নিম্ন ভূভাগে আসিত, যাহারা বাধা দিত, তাহাদিগকেই নিহত করিত। গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিয়া আবার পার্ব্বত্য প্রদেশে চলিয়া যাইত। এই দস্যুদের ভয়ে বীরভূমের উত্তর প্রদেশে গঙ্গাতটেরও প্রায় শতাধিক মাইল পর্য্যন্ত স্থানে রাত্রিকালে কেহ আসিয়া নৌকা সহ অবস্থান করিত না। দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে অধিবাসীদিগকে রক্ষা করার নিমিত্ত জমীদার ও রাজারা বহু প্রকার যত্ন চেষ্টা করিতেন, প্রাচীর পরিখা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, এখনও স্থানে স্থানে এই সকল প্রাচীর পরিখার কিছু কিছু চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ভাগলপুরের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে এইরূপ প্রাচীরের ভগ্নাবশিষ্টাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদিও বীরভূমে আপনাদের প্রভুত্ব প্রচার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখনও এখানে ইংরাজদিগকে কেহ মান্য করিত না। ১৭৭২ সালে বীরভূম ইংরাজদের শাসনাধীন বলিয়া স্বীকৃত হইলেও স্থানীয় রাজাই বীরভূমের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজাই এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অতি সামান্য কর প্রদান করিতেন। পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করার ভার রাজার উপরেই ন্যস্ত থাকিত। কিন্তু এই সময় বীরভূমের ও মল্লভূমের (বিষ্ণুপুর) রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দিন দিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেছিল। রাজাদের সামরিক বলের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। ইহাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়। এদিকে দস্যুদিগের উৎপীড়নে প্রজারা ধন প্রাণে প্রতিনিয়ত কষ্ট পাইত। দুর্বৃত্ত দস্যুগণের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার নিমিত্ত বীরভূম বা মল্লভূমের রাজাদের কোনও সামর্থ্য ছিল না।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে দস্যুদের উপদ্রব এত অধিক বাড়িয়া উঠিল যে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া দস্যু দমনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মুরশিদাবাদের কলেক্‌টার এডোয়াড অটোআইভন্‌ তাঁহার এলাকায় দক্ষিণ ভাগের দস্যুদের উৎপাতপ্রশমনের নিমিত্ত সকৌন্সীল গবর্ণরজেনারলের নিকট চারিশত সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ইহাতে কোনও ফল হইল না। দস্যুগণ এই সংবাদ পাইয়া আপনাদের দলবল বৃদ্ধি করিয়া লইল। পর বৎসরে তাহারা সমগ্র বীরভূমে আপনাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া তুলিল। এই সময়ে গবর্ণর জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন যে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের শাসন ভার কোন ক্ষমতাশালী দায়িত্ব-জ্ঞানশীল লোকের উপরে অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য এই সময়ে তিনি ডব্লিউ পাইকে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের কলেক্টার রূপে নিযুক্ত করেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে বিষ্ণুপুর ও বীরভূম বৃটিশ কলেক্টারের শাসনাধীন হয়। কিন্তু এই পাই সাহেব দ্বারা আদৌ কোন কার্য্য হয় নাই। তিনি ৩ সপ্তাহ কাল এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ দস্যুদের ভয়ে ভীত হইয়াই তিনি বিষ্ণুপুর হইতে পলায়ন করেন। সরকারী কাগজে লিখিত আছে যে "পাই" সাহেব পদোন্নতির সংবাদ পাইয়া অচিরে ও সহসা বিষ্ণুপুর হইতে চলিয়া যান।

যাহা হউক, মিঃ সারবারণ তাঁহার স্থান অধিকার করেন। ইঁহার শাসনের প্রারম্ভেই বিষ্ণুপুর হইতে সিউড়ীতে জেলা স্থাপিত হয়। মিঃ সারবারণকে বীরভূমের লোকেরা বীর বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। ফলতঃ মিঃ সারবারণের শাসনপ্রভাবে দস্যুগণের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু অপরদিকে মিঃ সারবারণের কৃপাতেই বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের দেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণের প্রভাব একবারেই চিরদিনের তরে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহারা নামমাত্র রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ অতি সামান্য বৈভববান্ ভদ্রলোকের অবস্থায় উপনীত হইলেন।

যাহা হউক যে উদ্দেশ্যে মিঃ সারবারণকে বীরভূমে প্রেরণ করা হয়, তাঁহাদ্বারা সে উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সাধিত হইতে পারে নাই। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইল, অজয় নদের দক্ষিণে দস্যুরা ভীষণ উৎপাত করিতেছে, তাহারা সরকারী কোষ লুঠিয়া লইয়াছে, সামরিক প্রহরীরা উহাদের কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছে, পাঁচজন মনুষ্য নিহত হইয়াছে, কোষাগার হইতে ৩০০০০ সিক্কা টাকা অপহৃত হইয়াছে।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। মিঃ সারবারণের ব্যবহার সন্দেহজনক বোধ হওয়ায় তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া মিঃ ক্রিষ্টোফার

কিটিং নামক একজন কর্ম্মচারীকে তথায় নিযুক্ত করা হইল। ছই মাস কাল যাইতে না যাইতেই মিঃ কিটিং দস্যুদের দুঃসাহস দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। মিঃ কিটিং মনে করিয়াছিলেন মিঃ সারবারণের শাসনে দুরন্ত দস্যুদল সম্ভবতঃ নিপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই মনে করিয়া তিনি একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু একদিন সহসা তাঁহার নিকট এক ভয়ঙ্কর সংবাদ আসিল যে তাঁহার বাসস্থান হইতে অতি অল্পদূরে পাঁচশত দস্যু আসিয়া চল্লিশ খানি গ্রামের অধিবাসীদিগকে একেবারে ধনেপ্রাণে মারিয়াছে। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরেই ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পার্ব্বত্য দস্যুগণ বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের সীমা পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। পল্লীগ্রামে সবান্ধত কপাট নাই। গ্রামে গ্রামে মারামারি রক্তারক্তি হইতে লাগিল। মিঃ কিটিং সীমান্ত প্রদেশ সংরক্ষণের নিমিত্ত বিবিধ ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু দুর্দ্দান্ত দস্যুগণের উৎপাত তাহাতেও কমিল না।

অতঃপর সাময়িক গবর্ণর জেনারল বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের দস্যুর উপদ্রব নিবারণ করার নিমিত্ত এক প্রকার ক্ষুদ্র সমরের বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য কালেক্টারদিগকে লিখিয়া জানাইলেন যে এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একযোগে কার্য্য করিবেন, কেবল নিজ এলাকা লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। যে কোন স্থানে দস্যুদের উপদ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে কালেক্টারগণের অধীন সামরিক সিপাহীরা সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইবে। এইরূপ সৈন্য সংগৃহীত হওয়ায় একদা বীরভূম অঞ্চলে উহার দস্যুদের সহিত বৃটিশ সৈন্যদের এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে দস্যুগণ যথেষ্ট হীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের প্রভাব একবারে বিলুপ্ত হইল না।

এদিকে তৎকালের বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয়দের হৃদয়ে আর একটা ঝোঁক থাকিয়া গেল। ইহারা এদেশীয় ভূম্যধিকারীদের হস্ত হইতে শাসনভার তুলিয়া লইবার নিমিত্ত উন্মত্তবৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট কিঞ্চিৎ কর বাকী পড়িয়াছিল এই অপরাধে বুদ্ধিমান বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আবদ্ধ করিলেন। অন্য কোন সময়ে তাঁহারা এইরূপ অত্যাচার ও অবৈধ কার্য্য করিলে হয়ত ইংরাজদের সহিত প্রজাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। কিন্তু নানা কারণে দেশের লোক তখন মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল, সুতরাং এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় আর কোনও গোলযোগ ঘটিল না। কিন্তু তথাপি প্রজারা দস্যুদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চলিতে লাগিল।

তারপর আবার দস্যুদের উৎপাত প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তোষাখানা লুটিয়া লইবার নিমিত্তই দস্যুদের অধিকতর চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। মিঃ কিটিং গবর্ণর জেনারলের নিকট সুশিক্ষিত সৈন্যের প্রার্থনা করিলেন তাঁহার প্রার্থনামাত্র একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। ইহারা বিভক্ত হইয়া অন্যান্য সৈন্যদের সঙ্গে নানা স্থানে অবস্থিত হইয়া রহিল। কিন্তু ইহাতেও দস্যুদের উপদ্রব প্রশমিত হইল না এমন কি দিবা দ্বিপ্রহরে দস্যুগণ দলে দলে আসিয়া প্রধান প্রধান সহরগুলি লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই অবস্থায় রাজধানী রাজনগর সহরটীকে দস্যুগণ একেবারেই দখল করিয়া বসিল। পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে যেরূপ ঘটনা ঘটে নাই, মিঃ কিটিংএর শাসন সময়ে সেই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মিঃ কিটিং বিষ্ণুপুরে বসিয়া রহিলেন, এদিকে দস্যুগণ বীরভূমের রাজনগরে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। মিঃ কিটিং অপ্রস্তুত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, বীরভূম হইতে দস্যুদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিবার নিমিত্ত বিষ্ণুপুর হইতে বীরভূমে দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এদিকে অপর একদল দস্যু সহসা বিষ্ণুপুর ঘেরাও করিল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। অথচ ইংরাজ দস্যুগণকে কোন ক্রমেই দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে পারিলেন না। দস্যুদের উৎপীড়নে শাসনকর্ত্তৃগণের নিশ্চেষ্টতায় বা অসমর্থতায় প্রজাকুল একবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল যে আমাদের রাজাকে দুর্ব্বল বলিয়া ফিরিঙ্গীরা দেশশাসনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিল, কিন্তু ইহারা আমাদের রাজা অপেক্ষাও সহস্র গুণে অক্ষম। ইহাদের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে আর চলিবে না। প্রজারা তখন দুঃসাহসী হইয়া উঠিল। তাহারা বাঁশ কাটিয়া বড় বড় লাঠি প্রস্তুত করিল, অবশেষে সাহসে ভর করিয়া কৃষকেরা দস্যুদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতে লাগিল। ইংরাজের কামানে যাহা করিতে না পারিয়াছিল, বাঙ্গলার কৃষকদের লাঠির চোটে অতি সহজেই তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল। ইংরাজশাসনকর্ত্তারা বীরভূমের শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া দুই বৎসর কাল মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বীরভূমের প্রাচীন ইতিহাস

বীরভূমের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে এই স্থান কি নিমিত্ত বীরভূম নামে আখ্যাত হইল, তাহার একটী প্রবাদ প্রকাশ করা যাইতেছে। কথিত আছে, কোন সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁহার পালিত শিকারী পক্ষীসহ তদীয় রাজ্যের পার্ব্বত্যদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সকল শ্যেনপক্ষী দ্বারা অন্যান্য পক্ষী শিকার করিতেন। পার্ব্বত্যপ্রদেশে যাইয়াও তাঁহার সেই ইচ্ছা বলবতী হইল, তিনি সামান্ত একটী

নিরীহ ক্ষুদ্র পক্ষী ধরিবার জন্ত তাঁহার বলশালী শিকারী পক্ষীর প্রতি ইঙ্গিত করিলে, পাখীটী তৎক্ষণাৎ উড়িয়া সেই ক্ষুদ্র পাখীর নিকটে গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় পক্ষীটি শিকারী পক্ষীকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইল না। পরন্তু স্থির গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল, শিকারী পাখীটী যেই উহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল পার্ব্বতীয় পক্ষীটী তৎক্ষণাৎ বীরদর্পে উহার উপর আপতিত হইয়া উহাকে এমন গুরুতররূপে আক্রমণ করিয়াছিল যে, সে ক্ষণমাত্র আর স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে রাজার নিকট পলাইয়া আসিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং অবশেষে স্থির করিলেন যে এই ভূমিরই এমন কোন বীরমাহাত্ম্য আছে যে, সেই মাহাত্ম্যবলে আমার অতি পরাক্রমশীল শিকারী পাখীটীও একটী ক্ষুদ্র পাখীর নিকট পরাস্ত হইল। সুতরাং এই ভূমি নিশ্চিতই বীরভূমি।

পূর্ব্বকালে বীরভূমের উত্তরসীমায় মুঙ্গের ও রাজমহল, দক্ষিণসীমায় বৰ্দ্ধমান ও পঞ্চকোট (বাঁকুড়া), পূর্ব্বসীমায় রাজশাহী এবং পশ্চিমসীমায় মুঙ্গের ও পাচেট অবস্থিত ছিল। মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদের সময়ে এই ভূভাগ মদারন বা মন্দারন বলিয়া অভিহিত হইত। আবুল ফজলের গ্রন্থে এই স্থানটির নাম মদারন বলিয়া উল্লেখ আছে।

প্রাচীন সময়ে বীরভূম জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বৃষ্টি ভিন্ন জলের অপর কোন সুব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং এই দেশ প্রাচীনকালে কৃষিকার্য্যে অনুপযুক্ত ছিল। বীরভূম যখন দিল্লীর বাদ্‌শাদের শাসনাধীন হইল তখন তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, প্রায়শঃই, ঝাড়খণ্ড নামক একশ্রেণীর পার্ব্বত্য দস্যু নিম্ন ভূখণ্ডে নামিয়া অধিবাসীদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। উহাদের উপদ্রব নিবারণ করিবার নিমিত্ত সের শা সেখ-যদজ্জার পুত্র অব্‌দুল্লার হস্তে বীরভূমের প্রধান নগর শিউড়ীর ভার সমর্পণ করেন।

শিউড়ীর পূর্ব্বভাগে একচক্রা নামে এক গ্রাম আছে। কথিত আছে যে জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবেরা এই একচক্রা গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই স্থানে ভীম হিড়িম্বক রাক্ষসকে বধ করিয়া তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। তখন এই একচক্রা নামক গণ্ডগ্রামের মধ্যে আরও অনেকগুলি পল্লী অন্ত-র্ভুক্ত ছিল। যথা—ঘোড়াদহ, গর্ভুটিয়া ও কটেশ্বর প্রভৃতি। একচক্রা নগরে ভীম কিয়ৎদিবস অবস্থান করেন। সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে এই একচক্রা গ্রামে শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্ত ভাগবতেও এই সম্বন্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"রাঢ় মাঝে আছে একচক্রা গ্রাম।
তথায় জন্মিলা প্রভু নিত্যানন্দ রাম ॥"

বীরভূমের আর একটী প্রাচীন নগরের নাম দেওঘর শ্রীরাম যখন বনবাসে গমন করেন, তখন এই স্থানে এক শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়া যান বলিয়া প্রবাদ আছে। বীরভূমের বক্রেশ্বর তীর্থ অতি প্রসিদ্ধ স্থান। তৎসম্বন্ধে বক্রেশ্বর শব্দে সবিস্তার দ্রষ্টব্য।

বীরভূমের প্রাচীন হিন্দু রাজাদের মধ্যে লাউসেন এবং ইছাই ঘোষের নাম অতি প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত সাদাই, সিধোর প্রভৃতি রাজাদের নামও শুনা যায়। কিন্তু ইহারা আদিম অসভ্য জাতীয় লোক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন মোনারসিংহ ও বীরসিংহ প্রভৃতি রাজগণের নামও শুনিতে পাওয়া যায়।

বীরভূমের পার্ব্বত্য প্রদেশ ইতঃপূর্ব্বে এক শ্রেণীর পাহাড়িয়া লোকদের অধ্যুষিত ছিল। পাহাড়ের নিম্নে রাজারা আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেন।

বীরভূমের প্রাচীন হিন্দুরাজগণের কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ জানা যায় না। যাহা কিছু জানা যায় তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি বড় সুদৃঢ় নহে।

কথিত আছে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে বীরসিংহ ও চৈতন্তসিংহ নামক দুই ভ্রাতা বীরভূমে আগমন করেন। ইঁহাদের শাসনে পাহাড়ীয়ারা পরাস্ত হয়। ইঁহারা বীরভূমে আপন প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন। বীরসিংহের নামানুসারে বীরসিংহনগর, এবং চৈতন্তসিংহের নামানুসারে চৈতন্তপুর নগর বীরভূমে সংস্থাপিত হয়। এখনও এই দুই নগর বীরভূমে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বীরসিংহের ভ্রাতা ফত্তেসিংহ মুরশিদাবাদের অনেক স্থান স্বীয় করায়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই ফত্তেপুর নামক পরগণার সৃষ্টি হয়।

বীরসিংহই বীরভূমের প্রথম হিন্দুরাজা। বীরসিংহের যথেষ্ট দৈহিক বল ছিল। প্রবল পরাক্রমশীল রাজা বীরসিংহ স্বীয় বাহুবলপ্রভাবে বীরভূমের বহু স্থান স্বীয় শাসনাধীন করিয়া-ছিলেন। ইনি নিজের ভ্রাতাকে স্বীয় রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া তথায় আপন প্রভুত্ব বিস্তার করেন। অনেক রাজা ও জমীদার বীরসিংহের অধীন হইয়া তাঁহাকে কর দিতেন। শিউড়ীর পূর্ব্বভাগে প্রাচীন বীরসিংহপুরের ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানে এখনও বহুল দুর্গ, প্রাসাদ ও পুষ্করিণী প্রভৃতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বীরসিংহ মুসলমানদের সহিত সম্মুখ সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পাছে বা বিজয়ী মুসলমানদের দ্বারা নিগৃহীতা হয়েন, এই ভয়ে রাণী একটী পুষ্করিণীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যে পুষ্করিণীতে রাণী স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন

এখনও সেই পুষ্করিণী বর্ত্তমান, উহা কালীদহ নামে খ্যাত। বীরসিংহ এক কালীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কালীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন।

এই রাজা বীরসিংহপুরের নিকটে একটী গোপালমূর্ত্তিও সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানটী এক্ষণে জঙ্গলাবৃত। জনসাধারণ ইহাকে গুপ্তবৃন্দাবন নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

বীরভূমের রাজনগরের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, রাজনগরে কোনও সময়ে পালবংশের রাজধানী ছিল। পালবংশীয়দের কীর্ত্তিকলাপের বহুবিধ চিহ্ন রাজনগরে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পালবংশের পরে কোনও সময়ে রাজনগরে সেনরাজগণেরও রাজধানী ছিল, তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। ঐ সময় ঐ স্থান লক্ষ্মণনগর এবং মুসলমান আমলে তাহারই অপভ্রংশে লখ্‌নোর নাম হয়।

যাহা হউক, ইহার পর বীরভূমে বীররাজা নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করেন। এই বীররাজা রাজনগরে অবস্থান করিতেন। তাঁহার যথেষ্ট শৌর্য্যবীর্য্য ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী রাজা ও জমীদারগণ তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া সম্মান করিতেন। যে সময়ে পাঠানেরা স্বীয় প্রভাবে এদেশে আপনাদের শাসন বিস্তারপূর্ব্বক সমগ্র দেশটীকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছিল সেই সময়ে বীররাজা স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে পাঠানদিগের হস্ত হইতে এ দেশকে উদ্ধার করেন। রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে ইনি বসন্তচৌধুরী নামে সুপরিচিত।

এই সময়ে আসাদুল্লা খাঁ ও জুনিদ খাঁ নামক দুইজন পাঠান তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। এই দুইটি পাঠানের আকৃতি ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া উহাদের প্রতি বীররাজার চিত্ত আকৃষ্ট হইল, তিনি উহাদিগকে আপন রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারি রূপে নিযুক্ত করিলেন। উহাদের একজনকে মন্ত্রী ও অপরকে সেনাধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ইহাদের সুশাসনে বীরভূমের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু পাঠানদিগকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বীররাজার শৌর্য্যবীর্য্য থাকিলেও তাঁহার দূরদর্শিতা বা নীতিজ্ঞান ছিল না। সুতরাং তজ্জন্য যে বিষময় ফলভোগ করিতে হয়, বীররাজার পক্ষে অচিরেই সেই ফল সুপক্ব ও সুলভ্য হইয়া উঠিল।

পাঠানেরা দেখিতে পাইল তাহারাই দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা, বীররাজা কেবল নামে মাত্র এ দেশের রাজা। বীররাজাকে বিনষ্ট করিয়া তাহারাই অতি সহজে দেশের রাজা হইতে পারে। পাঠানদের হৃদয়ে এই উচ্চতর আশাবহ্নি ক্রমশঃ অধিকতর বেগে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল, উহারা দিবানিশি রাজার ধ্বংসসাধনের উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল। আসাদুল্লা বীররাজার মহিষীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিল। মহিষীর সৌন্দর্য্যও অজ্ঞাতসারে রাজার কাল হইয়া উঠিল।

এক দিবস রাজা তাঁহার কুস্তীখানায় কুস্তী করিতেছিলেন আসাদুল্লাও তথায় উপস্থিত হন। রাজা উহাকে সেখানে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। আসাদুল্লা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ ভ্রাতা জুনিদকে লইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া কুস্তীঘরে প্রবেশপূর্ব্বক সহসা রাজাকে গুরুতর রূপে আক্রমণ করে। যখন আসাদুল্লা ও রাজা উভয়ে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্লান্ত ভাবে হাতা হাতি করিতেছিলেন, তখন দুষ্টমতি দুরভিসন্ধিশীল জুনিদ খাঁ এই উভয়কে নিকটস্থ একটী কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নিহত করে। জুনিদের ঈদৃশ অপারমার্থিক ক্রিয়ায় বীররাজার নিধনসাধন হইলে রাজমহিষীসম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়। যাহা হউক অল্পদিন পরেই রাজমহিষীরও মৃত্যু ঘটে। যদিও রাজার পুত্রাদি ছিল, কিন্তু পাঠানদিগের প্রভাবে রাজপুত্রদের কোনও অধিকার জন্মিল না। জুনিদ মৃত্যুকালে বাহাদুর খাঁ নামক একটি পাঠানের হাতে বীরভূমের শাসনভার সমর্পণ করিয়া যায়। এই জুনিদ হইতে মুসলমানদের বংশ ঘটে।

বাহাদুর খাঁর অপর নাম রণমস্ত খাঁ, তিনি বাঙ্গালা ১০০৭ সালে (ইং ১৬০০ খৃঃ) ঐ শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং ৫৯ বৎসর কাল পর্য্যন্ত এই শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

কথিত আছে, ইঁহার শাসন সময়ে বীরভূমের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, রাজ্য মধ্যে সুখশান্তি সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ব্যবসায়েরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ইহার মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র পুত্র খাঁজে কমল খাঁ পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। খাঁজে কমল খাঁর সম্বন্ধে সবিশেষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার কথা শুনা যায় না। বাঙ্গালা ১১০৪ সালে (ইং ১৬৯৭ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আসাদুল্লা খাঁ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। আসাদুল্লা জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনি যথেষ্টপরিমাণে সৈন্যসংখ্যার বৃদ্ধি এবং বীরভূমে অনেক পুষ্করিণী আদি খনন করেন। তাহাতে রাজ্যের জলাভাব বিশেষ প্রকারে বিদূরিত হয়। ইহার সময়ে বীরভূমে বহু মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইনি দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন, একজনের নাম বাদিয়াজমা ও অপরের নাম—আজমত খাঁ।

বাঙ্গালা ১১০৫ সালে ইং ১৭ ৮ খৃঃ বাদিয়াজমা সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে সনদ প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত বীরভূমের শাসনকর্ত্তার নূতন বন্দোবস্ত হয়, বাদিয়াজমা নবাবকে বার্ষিক ৩৪৬০০০ টাকা কর দিতেন। ইঁহার শাসন

সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনস্থ একদল মহারাষ্ট্রী বঙ্গদেশে আসিয়া দেশে লুণ্ঠন ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয়। ইহারা কেন্দুডাঙ্গা বা গঞ্জমুরারিদ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে।

বাদিয়াজমা ও তাঁহার ভ্রাতা আলিনকি এবং বর্দ্ধমানের রাজার সাহায্যে মুর্শিদাবাদের নবাব এই মহারাষ্ট্রী দস্যুদিগকে প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। বাদিয়াজমার দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ইহার দুইটী পুত্র জন্মে, একটীর নাম আহম্মদজমা খাঁ, অপরের নাম মহম্মদআলী খাঁ। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে আসদজমা খাঁ নামে একটী পুত্র হয়। এতদ্ব্যতীত বাহাদুর খাঁ নামক তাঁহার আরও একটী অবৈধ পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতাদিগের সম্মতিক্রমে আসদজমা পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। আলিনকি খাঁ ও আহম্মদজমা খাঁ বীর ছিলেন।

ইহাঁরা মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীন সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলিনকি খাঁ সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য কলিকাতায় আসিয়া বাগ্‌বাজারে শিবির সংস্থাপন করেন। ইহাদের পরাক্রম-প্রভাবে ইংরাজেরা বালী ও হাওড়ায় পলাইয়া যায়। এই যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া আলিনকি খাঁ কলিকাতার দক্ষিণে নিজের আবাস নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান আলিপুরই সেই স্থান। আলিনকির নাম অনুসারেই আলিপুর সহরের সৃষ্টি হয়।

সিরাজউদ্দৌলার সৈনিকগণের মধ্যে আলিনকি ও তাঁহার ভ্রাতা আহম্মদজমা খাঁ এই উভয়েই নিরতিশয় বিক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন। বর্ত্তমান বৈদ্যনাথ সহরের সহিত আলিনকি খাঁর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিজড়িত রহিয়াছে। গিধোড়ের রাজার সৈন্যদল বীরভূমে প্রবেশ করিয়া যখন আলিনকির পিতা বাদিয়াজমাকে পরাস্ত করে, তখন আলিনকির পিতৃশত্রুকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ার জন্য দেওঘর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইনি গিধোড় রাজের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া দিয়া বৈদ্যনাথ সহর দখল করেন। ইনি বৈদ্যনাথ দেবকে পাণ্ডাদের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কর আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া যান। কথিত আছে এই সময়ে বৈদ্যনাথের পাণ্ডাদের মাসিক ৫০০০০ টাকা আয় হইত।

আলিনকি যদিও সমরকৌশলে ও বাহুবলে অতীব বীর বলি প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু রাজপদলাভের উচ্চ আশা কোনও সময়ে তাহার বীরহৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরেও আসদজমা খাঁ সিংহাসনাধিরূঢ় থাকিলেন, আলিনকি তাঁহাকে কোন বাধা দিলেন না। রাজপদে অনেক সময়েই বাৎসল্য ও মত্ততার সহিত বিজড়িত হয়। আসদজমাও রাজবৈভবে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের সম্মতি ক্রমেই তিনি বীরভূমের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের পুত্র মীর জাফরালীর মৃত্যুর পরে আসদজমা সুযোগ বুঝিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ সমর সাজে চুণাখালি পর্য্যন্ত অভিযান করিলেন। নবাব তখন নিরুপায় হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাহাতেও আসদজমা সন্তুষ্ট না হইয়া গঙ্গা পার হইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে নবাবের পত্নী মান্নী বেগম বিপৎ প্রতীকারের নিমিত্ত সহসা এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, মান্নি বেগম ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা যদি এই যুদ্ধে সাহায্য করেন, তবে নবাব তাহাদিগকে বিপুল একটা তালুক ছাড়িয়া দিবেন। ইংরাজেরা ইহাতে সম্মত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আসদজমা তখন রাজনগরের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইংরাজেরা ক্রমাগত কয়েক দিবস এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া আসদ জমাকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ আফজল খাঁ নিহত হন। এই যুদ্ধাবসানে যে সন্ধি হয়, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

(১) বীরভূমের রাজস্বের একতৃতীয়াংশ ইংরাজদিগের প্রাপ্য হইবে।

(২) ইংরাজেরা বীরভূমের কোন ব্যাপারের সংস্রব রাখিবেন না।

(৩) রাজা সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইংরাজদের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবেন।

এই যুদ্ধে আসদ জমার সুশিক্ষা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবকে যথারীতি কর প্রদান করিতেন। মুন্সী অনুপ মিশ্র তাঁহাকে ঋণদান করিয়াছিলেন, ঋণশোধ দিতে না পারিয়া তাহাকে এক হাজার বিঘা জমী প্রদান করেন।

১১৮৪ সালে (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে) বাতব্যাধি রোগে কলিকাতায় আসদ জমা খাঁর মৃত্যু হয়। আসদজমা উদার ছিলেন, বীরত্ব ও তাঁহার উচ্চাশার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমগ্র বঙ্গে বীর প্রভুত্ব স্থাপন করার নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে বলবতী আশার উদ্রেক হইয়াছিল। ইনি ২৭ বৎসর কাল বীরভূমে রাজত্ব করেন।

আসদ জমার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ রাজপদের দাবী করেন। কিন্তু আসদ জমার বিধবা বেগম তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহার পুত্র নাগবিবীকে ন্যায়বিচারে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করেন। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ নাগবিবীকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত

করেন। লালবিহী সিংহাসনে সমাসীন হইলেও তিনি নাবালক ছিলেন। রাজকার্য্যাদি তাহার মাতাকেই করিতে হইত। কিন্তু কুচক্রী বাহাদুর নানাপ্রকার চক্র করিয়া বীরভূমের শাসনভার স্বীয় করায়ত্ত করেন। ১১৯৬ সালে (ইং ১৭৮৯) বাহাদুরের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার পুত্র মহম্মদজমা খাঁ সিংহাসনাধিরূঢ় হন।

বাঙ্গালা ১১৯৭ (ইং ১৭৯০) সালে মহম্মদ জমা রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় দেওয়ান লালা-রামনাথ এবং মিঃ কিটীং বীরভূমের রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পরে ইনি পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং যোগ্যতার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইঁহার রাজত্ব সময়ে বীরভূমে সাড়েলক্ষ লোকের বাস ছিল। ইহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল এক তৃতীয়াংশ (প্রকৃত পক্ষে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ)। লালারামনাথেরও যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। ইনি সিউড়ী হইতে ৬ মাইল দূরে ভাণ্ডীবন নামক স্থানে ভাণ্ডীশ্বর নামে শিবমন্দির সংস্থাপিত করেন।

মহম্মদ জমা খাঁ বাঙ্গলা ১২০৯ (ইং ১৮০২ সালে) পিতৃসিংহাসন এবং ১২১৯ (ইং ১৮১২ সাল) ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের সনদ প্রাপ্ত হন। ১২৬২ সালে (ইং ১৮৫৫) ইনি জহর জমা খাঁ নামক এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

বীরভূমের প্রাচীন রাজবংশ ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রচুর ঐতিহাসিক কাহিনী আছে। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ এখনও তৎসম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই।

বীরভূমের পরগণা সমূহ।

(১) অজিরামপুর, (২) আকবরশাহী, (৩) আনন্দনগর, (৪) আমডুমরা, (৫) আমরুল, (৬) আসদ নগর, (৭) আজামতশাহী, (৮) বাজায়ৎ, (৯) বাগহাট, (১০) বড় তালুক, (১১) বারবকসিং, (১২) বাজে বর্দ্ধমান, (১৩) বহকান, (১৪) বেলতলা, (১৫) ভদ্রপুর, (১৬) ভাতশালা, (১৭) ভরকাদা, (১৮) বিরমপুর, (১৯) চন্দ্রপুর, (২০) চুনাখালী, (২১) দাদশাহী, (২২) ধাম্রা, (২৩) বিনা, (২৪) ফতেপুর, (২৫) ফতোসিংহ, (২৬) গোপালনগর, (২৭) গোপীনাথপুর, (২৮) গোকিলতা, (২৯) হরিহরপুর, (৩০) হরপুর, (৩১) হুরপুর, (৩২) হসাকপুর, (৩৩) ইচ্ছাপুর, (৩৪) জাহানাবাদ, (৩৫) জোয়ান ইব্রাহিমপুর, (৩৬) কমকজন, (৩৭) কাওগড়িয়া, (৩৮) কাটগড়, (৩৯) কাশীপুর, (৪০) কীরনী, (৪১) খরগী, (৪২) খড়সেলকা, (৪৩) খাটীদা, (৪৪) কৃষ্ণনগর, (৪৫) কুমারপ্রতাপ, (৪৬) কুতবপুর, (৪৭) মহানন্দা, (৪৮) মাজকুরী, (৪৯) মল্লারপুর, (৫০) আমখানী, (৫১) মনোহরী, (৫২) মানাহরশাহী, (৫৩) ময়ূরেশ্বরশাহী, (৫৪) ময়ূরেশ্বরশাহী দক্ষিণ, (৫৫) ময়ূরেশ্বরচক, (৫৬) মোহনপুর, (৫৭) মজঃফরপুর, (৫৮) মজফরশাহী, (৫৯) নোনাগর, (৬০) নালী, (৬১) হজ্রা, (৬২) পুরন্দরপুর, (৬৩) রাধাবল্লভপুর, (৬৪) রাজশাহী, (৬৫) রসুলপুর, (৬৬) রোকনপুর, (৬৭) সামন্ত, (৬৮) সরুপসিং, (৬৯) সেনভূম, (৭০) সেরপুর, (৭১) সাহাআলমপুর, (৭২) সাতাজপুর, (৭৩) সাইসমলামপুর, (৭৪) সাজাদপুর, (৭৫) শিবপুর, (৭৬) শিবপুরতালুক, (৭৭) তৈলচাপাল।

বীরভূমের গ্রাম ও নগর।

আমেদপুর—সিউড়ী হইতে ১৯ মাইল দূরে। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

বাক্রশ্বর—বক্রেশ্বর শব্দ দ্রষ্টব্য।

ভূমবক্রেশ্বর—ভাণ্ডিপাড়া গ্রামের এক মাইল দক্ষিণে। এখানে গন্ধক-উৎস আছে।

বোলপুর—সিউড়ী হইতে ৩১ মাইল দূরে। এই স্থানটী বাণিজ্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন ও সবরেজেষ্টরী আছে।

হাবড়া—সিউড়ী হইতে ৪২ মাইল দূরে এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

দেওয়া—পূর্ব্বে এখানে নীলের কারবার ছিল।

দুবরাজপুর—দুবরাজপুর সহর। এখানে পুলিশ ষ্টেশন বাজার ও মুনসফী আছে। এই সহরের দক্ষিণে একটী অতি সুন্দর পাহাড় আছে। পাহাড়টীর পরিমাণ প্রায় এক বর্গ মাইল। এই পাহাড়টী ৭০ ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ে এক শিবমন্দির আছে।

গণুটিয়া—মোর নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এই স্থানটী বীরভূমির রেশম কারবারের কেন্দ্রস্থল।

মল্লারপুর—সিউড়ী হইতে ১৪ মাইল দূরে এক খানি গ্রাম ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপলাইনের পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে একটী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। মল্লারপুর প্রাচীন গ্রাম। মল্লারসিংহ নামক এক জন ধার্ম্মিক ও জন সাধারণের প্রিয়পাত্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই পল্লীর অধিকারী ছিলেন। একটী দুষ্ট লোক এক দিবস ছল করিয়া ইঁহাকে জানায় যে রাজনগরের মুসলমান রাজা তাঁহাকে জবরদস্তী করিয়া মুসলমান করিয়া দিবে। ধর্ম্মপ্রাণ মল্লারসিংহ ইহাতে ধর্ম্মভয়ে আত্মহত্যা করেন। অতঃপর রাজনগরের মুসলমান রাজা এই মিথ্যা কথার বিষম পরিণাম শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং দুষ্ট লোকটীর অনুসন্ধান করেন। কিন্তু উহার কোনও সন্ধান না পাওয়ায় তিনি এই নিমিত্ত আরও অশ্রুপাত করিয়াছিলেন

রাজনগর—ইহার অপর নাম নগর। এখানেই বীরভূম জেলার প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরের প্রাচীরেরও পরিমাণ ৩২ মাইল ছিল। এখনও এই সুবৃহৎ প্রাচীরের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

সিউড়ী হইতে ২০ মাইল দূরে ও রাজনগরের উত্তরে সেনপাহাড়ী নামে এক বিশাল অরণ্য আছে। ইহাই ঘোষ এই জঙ্গলী মহলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই অরণ্যে এক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির ইছাইমন্দির নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নির্ম্মিত একটী দুর্গও এখানে ছিল উহার নাম শ্যামরূপা গড়। ইনি লাউসেন নামক এক রাজপুত্রের হস্তে পরাস্ত হন।

ইলামবাজার—অজয়নদের তীরবর্ত্তী সহর। এই স্থানটীতে অনেকগুলি কারখানা আছে। ইলামবাজার ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল।

কেঁদুলী বা কেন্দুবিল্ব—অজয়নদের উত্তরতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থান। সুবিখ্যাত জয়দেব কবির জন্মভূমি। কেন্দুবিল্ব শব্দে সবিস্তার দ্রষ্টব্য।

মাড়গ্রাম—এই সহরে রেশমের যথেষ্ট কারবার হয়। বহরমপুর ইহার ২০ মাইল পূর্ব্বে।

ময়ূরেশ্বর—এখানে আড্ডা আছে। স্থানটীও রেশমের কারবারের জন্য বিখ্যাত।

রামপুরহাট—বীরভূম জেলার একটী মহকুমা। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।

সিউড়ী—এই স্থলেই বীরভূমের জিলা সদর প্রতিষ্ঠিত। সিউড়ীই এখন বীরভূমের প্রধান নগর। ময়ূরাক্ষি নদী ইহার তিন মাইল উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিত। সিউড়ী হইতে ১১ মাইল দূরে সাঁইথিয়ার রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই সহর কলিকাতা হইতে ১৩১ মাইল দূরে অবস্থিত।

বীরভূম কৃষিপ্রধান স্থান। বর্দ্ধমান বিভাগ কৃষির নিমিত্ত চিরপ্রসিদ্ধ। বীরভূমের উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে ধান, ইক্ষু, যব ও সর্ষপ যথেষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমবাগান ও তালবন এই জেলার অনেক পরগণাতেই প্রভূত পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে তুঁতের চাষও দেখিতে পাওয়া যায়। তেঁতুল, বেল, কাঁঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পাওয়া যায়। ইসাকপুর পরগণায় অনেকেই রেশমের কার্য্য করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। অন্যান্য পরগণাতেও রেশমের কারবার আছে। বড় বড় বৃক্ষের মধ্যে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার অরণ্যের পরিমাণও কম নহে। এই অরণ্যাদির মধ্যে বিবিধ প্রকার প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি আছে। দেলিয়ানারায়ণপুর, দেওয়া, ধামরা, প্রভৃতি স্থানে লোহার কারবার আছে। মল্লারপুরাদি পরগণায় ভূস্তরে লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে পাথরে চুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বীরমণি (পুং) রাজভেদ। দেবপুরের রাজা। রুক্মাঙ্গদ নামে প্রবল পরাক্রান্ত ইঁহার এক পুত্র ছিল। রুক্মাঙ্গদ রমণীগণের সহিত ক্রীড়ার জন্য উপবনে গমন করিলে তথায় শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞীয়াশ্ব উপনীত হয়। পরে রমণীগণের আগ্রহে রুক্মাঙ্গদ সেই অশ্ব বন্ধন করেন।

পিতা বীরমণি ইহা জানিতে পারিয়া পুত্রকে বলেন, রামচন্দ্রের যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়া ভাল কর নাই। এক্ষণে অশ্ব রক্ষার জন্য সমধিক যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমি ইহাকে রক্ষা করিলেও রামকিঙ্করগণ বলপূর্ব্বক ইহাকে লইয়া যাইবে।

পরে শত্রুঘ্ন অশ্বহরণের সংবাদ পাইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করায় সুমতি কহিলেন, দেবপুরাধিপতি বীরমণির পুত্র এই অশ্ব বন্ধন করিয়াছেন। ভগবান্ মহাদেব দেবপুর নামে এই নগর নির্ম্মাণ করিয়া সতত এই রাজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্য ইহাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে না। তখন শত্রুঘ্ন হনুমানাদির সহিত মিলিত হইয়া অশ্বের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বীরমণি পুত্র ভ্রাতা বীরসিংহ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ চলিল। মহাদেব স্বয়ং এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করেন। মহাদেব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অস্ত্রশস্ত্রপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেবগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি সকলেই পরাজিত হইল। তখন শত্রুঘ্ন হনুমানের উপদেশানুসারে শ্রীরামকে স্মরণ করেন। তখন নীলোৎপলদলশ্যাম রাজীবলোচন রামচন্দ্র করে ধৃতধনু ধারণ করিয়া যজ্ঞদীক্ষিত মূর্ত্তিতেই রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন শত্রুঘ্ন তাঁহাকে সহসা রণস্থলে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। রামচন্দ্রকে দর্শন করিবা মাত্রই শত্রুঘ্ন শিবপাশ হইতে মুক্ত হইলেন।

মহাদেব রামচন্দ্রকে যুদ্ধস্থলে দেখিবামাত্রই তাঁহাকে কহিলেন, ভগবান্ রাম! আমি সত্য পালন জন্য এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এই বীরমণি পূর্ব্বে উজ্জয়িনী প্রদেশে শিপ্রা নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক মহাকাল নিকেতনে তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলাম যে, দেবপুরে তোমার রাজ্য হইবে। যতদিন রামচন্দ্রের যজ্ঞীয় অশ্ব তোমার নগরে না আসিবে, ততদিন আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ নগরে অবস্থিত করিব

সুতরাং সেই সত্যানুসারে তাঁহাকে রক্ষা করিতে এই স্থানে বিদ্যমান আছি, এখন এই অশ্ব আপনি গ্রহণ করিয়া যজ্ঞপূর্ণ করুন। (পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ২৪।২৮ অধ্যায়)

বীরমৎস্য (পুং) জাতি বিশেষ। (রামায়ণ ২।৭১।৫)

বীরময় (ত্রি) বীরস্বরূপে ময়ট্। বীরস্বরূপ, বীর। তন্ত্রোক্ত বীরভাব, বীরাচার।

"দিব্যবীরময়োভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।

কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্ নৃণাম্॥" (মহানির্বাণতন্ত্র)

বীরমর্দ্দন (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

বীরমর্দ্দল (পুং) যুদ্ধকালীন ঢক্কাবিশেষ। (হেম)

বীরমল্ল, সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত মানবধর্ম্মশাস্ত্রব্যাখ্যা-প্রণেতা নন্দনের প্রিয়বন্ধু।

বীরমহেশ্বর (আচার্য্য), সংগ্রহ নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

বীরমাতৃ (স্ত্রী) বীরাণাং মাতা। বীরজননী। পর্য্যায়—বীরসূ। (অমর)

বীরমানিন্ (ত্রি) বীরং মন্যতে বীর মন-ণিনি। বীরাভিমানী, বীর বলিয়া যাহার অভিমান আছে। (ভাগবত ৯।১১।২৮)

বীরমার্গ (পুং) বীরস্য মার্গঃ। বীরের মার্গ, স্বর্গ।

বীরমাহেশ্বরীয় তন্ত্র, একখানি তন্ত্রগ্রন্থ।

বীরমিত্রোদয়, একখানি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাশাস্ত্র। মিত্রমিশ্র ইহার রচয়িতা। এই গ্রন্থে দায়ভাগাদি বিষয়ের ও ব্যবহার শাস্ত্রের সুচারুরূপ মীমাংসা আছে।

বীরমিশ্র (পুং) বীরমিত্রোদয়প্রণেতা মিত্রমিশ্রের নামান্তর।

বীরমুকুন্দদেব (পুং) উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ রাজা। প্রাকৃত সর্ব্বস্ব প্রণেতা মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের প্রতিপালক।

[মুকুন্দদেব ও উৎকলশব্দ দেখ।]

বীরমুদ্রিকা (স্ত্রী) মধ্যপাদাঙ্গুলে পরিবার অঙ্গুরীয়ালঙ্কারভেদ।

বীরয়া (স্ত্রী) পুত্রেচ্ছা। (ঋক্ ১০।৬৪।৫)

বীরয়ু (ত্রি) যুদ্ধেচ্ছু। রণদুর্ম্মদ।

বীরযোগবহ[সহ] (ত্রি) মধ্যস্থ।

বীররজস্ (স্ত্রী) বীরাণাং বীরভাবিনাং ধারণার্থং রজঃ। সিন্দূর। (রাজনি°)

বীররস, নাটকাদিতে বর্ণনীয় নবরসের একতম। রৌদ্র, বীরত্ব, ওজস্বিতা প্রভৃতি জ্ঞাপনকালে এই রসের আবির্ভাব জানিতে হয়।

বীররাঘব (পুং) শ্রীরামচন্দ্র।

বীররাঘব, ১ অচ্যুতশারদাস্তোত্রপ্রণেতা। ২ উত্তররামচরিত টীকা, মহাবীরচরিতটীকা ও মালবিকাগ্নিমিত্রটীকারচয়িতা। ৩ প্রয়োগচন্দ্রিকা, প্রয়োগদর্পণ, ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকানাম্নী ভাগবত পুরাণটীকা ও সচ্চরিত্রসুধানিধি নামক গ্রন্থ চতুষ্টয়প্রণেতা। ৪ বিষ্ণুপাদদর্শরচয়িতা। ৫ প্রয়োগমুক্তাবলীপ্রণেতা রামের পুত্র। ৬ বাক্যার্থদীপিকাপ্রণেতা হনুমদাচার্য্যের গুরু।

বীররাঘব আচার্য্য, ১ অসত্ত্বপত্র নামক ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা। ২ তত্ত্বসারব্যাখ্যারচয়িতা।

বীররাঘব শাস্ত্রিন্, তর্কশেষ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

বীররেণু (পুং) বীরো রেণব ইব যস্য। ভীমসেন। (ত্রিকা°)

বীরললিত (স্ত্রী) বীরের ন্যায় অথচ কোমল স্বভাব। বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে, স্বয়ং ভীরু হইলেও অধীন রিপুগণকে "বীরললিত" নামক গূঢ়চরিত দ্বারা শাসন করিবে।

(বরাহপু° ১০৪।৬১)

বীরলোক (পুং) বীরস্য লোকঃ। বীরের লোক, ইন্দ্রলোক। "কোটিশ্চ বীরলোকানাং সমেতাঃ কুরুজাঙ্গলে।" (ভারত ৬প°)

স্বর্গলোক, বীরগণ যুদ্ধে মরিলে তাহাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এই জন্য বীরলোক শব্দে স্বর্গ।

বীরবক্ষণ (ত্রি) ঋত্বিগ্‌দিগের দ্বারা বহনীয়। 'বীরবক্ষণং বীরৈর্ঋত্বিগ্‌ভির্বহনীয়ং'। যথা দক্ষণাঃ কাষ্ঠবোঢ়ারো ... প্রেশতে ভক্তারূপম।' (ঋক্ ৫।৪৮।২ সায়ণ)

বীরবৎ (ত্রি) বীর অস্ত্যর্থে মতুপ্। বীরবিশিষ্ট, বীরযুক্ত, পুত্রযুক্ত, পতিযুক্ত। (ভাগবত ৯।১৬।৩৫)

বীরবতী (স্ত্রী) বীরবৎ ঙীষ্। ১ মাংসরোহিণী। (ভাবপ্র° ...) ২ বিক্রমপুরাধিপতি বিক্রমতুঙ্গ নৃপতির কর্ম্মচারী বীরবাহুর কন্যা। (কথাসরিৎসা° ৫৩।৯০) ৩ বীরবিশিষ্টা, বীরযুক্তা।

বীরবৎসা (স্ত্রী) বীরো বৎসঃ পুত্রো যস্যাঃ। বীরজননী, বীরমাতা। (জটাধর)

বীরবর (ত্রি) বীর শ্রেষ্ঠার্থে বর। বীরশ্রেষ্ঠ, অতিশয় বীর।

বীরবরপ্রতাপ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বীরবল্লী (স্ত্রী) দেবদালী, দেয়াতাড়া। (বৈদ্যকনি°)

বীরবর্ম্মন্ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ১৯।৩২)

বীরবহ (ত্রি) বীর বহ ণি। স্তোত্র দ্বারা বহনীয়। অতএব প্রাপণীয়। ২ অশ্বদ্বারা বহনীয়। রথ।

"ইন্দ্রবায়ু বীরবাহং রথং" (ঋক্ ৭।৯০।৫)

'বীরবাহং বীরৈর্বিশেষেণেরয়িতৃভিঃ স্তোতৃভির্বহনীয়ং প্রাপণীয়ং যদ্বা বরেরশ্বৈর্বহনীয়ং' (সায়ণ)

৩ পুত্রবহনকারী। "বীরবাহো হবে দেবানাং" (ঋক্ ৭।৮২।২)

'বীরবাহো বীরং পুত্রং স্বাং বহন্তঃ' (সায়ণ)

বীরবাক্য (স্ত্রী) বীরস্য বাক্যং। বীরের বাক্য, বীরের উক্তি।

বীরবামন (পুং) একজন গ্রন্থকার। অফ্রেক্‌ট্ ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বীরবিক্রম (পুং) ১ বীরপুরুষভেদ। ২ (ত্রি) বীরদর্প।

বীরবিদ্ (ত্রি) ১ শক্তিসম্পন্ন, কর্মঠ। (অথর্ব ১১।৯।১৪)

বীরবিপ্লাবক (পুং) শূদ্রদ্রব্য দ্বারা হোমকর্তা, যিনি শূদ্রের দ্রব্যাদি লইয়া তাহাদ্বারা হোম করেন।

'বীরবিপ্লাবকো জুহ্বন্ ধনৈঃ শূদ্রসমাহিতৈঃ।' (হেম)

বীরবিরুদ (স্ত্রী) কৃত্রিম শ্লোকভেদ। [শূরশ্লোক দেখ।]

বীরবৃক্ষ (পুং) বীরনামকো বৃক্ষঃ। ভল্লাতক, ভেলা। (অমর) ২ অর্জুনবৃক্ষ। (হেম) ৩ বিষাক্তর। (রাজনি°) ৪ মহাশালী, পেষণার্থ, চলিত দেধান, মোটাধান। পর্য্যায়—বীরতরু, বৃহত্তম, অশ্বগন্ধ। (রত্নমালা)

বীরবৃন্দ ভট্ট, বৃন্দনামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। [বৃন্দ দেখ।]

বীরবেতস (পুং) অম্লবেতস। (রাজনি°)

বীরব্যূহ (পুং) বীরদিগের রচিত ব্যূহ। (রামায়ণ ৬।৭০।৩৮)

বীরব্রত (ত্রি) দৃঢ়সঙ্কল্প। 'বীরব্রতঃ দৃঢ়সঙ্কল্পঃ' (ভাগ° ৫।১৭।২ টীকা) ২ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। (ভাগ° ১০।১৭।৪৫) ৩ মধুর ঔরসে সুমনার গর্ভজাত পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।১৫।১৫)

বীরশয় (পুং) রণাঙ্গন, রণভূমি, বীরগণ ইহাতে শয়ন করে, এইজন্য ইহাকে বীরশয় কহে।

"শরিষ্যসে বীরশয়ে বভির্ব্ধ্রুতঃ" (ভাগবত ৩।১৭।৩০)

'বীরশয়ে রণাঙ্গনে' (স্বামী)

বীরশয়ন (ক্লী) বীরাণাং শয়নং। বীরদিগের শয্যা, বীরশয্যা, রণভূমি।

বীরশয্যা (স্ত্রী) বীরাণাং শয্যা। রণভূমি।

"শয়ানান্ বীরশয্যায়াং হতানা নব্য শোচতীঃ।" (ভাগ১০।৪০।৪৪)

বীরশর্মান্ (পুং) যোদ্ধৃভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।১৯)

বীরশায়িন্ (ত্রি) বীরশয়িনি। বীরশয়, রণভূমি, বীরগণ ইহাতে শয়ন করে। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বীরশাক (পুং) বাস্তুকশাক, বেতোশাক। (বৈদ্যকনি°)

বীরশুষ্ম (ত্রি) শত্রুদিগের ক্ষেপণসমর্থ বলযুক্ত, শত্রুদিগকে অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিতে পারে এইরূপ বলশালী। "প্রমত্তা বীরশুষ্মা" (ঋক্ ১।৪২।৪) 'বীরশুষ্মা বীর' বিশেষেণ শত্রূণাং ক্ষেপণসমর্থং শুষ্মং বলং যস্যাঃ সা তথোক্তা'। (সায়ণ)

বীরশৈব (পুং) শিবোপাসকভেদ। [শৈব ও লিঙ্গায়ত শব্দ দেখ]

বীরসরস্বতী, একজন প্রাচীন কবি।

বীরসিংহ—তোমর বংশীয় অনেক রাজা। দেববর্ম্মের (১৩৫০ খৃঃ) পুত্র এবং কমলসিংহের (১৩২৫ খৃঃ) পৌত্র। ইনি ১৩৭৫ খৃঃ বিদ্যমান ছিলেন। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, নৃসিংহোদয় ও বীরসিংহাবলোক নামক তিনখানি গ্রন্থ ইহার প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২ গয়া দেশের একজন সামন্ত রাজা।

৩ গঙ্গবংশীয় একজন রাজা।

৪ চাহিল বংশীয় একজন নরপতি।

৫ কচ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা।

৬ তোমর বংশীয় অনেক রাজা। গোপাচলে (গোয়ালিয়র) ইহার রাজধানী ছিল।

৭ বর্দ্ধমানের একজন রাজা। ভারতচন্দ্র রায় ইহার কন্যাকে বিদ্যা সাজাইয়া বিদ্যাসুন্দর কল্পনা করিয়াছেন।

৮ দেবপুরের রাজা বীরমণির ভ্রাতা। ইনি রাজা বীরমণির আজ্ঞায় রামচন্দ্রের অশ্বমেধীয় অশ্ব হরণ করেন। এই জন্য হনুমানের সহিত ইহার তুমুল সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে মহাদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বীরসিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করেন।

(পদ্মপু° পাতালখ° ২৪,২৫,২৬ অ°)

বীরসিংহদেব, অনেক হিন্দু নরপতি। রাজা প্রতাপরুদ্রের পৌত্র ও মধুকর সাহের পুত্র। বীরমিত্রোদয়প্রণেতা মিত্রমিশ্র ইহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

বীরসিংহ দৈবজ্ঞ, প্রশ্নালঙ্কার নামক জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

বীরসিংহাবলোকন (ক্লী) বৈদ্যকগ্রন্থভেদ। বীরসিংহ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বীরসুখ (ক্লী) বীরের আনন্দ।

বীরসূ (স্ত্রী) বীরান্ পুত্রানেব সূতে ইতি বীর-সূ-ক্বিপ্। বীরমাতা, বীরপুত্রপ্রসবকারিণী স্ত্রী। ২ পুত্রপ্রসবিনী।

"বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শংনো" (ঋক্ ১০।৮৫।৪৪)

'বীরসূঃ পুত্রাণামেব প্রসবিত্রী' (সায়ণ)

বীরসূত (ক্লী) বীরপ্রসবিতা।

বীরসেন (পুং) বীরা সেনা যস্য। পুণ্যশ্লোক নলরাজার পিতা। (ভারত বনপ° ৫২ অ) ২ আরুকবৃক্ষ। (রাজনি°)

বীরসেন, হস্তিবৈদ্যক নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ পাটলিপুত্ররাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইহার নামান্তর শাব। ৩ দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। ইহার বংশধর ব্রহ্মক্ষত্রিয়কুলচূড়া সামন্তসেন হইতে বাঙ্গলায় সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

বীরসেনজ (পুং) বীরসেনাৎ জায়তে ইতি জন ড। বীরসেন রাজার পুত্র, নলরাজা।

বীরসোম (পুং) প্রাচীন গ্রন্থকারভেদ।

বীরস্থ (ত্রি) ১ বীরকার্য্যে প্রবৃত্ত। ২ যজ্ঞে উপাহৃত (পশু)।

বীরস্থান (ক্লী) ১ বলবৎস্থান। ২ বীরাসন, সাধকদিগের আসনভেদ। (ভারত বনপ°) ৩ স্বর্গলোক।

"বীরাসনং বীরশয্যাং বীরস্থানমুপাগতঃ।" (ভারত ভীষ্মপ°)

বীরস্থায়িন্ (ত্রি) বীরস্থানস্থিত।

বীরস্বামিন্ (পুং) দানবভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৭।১৫)

বীরস্বামী ভট্ট, মনুসংহিতা-ভাষ্যকার মেধাতিথির পিতা।

বীরহত্যা (স্ত্রী) বীরস্য পুত্রস্য হত্যা। পুত্রহত্যা।

"চান্দ্রায়ণং চরেৎসর্ব্বান্ বীরহত্যা সমং হি তৎ।" (মনু ১৪,৪১)

'বীরহত্যা বীরঃ পুত্রঃ তস্য হত্যা' (কুল্লুক)

২ বীরের হনন, বীরের নাশ।

বীরহন্ (পুং) বীরান্ হন্তীতি হন কিপ্। ১ নষ্টাগ্নিব্রাহ্মণ। যে সকল অগ্নিহোত্রীব্রাহ্মণের প্রমাদ বা আলস্যাদির দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে বীরহা কহে।

'যস্যাগ্নিহোত্রিণঃ প্রমাদাদিনা কারণান্তরেণ বা অগ্নির্নষ্টো নির্ব্বাণং প্রাপ্তঃ স বীরহেত্যুচ্যতে' (ভরত)

"নবকাষ্ঠ বীরহনং" (শুক্লযজু° ১০।৫)

'বীরহনং নষ্টাগ্নিং পুত্রং বা' (মহীধর)

২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ বীরহন্তা, বীরহননকারী।

বীরহোত্র (পুং) জনপদবিশেষ। মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে এই জনপদ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।

"অরণ্যা তুষ্টিকাখ্যাশ্চ বীরহোত্রাস্তথৈবচ।

এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিন্ধ্যপৃষ্ঠনিবাসিনঃ॥" (মার্ক°পু° ৫৭।৫৫)

বীরা (স্ত্রী) বীর-টাপ্। ১ মুরা। ২ ক্ষীরকাকোলী। ৩ আমলকী। ৪ এলবালুকা। ৫ পতিপুত্রবতী। ৬ রম্ভা। ৭ বিদারী। ৮ দুগ্ধিকা। ৯ মদ্য। ১০ ক্ষীরবিদারী। (মেদিনী)

কোন কোন পুস্তকে মুরা স্থানে সুরা এবং বিদারী স্থানে গম্ভারী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

১১ কাকোলী, মহাশতাবরী। ১২ গৃহকন্যা। ১৩ ব্রাহ্মী। ১৪ অতিবিষা। (রাজনি°) ১৬ শিংশপাবৃক্ষ। (রত্নমালা) ১৭ করঞ্জমর্কটপত্রী। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১৩।১) ১৮ নদীবিশেষ। (ভারত ৬।৯।২২) ১৯ বিক্রমশালিনী। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১২৫।৭) ২০ মৃতকুমারী। ২১ জটামাংসী। ২২ ভূম্যামলকী। ২৩ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ২৪ পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া। ২৫ বৃহতী। ২৬ কৃষ্ণাতিবিষা।

বীরাচারী, শাক্ত সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা মদ্য ও মাংস ব্যবহারে বীরভাবে ইষ্টদেবদেবীর উপাসনা করে বলিয়া বীরাচারী নামে প্রথিত। ইহাদের মতে সুরা শক্তিস্বরূপিণী এবং মাংস শিবস্বরূপ, শিবশক্তির ভক্ত স্বয়ং ভৈরব।

বীরাচার-মতাবলম্বী সাধকেরা মধ্যে মধ্যে চক্র করিয়া ভৈরব ভৈরবীভাবে আপনাপন স্ত্রীকে লইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় এবং ঐ চক্র মধ্যে কোন স্ত্রীকে কালীজ্ঞানে মদ্য মাংস দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকে। [বিস্তৃত বিবরণ পশ্বাচারী শব্দে দেখ।]

শবসাধন বীরাচারীদের নানা সাধনার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান উহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণ-পক্ষীয় মঙ্গলবারে শূন্য গৃহে, নদী-তীরে, পর্ব্বতে, নির্জ্জন স্থানে, বিল্ব-বৃক্ষ-মূলে শ্মশান-ভূমিতে অথবা তাহার সমীপবর্ত্তী বন-স্থলে সাধনা করিতে হয়। সাধককে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে মদ্যাদি উপচার লইয়া সাধনার স্থলে উপস্থিত হন এবং তথায় গুরু, গণেশ, যোগিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া বলিদানাদি সাধনপূর্ব্বক শব আনয়ন করেন। যে চণ্ডাল যষ্টি, শূল, খড়্গ বা বজ্রের আঘাতে কিম্বা সর্পদংশনে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, অথবা অস্পৃশ্য, দণ্ড-রঙ্গ বা সম্মুখ-যুদ্ধে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দর কান্তি-বিশিষ্ট, যৌবনবান্ ও তরুণ-বয়স্ক হয়, তবে হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব গ্রাহ্য।

(তন্ত্রসার-ধৃত ভাব চূড়ামণি-বচন)

সাধক শব আনয়নপূর্ব্বক তাহার পূজা করিবে এবং পরে সেই শবের পৃষ্ঠদেশে চন্দন লেপনপূর্ব্বক হরিদ্রাচূর্ণ ও কুশ স্থাপন করিয়া রাখিবে। অনন্তর ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া ও কিছু দূরে একজন উত্তরসাধক রাখিয়া পূজার সামগ্রী সম্বলিত শবারোহণ করিবে, এবং দেবতার অর্চনাদি করিয়া জপ করিতে থাকিবে।

শবসাধনের সময়ে এরূপ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার ব্যবস্থা আছে যে, তাহা করা দূরে থাকুক, পাঠ করিলেও ভয় পাইতে হয়।

কর-কাঞ্চী গ্রহণ করিয়া মুণ্ডমালায় বিভূষিত হইবে, এবং তদীয় রক্তের তিলক ধারণ ও শরীরে তাহার ভস্ম লেপনপূর্ব্বক শ্মশানভূমিতে পুনঃ পুনঃ জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে। (শ্যামারহস্য)

মহাষ্টমী এবং মহানবমীর সন্ধিকালে গ্রামের বাহিরে ছাগ মহিষ ও মেষের শব, এবং দীপ-সংযুক্ত কবন্ধ সমুদয় চারিদিকে ক্ষেপণ করিবে, মধ্যস্থলে একটী কবন্ধ রাখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিবে, এবং গন্ধর্ব্ব-রূপ ধারণপূর্ব্বক মুখে তাম্বুল পূর্ণ ও চক্ষুতে অঞ্জনবিশেষ লিপ্ত করিয়া মন্ত্র জপপূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।* (শ্যামারহস্য)

বীরান্তক (পুং) অর্জ্জুনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) বীরস্য অন্তকঃ। (ত্রি) ২ বীরনাশক, যিনি বীরের অন্ত করেন।

বীরানক (ক্লী) গ্রামভেদ। (রাজতর° ৩।১১১)

বীরাপুর (ক্লী) নগরভেদ।

* শুনিতে পাওয়া যায়, অনেকে কালিকার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য শবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, নানা বিভীষিকা-দর্শনে ভীত হইয়া একেবারে ক্ষেপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বীরাম্ল (পুং) অম্লবেতস। (রাজনি°)

বীরায়তচ্ছদা (স্ত্রী) কদলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বীরারুক (ক্লী) আরুক। (রাজনি°)

বীরাশংসন (ক্লী) বীরান্ আশংসয়তি অত্র হাস্যামি বা নবেতি চিন্তাং জনয়তীতি আ শংসণিচ্-ল্যু। অতিভয়প্রদা যুদ্ধভূমি। (অমর)

বীরাষ্টক (ত্রি) কল্পাষ্টচরভেদ।

বীরাসন (ক্লী) বীরানাং সাধকানামাসনং। সাধকদিগের আসনবিশেষ। এই আসনে আসীন হইয়া সাধকগণ সাধনা করিয়া থাকেন।

"একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্।

ইতরস্মিন্ তথা পশ্চাদ্ বীরাসনমিদং বিদুঃ ॥" (ঘেরণ্ডসংহিতা)

পূজাদির সঙ্কল্প বীরাসনে বসিয়া করিতে হয়। 'বামোরুপরি দক্ষিণজঙ্ঘাং প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিতি বীরাসনং' বাম উরুর উপর দক্ষিণ জঙ্ঘা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অবস্থিতির নাম বীরাসন।

মনুসংহিতায় গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত স্থলে লিখিত আছে যে, রাত্রিকালে গোগৃহে গাভীকে প্রণাম করিয়া পরে বীরাসনে সেই স্থানে অবস্থান করিবে।

"দিবানুগচ্ছেদ্ গাস্তাস্তু তিষ্ঠন্নূৰ্দ্ধং রজঃ পিবেৎ।

শুশ্রূষিত্বা নমস্কৃত্য রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ ॥" (মনু ১১।১১১)

২ উচ্চাসন্থান।

বীরিণ (পুং) বীরণ তৃণ (Andropogon muritons)।

বীরিণী (স্ত্রী) অসিক্নী। বীরণ প্রজাপতির কন্যা, দক্ষ ইহাকে বিবাহ করিয়া প্রজা উৎপাদন করেন। (কালিকাপু° ৮ অঃ)

বীরঃ পুত্রোঽস্ত্যস্যা ইতি বীর-ইনি ঙীপ্। ২ পুত্রবতী। "উতাহমস্মি বীরিণীন্দ্রপত্নী" (ঋক্ ১০।৮৬।৯)

'বীরিণী পুত্রবতী' (সায়ণ)

৩ নদীভেদ। চীরিণী পাঠান্তর।

বীরুধ (স্ত্রী) বিশেষেণ রুণদ্ধি বৃক্ষানন্যান্ বি-রুধ-ক্বিপ। 'অন্যেষামপীতি দীর্ঘঃ, অথবা বিরোহতীতি বীরুৎ, বিপূর্ব্বস্য রুহের ক্বিপি ধকারো বিধীয়তে (ইতি কাশিকা ৭।৩।৫৩) ১ বিস্তৃতা লতা। পর্য্যায়—গুল্মিনী, উলপ, বীরুধা, প্রতনা, কক্ষ।

২ ওষধি। "বিয়ো বীরুৎসু রোহৎ" (ঋক্ ১।৬৭।৫)

'বীরুৎসু ওষধিষু' (সায়ণ)

(পুং) ৩ বৃক্ষমাত্র। "যো যজ্ঞে বীরুধাং পতিঃ" (ঋক্ ৯।১১৪।২) 'বীরুধাং বনস্পতীনাং' (সায়ণ)

ভাগবতটীকায় লতা ও বীরুধের এইরূপ ভেদ লিখিত আছে।

"বনস্পত্যোষধিলতা ত্বক্সারা বীরুধো দ্রুমাঃ।"

(ভাগবত ৩।১০।১৯)

'যে পুষ্পং বিনা ফলন্তি তে বনস্পতয়ঃ ওষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ, লতা আরোহণাপেক্ষাঃ, ত্বক্সারাঃ বেত্রাদয়ঃ, লতা এব কাঠিন্যে-নারোহণানপেক্ষা বীরুধঃ, যে পুষ্পৈঃ ফলন্তি তে দ্রুমাঃ' (স্বামী)

যাহারা পুষ্প বিনা ফল দেয়, তাহারা বনস্পতি। ফলপক্ক হইলে যাহারা মরিয়া যায়, তাহারা ওষধি, যাহারা আরোহণের অপেক্ষা রাখে তাহারা লতা এবং যে সকল লতা কাঠিন্য দ্বারা আরোহণের অপেক্ষা রাখে না, তাহারাই বীরুধ্।

৪ বিটপী। ৫ বল্লী। ৬ কক্ষ।

বীরুধ (স্ত্রী) ওষধি। স্ত্রিয়াং টাপ্। 'তথা বীরুধানাং অস্মাসু বীরুধাং বশিষ্ঠং বসুমত্তৎ মুখ্যমিতি।' (অথর্ব্ব ৬।২১।২ সায়ণ)

বীরুধি[ধী] (স্ত্রী) লতাভেদ। (বরাহবৃ° ৫৪।৮৭)

বীরেণ্য (ত্রি) অতিশয় বীর।

"বীরেণ্যঃ ক্রতুরিন্দ্রঃ সুশস্তিঃ" (ঋক্ ১০।১০৪।১০)

'বীরেণ্যো বীরৈর্গন্তব্যোঽতিশয়েন বীরো বা' (সায়ণ)

বীরেশ (পুং) বীরাণামীশঃ। শিব, বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর (পুং) বীরাণামীশ্বরঃ। মহাদেব। কাশীখণ্ডে বীরেশ্বর শিবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পুরাকালে মিত্রজিৎ নামে এক অতিশয় ধার্ম্মিক বিষ্ণুভক্ত নরপতি ছিলেন। কঙ্কাল-কেতু মলয়গন্ধিনী নামে এক বিদ্যাধরকন্যা হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই কন্যা নারদ দ্বারা রাজা মিত্রজিতের নিকট সংবাদ দিলে মিত্রজিৎ গোপনে এই স্থানে আসিয়া কঙ্কালমালীর ত্রিশূল লইয়া তাহাকে বধ করেন। পরে নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া বিবাহবিধানানুসারে উহাদের বিবাহ দেন। পরে কঙ্কাল-মালিনী পুত্রাভিলাষে অভীষ্ট তৃতীয়ার ব্রত করিয়া উদ্যাপন করেন। এই সময় ভক্তিভক্তি দ্বারা গৌরীকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রার্থনা করেন যে, আপনি আমাকে বিষ্ণুর অংশসম্ভূত একটী পুত্র প্রদান করুন যে, বালক জন্ম গ্রহণ করিয়াই স্বর্গে গমন করিবে, ও তথা হইতে পুনরায় এই স্থানে আগমন করিবে, এবং এই বালক পৃথিবীতে সদাশিবের অত্যন্ত ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ও স্তনপান ব্যতীত ক্ষণমধ্যে ষোড়শ বৎসরের আকৃতি ধারণ করিবে। মৃড়ানী ইহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই হইবে বলিয়া বর দেন। কালক্রমে মলয়গন্ধিনী মূলানক্ষত্রে একটী সন্তান প্রসব করেন। তখন অমাত্যগণ ইহা শুনিয়া রাজ্ঞীকে জানাইল যে যদি আপনি ভূপতির জীবনাভিলাষিণী হন, তাহা হইলে দুষ্ট নক্ষত্রে জাত এই কুমারকে পরিত্যাগ করুন।

তখন রাজ্ঞী ধাত্রেয়ীকে কহিলেন, পঞ্চমুদ্রা নামক মহাপীঠে বিকটা নামে মাতৃকা আছেন, তুমি তাহার নিকটে এই বালককে রাখিয়া তাহাকে বলিবে যে, গৌরীপ্রদত্ত এই বালকটীকে পবিত্র মঙ্গল কামনায় আপনাকে দিলাম। ধাত্রী ঐ বালককে লইয়া গিয়া

তথায় রাখিয়া আসিল। পরে বিকটা দেবী যোগিনীদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, যে এই বালককে তোমরা ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের নিকটে লইয়া যাও এবং তাঁহারা যাহা বলেন, যত্নে তাহা পালন করিও। পরে মাতৃগণ বালককে দেখিয়া কহিলেন, এই বালক রাজলক্ষণাক্রান্ত, কোন রাজার পুত্র হইবে। অতএব তোমরা ইহাকে তথায় লইয়া যাও। সেই স্থানে কামদা পঞ্চমুদ্রা দেবী অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার অনুগ্রহে এই বালকের ষোড়শ বৎসরের ন্যায় আকৃতি হইবে।

মাতৃগণের এই বাক্যে যোগিনীগণ ক্ষণমধ্যে সেই বালককে পুনর্ব্বার পঞ্চমুদ্রার নিকটে লইয়া গেলেন। সেই শিশু তথায় মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। কালক্রমে মহাদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া লিঙ্গরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, বৎস! বর গ্রহণ কর, তোমার তপস্যায় আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তখন ঐ বালক কহিল, ভগবন্! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দিন যে, আপনি সতত এই লিঙ্গ মধ্যে অবস্থান করিয়া মন্ত্র ব্যতিরেকেও কেবল দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামেই সতত ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। এই লিঙ্গের উপর যাহাদের ভক্তি থাকিবে, তাহাদের প্রতি আপনি সতত অনুগ্রহ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। তাহার এই প্রার্থনা শুনিয়া মহাদেব কহিলেন, হে বীর! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। তোমার পিতা বৈষ্ণবপ্রধান নৃপতি অমিত্রজিৎ হইতে বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি আমার পরম ভক্ত, এই লিঙ্গ অদ্যাবধি 'তোমার নামে' খ্যাত হইবে। অদ্যাবধি আমি এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া ভক্তগণের অভীষ্টপূরণ করিব। তদবধি কাশীধামে বীরেশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি। (কাশীখণ্ড ৭৯-৮৩ অ°)

অপুত্রক ব্যক্তি সংকল্প করিয়া এক বৎসর বীরেশ্বরের স্তব শ্রবণ করিলে তাহার পুত্র লাভ হয়।

২ মৈথিলদিগের দশকর্ম্মপদ্ধতিকর্ত্তা। ৩ মৈথিলদিগের দশকর্ম্মপদ্ধতি।

বীরেশ্বর, ১ ভাগবতীগীতাটীকাকর্ত্তা। ২ জ্যেষ্ঠাপূজাবিলাসপ্রণেতা। ৩ দিবাকরপদ্ধতিপ্রকাশবিবরণরচয়িতা। ৪ আহ্নিকমঞ্জরীটীকাপ্রণেতা। ইনি হরিপণ্ডিতের পুত্র ও শিবপণ্ডিতের পৌত্র। পুণ্যস্তম্ভে ইহার বাস ছিল। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি গ্রন্থ রচনা করেন। ৫ বিবাদার্ণবভঞ্জনসঙ্কলয়িতা। ৬ একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার। রঘুনন্দন ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বীরেশ্বর পণ্ডিত, ১ রসরত্নাবলী নামক অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা। ২ জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের গুরু।

বীরেশ্বর ভট্ট, ১ সংশয়তত্ত্বনিরূপণপ্রণেতা। বিশ্বনাথের পুত্র। ২ কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধৃত একজন কবি।

বীরেশ্বর মৌদ্গল্য, অন্যোক্তিশতকপ্রণেতা। ইনি দ্রাবিড়বাসী, পিতার নাম হরি।

বীরেশ্বরসূনু, দানবাক্যাবলীরচয়িতা।

বীরেশ্বরানন্দ, যোগরত্নাকরপ্রণেতা। হরিহরানন্দের পুত্র।

বীরোজ্ঝ (পুং) হোমকর্ত্তা, যিনি হোম করেন না।

'অগ্ন্যাদিকাতিনির্মুক্তো বীরোজ্ঝো ন জুহোতিথিঃ।' (হেম)

বীরোপজীবিক (পুং) যাহার উপজীবিকা অগ্নিহোত্র, যিনি অগ্নিহোত্রের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন।

'অগ্নিহোত্রফলাভাবাপন্নো বীরোপজীবিকঃ।' (হেম)

বীৎসা (স্ত্রী) ব্যর্থকরণেচ্ছা। (অথর্ব্ব° ৫।৭।১)

বীর্য্য (ক্লী) বীরে সাধু তত্র সাধুঃ ইতি যৎ, যদ্বা বীর্য্যতেঽনেনেতি বীর বিক্রান্তৌ (অঘ্ন্যাদিবৎ। পা ৩।১।৯৭) ইতি যৎ, যদ্বা বীরস্য ভাবঃ যৎ। ১ চরম ধাতু। পর্য্যায়—শুক্র, তেজঃ, রেতঃ, বীজ, ইন্দ্রিয়। (অমর) [শুক্র দেখ।]

২ দ্রব্যগত শক্তি, পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থের সারভাগকে বীর্য্য কহে। ইহা আবার দুই প্রকার চিন্ত্যক্রিয়াশক্তি ও অচিন্ত্যক্রিয়াশক্তি।

"ভূতপ্রভাবা'ভশয়ো দ্রব্যে পাকে রসে স্থিতঃ।
চিন্ত্যাচিন্ত্যক্রিয়াহেতু বীর্য্যং ধন্বন্তরের্ম্মতম্॥"

(চক্রদত্ত, শিবদাসীয় টীকা,)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

"উষ্ণশীতগুণোৎকর্ষাৎ বুধৈ বীর্য্যং দ্বিধা স্মৃতম্।
যৎ সর্ব্বমগ্নিষোমীয়ং দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্॥" (ভাবপ্র°)

দ্রব্য মাত্রের বীর্য্য দুই প্রকার—উষ্ণ বীর্য্য ও শীতবীর্য্য। যে হেতু ত্রিভুবন সকলই আগ্নেয় ও সোমগুণাত্মক। বীর্য্যের গুণ—উষ্ণ বীর্য্য, বায়ু ও কফনাশক, পিত্ত ও জীর্ণতা উৎপাদক, শীতবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মিক রোগজনক এবং পিত্তনাশক। অন্যপ্রকার—উষ্ণবীর্য্য, ভ্রম, পিপাসা, গ্লানি, ধর্ম্ম দাহ উৎপাদক। শীতবীর্য্য সুখজনক, জীবনপ্রদায়ক, মলস্তম্ভকারক এবং রক্তপিত্তের প্রসন্নতাকারক।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, কেহ কেহ বলেন বীর্য্যই প্রধান, কারণ বীর্য্যের বশেই ঔষধের ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন হয়। ক্রিয়া—যথা বমন, বিরেচন, উর্দ্ধাধঃ শোধন, সংশমন, সংগ্রাহণ, অগ্নিদীপন, প্রপীড়ন, লেখন, বৃংহণ, রসায়ন, বাজীকরণ, শোথকর, বিলয়ন, দহন, দারণ, সারণ ও বিষনাশন। জগৎ অগ্নি ও সোমগুণবিশিষ্ট বলিয়া তদুৎপন্ন ঔষধের বীর্য্য দ্বিবিধ, উষ্ণ ও শীত। কেহ কেহ বলেন যে বীর্য্য অষ্টবিধ। যথা উষ্ণ, শীত,

বীর্য্যা (স্ত্রী) বীর্যস্তে অনয়েতি বৃ-বৎ (অজো বৎ ইতি বৎ তত্ৰটাপ্)। বীর্য্যা। (ভরত)

বীর্য্যাবৎ (ত্রি) বীর্য্যবৎ।

বীবধ, বিবধ (পুং) ১ ধান্যতণ্ডুলাদি। (মাঘ ২।৭৩) ২ পথ। (ভরত) ৩ ক্ষীরাদির ভার। (শব্দরত্না°) ৪ বার্ত্তা।

বীবধিক (ত্রি) বীবধেন হরতীতি বিবধ ঠন্ (বিভাষা বীবধবিবধাৎ। পা ৪।৪।১৭)। ভারবাহক, ভারী।

বীবর, (Beaver) বনামপ্রসিদ্ধ জন্তুবিশেষ।

বীসর্প (পুং) [বিসর্প দেখ]

বীহা (স্ত্রী) বনকুলথ, বনজ কুলথি কলাই।

বীহার (পুং) বিহরন্ত্যত্রেতি বি-হৃ-ঘঞ্ উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। মহালয়, বৌদ্ধমন্দির। ২ বিহার।

বুক, (দেশজ) ১ বক্ষঃস্থল। ২ সাহস।

"বুক বাড়িয়াছে কাহার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে।" (ভারতচন্দ্র)

বুগ্, ভ্বা° পরস্মৈ° সক° সেট্। ত্যাগ। লট্ বুগতি। লিট্ বুবুগ। লঙ্ অবুগৎ। লুঙ্ অবুগীৎ। লুট্ বুগিতা। লৃট্ বুগিষ্যতি।

বুজন, ১ মুদ্রিত হওয়া। ২ ছিদ্র বা গর্ত্তাদি বন্ধ করা।

বুঝন, ১ জ্ঞাতকরণ, জানান। ২ সান্ত্বনা বাক্যে শোকাভিভূত ব্যক্তিকে সুস্থ করা।

বুট্, চুরা° পরস্মৈ° সক° সেট্। বধ। লট্ বুণ্টয়তি। লিট্ বুণ্টয়াঞ্চকার। লঙ্ অবুণ্টয়ৎ। লুঙ্ অবুবুণ্টৎ। লুট্ বুণ্টয়িতা। লৃট্ বুণ্টয়িষ্যতি। লোট্ বুণ্টয়তু।

বুট, কলাই বিশেষ, ছোলা।

বুট (ইংরাজী) জুতাবিশেষ। ইংরাজী Boot শব্দার্থ

বুড়, বৃদ্ধ, প্রাচীন।

বুদ্ধি (স্ত্রী) বুধ-ক্তিন্। আত্মার গুণবিশেষ। [পবর্গে বুদ্ধিশব্দ দেখ]

বৃ, বৃতি। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বারয়তি। ২ বরণ, প্রার্থন। স্বাদি, ক্র্যাদি° উভয়°, ৩ধা প। ৪ সেবা। সক সেট্। লট্ বৃণোতি, বৃণুতে। লিঙ্ বৃয়াৎ, বৃণীত। লঙ্ অবৃণোৎ, অবৃণুত। ক্র্যাদি° বৃণাতি বৃণীতে। লিঙ্ বৃণীয়াৎ, বৃণীত। লঙ্ অবৃণাৎ, অবৃণীত। ভ্বাদি লট্ বরতি তে। লিট্ ববার, বব্রে, ববরে, ববৃব, ববরিব। লুট্ বরিতা, বরীতা। বরিষ্যতি-তে। বরীষ্যতি-তে। ব্রিয়াৎ, বর্ষীষ্ট, বরিষীষ্ট, বৃষীষ্ট, বৃণীষ্ট। লুঙ্ অবারীৎ, অবারিষ্টাং অবরিষ্ট, অবরীষ্ট, অবৃত। কর্মবাচ্যে ব্রিয়তে, অবারি। সন্ বিবরিষতি তে। বিবরীষতি-তে। বুবূর্ষতি-তে। যঙ্ বেব্রীয়তে। বোবূর্য্যতে, যঙ্ লুক্ বর্বর্তি। ণিচ্ বরয়তি-তে।

বৃংহণ (ত্রি) বৃহি-ল্যু। পুষ্টিকারক। (শব্দচ°) ২ অভ্যাবক ধূমপান। (ভাবপ্র°) (স্ত্রী) ৩ অশ্বগন্ধা। ৪ কপিকচ্ছু। ৫ ভূকুষ্মাণ্ড। (বৈদ্যকনি°) ৬ বরাহমাংসসাধিত যবাগূ।
(চরক সূত্রস্থা° ২ অ°

বৃংহণবস্তি (স্ত্রী) নিরূহ বস্তিভেদ। (ভাবপ্র°)

বৃংহণীয়বর্গ (পুং) বৃংহণজন্য হিতকর কষায়বর্গ, দ্রব্যগণভেদ, এইগণ যথা—ক্ষীরলতা, ক্ষীরাই, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, বনকাপাস, ভূমিকুষ্মাণ্ড।
(চরক সূত্র° ৪ অ°

বৃংহিত (স্ত্রী) বৃহি-ক্ত। হস্তিগর্জ্জন, পর্য্যায় করিগর্জিত।

বৃক, আদান। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বর্কতে। যঙ্ বরীবৃক্যতে।

বৃক (পুং) বৃণোতীতি বৃ (সৃবৃভূশুষিমুষিভ্যঃ কক্। উণ্ ৩।৪১) ১ কুকুরপ্রমাণ হরিণহ জন্তুবিশেষ, নেঁকা বাঘ, হিন্দী—হুণ্ডার। পর্য্যায়—কোক, ঈহামৃগ, বৎসাদন, বিরুক, গোবৎসাদী, ছাগভোজী, ছাগলাদ্রী, অজাশন। (রাজনি°) ২ কাক। (উজ্জ্বল) ৩ শৃগাল। ৪ বকবৃক্ষ। ৫ শৃগাল।
"অজাবিকেতু সংরুদ্ধে বৃকৈঃ পালে ত্বনায়তি।" (মনু ৮।২৩৫)
৬ ক্ষত্রিয়। ৭ অনেক ধূপ। ৮ সরলদ্রব। (তরতধৃত রভস ৯ তস্কর। ১০ বজ্র। (নির্ঘণ্ট ২।২০)

বৃককর্দ্দন (পুং) অসুরভেদ।

বৃকখণ্ড (পুং) ঋষিভেদ। [বার্কখণ্ডি দেখ।]

বৃকগর্ত্ত (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদভেদ। (পা ৪।২।১৩৭)

বৃকগ্রাহ (পুং) ঋষিভেদ। [বার্কগ্রাহিক দেখ।]

বৃকজম্ভ (পুং) ঋষিভেদ। [বার্কজম্ভ দেখ।]

বৃকতাৎ (স্ত্রী) বৃকের ন্যায় হিংস্রস্বভাবাপন্ন। "বৃকতাতি আহাতা বৃকঃ। বৃক আদানে বৃকতোঠাভ্যাং তিল্তাতিলৌ চ ছন্দসি পা ৫।৪।৪১ ইতি স্বার্থিকস্তাতিল্ প্রত্যয়ঃ।" (ঋক্ ২।৩৪।৯ সায়ণ

বৃকতি (স্ত্রী) ১ অতিশয় অদাতা। ২ চৌর প্রকৃতির লোক, দস্যু হত্যাকারী। "বৃকতিরতিশয়েন দাতা।" (ঋক্ ৪।৪১।৪ সায়ণ
২ জীমূতের পুত্রভেদ। ৩ কৃষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বৃকতেজস্ (পুং) শিষ্টির পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বৃকদংস (পুং) বৃকান্ দশতীতি দনশ অণ্। কুক্কুর। (হেম)

বৃকদীপ্তি (স্ত্রী) কৃষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বৃকদেব (পুং) ১ বসুদেবের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) স্ত্রিয়াং টাপ্ চ। বৃকদেবা, বৃকদেবী, দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী।
(হরিবংশ)

বৃকদ্বরস্ (পুং) সংবৃতভার। 'বৃকদ্বরসঃ সংবৃতভাবসাদৃশ্য বীরান্ পুত্রান বধা সংবৃতভারানসৃজত্' (ঋক্ ২।৩০।৪ সায়ণ

বৃকধূপ (পুং) বৃকোঽনেকধূপ এব ধূপঃ। বৃকঃ সরলদ্রবস্তৎ-প্রধানো ধূপো-বা। নানা সুগন্ধি দ্রব্যকৃত দশাঙ্গাদি ধূপ। পর্য্যায়—কৃত্রিমধূপক, বকধূপ। ২ সরল বৃক্ষরস, চলিত টারপিন্। পর্য্যায়—পায়স, শ্রীবাস, শ্রীবেষ্ট, সরলদ্রব। (অমর)

বৃকধূর্ত্ত (পুং) ধূর্ত্তো বৃকঃ। রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। শৃগাল। (হারাবলী)

বৃকনিবৃত্তি (পুং) কৃষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বৃকবন্ধু (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১৪৬)

বৃকরথ (পুং) কর্ণের ভ্রাতৃভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব)

বৃকল (পুং) ১ শ্লিষ্টির পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বৃকলা (স্ত্রী) ১ নাড়ী প্রভৃতি। (শতপথব্রা° ১২।৫।২।৫) ২ রমণীভেদ। (পা ৪।১।৯৬)

বৃকবঞ্চিক (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১৪৬)

বৃকস্থল (স্ত্রী) গ্রামভেদ। (ভারত উদ্যোগ পর্ব্ব)

বৃকা (স্ত্রী) অম্বষ্ঠা। (রত্নমালা) ২ পাঠা, আকনাদি। ৩ দূর্ব্বার পরিমাণ।

বৃকাক্ষী (স্ত্রী) বৃকস্যাক্ষীব অক্ষি চিহ্নং যস্যাঃ। ত্রিবৃৎ। (রত্নমালা)

বৃকাজিন (পুং) ঋষিভেদ। (পা৬।২।১৬৫)

বৃকায়ু (ত্রি) ১ আরণ্য কুকুর। ২ চৌর। 'বৃকায়ুঃ বৃকো হিংসকোঽরণ্যশ্বা স্তেনো বা।' (ঋক্ ১০।১৩৩।৪ সায়ণ)

বৃকারাতি (পুং) বৃকস্য অরাতিঃ। কুকুর। (রাজনি°)

বৃকারি (পুং) বৃকস্যারিঃ। কুকুর। (রাজনি°)

বৃকাশ্ব (পুং) ঋষিভেদ। বহুবচনে ইঁহার বংশধরদিগকে বুঝায়। (সংস্কারকৌ°)

বৃকাশ্বকি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক একজন ঋষি। [বার্কাশ্বকি দেখ]

বৃকাস্থ (পুং) কৃষ্ণের পুত্রভেদ। বৃকাশ্ব পাঠান্তর।

বৃকোদর (পুং) বৃকস্তেবোদরো যস্য যদ্বা বৃকঃ বৃকনামকো অগ্নিরুদরে যস্য। ভীমসেন। পর্য্যায়—ভীম, মরুৎপুত্র, কির্ম্মীর নিসূদন, কীচকনিসূদন, বকনিসূদন, হিড়ম্বনিসূদন, বকবৈরী, মারুতি। (জটাধর)

বৃকোদরের নামনিরুক্তির বিষয় লিখিত আছে যে, তাঁহার জঠরে বৃকনামক তীক্ষ্ণ অগ্নি বিদ্যমান ছিল, এইজন্য বৃকোদর নাম হইয়াছে। [ভীমশব্দ দেখ।]

"যস্য তীক্ষ্ণো বৃকোনাম জঠরে হব্যবাহনঃ।
ময়া দত্তঃ স ধর্ম্মাত্মা তেন চাসৌ বৃকোদরঃ॥" (মৎস্যপু° ৬৫অ°)

বৃকোদরময় (ত্রি) বৃকোদরব্যাপ্ত।

বৃক্ক (পুং) ১ ব্যাধির বর্দ্ধয়িতা। (ঋক্ ১।১৮৭।১০। ২ অগ্র মাস। বৃক্কাগ্রমাংসমিতামরঃ (২।৬।৬৪) বৃক আদানে বৃণোতে বাহুলকাৎ বৃক্ক নাম্নঃ পুংস্ত্বং স্ত্রীত্বেকে ইতি ক্ষীরস্বামী। বৃক্কা মুখ্যং মাংসং তেন দিবং দেবতাং প্রীণাসি। বৃক্কৌ কুক্ষিস্থৌ মাংসগোলকাবগ্রকলাকৃতৌ ইতি পত্রিকাঃ। (শুক্লযজুঃ ২৫।৮মহীধর)

বৃক্কক (পুং) মূত্রাশয় (Kiduey)

বৃক্কা (স্ত্রী) হৃদয়। (হেম)

বৃক্ত (ত্রি) ব্রশ্চ-ক্ত। ছিন্ন, কর্ত্তিত। (অমর)

বৃক্তবর্হিস্ (ত্রি) স্তীর্ণবর্হিস্। (ঋক্ ৩।২।৫ সায়ণ) যে বর্হিঃ পরিষ্কার করিয়াছে বা বিছাইয়া দিয়াছে।

বৃক্তি (স্ত্রী) উক্তি, বুননি।

বৃক্য্যা (স্ত্রী) বৃকযন্ত্র। (তৈত্তিরীয়স° ৫।৭।১৯।১)

বৃক্ষ, বৃতি। বেষ্টন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বৃক্ষতে। লিট্ ববৃক্ষে। লুঙ্ অবৃক্ষিষ্ট।

বৃক্ষ (পুং) ব্রশ্চ ছেদনে (স্নুব্রশ্চিকৃত্যৃষিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩।৬৬ ইতি স-সচ কিৎ, বৃক্ষবরণে, অতে [illegible] বৃণোতি বৃক্ষ-ইতি সিদ্ধে প্রপঞ্চার্থং ব্রশ্চি গ্রহণম্। স্থাবরযোনিবিশেষ, চলিত গাছ। পর্য্যায়—মহীরুহ, শাখী, বিটপী, পাদপ, তরু, অনোকহ, কুট, সাল, পলাশী, দ্রু, দ্রুম, আগম, অগচ্ছ, বিষ্টর, মহীরুট্, কুঠ, হ্রিন, কারস্কর, নগ, অগ, কুটার, বিটপ, কুজ, কুঞ্জ, ক্ষিতিরুহ, অঙ্‌ঘ্রিপ, ভূরুহ, ভূজ, মহীজ, ধরণীরুহ, ক্ষিতিজ, শাল। (রাজনি°,

হেমচন্দ্র বৃক্ষলতা প্রভৃতির ছয়প্রকার জাতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'কুরুণ্টাদ্যা অগ্রবীজা মূলজাস্তূৎপলাদয়ঃ।
পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যাঃ স্কন্ধজাঃ সল্লকীমুখাঃ॥
শাল্যাদয়ো বীজরুহাঃ সংমূর্চ্ছজাস্তৃণাদয়ঃ।
স্যুর্বনস্পতিকায়স্য ষড়েতে মূলজাতয়ঃ॥' হেম

কুরুণ্ট প্রভৃতি বৃক্ষ অগ্রবীজ উৎপলাদি মূলজ, ইক্ষু প্রভৃতি পর্ব্বযোনি, সল্লকী প্রভৃতি স্কন্ধজ, শালী প্রভৃতি বীজরুহ এবং তৃণাদি সংমূর্চ্ছজাত এই ছয় প্রকার বৃক্ষ।

বৃক্ষক (পুং) বৃক্ষ-কন্। ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ছোটগাছ। ২ [illegible]। ৩ গুল্ম। ৪ কুটজবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বৃক্ষকন্দ (পুং) বিদারীকন্দ।

বৃক্ষকুক্কুট (পুং) বন্য কুক্কুট।

বৃক্ষখণ্ড (পুং) কুঞ্জ।

বৃক্ষচন্দ্র (পুং) রাজভেদ। (তারনাথ)

বৃক্ষচর (পুং) বৃক্ষে চরতীতি চর ট। বানর। (শব্দর°) ইহারা গাছে গাছে বেড়ায়, এইজন্য ইহাদের নাম বৃক্ষচর।

বৃক্ষচ্ছায় (স্ত্রী) বহূনাং বৃক্ষাণাং ছায়া, বহুত্বে নপুংসকত্ব° বহুবৃক্ষের ছায়া, অনেক বৃক্ষের ছায়া। 'একটী বা দুইটী বৃক্ষের ছায়া বুঝাইলে বৃক্ষচ্ছায়া এইরূপ পদ হয়। বৃক্ষাণাং ছায়া' বহুবচন বুঝাইলে ক্লীবলি

বৃক্ষতক্ষক (পুং) কাঠুরিয়া।

বৃক্ষতল (ক্লী) গাছের তল।

বৃক্ষদল (ক্লী) বৃক্ষশাখা।

বৃক্ষধূপ (পুং) বৃক্ষোঽপি ধূপস্তৎ সাধনং। সরলদ্রব, শ্রীবেষ্ট। (রাজনি°)

বৃক্ষনাথ (পুং) বৃক্ষাণাং নাথঃ। বটবৃক্ষ। (রাজনি°)

বৃক্ষনির্য্যাস (পুং) বৃক্ষস্য নির্যাসঃ। বৃক্ষের নির্যাস, বৃক্ষনির্গত রস, গাছের আটা। (মনু ৫।৬)

বৃক্ষপর্ণ (ক্লী) বৃক্ষস্য পর্ণং। বৃক্ষের পত্র, গাছের পাতা।

বৃক্ষপাক (পুং) বটবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃক্ষপাল (পুং) বনপাল। (রামায়ণ ৫।৩৯৩)

বৃক্ষপুরী (স্ত্রী) নগরভেদ। (তারনাথ)

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত অশ্বত্থাদি বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা।

বৃক্ষভক্ষা (স্ত্রী) বৃক্ষং ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-অচ ততষ্টাপ্। বন্দাক, চলিত পরগাছা। (ভাবপ্র°)

বৃক্ষভবন (ক্লী) বৃক্ষাশ্রিতং ভবনং। বৃক্ষকোটর। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃক্ষভিদ্ (স্ত্রী) বৃক্ষং ভিনত্তীতি ভিদ্-কিপ্। বাসী, অস্ত্রভেদ, বাইস অস্ত্র। (হেম)

বৃক্ষভেদিন্ (পুং) বৃক্ষং ভিনত্তীতি ভিদ-ণিনি। বৃক্ষাদন, চলিত নেহানি। ২ টঙ্ক, অস্ত্রভেদ। (হেম)

বৃক্ষময় (ত্রি) বৃক্ষ ময়ট্ স্বরূপার্থে। বৃক্ষস্বরূপ।

বৃক্ষমর্কটিকা (স্ত্রী) বৃক্ষস্য মর্কটিকা। জন্তুবিশেষ, চলিত কাটবিড়াল।

বৃক্ষমূল (ক্লী) বৃক্ষস্য মূলং। বৃক্ষের মূল, গাছের শিকড়।

বৃক্ষমূলিক (ত্রি) গাছের মূল সম্বন্ধীয়।

বৃক্ষমৃদ্ভু (পুং) বৃক্ষমূদি ভবতীতি ভূ কিপ্। জলবেতস।

বৃক্ষরাজ্ (পুং) বৃক্ষাধিপ, পিপ্পল বৃক্ষ।

বৃক্ষরাজ (পুং) বৃক্ষাণাং রাজা, সমাসান্ত টচ্। ১ বৃক্ষের রাজা, শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ। ২ পারিজাত।

বৃক্ষরুহা (স্ত্রী) বৃক্ষে রোহতীতি রুহ-ক ততষ্টাপ্। বন্দাক, চলিত পরগাছা। (অমর) ২ অমৃতস্রবা। (রাজনি°)

বৃক্ষবাটিকা (স্ত্রী) বৃক্ষস্য বাটিকা। অমাত্যগণিকাগেহোপবন, উপবন, বাগানবাড়ী, নিকুঞ্জ।

বৃক্ষবাটী (স্ত্রী) অমাত্যগণিকার উপবনবেষ্টিত গৃহ।

বৃক্ষবাস্তুনিকেত (পুং) যক্ষভেদ।

বৃক্ষশ (পুং) গিরগিটে।

বৃক্ষশায়িক (পুং) গো-লাঙ্গুল বানর, মুখপোড়া হনুমান।

বৃক্ষশায়িকা (স্ত্রী) কাঠবিড়াল।

বৃক্ষসঙ্কট (ক্লী) বৃক্ষরাজিবেষ্টিত সরু পথ।

বৃক্ষসর্পী (স্ত্রী) বৃক্ষবাসী নাগিনীভেদ। (অথর্ব্ব°)

বৃক্ষসারক (পুং) দ্রোণপুষ্পী।

বৃক্ষস্নেহ (পুং) বৃক্ষস্য স্নেহঃ। বৃক্ষনির্গত রস, গাছের আঠা।

বৃক্ষাগ্র (ক্লী) গাছের অগ্রভাগ বা শিখর।

বৃক্ষাদন (পুং) বৃক্ষমত্তি নাশয়তীতি অদ্-ল্যু। বৃক্ষচ্ছেদী। (অমর) ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ পিয়ালবৃক্ষ। ৪ বন্দা, বান্দড়া ৫ ... ছত্র। (মেদিনী) ৬ কুঠার।

বৃক্ষাদনী (স্ত্রী) বৃক্ষাদন-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ বন্দা। ২ বিদারীকন্দ, ভুঁইকুমড়া। (মেদিনী)

বৃক্ষাদিরুহক, বৃক্ষাদিরূঢ়ক (ক্লী) আলিঙ্গন। (শব্দর°)

বৃক্ষাম্ল (ক্লী) বৃক্ষস্যাম্লং। মহাম্ল, তিন্তিড়ী। চলিত—তেঁতুল ২ মহাদা। (ভরত) ৩ অম্লকুটা। (সারসু°) ৪ চুকা, চলিত টক।

পর্য্যায়—তিন্তিড়ীক, চুক্র, অম্লশাক, চুক্রাম্ল, তিন্তিড়ীফল, শাকাম্ল, অম্লপূর, পূরাম্ল, রক্তপূরক, চূড়াম্ল, বীজাম্ল, ফলাম্লক অম্লবৃক্ষ, অম্লফল, রসাম্ল, শ্রেষ্ঠাম্ল, অত্যম্ল, অম্লবীজ, চুক্রফল গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ এবং কফ, অর্শ, তৃষ্ণা, বায়ু, উদর, গুল্ম, অতীসার ও ব্রণদোষনাশক। (রাজনি°)

(পুং) বৃক্ষে অম্লো যস্য। ৫ আম্রাতক, চলিত আমড়া। অম্লবেতস।

বৃক্ষায়ুর্বেদ (পুং) বৃক্ষস্যায়ুর্বেদঃ। বৃক্ষাদির চিকিৎসাশাস্ত্র মনুষ্যশরীরের ব্যাধি যেরূপ ঔষধাদি দ্বারা প্রশমিত হয়, তদ্রূপ বৃক্ষাদিও নানা প্রকারে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে চিকিৎসা দ্বারা তাহা নিবারিত হয়।

বৃহৎসংহিতায় ইহাদের রোপণ, স্থাপন ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

জলাশয়ের প্রান্তভাগ ছায়াবিনির্মুক্ত হইলে মনোহর হয় না, এই কারণে জলপ্রান্তে উপবন বিনিবেশ করিবে। মৃদুভূমি সকলপ্রকার বৃক্ষের উপকারী। ইহাতে তিল বপন করিবে অরিষ্ট, অশোক, পুন্নাগ, শিরীষ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল মঙ্গলজনক বৃক্ষ গৃহে বা উপবনে রোপণ করিবে। পনস, অশোক, কদলী জম্বু, লকুচ, দাড়িম, দ্রাক্ষা, পালীবত, বীজপূরক ও অতিমুক্তক এইসকল বৃক্ষের কাণ্ড গোময়দ্বারা লেপন করিয়া রোপণ করিবে, অথবা যত্নসহকারে মূলচ্ছেদন করিয়া স্কন্ধ লইয়া রোপণ করিবে। যে বৃক্ষের শাখা জন্মে নাই, তাহা শিশিরাগমে, শাখা জন্মিলে হিমাগমে এবং সুন্দর স্কন্ধসম্পন্ন বৃক্ষ বর্ষাগমে যে যে কোন দিকে প্রতিরোপণ করিবে। ঘৃত, উশীর, তিল, মধু, বিড়ঙ্গ, ক্ষীর ও গোময় দ্বারা মূল হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রলেপ দিয়া তাহাদিগের সংক্রামণ ও বিরোপণ করিবে, এইরূপ করিলে রোপিত বৃক্ষ ফলপত্রে শোভিত হইবে।

গ্রীষ্মে সায়ং ও প্রাতঃকালে, শীতে দিবার মধ্যভাগে এবং বর্ষাকালে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে রোপিতবৃক্ষে জলসেক করা আবশ্যক। জম্বু, বেতস, বাণীর কদম্ব, উদুম্বর, অর্জুন, বীজপূরক মৃদ্বীকা, লকুচ, দাড়িম্ব, বঞ্জুল, নক্তমাল, তিলক, পনস তিমির ও আম্রাতক এই ১৬ প্রকার বৃক্ষ অনূপজ নামে খ্যাত। উক্ত বৃক্ষ ২০ হাত অন্তরে রোপণ করিলে উত্তম এবং ১৬ হাত অন্তরে মধ্যম ও ১২ হাত অন্তর রোপিত হইলে নিকৃষ্ট হয়

নিকট জাত বৃক্ষ সকল পরস্পর স্পর্শনকারী ও মূলে মিশ্রিত হওয়ায় পীড়িত হইয়া সম্যক্ ফল প্রদান করে না। শীত, বাত ও আতপাদি দ্বারাও বৃক্ষাদির রোগ জন্মে, তাহাতে পাণ্ডুপত্রতা ও পল্লবসমূহের বৃদ্ধিহীনতা ঘটে এবং শাখাশোষ ও রসস্রাব হইয়া থাকে। প্রথমে শস্ত্র দ্বারা ইহাদিগের বিশোধন করিয়া বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও পঙ্কদ্বারা প্রলেপ দিয়া ক্ষীরজল সেক করিবে। ফল নষ্ট হইলে কুলত্থ, মাষকলাই, মুদ্গ, তিল ও শীতল জল সেক করিলে ফল ও পুষ্প বৃদ্ধি হয়।

ছাগ ও মেষের বিষ্ঠাচূর্ণ দুই আঢক, তিল এক আঢক, শক্তু এক প্রস্থ ও সর্বতুল্য পরিমাণ গোমাংস, ৬৪ সের প্রমাণ জলে উত্তমরূপ পর্য্যুষিত করিয়া বনস্পতি, বল্লী, গুল্ম ও লতাদিতে সেক করা কর্তব্য। ইহাতে ফলও অধিক অধিক হইয়া থাকে।

কোন বীজকে দশদিন দুগ্ধ দ্বারা ভাবিত করিবে, পরে ঘৃত যুক্ত হস্তে উহা মার্জিত এবং পরে গোময় দ্বারা বহুবার সংঘর্ষে ক্ষেপে রক্ষিত এবং শূকর ও মৃগমাংসে ধূপিত করিবে। তৎপরে উহা মৎস্য ও শূকরের বসাসমন্বিত করিয়া মৃত্তিকায় পরিক্রামিত ও রোপিত করিবে। পরে ক্ষীরসংযুক্ত জল দ্বারা অবসেচিত হইলে উহা একেবারে কুসুম যুক্ত হইয়া থাকে। ব্রীহি, মাষকলাই ও তিলচূর্ণ, শক্তু ও পূতিমাংসের জলে সিক্ত এবং সর্বদা হরিদ্রা দ্বারা ধূপিত হইলে তিন্তিড়ী বৃক্ষেরও এরূপ হইয়া থাকে। নক্তাঙ্কোল, ধাত্রী, ধব ও বাসিকার মূল, ও পলাশিনী, বেতস, সূর্য্যবল্লী, শ্যামা, অতিমুক্তক এবং অষ্টমূলী, এইগুলি কপিত্থ বৃক্ষের বল্লী করিবার উপাদান। শুভ নক্ষত্রে বৃক্ষরোপণ করিতে হয়। রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ, মৃগশিরঃ, চিত্রা, অনুরাধা, রেবতী, মূলা, বিশাখা, পুষ্যা শ্রবণা অশ্বিনী ও হস্তা, এই সকল নক্ষত্রে বৃক্ষরোপণ করা কর্তব্য।

(বৃহৎসং ৫৫ অং)

"বৃক্ষায়ুর্বেদমাখ্যাস্যে প্লক্ষশ্চোত্তরতঃ শুভঃ।
প্রাগ্বটো যাম্যতশ্চাম্রং আপোহশ্বথং ক্রমেণ তু॥"

(অগ্নিপুং ২৯২ অং)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, ভবনের উত্তরদিকে প্লক্ষ, পূর্বদিকে বট, দক্ষিণে আম্র, ও পশ্চিমে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে কল্যাণ কর হয়। গৃহের নিকটে দক্ষিণদিকে উৎপন্ন কণ্টক-দ্রুম সকলও মঙ্গলদায়ক। গৃহবাসে উদ্যান প্রস্তুত করাইবে, পুষ্পিত তিলকাও সকল বিরাজিত থাকিবে। দ্বিজগণ ও চন্দ্রের পূজা করিয়া বৃক্ষ গ্রহণ বা রোপণ করা বিধেয়। স্বাত্যা, হস্ত, রোহিণী, বৈষ্ণব ও মূল এই পঞ্চ নক্ষত্র বৃক্ষরোপণে প্রশস্ত। নদীর প্রবাহ উদ্যানে বা ক্ষেত্রে প্রবেশ করাইবে, নদ্যাদি না থাকিলে পুষ্করিণীর প্রবাহ যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক।

অরিষ্টাশোক পুন্নাগ, শিরীষ, প্রিয়ঙ্গু, অশোক, কদল, জম্বু বকুল, দাড়িম, এই সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়া গ্রীষ্মে সায়ং ও প্রাতঃকালে, শীত ঋতুতে দিনান্তে এবং বর্ষাকালে ভূমি শুষ্ক হইলে জলসেক করা বিধেয়। একস্থানে বৃক্ষরোপণ করিয়া তাহার বিংশতি হস্ত অন্তরে অন্য বৃক্ষরোপণ করা উত্তমকল্প, ১৬ হস্ত অন্তরে মধ্যম এবং দ্বাদশ হস্ত অন্তরে রোপণ করিলে নিকৃষ্ট হয়। বৃক্ষ সকল অতিশয় সন্নিবিষ্ট হইলে তাহা ফলহীন হইয়া থাকে, সুতরাং উহা ঘন ঘন করিয়া রোপণ করিবে না। ফলনাশ হইলে প্রথমে অস্ত্র দ্বারা কর্তন করিয়া পরে বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও পঙ্ক মাখাইয়া শীতল জল সেক করিবে এবং কুলত্থ, মাষ মুদ্গ, যব, ও তিলের সহিত ঘৃত ও শীতল জল সেক করিলে সর্বদা ফল পুষ্প উৎপন্ন হয়। মেষ ও ছাগের বিষ্ঠাচূর্ণ, যবচূর্ণ, তিল, গোমাংস ও জল সপ্তরাত্রি প্রোষিত করিয়া বৃক্ষতলে সেক করিলে সকল বৃক্ষেরই ফলপুষ্প বৃদ্ধি পায়। আমিষ জল সেক করিলে সকল বৃক্ষেরই ফল পুষ্প অধিক হয়। বিড়ঙ্গ ও তণ্ডুলযুক্ত মৎস্য ও মাংস, তাহাদের রোগনাশ ও বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। (অগ্নিপুং ২৯২ অং)

সুরপাল 'বৃক্ষায়ুর্বেদ' নামে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন।

বৃক্ষার্হা (স্ত্রী) বৃক্ষে অর্হতীতি অর্হ-অচ্-টাপ্। মহামেদা (রাজনি°)

বৃক্ষালয় (পুং) বৃক্ষ আলয়ো যস্য। পক্ষী।

বৃক্ষাবাস (পুং) বৃক্ষে আবাসো যস্য। বৃক্ষকোটরবাসী কাঠবেড়াল।

বৃক্ষাশ্রয়িন্ (পুং) বৃক্ষমাশ্রয়তীতি আ শ্রি-ণিনি। ক্ষুদ্রোলূক।

বৃক্ষীয় (ত্রি) বৃক্ষসম্বন্ধীয়।

বৃক্ষেশয় (ত্রি) বৃক্ষশায়ী।

বৃক্ষোৎপল (ক্লী) কর্ণিকার

বৃক্ষ্য (ক্লী) গাছের ফল।

বৃগল (ক্লী) বিদল।

বৃচ, ১ বৃত্তি, বরণ। ২ বর্জ্জন। রুধা° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বৃণক্তি। লুট্ বর্চিতা। লুঙ্ অবর্চ্চীৎ। ক্তঃ বৃক্তঃ।

বৃচয়া, (স্ত্রী) কক্ষীবদৃষির রমণীভেদ।

'ভক্ষীবতো ভৎকৃতৈঃ স্তৈঃ পরিতুষ্ট ইন্দ্রো বৃচয়াখ্যাং তরুণীং যোষিতং প্রাদাৎ।' (ঋক্ ১।৫১।১৩ সায়ণ)

বৃচীবৎ (পুং) বরশিখ কুলোৎপন্ন ব্যক্তিভেদ।

'প্রাপ্ভাগে হিত্বায় বৃচীবতঃ। বৃচীবান্ নাম বরশিখস্য কুলোৎপন্নঃ পূর্ব্বঃ। তদ্‌গোত্রজান্ বরশিখস্য পুত্রান্ হন্ অবধীৎ।' (ঋক্ ৬।২৭।৫ সায়ণ)

বৃজ, ত্যাগ। চুরা° ত্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বর্জ্জয়তি, বর্জ্জতি। লুঙ্ অবর্জ্জীৎ। লুট্ বর্জ্জিতা। ক্তঃ বৃক্তং। অদা° আত্ম° সক° সেট্। লট্ বৃঙ্‌ক্তে, বৃক্তে। ক্তঃ বৃক্তঃ। ২ বৃতি বা বরণ। ৩ বর্জ্জন। রুধা° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বৃণক্তি। ক্তঃ বৃক্তঃ।

বৃজন (ক্লী) বৃজী বর্জ্জনে বৃজ-ক্যুঃ (উণ্ ২।৮১) ১ অন্তরীক্ষ, আকাশ। ২ পাপ। ৩ নিরাকরণ। ৪ সংগ্রাম।

"স্বং তস্মং বৃজনে পৃক্ষ আণৌ" (ঋক্ ১।৬৩.৩) 'বৃজন ইত্যাদীনি ত্রীণি সংগ্রামনামানি। অত্র পূর্ব্বে বিশেষণে। বৃজনে বর্জ্জন যুক্তে। সংগ্রামে হি বীরাঃ পুরুষ বর্জ্জন্তে হিংসন্তে।' (সায়ণ)

৫ বল। "বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম্" (ঋক্ ১।১৬৯।১৫)

'বৃজনং বলম্'। (সায়ণ)

৬ প্রাণিজাত।

"বর্জ্যন্তে ইতি বৃজনং প্রাণিজাতম্" (ঋক্ ১।৪৮।৫ সায়ণ)

(পুং) ৭ কেশ। (ত্রি) ৮ কুটিল, বক্র। ৯ বাধক, শত্রু।

"তয়া নূনং বৃজনমন্যথা চিৎ" (ঋক্ ৬।৩৫।৫)

'বৃজনং বাধকং অস্মদীয়ং শত্রুং অন্যথা চিৎ অন্যেনৈব প্রকারেণ যোজয়' (সায়ণ)

(ক্লী) ১০ অপরাধ। ১১ রাঙ্গা চামড়া।

বৃজনস্থ (ত্রি) সাধুবল, সাধুশ্রেষ্ঠ, পরম সাধু।

"ধর্ত্তা ভুবদ্ বৃজনস্য রাজা" (ঋক্ ৯।৯৭।২৩)

'রাজা দীপ্যমানঃ সোমো বৃজনস্য সাধুবলস্য ধর্ত্ত ধারয়িতা ভবৎ ভবতি' (সায়ণ)

বৃজি (স্ত্রী) ১ ব্রজভূমি। ২ মিথিলা।

বৃজিক (ক্লী) বৃজৌ ভব বৃজি-কন্ (পা ৪।২।১৩১) ব্রজভূমিজাত, ব্রজোৎপন্ন।

বৃজিন (ক্লী) বৃজী বর্জ্জনে বৃজ-ইনচ্ বৃজেঃ কিচ্চ (উণ্ ২।৪৭) ১ পাপ। (ভাগবত ১০।২৯।৩৮) ২ দুঃখ। (ভাগবত ১।৭।৪৬) (ত্রি) ৩ পাপবিশিষ্ট। (মহাভারত সভাপর্ব্ব) ৪ রক্তচর্ম্ম। ৫ শোণিত। ৬ বক্র, কুটিল। "বৃজিনে পথি শ্যেনং।"(ঋক্ ৬।৪৬।১৩)

'বৃজিনে কুটিলে পথি মার্গে' (সায়ণ)

(পুং) ৭ কেশ।

বৃজিনবৎ (পুং) যদুর পৌত্র, ক্রোষ্টুর পুত্র (ভাগবত ৯।২৩।৩০)

বৃজিনবর্ত্তনি (ত্রি) বিপ্লুতমার্গ, সদাচাররহিত।

"অঘে ষং বৃজিনবর্ত্তনিং বিপ্লুতমার্গং সদাচাররহিতং নরং পুরুষং সজন্" (ঋক্ ১।৩১।৬ সায়ণ)

বৃজিনায়ৎ (ত্রি) পাপকামী, যে পাপ করিতে ইচ্ছা করে।

"বৃজিনায়ন্তমায়ুং" (ঋক্ ১০।২৭।১)

'বৃজিনায়ন্তং পাপং কর্ত্তুমিচ্ছন্তমায়ুং ব্যাপ্নুবন্তং' (সায়ণ)

বৃজিনীবৎ (পুং) [বৃজিনবৎ দেখ]

বৃণ, ১ তর্পণ। তনাদি° উভ° সক° সেট্। লট্ বৃণোতি, বর্ণোতি, বৃণুতে, বর্ণুতে। লুঙ্ অবর্ণীৎ অবর্ণিষ্ট। বর্ণিতা, বৃণ্বা। ২ প্রীণন। তুদা° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বৃণতি। লিট্ ববর্ণ। লুট্ বর্ণিতা।

বৃত, ১ দীপ্তি। চুরা° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ বর্ত্তয়তি। ২ বর্ত্তন, বিদ্যমানতা, স্থিতি। ভ্বাদি° আত্ম° অক° সেট্। লট্ বর্ত্ততে। লিট্ ববৃতে। লুট্ বর্ত্তিতা। লট্ বর্ত্তিষ্যতে, বর্ৎস্যতি। লৃঙ্ অবর্ত্তিষ্যত অবর্ৎস্যৎ। লুঙ্ অবর্ত্তিষ্ট অবৃতৎ। অবর্ত্তিষাতাম্, অবৃতাতাম্। অবর্ত্তিষত, অবৃতন্। সন্ বিবর্ত্তিষতে, বিবৃৎসতি। 'সৌভাগ্যিকে বিবৃৎসন্।' ভট্টি ৮।৬৯ যঙ্ বরীবৃত্যতে। বৃত-ণিচ্ ৩ যাপন। 'কাঞ্চনাবর্ত্তয়ৎ সমাঃ' কএক বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। (রঘু ১১।৪) ৪ পালন। ৫ জীবন, জীবিকানির্ব্বাহ ৬ বর্ণন। ক্তা-বর্ত্তিত্বা, বৃত্বা। ক্তঃ বৃত্ত। ক্তিন্-বৃত্তি। ৭ বরণ ৮ সেবা। দিবা° আত্ম° সক° সেট্। লট্ বৃত্যতে।

অতি বৃত=অতিবর্ত্তন, অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন। 'অপত্যলোভাদ্‌যাতু স্ত্রী ভর্তারমতি বর্ত্ততে' যে স্ত্রী পুত্রপ্রত্যাশায় স্বীয় ভর্ত্তাকে অতিক্রম করে। (মনু ৫।১৬১) অনু—অনুবর্ত্তন, অনুগমন, অনুরোধ, সেবা, সহগমন। (মনু ৮।১৭৪)। অপ—অপবর্ত্তন, সংক্ষিপ্তীকরণ, ব্যবকলন, প্রতিনিবৃত্তি। (রঘু ৬।৫৮)। অভি—অভিমুখগমন, আগমন। 'জগামাস্তং দিনকরো রজনী চাভ্যবর্ত্তত' সূর্য্য অস্তগামী হইয়াছিলেন এবং রজনী আসিয়াছিল। (রামায়ণ) আ—আবর্ত্তন, আগমন, নিবৃত্তি। ব্যা—ব্যাবৃত্তি। উৎ—অতিরেক, অতিরিক্ত। নি—নিবৃত্তি। নির্—নিষ্পত্তি, সমাপ্তি। (রঘু ৩।৩৩) পরা—প্রত্যাগমন। পরি—পরিবর্ত্তন। প্র—প্রবর্ত্তন। (ভট্টি ১৫।৭ ও ৯।৫৮)। বি—বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন, ঘূর্ণন, ভ্রমণ। সম—সত্তা, ভাব. উৎপত্তি। (রঘু ৭.২২)

বৃত্ত (ত্রি) বৃ-ক্ত। ১ কৃতবরণ, যাহাকে বরণ অর্থাৎ কোন সৎকর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। পর্য্যায় বৃত, বাবৃত্ত। ২ আবৃত, আচ্ছাদিত। ৩ প্রার্থিত। ৪ বর্ত্তুল। ৫ স্বীকৃত।

বৃতঞ্চয (পুং) অভীষ্ট বাসভবন। (নিরুক্ত ১২২৯)

বৃতঞ্চয (ত্রি) ১ অভীষ্টদাতা। ২ শত্রুহন্তা।

"বৃতঞ্চয়ো বৃতস্তাভীষ্টস্তাচেতা সংচেতা দাতেত্যর্থঃ। যদ্বা বর্ত্ততে পুনঃ পুনরভিমুখমাগচ্ছতীতি বৃৎ শত্রুঃ। তং চয়তে হিনস্তীতি। বৃতঞ্চয়। চয়তির্হিংসাকর্ম্মা।" (ঋক্ ২।২১।৩ সায়ণ)

বৃতপত্রা (স্ত্রী) বৃতং আবৃতং পত্রং যস্যাঃ। পুত্রদাত্রী লতাভেদ।

বৃতা (স্ত্রী) আবরকা, আচ্ছাদকা।

"বৃতয়াবরকয়া দীপ্ত্যা" (ঋক্ ৫।৪৮।২ সায়ণ)

বৃতাঙ্ক (পুং) কুক্কুট পক্ষী, চলিত কুকুড়া।

বৃতার্চ্চিস্ (স্ত্রী) রাত্রি।

বৃতি (স্ত্রী) বৃ ক্তিন্। ১ বেষ্টন, চলিত বেড়। পর্য্যায় বর। ২ প্রার্থনা বিশেষ। ৩ বরণ। ৪ গোপন। (শব্দরত্না°) ৫ নিয়োগ। ৬ আবরণ।

বৃতিঙ্কর (পুং) ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ, চলিত বঁইচ গাছ। (শব্দরত্না°) ২ বৃতিকারক।

বৃত্ত (ক্লী) বৃৎ ক্ত। ১ চরিত্র, চরিত। (কথাসরিৎসা° ৩।১৪) ২ বৃত্তি। (মেদিনী) ৩ বেদবোধিত আচারের প্রতিপালন। ৪ বার্ত্তা। (কথাসরিৎসা° ৪৮।১১৬) ৫ আচার। (মনু ৪।২৬০) (ত্রি) ৬ অতীত। (রামায়ণ ১।৯০।৭) ৭ দৃঢ়। ৮ বর্ত্তুল। (ভাগবত ৪।২৫।২৪) ৯ কৃতাবরণ, যাহাকে আবৃত করা হইয়াছে। (অমরটীকা) ১০ অধীত। ১১ মৃত। (মেদিনী) ১২ নিষ্পন্ন। (রঘু ৩।২৮) ১৩ জাত। (রঘু ২।৫৮) ১৪ গুরুপূজাদি অর্থাৎ গুরুপূজা, ঘৃণা, শৌচ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও হিতকার্য্য প্রভৃতি।

"গুরুপূজা ঘৃণা শৌচং সত্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
প্রবর্ত্তনং হিতানাঞ্চ তৎ সর্ব্বং বৃত্তমুচ্যতে॥" (স্মৃতিগ্রন্থ)

১৫ পদ্যভেদ, যাহা চারিটী পাদ বা চরণে পূর্ণ হয়, তাহার নাম পদ্য। ইহা বৃত্ত ও জাতি ভেদে দুই প্রকার, অক্ষর সংখ্যায় নির্দ্দেশ্য পদ্যের নাম বৃত্ত এবং যাহা পদ্য মাত্রা দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহাকে জাতি বলে। সম, অর্দ্ধসম ও বিষম ভেদে বৃত্ত তিন প্রকার। যে বৃত্তের চারিটী চরণেই সমসংখ্যক অক্ষর থাকে, তাহাকে সমবৃত্ত, দুই দুইটী চরণে সমান সমান অক্ষর থাকিলে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে সমান সমান অক্ষর হইলে অর্দ্ধসমবৃত্ত এবং চারি চরণের অক্ষর সংখ্যা পরস্পর বিভিন্ন হইলে বিষমবৃত্ত হয়।

"পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ॥
সমমর্দ্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তৎ ত্রিধা।
সমং সমচতুষ্পাদং ভবত্যর্দ্ধসমং পুনঃ॥
আদিস্তৃতীয়বদ্যস্য পাদস্তুর্য্যো দ্বিতীয়বৎ।
ভিন্নচিহ্নচতুষ্পাদং বিষমং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

১৬ তনাগ্র। (পুং) ১৭ ধবলযাবনাল, শ্বেতজনার ১৮ গুণ্ডতৃণ। ১৯ কচ্ছপ। (রাজনি°) ২০ অগ্নীর বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২১ সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°) ২২ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৩৫।১০) কবিকল্পলতায় বৃত্তাকার বস্তুর এইরূপ উল্লেখ আছে,—বাহু, নায়ক, স্কন্ধ, ধম্মিল্ল, মোদক, রথাঙ্গ, লাবক, ককুৎ, কুম্ভিকুম্ভ ও অণ্ডকাদি, কর্ণপাশ, ভুজপাশ, আকৃষ্টচাপ, ঘটানন, মুদ্রিকা, পরিখা, যোগপট্ট, হার ও স্রগাদি এই সকল বস্তু বৃত্ত।

"বৃত্তানি বাহুনায়কস্কন্ধধম্মিল্লমোদকাঃ।
রথাঙ্গলাবকককুৎকুম্ভিকুম্ভাণ্ডকাদয়ঃ॥
কর্ণপাশভুজাপাশাকৃষ্টচাপঘটাননম্।
মুদ্রিকাপরিখাযোগপট্টহারস্রগাদয়ঃ॥" (কবিকল্পলতা ২ স্তবক)

বৃত্তক (পুং) ১ শ্রাবক। (বৃহৎসংহিতা° ৮৬।৭৮) ২ অকঠোরাক্ষর ও স্বল্পসমাসযুক্ত পদদ্বারা রচিত গদ্যভাষা। ছন্দ। (সাহিত্যদ° ৫৪৯)

বৃত্তকর্কটী (স্ত্রী) বৃত্তা বর্ত্তুলা কর্কটী। বড় ফুটী। বর্ত্তুলাকার কর্কটী, চলিত খরমুজা। (রাজনি°)

বৃত্তকোশা (স্ত্রী) দেবদালী। (রাজনি°)

বৃত্তকোষ (পুং) পীত দেবদালী, চলিত দেয়াতাড়া। (ভাবপ্র°)

বৃত্তখণ্ড (পুং ক্লী) বৃত্তাংশ। অর্দ্ধবৃত্তের ক্ষুদ্রতর বৃত্তাংশ (arc)।

বৃত্তগন্ধি (ক্লী) বৃত্তস্য পদ্যস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য। গদ্যবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"ভবত্যুৎকলিকাপ্রায়ং সমাসাঢ্যং দৃঢ়াক্ষরম্।
বৃত্তৈকদেশসম্বন্ধাৎ বৃত্তগন্ধি পুনঃ স্মৃতং॥" (ছন্দোমঞ্জরী°)

অনুপ্রাস ও সমাস বহুল এবং দৃঢ়াক্ষরযুক্ত হইলে তাহাকে বৃত্তগন্ধি কহে। বৃত্তের সহিত একদেশ সম্বন্ধ হেতু ইহার এই নাম হইয়াছে।

বৃত্তগুণ্ড (পুং) তৃণবিশেষ। পর্য্যায় বৃত্ত, দীর্ঘনাল, জলাশ্রয়। স্থূল ও লঘুভেদে ইহা দুই প্রকার। গুণ—মধুর, শীতল, কফ, পিত্ত, অতীসার, দাহ ও রক্তনাশক। এই দুই প্রকারের মধ্যে স্থূল অধিক গুণবিশিষ্ট। (রাজনি°)

বৃত্তচেষ্টা (স্ত্রী) ১ স্বভাব। ২ আচরণ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বৃত্ততণ্ডুল (পুং) বৃত্তস্তণ্ডুলঃ। যাবনাল। (রাজনি°)

বৃত্ততস্ (অব্য°) বৃত্ত তসিল্। বৃত্তদ্বারা।

বৃত্তনিষ্পাবিকা (স্ত্রী) নখনিষ্পাবী, কৃষ্ণশিম্বী, চলিত ছোট মটরশুঁটী। (রাজনি°)

বৃত্তপত্র (পুং) উত্তম শাকবিশেষ, চলিত নটেশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পুত্রদাত্রী। (রাজনি°)

বৃত্তপর্ণী (স্ত্রী) বৃত্তং বর্ত্তুলং পর্ণং যস্যাঃ ঙীষ্। মহাশণপুষ্পিকা, পাঠা, আকনাদি। (রাজনি°)

বৃত্তপুষ্প (পুং) বৃত্তং বর্ত্তুলং পুষ্পং যস্য। ১ শিরীষ। ২ কদম্ব। ৩ বাণীর। ৪ কুব্জক। ৫ মুদার। ৬ জলবেতস। ৭ ভূকদম্ব। স্ত্রিয়াং টাপ্। বৃত্তপুষ্পা-নাগদমনী, চলিত নাগদনা। ২ কোঙ্কণদেশ প্রসিদ্ধ কুব্জক পুষ্পবৃক্ষ।

বৃত্তফল (স্ত্রী) বৃত্তং বর্ত্তুলং ফলং যস্য। ১ মরীচ। ২ গোলাকার ফল মাত্র। (পুং) ৩ দাড়িম। ৪ বদর। ৫ কপিত্থবৃক্ষ। ৬ রক্ত অপামার্গ। ৭ করঞ্জ বৃক্ষ। ৮ তরমুজ, চলিত তর্মুচ ও খরমুচা। স্ত্রিয়াং টাপ্—বৃত্তফলা। ৯ বার্ত্তাকী। ১০ শশাণ্ডুলী, ক্ষেত্রকর্কটী। ১১ আমলকী। (রাজনি°)

বৃত্তবন্ধ (পুং) বৃত্তেন বন্ধঃ। বৃত্তদ্বারা গ্রথিত, ছন্দোবদ্ধ। (সাহিত্যদ° ৬৫৬৬)

বৃত্তভোজন (পুং) গভীর, শমঠশাক। (শব্দচ°)

বৃত্তমল্লিকা (স্ত্রী) ১ শ্বেতার্ক। (বৈদ্যকনি°) ২ বৃত্তপুষ্পমল্লিকা। মহারাষ্ট্রে বাটোগরে কর্ণাট-তুম্বুভিমল্লিকা, বম্বে-বটমোগরী। গুণ—কটু, উষ্ণ, ব্রণনাশক, বহুগন্ধি, বৃষ্য ও নেত্ররোগনাশক। (রাজনি°)

বৃত্তবৎ (ত্রি) বৃত্ত অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। বৃত্তযুক্ত, সদাচারী।

বৃত্তবীজ (পুং) বৃত্তং বীজং যস্য। ১ ভিণ্ডাক্ষুপ। ২ রাজমাষ। চলিত বরবটী। (রাজনি°)

বৃত্তবীজকা (স্ত্রী) বৃত্তং বর্ত্তুলং বীজং যস্যাঃ কন্-তত্তটাপ্। ১ পাণ্ডফলী। ২ আঢকী, অড়হর। (রাজনি°)

বৃত্তবীজা (স্ত্রী) বৃত্তং বীজং যস্যাঃ। আঢকী। (রাজনি°)

বৃত্তশালিন্ (ত্রি) বৃত্তেন শালতে শাল ণিনি। বৃত্তবৎ, বৃত্তযুক্ত, সদাচারী। (গোঃ রামা° ১।৭২।৩৩)

বৃত্তশ্লাঘিন্ (ত্রি) ১ আপন কার্য্যের শ্লাঘাকারী। ২ ক্ষত্রিয়।

বৃত্তসাদিন্ (ত্রি) বৃত্ত সদ ণিনি। চরিত্রনাশী, কুলনাশকারী।

"অনয়া বৃত্তসাদিন্যা কৈকেয্যাভি প্রচোদিতঃ।"

(রামায়ণ ২।৩৪।৩৭)

বৃত্তস্থ (ত্রি) বৃত্তে তিষ্ঠতি স্থা-ক। যিনি বৃত্তে অবস্থিত থাকেন, সচ্চরিত্র, সদাচারী। গুরুপূজা, ঘৃণা, শৌচ, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও লোকের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্তি, এই গুণের নাম বৃত্ত, ইহাতে যাহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহারাই বৃত্তস্থ।

"গুরুপূজা ঘৃণা শৌচং সত্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

প্রবর্ত্তনং হিতানাঞ্চ তৎ সর্ব্বং বৃত্তমুচ্যতে॥" (স্মৃতিসংগ্রহ)

বৃত্তা (স্ত্রী) বৃত্ত টাপ্। ১ মাংসরোহিণী। ২ প্রিয়ঙ্গু। ৩ শ্বেতানন্তা। ৪ কিঙ্কিণীক্ষুপ। ৫ নাগদমনী। ৬ রেণুকা। ৭ হস্তিকোশাতকী। (রাজনি°)

বৃত্তাক্ষেপ (পুং) অলঙ্কারবিশেষ, প্রয়োগকালে প্রকৃত প্রস্তাবে নিষিদ্ধ না হইলেও যদি কোন বাক্য আপাততঃ নিষেধোক্তি বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলে উহাকে আক্ষেপ বলে। এই আক্ষেপযুক্ত অর্থাৎ ভূত, বর্ত্তমান ও ভাবষ্যভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে উদাহরণ দ্বারা নিম্নে মাত্র বৃত্তাক্ষেপ বিবৃত করা যাইতেছে। অপর দুইটী যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

উদাহরণ,—"অনঙ্গ যে পাঁচটীমাত্র পুষ্পবাণ দ্বারা বিশ্ব জয় করিয়াছেন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব, অথবা হইতেও পারে, কেননা জগতে বস্তুশক্তির বিচিত্রতা অপরিচয়নীয়।" এস্থলে প্রথমতঃ অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন ব্যক্তিকর্ত্তৃক মাত্র পাঁচটী সুকোমল পুষ্পবাণ দ্বারা ব্রহ্মাদি ধীর বীরপূর্ণ সমস্ত জগদ্বিজয় নিতান্ত অসম্ভব, ইহা স্থির করিয়া পরে 'অথবা হইতেও পারে' এই ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা তাহার প্রতিষেধ করায় বৃত্তাক্ষেপ অলঙ্কার হইল।

বৃত্তাধ্যয়নর্দ্ধি (স্ত্রী) বৃত্তাধ্যয়নয়োর্ঋদ্ধিঃ। ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মবর্চ্চস, বৃত্ত ও অধ্যয়ন জন্য সম্পদ, বেদবোধিত আচার পরিপালনের নাম বৃত্ত, ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক গুরুমুখে বেদাভ্যাসের নাম অধ্যয়ন, বৃত্ত ও অধ্যয়নের ঋদ্ধি, অর্থাৎ তৎপরিপালনকৃত তেজের উপচয়। "বেদবোধিতাচারপরিপালনং বৃত্তং ব্রতগ্রহণপূর্ব্বকং গুরুমুখেন বেদাভ্যাসঃ অধ্যয়নং তয়োঃ ঋদ্ধিস্তৎপরিপালনকৃত তেজস উপচয়ঃ"

বৃত্তানুবর্ত্তিন্ (ত্রি) বৃত্তমনুবর্ত্ততে বৃত-অনু বৃত-ণিনি। বৃত্তস্থ, বৃত্তাচারী সদ্বৃত্ত।

বৃত্তান্ত (পুং) ১ সংবাদ। পর্য্যায়—বার্ত্তা, প্রবৃত্তি, উদন্ত, শ্রুতি, উদন্তক। (শব্দরত্ন°) ২ প্রক্রিয়া। ৩ কাৎস্ন্য। ৪ বার্ত্তাপ্রভেদ। ৫ প্রস্তাব। (মেদিনী) ৬ ইতিহাসাখ্যান। (মনু ৩।১৪) ৭ অবসর। ৮ ভাব। ৯ একাংশ বাচক। (বিশ্ব)

বৃত্তি (স্ত্রী) বৃত-ক্তিন্। ১ জীবিকা। যাহা দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহাকে বৃত্তি কহে। এই বৃত্তি আপৎ কালে এবং তদ্ভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ অবলম্বিত হইয়া থাকে। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার বিষয় বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতায় চারিবর্ণের বৃত্তি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—ব্রাহ্মণের যাজন ও প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যপালন, বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন, কুসীদগ্রহণ ও ধান্যাদির বীজরক্ষা এবং শূদ্রের সকল প্রকার শিল্পকার্য্যই নিয়ত বৃত্তি, কিন্তু আপৎকালে অর্থাৎ যখন পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইবে, তখন প্রত্যেক জাতিই নিম্নশ্রেণীর বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজ্যপালন, ক্ষত্রিয় কৃষি প্রভৃতি। ইহাতেও জীবিকার অভাব হইলে ব্রাহ্মণ কৃষি প্রভৃতি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। (বিষ্ণুসং ২ অ°)

২ বিবরণ, সূত্রের অর্থবিবরণ বিশদরূপে ব্যক্তীকরণের নাম বৃত্তি। "সূত্রার্থবিবরণং বৃত্তিঃ" (কাতন্ত্র) সূত্র সকল লঘু অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ, অল্প অক্ষর ও অল্পপদযুক্ত, সুতরাং উহা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, ব্যাখ্যা না থাকিলে সূত্রাদির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই ব্যাখ্যা বৃত্তি, ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক শাখায় বিভক্ত। ব্যাখ্যার পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যযোজনা।

আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥"

পদচ্ছেদ অর্থাৎ সূত্রে যে কয়টী পদ থাকে, তাহা স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া, পদার্থোক্তি—কোন্ পদের কি অর্থ তাহা নির্দ্দেশ করা, বিগ্রহ-সমস্ত পদের ব্যাসবাক্য উপন্যাস করা, বাক্যযোজনা-সমস্ত বাক্যটীর বা সূত্রটীর অন্বয় অর্থাৎ বাক্যঘটক পদাবলীর অর্থসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করা, আক্ষেপের সমাধান অর্থাৎ সম্ভাবিত আপত্তি বা আশঙ্কার সমাধান বা নিরসন, ব্যাখ্যার এই পাঁচটী লক্ষণ। কিন্তু সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত পাঁচটী বিষয় সমান ভাবে বর্ণিত হয় না। বাক্যযোজনা দ্বারা পদচ্ছেদের কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় সর্ব্বত্রই পদচ্ছেদ উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ স্থলবিশেষে পদের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পদের অর্থ পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। বাক্যযোজনা স্থলেই পদের অর্থ বলা হইয়াছে। উঁহারা আক্ষেপের সমাধানের জন্য স্থল বিশেষে একাধিক কল্প বা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যে স্থলে অনেক কল্প নির্দ্দিষ্ট হয়, সে স্থলে সচরাচর শেষ কল্পই সমীচীন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলি কিঞ্চিৎ দোষদুষ্ট বা আপত্তিযোগ্য, শেষ কল্পটীর নির্দ্দেশ করিলেই যখন উত্তমরূপে আক্ষেপের সমাধান হয়, তখন অসমীচীন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পগুলির উপন্যাস অন্যায় বা অনাবশ্যক বলা যাইতে পারে, কিন্তু আচার্য্যগণ ঐরূপ বিবিধ অনুশীলনে শিষ্যদিগের বুদ্ধির সাতিশয় প্রাখর্য্য হইবে বলিয়া বহুবিধ কৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক নানা কল্পের অবতারণা করে। বৃত্তিগ্রন্থ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও তাহার রচনা গাম্ভীর্য্যযুক্ত। বৃত্তি ব্যাখ্যানের ভেদ হইলেও সংক্ষিপ্ত ও গাম্ভীর্য্যার্থযুক্ত হইবে। ৩ প্রবর্ত্তন। (মেদিনী)

৪ বিবৃতি। (ধরণি) নাটকে পাঁচ প্রকার বৃত্তি অভিহিত হইয়াছে।

"শৃঙ্গারে কৌশিকী বীরে সাত্ত্বত্যারভটী পুনঃ।

রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ভারতী।

চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতাঃ সর্ব্বনাট্যস্য মাতৃকাঃ॥"

(সাহিত্যদ' ৬।৪১০)

বৃত্তি চারি প্রকার, শৃঙ্গার রসে কৌশিকীবৃত্তি, বীর রসে সাত্ত্বতীবৃত্তি, রৌদ্র ও বীভৎস রসে আরভটী, ইহা ভিন্ন অন্য সকল স্থলে ভারতীবৃত্তি, নাটকের এই চারি প্রকার বৃত্তি জননী স্বরূপা। অর্থাৎ উক্ত রস বর্ণন সময়ে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রচনা করা বিধেয়।

এই সকল বৃত্তিরও নানা প্রকার ভেদ আছে। তন্মধ্যে কৌশিকীবৃত্তিও নর্ম্ম, নর্ম্মস্ফূর্জ, নর্ম্মস্ফোট ও নর্ম্মগর্ভ ভেদে চারি প্রকার।

কৌশিকীবৃত্তি—

"যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষচিত্রা স্ত্রীসঙ্কুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা।

কামোপভোগপ্রভবোপচারা সা কৌশিকী চারুবিলাসযুক্তা।

নর্ম্ম চ নর্ম্মস্ফূর্জো নর্ম্মস্ফোটোঽথ নর্ম্মগর্ভশ্চ।

চত্বার্য্যঙ্গান্যস্যাঃ।" (সাহিত্যদ' ৬।৪১১)

নায়িকা সকল উত্তম বেশভূষায় বিভূষিতা, স্ত্রীবহুল, প্রচুর নৃত্য গীতযুক্ত, কামোপভোগের উপচার দ্বারা পরিবেষ্টিত ও মনোজ্ঞ বিলাসযুক্ত, এই সকল বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত হইলে কৌশিকীবৃত্তি হইবে। শৃঙ্গার রস বর্ণন কালে এই কৌশিকী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বর্ণন করা আবশ্যক।

সাত্ত্বতীবৃত্তি—

"সাত্ত্বতী বহুলা সত্ত্বশৌর্য্যত্যাগদয়ার্জ্জবৈঃ।

সহর্ষা ক্ষুদ্রশৃঙ্গারা বিশোকা সাদ্ভুতা তথা॥

উত্থাপকোঽথ সংঘাত্যঃ সংলাপঃ পরিবর্ত্তকঃ।

বিশেষা ইতি চত্বারঃ সাত্ত্বত্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

(সাহিত্যদ' ৬।৪১৬

সত্ত্ব, শৌর্য্য, দানশক্তি, দয়া ও সরলতাদি-বহুল, সর্ব্বদা সহর্ষ অল্প শৃঙ্গার ভাবযুক্ত, শোকরহিত ও সাদ্ভুত অর্থাৎ আশ্চর্য্য ভাবে বর্ণনা হইলে তাহাকে সাত্ত্বতী বৃত্তি কহে। এই বৃত্তিও চারি প্রকার যথা, উত্থাপক, সংঘাত্য, সংলাপ ও পরিবর্ত্তক।

আরভটী বৃত্তি—

"মায়েন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোদ্‌ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ।

সংযুক্তা বধবন্ধাদ্যৈরুদ্ধতারভটী মতা।

বস্তূত্থাপনসম্ফেটৌ সংক্ষিপ্তিরবপাতনম্।"

মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্‌ভ্রান্তাদি চেষ্টা দ্বারা সংযুক্ত ও বধাদি দ্বারা উদ্ধত, এই সকল বিষয় বর্ণিত হইলে আরভটী বৃত্তি হয়, এই বৃত্তি চারি প্রকার, যথা বস্তূত্থাপন, সম্ফেট, সংক্ষিপ্তি ও অবপাতন।

ভারতীবৃত্তি—

"ভারতীসংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ।"

(সাহিত্যদ' ৬।২৮৪

সংস্কারবহুল ধান্ ব্যাপার হইলে তাহাকে ভারতী বৃত্তি কহে। এই চারি প্রকার বৃত্তি নাটকে উক্ত রসাদিতে বর্ণনীয়

৫ ব্যবহার। (মনু ২।২০৫) বর্তন্তেঽনয়েতি। ৬ আদেশ। "শাস্ত্যাভাবকবৃত্তিকং" (মার্কণ্ড ১)

"লিঙ্গাবধিবিধা পূজা লিঙ্গমাত্র ন বিদ্যতে।

ন পদজন্ম বৃত্তিকগ্রনং ভবদ্বিধিতিৰ্ভবেৎ॥" (তারাপরি°)

৭ চিত্তের অবস্থাভেদ, পাতঞ্জল দর্শনে চিত্তের অবস্থা বৃত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভেদে চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার। [চিত্ত ও যোগ শব্দ দেখ।]

৮ ব্যাপার। "অর্থসন্নিকৃষ্টেন ইন্দ্রিয়েন বৃত্তৌ সত্যাং তমোহভিভবে যঃ সত্ত্বসমুদ্রেকঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°) ৯ সূত্রার্থ।

"কারকপ্রতিযোগিত্বাৎ যদ্ যদন্তদপেক্ষতে।

অপের্বহুলবাচিত্বাদ্ বৃত্তিত্রয় তু নেষ্যতে॥" (কাতন্ত্র)

১০ উপজীবিকা, কাহারও বৃত্তিহরণ করিতে নাই অর্থাৎ উপজীবিকা নষ্ট করিতে বা রুটি মারিতে নাই।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে স্বদত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করিলে তাহাকে কৃতঘ্ন কহে, এবং যতদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণের নেত্রজল দ্বারা রেণু সকল সিক্ত হয়, তত সহস্র বৎসর সুতপ্ত নরকে তাহার গতি হয় এবং তাহাতে তপ্তাঙ্গার ভক্ষণ, তপ্ত মূত্র পান ও তপ্তাঙ্গারে শয়ন করিতে হয়। এইরূপ মহাযন্ত্রণাময় নরকভোগের পর দেবমানের ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্যন্ত কৃমিরূপে বিষ্ঠা মধ্যে থাকিতে হয়, তৎপরে ভূমিবিহীন, সন্ততিরহিত, দরিদ্র, কৃপণ ও রোগী হইয়া অবস্থানের পর ঐ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। (ব্রহ্মবৈবর্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৯ অ°)

বৃত্তিক (পুং) বৃত্তি স্বার্থে কন্। বৃত্তিশব্দার্থ।

বৃত্তিকর (ত্রি) কর্মকার।

বৃত্তিকার (পুং) বৃত্তিং করোতীতি অণ্। বৃত্তিকারক, বৃত্তিগ্রন্থ প্রণেতা, যিনি বৃত্তিপ্রণয়ন করেন।

বৃত্তিতা (স্ত্রী) বৃত্তের্ভাবঃ তল্-টাপ্। বৃত্তির ভাব বা ধর্ম। বৃত্তিত্ব।

বৃত্তিদ (ত্রি) বৃত্তিং দদাতীতি দা-ক। বৃত্তিদানকারী, যিনি বৃত্তিপ্রদান করেন।

বৃত্তিদাতৃ (ত্রি) বৃত্তের্দাতা। বৃত্তিদানকারী।

বৃত্তিমৎ (ত্রি) বৃত্তিরস্যাস্তীতি মতুপ্। বৃত্তিবিশিষ্ট, বৃত্তিযুক্ত।

বৃত্তিরূপনা (স্ত্রী) রুদ্রশক্তিভেদ। (আর্য° ৩।১২।১৩)

বৃত্তিস্থ (পুং) বৃত্তৌ তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ সরট, কৃকলাস। (ত্রি) ২ বৃত্তিস্থিত, যিনি নিজ নিজ বৃত্তিতে অবস্থিত থাকেন।

বৃত্তিহন্ (ত্রি) বৃত্তিং হন্তি হন্-ক্বিপ্। বৃত্তিহননকারী, যিনি বৃত্তিনাশ করেন, বৃত্তিচ্ছেদক।

বৃত্তিহন্তৃ (ত্রি) বৃত্তের্হন্তা। বৃত্তিনাশক, বৃত্তিহননকারী। বৃত্তিহনন করিতে নাই। স্বদত্ত বা পরদত্ত বৃত্তিহরণ করিলে লোক নরকগামী হয়।

বৃত্তের্ব্বারু (পুং) বৃত্তো বর্ত্তুল ঈর্ব্বারুঃ। খর্ম্মুজা গাছ।

বৃত্ত্যনুপ্রাস (পুং) কাব্যোক্ত শব্দালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"অনেকস্যৈকধা সাম্যমসকৃদ্বাপ্যনেকধা।

একস্য সকৃদপ্যেষ বৃত্ত্যনুপ্রাস উচ্যতে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৬০৫)

এক বা একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণের স্বরূপতঃ ও ক্রমশঃ এই উভয়বিধভাবে একবার বা বহুবার বিন্যাস হইলে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। উদাহরণ,—

"উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-

ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।

নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-

প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ॥"

এখানে 'রসোল্লাসৈরমী' স্থলে র ও স এই বর্ণদ্বয়ের যথাক্রমে বিন্যাস না হইয়া মাত্র স্বরূপভাবে বিন্যাস হওয়ায়, দ্বিতীয় পাদে ক ও ল এই সন্নিকৃষ্ট বর্ণদ্বয়ের স্বরূপতঃ ও যথাক্রম ভাবে বহুবার বিন্যাস এবং প্রথমপাদে একমাত্র ত কার একবার ও ধ কারের বহুবার বিন্যস্ত হওয়ায় বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার হইল।

বৃত্ত্যুপায় (পুং) নিজ শরীর ও কুটুম্বদিগের ভরণোপায়। "বৃত্তিঃ শরীরকুটুম্বস্থিতিসমর্থা উপায়াঃ।" (মনু ১০।২ মেধাতিথি)

বৃত্য (ত্রি) বৃত-ক্যপ্। বরণীয়।

বৃত্র[ত্র] (পুং) বৃত-(স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ১ অন্ধকার। ২ শত্রু।

"ইন্দ্রেণৈষুজা ভরবেম বৃত্রম" (ঋক্ ৭।৪৮।২)

'বৃত্রং শত্রুং' (সায়ণ)

৩ দানববিশেষ। ইনি ত্বষ্টার পুত্র, ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। (হরিবংশ ১২৭।১৭)

দেবী ভাগবতে বৃত্রাসুরের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে,— বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ পরম রূপবান্ ত্রিশিরস্ক বিশ্বরূপ নামক এক পুত্রের সৃষ্টি করেন। ইনি একটী মুখ দ্বারা বেদাধ্যয়ন, দ্বিতীয়টী দ্বারা সুরাপান, অন্যটী দ্বারা যুগপৎ সমস্ত দিক্ নিরীক্ষণ করিতেন। কিয়দ্দিবসান্তে মুনিবর ত্রিশিরা বিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্বক অত্যুগ্র তপস্যায় নিরত হন। তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিসাধন, শাখোপরি পাদবন্ধনান্তর অধোমুখে অবস্থান, হেমন্তে শিশিরে ও শীতে বারিমধ্যে থাকিয়া আহারনিরোধপূর্বক এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি বশীভূত

করিয়া এই দুষ্কর তপোঽনুষ্ঠান করেন। শচীপতি ইন্দ্র এই অমিততেজাঃ তপস্বীর তপোবীর্য্য ও হিমাদ্রুরাগ দর্শন করিয়া নিরতিশয় চিন্তাকুলিত হন এবং তাঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী ও তিলোত্তমা প্রভৃতি রূপগর্ব্বিত অপ্সরোগণকে নিযুক্ত করেন। তাহারা শৃঙ্গারবেশে বিশ্বরূপ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কামশাস্ত্রোক্ত বিবিধ হাব ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু অলৌকিক তপঃপ্রভাব সম্পন্ন জিতাত্মা মহর্ষি ত্রিশিরা ঐ সকল বিদ্যাবারাঙ্গনাগণের নৃত্য, গীত, রঙ্গ ও অঙ্গভঙ্গীতে কোনদিনের জন্য কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া মূক, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কিয়দ্দিবসান্তে তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইন্দ্র সন্নিধানে দীন ও সন্ত্রস্ত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনি উপায়ান্তর চেষ্টা করুন, আমরা কিছুতেই সেই দুর্দ্ধর্ষ জিতেন্দ্রিয় মুনিবরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে সমর্থ হইলাম না, অধিক কি বলিব, কেবল আমাদের পরম সৌভাগ্যবশতঃই বহ্নি সদৃশ তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা বিশ্বরূপের অভিশাপে পতিত হই নাই। অপ্সরোগণের এই কথায় পাপমতি পুরন্দর সাতিশয় ভীত হইয়া লোকলজ্জা ও পাপভয় বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায়রূপে ত্রিশিরার বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর একদা ত্রিদিবাধিপতি স্বয়ং ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক মুনি সন্নিধানে গমন করিয়া দেখেন যে, তাঁহার শরীর হইতে সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজঃ বহির্গত হইতেছে। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ইন্দ্রের প্রথমতঃ অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল, তিনি ভাবিলেন, এই মুনিবর অতি নির্ম্মলচেতাঃ এবং প্রদীপ্ত তপোবলসম্পন্ন, আমি যে ইঁহাকে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি ইহা অতিশয় ধর্ম্মবিগর্হিত, কিন্তু হায়! ইনি আমার সিংহাসন গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব কিরূপে এরূপ শত্রুকে উপেক্ষা করি। এই ভাবিয়া দেবরাজ সেই তপস্তানিরত তিলকতুল্য দীপ্যমান মুনিবর ত্রিশিরার প্রতি তীব্র শীঘ্রগামী অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তপস্বিপ্রবর ত্রিশিরা এইরূপে কুলিশাহত হইয়া বাতাহত সুবিশাল পর্ব্বতশিখরের ন্যায় ভূপতিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরপ্রভা যেন জীবিতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সুরপতির চিত্তে পুনরায় ভীতি ও বিহ্বলতার আবির্ভাব হইল। তিনি তক্ষা নামক শিল্পীকে যজ্ঞভাগ প্রদানে স্বীকৃত হইয়া অর্থাৎ "অদ্য হইতে লোকে যজ্ঞীয় পশুর মস্তক তোমাকে সম্প্রদান করিবে," তক্ষার নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া তাহা দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকত্রয় ছেদন করাইলেন।

এই বীভৎস ব্যাপার বিশ্বকর্ম্মার কর্ণগোচর হইলে তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও বিষাদিতান্তঃকরণে বলিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্র যখন আমার তপস্বান্ ও তপস্তানিরত পুত্রকে নিরপরাধে বিনাশ করিয়াছে, তখন আমি তাহার বিনাশের নিমিত্ত পুনর্ব্বার অন্যপুত্রের সৃষ্টি করিব। বিশ্বকর্ম্মা ক্রোধসন্তপ্তহৃদয়ে এইভাবে নানারূপ বিলাপ করিয়া পরে অথর্ব্ববেদোক্ত বিধান দ্বারা পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত অনলে হোম করিতে লাগিলেন। অষ্টরাত্র হোম করিলে পর সেই প্রদীপ্ত অনল হইতে দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পুরুষ সত্বর আবির্ভূত হইল। বিশ্বকর্ম্মা অনলসম্ভূত তেজোবলসমন্বিত প্রদীপ্ত অনল সদৃশ পুত্রকে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন—"ইন্দ্রশত্রো! তুমি আমার তপোবল দ্বারা বিবর্দ্ধিত হও"। ক্রোধোদ্দীপ্ত বিশ্বকর্ম্মার এই উক্তির পর অনলতুল্য দীপ্তিশালী সেই পুত্র আকাশমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; এমন কি অল্পকাল মধ্যে সেই মহাপুরুষ যেন পর্ব্বতাকার ধারণ করিল এবং সাতিশয় শোকসন্তপ্ত পিতাকে কহিল প্রভো! আপনি আমার নামকরণ করুন, তাত! আমি আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? আপনি কি জন্য এত চিন্তা ও শোকে অধীর হইয়াছেন? শীঘ্র বলুন, আমি অদ্যই আপনার শোকাপনোদনে ব্রতী হইব। হে পিতঃ! যে পুত্র পিতার দুঃখমোচনে অসমর্থ তাহার জন্ম বৃথা। পিতৃপ্রীত্যর্থে আমি এক্ষণে অনল সমুদ্র বারি পান, পর্ব্বতমালা চূর্ণ, মেদিনীকে উৎপাটন করিয়া সমস্ত জীবকে সাগর জলে নিক্ষেপ, তিগ্মাংশুর তপনদোষের নিরোধ, এমন কি ইন্দ্র, যম বা অন্য যে কোন দেবতার সহিত বিরোধ করিতে পারি।

বিশ্বকর্ম্মা পুত্রের ঈদৃশ পরম প্রীতিকর সুললিত বাক্য শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন, পুত্র! তুমি এক্ষণে বৃজিন অর্থাৎ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ; অতএব জগতে বৃত্র নামে তোমার খ্যাতি হইবে। হে প্রিয়তম! বেদবেদাঙ্গপারগ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ নিয়ত তপস্তানিরত পরমতপস্বী ত্রিশিরা বিশ্বরূপ নামে প্রখ্যাত তোমার এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। পাপাত্মা ইন্দ্র নিরপরাধে তাহার তিনটী মস্তকই ছেদন করেন, অতএব তুমি সেই কৃতাপরাধ ব্রহ্মহত্যাপাতকী নির্লজ্জ শঠ দুষ্টমতি পাপরূপ সুরপতিকে সংহার করিয়া আমার শোককলুষিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা সম্পাদন কর। শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্ম্মা এই কথা বলিয়া খড়্গ, শূল, গদা, শক্তি, তোমর, শার্ঙ্গ, বজ্র, বাণ, তূণীর, কবচ প্রভৃতি যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিয়া বৃত্রকে ঐ সকল প্রদানানন্তর ইন্দ্র-বধার্থে তাহাকে সমরসজ্জায় সুসজ্জিত করিলেন।

মহাবল বৃত্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া রথারোহণে ইন্দ্র বিনাশার্থ বহির্গত হইল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তিকালের

দেবনিগৃহীত দনুজবর্গও আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। বৃত্রাসুরও ঐ সকল দানবপরিবৃত হইয়া স্বকীয় দলবল সহ সদর্পে মানসসরোবরের উত্তরতীরস্থ তরুরাজি পরিশোভিত সুরম্য পর্ব্বতোপরি উপস্থিত হইলেন। সেই মনোহর স্থানেই দেবতাদিগের আবাস ছিল, দেবগণ অসুরবরের একাদৃশ ভীষণ অভিযান সন্দর্শনে যার পর নাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দেবরাজ সমীপে উপনীত হইবামাত্র দেখেন যে, ইন্দ্রদূতগণও সুরপতির নিকট এই ভয়াবহ সংবাদ বিবৃত করিতেছে।

শচীপতি ইন্দ্র উভয় পক্ষের প্রমুখাৎ নানারূপ দুর্ঘটনার বিবয় শ্রবণ করিয়া অকস্মাৎ ভাবী মহান্ অত্যাহিত সংঘটনের সম্ভাবনা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় সুবুদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট সমূহ বিপদের সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "সহস্রলোচন! আমি ইহার কি পরামর্শ দিব, ইতি পূর্ব্বে তুমি সেই নিরপরাধ মুনিবরকে নিহত করিয়া যে দুরপনেয় পাপ অর্জ্জন করিয়াছ, তাহার কুৎসিত ফল অবশ্যই ফলিবে। উগ্রতর পাপ পুণ্যের ফল সত্বরই ফলিয়া থাকে, অতএব কল্যাণকামুক জনগণের বিচার করিয়া কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শক্র! তুমি লোভ ও মোহবশে অকারণ ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ, সুতরাং সেই পাপের ফল সমূর্ত্তি-ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বৃত্রাসুর সমস্ত দেবগণের অবধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ত্রিলোক মধ্যে তাহাকে বিনাশ করিতে পারে এরূপ কেহই নাই।" বৃহস্পতির এই কথা শেষ হইতে না হইতেই তথায় এমন এক ভয়ানক কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল যে তাহাতে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ রক্ষ মুনি, ঋষি, নর, অমর সকলেই আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ সুরগণকে ঐরূপ ভাবে পলায়নপর দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্য সমাবেশের উদ্যোগ জন্য ভৃত্যবর্গকে আজ্ঞা দিলেন যে, তোমরা বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীদ্বয়, আদিত্যগণ, পুষা, বায়ু, কুবের, বরুণ ও যম প্রভৃতি সুরগণকে আনয়ন কর; শক্র উপস্থিতপ্রায় হইয়াছে, অতএব সকলে স্ব স্ব বিমানারোহণে সত্বর এখানে উপস্থিত হউক।

সুররাজ. দেবগণের প্রতি এইরূপ নিদেশ করিয়া স্বয়ং গজরাজে আরোহণ পূর্ব্বক গুরুদেব বৃহস্পতিকে পুরভাগে রাখিয়া নিজ মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। অমরগণও দেবরাজের কথিত নিয়মানুসারে স্ব স্ব বাহনে আরোহণানন্তর যুদ্ধে কৃত সন্নদ্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং সকলে ইন্দ্র সমভিব্যাহারে মানসের উত্তরতীরস্থ সেই পর্ব্বতে গিয়া সমরপ্রতীক্ষাকারী বৃত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই নরামরভীতিপ্রদ ঘোরতর যুদ্ধ মনুষ্যপরিমাণের একশত বৎসর ব্যাপিয়া নিয়তই চলিয়াছিল। তদনন্তর প্রথমে বরুণ, পরে বায়ুগণ তৎপরে যম, বিভাবসু ও ইন্দ্র, এইরূপে ক্রমশঃ সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

বৃত্রাসুর দেবতাদিগকে এইরূপ ভাবে পলায়নপর দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পিতার আশ্রমে আসিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে সংগ্রাম স্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণের সকলকেই একে একে পরাজিত করিয়াছি। তাহারা আমার ভয়ে যে যেখানে পলায়ন করিয়াছে, দেবরাজের গজরাজ কাড়িয়া লইয়াছি, ভীত ব্যক্তিকে বধ করা অনুচিত বিধায় তাহাদিগকে বিনাশ করি নাই। এক্ষণে আজ্ঞা করুন পুনর্ব্বার আপনার কি অভীষ্ট সাধন করিব।

বিশ্বকর্ম্মা পুত্রমুখে তদীয় বিজয়বার্ত্তা ও তৎকর্ত্তৃক নিগৃহীত দেবগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন, অদ্য আমি যথার্থই পুত্রবান্ হইলাম, আমার চিরন্তন চিন্তাম্বর কিঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়া দেহ পবিত্র ও জীবন সার্থক হইল। হৃদয়নন্দন! এখন যাহা কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, সাবধান হইয়া স্থিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক তপস্যায় চিত্ত সংযম কর। তপস্যা সাধারণ বস্তু নহে তাহা হইতে রাজ্য. লক্ষ্মী, বল ও সংগ্রামে বিজয় লাভ হইয়া থাকে, অতএব তুমি হিরণ্যগর্ভের আরাধনা করিয়া উত্তম বর লাভানন্তর ব্রহ্মহত্যাপাপসমন্বিত দুরাচার ইন্দ্রকে সংহার কর। সাবধানে সুস্থিরচিত্তে চতুরাননের ভজনা করিলে তিনি বাঞ্ছিত বর প্রদান করিবেন। হে পুত্র! যদিও তোমার বর্ত্তমান কৃতকার্য্যে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলাম, কিন্তু পুত্রহত্যাজনিত বৈরভাব আমার মনোমধ্যে নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না এবং কোন ক্রমেই শান্তি পাইতেছি না। আর অধিক কি জানাইব, আমি নিয়তই দুঃখ সাগরে ভাসমান রহিয়াছি, তুমি আমাকে সত্বর উদ্ধার কর।

বৃত্রাসুর পিতৃবচন শিরোধারণপূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সেই সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যার বিষয় অবগত হইয়া যারপর নাই ভীত ও চিন্তিতহৃদয়ে তপোভঙ্গমানসে অমিতপ্রভাব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা ও অন্যান্য দেবদূতগণকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই কোন প্রকারে ত্বষ্টপুত্রকে ধ্যানযোগ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না. সকলেই হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

অনন্তর এইরূপে ধ্যানযোগে বৃত্রাসুরের শত বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তৎপ্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হংসাধিরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন

এবং তাহাকে অভীষ্ট বর প্রার্থনার আদেশ করিলেন। বৃত্রাসুর পুরোভাগে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিয়া ও তাঁহার সুধাময় বাক্যাবলি শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সহসা দণ্ডায়মান হইয়া তদীয় পদযুগলে নিপতিত হইলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বিনয়নম্রবচনে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমার মানসে এক দুষ্পূরণীয় বাসনা নিহিত রহিয়াছে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলই জানিতেছেন, তথাপি বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে নাথ! লৌহ, কাষ্ঠ, শুষ্ক ও আর্দ্র বস্তু সকল এবং বংশ ও অন্যান্য শস্ত্রসমূহ দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না ঘটে, আর যুদ্ধে যেন আমার বলবীর্য্য যারপর নাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।" বৃত্রের এই উক্তির পর প্রজাপতি তথাস্তু বলিয়া তাহাকে তদীয় আশাতীত বর প্রদানানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অসুরবরও বরলাভে প্রফুল্লিত হইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং পিতৃসমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল; তাহাতে বিশ্বকর্ম্মা পরমাহ্লাদিত হইয়া পুত্রকে শত শত ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ প্রদানানন্তর বলিতে লাগিলেন, বৎস! সর্ব্বার্থে তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার সেই পরমবৈরী ত্রিশিরাবিনাশকারী পাপাত্মা পুরন্দরকে বিনাশপূর্ব্বক সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া এবং ত্রিভুবনের একাধীশ্বর হইয়া মদীয় পুত্রশোকপ্রদীপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন কর। তুমি নিশ্চয় জানিও ত্রিশিরাঃ আমার মানসক্ষেত্র হইতে কখনই অপসারিত হইতেছে না, সে সুশীল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী ও বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ছিল। হায়! আমার সেই গুণবান্ প্রিয় পুত্রকে পাপবুদ্ধি পুরন্দর নিরপরাধেই বিনাশ করিয়াছে।

বৃত্রাসুর পিতার উক্তরূপ শোককাতরতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের প্রতি মনে মনে সাতিশয় ক্রোধপ্রকাশপূর্ব্বক অবিলম্বে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দলবল সহ বহির্গত হইলেন। নিরন্তর রণদুন্দুভির নির্ঘোষ ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, অসংখ্য সেনা-নিনাদে অমরাবতী কম্পিতা এবং দেবগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়নোদ্যত হইলেন। দেবরাজও চিরন্তন শত্রুকে সন্নিহিত জানিয়া আসন্ন বিপদাশঙ্কায় যার পর নাই ভীত ও ত্রস্ত হইলেন এবং যুদ্ধার্থ সত্বর সেনাসমাবেশের উদ্যোগ করিয়া লোকপালগণকে আহ্বানপূর্ব্বক গৃধ্রব্যূহ (গৃধ্রপক্ষীর ন্যায় সেনাবিবেশ) রচনান্তর সমরপ্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে বৃত্রাসুরও সবেগে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, দেব দানবে তুমুল সংগ্রাম বাধিল, পরস্পর বিজিগীষু বৃত্র ও বাসবে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধানল অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে দৈত্যগণ হৃষ্ট ও দেবগণ বিমর্ষভাব প্রাপ্ত হইল। বৃত্র ইন্দ্রকে সহসা কবচ ও বস্ত্রাদি বিরহিত করিয়া স্বীয় মুখে নিক্ষেপপূর্ব্বক গ্রাস করিয়া পূর্ব্ববৈরতা স্মরণানন্তর অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র বৃত্রকর্তৃক এইরূপে নিগৃহীত হইলে, দেবগণ নিরতিশয় কাতর ও ত্রাসিত হইয়া হা ইন্দ্র! হা ইন্দ্র! বলিয়া মুহুর্মুহু চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং দীন ও ব্যথিত মনে সুরগুরু বৃহস্পতিকে প্রণামপুরঃসর সকলে তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন যে, হে দ্বিজেন্দ্র! আপনি আমাদের সকলেরই গুরু, ত্রিদেশে বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে সত্বর উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহার সৎপরামর্শ প্রদান করুন; যাহাতে বৃত্রাসুরের কবল হইতে ইন্দ্রের নিষ্কৃতি হয়, অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করুন। ইন্দ্র ব্যতিরেকে আমরা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছি।

দেবগণের এই সকল কাতরোক্তি শুনিয়া সুরাচার্য্য কহিলেন, হে অমরগণ! তোমরা সহসা ভীত হইও না; দেবরাজ বৃত্রমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবসন্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি জীবিত থাকিয়াই ঐ রিপুর কোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত আছেন, অতএব জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার নিষ্ক্রামণ প্রশস্ত। দেবগণ বৃহস্পতির এই কথা শুনিয়া আশ্বস্তহৃদয়ে ইন্দ্রের মুক্তির জন্য উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলেন। সকলে গভীর চিন্তার সহিত মন্ত্রণা করিয়া অবশেষে মহাসত্ত্বসম্পন্না জৃম্ভিকার সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বৃত্রাসুর জৃম্ভণ আরম্ভ করিলে তদীয় মুখবিবর নিরন্ত বিবৃত হইতে লাগিল, এই অবকাশে ইন্দ্র স্বকীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল সঙ্কুচিত করিয়া বিজৃম্ভমাণ বৃত্রের বদন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

ইন্দ্র এইরূপে বৃত্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার তাহার সহিত অযুতবর্ষব্যাপী নিদারুণ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। পরে যখন বরমদে মত্ত বৃত্রাসুর ক্রমশঃ রণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন তাহার তেজে ধর্ষিত ও পরাজিত ইন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সুরপতির পলায়ন সন্দর্শনে অন্যান্য দেবতারাও আস্তে আস্তে তৎপথাবলম্বী হইলেন। এই উত্তরে বৃত্রাসুর সত্বর স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া সমস্ত দেবোদ্যান, গজরাজ ঐরাবত, হয়বর উচ্চৈঃশ্রবা, কামধেনু, পারিজাত, মন্দাকিনী বিমান ও অপ্সরোগণ প্রভৃতি স্বর্গীয় উপভোগে প্রবৃত্ত হইল। বিশ্বকর্ম্মাও তখন পুত্রসুখে সুখী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে সুরগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিরিদুর্গে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। যজ্ঞভাগে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহাদের যার পর নাই কষ্ট হইতে লাগিল। পরে তাঁহারা

মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্র সমভিব্যাহারে কৈলাসাচলে মহাদেব সমীপে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অতিবিনীত ভাবে তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; ভগবন্! আপনি অপার করুণানিধি, আমাদিগকে রক্ষা করুন; আমরা বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশের সহিত কালযাপন করিতেছি। হে দয়াময়! আপনি সত্বরপ্রকাশে সেই বরমদে মত্ত দুর্ব্বৃত্ত বৃত্রাসুরের ধ্বংসসাধন করিয়া আমাদের দুঃখ বিমোচনের উপায় বিধান করুন।

দেবতাদিগের এইরূপ দুঃখপূর্ণ বিনীত বাক্যাবসানে শঙ্কর কহিলেন, হে সুরগণ! ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া হরির নিকট গিয়া সেই দুর্ব্বৃত্তের বধোপায় চিন্তা করাই আমাদের একণে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কেননা বাসুদেব সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, বলবান্, ছলজ্ঞ, বুদ্ধিমান, দয়াবান্, এবং সর্ব্বলোকশরণ্য; সুতরাং সেই জনার্দ্দন ব্যতিরেকে বর্ত্তমান কার্য্যসিদ্ধির কোনরূপ সম্ভাবনাই দেখি না। মহাদেবের এই কথার পর ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ তাঁহাকেই সঙ্গে লইয়া জগৎপ্রভু জনার্দ্দনের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বেদোক্ত পুরুষসূক্ত দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ অমরবৃন্দের স্তুতি বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রত্যক্ষীভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করণানন্তর অসময়ে শঙ্কর ও ব্রহ্মার সহিত সকলের আগমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে দেবগণ বলিলেন, অন্তর্য্যামিন্! ত্রিভুবন মধ্যে আপনার কিছুই অবিদিত নাই, সমস্তই জানিতেছেন। সুরগণ যখন যেরূপ সঙ্কটে পড়েন আপনিই তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি দেবযোনিমাত্রেই বরমদমত্ত পরমদুর্দ্ধর্ষ বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া গিরিগুহা আশ্রয় করিয়াছেন। অতএব হে দেব! একণে আপনি ভিন্ন এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায়ান্তর নাই।

পরমকারুণিক ভগবান্ দেবগণের ঈদৃশ করুণাপূর্ণ বচন পরম্পরায় সাতিশয় দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত অভয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, সুরগণ! আপনাদের কোন ভয় নাই, আমি সেই দুর্দ্দান্ত দৈত্যবরের বিনাশসাধনের একটী সর্ব্বসম্মত উপায় বিদিত আছি। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ শত্রুগণের প্রতি প্রয়োগ করিবার জন্য সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চারি প্রকার উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অতএব অগ্রে সামপ্রয়োগ, তদনন্তর প্রতারণা ব্যতিরেকে ঐ শত্রুকে জয় করা দুঃসাধ্য; সুতরাং প্রথমে প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে স্ববশে আনিয়া পরে তাহার বিনাশ সাধন করাই যুক্তিযুক্ত। গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ অগ্রে তাহার নিকট গিয়া, সে যাহা বলে তদনুসারে শপথ পূর্ব্বক বিশ্বাস জন্মাইয়া কপটাচারে কেবল বাহ্য বাক্য দ্বারা ইন্দ্রের সহিত তদীয় মিত্রত্ব সংস্থাপন করুক। এই কপট-বন্ধুতা-সূত্রে সুরপতির প্রতি যখন তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে, তখনই প্রতারণার প্রকৃত সময় জানিবে; সেই সময় আমিও সুদৃঢ় বজ্রমধ্যে গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইব, ইন্দ্র সেই বজ্র প্রহারে তাহাকে বিনাশ করিবেন। যতই যাহা হউক এ বিষয়ে আপনাদের কিছু সময় প্রতীক্ষা করিতে হইবে, কেননা সম্পূর্ণ রূপে আয়ুষ্কাল শেষ না হইলে কিছুতেই তাহাকে বিনাশ করা যাইবে না।

অতঃপর বিষ্ণু আরও বলিলেন যে একণে আপনারা সকলে একত্র হইয়া স্তোত্রমন্ত্রাদি দ্বারা দেবী ভগবতীর আরাধনা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হউন, তাহা হইলে সেই মোহজননী মহামায়া ঐ বরবলে বলীয়ান্ দুর্জ্জয় অসুরের মোহ জন্মাইয়া দিবেন, তাহাতে সে ইন্দ্রের প্রতি বিশ্বস্ত হইবে এবং ইন্দ্র নিশ্চয়ই অনায়াসে তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুর পরামর্শে দেবগণ সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী জগজ্জননী মহামায়ার আরাধনা করিতে লাগিলেন, এবং পরে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিলে, তাঁহারা তাঁহাকে স্বকীয় দুঃখবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, দেবি! আপনি দয়া করিয়া সেই সুরশত্রু বৃত্রাসুর যাহাতে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে বিশ্বাস করে, তদ্রূপে তাহাকে বিমোহিত করুন এবং আমাদের অস্ত্রে এরূপ শক্তি দিন যে, আমরা যেন অনায়াসে ঐ দুর্জ্জয় শত্রুকে শীঘ্রই বিনষ্ট করিতে পারি। অমরগণের এই প্রার্থনার পর দেবী তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। দেবগণও সানন্দ হৃদয়ে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পূর্ব্বকৃত মন্ত্রণানুসারে ঋষিগণ বৃত্রাসুরের নিকটে গিয়া দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সামযুক্ত রসাত্মক প্রিয়বাক্যে তাহার পরিতুষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলে চাটুকারের ন্যায় বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, বৃত্র! স্বর্গ, মর্ত্ত ও রসাতল এই তিন লোকের লোকই তোমার অধীন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই তোমার আধিপত্য; অতএব তোমার এই আলয় অতুল সুখের আধার; কিন্তু সামান্য বিষয়ের জন্য এখানে একটা বিশেষ অসুখের হেতু বিদ্যমান রহিয়াছে; কেননা দেবদানবের যুদ্ধ যদিও বর্ত্তমানে স্থগিত আছে তথাপি বিশেষরূপে জানিও যে, তুমি ও ইন্দ্র এই উভয়ে বর্ত্তমান থাকিতে নর, অমর, অসুর প্রভৃতি প্রজাবর্গের প্রত্যেকেরই মনে সর্ব্বদার জন্য ত্রাস ভিন্ন কোন প্রকার শান্তি আসিবে না; এবং তোমাদের উভয়ের মনেও নিয়ত বৈরজাত ভয় জাগরুক থাকায় পরস্পর কদাচ স্থিরসুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে না; এই হেতু আমরাও বিশেষ মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, কারণ

আমাদের নিকট উভয়ই তুল্য, এই দুয়ের মধ্যে একটা সখ্যস্থাপন করিতে পারিলে আমরা পরমসুখে জীবনাতিবাহিত করিতে পারি এবং ত্রিলোকের প্রজাবর্গও চিরদিনের জন্য সুখে কাল কাটাইতে পারে। দৈত্যরাজ! আর অধিক কি বলিব, আমরা অরণ্যবাসী মুনি, সমস্ত বিষয়ের শান্তিকামনাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই, তুমি ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা করিয়া জগতের সুখসম্বর্দ্ধন কর। এ সম্বন্ধে আরও বলি,—তুমি যেরূপ করিতে বলিবে, ইন্দ্র তোমার সমক্ষে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে অর্থাৎ যাহাতে তোমার চিত্তের প্রীতি জন্মে, আমরা মধ্যস্থ থাকিয়া তাঁহাদ্বারা তাহাই করাইয়া দিব।

দৈত্যপতি বৃত্র মহর্ষিগণের বচন শুনিয়া প্রথমতঃ বলিলেন, ঋষিগণ! এই দুরাচার ইন্দ্র নির্লজ্জ, শঠ, লম্পট ও ব্রহ্মঘাতক, ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে। আপনারা সাধু ও সদ্‌গুণসম্পন্ন, সুতরাং আপনাদিগের মতি কখন পরের অনিষ্ট চিন্তা করে না, আপনাদিগের চিত্ত শান্ত বলিয়া আপনারা কপটাচারিগণের মন বুঝিতে পারেন না, অতএব দুষ্ট জনের মধ্যস্থ হওয়া আপনাদের পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত হয় না। বৃত্রাসুরের এই উক্তির পর, ইন্দ্র কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না এই মর্ম্মে নানারূপ যুক্তি দিয়া ঋষিগণ পুনরায় তাঁহাকে সাতিশয় অনুরোধ করায় তিনি অগত্যা সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগকে বলিলেন, মুনিগণ! ইন্দ্র যদি সমস্ত দেবগণের সহিত শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা অথবা কাষ্ঠ, প্রস্তর কিম্বা বজ্র দ্বারা দিবা অথবা নিশাভাগে আমার বধসাধন না করে তাহা হইলে সেই নিয়মে তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে পারি, নচেৎ অন্য কোন প্রকারে পারি না।

ঋষিগণ বৃত্রের এই বাক্য সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক সুররাজকে তথায় আনাইয়া আর সমক্ষে তাহা দ্বারা শপথ করাইয়া উভয়ের মধ্যে সখ্যসংস্থাপন করিলে, তদবধি তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া সরল চিত্তে একত্র আহার বিহার শয়নোপবেশনাদি করিতে লাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কপটসম্মিলন হইলেও অসুররাজের মনে কোনরূপ কপটতা না থাকায় তিনি ইহাতে যার পর নাই প্রীত হইলেন, কিন্তু দেবরাজ তদীয় বধকামনায় নিরত সমুৎসুক থাকিলেন।

ইন্দ্রের সহিত এই সম্মিলন ও তাহার প্রতি বৃত্রের অকপট বিশ্বাসের বিষয় জানিয়া বিশ্বকর্ম্মা বৃত্রকে বলিলেন, বৎস! যাহার সহিত একবার শত্রুতা ঘটিয়াছে, তাহাকে বিশ্বাস করা কদাচ সঙ্গত নহে। দেখ সেই ইন্দ্র সর্ব্বদাই লোভনিরত, দ্বেষরত, পরদুঃখে উৎসবান্বিত, পরদারলম্পট, পাপবুদ্ধি, প্রতারক, ছিদ্রান্বেষী, হিংসক, মায়াবী ও গর্ব্বিত; অধিক আর কি বলিব সেই পাপিষ্ঠ অবলীলাক্রমে পাপভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক মাতার উদরে প্রবেশ করিয়া তদীয় গর্ভস্থিত রোরুদ্যমান বালককে পর পর সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়া ঊনপঞ্চাশদংশে ছেদ করিয়াছে। অতএব বৎস! ভাবিয়া দেখ, এরূপ নির্লজ্জ লোকের পুনরায় পাপকার্য্যে রত হইতে লজ্জা কি?

বৃত্রাসুরের নিয়ত মরণকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়াই যেন সে পিতৃবাক্যে প্রবোধিত হইয়াও তাহা শুভকর মনে করিতে পারিল না। সুতরাং বিপদও তাহার পাছে পাছে ফাঁদিয়া জুটিল। একদিন ইন্দ্র তিমিরময়ী সন্ধ্যামুহূর্ত্তে বৃত্রাসুরকে নির্জ্জনে দেখিয়া তাঁহার মনে সহসা ব্রহ্মার বরদানের বিষয় সমুত্থিত হইল; তিনি ভাবিলেন এই আমার চিরাভিলষিত প্রকৃত সময়, কেননা ইহা দিবাও নহে রাত্রিও নহে, অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র শীঘ্রই কার্য্য সমাধা করা যাউক, কিন্তু কিরূপে কি করিব এই চিন্তায় কাতর হইয়া তিনি একাগ্রমনে অব্যয়াত্মা হরিকে মাত্র স্মরণ করিতে লাগিলেন, হরিও পূর্ব্ব মন্ত্রণানুসারে স্বয়ং আসিয়া অদৃশ্যভাবে তদীয় বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতে ইন্দ্রের চিত্তে কিঞ্চিৎ স্থিরতা আসিল। এই সময়েই আবার তিনি পূর্ব্বভাগে সাগর-বারির পর্ব্বত-প্রমাণ ফেন দর্শন করিয়া, ইহা শুষ্কও নয়, আর্দ্রও নয় এবং শস্ত্রও নয় স্থির করিলেন। তখন শক্তিসঞ্চারার্থ পরাশক্তি ভুবনেশ্বরী মহামায়া দেবী ভগবতী ঐ ফেন মধ্যে স্বীয় অংশ সংস্থাপন করিলেন, অতঃপর নারায়ণাধিষ্ঠিত বজ্রও সেই ফেনপিণ্ড দ্বারা আবৃত হইল। ইন্দ্র সেই ফেনাবৃত বজ্র বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলে অসুরবর অকস্মাৎ বজ্রাহত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে অচলের ন্যায় নিপতিত হইল এবং এ জীবনের মত চিরদিনের জন্য যাবতীয় সুখসমৃদ্ধি একেবারে বিসর্জ্জন দিল।

পূর্ব্বে যে পৌরাণিক আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইল, তাহা বৈদিক বিবরণের রূপক বর্ণনা মাত্র। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে বৃত্র শব্দ ধাত্বর্থগত অর্থ লইয়া প্রযুক্ত দেখা যায়। বৃ ধাতুর অর্থ আবরণ। জলকে ঘিরিয়া রাখে বলিয়া বৃত্র জলের কারানিবাস (১।২।১১ ৫১) মেঘরূপে গৃহীত। (ঋক্ ১।৫৬।৬, ২।১৪।২, ৮।১১।২৬) এই কারণে বৃত্র মনুষ্যের অপকারক ও শত্রু স্থানীয়। উক্ত সংহিতার ৭।৬৮।২, ৮।৯।৪, ১।৭।৫, ১।৫৩।৬, ১।৪৮।১৩, ৩।৫১।১, ৪।১৭।১৯, ৪।২০।৯, ৪।২৪।১০, ৪।৪১।২, ৬।১৯।৩, ৬।২৬।২, ৬।২৯।৬, ৬।৩৩।১, ৬।৬০।১, ৭।৮৩।১, ৭।৩৪।৩ প্রভৃতি স্থলে বৃত্র ধনলাভ-বিরোধী, শত্রু, অমিত্র, অরি, রিপু, দস্যু ও মনুষ্যের অহিত জনক উপদ্রবাদি অর্থে প্রকটিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রতিকূল উপদ্রব বা রিপুদলের শান্তি আনিয়া ঋষিগণ ইন্দ্রকে উক্ত মন্ত্র-সমূহে স্তুতি করিয়াছেন।

তিনি বজ্রধারী—বজ্রহস্তে সামবকুলের প্রতিকূলসাধক ও অমঙ্গলকর আদিম উপদ্রবনিচয় ধ্বংস করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি শত্রুদিগের প্রতি বজ্রধারী (যুদ্ধং বৃত্রেষু বজ্রিণম্ ১।৭।৫) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আবার ঋকসংহিতায় ৮।৭৮।১ ও ১০।৫৫।৭ মন্ত্রে তিনি বৃত্রহা বলিয়া পুজিত। শেষোক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

"বৃত্রহত্যায় প্রাণ্যুপকারকবৃষ্ট্যাবরকত্বাৎ বৃত্রঃ পাপং। তস্য হত্যায় মনুষ্যাণামুপদ্রবশমনায়েত্যর্থঃ তদর্থং বজ্রী বজ্রবান্ ইন্দ্রং উগ্রং বর্দ্ধতি।"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাণিগণের উপকারী বৃষ্টির অবরোধকারী কোন নৈসর্গিক বল বা শক্তিই পাপরূপ বৃত্র। তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ইন্দ্র বজ্রী হইয়াছিলেন। ইন্দ্র মরুদ্গণের সাহায্যে বল প্রাপ্ত হইয়া বৃত্রকে বধপূর্ব্বক পৃথিবীকে বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। পরবর্ত্তী মন্ত্রে (১০।৫৫।৮) সোমপানে বর্দ্ধিতবীর্য্যশরীর ইন্দ্র যুদ্ধে দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন ; ইহা দেখিয়া মনে হয় পৌরাণিক রূপকে বৃত্রকে পাপাত্মা অসুররূপে বর্ণনা নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই।

বাস্তবিক, পুরাণে বৃত্র নামক অসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে আখ্যান আছে, ঋক্সংহিতার ১।৩২ সূক্তে তাহার উৎপত্তি ও পুর্ণ পুষ্টি দেখা যায়। মেঘের নাম বৃত্র বা অহি। ইন্দ্র মেঘকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি অভিবর্ষণ করিয়াছিলেন। বৈদিক ঋষিদিগের এই কল্পনা ও উপমা হইতে পুরাণকারের বৃত্র সংহারের ঘটনা।

ঋক্সংহিতার ১।৩২।৫ মন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, 'অন্ধকাররূপে জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহা ধ্বংসকারী বজ্রদ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করেন। কুঠারছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।' এখানে বৃত্র ও অহি দুই অসুর নহেন, তবে একই অর্থে মেঘের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত। উক্ত ঋকের ১।৩২।১ ও ৪ মন্ত্রে অহিদিগের হত্যাদ্বারা আবরক মেঘ নির্ম্মুক্ত করিয়া আকাশের প্রকাশের কথা আছে। ১।৩২।৬-৭ মন্ত্রে লিখিত আছে : 'দর্পযুক্ত বৃত্র স্বীয় তুল্য যোদ্ধা নাই বিবেচনা করিয়া বহুবাধ বহুবিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রহস্তে সে রক্ষা পাইল না, নদীতে পতিত হইয়া নদীসমূহের নিষ্পিষ্ট করিল (অর্থাৎ বৃষ্টিপতনে নদীকূল বন্যাপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল)। এইরূপে হস্তপদ হীন বা বিচ্ছিন্নাবয়ব হইয়া' যখন বৃত্র ইন্দ্রকে পুনরায় যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, তখন ইন্দ্র তাহার সানুতুল্য প্রোচ্চস্কন্ধে বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন। যেরূপ পুরুষত্বহীন লোকে পুরুষত্বসম্পন্ন লোকের সাদৃশ্য লাভে বৃথা কামনা করে, বৃত্রও সেইরূপ আপন হিতির জন্য বৃথা যত্ন করিল, অবশেষে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িয়া গেল।'

বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমাদ্বারা যে জলকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুতে সেই জল বৃত্রদেহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হইল। (১।৩২।৮) স্থিতিরহিত, বিশ্রামরহিত, জলের মধ্যে নিহিত, নামশূন্য সেই শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে, ইন্দ্রশত্রু দীর্ঘনিদ্রায় পতিত রহিয়াছেন। (১।৩২।১০, ১।১২১।১১, ২।১১।৯)

ইন্দ্র যখন বজ্রদ্বারা বৃত্রকে নিহত করেন, তখন বৃত্রের মাতা দানু পুত্রকে অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপন দেহের নীচে রাখিয়া ছিলেন। ঐ কালে বৃত্রপত্নীগণ অহিরক্ষিত হইয়া নিরুদ্ধ ছিল, বৃত্রকে নিহনন করিয়া ইন্দ্র সেই দ্বার খুলিয়া দেন। (ঋক্ ১।৩২।৯ ও ১১) ঋক ৩।৬৩।৩ মন্ত্রে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রকে ঘিরিবার কথা আছে।

আবার ১।৩২।১২-১৪ মন্ত্রে লিখিত আছে যে, 'একদেব বৃত্র ইন্দ্রের বজ্রের প্রতি যখন ভীম প্রহরণ প্রহার করেন, তখন ইন্দ্র অশ্বপুচ্ছের ন্যায় হইয়া সেই অস্ত্রাঘাত নিবারণ করেন। অহিকে হনন করিবার সময় ইন্দ্রের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বৃত্রের অন্য হন্তার প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন অবশেষে তিনি নবনবতি নদী ও জলাশয় পার হইয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পলায়ন করেন।' সায়ণাচার্য্য বলেন, বৃত্রকে হনন করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রের অন্তরে বৃত্রবধ উচিত কি না, এই ভয় জন্মিয়াছিল, কিন্তু মূল পাঠ করিলে বোধ হয় ইন্দ্র শত্রুর ভয়েই পলাইয়াছিলেন। ইহা অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকেরা লিখিলেন, ইন্দ্র বৃত্রের ভয়ে হ্রদের মধ্যে লুকাইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদে ৩।৩০, ১।৫২।১০-১৫ ৮।৬।৬, ৮।১২, ৮।৬৬.৩ মন্ত্রে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বজ্রদ্বারা বৃত্রের হস্ত, পদ, মুখ, মস্তক, হনুদেশ প্রভৃতি ছিন্নভিন্ন হওয়ার কথা আছে। যুদ্ধকালে বৃত্রও ইন্দ্রের প্রতি বিদ্যুৎ বর্ষণ, বিকট গর্জ্জন, ও জলবর্ষণ প্রভৃতি করিয়াছিলেন (১।৮০।১২, ১।৩২।১২) ঐ সময় বৃত্র নানাবিধ ভয়াবহ শব্দোচ্চারণ করিয়া আকাশকে কম্পিত করিয়াছিলেন। (৮।৮৫।৭, ৫।২৯।৪, ১।৫২।১০, ১।৬৩।১০, ৬।১৭।১০)। যে বৃত্র জলরুদ্ধ করিয়া অন্তরিক্ষের উপরিদেশে শয়ান ছিলেন এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, সেই বৃত্রের হনুদ্বয় শব্দায়মান বজ্রদ্বারা ছিন্ন করিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে পাতিত করেন। (১।৫২।৬)

১।৮০।৫ মন্ত্রে বৃত্রকে উচ্চসানুযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ৮।৩।১৯ মন্ত্রে ইন্দ্রকর্ত্তৃক তাহাকে উচ্চ হইতে নিম্নে নিক্ষেপের এবং ৭।১৯।৫ ও ৮।৮৭।২ ১০।৮৯।৭ মন্ত্রে ইন্দ্রকর্ত্তৃক তাঁহার ৯৯টি পুরীর ধ্বংসের কথা আছে।

ঋক্‌ ১।৩২।৪-৮ মন্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, বৃত্র ধনবান্‌ দস্যুপতি, তাঁহার অনুচর সমকগণ যজ্ঞবিরোধী; ইহারা ইন্দ্রের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিল। উক্ত বৃত্রানুচরগণ (ভুজবলে) পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিরণ্য ও মণিদ্বারা শোভমান হইয়াছিল। সেই বর্দ্ধমান শত্রুগণ ইন্দ্রকর্ত্তৃক বিজিত হইয়া পলায়ন করে ইত্যাদি বৃত্তান্ত যে পৌরাণিক আখ্যানের পোষক তাহা কে অস্বীকার করিবে?

ইন্দ্রের সহিত বৃত্রহন্তার যুদ্ধের গল্প প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য আর্য্যজাতির মধ্যেও এই গল্পের কতক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইরাণীয়দিগের 'অবস্তা' শাস্ত্রে বৃত্রহন্তার উপাসনা আছে। নিম্নোক্ত বিবরণে তাহার আভাস আছে:—

"অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (সংস্কৃত বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।"

"জরথুস্ত্র অহুর মজ্‌দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্ব্বচিত্ত অহুর মজ্‌দ! হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা! স্বর্গীয় উপাস্যদেগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী! অহুর মজ্‌দ উত্তর করিলেন—হে স্পিতম জরথুস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্ন (সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী)।" (জন্দ অবস্তা। বহরাম যস্ত।)

আবার উক্ত গ্রন্থে অহিবিনাশ সম্বন্ধেও অনেক কথা পাওয়া যায়, আমরা উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম—

বীর্য্যবান আথ্যকুলের উত্তরাধিকারী থ্রএতনও (সংস্কৃত 'আপ্ত্য ত্রিত বা ত্রৈতন')* চতুষ্কোণ বরুণপ্রদেশে † একটী সুবর্ণ সিংহাসন প্রদান করেন। * * * "তিনি তাহার নিকট একটী বরপ্রার্থনা করিয়া বলিলেন, হে উর্দ্ধবিচারী বায়ু আমাকে এই বর দেও যে আমি তিনমুখ ও তিন মস্তকযুক্ত অজি-দহককে (সংস্কৃত 'অহি' 'দহক') পরাস্ত করিতে পারি।

(জন্দ অবস্তা-রামযস্ত্‌)

ইরাণীয়দিগের অবস্তায় বৃত্র ও অহির পরিচয় যেরূপ আছে, গ্রীকপুরাণেও সেইরূপ বিবরণ প্রকটিত দেখা যায়।

"Ahi reappears in the Greek Echis, Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil." (Cox's *Introduction to Mythology and Folklore*, p. 34 note.) "But besides Kerberos (ঋগ্বেদোক্ত যমের কুকুর সরমা) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos is born of Typhaon and Echidna (ঋগ্বেদে অহি). . . . The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That too Vedic Vritra should reappear in the shape of a dog need not surprise us. . . . Thus we discover in Hercules the victor of Orthros, a real Vritrahan." — Max Muller's *Chips form a German Workshop*, vol. II (1897), pp. 184. 185.

বৃত্রহন্তা ইন্দ্র হিন্দুদিগের যেরূপ উপাস্য ইরাণীয়দিগের মধ্যেও তিনি সেইরূপ উপাস্য ছিলেন। তাহা অবস্তার উপরিউক্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যায়। কিন্তু ইরাণীয়গণ ইন্দ্রকে

---

* সায়ণ তৈত্তিরীয় সংহিতা অবলম্বনে লিখিয়াছেন, দেবগণের হব্যচিহ্ন নিরাকরণার্থ অগ্নি জল হইতে একত, দ্বিত, ও ত্রিত নামে তিন পুরুষ সৃষ্টি করেন। ত্রিত উদকপানে প্রবৃত্ত হইয়া কূপে পতিত হইলে অসুরেরা কূপাচ্ছাদন সৃষ্টি করিয়া তাহার গতি প্রতিরোধ করেন। ঋক্‌ ১।৫২।৫ মন্ত্রে ত্রিতের সেই পরিধিচ্ছেদ করিবার কথা আছে। ইহা হইতেই ত্রিতের সহিত অসুরগণের শত্রুতার সূচনা হয়।

ইন্দ্র যেমন অহি বা বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে ত্রিত বা ত্রৈতনের সেইরূপ যুদ্ধ করিবার পরিচয় আছে।

ত্রিত বা ত্রৈতন যে প্রাচীন আর্য্যদিগের উপাস্য দেবতা, তাহা এই 'অবস্তা' গ্রন্থ হইতেই সপ্রমাণ হয়। ঋগ্বেদের অহিহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় 'বেরেথ্রঘ্ন', অহিহন্তা থ্রেতনও ইরাণীয়দিগের উপাস্য। ঋগ্বেদের ত্রিত আপ্ত্য-বংশীয় (১।১০৫।৯) 'অবস্তা'র থ্রেতনও আথ্যবংশীয়। পারসিকদের কবি ফির্দৌসী শাহানামায় লিখিয়াছেন, জোহক নামে পারস্যদেশে এক অত্যাচারী রাজা ছিলেন, ফেরিদুন তাহাকে পরাস্ত করেন। এই জোহক জন্দ 'অবস্তা'র অজিদহক এবং বেদের ত্রিমস্তক অহি। এই ফেরিদুন জন্দ 'অবস্তা'র থ্রেতন এবং বেদের ত্রৈতন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন যে ইতালীয় ও জর্ম্মণদিগের প্রাচীন ধর্ম্মোপাখ্যানে এই ত্রৈতনের গল্পের রূপান্তর পাওয়া যায়। (Chips from German Workshops, Vol I. p 100.) গ্রীকদিগের ধর্ম্মোপাখ্যানেও প্রাচীন আর্য্য ত্রিতদেবের আভাস পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের প্রধান দেব Zeus কন্যা Athene (সংস্কৃত অহনা) কখন কখন ত্রিতকন্যা (Trito geneia) নামে খ্যাত আছেন। আবার Triton নামে গ্রীকদিগের একজন জলদেবতা ছিলেন, তাঁহার সহিত আপ্ত্যত্রিতের কোন সম্বন্ধ আছে কি? সায়ণ বলেন জল বা অপ্‌ হইতে জন্ম হেতু ত্রিত 'আপ্ত্য'।

এই সকল আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে আপ্ত্যবংশীয় অহিহন্তা ত্রিত বা ত্রৈতন আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন উপাস্য দেবতা ছিলেন, পরে হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকে অহিহন্তা নামে উপাসনা করিতে লাগিলেন, তখন ত্রিত ঋষিরূপে মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

† বরুণপ্রদেশ। আর্য্যগণ আকাশকে বরুণ বলিয়া পূজা করিতেন, পরে সেই আকাশ দেশাকাশ বা দিগন্ত পর্য্যবসিত হয়। "অমুতে চ বারুণী আশা"। (সায়ণ)

ইন্দো-ইরাণীয়দিগের মধ্যে বরুণ প্রথমে আকাশের নাম ও পরে তাহা একটী দেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। জন্দ 'অবস্তা'র প্রথম ফার্গার্দে লিখিত আছে "আমি অহুর মজ্‌দ যে উৎকৃষ্ট দেশ ও প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম চতুষ্কোণ বরুণ তাহার মধ্যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক। সেই দেশের জন্য থ্রেতন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অজিদহককে নিহত করিয়াছিলেন।" [মিত্রাবরুণ দেখ।]

পাপবতি পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। অবস্তার দশম ফার্গার্দে লিখিত আছে, "আমি ইন্দ্রকে সৌরুকে ও দেব নসত্যকে এই গৃহ হইতে এই পল্লী হইতে এই নগর হইতে এই দেশ হইতে * * এ পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই"।

ইহা হইতে বোধ হয় যে প্রাচীন আর্য্যগণ বৃত্রঘ্নের উপাসনা করিতেন, কিন্তু যখন তাহাদিগের মধ্যে দুইটী দল হইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন এক দল বৃত্রঘ্নকে 'ইন্দ্র' নামে পূজা দিলেন, এবং অন্য দল ইন্দ্রকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

উপরে জন্দ অবস্তা হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্র ভিন্ন সৌরু ও নসত্য নামক দুই দেবতার উল্লেখ আছে। নসত্য দেবের সংস্কৃত নাম নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়; অতএব বোধ হয়, যে সময়ে হিন্দু ও ইরাণীয় আর্য্যদিগের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল, সেই সময় হিন্দু আর্য্যগণ অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করিতেন। জন্দ অবস্তার সৌরু কে ঠিক জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি বেদের "শর্ব্ব", অন্য মতে বেদের "সরু"—শনি মৃত্যুর বাণ বা নিদর্শন।

ইন্দ্র বৃত্র ও বৃত্রের ৯৯টী পুরীধ্বংসের (৭।১৯।৫) সহিত ৮১০ সংখ্যক বৃত্রগণকে দধীচি মুনির* অস্থি দ্বারা নিহত করিয়াছিলেন। (ঋক্ ১।৮৪।১৩)

* দধীচির অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিলে সেই বজ্র দ্বারা ইন্দ্র অসুরগণকে নাশ করেন, এইরূপ পৌরাণিক গল্প আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। দধীচির অস্থি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রদিগকে হনন করিয়াছেন, তাহা বেদে আমরা এইরূপ পাইলাম। সায়ণ এইস্থলে ও ১১৬ সূক্তে ১২ ঋকের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহা পৌরাণিক গল্প হইতে কিছু বিভিন্ন। ইন্দ্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে দধীচি সেই বিদ্যা অন্য কাহাকেও শিখাইলে তিনি তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন। অশ্বিদ্বয় সেই বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করিয়া দধীচিকে একটী অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন, এবং সেই মাথায় দধীচি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিখাইলেন, ইন্দ্র ক্রোধে সেই মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে অশ্বিদ্বয় দধীচিকে তাঁহার নিজ মস্তক পুনরায় পরাইয়া দিলেন। দধীচির অদর্শনে অসুরগণের দৌরাত্ম্য পুনরায় বৃদ্ধি হওয়ায় ইন্দ্র তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, এবং তাঁহার অশ্বের মস্তক পাইলেন। তাহারই অস্থি দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ করিলেন।

এই উপাখ্যান পৌরাণিক দধীচির উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু ইহার অর্থ কি ঠিক জানা দুষ্কর। দধীচি অথর্ব্বার পুত্র, যে যে ঋষিগণ প্রথমে ভারতবর্ষে যাগযজ্ঞ ও অগ্নিহোত্র বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অথর্ব্বা তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। অতএব দধীচির দ্বারা যে ইন্দ্র বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূজা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। তথাপি তাঁহার অশ্বমস্তক বা অস্থির কথা কোথা হইতে উঠিল, তাহা বুঝা গেল না।

৩ মেঘ। "অপাহন্ বৃত্রং পরিধিং নদীনাং" (ঋক্ ৩।৩৩।৬)

'বৃত্রং বৃণোতি আকাশমিতি বৃত্রো মেঘস্তং' (সায়ণ)

৪ পর্ব্বতবিশেষ। ৫ ইন্দ্র। (বিশ্ব) ৬ শব্দ। (সিদ্ধান্তকৌ° উণা°)

বৃত্রখাদ (পুং) বৃত্রং খাদতি খাদ-অচ্। বৃত্রহননকারী ইন্দ্র।

"বৃত্রখাদো বলং রুজঃ" (ঋক্ ৩।৪৫।২)

'বৃত্রখাদঃ ইন্দ্রো বৃত্রখাদঃ বৃত্রং খাদতি হিনস্তীতি' (সায়ণ)

বৃত্রঘ্ন (পুং) ১ ইন্দ্র, বৃত্রহননকারী। ২ গঙ্গাতীরস্থ দেশভেদ। এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।২৩)

বৃত্রঘ্নী, পারিপাত্র গাত্রনিঃসৃতনদীভেদ। (মার্কপু° ৫৭।২১)

বৃত্রতর (পুং) বৃত্রেণ আবরণেন সর্ব্বং তরতীতি পচাদ্যচ্। যিনি সকল লোকের বিশেষ আবরক অর্থাৎ অন্ধকারস্বরূপ অথবা যিনি আবরণ দ্বারা যাবতীয় শত্রুদিগকে সমাচ্ছন্ন করেন।

"অহন্বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন"(ঋক্ ১।৩২।৫)

'বৃত্রতরং অতিশয়েন লোকানামাবরকমন্ধকাররূপং যদ্বা বৃত্রৈরাবরণৈঃ সর্ব্বান্ শত্রূন্ তরতি তং' (সায়ণ)

বৃত্রতুর্ (ত্রি) বৃত্রহন্তা, বৃত্রাসুরনাশক, ইন্দ্র।

"ইন্দ্রং ন বৃত্রতুরমঙ্কেষেবং" (ঋক্ ৪।৪২।৮)

'বৃত্রতুরং বৃত্রস্য শত্রোর্হিংসকং' (সায়ণ)

বৃত্রতূর্য্য (স্ত্রী) সংগ্রাম।

"ভূত দেবা বৃত্রতূর্য্যেষু শম্ভুবঃ" (ঋক্ ১।১০৬।২)

'বৃত্রতূর্য্যেষু সংগ্রামনামৈতৎ। সংগ্রামেষু' (সায়ণ)

বৃত্রত্ব (স্ত্রী) শত্রুতা। বৃত্রের ভাব বা ধর্ম্ম। (তৈত্তিরীয়সং ২।৪।১২।২)

বৃত্রদ্বিষ্ (পুং) বৃত্রং দ্বেষ্টীতি দ্বিষ-ক্বিপ্। ইন্দ্র। (হেম)

বৃত্রনাশন (ত্রি) বৃত্রং নাশয়তীতি নাশি-ল্যু। বৃত্রনাশকারী ইন্দ্র। (হরিবংশ)

বৃত্রপুত্রা (স্ত্রী) বৃত্রের মাতা। "নীচাবয়া অভবদ্ বৃত্রপুত্রেন্দ্রঃ" (ঋক্ ১।৩২।৯) 'বৃত্রপুত্রা বৃত্রঃ পুত্রো যস্যাঃ' (সায়ণ)

বৃত্রভোজন (পুং) গম্ভীর, চলিত সমঠ। (শব্দচ°)

বৃত্রবধ (পুং) বৃত্রহত্যা। বৃত্রাসুরসংহার।

বৃত্রবৈরিন্ (পুং) বৃত্রবৈরী, বৃত্রশত্রু ইন্দ্র। (কথাসরিৎসা ২০।৯৫

বৃত্রশঙ্কু (পুং) প্রস্তরময়স্তম্ভভেদ। (শতপথব্রা° ১৩।৮।৪।১)

বৃত্রশত্রু (পুং) বৃত্রস্য শত্রুঃ। ১ বৃত্রের শত্রু, ইন্দ্র। বৃত্রঃ শত্রুর্যস্য। ২ বৃত্র যাহার শত্রু।

বৃত্রহ (ত্রি) বৃত্রং হন্তি হন্-ক। বৃত্রহন্তা। "জ্যোকং বৃত্রহঃ শবঃ" (ঋক্ ৬।৪৮।২১) 'বৃত্রহঃ বৃত্রাদেরসুরস্য হন্তৃ ভবতি'(সায়ণ)

বৃত্রহত্যা (স্ত্রী) বৃত্র-হন-ক্যপ্। হনস্ত চেতি হস্তেকারে ক্যপ্, তকারাশ্চান্তাদেশশ্চ। বৃত্রহনন, বৃত্রবধ। (ঋক্ ১।৫২।৪)

বৃত্রহৎ (পুং) হননং হথঃ, বৃত্রস্য হথঃ। বৃত্রহনন, বৃত্রবধ। (ঋক্ ৬।১৮।১)

বৃত্রহন্ (পুং) বৃত্রং হতবান্ (ব্রহ্মভ্রূণবৃত্রেষু ক্বিপ্। পা ৩।২।৮৭) ইতি ক্বিপ্। ইন্দ্র। "ইন্দ্রং বৃধাসঃ বৃত্রহণং শচীপতিং" (ঋক্ ১।১০।৬৩) 'বৃত্রহণং বৃত্রাণাং শত্রূণাং হন্তারং' (সায়ণ)

বৃত্রহন্তৃ (পুং) বৃত্রস্য হন্তা। বৃত্রহননকারী, বৃত্রনাশক।

বৃত্রারি (পুং) বৃত্রস্যারিঃ। ইন্দ্র। (হলায়ুধ)

বৃথক্ (অব্য০) পৃথক্। "যজন্তে বৃথগগ্নয়ঃ" (ঋক্ ৮।৪৩।৪) 'বৃথক্ পৃথক্। পৃথগিত্যনেন সমানার্থং বৃথগিতি' (সায়ণ)

বৃথা (অব্য০) নিরর্থক, নিষ্ফল, পর্য্যায় মুধা, ব্যর্থক, অবিধি।

"বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রস্য তৃপ্তস্য ভোজনং বৃথা।
বৃথা দানং সমৃদ্ধস্য নীচস্য সুকৃতং বৃথা॥" (গরুড়পু° ১১৫ অ°)

সমুদ্রে বৃষ্টি, তৃপ্তের ভোজন, ধনীকে দান ও নীচ জনের সুকৃত বিফল হইয়া থাকে।

বৃথাজন্মন্ (ক্লী) বৃথা নিরর্থকং জন্ম। নিরর্থকজনন, নিষ্ফল জন্ম। অগ্নিপুরাণে চারি প্রকার বৃথা জন্মের বিষয় উল্লেখ আছে—যাহাদের পুত্র হয় নাই যাহারা অধার্ম্মিক, সর্ব্বদা পরপাকভোজনকারী অর্থাৎ নিয়ত পরপ্রত্যাশী ও পরাধীন, এই চারি প্রকার লোকের জন্ম নিষ্ফল।

বৃথাত্ব (ক্লী) মিথ্যাত্ব, অপ্রকৃতত্ব।

বৃথাদান (ক্লী) বৃথা নিরর্থকং দানং। নিষ্ফল দান। অগ্নিপুরাণে ১৬শ প্রকার বৃথাদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। দেবপিতৃবিহীন দান অর্থাৎ যে দান দেবতা বা পিতৃ উদ্দেশে নহে, তাহা বৃথা। ধনীকে দান, দান করিয়া তাহার কীর্ত্তন, বেদ, অগ্নি ও ব্রতত্যাগীকে দান, অন্যায়রূপে উপার্জ্জিত অর্থের দান, ব্রহ্মহত্যাকারীকে দান, চৌর বা পতিত গুরুকে দান, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মবিদ্বেষ্টা, পাচক, বৃষলীপতি, পরিচারক, ভৃত্য ও পিশুনকে দান, এই সকল দানও বৃথাদান।

বৃথামাংস (ক্লী) বৃথা নিরর্থকং মাংসং। দেবতা ও পিতৃগণের অনুদ্দিষ্ট মাংস, যে মাংস দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট নহে, তাহাকে বৃথামাংস কহে, বৃথামাংস ভোজন করিতে নাই। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে বৃথামাংস ভোজনে প্রেতত্ব লাভ হয়।

"বৃথাকেশো বৃথামাংসো বৃথাবাদী বৃথামতিঃ।
নিন্দকো দেবদ্বিজানাং স প্রেতো জায়তে নরঃ॥"
(অগ্নিপু° প্রেতোপাখ্যান°)

মনুতে বৃথামাংস ভোজন বিশেষ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, প্রাণিহিংসা না করিলে কখন মাংস উৎপন্ন হয় না, প্রাণিবধ কিছুতেই স্বর্গজনক হইতে পারে না, সুতরাং মাংসভোজন নিষিদ্ধ।

মাংসের উৎপত্তি, দেহিগণের বধ ও বন্ধনযন্ত্রণা, এই সকল সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বিধি [illegible] বৈধ কি অবৈধ সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ হইতেই নিবৃত্ত হ[illegible] উচিত।

শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যিনি পিশাচবৎ মাংসভোজন না করেন, তিনি লোকসমাজে প্রিয় হন এবং কখন কোন ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হন না। পশুহননে অনুমতিদাতা, হতপশুর মাংস বিভাগকারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, মাংসপাককারী মাংসপরিবেশক এবং মাংসভক্ষক এই আট জনই ঘাতক নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি দেব ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা না করিয়া পরকীয় মাংসদ্বারা আপনার মাংসবর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইতে জগতে পাপকারী আর কেহই নাই। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া বৎসর বৎসর অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং যিনি যাবজ্জীবন মাংসভোজন না করেন, এই উভয়েরই পুণ্যফল সমান।

বৈধ মাংসভক্ষণে, বৈধমদ্যপানে, অথবা বৈধমৈথুনসেবনে দোষ নাই, যেহেতু ভক্ষণ, পান ও মৈথুনাদি বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী, কিন্তু এই সকল বিষয় হইতে নিবৃত্তি হওয়াই মহাপুণ্যজনক।*

বৃথাষাহ্ (ত্রি) অনায়াসে শত্রুর অভিভবকারী।

"যোমাবক্রতো বৃথাষাট্" (ঋক্ ১।৬৩।৪) 'বৃথাষাট্ অনায়াসেন শত্রূনামভিভবিতা' (সায়ণ)

বৃদ্ধ (ত্রি) বৃধ্ বৃদ্ধৌ ক্ত, (যস্য বিভাষা। পা ৭।২।১৫) ইতি নেট্। গতযৌবন, বুড়া। পর্য্যায় প্রবয়, স্থবির, জীন, জীর্ণ, জরন্, যাতযাম, জর্জ্জর, পলিত। (জটাধর) রাজনির্ঘণ্ট মতে একপঞ্চাশদ্ বর্ষ পরে বৃদ্ধত্ব উপস্থিত হয়।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, বয়সের ভেদ তিন প্রকার বালক, যুবা ও বৃদ্ধ। ইহার মধ্যে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক, এই বালক আবার তিন প্রকার, দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। ইহার মধ্যে এক বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধভোজী, তৎপরে দুই বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী, তৎপরে অন্নভোজী।

ষোড়শ বর্ষের ঊর্দ্ধ ও সপ্ততি বর্ষের ন্যূনবয়স্ক মানবকে মধ্যবয়স্ক বা যুবা কহে, ইহা আবার চারিপ্রকার, বর্দ্ধনশীল যুবা

---

* "অকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥
ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে॥
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্য পিতৄন্ দেবান্ ততোঽন্যো নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ॥
ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥" (মনু ৫।৪৮-৫৬)

পূর্ণবীর্য্য ও ক্ষয়শীল। তন্মধ্যে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধনশীল অবস্থা, ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা, তৎপরে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্যাদি সম্পন্ন অর্থাৎ বীর্য্য রস রক্ত প্রভৃতি সমস্ত ধাতু ইন্দ্রিয় বল ও উৎসাহ আদি স্থিরভাবে পূর্ণ থাকে। তৎপরে সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমে সমস্ত ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল, উৎসাহাদি কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হইতে থাকে। সপ্ততি বৎসরের পর রস রক্ত প্রভৃতি ধাতুসমূহ, ইন্দ্রিয় ও বল ক্ষীণ হয় এবং বলি, পলিত, খালিত্য (টাক) যুক্ত হইয়া সমস্ত কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে এবং কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অতিশয় ক্লেশ পায়, এই অবস্থাপন্ন মানবকে বৃদ্ধ কহে। মানবগণের বালক কালে কফ, মধ্যবয়সে পিত্ত এবং বৃদ্ধকালে বায়ু বর্দ্ধিত হয়। ইহা স্বাভাবিক বৃদ্ধের লক্ষণ। রোগাদি কারণে কাহার কাহার অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। এইরূপ ভাবে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। *

২ পণ্ডিত। মনুতে লিখিত আছে যে, মস্তকের কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয় এমন নহে, কিন্তু যিনি যুবা হইয়াও বিদ্বান্, তাঁহারাই বৃদ্ধ নামে অভিহিত হন।

"ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥" (মনু ২।১৫৬)

জ্ঞানবৃদ্ধই বাস্তবিক বৃদ্ধ পদবাচ্য। হিতোপদেশে লিখিত আছে যে, আপদ্ কাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধের বচন অনুসারে চলা আবশ্যক, বৃদ্ধের বচনানুসারে চলিলে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালেহ্যপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈবং বিচারেষু ভোজনেহপ্যপ্রবর্ত্তনম্॥" (হিতোপদেশ)

(স্ত্রী) ২ শৈলজনামক গন্ধদ্রব্য। (অমর) (পুং) ৩ বৃদ্ধদারক। (রাজনি॰)

---

* "বয়স্ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যং বার্দ্ধকং তথা।
ঊনষোড়শ বর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে।
মধ্যো ষোড়শ সপ্তত্যোর্ম্মধ্যঃ কথিতো বুধৈঃ।
চতুর্থী মধ্যম প্রাহুর্ব্বা ত্রিংশতো বরঃ।
চত্বারিংশৎসমা যাবৎ তিষ্ঠেৎ বীর্য্যাদি পূরিতঃ।
ততঃক্রমেণ ক্ষীণঃ স্যাচ্চ যাবদ্ভবতি সপ্ততিঃ।
ততস্তু সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীণধাতুরসাদিকঃ।
ক্ষীণবলেন্দ্রিয়বলঃ ক্ষীয়তেহসৌ দিনে দিনে।
বলীপলিতখালিত্যযুক্তঃকর্ম্মসু চাক্ষমঃ।
কাসশ্বাসাদিভিঃ ক্লিষ্টো বৃদ্ধো ভবতি মানবঃ।
বাল্যে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা পিত্তং মধ্যবয়সেঽধিকম্।
বার্দ্ধক্যে বর্দ্ধতে বায়ুর্দ্বিতীর্য্য তদুপক্রমেৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

বৃদ্ধক (ত্রি) বৃদ্ধ-স্বার্থে কন্। বৃদ্ধ।

বৃদ্ধকণ্ট (ক) (পুং) ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

বৃদ্ধকর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ। (বায়ুপুরাণ)

বৃদ্ধকাক (পুং) বৃদ্ধঃ কাকঃ। কাকবিশেষ, চলিত দাঁড়কাক, পর্য্যায় দ্রোণকাক, দগ্ধকাক, কৃষ্ণকাক, পর্ব্বতকাক, বনাশ্রয়, কাকোল। (হেম)

বৃদ্ধকালঃ (পুং) বৃদ্ধঃ কালঃ। বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধোকাল প্রাচীনাবস্থা।

বৃদ্ধকাবেরী (স্ত্রী) নদীভেদ।

বৃদ্ধকৃচ্ছ্র (স্ত্রী) কৃচ্ছ্রভেদ।

বৃদ্ধকেশব (পুং) দেবমূর্ত্তিভেদ।

বৃদ্ধক্রম (পুং) পূর্ব্বতন পিতৃগণের পরম্পরা।

বৃদ্ধক্ষত্র (পুং) নৃপভেদ।

বৃদ্ধক্ষেম (পুং) নৃপভেদ।

বৃদ্ধগঙ্গা (স্ত্রী) বৃদ্ধা গঙ্গা। নদীবিশেষ, চলিত বুড়িগঙ্গা। কালিকাপুরাণে এই নদীর বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

নাটকশৈলে মানস সরোবরের ন্যায় স্বর্ণপঙ্কজশোভিত এক বৃহৎ সরোবর ছিল, তথায় হরপার্ব্বতী নিত্য জলক্রীড়া করিতেন। ইহার পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্বভাগ হইতে যথাক্রমে দিক্করিকা, বৃদ্ধগঙ্গা ও স্বর্ণগ্রীবা নামে তিনটী নদী উৎপন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করে। ইহাদের মধ্যে দিগ্‌গজ কর্তৃক দিক্করিকার, শঙ্কর কর্তৃক বৃদ্ধগঙ্গার এবং উক্ত শৈলবরের পূর্ব্বদিক্ হইতে স্বয়ং নিঃসৃতা স্বর্ণগ্রীবা নদীর উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলেই গঙ্গাসদৃশ ফলপ্রদায়িনী। (কালিকাপুরাণ ২৮ অধ্যায়)

বৃদ্ধগঙ্গাধর (পুং) চূর্ণৌষধভেদ।

বৃদ্ধগর্গ, উৎপত্তিশান্তি, রোহিণী শান্তি ও বৃদ্ধগর্গ নামক জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

বৃদ্ধগার্গীয় (ত্রি) বৃদ্ধগর্গ সম্বন্ধ।

বৃদ্ধগার্গ্য (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ সংহিতাভেদ।

বৃদ্ধগিরি, একটী প্রাচীন তীর্থ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

বৃদ্ধগোনস (পুং) মণ্ডলী সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প° ৪ অ°)

বৃদ্ধগৌতম (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ এবং তৎশাস্ত্র প্রণেতা।

বৃদ্ধচাণক্য (পুং) ১ একজন নীতিসংগ্রহকার। ২ গ্রন্থভেদ।

বৃদ্ধতা (স্ত্রী) বৃদ্ধস্য ভাবঃ বৃদ্ধ তল্-টাপ্। বৃদ্ধের ভাব বা বৃদ্ধত্ব।

বৃদ্ধতিক্তা (স্ত্রী) আকনাদি। (বৈদ্যকনিঘ॰)

বৃদ্ধত্ব (ক্লী) বৃদ্ধস্য ভাবঃ। বৃদ্ধ-ত্ব। বার্দ্ধক্য। বৃদ্ধতা, বৃদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম। পর্য্যায় স্থাবির, বার্দ্ধক্য, বার্দ্ধক। [বৃদ্ধশব্দ দেখ]

বৃদ্ধদার (পুং) বৃদ্ধদারক।

বৃদ্ধদারক (পুং) বৃদ্ধো দারকো বালক ইব যস্মাৎ। ১ বীজ-তাড়ক বৃক্ষ। (ভরত)

২ স্বনামখ্যাত লতা বিশেষ, ইহা কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্তভেদে তিন প্রকার, চলিত ভাষায় ইহাকে বিজড়ক ও বীজতাড়ক এবং হিন্দীতে বিধারা বলে। পর্য্যায়—ঋক্ষগন্ধা, ছগলাস্ত্রী, ছগলা, অন্ত্রী, বৃদ্ধা, ছগলী, বৃষক, স্থাব, বর্য্যগন্ধা, ছগলান্ত্রিকা, দীর্ঘবালুকা, ছাগলান্ত্রিকা, বৃদ্ধ, কোটরপুষ্পী, অজান্ত্রী, বৃদ্ধদারু, বৃদ্ধকোটরপুষ্পা। গুণ—মধুর, পিচ্ছিল, বলকারক, রসায়ন, এবং কফ, বাত, কাস, শোথ ও আমদোষনাশক।

৩ নীলবুহ্ল।

বৃদ্ধদারকাদিলৌহ (ক্লী) উরুস্তম্ভরোগাধিকারোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বৃদ্ধদারক তেউড়ী ও মুষলীমূল, হস্তী-কর্ণ, চিতামূল, মাণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমপরিমাণে লইলে যত হইবে, সেই পরিমাণে লৌহচূর্ণ লইয়া পরস্পর উত্তমরূপে মিশাইবে, পরে জলদ্বারা মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা উরুস্তম্ভ এবং আমবাতাদি রোগেরও বিশেষ উপকারক। (রসরত্না°)

বৃদ্ধদারু (ক্লী) বৃদ্ধনামকং দারু যত্র। বৃদ্ধদারকবৃক্ষ।

বৃদ্ধদ্যুম্ন (পুং) অতিপ্রতারিবংশীয় ঋষিভেদ।

বৃদ্ধধূপ (পুং) ১ শিরীষবৃক্ষ। ২ শ্রীবাসবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিঘ°)

বৃদ্ধধূমা (স্ত্রী) শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বৃদ্ধনগর (ক্লী) বড় নগর। [নাগর দেখ।]

বৃদ্ধনাভি (ত্রি) বৃদ্ধঃ প্রবৃদ্ধো নাভির্যস্য। উন্নতনাভি, চলিত দেঁড়া ব্যক্তি। পর্য্যায়—তুন্দিল, তুন্দিভ। (অমর)

বৃদ্ধপরাশর (পুং) একজন ধর্মশাস্ত্রকার।

বৃদ্ধপ্রপিতামহ (পুং) প্রপিতামহস্য পিতা। প্রপিতামহতাত, প্রপিতামহের পিতা।

বৃদ্ধবলা (স্ত্রী) বৃদ্ধে বলা। ১ মহাসমঙ্গা, বড়লজ্জালুকা। (রাজনি°) ২ মহাবলা। (বৈদ্যকনি°)

বৃদ্ধবৃহস্পতি (পুং) ১ প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার। ২ গ্রন্থভেদ।

বৃদ্ধবৌধায়ন (পুং) ১ একজন প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার। ২ তৎ-প্রণীত গ্রন্থ।

বৃদ্ধভাব (পুং) বৃদ্ধস্য ভাবঃ। বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধের ভাব।

বৃদ্ধভোজ (পুং) জনৈক ধর্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

বৃদ্ধমনু (পুং) ১ জনৈক ধর্মশাস্ত্রকার। ২ গ্রন্থভেদ।

বৃদ্ধমহস্‌ (ত্রি) বৃদ্ধং মহো যস্য। বৃদ্ধতেজাঃ অতিশয় তেজোযুক্ত।

"অক্তোনাবৃদ্ধমহাঃ" (ঋক্‌ ৬।২০।৪)

'বৃদ্ধমহাঃ বৃদ্ধতেজাঃ' (সায়ণ)

বৃদ্ধযবনাচার্য্য (পুং) জনৈক জ্যোতির্বিদ্‌, যবনজাতক-রচয়িতা।

বৃদ্ধ যাগেশ্বর, হিমালয় শিরস্থ তীর্থক্ষেত্র ভেদ।

বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য (পুং) জনৈক ধর্মশাস্ত্রকার।

বৃদ্ধযুবতী (স্ত্রী) ১ কুট্টনী। ধাত্রী। (দিব্যা° ৪৮।৩।২৫)

বৃদ্ধরাজ (পুং) অম্লবেতস।

বৃদ্ধ বদরী, হিমালয় শিখরস্থ তীর্থভেদ।

বৃদ্ধবয়স্‌ (ক্লী) বৃদ্ধং বয়ঃ। প্রাচীনবয়স, বুড়োবয়স। (ত্রি) বৃদ্ধং বয়োযস্য। ২ বৃদ্ধ, বুড়ো। ৩ প্রভূতান্ন, প্রচুর অন্নবিশিষ্ট।

"বৃদ্ধবয়াঃ সুবীরঃ" (ঋক্‌ ২।২৭।১৩).

'বৃদ্ধবয়াঃ প্রভূতান্নঃ' (সায়ণ)

বৃদ্ধবশিষ্ঠ (পুং) ১ জনৈক ধর্মশাস্ত্রকার। ২ বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বা বিশ্বপ্রকাশ নামক জ্যোতি-‿'ষ-প্রণেতা।

বৃদ্ধবাগ্‌ভট (পুং) ১ একজন বৈদ্যকগ্রন্থ-রচয়িতা। ২ গ্রন্থভেদ।

বৃদ্ধবাদসূরি (পুং) জনৈক জৈনাচার্য্য।

বৃদ্ধবাদিন্‌ (পুং) জনৈক জৈনাচার্য্য।

বৃদ্ধবাশিনী (স্ত্রী) শৃগাল। (নিরুক্ত ৫।২১)

বৃদ্ধবাহন (পুং) আম্রবৃক্ষ।

বৃদ্ধবিভীতক (পুং) বৃদ্ধঃপ্রবৃদ্ধো বিভীতক ইব। আম্রাতক, আমড়া। (শব্দমালা)

বৃদ্ধবিষ্ণু (পুং) জনৈক ধর্মশাস্ত্রকার।

বৃদ্ধবৃষ্ণ (ত্রি) বৃদ্ধবৃদ্ধি সম্বন্ধীয়।

বৃদ্ধবৃষ্ণিয় (ত্রি) বৃদ্ধবৃদ্ধি সম্বন্ধীয়।

বৃদ্ধশঙ্খ (পুং) জনৈক ধর্মশাস্ত্রকার।

বৃদ্ধশর্ম্মন্‌ (পুং, ভারতীয় রাজভেদ। (মহাভারত

বৃদ্ধশবস্‌ (ত্রি) বৃদ্ধ বল, অতিশয় বলবিশিষ্ট.

"অপায়ো বো মহিমা বৃদ্ধশবসঃ" (ঋক্‌ ৫।৮৭।৬)

'হে বৃদ্ধশবসঃ প্রবৃদ্ধবলাঃ' (সায়ণ)

বৃদ্ধশাকল্য (পুং) ঋষিভেদ।

বৃদ্ধশাতাতপ (পুং) জনৈক ধর্মশাস্ত্রকার।

বৃদ্ধশোচিস্‌ (ত্রি, অতিশয় তেজোযুক্ত, অতিতেজস্বী।

"মঘোনঃ সখ্যে বৃদ্ধশোচিষঃ" (ঋক্‌ ৫।১৬।৩)

'বৃদ্ধশোচিষঃ বৃদ্ধানি শোচীংষি তেজাংসি যস্যাসৌ' (সায়ণ)

বৃদ্ধশ্রবস্‌ (পুং) বৃদ্ধাৎ বৃহস্পতেঃ শৃণোতীতি শ্রু-অসুন্‌, ইন্দ্র। (অমর) 'বৃদ্ধেভ্যঃ শৃণোতীতি বৃদ্ধশ্রবাঃ' (উণ্‌ ৪।২২৭) 'বৃদ্ধং প্রভূতং শ্রবঃ শ্রবণং স্তোত্রং হবির্লক্ষণমন্নং বা যস্য' (ঋক ভাষ্য ১।৮৯।৬) 'বৃদ্ধং শ্রবো ধনং কীর্ত্তির্বা যস্য' (মহীধর ১০।৯)

বৃদ্ধশ্রাবক (পুং) কাপালিক।

"পৃষ্টা বৃদ্ধশ্রাবকসুপরিব্রাট্‌ দর্শনে বৃদ্ধবিহিতা।"

(মহাবীর° ৫।১২০)

বৃদ্ধসঙ্ঘ (পুং) বৃদ্ধানাং সঙ্ঘঃ। বৃদ্ধসমূহ, বৃদ্ধসকল। পর্য্যায়—বার্দ্ধক। (অমর)

বৃদ্ধসুশ্রুত (পুং) ১ আদি সুশ্রুতসংহিতারচয়িতা। ২ তন্নামকগ্রন্থ।

বৃদ্ধসূত্রক (স্ত্রী) বৃদ্ধস্য সূত্রং, ততঃ স্বার্থে কন্। ইন্দ্রতূলা, চলিত বুড়ীর সূতা।

'বৃদ্ধসূত্রকমিত্যাহুরিন্দ্রতূলং মনীষিণঃ।
শ্রীমহাসং বংশকঞ্চ বাততূলং মরুদ্ধ্বজম্॥' (হারাবলী)

বৃদ্ধসেন (ত্রি) প্রবৃদ্ধ বলবিশিষ্ট।

"মরুতো বৃদ্ধসেনাঃ" (ঋক্ ১।৮৬।৮)
'বৃদ্ধসেনাঃ প্রবৃদ্ধবলাঃ' (সায়ণ)

বৃদ্ধসেনা (স্ত্রী) দেবতাজিতের মাতা, চন্দ্রবংশীয় ভরতাত্মজ সুমতি হইতে ইঁহার গর্ভে এই দেবতাজিৎ জন্মগ্রহণ করেন।
(ভাগবত ৫।১৫।২)

বৃদ্ধহারীত (পুং) ১ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ। ২ তন্নামক-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

বৃদ্ধা (স্ত্রী) বৃদ্ধ-টাপ্। গতযৌবনা, চলিত বুড়ী। পর্য্যায়—পলিক্নী, পলিতা, স্থবিরা, নিষ্কলা, জরতী, গতার্ত্তবা। স্ত্রীদিগের বয়স ৫৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে তাহাকে বৃদ্ধা কহে।

"আষোড়শাদ্ ভবেদ্ বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।
পঞ্চপঞ্চাশতঃ প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ভবাত্ত তৎপরম্॥" (কালিদাস)

১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী ৫৫ বৎসর প্রৌঢ়া এবং তৎপরে বৃদ্ধা। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে ৫০ বৎসরের পর স্ত্রীদিগকে বৃদ্ধা কহে। বৃদ্ধা স্ত্রীর সংসর্গ [illegible]বিরু, ইহাতে মৃত্যু হইয়া থাকে।

"বালেতি গীয়তে নারী যাবদ্বর্ষাণি ষোড়শ।
ততস্তু তরুণী জ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি।
তদূর্দ্ধমধিরূঢ়া স্যাৎ পঞ্চাশদ্ বৎসরাবধি।
বৃদ্ধা তৎপরতো জ্ঞেয়া সুরতোৎসববর্জ্জিতা॥
বালা তু প্রাণদা প্রোক্তা যুবতী প্রাণহারিণী।
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

২ অঙ্গুষ্ঠ। (শব্দরত্না) ৩ মহাশ্রাবণিকা। (রাজনি°)

বৃদ্ধাগঙ্গা, ত্রিপুরার উত্তরাংশে প্রবাহিত একটী নদী। (দেশাবলী)

বৃদ্ধাঙ্গুলি (স্ত্রী) বৃদ্ধা অঙ্গুলিঃ। হস্ত ও পায়ের স্থূলাঙ্গুলি, চলিত বড়া আঙুল, পর্য্যায় অঙ্গুষ্ঠ, বৃদ্ধা। (শব্দরত্না°)

বৃদ্ধাচল (স্ত্রী) তীর্থভেদ। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আর্কট জেলার একটী নগর। বিরুধাচলম নামে বর্ত্তমানে পরিচিত।
[বিরুধাচলম দেখ।]

বৃদ্ধাত্রি (পুং) ঋষিভেদ।

বৃদ্ধাত্রেয় (পুং) আত্রেয় ঋষি।

বৃদ্ধাদিত্য (পুং) আদিত্যভেদ।

বৃদ্ধান্ত (পুং) ১ সম্মানের পাত্র বা স্থান। (হিন্দ্য°) ২ জ্ঞান বৃদ্ধের চরম দশা।

বৃদ্ধায়ু (ত্রি) প্রবৃদ্ধ আয়ুযুক্ত।

"বৃদ্ধায়ু মহ্য বৃদ্ধো বৃদ্ধা" (ঋক্ ১।১০।১২)
'বৃদ্ধায়ুং প্রবৃদ্ধেনায়ুষোপেতং বৃদ্ধমায়ুর্যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্ব্ব পদপ্রকৃতিস্বরত্ব' (সায়ণ)

বৃদ্ধার্য্যভট (পুং) একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

বৃদ্ধি (স্ত্রী) বৃধ-ক্তিন্। অষ্ট বর্গের অন্তর্গত ঔষধবিশেষ স্বনাম খ্যাত ঔষধি, গৌড়দেশে দক্ষিণাবর্ত্তকলা নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায় যোগ্যা, ঋদ্ধি, সিদ্ধি লক্ষ্মী, পুষ্টিদা, বৃদ্ধিদাত্রী, মঙ্গল্যা, শ্রী, সম্পদ, আশীঃ, জনেষ্টা, ভূতি, মুৎ, সুখ, জীবভদ্রা। গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ তিক্ত, শীতল, রুচি ও মেধাবর্দ্ধক, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহা-মেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটীর নাম অষ্টবর্গ।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই উভয় কন্দ কোষযামল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। এই কন্দদ্বয় শুক্লবর্ণ রোমযুক্ত, ছিদ্রসমন্বিত ও লতাজাত। ইহাদের প্রভেদ এই। ঋদ্ধি তুলগ্রন্থির ন্যায়, কিন্তু উহার ফল বামাবর্ত্ত এবং বৃদ্ধির ফল দাক্ষিণাবর্ত্ত। যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই কএকটী উহার পর্য্যায়। ঋদ্ধির গুণ—বলকারক, ত্রিদোষ নাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মধুরস, গুরু, বল ও ঐশ্বর্য্যজনক, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তনাশক। বৃদ্ধির গুণ গর্ভপ্রদ শীতবীর্য্য, মাংসবর্দ্ধক মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক রক্তপিত্ত, ক্ষত, কাস ও ক্ষয়রোগনাশক।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি অষ্টবর্গ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য সুতরাং ইহাদের অভাব হইলে অনুকল্প দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাব মহাবলা দিতে হয়। (ভাবপ্র°)

পরিভাষা মতে ঋদ্ধির অভাবে বলা, এবং বৃদ্ধির অভাবে মহাবলা দিতে হয়।

"ঋদ্ধ্যভাবে বলা দেয়া বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা।"(পরিভাষা)

২ নীতিবেদিদিগের মতে ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গের অন্তর্গত বর্গবিশেষ। কৃষি আদি অষ্ট বর্গের অপচয়ের নাম ক্ষয় এবং উপচয়ের নাম বৃদ্ধি। কৃষ্যাদ্যষ্টবর্গ যথা— কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খন্যাকর বলাদান ও সৈন্যসন্নিবেশ এই বর্গের উপচয় হইলে তাহাকে বৃদ্ধি বলে।

'কৃষিবণিক্পথো দুর্গং সেতুঃ কুঞ্জরবন্ধনম্।
খন্যাকরো বলাদানং সৈন্যানাঞ্চ নিবেশনম্॥' (ভরত)

ইহার পর্য্যায় বর্দ্ধন, স্ফাতি। (অমর) ৩ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত একাদশ যোগ। এই যোগে জন্ম

গ্রহণ করিলে মানব সুভোগী, বিনয়ী, ধনপ্রয়োগে দক্ষ এবং ক্রয় বিক্রয়ে বিচক্ষণ হইয়া থাকে।

"প্রসূতিকালে যদি বৃদ্ধিযোগো নরঃ সুভোগী বিনয়াবিতশ্চ।
ধনপ্রয়োগগ্রহণেষু দক্ষো বিচক্ষণঃ স্যাৎ ক্রয়বিক্রয়াভ্যাম্॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৪ কলান্তর, চলিত সুদ। বৃদ্ধি গ্রহণ করারও নিয়ম আছে। ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি গ্রহণ করিলে হয় না, ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি গ্রহণ করিলে রাজার নিকট দণ্ডনীয় ও লোকসমাজে নিন্দিত হইতে হয়। বৃদ্ধির বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

"অশীতিভাগো বৃদ্ধিঃ স্যান্মাসি মাসি সবন্ধকে।
বর্ণক্রমাচ্ছতং দ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চকমন্যথা॥" (যাজ্ঞবল্ক্যসং ২।৩৮)

যে স্থলে ঋণ বন্ধক দেওয়া হয়, তথায় প্রতি মাসে শতকরা অশীতি ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি, আর বন্ধকশূন্য ঋণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণানুসারে যথাক্রমে শতকরা শতভাগের দুই, তিন, চারি বা পাঁচভাগ বৃদ্ধি গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে শতপণ ধার দিলে ২ পণ বৃদ্ধি ও ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ ধার দিলে ৩ পণ বৃদ্ধি লইতে পারে।

যাহারা বাণিজ্যার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শত ভাগের দশভাগ, অর্থাৎ শতকরা দশ টাকা হিসাবে এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতিভাগ বৃদ্ধি দিবে। সকল বর্ণই সকল জাতিকে ঋণ গ্রহণ সময়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে।

বহু কাল ঋণ থাকিলে অথচ মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধি না দিলে যত দূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে যে, স্ত্রীপশু অর্থাৎ গাভী প্রভৃতি ধার করিলে তাহার বৎসের মূল্য পর্য্যন্ত মাত্র বৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্ভিন্ন আর বৃদ্ধি হইবে না। রসদ্রব্যের অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদির বৃদ্ধি মূল্য অপেক্ষা ৮ গুণ পর্য্যন্ত হইতে পারে। বস্ত্র, ধান্য এবং সুবর্ণের যথাক্রমে দুই, তিন ও চারি গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।
(যাজ্ঞবল্ক্যস° দ্রষ্ট°)

নারদ-সংহিতায় বৃদ্ধি চারি প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। কায়িকা, কালিকা, কারিতা ও চক্রবৃদ্ধি এই চারি প্রকার বৃদ্ধি।

"কায়িকা কালিকা চৈব কারিতা চ তথা পরা।
চক্রবৃদ্ধিশ্চ শাস্ত্রেষু তস্য বৃদ্ধিশ্চতুর্বিধা॥" (নারদ)

প্রতিদিনে বৃদ্ধি দিবার নিয়মে যে স্থলে ঋণ দেওয়া হয়, সেই স্থলে যে বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম কায়িকা, মাসিক সুদকে কালিকা, আর ঋণকারী যেরূপ নিয়মে কর্ম্ম করে, তাহাকে কারিতা এবং যে স্থলে বৃদ্ধির বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ দিতে হয়, তাহাকে চক্রবৃদ্ধি কহে।

"কায়া বিরোধিনী শশ্বৎ পণপাদাদি কায়িকা।
প্রতিমাসং স্রবন্তী যা বৃদ্ধিঃ সা কালিকা মতা॥
বৃদ্ধিঃ সা কারিতা নাম যর্ণিকেন স্বয়ং কৃতা।
বৃদ্ধেরপি পুনর্বৃদ্ধিশ্চক্রবৃদ্ধিরুদাহৃতা॥" (নারদ)

মন্বাদিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।
[ঋণাদান শব্দ দেখ]

বৃদ্ধিক (ত্রি) বৃদ্ধি স্বার্থে কন্। বৃদ্ধি।

বৃদ্ধিকা (স্ত্রী) বৃদ্ধিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ ঋদ্ধি নামক ঔষধ। (শব্দমালা) ২ শঙ্খপুষ্পী, শ্বেত অপরাজিতা। ৩ অর্কপুষ্পী।

বৃদ্ধিকর্ম্মন্ (ক্লী) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দীমুখশ্রাদ্ধ।

বৃদ্ধিজীবক (ত্রি) সুদখোর।

বৃদ্ধিজীবন (ক্লী) সুদ লইয়া যাহারা জীবন যাপন করে।

বৃদ্ধিজীবিকা (স্ত্রী) বৃদ্ধ্যা জীবিকা। ঋণাদানজীবিকা, যাহারা বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, সুদখোর, টাকার সুদেই যাহাদের জীবিকা চলে। পর্য্যায় অর্থপ্রয়োগ, কুসীদ, কলান্তিকঃ। (শব্দরত্না°)

বৃদ্ধিদ (পুং) বৃদ্ধিং দদাতীতি দা-ক। ১ জীবকনামক ক্ষুপ। ২ শূকরকন্দ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ বৃদ্ধিদাতা।
(বৃহৎস° ৫৩।৩১)

বৃদ্ধিপত্র (ক্লী) শরাঙ্গুল শস্ত্রবিশেষ। এই শস্ত্র ছেদন ও ভেদনে প্রশস্ত। (সুশ্রুত সূত্র ৮ অ°)

সুশ্রুতটীকায় লিখিত আছে যে এই শস্ত্র দ্বিবিধ, আনতাগ্র ও প্রবৃত্তাগ্র, এই দুই প্রকার শস্ত্রই সাত অঙ্গুলি পরিমাণ হইবে, অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুল বৃত্ত আর সার্দ্ধাঙ্গুলফল। ইহার মধ্যে প্রথমকে ক্ষুর কহে।

"বৃদ্ধেঃ পত্রমিব বৃদ্ধিপত্রং, তৎ দ্বিবিধং আনতাগ্রং প্রবৃত্তাগ্রঞ্চ। দ্বেহপি সপ্তাঙ্গুলং অর্দ্ধপঞ্চাঙ্গুলং বৃত্তং সার্দ্ধাঙ্গুলফলঞ্চ কার্য্যং, তয়োঃ প্রথমং ক্ষুরমাহ" (সুশ্রুতটীকা)

ক্ষুরাকার শস্ত্রের নাম বৃদ্ধিপত্র, এই শস্ত্র ছেদ, ভেদ ও পাটনে প্রশস্ত। উন্নতশোথে ব্যবহার করিবার জন্য ইহার অগ্রভাগ বক্র এবং গভীর শোথে অন্য প্রকার অর্থাৎ ইহার পৃষ্ঠদেশ নত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

"বৃদ্ধিপত্রং ক্ষুরাকারং ছেদভেদনপাটনে।
ঋজ্বগ্রমুন্নতে শোথে গভীরে চ তদন্যথা॥" (ভাগ্ভটস্° ২৬।৬)

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (ত্রি) বৃদ্ধি-প্র-আপ-ক্ত। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

বৃদ্ধিমৎ (ত্রি) ১ উন্নত, বর্দ্ধিত, অভ্যুদিত। ২ বর্দ্ধনশীল।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (ক্লী) বৃদ্ধয়ে যৎ শ্রাদ্ধং। বৃদ্ধিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ, অভ্যুদয়ের নিমিত্ত পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদির দান। অভ্যুদয়ের জন্যই মাত্র ইহার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহাকে আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধও কহে। দশবিধ সংস্কারকার্য্য অর্থাৎ গর্ভাধান

হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশটী সংস্কার কার্য্যের প্রত্যেকটীতেই এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন দেবপ্রতিষ্ঠা, বৃষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা ও তীর্থযাত্রাকালে এবং তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও এই বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবার বিধি আছে। প্রেতোদ্দেশ ভিন্ন অন্য বৃষোৎসর্গকালে এবং যাগযাগেও এই শ্রাদ্ধের বিধান দেখা যায়।

"অন্নপ্রাশে চ সীমন্তে পুত্রোৎপত্তিনিমিত্তকে।

পুংসবনে নিষেকে চ নববেশ্মপ্রবেশনে॥

দেববৃক্ষজলাদীনাং প্রতিষ্ঠায়াং বিশেষতঃ।

তীর্থযাত্রা বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্॥

হলায়ুধধৃত ব্রহ্মপুরাণং—

তীর্থযাত্রা সমারম্ভে তীর্থাৎ প্রত্যাগমেঽপি চ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বহুসর্পিঃসমন্বিতম্॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে সামবেদীদিগের ষট্‌পুরুষের অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ পুরুষের এবং যজুর্ব্বেদীদিগের ৯ পুরুষের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ৬ পুরুষ ও মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই ৯ পুরুষের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। [নান্দীমুখ দেখ]

বৃদ্ধীভূত (ত্রি) অবৃদ্ধো বৃদ্ধো ভবতি যা অবৃদ্ধিবৃদ্ধির্ভবতি। বৃদ্ধীকৃত। (কথাসরিৎসা° ৭২।১২০)

বৃদ্ধিযোগ, ফলিত জ্যোতিষোক্ত সপ্তবিংশতি যোগান্তর্গত যোগ বিশেষ।

বৃদ্ধোক্ষ (পুং) বৃদ্ধশ্চাসৌ উক্ষা চেতি (অচতুরেত্যাদিনা। পা ৫।৪।৭৭) ইত্যাদিনা অচ্। বৃদ্ধবৃষ, পর্য্যায় জরদ্গব। (অমর)

বৃদ্ধ্যাজীব (ত্রি) বৃদ্ধ্যা আজীবতীতি আ-জীব-অচ্। বৃদ্ধ্যুপজীবী, যাহারা বৃদ্ধিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সুদখোর। পর্য্যায়—বার্দ্ধুষি, বার্দ্ধুষিক, কুসীদ, কুসীদিক, সাধু। (জটাধর)

বৃদ্ধ্যুপজীবিন্ (ত্রি) বৃদ্ধ্যা উপজীবিতুং শীলমস্য, উপ-জীব-ণিনি। বৃদ্ধিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, সুদখোর।

বৃধ, ১ বৃদ্ধি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্, ক্ত্বা বেট্, ক্ত্বা পরে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ বর্দ্ধতে। লিট্ ববৃধে। লুট্ বর্দ্ধিতা। লৃট্ বর্ৎস্যতি, বর্দ্ধিষ্যতে। লঙ্ অবর্দ্ধত, অবর্দ্ধিষ্যত। লুঙ্ অবৃধৎ, অবর্দ্ধিষ্ট। সন্ বিবৃৎসতি, বিবর্দ্ধিষ্যতে। যঙ্ বরীবৃধ্যতে। যঙ্‌লুক্ বরীবর্দ্ধি। বৃধ দীপ্তি। চুরাদি° পরস্মৈ° অক সেট্। লট্ বর্দ্ধয়তি। লুঙ্ অবীবৃধৎ, অববর্দ্ধৎ।

বৃধৎ (ত্রি) বর্দ্ধনকর্ত্তা। (ঋক্ ৮,১৩।২)

বৃধসান (পুং) বৃধ-(ঋধ্যৃবি-বৃধীতি। উণ্ ২।৮৭) ইত্যানেন অসানচ্, স চ কিৎ। ১ মনুষ্য। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ বর্দ্ধনশীল।

'বৃধসানাসু প্রবর্দ্ধমানাসু' (সায়ণ)

বৃধসানু (পুং) বৃধ-বাহুলকাৎ অসানুচ্, স চ কিৎ। ১ পুরুষ। ২ পত্র। ৩ কৃতি। (উজ্জ্বল)

বৃধস্নু (ত্রি) অন্নকরণশীল, অন্নকরণকারী।

"অত্যা বৃধস্নু রোহিতা ঘৃতস্নূ" (ঋক্ ৪।২।৩)

'বৃধস্নূ বর্দ্ধয়তীতি বৃধমন্নং তৎকরৌ' (সায়ণ)

বৃধীক (পুং) বর্দ্ধনকর্ত্তা। (ঋক্ ৮।৬৭।৪)

বৃধীয় (ত্রি) সম্বন্ধীয়।

বৃধু (পুং) তক্ষক সূত্রধার বিশেষ। মনুতে লিখিত আছে ভরদ্বাজ মুনি বৃধু নামক সূত্রধরের নিকট অনেক গোগ্রহণ করিয়াছিলেন। (মনু ১০।১০৭)

বৃধ্য (ত্রি) বৃধ-(ঋদুপধাচ্চাকৃপিচৃতেঃ। পা ৩।১।১১০) ইতি ক্যপ্। ১ বর্দ্ধনীয়।

বৃন্ত (ক্লী) ১ প্রসববন্ধন, ফল, পুষ্প ও পত্রাদি যাহাতে আবদ্ধ থাকে, চলিত বোঁটা। পর্য্যায়—প্রসববন্ধন। ২ ঘটীধার। ৩ কুচাগ্র। (মেদিনী)

বৃন্তক (পুং) বৃন্তশব্দার্থ।

বৃন্তাক (পুং ক্লী) ১ বার্ত্তাকী, বাগুন। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ শাকশ্রেষ্ঠ, নটেশাক। ৩ উপোদিকা, পুঁইশাক।

বৃন্তাকী (স্ত্রী) বার্ত্তাকী। (রাজনি°)

বৃন্তিতা (স্ত্রী) কটুকা। (শব্দচ°)

বৃন্দ (ক্লী) বৃঞ্-(অব্যয়ম্লেতি। উণ্ ৪।৯৮) ইতি দন বৃন্ গুণাভাবশ্চ নিপাত্যতে। ১ সমূহ। (অমর) (পুং) বৃন্দারক, শতকোটিসংখ্যা, দশকোটিতে এক অর্ব্বুদ হয়, দশ অর্ব্বুদে এক বৃন্দ, ১০০০০০০০০। (জ্যোতিষ)

বৃন্দ, ১ বৃন্দটীকাপ্রণেতা একজন আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ। ইনি বৃন্দ ভট্টনামেও পরিচিত। বাগ্‌ভট ভাস্কর ও ভাবপ্রকাশে ইহার উল্লেখ আছে। ২ বৃন্দসিন্ধু, সিদ্ধযোগ ৩ সিদ্ধ[illegible] নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা।

বৃন্দম্ন (ত্রি) বৃন্দে ভবঃ বৃন্দ-মক্ বৃন্দ সংখ্যোৎপন্ন।

বৃন্দশস্ (অব্য°) বৃন্দ চশস্। দলে দলে। (ভাগবত ১০।৫৫।)

বৃন্দা (স্ত্রী) ১ তুলসী, তুলসীর নামান্তর বৃন্দা, জলন্ধরপত্নী। [বৃন্দাবন দেখ]

২ কেদারমাধকন্যা। ৩ রাধার ষোড়শ নামের অন্তর্গত নাম-বিশেষ। ৪ বৃক্ষোপরিজাত লতা, পরগাছা।

বৃন্দাক (স্ত্রী) পরগাছা।

বৃন্দার (ত্রি) মনোজ্ঞ। (শব্দমালা)

বৃন্দারক (পুং) বৃন্দমস্ত্যস্যেতি বৃন্দ-(শৃঙ্গবৃন্দাভ্যামারকন্ বক্তব্যঃ। পা ৫।২।১২২) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা আরকন্। ১ দেবতা। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ মনোজ্ঞ। ৪ বৃন্দপাত্র।

"বৃন্দারকঃ সুরে শ্রেষ্ঠে মনোজ্ঞ বৃন্দারকাদয়ঃ।" (ভরতধৃত ব্যাড়ি)

বৃন্দারণ্য (ক্লী) বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন (ক্লী) স্বনামখ্যাত তীর্থ। বৃন্দাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি, এই জন্য ইহা এক অতি প্রধান তীর্থ। এই তীর্থের বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত প্রতিপদে নূতন নূতন ভাবে ভাবময়। কৃষ্ণ প্রথমে গোকুলে থাকিয়া দানবেন্দ্রদিগকে বিনাশ করেন, পরে নন্দ প্রভৃতির সহিত বৃন্দাবনধামে যান। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ একদিন নারায়ণ নামক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি এই কাননের নাম বৃন্দাবন হইল কেন এবং এই নামের কোন সার্থকতা আছে কি না? ইহাতে উক্ত ঋষি বলিয়াছিলেন যে, পুরাকালে সত্যযুগে কেদার নামে এক নরপতি ছিলেন। রাজর্ষি কেদার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সকল কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত করিতেন। কেদার সদৃশ ধার্ম্মিক কেহই জন্ম নাই এবং জন্মিবেও না। কিছুদিন পরে জৈগীষব্যের উপদেশ ক্রমে রাজা রাজ্য ও ত্রৈলোক্যমোহিনী প্রজাবর্গদিগের ভার পুত্রহস্তে ন্যস্ত করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করেন। রাজা শ্রীহরির একান্ত ভক্ত হইয়া অবিরত সেই হরিকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন হরির সুদর্শন চক্র তাঁহার নিকট থাকিয়া সতত তাঁহাকে রক্ষা করিত। এইরূপে ইনি বহুকাল তপস্যা করিয়া গোলকধামে গমন করেন। তাঁহার নামানুসারে ঐ তীর্থ কেদার নামে প্রসিদ্ধ হয়।

কেদাররাজের কমলার অংশস্বরূপা অতিতপস্বিনী ও যোগশাস্ত্রবিশারদা বৃন্দা নামে এক কন্যা ছিল। বৃন্দা বিবাহ করেন নাই, দুর্ব্বাসা তাঁহাকে হরিমন্ত্র প্রদান করেন, বৃন্দা পরে গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া এই হরিমন্ত্র সাধন করেন। ভগবান্ কৃষ্ণ তাহার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর দিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হন। বৃন্দা সেই সুন্দরকায় শান্তমূর্ত্তি রাধাকান্তই তাহার পতি হন, এই বর প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশে বৃন্দার সহিত অবস্থিতি করেন। তৎপরে বৃন্দা পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলকধামে গিয়া রাধিকার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ও গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা হন। সেই বৃন্দা যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বৃন্দাবন নাম হইবার আরও এক পুণ্যজনক ইতিহাস আছে— পূর্ব্বে কুশধ্বজ নামক রাজার তুলসী ও বেদবতী নামে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদা কন্যাদ্বয় সংসারবিরাগিণী হইয়া তপস্যাচরণ করেন। পরে বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন, তিনিই সর্ব্বত্র জনককন্যা সীতা নামে প্রসিদ্ধা।

তুলসীও হরিকে পতিরূপে বাঞ্ছা করিয়া তপস্যা করেন, দৈবাৎ দুর্ব্বাসার শাপে শঙ্খচূড়কে পতিভাবে প্রাপ্ত হন। পরে কমলাকান্তকে কান্তরূপে লাভ করেন। সেই সুবেশা তুলসীই হরির শাপে বৃক্ষরূপা এবং হরিও তাহার শাপে শালগ্রাম হন। কিন্তু সুন্দরী তুলসী আবার সেই শিলারূপী হরির বক্ষস্থলেই নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সেই তুলসীর নামান্তর বৃন্দা, তিনি ঐ স্থানে তপস্যা করেন, সেই জন্য মনীষিগণ উহাকে বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন।

আরও এক হেতুর বলিতেছি শ্রবণ কর, যদ্দ্বারা পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বৃন্দাবন নাম হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দানাম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। তাহারই রম্য ক্রীড়াবন বলিয়া উহা বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ গোলকধামে রাধিকার ক্রীড়ার্থ বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করেন, পরে পৃথিবীতলেও তাঁহার ক্রীড়ার জন্য ঐ বন বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ রাখিয়াছেন।

বৃন্দ শব্দে সখীসমূহ ও আকার শব্দ অস্তিবোধক, এজন্য তাঁহার সখী সমূহ আছে বলিয়া তিনি বৃন্দা নামে অভিহিত হইয়াছেন, তাহারই ক্রীড়ার্থ সুন্দর বন বলিয়া বৃন্দাবন নাম হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীবৃন্দাবন নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে এক কাহিনী লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ— শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে থাকিয়া কংস-প্রেরিত অসুরদিগের বিনাশ সাধন করেন। এই স্থান নানাপ্রকারে বিঘ্নসঙ্কুল দেখিয়া বৃন্দাবনে গমন করার সঙ্কল্প করেন এবং নন্দ মহারাজকে মনোভাব জ্ঞাপন করেন। নন্দ ও কৃষ্ণ গোপগোপীদিগের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিয়া বৃন্দাবনে গমনই স্থির করেন। নন্দের আজ্ঞায় শকট সকল সজ্জিত হইল। গোপগোপিকা ও বালক বালিকা সকলেই গমনের জন্য নানা প্রকার বেশভূষায় ভূষিত হইল এবং কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে কৃষ্ণবলরামের অনুগমন করিতে লাগিল।

সেই গোকুলধামের বালকের মধ্যে কেহ বেণু বাজাইতে লাগিল, কেহ করতাল হস্তে, কেহ বা বীণাহস্তে, কেহ শরবর হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। নানালঙ্কারভূষিতা, দিব্যবস্ত্র পরিধানা হাস্যবিকসিতমুখী সুশীলা প্রভৃতি গোপবালিকাগণ রাধিকার সহচারিণী হইয়া বনে গমন করিতে উদ্যোগ করিল। তন্মধ্যে কেহ শিবিকারোহণে কেহ বা রথারোহণে গমন করিল। রাধিকা রত্নরথে গমন করিলেন। নন্দ, সুনন্দ, শ্রীদাম, গিরিভানু, বিভাকর, বীরভানু, চন্দ্রভানু প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোপগণ রথারোহণ করিয়া সানন্দচিত্তে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম স্বর্ণরথে গমন করিলেন। গোকুলশূন্য হইয়া পড়িল। পরে সকলে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া তথায় কোন গৃহ না

থাকায় সকলই শূন্যময় দেখিলেন। অনন্তর সকলে তৎকালোচিত বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ গোপদিগকে কহিলেন, হে ব্রজবাসী গোপগণ! এই বৃন্দাবনধামে তোমাদের অভিলষিত রম্যগৃহ আছে। এই স্থানের গৃহ সকল দেবনির্ম্মিত বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, সেই দেবতাদিগের প্রীতিসাধন ব্যতীত কেহ তাহা দর্শন করিতে পারে না, অতএব গোপালগণ তোমরা বনদেবতার পূজা করিয়া অদ্য অবস্থান কর, কল্য প্রাতে রমণীয় গৃহ সকল নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। তোমরা ধূপ, দীপ নৈবেদ্য ও বহু পুষ্প চন্দন দ্বারা এই বটমূলস্থা চণ্ডিকা দেবীর পূজা কর, কৃষ্ণের কথা শুনিয়া গোপগণ সেই দেবতাকে পূজা করিল এবং খাদ্য যাহা ছিল, তাহা ভোজন করিয়া সুখে সকলে বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রিকালে বৃন্দাবনধামে গোপগোপীগণ বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া সকলই নিদ্রাভিভূত হইল। তখন পূর্ণচন্দ্র চারিদিকে কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া সেই বৃন্দাবনকে স্বর্গ হইতেও মনোহর শোভাসম্পন্ন করিলেন, নানাপ্রকার পুষ্পগন্ধগ্রহণে সেই স্থান অতি মনোহর গন্ধযুক্ত হইল। তখন প্রাণীসকল নিশ্চেষ্ট। রাত্রির পঞ্চম মুহূর্ত্ত অতীত হইয়াছে, সেই সময়ে শিল্পীদিগের গুরু বিশ্বকর্ম্মা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার সহিত তিন-কোটি সুনিপুণ শিল্পকর তথায় উপস্থিত হইল। সেই শিল্পীদিগের হস্তে মণিসার, স্বর্ণ ও রত্ন ছিল। কুবেরকিঙ্কর যক্ষগণ প্রস্তর লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই সকল মনোহর মণী দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া নগরনির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নগর পঞ্চযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এই স্থান মুমুক্ষুদিগের নির্ব্বাণমুক্তির কারণ স্বরূপ এবং সকলের বাঞ্ছিত ও গোলকের সোপান স্বরূপ।

এই নগরের চারিদিকে চতুঃশাল গৃহ এবং প্রস্তর দ্বারা সোপান সহ কবাটস্তম্ভও নির্ম্মিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা এই নগরের গৃহ চিত্রপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং গৃহ সকলের অগ্রভাগ কজ্জল দ্বারা উজ্জ্বল ও নগরে শৈলজাত প্রস্তর নির্ম্মিত বেদি ও প্রাঙ্গণযুক্ত করিলেন এবং তাহাতে অবলীলাক্রমে নগরের প্রাকার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া যথোচিত বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বাসর চত্বরূপে নিবদ্ধ করিলেন। তাহার পর সেই নগর মধ্যে বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্ফটিকাকার মণিদ্বারা অতি মনোহর কোটিসংখ্যক চতুঃশালগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন গন্ধসার দ্বারা তাহার সোপান, শঙ্খ দ্বারা স্তম্ভ, লৌহসার দ্বারা কবাট নির্ম্মিত হইল। ঐ সকল গৃহে রজতকলস সমূহ শোভা পাইতে লাগিল।

তৎপরে বৃষভানুর রম্যগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। এই ভবনও প্রাকার ও পরিখাযুক্ত চারিদ্বার বিশিষ্ট হইল, এবং তাহাতে মহা-মণি নির্ম্মিত বিংশতি চতুঃশাল সন্নিবিষ্ট, সূর্য্যকান্ত মণিময় স্তম্ভ-সমূহ, স্বর্ণালঙ্কারমণিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী এবং মন্দিরসমূহে সুবর্ণকলস বিন্যস্ত করায় অতিশয় শোভাসম্পন্ন হইল। এই গৃহের প্রান্তভাগে এক মনোহর চম্পকবৃক্ষের উদ্যান নির্ম্মিত হইল। এই উদ্যান মধ্যে এক মনোহর মণিময় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা ৯টি সোপান নির্ম্মাণ করিলেন।

তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা ক্রোশমিত আয়ত নন্দাশ্রম নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে গভীর চারিটী পরিখা খনন করিলেন। সেই পরিখা প্রস্তর দ্বারা এরূপ দৃঢ় নিবদ্ধ করিলেন যে, তাহা সম্যক্‌রূপে অরিগণের দুর্গম্য। নন্দভবনের পরিখা সমীপে পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান ও বিকশিত কুসুমচয় পরিশোভিত মনোহর চম্পকবৃক্ষ মৃদু মন্দ বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া চারিদিক্ সুগন্ধে আমোদিত করিতে লাগিল। কোথাও আম্র, গুবাক, পনস, খর্জ্জুর, নারিকেল দাড়িম্ব, শ্রীফল, তৃণ, জম্বীর, নাগরঙ্গ, তুদ, আম্রাতক, জম্বু প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে পরিশোভিত হওয়া উত্তরবৃক্ষগুলি অপরূপ শোভা ধারণ করিল। কেতকী, কদলী, কদম্বসমূহ ফলফুলযুক্ত বৃক্ষসমূহে চারিদিকে পরিশোভিত সেই পরিখা সকল ক্রীড়োপযোগী নির্জ্জন এবং সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় হইল। এই পরিখায় সুগুপ্ত স্থানে একটী উত্তমপথ প্রস্তুত করিলেন। তাহা এইরূপ কৌশলময় হইল যে শত্রুগণের দুর্গম এবং আত্মীয়গণের সুগম হইল। কারণ ঐ পথে অন্তর্জ্জলাবৃত মণিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ স্তম্ভের সীমা অধিক সঙ্কীর্ণ বা অধিক বিস্তীর্ণ হইল না, সেই পরিখার উপরিভাগে শত ধনু পরিমিত ও অতি উচ্চ একটী প্রাকার রচনা করিলেন, সেই প্রাকারের প্রস্থ পঞ্চ-বিংশতি হস্ত এবং ইহা সিন্দূরাকার মণি দ্বারা বিনির্ম্মিত। বিশ্বকর্ম্মা এই প্রাকারের বহির্দ্দেশে দুইটি মণিসারনির্ম্মিত কবাট এবং বহির্দ্দেশে ঐ কবাট সন্নিবেশিত করিয়া পরিখা নিরুদ্ধ করিলেন। এই ভবনে পদ্মরাগমণি দ্বারা ২৪টী চতুঃশালা এবং গন্ধসার মণি দ্বারা তাহার স্তম্ভ সকল যোজনা করিলেন তাহাতে কুঙ্কুম আকার মণি দ্বারা সোপান এবং ঐ ভবন স্থিত গৃহ সকলের উপরি ভাগে হরিদ্বর্ণ মণিময় বিচিত্র কলস সকল নিবদ্ধ হইল। এইরূপ নন্দালয় নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা নগরে ভ্রমণ করিয়া নূতন মনোহর রাজমার্গ সকল নির্ম্মাণ করিলেন ঐ রাজমার্গের চারি দিকে পদ্মরাগমণি নির্ম্মিত বেদী সকল নির্ম্মিত হওয়ায় সেই রাজপথসমূহ অত্যন্ত মনোহর শোভা ধারণ করিল। সেই রাজমার্গের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে বণিক্‌দিগের বাণিজ্যোপযোগী উজ্জ্বল মণিমণ্ডপ সকল নির্ম্মিত হইয়া নগরের চারি দিকে বিরাজিত হইল।

পরে বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে নগর ও ভবনসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া ভগবানের ক্রীড়ার মণিপ্রাকারযুক্ত রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার চারি দিকে এক যোজন দীর্ঘ মণিবেদিকা এবং মধ্যে মণিসারবিকারে শৃঙ্গাররসের যোগ্য মনোহর চিত্রে চিত্রিত ও রতিশয্যাযুক্ত নবকোটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। সুগন্ধ সমীরণ নানাজাতি পুষ্পের গন্ধ আহরণ করিয়া সেই মণ্ডপ সকল সৌরভ-সম্পন্ন করিতে লাগিল, এবং তাহাতে রত্নময় প্রদীপ সকল স্থাপিত হইল। সুবর্ণ কলস সমূহ তাহার উপরিভাগে নিবদ্ধ হইয়া বিচিত্র উজ্জ্বল শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। সেই মণ্ডপসমূহের চারি দিকে পুষ্পোদ্যান ও মনোহর সরোবর অত্যন্ত শোভা বিস্তার করিল।

বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে ভগবানের ক্রীড়ার জন্ত রাসমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া ৩৩টী বন নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধুবনের সমীপে চম্পক-বনের পূর্ব্বভাগে সরোবরের পশ্চিম তটে কেতকী বন মধ্যে অতি মনোহর নির্জ্জন বটমূল সমীপে রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়ার জন্ত আর একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার চারি দিকে স্বর্ণ মূল্য অপেক্ষা শত গুণ মূল্যবান্ দুর্ল্লভ মণি দ্বারা সুন্দর চারিটী বহিকা প্রস্তুত হইল। ঐ মণ্ডপ রত্নসারনির্ম্মিত স্তম্ভ দ্বারা বিরাজিত, অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত এবং নানাচিত্রে চিত্রিত হইল। এই মণ্ডপ পতাকা এবং তোরণযুক্ত হইল। এই মণ্ডপের অভ্যন্তর মনোহর শয্যায় শোভিত, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা সুশোভিত এবং তাহার চারি দিকে মণিময় দর্পণ বিন্যস্ত হইল। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ ভাবে বৃন্দাবনধাম নির্ম্মাণ করিলেন। বৃন্দাবনস্থিত মণ্ডপের কোন স্থান রত্নময় পাত্র ও ঘট সমূহে আকীর্ণ, কোন স্থান রত্নময় পাদপীঠযুক্ত, কোনও স্থান রত্নময় সিংহাসন শোভিত ও নানাচিত্রে চিত্রিত। কোন স্থান চন্দ্রকান্ত মণি হইতে ক্ষরিত জলবিন্দু দ্বারা সুসিক্ত, কোন স্থান বা সুবাসিত জল ও নানা ভোজ্যবস্তুপূর্ণ।

বিশ্বকর্ম্মা তখন এইরূপে নগর নির্ম্মাণ ও তাহার শোভা দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যাহার যে মন্দির তাহার নাম তাহাতে লিখিয়া দিয়া বন্ধুগণের সহিত নিদ্রিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

যামিনী অতীত হইলে অরুণোদয় কালে ব্রজবাসী সকল জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট নগর দর্শন করিয়া কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এইরূপ বলিতে লাগিল। তখন নন্দ গর্গবাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে জানিলেন যে শ্রীহরির ইচ্ছায় ভ্রূভঙ্গি মাত্রে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত এই চরাচর জগৎ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকে, তাঁহার অসাধ্য কি আছে? যাঁহার প্রতি লোমকূপ মধ্যে অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, তাহার আর অসাধ্য কি আছে? গোপরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নগর বারংবার ভ্রমণ, তত্রত্য গৃহ সকল দর্শন ও লিখিত নাম সমূহ পাঠ করিয়া সকলকে নির্দ্দিষ্ট ভবন প্রদান করিলেন। পরে নন্দ ও বৃষভানু কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে তত্তৎকল পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে পরম সুখে সকলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ এই স্থবর্ণ বৃন্দাবনধামে অবস্থান করিয়া গোপগণের সহিত কালীয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ ও রাস লীলা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করেন। বৃন্দাবনধামে ভগবানের লীলা পরমাদ্ভুত। এই লীলা বৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ করেন, তিনি পাপযুক্ত হইলেও অন্তকালে ভগবানের পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ কৃষ্ণ বৃন্দাবনলীলা শেষ করিয়া মথুরায় গমন করেন।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৬-২২ অ°)

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডেও বর্ণিত আছে যে, এই পৃথিবীস্থ বৃন্দাবনধাম স্বর্গীয় গোলকধাম সদৃশ, গোলকে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার পূর্ণৈশ্বর্য্যের সহিত বিরাজিত থাকেন, এবং এই স্থানেও তিনি তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্যের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন ও সর্ব্বদা তথায় অবস্থিত থাকিতেন, এইজন্ত ঐ স্থান অতি পবিত্র ও প্রধানতম তীর্থ।

এই বৃন্দারণ্যে দ্বাদশটী প্রধান বন আছে, যথা—ভদ্রবন, লোহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদীরবন, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু, ও বৃন্দাবন এই দ্বাদশবন ভগবান কৃষ্ণের বিহার ভূমি।

"প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ।
ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীরমহাতালখদীরকাঃ॥
বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা।
দ্বাদশৈতা বনসংখ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে॥"

(পদ্মপু° পাতালখ° ৩৮ অ°)

এই পৃথিবীতে বিষ্ণুপাসকদিগের বাসভূমির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম দুর্লভ এক স্থান আছে, তাহার নাম বৃন্দাবন। গোলকে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে তাহা গোকুলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বৈকুণ্ঠের বৈভব দ্বারকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের যাহা কিছু পরমৈশ্বর্য্য, তাহা বৃন্দাবনাশ্রিত এবং তন্মধ্যে কৃষ্ণ ধামই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবীই একমাত্র ধন্যা, যে হেতু বৃন্দাবন পৃথিবী মধ্যে অবস্থিত। এই স্থান মাথুর মণ্ডল নামেও অভিহিত।

মাথুরমণ্ডলের আকৃতি সহস্রদল কমল সদৃশ, ইহার পরিমাণ বিষ্ণুর চক্রের সমান। এই সকল স্থান কর্ণিকাদলের প্রায় বিস্তৃত। ইহার মধ্যে দ্বাদশটী প্রধান স্থান, যথা ভদ্র, শ্রী, লোহ

ভাণ্ডীর, বহুলা, তাল, খদীরক, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও বৃন্দাবন। এই দ্বাদশ বনের মধ্যে যমুনার পশ্চিম দিকে ৭টী এবং পূর্ব্ব দিকে ৫টী অবস্থিত। এই সকল বন শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি।

ইহা ভিন্ন কদম্ব, খণ্ডিক, নন্দবন, নন্দীশ্বর, নন্দনানন্দখণ্ড, পলাশ, অশোক, কেতক, সুগন্ধি, মাদন, কৈল, অমৃত, ভোজনস্থান, সুখপ্রসাধন, বৎসহরণ, শেষশায়ন, শ্যামপুর, দধিগ্রাম, চক্র, ভাণ্ডপুর, সঙ্কেত, দ্বিপদ, বালক্রীড়, ধূসর, কেলিক্রম, সুললিত, উৎসুক এবং নন্দন এই ত্রিংশৎ উপবন। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নানাপ্রকার ভগবল্লীলার ভূমি। [মথুরা ও ব্রজ দেখ।]

গোকুল সহস্র পত্র কমলের ন্যায়, ঐ পদ্মের উপর সুবর্ণ পীঠে মণিমণ্ডপ শোভিত গোবিন্দের যে উত্তম স্থান আছে, সেই উৎকৃষ্ট ধামই কমলের কর্ণিকাস্বরূপ। উক্ত কর্ণিকার সকল দিকে দলগুলি যথাক্রমে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, দক্ষিণ দিকের দল অতি উৎকৃষ্ট, এই দল যোগিগণেরও দুষ্প্রাপ্য ; এই স্থলে যে মহাপীঠ আছে, তাহাতে গোকুলের সম্পূর্ণ আত্মা বিরাজিত।

অগ্নিকোণে—দ্বিতীয় দল অবস্থিত, ঐ দল দুই ভাগে বিভক্ত এবং উহাতে নিকুঞ্জকুটীর ও ধীরকুটীর নামে দুইটী কুটীর আছে। পূর্ব্বদিকে তৃতীয় দল অবস্থিত। ঐ দল পরম পবিত্র, গঙ্গাদি তীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, এই স্থান তদপেক্ষা শত গুণ পুণ্যদায়ক। ঈশান কোণে চতুর্থ দল, উহা সিদ্ধপীঠ নামে প্রসিদ্ধ, এই স্থানে গোপিকাগণ ভগবতী কাত্যায়নীর পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন এবং এই স্থলে গোপীদিগের বস্ত্রহরণ হইয়াছিল। উত্তর দিকে পঞ্চম দল, উহা কর্ণিকার সদৃশ, এবং এখানে দ্বাদশাদিত্য নামক স্থান আছে। বায়ুকোণে ষষ্ঠ দল, এই স্থলে কালীয়হ্রদ বিদ্যমান এবং ইহাই সর্ব্বোত্তম দল ও প্রধান স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পশ্চিম দিকে সপ্তম দল, এই স্থলে যজ্ঞপত্নীগণের অভীষ্ট বর লাভ এবং অঘাসুরের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়াছিল। নৈঋত দিকে অষ্টম দল, উহার নাম ব্যোমঘাতন। এই স্থানে শঙ্খচূড় বধ হইয়াছিল। উহা নানাবিধ ক্রীড়ারসের স্থল।

এই ৮টী দল বৃন্দাবন মধ্যে বিরাজিত। বৃন্দাবন অতি মনোহর স্থান ! ইহা যমুনা নদীকে চারি দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। গোপীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এই স্থলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহার বহির্দ্দেশে শ্রীবিশিষ্ট ষোড়শ দল বিরাজিত আছে। প্রথম দলের মাহাত্ম্য কর্ণিকার তুল্য, উক্ত দলে মধুবন বিরাজিত আছে, ঐ স্থলেই সর্ব্বকারণকারণ চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দল লীলা রসের স্থান এবং উহা খদিরবন নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের মহালীলা সম্পন্ন করেন এবং বৃন্দাবনপতি হন। তৃতীয় দল পরম পবিত্র এবং অতিশয় পুণ্যতম স্থান। চতুর্থ দলে নন্দীশ্বরবন ও নন্দালয় অবস্থিত। পঞ্চম দলে ধেনুপালন স্থান। ষষ্ঠ দলে নন্দবন অবস্থিত। সপ্তম দলে মনোহর বকুলবন। অষ্টম দলে তালবন, এই স্থলে ভগবান্ ধেনুক বধ করেন। নবম দলে কুমুদবন, দশম দলে কাম্যবন। একাদশ দল বহু বনময় স্থান, এই স্থলে সেতুবন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বাদশ দলে ভাণ্ডীর বন, এই বনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদির সহিত ক্রীড়ায় রত থাকিতেন। ত্রয়োদশ দলে ভদ্রবন, চতুর্দ্দশ দলে শ্রীবন, পঞ্চদশ দলে লোহবন এবং ষোড়শ দলে মহাবন অবস্থিত। এই মহাবনে শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাল্যলীলায় রত থাকিতেন। ঐ স্থানেই পূতনা প্রভৃতি রাক্ষসীর বধ ও যমলার্জ্জুন ভগ্ন হইয়াছিল। পঞ্চম বর্ষীয় বালগোপাল ঐ স্থানের অধিষ্ঠাতা। ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দামোদর নামে অভিহিত হন। উক্ত দলই কিশোরবিহার। ঐ স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া হইয়াছিল।

পার্ব্বতী মহাদেবের নিকট বৃন্দাবনের বিষয় এইরূপে অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, দেবাদিদেব ! ভগবানের লীলা অতি অদ্ভুত, ইহা যতই শ্রবণ করা যায়, ততই কৌতূহল জন্মে, অতএব বৃন্দাবনের রহস্য কি প্রকার অদ্ভুত তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে মহাদেব বলিয়াছিলেন যে, এই বৃন্দাবন ধাম, ত্রিভুবনে গোপনীয় এবং দেবেশ্বর কর্তৃক পূজিত, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবগণেরও বাঞ্ছিত এবং দেবতা ও সিদ্ধগণ কর্তৃক সেবিত। যোগী ও মুনিগণ সর্ব্বদা উহার ধ্যানে তৎপর থাকেন। ঐ স্থানে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত করে, উহা পূর্ণানন্দ রসের আবাসভূমি। ঐ স্থলের ভূমি চিন্তামণি সদৃশ এবং উহার জলে অমৃত রস আছে। এখানকার বৃক্ষ সকল সুরতরু সদৃশ, নারীগণ লক্ষ্মীসদৃশ, পুরুষগণ বিষ্ণুর তুল্য। এই স্থানের [illegible] সকল কৈশোর বয়স্ক ও আনন্দময়-বিগ্রহ। সকলের [illegible] নিরন্তরই হাস্য বিরাজমান, এবং সকলেই গীতবাদ্যনিপুণ।

বৃন্দাবনধাম তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত বৈষ্ণবগণকর্তৃক আশ্রিত এবং পূর্ণব্রহ্মসুখে মগ্ন। ঐ স্থানে মত্ত কোকিল ও ভ্রমরগণ সদা অব্যক্ত মধুর ও মনোহর শব্দ করিতেছে, কপোত ও শুকপক্ষিগণ সঙ্গীতে রত রহিয়াছে এবং সহস্র সহস্র উন্মত্ত [illegible] বিরাজিত আছে। ঐ স্থলে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, সকল প্রকার আমোদ ও বিভ্রম পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানে পূর্ণচন্দ্র প্রতিদিন উদয় হইয়া থাকেন। সূর্য্যদেব মন্দ মন্দ [illegible] করেন। ঐ স্থান দুঃখ, জরা ও মরণ রহিত। ঐ স্থানে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, ভেদজ্ঞান ও অহঙ্কার নাই সর্ব্বদা ঐ স্থানে আনন্দ,

রস বহিতেছে ও পূর্ণ প্রেমসুখ-সমুদ্র বিরাজিত আছে। ঐ মহৎ ধাম ত্রিগুণাতীত এবং পূর্ণপ্রেম স্বরূপ। এমন কি ঐ স্থানে বৃক্ষাদিরও গাত্রে পুলকোদ্গম হয়, এবং উহারা প্রেম ও আনন্দ ভরে অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকে। এখানকার পাদপগণের যখন ঐরূপ অবস্থা, তখন বৈষ্ণবগণের কথা আর কি বলিব। গোবিন্দের পদরজঃস্পর্শে বৃন্দাবন পৃথিবীতে নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভূমণ্ডলে বৃন্দাবন গুহ্য হইতেও গুহ্যতম, রমণীয়, পবিত্র, অক্ষয়, পরমানন্দময়, এবং গোবিন্দের অব্যয় স্থান। বৃন্দাবন গোবিন্দদেহ হইতে অভিন্ন এবং পূর্ণব্রহ্মসুখাশ্রিত। উহার মাহাত্ম্য অধিক কি বলিব। ঐ স্থানের ধূলি স্পর্শ করিলে মুক্তি হয়। হে দেবি! বৃন্দাবনবিহারকালে সম্পূর্ণ যত্নের সহিত বৃন্দাবন এবং কৈশোরবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন কর। কালিন্দী এই বৃন্দাবন কমলকর্ণিকা প্রদক্ষিণ করিয়া বিরাজিত। ঐ যমুনা নদীর উভয়কূল রমণীয় ও পবিত্র। উহার জল স্পর্শ করিলে গঙ্গাজল স্পর্শ অপেক্ষা কোটি গুণ পুণ্য হইয়া থাকে। ঐ স্থানেই ভগবান্ ক্রীড়ারত ছিলেন।

রমণীয় বৃন্দাবনের মধ্যে মনোহর স্থানে সমুজ্জ্বল যোগপীঠ বিদ্যমান আছে, উহা অষ্টকোণ এবং নানাবিধ দীপ্তি দ্বারা মনোহর। তাহার উপরে মণিমাণিক্য-খচিত রত্নময় মনোহর সিংহাসন বিরাজিত, তদুপরি অষ্টদল পদ্মনিহিত, উহাতেই হরির কর্ণিকায় সুখাসন। এই পরম স্থানে বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদা ব্রজবয়োধারী এবং নিয়ত সকলৈশ্বর্য্যশালী ও ব্রজবালকগণের একমাত্র প্রিয় হইয়া অবস্থান করেন। যৌবনাবির্ভাববশতঃ অধুনা তাহার কৈশোর উদ্ভিন্ন হইয়াছে, এবং তিনি অপূর্ব্বমূর্ত্তি সম্পন্ন হইয়াছেন। সেই অনাদি, অথচ সকলের আদিভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে থাকিয়াই গোপীগণের মনোমোহন করেন।

ভগবান্ কৃষ্ণ এই স্থানে নন্দনন্দনরূপে সতত বিরাজিত থাকেন। এই কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নিশ্চল জগতের আদিকারণ। তাঁহার প্রিয়তমা কৃষ্ণবল্লভা শ্রীমতী রাধাই আদ্যা প্রকৃতি। সেই রাধিকার কোটি কোটি কলাংশ হইতে ত্রিগুণময়ী দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ রাধিকার পাদধূলি স্পর্শে কোটি বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বৃন্দাবন ধামই উক্ত রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি। (পদ্মপু° পাতালখ° ৩৮।৩০ অ°)

পুরাণবর্ণিত শ্রীবৃন্দাবনবৈভব এখন কবিবর্ণিত কাব্যমালা বলিয়াই অনুমিত হয়।

> "বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্।
> গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্॥"

শ্রীভাগবতের বর্ণিত শ্রীবৃন্দাবনের এতাদৃশী বনশোভা এখন আর পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীজয়দেব বর্ণিত বসন্তশোভা এখন কেবল কবিকল্পনাতেই স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে পৌরাণিক বর্ণনা-বৈভব বর্ত্তমান সময়ে পরিলক্ষিত না হইলেও আমরা শ্রীবৃন্দাবনধাম এখনও পুণ্যময় মহাতীর্থরূপে দর্শন করিতে পাই। কিন্তু সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবন একরূপকেই মহারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। মুসলমানদের অত্যাচারে এবং আরও বিবিধ কারণে শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ একরূপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রভাবে শ্রীবৃন্দাবনের পুণ্যতীর্থ সমূহের আবার উদ্ধার হইয়াছে। কি প্রকারে শ্রীবৃন্দাবনের শোচনীয় দশা ঘটে এবং কি প্রকারেই বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পুণ্যতীর্থ সমূহের উদ্ধার করেন, তাঁহার মর্ম নিম্নে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করা যাইতেছে :—

দেবদ্বেষী গজনীর সুলতান মামুদ আসিয়া ব্রজ-ধামের যে যে দুর্দ্দশা করিয়া যান, তাহার আর পুনরুদ্ধার ঘটে নাই, তৎপরে ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রাণভয়ে আর তাঁহাদের পরম প্রিয়স্থান আসিতে চাহিতেন না। সুলতান মামুদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর শতাধিক বর্ষকাল হিন্দুশাসন পরিচালিত হইলেও বৃন্দাবনের পূর্ব্ব-গৌরব উদ্ধারের জন্য কোন হিন্দু নরপতি বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সুলতান মামুদের সময় হিন্দু নরপতিগণ একতা হারাইয়া যে অন্তর্বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফল অতি নিদারুণ,—সেই জন্য জাতীয় শক্তি হারাইয়া তাহারই শতাধিক বর্ষ পরে হিন্দুগণ মুসলমান করে সোণার ভারতকে বলি দিতে পারিয়াছিলেন। চাহমানশিরোমণি পৃথ্বীরাজের অভ্যুদয়ে অল্প দিনের জন্য ভারতে ক্ষত্রিয়শক্তি সজাগ হইলেও পরশ্রীকাতর কনোজপতি জয়চন্দ্রের কূটবুদ্ধিতে তাহার পরিণাম অকরুণ হইল—মহম্মদ ঘোরী আসিয়া উত্তর ভারত অধিকার করিলেন,—অল্পদিন মধ্যেই ইন্দ্রপ্রস্থের আর্য্যসিংহাসনে মুসলমানরাজের ক্রীতদাস অধিষ্ঠিত হইলেন; ক্রীতদাসের দাসত্বই ভারতবাসীর সম্বল হইল। দাসত্বের সহিত হিন্দু আপনার জাতীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে লাগিলেন,—ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ, দেবতার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ, পরাধীন হিন্দু একবারেই ভুলিয়া গেলেন;—তাই যেখানে এক সময়ে ভক্তির পরাকাষ্ঠা, স্বার্থের অপূর্ব্ব বলিদান ও দেবকার্য্যের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণের পরিচয় পাইয়াছিলাম, যেখানে একদিন প্রতি কুঞ্জকুটীরে ভক্তগণ প্রেমের বংশীধ্বনি শুনিয়া আসিয়াছিলেন, নরলোকেও যাহা একদিন প্রকৃত বৈকুণ্ঠ-ধাম বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল,—কোটি কোটি ভক্তের প্রেমাশ্রুতে যে ব্রজধামের সহস্র সহস্র দেবস্থান প্রক্ষালিত হইয়াছিল,—ভক্তি হারাইয়া, শক্তি হারাইয়া হিন্দু সেইস্থান বন্যশ্বাপদের আবাস বিজন শ্মশানে পরিণত করিল।

মুসলমান বাদশাহগণের আধিপত্যকালে ক্রমে সেই বহু জনাকীর্ণ ব্রজধাম জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। দুই একজন ব্রজবাসী সেই বিজন নিভৃত নিকুঞ্জে থাকিয়া ভগবানের লীলাভূমির উপর অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছিলেন। বলিতে কি কয়েক শতাব্দ পরে ভাগবতগণের লীলাস্থলী এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল, যাবৎ যোজনব্যাপী পবিত্র হিন্দুকীর্তি ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, 'ক পথ দুর্গম, তদুপরি মুসলমানের অত্যাচার ও দস্যুভয় ইত্যাদি নানা কারণে বহুকালপর্য্যন্ত গৃহী তীর্থযাত্রিগণ ঐ সকল পবিত্র স্মৃতি দেখিবার জন্ত এখানে আসিতে সাহসী হন নাই। নির্ভীক ভক্ত সন্ন্যাসিগণ মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া ভগবানের চিহ্ন দর্শন করিতে আসিতেন মাত্র।

মোগল-বংশের সাম্রাজ্য শাসন আরম্ভে হিন্দুগণ অনেকটা মুসলমান অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। গৌড়ে হোসেনশাহের ন্যায় দিল্লীতেও প্রজারঞ্জক মুসলমান নরপতি গণের অধিষ্ঠান ঘটিয়াছিল। হিন্দুগণের এই সামান্ত সুবিধার সময় তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি উদ্ধার করিবার জন্ত উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। কিন্ত ব্রজধামে আসিয়া তাঁহারা ভগবানের সমস্ত নিদর্শন খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। যদুবংশের ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণপৌত্র (অনিরুদ্ধের পুত্র) ব্রজনাভ মথুরায় রাজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা নামানুসারে গ্রাম বসাইয়াছিলেন এবং সেইগুলি পরবর্ত্তী কালে প্রধান প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বলিতে কি মুসলমান-দৌরাত্ম্যে বৈষ্ণবগণের সেই সর্ব্বপ্রধান ভাগবততীর্থের অধিকাংশই এক প্রকার বিলুপ্ত হয়। কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হইয়া গৌরাঙ্গদেব যখন ব্রজমণ্ডলে আসিলেন, তখন তিনি ভগবানের লীলাস্থান বাহির করিতে না পারিয়া প্রথমে কাঁদিয়াই আকুল হন। পরে নিজের ঐশীশক্তিপ্রভাবে লীলাস্থান উদ্ধারের পথ করিয়া যান। মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্তচরিত কাব্যে ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস আছে। অবশেষে গৌরাঙ্গের পার্ষদ শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী ব্রজমণ্ডলে থাকিয়া লুপ্ত তীর্থসমূহ উদ্ধারপূর্ব্বক মহাপ্রভুর অভি প্রায় পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

[illegible] আচার্য্য শ্রীরূপসনাতন
প্রভু মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুইজন॥
লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে।
শ্রীরূপ গোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে॥

১। শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রকুমার।
সদা যোগপীঠে স্থিতি শাস্ত্রে এ প্রকার॥
হেন শ্রীগোবিন্দদেবে না পাই দর্শন।
গ্রামে গ্রামে বনে বনে করএ ভ্রমণ॥
ব্রজবাসী ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি।
যমুনার তীরে রহে ধৈর্য্য পরিহরি॥
এক দিন এক ব্রজবাসী অকস্মাৎ।
শ্রীরূপ গোস্বামী আগে হইল সাক্ষাৎ॥
পরম সুন্দর তেঁহো মধুর বচনে।
শ্রীরূপে কহএ স্বামী দুঃখী দেখি কেনে।
তাঁহার মধুর বাক্যে চিত্ত আকর্ষিল।
শ্রীরূপ গোস্বামী ক্রমে সব নিবারিল॥
ব্রজবাসী কহে চিন্তা না করিহ মনে।
গোমা টীলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে॥
তথা কোন গাভীশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ণ সময়।
দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস হৃদয়॥
শ্রীগোবিন্দ দেব আছেন গোপনে।
এত কহি রূপে লৈয়া গেলে সেইখানে
স্থান জানাইয়া তেঁহো অদর্শন হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ পড়িল ভূমিতে॥
কতক্ষণ পরে রূপ পাইলা চেতন।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী কোটিসমুদ্র গম্ভীর।
প্রভুর রহস্য জানি হইলেন স্থির॥
মনের উল্লাসে কহে ব্রজবাসিগণে।
শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এখানে॥
শুনি ব্রজবাসী প্রেমে বিহ্বল হইলা।
বালবৃদ্ধ আদি সভে গোমা টীলা আইলা॥
কেহো কার প্রতি কহে সহাস্য বদনে।
গোমা-টীলা যোগপীঠ জানিনু এখনে॥
যত্নে যোগপীঠ ভূমি খননের কালে।
হৈল বলরাম আজ্ঞা দেখ মধ্যস্থলে॥
যোগপীঠমধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
হইল সাক্ষাৎ কোটিকন্দর্পমোহন॥
শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে

২। "শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল।
ব্রহ্মকুণ্ডতট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল॥
শ্রীবৃন্দা দেবীর শোভা মহিমা অপার।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় হলে কৃপা তাঁর॥"

পুরোহিতের ন্যায় এখানকার পুরোহিতও গৌড়ীয় গোঁসাই।

যখন মদনমোহন বৃন্দাবনে ছিলেন, তৎকালে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি সুরদাস ইহার একজন প্রধান ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অকবরের অধীনে সুরদাস শান্তিলের আমীন ছিলেন। প্রবাদ, তিনি যাহা কিছু আদায় করিতেন, সে সমস্তই মদনমোহনজীর ভাণ্ডারে ব্যয় করিতেন। এইরূপে এক সময় দিল্লীতে টাকা পাঠাইতে না পারিয়া তিনি সিন্দুকে শিলাখণ্ড ভরিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবিলম্বে এই অমিতব্যয়িতার জন্য সুরদাস দিল্লীতে কারারুদ্ধ হইলেন। অবশেষে ভক্তবৎসল মদনমোহন ভক্তকে মুক্তিদান করিবার জন্য দিল্লীশ্বরকে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন। সুরদাস তাহাতেই সেবার মুক্তিলাভ করেন।

গোপীনাথের মন্দির।

গোবিন্দজী ও মদনগোপালের মন্দির-প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইল। দিল্লীশ্বর অকবর যে সময় বৃন্দাবনে গোস্বামিদর্শনে আগমন করেন, তৎকালে কচ্ছবাহ-ঠাকুরবংশীয় রায়সিংহ নামে তাঁহার এক সভাসদ্ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইনি শেখাবতীর

মদনমোহনের মন্দির

কচ্ছবাহঠাকুরবংশ-প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র; রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে ইনিও মানসিংহের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনি বৃন্দাবনের গোপীনাথের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অবশেষে ইনি গোস্বামিগণের তত্ত্বাবধানে গোপীনাথের এক সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এখন সেই মন্দিরের নিতান্ত ভগ্নাবস্থা প্রাচীন মন্দিরের মধ্যমণ্ডপ ও তিনটী কলসই এককালে নষ্ট হইয়াছে। ইহার পার্শ্বেই ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বড়ু নিবাসী নন্দকুমার বসু নামে এক বাঙ্গালী কায়স্থ বর্ত্তমান মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

কেশিঘাটে যুগলকিশোরের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরটী ১৬২১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন, এই মন্দিরটী কচ্ছবাহঠাকুর রায়সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নোন্‌করণের কীর্ত্তি। এই মন্দিরেরও গর্ভগৃহ এককালে নষ্ট হইয়াছে। ইহার নাটমণ্ডপের খিলানে যথেষ্ট স্থাপত্যনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। এই খিলানের নীচে গোবর্দ্ধনধারীর গোবর্দ্ধনলীলা খোদিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই মন্দিরটীও এখন পরিত্যক্ত, কপোত ও চটকের একমাত্র আবাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাধাবল্লভজীর মন্দির।

রাধাবল্লভজীর মন্দিরও জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হরিবংশ গোঁসাই এই মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা। সুন্দরদাস নামক এক কায়স্থের ব্যয়ে ১৬৪১ সংবতে হরিবংশ মন্দিরনির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। হরিবংশের দুই পুত্র ছিলেন, ব্রজচাঁদ ও কৃষ্ণচাঁদ। ব্রজ চাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি রাধাবল্লভের অধিকারী। কৃষ্ণচাঁদ রাধারমণের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার বংশধরেরাই এখন রাধারমণের অধিকারী।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ব্রজধামে যাহা কিছু প্রাচীন কীর্ত্তি ছিল, খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৫শ শতাব্দের মধ্যে তাহার এককালে ধ্বংসকার্য্য সংসাধিত হয়। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলে আর কেহ কোন দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে সাহসী

হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণের বৃন্দাবনে বাস এবং তাঁহাদের অসাধারণ প্রেমভক্তিগুণে মুসলমান সম্রাট্ অকবরের মন বিচলিত হওয়ায় আবার হিন্দুগণ বৃন্দাবনে দেবকীর্ত্তি জাগাইতে সাহসী হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় গোস্বামিগণের প্রভাবে ব্রজধামের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল বলিয়াই আজও বৃন্দাবনে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ প্রধান সম্মানলাভের অধিকারী রহিয়াছেন। বলিতে কি, ভগবানের লীলাস্থলী বাঙ্গালী হইতে উদ্ধার হইয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চেষ্টাতেই যে এখানকার বৃন্দাবনের সর্ব্বপ্রাচীন গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল মন্দিরে খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর সম্মিলিত হিন্দু মুসলমানের স্থাপত্যশিল্প দেদীপ্যমান, এখন উহার অধিকাংশ নষ্ট হইলেও স্থাপত্যশিল্পীর নিকট অতি সুন্দর, অতি প্রশংসনীয় এবং দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া আদৃত হইবে।

অকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্ব পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডলে গোবর্দ্ধন ও গোকুলে নানাস্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুর দুরদৃষ্টক্রমে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগুলির ন্যায় বহু দেবালয় অরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে নষ্ট ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। অরঙ্গজেবের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় সকল প্রাচীন মূর্ত্তিই স্থানান্তরিত করা হয়, তন্মধ্যে মেবারের রাণা রাজসিংহ মথুরার সুপ্রসিদ্ধ কেশবদেবকে আনিয়া নাথদ্বারে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ছাড়া নাথদ্বারে মথুরার উপকণ্ঠ হইতে নবনীত প্রিয়, কোটায় মথুরার মথুরানাথ, বৃন্দাবনের মদনমোহন এবং গোকুল হইতে গোকুলনাথ ও গোকুলচন্দ্রমামূর্ত্তি এবং সুরাটে মহাবনের প্রসিদ্ধ বালকৃষ্ণমূর্ত্তি আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

মথুরা ও বৃন্দাবনের নানা কৃষ্ণমূর্ত্তি ও দেবালয় পরিদর্শন করিলে সহজেই জানা যাইবে যে, এখানে বৈষ্ণবগণের পুনরভ্যুদয়কালে প্রথমে চৈতন্যসম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করেন। এমন কি দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সম্প্রদায়ের প্রভাব এখনও বৃন্দাবন হইতে লুপ্ত হয় নাই।

চৈতন্য সম্প্রদায়ের পর এখানে রাধাবল্লভী-সম্প্রদায় দেখা দিলেন। হরিবংশ নামে সাহরণপুর জেলাস্থ দেববনবাসী এক গৌড় ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। আগ্রায় ১৫৫৯ সংবতে ইহার জন্ম। যথাকালে ইনি পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। হোদলের নিকটবর্ত্তী চর্থাবল নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুই কন্যাসহ দেখা দিলেন। বিপ্র হরিবংশকে জানাইলেন যে, ভগবানের প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তাঁহাকে ঐ দুই কন্যা বিবাহ করিতে হইবে। যাহা হউক, বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়া তিনি আবার কিছু বেশী রসিক হইয়া পড়িলেন। বিবাহের পর তাঁহার নব শ্বশুর তাঁহাকে রাধাবল্লভ মূর্ত্তি দিয়া যান। সেই রাধাবল্লভের নামে কিশোরীভজন ও কামসাধন মত প্রচার করেন। ক্রমে তাঁহার অনেক শিষ্য জুটিল। রাধাবল্লভের মন্দির তাঁহারই কীর্ত্তি।

তুজুক নামক মুসলমান ইতিহাসে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে উজ্জয়িনী হইতে মথুরায় যতরূপ নামে এক সাধু আগমন করেন। অকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়েই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারও অনেক শিষ্য হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের কোন নিদর্শন নাই।

অকবরের অধিকারকালে বৃন্দাবনে আর একজন সাধুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহার নাম স্বামী হরিদাস। কোল গ্রামের নিকট বর্ত্তমান হরিদাসপুরে ব্রহ্মচারীদের পূর্ব্ব স্থানদাস নামে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি গিরিধারীর উপাসক ছিলেন। তৎপুত্র আশাধীর। এই আশাধীরের পুত্র সাধু হরিদাস। হরিদাস একজন সর্ব্বত্যাগী ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বহু লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। তাঁহার এক ক্ষত্রিয় শিষ্য তাঁহাকে স্পর্শমণি অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া তাহা যমুনায় ফেলিয়া দেন, কারণ কামিনীকাঞ্চনে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। অকবরের প্রিয় গায়ক মীঞা তানসেন এই হরিদাসের শিষ্য; স্বামী হরিদাসের প্রভাবেই তানসেন অপূর্ব্ব সঙ্গীতশক্তি লাভ করেন। স্বয়ং অকবর তানসেনের নিকট তাঁহার গুরুর অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া বৃন্দাবনে তাঁহাকে দেখিতে আসেন। এ সময়ে হরিদাস প্রিয়শিষ্য তানসেনকে আদর করিয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লীশ্বরের পরিচয় জানিয়াও তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। এখানে অকবর স্বামীজীর নানা অলৌকিক শক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া স্বামীজীর অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহার দেবসেবার জন্য কিছু সম্পত্তি দান করেন।

কুঞ্জবিহারী হরিদাসের উপাস্য ইষ্টদেবতা। প্রথমে তাঁহার শিষ্যগণের ব্যয়ে কুঞ্জবিহারীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। অল্পদিন হইল স্বামী হরিদাসের বংশধর গোঁসাইগণের চেষ্টায় ও বহুদূরদেশবাসী শিষ্যগণের অর্থানুকূল্যে ৭০০০০০ টাকা ব্যয়ে কুঞ্জবিহারীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণে এই মন্দির বিহারীজী বা বাঁকেবিহারী নামে আখ্যাত। এই মন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতি সুন্দর। বৃন্দাবনের মধ্যে ইহা একটী দ্রষ্টব্য সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বহু দূরদেশ হইতেও স্বামী হরিদাসের ভক্তগণ এই মন্দিরদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন।

বৃন্দাবনে কেশিঘাটে রামজীর মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে মলুকদাসী-সম্প্রদায়ের একটী গাদি আছে। অরঙ্গজেবের অধিকারকালে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব। স্বামী হরিদাসের প্রবর্ত্তিত ভক্তি ও শাস্ত্রবিধান মলুকদাসীরা গ্রহণ করিলেও তাঁহারা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন।

মথুরার ধ্রুবটীলে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের এক অতি প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ মন্দির দেখিলে মনে হইবে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত এখানে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আগমন হইয়াছিল। মথুরামণ্ডলে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি ও বহুতর শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল,—অরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে সে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। বৃন্দাবনের নানা স্থানে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। বাধি ও কোকিলবনে এই সম্প্রদায়ী সাধু সন্ন্যাসীর গদ্দি আছে।

রামানুজ-প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের প্রভাব সমস্ত দক্ষিণভারতে বহুকাল হইতে বিস্তৃত হইলেও ব্রজধামে তাঁহাদের কোন পূর্ব্ব নিদর্শন নাই। শ্রীসম্প্রদায়ীরা প্রধানতঃ বড়গলৈ ও তেঙ্কলই এই দুই শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে তেঙ্কলই শাখা কিছুদিন হইল বৃন্দাবনে দেখা দেন। প্রসিদ্ধ ধনকুবের শেঠ লখ্‌মিচাঁদ তেঙ্কলই গুরুর মহিমায় মুগ্ধ হন। তিনি জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গুরুর নিকট শ্রীবৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শ্রীরঙ্গজীর মন্দির শেঠ লখ্‌মিচাঁদের বিশাল কীর্ত্তি। সাধারণতঃ উহা 'শেঠের মন্দির' বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এই মন্দির উত্তরভারতে নির্ম্মিত হইলেও ইহাতে দাক্ষিণাত্য স্থাপত্যনৈপুণ্যের কতকটা আভাস পরিলক্ষিত হয়। বৃন্দাবনের পূর্ব্বসমৃদ্ধি কিছুই নাই বটে, কিন্তু ঐ শেঠের মন্দির পূর্ব্বস্মৃতির কতকটা আভাস জাগাইয়া রাখিয়াছে।

ইদানীন্তন কালের আর একটী কীর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রমার [illegible]

রঙ্গজীর মন্দির

মন্দির। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলতিলক কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবু ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রকাণ্ড কার্য্য সম্পাদন ও রাধাকুণ্ডের সংস্কার করেন। লালাবাবুর সংসার বৈরাগ্য ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় কেবল বাঙ্গলা বলিয়া নহে, বৃন্দাবন মথুরায় সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহাতীর্থ ভাবিয়া বহুদূরদেশ হইতে বৈষ্ণবগণ লালাবাবুর কুঞ্জ দেখিতে আসিয়া থাকেন। এখানে অতিথি-সেবার জন্য লালাবাবু লক্ষাধিক [illegible] আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন; সেই সম্পত্তির আয় হইতে এখানকার দেবসেবা, এবং শত শত অতিথি ও তীর্থযাত্রীর বাস ও আহারের বন্দোবস্ত আছে। এরূপ সেবার বন্দোবস্ত অন্যত্র বিরল।

ইদানীন্তনকালে আরও অনেক দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বৃন্দাবনে জয়পুররাজের প্রতিষ্ঠিত নবমন্দির এবং রাধাকুণ্ডের রায় বনমালী রায় বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত বন-বিনোদের মন্দির ও বৃন্দাবনে রাধাবিনোদের [illegible] শ্রীমন্দির উল্লেখযোগ্য। রায় বনমালী বাহাদুর উক্ত দেবসেবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন।

শাস্ত্রে ব্রজধামের দ্বাদশবনের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের বহু মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে অতি সংক্ষেপে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে যথা :—

(১) "বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমৌ সর্ব্বপাতকনাশনম্
তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপীগোপালকৈঃ সমং
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেবদানবদুর্লভম্।" (আদিবারাহে)

২) "ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতম্।
হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥
বৃন্দাবনং সুগহনম্ বিশালং [illegible] বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দসমন্বিতম্।
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা যথা রুক্মিণ্যা নরাঃ।
গোবিন্দস্য প্রিয়তমং তথা বৃন্দাবনং ভুবি॥
বৎসৈ বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামবালকৈর্বৃতঃ॥
অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
যত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানি চ॥" (স্কান্দে মথুরা খণ্ড)।

৩) "বনমানন্দকন্দাখ্যং মহাপাতকনাশনম্।
সমস্তদুঃখসংহর্তৃ জীবন্মুক্তিপ্রদম্॥" (পাদ্মে নির্ব্বাণখ)।

৪) "বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্॥
বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্।" (শ্রীভাগবত ১০।২১।১০)

গৌতমীয়তন্ত্রেও শ্রীবৃন্দাবনমাহাত্ম্য লিখিত আছে। নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাবনমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উত্তর দিতেছেন :—

"ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈককেবলং।
অত্র যে পশবঃ পক্ষিবৃক্ষকীটা নরামরাঃ॥
যে চ সন্তি মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ম।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ॥
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ॥
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥"

গৌতমীয়তন্ত্রে যে বৃন্দাবনধাম বর্ণিত হইয়াছে, উহা যোগিজনের ধ্যেয় বিষয়। ধ্যানফলেই এই শ্রীবৃন্দাবন দৃষ্ট হয়। ফলতঃ শ্রীবৃন্দাবনধাম নিত্য, সুতরাং মায়ার অতীত। গোকুলে গো-গোপবৈভব লইয়াই শ্রীভগবান্ লীলা করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের যে সকল মধুর লীলা হইয়াছে, অন্য কুত্রাপি সেরূপ লীলামাধুর্য্যের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অলিকুল-গুঞ্জিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকানন ও শত মধুময় লীলার আধার শত শত কবির কাব্যরসের অক্ষয় উৎস শ্যামল যমুনা পুলিনের বর্ণনা এখনও শ্রীকৃষ্ণলীলার স্মৃতি, কবি ও ভক্তের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া তোলে। শ্রীরাধিকার আরামস্থলী, ব্রহ্মকুণ্ড, কেশীতীর্থ, বংশ, বট, চীরঘাট, নিধুবন, নিকুঞ্জকুটীর, রাসস্থলী, ধীরসমীর, নন্দাটবী, জয়াটবী, দাবানল, প্রস্কন্দনতীর্থ কালীয়হ্রদ, কেলিকদম্ব, দ্বাদশাদিত্যতীর্থ, সূর্য্যঘাট, গোবিন্দঘাট, বেণুকূপ, আমলীতলা, রূপসনাতনের অপ্রকট স্থান গোবিন্দকুণ্ড, বাণীকূপ, ভোজনস্থান, অক্রূরঘাট, গোকর্ণ ধ্রুবঘাট, মধুবন, শান্তনুকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, কুসুমসরোবর, গোবিন্দকুণ্ড, কুমুদবন, দানঘাট, ইত্যাদি বহুল দর্শনীয় পুণ্য স্থানের নাম শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমাগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমাকালে এই সকল স্থান সন্দর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন।

২ ভগবতীর পীঠস্থানভেদ, এই স্থানের প্রকৃতির নাম রাধা। "রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।" (দেবীভাগ ৭।৩০।৬০)

বৃন্দাবন, গোপালস্তবরাজভাষ্যপ্রণেতা।

বৃন্দাবন গোস্বামিন্, ভাগবতরহস্যরচয়িতা

বৃন্দাবনচন্দ্র তর্কালঙ্কার চক্রবর্ত্তী, কবিকর্ণপুর কৃত অলঙ্কার কৌস্তুভ অলঙ্কারকৌস্তুভদীধিতি-প্রকাশিকা নামী টীকা রচয়িতা। ইনি রাধাচরণ কবীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র।

বৃন্দাবন দাস, একজন পরম বৈষ্ণব। কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা, নিত্যানন্দযুগলাষ্টক, রাসকদম্বস্তব, রামাম্বুজগুরুপরম্পরা প্রভৃতি কএকখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া তিনি কাব্যজগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যভাগবতরচয়িতা বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি শ্রীনিবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীর পুত্র। নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়।

তিনি মহাপ্রভুর পরমভক্ত ও তচ্চরিতলেখক। বাল্যে নবদ্বীপে এবং বয়ঃকালে নীলাচলে যাইয়াও মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দেখা না হওয়ায় তিনি নিজগ্রন্থে পাপজন্মের জন্য বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার অবসান ঘটে। এই দীর্ঘ জীবন তিনি বৈষ্ণব সমাজে সমাদরে কাটাইয়াছেন

করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তিনি চৈতন্য-ভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালা প্রচার করেন। বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামে বৃন্দাবন দাসের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও বিগ্রহ আছে। উহা বৈষ্ণব সমাজে "দেনুড় শ্রীপাঠ" নামে পরিচিত।

খেতুরির মহোৎসবে "বিজয়র" বৃন্দাবন উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়া সম্মাননা করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের রচিত গোপিকামোহনকাব্যও বৈষ্ণব সমাজের আদরের বস্তু।

[বাঙ্গালা সাহিত্য দেখ।]

বৃন্দাবন দেব, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি নারায়ণ দেবের শিষ্য ও গোবিন্দ দেবের গুরু।

বৃন্দাবন শুক্ল, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি আশ্বদীপদান বিধি, উষাচরিত, কুবেরচরিত, কৃতক্ষয়বর্ণন, কেশবীপদ্ধতি-টীকা, কোটিহোমবিধি, গণেশার্চ্চনদীপিকা, গুণমন্দারমঞ্জরী-টিপ্পন, গৌরীচরিত, চণ্ডিকার্চ্চনচন্দ্রিকা, চন্দ্রোন্মীলনচন্দ্রিকা, জ্ঞানপ্রদীপ, তীর্থসেতু, দত্তক-মীমাংসাজ্জিনী, দানচন্দ্রিকা, দায়-তত্ত্বটীকা, দুর্গাটীকা, নৃসিংহপূজাপদ্ধতি, পাটীসারটীকা, প্রতিষ্ঠা-কল্পলতা, প্রশ্নচূড়ামণি, প্রশ্নবিবেক, ভাবভূষাহরণ, মথুরা-মাহাত্ম্যসংগ্রহ, মলমাসতত্ত্বটীকা, মার্কণ্ডেয়চরিত, যোগচন্দ্রিকা, যোগবিবেক, যোগসূত্রটিপ্পন, লীলাবতীটীকা, বাল্মীকিচরিত, ষোড়শীপটল, শাম্বচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বৃন্দাবনেশ্বর (পুং) বৃন্দাবনস্য ঈশ্বরঃ। শ্রীকৃষ্ণ। (পদ্মোত্তর)

বৃন্দাবনেশ্বরী (স্ত্রী) বৃন্দাবনস্য ঈশ্বরী। শ্রীমতী রাধা।

বৃন্দিন্ (ত্রি) বৃন্দসংখ্যাবিশিষ্ট। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

বৃন্দিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাম্বা অতিশয়েন বৃন্দারক ইতি বৃন্দারক-ইষ্ঠন্ (প্রিয়স্থিরেতি। পা ৬।৪।১৫৭) ইতি বৃন্দারকস্য বৃন্দাদেশঃ। শ্রেষ্ঠ।

বৃন্দীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাম্বা অতিশয়েন বৃন্দারকঃ, বৃন্দারক-ঈয়সুন্ প্রিয়স্থিরেত্যাদিনা বৃন্দাদেশঃ। বৃন্দিষ্ঠ, দুই বা বহুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বৃশ, আবরণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট। লট্ বৃশ্যতি। লিট্ ববর্শ। লুঙ্ অবর্শীৎ।

বৃশ (পুং) বৃ-শক্ (জনিদাচ্যু স্বৃমদীতি। উণ্ ৪।১০৪) ১ উন্দুর। (শব্দরত্না°)। ২ বাসক। (ভরত)

বৃশা (স্ত্রী) ঔষধিবিশেষ। (উণাদিকোষ)

বৃশ্চন (পুং) বৃশ্চিক। (রাজনি°)

বৃশ্চি (পুং) রক্ত পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°)

বৃশ্চিক (পুং) ব্রশ্চ্ ছেদনে (বৃশ্চিকৃষ্যোঃ কিকন। উণ্ ২।৪০) ইতি কিকন্। শূককীট, (অমর) চলিত শুঁয়াপোকা। পর্য্যায় শূককীটক। (শব্দরত্না°) ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ কীট বিশেষ, চলিত বিছা, হিন্দী বিচ্ছু, মহারাষ্ট্র বিচু। পর্য্যায়—অলি, দ্রোণ, বৃশ্চন, দ্রুণ, পৃদাকু, অরুণ, আলী। (জটাধর)

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই জাতীয় বৃশ্চিক দেখা যায়। একটী কাঁকড়া বিছা, ইংরাজীতে যাহাকে Scorpion বলে এবং অপরটী শতপদী শ্রেণীভুক্ত সাধারণ বিছা। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ শেষোক্ত জাতীয় বিছাগুলিকে Caterpillar জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই উভয় জাতিরই হুল আছে। ঐ হুলের দ্বারা যখন তাহারা মনুষ্যাদিকে আততায়িভাবে আক্রমণ করে, সেই সময় ঐ হুল হইতে এক প্রকার বিষ নির্গত হয়, সেই বিষে জীব-শরীরে ভয়ানক জ্বালা হইয়া থাকে। প্রাচীন কবিগণ নিদারুণ মানসিক পীড়াকে বৃশ্চিকের দংশন জ্বালার সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন।

এখনকার ন্যায় প্রাচীন ভারতেও সর্পবৃশ্চিকাদির অত্যাচার প্রবল ছিল। ঋক্ সংহিতার ১।১৯১।১০-১৬ মন্ত্রে অগস্ত্য ঋষি বিষ অপনয়নের নিমিত্ত সর্পশত্রু সূর্য্য, শকুন্ত, অগ্নি, নদী, ময়ূর ও নকুলকে স্মরণ করিয়াছেন, উক্ত সূক্তে ৭ মন্ত্রে লিখিত আছে বৃশ্চিকাদিকে সূচিকাবিশিষ্ট এবং ১৬ মন্ত্রে বৃশ্চিকের বিষ রসশূন্য নহে, অর্থাৎ অসার বা প্রাণের ব্যাঘাতকর নহে। সায়ণাচার্য্য বলেন, অগস্ত্য বিষ-শঙ্কাযুক্ত হইয়া বিষ-পরিহারের জন্য ঐ সূক্তটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন। শৌনকের মতে বিষগ্রস্ত ব্যক্তি এই সূক্তটী উচ্চারণ করিলে বিষক্ষয় হয়।

অথর্ববেদের ১০।৪।৯, ১৫ এবং ১২।১।৪৬ মন্ত্রে বৃশ্চিকের বিষপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গোময় হইতে এই কর্কটি জাতীয় বৃশ্চিকের উদ্ভব হয় বলিয়া, ইহাকে গোময়-কীট বলা হইয়া থাকে। (অমরটীকায় ভরত)

এই কর্কটি জাতীয় বিছা Arachnida শ্রেণীর Scorpionidæ থাকের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মূলদেহ কর্কটাকৃতি, আটটী পদ, খাদ্য দ্রব্য ও মনুষ্যাদি শত্রুকে কামড়াইয়া ধরিবার জন্য দুইটী দাড়া এবং পশ্চাদ্দেশে গ্রন্থিবিশিষ্ট একটী দীর্ঘপুচ্ছ আছে। ঐ পুচ্ছের অগ্রভাগে বক্রাকার হুল (Sting) থাকে। যখন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে বা অজ্ঞাত অবস্থায় ইহাদের গতিরোধ করে, তখন ইহারা কুপিত হইয়া সেই প্রতিপক্ষ শত্রুকে দাড়া দ্বারা আক্রমণ করে এবং পুচ্ছাগ্রে স্থিত হুল পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঘুরাইয়া সেই দষ্ট স্থানে ফুটাইয়া দেয়, তাহাতেই জন্তু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধের উষ্ণপ্রধান স্থানে এই জাতীয় বৃশ্চিকসমূহকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ট্রপিক্যাল

ময়লা বা জঞ্জাল অট্টালিকা স্তূপের মধ্যে এবং গৃহের যেখানে ঐরূপ আবর্জনা আছে, সেইরূপ শীতল অন্ধকারাবৃত স্থানে ইহারা লুকাইয়া থাকে। ইহারা খাসপ্রশ্বাসগ্রাহী এবং ঝিঁঝিঁপোকার ন্যায় ইহারাও এক প্রকার শব্দ করে। আটটী পদের সাহায্যে ইহারা অতিশয় দ্রুত চলিতে পারে। দৌড়াইবার সময় ঐ পুচ্ছ ইহারা পৃষ্ঠোপরি বৃত্তাকারে গুটাইয়া হুলটী ঠিক যেন মাথার উপর আনে।

আমাদের দেশের এবং মধ্যএসিয়ার লোকদিগের বিশ্বাস পর্ব্বতজ কর্কটবৃশ্চিক বা বিছুর বিষ মারাত্মক, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিষবিজ্ঞানের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, ঐ বিষ তাদৃশ প্রখর নহে। তবে কোন কোন স্থলে বিছুদষ্ট রোগী শারীরিক দুর্ব্বলতা, অসুস্থতা ও চিত্তের দৌর্ব্বল্য জন্য ভয়েই হৃদ্‌রোগ আনয়ন করে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। এই বিষ বৈদ্যকশাস্ত্রে পিপীলকার নামে পরিদর্শিত।

বর্ত্তমান সময়ে বিছার কামড়ের জ্বালা উপশমের জন্য চিকিৎসকগণ ক্ষত স্থানে ক্লোরোফরম বা ক্ষার লেপন করিতে আদেশ দেন। কখন কখন অল্প মাত্রায় ক্লোরোফরম খাইতে দেওয়া যায়। ইপিকাকের প্রলেপও বিশেষ ফলপ্রদ। আমেরিকাযুক্ত রাজ্যে হুইস্কি বৃশ্চিকদংশনের এক মাত্র ঔষধ বলিয়া প্রচলিত। এই জন্য সাধারণে উহাকে Whisky cure বলিয়া থাকেন। ঐ হুইস্কি আরকের সহিত চর্ব্বিত তামকূটের পুল্টিস দিলে আশু ফল দর্শে।

সিংহল দ্বীপের দীর্ঘকায় কাল বিছুগুলি Buthus afer নামে পরিচিত। ইহারা কামড়াইলে মানুষের বিশেষ ক্ষতি হয় না; কিন্তু ক্ষুদ্র পক্ষীরা ঐ বিছুকর্ত্তৃক আহত হইলে অচিরে আক্ষেপগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুনা যায় যদি কোন বিছুকে কৌশল ক্রমে অগ্নি দ্বারা ঘিরিয়া ফেলা যায় এবং তাহার পলাইবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে সে আপনার হুলে আপনি আহত হইয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করে।

ভারতে সর্ব্বত্রই বিছু আছে কিন্তু গঙ্গার নিকটবর্ত্তী গোর নদীর তীরস্থ স্থানে প্রভূত পরিমাণে বিছুর বাস আছে, তথাকার বালকেরা বিছুর নিবাসভূমি মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বালি বা ধূলা নিক্ষেপ করে। ধূলিপাতে বিরক্ত হইয়া বিছু স্বীয় বিবর হইতে বাহিরে আসিলে বালকেরা গর্ত্তের মধ্যে হরিণশৃঙ্গ প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। তাহাতে ঐ কীট আর গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। বালকেরা তখন দৃঢ় সূত্র দ্বারা উহার কতকগুলিকে একত্র বাঁধে। তারপর ঐ বিছুগুলি পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া থাকে। বাইবেলগ্রন্থের Numbers xxxiv. 4; Joshua xv.3; Judges I.36, Maccabees v. 3; প্রভৃতি স্থানে প্যালেষ্টিন ও মিসোপোটেমিয়ার বৃশ্চিক বাহুল্যের পরিচয় আছে।

পুং বৃশ্চিকগুলি অপেক্ষা স্ত্রী বৃশ্চিকগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘাকৃতি হইয়া থাকে। ইহাদের দুইটী লিঙ্গ, তাহা উহাদের শিরোভাগে স্থাপিত। স্ত্রীদিগেরও ঐরূপ স্থানে দুইটী জনন পথের সৃষ্টি হয়। সংসর্গকালে তাহারা পরস্পরের পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়। এক বৎসর কাল গর্ভধারণ করিয়া প্রায় ৪০ হইতে ৬০টী ডিম প্রসব করে ও স্বীয় অঙ্গে রাখিয়াই ঐ ডিম্বগুলি ফুটাইয়া ছানা বাহির করে। মাকড়সার ডিম ইহাদের প্রিয় খাদ্য।

শতপদীজাতীয় বিছাসমূহের মধ্যে তেঁতুলে বিছাই আকৃতিতে বিতস্তি প্রমাণ বা তাহার কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা হয়। দুই পার্শ্বের পদশ্রেণী বাদে ইহাদের দেহযষ্টির প্রশস্ততা প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চিরও অধিক দেখা যায়। পদ লইয়া ধরিলে ১॥০ ইঞ্চির কম হয় না। বাল্যাবস্থায় ইহাদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ থাকে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দেহের গ্রন্থিগুলির সংযোগস্থল ঈষৎ শ্বেতবর্ণ হইতে মধ্যগ্রন্থিত রক্তাভহরিদ্রা হইয়া থাকে। ইহাদের অস্থিবিশিষ্ট গঠন ও হরিদ্রাকৃষ্ণ গাত্রবর্ণের সহিত তিন্তিড়ীফলের অনেক সাদৃশ্য থাকায় লোকে ইহাকে তেঁতুলবিছা বলে। ইহাদের মুখের দুইপার্শ্বে দিয়া হুল আছে। ঐ হুলের দ্বারা তাহারা মনুষ্যাদি জীবকে দংশন করে। পুচ্ছের দিকেও অনুরূপ দুটী কৃত্রিম হুল আছে। সাধারণের বিশ্বাস সেই পুচ্ছের হুলেই বিষ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মুখের হুল কাটিয়া দিলে প্রায় ১॥০ মাসের মধ্যে উহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় গজাইয়া উঠে। ইহারা বুক দিয়া হাটে বলিয়া ইহাদিগকে সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। গৃহের দেওয়াল ও বৃক্ষাদির উপরে ইহারা সহজেই উঠিতে পারে। পদগুলির সাহায্যে ইহারা যেমন সম্মুখভাগে হাটিতে পারে, তেমনই পশ্চাদ্ভাগে তাহারা গতি চালিত করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের দংশনজ্বালাও বিশেষ প্রকার গুরুতর। এই শ্রেণীতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আরও দুই জাতীয় বিছা দেখা যায়। তন্মধ্যে ঈষৎ শ্বেতকায়গুলি সরস্বতী বিছা নামে বর্ণিত। ইহারা বড় কামড়ায় না, তথাকার কৃষ্ণকায় খুদে বিছাগুলি কামড়ায় বটে, কিন্তু তাহাদের বিষের জ্বালা তেঁতুলে বিছের দংশনাপেক্ষা অনেক কম। এই বিছার হুলের বিষ পিয়াজের রসে প্রশমিত হয়। ক্ষতস্থানে এমোনিয়া বা হুকার জলদানেও বিশেষ উপকার দর্শে।

কান্‌চেল নামে এই জাতির অনুরূপ আকৃতির একপ্রকার কীট দেখা যায়। উহারা কামড়ায় না কিন্তু উহাদের গাত্র স্পর্শ করিলে একপ্রকার আঠা হাতে লাগে, তাহা রাত্রিতে চক্‌চক্

করে। ঐ আঠা হইতে কণ্ডু উৎপন্ন হয় বলিয়া এই জাতির উপর সাধারণের ঘৃণা। [শতপদী দেখ।]

বৃশ্চিকে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নিদাহবৎ জ্বালা উপস্থিত হয়, দংশন স্থান যেন ভেদবৎ হইতে থাকে। বৃশ্চিকের বিষ অতি শীঘ্রই দেহের যেন ঊর্দ্ধে উঠে, পশ্চাৎ দংশন স্থানে আসিয়া অবস্থিত করে। বৃশ্চিক হৃদয়ে, নাসিকায় বা জিহ্বায় দংশন করিলে যদি সেই দংশনস্থান হইতে মাংস পচিয়া খসিয়া পড়ে এবং দষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত বেদনার্ত্ত হয়, তাহা হইলে সেই দংশন অসাধ্য। এ রূপ অবস্থা হইলে দষ্ট ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক বিষে ঘৃত ও সৈন্ধব দ্বারা স্বেদ এবং অত্যঙ্গ ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জলাদি দ্বারা পরিষেক উষ্ণ ভাজ্য ভোজন, এবং ঘৃতপান বিধেয়, পাংশুদ্বারা প্রতিলোম ভাবে উদ্বর্ত্তন এবং ঘন আচ্ছাদন অথবা উষ্ণজলে দষ্টস্থান উত্তপ্ত করিয়া ঐরূপ আচ্ছাদন করিলেও বিশেষ উপকার হয়। কপোতবিষ্ঠা, টাবালেবু, শিরীষ পুষ্পের রস, চোরপুষ্পী, আকন্দ আটা, শুঁঠ, করঞ্জ ও মধু এই যোগ প্রয়োগে বৃশ্চিকবিষদোষ আশু প্রশমিত হয়। ইহাতে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া করা প্রশস্ত। ইন্দ্রযব, তগরপাদুকা, জালিনী (যোষা বিশেষ), কটুকী ও তিত লাউ, এই যোগ পান ও নস্যে প্রয়োগ করিলে বৃশ্চিকবিষ প্রশমিত হয়। কণ্ডু, সূচীবেধবৎ ব্যথা, বিবর্ণতা, স্পর্শানভিজ্ঞতা, ক্লেদ, শরীরের শোষণ, বিদাহ, লৌহিত্য, জ্বালা যন্ত্রণা, পাক, শোথ, গ্রন্থিকুঞ্চন, দংশাবদরণ, স্ফোটোৎপত্তি, গাত্রে পদ্মকর্ণিকাবৎ মণ্ডলোৎপত্তি ও জ্বর, বিষ থাকিলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর নির্বিষ হইলে ইহার বিপরীত লক্ষণ হইয়া থাকে। (চরক চিকিৎসিতস্থা° বিষচি° ২৩ অ°)

৩ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত অষ্টম রাশি। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃশ্চিকাকার, বিশাখা নক্ষত্রের শেষ পাদে, অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্রের স্থিতি পরিমাণকে চারিভাগ করিয়া তাহার শেষ ভাগে এবং অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বৃশ্চিক রাশি এবং উহাতে যাহার জন্ম হয়, তাহার বৃশ্চিক রাশি হইয়া থাকে। এই রাশি শীর্ষোদয়, শ্বেতবর্ণ, চররাশি, উত্তর দিক্‌পতি, কফপ্রকৃতি, জলচর, বহুপুত্র, বহুস্ত্রীসঙ্গ, ছিদ্রতনু ও বিপ্রবর্ণ। ইহার বিশেষ সংজ্ঞা সৌম্য, অজম্মা, যুগ্ম, সম, স্থির, পুরুষ, সরীসৃপজাতি, গ্রাম্য। বৃশ্চিক রাশি মঙ্গল গ্রহের ক্ষেত্র এবং চন্দ্রের নীচ স্থান, অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র থাকলে নীচস্থ হন। এই রাশিজাতফল—

"বহুধনভাগী প্রায়ু সৌভাগ্যযুক্তঃ
পিতৃজনভক্তিমতো রাজসেবানুরক্তঃ।
অতিলঘুতি পরার্থং নিত্যমুদ্যোগযুক্তো
দৃঢ়মতিরতিশূরো বৃশ্চিকো যস্য রাশিঃ॥" (কোষ্ঠিপ্র°)

বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম হইলে অনেক ধনজনভাগসম্পন্ন, পত্নীভাগ্যযুক্ত, খলবুদ্ধি, রাজসেবানুরক্ত সদা পরধনাভিলাষী, সর্ব্বদা উৎসাহী, দৃঢ়বুদ্ধি বিশিষ্ট ও অতিশয় শূর হয়। ইহা ভিন্ন পূর্ব্বে এই রাশির যে সকল সংজ্ঞা বলিয়াছি, জাতক তাদৃশ গুণ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রাশির এইই সাধারণ গুণ, ইহা ভিন্ন এই রাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ অবস্থিতি করিলেও তাহার ফলের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে রবিগ্রহ অবস্থিতি করিলে যুদ্ধ নিপুণ, এবং সর্ব্বদা যুদ্ধাভিলাষী, বেদধর্ম্মরত, বিদ্যাপরায়ণ, মূর্খ, দুঃশীলভার্য্যান্বিত, ক্রূর ক্রোধী, অসদ্‌বৃত্ত, লোভী, কলহপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, শস্ত্র, অগ্নি বা বিষগ্রস্ত, এবং পিতা মাতার দুর্ভাগ্যকর হয়।

এই রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দানরত, বহুভৃত্যযুক্ত, মনোহর যুবতীপ্রিয়, ও মৃদুশরীর হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামে উৎকট বীর্য্যসম্পন্ন, ক্রূর, চক্ষু, কেশ ও পদ রক্তবর্ণ তেজস্বী ও বলশালী এবং বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভৃত্যকর্ম্মকর, পরকার্য্যরত, মন্দধনসম্পন্ন, সত্ত্বহীন, বহুদুঃখ যুক্ত, ও মলিন দেহ। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ধনী দাতা, রাজমন্ত্রী বা দণ্ডনায়ক, শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কুৎসিত, কমনীয় গতি, অনেক শক্রসংযুক্ত, বন্ধুহীন, দীন ও কুষ্ঠরোগী এবং শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দুঃখী, কার্য্যে উৎসাহী, জড় ও মূর্খ হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে চন্দ্র থাকিলে লোভী, দৃঢ়শরীর, নাস্তিক, ক্রূর, চেষ্টাপর, চৌর, বাল্যকালে রোগার্ত্ত, সুন্দর চক্ষু, সমৃদ্ধশালী, কর্ম্মোদ্যোগী, অতিশয় দক্ষ, পরস্ত্রীরত, বন্ধুহীন, প্রসন্নস্বভাব বিশিষ্ট, উগ্র, রাজকৃত ধনসম্পন্ন, স্থূল জঠর ও স্থূল মস্তক হয়।

ঐ বৃশ্চিক রাশিস্থিত চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সদা কর্ম্মে উদ্যোগী, লোকদ্বেষ্য, ধনী ও সুখহীন, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় ধৈর্য্যশালী, নৃপতি তুল্য, বিভূতিযুক্ত, শূর এবং সমরে অজেয় হইয়া থাকে। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিচতুর, অপ্রীতিকর বাক্যযুক্ত, যমজ সন্তানবিশিষ্ট ও সঙ্গীত কুশল হয়। বৃহস্পতিদৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা কর্ম্মে উদ্যোগশীল, লোকদ্বেষ, ধনবান ও রূপবান্ হয়। শুক্র দেখিলে অতি অহঙ্কারী, অত্যন্ত সৌভাগ্য যুক্ত, শ্রেষ্ঠবাহনযুক্ত ও উত্তম যুবতী এবং শনি দেখিলে নীচ সন্ততিযুক্ত, কৃপণ, ব্যাধিযুক্ত, অষ্টকর্ম্মশীল, সত্ত্বহীন ও মন্দাধম হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে মঙ্গল থাকিলে বাণিজ্য, ক্ষতি, সন্ধ্যা ও চৌরসকলের অধিপতি, ক্রিয়ানিপুণ, মূল্যসংগ্রহক, অতিশয়

পাপ-পরায়ণ, অনেক অপবাদযুক্ত, দুর্বল, গোব্রধকর, দুষ্টবুদ্ধি, অনেক গো, ভূমি, পুত্র ও যুবতীর অধীশ্বর, অসচ্চরিত্র, বিষ, অগ্নি, অস্ত্র ও ব্রণঘাতে সতত হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক মঙ্গলের নিজগৃহ সুতরাং ঐ নিজক্ষেত্রে থাকিয়া যদি রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নৃপতি, উদারপ্রকৃতি, যাজ্ঞাহত, সজ্জন, স্বজনের শ্রেষ্ঠ ও মিত্রবিহীন হয়। চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ঈর্ষাযুক্ত, কলহপ্রিয়, পরধনগ্রহণে নিপুণ ও দেবভক্ত; বুধকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ ও বেশ্যাপতি, বৃহস্পতিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে গুণবান্, প্রভু ও ধনবান্, শুক্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীর নিমিত্ত ক্লেশভাগী, মিত্রহীন এবং স্ত্রীহেতুক মধ্যে মধ্যে ধনহীন, শনিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে চৌরঘাতক, অতিশয় শূর, নির্দ্দয়, নীচস্ত্রী-হরণকারী ও স্বজনবিহীন হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে বুধ থাকিলে শ্রম শোক ও অনর্থপরায়ণ, শত্রুযুক্ত, মূর্খ, সাধুতাবিহীন, লোভী, দুষ্টস্ত্রীসংসর্গশীল, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক অধিককলহকর, লোকবিদ্বিষ্ট অতিশয় বিরুদ্ধধর্ম্মা, ঋণগ্রস্ত, নীচাশ্রয়প্রিয় ও পরের নিকট হইতে গ্রহণশীল হয়।

বুধ মঙ্গলের গৃহে থাকিয়া রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সত্যবাদী, সুখী, রাজসৎকৃত, এবং বন্ধুজনপ্রিয়, চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যুবতীপ্রিয়, অতিশয় সেবক, অত্যন্ত মলিনদেহ ও গীত-বাদ্যানুরাগী, মঙ্গলকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মিথ্যাপ্রিয়, সুন্দরবাক্য ও কলহযুক্ত, পণ্ডিত, প্রচুর ধনবান্ ভূমিপতি ও শূর, বৃহস্পতি দেখিলে সুখী, প্রভূত ধনবান্ ও পাপী শুক্র দেখিলে নৃপকার্য্য-কারী, সুভগ, চতুর, বিলাসী, এবং শনি দেখিলে অতিশয় দুঃখী উগ্রপ্রকৃতি পরহিংসাকারী ও নিত্য কুলকর্ম্মবিহীন হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকে বৃহস্পতি থাকিলে অনেক শাস্ত্রকুশল, নরপালক, দক্ষ, দেবালয় ও পুরকর্ত্তা, সাধুশীলা বহুপত্নীযুক্ত, অঙ্গসন্তপ্ত, দুষ্টজনপীড়িত, অতিশয় পরিশ্রমী, দাম্ভিক, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও নিন্দিতাচারী হয়।

বৃশ্চিকরাশিস্থিত ঐ বৃহস্পতি যদি রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ধার্ম্মিক, অনৃতভীরু, বিখ্যাত, মহাভাগ্যসম্পন্ন অশুচি ও রোমশ হয়। ঐ বৃহস্পতিকে চন্দ্র দেখিলে ইতিহাস ও কাব্যকুশল, বহুস্ত্রী ও অনেক স্ত্রীযুক্ত, নৃপতি ও পণ্ডিত। মঙ্গল দেখিলে শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ, প্রভু, নীতি ও বিনয়যুক্ত, ধনী, নিন্দিতপত্নী ও কুৎসিত ভৃত্যযুক্ত। বুধ দেখিলে মিথ্যাবাদী, পাপ-পরায়ণ, পরবিত্তান্বেষণে নিপুণ, মেধাবী, কপট ও নীতিবেত্তা। শুক্র দেখিলে সর্ব্বদা গৃহ, শয্যা, বস্ত্র, গন্ধ, মালা, অলঙ্কার, যুবতী স্ত্রী ও বিত্তযুক্ত, উত্তম, মতিমান্ ও ভীরু, শনি দেখিলে মলিনদেহ, লোভী, উগ্রপ্রকৃতি, সাহসী, মাননীয় ও অস্থিরমতি হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক রাশিতে শুক্র থাকিলে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, অতিশয় শঠ, সহোদর বিরক্ত, কুলটাসেবী, দরিদ্র, নিন্দিতস্বভাব ও সকল প্রকার গুহ্যরোগবিশিষ্ট হয়।

ঐ শুক্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীহেতুক দুঃখী, এবং যুবতী স্ত্রীর জন্য বিনষ্টসুখ, ও রাজতুল্য হইয়া থাকে। চন্দ্র দেখিলে উদ্ধত, অতিশয় চপল, কামাতুর ও অধম যুবতীর ভর্ত্তা। মঙ্গল দেখিলে ধন সুখ ও মানহীন, দীন, পরাকাঙ্ক্ষী, ও মলিন বেশ-ধারী, বুধ দেখিলে মূর্খ প্রগল্‌ভ, স্বেচ্ছাচারী, বিনয়হীন, চৌর, নীচপ্রকৃতি ও ক্রূর। গুরু দেখিলে অতি বিনয়ী, উত্তমপত্নীযুক্ত, সুন্দর ও আয়ত নেত্রবিশিষ্ট ও বহুশত্রুবিজিত এবং শনি দেখিলে অতিশয় মলিন দেহ, ধনহীন, লোকসেবক ও চৌর হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক রাশিতে শনি থাকিলে বিদ্বেষ-পরায়ণ, বিষমস্বভাব, বিষ ও অস্ত্রবেত্তা, অতিশয় ক্রোধী, লোভী, দাম্ভিক, পরধন হরণকারী, নৃশংসকর্ম্মকর, অনেক দুঃখসহিষ্ণু এবং বহুবিধ ব্যাধিযুক্ত হইয়া থাকে।

ঐ শনি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষিকর্ম্মে নিরত, ধনবান্, গো মেষ ও মহিষযুক্ত, পুণ্যাত্মা ও সৎকর্ম্মে উদ্যোগী হয়। চন্দ্র দেখিলে চপলস্বভাব, নীচপ্রকৃতি, বেশ্যাসক্ত, সুখ ও ধনহীন মঙ্গল দেখিলে ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, চৌরাধিপতি উত্তমখ্যাতিবিশিষ্ট, মাংস ভক্ষণে ও মদ্যপানে রত এবং যুবতীপ্রিয়, বুধ দেখিলে মিথ্যাবাদী, অধর্ম্মপরায়ণ, বহুবাক্যসম্পন্ন, তস্কর, যথেচ্ছাচারী, সুখ ও বিভব হীন, বৃহস্পতি দেখিলে সুখ, ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, নৃপমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের অগ্রগামী, শুক্র দেখিলে ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, কুরূপ, পরস্ত্রী ও বেশ্যাগামী এবং ভোগহীন হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক রাশির এইরূপ ফল নির্দ্দিষ্ট থাকায় বৃশ্চিকরাশিতে জাতব্যক্তি উক্তরূপ গুণযুক্ত হয়। রবি প্রভৃতি গ্রহ উহাতে থাকিলে বা তাহাদের দৃষ্টি হইলে পূর্ব্বোক্ত ফল যথাযথভাবে নির্ণয় করা আবশ্যক।

৪ লগ্নভেদ, দিবারাত্রের মধ্যে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় পূর্ব্বদিকে যে সময়ে রাশিচক্রস্থ বৃশ্চিক রাশির উদয় হয়, সেই কালকে বৃশ্চিক লগ্ন বলে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক দিন সূর্য্যোদয় কালেই বৃশ্চিকরাশির উদয় হয় বলিয়া ঐ মাসের প্রতিদিন প্রাতঃকালেই বৃশ্চিকলগ্ন জানিতে হইবে। মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের মধ্যে এইটী অষ্টম লগ্ন। বৃশ্চিক লগ্নফল—যে বালকের বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হয়, সেই বালক, অতিশয় স্থূল, দীর্ঘদেহযুক্ত, ব্যয়শীল, কুটিল, পিতা ও মাতার অনিষ্টকর শঠতার স্বভাব, পিঙ্গলচক্ষু, স্থিরপ্রকৃতি, উগ্রস্বভাব, বিলাসী, সদা হাস্যপরায়ণ, সাহসী, গুরু ও বন্ধুবর্গের শত্রুতায় নিরত, রাজসেবাপরায়ণ, দুঃখী, লাবণ্যবিশিষ্ট, সদা পরিতাপযুক্ত, দাতা, নীচপ্রকৃতি ও পিতৃদ্বেষী হইয়া থাকে।

ইহা সাধারণ লগ্নফল। লগ্নে যদি কোন গ্রহ বা তাহাদের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলেই উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে ; কিন্তু যদি ঐ লগ্নে কোন একটী গ্রহ, বা দুই তিনটী গ্রহ একত্র থাকে, অথবা গ্রহান্তরের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহদিগের শত্রু, মিত্র এবং স্ব স্ব স্বভাবানুসারে ফল স্থির করিতে হয়। পূর্ব্বে যে ফল বলা হইয়াছে, রবি প্রভৃতি গ্রহ থাকিলে উক্ত ফল হইয়া থাকে। যাহার রাশি ও লগ্ন এক অর্থাৎ একই বৃশ্চিক রাশিতে এবং লগ্নে যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার রাশি ও লগ্ন এই উভয়ের ফল মিশ্রিত করিয়া ফলনিরূপণ করা বিধেয়।

বৃশ্চিক লগ্নের পরিমাণ ৫।৪০।৫৭, পাঁচদণ্ড চল্লিশপল সাতান্ন বিপল, হোরা ২।৫০।২৮।৩০, দ্রেক্কাণ ১।৫৩।১৯।০, নবাংশ ০।৩৭।৫৩।০ দ্বাদশাংশ ০।২৮।১৪।৪৭।০, ত্রিংশাংশ—০।১১।২১।৫৪ এইরূপে বৃশ্চিক লগ্নের ষড়্বর্গ স্থির করিতে হয়। ইহা লগ্ন অপেক্ষা সূক্ষ্ম, ইহার পর আরও সূক্ষ্ম করিতে হইলে লগ্ন স্ফুট গণনা করিতে হয়। ঐ ষড়্বর্গের ফল ভিন্ন ভিন্ন।

ইহাদের ফল যথা—বৃশ্চিকলগ্নের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে রক্তাক্ষ, পিঙ্গলদৃষ্টিসম্পন্ন, সাহসী, বৃদ্ধশূর, দুষ্টস্বভাব ও রমণীপ্রিয় হয়।

দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে সবুদ্ধিসম্পন্ন, মাংসাযুক্ত শরীর, কৃপালসেবী, অনেক মিত্রযুক্ত ও অস্ফুটদৃষ্টি হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে গৌরবর্ণ, স্থির প্রকৃতি ক্রোধী, মন্দরুচি, বিস্তৃতচক্ষু, স্থূল ও বিশাল শরীর ও বিবাদপ্রিয় ; দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে মিষ্টান্নভোজী, রতিপ্রিয়, বিজিতশত্রু, সরল ক্রিয়াবান্, সুন্দর মূর্ত্তি ; তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে শ্মশ্রুরোমহীন, হিংস্র, পিঙ্গাক্ষ, বক্তা, ধর্ম্মচ্যুত, বাহু ও উদর স্থূল হইয়া থাকে।

বৃশ্চিকের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে খর্ব্বাকৃতি, গৌরবর্ণ, সভ্যাশ ; দ্বিতীয় নবাংশে গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও আরক্ত শরীর তাম্রচক্ষু, উদ্ধত, বলবান্, শত্রুহন্তা, সাহসী ও ক্রোধী ; তৃতীয় নবাংশে বুদ্ধিমান্, দৃঢ়হস্ত ক্রোধী ও ক্ষমাশীল, সুমধুর বাক্যবিশিষ্ট, গৌরবর্ণ এবং অধর ও ওষ্ঠ সুন্দর হয়। চতুর্থ নবাংশে দীন, শ্যামবর্ণ, পরস্ত্রীগামী, দীর্ঘদেহ কেশ ও নয়ন কৃষ্ণবর্ণ, প্রগল্ভস্বভাব, পঞ্চম নবাংশে সন্তীর প্রকৃতি, তাম্রচক্ষু, ধনী, দীর্ঘোদর, উপকর্ম্মকারী বিস্তৃত ও দৃঢ়শরীর, যশস্বী ; ষষ্ঠ নবাংশে লোকবিদ্বেষ্টা, প্রফুল্ল, অশ্বের ন্যায় নাসিকাযুক্ত, গম্ভীরপ্রকৃতি, বিনয়ী, উগ্রকর্ম্মা, ও পটু, সপ্তম নবাংশে হইলে বিস্তৃত বদন, দুর্গন্ধিযুক্ত, লম্বোদর ; অষ্টম নবাংশে হইলে কাণ, বংশের বিপদকারক, মলিন দেহ কুরূপ ও কুমতিযুক্ত এবং মিথ্যাবাদী ; নবম নবাংশে হইলে গৌরবর্ণ, সুন্দর আকৃতি, স্থূলদেহ, দাতা ও গুরুজনের প্রিয়পাত্র হয়।

বৃশ্চিকের নবাংশে এইরূপ ফল হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অধিপতি ধরিয়া ফল হয়। (বৃহজ্জাতক কোষ্ঠীপ০)

৩ ওষধিভেদ। (মেদিনী) ৪ হালিক। ৫ হাল। (সংক্ষিপ্ত সার উণা০) ৬ মদনবৃক্ষ। ৭ অগ্রহায়ণ মাস। (সারস্বু০ ১০)

বৃশ্চিকপত্রিকা (স্ত্রী) পূতিকা।

বৃশ্চিকপ্রিয়া (স্ত্রী) বৃশ্চিকস্য প্রিয়া। পূতিকা। (শব্দমালা)

বৃশ্চিকর্ণী (স্ত্রী) আখুকর্ণীলতা, চলিত ইন্দুরকাণীলতা।

বৃশ্চিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র ক্ষুপবিশেষ। মহারাষ্ট্র—বিঞ্চু। কলিঙ্গ—ইঞ্চুল, বম্বে—বিঞ্চুকা। পর্য্যায়—নখপর্ণী পীলুক, অলিপত্রিকা গুণ পিচ্ছিল, অম্ল, অশ্মবৃদ্ধি প্রভৃতি দোষ নাশক। (রাজনি০)

বৃশ্চিকালী (স্ত্রী) বৃশ্চিকানামলিবিধ। ক্ষুপবিশেষ, চলিত বিছাটি (Tragia involucrate)। হিন্দী বরহন্টা, মহারাষ্ট্র বৃশ্চিকালী, কলিঙ্গ হলিগুদ্দু, তৈলঙ্গ দুলগোণ্ডী, তামিল কঞ্চুরি, বম্বে মেড়াশিঙ্গী পর্য্যায়,—বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্নী নাগদন্তিকা সর্পদংষ্ট্রা অমরা, কালী উষ্ট্রধূসর পুচ্ছিকা, বিষাণী, নেত্ররোগহা, উষ্ট্রিকা, অলিপর্ণী, দক্ষিণাবর্ত্তকী, কালিকা, অলীমাসাক্তা, দেবলাঙ্গুলিকা, করভী, ভূরিদুগ্ধা, কর্কশা, স্বর্ণনা, যুগ্মফলা, ক্ষীরবিষাণিকা, তাম্রপুষ্পা। ইহার গুণ,—কটু তিক্ত, উষ্ণ ও বস্তিশোধনকারক রক্তপিত্ত বিবন্ধ ও অরুচিনাশক, বলকর। (রাজনি°) রাজবল্লভ মতে ইহা কাস ও বায়ুনাশক।

২ কণ্টকিত মেষশৃঙ্গ তুল্যাকার ফল। (সুশ্রুত সূত্র° ৩৮ অ°) গুণ বাতনাশক। ৩ উষ্ট্রধূমক মেষশৃঙ্গী। (বাভট সূত্রস্থা ১৫ অ° গুণ বাতনাশক।

বৃশ্চিকাহিবিষাপহা (স্ত্রী) নাকুলী চলিত গন্ধরাস্না। (বৈদ্যকনি°

বৃশ্চিকেশ (পুং) বৃশ্চিকরাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

বৃশ্চিপত্রী (স্ত্রী) বৃশ্চিকালী, চলিত বিছাটি। ২ লঘু মেষশৃঙ্গী চলিত ক্ষুদ্র মেড়াশিঙ্গে। (বৈদ্যকনি°)

বৃশ্চী (স্ত্রী) বৃশ্চীর ক্ষুপ, পুনর্নবা। (বাভট চি° ৩ অ°

বৃশ্চীর [ব] [ক] (পুং) ১ শ্বেত পুনর্নবা, শ্বেতাপুনা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বৃষ, ১ সেচন, ঈষণ। ২ হিংসা। ৩ ক্লেশ। ৪ গর্ভগ্রহণ। ৫ ঐশ্বর্য্য। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অক° সেট্। ক্ত্বাবেট্ ক্তাচ নিষ্ঠাতে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ বর্ষতি। লিট্ ববর্ষ লুট বর্ষিতা। লৃট্ বর্ষিষ্যতি। লুঙ্ অবর্ষীৎ। বৃষ চুরাদি° আত্মনে°। ১ শক্তিবন্ধ। ২ গর্ভাধান। ৪ ঐশ্বর্য্য। লট্ বর্ষয়তে। লুঙ্ অববর্ষত।

বৃষ (পুং) বর্ষতি সিঞ্চতি রেতঃ ইতি বৃষ-ক। ১ পুঙ্গবগব, চলিত এঁড়ে। পর্য্যায়—উক্ষা, ভদ্র, বলীবর্দ্দ, ঋষভ, বৃষভ, অনড্বান্, সৌরভেয়, গো, শৃঙ্গিন্, ককুদ্মৎ, শিখিন্, মহোক্ষ্, পুঙ্গব।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অশৌচান্তের দ্বিতীয়দিনে মৃতের উদ্দেশে বৃষ উৎসর্গ করিতে হয়। কেননা বৃষোৎসর্গ করিলে তাহার প্রেত লোকে গতি না হইয়া স্বর্গগতি হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন কাম্য বৃষোৎসর্গেরও বিধান আছে। শুভাশুভ লক্ষণ দেখিয়া বৃষ স্থির করিতে হয়। [বৃষোৎসর্গ ও বৃষভ শব্দে বিশেষ দ্রষ্টব্য।]

২ রাশিভেদ। মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত দ্বিতীয় রাশি। ইহার বিশেষ সংজ্ঞা—সৌম্য, অঙ্গনা, বৃষ,সম, স্থির, পুরুষ। এই রাশি চতুষ্পাদ, নিশাকালে গ্রাম্য, দিবাকালে বন্য, দুর্বাধ্য, দক্ষিণ দিক্‌পতি,নিশা ও পৃষ্ঠোদয়বাধ্য,ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি।

কৃত্তিকানক্ষত্রের শেষ তিনপাদ এবং সম্পূর্ণ রোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রের প্রথম দুই পাদে এই রাশি হয়। এই রাশি সুন্দর ভূমি, স্বামী, বাতপ্রকৃতি, শ্বেতবর্ণ, বৈশ্যজাতি,মহাশব্দকর, মধ্যম স্ত্রীসঙ্গ, মধ্যমসন্তান, দাতা, নির্ভর, পরদারাভিলাষী, ও বাগ্‌দুঃখদ। এই রাশিজাত ব্যক্তিও উক্ত রূপ হয়।

বৃহজ্জাতক ও কোষ্ঠিপ্রদীপ প্রভৃতিতে এই রাশির ফল যেরূপ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। বৃষরাশি চন্দ্রের তুঙ্গ স্থান, চন্দ্র এই স্থানে থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা বলী হইয়া থাকেন।

বৃষরাশির ফল—বৃষরাশিতে জন্ম হইলে কমনীয় মূর্ত্তি, বক্রগতিসম্পন্ন, উরু ও বদন স্থূল, পৃষ্ঠ, মুখ ও পার্শ্বদেশে চিহ্নবিশিষ্ট, দাতা, ক্লেশসহিষ্ণু, প্রভু, ককুৎ অর্থাৎ গ্রীবার অধোভাগ উচ্চ, কন্যাসন্ততিবিশিষ্ট, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, প্রথমাবস্থায় ধন, বন্ধু ও সন্ততিহীন, সৌভাগ্যযুক্ত, ক্ষমাশীল, দীপ্তাগ্নিসম্পন্ন, প্রমদাপ্রিয়, স্থিরমিত্রযুক্ত, মধ্য ও অন্ত্য বয়সে সুখী হয়। (বৃহজ্জাতক)

কোষ্ঠিপ্রদীপ মতে—বৃষ রাশিতে জন্ম হইলে উত্তম স্থূলবদন ও কপোলযুক্ত, প্রশান্ত চক্ষুঃ, অল্প কথনশীল, পবিত্র, অতিশয় দক্ষ, মনোহরদেহ, সুখী, দেব, দ্বিজ ও গুরুভক্ত, শ্লেষ্মবাতপ্রকৃতি, কেশের অগ্রভাগও শুভ্র, কুটিল এবং রোমযুক্ত হয়। ইহাই রাশির সাধারণ ফল, ইহা ভিন্ন রাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ থাকিলে তাহার ফল ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

বৃষ রাশিতে রবিগ্রহ থাকিলে মুখ ও চক্ষুরোগে পীড়িত, ক্লেশসহিষ্ণু, কৃশ, অল্প মিত্রযুক্ত, ভোক্তা, ব্যবহারজীবী, উত্তমস্ত্রীদ্বেষী, গন্ধদ্রব্য, মাল্য, আচ্ছাদন, ও গন্ধযুক্ত, গীত, বাদ্য ও নৃত্যকুশল, এবং জলভীরু হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ রবি যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বেশ্যারত, মৃদুবাক্যসম্পন্ন, বহুযুবতীর আশ্রয়স্থল ও সলিলজীবী, মঙ্গল দেখিলে মূর্খ, সংগ্রামপ্রিয়, তেজস্বী, সাহস দ্বারা ধনকীর্ত্তিযুক্ত ও বিকল; বুধ দেখিলে অনেক শত্রু, রাজসচিব, চারুলোচন, কমনীয়কান্তি ও সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত, শুক্র দেখিলে রাজা, শনি দেখিলে নীচ, অলস, দরিদ্র, বৃদ্ধাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, বিকৃতস্বভাব ও ব্যাধিসন্তপ্ত হইয়া থাকে।

বৃষ রাশিতে চন্দ্র থাকিলে বিশালবক্ষঃ, অতিশয় দাতা,কুটিল, কেশযুক্ত, কামুক, কীর্ত্তিশীল, কমনীয়, কন্যাসন্ততিবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ আচার ও শ্রেষ্ঠ বাক্যযুক্ত, হংসের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, মধ্য ও শেষ বয়সে ভোগী, হস্ত, চরণ, স্কন্ধ, জানু, মুখ ও জঙ্ঘা স্থূল,পার্শ্ব, মুখ ও পৃষ্ঠদেশে চিহ্নবিশিষ্ট এবং ক্ষমাশীল হইয়া থাকে।

ঐ চন্দ্র যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কৃষিকার্য্যকারী, অতিশয় কার্য্যকুশল, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় কামুক, যুবতী স্ত্রীর জন্য ধনসর্ব্বস্ব, নারীদিগের হৃদয়গ্রাহী, বন্ধুবিশিষ্ট এবং তেজস্বী, বুধ দেখিলে উত্তমশরীর, কবি, সর্ব্বদা হৃষ্ট ও রাজপ্রিয়, বৃহস্পতি দেখিলে শত্রু, পুত্র ও পত্নীর প্রভৃতি পরুষ ব্যবহারকারী, পিতৃমাতৃভক্তিপরায়ণ, নিপুণ, ধার্ম্মিক, ও লোকবিখ্যাত, শুক্র দেখিলে ভূষণ, মণি,গৃহ, শয্যা, আসন, গন্ধ,মাল্য ও বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বদা ভাগ্যবান্ এবং ভোগী, শনি দেখিলে ধনহীন ও সুখহীন, মাতা ও যুবতীর অনিষ্টকারী, এবং পুত্র, মিত্র ও বন্ধুরহিত হয়।

যদি চন্দ্র বৃষরাশির পূর্ব্বার্দ্ধে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে অচিরে মাতার বিনাশ এবং পরার্দ্ধে থাকিলে পিতৃবিনাশ হয়। বৃষ রাশিস্থিত চন্দ্র এই রূপে পিতৃমাতৃরিষ্টিকারক হয়।

বৃষরাশিতে মঙ্গল থাকিলে সাধুব্রতভঙ্গকারক, অতিশয় ভক্ষক, কুৎসিতপত্নী ও ধনযুক্ত, ধনহরণকারী, কেলি ও কলহকর, বেশ্যাগৃহে ক্রীড়াকারী, প্রগল্ভ বাক্য, পাপী ও বন্ধুগণের বিরোধী হইয়া থাকে। বৃষরাশি শুক্র গ্রহের স্বক্ষেত্র, অর্থাৎ নিজের গৃহ। ঐ শুক্রের ক্ষেত্রে মঙ্গল রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা বন ও পর্ব্বতে ক্রীড়নশীল, স্ত্রীজিত, বহুশত্রুক, অতিশয় ক্রোধী ও ধীরস্বভাব, চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতার অপ্রিয়, বহু রমণীর প্রিয়কারী ও মৃদুশীল, বুধ দেখিলে যুবতীপ্রিয়, বাচাল, কুৎসিত দেহ, নিন্দিত পত্নী ও পুত্রযুক্ত এবং শাস্ত্রবেত্তা, বৃহস্পতি দেখিলে গীতবাদিত্রকুশল, সৌভাগ্যযুক্ত, উত্তম বন্ধু ও উত্তম পত্নীযুক্ত এবং সুবিখ্যাত, শুক্র দেখিলে রাজমন্ত্রী, নৃপতির প্রিয়পাত্র, সেনানায়ক ও বিখ্যাত, শনি দেখিলে সুখী, বিখ্যাত, ধনবান্, বন্ধুবিশিষ্ট, ধীমান্, গ্রাম বা পুর সমূহের অধিপতি হইয়া থাকে।

বৃষরাশিতে বুধ থাকিলে দক্ষ, দাম্ভিক, দাতা, বিখ্যাত, বিজ্ঞানশাস্ত্রে ও বেদে অভিজ্ঞ, স্থিরপ্রকৃতি, স্ত্রীরক্ষিত, সুমিষ্টবাক্য, গান্ধর্ব্ব, হাস্য ও রতিশীল হইয়া থাকে।

ঐ বুধ রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দারিদ্র্যদুঃখতপ্ত, রোগযুক্ত,

পরপীড়ায় রত এবং জনাধিকারী, চন্দ্র দেখিলে বিশ্বাসী, ধনবান, রোগশূন্য, বিখ্যাত ও রাজমন্ত্রী, মঙ্গল দেখিলে সর্ব্বদা ব্যাধি ও শত্রুগ্রস্ত, রাজাবমানসন্তপ্ত ও সমস্ত বিষয়বহিষ্কৃত; বৃহস্পতি দেখিলে প্রাজ্ঞ, দেশ, বা পুরনায়ক, বিখ্যাত; শুক্র দেখিলে মনোহরদেহ, সৌভাগ্যযুক্ত, সৎকবি, বস্ত্র, অলঙ্কার ও কন্যাপ্রিয়, শনি দেখিলে সুখহীন, বন্ধুশোকযুক্ত, সর্ব্বদা রুগ্ন, বহুল অনর্থকর ও মলিন দেহযুক্ত হয়।

বৃষরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে পীনবিশালশরীর, দেব, দ্বিজ ও গুরুভক্ত, ভাগ্যবান্, স্বদারানুরক্ত, সুন্দরগৃহযুক্ত, কৃষিকর্ম্মকারী, ধনী, উত্তম বস্ত্র ও ভূষণযুক্ত, মেধাবী, নীতিকুশল, স্থিরপ্রকৃতি, বিনীত ও ঔষধপ্রয়োগকুশল হয়।

ঐ বৃহস্পতি রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির অধিপতি, অতিশয় ধনী, আরক্তাক্ষ পুরুষের সহিত মিত্রতাযুক্ত, পণ্ডিত ও রাজসচিব হয়। চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতি ধনী, মধুরভাষী, জননীর প্রিয়কারী, যুবতীপ্রিয়, প্রাজ্ঞ, শূর, ধনী, সুখী, রাজপুরুষ, বুধ দেখিলে পণ্ডিত, চতুর, বিখ্যাত, ভাগ্যবান্, যশস্বী, গুণী, সুশীল ও কমনীয়মূর্ত্তি, শুক্র দেখিলে অতিশয় মলিন দেহ, ধনবান্, উৎকৃষ্ট ভূষণধারী, মধুরস্বভাব, শ্রেষ্ঠবস্ত্র, শয্যা ও হস্তিযুক্ত; শনি দেখিলে প্রাজ্ঞ, অনেক ধনধান্যসম্পন্ন, গ্রাম ও নগরবাসীদিগের প্রধান, মলিনদেহবিশিষ্ট ও কুৎসিত ভার্য্যাযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃষরাশিতে শুক্র থাকিলে বহু যুবতী ও রত্নাদিযুক্ত, গন্ধ, পুষ্প ও মাল্যাদি ভূষণযুক্ত, দাতা, সুন্দরমূর্ত্তি, ধনবান, বহুপুত্রযুক্ত, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী, গুণদ্বারা প্রধান ও পালনকারী হয়।

ঐ শুক্র রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম স্ত্রীযুক্ত এবং স্ত্রীহেতুক নিন্দিত, চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম পুত্র, সুখ, ধন ও দারাযুক্ত, অতিশয় ধার্ম্মিক ও সুন্দরকান্তি, মঙ্গল দেখিলে দুঃশীলা স্ত্রীর ভর্ত্তা, স্ত্রীহেতু বিনষ্ট ধন ও কামুক, বুধ দেখিলে কমনীয় দেহ, মধুরভাষী, ভাগ্যবান্, ধৈর্য্যবিশিষ্ট, সুখী, বলবান্, সর্ব্বগুণান্বিত ও বিখ্যাত, বৃহস্পতি দেখিলে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন ও বাহনাদিযুক্ত এবং কর্ম্মকুশল, শনি দেখিলে অল্পসুখ ও অল্পধনযুক্ত, দুঃশীল, অসতী স্ত্রীর পতি এবং সর্ব্বদা পীড়িত হইয়া থাকে।

বৃষরাশিতে শনি থাকিলে অর্থহীন, ভৃত্য, মিথ্যাকর্ম্মনিযুক্ত, বাক্যবীর, বৃদ্ধাস্ত্রীর হৃদয়হরণকারী, কুৎসিত স্ত্রীব্যসনযুক্ত, পরস্ত্রীর ভৃত্য, নিকৃষ্টস্থানবাসী ও দুষ্ট স্বভাব হইয়া থাকে।

ঐ শনি রবিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে স্পষ্টবাদী, ধনহীন, বিদ্বান্, পরগৃহভোজী ও অতিশয় কোমলকায়, চন্দ্র দেখিলে যুবতী স্ত্রীদ্বারা ধনী ও যুবতীদিগের প্রিয়পাত্র ও রাজপূজিত, মঙ্গল দেখিলে যুদ্ধে অতিশয় উৎসাহদাতা ও নিজে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়নকারী, ইন্দ্রিয়লালসাযুক্ত এবং ধনজনপরিবেষ্টিত, বুধ দেখিলে নিরত দুঃশীল, ক্লীবরত, যুবতীসেবক ও নীচপ্রকৃতি, বৃহস্পতি দেখিলে পরের দুঃখে দুঃখিত, পরকার্য্যে রত, লোকপ্রিয়, দাতা ও উত্তমশীল, শুক্র দেখিলে মদ্যপায়ী ও স্ত্রীদ্বারা সুখী, রত্নের আধার, বাহবলবান্ ও রাজপ্রিয় হইবে।

বৃষরাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ থাকিলে এবং তাহাদের দৃষ্টি সম্বন্ধ হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে।

বৃষ লগ্ন—এই লগ্নে জন্ম হইলে গণ্ড, ওষ্ঠ ও নাসিকা স্থূল, প্রশস্ত ললাট, অতিশয় বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, ত্যাগশীল, অধিক ব্যয়ে রত, অল্পপুত্র এবং অধিক সংখ্যক কন্যাযুক্ত, পিতামাতার কষ্টদায়ক, ধনত্যাগী, সর্ব্ব অকর্ম্মে আসক্ত ও সর্ব্বদা আত্মীয় হন্তা হয়। বৃষলগ্নজাত মানব অস্ত্র বা পশুদ্বারা অথবা অন্তস্থানে দেহভ্রম, সলিল, শক, পর্য্যটন, নিরশন, চতুষ্পদ জন্তু বা বলবান্ ব্যক্তি দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বৃষলগ্নের পরিমাণ ৪।৪৯।৫০, (চারিদণ্ড, উনপঞ্চাশ পল ও পঞ্চাশ বিপল), হোরা ২।২৪।৫৫ বিপল, দ্রেক্কাণ—১।৩৬।৩৬।৪০, নবাংশ—০।৩২।১১।১৩।৩৩, দ্বাদশাংশ—০।২৪।৯।১০, ত্রিংশাংশ—০।৯।৩৯।৪০।

লগ্নের উক্ত পরিমাণ স্থূল এবং লগ্নস্ফুট দ্বারা সূক্ষ্ম হয়। ঐ সকল হোরা দ্রেক্কাণ প্রভৃতির ফলও ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

বৃষ লগ্নের প্রথম হোরায় অধিপতি চন্দ্র, দ্বিতীয় হোরায় অধিপতি সূর্য্য।

বৃষের প্রথম হোরায় জন্ম হইলে উন্নত শরীর চক্ষুঃ, ললাট ও বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, দাম্ভিক ও স্থূলশরীর, দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে কৃশ ও দীর্ঘ শরীর, উদার প্রকৃতি ও মনোহর কটিদেশ হয়।

বৃষের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পানভোজনপ্রিয়, নারী বিয়োগসন্তাপযুক্ত, স্ত্রীকন্যানুসারী, বস্ত্রালঙ্কারযুক্ত, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে অতি ধনী, বন্ধুযুক্ত, ভোক্তা, ভূষণরত, বলবান, স্থিরপ্রকৃতি, মনস্বী, লোভী ও স্ত্রীপ্রিয়, তৃতীয় দ্রেক্কাণে চতুর, অল্পভাগ্যযুক্ত ও মলিন হইয়া থাকে।

বৃষের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে কুৎসিত, কৃশ, লোভী শরীরের পূর্ব্বাঙ্গভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন, নীচকর্ম্মকারী, বিরুদ্ধ স্বভাব, বিষম প্রকৃতি, দৃষ্টিবৈষম্য ও অল্পদৃষ্টিবিশিষ্ট হয়। দ্বিতীয় নবাংশে জন্ম হইলে গম্ভীর প্রকৃতি, ধনহীন, কুলমর্য্যাদা ও মেধাশূন্য, বিরুদ্ধকারী, মিথ্যাব্যবহারী, অনর্থক অনেক মিথ্যাবাদী ও বিরুদ্ধ দানরত হইয়া থাকে। তৃতীয় নবাংশে জন্ম হইলে মিষ্টান্ন ভোজী, চক্ষু ও নাসিকা প্রফুল্ল, জঙ্ঘাদেশ গোল, যজ্ঞাদিকর্ম্মে রত, গুল্ফ ও জঙ্ঘা অতি দৃঢ়, চতুর্থ নবাংশে হইলে মহাতেজস্বী,

দীর্ঘহস্ত, প্রবল, চঞ্চলস্বকারী, নিন্দিতান্তঃকরণ, ছাগলের ন্যায় চক্ষুযুক্ত, অল্পবিত্ত, ও উগ্রপ্রকৃতি, পঞ্চম নবাংশে জন্ম হইলে দীর্ঘ ও উচ্চ নাসিকাযুক্ত, বৃষের ন্যায় আকার, বক্র ও নিবিড় কেশযুক্ত, স্থূল, স্কন্ধ ও কটিদেশ অতিশয় দৃঢ় এবং গৌরবর্ণ, ষষ্ঠ নবাংশে জন্ম হইলে পটু, স্থিরপ্রকৃতি, উত্তমকেশযুক্ত, মিতশরীর, বাচাল, প্রগল্‌ভ, মধুর হাস্যযুক্ত, কৃশ ও অতিশয় নিপুণ, সপ্তম নবাংশে জন্ম হইলে কেবল মিথ্যারত, পরস্ত্রীতে আসক্ত, শরীরের ঊর্দ্ধভাগে বর্দ্ধিত, আত্মীয় বিদ্বেষী, স্থূলপদ ও স্থূলকেশবিশিষ্ট এবং তাহার স্ত্রী ও পুত্র তাঁহার দর্শনে সদা অসুখী, অষ্টম নবাংশে জন্ম হইলে ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃষ্টি, কোমলদেহ, প্রফুল্ল নাসিকা, অল্পকর্ম্মকর, নবম নবাংশে জন্ম হইলে পাপী, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়প্রদ, ক্রোধী, কুৎসিত দেহ, ধূর্ত্ত, সঞ্চিতধনসম্পন্ন, বিখ্যাত ও কৃশ হয়।

লগ্ন ও রাশিদুইই যদি এক হয়, তাহা হইলে মিশ্রিতরূপে জাতকের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। লগ্ন, রাশি বা রব্যাদি গ্রহের অবস্থান ও তাহাদের দৃষ্টি সম্বন্ধ, এই সকলের মিলিত রূপে ফল নিরূপণ করা আবশ্যক। (বৃহজ্জাতক ও কোষ্ঠীপ্র॰) এই রাশির আকার বৃষের ন্যায় এইজন্য উহার নাম বৃষ হইয়াছে।

"মেষাকারো হি মেষভ্‌ং বৃষ'কারো বৃষস্তথা।
বীণাগদার্ত্তমিথুনং কর্কটঃ কর্কটাকৃতিঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৪ চতুর্বিধ পুরুষ মধ্যে পুরুষ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"বহুগুণ বহুবন্ধঃ শীঘ্রকামো নতাঙ্গঃ
সকলরুচিরদেহঃ সত্যবাদী বৃষোঽয়ং॥" (রতিমঞ্জরী)

বহুগুণশালী, ও বহুপ্রকার রতিবন্ধে অভিজ্ঞ, নতশরীর, সুন্দর দেহ, ও সত্যবাদী এই সকল গুণযুক্ত পুরুষের নাম বৃষ। এই পুরুষের শঙ্খিনী নারী অতিপ্রিয়।

"পদ্মিনীর শশপতি মৃগ চিত্রাণীর।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর॥" (ভারতচন্দ্র রসম॰)

৫ একাদশমন্বন্তরের ইন্দ্র। (গরুড়পু॰ ৮৭ অ॰) কামান্ বর্ষতীতি বৃষ-ক। ৬ ধর্ম্ম, বৃষরূপী চতুষ্পাদ্ ধর্ম্ম।

"বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥" (মনু ৮।১৬)

৬ শৃঙ্গী। এই শব্দ উত্তর পদস্থ হইলে শ্রেষ্ঠার্থ বাচক হয়।

৭ মূষিক। ৮ ভল্লুক। ৯ বাস্তুস্থানভেদ। (মেদিনী) ১০ বাসক। (বিশ্ব) ১১ শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রিকা॰) ১২ শত্রু। (জটাধর) ১৩ কাম। ১৪ বলবান্। (অনেকার্থকোষ) ১৫ ঋষভ নামৌষধ। (রাজনি॰) ১৬ পতি।

"স্বয়ুবং বা পরিত্যজ্য পরযুবে বৃষায়তে।
বৃষলী সা হি বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ॥" (কাশীখণ্ড)

১৭ নদীজ্জাতক। ১৮ গোধূম। (পর্য্যায়মুক্তা॰) ১৯ বাসামূল। ২০ বর্হ। (শব্দমালা)

বৃষক (পুং) ১ বৃষ। ২ গান্ধাররাজপুত্রভেদ। (ভারত আদিপ॰) ৩ সামভেদ।

বৃষকর্ণী [র্ণিকা] (স্ত্রী) সুদর্শনা লতা, চলিত সুদর্শন শুলক। (রত্নমালা) ২ বস্তাস্ত্রী, চলিত ছাগলাস্ত্রী।

বৃষকর্ম্মন্ (ত্রি) বর্ষকর্ম্মা।

বৃষকা, নদীভেদ। বৃষকাহনা বা বৃষকাহ্না নামে পরিচিত।

বৃষকাম (ত্রি) ১ ধর্ম্মকাম। ২ যে বৃষ কামনা করে।

বৃষকৃত (ত্রি) বৃষযুক্ত। (পা ৬।২।১৪৭)

বৃষকেতন (ত্রি) বৃষধ্বজ। (পুং) শিব।

বৃষকেতু (ত্রি) ১ বৃষধ্বজ, শিব। ২ কর্ণের পুত্র।

বৃষক্রতু (ত্রি) বর্ষণকর্ম্মা, যে বর্ষণ কর্ম্ম করে অর্থাৎ বর্ষণ করে।

"বৃষক্রতো বৃষা বাজিন্ জয়ে ধা" (ঋক্ ৫।৩৬।৫)
'হে সুশিপ্র শোভনহনো বৃষক্রতো বর্ষণকর্ম্মন্' (সায়ণ)

বৃষখাদি (ত্রি) ১ সোমপায়ী। ইন্দ্র যাহাদিগের অস্ত্রস্বরূপ।

'বৃষখাদয়ঃ বৃষেন্দ্রঃ খাদিরায়ুধস্থানীয়ো যেষাং তে তথোক্তঃ।
যদ্বা বৃষা সোমঃ আদিঃ খাদ্যঃ পেয়ো যেষাং তে।'
(ঋক্ ১।৬৪।১০ সায়ণ)

বৃষগণ (পুং) ঋষিসমূহভেদ। "বৃষগণা অবাসুঃ" (ঋক্ ৯।৯৭।৮) 'বৃষগণা এতন্নামকা ঋষয়ঃ' (সায়ণ)

বৃষগন্ধা [ন্ধিকা] (স্ত্রী) ১ ছগলাস্ত্রী, চলিত ছাগল বেঁটে। ২ অতিবলা, পীত বেড়েলা। (বৈদ্যকনি॰)

বৃষচক্র (স্ত্রী) বৃষাকারং চক্রং। কৃষিকর্ম্মোক্ত বৃষাকার চক্র বিশেষ। সর্ব্বাবয়বসংযুক্ত একটী বৃষের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার মুখ, অক্ষি, কর্ণ, শীর্ষ, শৃঙ্গ ও স্কন্ধদেশে যথাক্রমে কৃত্তিকাদি দুই দুইটী নক্ষত্র বিন্যস্ত করিবে। পরে উহার পৃষ্ঠদেশে স্বাতি, বিশাখা ও অনুরাধা; পুচ্ছে জ্যেষ্ঠা ও মূলা; প্রত্যেক পাদে পূর্ব্বাষাঢ়া অবধি যথাক্রমে দুই দুইটী করিয়া অভিজিৎ সহিত উত্তরভাদ্রপদ পর্য্যন্ত আটটী এবং উহার উদর প্রদেশে রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী; এই সকল নক্ষত্র যথাযথ স্থানে বিন্যাস করিয়া তদ্দ্বারা হলপ্রবাহ ও বীজবপনাদি কার্য্যের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হয় অর্থাৎ অঙ্কিত বৃষের মুখস্থিত নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থান কালে হলপ্রবহনাদি করিলে কার্য্যের হানি, নেত্রস্থ নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থানে ঐ সকল কার্য্য করিলে সুখ, কর্ণস্থিত নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থিতি কালে ভিক্ষা এবং ভ্রমণ; শীর্ষে বৃত্তি; শৃঙ্গে সৌখ্য; কার্য্যকালে স্কন্ধদেশস্থ নক্ষত্রে কষ্ট; পুচ্ছে ধ্বংস; পাদে ভ্রমণ, চন্দ্র থাকিলে শুভ, পৃষ্ঠস্থিত নক্ষত্রে

কটি; পুচ্ছে বৃষণ; পাদে শ্রবণ, এবং উদরদেশবিজড়নকত্রে চন্দ্র থাকা সময়ে কার্য্য করিলে সুখ হয়। (জ্যোতিস্তত্ব)

বৃষচ্যুত (ত্রি) সোমদাতা ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।

"বৃষচ্যুতা মদাসো গাতুমাশত" (ঋক্ ৯।৭৯।৭)

'বৃষ হিংসাসংক্লেশনয়োনেষপি। বৃষভিঃ সোমস্য দাতৃভি-র্ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ্যুতাঃ পরিত্যক্তাঃ' (সায়ণ)

বৃষজূতি (ত্রি) বর্ষণগমন, বর্ষণের গতি।

"বৃষজূতির্হি জজ্ঞিষ আভূভিরিন্দ্র তুর্বণিঃ" (ঋক্ ৫।৩৫।৩)

'হে ইন্দ্র বৃষজূতি বর্ষণগমনঃ" (সায়ণ)

বৃষণ (পুং) অণ্ডকোষ, রক্ত, মাংস, কফ ও মেদের সারাংশ হইতে বায়ু সংযোগে ইহার উৎপত্তি। (সুশ্রুত)

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—একবৃষণ ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখী, যাহার দুইটী কোষ পরস্পর সমান সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। কোষ দুইটী অসমান হইলে লোক স্ত্রীচপল হয়। যে লোকের বৃষণদ্বয় প্রলম্বভাবে অবস্থিত তাহাকে অল্পায়ু এবং নির্দ্ধন বলিয়া জানিবে।

বৃষণকচ্ছু (স্ত্রী) বৃষণস্য কচ্ছুঃ। ক্ষুদ্ররোগ বিশেষ, স্নান অথবা সম্পিষ্ট কাচা হরিদ্রাদি গাত্রে মর্দ্দন দ্বারা শারীরিমল ক্ষালন না করিলে যদি সেই মল মুষ্কদেশে সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ঐ স্থান অতিশয় স্বেদযুক্ত ও ক্লিন্ন হয় এবং তাহাতে কণ্ডু জন্মিয়া ক্রমে তাহা হইতে স্ফোট ও স্ফোট হইতে স্রাব উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মা ও রক্তের প্রকোপ বশতঃ রোগীর ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বৃষণকচ্ছু বলে।

চিকিৎসা—হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা কুলের ছাল সৈন্ধবের সহিত বাটিয়া লেপন করিলে অহিপূতনক ও বৃষণকচ্ছু রোগের শান্তি হয়। সর্জ্জরস, মুথা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেত সর্ষপ, উত্তমরূপে নিষ্পিষ্ট করিয়া বৃষণকচ্ছুরোগে উদ্বর্ত্তন করিলে বিশেষ উপকার হয়, তুঁতে ও পোড়ামাটি অথবা খাপরা গুঁড়া করিয়া অবচূর্ণন করিলেও মুষ্ককচ্ছু রোগ প্রশমিত হয়।

বৃষণ[ণা]শ্ব (পুং) ১ ইন্দ্রের ঘোটক। ২ স্বনামখ্যাত নৃপতি বিশেষ।

"মেনা অবো বৃষণশ্বস্য সুক্রতো" (ঋক্ ১।৫১।১৩)

'বৃষণশ্বস্য এতন্নামস্য রাজ্ঞঃ' (সায়ণ)

(ত্রি) ৩ সেচনসমর্থ অশ্বযুক্ত, যে সকল অশ্ব সেচনকার্য্যে নিপুণ তদ্যুক্ত।

"বৃষণশ্বেন মরুতো বৃষপ্সুনা রথেন বৃষনাভিনা" (ঋক্ ৮।২০।১০)

'বৃষণশ্বেন বৃষভিঃ সেচনসমর্থৈরশ্বৈরুপেতেন' (সায়ণ)

বৃষণ্বৎ (ত্রি) সেচনকর্ত্তা যুক্ত, সেচনকারী সবদিৎ।

"বৃষণ্বন্তং বিভ্রতী" (ঋক্ ১।১০০।১৬)

'বৃষণ্বন্তং বৃষ্ণা সেক্ত্রা ইন্দ্রেণ যুক্তং রথং বিভ্রতী' (সায়ণ)

বৃষণ্বসু (স্ত্রী) ১ ইন্দ্রের ধন। (জটাধর) (ত্রি) ২ বর্ষণকর্ত্তা।

"ন যৎপরো নান্তর আদধর্ষদ্‌বৃষণ্বসূ" (ঋক্ ২।৪১।৮)

'বৃষণ্বসূ হে ধনস্য বর্ষিতারৌ' (সায়ণ)

বৃষত্ব (স্ত্রী) সেচনসামর্থ্য। (ঋক্ ১।৫৪।২)

বৃষদংশ[ক] (পুং) বৃষ-দন্শ-অচ্ বা ণ্বুল্। যে বৃষ অর্থাৎ মূষিককে দংশন করে, বিড়াল। (অমর)

বৃষদঞ্জি (ত্রি) বর্ষণকারী পদার্থ দ্বারা যিনি সিঞ্চন করেন।

"বৃষদঞ্জয়ো বৃষ্ণে শর্দ্ধায়" (ঋক্ ৮।২০।৯)

'হে বৃষদঞ্জয়ো বৃষতা বর্ষকেণ সোমেনাঞ্জতঃ সিঞ্চন্তোঽধর্ষণীয়াঃ'(সায়ণ)

বৃষদন্ত (ত্রি) বৃষস্য মূষিকস্য দন্ত ইব দন্তো যস্য। যাহার দাঁত ইন্দুরের দাঁতের ন্যায়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্—বৃষদতী।

বৃষদর্ভ (পুং) ১ কাশীরাজ পুত্রভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব) ২ শিবির পুত্র। (হরিবংশ) ৩ শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর।

বৃষদেবা (স্ত্রী) বসুদেবের পত্নীভেদ। (বায়ুপুরাণ)

বৃষদণ্ড (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

বৃষদ্বীপ (পুং) দেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪।৯)

বৃষধূত (ত্রি) প্রস্তর দ্বারা অভিষুত। (ঋক্ ৩।৩৬।২)

বৃষধ্বজ (পুং) বৃষো বৃষভো মূষিকো ধর্ম্মো বা ধ্বজো চিহ্নং যস্য। ১ শিব। ২ গণেশ। ৩ পুণ্যবান্ ব্যক্তি। ৪ রাজপুত্রভেদ। ৫ পর্ব্বতভেদ। (মার্কপু° ৫৮।১১) ৬ তান্ত্রিক মন্ত্রচয়িতাভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। বৃষধ্বজা, দুর্গা।

বৃষধ্বাঙ্ক্ষা[ঙ্ক্ষী] (স্ত্রী) নাগরমুথা। (রাজনি°)

বৃষন (পুং) বৃষ-কনিন্ (বৃষ বৃষীতি। উণ্ ১।১৫৬) ১ ইন্দ্র। ২ কর্ণ। ৪ বেদনাজ্ঞান অথবা তজ্জন্য অচৈতন্য। (মেদিনী) ৫ বৃষ। ৬ অশ্ব। ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৪) ৮ বৃক্ষ।

বৃষনাভি (ত্রি) বর্ষণক্ষম নাভি অর্থাৎ চক্রচ্ছিদ্রযুক্ত, যে নাভি বা চক্রচ্ছিদ্রের বর্ষণযোগ্যতা আছে, তদ্যুক্ত।

"রথেন বৃষনাভিনা" (ঋক্ ৮।২০।১০)

'বৃষনাভিনা নাভিশ্চক্রচ্ছিদ্রং বর্ষকনাভিযুক্তেন রথেন' (সায়ণ)

বৃষনামন্ (স্ত্রী) বর্ষণ এবং নমন অর্থাৎ নত বা অধোগতি হওয়া।

"মহীবে অস্য বৃষনাম শূষে" (ঋক্ ৯।৯৭।৫৪)

'মহী মহতী প্রকৃতে বৃষনাম। স্থপাং সুলুগিতি সুপো লুক্। বৃষনামনী বর্ষনমনে শত্রূণাং বর্ষণং শত্রূণাং নমনং। ইমে এতে যে কর্ম্মণী অস্য সোমস্য শূষে সুখকরে ভবতঃ।' (সায়ণ)

বৃষনাশন (পুং) বৃষান্ মূষিকান্ নাশয়তি নশ-ণিচ্-ল্যু। ১ বিড়াল। ২ শ্রীকৃষ্ণ, অরিষ্টরূপ বৃষকে নাশ করেন বলিয়া ভগবান্‌কে বৃষনাশন বলা হইয়াছে। (হরিবংশ ৭৮ অ°)

বৃষস্তম (ত্রি) অতিশয় বর্ষণকারী।

"বিদ্মা হি ত্বা বৃষস্তমং" (ঋক্ ১।১০।১০)

'বৃষস্তমং কামানাং অতিশয়েন বর্ষিতারং' (সায়ণ)

বৃষপতি (পুং) বৃষস্য পতিঃ। ১ ষণ্ড, ক্লীব, ধর্মজন্ত। ২ শিব, মহাদেব।

বৃষপত্রিকা (স্ত্রী) বস্তান্ত্রী, চলিত ছাগলাদী ছাগলবেঁটে।

বৃষপত্নী (স্ত্রী) যাহাদিগের পতি অর্থাৎ প্রভু বা কর্ত্তার বর্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে।

"বৃষপত্নীরপো জয়" (ঋক্ ৮।১৫।৬) 'বৃষপত্নীঃ বৃষা বর্ষিতা পর্জ্জন্যঃ পতির্যাসাং তাদৃশীরপো জয় স্বায়ত্ত্ব কুরু' (সায়ণ)

বৃষপর্ণিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণযষ্টিকা, চলিত বামনহাটী।

(চরক সূ° ৪অ°)

বৃষপর্ণী (স্ত্রী) বৃষস্য মূষিকস্য পর্ণ ইব পর্ণমস্যাঃ। ১ আখুপর্ণী, চলিত ইন্দুরকাণী। ২ পুরাতী বৃক্ষ। পর্য্যায়—মধ্যাঙ্গী, চক্রাঙ্গী, সুদর্শনা। (রাজনি°) ৩ কৃষ্ণদন্তী। (রত্নমালা)

বৃষপর্ব্বন্ (পুং) বৃষে পর্ব্ব উৎসবো যস্য। ১ শিব। ২ দৈত্যভেদ। (মহাভা° ১ ৬৭।১৬) ৩ ভৃঙ্গার বৃক্ষ। ৪ কেশুর। ৫ বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।৪১) ৬ রাজভেদ। (মার্ক° পু°১৩৪,৫) ৭ বোলতা। ৮ তৃণবিশেষ।

বৃষপাণ (ক্লী) পরিষেচনক্ষম পদার্থের পান, যে পদার্থ সেচন কার্য্যে সমর্থ তাহার পান।

"আ ত্বা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি" (ঋক্ ১ ৫১,১২)

'হে ইন্দ্র ত্বং বৃষপাণেষু। বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্য সোমস্য পাণানি বৃষপাণানি তেষু নিমিত্ত রথমাতিষ্ঠসি স্ম।' (সায়ণ)

বৃষপাণি (ত্রি) বৃষা সেচনসমর্থঃ পাণির্যস্য। যাহার হস্ত সেচনকার্য্যে নিপুণ।

"বৃষপাণয়োহশ্বা" (ঋক্ ৬।৭৫।৭)

'অশ্বা বৃষপাণয়ঃ পাংসূনাং বর্ষকখুরাঃ (সায়ণ)

বৃষপ্রভর্ম্মন্ (ত্রি) বর্ষণশীলের প্রহর্ত্তা।

"বৃষপ্রভর্মা দানবস্য ভামং" (ঋক্ ৫।৩২,৪)

'বৃষপ্রভর্ম্মা বর্ষণশীলস্য মেঘস্য প্রহর্ত্তা' (সায়ণ)

বৃষপ্রযাবন্ (ত্রি) যাহাতে সেচন ও গমনকর্ত্তা আছেন।

"কয়া বৃষপ্রযাবণে" (ঋক্ ৮।২০।৯)

'বৃষপ্রযাবণে বৃষাণঃ সেক্তারঃ প্রযাবানঃ প্রকৃষ্টং গন্তারো মরুতো যস্মিন্ তস্মৈ তস্মৈ।' (সায়ণ)

বৃষপ্রিয় (পুং) বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।৭৬)

বৃষপ্সু (ত্রি) বর্ষণ স্বরূপ।

"অশ্ববন্তো বৃষপ্সবঃ" (ঋক্ ৮।২০।৭)

'অশ্ববন্তো বলবন্তো বৃষপ্সবো বর্ষণরূপা' (সায়ণ)

বৃষভ (পুং) বৃষ-অভচ্ (ঋষিবৃষিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৩।১২৩) ১ বৃষ, বলীবর্দ্দ, চলিত ষাঁড় ২ বীর, শ্রেষ্ঠ। (মহাভাগবত ৩৩০।৮৭) ৩ বৈদর্ভী রীতিভেদ। (মেদিনী) ৪ আদিজিন। (হেম) ৫ কর্ণচ্ছিদ্র। ৬ ঋষভ নামক ঔষধ। (উণাদিকোষ) ৭ বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।৪১) ৮ চতুর্ব্বিধ পুরুষান্তর্গত পুরুষবিশেষ, এই জাতীয় পুরুষে শঙ্খিনী জাতীয়া নারী সন্তুষ্ট থাকে।

[ইহার লক্ষণাদি বৃষ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

"বৃষান্ত শঙ্খিনী তুষ্টা হস্তিনী রমতে হয়ং" (রতিমঞ্জরী)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্ বৃষভী। ৯ বিধবা স্ত্রী। ১০ কর্ণশষ্কুলী, পটাহ চর্ম্মের ন্যায় কর্ণান্তর্গত সূক্ষ্ম চর্ম্মবিশেষ, এই চর্ম্মে শব্দের আঘাত লাগিয়া শ্রবণজ্ঞান জন্মে। ১১ হস্তীর কর্ণ। ১২ ঔষধ। ১৩ দ্রব্যবিশেষ। ১৪ ঋষভ। ১৫ অষ্টাবিংশ মুহূর্ত্তভেদ। ১৬অসুরভেদ। বিষ্ণু ইহাকে ধ্বংস করেন। ১৭ দশম মনুর পুত্রভেদ। (মার্ক° পু° ৯৪ ১৫) ১৮ যোদ্ধৃভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব) ১৯ কুশাগ্রের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২০ অবসর্পিণীর ১ম অর্হৎ। ২১ গিরিব্রজের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। ২২ কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৩।২৭) ২৩ মহাভদ্র সরোবরের উত্তরস্থ একটী পর্ব্বত। ইহা রুদ্রক্ষেত্র বলিয়া পূজিত। (লিঙ্গপুরাণ ৪৯।৫৪)

বৃষভকেতু (পুং) শিব।

বৃষভগতি (পুং) বৃষভেণ গতির্যস্য। ১ শিব, মহাদেব। ২ গোযানাদি।

বৃষভচরিত (ত্রি) জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত দোষ বিশেষ, জন্মরাশি হইতে দ্বাদশ রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান কালে জীবের এই দোষ ঘটে অর্থাৎ জীব তখন ব্যয়ের সহিত সেই সকল দোষকর কার্য্য করে।

"বৃষভচরিতান্ দোষানস্তে করোতি হি সব্যয়ান্।"

(বৃহৎস° ১০৪।১০)

বৃষভতীর্থ, তীর্থভেদ। বৃষভতীর্থমাহাত্ম্যে ও বৃষভাদ্রিমাহাত্ম্যে ইহার পরিচয় আছে।

বৃষভত্ব (ক্লী) বৃষভের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৃষভধ্বজ (পুং) বৃষভঃ ধ্বজো বাহনং যস্য। ১ শিব। (রঘু ২।৩৬) স্ত্রিয়াং টাপ্। বৃষভধ্বজা, ২ বৃহদ্দন্তী বৃক্ষ, বড়দন্তী। (বৈদ্যকনি°) ৩ পর্ব্বতভেদ। ৪ শিববাহনভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বৃষভপল্লব (পুং) বাসকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বৃষভবীথি (স্ত্রী) সূর্য্যাগমনপথবিশেষ। [বীথি শব্দ দেখ]

বৃষভস্বামিন্ (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজপুত্রভেদ।

বৃষভসেন, জৈনভেদ। (জৈন হরিবংশ ১৫৭।২।৬)

বৃষভা, নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ)

বৃষভাক্ষ (পুং) বিষ্ণু। (ভা° ১৫।১৪৯।১৭)

বৃষভাক্ষী (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী লতা, রাখালশশা। (রাজনি°)

বৃষভাঙ্ক (পুং) শিব।

বৃষভা[ণু]নু (পুং) সুরভানের পুত্র, ইহাঁর মাতার নাম পদ্মাবতী। ইনি নারায়ণের অংশসম্ভূত, জাতিস্মর ও শ্রীরাধিকার পিতা ছিলেন। (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৭।১০৭।১৩১ অ°)

বৃষভানুপুর, ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। সঙ্কেত গ্রামের এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। (দেশাবলী)

বৃষভার (ত্রি) যাহার অন্ন বলবর্ধনকারী।

"বৃষভারায় বৃষভায় পাতবে" (ঋক্‌ ২।১৬।৫)

'বৃষভারায় বলবর্ধকাণ্যন্নানি যস্ত স তথোক্তঃ। তাদৃশায় বৃষভায় কামানাং বর্ষিত্রে ইন্দ্রায় পাতবে পানার্থং পবস্ত ইতি সম্বন্ধঃ।' (সায়ণ)

বৃষভাসা (স্ত্রী) বৃষ্ণা ইন্দ্রেণ ভাসতে ভাস-অচ্, ততষ্টাপ্। অমরাবতী। (ত্রিকা°)

বৃষভেক্ষণ (পুং) বৃষভো বেদঃ ঈক্ষণং জ্ঞাপকো যস্ত। বেদই যাহার জ্ঞাপক, বিষ্ণু।

বৃষমণস্ (ত্রি) কামাভিবর্ষকমনস্ক, যাহার মন কামাভি-বর্ষণ করে। "যচ্ছ শূরবৃষমণঃ পরাচৈঃ" (ঋক্‌ ১।৬৩।৪)

'অপি চ হে শূর! শত্রূণাং প্রেরক বৃষমণঃ কামাভিবর্ষকমনস্কেন্দ্র।'

বৃষমণ্যু (ত্রি) যাহারা অভিমত বর্ষণের জন্ম মান্ত করে।

"বিশ্বেষু হি ত্বা সবনেষু তুঞ্জতে সমানমেকং বৃষমণ্যবঃ"

(ঋক্‌ ১।১৩১।২)

'হে ইন্দ্র! কীদৃশং ত্বাং সমানং সর্ব্বেষামেকরূপং। কী শা যজমানাঃ বৃষমণ্যবঃ অভিমতবর্ষণায় ত্বামেব মন্তমানাঃ' (সায়ণ)

বৃষমূল (স্ত্রী) বাসামূল, বাসকমূল।

বৃষয় (পুং) বৃ-কয়ন্ বৃহ্লোঃ যুগ্ হ্রকৌ চ। (উণ্ ৪।১০০). আশ্রয়। (উণাদিকো°)

বৃষয়ু (ত্রি) সন্‌শব্দকারী, যে 'সন্' এইরূপ শব্দ করে।

"অশ্বো ন বৃথে বৃষয়ুঃ কনিক্রদৎ" (ঋক্‌ ১।১৭৭।৫)

'স যথা বৃষয়ুঃ সঙ্কল্পং করোতি তদ্বদসৌ বৃষভো রসস্ত বর্ষিতা কনিক্রদজ্জবং কুর্বন্ অসাবীতি' (সায়ণ)

বৃষরথ (ত্রি) বর্ষণকারক রথে যুক্ত, যাহাকে বর্ষণকারক রথে নিযুক্ত বা যোজন করা হইয়াছে।

"ব্রহ্মযুজো বৃষরথাসো অত্যাঃ" (ঋক্‌ ১।১৭৭।২)

'ব্রহ্মযুজঃ পরিবৃঢ়েন মন্ত্রেণ যুজ্যমানা বৃষরথাসো বর্ষণরথবন্তঃ তত্র নিযুক্তা ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

বৃষরশ্মি (ত্রি) যাহাদিগের রশ্মি অর্থাৎ প্রগ্রহরজ্জু কামাভি-বর্ষণকারী।

"বৃষরথাসো বৃষরশ্ময়োহত্যাঃ" (ঋক্‌ ৬।৪৭।১৯)

'বৃষরশ্ময়ঃ বর্ষিতারো রশ্ময়ঃ প্রগ্রহা যেষাং তাদৃশা অত্যাঃ সততগামিনঃ' (সায়ণ)

বৃষরাজকেতন (পুং) বৃষকেতন, শিব।

বৃষরূক্ষম্ (পুং) মহাদেব। (ভা° ১৩।১৭।৩৪)

বৃষল (পুং) বৃষ-কলচ্ বৃষাদিভ্যশ্চিৎ (উণ্ ১।১০৮) ১ শূদ্র। ২ গৃঞ্জন অর্থাৎ শালগম কিম্বা রক্তলশুন। ৩ ঘোটক, অশ্ব। ৪ চন্দ্রগুপ্ত রাজা। বৃষং ধর্ম্মং লুনাতীতি। ৫ অধার্ম্মিক, পাপিষ্ঠ, দুষ্কর্ম্মান্বিত। মনু বলেন, বৃষ অর্থাৎ কামবর্ষী ধর্ম্মকে অলং অর্থাৎ ব্যর্থ বা নিরর্থক করে বলিয়া দেবগণ তাহাকে (বৃষ+অলং=বৃষলং) বৃষল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

"বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।

বৃষলং তং বিদুর্দ্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥" (মনু ৮।১৬)

বৃষলক (পুং) বৃষল এব বৃষল-স্বার্থে কন্। বৃষল।

বৃষলক্ষ্মন্ (পুং) বৃষো বৃষভঃ স এব লক্ষ্ম চিহ্নং যস্ত। বৃষলাঞ্ছন, মহাদেব, যাঁহাকে বৃষের উপরে দেখিয়া চেনা যায়।

বৃষলতা (স্ত্রী) বৃষলের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৃষলত্ব (ক্লী) বৃষলতা।

বৃষলাঞ্ছন (পুং) মহাদেব, বৃষভাঙ্ক।

বৃষলাত্মজ (পুং) ১ শূদ্রাত্মজ শূদ্রজাত। ২ অধার্ম্মিকোৎপন্ন পাপিষ্ঠজ।

বৃষলী (স্ত্রী) ১ অবিবাহিতা রজস্বলা কন্যা। অত্রি ও কাশ্যপ বলেন, যে কন্যা পিতৃগৃহে অসংস্কৃতাবস্থায় রজোদর্শন করে তাহার নাম বৃষলী এবং তাদৃশাবস্থাপন্ন কন্যার পিতার ভ্রূণ-হত্যার পাতক জন্মে।

"পিতুর্গৃহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।

ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

২ স্বীয় পতিতে অনাসক্তা ও পরপতিরতা, যে নিজ পতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরপতিতে আসক্ত হয়। কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে, কেবল শূদ্রীকেই যে বৃষলী বলে তাহা নহে, যে স্ত্রী আপন ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া পরপতিভজনা করে, সেই প্রকৃত বৃষলী।

"স্বভর্তৃং যা পরিত্যজ্য পরপুংসে সুখায়তে।

বৃষলী সা হি বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ ॥" (কাশীখণ্ড)

৩ শূদ্রী। (মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১।৫৭) ৪ বৃষলজাতীয়া স্ত্রীলোক অর্থাৎ অধার্ম্মিকা, পাপিষ্ঠা বা দুষ্কর্ম্মান্বিতা স্ত্রীজাতি।

৫ নীচজাতীয়া স্ত্রী। ৬ ঋতুমতী স্ত্রী। ৭ মৃতসন্তান-প্রসবকারিণী।

বৃষলীপতি (পুং) বৃষলী কন্যাবিবাহকারী, যে বৃষলী কন্যা বিবাহ করিয়াছে। বৃষলী কন্যা বিবাহ করিলে শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধাদিতে তাহার কোন অধিকার জন্মে না এবং সে স্বজাতির সহিত পংক্তিভোজনে অনধিকারী হয়।

"যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাংক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্বৃষলীপতিম্।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রা স্ত্রীতে গমন করে তবে তাহাকে বৃষলীপতি বলে।

"যদি শূদ্রাং ব্রজেৎ বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

বৃষলোচন (পুং) বৃষস্য লোচনে ইব লোচনে যস্য। ১ মূষিক, ইন্দুর। (স্ত্রী) ২ বৃষের লোচন, ষাঁড়ের চক্ষুঃ।

বৃষবৎ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (মার্কপু° ৫৫।৪)

বৃষবাহ (ত্রি) বৃষারোহী।

বৃষবাহন (ত্রি) বৃষো বাহনং যস্য। ১ শিব, মহাদেব। ২ বৃষরূপ বাহন অর্থাৎ যান।

বৃষবিবাহ, (দেশজ) বৃষোৎসর্গ।

বৃষণীভৎস (পুং) কপিকচ্ছুভেদ, একপ্রকার শূকশিম্বী।

বৃষবৃষ (স্ত্রী) সামভেদ।

বৃষব্রত (ত্রি) বৃষকর্ম্মা, বর্ষণকারী।

"এষ বৃষা বৃষব্রতঃ পবমানো অশস্তিহা" (ঋক্ ৯।৬২।১১)

'বৃষা কামানাং সেক্তা বৃষব্রতো বৃষকর্ম্মাশস্তিহা রাক্ষসানাং হন্তা' (সায়ণ)

বৃষব্রাত (ত্রি) সেচনসমর্থ, যে সেচন করিতে সমর্থ।

"মনোজুবো যন্মরুতো রথেষ্বা বৃষব্রাতাসঃ" (ঋক্ ১।৮৫।৪)

'হে মরুতো মনোজুবো মনোবদ্বেগগন্তারঃ বৃষব্রাতাসো বৃষ্ট্যুদকসেচনসমর্থসপ্তসংঘাত্মকা যূয়ং' (সায়ণ)

বৃষশত্রু (পুং) বৃষনামাসুরবিশেষস্য শত্রুঃ। ১ বিষ্ণু। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ২ বৃষের শত্রু।

বৃষশিপ্র (পুং) তন্নামক অসুরবিশেষ।

"দাসস্য চিদ্বৃষশিপ্রস্য মায়াঃ" (ঋক্ ৭।৯৯।৪)

'বৃষশিপ্রেত্যেতৎসংজ্ঞস্য দাসস্য চিদুপক্ষপয়িতুরসুরস্য মায়াঃ' (সায়ণ)

বৃষশীল (ত্রি) বৃষল। (নিরুক্ত ৩।১৬)

বৃষশুষ্ম (পুং) বাতাবত মহর্ষির অপত্য।

বৃষশুষ্ম (ত্রি) বৃষের ন্যায় বলশালী, বলবান্‌দিগের শোষণকারী। 'বৃষশুষ্মং সেক্তৄণাং বলবতাং শোষকং।'(ঋক্৮।৩৬।৮ সায়ণ) ২ বস্তবেত্তমহর্ষির অপত্য। ইনি জাতূকর্ণের পৌত্র। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।২৯)

বৃষষণ্ড (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

বৃষসব (ত্রি) বর্ষণকারী অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক অভিযুত অর্থাৎ যজ্ঞার্থ মজ্জনযানকৃত।

"প্র যমন্তর্বৃষসবাসো" (ঋক্ ১০।৪২।৮) 'বৃষসবাসো বৃষসবা অস্মৌ সোমস্য বর্ষিতৃভিরধ্বর্য্যুভিরভিষুতাঃ' (সায়ণ)

বৃষসার (পুং) ১ গুরুবট। ২ দেবকুত।

বৃষসাহ্বয়া (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বৃষসাহ্বা (স্ত্রী) নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ)

বৃষসৃক্[কি]ন্ (পুং) ভ্রমরোল, ভীমরুল, বিষশৃঙ্গিন্।

বৃষসেন (পুং) ১ কর্ণের পুত্র। (ভাগবত ৯।২৩।১৪) ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্যা° ৩৪।৬)

বৃষস্কন্ধ (পুং) বৃষস্য স্কন্ধ ইব স্কন্ধো যস্য। ১ যাহার স্কন্ধদেশ বৃষের স্কন্ধের ন্যায়। (রঘু ১।১৩) ২ শিব। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বৃষস্যন্তী (স্ত্রী) বৃষং নরং শুক্রলং বা ইচ্ছতি মৈথুনায় বৃষ-ক্যচ্ সুপ আত্মনঃ ক্যচ্ (পা ৩।১।৮) অশ্বক্ষীরেতি সুগাগমঃ (পা ৭।১।৫১) ততঃ লটঃ শতৃশানচৌ ইতি শতৃ (পা ৩।২।১২৪) উগিতশ্চ ইতি ঙীষ্ (পা ৪।১।৬) ১ অতিশয় কামুকী। ২ শূকশিম্বী। ৩ বৃষাভিলাষিণী গবী।

বৃষা (স্ত্রী) ১ লঘুমূষিকপর্ণীলতা, পুরাতী। রাজনি°) ২ দ্রবন্তী, বড়দন্তী। এরণ্ড বৃক্ষের ন্যায় ইহার পত্র ও শাখা। ৩ অশ্বগন্ধা। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতীলতা। ৫ শূকশিম্বী, কপিকচ্ছু।

বৃষাকপায়ী (স্ত্রী) বৃষাকপেঃ বিষ্ণোঃ শিবস্য অগ্নেরিন্দ্রস্য বা ভার্য্যা। বৃষাকপি-ঙীষ্ বৃষাকপ্যগ্নীতি ঐকারাদেশশ্চ। (পা ৪।১।৩৭)। ১ লক্ষ্মী। ২ গৌরী। (অমর) ৩ স্বাহা। (ভরত) ৪ শচী। (স্বামী)

'বৃষাকপায়ি রেবতি সুপুত্রে আদু সুস্নুষে" (ঋক্ ১০।৮৬।১৩)

'হে বৃষাকপায়ি কামানাং বর্ষকস্যাভীষ্টদেশগমনাচ্চেন্দ্রো বৃষাকপিস্তস্য পত্নী' (সায়ণ)

৫ জীবন্তী। ৬ শতাবরী। (মেদিনী)

বৃষাকপি (পুং) বৃষঃ কপিরস্তেতি অন্যেষামপীতি দীর্ঘঃ (উণ্ ৪।১৪৩ উজ্জ্বলদত্ত) ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ অগ্নি। (মেদিনী) ৪ ইন্দ্র। (ভাগবত ৬।১৩।১০) ৫ সূর্য্য। (মহাভা° ৩।৩৬১)

বৃষাকর (পুং) মাষকলাই।

বৃষাকৃতি (ত্রি) বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।১২৫)

বৃষাক্ষ (পুং) ১ বৃষের ন্যায় অক্ষিবিশিষ্ট। ২ বিষ্ণু। (হরিবংশ)

বৃষাখ্য (পুং) বৃষ নামক ঐন্দ্রজালিক। (গৌড়ীয়রামায়ণ ১।৩১।৬)

বৃষাগির্ (পুং) ঋষিভেদ। [বার্ষাগির দেখ।]

বৃষাঙ্ক (পুং) বৃষোঽঙ্কোঽস্য। ১ শিব। (ভাগবত ৮।৮১) ২ সাধু। ৩ পানীয় জম্বাতক, জলজ ভেলা। ৪ ষণ্ড, ক্লীব। (মেদিনী) ৫ ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ৬ ময়ূর।

বৃষাঙ্কজ (পুং) ডমরু। (শব্দরত্নাবলী)

বৃষাঙ্কন (পুং) বৃষেণ অঙ্কতি গচ্ছতীতি অন্চ্ ল্যু। শিব।

বৃষাণক (পুং) ১ শিব। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ২ শিবানুচরভেদ।

বৃষাণ্ডন্ (পুং) অণ্ডক। (রাজনি°)

বৃষাণ্ড (পুং) অসুরভেদ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বৃষাদনী (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা। (বৈদ্যকনি°)

বৃষাদর্ভ (পুং) বহুবংশীয় শিবির পুত্র। (ভাগবত ৯।২৩।৩)

বৃষাদর্ভি (পুং) শিবিপুত্র বৃষদর্ভ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বৃষাদ্রি (পুং) ১ বৃষভগিরি। ২ কেরল দেশস্থ একটী পর্ব্বত।

বৃষান্তক (পুং) বৃষভাসুরস্তান্তকঃ। বিষ্ণু। (শব্দরত্নাবলী)

বৃষামিত্র (পুং) মহাভারতোক্ত একজন ব্রাহ্মণ। (ভারত বনপ°)

বৃষামোদিনী (ত্রি) পতি-অনুরাগিণী। (কাঠক ১২।৮)

বৃষায়ণ (পুং) ১ চটক পক্ষী। (হারাবলী) বৃষেণ অয়নং গমনং যস্য। ২ শিব।

বৃষায়ুধ (ত্রি) সেচনসমর্থ বীর্য্যের সহিত যুদ্ধকারী।

"বৃষায়ুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ" (ঋক্ ১।৩৩।৬)

'বৃষায়ুধো বৃষেণ সেচনসমর্থেন পুংস্বযুক্তেন পুরেণ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বন্তঃ' (সায়ণ)

বৃষারণী (স্ত্রী) গঙ্গা। (কাশীখণ্ড ২৯।১২২)

বৃষারব (পুং) কর্কশ শব্দকারী, ঝিল্লী প্রভৃতি।

"বৃষারবায় বদতে" (ঋক্ ১০।১৪৬।২)

'বৃষারবায় বৃষা সেচনসমর্থো রবঃ শব্দো যস্য সূক্ষ্মজন্তুবিশেষস্য ঝিল্লাখ্যস্য স তথোক্তঃ। কটুক শব্দবান্ ইত্যর্থঃ তস্মৈ বৃষা রবাখ্যায় বদতে চীচীশব্দং কুর্ব্বতে' (সায়ণ)

বৃষাশীল (ত্রি) বৃষল। (নিরুক্ত ৩।১৬)

বৃষাশ্রিতা (স্ত্রী) গঙ্গা। (কাশীখণ্ড ২৯।১২৭)

বৃষাহার (পুং) বৃষা মূষিকঃ আহারো যস্য। বিড়াল। (হারাবলী)

বৃষাহিন্ (পুং) বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।৫১)

বৃষিন্ (পুং) ময়ূর। (শব্দমালা)

বৃষিমন্ (পুং) বৃষ-ইমনিচ্। (পা ৫।১।১২২) বৃষের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৃষী (স্ত্রী) ব্রতীদিগের কুশাদি নির্ম্মিত আসন। (অমর)

বৃষেন্দ্র (পুং) বলীবর্দ্দ, ষাঁড়। (ভাগবত ৪।৩।৪) ২ নন্দী।

বৃষোৎসর্গ (পুং) বৃষস্য উৎসর্গঃ। বৃষত্যাগ, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে তৎপুত্রাদি কর্ত্তৃক শাস্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক বৃষত্যাগ। প্রেতের উদ্দেশে অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির ১১ দিন, ক্ষত্রিয়ের ত্রয়োদশ দিন, বৈশ্যের ১৬ দিন এবং শূদ্রের ৩১ দিনের দিন এই বৃষোৎসর্গ করিতে হইবে। প্রেতের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিলে প্রেতত্ব বিমুক্তি হইয়া তাহার স্বর্গগতি হয়। এই জন্য বৃষোৎসর্গ পুত্রাদির অবশ্যকর্ত্তব্য। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন ভিন্নও বৃষোৎসর্গ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিয়ম এই যে, প্রথমতঃ অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিন, ঐ দিন যদি কোন কার্য্যগতিকে না করা যায়, তাহা হইলে ত্রিপক্ষ, ষষ্ঠমাস এবং সপিণ্ডীকরণের দিন বৃষোৎসর্গ করা যাইতে পারে। সপিণ্ডীকরণের পর আর বৃষোৎসর্গ হইবে না। সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্তই বৃষোৎসর্গের কাল।

"একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি॥
আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসি চ বৎসরে।
বৃষোৎসর্গশ্চ কর্ত্তব্যো যাবন্ন স্যাৎ সপিণ্ডতা।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং কালোঽক্তঃ শাস্ত্রচোদিতঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

অশৌচান্তের দ্বিতীয়দিনে যাহার উদ্দেশে বৃষ উৎসৃষ্ট হয় না, তদুদ্দেশে শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। অর্থাৎ যে প্রেতের উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ না করা হয়, তাহার প্রেতলোকে গতি হয়, সুতরাং তাহার নিষ্কৃতি নাই, একমাত্র বৃষোৎসর্গ দ্বারাই স্বর্গগতি হইয়া থাকে।

"অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি যস্য নোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
ন তস্য নিষ্কৃতির্দৃষ্টা দত্তৈশ্রাদ্ধশতৈরপি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শ্রাদ্ধাধিকারীই যে বৃষোৎসর্গের অধিকারী, তাহা নহে, যে কয় ভাই বা ভগিনী থাকে, তাহারা সকলেই বৃষোৎসর্গ করিতে পারেন। তবে বিশেষ এই যে কন্যা যে স্থলে বৃষোৎসর্গ করে, তথায় অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ চারিদিনের দিনই বৃষোৎসর্গ করিতে হইবে। পুত্রের যেরূপ ত্রিপক্ষ, ষষ্ঠমাস প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, কন্যার পক্ষে তাহা নহে। কন্যা কেবল চারিদিনের দিনই বৃষোৎসর্গ করিতে পারিবে, তৎপরে আর তাহার বৃষোৎসর্গের অধিকার নাই।

পুত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম জানিতে হইবে। প্রেতমাত্রেরই উদ্দেশে যে বৃষোৎসর্গ হইবে, তাহা নহে। যে স্থলে পতিপুত্রবতী রমণীর মৃত্যু হয়, তথায় বৃষোৎসর্গ হইবে না, তদুদ্দেশে বৃষোৎসর্গের পরিবর্ত্তে চন্দনধেনু হইবে। পতিপুত্রবতী নারী হইলেই যে বৃষোৎসর্গ হইবে, তাহা নহে, যে পতিপুত্রবতী নারী রজোরোধ হওয়ার পূর্ব্বে মৃত হন, তাহারই চন্দনধেনু হইবে, যে পতিপুত্রবতী নারী রজোনিবৃত্তির পর মৃত হন, তাহার উদ্দেশে বৃষোৎসর্গই হইবে। চন্দনধেনু হইবে না।

পুত্রই কেবল চন্দনধেনু করিতে পারিবে, কন্যা পারিবে না, চারিদিনের দিন কন্যা পতিপুত্রবতী রমণীর উদ্দেশে বৃষোৎসর্গই করিবে, চন্দনধেনু করিবে না। বৃষোৎসর্গেও যে ফল অভিহিত হইয়াছে, চন্দনধেনু দ্বারাও সেই ফল হইবে, ইহাতেও প্রেতলোকবিমুক্তি হইয়া স্বর্গলোকে গতি হইবে।

কন্যা চারিদিনের দিন বৃষোৎসর্গ করিতে পারিবে, তৎপরে আর পারিবে না, কিন্তু এই চারিদিনের মধ্যে যদি

তাহার অশৌচ হয়, তাহা হইলে তাহার যে দিন অশৌচাপগম হইবে, তৎপরদিন তিনি বৃষোৎসর্গ করিবেন। সেইদিন যদি বৃষোৎসর্গ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আর তিনি বৃষোৎসর্গ করিতে পারিবেন না।

প্রেতোদ্দেশ ভিন্নও বৃষোৎসর্গ করা যাইতে পারে। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী ও রেবতী প্রভৃতিতে বৃষোৎসর্গের বিধান আছে। ঐই বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু প্রেতোদ্দেশে বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নাই।

অথ বৃষোৎসর্গং ব্যাখ্যাস্যামঃ—কার্ত্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং রেবত্যাশ্বযুজ্যাং দশাহে গতে সংবৎসরেঽতীতে বা, প্রেত-বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন কর্ত্তব্যং।

"নার্ব্বাক্ সংবৎসরাদ্ বৃদ্ধির্বৃষোৎসর্গে বিধীয়তে।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং বিধীয়তে॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত উশনবচন)

বৃষোৎসর্গে চারিটী বৎসতরী সহিত বৃষ উৎসর্গ করিতে হয়। বৎসতরী ও বৃষের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে লক্ষণাক্রান্ত বৃষ ও সুলক্ষণা বৎসতরী লইয়া বৃষোৎসর্গ করিতে হয়।

বৃষলক্ষণ—

"অব্যঙ্গো জীববৎসয়োঃ পয়স্বিন্যাঃ সুতো বলী।
একবর্ণো দ্বিবর্ণো বা যো বা স্যাদেকো সুতঃ॥
যূথাদুচ্চতরো যস্তু সমো বা নীচ এব বা।
সপ্তাবরান্ সপ্তপরানুৎস্বষ্টস্তারয়েদ্ বৃষঃ॥" (বৃষোৎসর্গতত্ত্ব)

যে বৃষের কোনরূপ অঙ্গহানি হয় নাই এবং জীববৎসা ও পয়স্বিনী গাভীর পুত্র, বর্ণ এক বা দুইপ্রকার এবং যূথ হইতে উচ্চতর যে বৃষ তাদৃশ বৃষই গ্রহণ করিতে হইবে।

আরও লিখিত আছে, লোকে এইজন্য বহুপুত্র কামনা করে যে যদি তাহার পুত্রগণের মধ্যে কোন একটী পুত্র গয়ায় গমন করে অথবা গৌরী অর্থাৎ অষ্টবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করে কিম্বা নীলবৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার সদগতি হয়।

"চরণানি মুখং পুচ্ছং যস্য শ্বেতানি গোপতেঃ।
লাক্ষারসসবর্ণশ্চ তং নীলমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
বৃষ এব স মোক্তব্যো ন সন্ধার্য্যো গৃহে বসন।
তদর্থমেষা চরতি লোকে গাথা পুরাতনী॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
গৌরীং বাপ্যুদ্বহেদ্ভার্য্যাং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥"

(বৃষোৎসর্গতত্ত্ব)

যে বৃষের চরণ, মুখ ও পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ এবং বর্ণ লাক্ষারসসদৃশ, তাঁহাকে নীলবৃষ কহে। এইরূপ বৃষ উৎসর্গ করিলে অচিরে প্রেতত্ব দূর হয়। ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু ও মৎস্য-পুরাণে বৃষ ও বৎসতরী পরীক্ষার বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে—

"ভগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামি বৃষস্য চ লক্ষণম্।
বৃষোৎসর্গবিধিঞ্চৈব তথা পুণ্যফলং মহৎ॥" ইত্যাদি।

(মৎস্যপুরাণ ১৮১ অ°)

বৃষোৎসর্গ করিবার কালে প্রথমে বৎসতরী ও বৃষ স্ব স্ব লক্ষণ-দ্বারা নির্ণয় করিবে। যে বৎসতরীর কোন অঙ্গহানি হয় নাই, যাহার জীববৎসা গাভী হইতে উৎপত্তি, এবং বর্ণ, ক্ষুর ও শৃঙ্গ স্নিগ্ধ, যে মনোহর আকৃতিযুক্তা, সৌম্যা, অরোগিণী, অদুষ্টা, তাম্রোষ্ঠী, রক্তজিহ্বা, বিস্তীর্ণজঘনা, সেইরূপ বৎসতরী গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে যদি ষড়ুন্নতা, পার্শ্বোরুসুন্দর, পক্ষ-পৃথু, অষ্টায়তা বৎসতরী পাওয়া যায় তবে তাহা অতি সুলক্ষণা হয়। উরঃ, পৃষ্ঠ, শির, কুক্ষি ও শ্রোণিদ্বয় উন্নত হইলে তাহাকে ষড়ুন্নতা কহে, গাভীর এই ৬টী স্থান উন্নত হইলে তাহা অতি প্রশস্ত হয়। এতদ্ভিন্ন কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয় ও ললাট এই পাঁচটী সম ও আয়ত এবং পুচ্ছ, সাস্না ও সক্থিনীদ্বয় এই চারিটী সম, আর শিরঃ ও গ্রীবাদেশ আয়ত হইলেও প্রশস্ত হয়।

বৃষলক্ষণ—স্কন্ধদেশ ও ককুদ উন্নত, লাঙ্গুল ও কম্বল শ্লক্ষ্ণ বৈদূর্য্যমণির ন্যায় লোচন, প্রবালগর্ভের ন্যায় শৃঙ্গাগ্র, সুদীর্ঘ ও পৃথু বালধিযুক্ত, ৯ বা ৮টী দন্তযুক্ত, এই প্রকার বৃষই অতি প্রশস্ত। তাম্রকপিল বা শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ, গৌর বা পাটলবর্ণ বৃষই ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত বৃষ ও বৎসতরী লইয়া বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ ভেদে বৃষোৎসর্গপদ্ধতিও ভিন্ন প্রকার।

বৃষোৎসর্গের স্বস্তিবাচনের পর মহাভারতনামোচ্চারণ করিতে হয় এবং রাঢ়দেশবাসীরা মহাভারতান্তর্গত বিরাটপর্ব্ব পাঠ করিয়া থাকেন। বৃষোৎসর্গ করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য আয়োজন করিতে হয়। গোশালা বা পুণ্যভূমিতে চতুরস্র ও চতুর্হস্ত পরিমাণ একটী মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হয়। মণ্ডপাব-বিতান ১ প্রস্থ, পঞ্চগব্য, ৫টী ঘট, শান্তিকুম্ভ ১, ঘটাচ্ছাদনবস্ত্র ৫ প্রস্থ, শান্তিকুম্ভের যুগ্মবস্ত্র ১ প্রস্থ, চন্দ্রাতপ ও উষ্ণীষবস্ত্র, গণেশ ও গ্রহবিষ্ণুপূজার ষোড়শোপচার দ্রব্য, ১ বৃষ, বৎসতরী ৪টী (লোহিত, নীল, পাণ্ডর ও কৃষ্ণ হইলে ভাল হয়)। বৃষের কাঞ্চনশৃঙ্গ, কাঞ্চনবীরপট্টিক, রজতক্ষুর, দর্পণ, লৌহঘণ্টা, তাম্রপৃষ্ঠ, কাংস্যক্রোড়, লৌহনূপুরচতুষ্টয়, চামর, মুকুট, আচ্ছাদনার্থ বস্ত্রযুগ্ম, বন্ধনার্থ বস্ত্র ১, বৎসতরী বন্ধনার্থ বস্ত্রচতুষ্টয়, তদলঙ্কার, সামর্থ্যাভাবে কাংস্যক্রোড়চতুষ্টয়, লোপকরণ-পেটিকাচতুষ্টয়, অঙ্কনার্থ সিন্দুরাদি বা কুঙ্কুম (অভাবে হরিদ্রা,) দন্তোৎপলদণ্ড, লৌহবিদাহ, স্নানার্থ সর্ব্বৌষধি, কলসত্রয়, উদুখল,

মুষল, জলধারার্থ চমস, ঔডুম্বরসমিধ্, কুশতিল, বরণবস্ত্র—১ ব্রহ্মবরণ, ২ হোতৃবরণ, ৩ আচার্য্য, ৪ সদস্য ও ৫ বিরাটবরণ। গোপালকবস্ত্র, বৎসবৃষযূপ, উপযূপচতুষ্টয়, যূপাচ্ছাদন, ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র, পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা, পঞ্চপল্লব, ফল, হোমের ঘৃত, বালি, চরুর দুগ্ধ, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী, তাম্রঘট, তাম্রটাট প্রভৃতি। এই সকল দ্রব্য আহরণ করিয়া বৃষোৎসর্গ করিতে হয়।

পদ্ধতিতে বিস্তৃত বিবরণ অভিহিত হইয়াছে, সংক্ষেপে মাত্র সামবেদী বৃষোৎসর্গ লিখিত হইল।

সামবেদীয় বৃষোৎসর্গপদ্ধতি।

কর্ত্তা প্রেতের উদ্দেশে দানাদি করিয়া বৃষোৎসর্গের স্বস্তিবাচন করিবেন। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বৃষোৎসর্গকর্ম্মণ ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং এইরূপে তিনবার বলিবেন, পরে স্বস্তি ও ঋদ্ধি এইরূপ পাঠ করিয়া স্বস্তিনো ইন্দ্রঃ, সূর্য্যঃ সোমঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। তৎপরে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া উত্তরমুখে সঙ্কল্প করিবেন।

ওঁ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতত্বাবিমুক্তিপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনকামঃ গোপকরণবৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষোৎসর্গমহং করিষ্যামি। তৎপরে দেবো বঃ ইত্যাদি সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

পরে মহাভারতনামোচ্চারণের সঙ্কল্প করিতে হয়। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ মৎসঙ্কল্পিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়হবির্বিরকরণকামঃ মহাভারতনামোচ্চারণমহং করিষ্যে। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া মহাভারতনাম জপ করিবে। রাঢ়শ্রেণীয়েরা সম্পূর্ণ বিরাটপর্ব্ব পাঠ করেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে বিরাটপর্ব্বপাঠের সঙ্কল্প করিতে হয়।

বিরাট পাঠের সঙ্কল্প যথা—ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণো ঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণো মৎসঙ্কল্পিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়হবির্বিরকরণকামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তজয়াখ্যশতসাহস্রমহাভারতান্তর্গতজনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মমপূর্ব্বপিতামহা ইত্যাদি নগরং মৎস্যরাজস্য গুপ্তে ভরতর্ষভ ইত্যন্তং বিরাটপর্ব্ব সকৃৎ পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বরণ করিতে হয়। বরণ করিবার কালে ব্রাহ্মণ উত্তরমুখে বসিবেন এবং যজমান পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া বরণ করিবেন। যজমান ব্রাহ্মণকে ওঁ সাধু ভবানাস্তাং, বলিলে, ব্রাহ্মণ ওঁ সাধ্বহমাসে বলিয়া প্রতিবচন করিবেন। পরে যজমান ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং এবং ব্রাহ্মণ 'ওঁ অর্চ্চয়' এইরূপ বলিলে যজমান গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা ও বরণ করিবার মানসে তাঁহার দক্ষিণজানু ধারয়া অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিতবৃষোৎসর্গাঙ্গহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং মেতৈর্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে, এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণ 'ওঁ বৃতোঽস্মি' বলিবেন। পরে যজমান ওঁ যথাবিহিতব্রহ্মকর্ম্ম কুরু, ইহা বলিলে ব্রাহ্মণও যথাজ্ঞানং করবাণি' বলিবেন।

ইহার পরে নিজে হোম করিতে অসমর্থ হইলে হোতৃবরণ করিয়া দিতে হয়, হোতৃবরণের পর আচার্য্যবরণ করিতে হইবে। যথা অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিত বৃষোৎসর্গাঙ্গহোমীয়হবির্বিরকরণকামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্যমহাভারতান্তর্গতজনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহা ইত্যাদি নগরং মৎস্যরাজস্য গুপ্তে ভরতর্ষভ ইত্যন্তং বিরাটপর্ব্বপাঠনাকর্ম্মণি পাঠকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে ইহা বলিলে, পাঠক 'বৃতোঽস্মি' বলিবেন। ওঁ যথাবিহিতং পাঠকর্ম্ম কুরু, বলিলে পাঠক 'যথাজ্ঞানং করবাণি' বলিবেন। তৎপরে হোতা পঞ্চগব্য শোধন এবং বেদী অভ্যুক্ষণ করিয়া ঘট স্থাপন করিবেন এবং ঐ ঘটে যথাবিধানে যথাশক্তি গণেশ, নবগ্রহ ও বিষ্ণু পূজা করিয়া হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল করিতে হইবে। ঐ স্থণ্ডিলে সর্ব্বসাধারণী কুশণ্ডিকাহোম ও চরুপাক করিতে হয়।

কুশণ্ডিকোক্ত হোম করিয়া 'ওঁ অগ্নে ত্বং সাহস নামাসি' এই নামকরণ করিয়া ধ্যান করিবে।

"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গো জঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।"

এই ধ্যান করিয়া ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সাহসাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদিরূপে আবাহন করিয়া 'এষঃ গন্ধঃ ওঁ সাহসাগ্নয়ে নমঃ' এইরূপ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। পরে দক্ষিণ জানু পাতিয়া প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুচতে ঘৃতস্রুব চারিটী দিয়া ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবরের ঘৃতস্রুব পাঁচটী দিয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে পূর্ব্বমুখে ঘৃতধারা দিয়া স্রুচতে হোম করিবে। তৎপরে অগ্নির দক্ষিণভাগে ওঁ সোমায় স্বাহা এই মন্ত্রে পূর্ব্বমুখে ঘৃতধারা দিবে। তৎপরে চরুহোম করিতে হয়।

চরুস্রুব চরুমধ্যে এবং স্রুচতে ঘৃতস্রুব দিয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিমধ্যে স্রুচ দিয়া হোম করিবে। এইরূপে ওঁ পূষ্ণে স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা এই মন্ত্রে উক্ত-

ক্রমে তিনবার আহুতি দিবে। পরে জুহুতে ঘৃতস্রুবচতুষ্টয় রাখিয়া—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।

আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা ॥

এই মন্ত্রে জুহুদ্বারা হোম করিবে। পুনর্বার ঐরূপ ঘৃতস্রুব চারিটী দিয়া—

ওঁ শুক্রমেহজদেবজনেষ্বভিনিযুক্তপেহহনী জ্যোতিরসি বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা' এইমন্ত্র জুহু দিয়া হোম করিবে। পরে আবার ঘৃতস্রুব লইয়া—

"ওঁ ইন্দ্রা পর্জন্যা বৃহস্তা রথেন বামী বর্ষ আবহন্তং সুবীরাঃ। বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্দ্ধেথাং গীর্ভিরিড়য়া মদন্তাং স্বাহা" এই মন্ত্রে জুহু দ্বারা হোম করিবে। পরে আবার লইয়া—

"ওঁ আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরা তনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বং স্বাহা" এই মন্ত্রে হোম করিবে। তৎপরে চরুর ঈশানকোণ হইতে প্রচুরতর হবি গ্রহণ করিয়া জুহ্বাতে 'ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে হোম করিবে। পরে ঘৃতদ্বারা চরুতে দুইবার অভিষেচন করিয়া প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুব দ্বারা—

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌চ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত হোম সমাপন করিয়া অগ্নিতে ক্ষেপণ নিক্ষেপ করিবে।

পরে বেদীর নিকটে ঈশানকোণে যূপকাষ্ঠ পুতিতে হইবে। ঐ যূপকাষ্ঠে চারিটী বৎসতরী ও বৃষ বাঁধিয়া পরে বৃষকে অগ্নির পূর্ব্বমুখ লইয়া—

'ওঁ ম নস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মানো রুদ্রভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে।'

এই মন্ত্র দ্বারা বৃষের দক্ষিণদিকে (পাছায়) দগ্ধোৎপল কুঙ্কুম বা অভাবে হরিদ্রা দ্বারা ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে। এবং বামপাছায় 'ওঁ বৃষাহং স ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে পবমানঃ স্বর্দৃশং, এই মন্ত্রে চক্র লিখিবে। পরে এই চিহ্ন পালক কর্ত্তৃক অগ্নিদ্বারা উহা পরিষ্কৃত করিয়া দিতে হয়।

পরে বৃষকে সর্ব্বৌষধি ও সুগন্ধিদ্বারা স্নান করাইতে হইবে, স্নানকালে ওঁ একোবৃষাবিরাজতি প্রভৃতি সামগান করিবে। গানে অশক্ত হইলে তিনটী ঋক্ পাঠ করিবে। যথা—

'ওঁ যএক ইদ্বিদয়তে বসু মর্ত্তায় দাশুষে ঈশানোঽপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রো অঙ্গ।' পরে সর্ব্বৌষধি জলদ্বারা বৎসতরী চতুষ্টয়কে স্নান করাইতে হইবে। তৎপরে বৃষকে শুক্লবর্ণ বাসযুগলদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া উহার ললাটে ওঁ সত্যা মিথ্যা বৃথা দসি ইত্যাদি এবং বৃষাদেব স্থানানিত্যাদি ঋক্‌দ্বয় উচ্চারণপূর্ব্বক সৌবর্ণবীর পট্টক পরাইয়া দিতে হয়। ঐ মন্ত্র গান করিতে অশক্ত হইলে নিম্নোক্ত ঋক্‌দ্বয় তিনবার পাঠ করিবে। যথা—

'ওঁ সত্যা মিথ্যা বৃথা ক্রতুর্গোঽবিতা বৃষাহ্যেহস্মিন্নব পরাবতি বৃষোর্ব্বাবতিক্রতুঃ। ওঁ বৃষা সোমাদ্যুমং অসি বৃষাদেব বৃষব্রতঃ বৃষা ধর্ম্মাণি দধ্রিষে।' পরে বৃষকে একবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইতে হয়, বৃষ প্রদক্ষিণ করিবার কালে লোহিতবর্ণের যে বৎসতরী থাকে, ঐ বৎসতরীকে বৃষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ করাইতে হয়। পরে বৃষ যূপকাষ্ঠে এবং চারিটী বৎসতরী উপদেশ চতুষ্টয়ে বন্ধন করিয়া পূর্ব্বে যে সকল বৃষাভরণের বিষয় বলা হইয়াছে, ঐ সকল বৃষাভরণ দ্বারা বৃষকে অলঙ্কৃত করিয়া যজমান বৃষ উৎসর্গ করিবে।

ওঁ এষ পশুঃ সোপকরণবৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষায় নমঃ, এইরূপে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে বৃষের দক্ষিণ কর্ণে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ এবং জপ করিতে হয়। মন্ত্র—

ওঁ বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্ব্বদা ॥

পরে যজমান কুশ জল তিলাদি লইয়া ওঁ তৎসদিত্যাদি উচ্চারণানন্তর 'হে বৎসতর্য্যো বো যুষ্মাকং এনং যুবানং পতিং দদামি তাভ্যামি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি তেন বৃষেণ সহ ক্রীড়ন্ত্যঃ খেলন্ত্যঃ সুভগা লোকস্য প্রিয়াশ্চরথ তৃণানি ভক্ষয়থ ভ্রমথ। হে বৎসতর্য্যঃ বয়মপি মা নঃ নাষৎ সর্ব্ববিষয়া ভবিষ্যথ কিন্তু ময়া ত্যক্তব্যা বয়ং বৃষস্য ভবন্তীনাঞ্চ ত্যাগেন রায়স্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সাপ্ত প্রজয়া সপ্তপ্রজয়াপ্যেকেন ইষা অন্নেন চ সমানেন হৃষ্টা ভবেমঃ সুভগা লোকস্য প্রিয়া' এই মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া পরে 'এনং যুবানমিত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো গাবো দেবতা বৃষোৎসর্গে বিনিয়োগঃ। ওঁ এনং যুবানং পতিং বো দদানি তেন ক্রীড়ন্ত্যশ্চরথ প্রিয়েণ মা নঃ সাপ্ত জনুষা সুভগা রায়স্পোষেণ সমিষা মদেম।'

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া 'ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতলোক বিমুক্তিপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনকামঃ এনং রুদ্রদৈবতং সোপকরণ-বৎসতরীচতুষ্টয়সহিতবৃষমহমুৎসৃজে' এই মন্ত্রে বৃষ উৎসর্গ করিবে। তৎপরে রৌদ্রী সংহিতা প্রভৃতি পাঠ করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে নিম্নলিখিত ঋক্‌ত্রয় পাঠ করা বিধেয়।

"ওঁ ত্বয়ো গাবস্ত তে সত্যা পুরুহূতার খংসনে।

শং যদ্‌গবে ন থাকিবে।

ওঁ মূর্দ্ধানং দিবোহরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিং।

কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ।

ওঁ অধিপতে স্থিরপতে কত্রপতে শুংপতে ধনপতে নমঃ।"

পরে বংশবেদ্যগান করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে

"ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা।

ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়া চিদা রুজে বসু।

ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাং শতম্ভবা সূতয়ে। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো-হরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু।"

ইহা পাঠ করিয়া ওঁ বথেষ্টং যূপং পর্য্যটা এই বলিয়া বৎস-তরীচতুষ্টয়সহিত বৃষকে যূপ হইতে মোচন করিয়া ঈশান দিকে কিঞ্চিৎ চালিত করিবে। তৎপরে ইহাদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

"ওঁ ন খাদেৎ পরশস্যানি নাক্রামেৎ গর্ভিণীং গাম্।"

ইহা বলিয়া বৃষ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ ধর্ম্মোহসি ত্বং চতুষ্পাদস্তস্রস্তে প্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ।

চতুর্ণাং পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টো খয়া সহ॥

দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ পোষিতঃ।

ভূতানাং তৃপ্তিজননায় সার্দ্ধং ব্রজস্ত্রিয়াঃ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবেন পিতৃভূতর্ষিপোষকঃ।

যদি যুক্তেঽক্ষয়া লোকা মম সন্তু নিরাময়াঃ॥

মা মে ঋণোঽস্তু দৈবোঽথ পৈত্র্যো ভৌতোঽথ মানুষঃ।

ধর্ম্মস্তং তৎপ্রপন্নস্ত যা গতিঃ সাস্তু মে ধ্রুবা॥

বৎ কিঞ্চিদ্দুতং কর্ম্মলোভমোহাৎ কৃতং ভবেৎ।

তস্মাদুদ্‌ধৃত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রযচ্ছ মে॥

যাবন্তি তব লোমানি শরীরে সংভবন্তি চ।

তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বাসোঽস্তু মে পিতুঃ॥

পুণ্যাৎফলাদিহাগত্য পিতা মে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ।

ধনজন্মনি বিপ্রত্বং প্রাপ্য শ্রৌতক্রিয়ারতঃ।

ততঃ প্রক্ষীণকর্ম্মাসৌ মোক্ষমাপ্নোত্বসংশয়ঃ॥"

তৎপরে যজমান দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া নূতন পত্রে বৃষপুচ্ছ জল লইয়া তাহাতে তিলযোটক দিয়া সেই জলে তর্পণ করিবেন।

'ওঁ অমুকগোত্র প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মণং সতিলবৃষপুচ্ছগলিতোদকেন তর্পয়ামি।' এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিতে হয়।

"ওঁ যথা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে।

মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিৎ যে চান্যে পিতৃপক্ষজাঃ॥

গুরুশ্বশুরবন্ধূনাং যে কুলেষু সমুদ্ভবাঃ।

যে প্রেতভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ।

বৃষোৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতিমুত্তমাম্॥"

এইরূপে তর্পণের পর উদীচ্য কর্ম্ম করিতে হইবে। যথা—প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রজাপতি ঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌চ্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সবিতা—দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। তৎপরে ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিতে হইবে।

'ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্বৃষোৎসর্গহোমকর্ম্মণি যৎ কিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি।' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া 'ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি' এই নাম করণ ও আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে।

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ ছন্দঃ সবিতা দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ইহার পর পূর্ব্বের ন্যায় সমিধ্ গ্রহণপূর্ব্বক তিনটী মহাব্যাহৃতি দ্বারা হোম এবং এই সমিধ প্রক্ষেপ করিবে। (এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে "প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ" এইরূপ পাঠ না করিয়া কেবল নয়বার হোম করিলেই প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয়।)

অতঃপর 'প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং ন স্বদতু।' এই মন্ত্রে উদকাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিতে হইবে। তার পর নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিক্ দিয়া পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিতে হইবে। তাহার মন্ত্র এই "প্রজাপতি ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব।" ইহার পর ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ওঁ অনুমতেঽনুমন্যস্ব।" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমদিক্ হইতে দক্ষিণ দিয়া

উত্তর পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে। পরে "প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ওঁ সরস্বত্যাবসংস্থাঃ' এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর হইতে পশ্চিম দিয়া পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে।

অনন্তর হস্তদ্বয় উত্তান-(চিত) ভাবে রাখিয়া তাহা দ্বারা আস্তরণ কুশা হইতে কয়েকটী কুশা লইয়া "প্রজাপতিঋষির্ব্বায়ো দেবতা দর্ভতৃণাঞ্জনে বিনিয়োগঃ ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্তবয়ঃ" এই মন্ত্র যথাক্রমে তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উক্ত কুশার অগ্র, মধ্য ও মূল প্রদেশে অভ্যঞ্জ করিতে হইবে। পরে ঐ দর্ভগুলিতে জলসিঞ্চনপূর্ব্বক "প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোহগ্নির্দেবতা দর্ভকুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা পশূনস্মাকং মা হিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা" এই মন্ত্রে উহা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। তারপর 'ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি' এই নাম করণে আবাহনানন্তর পূজা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং "প্রজাপতিঋষির্বিরাট্‌ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোতি যরস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা" এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে।

ইহার পর আচার্য্য পবন্দন্ন হেতু ঈশান কোণে 'পৃথিবি ! স্বং শীতলা ভব' বলিয়া চরুাদি নিক্ষেপ করিবে এবং স্রুবলগ্ন ভস্ম দ্বারা 'ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং' বলিয়া মস্তকে, ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং বলিয়া কণ্ঠে, ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং বলিয়া বাহু মূলদ্বয়ে, তন্মোহস্তু (অন্যলোককে দিবার সময় তত্তেহস্তু) ত্র্যায়ুষং বলিয়া হৃদয়ে, ত্র্যায়ুষ প্রদান করিবে। অতঃপর বামদেব্যগান করিতে হইবে, তাহাতে অশক্ত হইলে কুশকুসুম সহিত জলপূর্ণ পাত্রে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া শান্তিকর্ম্মার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। মন্ত্র এই,—

"মহাবামদেব্যঋষির্গায়ত্রীছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদা বৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়া চিদারুজে বসু। ওঁ অভীষুণঃ সখিনামবিতা জরিতৄণাং শতম্ভবা স্যূতয়ে।"

উক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করা হইলে "ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিঃ নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

অতঃপর ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্‌বৃষোৎসর্গাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং (কাঞ্চনাদিকং বা) বিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি (নিজের কার্য্য হইলে সম্প্রদদে) বলিয়া একটী পূর্ণপাত্র অথবা কিঞ্চিৎ সুবর্ণাদি দ্বারা দক্ষিণান্ত করিলে ব্রহ্মা 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণ করিবেন। পরে ব্রহ্মা যদি স্বয়ং হোতার কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্‌বৃষোৎসর্গাঙ্গভূতহোমকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতানি বস্ত্রযুগকাংস্যহিরণ্যানি বিষ্ণুদৈবতানি অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি (স্বার্থে সম্প্রদদে) বলিয়া বস্ত্র যুগ্ম এবং সুবর্ণ ও কাংস্য প্রভৃতি দ্বারা দক্ষিণান্ত করিবে এবং ব্রহ্মাও পূর্ব্ববৎ 'স্বস্তি' উচ্চারণ করিবেন। আর যদি অন্য কেহ হোতার কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্‌বৃষোৎসর্গাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি হোতৃকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতানি বস্ত্রযুগকাংস্যহিরণ্যানি বৃহস্পতিচন্দ্রবহ্নিদৈবতানি (বিষ্ণুদৈবতানি বা) অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে হোত্রে তুভ্যমহং সম্প্রদদানি (স্বার্থে সম্প্রদদে) বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বস্ত্রযুগ্ম, কাংস্য ও সুবর্ণ প্রভৃতি দ্বারা দক্ষিণান্ত করিতে হইবে এবং তখন হোতাও 'স্বস্তি' উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিবচন করিবেন।

এতদনন্তর বৎসতরীচতুষ্টয়ের অলঙ্কারাদি ও বৃষাবরণ বস্ত্রাদি আচার্য্য ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিব। পরে ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্‌ বৃষোৎসর্গকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিমং বৃষং রুদ্রদৈবতং (বৃষাভাবে দক্ষিণামিদং গোমূল্যং বিষ্ণুদৈবতং) অমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়াচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদানি (স্বার্থে সম্প্রদদে) বলিয়া আচার্য্য ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ একটী বৃষ অথবা তাহার উপযুক্ত মূল্য সম্প্রদান করিবে।

ইহার পর বৃষাঙ্ককর্ত্তা অর্থাৎ যে বৃষের গায়ে দাগ দিয়াছে তাহাকে কিঞ্চিৎ বেতন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে বলিয়া শুনাইতে হইবে যে, "অস্মিন্ কর্ম্মণি বং কিঞ্চিৎ মনোৎসৃষ্টক নির্জ্জনে। তৎকশ্চিন্নক্তো ন নরেদিভাজ্যক যথাক্রমং। ন বাহ্য ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ।" এই কার্য্যে অদ্য নির্জ্জনে বৎসতরী সহিত যে বৃষোৎসর্গ করিলাম তাহা যেন অন্য কেহ ভোগ করিয়া না লয় এবং উহাদিগের দ্বারা শকটাদি বহন না করায় ও উহাদের দুগ্ধাদি যেন কেহ কখনও পান না করে।

তারপর 'ওঁ কৃতৈতদ্‌বৃষোৎসর্গকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' বলিয়া প্রথমে অচ্ছিদ্রাবধারণ, পরে ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎকর্ম্মণি যৎ কিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে, বলিয়া সার্দ্ধ বিষ্ণুর নাম স্মরণ এবং 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্' এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তন্নামকীর্ত্তন করিয়া "ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বার্চ্চাং যথোচিতম্। সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বেদানীং সুপূজিতাঃ।" এই মন্ত্র পাঠানন্তর মন্ত্র বিসর্জ্জন দিবে। তারপর "ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।"

এই মন্ত্র পাঠ করিবে এবং আশীর্ব্বাদ লইবে।

অনন্তর প্রেতশ্রাদ্ধ করিবে এবং তদন্তে ব্রাহ্মণদিগকে এরূপ ভোজ্য প্রদান করিতে হইবে, যেন তাহাতে অন্যানধনী ব্রাহ্মণের উপপত্তি হয়।

যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদীদিগের বৃষোৎসর্গপ্রণালী প্রায়ই এক রূপ, সামান্ত সামান্ত মন্ত্র প্রভেদ আছে। যজুর্ব্বেদীয়দিগের বৃষোৎসর্গে বৃষের কর্ণে সমগ্র রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিতে হয়, মন্ত্রেরও স্থানে স্থানে প্রভেদ আছে। ঋগ্বেদীয়দিগের বৃষোৎসর্গে সঙ্কল্প ও বরণাদির পর পাবমানী ও পুরুষসূক্ত পাঠ করিতে হয়। তত্তৎ পদ্ধতিতে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কাম্যে অর্থাৎ যে স্থলে কাম্য বৃষোৎসর্গ করিতে হয়, সেই স্থলে কার্ত্তিক মাস, বৈশাখ মাস ও পৌর্ণমাসী প্রভৃতি তিথিতে করার বিধান আছে।

বৃষোৎসাহ (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর। বৃষোৎসাহ পাঠও পাওয়া যায়।

বৃষোদর (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর। (ভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

বৃষ্ট (পুং) কুকুরের পুত্রভেদ। (বায়ুপুরাণ)

বৃষ্টি (স্ত্রী) বৃষ-ক্তিন্। মেঘ হইতে জলবিন্দুপতন। পর্য্যায় বর্ষ, গোমূত্র, পরামৃত, বর্ষণ। (শব্দরত্না°)

মনুতে লিখিত আছে যে—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।

আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥" (মনু ৩।৭৬)

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সকল রসের আকর্ত্তা সূর্য্যদেবে তাহা অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হয়, সূর্য্য হইতে সেই রস বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, এবং ঐ অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞাদিই বৃষ্টির কারণ, যেহেতু যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সূর্য্য হইতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

রঘুবংশে লিখিত আছে যে সূর্য্য পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া পরে সেই রস সহস্রগুণে বর্ষণ করিয়া থাকেন।

"সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।" (রঘু ১ম°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ইন্দ্রের জন্য মহোৎসব ও পূজা করিবার আয়োজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, বৎস! কৃষ্ণ! মহেন্দ্রের এই পূজা আমাদের পুরুষানুগত এবং শুভবৃষ্টিকরণ, বৃষ্টি হইতেই এই জগৎ রক্ষা হয়, ইন্দ্রদেব এই বৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে পূজা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, পিতঃ! আপনার মুখে অদ্য অতি বিচিত্র ও আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিলাম। ইন্দ্রদেব যে বৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা লোক ও শাস্ত্র উভয় মতেই উপহাসাস্পদ ও বেদাবগর্হিত। কুত্রাপি এইরূপ বিধান নাই যে, ইন্দ্র হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে। আপনার মুখে আজ এই অপূর্ব্ব নীতিবাক্য শুনিলাম। আপনি আর এরূপ বাক্য বলিবেন না। এক্ষণে পণ্ডিতগণের নীতিবাক্য শ্রবণ করুন। ভগবান্ সূর্য্য হইতেই বৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং ঐ বৃষ্টি হইতেই শস্য ও বৃক্ষ, পরে বৃক্ষ হইতে ফল এবং শস্য হইতে অন্নের উৎপত্তি এবং অন্ন ও ফল দ্বারাই জীবগণ জীবনধারণে সমর্থ হয়। কালে সূর্য্যই জলগ্রাস করেন, ও কালেই সেই সূর্য্য হইতে তাহার উদ্ভব হয়, সূর্য্য ও মেঘাদি সকলই বিধাতা নিরূপণ করিয়াছেন। হস্তী নিজ শুণ্ডদ্বারা সমুদ্র হইতে অভিলষিত জল গ্রহণ করিয়া মেঘকে দান করে, মেঘ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সময়ে সময়ে পৃথিবীর স্থানে স্থানে সেই জল বর্ষণ করে। এই সকল ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে। উহাতে কিছুই প্রতিবন্ধক হয় না। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, মহৎ, ক্ষুদ্র ও মধ্যম যাহা কিছু হউক না কেন, সকলই একমাত্র ভগবদিচ্ছায় হইয়া থাকে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ২১ অ°)

"রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ।

প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি॥"

(ভাগবত ১০।২৪।২৩)

শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিয়াছিলেন, সত্ত্বাদি গুণই সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের কারণ, রজোগুণ দ্বারাই এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং মেঘ সকলও রজোগুণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সকল স্থলে বর্ষণ করিয়া থাকে, এবং তাহা দ্বারাই প্রজা সকল জীবিত থাকে মহেন্দ্র কিছুই করেন না।

ইন্দ্র যদি বৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে পর্ব্বত, মরুস্থান, ও সমুদ্র প্রভৃতি যে স্থলে বৃষ্টির প্রয়োজন নাই, তথায় বৃষ্টি না করিয়া যে স্থলে বৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যক, কেবল সেই স্থলেই বৃষ্টি করিতেন। কিন্তু ইন্দ্র কিছুই করেন না, যে যে স্থলে মেঘ রজোগুণ দ্বারা চালিত হয়, সেই সেই স্থলেই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

বৃহৎসংহিতায় বৃষ্টির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। অন্নই একমাত্র জগতের প্রাণ এবং এই অন্ন বর্ষাকালের আয়ত্ত। এই জন্য যত্নের সহিত বর্ষাকাল পরীক্ষা করা আবশ্যক। গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ ও বৎস প্রভৃতি মুনিগণ বৃষ্টির গর্ভ লক্ষণ যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাদের মতানুসারে এই বৃষ্টির গর্ভ লক্ষণ নিরূপিত হইল। এই নিয়মানুসারে বৃষ্টির গর্ভলক্ষণ স্থির করিতে পারিলে কোন্ সময়ে বৃষ্টি হইবে, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষ অতিক্রম করিয়া বৃষ্টির গর্ভ দিবস স্থির করিতে হয় কিন্তু এই মত অসাধু।

গর্ভধারণের পরে ছয়শত যোজন পরে বৃষ্টি যায় না। যে সকল নক্ষত্রে অতিবৃষ্টি হয়, প্রায় সেই সকল নক্ষত্রেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে মূলা পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকলে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সকল নক্ষত্রেই অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি নিরুপদ্রব চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া, মৃগশিরা, হস্তা, চিত্রা, রেবতী ও ধনিষ্ঠাতে থাকেন, তাহা হইলে ১৬ দ্রোণ পরিমাণ বৃষ্টি হয়। শতভিষা, জ্যেষ্ঠা, ও স্বাতিতে ৪ দ্রোণ, কৃত্তিকাদিগণে ১০ দ্রোণ, ফল্গুনীতে ২৫ দ্রোণ, পুনর্ব্বসু, বিশাখা ও উত্তরাষাঢ়াতে ২০ দ্রোণ, অশ্লেষা নক্ষত্রে ১৩ দ্রোণ, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী ও রোহিণীতে ২৫ দ্রোণ, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পুষ্যা ও অশ্বিনী নক্ষত্রে ১২ দ্রোণ এবং আর্দ্রা নক্ষত্রে ১৮ দ্রোণ পরিমাণ বৃষ্টি হয়। নক্ষত্র সকল যদি সূর্য্য, শনি বা কেতু কর্তৃক পীড়িত ও মঙ্গল কর্তৃক ত্রিবিধ অদ্ভুত দ্বারা আহত হয়, তাহা হইলে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু শুভযুক্ত ও নিরুপদ্রব হইলে পূর্ব্বোক্ত ফল হইয়া থাকে।

সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ—বৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন করিলে তৎকালে যদি চন্দ্র সলিলালয় (জলাশ্রয়কারী) রাশিকে অর্থাৎ কর্কট, কুম্ভ, মীন, কন্যা ও মকরের অর্দ্ধার্দ্ধ রাশিকে আশ্রয় করিয়া যদি লগ্নগত কিংবা শুক্লপক্ষে কেন্দ্র এবং শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে অচিরে প্রচুর বৃষ্টি হয়। পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অল্পবৃষ্টি হয়। শুক্রও চন্দ্রের ন্যায় ফলদাতা। যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা আর্দ্রদ্রব্য বা জল কিংবা তৎসংজ্ঞক কোন দ্রব্য স্পর্শ করেন, অথবা জলের নিকটবর্ত্তী বা জলসম্বন্ধী কোন কর্ম্মে রত হন, এবং জিজ্ঞাসা কালে জল বা জলবাচক শব্দ শ্রুত হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ জল হইবে বলিয়া জানা যায়।

বর্ষাকালে যে দিন সূর্য্য দীপ্তি দ্বারা দুঃসন্তাপক, দ্রবীভূত কনকসদৃশ বা বৈদূর্য্যের ন্যায় স্নিগ্ধকান্তিবিশিষ্ট হইবেন, সেই দিন বৃষ্টি হইবে। বিরস জল, গোনেত্রসদৃশ গগন, বিমল দিক্ সকল, লবণের জলরূপে বিকৃতি, কাকাণ্ডসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট মেঘোদয়, নিশ্চলপবন, মৎস্যগণের পুনঃ পুনঃ লম্ফন এবং মণ্ডূকগণের বারংবার ধ্বনি, এই সকলই অচিরে বৃষ্টি হইবার হেতু; অর্থাৎ এই সকল হেতু দেখিলে উহা সদ্যোবৃষ্টির লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। মার্জ্জারগণ নখ দ্বারা পৃথিবী বিলেখন করিলে, লোহার মলোদ্ভবে কাচা মাংসবৎ গন্ধ অনুভূত হইলে এবং শিশুগণ পথিমধ্যে সেতুবন্ধ করিলে অচিরে বৃষ্টি হইবে, জানা যায়।

পর্ব্বত সকল যদি অঞ্জনপুঞ্জসদৃশ কিংবা বাষ্পনিরুদ্ধ কন্দর এবং চন্দ্রের পরিবেষ কুক্কুটলোচনসদৃশ হয়, তাহা হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে। উপঘাত ব্যতিরেকে পিপীলিকার ডিম্বব্যাপ্তি, সর্পগণের স্ত্রীসঙ্গ, ভুজঙ্গগণের বৃক্ষাধিরোহণ এবং গোসমূহের লম্ফন বৃষ্টির নিমিত্ত স্বরূপ। যদি কৃকলাসগণ তরুশিখরে উত্থিত হইয়া গগনতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং গোবৃন্দ ঊর্দ্ধনেত্রে সূর্য্য নিরীক্ষণ করে, তবে অচিরেই বৃষ্টি হয়। যদি পশুগণ গৃহ হইতে বহির্নির্গমনে ইচ্ছা না করে এবং শ্রবণ ও ক্ষুর কাঁপাইতে থাকে, আর কুক্কুরগণও যদি উক্ত পশুদিগের ন্যায় ঐরূপ কার্য্য করে, তখনই বৃষ্টি হইবে, জানিতে পারা যায়।

যখন গৃহপটলে কুক্কুরগণ অবস্থিতি করে, কিংবা ঊর্দ্ধোমুখ হয় এবং যখন দিবাভাগে ঈশানকোণে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তখন অতিবৃষ্টি হয়। যখন চন্দ্র শুক বা কপোতলোচন সদৃশ ও মধুসন্নিভ হন এবং যখন আকাশে প্রতিচন্দ্র বিরাজিত থাকেন, তখন আকাশ হইতে অচিরে বারিপতন হয়। রাত্রিতে যদি বিদ্যুতের শব্দ এবং দিবাভাগে রুধির সদৃশ বা দণ্ডবৎ বিদ্যুৎ হয় এবং পবন অগ্রে শীতল হয়, তাহা হইলে তখন বৃষ্টি হয়। লতাগণের নব পল্লব সকল যদি গগনতলোন্মুখ হয়, বিহঙ্গমগণ জল কিংবা পাংশু দ্বারা স্নান করে, এবং সরীসৃপগণ তৃণের অগ্রভাগে বিচরণ করে, তাহা হইলে শীঘ্রই বৃষ্টি হয়। যখন সন্ধ্যাকালীন আকাশে মেঘ সকল ময়ূর, শুক, নীলকণ্ঠ বা চাতক পক্ষীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কিংবা জবাকুসুম ও পদ্মের দ্যুতিহরণকারী হয়, তখন অচিরে বৃষ্টি হয়।

সূর্য্যের উদয় কিংবা অস্তকালে ইন্দ্রধনু, পরিঘ, প্রতিসূর্য্য, দণ্ডাকৃতি ইন্দ্রধনু বা বিদ্যুতের পরিবেষ প্রকাশিত হইলে শীঘ্র প্রচুর বৃষ্টি হয়। সূর্য্যের উদয়াস্ত সময়ে যদি গগন তিত্তির পক্ষীর পক্ষ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হয়, এবং পক্ষিগণ আনন্দিত হইয়া কলরব করে, তাহা হইলে দিবারাত্র প্রভূত বৃষ্টি হয়।

বর্ষাকালে চন্দ্র যদি শুক্রগ্রহের ওক্র হইতে সপ্তম রাশিগত কিংবা শনি হইতে নবম, পঞ্চম, বা সপ্তম রাশিগত হন, তাহা হইলে বৃষ্টির কারণ হইয়া থাকে। গ্রহগণের উদয়াস্তকালে মণ্ডল সংক্রমণ ও সমাগম হইলে এবং পক্ষদ্বয়, অয়নান্তে ও সূর্য্য আর্দ্রানক্ষত্রগত হইলে নিয়ম বশে প্রায় বৃষ্টি হয়। বুধশুক্রের সমাগমে, বুধ বৃহস্পতি বা বৃহস্পতিশুক্রসমাগমেও বৃষ্টি হয়। যখন সূর্য্যাবলম্বী গ্রহগণ সূর্য্যের পূর্ব্বে বা পশ্চাতে থাকে, তখন প্রভূত বৃষ্টি হয়। ইহা ভিন্ন স্বাতিযোগ, রোহিণীযোগ প্রভৃতিতে বৃষ্টি হইয়া থাকে। (বৃহৎস°-২১-২৪ অ°)

বৃষ্টিজলের গুণাদির বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ লিখিত আছে যে, জল দুই প্রকার আন্তরীক্ষ জল ও ভৌমজল। ইহার মধ্যে আন্তরীক্ষ জল চারি প্রকার, যথা ধারাজব, করকাজাত, তৌষার ও হৈম। যে বৃষ্টির জল ধারাবাহী হইয়া ধৌতবস্ত্রে বা সুধৌত প্রস্তর বা ভূমিতে পতিত হয়, তাহা সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, স্ফটিক কাচ বা মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া রাখিলে তাহাকে ধারাজব জল

কহে। এই জল ত্রিদোষনাশক, লঘু, সৌম্য, রসায়ন, বলকারক, তৃপ্তিকর, আহ্লাদজনক, প্রাণধারক, পাচক, বুদ্ধিজনক, এবং মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, দাহ, শ্রান্তি, ক্লান্তি, ও পিপাসানাশক। বর্ষাকালে এই জল বিশেষ উপকারক।

বৃষ্টির ধারাজাত জল আবার দুই প্রকার, গাঙ্গেয় ও সামুদ্র। মেঘান্তরস্থ দিগ্‌গজগণ আকাশগঙ্গা সম্বন্ধী জল গ্রহণ পূর্ব্বক বর্ষণ করে বলিয়া, উহার নাম গঙ্গাজল। মেঘগণ প্রায় আশ্বিন মাসেই এই জল বর্ষণ করিয়া থাকে। ঐ জল সকল প্রকারে হিতজনক। সুবর্ণ, রৌপ্য বা মৃৎপাত্রে স্থাপিত অন্নের উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে যদি ঐ অন্ন ক্লিন্ন বা বিবর্ণ না হয়, তবে তাহাকেই গঙ্গাজল বলিয়া স্থির করিতে হইবে। উক্ত জল সমস্ত দোষনাশক। ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে তাহাকে সামুদ্র জল কহে। এই জল ক্ষারসংযুক্ত, লবণ রস, শুক্রনাশক, দৃষ্টির হানিকারক, বলাপহারক, আমগন্ধি, দোষপ্রদায়ক, এবং তীক্ষ্ণ, ইহা সকল কার্য্যেই অহিতজনক। সামুদ্র আশ্বিন মাসে গাঙ্গ্য-জলের তুল্য গুণকারী হয়। অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়ের পর যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহা সমস্তই নির্ম্মল, নির্বিষ, মধুর রস, শুক্র-জনক এবং দোষপ্রদায়ক নহে।

গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, বর্ষাকালে নাগগণের ফুৎকার জন্য সবিষ বায়ুসংস্পৃষ্ট হইয়া পতিত হয় বলিয়া আশ্বিন মাস ভিন্ন সমস্ত বর্ষাকালের বৃষ্টির জল বিষাক্ত হইয়া থাকে।

মেঘগণ অকালে যে জল বর্ষণ করে, তাহা সমস্ত দেহীদিগের ত্রিদোষপ্রকোপক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অকাল শব্দে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই চারি মাস বুঝিতে হইবে। এই চারি মাসের বৃষ্টির জল ত্রিদোষবর্দ্ধক। করকাজল দিব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে সংহত হইয়া আকাশ হইতে যে পাষাণ খণ্ডবৎ পতিত হয়, তাহাকে করকাজল বা শিলজল বলে। এই জল অমৃত তুল্য গুণকারক, রুক্ষ, অপিচ্ছিল, গুরু, স্থিরগুণযুক্ত, অতিশয় শীতল, কঠিন পিত্তনাশক, এবং কফ ও বায়ুবর্দ্ধক।

নদী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত জলাশয়ের অন্তর্গত তেজঃ সংযোগে ধূমের অবয়ব সদৃশ বা বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে তুষারজ জল কহে। এই জল প্রাণিগণের পক্ষে অহিতকর, কিন্তু বৃক্ষ সমূহের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। ইহা শীতল, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কফ, উরুস্তম্ভ, কণ্ঠরোগ, মন্দাগ্নি, মেদ ও গলগণ্ডাদি রোগনাশক।

হিমালয়ের শৃঙ্গাদি হিমাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে দ্রব হইয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে হৈম জল কহে। এই জল শীতল, পিত্তনাশক, গুরু ও বায়ুবর্দ্ধক। বৃষ্টির এই চারি প্রকার জল উক্ত গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ)

পাশ্চাত্য মত।

পাশ্চাত্য মতে, পার্থিব জলরাশি সূর্য্যালোকে উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়। ভূবায়ুর মধ্যে প্রতিনিয়তই ঐ জলীয় বাষ্প মিশ্রিত হইয়া থাকে। স্থলভাগ ও সমুদ্র হইতে অনবরতই ঐরূপ বাষ্প উত্থিত হইতেছে। বাষ্পোৎপাদন প্রকৃতির এক নিত্যক্রিয়া। আমরা যেখানে জলের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারি না, সূক্ষ্মক্রিয়াময়ী অঘটনঘটনপটীয়সী প্রকৃতি দেবী তাদৃশ স্থল হইতেও বাষ্পোৎপাদনপূর্ব্বক ভূবায়ুতে বিমিশ্রিত করিয়া রাখিতেছেন। মাঠ ঘাট হাট বাট অরণ্য কানন প্রান্তর কূপ পুষ্করিণী হ্রদ নদ নদী সমুদ্র সকল স্থান হইতেই বাষ্পোদ্গম হইতেছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, বাষ্প কখনও দৃশ্য ভাবে কখনও বা অদৃশ্য ভাবে বায়ু রাশিতে আশ্রয় লইয়া শূন্যদেশে বিচরণ করে। শিশির, কুজ্ঝটিকা, তুষার, মেঘ ও বৃষ্টি এই বাষ্পোদ্গম ব্যাপারেরই পরিণতি। ঊর্দ্ধ আকাশে এ বাষ্পরাশি মেঘাকারে প্রকাশ পায়। আকাশের নিম্ন প্রদেশে সঞ্চিত জলীয় বাষ্পসমূহ কুজ্ঝটিকা (Mist) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মেঘ হইতে ভূপৃষ্ঠে যে জলধারা পতিত হয়, তাহার নাম বৃষ্টি। ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণও সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এই রূপেই বৃষ্টির উৎপত্তি ঘোষণা করিয়াছেন—

"তেজো হ সর্ব্বভূতেভ্যঃ আদত্তে রশ্মিভির্জ্জলম্।
সমুদ্রাদ্বস্তনা যোগাৎ রশ্ময়ঃ প্রবহন্ত্যপঃ॥
ততোহয়নবশাৎ কালে পরিবৃত্তো দিবাকরঃ
নিযচ্ছতি পয়ো মেঘে শুক্লাশুক্লৈর্গভস্তিভিঃ॥
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সর্ব্বভূতহিতার্থায় বায়ুভূতাঃ সমন্ততঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ড পু)

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মেঘ হইতে জলধারাপতনের কারণাদি সম্বন্ধেও বহুল গবেষণা হইতেছে। আণবিক জড় বিজ্ঞানে (Molecular Physics) এবং সূক্ষ্ম বায়বীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে (Dynamic meteorology) মেঘ বৃষ্টি সম্বন্ধে অধুনা এই সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হইতেছে।

মেঘ হইতে বারিবিন্দুর গঠন ও বৃষ্টিধারা পতন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বহুদিন হইতে অনেক প্রকার তথ্যানুসন্ধান করিতেছেন। এ সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় নাই। সূক্ষ্ম বাষ্পাণু ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিবিন্দুর আকার ধারণ করে। কি কারণে বাষ্পগুলি ঘনীভূত (Condensed) হয়, সে সম্বন্ধেও বহুল সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

(১) মেঘ হইতে তাপরাশি বিকীর্ণ হইয়া গেলে উহা শীতল হয়। এই শৈত্যতাই ঘন কারণ।

(২) বায়ুদ্বারা মেঘাকার বাষ্পরাশি বিভিন্ন শীতাতপ প্রদেশে পরিচালিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বাষ্পরাশির সহিত মিশ্রিত হয়। ইহার ফলেও বর্ষণ সাধিত হয়।

(৩) উষ্ণ প্রদেশের বাষ্প সমূহ স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধদিকে বা শীত প্রদেশে পরিচালিত হয়। ঊর্দ্ধ প্রদেশের শীতলবায়ুস্পর্শে বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হয়।

(৪) ভূ বায়ুর চাপাধিক্যেও বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পড়ে।

(৫) বাষ্পরাশির সঞ্চয়াধিক্যে অথবা পর্ব্বতাদিদ্বারা উহাদের গতিরোধেও উহারা সত্বর ঘনীভূত হইয়া থাকে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই সকল সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এসম্বন্ধে আরও অধিক দূরে অগ্রসর হইয়াছেন। বাষ্পরাশিতে যতক্ষণ তাপ বিদ্যমান রহে, ততক্ষণ অণুগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র ও লঘু থাকে। এই অবস্থায় উহারা গগনপথে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে। কিন্তু শৈত্যসংস্পর্শাদি দ্বারা যখন উহাদের ক্ষুদ্রত্ব ও লঘুত্ব তিরোহিত হইয়া যায়, অথবা উহারা ঘনীভূত হইয়া পরস্পর সংমিলনজনিত বৃহদাকার ধারণ করে, তখন ভূবায়ু আর উহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। উহারা মধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টিবিন্দুগঠন ও বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে এখনও নিশ্চয়াত্মক কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হয় নাই। অধুনা এসম্বন্ধে যে কয়েকটী সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে—

(ক) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাষ্পকণা বায়ুরাশিতে ভাসমান থাকে। বায়ুদ্বারা উহারা আকাশ পথে পরিচালিত হয় এবং পরস্পর সংমিলিত হয়। এস্থলে বায়ুর বেগই বিচ্ছিন্ন বাষ্পাণুসমূহের সংমিশ্রণের কারণ। এই রূপে সংমিশ্রিত হইয়া বাষ্পবিন্দুর আয়তন বৃহৎ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় উহারা আর আকাশে বায়ুরাশিতে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না। গুরুতর বৃষ্টিবিন্দু প্রবল বেগে অধঃপতিত হয়। অধঃপতিত হওয়ার সময়ে উহাদের প্রবল গতিতে নিম্নস্থ বাষ্পবিন্দুও উহাদের সহিত সংমিশ্রিত হয়, তাহাতে উহারা আকারে আরও বৃহত্তর হয় এবং উহাদের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া উঠে। এইরূপে উহারা বড় বড় বৃষ্টির বিন্দুতে পরিণত হইয়া ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করে।

(খ) বিকিরণ বশতঃই হউক অথবা অপর বাষ্পকণার সহিত সংমিশ্রণ বশতঃই হউক, মেঘের উপরাংশের বাষ্পকণাসমূহ নিম্নভাগের বাষ্পকণা গুলি অপেক্ষা অতি সত্বর শীতল হইয়া পড়ে। ছায়া বা রাত্রিকালই এইরূপ শীতলতাসাধনী প্রক্রিয়ার প্রধানতম হেতু। শীতল বাষ্পকণা-সংস্পৃষ্ট ভূ-বায়ুস্তরও শীতল হয়। এই শৈত্যের ফলে বাষ্পকণাসমূহের অন্তর্ভূত বায়ু অপহৃত হয়, উহারা পরস্পর সংমিলিত হইয়া বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হয়। এইরূপে বড় বড় বৃষ্টিবিন্দু গঠিত হইয়া থাকে।

(গ) বৃষ্টিবিন্দুগঠনে তড়িতেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। তড়িৎশক্তির দুইপ্রকার স্পর্শপ্রভাব। এক প্রকারের নাম পজিটিভ (Positive) এবং অপর প্রকার নিগেটিভ (Negative)। মেঘের একস্তর বাষ্প পজিটিভ্ ভাবে তড়িৎ-স্পৃষ্ট হয়, অপর একস্তর বাষ্প নিগেটিভভাবে তড়িৎ স্পৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে উভয়স্তরে একটা প্রবল তড়িতাকর্ষণ সংঘটিত হয়। এই আকর্ষণের ফলে বাষ্পবিন্দু পরস্পর সংমিশ্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করে।

(ঘ) নানাকারণে বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে। বজ্রধ্বনি নিক্ষিপ্ত শব্দতরঙ্গে বায়ুরাশি আন্দোলিত হয়, কামানাদির ধ্বনি দ্বারাও বায়ুরাশিতে ভীষণ তরঙ্গাদি ঘটিতে পারে। এই সকল কারণ বশতঃ বায়ুরাশিস্থিত জলীয় বাষ্প সকল আন্দোলিত হইয়া পরস্পর সংমিলিত হয়। এই প্রকার পরস্পর মিশিয়া মিশিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পবিন্দু সমূহ বৃহদাকার ধারণ করিয়া বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হয়।

(ঙ) কুজ্ঝটিকা বা মেঘের অন্তর্নিহিত বাষ্পরাশি সাধারণতঃই সাধারণ বাষ্প অপেক্ষা অধিকতর গুরু। এই কণা সমূহ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া অধিকতর শীতল হইতে থাকে। এই অবস্থায় ইহারা আর স্ব স্ব আণবিক পার্থক্যের সংরক্ষণ প্রয়াস (Molecular Strain) বজায় রাখিতে পারে না। সুতরাং ইহারা আপন গুরুত্বে অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়ে, লঘু বাষ্পকণা ইহার গুরুবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া উহার দেহেই আত্মবিসর্জ্জন করে। সুতরাং মেঘকণা ও সাধারণ বাষ্পকণা মিলিয়া মিশিয়া অচিরেই বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হয়। মিশ্র-প্রক্রিয়াতিশয্য (Super saturation) দ্বারা এই প্রকারে বৃষ্টিবিন্দু গঠিত হয়।

(চ) বৃষ্টিবিন্দু উৎপাদন সম্বন্ধে কেম্ব্রিজের প্রফেসর সুবিখ্যাত মিঃ সি টি আর উইলসন্ বহু গবেষণ করিয়াছেন। ইনি বলেন, বায়ুরাশিতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বর্ত্তমান থাকে বায়ু শীতল হইলে এই সকল ধূলিকণার উপরে সূক্ষ্মতর জলীয় বাষ্পকণানিবহ ঘনীভূত ও সঞ্চিত হইতে থাকে। ভূ-বায়ুতে ধূলিকণা বিমিশ্রিত না থাকিলে জলীয় সূক্ষ্মবাষ্পনিবহ সহসা ঘনীভূত হইতে পারে না। তবে অধিকতর স্থানব্যাপী বায়ুরাশি যদি অধিকতর শীতল হয়, তবে তাদৃশ অবস্থায় বায়বীয় বাষ্প ঘনীভূত হওয়া অবশ্যই সম্ভবপর। ধূলিসম্পৃক্ত বায়ুরাশি ধূলি অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক বিস্তৃত না হইলে নির্ম্মল বায়ুতে বাষ্প ঘনীভূত হইতে পারে না। মিঃ উইলসন্ পরীক্ষা করিয়া

দেখাইয়াছেন যে, যে নলিকার ভিতরে বায়ুর এই অবস্থার পরীক্ষা করা হয়, সেই নলিকার রঞ্জেন আলোকপ্রবেশ, ইউরেনিয়াম বিকিরণী প্রক্রিয়াসাধন, অথবা সূর্য্যালোকপ্রবেশন দ্বারা বায়ুরাশিকে জলীয় বাষ্পে ঘনীভূত করিবার উপযোগী করে।

উইলসন এ সম্বন্ধে আরও বহু সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়াছেন। অবশেষে মিঃ উইলসন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বায়ুরাশির ধূলিকণা নিগেটিভভাবে তাড়িতশক্তিবিশিষ্ট হইলে উহারা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করায় প্রকৃষ্ট বীজীভূত হেতু (Nuclei) হইয়া থাকে। পজিটিভ্‌ভাবে তাড়িতশক্তিবিশিষ্ট ধূলিকণায় এ সম্বন্ধে তাদৃশ শক্তি পরিলক্ষিত হয় না। তিনি আরও সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সুষম ধরণীমণ্ডল নিগেটিভ্‌ তড়িতের ক্রীড়াভূমি। বৃষ্টিবিন্দু আকাশের নিগেটিভ্‌ তড়িৎ লইয়াই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। আকাশে পজিটিভ তাড়িত (Positive Electricity) রহিয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ জে জে টম্‌সন অতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত আরও সুস্পষ্টরূপে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহা এপর্য্যন্ত পরমাণু (Atom) নামে অভিহিত হইত, প্রকৃত পক্ষে তাহা পরমাণু নামে অভিহিত হইতে পারে না। পরমাণু গুলিও বহু অংশে বিভক্ত হইতে পারে। ইহার প্রত্যেক অংশই তাড়িতীয় (Electrical)। বায়বীয় পদার্থের (Gaseous matter) কথিত পরমাণু গুলি যখন বিভক্ত হয়, তখন উহাদের অংশ (Corpuscles) গুলি নেগেটিভ্‌ তড়িতের ক্ষুদ্রতমাংশের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু বিভক্ত অংশগুলি যখন সমাপ্ত হয়, তখন উহাদের মধ্য পজিটিভ্‌ ইলেকট্রিসিটির কার্য্যের ন্যায় ক্রিয়াও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাড়িতীয় ক্ষুদ্রতমাংশের (Ion) চারিদিকে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ভূ বায়ুতে সংমিশ্রিত জলীয় বাষ্প সূর্য্যালোকে এবং অপরাপর কারণে সহজেই "আইয়নত্ব" প্রাপ্ত হয়। জলীয় বাষ্পের পরমাণুর নেগেটিভ্‌ আইয়ন (Ion) অংশগুলিতে স্বভাবতঃই বায়ুরাশির আর্দ্রতা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। পজিটিভ্‌ আইয়ন সেরূপ হয় না। এই সকল নিগেটিভ্‌ তড়িৎশক্তিবিশিষ্ট আইয়ন গুলির চতুঃপার্শ্বে অতি সত্বরে জলীয় বাষ্পকণা সঞ্চিত হয়, সুতরাং অচিরেই উহারা এক একটী বৃহৎ বৃষ্টিবিন্দুতে পরিণত হইয়া পড়ে।

আমরা ভূতলকে যে বৃষ্টিবিন্দু দেখিয়া থাকি, বৈজ্ঞানিক উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বহু সূক্ষ্ম গবেষণা করিতেছেন। কিন্তু ইহাই যে শেষ সিদ্ধান্ত এপর্য্যন্ত তাহা কেহই স্বীকার করিতে অগ্রসর হন নাই। ক্রমোন্নতিশীল বিজ্ঞান বৃষ্টিবিন্দুর উৎপত্তি ও গঠন বিনির্ণয় ব্যাপারে ক্রমেই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বৃষ্টিপাতের স্থানবিনির্ণয়।

যে স্থান হইতে যে পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয়, সেই স্থানে তদ্রূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলে যে রূপ বৃষ্টি হয়, সমমণ্ডলে সেরূপ হয় না। আবার সমমণ্ডল অপেক্ষা শীতমণ্ডলে বৃষ্টির পরিমাণ অনেক কম। বৃষ্টিতত্ত্ববিদ্‌গণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, গ্রীষ্মমণ্ডলে গড়ে প্রতিবৎসরে ৮০ বুরুল গভীর জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং এই প্রদেশে বৃষ্টির বার্ষিক গড় ১০০।১১০ বুরুল, কিন্তু উত্তর সমমণ্ডলে ৩০ বুরুলের অধিক বাষ্প উত্থিত হয় না। সুতরাং এখানে বৃষ্টির পরিমাণ ৩৫ বুরুলের অধিক নহে। এতদ্ব্যতীত গ্রীষ্মমণ্ডলে বৃষ্টির যেরূপ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, এরূপ আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। সমুদ্রে বাণিজ্যবায়ু নিয়মিতরূপে প্রবাহিত, সুতরাং সমুদ্রে অতি অল্প পরিমাণেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। সমমণ্ডলে সময় সময় যেরূপ বৃষ্টি হয়, তদ্রূপ ঝটিকাও প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলে গ্রীষ্মবর্ষাদি ঋতুর যথানিয়মে আবির্ভাব ও তিরোভাব পরিদৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্থলে দক্ষিণ আমেরিকার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে শীতকালে আকাশমণ্ডল পরিষ্কৃত থাকে, বসন্তকালে ভূবায়ু আর্দ্র হয়। মার্চ্চমাসের প্রারম্ভ হইতে ঝটিকা বহিতে থাকে। আফ্রিকা প্রভৃতি বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এপ্রিল মাস হইতে বর্ষাকালের আরম্ভ হয়। ইহার উত্তরাংশে জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বর্ষার প্রভাব সম্যক্‌রূপে দেখা যায়। ভারতবর্ষে বায়ুর গতির সহিত বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট।

প্রত্যেক মণ্ডলে সকল স্থলে সমপরিমাণে বৃষ্টি পতিত হয় না। ক্ষেত্রাদি নিম্নস্থানাপেক্ষা উচ্চস্থানে বৃষ্টি অল্প হয়, কিন্তু ক্ষেত্রাদি সমভূমি হইতে পর্ব্বতের ঢালু, বিশেষতঃ ঐ ঢালুস্থান অসম ও অতি উচ্চ পর্ব্বতের পার্শ্বে স্থিত হইলে বৃষ্টির আধিক্য হয়। কারণ বাষ্পপূর্ণ বায়ু পর্ব্বতাভিমুখে গমনকালে তৎসংস্পর্শে শীতল হইয়া মেঘ ও বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। এই নিমিত্ত হিমালয়ের ঢালুস্থান অথবা উপত্যকায় অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু অধিত্যকায় তেমন বৃষ্টি হয় না। ইরাণদেশও ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইরাণদেশে প্রায়শঃই মেঘ দেখা যায় না। তথাচ তন্নিকটস্থ আজেরম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। সমুদ্রতটে বাষ্প অধিক পরিমাণে উত্থিত হয়, বৃষ্টিও অধিক পরিমাণে হয়। সুবৃহৎ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে অধিক বাষ্পোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, এরূপ স্থলে বৃষ্টিও বেশী হয় না। সমমণ্ডলে ভূমির পশ্চিম পার্শ্বে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে ভূমির পূর্ব্বপার্শ্বে অধিক বৃষ্টি হয়। বায়ুর গতিভেদেই বৃষ্টির এইরূপ পরিমাণভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে।

হইলেও নদনদীর প্রবাহে বসুমতীর ভূকার্য প্রায় শীতল হয়। মিসরদেশে বৃষ্টি হয় না বটে, কিন্তু নীলনদের বন্যায় তৎসমীপ প্রদেশ জলসিক্ত হওয়ায় ক্ষেত্রসমূহ শস্যশালী হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোর অধিত্যকা, গোয়াটিমালা ও কালিফর্ণিয়ার বৃষ্টি হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্বে বৃষ্টির অত্যন্ত অভাব। এই দেশে যদি কখনও কোন সময়ে দৈবাৎ মেঘগর্জন বা বৃষ্টি হয়, তবে শতাধিক বর্ষকাল পর্যন্ত সেই ঘটনা একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হয়। লাইমা প্রদেশে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই প্রাতে আটটার সময়ে, তৎপরে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে, তৎপরে ১৭৮৭ এবং তৎপরে ৮০৩ খৃষ্টাব্দে ১৯ এপ্রিল তারিখে মেঘ গর্জন হইয়াছিল। এই অঞ্চলে মেঘগর্জন একটা অদ্ভুত স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উহা বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। পেরুদেশবাসীরা জীবনে কখন কখন চপলার চমক দেখিতে পায়, কিন্তু মেঘ গর্জন কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না, শত বর্ষের মধ্যেও এই অঞ্চলে দুই একবার বৃষ্টি হয় কিনা সন্দেহ। দেশ ও কাল ভেদে বৃষ্টিপাতের এইরূপ প্রচুর তারতম্য ঘটে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ গুলি দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে —

১। বায়ু ও শৈত্যোষ্ণতার সহিত বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ আছে।

২। অয়ন ও ঋতুভেদে দেশবিশেষে বৃষ্টির তারতম্য হয়।

৩। পর্ব্বত ও অরণ্যাদির দ্বারা বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটে।

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি উৎপাদন।—এদেশে বৃষ্টির জন্য যাগ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রই বৃষ্টির দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৃষ্টিপাতের জন্য ইন্দ্রের উপাসনা করা, অতিবৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত ইন্দ্রের প্রার্থনা করা, প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। বৃত্রাসুর বৃষ্টির অবরোধ করিতেন বলিয়া ইন্দ্রের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইত। ঋগ্বেদে এই সকল বিষয়ক বহুল মন্ত্রের উল্লেখ আছে। এখনও ভারতের নানাস্থানে নিম্ন জাতীয় এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহারা মন্ত্রপ্রক্রিয়া দ্বারা মেঘচালনা ও বৃষ্টিপাত করে এবং উক্ত ব্যবসায় তাহাদের জীবিকা। স্থানবিশেষে ইহারা "শিরেল" নামে খ্যাত। ক্ষেত্রাদিতে শিলা বৃষ্টিপাত নিবারণ করিতে দক্ষ বলিয়া ইহাদের শিলেল বা শিরেল নাম হইয়াছে। এদেশের জন সাধারণের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস আছে যে, মন্ত্র দ্বারা বর্ষণ সংঘটিত এবং বৃষ্টি স্তম্ভিত করা যাইতে পারে।

মানব সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক বহু কার্য্যের সহিত বৃষ্টির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং এসম্বন্ধে মানুষের কোন প্রকার শক্তিসঞ্চালনের উপায় মানুষের আয়ত্তাধীন হইলে মানুষের অনেক বিষয়ে সুবিধা হয়। মানবসমাজ এই সুবিধার মোহিনী আশায় বিমুগ্ধ হইয়া এই সকল ব্যাপারে বিশ্বাসী হইবে ইহাতে বৈচিত্র্য কি আছে? অধুনা শিক্ষিত লোকেরা মন্ত্রাদির সাহায্যে বৃষ্টিপাতের বা বৃষ্টিস্তম্ভন সম্বন্ধে বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে রাজী নহেন, কিন্তু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া এই সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কোনও প্রস্তাব করিলে তাঁহারা উহাকে বৈজ্ঞানিক জানিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহাদের এই সকল কথার পদে পদেই অবিশ্বাস ও সন্দেহ হয়। ইতালী, অষ্ট্রীয়া ও ফ্রান্স দেশে সাংপ্রতি এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ মেঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃষ্টি উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। ইঁহারা মেঘের অভিমুখে কামান আওয়াজ করিতে উপদেশ করেন, এইরূপে এই শ্রেণীর লোকেরা বহু লোকের বহু ধন বিনষ্ট করিয়াছেন কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। বাস, তাপ, তাড়িত, তীব্র নিনাদজনক প্রস্ফোটন প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা বৃষ্টিপাতের চেষ্টা করা হইতেছে। ডিনামাইট্ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া আকাশমার্গে কৃত্রিম মেঘের উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এই সকল উপায় খাঁটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। ফলতঃ আধুনিক বিজ্ঞান ঝড়, বৃষ্টি, ও বজ্রপাতাদি অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত এখনও কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

বৃষ্টির জল অতি পবিত্র। ইহাতে উৎপাদিকা শক্তিও যথেষ্ট আছে। বৃষ্টির জলদ্বারা আমাদের ভূমি সকল যে শস্যশালিনী হইয়া উঠে তাহা সকলেরই সুবিদিত। বেদেও বৃষ্টি জলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষা দ্বারা বৃষ্টির জলের সকল গুণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বৃষ্টির জলের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রসম্মত যে গুণাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ গুণাবলীও প্রায় তদনুরূপ।

বৃষ্টিকা (স্ত্রী) আরণ্যশণপুষ্প, বনোশণ।

বৃষ্টিকাম (ত্রি) বৃষ্টিকামনাশালী। (তৈত্তিরীয়স° ৬।৪।৩।৫)

বৃষ্টিঘ্ন (ত্রি) বৃষ্টিং হন্তীতি হন-টক্। ১ বৃষ্টিনাশক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ বৃষ্টিঘ্নী, ২ ভূম্যপর্ণিকা, দইমেলা, চলিত গুজরাতী এলাচ।

বৃষ্টিজীবন (ত্রি) বৃষ্টিঃ বৃষ্টিজলমেব জীবনং পালনোপায়ো যস্য। ১ চাতকপক্ষী। বৃষ্টির জলই ইহাদের একমাত্র জীবনোপায়, কেন না নদীপ্রভৃতি জলাশয় হইতে ইহারা পানীয় পানে অক্ষম। ২ দেবমাতৃকদেশ, যে দেশের শস্যাদির উৎপত্তি কেবলমাত্র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে।

বৃষ্টিদ্যাবন্ (ত্রি) বৃষ্ট্যর্থ স্তুত, বৃষ্টির নিমিত্ত যাহাকে স্তব করা যায়।

"ইন্দ্রাবা রীত্যাপেরস্পতী দাবুসম্ভ্যাঃ" (ঋক্ ৪।৩৮।৫)

বৃষ্যদধ্যাদি—নির্মল ও দোষরহিত দধি লইয়া তাহাতে যথোপযুক্ত মাত্রায় চিনি, মধু, মরিচ, বংশলোচন ও এলাচ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে উহা বিশুদ্ধ বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। ঘৃতযুক্ত অন্নের সহিত ইহা সেবন করিয়া পরে রসাল দ্রব্য ব্যবহার করিবে। এই বৃষ্যদধিসেবনে বল, বর্ণ, স্বর ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়।

বৃষ্যদুগ্ধাদি—দুগ্ধের সহিত চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া ঘৃতাক্ত অন্নের সহিত সেবন করিলে অতিবৃষ্য হয়।

বৃষ্যপূপলিকা—মৎস্য বা কুক্কুটমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহা ঘি, সৈন্ধব ও ধনের সহিত কুট্টিত করিবে, এবং তাহার সহিত মাষচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। ঐ সকল পিষ্টক গব্যঘৃতে পাক করিয়া সেবন করিলে অতিশয় বৃষ্য হয়। এইরূপ মহিষমাংসরসে ঘৃত, লবণ ও দাড়িম রস সংযুক্ত করিয়া পাক করিবে। যখন দেখিবে সমস্ত মাংসরস মৎস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই মৎস্য কুট্টিত করিয়া পৃথক্ রাখিতে হইবে, এবং তাহাতে জীরা মরিচ লবণ গুড়, অম্ল হিং ও ঘৃত মিশ্রিত করিবে। পরে সেই মৎস্যগত সার টুক অর্থাৎ সেই অংশের পুর দিয়া মাষকলায়ের পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। ইহা অতিশয় বৃষ্য, বৃংহণ, বলবর্দ্ধন, ও সৌভাগ্যপ্রদ।

বৃষ্যমাংসগুড়িকা—বরাহমাংস মর্দ্দন করিয়া তাহাতে মরিচ ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিবে। পরে তাহাতে কুলের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেই সকল বটিকা ঘৃতে ভাজিয়া দৃঢ় করিয়া লইতে হইবে। কুক্কুটের মাংস দধি ও মরিচ ও সংস্থাপিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে তাহার রস প্রস্তুত করিবে এবং তাহাতে দাল, দাড়িমরস, প্রচুর ঘৃত ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে। এই মাংসরসে উক্ত বটিকা সকল নিক্ষেপ করিয়া এইরূপ ভাবে পাক করিবে যে, যাহাতে ঐ বটিকার গুণ না ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা অতিশয় বৃষ্যোত্তম।

বৃষ্যমাষাদিপূপলিকা—মাষকলায়, আত্মগুপ্তাবীজ, গোধূম, শালি তণ্ডুল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কুলেখাড়া এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পিষ্টক রচনা করিতে হইবে। ঐ পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিবে এবং তৎপরে দুগ্ধসহ অনুপান করিতে হয়।

বৃষ্যষাষ্টিকরস—মাষকলায় প্রথমে জলে ভিজাইয়া রাখিবে, তাহা অঙ্কুরিত হইলে জল হইতে তুলিয়া তুষরহিত করিবে। সেই তুষরহিত অঙ্কুরিত বীজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দাধ ও দাড়িম রসযুক্ত ও ঘৃতবহুল মহিষমাংসরসে প্রক্ষিপ্ত করিবে এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ধনে, জীরে, ও শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিলে অতিশয় বৃষ্য হয়।

বৃষ্যযোগ—চিনি ২২।০ সের, গব্যঘৃত ২৫ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ২ সের, পিপ্পলীচূর্ণ ২ সের, বংশলোচন ৪ সের, নূতন মধু ৮ সের এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া একটী ঘৃতভাবিত মৃৎকলসে রাখিয়া দিবে। প্রাতঃকালে অগ্নির বলানুসারে ইহা সেবন করিতে হইবে। এই যোগ পরম বৃষ্য, বল্য ও বৃংহণ।

বৃষ্যরস—ঘৃত, মাষকলায় ও ছাগের অণ্ডকোষ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মহিষমাংসরসে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহা নব ঘৃতে সন্তলন করিবে। পরে উহা দাড়িম, আমলকী প্রভৃতি ফলের রসে অম্লীকৃত করিয়া তাহাতে অল্প সৈন্ধব, ধনে, জীরা ও শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। এই রস অতিবৃংহণ ও বৃষ্য।

অন্যবিধ—তিত্তিরীর পাতলা মাংসরসে চটকের মাংস, কুক্কুটের পাতলা মাংসরসে তিত্তিরিমাংস, ময়ূরের পাতলা মাংসরসে কুক্কুটমাংস এবং হংসের পাতলা মাংসরসে ময়ূরমাংস সিদ্ধ করিয়া তাহা ঘৃতে সন্তলন করিবে। পরে মাত্রানুসারে দাড়িমের রসে অম্লীকৃত বা চিনি সংযোগে মধুরীকৃত ও কোন গন্ধদ্রব্যদ্বারা সুগন্ধ করিবে। ইহা অতিশয় বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক।

অন্যবিধ—মৎস্যের ডিম, হংস, ময়ূর বা কুক্কুটের ডিম জলে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে সন্তলন করিয়া ভক্ষণ করিলেও বৃষ্য হয়।

বৃষ্যলপ্সিকা—চিনি ১০০ পল, ঘৃত ৫০ পল, মধু ৫ পল ও জল ২৫ পল এই সকল দ্রব্যের সহিত গোধূমচূর্ণ ২ পল মিশ্রিত করিয়া একখানি মসৃণ খণ্ডে বাঁধিয়া উত্তমরূপে মন্থন করিবে। তাহাতে অতিশুভ্র উৎকারিকা (মোহনভোগ বৎ-পদার্থ) প্রস্তুত হইবে উহা অগ্নির বলানুসারে সেবন করিলে অতিশয় বৃষ্য হয়।

এই সকল বৃষ্যযোগ সুস্থশরীর ভিন্ন সেবন করা বিধেয় নহে। অসুস্থশরীরে সেবন করিলে নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। সুস্থশরীরে সংশোধন দ্বারা শরীরের বসাদিস্রোতঃ সকল শুদ্ধ অর্থাৎ মল নির্গম হেতু শরীর পরিশুদ্ধ হইলে তখন যদি পূর্ব্বোক্ত সেব্য বৃষ্যযোগ সকল সেবন করান যায়, তাহা হইলে শরীর দৃঢ়, বলবান এবং বৃষবৎ মৈথুনসমর্থ হয়। শুদ্ধ শরীরে সেবিত বৃষ্যযোগই কেবল বলপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব বৃষ্য সেবনের পূর্ব্বে যথারূপ সংশোধন করিবে। মলিনবস্ত্রে লোহিতাদি রঙযোগ করিলে তাহা যেরূপ দীপ্তি পায় না, তদ্রূপ অসংশোধিত দেহে এই সকল যোগ কার্য্যকারী হয় না। (চরক চিকিৎসা ২ অ°)

(পুং) ৪ ইক্ষুদণ্ড। ৫ মাষকলাই। ৬ রক্তনায়ক ঔষধ।

বৃষ্যকন্দা (স্ত্রী) বৃষ্যঃ বলকারকঃ কন্দঃ যস্যাঃ। ১ বিদারী ভূমিকুষ্মাণ্ড। (রাজনি°) ২ মূলক। (বৈদ্যকনি°)

বৃষ্যগন্ধা (স্ত্রী) বৃষ্যো গন্ধো যস্যাঃ। ১ বৃদ্ধদারক, চলিত বীজতারক। ২ অজান্ত্রীলতা, চলিত ছাগলবেটেলতা। (রাজনি°) ৩ অতিবলা, চলিত পীতবেড়েলা। (বৈদ্যকনি°)

বৃষ্যগন্ধিকা (স্ত্রী) বৃষ্যোগন্ধো যস্যাঃ স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। অতিবলা, পীতবেড়েলা। (রাজনি°)

বৃষ্যচণ্ডী (স্ত্রী) মহামূষিককর্ণী, বড়মুষাকাণী। (বৈদ্যকনি°)

বৃষ্যপর্ণী (স্ত্রী) ভূমিকুষ্মাণ্ড। (বৈদ্যকনি°)

বৃষ্যফলা (স্ত্রী) আমলকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বৃষ্যবল্লিকা (স্ত্রী) (স্ত্রী) ভূমিকুষ্মাণ্ড, বিদারী। (রাজনি°)

বৃষ্যা (স্ত্রী) ১ ঋদ্ধি নামৌষধ। ২ শতাবরী। ৩ আমলকী। (রাজনি°) ৪ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ৫ অতিবলা। ৬ বৃহদ্দন্তী। (বৈদ্যক°)

বৃহ, ১ বৃদ্ধি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বর্হতি। লুঙ্ অবর্হীৎ, অবৃহৎ। বৃহ—২ উদ্যম। তুদাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ বৃহতি। লিট্ ববর্হ। লৃট বর্হিষ্যতি বর্ক্ষ্যতি। লুঙ্ অবর্হীৎ, অবৃক্ষৎ। বৃহি—বৃহধাতু। ৩ শব্দ। ৪ বৃদ্ধি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ বৃংহতি। লুঙ্ অবৃংহীৎ, উক্ত অর্থে এই ধাতু আত্মনেপদীও হইয়া থাকে। লট্ বৃংহতে। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ বৃংহয়তি। লুঙ্ অববৃংহৎ।

বৃংহ, ১ ধ্বনি। ২ হস্তিগর্জ্জন। ৩ বৃদ্ধি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ বৃংহয়তি। লুঙ্ অববৃংহয়ৎ।

বৃহচ্চঞ্চু (পুং) বৃহতী চঞ্চুঃ শাকবিশেষঃ। ১ মহাচঞ্চুশাক। (রাজনি°) (ত্রি) বৃহতী-চঞ্চুর্যস্য। ২ দীর্ঘচঞ্চুযুক্ত।

বৃহচ্চিত্ত (পুং) ফলপূর। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃহচ্ছুক্রসন্ধান, গ্রহণীরোগের প্রশস্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—একটী কলসে তণ্ডুলোদক ৪ সের, কাঁজি ১২ সের, দধি ১ সের, কাঁজির অধঃস্থ সিটি ১ সের ও গুড় ২ সের একত্র রাখিয়া তাহাতে ত্বকরহিত খণ্ড খণ্ড আদা ২ সের, সৈন্ধব-লবণ, জীরা, মরিচ, পিপুল ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ পল এই সকল প্রদান করিয়া সরা ঢাকা দিয়া সরা ও কলসের সন্ধিস্থল উত্তমরূপে লিপ্ত করিয়া ধান্যরাশির অভ্যন্তরে স্থাপিত করিবে। গ্রীষ্মকালে ৩ দিন, শরৎকালে ৩ দিন, বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তকালে ৬ দিন ও শীতকালে ৮ দিন পর্য্যন্ত ধান্যাদির মধ্যে রাখিবে। অনন্তর ধান্যরাশির অভ্যন্তর হইতে ভাণ্ড উদ্ধার করিয়া গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার নাম বৃহৎশুক্র বা বৃহচ্ছুক্র। ইহাতে মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছতাবরীঘৃত (ক্লী) প্রদররোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শতাবরীর রস ৪ সের, গব্যঘৃত ৪ সের, গোদুগ্ধ ৮ সের, এই সকল দ্রব্যের সহিত যজ্ঞডুমুর, জীবন্তী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, যষ্টিমধু, রক্ত-চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গোক্ষুর, মুকশিম্বী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলিয়া, শালপানি, পিঠানী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শর্করা, ও গাম্ভারীফল, এই সকল দ্রব্য মিলিত এক সের একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে। পরে ঘৃত পরিমাণ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সহ্যানুরূপ প্রয়োগ করিলে প্রদররোগ আশু প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত অসৃগ্দরচি°)

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুর, শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমতঃ অগ্নিতে সম্যকরূপে উত্তপ্ত মণ্ডূর ত্রিফলার কাথে নিষেকপূর্ব্বক শোধন করিয়া লইবে। পরে সেই মণ্ডূর ৮ পল, পাকার্থ শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। পাক সিদ্ধ হইলে জীরা, ধনিয়া, মুথা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচ, পিপুল ও হরিতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক মাষা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক শূল ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছদ (পুং) অক্ষোটবৃক্ষ, চলিত আখ্‌রোট গাছ। (বৈদ্যকনি°)

বৃহচ্ছফরী (স্ত্রী) মহাপ্রোষ্ঠী মৎস্যবিশেষ, চলিত সরলপুঁটি মাছ। গুণ—স্নিগ্ধ, মুখ ও কণ্ঠরোগনাশক। (রাজনি°)

বৃহচ্ছল্ক (পুং) বৃহন্ শল্কো যস্য। চিঙ্গটমৎস্য, চলিত চিংড়ীমাছ।

বৃহচ্ছালপর্ণী (স্ত্রী) মহাশালপর্ণী, বড়শালপানি। হিন্দি বড় শালপান; বম্বে থোড়োলা। (Flemingia congesta)

বৃহচ্ছিম্বী (স্ত্রী) মহাশিম্বী, বড়শিম।

বৃহজ্জীরক (ক্লী) স্থূলজীরক, মোটাজীরা।

বৃহজ্জীবন্তী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত ঔষধবিশেষ, বড়জীবন্তী। পর্য্যায়—পত্রতুণ্ডা, প্রিয়ঙ্করী, মধুরা, জীবপুষ্টা বৃহজ্জীবা, যশস্করী। গুণ—বলবীর্য্যপ্রদ, ভূতবিদ্রাবণকারী অর্থাৎ ভূতোন্মাদাদি রোগ গ্রহাদির অপসারক, রসনিয়ামক অর্থাৎ পারদাদিজন্য বিকৃতির বিনাশক। (রাজনি°)

বৃহজ্জীবা (স্ত্রী) বৃহজ্জীবন্তী। (রাজনি°)

বৃহড্ঢক্ক (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢক্কা, চলিত ঢাক। (জটাধর

বৃহতিকা [তী] (স্ত্রী) বৃহতী-কন্ বৃহত্যা আচ্ছাদনে (পা ৫।৪।৬১) উত্তরীয় বস্ত্র, চলিত চাদর বা উড়ানী। ২ ক্ষুদ্র বার্ত্তাকুভেদ, ব্যাকুড়। পর্য্যায় মহতী, ক্রান্তা, বার্ত্তাকী, সিংহিকা, কুলী, রাষ্ট্রিকা, স্থূলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোটিকা, বহুপত্রী, কণ্টতনু, ডোরলী, বনবৃন্তাকী, সিংহী, প্রসহা, রক্তপাকী, লতাবৃহতিকা। হিন্দি বাহ'টা, বম্বে ডোরলী রিঙ্গনী, তেলঙ্গ মুকবাচি, তামিল

বৃহত্তিকা চেকচুন্ট। ইহা কবিকা ও শ্বেতা ভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে কবিকা—কটু উষ্ণ, তিক্ত ও ধারক। শ্বেতা—বাতশ্লেষ্মনাশক, রোচক ও নানা প্রকার নেত্ররোগাপসারক। (রাজনি°) ইহাদের ফলের গুণ—উষ্ণ দীপক, কফবাতনাশক, রোচক এবং কণ্ডূ, বিসর্প, জ্বর ও কামলা প্রভৃতি রোগোপশমক। (অত্রিস° ১৬ অ°) ৩ কন্টকারী। (অমর) ৪ পৃষ্ঠের মর্ম্মবিশেষ; ইহা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত শিরাবর্দ্ধ এবং স্তনমূলের সমসূত্রে পৃষ্ঠবংশের উভয়পার্শ্বে অবস্থিত। ইহারা আহত হইলে শোণিতের অতিনির্গম হেতু নানাপ্রকার উপদ্রব সহকারে লোকের মৃত্যু হয়।

৫ মহতী। (অমর) ৬ বিশ্বাবসুনামক গন্ধর্ব্বরাজের বীণা।

"বিশ্বাবসোস্তু বৃহতী তুম্বুরোস্তু কলাবতী।" (বৈজয়ন্তী)

৭ বারিধানী। ৮ বাক্, বাক্য। ৯ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে নয়টী করিয়া অক্ষর থাকে। উদাহরণ,—

"তরলা তরঙ্গরিঙ্গিতৈর্যমুনা ভুজঙ্গসঙ্গর'।

কথমস্তু বৎসচারকচ্ছপসঃ সদৈব তাং হরিঃ ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

বৃহতীকল্প (পুং) চিকিৎসার কল্পভেদ। (বৈদ্যক°)

বৃহতীদ্বয় (পুং ক্লী) ১ বৃহতী ও কন্টকারী। ২ স্থূল ও সূক্ষ্মফলভেদে দুই প্রকার বৃহতী।

বৃহতীপতি (পুং) বৃহতীনাং বাচাং পতিঃ। বৃহস্পতি।

বৃহতীফল (ক্লী) বৃহতীর বীজ।

বৃহৎ (ত্রি) বৃহ অতি (বর্ত্তমানে পৃষৎবৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবচ্চ উণ্ ২।৮৪) নিপাতনাৎ সাধু। মহৎ, বিপুল, বড়, প্রকাণ্ড।

বৃহৎক (ত্রি) বৃহৎ-কন্ (চঞ্চদ্বৃহতোরুপসংখ্যানম্। পা ৫।৪।৩ বার্ত্তিক) বৃহৎ শব্দার্থ।

বৃহৎকটুম্বতৈল, জরাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, শুক্ত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দধিমস্তু ৪ সের, তক্র ৪ সের, (সারযুক্ত দধিতে চতুর্থাংশ জল দ্বারা তক্র প্রস্তুত করিয়া লইবে), গোড়ানেবুর রস ৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, পিপুলমূল, এলাচ, আতইচ, রেণুক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী দ্রাক্ষা, কন্টকারী, চিরতা, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, বামুনহাটি, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপর্ণী, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গু, কটুকী, বিড়ঙ্গ এই সমুদায় মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

বৃহৎকন্দ (পুং) ১ গৃঞ্জন। (রত্নমালা) ২ বিষ্ণুকন্দ। (রাজনি°)

বৃহৎকস্তূরীভৈরবরস, জরাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, হাইতুল, জাতিফলবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলা এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া আকন্দপত্রের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবন করিলে জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

বৃহৎকালশাক (পুং) মহাকাসমর্দ্দ, বড় কালকাসুন্দিয়া।

বৃহৎকাশ (পুং) খগ্গড়তৃণ, চলিত খাগড়া। (হারাবলী)

বৃহৎকুক্ষি (ত্রি) তুন্দিল। (অমর)

বৃহৎকোশাতকী (স্ত্রী) হস্তিকোশাতকী, ধুন্দুল। (রাজনি°)

বৃহৎ খর্জ্জূরিকা (স্ত্রী) রাজখর্জ্জূরিকা, পিণ্ডীখেজুর।

বৃহত্তাল (পুং) হিন্তালবৃক্ষ। (রাজনি°)

বৃহত্তিক্তা (স্ত্রী) আকনাদিলতা। (রাজনি°)

বৃহত্তৃণ (ক্লী) বংশ, বাঁশ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃহত্ত্বক্ (পুং) সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিমগাছ। "বৃহত্ত্বক্ সপ্তপর্ণ স্যাৎ" (রাজনি°)

বৃহত্ত্বচ (পুং) নিম্ববৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বৃহৎপঞ্চমূল (ক্লী) পঞ্চ মূলভেদ, এই পঞ্চমূল যথা বিল্ব, শ্যোণাক, গাম্ভারী, পাটলা ও গণিকারিকা। গুণ—অতিশয় তিক্ত, কষায়, কফ ও বাতনাশক, মধুর, শ্বাস ও কাসনাশক, উষ্ণ, লঘু ও অগ্নিদীপক। (ভাবপ্র°)

বৃহৎপত্র (পুং) বৃহৎ পত্রং যস্য। ১ হস্তিকন্দ। ২ শ্বেতলোধ্র। স্ত্রিয়াং টাপ্ বৃহৎপত্রা, ৩ ত্রিপর্ণিকা। (রাজনি°) ৪ কাসমর্দ্দক্ষুপ।

বৃহৎপর্ণ (পুং) শুক্ললোধ্র, শ্বেতলোধ। (বৈদ্যকনি°)

বৃহৎপর্ণী (স্ত্রী) মহাশণপুষ্পী বিশেষ, চলিত বনশণ। (রাজনি°)

বৃহৎপাটলি (নী) (পুং স্ত্রী) ধুস্তূর বৃক্ষ। (ত্রিকা°)

বৃহৎপাদ (পুং) বৃহন্ পাদো যস্য। বটবৃক্ষ। (শব্দচ°)

বৃহৎপারেবত (ক্লী) বৃহৎ মহৎ পারেবতম্। মহাপারেবত ফল, চলিত বড় পায়রা। (রাজনি°)

বৃহৎপালিন্ (পুং) বনজীরকক্ষুপ, বনজীরে। (রাজনি°)

বৃহৎ পিপ্পলাদ্য তৈল, জরাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, শুক্ত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দধিমস্তু ৪ সের, তক্র ৪ সের, (সারযুক্ত দধিতে চতুর্থাংশ জল দিয়া তক্র প্রস্তুত করিয়া লইবে), গোড়ানেবুর রস ৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, পিপুলমূল এলাচ, আতইচ, রেণুক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কন্টকারী, চিরতা, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, বামুনহাটি, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপর্ণী, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গু, কটুকী ও বিড়ঙ্গ এই সমুদায় মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

পিপ্পল, মুথা, বনে সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বচ,

যবানী, যবক্ষারী, রক্তচন্দন, কুড়, শঠী, রাস্না, রাখালশসামূল, থানপাদি, গোক্ষুর, চিরাতা, নিমপত্র, খোড়ানিম, কণ্টকারী, শুলফ, চাকুলে, বৃহতী, যষ্টিমূল, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মুথাস, ক্ষেতপাপড়া ও গজপিপ্পলী, এই সমুদায় কল্কদ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, দধিমস্ত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, তক্র ৪ সের, টাবালেবুর রস ৪ সের। পাকান্তে কিঞ্চিৎ গন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

বৃহৎপীলু (পুং) বৃহন্ পীলুঃ। মহাপীলুবৃক্ষ, পাহাড়ে আখ্‌রোট। (রাজনি°)

বৃহৎপুষ্প (পুং) ১ মহাকুষ্মাণ্ড। (স্ত্রী) ২ বকফুল। (স্ত্রী) ৩ কদলী-বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বৃহৎপুষ্পী (স্ত্রী) ১ শতাবরী। ২ শণবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বৃহৎফল (পুং) বৃহৎ ফলং যস্য। ১ চচেণ্ডা। (রাজনি°) (স্ত্রী) ২ কুষ্মাণ্ড। ৩ পনসফল, কাঁটাল। ৪ জম্বুফল। (বৈদ্যকনি°)

বৃহৎফলা (স্ত্রী) ১ অলাবু। লাউ। (পর্য্যায়মু°) ২ কটুতুম্বী, তিতলাউ। (রাজনি°) ৩ মহেন্দ্রবারুণী, মাকাল ফল। ৪ কুষ্মাণ্ডী, কুমড়াগাছ। ৫ রাজজম্বু, বড়জাম। (রাজনি°)

বৃহত্যাদি (পুং) পাচনভেদ। যথা—বৃহতী, পুষ্কর, ভার্গী, শঠী, শৃঙ্গী, দুরালভা, বৎসকবীজ, পটোল ও কটুকী এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবে। এই পাচনসেবনে সন্নিপাতজ্বর প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত জ্বরচি°)

বৃহদঙ্গ (পুং) বৃহৎ অঙ্গং যস্য। মত্তহস্তী। (শব্দচ°)

বৃহদম্ল (পুং) বৃহন্ অম্লো যস্য। কর্ম্মরঙ্গ, কর্ম্মরঙ্গবৃক্ষ, কামরাঙ্গাগাছ। (শব্দচ°)

বৃহদেলা (স্ত্রী) বৃহতী এলা। স্থূলৈলা, বড়এলাচ। (রাজনি°)

বৃহদ্‌গঙ্গাধরচূর্ণ, গ্রহণ্যধিকারোক্ত চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বেলশুঁঠ, পানিফলপত্র, দাড়িম্বপত্র, মুথা, আতইচ, ধাইফুল, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র, ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান, কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ, চূর্ণসমষ্টির সমান। একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, অন্নের মণ্ড অথবা মধু। ইহা গ্রহণীরোগের মহৌষধ। মাত্রা ১ মাষা।

বৃহদ্‌গুল্মকালানলরস, গুল্ম ও হৃদ্‌রোগাধিকারোক্ত রসৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটুকী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাচ, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর ও খদির প্রত্যেক সম-ভাগে চূর্ণ ও মর্দ্দন করিয়া বরুণী, চিতা, ধুতুরা ও কেশুরিয়া ইহাদের পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে সেবনীয়, অনুপান জল বা দুগ্ধ। ইহাতে গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্‌গৃহ (পুং) বৃহদ্ গৃহং যস্মিন্। কারুষদেশ, এই দেশ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চাদ্‌ভাগে মালবদেশের নিকটে অবস্থিত। (হেম) ত্রিকাণ্ডশেষে ইহার পাঠান্তর বৃহদ্‌গৃহ।

বৃহদ্‌গোল (ক্লী) বৃহৎ গোলং গোলাকারফলং যস্য। শীর্ণবৃন্ত, চলিত তরমুজ। (শব্দচ°)

বৃহদ্‌গ্রহণীমিহিরতৈল, গ্রহণ্যধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ কুড়চিছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ধনে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরিতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফল, রসোত্ত, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, শুলফ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কটুকী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়া, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল ও কদমছাল, প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহজ্জীরকাদিমোদক, মোদকৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জৈত্রী, জাঁইফল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা জটামাংসী, মুথা, সচল লবণ, শঠী, ধনে, দেবদারু, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, মালুকা, সৈন্ধব লবণ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দরু-খোটী ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ, লৌহ, অভ্র, ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ। সমুদায় চূর্ণের সমান ভর্জ্জিত জীরক চূর্ণ। সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। চিনি পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চূর্ণ সকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতে গব্য দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী ও সূতিকাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্দন্তী (স্ত্রী) এরণ্ডের পত্র ও শাখা-সদৃশ পত্রশাখাবিশিষ্ট। দন্তীবিশেষ। ইহা দ্রবন্তী নামে খ্যাত।

বৃহদ্দল (পুং) বৃহদ্দলং যস্য। ১ পট্টিকালোধ্র, শুক্ললোধ। ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিমগাছ। (বৈদ্যকনি°) ৩ হিন্তালগাছ। ৪ রক্তরসোন। স্ত্রিয়াং টাপ্। বৃহদ্দলা, লজ্জালুকা, ক্ষুদ্র-লজ্জাবতী। (বৈদ্যকনি°)

বৃহদ্দ্রোণী (স্ত্রী) দ্রোণীপরিমাণ। (পরিভাষাপ্র° ১ খ°)

বৃহদ্বলা (স্ত্রী) বৃহৎ বলং যস্য। মহাবলা। পর্য্যায় হলি।

বৃহদ্ধাত্রীঘৃত, মেহোধিকারোক্ত ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের (অভাবে ক্বাথ যথা আমলকী ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের,) ভূমিকুষ্মাণ্ডরস ৪ সের, শতমূলীর ক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ এলাচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েতবেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও খুঁদিমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া কল্ক দ্রব্যের পিটিগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, যবক্ষার ও বিকঙ্কতমূল প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে মেহরোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

উপরি লিখিত বৃহদ্ধাত্রীঘৃত বিনা কল্কে পাক করিলে তাহাকে স্বল্প ধাত্রীঘৃত বলা যায়। ইহা সর্ব্ব বিষয়ে বৃহদ্ধাত্রী ঘৃতের তুল্য।

বৃহদ্ধাত্র্যাদি, মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, ক্ষেত্রেক্ষুমূল ও হরীতকী প্রত্যেক ২ মাষা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপার্থ চিনি অর্দ্ধ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারণ হয়।

বৃহদ্ধান্য (পুং) ক্ষেত্রেক্ষু, জনারগাছ। ২ মহাশালি। (প° মু°)

বৃহদ্বদরী (স্ত্রী) মহাকোলীফল। গুণ—কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, গুরু।

বৃহদ্বলা (স্ত্রী) ১ মহাবলা, পীতবেড়েলা। ২ গুরুয়োগ। ৩ লজ্জালুকা, লজ্জাবতীলতা। (বৈদ্যকনি°)

বৃহদ্বাসাবলেহ, যক্ষ্মারোগাধিকারোক্ত অবলেহভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বাসক মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথের সহিত ১২॥০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুড়ি, চই, বংশলোচন, কটুকী, গজপিপ্পলী, তালিশপত্র ও ধনিয়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে, শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মৃতশীতল জলের সহিত সেবনীয়। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও কাসাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্বীজ (পুং) বৃহৎ বীজং যস্য। আম্রাতক, আমড়াগাছ।

বৃহদ্ভট্টারিকা (স্ত্রী) দুর্গা। (শব্দমালা)

বৃহদ্ভণ্ডী (স্ত্রী) আবর্ত্তাপালতা, চলিত বড়গোয়ালিয়া।

বৃহদ্ভানু (পুং) ১ অগ্নি। ২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ সূর্য্য। ৪ সত্যভামার পুত্রভেদ। (ভাগবত ১০।৬১।১০) ৫ সত্যায়ণের পুত্র। (ভাগবত ৮।১৩।৩৫) ৬ পৃথুলাক্ষের পুত্র। (ভাগবত ৯।২৩।১১) (ত্রি) ৭ বৃহৎরশ্মিবিশিষ্ট, প্রভূত রশ্মিযুক্ত।

"বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ" (ঋক্ ১।৩৬।১৫)

'হে অগ্নে হে বৃহদ্ভানো বৃহত্যো ভানবো যস্য তাদৃশ' (সায়ণ)

বৃহদ্রথ (পুং) বৃহন্ রথো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ যজ্ঞপাত্র। ৩ মন্ত্র বিশেষ। ৪ সামবেদের অংশ। ৫ বসুদামের পিতা দিবোর পুত্র। (মৎস্যপু° ৫০।৮৫) ৬ শতধন্বার পুত্র। (ভাগবত ১২।১।১৩) ৭ দেবরাতপুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।১৪) ৮ তিমি-রাজপুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৪৩) ৯ পৃথুলাক্ষের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৩।১১) ১০ মৌর্য্যরাজ বংশের ১০ম বা শেষ রাজা। (ত্রি) ১১ প্রভূত রথবিশিষ্ট, যাহার প্রচুর রথ আছে।

"বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বা" (ঋক্ ৮।৮০।২)

'বৃহদ্রথা প্রভূতরথাঃ' (সায়ণ)

স্ত্রিয়াং টাপ্‌=বৃহদ্রথা, ১২ নদী বিশেষ।

বৃহদ্রাব [বিন্] (পুং) ক্ষুদ্র পেচক। (রাজনি°)

বৃহদ্বর্ণ (পুং) মাক্ষিক নামক উপধাতু, স্বর্ণমাক্ষিক।

বৃহদ্বল, আনর্ত্তরাজভেদ। (নাগরখণ্ড)

বৃহদ্বল্ক [ল] (পুং) বৃহন্ বল্কঃ বল্কলং যস্য। ১ পট্টিকা-লোধ্র। ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিম গাছ। (বৈদ্যকনিঘ°)

বৃহদ্বল্লী (স্ত্রী) কারবেল্লী, চলিত করলা বা উচ্ছে।

বৃহদ্বাত (পুং) বৃহন্ বাতো যস্মাৎ। দেবধান্য, চলিত দেধান; ইহা অশ্মরী রোগনাশক। (রত্নমালা)

বৃহদ্বারুণী (স্ত্রী) ১ মহেন্দ্রবারুণীলতা, বড় মাকাল। ২ রাখালশশা।

বৃহন্নল (পুং) বৃহন্ নলঃ। ১ মহাপোটগল, চলিত বড় নল। (মেদিনী) ২ অর্জ্জুন, তৃতীয় পাণ্ডব। ৩ বাহু।

বৃহন্নলা (স্ত্রী) অর্জ্জুন। (মেদিনী) দ্বাদশবর্ষ বনবাসানন্তর অজ্ঞাত বাসকালে বিরাটভবনে বিরাটরাজকন্যাকে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দিবার জন্য স্ত্রী ক্লীববেশে অর্জ্জুন তথায় বৃহন্নলা নামে অবস্থিতি করেন। (মহাভা° বিরাটপর্ব্ব)

বৃহন্নিম্ব (পুং) মহানিম্ব, চলিত ঘোড়ানিম।

বৃহন্নারায়ণোপনিষদ্, এক খানি উপনিষদ। যাজ্ঞিকী উপ-নিষদ্ নামে খ্যাত।

বৃহন্মরি[ী]চ (পুং) মরীচ, চলিত গোলমরিচ। (বৈদ্য° নি°)

বৃহন্মেথীমোদক, গ্রহণীরোগের ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিফলা, ধনে, মুতা, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, কট্‌ফল, সৈন্ধব লবণ, কাকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্‌লবণ, জায়ফল, গুড়ত্বক্, এলাচ, জয়িত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুলফা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চই, শটী ও মেথীশাক প্রত্যেক ১ সমান, সর্ব্ব সমান মেথীচূর্ণ। চূর্ণ সমষ্টির দ্বিগুণ

চিনি। পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। নামাইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রাতে সেবনীয়। অনুপান দোষ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। এই মোদক সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ দূর হয়।

বৃহস্পতি, ১ বৃহস্পতিসংহিতা নামক গ্রন্থরচয়িতা।

বৃহস্পতি (পুং) বৃহতাং বাচাং পতিঃ। (পারস্করেতি। পা ৬।১।১৫৭ ইতি সুট্ নিপাত্যতে)। অঙ্গিরার পুত্র। ইনি দেবগণের গুরু, ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক এবং নবগ্রহের মধ্যে পঞ্চম গ্রহ। পর্য্যায়—সুরাচার্য্য, গীষ্পতি, ধীষণ, গুরু, জীব, আঙ্গিরস, বাচস্পতি, চিত্রশিখণ্ডিজ, উতথ্যানুজ, গোবিন্দ, চারু, দ্বাদশার্চ্চি, প্রাগ্জীব, দিদিব, পূর্ব্বফল্গুনীভব, সুরগুরু, বাক্পতি, বচসাম্পতি, দেবেজ্য, বৃহতাম্পতি, ইজ্য, বাগীশ, চক্রাঃ, দীদিবি, দ্বাদশকর, প্রাক্ফাল্গুন ও গীর্ব্বথ।

এই গ্রহ পীতবর্ণ, সূর্য্যাক্ষ, চতুর্ভুজ, পদ্মস্থ ও বড়স্থূল শরীর। চারি হস্তে যথাক্রমে অক্ষ, বর, কমণ্ডলু ও দণ্ডধারণ করিয়া আছেন। ব্রহ্মা ইহার অধিদেবতা এবং ইন্দ্র প্রত্যধিদেবতা। ইনি ঈশানকোণ, পুরুষ, ব্রাহ্মণজাতি, ঋগ্বেদ, সত্ত্বগুণ, মধুর রস, ধনু ও মীনরাশি পুষ্যানক্ষত্র, বস্ত্র, পুষ্পরাগমণি ও সিন্ধুদেশের অধিপতি। প্রাতঃকালে ইনি প্রবল শুভগ্রহ, দেবগৃহস্বামী, বৃদ্ধ, রক্তদ্রব্যস্বামী, বাতপিত্ত-কফাত্মক ও বণিক্কর্ম্মকর্ত্তারূপে ফলদাতা হইয়া থাকেন। গুরুবারজাত মানুষের জন্মফল যথা কোষ্ঠীপ্রদীপে,—

"নৃপেন্দ্রমন্ত্রী নৃপলব্ধকামো
বিদ্যাবিনোদো চতুরঃ প্রগল্ভঃ।
আচার্য্যপূজ্যো মধুরস্বভাবো
বারে ভবেদ্দেবগুরোর্ম্মনুষ্যঃ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

পুরাণাদিতে বৃহস্পতি দেবগুরু, দেবকুলপুরোহিত, যজ্ঞপালক ও ব্রহ্মচারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই কারণে দানব কর্ত্তৃক সুরনিগ্রহকালে তাঁহাকেও অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে, অঙ্গিরামুনিপত্নী নিজ কর্ম্মদোষে মৃতবৎসা হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে সনৎকুমারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে পুংসবন নামক ব্রত করেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া সর্ব্বমঙ্গলময় হরি সেই ব্রতক্ষীণা মুনিপত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন, সুব্রতে! মদংশস্বরূপ আমার বরে তুমি মদংশজাত এক বরপুত্র লাভ কর। তোমার গর্ভে আমার এই পুত্র চিরজীবী, দেবতাদিগের পতি ও গুরু এবং জ্ঞানবানের শ্রেষ্ঠ হইবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৬ অ°) জ্যোতি-বিজ্ঞানের এই গুরুগ্রহ বহুকাল হইতেই আর্য্যসমাজে পরিচিত এবং তাঁহাদের দ্বারা পূজিত। পুরাণশাস্ত্রে বৃহস্পতি যেরূপ দেবগুরুরূপে সম্মানিত, সুপ্রাচীন ঋক্সংহিতাতেও তিনি তদ্রূপ দেবশক্তিতে বিরাজিত আছেন। ১১খটী সূক্তের কোন কোন মন্ত্রে তিনি একাকী এবং কোনটীতে ইন্দ্রের সহযোগে দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন। সমগ্রসংহিতা মধ্যে প্রায় ১২০ বার বৃহস্পতি ও প্রায় ৫০ বার ব্রহ্মণস্পতি নাম পাওয়া যায়। ঋক্ ৪।৪৯।১—৬ মন্ত্রে ইন্দ্র ও বৃহস্পতিকে সোমপানার্থ আহ্বান করা হইয়াছে, ৪।৫০।১—১১ মন্ত্রে বৃহস্পতিকে আবার যজ্ঞরক্ষাকর্ত্তা, শব্দ দ্বারা বলের নাশকারী এবং রোগসন্ধাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভীগণের আহ্বানকারী, সর্ব্বময় পিতা, সর্ব্বদেবতাস্বরূপ ও অভীষ্টবর্ষী প্রভৃতি বিশেষণে অলঙ্কৃত দেখা যায়। উক্ত সংহিতায় তাঁহার মূর্ত্তির যে স্বরূপ অভিব্যক্ত আছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি, বৃহস্পতি সপ্তমুখ ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট (৪।৫০।৪), আস্বাদক জিহ্বাবিশিষ্ট (৪।৫০।১, ১।১৯০।১), তীক্ষ্ণশৃঙ্গ (১০।১৫৫।২), নীলপৃষ্ঠ বা নিম্নাঙ্গ, হিরণ্যবর্ণ ও অগ্নিবর্ণ (৫।৪৩।১২), শতপক্ষ বা বাহনযুক্ত, দীপ্তিমান, হিত ও রমণীয় বাক্যবিশিষ্ট, শুচি (৭।৯৭।৫—৭); তিনি বাণক্ষেপী, সত্যরূপ জ্যাবিশিষ্ট ধনুর্দ্ধারী (২।২৪।৮; অথর্ব্ব ৫।১৮।৮—৯), হিরণ্যবর্ণ ইস্পাত নির্ম্মিত কুঠারাকৃতি আয়ুধধারী (৭।৯৭।৭), ত্বষ্টা কর্ত্তৃক শাণিত লৌহময় কুঠার-ব্যবহারকারী (১০।৫৩।৯)। তিনি রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষসদিগকে বধ এবং শত্রুদিগকে নির্জ্জিত করিয়া থাকেন (১০।১০৩।৪), ঐ রথ জ্যোতির্বিশিষ্ট যজ্ঞপ্রাপক, ভয়ানক, শত্রুহিংসক, রাক্ষসনাশক, মেঘভেদক ও স্বর্গপ্রদায়ক (২।২৩।৩)। উজ্জ্বল, বহনশীল ও আদিত্যের ন্যায় জ্যোতিপূর্ণ অশ্বগণ ঐ রথে তাঁহাকে বহন করিয়া থাকেন (৭।৯৭।৬)।

বৃহস্পতি মহান্ আদিত্যের পরম উচ্চ আকাশে আলোক হইতে প্রথম জাত হইয়াছিলেন এবং শব্দ দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছিলেন (৪।৫০।৪, ১০।৬৮।১২), দ্যাবাপৃথিবী বৃহস্পতিদেবের জননী (৭।৯৭।৮ ও ২।২৪।৫) এবং ত্বষ্টা তাঁহার উৎপাদক (২।২৩।১৭)। পক্ষান্তরে তিনিই দেবগণের পিতা (২।২৬।৩) এবং কর্ম্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (১০।৭২।২)।

বৃহস্পতির পৌরোহিত্য সর্ব্বজনবিদিত (২।৫।৯। ঐতরেয় ব্রা° ৮।২৬.৪, তৈত্তিরীয় সং ৬।৪।১০, শুক্লযজু ২০।৯১ ও ঋক্ ৪।১।৩ মন্ত্রে তাঁহাকে মন্ত্রের অধিপতি ব্রহ্মণস্পতি দেব বলা হইয়াছে। প্রাচীন দ্যুতিমান্ মেধাবীগণ তাঁহাকে সকলের "পুরোধা" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৪।৫০।১)। তিনি সোমের পুরোহিত, শব্দ-

পঞ্চব্রা° ৪।১।২।৫), দেবগণের ভক্তিযাজ্ঞাপন ব্রহ্ম (তৈত্তিরীয়স° ২।২।৯।১), তাঁহার প্রসাদ ব্যতীত যজ্ঞফল লাভ হয় না (১।১৮।৭) তিনি দেবতাদিগের স্তোত্রের সংপথদাতা এবং তাঁহার হস্ত হইতেই তাঁহারা যজ্ঞভাগ পাইয়া থাকেন (২।২৩।১,৬,৭)। তাঁহার পঠিত মন্ত্রে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মিত্র ও অর্যমা সদা প্রীত হন। তিনি মন্ত্র ও ছন্দঃ গান করিয়া দ্যুলোক ব্যাপ্ত করেন। অঙ্গিরাগণের সহিত স্তোত্র কীর্তন করেন বলিয়া তিনি গণপতি (২।২৩।১)। মন্ত্রাধিপতি ও স্তোত্রকর্তা হইতেই তিনি বাচস্পতি।

বেদে তাঁহাকে অগ্নির সহিত স্তব করা হইয়াছে (৩।২৬।২)। তিনি বলের পুত্র (১।৪০।২); অঙ্গিরসন্তান বলিয়া আঙ্গিরস (২।১০।৪), তিনি অন্নদাতা, আকাশপথে পরমধামে নিবাসভূত (১০।৬৭।১০), অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতি পর্বতকর্তৃক আবৃত গোসমূহকে বাহির করিয়া দেন। তিনি চন্দ্রকে সহায় পাইয়া বৃত্রকর্তৃক আক্রান্ত জলের আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করিয়াছিলেন (২।২০।১৮)। গোধনমুক্তিকালে তিনিই প্রথমে অন্ধকারে ঊষা ও আলোক দেখিতে পান (১০।৬৮।৪), পুরী ধ্বংস করিয়া গুহাদ্বার উন্মোচনপূর্বক তিনি প্রাতঃকালে ঊষা ও গাভী সকলকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি অসুরহন্তা অধৃষ্য (২।২৩।২), তিনি জগতের নিয়ন্তা (২।২৩।১৮); তাঁহারই আদেশে সূর্য্য ও চন্দ্র যথাক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হন (১০।৬৮।১০), তিনিই বৃক্ষাদির রসদাতা (১০।৯৭।১৫)।

বেদের এই দেবতা পরবর্তী যুগে গ্রহাধিকারী হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে তাঁহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋক্ ১০।৬৮।১১ মন্ত্রে লিখিত আছে, যেমন পিঙ্গলবর্ণ ঘোটককে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করে, সেইরূপ পিতৃস্বরূপ দেবতাগণ গগনকে সুসজ্জিত করিলেন। তাঁহারা অন্ধকার রাত্রিতে রাখিয়াছিলেন এবং আলোক দিবসে রাখিয়া দিলেন। বৃহস্পতি পর্বতভেদ করিয়া গোধন লাভ করিলেন।" তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৪।১০) তিনি তিষ্যনক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে গৃহীত। বৈদিকযুগের পর কালে বৃহস্পতি জুপিটার গ্রহের প্রতিনিধিত্বে কল্পিত হইয়াছেন। তিনিই বৃহস্পতি গ্রহের (Jupiter) নেতা এবং কখন কখন স্বয়ং গ্রহরূপে কীর্তিত হইয়া থাকেন। গ্রহপরিচালনের জন্য তাঁহার নীতিঘোষ নামে রথ আছে। ঐ রথ আটটী অশ্ব দ্বারা চালিত হয়। বৃহস্পতি গ্রহের এক রাশিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ষষ্টিসংবৎসর (60 years cycle of Jupiter) কাল অতিবাহিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে উহা বৃহস্পতিচক্র নামে বর্ণিত। [গ্রহ দেখ।]

পৌরাণিক যুগে বৃহস্পতি ঋষিরূপে বর্ণিত। অঙ্গিরা ঋষির পুত্র বলিয়া তিনি আঙ্গিরস নামে খ্যাত। দেবগণের উপদেষ্টা আচার্য বলিয়া তিনি অনিমিষাচার্য্য, চক্ষ, ইজ্য ও ইন্দ্রেজ্য প্রভৃতি নামে পূজিত। সোম কৌশলে তাঁহার পত্নী তারাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই সূত্রে 'তারকাময়' যুদ্ধের আরম্ভ হয়। উশনা, রুদ্র ও দৈত্যদানবগণ সোমের পক্ষ এবং ইন্দ্রের অধীনে দেবগণ বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করেন। সেই যুদ্ধে বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ব্রহ্মার নিকট গিয়া স্বীয় দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় তারা স্বামী হস্তে প্রত্যার্পিতা হইলেন, কিন্তু ঐ সময়ে তারা গর্ভবতী ছিল। বৃহস্পতি ও সোম উভয়ে তারাগর্ভজাত পুত্রকে আপনার তনয় বলিয়া দাবী করিলেন। পুনরায় বিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া ব্রহ্মা সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং তারাকে পুত্রের প্রকৃত পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তারা সোমকেই গর্ভজ সন্তানের পিতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ঐ পুত্রের নাম বুধ। [বুধ দেখ।]

স্কন্দপুরাণ-মতে, বৃহস্পতি হরিদ্রাবর্ণ। তিনি দেবগণের পুরোহিত হইয়া একবার দেবগণকে বিপদগ্রস্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মৎস্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে বৃহস্পতির পৃথ্বীদোহনের কথা আছে। উতথ্যবনিতা মমতার গর্ভে তাঁহার ভরদ্বাজ নামে পুত্র জন্মে। [ভরদ্বাজ দেখ।]

দ্বিতীয় মন্বন্তরে বৃহস্পতি নামে আর এক ঋষির নাম পাওয়া যায়। ইনি একটী ধর্ম্মমতের প্রবর্তক।

[অপরাপর 'প' বিবরণ বর্ণের বৃহস্পতি শব্দে দেখ।]

বৃহস্পতিচক্র (ক্লী) বৃহস্পতেশ্চক্রম্। লোকের শুভাশুভ নির্ণয়ার্থ বৃহস্পতির সঞ্চারকালীন অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রযুক্ত নরাকৃতি চক্রবিশেষ। সঞ্চার অর্থাৎ এক রাশি হইতে রাশ্যন্তরে বা নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে গমনকালে বৃহস্পতি প্রথমে গিয়া যে নক্ষত্রে অবস্থিত হন, সেই নক্ষত্র ধরিয়া চারিটী নক্ষত্র চক্রাঙ্কিত পুরুষের শীর্ষদেশে বিন্যাস করিতে হইবে। তৎপরবর্তী চারিটী উহার দক্ষিণ করে, তৎপরবর্তী একটী কণ্ঠে, তাহার পরের পাঁচটী বক্ষে, এইরূপে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামপদে তিন তিনটী করিয়া ছয়টী, তদনন্তর বাম হস্তে চারিটী এবং নেত্রে তিনটী, যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিবে। যেমন, বৃহস্পতি যদি মীন রাশি বা রেবতী নক্ষত্র হইতে মেষ রাশি বা অশ্বিনী নক্ষত্রে গমন করেন, তাহা হইলে অশ্বিনী হইতে রোহিণী পর্যন্ত চারিটী নক্ষত্র চক্রাঙ্কিত পুরুষের মস্তক দেশে, ঐরূপ মৃগশিরা হইতে পুষ্যা পর্যন্ত চারিটী নক্ষত্র উহার দক্ষিণ করে, কণ্ঠদেশে অশ্লেষা, বক্ষে মঘা হইতে চিত্রা পর্যন্ত পাঁচটী, দক্ষিণ পদে স্বাতি হইতে অনুরাধা পর্যন্ত তিনটী, বামপদে জ্যেষ্ঠা, মূলা ও পূর্বাষাঢ়া, বাম হস্তে উত্তরাষাঢ়া হইতে শতভিষা পর্যন্ত চারিটী, এবং পূর্বভাদ্র-

অতঃপর বেকাস পূর্ব্বাভিবাসে গমন করিয়া তদ্দেশবাসীকে দ্রাক্ষা-কর্ষণ ও মধু আহরণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি মদ্যপায়ী জাতি সাধারণের দেবতারূপে পূজিত হন। বেকাসের উৎসবগুলি অর্গিজ, কেমিকোরিয়া, কালিকা, বাকানালিয়া বা বেওনিসিয়া নামে পাশ্চাত্যজগতে বিদিত। দনায়ুস ও তাঁহার কন্যাগণ মিসর হইতে এই পূজা গ্রীসে প্রচলন করেন। এই উৎসবে লোকে অত্যধিক মদ্যপান করিত। এমন কি তাহারা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া অনেক নিন্দিত কর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮০ অব্দে বেকাসপ্রবর্ত্তিত উৎসবের দুর্দশা অবলোকন করিয়া রোম গবর্মেণ্ট ঐ উৎসব বন্ধ করিতে আদেশ প্রচার করেন।

বেকাসপূজায় যে সকল রমণী পুরোহিতের কার্য্যে লিপ্ত থাকিত, উৎসবভেদে ও দেশভেদে তাহারা বিভিন্ন বস্ত্র পরিধান করিত। পরিচ্ছদের তারতম্যানুসারে তাহারা মেনাডিস, থায়াডিস, বেকাণ্টিস, মিমালোনাইডিস, বাসারাইডিস প্রভৃতি নামে সাধারণে বিদিত ছিল, মিসরবাসীরা বেকাসের তুষ্ট্যর্থে গৃহদ্বারে শূকরবলি দিত। অধিকাংশ স্থলেই ছাগবলির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইত। যেহেতু ছাগকুল দ্রাক্ষালতানাশে সদাই উন্মুখ। প্লিনি বলেন, দেবতাদিগের মধ্যে ইহাদের মস্তক মুকুটালঙ্কৃত, কামদেবের ন্যায় সুষমা ও কুঞ্চিতকেশকলাপে মস্তক সমাচ্ছাদিত, যেন চিরযৌবন ঐ মুখচন্দ্রে সদা বিরাজ করিতেছে। কখন বা তিনি শৃঙ্গহস্তে বিরাজিত। এই শৃঙ্গ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে কিংবদন্তী আছে যে, বেকাস বৃষের দ্বারা ভূমি কর্ষণ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ তিনি হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন লাইবিয়ার মরুক্ষেত্রে যখন তিনি সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া নিদারুণ তৃষ্ণায় কাতর ও মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা জুপিটার ভেড়ার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে জলপানের সুগম পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সেই ঘটনার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি শৃঙ্গধারী হইয়া আছেন। দিওদোরাস যে তিন প্রকার বেকাস মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে (১) ভারতবিজয়ী বেকাস দীর্ঘ শ্মশ্রুসমন্বিত, (২) জুপিটার ও প্রসার্পাইনের পুত্র শৃঙ্গধারী বেকাস এবং (৩) জুপিটার ও সিমিলির পুত্র থেবিসের বেকাস। সিসিরোর লিখিতমতে ১ প্রসার্পাইন্ পুত্র, ২ নাসাসের পুত্র, ৩ কেব্রিয়াসের পুত্র, ইনি ভারতে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন; ৪ থিওনি ও নাইলুসের পুত্র ৫ জুপিটার চন্দ্রের পুত্র।

বর্ত্তমান কায়রো নগরের ৩ শত মাইল দক্ষিণে উত্তরমিসরের থিবানামক ওয়েশিস মধ্যে অনুমান ১৮০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত জুপিটার (বৃহস্পতির) মন্দিরের ধ্বংস নিদর্শন নিপতিত আছে।

পাশ্চাত্যজগতে নানাভাবে বেকাসের লিঙ্গরূপের উপাসনা হইয়া থাকে। কখনও তিনি স্ত্রীরূ রমণীজনোচিত সুকুমার যুবক, মস্তকে দ্রাক্ষা বা আইভিলতার কিরীট; হস্তে ত্রিশূল। ব্যাঘ্র ও সিংহ তাঁহার প্রিয়বাহন এবং মাগপাই পক্ষী তাঁহার অতি প্রিয়। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাচ্ছাদিত হইয়া ভারতবিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। কখনও তারকামণ্ডিত ভূগোলে উপবিষ্ট মূর্ত্তিতে ইনি সূর্য্য বা ওসিরিস্ নামে পূজিত হইয়া থাকেন। ভারতভ্রমণকারী অনেক গ্রীক্ গ্রন্থকার হিন্দুজাতির উপাস্য এক বেকাসের উল্লেখ করিয়াছেন। অধিক সম্ভব, তাঁহারা ভারতবর্ষে মহাদেবের লিঙ্গপূজার সহিত গ্রীকদেশীয় বেকাসের লিঙ্গমূর্ত্তি দেবতারূপের সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

বেকাসী, মৌলানা, একজন মুসলমান কবি। ইনি সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন।

বেকুক, একটী মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়। ধর্ম্মপ্রচারক একজন মুসলমান জাল সাধুই ইহার প্রবর্ত্তক। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রথমভাগে এই ব্যক্তি দিল্লী রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, সাধারণে ঘোষণা করে যে আমি এক অভিনব কোরাণ পাইয়াছি, ইহাতে সারধর্ম্ম অভিব্যক্ত রহিয়াছে। এই কোরাণের ভাব স্বয়ং ঈশ্বর ব্যক্ত করিয়াছেন ইত্যাদি। লোকে ঐ কথা শুনিয়া এবং গ্রন্থের মর্ম্ম ও মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া শীঘ্রই তাহার শিষ্য হইল। দেখিতে দেখিতে এই নবীন কোরাণমতানুযায়ীদিগের একটী সম্প্রদায় গঠিত হইল। এই সম্প্রদায়ের গুরু বা আচার্য্য স্থানীয় মৌলবীগণ বেকুক অভিধা প্রাপ্ত হন এবং ইহাদের শিষ্য সম্প্রদায় কয়াবুদ্ বলিয়া খ্যাত। উক্ত মুসলমান জালসাধু প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কতকগুলি স্বমতের অনুকূল বচন উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় কল্পনানুসারে কোরাণগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

বেক্ষণ (ক্লী) অব-ঈক্ষ-ল্যুট্। অবস্তাদিলোপঃ। অবেক্ষণ, তদ্বির বা তত্ত্বাবধান করা। (মনু ৯।২১)

বেগ (পুং) বিজ-ঘঞ্। ১ প্রবাহ। পর্য্যায়—ওঘ, বেগ্র, ধারা, জব, রংহ, তর, রয়, জব। (অমর) ২ মহাকাল ফল, চলিত মাকালফল। ৩ রেতঃ, শুক্র। (হেম) ৪ মূত্রবিষ্ঠাদির নির্গম-প্রবৃত্তি। ৫ ন্যায়মতে চতুর্ব্বিংশতি গুণান্তর্গত গুণবিশেষ, সংস্কার গুণ; বেগাখ্য সংস্কার। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, ও মনঃ এই কয়েক দ্রব্যে বেগাখ্য সংস্কারের বিদ্যমানতা দেখা যায়।

"ক্ষিতির্জলং তথা তেজঃ পবনো মন এব চ।
পরাপরত্বমূর্ত্তত্বক্রিয়াবেগাশ্রয়া অমী॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বেগশব্দের সাধারণ অর্থ গতি; ন্যায়মতে নয়টী দ্রব্যের মধ্যে উক্ত ক্ষিত্যাদি পাঁচটী মাত্র গতিশীল অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি যত প্রকার

গতিবিশিষ্ট পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়েই উল্লিখিত প্রত্যপকের অন্যতম অংশ আছে। এই বেগ মূলবৃত্তিতে কতকগুলি জাগতিক পদার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত, এবং কতকগুলিতে কাল ও কারণান্তর সাপেক্ষ অবস্থায় বিদ্যমান দেখা যায়। গ্রহনক্ষত্রাদির বেগ মূলে স্বতঃপ্রবৃত্ত, কিন্তু কারণান্তরে উঁহাদের মধ্যে কাহার কাহারও বেগের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ক্ষিতি, জল, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতির তেজঃ, এই সকলের বেগ কারণান্তর সাপেক্ষ; শারীর মল ও মনের বেগ কাল এবং কারণান্তর-সাপেক্ষ। জলের বেগ সাধারণতঃ নিম্নদিকে, কারণান্তরে ঊর্দ্ধে ও তির্য্যগ্‌ভাবেও হইতে পারে। ফল কথা, কারণান্তরে যে সকল বেগের উৎপত্তি হয় তাহার হ্রাস বৃদ্ধি ও দিক্ বিদিক্ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ নাই, উহা নিয়তই তৎপ্রবর্ত্তক কারণের অনুবর্ত্তী।

সুবিধামত সাংসারিক ও শারীরিক কার্য্যের উন্নতিসাধন জন্য আমাদিগকে কতকগুলি বেগের পরিবৃদ্ধি ও কতকগুলি বেগের নিরোধ করিতে হয়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে জগতের উন্নতির কারণও বেগ, অবনতির কারণও বেগ। প্রকৃত দিক্ নিরূপণ করিয়া বেগের প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেই জগতে উন্নতি লাভ করা যায়। দিক্‌হারা হইয়া অযথাভাবে বেগের পরিচালনই অবনতির কারণ। একমাত্র মনোবেগের দিক্ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াই আর্য্য ঋষিগণ জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ একমাত্র তেজোবেগের কার্য্যকারিত্ব পর্য্যালোচনা করিয়াই আজ শিল্পনৈপুণ্যে জগতের শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় হইতে উদ্যত হইয়াছেন।

এক্ষণে কিরূপে বস্তু বিশেষের বেগের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও নিরোধাদি দ্বারা সাংসারিক ও শারীরিক ইষ্টানিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। যে কোন বস্তুর বেগই হউক না কেন, সহসা তাহার প্রবল অবস্থায় নিবৃত্তি করা উচিত নহে। কেন না তাহা হইলে ঐ সময় একটা বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। এ কারণ নিরোধযোগ্য বেগগুলির প্রবল অবস্থায় বিষয়ান্তর অবলম্বনে আস্তে আস্তে যাহাতে তাহার হ্রাস হয়, তদ্বিষয়ক চেষ্টা করিতে হইবে। যেমন কাম ক্রোধ শোক প্রভৃতির বেগ আপাততঃ নিরোধযোগ্য বলিয়া অনুমিত হইলেও সহসা উহারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অনিষ্টপাত করিতে পারে। কেন না ভগবান্ বলিয়াছেন,—

" * * * কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" (গীতা ২।৬২-৬৩)

কোন অভিলষিত বস্তুর প্রতি মনের একান্ত বেগ হইলে যদি কারণান্তরে তাহা প্রতিহত হয়, তাহা হইলে লোকের মনে তখন ক্রোধবেগের উৎপত্তি হয়, ক্রোধপ্রদর্শনের স্থানাভাব হইলে মোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হউক বা না হউক লোককে মৃত্যুতুল্য হইতে হয়। অতএব এ সকল অবস্থায় মনকে ক্রমে ক্রমে সংযত করিয়া বিষয়ান্তরে অর্থাৎ সদ্বিষয়ে লিপ্ত করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রান্তরে আরও যে যে বিষয়ের বেগনিরোধ জন্য যে সকল অনিষ্ট হইতে পারে, নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে,—

চরকে কথিত হইয়াছে মল, মূত্র, শুক্র, বায়ু, বমি, হাঁচী, উদ্গার, জৃম্ভা, ক্ষুধা, পিপাসা, অশ্রু, নিদ্রা ও শ্রম জনিত নিশ্বাস এই সকলের বেগধারণ করিবে না। মলবেগ ধারণ করিলে পক্বাশয়ে ও মস্তকে শূলবৎ বেদনা, মল এবং অধোবায়ুর রোধ, পায়ের ডিমে বেদনা ও উদরাধ্মান, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে স্বেদক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, গুহ্যে ফলবর্ত্তিপ্রয়োগ, বস্তিকর্ম্ম এবং বাতানুলোমক অন্নপানাদি হিতকর। মূত্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গে শূলবৎ বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া, বাধানিবন্ধন দেহের নমন (নুইয়া পড়া) এবং বঙ্‌ক্ষণদ্বয়ে (কুঁচকী স্থানে) আকর্ষণবৎ যন্ত্রণা, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায় স্বেদক্রিয়া, অবগাহন, অভ্যঙ্গ, ঘৃতের অবপীড় (নস্য বিশেষ) এবং অনুবাসন, নিরূহণ ও উত্তর বস্তি, এই ত্রিবিধ বস্তিকর্ম্ম কর্ত্তব্য। শুক্রবেগ ধারণে লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে শূলবৎ বেদনা, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ে ব্যথা এবং মূত্রের বিবদ্ধতা হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অভ্যঙ্গ, অবগাহন, মদিরাপান, কুক্কুটমাংস, শালিতণ্ডুলের অন্ন, দুগ্ধ ও নিরূহ হিতকর। অবস্থা বিশেষে ইহাতে মৈথুনক্রিয়াও প্রশস্ত।

অধোবায়ুর বেগধারণ করিলে বাত, মূত্র ও পুরীষের অপ্রবর্ত্তন, উদরাধ্মান, ক্লান্তি, উদরে বেদনা, এবং ক্রোড় শূলাদি অন্যান্য বাতজ পীড়া হইয়া থাকে। এই রোগে স্নেহ, স্বেদ, ফলবর্ত্তি, এবং বাতানুলোমক অন্নপান ও বস্তি প্রশস্ত। বমনের বেগ ধারণ করিলে কণ্ডু, কোঠ, অরুচি, ব্যঙ্গ (মেচ্‌তা), শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনবেগ ও বিসর্প, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় ভোজনান্তে বমন, ধূমপান, উপবাস, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষ অন্ন ও পানীয়, ব্যায়াম এবং বিরেচন কর্ত্তব্য। ক্ষব অর্থাৎ হাঁচীর বেগ ধারণ করিলে মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দ্দিত রোগ, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে) ও ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাতে মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ এবং বাতঘ্ন ধূম, নস্য ও ধাত এবং আহারান্তে ঘৃতপান হিতকর। উদ্গারবেগের

শিরোবেধ হিক্কা, কাস, অরুচি, কম্প, হৃদয় ও বক্ষঃস্থলের বিবদ্ধতা, এই লক্ষণ গুলি উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহাতে হিক্কা রোগের চিকিৎসা করিলেই সমস্ত উপসর্গের শান্তি হইয়া থাকে। জৃম্ভা-বিরোধের জন্য দেহের বিনমন (নুইয়া পড়া), আক্ষেপ, পর্ব্ব সকলের আকুঞ্চন, স্পর্শশক্তির বিলোপ, শীত জনিত কম্পন এবং বিনা শীতেও হাত পায়ের ঝাঁপুনি প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এই রোগে বাতঘ্ন ঔষধ ও পাচনাদি ব্যবহেয়। ক্ষুধার বেগ রোধ করিলে দেহের কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, বিবর্ণতা, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, ও গাত্রঘূর্ণন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে স্নিগ্ধোষ্ণ লঘু ভোজন কর্ত্তব্য। পিপাসানিগ্রহ করিলে কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বধিরতা, শ্রান্তিবোধ, শ্বাস, ও হৃদয়ে ব্যথা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় শীতল তর্পণ অর্থাৎ মণ্ড, যবাগূ প্রভৃতি শীতল পথ্য দিবে।

শোকাদিজনিত অশ্রুবেগ ধারণ করিলে নাসাস্রাব, চক্ষুর লৌহিত্য, হৃদ্রোগ, অরুচি, ও গাত্রঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে নিদ্রা, মদ্য ও প্রিয়বাক্য হিতকর। নিদ্রার বেগ সম্বরণ করিলে জৃম্ভা, অঙ্গমর্দ্দ, তন্দ্রা, শিরোরোগ ও চক্ষুর গুরুতা এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থায় নিদ্রার চেষ্টা ও চরণপদাদিতে হাত বুলান বা ঐ সকল অঙ্গ মৃদুভাবে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। শ্রমজনিত নিশ্বাস-বেগ ধারণ করিলে গুল্ম, হৃদ্রোগ ও সম্মোহ জন্মে, ইহাতে বিশ্রাম ও বাতঘ্ন ক্রিয়া হিতকর।

এক্ষণে যে সকল বেগ ধারণ করা নিয়ত কর্ত্তব্য, তাহাদের কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা,—অনিষ্টকর সাহস, লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, দ্বেষ, অভিমান, পরনিন্দা, নির্লজ্জতা, কোন বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি, পরধনবিষয়ক স্পৃহা, অতি কর্কশ, পরের বিশেষ অনিষ্টসূচক, মিথ্যা ও অপ্রযুক্ত স্থলে বাক্যপ্রয়োগ, স্বভাবতঃ বা পরপীড়নার্থ চৌর্য্য, পরস্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা ও হিংসাদির প্রবৃত্তি, এই যথানির্দ্দিষ্ট কায়িক, বাচিক ও মানসিক বেগসমূহ ঐহিক ও পারত্রিক সুখাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই যথাযথভাবে মনকে ক্রমে ক্রমে সংযত করিয়া ধারণ করা কর্ত্তব্য। (চরক সূ° ৭ অ°)

ধৃতক্রীড়াদির পরিবর্জ্জন, শিকারের উৎসাহ, পরোপ-কারাদি সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি প্রভৃতি মানসিক বেগের যথোচিত পরিবৃদ্ধি করা আবশ্যক; কেন না তাহা হইলে ইহকালে কেন, লোকের পরকালের উন্নতিপথ পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানে বেগকে (Vilocity) গতিরই শক্তি-পর্য্যায় বলিয়া নিরূপিত করা হইয়াছে। এই কারণে বেগের বলাবল বলিতে হইলে অগ্রে গতি ও তাহার শক্তির তারতম্য জানা আবশ্যক। বিজ্ঞানে প্রত্যেক পদার্থেরই একটী স্থিতি ও গতি নির্দ্ধারিত আছে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়ার নাম গতি এবং তাহারই অভাব—স্থিতি। কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সম্বন্ধে কোন বস্তুর স্থিতি পরিবর্ত্তিত হইলে তাহাকে সচল বলা যায়, কিন্তু যদি কোন বস্তু একস্থানে অন্যের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চল বলিয়া জানা যায়।

সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ ভেদে গতি ও স্থিতি দুই প্রকার। কোন একটী বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া অন্য কোন বস্তুর গতি অনুভব করা যায়, যদি ঐ বস্তু বাস্তবিক নিশ্চল হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তুর গতি নিরপেক্ষ গতি এবং তদ্বিপরীতে যদি কোন বস্তুকে নিশ্চল মনে করিয়া অন্য কোন বস্তুর গতি নিরূপণ করা হয়, তাহা যদি বাস্তবিকই নিশ্চল না হয়, তবে উক্ত গতিকে সাপেক্ষগতি বলা যায়।

যদি কোন বস্তু অনন্ত আকাশের সম্বন্ধে নিয়ত একস্থানেই স্থির থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই স্থিতিকে নিরপেক্ষ স্থিতি এবং যদি কোন বস্তুকে চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুসম্বন্ধে নিশ্চল বলিয়া বোধ করিয়াও অনন্ত আকাশের সম্বন্ধে উহার অবস্থিতির নিয়ত পরি-বর্ত্তন হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার তাদৃশ নিশ্চলতা বা স্থিতিকে সাপেক্ষ স্থিতি বলা হইয়া থাকে। নিরপেক্ষ গতি বা নিরপেক্ষ স্থিতি কুত্রাপি দেখা যায় নাই। কেন না, আমরা যে যে স্থানে স্থিতি ও গতি প্রত্যক্ষ করি, সমুদায়ই আপেক্ষিক বলিয়া কথিত হয়।

রেলগাড়ীতে ইতস্ততঃ গমনাগমনকালে আমরা গাড়ীর গতি নিরূপণ করিতে গাড়ীকে নিশ্চল মনে করিয়াই উহার ক্রমগতির ধারণা করিয়া থাকি এবং সেই গাড়ীতে যে সকল ব্যক্তি বা বস্তু স্থিরভাবে বসিয়া থাকে, তাহারা যে বাস্তবিক স্থির নহে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি; কেন না গাড়ীর গতির সহিত অন্তর্গত বস্তু বা ব্যক্তিরও গতি সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

পর্ব্বত, বৃক্ষ ও অট্টালিকাদি স্থাবর পদার্থ গাড়ীর গতি সম্বন্ধে নিশ্চল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহা নিশ্চল নহে; কেন না, পৃথিবী তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিয়ত পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। সূর্য্যও পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সমভিব্যাহারে অন্য এক বিশাল সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এবং সেই সূর্য্যও বোধ হয় আমাদের এই সৌর জগৎ ও অন্যান্য জগৎ লইয়া অন্য এক মহান্ সূর্য্যের চারি দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই কারণে বোধ হয়, এই বিশ্বসংসারে কোন পদার্থই এক মুহূর্ত্তের জন্য নিরপেক্ষগতি বা স্থিতি প্রাপ্ত হয় নাই।

পাশ্চাত্য জগতে প্রথমে গালিলিও, পরে নিউটন এবং তৎপরে হুক্, হুগেন ও রেন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ ধীরে ধীরে গতির একটী বল বা শক্তি নির্দ্ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মাবলী

(Laws of motiou) অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ নিয়ম তিনটী এই—

১ প্রত্যেক বস্তুই নিশ্চল ভাবে আছে, বক্র অথবা একটি সরল রেখায় নিয়ত একভাবে গতি প্রাপ্ত হইতেছে, কেবল অনির্দ্দিষ্ট কোন শক্তিরূপই উহার সেই ভাব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

২ গতির পরিবর্ত্তন কেবল বলের চাপের অনুপাতেই সংঘটিত হইয়া থাকে এবং যে সরল রেখায় বলের কার্য্য সম্পাদিত হয় সেই সরল রেখার অভিমুখেই উহার কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

৩ প্রত্যেক কার্য্যেরই সকল সময়ে সম ও বিষম ফলোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, কিংবা কোন দুইটী বস্তুর পরস্পরের কার্য্য সমান হইলেও একই সরল রেখায় তাহাদের বিপরীত গতি সূচিত হয়।

এই শেষোক্ত নিয়মের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যেমন এক গাছি দড়ি যে মুখের টানে ঘোড়াকে পশ্চাতে হটাইয়া আনে, আবার সেই মুখের টানে একখানি নৌকাকে সে পুরোভাগে লইয়া যায়। ঠিক সেই ভাবেই পৃথিবী সূর্য্যকে এবং সূর্য্য পৃথিবীকে পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে আকর্ষণ করে এবং সেই একই নিয়ম হইতে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের (Eletricity and magnetism) আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া উপলব্ধি হয়।

জড় বস্তুর গতির উৎপাদন, পরিবর্ত্তন বা নিবর্ত্তন যাহাতে সাধিত হয়, তাহাকে শক্তি (force) বলা যায়। নিশ্চল বস্তুকে চালাইতে যেমন বলের বা শক্তির আবশ্যক, সেইরূপ সচল বস্তুকে নিশ্চল করিতেও বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বল প্রয়োগেই গতির দিক্ বা পরিমাণের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয়। সুতরাং গতি ও স্থিতিসাধন একমাত্র বলেরই কার্য্য। কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বলকে একক (Uuit) স্বরূপ অবলম্বন করিয়া বলের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। কোন জড়বিন্দুর উপর দুই বিপরীত দিক হইতে যদি দুইটী বল প্রযুক্ত হয়, এবং যদি ঐ বিন্দুটী কোন দিকে না সরিয়া স্থির থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইটী বলকে সমান বলা যায়। এইরূপ দুই কিম্বা ততোধিক বলের সঙ্ঘাতে যে কার্য্য হয়, একটী মাত্র বলের দ্বারা সেই পরিমাণফল উৎপাদন করিতে হইলে যে বলের প্রয়োগ আবশ্যক হয়, তাহাকে ঐ বলসমষ্টির সঙ্ঘাত বল কহে। যেমন দুইটী বলের সঙ্ঘাতে একটী বল জন্মে, সেইরূপ দুইটী বলের বিঘাতেও ভিন্ন ভিন্ন ৬৩টী বল পাওয়া যায়। [শক্তি দেখ।]

জড় বস্তুর গতির বলানুসারেই বেগ নিরূপিত হইয়া থাকে। ঐ বস্তু কিরূপ পথে এবং কিরূপ বেগে চলিতেছে প্রথমে তাহা জানা আবশ্যক। যদি অচল বস্তু একটী সরল রেখা ধরিয়া একই দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইলে তাহাকে সরল রেখা সবর্তীয় বা ঋজুগতি বলা যায়। আর যদি সেই বস্তুকে নিয়তই দিক্‌পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে উহাকে বক্রগতি বলিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ বেগের বিভিন্নতা দেখিয়া উহাদের প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী গতিশীলবস্তু জড় অবস্থা হইতে প্রথমে যে গতি প্রাপ্ত হয় তাহাকে Initial velocity বলে। যেমন কামানের মুখবিবর পরিত্যাগ করিবার পরই প্রোজেক্টাইল গোলক বেগ প্রাপ্ত হয়। যে বেগে একটী বস্তু অন্যের দিকে অগ্রসর হয় বা পশ্চাতে ফিরিয়া আসে এবং যখন দুইটীই গতি প্রাপ্ত হয়, অথবা একটী স্থির থাকে, তাহাকে Relative Velocity বলা যায়। এক পরিমিত একক সংখ্যা (number of units of space) প্রতি পর পর একক সময়ে যে বেগ প্রধাবিত হয়, তাহাকে Uniform velocity কহা যায়। যদি উক্ত একক সংখ্যা পুনঃ পুনঃ গতি পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ একদার বর্দ্ধিত ও অন্যদার হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহাকে Veriable velocity শব্দবাচ্য করা যায়। ইহা দ্বিবিধ—১ বর্দ্ধিত বেগ বা accelerating velocity ও ২ হ্রাসমান বেগ বা Retarded velocity। যে স্থলে বলসংঘাত হইয়া বেগ সংঘাত হয় এবং প্রকৃত বেগের পরিমাণ বৈষম্য ঘটে না তাহাকে Virtual Velocity বলা হইয়া থাকে।

গতিশক্তির হার বা পরিমাণকেই বেগ বলা হয়। যাহা এক ঘণ্টায় ১ মাইল পথ যায়, তাহার বেগ ঘণ্টায় ১ মাইল। এইরূপে যে বস্তু এক ঘণ্টায় ৫ বা ৫০ মাইল চলে, তাহার বেগ তদনুপাত অনুসারেই জানিবে, অর্থাৎ যদি কোন বস্তু ৫ ঘণ্টায় ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে, তাহার বেগের হার ১ ঘণ্টায় ১০ মাইল বলিতে হইবে। অতএব ঘণ্টা ও মাইল যদি যথাক্রমে কাল ও দূরত্বের একক জ্ঞাপক হয় তাহা হইলে ১ ঘণ্টায় যাহা ১ মাইল চলে তাহার বেগ ১। মিনিটকে কালের একক ধরিলে উহার বেগ ৬০। কিন্তু সাধারণতঃ ১ সেকেণ্ডে ১ ফুট চলে এরূপ একটি নিক্তমানকে (Standard measure) বেগের ১ একক কল্পনা করিয়া বেগের পরিমাণ গণনা করা হইয়া থাকে।

বেগ দুই প্রকার—সম ও বিষম। কালের পরিমাণ অল্প হইলেও যদি জড়বিন্দু সমান কালে সমান দূরে গমন করে, তাহা হইলে সেই গতির বেগকে সমবেগ এবং তাহার অন্যথায় বিষম বেগ বলা যায়। সমবেগের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে জড়বিন্দু কত সময়ে কতদূর যায়, অগ্রে তাহা

জানা আবশ্যক। মনে কর একটী জড়বিন্দু ১ মিনিটে ২০০ গজ গমন করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব সিদ্ধান্তমত ১ সেকেণ্ডকে কালের এবং ১ ফুটকে দূরত্বের একক স্থির করিয়া অঙ্কপাত করিলে জানা যায় যে—

$\frac{২০০ \times ৩}{১ \times ৬০} = ১০$; আবার যে জড়বিন্দু ১৫ ঘণ্টায় ৪৪০ মাইল যায় তাহার বেগের পরিমাণ

$$= \frac{৪৪০ \times ১৭৬০ \times ৩}{১৫ \times ৬০ \times ৬০} = ৪৩ \frac{১}{৪৫}$$

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একক পরিমিত কালে জড় যতটী বেগ পরিমিত দূরত্বের একক গমন করে, অর্থাৎ দূ = বেগ × কাল। সুতরাং দূরত্ব, কাল ও বেগ এই তিনটীর মধ্যে দুটী জানা থাকিলে অনায়াসে অপর অঙ্কটী জানা যাইতে পারে।

সমগতিসম্পন্ন বস্তু সকল প্রতি কালের এককে সমান সমান দূর গমন করে, কিন্তু বিষমগতিবিশিষ্ট বস্তুদিগের গমনে সেরূপ কোন নিয়ম নাই। এই নিমিত্ত সমগতি স্থলে দূরত্বের সংখ্যাকে কালের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলেই বেগের সংখ্যা পাওয়া যায়। নিয়ত পরিবর্ত্তনীয় বিষমগতি-বিশিষ্ট কোন বস্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে ভাবে গমন করে, অবিকল সেই ভাবেই চলিলে ঐ বস্তু প্রতিকালের এককে যতদূর গমন করে, তাহাই তাহার সেই নির্দ্দিষ্ট-ক্ষণের বেগের পরিমাণ। রেল গাড়ির গতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিয়া থাকি, গাড়িখানি প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল ছুটিতেছে, অতএব বুঝা গেল যে, গাড়িখানি এই নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে যেরূপ বেগে গমন করিতেছে, ঠিক এই বেগে চলিলে ঐ গাড়ীখানি প্রতিকালের এককে যতদূর গমন করিতে পারে, তাহাই নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের বেগের পরিমাণ।

ক্ষেত্রের তারতম্যানুসারে যদি কোন সচল জড়বিন্দুর বেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়; তাহা হইলে তাহাকে বর্দ্ধনশীল বা উপচীয়মান বেগ এবং তদ্বিপরীতে অর্থাৎ যে স্থলে সচলবস্তুর বেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাকে অপচীয়মান বা ক্ষয়শীল বেগ বলা যায়।

যদি কোন জড়বিন্দুর বেগ সমান সমান কালে সমান সমান পরিমাণে নিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহা সমবর্দ্ধমান বেগ বলিয়া কথিত হয়। ইহার অন্যথা ঘটিলে সেই বেগকে বিষম-বর্দ্ধমানবেগ বলা হইয়া থাকে। সমবর্দ্ধমান স্থলে একক পরিমিত কালে যে বেগ বৃদ্ধি হয়, তাহাই বেগ বৃদ্ধির মান, আর বিষম-বর্দ্ধমানবেগস্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ বেগ থাকে, অবিরত সেই একটী একক পরিমিত কাল ব্যাপিয়া সেইরূপ বেগ উপস্থিত থাকিলে, যে পরিমাণ বেগ বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহাই সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের বেগমান।

পতনশীল বস্তু সমবর্দ্ধমান বেগের একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যখন একটী বস্তু আশ্রয়ভ্রষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তখন তাহার বেগ ক্রমান্বয়ে সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পতনশীল বস্তু সাধারণতঃ এক সেকেণ্ড অন্তে যে পরিমাণ বেগ প্রাপ্ত হয়, দুই সেকেণ্ডে তাহার দ্বিগুণ এবং তিন বা চারি সেকেণ্ড অন্তে তাহা অপেক্ষা তিন বা চারিগুণ বেগ লাভ করে। এই কারণে প্রথম সেকেণ্ডের অন্তে যে বেগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে কালের সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে ঐ কালের অন্তে যে বেগ জন্মিয়াছে, তাহা জানা যায়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, পতনশীল দ্রব্য প্রথম সেকেণ্ডে ৩২.২ পরিমিত বেগ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ২, ৪, ৫, ৭, ১০ প্রভৃতি সেকেণ্ডে পতনশীলবস্তুর তদ্গুণক অর্থাৎ ৩২·২ × ২ ইত্যাদি বেগফল লাভ হয়।

পতনশীল বস্তুর বেগ যেমন কালের বৃদ্ধি অনুসারে বর্দ্ধিত হয়, দূরত্ব সেরূপ ভাবে হয় না, অর্থাৎ কোন বস্তু এক সেকেণ্ডে যতদূরে পড়ে দুই সেকেণ্ডে তাহার দ্বিগুণ এবং তিন সেকেণ্ডে তাহার তিনগুণ দূরে পতিত হয় না। বস্তুতঃ এক সেকেণ্ডে কোন বস্তু যতদূরে আসিয়া পড়ে, দুই সেকেণ্ডে তাহার চতুর্গুণ এবং তিন সেকেণ্ডে তাহার নয় গুণ দূরে আসিয়া পতিত হয়, অর্থাৎ কালের বর্গানুসারেই দূরত্বের বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পতনশীল বস্তুমাত্রেই প্রথম সেকেণ্ডে ১৬·১ ফুট নীচে পড়ে, সুতরাং ঐ বস্তু ২, ৪, ৫, ৭ সেকেণ্ডে কতদূর পড়িবে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে কালের বর্গ দিয়া গুণ করিলে প্রয়োজনীয় ফল পাওয়া যাইবে।

একটী পর্ব্বতের শিখর হইতে একখণ্ড উপল নিম্নে নিক্ষেপ করা হইল। ঐ প্রস্তরখণ্ডটী ২।০ সেকেণ্ড সময়ে ভূতলে আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে ঐ পর্ব্বতচূড়ার উচ্চতা কত হইবে? পতনশীল লোষ্ট্র ২।০ সেকেণ্ডে $১৬·১ \times (২।০)^২ = ১৬·১ \times \frac{২৫}{৪} = \frac{৪০২·৫}{৪} = ১০০·৬২৫$ ফিট্ উচ্চ হইতে পতিত হয় অর্থাৎ শিখরের উচ্চতা প্রায় ১০১ ফিট্।

আবার কোন বস্তু যদি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণের প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা সমান বেগে না উঠিয়া প্রতি সেকেণ্ডে ক্রমশঃ ৩২·২ ফুট করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহাতে ক্রমশঃ সমুদায় বেগ নষ্ট হইয়া আইসে এবং উৎক্ষিপ্ত বস্তুটী আর উপরে উঠিতে না পারিয়া পুনরায় নিম্নাভিমুখে পতিত হইতে আরম্ভ করে। যদি কোন দ্রব্য এরূপ বেগে

উৎক্ষিপ্ত হয় যে, উহা প্রতি সেকেণ্ডে ১৬১ ফুট উঠিতে পারে এবং মাধ্যাকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা না পায়, তাহা হইলেও প্রথম সেকেণ্ডের অন্তেই উহার বেগ ১৬১ — ৩২.২ = ১২৮.৮ এবং পঞ্চম সেকেণ্ডের অন্তেই উহা ১৬১ — ৫ × ৩২.২ = ০ হইবে। সুতরাং ঐ বস্তু ৫ সেকেণ্ডের পর আর উঠিতে না পারিয়া পতিত হইবে, এতদ্দ্বারা বুঝান গেল যে পতনশীল বস্তুর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩২.১ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং উৎপতনশীল বস্তুর বেগ তদ্রূপ প্রত্যেক সেকেণ্ডে ঐ পরিমাণে কমিয়া যায়।

যদি কোন জড় বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন দিকে একবারে দুইটী সমবেগ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উহাদের সংঘাতবেগের দিক্ ও পরিমাণ একটী সমান্তরাল ক্ষেত্রের বিপরীত কোণে প্রকাশ পাইবে।

যদি ক নামক বিন্দুকে ঐ জড়বিন্দুর স্বরূপ ধরিয়া তাহা হইতে যথাক্রমে কখ ও কগ দুইটী বেগের দিক্ ও পরিমাণ প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে ঐ দুইটী রেখার উপর অঙ্কিত সমান্তরাল ক্ষেত্রের যে কোণে ক বিন্দু অবস্থিত আছে, ঠিক তাহার বিপরীত কোণের দিকে বেগ প্রধাবিত হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতেছে যে, ক বিন্দু সমতল জলরাশির একখানি নৌকা; উহা খ ও গ পর্য্যন্ত একই সময়ের মধ্যে পৌঁছিতে পারে, কিন্তু যদি যুগপৎ ঐ উভয় দিক্ হইতে সমান বল প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ নৌকাখানি ঐ দুই দিকের কোন দিকে গমন না করিয়া কচ কর্ণরেখা অবলম্বনে সেই দিকেই গমন করিবে। উহার বেগ ঐ দিকেই প্রধাবিত হইবে।
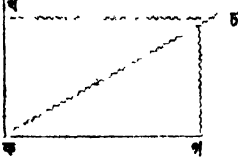
যদি কোন জড়বিন্দু একবারে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সমবর্দ্ধমান বেগ প্রাপ্ত হয়, আর যদি কোন বিন্দুকে ঐ বিন্দুর স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহা হইতে দুইটী সরল রেখা টানিয়া তাহাদিগের বেগবৃদ্ধির বেগ ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সেই সমান্তরাল ক্ষেত্রের যে কর্ণটীর এক প্রান্ত ঐ বিন্দুতে সংলগ্ন তদ্দ্বারা উহাদের সংঘাত সমবর্দ্ধমান বেগবৃদ্ধির দিক্ ও পরিমাণ প্রকাশিত হইবে।

যদি খকগ কোণ একটী সমকোণ হয়, আর যদি কখ ও কগ এর পরিমাণ ক্রমান্বয়ে ৩ ও ৪ এর সমান হয়, তাহা হইলে কচ এর পরিমাণ ৫ এর সমান হইবে। সুতরাং বল সমান্তরাল ক্ষেত্রস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ক বিন্দুতে প্রযুক্ত কখ ও কগ এর অভিমুখে কার্য্যকারী ৩ সের ও ৪ সের পরিমিত দুইটী বল কার্য্যতঃ কচ এর অভিমুখে কার্য্যকারী ৫ সের পরিমিত একটী বলের সমান। আর বেগ সমান্তরাল ক্ষেত্রস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ক বিন্দুতে যদি এক কালে এরূপ দুইটী বেগ প্রযুক্ত হয় যে, তাহাদের একের প্রভাবে ঐ বিন্দুটী কোন নির্দ্দিষ্ট কালে কখ এর অভিমুখে ৩ ফুট এবং অপরটীর প্রভাবে সেই সময়ের মধ্যে কগএর অভিমুখে ৪ ফুট যাইতে পারে, তাহা হইলে ঐ বিন্দুটী উক্ত সময়ে কচ এর অভিমুখে ৫ ফুট যাইবে। আবার বেগবৃদ্ধিবিষয়ক সমান্তরাল ক্ষেত্র স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ক বিন্দুটী যদি কখ ও কগএর অভিমুখে এরূপ দুইটী সমবর্দ্ধমান বেগ প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদের প্রভাবে কোন নির্দ্দিষ্টকালে কখ ও কগ এর অভিমুখে ক্রমান্বয়ে বেগের ৩ ও ৪ একক পরিমাণে উহার বেগের আধিক্য হয়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ ঐ বিন্দুটীর বেগ কচ এর অভিমুখে বেগের ৫ একক পরিমাণে বেগবৃদ্ধি হইবে।

বেগ ও বেগবৃদ্ধি সঙ্ঘাত ও বিঘাতবিষয়ক প্রক্রিয়াসমূহ সর্ব্বতোভাবে বলসঙ্ঘাত ও বলবিঘাতঘটিত প্রক্রিয়ার অনুরূপ; এইজন্য তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল না। [শক্তি শব্দ দেখ।]

৬ ত্বরা, শীঘ্রতা। ৭ আনন্দ, আহ্লাদ। ৮ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। ৯ উদ্ভব। ১০ প্রণয়। ১১ আত্মবিশেষ। ১২ বাণগতি। ১৩ বুদ্ধি। ১৪ প্রবৃত্তি। ১৫ মহাজ্যোতিষ্মতীলতা, বড়লতা কটুকী। (বৈদ্যনি°)

বেগগ (ত্রি) বেগেন গচ্ছতীতি গম-ড। ১ বেগে গমনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। বেগগা = নদী। (হরিবংশ)

বেগড়া, নষ্ট, দুষ্ট বা বিকৃত হওয়া, বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটা।

বেগতিক (দেশজ) ১ ভিন্ন গতি। ২ উপায়হীন।

বেগদর্শিন্ (পুং) বানরভেদ। (রামা° ৪।৭৬।২৯)

বেগধারণ (ক্লী) মলাদির বেগরোধ করা। [বেগ শব্দ দেখ]

বেগন (দেশজ) প্রতিকূল স্রোত। যেমন গন দেখিয়া নৌকা ছাড়া।

বেগনাশন (ক্লী) বেগস্য নাশনং যেন। শ্লেষ্মা। ইহা কর্ত্তৃক দেহের স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হইয়া মলাদির নির্গমে ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া ইহার নাম বেগনাশন।

বেগনিরোধ (পুং) বেগধারণ।

বেগনূরিন্ খাঁ কুচিন্, একজন মোগল সেনাপতি। তিনি মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের অন্যতম সেনাপতি মুইজ্জুল্ মুল্কের অধীনে খয়রাবাদ যুদ্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অতঃপর সম্রাটের রাজত্বের ৩২ ও ৩৩ বর্ষে যথাক্রমে আবুল্ মহম্মদ ও কাসিম খাঁর অধীনে তিনি তারিকীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে এক হাজার সেনা থাকিত। ১০০১ হিজিরাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

বেগম, উচ্চকুলোদ্ভব মুসলমান রমণীগণের উপাধি। সাধারণতঃ মোগল বাদশাহ পত্নীগণ এই উপাধিতে সম্মানিত হইয়া থাকে। মোগল 'বেগ' উপাধি পুংলিঙ্গে এবং 'বেগম' স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। পাঠানদিগের মধ্যে, বিবি, নিসা, খানম্, খাতুন্, বানু প্রভৃতি উপাধি বেগমের ন্যায় সম্মানসূচক। এই কারণে বেগম বা বেগম সাহেবা বলিলে সাধারণতঃ বাদশাহপত্নী, রাজ্ঞী, রাজমহিষী, নারীকেই বুঝাইয়া থাকে।

বেগমগঞ্জ, বাঙ্গালার নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী থানা আছে। স্থানীয় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি দেখা যায়।

বেগমপুর, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে কার্পাস বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

বেগমপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সোলাপুর জেলার সোলাপুর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভীমানদী তীরে অবস্থিত। এখানে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের কুমারী কন্যা বেগমের সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে। যখন অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য বিজয়ে আসিয়া এই গ্রামের অপর পারস্থ মাচানপুরে ছাউনী করিয়াছিলেন, তখন ঐ কন্যার মৃত্যু ঘটে।

বেগমপুর, যশোহর জেলার অন্তর্গত এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন গণ্ডগ্রাম। এখানে অনেক দেশীয় খৃষ্টানের বাস আছে। স্থানীয় অধিকাংশ লোকেই বস্ত্র বয়ন দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

বেগম সমরু, কাশ্মীরবাসিনী একজন মুসলমান রমণী। ইনি সামান্য নর্ত্তকী হইতে স্বীয় অসাধারণ রূপগুণে ও বুদ্ধিবলে রাজরাণী হইয়াছিলেন। ফ্রান্স রাজ্যের ট্রিভস্ পল্লীবাসী ওয়াল্টার রিনহার্ড নামক একজন ফরাসী যুবক নৌসেনাদলে সূত্রধরের কার্য্যে ব্রতী হইয়া ভারতে আগমন করেন। তৎপরে তিনি নৌবিভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানের দেশীয় সামন্তরাজগণের অধীনে অল্পকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব মীর কাসিমের অধীনে গ্রিগরী নামে যে আর্ম্মেনীয় সেনাপতি ছিলেন, রিনহার্ড শুভ অবসর দেখিয়া তাঁহার অধীনেও সেনাবিভাগে ব্রতী হন। মীর কাসেমের কৌশলে পাটনায় অবরুদ্ধ ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়া রিনহার্ড নবাবের প্রিয় হইলেন বটে, কিন্তু অচিরে ইংরাজকর্ত্তৃক নবাবের দুর্দশা ও পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া বাঙ্গালা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভরতপুররাজ দরবারে আশ্রয় লইলেন; পরিশেষে ভরতপুর সর্দ্দারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি নজফ খাঁর অধীনে সেনানায়কের কার্য্য করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে আগ্রা নগরে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল।

[নজফ খাঁ দেখ।]

কেহ কেহ বলেন, রিনহার্ড ইংরাজী সমার্স (Summers,) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ইতিহাসে তাঁহার সমরু নাম পরিচিত হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন রাজসরকারে এবং শেষকালে নজফ খাঁর অধীনে কার্য্য করিয়া বিস্তর অর্থ ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একদা তিনি কাশ্মীরের এক যুবতী নর্ত্তকীকে দেখিয়া মনোমুগ্ধ হন এবং অচিরে তাহার পাণিগ্রহণ করেন, ঐ রমণী পরে বেগম সমরু নামে খ্যাত হন।

স্বামীর মৃত্যুর পর বেগম সমরু স্বামীর অর্জ্জিত সার্দ্ধানা রাজ্যের অধীশ্বরী হন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাথলিক সিদ্ধান্ত খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় মুর্শা লে বাইসিউ নামক জনৈক ফরাসী অদৃষ্টান্বেষীকে বিবাহ করেন। এই ব্যক্তি নিজের স্বভাবদোষে প্রজাবর্গের অপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং তাহারা বিদ্রোহী হইয়া রিনহার্ডের পুত্র জাফর যাব খাঁর নেতৃত্বে বাইসিউকে নিহত করিতে অগ্রসর হয়। সুচতুরা সমরু প্রজাবর্গের মনোভাবে নিজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া কৌশলে নবপরিণীত স্বামীকে আত্মহত্যা করিতে পরামর্শ দেন। বাইসিউ নিহত হইলে, জর্জ টমাস নামক বেগমের বিশ্বস্ত একজন কর্ম্মচারী এ বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে জাফর যাবের মৃত্যু হয়। তাহার কন্যার একমাত্র পুত্র ডেভিড্ অক্টারলোনী ডাইস সোম্বুরকে বেগম সমরু স্বীয় মৃত্যুর পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। তিনি ক্যাথলিকধর্ম্মমন্দির সমূহের জন্য ও কতকগুলি বিদ্যালয়ের পোষণার্থ প্রায় তিন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

বেগম সুলতান, একজন মোগল রাজকুলললনা। আগ্রার ইতমদ্ উদ্দৌলার মস্‌জিদের পার্শ্বে ইহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান। ঐ সমাধি মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন-শিলাফলকে লিখিত আছে, সম্রাট্ হুমায়ূনের রাজত্বকালে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সমাধি হয়। ইনি শেখ কমালের কন্যা ছিলেন

বেগমহম্মদ (তোকবাই), সম্রাট্ অকবর সাহের একজন সেনানায়ক।

বেগমাবাদ, যুক্ত প্রদেশের মীরাট জেলার একটী নগর। মীরাট সদর হইতে ১৯ মাইল এবং দিল্লী হইতে ২৮ মাইল দূরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৫৫´ ২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৫৩´ ৩৫´ পূঃ শতাধিকবর্ষ হইল জোয়ালিয়র রাজমহিষী রাণী বালা বাই এখানে একটী সুন্দর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নগরের বাহিরে নগরস্থাপয়িতা নবাব জাফর আলীর প্রতিষ্ঠিত একটী মস্‌জিদ এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। নগরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ১৮৫৬ সালের ২০ বিধি অনুসারে মহলা জেলার ও পুলিশ রক্ষার জন্য কিছু রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে

বেগরাজ, বেগরাজসংহিতারচয়িতা। ইনি ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন।

বেগরোধ (পুং) বেগবিধৃতি, বেগধারণ।

"বেগরোধো ন কর্ত্তব্যশ্চান্যত্র ক্রোধবেগতঃ" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)
ক্রোধবেগ ভিন্ন অন্য কোন বেগধারণ করা কর্ত্তব্য নহে।

[বেগ শব্দ দেখ]

বেগবৎ (ত্রি) বেগোঽস্ত্যস্যেতি বেগ মতুপ্ মস্য বত্ব। ১ বেগবিশিষ্ট, ত্বরান্বিত, যাহার বেগ আছে।

২ বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪।৯।৫।৩)

বেগবতী, দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুর জনপদে প্রবাহিত একটী নদী। কাঞ্চীপুরের অনতিদূরে বেগবতী ও পালার নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বিল্লিবলমকে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রাচীন পল্লবরাজধানী বিবস নগর বলিয়া অনুমান করেন।

বেগবাহিন্ (ত্রি) ১ বেগে বহনশীল। ২ গঙ্গা। (রামা° ১।৪৪।৮) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বেগবাহিনী—নদীভেদ। (মার্কপু ৫৭।২১)

বেগবিঘাত (পুং) সহসা মলাদির বেগরোধ।

বেগবৃষ্টি (স্ত্রী) তীব্রবেগে বর্ষণ।

বেগসর (পুং) বেগেন সরতি গচ্ছতীতি সৃ-ট। ১ বেগগামী অশ্ব। পর্য্যায়—অশ্বতর, বেসর। (হেমচন্দ্র)

(ত্রি) ২ বেগগামী, যে ত্বরিত গমন করে।

বেগাতিগ (ত্রি) বেগাতিশয়। বেগবশে যে অতিক্রম করিয়া যায়।

বেগানা (হিন্দী) অজানিত।

বেগানিল (পুং) বেগবিশিষ্ট বায়ু। প্রবল বায়ু, ঝড়।

বেগায়ম্মাপেট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। দ্রাক্ষারাম হইতে ২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং রামচন্দ্রপুরের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ গ্রাম্যদেবীপীঠের সন্নিকটে বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

বেগার (দেশজ) ১ বিনা বেতনে কার্য্য করা। ২ অনর্থক পরিশ্রম করা।

বেগিত (ত্রি) বেগঃ সঞ্জাতোঽস্য তারকাদিত্বাদিতচ্ (পা ৫।২। ৩) বেগবিশিষ্ট, যাহার বেগ জন্মিয়াছে।

বেগিন্ (ত্রি) বেগ অস্ত্যর্থে বেগ ইনি। ১ বেগবান্, যাহার বেগ আছে। পর্য্যায়—জবনাকারিক, জাঙ্ঘিক, তরস্বী, ত্বরিত, প্রজবী, জবন, জব। (পুং) শ্যেনপক্ষী, চলিত বাজপাখী। (রাজনি°)

বেগিন (পুং) কথাসরিৎসাগর বর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

(কথাসরিৎ সাগর ৩৭।৮৪)

বেগিহরিণ (পুং) বেগী বেগবান্ হরিণঃ। শ্রীকাশী মৃগ।

বেগী (পেদ্দবেগী), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইল্লোর নগরের ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সাধারণের বিশ্বাস বেঙ্গীর তেলিঙ্গ রাজগণ প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দে চালুক্য-বিজয়ের পর হইতেই ঐ বংশের প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া আইসে। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রফলকে ঐ বংশকে শালঙ্কায়ন-রাজবংশ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়।

শিলালিপি প্রমাণে আরও জানা যায় যে, বেঙ্গীরাজ্য দাক্ষিণাত্যের একটী অতি প্রাচীন জনপদ, পল্লবগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজগণের সহিত ইহাদের নৈকট্য সূচিত হইয়া থাকে। প্রত্নতত্ত্ববিদ বুর্ণেলের মতে, এই রাজ্য খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। চালুক্যরাজগণ কর্ত্তৃক বেঙ্গীর অধঃপতন সাধিত হইলে পর কাঞ্চীপুরই পল্লবরাজগণের রাজধানী হইয়া পড়ে।

উপরি উক্ত পেদ্দবেগী নগরই যে প্রাচীন রাজধানী ছিল, এ কথা ঠিক বলা যায় না, কেন না, উহারই নিকটে চিন্নাবেগী আর একটী গ্রাম দেখা যায়। বেগী নগরের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে বেগুলক গ্রাম পর্য্যন্ত পুরাতন অট্টালিকাদির ভিত্তি ধ্বংসস্তূপ পতিত রহিয়াছে। উহা প্রায় পেদ্দবেগী ও চিন্নাবেগী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন বেঙ্গী রাজধানীর সমৃদ্ধকীর্ত্তি। উহা হইতেই নগরের প্রাচীন বাণিজ্য সমৃদ্ধি ও শ্রীসৌন্দর্য্যের কল্পনা হইতে পারে। কিংবদন্তী আছে, মুসলমানগণ বেগী ও বেগুলকের ধ্বংসপ্রায় মন্দিরাদির প্রস্তর লইয়া ইল্লোরের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বেগুণ (দেশজ) স্বনামখ্যাত বার্ত্তাকু ফল বার্ত্তাকী।

বেগুনি, স্বনামপ্রসিদ্ধ বর্ণবিশেষ। সাধারণতঃ বেগুণের ন্যায় যে রঙ হয়, তাহাকেই বেগুনি রঙ বলা হইয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Violet Colour বলে। লাল ও নীল রঙের মিশ্রণে এই রঙের উৎপত্তি। চীন দেশে এক প্রকার বেগুনি রঙ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা চিত্রবিদ্যায় Chinese Violet নামে পরিচিত। চীনের সাদাবর্ণের সহিত সবুজ মিশাইলে এই রং হয়।

বেগুসরাই, বাঙ্গালার মুঙ্গের জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৫° ১৫ হইতে ২৫° ৪৬´ ৩০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫১´ ৪৫ হইতে ৮৬° ৩৫´ পূর্ব্বমধ্য। ভূপরিমাণ ৭৬৯ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১৬১৩ খানি গ্রাম আছে। তেঘরা ও বেগুসরাই থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানে নানা প্রকার শস্যের চাস হয়। মুঙ্গেরের অধিকাংশ নীলকুঠির নীল এখান হইতে উৎপন্ন। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে এখানে তিনটী ফৌজদারী ও রাজস্বের কাচারী আদালত ছিল।

উৎপলাচার্য্যের পুত্র এবং রঙ্গাচার্য্যের পুত্র রামভদ্রের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

বেঙ্কটগিরি, দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লূর জেলার একটী তালুক, ভূপরিমাণ ৫২৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। বেঙ্কটগিরি তালুক ও তন্নামক জমিদারীর বিচার সদর। অক্ষা° ১৩°৫৭´৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৭´২০´´ পূঃ। এখানে একজন ডেপুটী তহশীলদার আছেন।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ২১১৭৷০ বর্গমাইল। সমগ্র বেঙ্কটগিরি, দর্শি পোদিলী, পোলূরতালুক, গুডূর কনিগিরি ও আত্মোন তালুকের কতকাংশ লইয়া এই বিস্তৃত জমিদারী গঠিত। এখানকার জমিদারগণ গবর্মেণ্টকে বার্ষিক ২৭৫৩১৯৲ টাকা পেষকস্ দিয়া থাকেন। এই জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা হইতে বর্ত্তমান বংশধর ২৮ পুরুষ।

বেঙ্কটগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরআর্কট জেলার চিত্তুর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পালমনের যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন দেবমন্দির এবং সেই মন্দির সান্নিধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে। লোকের বিশ্বাস পুষ্করিণীটী পুণ্যতোয়া এবং তাহাতে মানসিক করিয়া স্নান করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

বেঙ্কটগিরি, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডশৈল, এইস্থান দেবতাদিগের পুণ্যক্ষেত্র। বেঙ্কটাদ্রি ও বেঙ্কটাচল নামে খ্যাত। গরুড়পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, ভবিষ্যোত্তরপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতির অন্তর্গত বেঙ্কটগিরিমাহাত্ম্যে বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্য বা বেঙ্কটাদ্রিমাহাত্ম্যে এই স্থানের বিশেষ পরিচয় আছে।

বেঙ্কটগিরিকোট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরআর্কট জেলার পালমনের তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এক সময়ে এই স্থান সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল। এখানে পোলেগারগণ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বেঙ্কটগিরিনাথ, ষষ্ঠীক্রমতত্ত্বদীপিকা রচয়িতা শ্রীনিবাসদাসের গুরু। ইনি বেঙ্কটেশ নামেও পরিচিত।

বেঙ্কটগুরু, বাধূল, তত্ত্বসংগ্রহদীপিকা নামে তত্ত্বার্থদীপিকাটীকা প্রণেতা। ইনি শ্রীশৈলদেশিকের (শ্রীনাথের) পুত্র।

বেঙ্কটনাথ, দর্শনির্ণয়রচয়িতা। রঙ্গনাথের পুত্র এবং সরস্বতী ভক্তের পৌত্র। ২ শরণাগতিদীপিকা-রচয়িতা। ৩ অশৌচশতক, গৃহরত্ন ও বিবুধকর্ণভূষণ নামক ভট্টীকা, দর্শনির্ণয়, পিতৃমেধসার ও স্মৃতিরত্নাকর নামকগ্রন্থপ্রণেতা। রঙ্গনাথের পুত্র। ৪ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মধ্যগত রামানুজদর্শনোক্ত একজন প্রাচীন পণ্ডিত। ৫ অভয়প্রদানসার, অভয়প্রদান, অষ্টশ্লোকীসার, গোপালবিংশতি, নিক্ষেপরক্ষা, প্রমাণমালিকা ও সচ্চরিত্ররক্ষা এবং গোপালপঞ্চাশৎ ও দয়াশতক প্রণেতা। ৭ প্রহ্লাদবিজয়কাব্য-প্রণেতা। ৮ ব্রহ্মানন্দগিরিবিরচিত ভগবদ্গীতার টীকার টিপ্পনী-কার। ৯ যমুনাচার্য্যকৃত স্তোত্রের টীকাকার।

বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য্য, ১ অধিকরণসংগ্রহ, তত্ত্বমুক্তাকলাপ, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, পাদুকাসহস্র, যাদবাভ্যুদয়কাব্য, শতদূষণী, সংকল্পসূর্য্যোদয় ও সুভাষিতনীবি নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি দ্রাবিড়বাসী এবং খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ২ যতিরাজসপ্ততিপ্রণেতা। ৩ হয়গ্রীবস্তোত্ররচয়িতা।

বেঙ্কটপতি দেবরায়, দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু নরপতি। বিদ্যানগরী ইঁহার রাজধানী ছিল।

বেঙ্কটপুর, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার ভীমবরম তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ৭০০ সাত শত বৎসরের প্রাচীন একটী দেবমন্দির আছে। স্থলপুরাণে ঐ দেবমূর্ত্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার উত্তঙ্করাই তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বেঙ্কট-বাজপেয়িন্, ১ স্তবকারিকা প্রণেতা। ২ প্রায়শ্চিত্ত-শতদ্বয়ীরচয়িতা।

বেঙ্কটবিজয়িন্, কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত প্রণেতা।

বেঙ্কটবুধ, রাবিল্ল, চিন্নম্ভট্টপ্রণীত তর্কভাষাপ্রকাশিকার টিপ্পন-প্রণেতা। গ্রন্থান্তরে ইঁহার বেঙ্কটবুধ নাম পাওয়া যায়।

বেঙ্কটভট্ট, ১ বেতালবিংশতি প্রণেতা। ২ ভোঁসলবংশাবলী রচয়িতা। ৩ অমরশব্দবিবেকের গূঢ়ার্থপ্রকাশিকানাম্নী টীকাকর্ত্তা।

বেঙ্কট-যজ্বন্, ১ কালামৃত ও তট্টীকা প্রণেতা। এই গ্রন্থখানি জ্যোতিষবিষয়ক। কোন কোন পুস্তকে ইঁহার কর্ণামৃত নাম পাওয়া যায়। ২ যতিপ্রতিবন্দনখণ্ডনরচয়িতা।

বেঙ্কট-যোগিন্, ক্রিয়াযোগরামতারকমন্ত্রটীকা প্রণেতা।

বেঙ্কটরাজ, চতুঃষষ্টিভূষণপ্রকরণ প্রণেতা।

বেঙ্কটরাজ দীক্ষিত, চম্পূরামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড রচয়িতা।

বেঙ্কটরাম, ন্যায়কৌমুদী প্রণেতা।

বেঙ্কটরায়, সর্ব্বপুরাণার্থসংগ্রহকার।

বেঙ্কটরায়, ১ বিজয়নগরের একজন রাজা। অচ্যুতরায়ের পুত্র। [বিজয়নগর দেখ।]

২ নরগুণ্ডের একজন সামন্ত রাজা। টিপু সুলতান ইঁহার নিকট অধিক কর চাওয়ায় ইনি প্রথমে মহারাষ্ট্র ও করাসী পক্ষে সাহায্য প্রার্থনা করেন। টিপু নানা ফড়নবিসের কথা অগ্রাহ্য করিয়া নরগুণ্ড আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বেঙ্কটরায় পরাজিত ও

বন্দী হন এবং তাঁহার কন্যা টিপুর অন্তঃপুরে নীত হয় (১৭৮৫ খৃঃ)। এই যুদ্ধে টিপুর সৈন্য বাসবর্ত্ত অধিকার করে।

বেঙ্কট শর্ম্মা, শব্দার্থচিন্তামণিপ্রণেতা।

বেঙ্কট শাস্ত্রিন্, অদ্বৈতানন্দলহরীপ্রণেতা।

বেঙ্কটশিষ্য, বেদান্ততত্ত্বসারচয়িতা।

বেঙ্কটসমুদ্রম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরআর্কট জেলার পাল্মনের তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে পোলেগার দিগের প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির আছে।

বেঙ্কটসুব্বা শাস্ত্রিন্, ভাবামঞ্জরী প্রণেতা।

বেঙ্কটাচল সূরি, ১ সুবোধিনী নাম্নী কাব্যপ্রকাশটীকারচয়িতা। ২ সুধাপুর নামক টিপ্পনপ্রণেতা। এই গ্রন্থখানি ভাস্করাচার্য্য-কৃত শিবাদ্বৈতাৎরণতনাম গ্রন্থের টীকা।

বেঙ্কটাচল, দাক্ষিণাত্যের উত্তরআর্কট জেলার তিরুপতির অন্তর্গত একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। [বেঙ্কটাগিরি দেখ।]

বেঙ্কটাচলেশ্বর, বেঙ্কটগিরিস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

বেঙ্কটাচার্য্য, ১ বেঙ্কটাচার্য্যবাদার্থ নামক ন্যায়শাস্ত্রচয়িতা। ২ বাদবাভ্যুদয় ও বেঙ্কটেশ্বরমাহাত্ম্য প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তেলগু ভাষায় লিখিত।

বেঙ্কটাদ্রি, ১ বেঙ্কটাগিরি। ২ একজন মহারাষ্ট্র সর্দ্দার, রাম-রাজের ভ্রাতা।

বেঙ্কটাদ্রিনাথ, শিবগীতাটীকাকার। ইনি বেঙ্কটাদ্রি নামক বা বেঙ্কটেশ্বর নামেও পরিচিত ছিলেন।

বেঙ্কটাদ্রিপালেম, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর কর্ণুলজেলার মার্কাপুর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মার্কাপুর হইতে ২১। মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটী সুপ্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে। উক্ত মন্দিরগাত্রে বিজয়নগররাজ বেঙ্কটপতির রাজ্য-কালে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজবংশের রাজা রামদেবেরও একখানি শিলালিপি ঐ মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায়।

বেঙ্কটাদ্রি ভট্ট, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন পণ্ডিত। তিরুমল ভট্টের পিতা।

বেঙ্কটাদ্রি যজ্বন্, একজন পণ্ডিত। সুবভট্টের পুত্র এবং ন্যায়মালিকাপ্রণেতা সোমনাথ ভট্টের ভ্রাতা।

বেঙ্কটাদ্রি রায়স, অশৌচনির্ণয় বা স্মৃতিকৌস্তুভ প্রণেতা।

বেঙ্কট যেশব রায়, একজন মহারাষ্ট্রবীর। ইনি বিজাপুররাজের সেনাপতি ছিলেন।

বেঙ্কটেশ, ১ জৈমিনিসূত্রটীকা-প্রণেতা। গঙ্গাধরের পুত্র। ২ স্মৃতিসংগ্রহ ও অবধূতোক্ত অশৌচ নামক দুইখানি গ্রন্থপ্রণেতা। ৩ কালচক্রাত্মক, তাজিকসার, ভাবকৌমুদী, মুহূর্ত্তচিন্তামণি, যোগার্ণব ও সর্ব্বার্থচিন্তামণি নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৪ চতুঃ-শ্লোকীটীকাপ্রণেতা। ৫ বৃত্তরত্নাবলী প্রণেতা। ৬ স্মৃতিসংগ্রহ-প্রণেতা। ৭ স্মৃতিসারসংগ্রহরচয়িতা। ৮ হংসসন্দেশকাব্য প্রণেতা। ৯ শ্রীনিবাসবিলাসচম্পূ প্রণেতা।

বেঙ্কটেশ, দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ। এই দেবতার মন্দির দাক্ষিণাত্যবাসীর পরম পবিত্র তীর্থ, এখানে প্রতিবৎসর বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। আদিত্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বরাহপুরাণের অন্তর্গত বেঙ্কটেশ মাহাত্ম্যে ইহার বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত আছে।

বেঙ্কটেশকবচ, ধারণীয় মন্ত্রবিশেষ। [illegible] এই কবচের বিষয় বর্ণিত আছে।

বেঙ্কটেশ কবি, উন্মত্তপ্রহসন, কৃষ্ণরাজবিজয়, [illegible] অদ্ভুতপ্রবন্ধপ্রহসন, রাঘবানন্দনাটক, রামানুজদয় [illegible] বেঙ্কটেশ্বরীয় কাব্যপ্রণেতা।

বেঙ্কটেশ শোভবোল, কৃষ্ণামৃততরঙ্গিকা-রচয়িতা। গাঙ্গাধরের পুত্র ও বিনায়কের শিষ্য।

বেঙ্কটেশপণ্ডিত, ১ আত্মচন্দ্রিকা-রচয়িতা। ২ সন্মার্গদর্শন প্রণেতা।

বেঙ্কটেশপুত্র, ত্রিপথগানাম্নী পরিভাষেন্দুশেখরটীকাপ্রণেতা

বেঙ্কটেশ্বর, ১ বাঘরাজ্যাভ্যুদয়নাটক প্রণেতা। ২ বেঙ্কটেশ প্রহসনরচয়িতা।

বেঙ্কটেশ্বর কৌণ্ডিন্য, সাহিত্যবিদ্বৎকবিপ্রমোদক ও সরিতা নাম্নী পতঞ্জলচরিতটীকাপ্রণেতা। দক্ষিণামূর্ত্তির পুত্র ও রামচন্দ্রের শিষ্য। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। কুপ্পুস্বামীন্ পতঞ্জলিচরিতের অনুক্রমণিকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বেঙ্কটেশ্বর দী.ক্ষিত, আশীঃপ্রয়োগ, দর্শপূর্ণমাস প্রয়োগ, বৌধায়নকর্ম্মান্তসূত্রমীমাংসা, বৌধায়নচয়নসূত্রক্রমণি, বৌধায়ন মহাগ্নিচয়নপ্রয়োগ, বৌধায়নসূত্রমীমাংসা, বৌধায়নসোমপ্রয়োগ ও টুপ্‌টীকার বার্ত্তিকাভরণ নামক টিপ্পনরচয়িতা।

বেকপ্প, কামবিলাসভাণরচয়িতা।

বেকপ্পয্য, প্রধান, অলঙ্কারমণিদর্পণ এবং চিদদ্বৈতকল্প ও চিৎ দ্বৈতকল্পবল্লী নামক তিনখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

বেকয্য প্রভু, কুশলচম্পূরচয়িতা।

বেঙ্কাজী, মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইনি শিবাজীর অনুকূলে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বেঙ্গদহ, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী। সোবনালী নামে খ্যাত।

বেঙ্গল (ইংরাজী) বাঙ্গালা দেশ। [বাঙ্গালা দেখ।]

এই উপবিভাগে ৭টী থানা এবং ১টী দেওয়ানী ও ৩টী ফৌজদারী বিচারাদালত আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬°৩০´৫০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৯´ পূঃ। কৃষ্ণা নদীর উত্তরকূলে মছলী-পত্তন বন্দর হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। মান্দ্রাজ, কলিকাতা, হয়োয়া, মছলীপট্টম্, কোকনাড়া, রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি নগরের সহিত এখানকার বাণিজ্য বিনিময় চলিয়া থাকে। এই স্থান বর্ত্তমান সময়েও দক্ষিণভারতের একটী বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত।

ইতিহাসে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রাচীন রাজবংশসমূহের কীর্ত্তিকলাপ অনুসরণ করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, খৃষ্টজন্মের সমসাময়িক কালেই এতদঞ্চলে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এখানে বেঙ্গীরাজগণের দণ্ডকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ বেঙ্গীরাজগণ একসময়ে বেঙ্গী-রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ৬১৫ ৭ অব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে কল্যাণরাজ কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন তাঁহার চালুক্যসৈন্য লইয়া এই রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক এখানে পূর্ব্ব-চালুক্যরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং ভারতভ্রমণকালে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে এই নগরের পূর্ব্বশিলা সঙ্ঘারামে কএকমাস বাস করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১০২৩ খৃষ্টাব্দে চোলরাজগণ 'বেঙ্গীদেশ' অধিকার করিয়া ১২২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। অতঃপরে তাঁহাদের নিকট হইতে বরঙ্গলের গণপতিরাজগণ এতাঞ্চল জয় করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ গণপতিদিগকে পরাভূত করিয়া রাজ্যা-ধিকার করেন। মুসলমানশক্তির হ্রাস ঘটিলে স্থানীয় রেড্ডী বা সর্দ্দারগণ অভ্যুত্থিত হইয়া এতদ্দেশে আপন শাসনদণ্ড বিস্তার করেন। তাঁহারা কোণ্ডবিড়ুতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১৪২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। উক্ত সনেই গোলকোণ্ডার কুতবশাহীবংশীয় মুসলমানরাজ রেড্ডিদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন।

বাস্তবিক এই সময় হইতে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এতদ্দেশের কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে এখানে মুসলমানরাজের শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তথাকার অন্য কোন হিন্দুরাজবংশ পুনরায় এই স্থান অধিকারপূর্ব্বক হিন্দু শাসনাভক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, তাহা জানিবার বিশেষ উপায় নাই।

আমরা হিন্দুরাজগণের বংশমালা হইতে জানিতে পারি যে, ঐ সময়ের প্রথমাংশে লাঙ্গুলিয়া নামক কোন গজপতিরাজ এখানকার রাজা হন। তদনন্তর দুইজন বিজয়নগরপতি এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পুনরায় এখানে গজপতি-রাজবংশীয় ৪ জন রাজা যথাক্রমে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। অতঃপর ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণদেবরায় গজপতিরাজকে পরাস্ত করিয়া এই রাজ্য অধিকার করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়নগরপতিকে পরাজিত করিয়া এই রাজ্য পুনরায় হস্তগত করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী কোণ্ডপল্লীর গিরিদুর্গেই মুসলমানদিগের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। পরে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ইহা ইংরাজ দখলে আইসে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আবশ্যকতা না দেখিয়া তাঁহারা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বাধ্য হন।

এখানে প্রত্নতত্ত্বের ও স্থাপত্যশিল্পের অনেক আদরণীয় নিদর্শন পতিত আছে। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এই স্থানকে ধনাককট (ধান্যকটক) বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধযুগের অনেকগুলি পাষাণগুহামন্দির ও প্রাচীন হিন্দু শাসনকালের অনেক প্যাগোডা বিদ্যমান দেখা যায়। নগরের পশ্চিমের পর্ব্বতকে তথাকার লোকে ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের পৌরাণিক যুদ্ধের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এখানে কৃষ্ণা নদীর উপর যেখানে এনিকাট নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার স্থানে এবং খাল কাটিবার কালে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বহুসংখ্যক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নিম্নে বেজবাড়ার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল :—

১ নগরের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত "পূর্ব্বশিলা" বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের সোপানশ্রেণী।

২ পশ্চিমের ইন্দ্রকীলাদ্রি শৈলের পাদ্রপোথিত কীর্ত্তিনিচয়। এই পর্ব্বতকে তথাকার লোকে অর্জ্জুনকোণ্ড এবং ইংরাজগণ Telegraph Hill বলে।

৩ পূর্ব্বশৈলশৃঙ্গে প্রাপ্ত দানাদার পাথরের একটী বুদ্ধমূর্ত্তি।

৪ পশ্চিমশৈলের পশ্চিম প্রান্তে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি।

৫ পশ্চিম পার্শ্বস্থ শৈলোপরিস্থ কতকগুলি শিলালিপি।

৬ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবকালে প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর, অর্জ্জুন, কনকদুর্গা মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন ফলকলিপিসমূহ।

৭ শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ স্তম্ভরাজি, মণ্ডপ ও তৎপার্শ্বস্থ প্রতিমূর্ত্তি নিচয়।

৮ ক্ষুদ্রাকার কতকগুলি গুহামন্দির ইত্যাদি।

বর্ত্তমান নগরের নিম্নস্থ মৃত্তিকাস্তরে স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে

বৌদ্ধযুগের ইতিহাসের অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। নগরের উত্তরাংশে একটী প্রাচীন দুর্গেরও নিদর্শন রহিয়াছে। মল্লেশ্বর স্বামীর মন্দিরে ১৩৩১ শকে রেড্ডিসর্দারগণের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই স্থানের নাম শ্রীবিজয়বাড়পুর লিখিত আছে।

বেজাখাঁ, সিন্ধুপ্রদেশের একজন বিখ্যাত দস্যুসর্দার। ইনি জাতিতে মুসলমান। দস্যুবৃত্তি তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না। তাঁহার দয়া অপরকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিল, এমন কি, সাধারণে তিনি পরম দয়াবান্ যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সর চার্লস নেপিয়ার তাঁহার পৈতৃকরাজ্য পুলাজীগড় আক্রমণে উদ্যোগী হইয়া কাপ্তেন টেট্কে ৫০০শত অশ্বারোহী এবং লেপ্টনাণ্ট ফিট্সজিরাল্ডকে ২০০ উষ্ট্রারোহী-সেনাসহ পার্ব্বত্যপ্রদেশ বিজয়ে পাঠাইয়া দেন। ইংরাজ সেনানীদ্বয় মরুপ্রদেশ পার হইয়া দেখিলেন বেজা খাঁ সুসজ্জিত সেনাদলসহ ইংরাজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। উভয় দলের সংঘর্ষে টেট্ পরাস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। এই সময় বেজাখাঁ এই স্থানের ইন্দারা-সমূহ মৃত্তিকাদ্বারা ভরাট করিয়া দেন, কিন্তু ইংরাজের সৌভাগ্য-ক্রমে একটী হ্রাক পড়িয়া যায়, তাহা হইতে জলসংগ্রহ করিয়া কতক ইংরাজসৈন্য প্রাণ পায়।

বেজা খাঁর এই জয়লাভে চারিদিক্ হইতে মুসলমানগণ বেজার দুর্গে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল এবং তাহারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিল যে আমীর শের মহম্মদকে আনিয়া তাহারা পুনরায় সিন্ধুরাজ্য স্থাপন করিবে।

এদিকে দুম্‌কী ও জাকরাণী জাতি সীমান্তে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই সময়ে শিকারপুরে ৬৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সেনাদলেও বিদ্রোহিতার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিল। তাহা দেখিয়া, সর চার্লস বিলম্বে কার্য্যহানি হইবে জানিয়া স্বয়ং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী বিদ্রোহীদিগকে দণ্ড দিবার উদ্দেশে গমন করিলেন। ব্রিগেডিয়ার হাণ্টার অল্পকালের মধ্যেই শিকার-পুরের সিপাহীদিগকে দণ্ডিত করিলেন। কাপ্তেন সল্টার দরিয়া খাঁর অধীনস্থ সাত শত জাকরাণী দস্যুকে পরাস্ত করিলেন, ঠিক ঐ সময়ে কাপ্তেন বেকন বেজা খাঁর পুত্রের অধীনস্থ সেনা-দিগকে উচ্ছেদ করেন।

ইংরাজের মিত্র সর্দার বুলিচাঁদ এই সময়ে পুলাজীদুর্গে বেজা খাঁকে পরাস্ত করিয়া বিজয়লক্ষ্মী লাভ করেন। উপর্য্যুপরি এইরূপ তিনটী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বেজা খাঁ ক্রোধে অধীর হইয়া উক্ত পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বে গমন করিলেন। এদিকে সল্টার উত্তের অভিমুখে রহিলেন এবং বেকন ও বুলী চাঁদ পুনরায় পুলাজীদুর্গ আক্রমণ করিলেন। এদিকে নেপিয়ারও সদলে যাইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। তখন উপায় না পাইয়া বেজা খাঁ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

বেজানী (স্ত্রী) বিজ-অচ্ ভয়ানন্তীতি আ-নী-ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। সোমরাজী। (শব্দচন্দ্রিকা)

বেজাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকান্থা রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। সংস্কৃত নাম বিজয়পুর। কচ্ছরাজ্য, পঞ্চমহল ও বড়োদারাজ্যের স্থানে স্থানে অনেকগুলি বেজাপুর, বিজাপুর বা বিজয়পুর আছে। [বিজাপুর দেখ।]

বেজিত (ত্রি) বিজ ণিচ্ ক্ত। ভীত, কোপিত, ভয়প্রাপিত, ভয়কম্পিত।

বেজী (দেশজ) নকুল, নেউল, বেজী।

বেজিলৈ বীর, পল্লবাড়ীর একজন সামন্তরাজ। ইনি উদৈয়ার শ্রীরাজেন্দ্র চোল দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

বেট্ (পুং) স্বাহাকার শব্দ। যজুর্ব্বেদে বেট্ শব্দ স্বাহা বাচক।
(শুক্লযজুঃ ১৭,১৫)

বেটক (পুং) মাধবদেবের পিতা। (নৈষধটী)

বেটবৎ (ত্রি) বেটযুক্ত।

বেটা (দেশজ) ১ পুত্র, সুত। ২ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ।

বেট্টচন্দন (ক্লী) শ্রীখণ্ডচন্দন ভিন্ন অন্য চন্দন। মহারাষ্ট্র বেট্টশ্রীখণ্ড, কর্ণাট বেট্টপচ্ছেগন্ধ। এই চন্দন মলয় পর্ব্বতের সমীপস্থ বেট্টগিরি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম বেট্ট-চন্দন; ইহা দেখিতে আর্দ্র অর্থাৎ ভিজা কাঠের ন্যায় এবং কাঁটা কাঁটা।

"মলয়াদ্রিসমীপস্থাঃ পর্ব্বতা বেট্টসংজ্ঞিতাঃ।
তজ্জাতং চন্দনং যত্তদ্বেট্টবাচ্যং কটুচন্দনম্।"

'তচ্চ সার্দ্রচ্ছিদ্রং মলয়াদ্রিসমীপস্থবেট্টগিরিজত্বাদ্বেট্ট-মিত্যুচ্যতে।' (রাজনি°)

ইহার গুণ—তিক্ত, অতিশীতল এবং দাহ, পিত্ত, জ্বর, বিষ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ ও উৎকাস প্রভৃতি রোগনাশক।

বেট্টা (দেশজ) রজ্জু, রশি, পাটের দড়ি।

বেড় (ক্লী) ১ শাত্রবিচ্ছিন্নচন্দন, বেকচন্দন। ২ বেষ্টন, বৃতি, বের। ৩ বৃক্ষের পরিধি। ৪ বাগীচা কিম্বা শস্যাদিক্ষেত্রের বের।

বেড়সা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার মাবল তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে অনেক গুলি বৌদ্ধ গুহামন্দির বিদ্যমান আছে।

বেড়া (স্ত্রী) ১ নৌকা। (হেমচন্দ্র) ২ খড়্‌রা ঘরে ব্যবহৃত

বাঁশ কিম্বা বল প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত বেড়। ৩ ক্ষেত্রের বের বা বেড়া।

বেড়ান (দেশজ) ভ্রমণ, চলন, পর্য্যটন।

বেড়ী (দেশজ) ১ শৃঙ্খল, পাদবন্ধনীয় লৌহপাশ। ২ স্থালী ধারণার্থলৌহযন্ত্রবিশেষ, চলিত বাউলী। ৩ কেশবিন্যাসবিশেষ, থর।

বেড়ে (দেশজ) ১ উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয়। ২ হ্রস্ব, খর্ব্ব।

বেঢমিকা (স্ত্রী) কৃতান্নভেদ, রোটিকাবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী চলিত রাধাবল্লভীর ন্যায়।

"মাষপিষ্টিকয়া পূর্ণগর্ভা গোধূমচূর্ণতঃ।

রচিতা রোটিকা সৈব প্রোক্তা বেঢমিকা বুধৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

বিরূব মাষকলাই বাটিয়া উহা গোধূমচূর্ণের দ্বারা প্রস্তুত গুটিকার মধ্যে পুরিয়া দিয়া যদি রোটিকা প্রস্তুত করা যায়, তবে তাহাকে বেঢমিকা বলে। (রোটী বেলিবার সময় এরূপ কৌশলে বেলিতে হইবে যেন উক্ত নিষ্পিষ্ট কলাই কোন রকমে বাহিরের দিকে না আসে)। ইহার গুণ—উষ্ণ, সন্তর্পক, গুরু, বৃংহণ, শুক্রপ্রদ, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রোচক, বাতঘ্ন, মূত্রনিঃসারক, এবং স্তম্ভ, মেদঃ, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক। আর অর্শঃ, অর্দ্দিত ও শ্বাসরোগ এবং যকৃৎশূলনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

বেঢ়ল (ব্রজবুলি) বেষ্টিল, বেড়িল। (গোবিন্দদাস)

বেণ[ন] ১ গতি। ২ জ্ঞান। ৩ চিন্তা। ৪ নিশামন, প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। ৫ বাদিত্রগ্রহণ, বাজাইবার জন্য বাদ্যযন্ত্র লওয়া। ভ্বাদি° উভ° সক° সেট্‌°। লট্‌ বেণতি তে। লিট্‌ বিবেণ ণে। লুট্‌ বেণিতা। লুঙ্‌ অবেণীৎ, অবেণিষ্ট। সন্‌ বিবেণিষতি-তে। যঙ্‌ বেবেণ্যতে বেবেণ্টি। ণিচ্‌ বেণয়তি। অবিবেণৎ।

বেণ[ন] (পুং) বেণ-অচ্‌। ১ বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ, এই জাতি বৈদেহক হইতে অম্বষ্ঠীতে জাত।

"বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে।" (মনু ১০।১৯)

২ সূর্য্যবংশীয় চতুর্থ নৃপতি, পৃথু রাজার পিতা। (বিষ্ণুপুরাণ)

[বেন দেখ।]

স্ত্রিয়াং টাপ্‌ বেণা। ৩ নদী বিশেষ। ৪ তৃণবিশেষ, উশীর, বীরণ।

বেণ, পঞ্জাবের হুসিয়ারপুর ও জালন্ধর জেলায় প্রবাহিত একটী মন্দস্রোতা নদী। কর্পূরথলা রাজ্যে প্রবাহিত বেণনদী হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য-নির্দ্দেশ জন্য তদ্দেশবাসী লোকে ইহাকে পূর্ব্ববেণ বা সাফেদবেণ বলিয়া থাকে। শিবালিক পর্ব্বতপাদনিঃসৃত কয়েকটী স্রোত একত্র মিলিত হইয়া এই নদীতে পরিণত হইয়াছে। হুসিয়ারপুর ও জালন্ধর জেলার সীমারূপে অবস্থানকালে উত্তর-পূর্ব্ব দিক্‌ হইতে কতকগুলি পার্ব্বত্যস্রোতস্বিনী ইহার কলেবর পূর্ণ করিয়াছে। মলকপুর নগরের নিকটে ইহা পশ্চিমমুখী পড়িতে অগ্রসর হইয়া সমতলক্ষেত্রে বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিপাশা-সঙ্গমের ৪ মাইল উত্তরে শতদ্রুতে মিশিয়াছে। জালন্ধর-সেনা-নিবাস হইতে ৩ মাইল দূরে এই নদীবক্ষে একটী সেতুনির্ম্মিত আছে, ঐ সেতুর উপর দিয়া গ্রাণ্ড্‌ট্রাঙ্ক রোড গিয়াছে। শীতঋতুতে এই নদীর স্রোত অনেক কম থাকে এবং তৎকালে পারাপার হইবার সুবিধা আছে। এই নদীর উভয়কূল উচ্চ হওয়ায় এখান হইতে খাল কাটিয়া নিকটবর্ত্তী শস্য-ক্ষেত্রে জল লওয়া যায় না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে "পারসীক চক্র" নামক যন্ত্রদ্বারা ক্ষেত্রাদিতে জলদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পশ্চিম বা কৃষ্ণ (সিয়াহ) বেণ শিবালিক পর্ব্বতের নিম্নস্থ পরগণা হইতে উদ্ভূত। হুসিয়ারপুর ও কপূরথলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা শতদ্রু ও বেয়াসসঙ্গমের ৫ ক্রোশ উত্তরে বিপাশা নদীতে মিশিয়াছে। কপূরথলারাজ্যের সুলতানপুরের উত্তরে এই নদীতে সেতু আছে।

২ পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। সুকুচক নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দ্বারা এই নদীর কলেবর পরিপুষ্ট। গুরুদাসপুর হইতে সমরুপক ও শিয়ালকোট আসিয়া এই নদী দেরা-নানকের অপরপারে ইরা বতীতে মিলিত হইয়াছে। ইহার স্রোতোগতি প্রায় ৮০ মাইল গ্রীষ্মকালে একটী সামান্য জলরেখা, কিন্তু বর্ষাঋতুতে উহা পূর্ণ কলেবর ধারণ করে। ইহার জল কৃত্রিম উপায়ে ক্ষেত্রাদিতে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে।

বেণকণকোণ্ড, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রাণীবেন্নুর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। রাণীবেন্নুর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কল্লেশ্বর মহাদেবের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। স্থানীয় কল্লেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণে ৯৫৪ ও ১১২-শকে উৎকীর্ণ দুই খানি শিলালিপি আছে। নিকটস্থ পুষ্করিণীতে ১২০৬ শকে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

বেণকুলম্‌, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লী জেলার পেরম্বলূর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পেরম্বলূর নগর হইতে ১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী মন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। শিলাফলকগুলি বহু প্রাচীন সময়ে উৎকীর্ণ।

বেণগানূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিচীনপল্লী জেলার পেরম্বলূর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। স্থানীয় শিবমন্দিরটী অতি প্রাচীন ও নানা শিল্পনৈপুণ্যে পরিপূর্ণ। মন্দিরগাত্রস্থ শিলালিপি গুলিই উহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

বেণগাঁও, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোঙ্কণবিভাগের অন্তর্গত একটী

গ্রাম। এখানে সিপাহী বিদ্রোহের সুপ্রসিদ্ধ নানা সাহেব এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে পেশবা বাজীরাও তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

[বাজীরাও, পেশবা ও মহারাষ্ট্র শব্দ দেখ]

বেণগুরলা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৫ বর্গ মাইল। ১টী নগর ও ৯ খানি গ্রাম লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ইহার দক্ষিণসীমায় পর্তুগীজদিগের গোয়ারাজ্য অবস্থিত। উত্তর সীমায় পর্বতমালা বিরাজিত। তাহার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা। সেগুলি উর্বরা ও শস্যশালিনী। এখানে প্রচুর নারিকেল ও সুপারি জন্মে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উপবিভাগের বিচার সদর। সমুদ্রের উপকূলে স্থাপিত হওয়ায় ইহা বন্দররূপে গণ্য। রত্নগিরি হইতে ৮৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৫১´ ৩০´´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৮´ ৪১´´ পূ:। এখানে একটী দুর্গ আছে।

পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে বিচরণকারী নৌ-দস্যুগণ এখানে আড্ডা করিয়া থাকিত। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সাবন্তবাড়ীর সামন্তসর্দার ইহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। এখানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বন্দরের সুবিধা কএকটী আলোকবাটিকা (Vengurla port's lighthouse) নির্ম্মিত হয়। উহা বেণগুরলার রক্-লাইট হাউস হইতে স্বতন্ত্র।

উক্ত পোর্ট লাইট হাউসগুলি উপকূলের উত্তরদিকে পর্ব্বতের উপরে চূড়াকার আলোকবাটিকায় নির্ম্মিত। জোয়ারের জলরেখা হইতে উহার লণ্ঠন ২৫০ ফিট উচ্চ।

১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ এখানে একটী বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। গোয়ানগরের আটমাস অবরোধ কালে, তাহারা এই নগর হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পোতাদি পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইত। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য বণিকগণ এই নগরকে মিঙ্গুর্লা নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা এই নগরের সমৃদ্ধি ও রাস্তা ঘাটের শ্রীসৌন্দর্য্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। উক্ত বর্ষে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী এখানে সেনাদল রক্ষা করেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত তিনি সমগ্র নগর অগ্নিযোগে ভূমিসাৎ করিয়া দেন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য পুনরায় ইহাকে ভস্মসাৎ করেন। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সাবন্তবাড়ীর খেম-সাবন্ত এই নগর লুণ্ঠন করেন ও ওলন্দাজদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া ছলে ওলন্দাজকুঠিতে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা দখল করেন। খেম সাবন্তের অধিকার কালে জলদস্যুসর্দার আঙ্গ্রিয়া এই নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানী কর্তৃক বেণগুর্লায় একটী কুঠি স্থাপিত হয়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সাবন্তবাড়ীর রাণী উহা ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করেন।

বেণগুরলা রক্ লাইট হাউস ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রমধ্যোপরিস্থ একটী পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত হয়। অক্ষা° ১৫° ৫৩´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩০´ ১৫´´ পূ:। বেণগুরলার ৯ মাইল পশ্চিমোত্তরে বেণগুরলা পর্ব্বতমালা বা রক্ দ্বীপপুঞ্জ। সমুদ্রোপকূলস্থ বিস্তৃত পার্ব্বত্য দ্বীপগুলি উত্তরদক্ষিণে ৩ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ১ মাইল। সমুদ্রাভিমুখের বড় তিনটী দ্বীপের অগ্রবর্ত্তীটীর উপর এই আলোকবাটিকা স্থাপিত। ইহার লণ্ঠনের উচ্চতা ১১০ ফিট হইলেও উহার আলোকমালা প্রায় ৭২ বর্গ মাইল স্থান আলোকিত করে এবং উপকূল হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী জাহাজের উপরিতলা হইতে উহার আলোক দৃষ্টিগোচর হয়।

বেণ্[ণা]ভট্ট (পুং) বেণানদী তীরস্থ জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী।

বেণনগর, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। গোমতী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে একটী বৃহৎ স্তূপ পতিত আছে, স্থানীয় লোকে উহাকে রাজা বেণের রাজপ্রাসাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

বেণমশর্ম্মন্, একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বেদ, বেদাঙ্গ ও বিদ্যা কেন্দ্রীস্থলে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল, ইনি কৌশিকগোত্রী ছিলেন। পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় মহারাজ বিজয়াদিত্য ইহাকে গ্রামদান করিয়াছিলেন।

বেণযোনি, লতাবিশেষ (Spore lus launder)

বেণবিন্ (ত্রি) ১ বেণুযুক্ত। ২ শিব। (ভারত অনুশাসন পর্ব্ব)

বেণা, নদীভেদ। [বেণা দেখ।]

বেণা, স্বনামপ্রসিদ্ধ সুগন্ধ তৃণ, বীরণ নামে পরিচিত (Andropogon muricatus) সাধারণে ইহাকে খসখস বলিয়া জানে। হিন্দি খস, বেণা,পণ্নি, সেঁট, গাণ্ডর, অরণাবলা, পঞ্জাব—পণ্ডি, দাক্ষিণাত্যে বালে কা বাঁস, বাঙ্গালা—বালা,খস খস, কুস, সন্দের খাড়, আরব—উশীর,পারস্ত—খস, সিঙ্গাপুর—মনজ্রাকুন, ব্রহ্ম—মিয়ামোই,মরাঠী—বালা, বোম্বাই—খসখস, বালা; কচ্ছ—বালা, অযোধ্যা—ভিন, গুজরাত—বালো, সাঁওতাল—সিরোম,বণাড়ী লাবকা, মলয়ালম্—বেত্তিবের, মহন্দ্রম বের; তামিল—বেত্তিবের, ইলামিছবের, বীরণম্; তেলগু—বেত্তিবেরত, লামজ্জকমু বেরত, সংস্কৃত—উশীর, বীরণ। এই গাছ সাধারণতঃ বাঙ্গালা, ব্রহ্ম, মহিসুর, করমণ্ডল উপকূল এবং কটক বিভাগের নিম্ন জলাভূমে ও নদ্যাদির তীরে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের কুমায়ুন প্রদেশে প্রায় ২০০ ফিট পর্যন্ত উচ্চভূমে জন্মে। রাজপুতনা ও ছোটনাগপুরের গোবিন্দপুর বিভাগে ইহার চাস হয়।

বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এদেশের লোকে বেণার ব্যবহার অবগত আছে। বৈদ্যক শাস্ত্রে ইহা ঔষধি রূপে গণ্য। ইহার শিকড় সিদ্ধ করিয়া চোয়াইয়া লইলে এক প্রকার গন্ধতৈল পাওয়া যায়। উহাই খস্‌খসের আতর বলিয়া প্রসিদ্ধ। মূল হইতে নিষ্পেষণ দ্বারা অনেক কষ্টে এক প্রকার নির্য্যাস (Resin) ও তৈল (Volatile oil) পাওয়া যায়, কিন্তু উহা বিশেষ কার্য্যকর হয় না, বেণার মূল দ্বারা হাতপাখা, মাদুর, পরদা প্রভৃতি বোনা হয়। গ্রীষ্মকালে উহা জলসিক্ত করিয়া গৃহদ্বারে ঝুলাইয়া রাখিলে এক প্রকার সোঁদা গন্ধ নির্গত হয়। দারুণ রৌদ্রের উত্তাপ হইতে আসিয়া খস্‌খসের পর্দার মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রাণ শীতল বলিয়া বোধ হয়। আতর, পাখা, পরদা প্রভৃতি ব্যতীত কাগজ প্রস্তুতের জন্য বর্ষে বর্ষে প্রায় ১০ হাজার মণ বেণার মূল একমাত্র পঞ্জাবের হিসার জেলা হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শস্যাদি শস্যের মধ্যে বেণা ঘাস জন্মে। উহা ক্ষেত্রাদিতে এত সঙ্কুল হয় যে সহজে তাহা উৎপাটন করা যায় না। স্থানে স্থানে বেণার ঘাসে দড়ি পাকাইয়া দ্রব্যাদি বাঁধিয়া দেশান্তরে পাঠান হয়। অনেক স্থলে বেণার পত্রে গৃহাদি ছাওয়া হয়। ঐ ফুলের দৃঢ় দণ্ড দ্বারা পাখা, সম্মার্জ্জনী, সুন্দর বিনানি বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বর্ষা ঋতুর পর যখন ঘাস গুলি বড় হয়, তখন তাহা কাটিয়া আস্তাবলে বিছাইয়া দেয়।

বীরণ শব্দে ইহার আয়ুর্ব্বেদিক গুণ বিবৃত হইয়াছে। ইহা জল পানীয় প্রভৃতিতে দাহ পিপাসা নিবর্ত্তক শৈত্যকর দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শরীরের প্রদাহ এবং চর্ম্মোপরি বাহ্য অসহ্য তাপ দূরীকরণার্থ ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রাচীনেরা বালা, রক্তচন্দন, পদ্ম কাষ্ঠ ও বেণার মূল একত্র চূর্ণ করিয়া একটী জলপূর্ণ পাত্রে ভিজাইয়া সেই সুগন্ধ জলে স্নান করিতেন, তাহাতে শরীর শীতল হইত।

ইহা শৈত্যকারক, পিপাসা নিবারক, জ্বর, প্রদাহ ও উদর বেদনানাশক। বেঞ্জোয়িন্ (Benzoin) সহযোগে সিগারেট প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিলে মাথা ধরা সারে। বেণার পত্র ও মূল জলে সিদ্ধ করিয়া বিষম বা জীর্ণ জ্বরে রোগীকে উহার বাষ্প-দ্বারা ভাপরা দিলে প্রচুর ঘর্ম্ম উৎপাদন করে। বিসূচিকা রোগে বমনের বেগ নিবারণের জন্য ইহার দুই ফোটা আতর খাইতে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞানবিদ ডাক্তইমিস খসখস বিশ্লেষণ করিয়া ইহাতে প্রায় ধূনার ন্যায় গাঢ় লাল রঙ্গের এক প্রকার আঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহার আস্বাদ কটু বা কষায় এবং গন্ধ মৃগনাভি নামক দ্রব্যের ন্যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি ইহার মধ্যে এক প্রকার রঙ্, (যাহা জলে দ্রব হয়) অম্ল, লবণ (salt of line) অক্সাইড অব্ আয়রণ (oxide of iron) ও কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বেণি[ণী] (স্ত্রী) বী-নি বীজ্যাভ্যমিভ্যো নিঃ (উণ্ ৪।৪৮) পুংবা বয়াদিত্বাৎ ণত্বম্। ১ প্রোষিতভর্ত্তৃকাদি কর্ত্তৃক কেশরচনাবিশেষ। (ভরত) ২ বিরহিণী কর্ত্তৃক কেশবিন্যাস। (জটাধর) পর্য্যায়—প্রবেণি, বেণী, প্রবেণী, বেণিকা। ৩ জলসমূহ। (জটাধর) ৪ জলপ্রবাহ। (হেম) ৫ দেবতাড়ী, পীতঘোষা। ৬ মেষী, ভেড়ী। ৭ নদীবিশেষ।

বেণিক (পুং) জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বেণিকা (স্ত্রী) কেশবন্ধন বিশেষ, বেণি, চলিত বিউনী।

বেণিন্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বেণিবেধনী (স্ত্রী) জলৌকা, জোঁক। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বেণিমাধব (পুং) প্রয়াগস্থ পাষাণময় চতুর্ভুজ দেবমূর্ত্তি বিশেষ।

বেণিরাম, মনোরমাপদ্মিনীমনচরিত ও সুবর্ণমঞ্জুবর্ণকচরিত নামক দুই খানি গ্রন্থ প্রণেতা।

বেণিয়া (দেশজ) বণিক্। সাধারণতঃ বেণিয়া বলিলে বণিক্ জাতিকেই বুঝায়। আমাদের দেশে শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বণিক্ আছে। চলিত কথায় লোকে উহাদের "বেনে" বলিয়া ডাকে।

[তত্তচ্ছব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বেণী (স্ত্রী) কবরী, খোঁপা।

বেণারস, (ইংরাজ Benaras) বারাণসী শব্দের অপভ্রংশ।

[বারাণসী ও কাশী দেখ।]

বেণী, মধ্য প্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার তিরোহা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর, বেণগঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত। সদর হইতে ৫০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কার্পাস বস্ত্রের সামান্য কারবার আছে। ঐ কারবারী লোকেরা উত্তমরূপ কার্পেট প্রভৃতি বুনিতে জানে এবং বস্ত্রাদিতে রঙ করিতে তাহারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকে।

বেণী, বাঙ্গালার যশোর জেলার প্রবাহিত একটী নদী। কটকী ও বড়ুয়ালি খালের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহা ঝিনাইদহ হইতে দুর্গাপুরের কাছে চিত্রা নদীতে মিশিয়াছে।

বেণীগ (স্ত্রী) উশীর, বীরণ, তৃণবিশেষ, চলিত বেণা।

বেণীগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে প্রায় ২৫০০ আত্মীয় ব্যক্তির বাস। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

বেণীদত্ত, ১ ভক্তিপ্রকাশ নামক রীতিভক্তিপ্রণেতা। ২ তন্ত্র-মুক্তাবলী টীকার বালভাষা নাম্নী টীকাপ্রণেতা। ৩ পঞ্চত্রয়ী ও ছন্দোমালিকার ভাবার্থদীপিকা নাম্নী টীকাপ্রণেতা।

ও শব্দতত্ত্বপ্রকাশ নামক অভিধান ও পঞ্চবেণীসঙ্কলয়িতা। ইনি জগজ্জীবনের পুত্র এবং নীলকণ্ঠের পৌত্র। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত অভিধান খানি সঙ্কলন করেন।

বেণীদত্ত বাগীশভট্ট, তর্কসমরখণ্ডনরচয়িতা।

বেণীদত্ত তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য, অলঙ্কারচন্দ্রোদয় ও রসিক-রঞ্জিনী নাম্নী রসতরঙ্গিণীটীকা প্রণেতা। ইনি ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানি সমাপন করিয়াছিলেন। পিতার নাম বিশ্বেশ্বর এবং পিতামহের নাম লক্ষণ।

বেণীদাস, একজন বুন্দেলা সেনাপতি। ইনি মোগল সম্রাট্ শাহ জহান বাদশাহের অধীনে ৫০০ ও ২০০ অশ্বারোহী সেনাদলের নায়ক ছিলেন। উক্ত সম্রাটের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি রাজপুত হস্তে নিহত হন।

বেণীফল (ক্লী) দেবদাল ফল, পীতঘোষাফল।

বেণীমাধব, ১ শব্দরত্নাকর নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ২ হোলি-কোৎপত্তি-রচয়িতা।

বেণীমাধব, প্রয়াগস্থ দেবমূর্ত্তিভেদ। বেণীমাধবের দর্শন পুণ্যজনক।

বেণীমূলক (ক্লী) উশীর, বীরণ।

বেণী রসুলপুর, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। কঙ্কাই নদীতীরে অবস্থিত। পূর্ণিয়া সহর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১০ ক্রোশ। অক্ষা° ২৫°, ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৫২´ পূঃ। এখানে সমৃদ্ধিশালী কতকগুলি মুসলমান জমীদারের বাস। এই গ্রামে যতগুলি ইষ্টকালয় আছে, এতগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা এই জেলার আর কোন গ্রামেই দৃষ্ট হয় না।

বেণীর (পুং) অরিষ্ট বৃক্ষ, নিম্ববৃক্ষ, নিমের গাছ।

বেণীরাম ধর্ম্মাধিকারিন্, পণ্ডিতাহ্লাদিনী নাম্নী বালবোধার-টীকাকর্ত্তা।

বেণীরাম শাকদ্বীপিন্, জাতিসর্ব্বাধার ও মাংসতত্ত্ব-দীপিকা-প্রণেতা।

বেণীরায়, গুজরাটের একজন সামন্ত নরপতি।

বেণীবাহাদুর, (রাজা), অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলার এক জন বিশ্বস্তমন্ত্রী। তিনি প্রথমে সামান্য দরিদ্র সন্তান ছিলেন। রাজা মহানারায়ণ তাঁহাকে প্রথমে জলপাত্রবাহীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পরে তাঁহার শিক্ষা ও নানা সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া রাজা তাঁহাকে উক্ত নবাব সরকারে উকীল স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু মন্দবুদ্ধি বেণী নবাবের নিকট স্বীয় প্রভুর মিথ্যাবাদ করিয়া ক্রমশঃই যেন নবাবের কাণ ভারি করিয়া তুলি-লেন এবং তদীয় অনুগত ও প্রিয় হইয়া পড়িলেন। নবাব প্রথম তাঁহাকে কএকটী জেলার শাসনভার অর্পণ করেন। স্বীয় সৌভাগ্যক্রমোদয়ে তিনি এই কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া অভিলষিত পদ প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইলেন। অনতিকাল পরেই তিনি রাজা বেণী বাহাদুর উপাধি সহ নায়েব নাজিম পদে অভিষিক্ত হইয়া মহাযুরাতির নৌবৎখানা ও যৌদম চৌকী প্রভৃতি রাজসম্মানের দ্রব্যাদি পাইলেন। এই বেণী বাহাদুরই ইংরাজের সহিত নবাবের বিরোধকালে ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত দেখাইয়া ছিলেন। এই দোষে, তাঁহারই অধিকৃত সম্পত্তিতে তাঁহাকে নিযুক্ত রাখিয়া নবাব তাহার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট করিয়া দেন।

বেণীবিলাস, লক্ষ্মীবিলাসকাব্য ও বৃত্তসুধোদয় নামক দুইখানি গ্রন্থ রচয়িতা।

বেণীসংবরণ (ক্লী) বেণীসংহার।

বেণীসংহরণ (ক্লী) বেণীসংহার।

বেণীসংহার (পুং) বেণ্যাঃ দ্রৌপদীবেণিকায়াঃ সংহারো ভীমেন মারিত-দুর্য্যোধনশোণিতেন মোচনং যত্র। ১ ভট্টনারায়ণ কৃত সপ্তাঙ্কযুক্ত নাটক বিশেষ। ইহাতে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভীমকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বধ ও দ্রৌপদীর বেণীসংহার পর্য্যন্ত বিবরণ বর্ণিত আছে। ২ বেণীবন্ধন।

বেণীস্কন্ধ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বেণু (পুং) অজ-ণু (অজিবৃরীভ্যো নিচ্চ। উণ্ ৩।৩৮) অজের্বী ভাবো গুণশ্চ। ১ বংশ, বাঁশ। (অমর) ২ বংশী, বাঁশী। (শব্দরত্নাবলী) পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে বেণুর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

পুরাকালে দেবব্রত নামক এক সাধনাদি ব্রহ্মচারী শাস্ত্র দাম্ভ জিত চরিমাদিবিরহিত পণ্ডিত-ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিয়াও নিয়ত সৎক্রিয়াতৎপর ছিলেন। একদা এক বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ তদীয় ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অতিথি সৎকার করেন। কিন্তু উক্ত বেদান্তবিদ্ ব্রাহ্মণ ঐ গৃহে কোন বিষ্ণুভক্তকে তুলসী দলবারি দ্বারা পূজা করিতে দেখিয়া দেবব্রতদত্ত অন্নাদি নিতান্ত অশ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন, সেই পাপ হেতু তাঁহার বেণুত্ব প্রাপ্তি হয়। ৩ নৃপভেদ। (বিশ্ব)

বেণুক (ক্লী) বেণুরিব বেণোর্বিকারো বা কন্। ১ গবাদিতাড়ন-দণ্ড, চলিত পাচন বাড়ী বা নড়ি। ২ অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ। (পুং) হ্রস্বো বেণুঃ হ্রস্বার্থে কন্ (পা ৫।৩।৮৭) ৩ ক্ষুদ্র বেণু, ছোট বাঁশ বা বংশী, বাঁশী। (হরিবংশ) ৪ এলা, এলাচি।

"স্বর্ণার্ণশতপত্রেণ বীরবেণুকজাতিভিঃ।" (ভাগবত ৪।৬।১৬)

কোন কোন পুথিতে বেণুক পাঠও দেখা যায়।

বেণুকর্কর (পুং) কবীর বৃক্ষ। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বেণুকা (স্ত্রী) অঙ্কুশ অস্ত্র-বিশেষ। (সুশ্রুত কল্প' ৫ অ')

বেণুকার (পুং) বংশীনির্ম্মাণকারক।

বেণুকীয় (ত্রি) বেণুকাদ্যাত্তং বেণুক-ছ নড়াদীনাং কুক্ চ (পা ৪।২।৯১) বেণু হইতে উৎপন্ন।

বেণুগড়, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার কৃষণগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী দুর্গ ও তৎসংলগ্ন একটী নগর। এক্ষণে ইহার আর সে পূর্ব্ব সমৃদ্ধি নাই। বর্ত্তমান সময়ে ঐ দুর্গের প্রাকার ও প্রাচীরাদির ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্টি গোচর হয়। দুর্গভিত্তির সমুদায় অংশ এবং ভগ্ন অট্টালিকাদির নিদর্শন নগরের অতীত স্মৃতি এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন্ সময়ে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং কে ইহার নির্ম্মাতা তাহার আদৌ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রবাদ এই, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে ৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পঞ্চ ভ্রাতায় এক রাত্রের মধ্যে যে পাঁচটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, ইহাই তাহার একতম।

বেণুগোপালপুরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার মঞ্জুসা জমিদারীর অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সোম্পেট হইতে ৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও বড় রাস্তা হইতে ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মঞ্জুসা জমিদারবংশের কোন ব্যক্তি প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বেণুগোপাল স্বামী, দাক্ষিণাত্যের একটী সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্ত্তি। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়পা জেলার সিদ্ধবট্টম্ তালুকের সদর হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই মন্দির দাক্ষিণাত্যবাসীর একটী পবিত্র পুণ্যতীর্থ। মন্দিরটী অতি প্রাচীন। সাধারণে ইহাকে গোপাল স্বামীর পাগোডা বলে।

বেণুগ্রধ (পুং) ঋষি বিশেষ। (মার্কপু' ৬১।৭২)

বেণুগ্রাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জনপদ। বর্ত্তমান কালে বেলগাম্ নামে খ্যাত। প্রাচীন শিলালিপিতে এতৎ-প্রদেশ বেণুগ্রামসপ্ততি নামে উল্লিখিত দেখা যায়। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে সৌন্দত্তির রট্ট সর্দ্দার ৪র্থ কার্ত্তবীর্য্য এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। গোয়ার কাদম্ববংশীয় রাজা ৩য় জয়কেশী এই স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাকে পরাভূত করিয়া রট্টগণ এই স্থান অধিকার করে।

বেণুজ (পুং) বেণোর্জায়তে জন-ড। ১ বেণুযব, বংশ হইতে উৎপন্ন যবাকার তণ্ডুল বিশেষ, চলিত বাঁশের চাউল। (ত্রি) ২ বংশজাত দ্রব্য মাত্র। (স্ত্রী) ৩ মরিচ। (রত্নমালা)

বেণুজমুক্তা (স্ত্রী) বংশজাত মুক্তাভেদ। [মুক্তা শব্দ দেখ]

বেণুজঙ্ঘ (পুং) মুনিভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

বেণুজন্মন্ (পুং) বেণুযব, বাঁশের চাউল। (রাজনি')

বেণুথলী, বথলীর প্রাচীন নাম। [বথলী দেখ।]

বেণুদত্ত (পুং) ঋষিভেদ।

বেণুদারি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

বেণুধ্ম (ত্রি) বেণুং ধমতীতি ধ্মা-ড। বেণুবাদক, যে বাঁশী বাজায়।

বেণুন (স্ত্রী) মরিচ। (রত্নমালা) কোন কোন পুঁথিতে বেণুজ পাঠ দৃষ্ট হয়।

বেণুনিঃস্মৃত (পুং) ইক্ষু।

বেণুনিলেখন (স্ত্রী) বংশত্বক্, বাঁশের নীল। (সুশ্রুত চি' ১ অ)

বেণুপ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব) বেণুপ ও বেণুক পাঠান্তর।

বেণুপত্র (স্ত্রী) বাঁশপাতা।

বেণুপত্রক (পুং) মণ্ডলী সর্প বিশেষ। (সুশ্রুত কল্প' ৪ অ'

বেণুপত্রিকা [ত্রী] (স্ত্রী) বংশপত্রী বৃক্ষ। পর্য্যায় হিঙ্গুপত্রী, নাড়ী, হিঙ্গুশিরাটিকা। (রত্নমালা)

বেণুপুর (স্ত্রী) বেণুগ্রাম। বর্ত্তমান বেলগাম্ জেলা বা নগরী। শিলালিপিতে বেণুগ্রাম নামও পাওয়া যায়।

বেণুবীজ (স্ত্রী) বেণোর্বীজং। বেণুযব, বাঁশের চাউল।

বেণুমণ্ডল (স্ত্রী) কুশদ্বীপের অন্তর্গত একটী বর্ষ। (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বেণুমৎ (ত্রি) ১ বংশবিশিষ্ট। ২ পর্ব্বতভেদ। (হরিবংশ) ৩ অরণ্যভেদ। (হরিবংশ)

বেণুমতী (স্ত্রী) নদীভেদ। (মার্কপু' ৫৮।৩৫)

বেণুময় (ত্রি) বেণু ময়ট্ স্বরূপার্থে। বেণুর স্বরূপ, বেণুনির্ম্মিত যষ্টি প্রভৃতি। (বৃহৎসং ৪৩।৮)

বেণুমুদ্রা (স্ত্রী) মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা শব্দ দেখ।]

বেণুযব (পুং) বেণোর্যবঃ। বংশফল, চলিত বাঁশের চাউল। ইহার আকার যবের ন্যায়। পর্য্যায় বেণুজ বেণুবীজ, বংশজ, বংশতণ্ডুল, বংশযাত্র, বংশাহ্ব মহারাষ্ট্র—বেণুজবং, কর্ণাট—বিদরকী, তেলেগু—বেদেক, বিরবযু। গুণ—রুক্ষ, শীত, কষায়ানুরসমধুর, কফ, পিত্ত মেদঃ, ক্রিমি, বিষ, ও মূত্রনাশক, বল, পুষ্টি এবং বীর্য্যপ্রদ, কটুপাকী, মূত্রবিবর্দ্ধক, সারক, বাতবিবর্দ্ধক। ভাবপ্রকাশে ইহাদের মধ্যে শীত ও পিত্তনাশক, এই গুণদ্বয়ের বিপরীত উষ্ণ ও পিত্তকর দুইটী গুণের উল্লেখ দেখা যায়।

"বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রা কফাপহাঃ" (ভাবপ্র' পূর্ব্বখণ্ড)

বেণুবংশ (স্ত্রী) ১ বাঁশীর বাঁশ। ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি ৩২।১৩)

বেণুবন (স্ত্রী) ১ অরণ্যভেদ। রাজগৃহস্থিত বংশ বহুল উপবন। রাজা বিম্বিসার শাক্যবুদ্ধকে আহ্বান করিয়া এই উপবনে বাস করিতে দিয়াছিলেন।

বেণুবাটিকা, চক্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ব্রহ্মখণ্ড ১৩।১৭-১৯)

বেণুবাদ (পুং) বেণুং বাদয়তীতি বদ-ণিচ-অণ্। বৈণুক, বেণুবাদক, যে বাঁশী বাজায়। (রত্নমালা)

বেণুবীণাধরা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপর্ব্ব)

বেণুহয় (পুং) যদুবংশীয় সহস্রজিতের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৩।২১) কোন কোন পুথিতে বেণুকহয় পাঠ দেখা যায়।

বেণুহোত্র (পুং) ধৃষ্টকেতুর পুত্রভেদ।

বেণ্টিক (লর্ড উইলিয়ম, জি, সি, বি,), ভারতরাজ প্রতিনিধি। পূর্ণনাম—লর্ড উইলিয়ম হেনরী কাভেণ্ডিস্ বেণ্টিঙ্ক। ইনি পোর্টলাণ্ডের তৃতীয় ডিউকের দ্বিতীয় পুত্র। বিদ্যাশিক্ষার পর সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ফ্লাণ্ডার্স, রুষ ও মিসরযুদ্ধে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং ক্রমে উচ্চ পদ পাইয়া ইনি ইংরাজকোম্পানীর সেনানীবেশে প্রথমে ভারতে আইসেন এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৩০এ আগষ্ট হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গের গবর্ণর নিযুক্ত হন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজী সিপাহীদলে দাড়ি গোঁফ ও শিরস্ত্রাণের সংস্কারকল্পে ইনি এক নূতন বিধি প্রবর্ত্তন করেন। তাহাতে সিপাহী দল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। উহাই ইতিহাসে "ভেলোর বিদ্রোহ, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ" নামে পরিচিত।

এই গোলযোগ ইংরাজ-শাসনের অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। বিলাতে প্রত্যাগত হইলে পর, তিনি রাজ-সরকার হইতে সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কএকটী প্রসিদ্ধ রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ফরাসী-দিগের সহিত গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধকালে স্পেন ও ইতালীতে প্রেরিত সেনাদলের নায়ক হইয়া তদ্দেশে গমন করেন। অতঃ-পর, কেনিংএর প্রভুত্বকালে তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইয়া এদেশে আসেন।

এবারেও তিনি সেনাবিভাগের সংস্কারে মনোনিবেশ করেন, তাহাতে সেনাদলে অসন্তোষের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ কোন বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে নাই। তিনি ভারতবাসীর পূজ্য হইয়াছিলেন। বলিতে কি, যে সতীদাহ-কুপ্রথা বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে হিন্দুললনা-গণকে বলপূর্ব্বক জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করিত, তিনি দয়াপরবশ হইয়া সেই নিষ্ঠুর প্রথা মহাত্মা রামমোহন রায় প্রভৃতির সহযোগে ভারত হইতে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। [রামমোহন রায় দেখ।]

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর সহমরণপ্রথা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া রাজবিধিতে বিঘোষিত হয়। [সহমরণ দেখ।]

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং ঠগী নামক দস্যুদলের অত্যাচার নিবারণ তাঁহার ভারত শাসনকালের প্রধানতম ঘটনা।
[মুদ্রাযন্ত্র ও ঠগী দেখ।]

এতদ্ভিন্ন তিনি কুর্গপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সম্পত্তি বৃটীশ রাজ্যভুক্ত করেন এবং ইংরাজ সাধারণের ভারতে উপনি-বেশ স্থাপনের অধিকার দেওয়াইয়া দুইটী রাজনৈতিক কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিষয়ের উন্নতি সাধন, ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হস্তে ধর্ম্মাধিকার দানবিষয়ের তিনিই উদ্যোক্তা। তাঁহার সময়ে, প্রত্যেক প্রেসি-ডেন্সীতে একএকটী ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) হইয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি ভারতরাজ-প্রতিনিধিত্ব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত বর্ষের ২০এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারত শাসন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন।

তাঁহার ভারত পরিত্যাগে দেশীয় প্রজাবৃন্দ বিশেষ দুঃখিত ও কাতর হন এবং তদীয় সুশাসন স্মরণ রাখিবার জন্য সকলে উদ্যোগী হইয়া তাঁহার এক অশ্বারোহী প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বদেশে গমন করিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্লাসগো নগর বাসীর পক্ষ হইতে পার্লিমেণ্ট মহাসভার হাউস অব কমন্সের সভ্য মনোনীত হন এবং ঐ পদে থাকিয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বেণে (দেশজ) বণিক্, ব্যবসায়ী।

বেণ্ণা (স্ত্রী) নদীভেদ। কৃষ্ণবেণ্ণা বা বেণা।

বেণ্ণিকল্লু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার কুড়লিগি তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে ভাস্কর্য্যশিল্পসমন্বিত একটী প্রাচীন শিব মন্দির বিদ্যমান আছে।

বেণ্ণিহল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার হর্পণহল্লী তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার বিরূপাক্ষেশ্বর মন্দিরে পাঁচখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

বেণ্য (দেশজ) বণিক্।

বেণ্যা (স্ত্রী) বিন্ধ্যপাদপ্রসূতা নদীভেদ। (মার্কপু° ৫৭।২৫)

বেণ্বা (স্ত্রী) পারিপাত্রপর্ব্বতাশ্রিতা নদীভেদ। (মার্কপু° ৫৭।১৯)

বেণ্বাতট (স্ত্রী) ১ বেণ বা বেণানদীর তীরভূমি। ২ তত্তীরবর্ত্তী জনপদভেদ। (ভারত ২।৩১।১২)

বেণ্বাতীর্থ, বেণা নদীতীরস্থ তীর্থভেদ।

বেত (পুং) বেতসলতা, বেত্র, চলিত বেত। (রাজনি°)
[বেত্র শব্দ দেখ।]

বেত্তং চেরুবু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণুল জেলার নন্দ্যাল তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। তাম্রশাসনে ইহা বৈত্তুম-চেরু বলিয়া লিখিত। এখানকার আঞ্জনেয় মন্দিরে ১৪৭০ শকে

ও ১০৬৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দুইখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। ঐ গুলি বিজয়নগর-রাজ সদাশিবের রাজ্যকালে কোন রাজবংশীয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন গ্রামের অন্যান্য স্থানে আরও কতকগুলি শিলালিপি আছে।

বেতড়া, বাঙ্গালায় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। চন্দনাদনী তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৫৭´ পূঃ। এখানে চাউল ও কলায়াদি শস্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

বেতণ্ড (পুং) ১ হস্তী, গজ। ২ তাড়নার পাত্র, যে উচ্ছৃঙ্খল-ব্যক্তিকে নিয়ত তাড়না করা কর্ত্তব্য।

বেতন (ক্লী) বী-তনন্ (বীপতিভ্যাং তনন্। উণ্ ৩।১৫০) ১ কর্ম্মদক্ষিণা, চলিত মজুরি। পর্য্যায় কর্ম্মণ্যা, বিধা, ভৃত্যা, ভৃতি, ভর্ম্ম, ভরণ্য, ভরণমূল্য, নির্বেশ, পণ। (অমর) ভিষ্টি। (জটাধর) ২ জীবনোপায়। পর্য্যায়—আজীব, জীবন, বার্ত্তা, জীবিকা, বৃত্তি। (হেমচন্দ্র) ৩ রৌপ্য। (শব্দচ°)

বেতনভুক্ (ত্রি) বেতনভোগী, যাহারা বেতন গ্রহণ করিয়া কাজ করে, চলিত মাহিনার চাকর।

বেতনানপাকর্ম্মন্ (ক্লী) ব্যবহার ভেদ, ভৃতকর্ম্মের ভৃতিদান সম্বন্ধে নিয়ম ও ব্যবস্থা বা বিচার। ইহার স্বরূপ বিষয়ে বীর-মিত্রোদয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"ভৃত্যানাং বেতনস্যোক্তো দানাদানবিধিক্রমঃ।
বেতনস্যানপাকর্ম্ম তদ্বিবাদপদং স্মৃতম্॥" (নারদ)

'বেতনং কর্ম্মমূল্যং তস্যানপাকর্ম্ম ভৃত্যায়াসমর্পণং সমর্পিতস্য বা পরাবর্ত্তনম্।'

নারদ বলেন, ভৃত্যদিগের বেতন বা কর্ম্মমূল্যের দানাদান সম্বন্ধে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যদি ঐ বেতনের অনপাকর্ম্ম ঘটে অর্থাৎ ভৃত্যের উচিত প্রাপ্য তাহাকে না দেওয়া হয় অথবা ভৃত্য যদি কর্ম্মস্বামীর নিকট হইতে অগ্রিমমূল্য গ্রহণ করিয়া কর্ম্মসমাপন না করে, তবে সেটী বিবাদের কারণ হইয়া উঠে।

ভৃত্যকে বেতন দিবার নিয়ম এই,—

"ভৃত্যায় বেতনং দদ্যাৎ কর্ম্মস্বামী যথাক্রমম্।
আদৌ মধ্যেঽবসানে তু কর্ম্মণো যদ্বিনিশ্চিতম্॥"

কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ভৃত্যের যে বেতন অবধারিত করা হয়, তাহা সমান তিন ভাগ করিয়া যথাক্রমে কর্ম্মের আদিতে, মধ্যে ও অবসানে এক এক ভাগ অথবা ইহার যে কোন সময়ে একেবারে সমুদায় মূল্যও দেওয়া যাইতে পারে।

বেতনের কোনরূপ নির্দ্দিষ্টতা না থাকিলে তাহার ব্যবস্থা,—

"ভৃতাবনির্শ্চিতায়াং তু দশভাগমবাপ্নুযুঃ।
লাভগোবীজশস্যানাং বণিক্পশুকৃষীবলাঃ॥"

কর্ম্মস্বামীর সহিত বেতন সম্বন্ধে ভৃত্যের যদি কোনরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত না থাকে, তবে গবাদি পশুপালক ভৃত্য উহাদের দধিদুগ্ধাদির, ব্যবসায়কর্ম্মে নিযুক্ত ভৃত্য উক্ত ব্যবসায়লভ্যাংশের এবং কৃষিকারী ভৃত্য কৃষিজাত দ্রব্যের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবে। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন যে,

"দাপ্যস্তু দশমং ভাগং বাণিজ্যপশুশস্যতঃ।
অনিশ্চিত্য ভৃতিং যস্তু কারয়েৎ স মহীক্ষিতা॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

যে কর্ম্মস্বামী বেতনসম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা ঠিক না করিয়া ভৃত্যের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তিনি বাণিজ্য, পশুরক্ষণ ও কৃষি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন লভ্যাংশের দশমভাগ ঐ ভৃত্যকে দিবেন, না দিলে রাজা স্বয়ং তাহাকে উক্ত ভাগ দেওয়াইয়া দিবেন।

বৃহস্পতি বলেন, "ভক্তাচ্ছাদভৃতঃ সীরী ভাগং গৃহ্ণীত পঞ্চমম্। জাতশস্যাত্ত্রিভাগন্তু প্রগৃহ্ণীয়াদথাভৃতঃ॥"

কৃষক যদি প্রভুর নিকট অন্নাচ্ছাদন পাইয়া ক্ষেত্রকর্ষণাদি করে তাহা হইলে কৃষিজাতদ্রব্যের পঞ্চম ভাগ এবং যদি তাহা না পাইয়া কার্য্য করে, তবে তৃতীয়াংশ পাইবে।

বেতনের এইরূপ অনির্দ্দিষ্টতা থাকিলে তাহাকে প্রাপকৃতা বলে, যথা—

"সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থিরক্ষেত্রে স্থিতিং যান্তু সা তাং প্রাপকৃতা তথা॥" (বৃদ্ধমনু)

বৃদ্ধমনু বলেন, বৈদেশিক ব্যবসায়াভিজ্ঞ দেশকালতত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মস্বামী [ভৃত্যের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত না থাকিলেও স্বয়ং বিবেচনা পূর্ব্বক] ভৃত্যকে যে কর্ম্মমূল্য প্রদান করেন, তাহার নাম প্রাপকৃতা ভৃতি।

সময় বা কার্য্যানুসারে বেতন নির্দ্ধারিত থাকিলেও কোন কোন স্থলে তাহার ন্যূনাধিক হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"দেশং কালঞ্চ যোঽতীয়াৎ লাভং কুর্য্যাচ্চ যোঽন্যথা।
তত্র স্যাৎ স্বামিনশ্ছন্দোঽধিকং দেয়ং কৃতেঽধিকে॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য)

যে ভৃত্য স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্যাদি-কর্ম্মে বহুলাভাকাঙ্ক্ষায় প্রভুর আদিষ্ট দেশ ও কালকে অতিক্রম করে, কিন্তু সময় কালে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে, স্বামী ইচ্ছা করিলে ঐ ভৃত্যকে তাহার নির্দ্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম দিতে পারেন এবং যদি কোন ভৃত্য ঐরূপ অবস্থায় কিছু লাভ করিয়া আসিতে পারে, তবে স্বামী স্বেচ্ছানুসারে তাহাকে বেতন অপেক্ষা আরও কিছু বেশী দিতে পারেন।

গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুজনসাধ্য কর্ম্ম যদি কতকগুলি

লোককে মোটের উপর এরূপভাবে একটা জুরাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহাতে সময়ের কোন নির্দ্দিষ্টতা না থাকে এবং উহা-দিগের কোন ব্যক্তি কার্য্য করিয়া ব্যাধাদিবশতঃ উহা শেষ করিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে মধ্যস্থ কর্তৃক মীমাংসিত বেতন দেওয়াই কর্ত্তব্য; কার্য্য শেষ করিয়া দিতে পারিল না বলিয়া উহাকে একেবারে নৈরাশ করা উচিত নহে এবং উহার দলের অন্য যাহারা কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়াছে, তাহাদের সহিত সে সমান ভাগে পাইতে পারে না, কিন্তু ঐ সম্পন্নকারীরা স্বামিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম মূল্য হইতে অসমাপ্ত কর্ম্মকারীর জন্য মধ্যস্থনিরূপিত অংশ বাদ দিয়া বাকী অংশ সকলেই সমান ভাগে পাইবে, যদিও উহাদের মধ্যে শারীরিক বলাধিক্য বা কার্য্য-কুশলতা প্রযুক্ত কেহ কেহ অধিক কাজ করিয়া থাকে তজ্জন্য তাহারা ভাগ বেশী পাইবে না। এ সম্বন্ধেও যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"যো যাবৎ কুরুতে কর্ম্ম তাবৎ তস্য তু বেতনম্।
উভয়োরপ্যসাধ্যং চেৎ সাধ্যে কুর্য্যাৎ যথাশ্রুতম্॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

যদি কোন কার্য্য দুইটী লোকেরও করা অসাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে যে কয়েকটী লোকের আবশ্যক, তাহাই নিযুক্ত করিতে হইবে এবং উহাদের মধ্যে যে যাবৎ কাল কাজ করিবে তাহাকে তদনুরূপ বেতন দিতে হইবে।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, অগ্রে কর্ম্মমূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক সামর্থ্য থাকিতেও ভৃত্য যদি কর্ম্ম শেষ করিয়া না দেয়, তবে সে স্বামীকে গৃহীত বেতনের দ্বিগুণ ফেরত দিবে, সহজে না দিলে রাজা ফেরত দেওয়াইয়া দিবেন।

"গৃহীতবেতনঃ কর্ম্ম ন করোতি যদা ভৃতঃ।
সমর্থশ্চেদ্দমং দাপ্যো দ্বিগুণং তচ্চ বেতনম্॥" (বৃহস্পতি)

এ সম্বন্ধে নারদ এবং যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ রূপ দ্বিগুণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন যথা,—

"ভৃতিং গৃহীত্বাঽকুর্ব্বাণো দ্বিগুণাং ভৃতিমাবহেৎ।" (নারদ)

"গৃহীতবেতনঃ কর্ম্ম ত্যজন্ দ্বিগুণমাবহেৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

কর্ম্মমূল্য বাবদ কিছু গ্রহণ করুক বা না করুক যদি কোন ভৃত্য কর্ম্মশেষ করিয়া দিব এইরূপ প্রতিশ্রুত হয় এবং তাচ্ছিল্য বশতঃ সেই কাজ না করে, বা মূল্য লইয়া থাকিলে তাহা ফেরত দিয়া যায়, তাহা হইলে রাজদ্বারে সে দুই শত কাহণ দণ্ড দিতে বাধ্য।

"প্রতিশ্রুত্য ন কুর্য্যাদ্যঃ স কার্য্যঃ স্যাদ্বলাদপি।
স চেন্ন কুর্য্যাৎ তৎ কর্ম্ম প্রাপ্নুয়াৎ দ্বিশতং দমম্॥"
(শুক্র ও বৃহস্পতি)

ভগবান্ মনুও এ সম্বন্ধে দণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"ভৃতোঽনার্ত্তো ন কুর্য্যাদ্যো দর্পাৎ কর্ম্ম যথোদিতম্।
স দণ্ড্যঃ কৃষ্ণলান্যষ্টৌ ন দেয়ং চাস্য বেতনম্॥" (মনু ৮।২১৫)

ভৃত্য সুস্থ অবস্থায় থাকিয়াও যদি অহঙ্কার করিয়া যথাবিহিত কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে তাহাকে আট কৃষ্ণল অর্থাৎ চব্বিশ যব পরিমিত সুবর্ণ দণ্ড দিতে হইবে এবং সে তদীয় আরব্ধ কার্য্যের জন্য কোন রূপ বেতন পাইবে না।

কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া তাহা শেষ না করিলে যে ভৃত্যকে দণ্ডনীয় হইতে হয়, নিম্নোক্ত কাত্যায়ন বচনেও তাহার আভাস পাওয়া যায়, যথা—

"কর্ম্মারভ্য তু যঃ কৃত্বা নিষ্ঠিতং নৈব তু কারয়েৎ।
বলাৎ কারয়িতব্যোঽসাবকুর্ব্বন্ দণ্ডমর্হতি॥" (কাত্যায়ন)

অঙ্গীকৃত কর্ম্মের যদি কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিতেও যদি কোন ভৃত্য উক্তরূপ তাচ্ছিল্য প্রকাশপূর্ব্বক কর্ম্মপরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেও কৃতকর্ম্মের মূল্য পাইতে অধিকারী হইবে না। এ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, আরব্ধ কার্য্যের অল্প কিছু শেষ থাকিতে ভৃত্য যদি রুগ্ন হয় তাহা হইলে সেই অবস্থায় অন্য কাহারও দ্বারা বা নিজে সুস্থ হইয়া সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া না দেয় তবে সে তাহার প্রাপ্য বেতনও পাইতে পারে না।

"যথোক্তমার্ত্তঃ সুস্থো বা যস্তৎ কর্ম্ম ন কারয়েৎ।
ন তস্য বেতনং দেয়মল্পোনস্যাপি কর্ম্মণঃ॥" (মনু ৮।২১৭)

কর্ম্ম সমাধানে অঙ্গীকৃত ভৃত্য যদি পীড়িত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য সমাধা করিতে না পারিয়া রোগান্তে সুস্থ অবস্থায় সেই কাজ সম্পন্ন করে, তাহা হইলে কর্ম্মস্বামী ঐ কাল ত্যাগ জন্য ক্ষতি মনে করিলেও তাহার উপযুক্ত বেতন দিতে বাধ্য। নিম্নোদ্ধৃত মনুসংহিতার বচনেও ইহা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইতে পারে, যথা—

"আর্ত্তস্তু কুর্য্যাৎ স্বস্থঃ সন্ যথাভাষিতমাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপি কালস্য তল্লভেতৈব বেতনম্॥" (মনু ৮।২১৬)

যদি কোন ভৃত্য কেবল মাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ ১।২। ৩।৪।৬ ইত্যাদি সংখ্যক মাস কি বৎসর পর্য্যন্ত একাদিক্রমে থাকিব এবং যে সময়ে যে কাজ উপস্থিত হয় তখন তাহা করিব, এইরূপ বন্দোবস্তে থাকে ও কিয়দ্দিবসান্তে অকারণ নিজের ইচ্ছামতে কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে ঐ ভৃত্যকে কৃত কর্ম্মের মূল্যত্যাগ এবং রাজদ্বারে শত পণ (সওয়াছয় কাহন) দণ্ড দিতে হইবে।

"ভৃতকশ্চাপূর্ণে কালে ত্যজন্ সকলমেব মূল্যং জহ্যাৎ রাজ্ঞে চ পণশতং দদ্যাদিতি" (বিষ্ণু)

নারদ বলেন যদি উক্ত ভৃত্য প্রভুর নিষ্ঠুর ব্যবহারে চলিয়া যায় তাহা হইলে সে অবশ্য তাহার কৃতকর্ম্মের মূল্য পাইবে, যথা—

"ভাণ্ডিনোহবহনকালম্ যাবৎ তক্ষময়ায় স্যাৎ।" (নারদ)

নিম্নোক্ত বিষ্ণুবচনেও প্রায় ঐরূপ প্রতিপন্ন হয়, যথা—

"স্বামী চেদ্ভৃতকমপূর্ণে কালে জহ্যাৎ তস্য সর্ব্বমেব মূল্যং দদ্যাদিতি" (বিষ্ণু)

বৃহৎমনুতে উক্ত হইয়াছে, দৈবোপঘাত অর্থাৎ চৌর্য্যাপহরণ, অগ্নিদাহন বা জলপ্লাবন প্রভৃতি কারণ ভিন্ন ভৃত্যের অনবধানতা বশতঃ যদি স্বামীর দ্রব্যাদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে ভৃত্য প্রভুকে সেই দ্রব্যের উচিত মূল্য দিতে বাধ্য; আর যদি ভৃত্য জ্ঞাতসারে দ্রোহ বশতঃ ঐরূপ নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাকে দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য দিতে হইবে।

"প্রমাদান্নাশিতং দাপ্যঃ সমং দ্বিগুণমাশিতং।

ন তু দাপ্যো হৃতং চৌরৈর্দগ্ধং জলেন বা।" (বৃহৎ মনু)

বিষ্ণুবচনেও এ বিষয়ের অভিব্যক্তি আছে, যথা—

"ভৃত্যোবেন বাণিজ্যেৎ স্বামিনে দেয়মন্যত্র দৈবোপঘাতাদিতি।"

সাধারণতঃ সকল প্রকার দ্রব্যের ভারবাহী যদি নিজের দোষে ঐ সকল ভাণ্ডাদি নষ্ট করে, তবে তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত রূপে স্বামীর নিকট দণ্ডনীয় হইতে হয় অর্থাৎ যথোক্ত রূপে প্রভুকে দ্রব্যের সমান বা দ্বিগুণ মূল্য দিতে হয়। কিন্তু যদি মুক্তোপকরণীয় দ্রব্যের ভারবাহিগণ অনবধানতা, ঔদাস্য, দ্রোহ বা স্বেচ্ছাচারিতা প্রযুক্ত ঐ সকল দ্রব্য নষ্ট কিম্বা উপযুক্ত সময়ে যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে ত্রুটি করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সর্ব্বথাই দ্বিগুণ দিতে হইবে, তবে পূর্ব্বোক্ত দৈবোপঘাত বা বিপক্ষ রাজা কর্ত্তৃক প্রতিহত হইলে উহারা কোন রূপ দায়ী হইবে না। এ বিষয় নারদ ও কাত্যায়ন বচন দ্বারাও বিশেষ প্রমাণিত হইতে পারে, যথা—

"বিঘ্নং যো বাহকো দাপ্যঃ প্রস্থানে দ্বিগুণাং ভৃতিং।" (কাত্যায়ন)

'ইহাত্র বাহকগ্রহণং প্রদর্শনার্থং ন তু বিবক্ষিতমেবানুগ্রীয়া-দেতদ্ভ-বিষকারিণোহপোতবিতি মন্তব্যম্।" অতএব নারদঃ "দ্বিগুণাং তু ভৃতিং দাপ্যঃ প্রস্থানে বিঘ্নমাচরন্" ইতি সামান্যে-নোক্তবান্।'

ব্যাপার বাণিজ্য প্রভৃতি কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ স্থানান্তরে গমনোন্মুখ প্রভুর সহিত তথায় যাইবে বলিয়া অঙ্গীকৃত ভারবাহী ভৃত্য যদি সুস্থ অবস্থায় থাকিয়া সময় কালে না যায় এবং তাহাতে প্রভু সহায়তাবিহীন হন, তাহা হইলে ঐ ভৃত্য প্রভুকে স্বীয় প্রাপ্য বেতনের সপ্তমাংশ, কিছু দূর গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চতুর্থাংশ এবং অর্দ্ধ পথ পর্য্যন্ত গিয়া প্রভুকে ফেলিয়া আসিলে সম্পূর্ণাংশ দণ্ড দিতে বাধ্য; কিন্তু প্রভুও যদি সেই সময়ে ভৃত্যকে অকারণ ত্যাগ করেন, তবে তিনিও তাহাকে স্বীয় বেতনের ঐ ঐ রূপ অংশ দিয়া বিদায় করিতে বাধ্য।

"প্রক্রান্তে সপ্তমং ভাগং চতুর্থং পথি সন্ত্যজন্।

ভৃতিমর্দ্ধপথে সর্ব্বাং প্রদাপ্যস্ত্যাজকোহপি চ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

বৃহৎমনুতে উক্ত হইয়াছে যে, কিছু দূর গিয়া স্বামী দ্রব্য যদি বিক্রয় শেষ হওয়ায় তিনি ভৃত্যকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে উহাকে স্বীয় বেতনের [উক্তরূপ চতুর্থ ভাগ না দিয়া] অর্দ্ধেক দিবেন, যথা—

"পথি বিক্রীয় তদ্ভাণ্ডং বণিক্ভৃত্যং ত্যজেদ্ যদি।

অধ তস্যাপি দেয়ং স্যাৎ ভৃতেরর্দ্ধং লভেত সঃ॥" (বৃহৎমনু)

নিম্নোক্ত কাত্যায়ন বচনে প্রতীতি হয় যে, পথে রাজবিপ্লবে প্রতিহত বা চৌরাদি কর্ত্তৃক ভাণ্ড অপহৃত হইলে, বাহক গন্তব্য স্থানের যতটা পথ গিয়াছে তদনুরূপ বেতন পাইবে।

"হৃতা চ পথি যদ্ভাণ্ডং আক্রান্তে স্থিতে বা।

যাবানধ্বা গতস্তেন প্রাপ্নুয়াৎ তাবতো ধনম্॥" (কাত্যায়ন)

দ্রব্যসম্ভারবহনার্থ পরকীয় যান বাহন অর্থাৎ নৌকা, শকট, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, বলীবর্দ্দ প্রভৃতি (ভাড়া লওয়া) বা দেওয়ার প্রথাও ভৃতি বা কর্ম্মমূল্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় তৎসম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

কাহার নিকট হইতে যানবাহন ভাড়া লইব বলিয়া তাহার মূল্যাদি স্থির করিয়া অবশেষে যদি তাহা না লওয়া যায়, তাহা হইলে ভাড়াটিয়া যানস্বামীকে স্বীকৃত মূল্যের চতুর্থ ভাগ দিতে বাধ্য এবং যদি অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত গিয়া যানাদি ত্যাগ করেন, তবে তিনি উহার নিকট স্বীয় কথিত মূল্যের সম্পূর্ণাংশের দায়ী।

"অনয়ন্ ভাটয়িত্বা তু ভাণ্ডান্ যানবাহনম্।

দাপ্যো ভৃতিচতুর্ভাগং সর্ব্বামর্দ্ধপথে ত্যজন্॥" (নারদ)

কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যানবাহনাদি ভাড়া লইয়া যদি তাহা কোন কার্য্যে ব্যবহৃত মাত্র হইয়া থাকে এবং ব্যবহৃত হইলে ঐ সকল যানাদি উপযুক্ত সময়ে তৎ তৎ স্বামীকে ফেরত দেওয়া না হয়, তাহা হইলে আনয়ন দিবস অবধি বর্ত্তমান পরে উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে আত্যোপান্ত তদ্দিনের মূল্য ভাটক-গৃহীতাকে দিতে হইবে। (কাত্যায়ন ও বৃহন্মনু)

পরের ভূমিতে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া ভূস্বামীকে যথানির্দ্দিষ্ট ভাড়া দিয়া বাস করিলে কিছু দিন পরে যদি স্বেচ্ছায় বা কোন কারণ বশতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিতে হয়, তবে তৃণ, কাষ্ঠ, ইষ্টক প্রভৃতি গৃহোপকরণাদি স্বয়ং লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু যতদিন ঐ স্থানে বাস করা হইয়াছে, ততদিনের মধ্যে যদি ভূম্যধিকারীকে কোন ভাড়া দেওয়া না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য তাঁহাকে দিয়া যাইতে হইবে।

অকৃত্বা গৃহং কৃত্বা ভোগং দত্ত্বা বসেৎ তু যঃ।

স তদ্গৃহীত্বা নির্গচ্ছেৎ তৃণকাষ্ঠেষ্টকাদিকম্॥

তোমাবিনা যদিবা তু পরভূমাবনিশ্চিতম্।
নির্গচ্ছন্ ভূপকাষ্ঠানি ন গৃহ্নীয়াৎ কথঞ্চন ॥" (নারদ)

ভাড়া দেওয়া স্বীকার করিয়া ভাণ্ডাদি স্বগৃহে আনয়ন কালে বা ভাণ্ড স্বামীকে ফেরত দেওয়ার কালে ঐ ভাণ্ডগুলির পরস্পর সংঘর্ষ ভিন্ন যদি অন্য কোন কারণে উহার একদেশ কিম্বা সম্পূর্ণ অংশ নষ্ট হয়, তাহা হইলে ভাটকদাতাকে সমতুল্য ভাণ্ড বা তদুপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে।

"গৃহীতুমাহরেদেতাং নষ্টকান্তস্য সংশ্রবাৎ।" (নারদ)

ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞায় অপরাধ করিয়া রাজদ্বারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলে প্রভু সেই অপরাধ নিজের ভাবিয়া ঐ অর্থ পূরণ করিবেন। (বৃহস্পতি)

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, ভৃত্য কার্য্য শেষ করিয়া দিলেও যদি স্বামী তাহার প্রাপ্য উপযুক্ত বেতন না দেন, তবে রাজা তাহা দেওয়াইয়া দিবেন।

নারদ বলিয়াছেন, বণিকগণ শুল্ক গ্রহণান্তে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে দ্বিগুণ দণ্ডিত হইবে এবং শুল্কদাতা যদি শুল্ক প্রদানানন্তর অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় প্রদত্ত মূল্য আর ফেরত পাইবেন না, আবার তিনি যদি শুল্ক না দিয়া আরও তাহার সহিত বিশেষরূপ কঠোর ব্যবহার করেন, তবে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট শুল্কের আটগুণ দণ্ড এবং উহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

"শুল্কং গৃহীত্বা পণ্যস্ত্রী নেচ্ছন্তী দ্বিগুণং বহেৎ।
অনিচ্ছন্ শুল্কদাতাপি শুল্কহানিমবাপ্নুয়াৎ ॥
অপ্রযচ্ছংস্তথা শুল্কমনুভূয় পুমান্ স্ত্রিয়ং।
অক্রমেণ তু সঙ্গচ্ছেৎ ঘাতদন্তনখাদিভিঃ ॥
অযোনৌ যঃ সমাক্রামেৎ বহুভিশ্চাপি বাসয়েৎ।
শুল্কং সোঽষ্টগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেব তু ॥" (নারদ)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, পণ্যস্ত্রী একজনের নিকট হইতে [illegible] গ্রহণ করিয়া লোভপরবশে স্থানান্তর গমন করিলে তাহাকে [illegible]র নিকট দণ্ড এবং গৃহীত শুল্ক ফেরত দিতে হইবে।

যদি কেহ কোন বারাঙ্গনাকে প্রতারণাপূর্ব্বক একজনের [illegible] বলিয়া অন্যের নিকট লইয়া যায়, তাহা হইলে সে রাজদ্বারে [illegible] বক্তি পরিমিত স্বর্ণ দণ্ড দিবে, আর ঐরূপ লইয়া [illegible] যদি তাহার শুল্ক পর্য্যন্তও না দেয়, তবে সে রাজাকে এবং তাহাকে কথিত বেতনের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে বাধ্য।

বারস্ত্রী হইলেও যদি তাহাদের একটির উপর বহু লোক [illegible] পুংসঅত্যাচার করে, তবে তাহারা প্রত্যেকেই পৃথক্‌পৃথক্ [illegible] [illegible] এবং তাহাকে অভিহিত শুল্কের দ্বিগুণ পরিমাণে দিবে।

(মৎস্যপুরাণ)

বেতনা, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলায় প্রবাহিত একটী [illegible] নদী। ইহা বুধাটী নামেও পরিচিত।

বেতনা, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বেতনিন্ (ত্রি) বেতনগ্রাহী। (ভাগবত বনপর্ব্ব)

বেতমঙ্গলা, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ২৬০ বর্গ মাইল। পালার নদী এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, তালুকের সদর বাউরিংপেট নগরের নিকটে রামসাগর হ্রদ সংগঠন করিয়াছে। এই উপবিভাগের পশ্চিমে স্বর্ণময়ীভূমি এবং মারু পন গ্রামের নিকটে স্বর্ণখনি আছে। ইহার দক্ষিণসীমায় পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা স্পর্শ করিয়াছে।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গ্রাম। পালার নদীর দক্ষিণকূলে কোলার হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২২´৩০´´ পূঃ। এই স্থানটী অতি প্রাচীন। প্রবাদ, কোন চোলরাজ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে আর নগরের সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নাই। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বাউরিংপেট নগরে উপবিভাগের বিচারসদর স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নগরবাসীরা দেশ ছাড়িয়া কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়ায় নগরটী এখন একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

বেতবোলু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। নন্দিগ্রাম তালুক সদর হইতে ১৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই নগরের নিকটবর্ত্তী [illegible] ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার গঠন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে উহাকে একটী বৌদ্ধস্তূপ বলিয়াই মনে হয়। [illegible] ব্যাস প্রায় ৬৬ ফিট এবং চতুষ্পার্শ্ব ভাস্করশিল্পবহুল প্রস্তর [illegible]। তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রাচীন সমাধিসমূহ [illegible] চক্র নিপতিত আছে। একটী [illegible] মধ্যে একটী [illegible] [illegible]। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, সমাধির [illegible] বলিয়া [illegible] মধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছে [illegible] স্থানান্তরে রক্ষিত হইয়াছে [illegible] চারিটী স্তম্ভ [illegible] রক্ষিত আছে। [illegible] এক্ষণে অমরকোট নগরীর A limoiran [illegible] রক্ষিত আছে।

বেতস [illegible] ৩৪৪৮) বৃক্ষ [illegible] চলিত বেতগাছ। মহারাষ্ট্র—বেভস, কাশ্মীর—বেতস, [illegible]—মাজনুনকুনী। সংস্কৃত পর্য্যায়—রথ, অভ্রপুষ্প, বিদুল, [illegible], বানীর, বঞ্জুল, [illegible]

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥" (নবরত্নশ্লোক)

ইনি এক কবি বলিয়া পরিচিত। নীতিপ্রদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়িতা। বেতাল ভট্ট ও নবরত্ন শ্লোকের বেতাল ভট্ট এক ব্যক্তি কি ?

বেতালভৈরব রস, বৈদ্যকোক্ত রসৌষধবিশেষ। ইহা জ্বরাদি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

বেতালরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ, হরিতাল, সমান ভাগে মর্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। এই বটিকাসেবনে সাধ্যাসাধ্য জ্বর ও দুর্দারুণ সন্নিপাতজ্বর নাশ হয়।

দাঁতে দাঁত আটিয়া গেলে, নেত্র উল্টাইয়া গেলে, ইন্দ্রিয় সকল বিচলিত হইলে এবং বিষম অজ্ঞানাবস্থায় এই বেতাল রস সমস্ত গাত্রে মাখাইলে বা ইহারদ্বারা স্নান করাইলে বিশেষ উপকার হয়। (রসেন্দ্রসারস° জ্বরচি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র, জারিত লৌহ, পারা, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, হাকুচবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তালমূলী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া চূর্ণ করিতে হয়। এই চূর্ণের মাত্রা ৪ রতি। এক মাসকাল ইহা ব্যবহার করিলে শিত্র প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

বেতাবাদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার জুসাবাল উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°১৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৭´ পূঃ। এখানে পূর্ব্বে উপবিভাগের সদর ছিল। মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বেতাহাজিপুর, (বেহ্তা হাজিপুর) যুক্তপ্রদেশের মিরাট জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। লোণী নগর হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মুসলমান সাধু আবদুল্লা শাহার দরগা ও সম্রাট্ অরঙ্গজেবের নির্ম্মিত একটী মসজিদ আছে।

বেতি, (বেহতী) অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বর্ত্তমান সময়ে উহা একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রামটী একটী সুবিস্তীর্ণ হ্রদের তীরে অবস্থিত। হ্রদটী বর্ষাকালে ১০ বর্গ মাইল এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে ৩ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকিত, বর্ত্তমানে গঙ্গার সহিত একটী কাটাখালের দ্বারা যোগ করিয়া ও জলোত্তোলক পাম্পযন্ত্রের সাহায্যে উহার জলের পরিমাণ অনেক কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হ্রদের উত্তর কূলে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষের উপবন আছে এবং অন্যান্য পার্শ্বে তীর ভূমিতে চাসবাস হইতেছে। কিংবদন্তী এইরূপ,—অযোধ্যার কোন রাজা এই স্থানে জলকুণ্ড খনন করেন, এখনও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান খনন করিলে বহুবিধ মৃৎ পাত্রাদি পাওয়া যায়। এই হ্রদে বহুতর সুবৃহৎ মৎস্য এবং ইহার তীরবর্ত্তী জলভাগে অপর্য্যাপ্ত জলকুক্কুট দেখা যায়। হ্রদের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মিত আছে। ঐ স্থান হইতে রাজপুত্রেরা পক্ষী প্রভৃতি শিকার করিতেন। এতদ্ব্যতীত এখানে দুইটী প্রাচীন হিন্দুদেবালয় আছে।

বেতীকলান (বেহ্তী কলান্) অযোধ্যাপ্রদেশের রায়বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একটী সুন্দর মহাদেব মন্দির আছে। মন্দিরটী অতি প্রাচীন।

বেতীগেড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গদগ হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫°২৬´ উঃ, দ্রাঘি ৭৫°৪১´ পূঃ। গদগ ও বেতীগেড়ি নগর এক মিউনিসিপালিটীর অধীন, এখানে সপ্তাহে এক দিন হাট বসে, ঐ হাটে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ তুলা এবং কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রায় লক্ষাধিক টাকার তুলা বিক্রয় হয়।

বেতুগীদেব, চালুক্যবংশীয় একজন রাজা। সদযেশ্বরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল।

বেতুল, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দ্বাড়া বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২১°২১´ হইতে ২২°২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৮´ হইতে ৭৮°২০´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে হোসঙ্গাবাদ জেলা, পূর্ব্বে ছিন্দ্বাড়া, এবং দক্ষিণে অমরাবতী ও ইলিচপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৩৯০৫ বর্গ মাইল। বদনুর নগর ইহার বিচার সদর। মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিসনারের অধীনে ইহা শাসিত।

এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই পার্ব্বত্য অধিত্যকায় পূর্ণ এ... সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ। ভূপঞ্জর মৃত্তিকা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্য্যালোচনা করিলে ইহা প্রকৃতিকর্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। প্রধান নগর বেতুল, জেলার ঠিক মধ্যস্থলে সমতল ও পলিময় অববাহিকাদেশে অবস্থিত। এই অববাহিকা প্রদেশে মাচনা ও সাপনা নদীদ্বয় প্রবাহিত থাকায় কৃষিক্ষেত্রাদির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। নদীতীর বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ শস্যসমৃদ্ধিতে শ্রীসম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই নদীদ্বয়ের পশ্চিমভাগে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতোত্থিত পদার্থ দ্বারা গঠিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত থাকায় তথায় লোকের বসতি নাই। তাহারই পশ্চিমস্থ নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাপ্তী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। জেলার দক্ষিণভাগে একটী পর্ব্বতমূলে পবিত্র মুলতাই নগর বিদ্যমান। এই মুলতাইএর অধিত্যকা ভূমি হইতে তাপ্তী, বর্দ্ধা ও বেলনদী উদ্ভূত হইয়া জেলার পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে প্রবাহিত আছে। তপনদী জেলার উত্তরপূর্ব্ব কোণে প্রবাহিত। পূর্ব্বকথিত মাচনা সাপনা এবং মোরন নদী ব্যতীত পর্ব্বতের উপত্যকা দেশে আরও অনেকগুলি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী আ...

বৎসর ক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহ করিয়া থাকে। পশ্চিমের পার্ব্বত্য বনভাগে শাল, সেগুণ, সাজ, অর্জ্জুন, শিশু, শাল প্রভৃতি বৃক্ষের বন আছে। ঐ বনে গোঁড় ও কুর্কুজাতির বাস। ঐ স্থানের ২৮৭ বর্গ মাইল বনভাগ গবর্মেণ্টের ১ম শ্রেণীর এবং ৮৫২ বর্গ মাইল বন ২য় শ্রেণীর রক্ষিত বনভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বেতুল নগর খের্লার গোঁড়রাজ্যের শাসনকেন্দ্র ছিল। ফিরিস্তার বিবরণী হইতে কোন কোন গোঁড় রাজার বর্ণনা ব্যতীত কোথায়ও একটী ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে খের্লার গোঁড়রাজের সহিত মালবরাজের ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল, ঐ যুদ্ধে কখন মালবরাজ কখন বা গোঁড়রাজ বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর গৌলি রাজগণ প্রাচীন গোঁড়রাজবংশকে পরাজিত করে। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐ গোঁড় জাতি পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া আপনাদের পূর্ব্বরাজ্য অধিকার করিয়া লয়। যাহা হউক, প্রায় খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দের সমকালে আমরা গোঁড়বংশীয় রাজা বখত বুলন্দকে বেতুল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখি। রাজা গোঁড়জাতীয় হইলেও তৎকালে ইসলাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দেওগড় রাজধানীতে থাকিয়া রাজা বখত বুলন্দ সাতপর্ব্বতমালার নিম্নবর্ত্তী সমুদায় নাগপুর রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র পুত্রই রাজা হন, কিন্তু ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার দুই কুমার পুত্রের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। বেরারের মহারাষ্ট্র সর্দ্দার রঘুজী ভোঁসলে সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মধ্যস্থ হন, কিন্তু উভয়ের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিবার পরিবর্ত্তে তিনি বেতুল রাজ্য ভোঁসলেদিগের অধিকৃত নাগপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আপ্পা সাহেবের পরাজয় ও পলায়নের পর ইংরাজ কোম্পানি যুদ্ধের ব্যয় বহনের জন্য দাক্ষিণাত্যের যে প্রদেশ প্রাপ্ত হন, বর্ত্তমান বেতুল জেলা তাহারই একাংশ। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে বেতুল ভূভাগ স্পষ্টতঃ বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আপা সাহেবের সহিত ইংরাজের যুদ্ধকালে ইংরাজগণ মুলতাই, বেতুল ও শাহপুরে সেনার ছাউনি করিয়াছিলেন। আপা সাহেব ইংরাজসেনাদলকে অতিক্রম করিয়া পাচমারী হইতে পশ্চিমাভিমুখে সদলে পলায়ন করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেতুলে ইংরাজসেনা রক্ষিত হইয়াছিল।

এই জেলার মধ্যে বেতুল, মুলতাই, বদনুর, জেলবেরী ও আথনের নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোকের বাস আছে। ২০টী গণ্ডগ্রামে সহস্র হইতে দ্বিসহস্র পর্য্যন্ত লোকের বসতি দেখা যায়। ২০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত অধিবাসীসমন্বিত গ্রাম সংখ্যা ৫০৫ এবং তদ্ভিন্ন লোকসংখ্যাযুক্ত ক্ষুদ্রপল্লী সংখ্যা ৬৯৮।

এখানে গম, ধান্য কলায়াদি, তৈলকর বীজ সমূহ, ইক্ষু, তুলা, পাট, শণ, তামাকু এবং আর আর নানাপ্রকার শস্যের চাষ হয়।

এখানকার জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নহে। বৃষ্টিপাত প্রায় প্রত্যহই হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানে শীত অনুভূত হয়। শাতপুরাশৈলের অধিত্যকা বেশ য়ুরোপীয়গণের পক্ষে বিশেষ মনোরম। উদরাময় রোগ এখানকার সাংঘাতিক।

২ উক্ত জেলার একটী তহশীল। অক্ষা০ ২১°২১´ হইতে ২২°২১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭°১০´১৫″ হইতে ৭৮°১৫´৪৫″ পূঃ।

৩ উক্ত জেলার একটী নগর। এখান হইতে ৫ মাইল দূরে বদনুর নগরে জেলার সদর উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে বেতুল নগরেই য়ুরোপীয়গণের আবাস ছিল। অক্ষা০ ২১°৫১´১৬ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১°৪৮ ৭´ পূঃ। এখানকার প্রাচীন দুর্গ ও ইংরাজের সমাধি-উদ্যান দেখিবার জিনিষ। এখানকার অধিবাসীরা এক প্রকার সুন্দর বৃষাসন প্রস্তুত করে এবং তাহা নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দেয়।

বেতুলপিউলঙ্গড়ি, (বেট্টইপুলিয়ঙ্গডি), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী নগর। তিরুর রেল ষ্টেশনের ২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১০°৫৩ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৮´১৫″ পূঃ। এখানে বেতুলনাদ (বেত্তত্তনাড) রাজবংশের একটী প্রাসাদ ছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান তাহা ধ্বংস করিয়াছেন। ঐ ধ্বংসাবশেষের মালমসলা লইয়া এখানকার জজ আদালত ও কালেক্টরীকাছারী নির্ম্মিত হইয়াছে।

বেত্তুর, (বেট্টুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার বল্লুবনাড় তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

বেত্তবলুম, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার কল্লকুর্চি তালুকের অন্তর্গত একটী জমিদারী।

বেত্তাদপুর, দাক্ষিণাত্যের মহিষুর রাজ্যের মহিষুর জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৩৫০ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১২°২৮´২০″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৮´২০″ পূঃ। পর্ব্বতটী কোণাকার। উহার চূড়ার উপর সুপ্রসিদ্ধ মল্লিকার্জ্জুন মহাদেবের মন্দির। পর্ব্বতের পাদমূলে বেত্তাদপুর নগর। এখানে সঙ্কেতি ব্রাহ্মণশ্রেণীর বাস আছে। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে জেনর রায় নামক এক জন জৈন রাজা শিবাচার্য্য অনুরূপ ভক্তি এই দেব-মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। টিপু সুলতানের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত এই স্থান দেশীয় সামন্তরাজের অধীন ছিল।

করিয়াছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। যে পুরুষ শক্তিশালী ও রূপবতী পত্নী পরিত্যাগ করেন, তিনি পাপ পুরুষ নামে অভিহিত এবং ব্রহ্মহত্যার পাতকগ্রস্ত হন। রাজা তাহার এই নীতিপ্রদ বাক্য শুনিয়া তাহাতে সম্মত হন। ইহাতে তৎ-কলাৎ বেদবতীর গর্ভ হইতে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় কান্তিযুক্ত অতি বলবান্ ও তেজস্বী এক পুত্র প্রসূত হয়। এই পুত্রের নাম নরকাসুর। ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ছিলেন। বেত্রাসুর প্রথমে সকল বসুধরা জয় করিয়া পরে ইন্দ্র, অগ্নি ও যম প্রভৃতিকে পরাজয় করেন। (বরাহপু° বেত্রোৎপত্তিনামাধ্যায়)

ইহার পর ইন্দ্র এই অসুরকে হনন করেন।

বেত্রিক (পুং) ১ কাণ্ডকাণ্ড ও [illegible]। (কাণ্ড ত্রীয়পর্ণ) ২ বেতসাতী।

বেত্রোদ্ভব (পুং) বেত্রোহস্তাস্তীতি বেত্র ইনি। ১ দ্বারপালক। ২ বেত্রধর।

বেত্রাস্থ (ক্লি) ১ বেত্রসম্বন্ধীয়। বেতসবন। ২ ব্রাহ্মভূমির অন্তর্গত ভারতক্ষেত্র, বিপাশাবতী নদীতীরে ... ২ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীমূর্ত্তি আছে। (দেশাবলী)

বেথ, যাচ্ঞা, প্রার্থনা। ভ্বাদি আত্মনে° দ্বিক° সেট্। লট্ বেথতে। লুঙ্ অবেথিষ্ট।

বেথিয়া, (বেতিয়া, বেতিয়া) বাঙ্গালার চম্পারণ জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬°৫৫´ হইতে ২৭°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°৫২´১০´´ হইতে ৮৪°৫১´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২০১৩ বর্গ মাইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বেথিয়া, লৌরিয়া ও বগহা থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত হয়।

২ উক্ত জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। হাড়হা নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৪৮´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৩২´৪০´´ পূঃ। ঐ গুক ও হাড়হা নদীদ্বয় বিদ্যমান থাকায় এবং মজঃফরপুর হইতে সেগৌলী ও বেথিয়া পর্য্যন্ত ত্রিহুত ষ্টেট রেলপথ বিস্তারিত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। নগরের পশ্চিমাংশে বেথিয়া-মহারাজের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ মহারাজের প্রধান কীর্ত্তি। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে এক জন ইটালীয় ধর্ম্মযাজক এখানে একটী রোমান কাথলিক গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তন বেথিয়ারাজ ঐ ধর্ম্মযাজককে নেপালে আহ্বান করিয়া লইয়া যান।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখানে মহাসমারোহে রামলীলা পর্ব্বোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা দেখিবার জন্য প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হয়। কার্পাস বস্ত্র ও কৌহপাত্রাদি ঐ সময়ে প্রভূত পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে।

বেথিলেহ (স্ত্রী) নগরভেদ।

বেদ (পুং) বিদ-বুদ্ধ বা বিত্ত ঘঞ্। ১ বিষ্ণু। ২ বৃত্ত। ৩ বিত্ত। (বেদিনী) ৪ যজ্ঞাঙ্গ। ৫ ধর্ম্ম ব্রহ্মপ্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্য। (বেদান্ত) ৬ মীমাংসাবিহিত ভগবদ্বাক্য। (ন্যায়শাস্ত্র) ৭ ব্রহ্মমুখনির্গত ধর্ম্মজ্ঞাপক শাস্ত্র। (পুরাণ) পর্য্যায় শ্রুতি, আম্নায়, ছন্দঃ, ব্রহ্ম, নিগম, প্রবচন। (জটাধর)

অমরকোষের মতে ইহার তিনটী পর্য্যায় আছে যথা—শ্রুতি, বেদ, আম্নায়। 'শ্রূয়তে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংজ্ঞায়াং ক্তিরিতি শ্রুতিঃ। আম্নায়তে উপদিশ্যতে ধর্ম্মোঽনেনেতি আম্নায়ঃ।'

ত্রয়ী শব্দে আবার যুগপৎ ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদকে বুঝায় যথা—

"স্ত্রিয়ামৃক্‌সামযজুষী ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।" (অমর)

কিন্তু শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজূংষি সামানি।" (৪,৬,৭।১)

কেহ কেহ বলেন, বেদরচনায় গদ্য, পদ্য ও গান এই ত্রিবিধ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ত্রয়ী।

"ত্রয়ী"। যে সকল অংশ পদ্যে রচিত হইয়াছিল পুরাকালে সেই অংশ ঋক্, যে অংশ গদ্যে রচিত হইয়াছিল, উহা যজুঃ নামে এবং যে সকল রচনা গানের ছন্দে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সাম নামে অভিহিত হয়। যখন গদ্য পদ্য ও গানাতিরিক্ত রচনার অন্য কোন প্রণালী নাই, তখন ঋক্‌সংহিতাতে সামসংহিতায় অথবা অথর্ব্বসংহিতাতে এই ঋক্ যজুঃ ও সাম ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বেদ মন্ত্র নাই। গদ্য পদ্য ও গান ব্যতিরিক্ত অপর কোন প্রকার রচনাপ্রণালী পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটী নাম কেবল বৈদিক মন্ত্ররচনাপ্রণালীর নাম মাত্র। ভগবান জৈমিনির উক্তিই এ বিষয়ের প্রমাণ যথা—

"তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা। গীতিষু সামাখ্যা শেষে যজুঃ শব্দঃ" (মীমাংসাদর্শন ২।১ ৩২, ৩৩, ৩৭।)

অর্থাৎ এই বেদত্রয়ের মধ্যে যে স্থলে অর্থ বশে পাদব্যবস্থা হয়, তাহাই ঋক্, যে যে স্থলে গান আছে, তাহাই সাম এবং অপরাংশ যজুঃ। মাধবাচার্য্য ন্যায়মালাবিস্তর নামক গ্রন্থে এই বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন।

মন্ত্রসমূহের রচনা-নিয়মানুসারেই ত্রয়ী নামের উৎপত্তি। সুতরাং প্রচলিত বেদের মন্ত্রভাগকেই ত্রয়ী বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণভাগ মুখ্যার্থে ত্রয়ী নহে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে—

"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজূংষি।" (১।২।১।২৬)

মাধবাচার্য্য অধিকরণমালায় উক্ত ন্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন,—মন্ত্রভাগই ত্রয়ী শব্দের বাচ্য হইলেও মন্ত্রভাগানুগত ব্রাহ্মণাংশ ব্যবহারিক ভাবে ত্রয়ীশব্দ বাচ্য। ব্রাহ্মণভাগও বেদসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে। কেননা সংজ্ঞা চিরদিনই ব্যবহারনিয়মাধীন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মন্ত্রভাগেরই বেদত্ব, ঋক্ত্ব, সামত্ব বা ত্রয়ীত্ব মুখ্যার্থ সিদ্ধ। ব্রাহ্মণভাগকে যদিও বেদ বা ত্রয়ী বলা হয় বটে, কিন্তু বেদসংজ্ঞাধিকারে উহার প্রাধান্য নাই। ত্রয়ীই বেদ। উহা বেদের অর্থান্তর নহে।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বহু স্থলে বহু ভাবে বেদ শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, "বিদন্তে জানন্তে লভন্তে বা এভি র্ধর্ম্মাদিপুরুষার্থা ইতি বেদাঃ।" অর্থাৎ এতদ্দ্বারা ধর্ম্মাদিপুরুষার্থসমূহ জানা যায় বা লাভ করা যায়, তাই ইহারা বেদ নামে অভিহিত। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-

বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তি

বিষয় সমূহে যাহা অস্থির বা চরমস্থানীয় সেই সর্ব্ববিষয়মূলই বেদশাস্ত্র। অথবা "সম্প্রদায়েন সম্যক্ পরীক্ষাতত্ত্বসাধনং বেদঃ।" অথবা "অপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ"। সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে বেদের এই সকল নিরুক্তি লিখিয়া গিয়াছেন। এস্থলে আরও একটী ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করা যাইতেছে যথা—

"ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো বেদয়তি স বেদঃ।" অর্থাৎ যাহা হইতে ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহার সম্বন্ধে অলৌকিক উপায় জানা যায়, তাহাই বেদ; ইহাও সায়ণোক্ত ব্যুৎপত্তি। সায়ণ আরও বলেন—

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা॥"

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে উপায় না জানা যায়, বেদদ্বারা সেই উপায় লাভ করা যায়, ইহাই বেদের বেদত্ব।

আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষাসূত্রে বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন, "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ই বেদ নামে অভিহিত। সর্ব্ববেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও আপস্তম্বের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

"মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকশব্দরাশির্বেদঃ"

অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিই বেদ। সর্ব্বানুক্রমণী বৃত্তির ভূমিকায় ষড়্গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন—

"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদশব্দং মহর্ষয়ঃ।
বিনিয়োক্তব্যরূপো যঃ স মন্ত্র ইতি চক্ষতে।
বিধিস্তাবকরূপেণ ব্রাহ্মণং কথয়ন্তি হি।
বিনিয়োক্তব্যরূপশ্চ ত্রিবিধঃ সম্প্রদর্শ্যতে।
ঋগ্যজুঃসামরূপেণ মন্ত্রো বেদচতুষ্টয়ে।
অহে বুধ্নীয় মন্ত্রং মে গোপায়েত্যভিধীয়তে॥"

অতঃপরে একটু টীকা আছে যথা—

"ঋক্ পাদবদ্ধো গীতন্তু সাম গদ্যং যজুর্মতঃ।"

গ্রন্থকার অতঃপর লিখিয়াছেন—

"চতুর্ষ্বপি হি বেদেষু ত্রিধৈব বিনিযুজ্যতে।
যেষেষামৃত ইত্যাদৌ মন্ত্রে ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে।

সর্ব্বমন্ত্রেতি (ঋক্ প্র ২২) হত্রেহপি চতুর্দ্ধাশ্রুতি নির্ণয়ঃ

প্রতত্ত্বকাদিবাদিনোয়ামন্ত্রে হরকারণে।
ঋগ্ রূপ মন্ত্র বাহুল্যাদ্ ঋগ্বেদঃ স্যাৎ অথেতরৌ।
শান্তিপুষ্টাদিকব্রহ্মবর্ণপ্রণববিদ্যায়া।
যজ্ঞাঙ্গ বহুত্বাৎ ভূয়ো বাহুল্যেন বিধায়কঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়কেই মহর্ষিরা বেদশব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা বিনিয়োগের বিষয় তাহাই মন্ত্র এবং যাহা বিধি ও স্তুতিময় তাহাই ব্রাহ্মণ। বিনিয়োক্তব্য রূপ মন্ত্র ত্রিবিধ—ঋক্, সাম ও যজুঃ। অর্থাৎ বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে যে যে স্থল পদবদ্ধ বা পদ্যময় সেই সকলই ঋক্, যে যে স্থল গীতময় সেই সেই স্থলই সাম, অপর যে যে স্থল গদ্যময় সেই সেই স্থলই যজুঃ। চারি বেদের এই ত্রিবিধ রূপ রচনা আছে। বর্ত্তমান বিভাগের মূল প্রণালী এই যে যাহাতে পদ্যাংশ অধিক তাহা ঋক্, যাহাতে গানাংশ অধিক তাহা সাম এবং যাহাতে গদ্যাংশ অধিক তাহাই যজুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে বেদশব্দ বিজ্ঞশব্দের অপর পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইত। মন্ত্র সকল সর্ব্ববিদ্যার নিধান। এই মন্ত্র সকল তিন প্রণালীতে রচিত হইত বলিয়া বেদ ত্রয়ী নামে খ্যাত হইত। মন্ত্রভাগ প্রকাশের সময়ে ত্রিবিধ প্রণালীতে রচিত মন্ত্রগুলি ত্রয়ী নামে খ্যাত হয়। ব্রাহ্মণপ্রকাশকালে ব্রাহ্মণও বেদ বা ত্রয়ী নাম প্রাপ্ত হয়। সূত্রকালে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ই বেদ বা ত্রয়ী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। ইহাতে তিনটী পক্ষের সৃষ্টি হইল।

(১) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—এই উভয়ের বেদত্ব।
(২) ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহেরই মুখ্যভাবে বেদত্ব।
(৩) সর্ব্ববিদ্যানিধান মন্ত্র সমূহের বেদত্ব।

অতি পূর্ব্বকালে মন্ত্রসমূহই বেদ নামে অভিহিত হইত।

বেদ শব্দটি যে ত্রয়ী শব্দার্থবাচ্য, শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

বেদশব্দের প্রাচীনত্ব। "বেদেন রূপে ব্যপিবৎ সুতাসুতৌ প্রজাপতিঃ।" (১৯।৭৮)

এস্থলে মহীধর বেদ শব্দের দুইটি অর্থ করিয়াছেন—এক অর্থ জ্ঞান—অপর অর্থ ত্রয়ীবিদ্যা। শেষোক্ত অর্থই সুসঙ্গত। পাণিনির উণাদিগণেও (পা ৩।১।১৩০) বেদ শব্দ পঠিত হইয়াছে। কৃদাদিগণেও পা ৩।১।২০৩) বেদ শব্দ আছে এ সকল স্থলেও ত্রয়ী অর্থে বেদশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও ত্রয়ী শব্দার্থবাচক বেদ শব্দের প্রয়োগ আছে। (৫।১১২) অথর্ব্বসংহিতাতেও ত্রয়ী শব্দার্থবাচক বেদ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—"যস্মিন্ বেদা নিহিতা বিশ্বরূপাস্তেনৌদনেনাতি-তরাণি মৃত্যুম্" (৪।৭।৫৩) সকল সংহিতাতেই ত্রয়ী শব্দার্থ-বাচক বেদ শব্দের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকলেও "ত্রয়ী" অর্থেই বেদ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে "ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত ঋগ্‌-বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্ব্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাৎ তান্ বেদানভ্যতপৎ" (ঐঃ ব্রাঃ ৫।৫।৬) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডে (১০।১১।৪) উক্ত অর্থে বেদশব্দের উল্লেখ আছে।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও বেদ শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, "স হোবাচ-র্গ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থম্" (৮।১।২)। অথর্ব্বব্রাহ্মণেও বেদ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"ইমে সর্ব্বে বেদাঃ" (গোপথব্রাঃ ১।২।৩) এইরূপ সকল ব্রাহ্মণগ্রন্থেই ত্রয়ীঅর্থবাচক বেদশব্দ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আপস্তম্বের সূত্ররচনাকালে ব্রাহ্মণগ্রন্থাদিও বেদ নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ হয়। তদ্ যথা—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদনাম-ধেয়ম্" (যজ্ঞপরি° ৩৮ সূত্র)। এই সময় হইতে ধর্মসংহিতা মাত্রেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বেদসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া আসিতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে ত্রয়ী শব্দের আলোচনা করা হইয়াছে। বেদ শব্দেরও আলোচনা করা হইল। এক্ষণে শ্রুতি শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রুতি বেদ শব্দেরই নামান্তর। শ্রবণাৎ শ্রুতিঃ। যাহা শ্রুত হইয়া আসিতেছে তাহাই শ্রুতি। শ্রুতিশব্দ শ্রবণে শ্রবণার্থ। শ্রু+ ক্তিন্—শ্রুতি। বেদ চিরদিনই গুরুপরম্পরানুসারে শ্রুত হইয়া আসিতেছে। কেহ এপর্য্যন্ত ইহার একটী মন্ত্রেরও প্রণয়ন-কাল নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। এই নিমিত্ত বেদকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া অভিহিত করা হয়।

শ্রুতি।

বেদার্থবাচক শ্রুতি শব্দ কোন্ সময় হইতে প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে, তাহার স্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা নিশ্চিত এই যে, মন্ত্রকালে ঐ অর্থে শ্রুতিশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইত না। মন্ত্রসংহিতাসমূহে বেদার্থে শ্রুতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্যের কাল বিভাগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত রূপে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যথা—

প্রথমতঃ—মন্ত্রকাল।

দ্বিতীয়তঃ—যজ্ঞাদিতে মন্ত্রের ব্যবহারকাল।

তৃতীয়তঃ—তাদৃশ প্রবাদের শ্রুতিকাল।

চতুর্থতঃ—গাথাকাল।

পঞ্চমতঃ—ব্রাহ্মণকাল, গাথামূল বহুল ব্রাহ্মণবচন।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে এই শ্রেণীবিভাগের বীজস্বরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"তস্মাদপত্নীকোঽপ্যগ্নিহোত্রমাহরেৎ। তদেষাভিযজ্ঞগাথা গীয়তে,—'অমৃৎ সৌত্রামণ্যা অপত্নীকোঽপ্যসোমপঃ। মাতা-পিতৃভ্যামনৃণাত্মেতি বচনাচ্ছ্রুতিঃ'—ইতি। তস্মাৎ সৌম্যং পায়েৎ।" (ঐঃ ব্রাঃ ৭।৩।৮।)

ব্রাহ্মণকালান্তরে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়েই বেদার্থে শ্রুতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যাস্ক তদীয় নিরুক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সেয়ং বিভাত্র'তমতিবুদ্ধিঃ।" (১৩।৪।১৩)

অতঃপর আমরা মনুস্মৃতিতে বেদার্থশ্রুতি শব্দের প্রমাণ দেখিতে পাই যথা—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।" (মনুসং ২।৯)

মনু আরও স্পষ্ট ভাবায় লিখিয়াছেন—"শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ঃ।" (মনু ২।১০) মনু আরও বলেন—

"উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।

সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥" (মনু ২।১৫)

দর্শনাদি শাস্ত্রে "অনুশ্রব" শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহাও বেদার্থবাচক শ্রুতিশব্দমূলক। যথা সাংখ্যকারিকায়—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ"

ইহার টীকায় বাচস্পতিমিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"গুরুমুখাদনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবঃ বেদঃ ইতি।" অর্থাৎ গুরু মুখে অনুশ্রুত হয় এই নিমিত্ত এই বিদ্যার নাম অনুশ্রব অর্থাৎ বেদ।

লৌকিক প্রবাদবাক্যও "শ্রুতি" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

১। যে চাত্র তার্ক্ষ্যে পর্ব্বিণ্যো বন্ধুবৎপ্রতিশ্রুতিঃ।

(রামায়ণ ২। ১০।১৮)

২। এষ মে কৃষ্ণ সন্দেশঃ শ্রুতিস্তিষ্ঠ ত্যতিবেশ্মতি।

(মহাভারত ১।৫০)

৩। ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ। (শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২১।৪৫)

এইরূপ বহুস্থলে শ্রুতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলিতার্থ এই যে, যে সকল বাক্যের প্রচারকাল নির্ণীত হয় না, কোন্ সময়ে কে বলিয়াছেন তাহাও জানা যায় না, অথচ

বাক্যগুলি প্রামাণিক বলিয়া গুরুপরম্পরায় উপদেশ রূপে চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল বৈদিক বা তান্ত্রিক বচন শ্রুতি নামে অভিহিত হয়।

এই কারণে মনুটীকায় কুল্লুক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিঃ কীর্ত্তিতাঃ ॥"

এতদ্দেশীয় স্মৃতিনিবন্ধে এমন অনেক বিধান দৃষ্ট হয় যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই সকল বিধানের বৈদিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহা না হইলেও ঐ সকল বিধান শ্রুতিমূলক, এইজন্য উহাদিগকে "স্মৃতি" বলা হয়। যে সকল প্রামাণিক স্মৃতিবচনের মূলস্বরূপ সাক্ষাৎ বৈদিকবচন [দে]খা যায় না, তাহাদের মূলে বৈদিকবচন প্রকল্পিত হয়, সেই কল্পিত বচনগুলিও শ্রুতি বলিয়া রঘুনন্দনাদি গ্রহণ করিয়াছেন। বেদের মন্ত্রভাগের শ্রুতিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত—ব্রাহ্মণভাগের শ্রুতিত্ব মন্বাদি স্মৃতিনিবন্ধকারগণের স্বীকৃত, প্রবাদবাক্য ও লৌকিক বাক্যের শ্রুতিত্ব ব্যবহারিক মাত্র;—রঘুনন্দন প্রভৃতি বহুল কল্পিত শ্রুতির স্রষ্টা ও সমর্থক।

বেদ শব্দের আর একটী পর্য্যায়—"আম্নায়", আম্নায় শব্দের অপর একটি প্রতিশব্দ "সমাম্নায়"। নাগেশভট্ট লঘুশব্দেন্দুশেখরে লিখিয়াছেন—"আম্নায়সমাম্নায়শব্দৌ বেদে এব রূঢ়ৌ', অর্থাৎ আম্নায় ও সমাম্নায় এই দুইটী শব্দ রূঢ়ভাবে বেদকে বুঝায়। সূত্রকাল হইতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বেদশব্দের বাচ্য। ভগবান্ জৈমিনীকৃত মীমাংসা দর্শনের বহু স্থানে বেদার্থে আম্নায় শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। যথা—

আম্নায়।

১। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্।" (১।২।১)

২। "উক্তং সমাম্নায়ৈদমর্থ্যম্।" (১।৮।১)

বাজসনেয়-সংহিতার প্রাতিশাখ্য সূত্রের ব্যাখ্যায় এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—"আম্নায়ো বেদঃ।"

অথর্ব্ববেদের কৌশিকসূত্রে আরও স্পষ্টতর প্রমাণবচন আছে। যথা—

"আম্নায় পুনর্মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণানি চ।"

যাস্কীয় নিরুক্তে "আম্নায়" শব্দে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে, এবং বহুস্থলেই বেদ অর্থে আম্নায় শব্দের প্রয়োগ আছে। নিরুক্তকার বেদাঙ্গকেও আম্নায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

"সমাম্নাসিষু বেদং বেদাঙ্গানি চ।" (১।৮।৪)

এই বচনে দেখা যায় মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গ এই তিনই 'আম্নায় পদের বাচ্য। নাগেশভট্ট পাণিনি ব্যাকরণকেও বেদাঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া উহার আম্নায়ত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভট্টোজী দীক্ষিত প্রভৃতি "আম্নায়" শব্দের প্রসার আরও বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণে একটি সূত্র আছে যথা—

"চরণাদ্ ধর্ম্মাম্নায়য়োরিত্যুক্তং তৎসাহচর্য্যাদুটশব্দাদপি তয়োরেব।"

১। তস্যেদম্। (৪।৩।১২০)

এই সূত্রের বার্ত্তিকে লিখিত আছে—"চরণাদ্ধর্ম্মাম্নায়য়োঃ" অপর একটী সূত্র আছে—

"ছন্দোগৌক্থিকযাজ্ঞিকবহ্বৃচনটাঞ্ঞঃ।" (৪।৩।১২৯)

দীক্ষিত ইহার অনুসরণ করিয়া নাট্যগ্রন্থেরও আম্নায়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শিলালি প্রভৃতি প্রাচীন নটসূত্রাদিও দীক্ষিতের মতে "আম্নায়" পদ বাচ্য।

কেহ কেহ আম্নায় শব্দের অপর আর এক প্রকার অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন "ম্না অভ্যাসে" ম্নাধাতু হইতে আম্নায় পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে গ্রন্থ অভ্যাস করা যায় তাহাই আম্নায়। এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া উহাকে স্মৃতির অনুগত করার নামই অভ্যাস। যুগাবসান কালে প্রায় সকল প্রাণীই লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে যে কতিপয় শিষ্ট মহাপুরুষ অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের দ্বারা স্ব স্ব স্মৃতির অনুরূপ অঙ্গ সহিত বেদ শিষ্যদিগের নিকট অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ যুগাবসানে নবযুগারম্ভে প্রাচীন মহাপুরুষগণ শিষ্যদিগকে বেদাভ্যাস করান। এই নিমিত্ত ইহার নাম আম্নায়, এবং সাঙ্গ বেদ অভ্যস্ত করান হয় বলিয়া ইহাকে সমাম্নায় নামেও অভিহিত করা হয়। মৎস্যপুরাণের জ্যোতিষোপনিষদধ্যায়ে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"যুগে যুগে সমুচ্ছিন্না ক্রমেণেহ বিবস্বতঃ।

প্রসাদাৎ কস্যচিচ্চক্ষুঃ প্রাদুর্ভবতি কামতঃ ॥" ১৯ শ্লোকঃ।

সুতরাং কালক্রমে "আম্নায়" শব্দের ব্যাপ্তি অধিকতর দূরে প্রসারিত হইয়াছিল।

বেদের অপর অতি প্রাচীন নাম—"ছন্দঃ।" প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে আমরা অথর্ব্ববেদসংহিতায় সর্ব্বপ্রথমে "ছন্দঃ" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। যথা—

ছন্দঃ।

'ত্রীণি ছন্দাংসি কবয়ো ● ● আপো বাতা ওষধয়ঃ।' (১৮।১।১৭)

(১) এই স্থলে ছন্দঃ অর্থ জগদ্বন্ধন। নিরুক্তকার বলেন "ছন্দাংসি ছাদনাৎ।" (৭।৩।৬)

ছাদন অর্থাৎ বন্ধন। বিষয়মাত্রেই বন্ধন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকার লিখিয়াছেন:—

"প্রবিবিক্ত বিষয়বৃত্তি যেন রূপেণ নিরূপণীয়ং ছন্দোভিঃ যাবৎ বিষয়াঃ পৃথিব্যাদয়ঃ সুখাদ্যবস্থাবস্থায়িনাম্।" (৫ শ্লোক)

যাহারা বিশ্বাসীদিগকে অচ্ছন্ন অর্থাৎ বীয়রূপে নিরূপণ-যোগ্য করে তাহারা বিষয়; যেমন পৃথিব্যাদি এবং আমাদের সুখদুঃখাদি। ফলতঃ অতি প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপে বিষয়বচন ও পৃথিব্যাদি অর্থেই ছন্দঃ শব্দের প্রয়োগ হইত।

(২) অতঃপর অকারাদি অক্ষরসমূহ ছন্দঃ শব্দের বাচ্য ছিল। যথা তৈত্তিরীয়ে—

"ছন্দঃ পুরুষ ইতি যমবোচাম অক্ষরসমাম্নায় এব; তস্যৈতত্তাকারো রসঃ"। (৩।২।৩৪)

এস্থলেও "ছন্দাংসি ছাদনাৎ" এই নিরুক্ত হইতেই ছন্দঃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতবর্গের স্বীকৃত। এখানে ছন্দঃ শব্দের অর্থ অকারাদি অক্ষরসমূহের সমষ্টিস্বরূপ শব্দসমূহ।

(৩) ঋগাদি ত্রিবিধ মন্ত্রও ছন্দঃ শব্দের বাচ্য। এতৎসম্বন্ধে প্রয়োগের কথা বলা যাইতেছে। অথর্ববেদে উচ্ছিষ্ট সূক্তে লিখিত আছে—

"অয়াঃ বেদমথো দীক্ষা কাম প্রজ্ঞনসা সহ।
উৎসন্না যজ্ঞা সত্রাণ্যুচ্ছিষ্টেঽধি সমাহিতাঃ॥" (১১।৪।১।৮)

আবার অন্যত্র—

"বিদ্যো হ বাং ভূতো অত্রীকাথপাং বোকো অত্যাশস্তনেন।
সন্নিবেশ পরসাহযহে ছন্দোভির্জিতৈঃ যুক্ততাং ক্রমেন।"

(৬০।১২।১১।১)

এ সকল স্থলেও "ছন্দাংসি ছাদনাৎ" নিরুক্ত দ্বারাই ছন্দঃ শব্দ "মন্ত্র" অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। মনোভাবাদির ছাদন স্বরূপ বলিয়াই মন্ত্রসমূহ মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। টীকাকার দুর্গাচার্য্য স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন—

"ছন্দাংসি—মন্ত্রাঃ।" অর্থাৎ ছন্দঃসমূহের অর্থ—মন্ত্রসমূহ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এইরূপ দুইচল বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে।

পাণিনীয়সূত্রে, কাত্যায়নীয় বার্ত্তিকে, পাতঞ্জলভাষ্যে এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন গ্রন্থেও সর্ব্বত্রোর্থেই "ছন্দঃ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪) কিন্তু স্থানে স্থানে কেবল সামবেদীয়ার্চ্চা ছন্দঃ নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা অথর্ব্ববেদসংহিতায়—

"ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে" ইত্যাদি। (অঃ সঃ ১১।৪,২।৫)

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত॥" (ঋক্‌সং ১০।৯০।৮)

এই সকল স্থলে "ছন্দাংসি" পদের অর্থ সামবেদীয়ার্চ্চা। সামবেদীয়দিগের সংহিতা প্রায় দুইভাগে বিভক্ত,—সাম ও ছন্দঃ। সামগ্রন্থ আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—গেয়, আরণ্যক, উহ ও উহ্য। ছন্দোগ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত, যোনি ও উত্তরা। এই উভয়ই আর্চ্চিক নামে খ্যাত। উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ এই যে, সেই যজ্ঞ হইতে ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয়, অথর্ব্ববেদীয়, কৃষ্ণশুক্লবিবর্জিত যজুর্বেদীয় বাক্যসমূহ এবং ছন্দঃসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল। এখানে ছন্দঃ শব্দের অর্থ—'সামবেদীয় গানাদি সূচীভূত ছন্দো নামক মন্ত্রসমূহ।'

(৫) পূর্ব্বে গায়ত্রী প্রভৃতিও ছন্দঃ নামে অভিহিত হইত। যথা—"ছন্দাংসি চ দধতে অধ্বরেষু" (ঋক্ সং ৮।১৩৪৫)। স্থলে ছাদন অর্থেই গায়ত্রী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গায়ত্রী শব্দসমূহের ছাদন অর্থাৎ বন্ধনরূপ। কেবল পদ্যই যে ছন্দ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা নহে।

কাত্যায়ন যজুর্বেদীয় মন্ত্রাদিকে ছন্দঃ বলিয়াছেন। মাধ্যন্দিনীয়ভাষ্যে মহীধর বলেন, "তত্র যজুষ্ষু মন্ত্রেষু কানিচিৎ যজূংষি কানিচন ঋচঃ; তত্র ঋচাং নিয়তাক্ষরপাদাবসানাত্মকং ছন্দঃ কাত্যায়নেনোক্তম্। যজুষাং যত্‌স্বরূপতাক্ষরাবসানানামেবাক্ষর পিঙ্গলেন তৈব্যোকমিত্যাদিনোক্তং ছন্দোবোধ্যম্ ইতি।" অর্থাৎ যজুর্ব্বেদ মন্ত্রে কোথাও যজুঃ ও কোথাও ঋক্ আছে। ঋক্‌সমূহে অক্ষর পাদসমূহ নিয়মক্রমে সংস্থাপিত। কাত্যায়ন উহা ছন্দঃ বলিয়াছেন। ইত্যাদি যজুর্বেদীয় মন্ত্রসমূহেও পাদাক্ষর সন্নিবেশের নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং উহাও ছন্দঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(৬) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ই যেরূপ বেদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ছন্দঃ শব্দেরও সেইরূপ প্রয়োগ আছে। এতদ্ব্যতীত মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ এই উভয়ই পৃথক্ রূপে ছন্দঃ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যাস্ক নিরুক্তের উপক্রমে মন্ত্রকে ছন্দঃ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পাণিনি যদিও মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়কেই ছন্দঃ বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তথাপি কোন কোন স্থলে মন্ত্রকে বিশেষরূপে ছন্দঃ বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন, যথা—

"ছন্দোব্রাহ্মণানিচ তদ্বিষয়াণি॥" (৪।২।৬৬)

(৭) ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে বেদাঙ্গ প্রভৃতিও ছন্দঃ শব্দের বাচ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পতঞ্জলির মতে বেদগুলি ছন্দঃ নামে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তিনি বলেন

"ছন্দোবৎ সূত্রাণি ভবন্তি" (১ অঃ ১ পাঃ ২ আ)

শৌনকীয় শিক্ষাদি বেদাঙ্গ হউক বা না হউক, উহা ছন্দের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না। নাগেশ স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন বেদাঙ্গকে ছন্দঃ বলা যাইতে পারে না।

(৮) কিন্তু নাগেশ কিছু হয় ও নইন্দ্রের ছন্দস্ব স্বীকার করিয়াছেন। লঘুশব্দেন্দুশেখরে ইহার প্রমাণ দ্রষ্টব্য। কিন্তু অধুনা ঋষিদিগের অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থমাত্রই সর্ব্বসম্মতভাবে ছন্দঃ বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে।

নিমিত্ত বেদবিভাগের প্রয়োজন হয়। ঋক্ দ্বারা হোত্র, যজুঃ দ্বারা অধ্বর্য্যু এবং সাম দ্বারা যজ্ঞের উদ্গীথ ক্রিয়ার বিধান করা হয় এবং সমগ্র ত্রয়ীই ব্রহ্মত্বরূপে সাধিকারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। অথর্ব্বসংহিতা অধ্যয়ন না করিলে সমগ্র ত্রয়ীতে জ্ঞান লাভ হয় না। হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার ব্যবহার ভিন্ন উহাতে ঋক্ ও যজুর অনেক মন্ত্র আছে। অথর্ব্ববেদীই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। তিনিই যজ্ঞ রক্ষা করেন। যাস্ক বলেন "ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বং বেদিতুমর্হতি।" (১।৩।৩) গোপথব্রাহ্মণে ইহা অধিকতর পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—"তস্মাদ্ ঋগ্বিদমেব হোতারং বৃণীষ্ব যজুর্বিদমধ্বর্য্যুং সামবিদমুদ্গাতারং অথর্ব্বাঙ্গিরোবিদম্ ব্রহ্মাণম্।" (গোপথ পূর্ব্বার্দ্ধে ১।৩।১,২)

সুতরাং অথর্ব্বসংহিতা সর্ব্বতোভাবেই আদরণীয়।

কিন্তু অন্য দেশীয়গণ অথর্ব্ববেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ "ত্রয়ী" নামে অভিহিত। প্রাচীনতম গ্রন্থে মাত্র তিন বেদের উল্লেখ আছে। তদ্ যথা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ—

১। "ঋগ্বেদং মে বাচো যজুর্বেদঃ সামবেদান্ত্যাৎ। স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ।" (৬।১৭)

২। মনুসংহিতাতে লিখিত আছে—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্।" (১।২৩)

যে সকল গ্রন্থ ছান্দোগ্যাদির পরে রচিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থেই অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে, কেন না, এই সকল গ্রন্থের বহু পূর্ব্বেই অথর্ব্ববেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃহদারণ্যকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে যথা—

১। অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। (৪।৪।১০)

২। মহাভারতেও লিখিত আছে :—

"একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতঞ্চৈকমেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।" (১।২৬৮,২৬৯)

৩। মহাভারতে আরও প্রমাণ আছে যথা—

"যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চাখ্যানমিদং বিদ্যান্নৈব স স্যাদ্ বিচক্ষণঃ।"

(আদিপর্ব্ব ১।৩৬৮ শ্লো°)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, "পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণই এইরূপ চতুর্ব্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ত্রয়ী বলিলে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ মাত্র বুঝায়। অথর্ব্ববেদ "ত্রয়ী"র অন্তর্গত নহে। অতএব বেদত্রয়ই প্রাচীনতম। অথর্ব্ববেদ অবশ্যই পরবর্ত্তী। বিদেশীয়গণ এইরূপে অথর্ব্ববেদের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিদেশীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন

কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন যে মাত্র একেবারেই অযৌক্তিক, অমূলক ও অবিচারসহ এবং একদেশদর্শিতার ফল, কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ইঁহাদের উক্তিতে আদৌ কোন মূল দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদে বা লোকে কোথাও ইহার প্রমাণ নাই। কেবল "ত্রয়ী" পদটীই ইঁহাদের এই উক্তির একমাত্র অবলম্বন। "ত্রয়ী" নামের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে যে, গদ্য, পদ্য ও গান এই ত্রিবিধ প্রকার রচনা আছে বলিয়া বেদ ত্রয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। সামবেদে ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের পাঠ আছে, যজুর্ব্বেদেও অনেক পাঠ পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে আপাততঃ দৃষ্টিতে বেদসমূহের সাঙ্কর্য্য দোষ পরিলক্ষিত হইতে পারে। একটুকু অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ঋক্ যজুঃ ও সাম গ্রন্থ বিশেষের নামানুসারে নহে, রচনাপ্রণালী অনুসারেই এই ত্রিবিধ নাম পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া ঋক্, যজুঃ ও সামের যে লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই—

১। ঋক্—"পাদবদ্ধেনার্থেন চোপেতা বৃত্তবদ্ধা মন্ত্রা ঋচঃ" অর্থাৎ পাদবদ্ধ অর্থ সমেত ছন্দবদ্ধ মন্ত্রই ঋক্।

২। সাম—"গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি।" গীতরূপ মন্ত্রই সাম।

৩। যজুঃ—"বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতা মন্ত্রা যজূংষি।" অর্থাৎ বৃত্তগীতবিবর্জ্জিত প্রশ্লিষ্টপঠিত মন্ত্রই যজুঃ।

(অ[illegible]করণমালা ২।১।৫০)

এই লক্ষণ মনে রাখিলে ঋক্, যজুঃ ও সাম যে কোন গ্রন্থ হইতে স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ এই লক্ষণদ্বারাই "ত্রয়ী" বিনাশিত হইয়া থাকে। ত্রয়ীলক্ষণ বিনির্ণয়ের এইরূপ আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—বহ্বৃচপ্রাতিশাখ্যব্যাখ্যানে :—

"যঃ কশ্চিৎ পাদবান্ মন্ত্রো যুক্তশ্চাক্ষরসম্পদা।
স ঋগ্‌ যোহবসানে চ তামৃচং পারমার্থতঃ।"

অথর্ব্ববেদও বেদ, কেননা উহা ত্রয়ীমূলক। সামসংহিতার ঋগ্ লক্ষণ ও যজুর্লক্ষণ মন্ত্র থাকিলেও উহা যেমন সামবেদ নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ অথর্ব্ববেদেও ঋক্ মন্ত্র ও যজুর্মন্ত্র থাকায় কোনরূপ দোষের হইতে পারে না। তবে কেবল অথর্ব্বসূক্তের প্রাধান্য বশতঃই এই বেদে অথর্ব্ববেদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৪।' আশীঃ—আ নো দেবান ইমহে।
৫। স্তুতি—অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ।
৬। প্রৈষ—হোতা যক্ষৎ সমিধাগ্নিম্।
৭। প্রবহ্লিকা—ইন্দ্রাগ্নী আপাধিনম্।
৮। প্রশ্ন—কঃ স্বিদেকাকী চরতি।
৯। ব্যাকরণ—সূর্য্য একাকী চরতি।
১০। তর্ক—মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।
১১। পূর্ব্ববৃত্তানুকীর্ত্তন—উভয়েষাংসময়ন্ত।
১২। অবধারণ—অনেক বিবিধাতিবৃত্তুরেতি।
১৩। উপনিষৎ—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্।

শবরভাষ্যেও ত্রয়োদশ প্রকার মন্ত্রভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল অন্য প্রকার।

যাস্ক ঋক্‌গুলিকে অপর প্রকার ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ পরোক্ষকৃত, ২ প্রত্যক্ষকৃত, ৩ আধ্যাত্মিক।

পরোক্ষকৃত ও প্রত্যক্ষকৃত মন্ত্রের সংখ্যা অনেক, আধ্যাত্মিক মন্ত্রের সংখ্যা অতি অল্প।

সংহিতাভেদ। সংহিতা কাহাকে বলে, কি জন্যই বা ইহার নাম সংহিতা হইল, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। বৈদিকগণ সংহিতার বহুপ্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। আমরা এস্থলে পাঠভেদে সংহিতাবিভাগের কথাই বলিতেছি। সংহিতা সাধারণতঃ দুই প্রকার নির্ভুজসংহিতা ও প্রতৃণসংহিতা।

যথাযথ পাঠই নির্ভুজসংহিতার বিষয়; এই নির্ভুজসংহিতাকে আর্ষীসংহিতা নামেও অভিহিত করা হয়। ইহাতে যথাযথ পাঠ থাকে—যেমন "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্।"

প্রতৃণসংহিতা দুই প্রকার—পদসংহিতা ও ক্রমসংহিতা। পদসংহিতার পাঠ এইরূপ—অগ্নিম্, ঈড়ে, পুরঃহিতম্।

ক্রমসংহিতার পাঠ অন্য প্রকার যথা—"অগ্নিম্, ঈড়ে, ঈড়ে পুরোহিতম্; পুরোহিতমিতি পুরঃহিতম্।"

এই ক্রমসংহিতা অবলম্বন করিয়া আট প্রকার বিকৃতি পাঠের বিষয় বিকৃতিবল্লীনামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যথা—

"জটা মালা শিখা রেখা ধ্বজো দণ্ডো রথোঘনঃ।
অষ্টৌ বিকৃতয়ঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্ব্বমনীষিভিঃ॥"

এক এক মন্ত্রের একাদশ প্রকার সংহিতা পাঠ আছে।

বেদশাখা পরিবর্তন। সংহিতাগুলি বড় প্রাচীন। এই নিমিত্ত কালভেদ, দেশভেদ ও ব্যক্তি প্রকৃতি ভেদে এবং অধ্যাপক ও অধ্যাপনীয়ের উচ্চারণাদি ভেদে পাঠভেদ ঘটিয়াছে। পাঠের কিছু কিছু ন্যূনাতিরিক্তও হইয়াছে। আচার্য্যগণের প্রকৃতিবৈষম্যহেতু এবং তাঁহাদের আপন আপন দেশ ও সময়ভেদনিবন্ধন বহুল অনুষ্ঠান ভেদ এবং প্রয়োগভেদও ঘটিয়াছে। এইরূপে এক একখানি সংহিতা বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। কতক শিষ্য বলেন—

"একবিংশত্যাধ্যযুক্তমৃগ্বেদমৃষয়োবিদুঃ।
সহস্রাধ্যা সামবেদো যজুরেকশতাধ্যকম্।
নবাধ্যাথর্ব্বণোহন্যে তু প্রাহুঃ পঞ্চদশাধ্যকম্।"

অর্থাৎ ঋগ্বেদ বিংশতিশাখাযুক্ত, সামবেদ সহস্রশাখাযুক্ত, যজুঃ একশতশাখাযুক্ত এবং অথর্ব্ববেদ নবশাখাযুক্ত। কেহ কেহ বলেন, অথর্ব্ববেদ পঞ্চদশ শাখায় বিভক্ত।

পাতঞ্জল মহাভাষ্যেও এইরূপ বেদশাখার সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পস্পশাহ্নিকে—

"একশতমধ্বর্য্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যম্ নবধাথর্ব্বণো বেদঃ॥"

চরণব্যূহে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, যথা—

"ঋগ্বেদস্য শাখা পঞ্চ ভবন্তি।
আশ্বলায়নী শাঙ্খায়নী শাকলা বাষ্কলা মাণ্ডূকায়নেতি॥"

শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যমতে, এই বেদ শাকল, বাষ্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক নামক পাঁচ শাখায় বিভক্ত।

"ঋচাং সমূহো ঋগ্বেদস্তমভ্যস্য প্রযত্নতঃ।
পঠিতঃ শাকলেনাদৌ চতুর্ভিস্তদনন্তরম্॥
শাঙ্খ্যাশ্বলায়নৌ চৈব মাণ্ডুকো বাষ্কলস্তথা।
বহ্বৃচাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে পঞ্চৈতে একবেদিনঃ॥"

(শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য)

সর্ব্বাগ্রে শাকলমুনি যত্নপূর্ব্বক ঋগ্বেদ অভ্যাস করিয়াছিলেন। সাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মাণ্ডুক ও বাষ্কল, ইঁহারাও ঋগ্বেদীদিগের আচার্য্য এবং কথিত পাঁচজনই একবেদী। শৌনকের মতে ইঁহারা ঋষি, কিন্তু আশ্বলায়নগৃহ্যের মতে ইঁহারা আচার্য্য, ঋষি নহেন। আশ্বলায়ন যেখানে দেবতা, ঋষি ও আচার্য্যদিগের তর্পণ সূত্রবদ্ধ করিয়াছেন, সে স্থলে ইঁহাদিগকে আচার্য্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের উল্লিখিত ৫ পাঁচ শাখা প্রধান। তদ্ভিন্ন ঐতরেয়, কৌষীতক, শৈশির, পৈঙ্গ ইত্যাদি আরও কয়েকটী শাখা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধান শাখা নহে। প্রাতিশাখ্যমতে উহারা উপশাখা বলিয়া পরিগণিত। বিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ আভাস পাওয়া যায়, যথা—

"মুদ্গলো গোখুলো বাৎস্যঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথা।
পঞ্চৈতে শাকল্যাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদ-প্রবর্ত্তকাঃ॥"

মুদ্গল, গোখুল, বাৎস্য, শৈশির, (শিশির) ইঁহারা শাকল্যের

শিষ্য এবং শাখাবিশেষের প্রবর্ত্তক। অতএব সর্ব্বসমেত ঋগ্বেদ ২১ শাখায় বিস্তৃত। ভাগবত ও মহাভাষ্যে ২১ শাখার কথাই লিখিত আছে। যথা মহাভাষ্য—"একবিংশতিধা বহ্বৃচাঃ"

এইরূপে অধ্যয়ন ও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শাকল প্রভৃতি আচার্য্যদিগের বিভিন্ন ভাবের প্রবচনানুসারে ঋগ্বেদসংহিতা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

"যজুর্ব্বেদস্য ষড়শীতির্ভেদা ভবন্তি। তত্র চরকা নাম দ্বাদশ ভেদা ভবন্তি—চরকাঃ, আহ্বরকাঃ, কঠাঃ, প্রাচ্যকঠাঃ, কপিষ্ঠলকঠাঃ, আষ্টলকঠাঃ, চারায়ণীয়াঃ, বারায়ণীয়াঃ, বার্ত্তান্তবেয়াঃ, শ্বেতাশ্বতরাঃ, ঔপমন্যবঃ, মৈত্রায়ণীয়াঃ।"

ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত মৈত্রায়ণীয় আবার সাত ভাগে বিভক্ত, যথা—মানব, দুন্দুভ, চৈকেয়, বারাহ, হারিদ্রবেয়, শ্যাম, শ্যামায়ণীয়।

বাজসনেয় সতর ভাগে বিভক্ত—জাবাল, গোধেয়, কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, শাপীয়, তাপনীয়, কাপাল, পৌণ্ড্রবৎস, আবটিক, পরমাবটিক, পরাশরীয়, বৈধেয়, বৈনেয়, ঔধেয়, গালব, বৈজব, ও কাত্যায়নীয়। এতদ্ব্যতীত ৪৪ খানি উপগ্রন্থ আছে।

এই মৈত্রায়ণীয় শাখা—মানব, বারাহ, দুন্দুভ, ছাগলেয়, হারিদ্রবীয় ও শ্যামায়নীয় এই ৬ প্রকার। চরকশাখার ২টী শ্রেণী আছে, ঔখীয় ও খাণ্ডকীয়। এই খাণ্ডিকীয় শাখাও আবার ৫ প্রশাখায় বিভক্ত, যথা—আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী, হিরণ্যকেশী ও শাট্যায়নী।

বাবতন্তবীয়, ঔখীয় এবং খাণ্ডিকীয় ও তৈত্তিরীয় এই কয়েকটি পদ পাণিনিসূত্রের "তিত্তিরি-বরতন্ত-খণ্ডিকোখাচ্ছণ্" দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আপস্তম্বী ইত্যাদি পাঁচটি শব্দও "কলাপি-বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ" ণিনিপ্রত্যয় নিষ্পন্ন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের ১৫ শাখা। কাণ্ব, মাধ্যন্দিন, জাবাল, বুধেয়, শাকেয়, তাপনীয়, কাপীল, পৌণ্ড্রবৎস, আবটিক, পরমাবটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, বৌধেয়, ঔধেয় ও গালব। এই সমস্ত শাখাকে বাজসনেয়ী শাখাও বলে। এই শুক্ল যজুর্ব্বেদের পরিমাণ। যথা—

"দ্বে সহস্রে শতন্যূনমন্ত্রা বাজসনেয়কে।
তাবন্ত্যাচ্ছন সংখ্যাতং বালখিল্যং সশুক্রিয়ং।
ব্রাহ্মণস্ত সমাখ্যাতং প্রোক্তমানাচ্চতুর্গণম্॥" (চরণব্যূহ)

একশত ন্যূন দুই সহস্র মন্ত্র বাজসনেয় অর্থাৎ শুক্ল যজুর্ব্বেদে আছে। বালখিল্য শাখারও এই পরিমাণ। তদ্ভুত্তয়ের ৪ গুণ অধিক ইহাদের ব্রাহ্মণ।

সামবেদ—পৌরাণিক মতে পূর্ব্বে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে তত্তাবৎ ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এই—রাণায়নীয়, শাট্যমুগ্র্য, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গলিক, শার্দ্দূলীয়, কৌথুম। (বঙ্গদেশে কুথুম শাখা ভিন্ন অন্য শাখার সামবেদী ব্রাহ্মণ নাই)। এই কুথুম শাখার ছয় উপশাখা। যথা—আসুরায়ণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈনধৃত, প্রাচীনযোগ্য, নৈগেয়। অপর একখানি চরণব্যূহে ইহার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সামবেদের শাখা—আসুরায়ণীয়, বাসুরায়ণীয়, বার্ত্তান্তবেয়, প্রাঞ্জল, ইহাদের মধ্যে আবার রাণায়নী নামে নয় প্রকার দৃষ্ট হয় যথা—রাণায়নীয়, শাট্যায়নীয়,সাত্যমুগ্দল, মুদ্গল, মহাখব, খালল, কৌথুম, গৌতম, জৈমিনীয়।

ইহাদের ষোড়শ শাখার মধ্যে এক্ষণে তিন শাখা মাত্র বিদ্যমান—গুর্জ্জরদেশে কৌথুমী শাখা, কর্ণাটকে জৈমিনীয়শাখা এবং মহারাষ্ট্রদেশে রাণায়নীয়শাখা প্রচলিত।

অথর্ব্ববেদ—ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত। যথা—

পৈপ্পলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোতায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাস, কুনখী, দেবদর্শী, চরণবিদ্যা। অপর একখানি গ্রন্থমতে অথর্ব্ববেদের ৯টী শাখার নাম—পৈপ্পলাদ, আন্ধ্র, প্রদাত্ত, স্নাত, স্নৌত, ব্রহ্মদাবল, শৌনক, দেবদর্শতী, চারণবিদ্যা। এতদ্ব্যতীত তৈত্তিরীয়ক নামে দুই প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয় যথা—ঔখ্য ও কাণ্ডিকেয়। কাণ্ডিকেয় আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা—আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সত্যাষাঢ়ী, হিরণ্যকেশী ঔধেয়।

কিরূপে বেদের বহু শাখা হইল? এ সম্বন্ধে সকল মহাপুরাণেই কিছু কিছু প্রসঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেই কিছু সবিস্তার বর্ণিত দেখা যায়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

পরাশরপুত্র ব্যাস ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বেদবিভাগ জন্য চারিজন শিষ্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে পৈলকে ঋগ্বেদের, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদের, জৈমিনিকে সামবেদের এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদের কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা যজুর্ব্বেদ হইতে অধ্বর্য্যু সকল, ঋক্ হইতে হোতা, সাম হইতে উদ্গাতা ও অথর্ব্ববেদ হইতে যজ্ঞ ব্রহ্মত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। উহা হইতে ঋক্ সকল উদ্ধৃত করিয়া ঋক্সংহিতা করা হয়, তাহা হইতে জগৎহিতকর যজ্ঞবাহ হোতা কল্পিত হইয়াছিল। সাম হইতে সামবেদ ও তাহা হইতে উদ্গাত্র রচিত হইয়াছিল, এবং অথর্ব্ববেদ অনুসারে রাজাদিগকে যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়।

যজুর্ব্বেদের অনেকগুলি পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তাহা বিষম অর্থাৎ ছন্দোহীন হয়। তাহা দ্বারা বেদপারগ ঋষিগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতবাগ্য অশ্বমেধযজ্ঞ প্রযুক্ত হয়। অথন অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই বেদযুক্ত হইয়াছে।

পৈল ঋষি মন্ত্রগুলি লইয়া তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং তৎপরে আবার দুই ভাগে বিভাগ ও পুনর্ব্বার সংযোগ করিয়া শিষ্যদ্বয়কে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রমতি নামক শিষ্যকে একটী ও বাস্কলকে দ্বিতীয়টী অর্পণ করা হয়। দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ বাস্কল চারিখানি সংহিতা করিয়া তত্প্রধানিরত হিতাকাঙ্ক্ষী শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। বোধ নামক শিষ্যকে প্রথম শাখা, অগ্নিমাঠর শিষ্যকে দ্বিতীয় শাখা, পরাশরকে তৃতীয় শাখা ও যাজ্ঞবল্ক্যকে চতুর্থ শাখা অধ্যয়ন করান।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমতি মহাভাগ যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে একটী সংহিতা অধ্যয়ন করান। মহাযশাঃ মার্কণ্ডেয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্য-শ্রবাকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত নিজ পুত্র সত্যতরকে এবং বিভু সত্যতর মহাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণ সত্যশ্রীকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তেজস্বী সত্যশ্রীর শাকল্য, রথীতর, বাস্কলি ও ভরদ্বাজ এই চারিজন বিদ্বান্ শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অধ্যয়ননিপুণ ও শাখাপ্রবর্ত্তক। শকশাস্ত্রজ্ঞ দেবমিত্র ও মহাত্মা শাকল্য পাঁচখানি সংহিতা প্রকাশ করেন। মহর্ষি শাকল্যের মুদ্গল, গোলক, খালীয়, মৎস্য ও শৈশিরেয় এই পাঁচজন শিষ্য ছিলেন।

দ্বিজবর শাকপূণি রথীতর তিনখানি সংহিতা ও একখানি নিরুক্ত রচনা করেন। তাঁহার ক্রৌঞ্চ, বালকি, ধর্ম্মশর্ম্মা ও বেদশর্ম্মা এই চারিজন ব্রতধারী ব্রাহ্মণশিষ্য ছিলেন।

ভারদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, গালবি, সালকি ও ধীমান্ শতবলাক, ইঁহারাও সংহিতাকর্ত্তা। দ্বিজোত্তম নৈগম, বাস্কলি, ও ভরদ্বাজ তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। রথীতর পুনর্ব্বার চতুর্থ নিরুক্ত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণবান্ তিনজন শিষ্য ছিলেন। ধীমান্ নন্দায়নীয় প্রথম, বুদ্ধিমান্ পন্নগারি দ্বিতীয় ও আর্য্যব তৃতীয়, ইঁহারা সকলেই তপস্বী ব্রতধারী বিরাগী, মহাতেজস্বী ও সংহিতাজ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী। ইঁহারা সংহিতাপ্রবর্ত্তক বহ্বৃচ্ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্যবর্গ যজুর্ব্বেদের ভেদ কল্পনা করেন। তাঁহারা ৮৬ ছিয়াশীখানি উত্তম উত্তম সংহিতা প্রণয়ন করিয়া শিষ্যবর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন, শিষ্যেরাও উহা বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন। তন্মধ্যে মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্য পরিত্যক্ত হইয়া-ছিলেন। উক্ত শিষ্যগণ উপর্য্যুক্ত ছিয়াশীখানি সংহিতার ভেদ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত সংহিতাই তিনভাগে বিভক্ত হয়, ঐ তিনের প্রত্যেকে আবার তিন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া নয় প্রকার হইয়াছে।

উত্তরদেশ, মধ্যদেশ ও পূর্ব্বদেশে পৃথক্ পৃথক্ যজুঃসংহিতা অধীত হয়। তন্মধ্যে উত্তর প্রদেশে শ্যামায়নি, মধ্যদেশে আরুণি ও পূর্ব্বদেশে আলম্বি প্রধানরূপে পরিগণিত হয়। এই সংহিতাধ্যায়ী বিপ্রগণই চরক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অথবা যাহারা ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই "চরক" নামে অভিহিত হন, সেই কারণেই বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ চরক বলিয়া বিখ্যাত।

অশ্বরূপে যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুঃ প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া যে কেহ সেই যজুঃ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহারা বাজী নামে বিখ্যাত। অতএব বাজিগণ যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য; কণ্ব, বৈধেয়, শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী, বিদিগ্ধ, উদ্দাল, তাম্রায়ণ, বাৎস্য, গালব, শৈশির, আটবি, পর্ণ, বীরণ ও পরায়ণ এই পঞ্চদশ জন বাজী নামে বিখ্যাত। এইরূপে একশত একজন যজুর্ব্বেদের বিভাগ-কর্ত্তা হন।

জৈমিনি নিজ পুত্র সুমন্তকে, সুমন্ত স্বীয় পুত্র সুত্বাকে, ও সুত্বা আপন পুত্র সুকর্ম্মাকে সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সুকর্ম্মা সহস্র সংহিতা শীঘ্র অধ্যয়ন করিয়া সূর্য্যবর্চ্চা সহস্রকে অধ্যয়ন করান। অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন। তখন সুকর্ম্মা শিষ্যদিগের নিমিত্ত প্রায়োপবেশনব্রত অবলম্বন করিলেন, তদ্দর্শনে ইন্দ্র তাঁহাকে ক্রুদ্ধ জানিয়া বর দিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, আপনার এই মহাভাগ মহাবীর্য্য শিষ্যদ্বয় সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবেন, অতএব হে দ্বিজসত্তম! আপনি ক্রোধ করিবেন না। দেব-রাজ যশস্বী সুকর্ম্মাকে এই বলিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার শিষ্য ধীমান্ পৌষ্যঞ্জী। পৌষ্যঞ্জীর হিরণ্যনাভ ও কৌশিক্য নামে দুইজন শিষ্য ছিলেন (দ্বিতীয়টী রাজপুত্র)। পৌষ্যঞ্জী তাঁহাদিগকে পঞ্চশত সংহিতা পড়াইয়া-ছিলেন, এই হেতু পৌষ্যঞ্জীর উদীচ্যসামজ্ঞ শিষ্য সকল হইয়াছিল।

কৌশিক্য পঞ্চশত সংহিতা করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্যগণ প্রাচ্য-সামগ নামে বিখ্যাত।

লোকাক্ষী, কুথুমি, কুশীতী, ও লাঙ্গলি, পৌষ্যঞ্জীর এই চারিজন শিষ্য সংহিতাকর্ত্তা।

তণ্ডিপুত্র রাণায়নীয়, সুবিদ্বান্, মূলচারী, সকেতিপুত্র, সহসাত্য পুত্র, এই সকল লোকাক্ষীর শিষ্য। কুথুমির তিন পুত্র ঔরস, রসপাসর ও তেজস্বী ভাগবিত্তি ইঁহারা কৌথুম বলিয়া অভিহিত।

শৌরিদ্যু ও শৃঙ্গিপুত্র এই দুইজন ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। রাণায়নীয় সৌমিত্রি এই দুইজন সামবেদে সবিশেষ পারগ ছিলেন।

মহাতপস্বী গুনিপুত্র তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। হৈল, প্রাচীনযোগ ও সুরাল এই দ্বিজোত্তমগণ ছয়খানি সংহিতা করিয়াছিলেন। পারাশর্য্য কৌথুম ছিলেন। আসুরায়ণ ও বৈশাখ্য এই দ্বিজদ্বয় বেদপারায়ণ ও বৃদ্ধসেবী। প্রাচীন-যোগের পুত্র বুদ্ধিমান পতঞ্জলি। পারাশর্য্য কৌথুমের ছয় প্রকার ভেদ। শালিহোত্র ও শালিহোত্র ছয়খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন।

ভালুকি, কামহানি, জৈমিনি, লোমগায়নি, কণ্ড ও কোহল এই ছয়জন লাঙ্গল বলিয়া অভিহিত; এই ছয়জনই লাঙ্গলির শিষ্য এবং সংহিতার সংস্কারক।

হিরণ্যনাভের শিষ্য নৃপাত্মজ, সেই মানবশ্রেষ্ঠ চব্বিশ-খানি সংহিতা প্রকাশ করেন। তিনি যে যে শিষ্যকে তাহা পাঠ করাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর—

রাঢ়, মহাবীর্য্য, পঞ্চম, বাহন, তালক, পাণ্ডক, কালিক, রাজিক, গৌতম, আজবস্ত, সোমরাজ, অপস্তম্ভ, পৃষ্ঠঘ্ন, পরিকৃষ্ট, উলূখলক, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুলীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরী, সত্য, কাপীয়, কানিক ও ধর্ম্মাত্মা পরাশর এই চব্বিশ জন। উক্ত ২৪ জন ২৪ খানি সংহিতা পাঠ করিয়া সামগ হইয়াছিলেন।

সামগদিগের মধ্যে সংহিতা সকলের প্রভেদকারক পৌষ্যঞ্জি ও কৃতি এই দুইজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

সুমন্ত অথর্ব্ববেদ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কবন্ধকে সমস্তই প্রদান করেন, তিনিও যথাক্রমে তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কবন্ধ আবার দুইভাগ করিয়া একভাগ পথ্যকে ও দ্বিতীয় ভাগ বেদস্পর্শকে প্রদান করেন। বেদস্পর্শ তাহা চারি ভাগ করিয়া চারিজন শিষ্যকে প্রদান করেন। ব্রহ্মপরায়ণ মোদ, পিপ্পলাদ, ধর্ম্মজ্ঞ শৌক্কায়নি ও তপন এই চারিজন বেদস্পর্শের শিষ্য।

পথ্য আবার তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনককে প্রদান করেন। শৌনক তাহা দুইভাগ করিয়া বভ্রু ও ধীমান্ সৈন্ধবায়নকে অধ্যয়ন করান। সৈন্ধব মুঞ্জকেশকে প্রদান করেন। ইহাতে তাহা দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। নক্ষত্রকল্প, বৈতান, তৃতীয় সংহিতাবিধি, চতুর্থ অঙ্গিরসঃ কল্প এবং পঞ্চম শান্তিকল্প অথর্ব্ববেদজ্ঞগণের মধ্যে এই সকল সংহিতার প্রভেদকারক ঋষিগণই প্রধান।

এ ছাড়া যজুর্ব্বেদের লোমহর্ষিকা প্রথম, কাশ্যপিকা দ্বিতীয় এবং সাবর্ণিকা তৃতীয় শাখা বলিয়া উক্ত। অন্য প্রকার শাংশপায়নিকা। আট সহস্র ছয়শত, অন্য প্রকার পঞ্চদশ এবং তাহারও অন্যতর দশ প্রকার ঋক্ উক্ত হয়। ইহা ভিন্ন বালখিল্য, সমপ্রৈষ ও সাবর্ণ উক্ত হইয়া থাকে। অষ্ট সহস্র সাম ও চতুর্দ্দশ সাম এবং সহোম আরণ্যক, এই সকল সামগ ব্রাহ্মণগণ গান করিয়া থাকেন। ব্যাসদেব যজুঃ ও ব্রাহ্মণের আরণ্যককে এবং মন্ত্রকল্পের সহিত দ্বাদশ সহস্র আথর্ব্বণ বেদের বিভাগ করেন। ঋক্ ব্রাহ্মণ ও যজুঃ এই তিনটী প্রায়ারণ্য ও সমন্ত্র ভেদে দুই প্রকার। আর হারিদ্রবীয়সমূহের খিল ও উপখিল এই দুই প্রকার প্রভেদ হয়। তৈত্তিরীয়সমূহের পর ও ক্ষুদ্র এই দ্বিবিধ ভেদ কথিত হইয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপু° পূর্ব্ব° ৩৪।৩৩ অ°)

বস্তুতঃ ঋগ্বেদের শাকল ও শাঙ্খায়ন এই দুই শাখাই প্রধান। এক শাকল শাখাই শিষ্যদের উচ্চারণাদি ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিকৃতিকৌমুদীকার লিখিয়াছেন—

"শাকলস্য শতং শিষ্যা নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ।
পঞ্চ তেষাং গৃহস্থাস্তে ধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ কুটুম্বিনঃ।
শিশিরো বাস্কলঃ সাংখ্যো বাৎসশ্চৈবাশ্বলায়নঃ॥
পঞ্চৈতে শাকলাঃ শিষ্যা শাখাভেদপ্রবর্ত্তকাঃ।"

শাকল শাখার পাঁচটী উপশাখার প্রবর্ত্তকগণের নাম এই শ্লোকে পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে শৈশিরীয়, বাস্কল, সাংখ্য, বাৎস্য ও আশ্বলায়ন—শাকলশাখার এই পাঁচ উপশাখা। ব্যাড়ি প্রণীত 'বিকৃতবল্লী' নামক গ্রন্থে এই পাঁচশাখার জটাদি অষ্ট প্রকার পাঠপ্রণালী লিখিত হইয়াছে। শাঙ্খায়ন ভেদে অপর ষোড়শ শাখা আছে। ইহাদেরও পাঠনিয়ামক গ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থ মাণ্ডূকেয়প্রণীত।

যজুঃসংহিতাও প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। ক্রমে উহা চরক অধ্বর্য্যু উনবিংশ শাখায়, বাজসনেয় সপ্তদশ শাখায় এবং তৈত্তিরীয় ৬ শাখায় বিভক্ত হয়। বেদের শাখাভেদ মধ্যে গ্রন্থের অধ্যয়নভেদের মত নহে। প্রকৃত উহা ভিন্ন কালে লিখিত ভিন্ন দেশীয়দিগের উচ্চারণাদিভেদ-জনিত এবং বহুতর আদর্শ পুস্তকের পাঠাদিভেদজনিত। শাখাপ্রবর্ত্তকগণের প্রবচনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য আছে।

এইরূপ হইলেও যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় শাখায় প্রকৃতই পার্থক্য আছে। এই নিমিত্ত প্রাচীনগণ এই ভেদে শুক্লযজুর্ব্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। জাবালী প্রভৃতি সপ্তদশ বাজসনেয় শাখা শুক্লযজুর্ব্বেদ, এবং ঔখ্যাদীয় তৈত্তিরীয় ছয় শাখা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৈদিক মন্ত্রভাগ ঋক্, যজুঃ ও সাম ত্রিবিধ রচনা হইলেও উহা হোত্র, আধ্বর্য্যব, ঔদ্গাত্র ও ব্রাহ্ম এই চতুঃসংহিতাত্মক। কালে যজুঃসংহিতা শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলে পর বেদ পাঁচ শাখায় বিভক্ত হইল—যথা ঋগ্বেদসংহিতা, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা ও অথর্ব্ববেদসংহিতা।

আদি বলিতে হয় এবং তাহাই পরে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্ব্বেদের উৎপত্তি।

"এক আসীৎ যজুর্ব্বেদস্তচ্চতুর্ধা ভং ব্যকল্পয়ৎ।" (বিষ্ণুপু°)

আর একটা কথা এই যে সকল গবেষণাপরায়ণ সূক্ষ্মদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে ঋক্‌সংহিতাই বেদের প্রথম গ্রন্থ, সাম ও যজুঃ ইহার পরবর্ত্তী, তাঁহারা ঋক্‌সংহিতার মধ্যে কি যজুঃ ও সামের উল্লেখ দেখিতে পান নাই? সাম ও যজুঃ যদি ঋক্‌সংহিতার পরে হইয়া থাকে, তবে ঋক্‌সংহিতায় এই দুই নামের উল্লেখ কেন হইল? ঋক্‌সংহিতায় কি আছে, একবার দেখুন—

১। "যজুস্তস্মাদজায়ত। (১০।৯০।৯)

২। ত্বমেব কবিং স্তমু ব্রহ্মাণমাহুর্যজ্ঞস্য সামগামুক্থশাসম্।
(১০।১০৭।৬)

৩। ঋকসামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ।" (১০।৮৫।১১)

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডল হইতে এই সকল উদাহরণ সমাহৃত হইয়াছে।

যদি বল, ইঁহাদের মত এই যে ঋগ্বেদের দশমমণ্ডল অনতিপ্রাচীন তাহা হইলে অন্যান্য স্থান হইতে ইহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

১। গায়ৎসাম নভন্যম্। (১।১৭৩।১)

২। যজুর্ভি রুক্ষমাণঃ। (৫।৬২।৫)

৩। তমু সামানি যন্তি। (৫।৪৪।১৪)

এইরূপ আরও উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ যাহারা এইরূপভাবে ঐতিহাসিক কালনির্ণয় করার প্রয়াসী তাঁহাদের উক্তিগুলি স্বকপোলকল্পিত মাত্র। ঐ সকল একবারেই ভিত্তিহীন।

ইঁহারা আরও বলেন, ঋগ্বেদের দ্বিতীয়মণ্ডল অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন, কেন না, ঋক্‌সংহিতার দ্বিতীয়মণ্ডলের সায়ণভাষ্যে লিখিত আছে—

"যঃ আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রঃ ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যৎ।"

ইঁহারা এই অনুক্রমণী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের একটী কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। ইঁহারা বলেন দ্বিতীয়মণ্ডলটী যে শৌনকীয় ইহা এই উক্তিদ্বারা স্পষ্টতঃ সূচিত হইয়াছে। পাণিনি সূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে যথা—

শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। (পা ৪।৩।১০৬)

সুতরাং দ্বিতীয়মণ্ডলটী প্রাচীনতম নহে, ইহাই তাঁহাদের যুক্তি। তাঁহাদের এই যুক্তি কি পরিমাণে বিচারসহ তাহার বিচার করা যাউক। সংস্কৃতসাহিত্যে বহু শৌনক দেখিতে পাওয়া যায়, একবংশীয় ও অপর বংশীয় বহুল শৌনক আছে। কোন শৌনকেরা মন্ত্রদ্রষ্টা, কোন শৌনকেরা সূক্তদ্রষ্টা। দ্বিতীয়মণ্ডলের দ্রষ্টা শৌনক পৃথক্ ব্যক্তি। অথর্ব্বশাখাবিশেষের প্রবক্তা শৌনকও অপর একজন। ইহাদের বংশপ্রভব বহু শৌনক এখনও বর্ত্তমান আছেন।

পাণিনির সূত্রে যে শৌনকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শৌনকপ্রোক্তগ্রন্থই উক্ত সূত্রের বিষয়। শৌনকপ্রোক্ত অথর্ব্ববেদীয় সংহিতা এবং যাঁহারা অধ্যয়ন করেন তাঁহারা শৌনকিন আখ্যায় অভিহিত হন। শৌনকদৃষ্টগ্রন্থ এই সূত্রের বিষয় নহে।

অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে—

"দ্বিতীয়মণ্ডলমপশ্যৎ।"

এস্থলে "অপশ্যৎ" ক্রিয়া আছে, "অবোচৎ" ক্রিয়া নাই সুতরাং দ্বিতীয়মণ্ডল যে শৌনকপ্রোক্ত এরূপ অর্থ করা ভ্রমবিজৃম্ভিত।

তাঁহারা দ্বিতীয়মণ্ডল হইতে দুই একটী যজ্ঞীয় শব্দ উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে এই মণ্ডলে যজ্ঞীয় শব্দ আছে, সুতরাং ইহা যজ্ঞকালে বিরচিত হইয়াছে। ইহা একদেশদর্শিতার ভ্রান্তিময় ফল মাত্র। ঋক্‌সংহিতার প্রত্যেক মণ্ডলেই যজ্ঞীয় শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। হোত্রম, পোত্রম্। (১।৭৬।৪)

২। ঋত্বিয়ম্। (৮।৪০।১১)

৩। নেষ্টঃ। (১।১৫।৩)

৪। অগ্নিধ্রম। (১০।১৪।১৩)

৫। প্রশাস্তা। (১।৯৪।৬)

৬। অধ্বর্য্যবতাম। (১।২৩।১৫)

৭। ব্রহ্মা। (১।৮০।১)

৮। গৃহপতি। (১।১৩।৬)

৯। হবে। (১।১।৮)

এইরূপ শব্দ দেখিয়া বিচার করা প্রকৃতই একদেশদর্শিতার ফল।

তাঁহারা এইরূপে দশম মণ্ডলকেও ঋক্‌পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে দশম মণ্ডলের ভাষা পৃথক। কিন্তু যাঁহারা বেদাধ্যয়ননিপুণ, সংস্কৃত ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা স্বরূপ, তাঁহারা অন্যান্য মণ্ডলের ভাষা হইতে দশম মণ্ডলের ভাষার কোনও পার্থক্য দেখিতে পান না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই ভাষাপার্থক্যের কিরূপে নির্ণয় করেন, তাহা এদেশীয় সুপণ্ডিতেরাও বুঝিতে অসমর্থ।

সামবেদীয়ার্চ্চিক গ্রন্থের মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত নহে।

পাশ্চাত্য বৈদিক গবেষণাকারীদের আরও একটা ভ্রমান্ধতা এই যে, সামবেদীয়ার্চ্চিক গ্রন্থের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত।

ইহা প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। কেন না শ্রুতিতে স্পষ্টতঃ সামবেদীয় ছন্দঃসমূহের পৃথক্ উল্লেখ আছে যথা—

"তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।"

(ঋক্ সংহিতা ১০।৯০।৯)

এই ঋকে "ছন্দাংসি" বলিয়া যে পদ আছে উহা সামবেদীয়ার্চ্চা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সামবেদীয়ার্চ্চাই যে ছন্দঃ শব্দের বাচ্য তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। পাণিনিও সামবেদীয় ছন্দোগ্রন্থের মন্ত্রগুলিকে ছন্দঃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

সোহস্যাদিরিতি ছন্দসঃ প্রগাথেষু। (৪।২।৫৫)

প্রগাথ কেবল সামবেদেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে প্রগাথের উল্লেখ আছে। সামবেদীয়দিগকে ছন্দোগ বলা হয়। ইঁহাদিগকে কেহ কখনও "ঋগ্‌গ" বলে না সামবেদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষদ্ই ছান্দোগ্য বলিয়া অভিহিত হয়। পাণিনি ছান্দোগ্য শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহা এই—

ছন্দোগৌক্থিক। (৪।৩।১২৯)

এই সকল উক্তি দ্বারা উক্ত তর্কোদ্ভাবনা অতি সহজেই নিরস্ত হয়। পাশ্চাত্যগণ স্বকপোলকল্পনাবলে এইরূপে বেদের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সারসিদ্ধান্ত এই যে, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা অথর্ব্ববেদে—

"ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।

উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতাঃ॥" (১১।৭।২৪)

পূর্ব্বকালে মন্ত্র সমূহ বিকীর্ণ ছিল। পরে উহারা সংগৃহীত ও বিভক্ত হয়।

মন্ত্রসম্বন্ধীয় বক্তব্যের উপসংহার করিয়া এখন ব্রাহ্মণ ভাগের সম্বন্ধে কথা বলা যাইতেছে।

সর্ব্বানুক্রমণী বৃত্তির ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে—

"বিনিয়োক্তব্যরূপো যঃ স মন্ত্র ইতি চক্ষ্যতে।

বিধিস্তুতিকঃ শেষং ব্রাহ্মণং কথয়ন্তি হি।"

আপস্তম্ব বলেন—

"কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি" (য প ৩৫ সূ)

"কর্ম্মচোদনা" শব্দের অর্থ বিধি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ব্রাহ্মণভাগ বিধিপ্রবর্ত্তক (Liturgical)।

সায়ণ বলেন বিধি দুই প্রকার—অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তন এবং অজ্ঞাতজ্ঞাপন।

অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনের উদাহরণ এইরূপ—"আগ্নাবৈষ্ণবং পুরোডাশং নির্ব্বপতি দীক্ষণীয়ায়াম্॥"

ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ডগত বিধিসমূহ অপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তক, আর ব্রহ্মকাণ্ডগত বিধিসমূহ অজ্ঞাতজ্ঞাপক। যথা—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ॥"

সায়ণ বলেন,ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ—বিধি ও অর্থবাদ। অন্যান্য সকলও অর্থবাদ ব্রাহ্মণকাণ্ডের অন্তর্গত। আপস্তম্ব অর্থবাদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি ও পুরাকল্প। নিরুক্তকারও অর্থবাদের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যথা—"প্রাশিত্র মন্ত্রাক্ষিণী নির্ব্বাপেতি চ ব্রাহ্মণম্"। (১২।১।৫)

জৈমিনি বলেন—"শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ॥" (২।১। ৩৩)

জৈমিনির মতে "শেষ" শব্দের অর্থ কর্ম্ম। যাহাতে কর্ম্ম বিধি আছে তাহাই ব্রাহ্মণ। ভাষ্যকার শবরস্বামী লিখিয়াছেন—

"মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণানি চ বেদঃ। তত্র মন্ত্রলক্ষণে উক্তে পরিশেষসিদ্ধত্বাৎ ব্রাহ্মণলক্ষণমবচনীয়ম। মন্ত্রলক্ষণেনৈব সিদ্ধম্। যদেতন্মন্ত্রলক্ষণং ন ভবতি তদ্ ব্রাহ্মণমিতি পরিশেষসিদ্ধং ব্রাহ্মণম্।"

অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ইহাদের সমষ্টিই বেদ। মন্ত্র লক্ষণ উক্ত হইলে পরিশেষসিদ্ধতাহেতু ব্রাহ্মণ লক্ষণ না বলিলেও চলে। মন্ত্র লক্ষণ বলা হইলে তাহার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রাহ্মণ।

আপস্তম্বোক্ত ব্রাহ্মণের লক্ষণ গ্রন্থ সম্বন্ধীয় লক্ষণ নহে, উহা প্রতিবাক্য সম্বন্ধীয়। দুইটি প্রাচীন শ্লোকে বেদের ব্রাহ্মণভাগের এইরূপ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্যথা—

"হেতু র্নির্ব্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ।

পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা॥

উপমানং দশৈতে তু বিধয়ো ব্রাহ্মণস্য তু।

এতদ্বৈ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥"

হেতু, নির্ব্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরকৃতি, পুরাকল্প, ব্যবধারণকল্পনা ও উপমান, ইহাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের লক্ষণ। এস্থলে উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে—

১ হেতু—"শূর্পেণ জুহোতি, তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে"

২ নির্ব্বচন—"তদ্দধ্নো দধিত্বম্।"

৩ নিন্দা—"উপবীতা বা এতস্যাগ্নয়ঃ।"

৪ প্রশংসা—"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা।"

৫ সংশয়—"তদ্ব্যচিকিৎসন্ জুহবানীমা হৌষাম।"

৬ বিধি—"যজমানসম্মিতা ঔদুম্বরী ভবতি।"

৭ পরকৃতি—"মাষানেব মহ্যং পচতি"

৮ পুরাকল্প—"পুরা ব্রাহ্মণা অভৈষুঃ।"

৯ ব্যবধারণ কল্পনা—"যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্ নির্বপেৎ।"

দশমের উদাহরণ অর্থাৎ উপমানের উদাহরণ জৈমিনিভাষ্য-

অপৌরুষেয়। এই সিদ্ধান্ত স্থির রাখার জন্য মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। মীমাংসা দর্শনে জৈমিনি ইহার যেরূপ বিচার করিয়াছেন এস্থলে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, অনিত্যতা দেখিয়া বেদকে কেহ কেহ পৌরুষেয় বলিতে চাহেন যথা—

মীমাংসাদর্শনের অভিমত

"বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ। অনিত্যদর্শনাৎ' বাদিপক্ষের এই পূর্ব্বপক্ষের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি লিখিয়াছেন, এই উক্তি বিচারসহ নহে। যেহেতু—"উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বম্। আখ্যা প্রবচনাৎ। পরন্তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্। কৃতে বা বিনিয়োগস্যাৎ কর্ম্মণঃ সম্বন্ধাৎ।

(মীমাংসাদর্শন ১।১।২৯—৩২)

এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রদীপিকায় বেদের অপৌরুষেয়ত্ববিষয়ে যথেষ্ট বিচার আছে

ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্তদর্শনেও বেদকে "অপৌরুষেয়' অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তিবিশেষ যে বেদের প্রণেতা নহে, তিনি অতি স্পষ্টরূপেই তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রে আছে, -

বেদান্তদর্শনের অভিমত।

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।" (১।১।৩)

ইহার অর্থ এই যে ব্রহ্ম ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রের কারণ স্বরূপ, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। এই সূত্র অনুসারে বেদের মনুষ্যপ্রণেতৃত্ব সূচিত হয় না। বেদ যে অপৌরুষেয়, ব্রহ্মসূত্রেরও ইহা সিদ্ধান্ত। সুতরাং এই সিদ্ধান্তানুসারেও বেদের কাল নির্ণয় করা চলে না। মানুষের রচিত গ্রন্থেরই কালনির্ণয় সম্ভব পর, অপৌরুষেয় গ্রন্থের পক্ষে তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে।

বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য এবং পাতঞ্জলদর্শনেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বেদ অকর্ত্তৃক বা ঈশ্বরকৃত বলিয়া কোন কথা বলা হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা বেদ ঋষিকৃত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এ কথাতে আস্থা নাই। ঋষিরাই যে বেদের কর্ত্তা একথা কোনও দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋষিদের দ্বারা বেদ প্রকাশ হয়, ইহাই দার্শনিকগণের অভিপ্রায়। বেদ "সিদ্ধ" বলিয়া সকলেরই স্বীকার্য্য। পতঞ্জলি বলেন—

"নিত্যপর্য্যায়বাচী সিদ্ধশব্দঃ।"

অর্থাৎ সিদ্ধশব্দ নিত্যপর্য্যায়বাচী। সুতরাং পতঞ্জলির উক্তিতেও বেদ নিত্য বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কোন কোন মন্ত্র ঋষিকৃত নিরুক্ত ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

১। "বিশ্বামিত্র ঋষি • • নদীস্তুষ্টাব গাধা ভবতেতি।" (নিরু২।৭।২)

২। "ঋষিপুত্রা বিলপিতং বেদয়ন্তে।" (নিরু ৪।১।২)

৩। "গৃৎসমদমর্থমভ্যুত্থিতং কপিঞ্জলোভিবাশে তদভিবাদিন্যেষা ভবতি।" (নিরু ৯।১।৪)

নিরুক্তের এই সকল বচন দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাহেন যে বেদ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এইরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"সর্পা ঋষিমন্ত্রকৃৎ।" (ঐতরেয়ব্রা° ৬।১।১)

ইঁহারা আরও বলেন মন্ত্রগুলির সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে বেদ ধীমৎপুরুষকৃত। বেদমন্ত্রের কর্ত্তা যে একজন তাহাও মনে হয় না। বেদমন্ত্রেই তাহার প্রমাণ যায়, যথা—

"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বা মক্রত।
অত্র সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি।"

(ঋক্ সং ৮।২৩।২

এই সকল বচন দেখিয়া ইঁহারা আবার সিদ্ধান্ত করেন যে, বেদ ঋষিগণের প্রণীত। অপর পক্ষ বলেন, আদি ঋষির হৃদয়ে নিত্য সত্য ব্রহ্ম বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বেদ অপৌরুষেয়

যাহা হউক, বেদ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ হইলেও আমরা তাহার কালনির্ণয়ে সমর্থ কি না, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। আধুনিক লোকেরা বহু কষ্টে পাণিনির কাল বিনির্ণয় করিয়াছেন। যাস্ক পাণিনিরও পূর্ব্বতন। বাভ্রব্যাদি ক্রমকারগণ যাস্ক হইতে প্রাচীন পদকার শাকল্যাদি তাহা হইতে পূর্ব্বতন, ঋক্‌তন্ত্রপ্রণেতা শাকটায়নাদি ইঁহাদেরও পূর্ব্বসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কল্পসূত্রকার লাট্যায়নাদি শাকটায়নাদিরও পূর্ব্বতন। ইঁহাদের পূর্ব্বে কুসুরু বিন্দাদি ঋষিগণ অন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইঁহারও পূর্ব্বে মহীদাসাদি শ্লোকানুশ্লোকগাথাদি সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে ঐতরেয়ব্রাহ্মণাদি প্রকাশ করেন। ইঁহারও পূর্ব্বরূপে প্রবাদ অবলম্বন করিয়া শ্লোকানুশ্লোক গাথা প্রকাশিত হয়। তৎকালেও প্রবাদ সকল বিকীর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এই সকল বিকীর্ণ প্রবাদ এখনও শ্রুতি নামে খ্যাত। ইঁহারও পূর্ব্বকল্পে যজ্ঞ প্রয়োগ আরম্ভ হয়। ইঁহারও বহুপূর্ব্বে অথর্ব্ব বা ব্যাসদ্বারা চারি সংহিতা সংগৃহীত হয়। ইহার পূর্ব্বকল্পে সূক্তমণ্ডলাদি সংগৃহীত হয়। ইঁহারও বহুপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্র সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেন। সুতরাং বেদের কালনির্ণয় অসম্ভব ব্যাপার। ব্যক্তিনির্ণয়দ্বারা কাল নির্ণীত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিনির্ণয় একেবারেই অসম্ভব। যেস্থলে ঋষিবিশেষকে কোন মন্ত্রের দ্রষ্টা বলিয়া বলা হইয়াছে, তাদৃশ স্থলে দ্রষ্টা শব্দের অর্থ প্রণেতা বলিয়া গ্রহণ করিলেও বেদের কালনির্ণয় সম্ভবপর হয় না। কেবল মন্ত্রের দ্রষ্টা আর। এইরূপ নামদ্বারা কালনির্ণয়ের কি সুবিধা হইতে পারে ?

এতদ্ব্যতীত মনু অতি স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্" (১।২৩)

এই বচন দ্বারা জানা যায় যে, অগ্নি, বায়ু ও রবি হইতেই বেদ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহার কিছু গূঢ় তাৎপর্য্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও বেদের কালনির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব।

অগ্নি, বায়ু, রবি প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি মন্ত্রাদি হইতে ভৃগু প্রভৃতি নামই কোন কোন মন্ত্রের দ্রষ্টা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও কালনির্ণয় সম্ভবপর নহে। কেননা, এই ভৃগু কে? ইনি কোন সময়েই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? সংস্কৃত সাহিত্যে বহু ভৃগু, ও বহু বশিষ্ঠের নাম শুনা যায়। আদি বশিষ্ঠ, আদি ভৃগু কোন্ সময়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? বেদে ব্রাহ্মণ বচন দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায় না। বেদ অতি প্রাচীনতম। যেরূপ কল্পতরুর বহুশাখা প্রলয় বাত্যায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক ঋগ্বেদেরই বহুশাখা ছিল। অতি প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্কও কেবল একবিধ শাকল শাখা মাত্র দেখিয়া ছিলেন, অন্যান্য শাখা দেখিতে পান নাই। যাস্কের জন্মেরও বহু পূর্ব্বে বেদের বহু শাখা বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এতাদৃশ প্রাচীনতম গ্রন্থের কালনির্ণয় করিবার প্রয়াসও বিড়ম্বনাত্মক।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জনমেজয় পরীক্ষিৎ প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন এই গ্রন্থ অবশ্যই মহাভারতের পরে রচিত হইয়াছে। এইরূপ উক্তি একান্তই অযৌক্তিক। জনমেজয় পরীক্ষিৎ প্রভৃতি নামবিশেষ। এই সকল নাম মহাভারতের পূর্ব্বে ছিল না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর ঐতরেয় প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ সকল নাম দেখিয়াই যে, পরবর্ত্তী সময়ে ঐরূপ নাম রাখা হইত না, এই যুক্তি অবধারণেরই বা কি কারণ আছে? পাণিনির ব্যাকরণেও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। জনমেজয় পরীক্ষিৎ নাম দেখিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে কালনির্ণয়ের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ হইতে পারে না।

আমরা ঋগ্বেদসংহিতায় "তোজ" নাম দেখিতে পাই, যথা—

"তোজস্তেদং পুরুনিষ্ঠীথ বেধঃ" (ঋক্ ৮।৬।৪৫)

ইহাতে এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ মনে করিতে পারেন, সুবিখ্যাত তোজরাজের পরেই বেদ রচিত হইয়াছে। এই তোজরাজের সময়েই বেদভাষ্যকার উবট জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং উবটও বেদরচনায় সমসাময়িক লোক। এইরূপ নাম দেখিয়া কালনির্ণয়ের উপায় আবিষ্কার করা যে নিতান্তই উপহাসের বিষয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ উপায় দ্বারা আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থাদির আধুনিকত্ব স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বেদ অতি গম্ভীর। ইহার অর্থবোধ সহজে হয় না। বেদের অর্থ বুঝিবার জন্যই ষড়ঙ্গের সৃষ্টি। এই চতুর্ব্বেদ সহ ষড়ঙ্গ "বেদের ষড়ঙ্গ" ও অপরা বিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (১।১।৪-৫)

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্গণ বলেন, অপরা ও পরা এই দুই বিদ্যাই জ্ঞেয়। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ এই চারিবেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ; ইহারা অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত। যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পদার্থকে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সংহিতাকারে গ্রথিত হইলে পর এই ষড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়।

["ষড়ঙ্গ" শব্দে দ্রষ্টব্য]

বেদের মন্ত্র বুঝিতে হইলে ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা এই তিনটী বিষয়ও অগ্রে জানা আবশ্যক।

ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণের অতি প্রয়োজনীয়। বৈদিক নিবন্ধকারগণ এ সম্বন্ধে বহুল অনুশাসন করিয়াছেন।

বেদপাঠকগণের পক্ষে মন্ত্রাদির ঋষি ছন্দঃ দেবতা ও বিনিয়োগের বিষয় জানা না থাকা একান্ত দূষণীয় বিষয়। শাস্ত্রকার বলেন—

'অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ।
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ॥
ঋষিচ্ছন্দো দৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি।
অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকণ্টক উচ্যতে॥"

অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রাদির ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনিয়োগের বিষয় না জানিয়া যিনি বেদ অধ্যাপন করেন, অধ্যয়ন করেন, বা মন্ত্রাদি জপ করেন, তাঁহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। ক্রিয়া হেতু ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও স্বরাদি না জানিয়া ব্রাহ্মণ যদি মন্ত্র প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই প্রয়োগ মন্ত্রকণ্টক নামে অভিহিত হয়। মহাভাষ্যেও এইরূপ প্রত্যবায়ের কথা শুনা যায় যথা—

"মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা"

এ সম্বন্ধে আরও শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য আছে যথা—

"স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা বিনিয়োগোঽর্থ এব চ।
মন্ত্রজিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদে॥"

অর্থাৎ মন্ত্রপাঠার্থীর পক্ষে স্বর, বর্ণ, অক্ষর, মাত্রা, বিনিয়োগ ও অর্থ পদে পদেই বেদিতব্য।

এস্থলে ঋষিপ্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে—"ঋষি বধগাস্তৌ সর্ব্বধাতুভ্যইন্।" (উণ্ ৪।১১৯) "ইগুপধাৎ কিৎ।" (উণ্ ৪।১২১) এইরূপে "ঋষি" শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে লিখিত আছে—

"অজান্ হ বৈ পৃশ্নীংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্ত দৃষয়োঽভবন্"। (২।৯।১)

যাঁহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহে প্রথমে অতীন্দ্রিয় বেদের দর্শন পাইয়াছিলেন তাঁহারাই ঋষি। যথা স্মৃতি—

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥"

যুগান্তে ইতিহাস সহিত সমগ্র বেদ অন্তর্হিত হইলে পর স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তপস্যাদ্বারা মহর্ষিরা ইতিহাসসহ সমগ্র বেদ লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, ঈশ্বরগণ, ঋষিকগণ ও তৎসদৃশ এবং ঋষিগণ। যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই মন্ত্রকৃৎ।

"ঈশ্বরা ঋষিকাশ্চৈব যে চান্যে বৈ তথা স্মৃতাঃ।
এতে মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কৃৎস্নশস্তান্নিবোধত।" (অনুষঙ্গ ৩৪।১৫)

ব্রহ্মার মানস হইতে যাঁহারা নিজে উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাই ঈশ্বর, ইঁহাদের সংখ্যা ১০। যথা—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য।* উক্ত ১০টী ঈশ্বরের পুত্রেরাই ঋষি† এবং ঋষিপত্নীদিগের গর্ভোৎপন্ন ঋষিপুত্রগণই ঋষিক নামে খ্যাত।‡ শুক্র, বৃহস্পতি, কশ্যপ, উশনা, উতথ্য, বামদেব, অপোর্জ্য, উশিজ, কর্দম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্যগণ ও ধরগণ ঋষি। বৎসর, নগ্নহু, ভরদ্বাজ, বৃহদুক্থ, শরদ্বান, অগস্ত্য, ঔশিজ, দীর্ঘতমা, বাজশ্রবা, সুবিত্ত, প্রবাহণ, পরাশর, দধীচ, শঙ্খপাদ্, ও রাজা বৈশ্রবণ ইঁহারা ঋষিক। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার ঐ সকল ঋষি ও ঋষিক এবং অপর যে সকল বেদমন্ত্রকারকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এই—

ভৃগু, কাব্য, প্রচেতাঃ, আপ্নবান্, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, বিদ, সারস্বত, আর্ষ্টিষেণ, অরূপ, বীতহব্য, সুমেধাঃ, বৈণ্য, পৃথু, দিবোদাস, প্রবাস, গৃৎসমদ ও শুনক এই একোনবিংশতি ঋষি মন্ত্রবাদী। অঙ্গিরা, বেধস, ভারদ্বাজ, বাস্কলি, অমৃত, গার্গ্য, শৈনী, সংকৃতি, পুরুকুৎস, মান্ধাতা, অম্বরীষ, আহাস্ত্য, আজমীঢ়, ঋষভ, হরি, পৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব, মুদ্গল, যুবনাশ্ব, পৌরুকুৎস, ত্রসদস্যু, সদস্যুমান্, উতথ্য, বাজশ্রবা, আযাস্য, সুবিত্ত, বামদেব, ঔশিজ, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতমা ও কক্ষীবান্ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ অঙ্গিরসের পুত্র। এই শ্রেষ্ঠ ঋষিপুত্রগণ মন্ত্রপ্রণয়নকর্ত্তা।

কশ্যপপুত্রগণ যথা—কাশ্যপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত ও দেবল এই ছয়জন কাশ্যপ; ইঁহারা ব্রহ্মবাদী। অত্রি, অর্চিষ্মান, শ্যাবাশ্ব, নিষ্ঠুর, বল্গুতক, ধীমান্ ও পূর্ব্বাতিথি ইঁহারা সকলেই অত্রির পুত্র, মহর্ষি ও মন্ত্রদ্রষ্টা।

বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতি, পঞ্চম ভরদ্বসু, ষষ্ঠ মৈত্রাবরুণ, সপ্তম কুণ্ডিন, অষ্টম সুদ্যুম্ন, নবম বৃহস্পতি ও দশম ভরদ্বাজ; ইঁহারা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সকলন করেন। ইঁহারাই মন্ত্রাদির কর্ত্তা ও বিবর্ণের প্রকাশক। ইঁহারা সমস্ত ব্রহ্মের (বেদের) ও বেদশাখার সকল করিয়াছেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৪ অধ্যা:)

বৈদিক গ্রন্থাদিতে বিবিধ ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ছন্দঃগুলির সহিত মন্ত্রগুলির বিশেষ সম্বন্ধ। যেন মন্ত্রের অভিব্যক্তির ছন্দঃ ছন্দোবিশেষ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। ঋষিগণ বলেন জীবের পাপসম্বন্ধ প্রতিষেধের নিমিত্ত যাহা আচ্ছাদনস্বরূপ প্রকল্পিত হয়, তাহাই ছন্দঃ নামে অভিহিত। আরণ্যকেও লিখিত আছে—

"ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণঃ।"

কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুভয় অগ্নিসন্তাপের আচ্ছাদক বলিয়াই ইহার নাম ছন্দঃ। তাঁহারা তাঁহাদের উক্তির সমর্থনের নিমিত্ত তৈত্তিরীয় সংহিতার নিম্নোক্ত বচন উল্লেখ করিয়া থাকেন, বচনটী এই—

"প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত স ক্ষুরপবির্ভূত্বাতিষ্ঠৎ তং দেবা বিভ্যতো নোপায়ন্ তে ছন্দোভিরাত্মানং ছাদয়িত্বোপায়ন্ তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।" (তৈঃ সং ৫।৬।৬।১)

অপর কেহ কেহ বলেন, যাহা অপমৃত্যু নিবারণের নিমিত্ত আচ্ছাদনস্বরূপ হয়, তাহাই ছন্দঃ। ইঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে ইহার প্রমাণস্বরূপ একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। যথা—

"দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরাচ্ছাদয়ন্ যদেভিরাচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।"

(ছান্দোগ্য উ: ১।৪।২)

* "ভৃগুর্ম্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্দক্ষো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ।
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেতে উদ্ভূতাঃ স্বয়মীশ্বরাঃ।" (ব্রহ্মাণ্ডপু° অনু° ৩৪।৮৮)

† "ঈশ্বরাণাং সুতাস্তেষাং ঋষয়স্তান্নিবোধত।" ঐ ৮৯ শ্লো:

‡ "ঋষিপুত্রান্ ঋষিকাস্তে গর্ভোৎপন্নান্নিবোধত।" ঐ ৯২ শ্লো:

বেদসংহিতাদিতে যে সকল ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বৈদিক ছন্দঃ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সকল ছন্দঃ অপর কোন গ্রন্থে ঐ ভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। অতি সংক্ষেপে এই সকল ছন্দের বিবরণ এবং বৈদিক ছন্দঃশাস্ত্রানুসারী তাহাদের কতিপয় ছন্দঃ চক্র প্রদত্ত হইল—

ছন্দঃ	অতিছন্দঃ	বিচ্ছন্দঃ
১ গায়ত্রী ২৪	অতিজগতী ৫২	কৃতি ৮০
২ উষ্ণিক্ ২৮	শক্বরী ৫৬	প্রকৃতি ৮৪
৩ অনুষ্টুপ্ ৩২	অতিশক্বরী ৬০	আকৃতি ৮৮
৪ বৃহতী ৩৬	অষ্টি ৬৪	বিকৃতি ৯২
৫ পংক্তি ৪০	অত্যষ্টি ৬৮	সংকৃতি ৯৬
৬ ত্রিষ্টুপ্ ৪৪	ধৃতি ৭২	অভিকৃতি ১০০
৭ জগতী ৪৮	অতিধৃতি ৭৬	উৎকৃতি ১০৪

উক্ত চক্রে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গায়ত্রী হইতে জগতী পর্য্যন্ত ৭টী ছন্দ প্রত্যেকে যথাক্রমে ২৪, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪৪, ও ৪৮ ভাগে বিভক্ত, এই রূপে অতিজগতী হইতে অতিধৃতি পর্য্যন্ত ৭টী অতিছন্দ যথাক্রমে ৫২, ৫৬, ৬০, ৬৪, ৬৮, ৭২ ও ৭৬ ভাগে বিভক্ত এবং কৃতি হইতে উৎকৃতি পর্য্যন্ত বিচ্ছন্দ সাতটীর বিভাগও এই ভাবে নির্ণয় করিতে হইবে।

ছন্দ—	গায়ত্রী	উষ্ণিক্	অনুষ্টুপ্	বৃহতী	পঙ্‌ক্তি	ত্রিষ্টুপ্	জগতী
আর্ষী	২৪	২৮	৩২	৩৬	৪০	৪৪	৪৮
দৈবী	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
আসুরী	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯
প্রাজাপত্যা	৮	১২	১৬	২০	২৪	২৮	৩২
যাজুষী	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সাম্নী	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৪
আর্চী	১৮	২১	২৪	২৭	৩০	৩৩	৩৬
ব্রাহ্মী	৩৬	৪২	৪৮	৫৪	৬০	৬৬	৭২

এই চক্রদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গায়ত্র্যাদি ৭টী ছন্দ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় আর্ষী হইতে ব্রাহ্মী পর্য্যন্ত ৮এক ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

গায়ত্রী	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
উষ্ণিক্	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
অনুষ্টুপ্	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪
বৃহতী	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮
পঙ্‌ক্তি	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২
ত্রিষ্টুপ্	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬
জগতী	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০

এই চক্রে উপলব্ধি হইবে যে, যে মন্ত্রে ২৩টী অক্ষর আছে তাহা স্বরাট্ গায়ত্রী, কিন্তু অক্ষরসংখ্যার সামঞ্জস্য দেখিয়া আপাততঃ উষ্ণিক্ বিরাট বলিয়া ভ্রম হইলে আদি পাদ দেখিয়া ছন্দঃ ঠিক করিয়া লইতে হইবে। যদি আদ্যপাদ গায়ত্রী হয় তবে উহা স্বরাট্ গায়ত্রী, আর যদি আদ্যপাদ উষ্ণিক্ হয় তাহা হইলে ঐ মন্ত্র বিরাড়ুষ্ণিক্ ছন্দঃ বলিয়া নির্ণীত হইবে। এই রূপ অন্যান্য গুলিরও নির্ণয় করিতে হইবে।

গায়ত্র্যাদি সাতটী ছন্দের ন্যায় অতিছন্দ ও বিচ্ছন্দ সাতটীও বিরাড়াদি স্বরাট্ পর্য্যন্ত কয়েক ভাগে বিভক্ত হইবে।

১ গায়ত্রীছন্দঃ

ত্রিপাদগায়ত্রী	৮,	৮,	৮ মোট	২৪ অক্ষর		
চতুষ্পাদগায়ত্রী	৬ ৬,	৬,	৬	,,	২৪	,,
পাদনিচৃৎগায়ত্রী	৭,	৭,	৭	,,	২১	
অতিপাদনিচৃৎ	৬,	৮,	৭	,,	২১	,,
নাগীগায়ত্রী	৯,	৯,	৬	,,	২৪	,,
বারাহীগায়ত্রী	৬	৯,	৯	,,	২৪	
বর্দ্ধমানাগায়ত্রী	৬,	৭,	৮	,,	২১	,,
প্রতিষ্ঠাগায়ত্রী	৮,	৭,	৬	,,	২১	,,
[illegible]গায়ত্রী	৬,	৬,	৭	,,	১৯	,,
দ্বিপাদ্‌বিরাট্‌গায়ত্রী	১২,		৮	,,	২০	,,
বিরাট্‌গায়ত্রী	১১,	১১,	১১	,,	৩৩	,,
উষ্ণিগ্‌গর্ভা গায়ত্রী	৬,	৭,	১১	,,	২৪	,,
অতিনিচৃৎ গায়ত্রী	৭,	৬,	৭	,,	২০	,,
পদপংক্তিগায়ত্রী	৫, ৫,	৫,	৫	,,	২০	,,
	৫, ৫, ৫,	৫,	৬	,,	২৬	,,
	৫, ৫,	৫,	৪	,,	১৯	,,
যবমধ্যা গায়ত্রী	৭,	১০	৭	,,	২৪	,,
পিপীলিকমধ্যা	৮	৪	৮	,,	২০	,,
[illegible] গায়ত্রী	৫, ২	৬,	৬	,,	১৯	,,
ককুম্মতী গায়ত্রী	৬,	৮,	৮	,,	২২	,,

২ উষ্ণিক্ ছন্দঃ

ককুবুষ্ণিক্	৮,	১২,	৮, মোট	২৮ অক্ষর		
পুর উষ্ণিক্	১২,	৮,	৮,	,,	২৮	,,
পরোষ্ণিক্	৮,	৮,	১২	,,	২৮	,,
চতুষ্পাদুষ্ণিক্	৭, ৭,	৭,	৭	,,	২৮	,,
তনুশিরা	১১,	১১,	৪	,,	২৭	,,
তনুমধ্যা	১১,	১১,	৬	,,	২৮	,,
অনুষ্টুব্‌গর্ভা	৫, ৮,	৮,	৮	,,	২৯	,,
পিপীলিকমধ্যা	৮, ৫, ৮, ৮ / ৮, ৮, ৫, ৮			,,	২৯	,,

৩ অনুষ্টুপ্ ছন্দ:

ছন্দ	পাদের অক্ষর	মোট	
চতুষ্পাদনুষ্টুপ্	৮, ৮, ৮, ৮	মোট ৩২	অক্ষর
কৃতি অনুষ্টুপ	১১, ১২, ৮	,, ৩২	"
ত্রিপাৎ	৮, ১১, ১২	,, ৩২	"
পিপীলিকমধ্যা	১২, ৮, ১২	,, ৩২	"
মহাপদপঙ্ক্তি	৫, ৫, ৫, ৫, ৫, ৬	,, ৩১	"
কবিরাট্	৯, ১২, ৯	,, ৩০	"
নষ্টা	৯, ১০, ১৩	, ৩২	"
বিরাট্	১০, ১০, ১০	, ৩০	"
"	১০, ১০, ১১	,, ৩১	"

৪ বৃহতী ছন্দ:

ছন্দ	পাদের অক্ষর	মোট	
পথ্যাবৃহতী	৮, ৮, ১২, ৮	মোট ৩৬	অক্ষর
ন্যঙ্কুসারিণী / স্কন্ধোগ্রীবী / উরোবৃহতী	৮, ১২, ৮, ৮	,, ৩৬	"
উপরিষ্টাদ্বৃহতী	৮, ৮, ৮, ১২	,, ৩৬	"
পুরস্তাদ্বৃহতী	১২, ৮, ৮, ৮	,, ৩৬	"
চতুষ্পাদ্	৯, ৯, ৯, ৯	,, ৩৬	"
"	১০, ১০, ৮, ৮	,, ৩৬	"
ঊর্দ্ধবৃহতী / মহাবৃহতী / সতোবৃহতী	১২, ১২, ১২	,, ৩৬	"
বিষ্টারবৃহতী	৮, ১০, ১০, ৮	,, ৩৬	"
পিপীলিকমধ্যা	১১, ৮, ১২	,, ৩১	"
বিষমপদা	৯, ৮, ১১, ৮	,, ৩৬	"

৫ পঙ্ক্তি ছন্দ:

ছন্দ	পাদের অক্ষর	মোট	
সতঃপঙ্ক্তি	১২, ৮, ১২, ৮	মোট ৪০	অক্ষর
বিপরীতাপঙ্ক্তি	৮, ১২, ৮, ১২	,, ৪০	"
আস্তারপঙ্ক্তি	৮, ৮, ১২, ১২	,, ৪০	"
প্রস্তার	১২, ১২, ৮, ৮	,, ৪০	"
বিষ্টার	৮, ১২, ১২, ৮	,, ৪০	"
সংস্তার	১২, ৮, ৮, ১২	,, ৪০	"
অক্ষর	৫, ৫, ৫, ৫	,, ২০	"
" (হলায়ুধমতে)	৫, ৫	,, ১০	"

উক্ত বিংশতি অক্ষরযুক্ত অক্ষরপঙ্ক্তি কাত্যায়নমতে পদপঙ্ক্তিগায়ত্রী বলিয়া অভিহিত হয়।

ছন্দ	পাদের অক্ষর	মোট	
অল্পশঃ পঙ্ক্তি	৫, ৫, ৫, ৫, ৫, ৫, ৫, ৫	মোট ৪০	অক্ষর
পদপঙ্ক্তি	৫, ৫, ৫, ৫, ৫ / ৪, ৬, ৫, ৫, ৫	,, ২৫	"
পথ্যা	৮, ৮, ৮, ৮, ৮	মোট ৪০	অক্ষর
চতুষ্পদী	১০, ১০, ১০, ১০	, ৪০	"

৬ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ:

ছন্দ	পাদের অক্ষর	মোট	
পুরোজ্যোতিঃ	১১, ৮, ৮, ৮, ৮	,, ৪৩	"
মধ্যেজ্যোতিঃ	৮, ৮, ১১, ৮, ৮	,, ৮৩	"
উপরিষ্টাজ্জ্যোতিঃ	৮, ৮, ৮, ৮, ১১	,, ৪৩	"
চতুষ্পাদ্	১১, ১১, ১১, ১১	,, ৪৪	"
জাগতিসংক্রে জগতী;	১২, ১২, ১১, ১১	,, ৪৬	"
	১১, ১১, ১১, ১২	,, ৪৬	"
ত্রৈষ্টুভিসংক্রে ত্রিষ্টুপ্।	১২, ১১, ১১, ১১	,, ৪৬	"
	১১, ১১, ১১, ১২	,, ৪৬	"
অভিসারিণী	১০, ১০ ১২, ১২	,, ৪৪	
বিরাট্স্থানা	৯, ৯, ১০, ১১	, ৩৯	"
" "	১০, ১০, ৯, ১১	,, ৪০	"
বিরাড্রূপা	১১, ১১, ১১, ৮	,, ৪১	"
জ্যোতিষ্মতী	১২, ১২, ১২, ৮	,, ৪৪	"
মহাবৃহতী	৮, ৮, ৮, ৮, ১২	,, ৪৪	"

এই মহাবৃহতীই পিঙ্গলে উপরিষ্টাজ্জ্যোতিঃ নামে অভিহিত।

ছন্দ	পাদের অক্ষর	মোট	
যবমধ্যা	৮, ৮, ১২, ৮, ৮	,, ৪৪	"
বিরাট্পঙ্ক্তি	৮, ১০, ১০, ৮, ৮	,, ৪৪	"

৭ জগতীছন্দ:

ছন্দ	পাদের অক্ষর	মোট	
ষট্পদী	৮, ৮, ৮, ৮, ৮, ৮	মোট ৪৮	অক্ষর
চতুষ্পাদ	১২, ১২, ১২, ১২	,, ৪৮	"
পুরোজ্যোতিঃ	১২, ৮, ৮, ৮, ৮	,, ৪৪	"
মধ্যেজ্যোতিঃ	৮, ৮, ১২, ৮, ৮	,, ৪৪	"
উপরিষ্টাজ্জ্যোতিঃ	৮, ৮, ৮, ৮, ১২	,, ৪৪	"
মহাসতোবৃহতী	৮, ৮, ৮, ১২, ১২	,, ৪৮	"
মহাপঙ্ক্তি	৮, ৮, ৭, ৬, ১০, ৯	,, ৪৮	"

ভট্টহলায়ুধ উক্ত ষট্পদী জগতীকে পঙ্ক্তিছন্দের মধ্যে উপন্যাস করিয়াছেন।

ঋগ্বেদাদিতে কতকগুলি দেবতার উল্লেখ আছে। ঐ দেবতাগণ বৈদিক মন্ত্রে কিরূপে স্তুত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে তাঁহাদের প্রত্যেককেই এক একটী অশরীরিণী শক্তি বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ স্বর্গীয় বা মর্ত্ত্য, অথবা আন্তরীক্ষ দৈবশক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের শক্তি বা কার্য্যকারিত্বকে পূজা করিয়া গিয়াছেন। যেমন ইন্দ্র। বেদ

বেদের দেবতা। সংহিতায় ইন্দ্র শব্দে সহস্রাক্ষাদিযুক্ত কোন জীবকে বুঝায় না, তবে ঋগ্বেদে ইন্দ্র রূপে যে শক্তি পূজিত হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বব্যাপী ও অমিততেজসম্পন্ন। শ্রীরাম

স্বাহা" এই মন্ত্র মাত্রই দেবতা, কেন না যাগকালে দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্যভূত দেবতার মন্ত্রই দেবতাত্মক। কিন্তু ভক্তিপক্ষের সাধকগণের ভক্তিবিভাবিত উপাসনায় এই অশরীরিণী শক্তি-সমূহও মূর্তিময়ীরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, মন্ত্রে যে ইন্দ্র কার্যাফল-প্রদ অমূর্ত বা মন্ত্রময়ী দেবতা, পৌরাণিক ভক্তির সাধনায় তিনি শরীরহীন শক্তিমাত্র নহেন, তখন তিনি পূর্ণ বজ্রবপুধারী ও সুগুণ কবীটী-পরিশোভী দিব্য মূর্ত্তিধর ও বহুশক্তিসম্পন্ন।

দেবতা—দ্যোতনার্থ দীব্যতি ধাতুনিমিত্তক "দেবতা" শব্দই দেবের দেবতা পদবাচ্য। বৈদিক সাহিত্যে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

"দিবা বৈ নোভূদিতি তদ্দেবানাং দেবত্বং"

যদ্বারা যিনি দ্যোতিত হন তিনিই দেব। যজ্ঞে যিনি হূয়মান তিনিই দেব।

মীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনিও এবিষয়ের বিচার করিয়া গিয়াছেন—

"ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ।"

(মীমাংসাদর্শন ৬।১।৪)

যাগযজ্ঞের অধিকার প্রসঙ্গে জৈমিনি বলিয়াছেন ঘৃতাদি দ্রব্য যেমন যাগের একটী অঙ্গ, দেবতাও তদ্রূপ। যাগকালে দেবতা-দিগকে আহ্বান করিতে হয়। তাঁহারা যদি শরীরী হইতেন তবে তখন তাঁহাদের আগমন কালে যজমান অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিতেন। আবার, যদি এক সময়ে বহুলোক যাগ করে ও সকলে এককালে তাঁহাকে আহ্বান করে, তাহা হইলে সশরীরে তাঁহার সর্ব্বত্র গমন কিরূপে সম্ভবপর হয়? শাস্ত্রানুসারে দেবতার সন্নিধানেই কর্ত্তব্য, সুতরাং অশরীরী না হইলে এবিষয়ে কার্য্য হবার সম্ভাবনা। দেবতাকে মন্ত্রাত্মক স্বীকার করিলে বৈদিক যাগে দেবতা আবাহনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কেন না, যে সে স্থানেই যজ্ঞ করুক না কেন, "ইন্দ্রায় স্বাহা" মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই তাহার দেবতাস্তরূপ যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধ হইবেই। ইত্যাদি।

ঋক্ সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদে আমরা ঐরূপ মন্ত্রাত্মক বহু দেবতার উল্লেখ পাই। তাঁহাদের শক্তি কিরূপ কার্য্যকরী এবং মানবজাতিতে তাঁহাদেরই বা প্রভাব কিরূপ ফলবতী হইয়া থাকে, তাহা মন্ত্রসমূহ পাঠ করিলেই সম্যক্ উপলব্ধ হয়।

কিন্তু বেদের দেবতত্ত্ব এক বিশাল ব্যাপার। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গে কোন প্রকার ফলদানের নিমিত্ত যে কোন উদ্দিষ্ট যে কোন পদার্থের স্তুতি করা হয়, তিনিই সেই মন্ত্রের দেবতা। তাই নিরুক্তকার যাস্ক বলেন—

"যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়ামার্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্‌ক্তে, তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি।" (নিরু ৭।১।১)

দেব ও দেবতা একই অর্থবাচী যথা—

"যো দেবঃ সা দেবতা।" (নিরু ৭।৪।২)

নিরুক্তকার দেব শব্দের যে নির্ব্বচন করিয়াছেন, সেই নির্ব্বচন দেখিলেই বুঝা যায় যে বেদে বহু প্রকার পদার্থ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তদ্যথা—

"দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানে ভবতি বা।

এই নিরুক্তিতে জানা যাইতেছে যে, যিনি কোন প্রকার ফলদানে সমর্থ, তিনিই দেবতা, যিনি দীপন করেন, তিনিই দেবতা, যিনি প্রকাশ করেন, তিনিও দেবতা, যিনি দ্যুস্থানে অবস্থান করেন তিনিও দেবতা।

এস্থলে দ্যু শব্দের অর্থ আকাশমণ্ডল। সুতরাং গগনবিহারী চন্দ্রাদি গ্রহ নক্ষত্র এবং সৌর জগতের বহির্ভূত ধ্রুবাদিও দেবতা পদবাচ্য। বৃষ্টিদানে সমর্থ বলিয়া ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি অচেতন পদার্থও দেবতা পদবাচ্য। যাজ্ঞবল্ক্যাদি রাজারা অর্থদানে সমর্থ বলিয়া তাঁহারাও বৈদিক দেবতা। অশ্বাদি জীব ও প্রাণি অতীব দীপ্তিহেতু বৈদিক দেবতা বলিয়া গণ্য। অগ্নি, চন্দ্র, পর্জ্জন্য, ব্রহ্মবর্চ্চস্বী, বিদ্বান প্রভৃতি দ্যোতন হেতু বৈদিক দেবতার অন্তর্ভুক্ত। সূর্য্য ও সূর্য্যকর এবং তারকা প্রভৃতি দ্যুস্থান অর্থাৎ গগনমণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া দেবতা বলিয়া অভিহিত। বেদের দেবতত্ত্বের আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হয় যে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থই কোন না কোনরূপে দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দেবভাবময় হিন্দুর হৃদয় এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থেই দেবভাব প্রত্যক্ষ করিতেন, এই জগতের অণু ও পরমাণুও হিন্দুর সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট দেব বলিয়া আদৃত হইত। হিন্দু ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই সকল পদার্থের মধ্য হইতেই আভাস তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইত। তাই হিন্দু বেদান্তী অবশেষে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মময় বলিয়া অনুভব করিতেন, এবং নিঃসঙ্কোচে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মময় বলিয়া উদ্ঘোষণা করিয়াছেন। দেবতত্ত্বের ঐ বিশাল সত্য বহু প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজ জগৎ সমক্ষে প্রকটন করেন।

আধুনিক পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ হিন্দুদের এই দেবতত্ত্ব এখনও বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুর নিকট দেবতত্ত্ব সৃষ্টিরহস্যের এক বিশাল ব্যাপার। প্রত্যেক পদার্থের অন্তস্তলেই অদৃষ্টচারিণী মহাশক্তির লীলা বিরাজমান। সেই শক্তিলীলার বিদ্যমানতাহেতুই প্রত্যেক পরমাণু কার্য্যশীল। সুতরাং সেই চিন্ময়ী শক্তিই হিন্দুর দেবতা। এখনও হিন্দুসমাজে "তেত্রিশ কোটি দেবতা" বলিয়া একটী কথা প্রচলিত আছে। হিন্দুসমাজের দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই বিশাল ধারণার মূল একমাত্র

বৈদিক দেবতত্ত্ব। ঐ নীল নভোমণ্ডলের চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহোপগ্রহ ও অসংখ্য তারকামণ্ডলী, বায়ুমণ্ডলের বিশাল বায়ুরাশি, মেঘমালা, ও তন্মধ্যে প্রকাশশীলা বিদ্যুল্লতাও যেমন দেবতা, আবার ভূমণ্ডলের নদনদী বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু প্রভৃতিও তেমনই দেবতা। যাবৎ স্থাবর জঙ্গম চেতন অচেতন ও উদ্ভিদ্ সকল পদার্থই কোন না কোন মন্ত্রে কোন না কোন ভাবে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

কিন্তু বেদে আকাশমণ্ডলবাসী দেবতাদেরই অধিকতর প্রাধান্যস্বীকার ও বহুল গুণকীর্ত্তন দৃষ্ট হয়। দেবতত্ত্ব এইরূপ বিশাল হইলেও ইহার মধ্যে স্পষ্ট বিশিষ্টতা আছে। যাস্ক বলেন, দেবতাগণ ত্রিস্থানবাসী—অগ্নি পৃথিবীবাসী বায়ু অন্তরীক্ষবাসী এবং সূর্য্য দ্যুস্থানবাসী। কেহ কেহ বায়ুকেই ইন্দ্র বলেন, যথা "বায়ুর্ বৈ ইন্দ্রঃ"। কিন্তু এই সকল পদার্থ যখন বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দ্যোতিত হয়, তখন তাহারা দেবতা বলিয়া অভিহিত হয়। দেবতা যে মন্ত্রময়ী ইহাই মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত।

যদিও তেত্রিশকোটি দেবতার প্রবাদ আছে, তথাপি বেদ পাঠে দেখা যায় যে বেদে প্রধানতঃ তেত্রিশটি দেবতা কল্পিত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বেদে বহু প্রমাণ আছে। এস্থানে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্যথা—

১। "যে ত্রিংশতিত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্" (ঋক্‌সং ৮।২৮।১)

২। "ত্রয়স্ত্রিংশতাস্তুবত ভূতান্যশাম্যন্ প্রজাপতি পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ।" (বাজ° সং ১৪।৩১)

৩। "যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবতানিধিং রক্ষন্তি সর্ব্বদা"

(অথর্ব্বসং ১০।২৩।২৩)

ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে এইরূপ প্রচুর প্রমাণ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বহুস্থানে ৩৩ দেবতার কথা লিখিত আছে। যথা—

"ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাঃ প্রজাপতিশ্চ বষট্‌কারশ্চ।" (৩।২।১১)

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের তেত্রিশ দেবতার বিভাগ এই যে ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ১ প্রজাপতি এবং ১ বষট্‌কার—এই তেত্রিশ দেবতা।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে এতদ্ব্যতীত আরও অনেক দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণেও এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে।

এখন প্রশ্ন এই যে উক্ত বসুসমূহ কাহারা? নিরুক্তকার বলেন, রশ্মিগণের অষ্টই বসু নামে অভিহিত। আবার নিরুক্তের অন্য স্থানে (৪।৩।১৮) লিখিত আছে, দ্যুস্থানবাসী দেবগণের অষ্টই বসু নামে খ্যাত। যাস্ক বলেন—

"বসবঃ—যদ্ বিবসতে সর্ব্বম্। অগ্নি র্বসুভির্বাসব ইতি সমাখ্যাঃ তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ। ইন্দ্রো বসুভি র্বাসব ইতি সমাখ্যা তস্মান্মধ্যমস্থানাঃ। বসবঃ আদিত্যরশ্ময়ঃ বিবাসনাৎ তস্মাদ্ দ্যুস্থানাঃ।"

সুতরাং নিরুক্ত মতে পার্থিব অগ্নিরশ্মিসমূহ, বৈদ্যুতাগ্নি প্রভা এবং সূর্য্যরশ্মি বসু নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যু এই ত্রিবিধ স্থান ইহাদের বাসস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণেও বসুদেবগণের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা অন্য প্রকার। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য দ্যৌ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র ইহারাই বসু। এই সকলের মধ্যে জগতের সর্ব্ব পদার্থের বাস, সুতরাং ইহারা বসু। (শতপথব্রাহ্মণের ১৪।৪।৫।৪ দ্রষ্টব্য)। অষ্টবিধ অগ্নিই যে অষ্ট বসু ইহাই সার বৈদিক সিদ্ধান্ত।

অতঃপর রুদ্র দেবতাদের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। রুদ্র শব্দের নিরুক্তি এই যে, "রুদ্রো রৌতীতি সতো রোরূয়মাণো দ্রবতীতি রোদয়তে র্বা। যদরুদৎ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্।" এই নিরুক্তি অনুসারে রুদ্রগণকে বায়ুবিশেষ বলিয়াই মনে হয়। আবার কোন কোন স্থানে অগ্নিকেও রুদ্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আবার কোথাও ইন্দ্রকেই রুদ্র বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে রুদ্রগণকে বায়ু বলিয়াই জানা যায় যথা—

"কতমে রুদ্রা ইতি, দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে যদাস্মাচ্ছরীরান্মর্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্ যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি।" (১৪।৬।৯।৪)

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে লিখিত হইয়াছে, বায়ু একাদশ প্রকার যথা—

"প্রভ্রাজমানা ব্যবদাতা যাশ্চ বাসুকী বৈদ্যুতাঃ।
রজতাঃ পরুষাঃ শ্যামাঃ কপিলা অতিলোহিতাঃ।
ঊর্দ্ধা অবপতন্তাশ্চ বৈদ্যুত ইত্যেকাদশাঃ।"

আদিত্যসমূহ—আদিত্যগণ দ্যুস্থানস্থিত দেবতা। নিরুক্তকার আদিত্য শব্দের যে নির্ব্বচন করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞানসিদ্ধান্তসম্মত তদ্ যথা—"আদত্তে রসান্, আদত্তে ভাসং জ্যোতিষাম্, আদীপ্তো ভাসা ইতি বা, অদিতেঃ পুত্র ইতি বা"—(২।১৩)

এই নিরুক্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে যিনি রস গ্রহণ করেন, অথবা যিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রভা গ্রহণ করেন, অথবা যিনি অদিতির পুত্র তিনিই আদিত্য।

এতদ্ব্যতীত ইহার আরও একটী নির্দ্দেশ আছে তাহার অর্থ এই যে যাহারা দ্যুনিবাসী দেবগণের অগ্রগামী তাঁহারাই আদিত্য। শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দিবা, মরুতঃ, ও বৈশ্বানর। এই সকল দেবতার মোট সংখ্যা ৩৪ বা ৩৫। ইহাদের অতিরিক্ত বেদে যে সকল পারিভাষিক দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার গণনা করা একবারে অসম্ভব ব্যাপার না হইলেও সহজসাধ্য নহে।

যাস্ক স্বর্গীয়, অন্তরীক্ষ ও মর্ত্ত্য এই ত্রিবিধ দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

১ দ্যৌঃ, ২ বরুণ, ৩ মিত্র, ৪ সূর্য্য, ৫ সবিতৃ, ৬ পূষা, ৭ বিষ্ণু, ৮ বিবস্বৎ, ৯ আদিত্যগণ, ১০ দক্ষ, ১১ উষা, ১২ অশ্বিদ্বয়, ইহারা স্বর্গীয় দেবতা বলিয়া পূজিত; ১৩ ইন্দ্র, ১৪ ত্রিত-আপ্ত্য, ১৫ অপাংনপাত, ১৬ মাতরিশ্বা, .১৭ অহির্বুধ্ন্য, ১৮ অজএক-পাদ, ১৯ রুদ্র, রুদ্রগণ, ২০ মরুদ্গণ, ২১ বায়ু-বাত, ২২ পর্জ্জন্য, ২৩ আপঃ, ইহারা আন্তরীক্ষ, এবং ২৪ নদী ও জল, ২৫ পৃথিবী ২৬ অগ্নি ২৭ বৃহস্পতি, ২৮ সোম, ইহারা মর্ত্ত্য।

এতদ্ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, মন্যু, শ্রদ্ধা, অদিতি, দিতি, বিশ্বেদেবা, সরস্বতী, সুনৃতা ও ইলা প্রভৃতি দেবী, ঋভুগণ, ত্বষ্টা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবী, পৃশ্নি যম, অর্য্যমা, বসুগণ, উশনা, বৈশ্বানর, ৩৩ জন দেবতা, আপ্রীদেবতা, রোদসী, ঋভুক্ষা, রাকা, সিনীবালী, গুঙ্গু, রাত্রি, ধিষণা প্রভৃতি দেবতার নামও ঋগ্বেদে দেখা যায়। ঋগ্বেদের মধ্যে মধ্যে দ্যাবাপৃথিবী, মিত্রাবরুণ প্রভৃতি কএকটী দেবদ্বন্দ্বের শক্তিপূজাও একত্র প্রচলিত দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এবং উর্ব্বরাপতি ও বাস্তোষ্পতি প্রভৃতি ক্ষেত্র ও গৃহরক্ষক দেববৃন্দও বৈদিক গ্রন্থাদিতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে স্থান লাভ করিয়াছে। ঐ সকল দেবগণের বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হওয়ায় এখানে আর লিখিত হইল না। [তত্তদ্ শব্দ দেখ।]

যদিও বেদে এই রূপ অসংখ্য পারিভাষিক দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বেদের মন্ত্রভাগে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্যেরই অধিক সংখ্যক স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারি দেবতারই অধিকতর স্তোত্র আছে। কিন্তু নিরুক্তকার তিনটী মুখ্য দেবতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যথা—"তিস্রো দেবতা ইতি"

এই তিনটী দেবতা—অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য। তাই নিরুক্তকার বলিয়াছেন—

"অগ্নি পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বৈ ইন্দ্রো বান্তরীক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ।" (৭।২।১)

ইহাতে জানা যাইতেছে যে পৃথিবীতে অগ্নিই মুখ্য দেবতা। এখানে জলাদি অপ্রধান দেবতা। অশ্বাদি চেতনদেবতাসমূহ এবং ইধ্মাদি অচেতন দেবতাসমূহ এ স্থানে পারিভাষিক দেবতা বলিয়া পরিগণিত। অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্রই মুখ্য দেবতা, পর্জ্জন্যাদি অপ্রধান দেবতা, শ্যেনাদি অন্তরীক্ষচর চেতন দেবতা এবং বাগাদি অচেতন দেবতা অন্তরীক্ষের পারিভাষিক দেবতা। আবার দ্যুলোকে সূর্য্যই মুখ্য দেবতা, অশ্বি প্রভৃতি অপ্রধান দেবতা। দ্যুলোকে পারিভাষিক দেবতার কথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৈদিক তিন মুখ্য দেবতার আলোচনা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ অগ্নির কথা বলা যাইতেছে।

অগ্নিই যজ্ঞ বিষয়ে আদি দেবতা। নিরুক্তি এই যে "অগ্রে যজ্ঞেষু প্রণীয়তে ইতি অগ্নিঃ।"

যজ্ঞকার্য্যে আমরা ভৌতিক অগ্নিকেই দেখিতে পাই। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ চতুর্ব্বদন রক্তবর্ণ পুরুষকে আমরা দেখিতে পাই না। পৃথিবীতেই অগ্নির বাসস্থান; আমরা ভৌতিক পদার্থে এই অগ্নির অস্তিত্ব দেখিতে পাই। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

"ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশেষাং হিতঃ। দেবেভি মানুষে জনে।" (ঋক্‌সং ৬।১৬।১)

অর্থাৎ হে অগ্নে, তুমি সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞের হোতা, তুমি সূর্য্য রশ্মি দ্বারা মর্ত্ত্য লোকের সর্ব্ব পদার্থের অনুহিত আছ।

কেহ কেহ বলেন, অগ্ন্যাদি দেবতা আমাদের এই ভৌতিক জগতের অগ্নি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। ইহারা ইহাদের উক্ত সপ্রমাণতার নিমিত্ত নিরুক্তির নামনির্ব্বচন, স্থাননির্দ্দেশ, কর্ম্মনিরূপণ, উৎপত্তিবর্ণন, ব্রাহ্মণবিনিয়োগ, হবির্বিহিত মন্ত্রার্থ, দেবলক্ষণ, উদাহরণশ্রুতি প্রভৃতির বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অগ্নি বায়ু ও সূর্য্যাদি এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভৌতিক পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলেন, এই সকল প্রাকৃত পদার্থের অধিষ্ঠাতৃ মানুষের অতীন্দ্রিয় দেবতাগণই বেদের আলোচিত দেবতা। অনেকেই এই মত সুসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। যেমন বিষ্ণু বলিলে স্থল বিশেষে সূর্য্য বুঝায়, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা বলেন, সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষই বিষ্ণু বলিয়া খ্যাত। ইন্দ্রাদি দেবতা সম্বন্ধেও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মশাস্ত্রের রহস্যে যাহারা প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে হিন্দুরা জড়বাদী নহেন, জড় পদার্থের উপাসক নহেন। বৈদিক মন্ত্র দ্বারা বৈদিক ঋষিগণ অচেতন জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত অধিষ্ঠাতৃ জ্ঞানময় অতীন্দ্রিয় উপাস্যদেবতাগণেরই উপাসনা করিতেন, কাম্য দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং ভক্তিভাবে উঁহাদের স্তব করিতেন। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্ ও প্রাকৃতিক এই বিশাল পদার্থের অনেক পদার্থই বেদে হিন্দুগণের স্তবনীয় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্য।

বৈদিক সাহিত্য অতি প্রাচীন আর্য্যগণের বিশাল জ্ঞান গরিমার বিপুল ভাণ্ডার। বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিলে জানা যায় প্রাচীনকালে এই নিগমকল্পতরুর যে শত শত শাখা ছিল, সেই সকল শাখার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। এই মহা বিলোপের পরে এখনও বৈদিক সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা করাও অসম্ভব আমরা এস্থলে কতিপয় প্রধান প্রধান বৈদিক গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ঋগ্বেদসংহিতা একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থখানির দুই প্রকার বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রাচীন বিভাগ আবার দুই নামে অভিহিত হইতে পারে যথা—অতিপ্রাচীন ও অনতিপ্রাচীন। অনতিপ্রাচীন মতে ঋগ্বেদসংহিতা প্রথমতঃ আটটী অষ্টকে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটী অষ্টক প্রায় সম পরিমিত, আবার এক একটী অষ্টক আট অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেকটী অধ্যায়ে গড়ে ৩৩টী করিয়া বর্গ আছে। বর্গের মোট সংখ্যা ২০০৬। পাঁচ পাঁচটী ঋক্ এক একটী বর্গ কল্পিত হইয়াছে। এই বিভাগ কেবল গ্রন্থের বাহ্য বিভাগ মাত্র। প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারে এই বিভাগকল্পনা হয় নাই। কিন্তু অতিপ্রাচীন বিভাগকল্পনা অন্যপ্রকার। এই বিভাগ অনুসারে ঋগ্বেদসংহিতা দশটী মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাতে ৮৫টী অনুবাক পাওয়া যায় এবং ১০২৭টী সূক্ত আছে। প্রচলিত সমগ্র গ্রন্থের ঋকের সংখ্যা ১০৫৮০টী।

শৌনক সূক্তের লক্ষণ করিয়াছেন,—

"সম্পূর্ণমৃষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে" (বৃহদ্দেবতা)

নিরাকাঙ্ক্ষ সম্পূর্ণ ঋষিবাক্যের নাম সূক্ত অর্থাৎ বৈদিক মহাবাক্যই সূক্ত। এই সূক্ত তিন প্রকার। ঋষিসূক্ত, দেবতাসূক্ত, ছন্দঃসূক্ত। ঋষি ও দেবতা সূক্তের লক্ষণ—

"ঋষিসূক্তানি যাবন্তি সূক্তানোকস্য বৈকৃতিঃ।

তদ্দৈবতৈকস্য যাবন্তু তৎ সূক্তং দৈবতং বিদুঃ॥ (বৃহদ্দেবতা)

একজন ঋষিকৃত যাবতীয় মন্ত্রগুলি সূক্ত অর্থাৎ মহাবাক্য বা বাক্য, সেইগুলি ঋষিসূক্ত।

১ম অষ্টকের প্রারম্ভের "অগ্নিমীড়ে" ইত্যাদি হইতে "ইন্দ্র সখা অবীবৃধৎ" পর্য্যন্ত ঋক্ ভাগ (১০ বর্গাত্মক) একটী ঋষিসূক্ত কেন না ঐ সমস্ত ঋক্‌গুলি একমাত্র মধুচ্ছন্দা নামক ঋষিকৃত, আর তন্মধ্যে অগ্নি দেবতার স্তবসূচক ঋক্ দেবতা সূক্ত, কেননা ঐ ৯ ঋক্ দ্বারা একমাত্র অগ্নিদেবতার স্তোত্র প্রকাশ হইয়াছে। একচ্ছন্দে নিবদ্ধ পর পর ক্রমানুসারে গ্রথিত হইলে তাহা ছন্দঃসূক্ত হয়। উক্ত "অগ্নিমীড়ে" মন্ত্রারম্ভ হইতে ১৮ বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত ঋক্ গায়ত্রীচ্ছন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহা ছন্দঃসূক্ত।

ঋগ্বেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যায়বিভাগের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা স্বাধ্যায় বা অধ্যয়নসম্প্রদায়-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদের মণ্ডলের লক্ষণ সর্ব্বানুক্রমণিকা গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন, "যঃ আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোহভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যৎ।"

ভার্গব আঙ্গিরস যাহা দেখাইয়াছিলেন, গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডলে তাহাই দেখিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ২য় মণ্ডলের সমুদায় সূক্ত গৃৎসমদের জ্ঞানে উদিত হয় নাই, উহার অধিকাংশ তাঁহার সংগ্রহ। এই সকল নির্ব্বচন দেখিয়া বৈদিক অধ্যাপকেরা মণ্ডলের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—

"ঋষুত্রষিদৃষ্টানাং বহূনাং সূক্তানাং একর্ষিকর্তৃকঃ সংগ্রহঃ মণ্ডলম্" ইতি।

অর্থাৎ বহুতর ঋষির দৃষ্ট বহুতর ঋক্‌মন্ত্র এক ঋষির দ্বারা সংগৃহীত হইয়া যাহা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নাম মণ্ডল।

ঋগ্বেদের ১০টী মণ্ডল। এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্ত্তা ঋষিদিগের নাম আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে—

"শতর্চিনো মাধ্যমা গৃৎসমদো বিশ্বামিত্রো বামদেবোঽত্রির্ভরদ্বাজো বসিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ পাবমান্যঃ ক্ষুদ্রসূক্তাঃ" ইতি মহাসূক্তাঃ।

মধুচ্ছন্দা হইতে অগস্ত্য পর্য্যন্ত ঋষিরা ১ম মণ্ডলের ঋষি। তাঁহারাই শতর্চী নামে প্রসিদ্ধ। এই শতর্চিগণ ১ম মণ্ডলের ঋষি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দা ঋষি ১০২ ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিই শতর্চী হইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য ঋষিরা এত অধিক ঋক্ রচনা না করিলেও উঁহার সহচর ছিলেন, এজন্য তাঁহারাও শতর্চী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যথা—

"মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃত্যাগস্ত্যান্তা আদ্যমণ্ডলে।

যে সাম্প্রতং ঋষয়স্তে বৈ সর্ব্বে প্রোক্তাঃ শতর্চিনঃ॥

সমর্প্যাদৌ মধুচ্ছন্দো ঋগধিকং যতশ্চতং শতম্

তৎসাহচর্য্যাদন্যেঽপি বিজ্ঞেয়াস্তু শতর্চিনঃ"

শতর্চী ঋষিগণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক। ২য় মণ্ডলের গৃৎসমদ, ৩য় মণ্ডলের বিশ্বামিত্র, ৪র্থ বামদেব ৫ম অত্রি, ৬ষ্ঠ ভরদ্বাজ ৭ম বসিষ্ঠ ৮ম, প্রগাথ, ৯ম পাবমানী, ১০ম ক্ষুদ্রসূক্ত ও মহাসূক্তীয় ঋষিগণ।

১০ম মণ্ডলের বৈদিক ঋষিরা ক্ষুদ্র সূক্ত ও মহাসূক্ত সকল রচনা বা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ বৃহদ্দেবতায় এইরূপ পাওয়া যায়।

"দশমকর্ত্তারো অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

উষা সূর্য্যের আগমন সূচনা করেন। সূর্য্য অন্ধকার বিনষ্ট করেন, আলোক প্রদান করেন, আত্যন্তিক শৈত্য বিনষ্ট করিয়া জীবশক্তিকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, সূর্য্যদ্বারা শস্যবীজ অঙ্কুরিত হয়, সূর্য্যই প্রাণশক্তির মূল নিদান ও বৃষ্টিবৃত্তির প্রেরক এই সকল মনে করিয়া আর্য্য ঋষিগণ সূর্য্যের বহুল স্তোত্র করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, সরস্বতী, সুনৃতা, **ঋগ্বেদের আলোচ্য বিষয়** মরুৎগণ, অদিতি ও আদিত্যগণ, ঋভুগণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, ঋভুগণ ত্বষ্টা, ইন্দ্রাণী, হোত্রা, পৃথিবী, বিষ্ণু, পৃশ্নি, নদী, জল, যম, পর্জ্জন্য, অর্য্যমা, পূষা, রুদ্রগণ, বসুগণ, উশনা, ত্রিত, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা, ইলা, আপ্রী, রোদসী, অহির্ব্বুধ্ন, অজ একপাৎ, ঋভুক্ষা, রাকা, সিনীবালী ও অনু প্রভৃতি দেবগণের স্তোত্র আছে। কৃষিকার্য্য, মেষপালন, দেশ-ভ্রমণ, বাণিজ্য, সমুদ্রগমন, নদ্যাদির ভৌগোলিক বিবরণ, যজ্ঞ, সৌরবৎসর, চান্দ্রবৎসর, দেবগণের গাভী ও অশ্ব, পঞ্চকৃষ্টি, প্রাচীনকালের মনুষ্যের পরমায়ু, অবিবাহিতা কন্যা, তন্তুবায় ও তন্তুনির্ম্মাণ, নাপিত, বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, অঙ্গত্রাণ, বাদ্যযন্ত্র, অনার্য্য-দিগের সহিত যুদ্ধ, সর্পের উৎপাত ও সর্পের মন্ত্র, পক্ষীর অমঙ্গল দর্শনের মন্ত্র, সূর্য্যের দৈনিক গতি, নক্ষত্রাদির বিবরণ, খদির ও শিংশপা কাষ্ঠের গাড়ী, রথনির্ম্মাতা শিল্পী, সুবর্ণসজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব, যুদ্ধের অশ্ব, অমাত্যবেষ্টিত গজস্কন্ধে আরূঢ় রাজা, প্রস্তরনির্ম্মিত নগর, সরযূর পূর্ব্বদিকে আর্য্যরাজ্যের বিস্তার ও আর্য্যরাজগণের যুদ্ধ, দৃষদ্বতী, আপয়া, যমুনা, গঙ্গা, কুভা, সরস্বতী, পরুষ্ণী, অসিক্নী, সিন্ধু, গোমতী, হরিযুপীয়া বা যব্যাবতী, বিপাশা ও শতদ্রুনদী, শর্য্যণাবতী, জহ্নুকন্যা বা জহ্নাবী, আর্জ্জীকিয়া নদী, অনার্য্য বর্ব্বরজাতি, কীকটদেশের (দক্ষিণ মগধ) বর্ব্বরগণ, পণ্যগ্রহণ, ঐশ্বরিক বলের একতা, এক ঈশ্বরের অনুভব, সর্প-নাগের কথা, দিতি ও অদিতি, স্বর্গ ও পৃথিবীর একবার মাত্র সৃষ্টি, ঋষিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঋষিগণের সংসার ও যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্তি, ঋষিগণের বংশানুক্রমে মন্ত্ররক্ষা, মুদ্রার প্রচলন, লৌহ-কলস, স্বামীর সহিত নারীর যজ্ঞসম্পাদন, বিবাহ সময়ে বরের বেশ, ধাতুগালান, কর্ম্মকারের ভস্ত্রা যন্ত্র, ত্রিধাতুর গৃহ, দশযন্ত্র উৎস, দধি সুরা প্রভৃতি রাখিবার চর্ম্মাধার, হিরণ্ময় কবচ, বিবিধ আভরণ, ভাষারহিত ও নাসিকারহিত অনার্য্যদের বিবরণ, যুদ্ধে অশ্ব ব্যবহার, গো চর্ম্মদ্বারা আবৃত যুদ্ধরথ, যুদ্ধস্তুতি, নদীকূল ও উর্ব্বরা ভূমি লইয়া বিবাদ, মরুভূমি, ভেকস্তুতি, সামবেদের স্তুতি, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, গো ও অশ্ব প্রভৃতির স্তুতি, সর্পাদিবের মন্ত্র, সুদাসরাজার বিবরণ, যুদ্ধাস্ত্র ও আয়োজন, স্বর্গ ও অমরত্বলাভ, কৃষ্ণ নামক অনার্য্য যোদ্ধা, সোমরস প্রস্তুত করার পদ্ধতি, বিবিধ বৈদিক উপাখ্যান, সমুদ্রমন্থনে অমৃতলাভ, শক্রকর্ত্তৃক অমৃত আহরণ, অমৃত পানে দেবগণের অমরত্ব, দশম মণ্ডলের শেষভাগে ঋভুর বর্ণনা, যম যমীর জন্ম, যম যমীর কথোপকথন, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মন্ত্র, পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণের স্বর্গে বাস ও যজ্ঞভাগ গ্রহণ, সত্যের সম্মান, পঞ্চজনবাসের কথা, স্তোতা, বৈদ্য, ছুতার, কর্ম্মকার প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়, কন্যাবিবাহে অলঙ্কারদান, অগ্নিদাহপ্রথা, মৃতদেহ মৃত্তিকায় স্থাপন, কূপখনন, পশুচারণ, দেবলোকের যজ্ঞবহন, সিংহ, হরিণ, বরাহ, শৃগাল, শশক, গোধা, হস্তী ও সর্পাদির উল্লেখ, সংসারী ঋষিদের সম্পত্তিস্পৃহার কথা, প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের নিবাসস্থান, শোকপ্রকাশের প্রথা, তাহার আলোচনা, ছন্দঃ জ্যোতিষের কথা, সপত্নীগণের উপর প্রভুত্ব লাভের মন্ত্র, গর্ভসঞ্চারের ও গর্ভরক্ষার মন্ত্র, রোগারোগের মন্ত্র, অমঙ্গলনাশের মন্ত্র, পেচক ডাকের অমঙ্গলনাশের মন্ত্র, রাজাভিষেকের মন্ত্র ইত্যাদি বহুল সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, গৃহ্য ও ধর্ম্মবিষয়ক বহুল বিষয় ন্যূনাধিক পরিমাণে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদার্থপ্রকাশ সম্বন্ধে নিঘণ্টু ও যাস্কের নিরুক্ত এই দুই-খানি গ্রন্থ অতি প্রাচীন। দেবরাজ যজ্বা নিঘণ্টুর টীকাকার। **বেদার্থপ্রকাশক গ্রন্থ** দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের সুপ্রসিদ্ধ বৃত্তি প্রণয়ন করেন। নিঘণ্টুর টীকায় বেদভাষ্যকার স্কন্দস্বামীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণাচার্য্য বেদের আধুনিক ভাষ্যকার। যাস্কের সময় হইতে সায়ণের সময় পর্য্যন্ত বেদের কোনও ভাষ্যকারের নাম সবিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণ উপনিষদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা করেন, বেদের ভাষ্য বা টীকা রচনায় বেদান্তবাদীদের প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় না। তবে শঙ্করশিষ্য আনন্দতীর্থ ঋক্‌-সংহিতার কিয়দংশের শ্লোকময় ভাষ্য করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রতীর্থ আবার উক্ত শ্লোকময় ভাষ্যের টীকা করেন। আমরা সায়ণকৃত বিস্তৃত ঋগ্‌ভাষ্য দেখি। ঐ ভাষ্যে ভট্টভাস্কর মিশ্র ও ভরত স্বামীকে বেদের ভাষ্যকার বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। চতু-র্পাণ্ডিত, চতুর্ব্বেদস্বামী, যুবরাজ, রাবণ ও বররাজকৃত ভাষ্যের কতকাংশ পাওয়া গিয়াছে এতদ্ব্যতীত মুদ্গল, কপর্দ্দী, আত্মানন্দ, এবং কৌশিক প্রভৃতি কতিপয় ভাষ্যকারের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভট্টভাস্কর কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ভাষ্যপ্রণেতা, কিন্তু ইনি ঋক্‌সংহিতার কোন ভাষ্য বা টীকা করেন নাই। তাঁহার এই ভাষ্যে কাশকৃৎস্ন, শাকপূণি এবং যাস্কের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভট্টভাস্কর মিশ্র যাস্কের পরবর্ত্তী গ্রন্থকার। নিঘণ্টুর টীকাকার দেবরাজও তদীয় টীকায় ভট্ট-ভাস্কর মিশ্র, মাধবদেব, ভবস্বামী, গুহদেব, শ্রীনিবাস, ও উবট প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। উবট ঋক্‌-

329-XIX

সংহিতার কোন ভাষ্য করিয়াছেন কি না তাহা জানা যায় না। কিন্তু উবটের কৃত শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতায় একখানি ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইনি ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ও শুক্লযজুর্ব্বেদ প্রাতিশাখ্যেরও ভাষ্য করিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আছে। এক খানির নাম ঋগ্‌ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, অপর খানির নাম শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ। শাঙ্খায়নের অপর নাম কৌষীতকি ব্রাহ্মণ। এই দুই গ্রন্থের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, উভয় গ্রন্থেই স্থানে স্থানে একই বিষয়েরই আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে একই বিষয় এক অপরের বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন। কৌষীতকি ব্রাহ্মণে যে রূপ সুপ্রণালীতে আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সেরূপ সুপ্রণালী পরিলক্ষিত হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ দশ অধ্যায়ে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে তাহার আদৌ উল্লেখ নাই। কিন্তু এই অভাব শাঙ্খায়নসূত্র গ্রন্থে পূরিত হইয়াছে। প্রচলিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৪০টী অধ্যায় আছে। এই চল্লিশ অধ্যায় ৮টী পঞ্চিকায় বিভক্ত। শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে ৩০টী মাত্র অধ্যায় আছে, ইহা হইতে ঐতিহাসিক ঘটনা সবিশেষ জানা যায় না। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠে ঐতিহাসিক বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। উহাতে বহু ভৌগোলিক বিবরণ আছে। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ যে কোনও সময়ে ভাষা-শিক্ষার কেন্দ্র স্থল ছিল, কৌষীতকি বা শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ পাঠে তাহারও বিবরণ জানা যায়। এই দুই খানি ব্রাহ্মণ সংগৃহীত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই যে রচনাপ্রণালী অনেক প্রকারে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার কিছু কিছু বিবরণ এই দুই খানি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। তাহার "আখ্যান" "গাথা" "অভিযজ্ঞ গাথা" এবং "কারিকা" ইত্যাদি আখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। শাঙ্খায়নে পৈঙ্গ ও কৌষীতকের মত পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কৌষীতকের অভিমতই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক স্থানে একবার ভিন্ন আর কোথাও কৌষীতক বা পৈঙ্গের নামোল্লেখ নাই। কেহ কেহ মনে করেন, এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। শুক্লযজুর্ব্বেদে পৈঙ্গ ঋষির নামোল্লেখ আছে। অন্যান্য গ্রন্থেও এই নামটী দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তে ও মহাভাষ্যে পৈঙ্গিকল্প গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণের সময়েও পৈঙ্গিব্রাহ্মণ প্রচলিত ছিল। সায়ণভাষ্যে এই নামটির বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কৌষীতকের নাম শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে কৌষীতকিদেরই সিদ্ধান্ত আলোচিত হইয়াছে। শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার এই নিমিত্ত এই গ্রন্থখানিকে কৌষীতকি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার এই ভাষ্যকারের ভাষ্যের অনেক স্থলেই "মহাকৌষীতকি ব্রাহ্মণ" নামে একখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত নামে একখানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষ্যকার সামবেদের কৌথুমদের সহিত কৌষীতকগণের সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের প্রাতিশাখ্যসূত্রে শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

শাঙ্খায়ন ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বহু প্রকার আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কি প্রকারে কোন মন্ত্রের আবির্ভাব হইল এই সকল আখ্যান দ্বারা তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গোবিন্দস্বামী ও সায়ণাচার্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্য করিয়াছেন। মাধবপুত্র বিনায়ক নামক জনৈক পণ্ডিত কৌষীতকি ব্রাহ্মণের একখানি ভাষ্যের প্রণেতা।

এই উভয় ব্রাহ্মণেরই আরণ্যক গ্রন্থ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন নিভৃত অরণ্যের নিস্তব্ধভাব মধ্যে অবস্থান করত

আরণ্যক

আর্য্যঋষিগণ যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরব্রহ্মচর্চায় নিমগ্ন হইতেন, উহাই আরণ্যক নামে কথিত। আরণ্যক গ্রন্থে উপনিষদের অংশই অধিকতর। আমরা এস্থলে সর্ব্বপ্রথমে ঐতরেয় আরণ্যকের আলোচনা করিতেছি।

ঐতরেয় আরণ্যকের পাঁচখানি গ্রন্থ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহার প্রত্যেকখানি "আরণ্যক" নামে খ্যাত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরণ্যক একখানি স্বতন্ত্র উপনিষদ্ বলিয়া পরিচিত।

ঐতরেয় আরণ্যক

দ্বিতীয় খানির অন্তর্গত পরিচ্ছেদ চতুষ্টয় বেদান্ত দর্শন অন্তর্ভুক্ত এই নিমিত্ত উহা ঐতরেয় উপনিষদ নামে খ্যাত। দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগ মহীদাস ঐতরেয় দ্বারা সঙ্কলিত। মহীদাস বিশালের ঔরসে এবং ইতরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নামানুসারে ইনি ঐতরেয় উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐতরেয় আরণ্যকের প্রথম খণ্ড কাহার দ্বারা সঙ্কলিত হয় তাহা জানা যায় না। কিন্তু চতুর্থ খণ্ডের সঙ্কলয়িতা যে আশ্বলায়ন সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি শৌনকের শিষ্য।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে কুত্রাপি ঐতরেয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে সর্ব্বপ্রথমে এই শব্দটি দেখিতে পাই। সায়ণেও এই ঐতরেয় সম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মণ্ডুক বা মণ্ডুকীয়দের কথাও ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে মণ্ডুকীয়দের কথা আছে।

কৌষীতকি আরণ্যকের তিনখানি খণ্ড আছে। ইহার প্রধান

দুই খণ্ড কর্ম্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ। ইহার তৃতীয় খণ্ড উপনিষৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি কৌষীতকি উপনিষৎ বলিয়া খ্যাত। কৌষীতকি উপনিষৎ একখানি সারগর্ভ উপাদেয় গ্রন্থ। কি প্রকারে আনন্দময় ধামে প্রবেশ করা যায় এবং কি প্রকারেই বা সেই আনন্দ উপভোগ করা যায় এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। গৃহকৃত্য পারিবারিক বন্ধনাদি নিমিত্ত সেই সময়ের সামাজিকগণের হৃদয়ে কি প্রকার কুসুমকোমলা স্নেহবৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার পরিস্ফুট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্য দিয়া সেই চিত্র পাঠকগণের মানসনয়ন সমক্ষে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তৃতীয় অধ্যায়ে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও ইন্দ্রের বৃত্রাদির উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ও আখ্যানে পরিপূর্ণ। কাশীরাজ বীরেন্দ্রকেশরী একটী জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এই অধ্যায়ে তাহাও বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে নানাপ্রকার ভৌগোলিক বিবরণ আছে। হিমবৎ ও বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতের নাম ও পার্ব্বত্য জাতীয় লোকের নাম এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণাচার্য্য ঐতরেয় আরণ্যক ও কৌষীতকি আরণ্যকের ভাষ্য করিয়াছেন।

কৌষীতকি আরণ্যক

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কৌষীতকি উপনিষৎ ও ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যকর্ত্তা। শঙ্কর-শিষ্য আনন্দজ্ঞান, আনন্দগিরি ও আনন্দতীর্থ, অভিনবনারায়ণ, নারায়ণেন্দ্র সরস্বতী, নৃসিংহাচার্য্য ও বালকৃষ্ণদাস, শাঙ্করভাষ্যের টীকা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বাস্কল উপনিষৎ ও ঐষাদেণী উপনিষৎও ঋক্‌-উপনিষৎ বলিয়া খ্যাত। বাস্কল শ্রুতির কথা সায়ণও উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের বাস্কল শাখা বিলুপ্ত হইলেও বাস্কল উপনিষৎখানি সেই বিলুপ্ত শাখার অস্তিত্ব স্মৃতি এখনও বজায় রাখিয়াছে। বাস্কল উপনিষদের একটী উপাখ্যান এই যে, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি মেষরূপী ইন্দ্রদ্বারা স্বর্গে নীত হইয়াছিলেন। মেধাতিথি উক্ত ছদ্মবেশী মেষ দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র বলেন, তিনি বিশ্বেশ্বর। তাঁহাকে সত্যের সমুজ্জ্বল পথ দেখাইবার জন্যই তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এই কথা শুনিয়া মেধাতিথি নিশ্চিন্ত হইলেন। বাস্কল উপনিষৎখানি প্রাচীন উপনিষৎ বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস।

ঋগ্বেদীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে সূত্রগ্রন্থের কথা এক্ষণে বলা যাইতেছে। শ্রৌতসূত্রগুলি কর্ম্মকাণ্ডমূলক, কল্পসূত্র নামেও পরিচিত। ঋগ্বেদীয় শ্রৌতসূত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বোধহয় আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের কথাই উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রের অধ্যায়-সংখ্যা ১৮। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সহিত আশ্বলায়নের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, আবার অপর পক্ষে শাঙ্খায়নব্রাহ্মণের সহিত শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রের সম্বন্ধ অতি সুস্পষ্ট। অশ্বল ঋষি বিদেহরাজ জনকের হোতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই অশ্বল হইতে এই শ্রৌতসূত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম আশ্বলায়নসূত্র। আবার কেহ কেহ বলেন, আশ্বলায়ন পাণিনির সমসাময়িক ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত এদেশীয় পণ্ডিতগণের অনুমোদিত নহে। ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ কাণ্ডের প্রণেতার নামও আশ্বলায়ন।

শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রের ১৫শ ও ১৬শ অধ্যায় ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষায় বিরচিত। তাহার রচনাপ্রণালী অনেকেই প্রাচীন বলিয়া অনুমান করেন। উহার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় স্বতন্ত্র, উহাদের ভাষাও স্বতন্ত্র। কৌষীতকি আরণ্যকের প্রথম দুই অধ্যায়ের সহিত এই দুই অধ্যায়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে শাটায়ন শাখার উল্লেখ আছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের ১১ খানি ভাষ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভাষ্যকারগণের নাম— নারায়ণগার্গ্য, দেবত্রাত, বিদ্যারণ্য মুনি, কল্যাণশ্রী, দয়াশঙ্কর, সকলভট্ট, মথুরানাথ শুক্ল, মহাদেব, সিদ্ধভট্টসুত, হড়গুরুশিষ্য, সিদ্ধান্তী। বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ ও সর্ব্বমেধ যজ্ঞ শাঙ্খায়ন ও আশ্বলায়ন উভয় সূত্রেই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু এই সকল যজ্ঞের বিষয় শাঙ্খায়নেই সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। নারায়ণ নামক অপর একজন সুপণ্ডিত শাঙ্খায়ন-শ্রৌতসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। এই নারায়ণ ও আশ্বলায়নের ভাষ্যকার নারায়ণ দুই ভিন্ন ব্যক্তি। নারায়ণ গার্গ্য কৃষ্ণজীর পুত্র এবং শ্রীপতির পৌত্র। কিন্তু শাঙ্খায়নের ভাষ্যকার নারায়ণের পিতার নাম পশুপতি শর্ম্মা। এই নারায়ণের গ্রন্থখানি শাঙ্খায়নের ভাষ্য নহে পদ্ধতি মাত্র। ব্রহ্মদত্তের অনুকরণে এই গ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীপতিপুত্র বিষ্ণু ক্রতুরত্নমালা নামে এই শ্রৌতসূত্রের একখানি ভাষ্য রচনা করেন। মলয়দেশবাসী বরদত্তসুত পণ্ডিত আনর্ত্তীয় শাঙ্খায়নসূত্রের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইহার তিন অধ্যায়ের (৯ম ১০ম ও ১১শ) ভাষ্য নষ্ট হইয়াছে, দাসশর্ম্মা মন্থুস দিয়া এই তিন অধ্যায়ের ভাষ্য পূরণ করেন। ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ের ভাষ্য গোবিন্দকৃত।

ঋগ্বেদের গৃহ্যসূত্রের মধ্যে আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র এবং শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শৌনক গৃহ্যসূত্র দেখিয়া ঋগ্বেদের অপর একখানি গৃহ্যসূত্রের নাম জানিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, শাঙ্খায়নের

অধ্যায় সংখ্যা ছয়। এই সকল গৃহ্যসূত্রে বিবাহ, গর্ভাধান, জাত কর্ম্ম চূড়া, উপনয়ন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও শ্রাদ্ধাদি দশ কর্ম্মের বিধান সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ মানুষের আশ্রম ধর্ম্মের বিষয় সকলের বিধানের আলোচনাই গৃহ্যসূত্রের আলোচ্য বিষয়। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রের আমরা অনেকগুলি ভাষ্যকারের নাম জানিতে পাই যথা—সূর্য্যগৃহ্যসূত্রভাষ্য, জৈমিনীয়সূত্রভাষ্য, বৈশম্পায়ন সূত্রভাষ্য, ও পৈলসূত্রভাষ্য ইত্যাদি গৃহ্যসূত্রাদি সম্বন্ধীয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে। রামচন্দ্র নামক একজন সুপণ্ডিত নৈমিষারণ্যে অবস্থান করিয়া শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্রের এক খানি ভাষ্য করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, নৌমবারণ্যেই এই সকল সূত্র সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত দয়াশঙ্কর গৃহ্যসূত্রপ্রয়োগদীপ নামে, রঘুনাথ অর্থদর্পণ নামে, রামচন্দ্র গৃহ্যসূত্রপদ্ধতি নামে, বাসুদেব গৃহ্যসংগ্রহ নামে এবং কৃষ্ণজীপুত্র নারায়ণও একখানি শাঙ্খায়নগৃহ্যসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

ঋক্‌সংহিতার এক খানি প্রাতিশাখ্যসূত্র আছে। প্রাতিশাখ্যসূত্রখানি শৌনকপ্রোক্ত বলিয়া খ্যাত। এই শৌনক প্রাতিশাখ্যসূত্র আশ্বলায়নের গুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যসূত্র একখানি বৃহৎ গ্রন্থ, ইহা তিন কাণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক কাণ্ডে ছয়টী করিয়া পটল আছে। ইহাতে সর্ব্বসমেত ১০৩টী কণ্ডিকা দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থের প্রথম ভাষ্যকার বিষ্ণুপুত্র। অতঃপর উবট এই ভাষ্যের প্রতি সংস্কার করিয়া এক অভিনব ভাষ্য প্রণয়ন করেন। প্রাতিশাখ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া উপলেখ নামে প্রাতিশাখ্যসূত্রের একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই গ্রন্থখানি প্রাতিশাখ্যসূত্রের পরিশিষ্ট বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। [প্রাতিশাখ্য ও বেদাঙ্গ দেখ।]

অনুক্রমণী নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ছন্দঃ, দেবতা ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির পর্য্যায় ক্রমে আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। ঋক্‌সংহিতার অনেকগুলি অনুক্রমণিকা। শৌনক প্রণীত অনুবাকানুক্রমণী এবং কাত্যায়ন প্রণীত একখানি সর্ব্বানুক্রমণী গ্রন্থ আছে।

এই দুইখানি গ্রন্থেরই অতি বিস্তৃত ও সুলিখিত টীকা আছে। এই টীকাকারের নাম ষড়্‌গুরুশিষ্য। ষড়্‌গুরুশিষ্যের প্রকৃত নাম কি অথবা কোন সময়েই বা তিনি এই গ্রন্থ লিখিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই। ষড়্‌গুরুশিষ্যের প্রকৃত নাম প্রকাশিত না থাকিলেও এই গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে ষড়্‌গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন; যথা বিনায়ক, ত্রিশূলাঙ্ক, গোবিন্দ, সূর্য্য, ব্যাস ও শিবযোগী। এতদ্ব্যতীত ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধীয় আরও এক খানি গ্রন্থ আছে। উহার নাম বৃহদ্দেবতা। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে বৈদিক আখ্যানাদি বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ খানি শৌনকের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহার প্রাচীনতাও সর্ব্বসম্মত। এই গ্রন্থ শ্লোকে রচিত। ঋগ্‌বেদসংহিতার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার পরিস্ফুট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঋক্‌সংহিতার প্রত্যেক ঋকের দেবতা নির্দ্দেশ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কার্য্য করিতে বসিয়া বৃহদ্দেবতার গ্রন্থকার দেবতা সম্বন্ধীয় বিচিত্র আখ্যানে তাহার গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানা নিরুক্তির পরে রচিত হইয়াছে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। সুতরাং এই গ্রন্থ শৌনক প্রণীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সুসঙ্গত নহে বলিয়া এক শ্রেণীর পণ্ডিত আপত্তি করেন। ইহারা বলেন, বৃহদ্দেবতা গ্রন্থ খানি শৌনক সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির রচিত। ইহাতে ভাগুরী ও আশ্বলায়নের নাম আছে। ইহাতে বলভী ব্রাহ্মণ ও নিদানসূত্রের নামও পাওয়া যায়। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থখানি শাকল শাখা অবলম্বনে সঙ্কলিত নহে, উহাতে শাকল শাখার নাম বহুবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত শাকল শাখার সহিত অনেক স্থলেই উহার মিল নাই। এতদ্ব্যতীত শৌনক সঙ্কলিত ঋগ্‌বিধান প্রভৃতি নামে আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে। ইহার পরে বহ্বৃচপরিশিষ্ট, শাঙ্খায়নপরিশিষ্ট ও আশ্বলায়নগৃহ্যপরিশিষ্ট নামে আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" অর্থাৎ বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। শ্রীপাদ রামানুজ এই ভগবদুক্তির সামবেদ সংহিতা। ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "বেদানাং ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বণাং বরুৎকৃষ্টঃ সামবেদ সোঽহমস্মি।" অর্থাৎ ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদের মধ্যে সামবেদই উৎকৃষ্ট এবং আমিই সেই সামবেদ। সামবেদ শ্রেষ্ঠ কেন, টীকাকার শ্রীমধুসূদন সরস্বতী মহোদয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

"বেদানাং মধ্যে সামো মাধুর্য্যেণা ত্যরমণীয়ঃ॥"

অর্থাৎ বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ মাধুর্য্যহেতু অতি রমণীয়। বাস্তবিক কথা এই যে সামবেদের সংহিতাগ্রন্থসমূহ গীতিময়, গীতমাধুর্য্য স্বভাবতঃই রমণীয়। গীতির উদ্দেশ্যেই বেদ ঋক্‌গুলি সামবেদে সঙ্কলিত হইয়াছে। শবরস্বামী বলেন, আভ্যন্তর প্রযত্ন জন্য ক্রিয়াবিশেষই গীতি। এই গীতিগুলির আশ্রয় স্বরূপ কতকগুলি অগীত বাক্য দ্বারাও সামবেদসংহিতার কলেবর পূর্ণ করা হইয়াছে। এই অগীতিবাক্য গুলিতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই রহিয়াছে। উক্ত পদ্যগুলিকে ঋক্ এবং গদ্য গুলিকে যজুঃ বলা যায়। এই প্রণালীতে সংগৃহীত ঋক্‌মন্ত্রগুলি "আর্চ্চিক" ও যজুঃগুলি স্তোভ নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বমীমাংসার অধিকরণমালার নবম অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে একাদশাধিকরণে "স্তোভের" একটা সংজ্ঞা লিখিত হইয়াছে। উহার মর্ম্ম এই যে সামের আশ্রয় ঋগাতিরিক্ত অথচ গীতির সাধক যে শব্দসমূহ তাহাই স্তোভ নামে

পাত। এই স্তোভ ত্রিবিধ—বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। সামবেদের স্তোভের স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। "স্তায়মালাবিস্তর"গ্রন্থকার বলেন, ঋকের বর্ণ বিকৃত হইয়া রূপান্তরিত না হইয়াও বর্ণগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, এই বৃদ্ধি প্রাপ্ত বর্ণগুলিকে "স্তোভ" বলা হয়। ইহা বর্ণস্তোভের লক্ষণ। পদস্তোভ দ্বিবিধ অনিরুক্ত ও নিরুক্ত। পদস্তোভ সর্ব্ব সাকল্যে পঞ্চদশ প্রকার। বাক্য-স্তোভ নয় প্রকার যথা —

"আশীস্তিঃ স্তুতিসংখ্যানে প্রলয়ঃ পরিদেবনম্।
প্রৈষমন্বেষণং সৃষ্টিরাখ্যানমেব চ॥"

সাম আর্চ্চিক গ্রন্থ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় ভাগ "উত্তরা" বা উত্তরার্চ্চিক নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, প্রথমের কোনও নাম নাই। উহা সাধারণতঃ ছন্দঃ আর্চ্চিক বা ছন্দসিকা নামে খ্যাত।

এখানে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে একটী প্রয়োজনীয় কথা বলা যাইতেছে। প্রত্যেক বেদই বহু শাখায় বিভক্ত। এ সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। মন্ত্রাদির ভেদ ও বর্ণভেদ কালক্রমে গ্রন্থসমূহের ক্রমভেদ, পাঠভেদ ও উচ্চারণাদি ভেদই শাখাভেদের কারণ। বস্তুতঃ সকল শাখাতেই এক মন্ত্র। কিন্তু মন্ত্রসংখ্যার ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রত্যেক শাখার শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র এবং প্রাতিশাখ্য বিভিন্ন।

সামবেদের শাখার সংখ্যা এক সহস্র হইলেও অধুনা ত্রয়োদশটী মাত্র শাখা প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতপক্ষে সামবেদের ত্রয়োদশটী মাত্র শাখা। তাঁহারা তাঁহাদের উক্তির প্রমাণ স্বরূপ বলেন, "সহস্রং অনধ্যায়াঃ" অর্থাৎ সামবেদের অনধ্যায় সহস্র প্রকার, এই নিমিত্ত সামবেদ সহস্র শাখায় বিভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাহা হউক প্রচলিত শাখাসমূহের মধ্যে অধুনা দুইটী মাত্র শাখার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দেখিতে পাওয়া যায়। কাশী, কান্যকুব্জ, গুর্জর, নাগর ও বঙ্গে কৌথুমী শাখা এবং দ্রাবিড়ে রাণায়নী শাখাই প্রচলিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সামবেদ দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বার্চ্চিক ৬ প্রপাঠক। প্রত্যেক প্রপাঠকে দশটী করিয়া "দশৎ" আছে। প্রত্যেক দশৎ দশটী করিয়া মন্ত্র সমষ্টি। শতপথব্রাহ্মণের সময় হইতে সামবেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য কুত্রাপি "প্রপাঠক" শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি "প্রপাঠক" শব্দের স্থলে "অধ্যায়" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। অর্দ্ধপ্রপাঠক নামে যে সামবেদসংহিতা-গ্রন্থের অপর বিভাগ আছে, তাহাও সায়ণভাষ্য পাঠে জানা যায় না।

আর্চ্চিক ভাগে যে "দশৎ" নামক ভেদের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সায়ণ সেই দশৎ স্থলে "খণ্ড" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলের মতই ছন্দ আর্চ্চিক ৫ প্রপাঠকে বিভক্ত এবং আরণ্যক গ্রন্থ খানিও উহা হইতে পৃথক্ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। কিন্তু সায়ণভাষ্যে দেখা যায় যে, তিনি ছন্দ আর্চ্চিক খানিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং আরণ্যক খানিকে ঐ আর্চ্চিক গ্রন্থেরই ৬ষ্ঠ অধ্যায়স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। সায়ণাচার্য্য কৌথুমী শাখাদি অপর কোন শাখার ভাষ্য করেন নাই, তাহা হইলে সকল পার্থক্য পরিস্ফুট হইত। সায়ণাচার্য্যের এইরূপ বিভাগ অবলম্বনের হেতু কি, তাহা জানা যায় না। প্রথম দ্বাদশ দশতে অগ্নির স্তবন এবং শেষ দশতে সোমের ও মধ্যবর্ত্তী ৩৬ দশতের অধিকাংশ মন্ত্রেই ইন্দ্রের স্তব করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ভাগ নয় প্রপাঠকে সমাপ্ত, ইহার প্রত্যেক প্রপাঠক দুই বা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক অধ্যায় এক একটী করিয়া সূক্তে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক সূক্তে তিন বা ততোধিক ঋক্ আছে। সামবেদসংহিতায় যে সকল ঋক্ আছে, তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সামবেদগৃহীত ঋকগুলির বর্ণ ও পদস্থান উচ্চারণের স্বতন্ত্র নিয়ম আছে।

আর্চ্চিক গ্রন্থের সংখ্যা তিন খানি—যথা ছন্দঃ, আরণ্যক ও উত্তরা। ছন্দ আর্চ্চিকে যতগুলি ঋক্ আছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই সমভাবাপন্ন আরও দুইটী ঋক তৎসহ উত্তরার্চ্চিকে কৃত হইয়া থাকে।

ছন্দঃ আর্চ্চিক

উত্তরার্চ্চিকে এক ছন্দের, এক স্বরের ও এক তাৎপর্য্যের তিন তিনটী ঋক্ এক একটী সূক্ত গঠিত হইয়াছে। এই সূক্ত "তৃচ" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ সমভাবাপন্ন দুই দুইটী ঋকের এক একটী সমষ্টি "প্রগাথ" নামে অভিহিত। কি তৃচ কিংবা প্রগাথ উহাদের প্রত্যেকেরই প্রথম ঋক্টী ছন্দ আর্চ্চিক হইতে উদ্ধৃত। ঐ ছন্দ আর্চ্চিকের একটী ঋক্ ও সর্ব্বপ্রকার তদনুরূপ আর দুইটী ঋক্ মিলাইয়া একটী "তৃচ" হইতে দেখা যায়। আবার এইরূপ প্রগাথেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্যই ইহাদের প্রথম ঋক্গুলি যোনিঋক্ নামে অভিহিত হয়। এই যোনি ঋক্ সমস্তের পেটিকাস্বরূপ। "আর্চ্চিক যোনিগ্রন্থ নামেও প্রসিদ্ধ।

যোনি ঋকের উত্তরেই তৎসমতুল্য দুইটী ঋক্ বা একটী ঋক যে গ্রন্থে দেখা যায়, তাহারই নাম উত্তরা। অরণ্যে অধ্যেয় একাধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থ আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ। সকল বেদেই এক এক খানি আরণ্যক আছে। যোনি উত্তরা ও আরণ্যক

গ্রন্থ ত্রয়ের সাধারণ নাম আর্চ্চিক অর্থাৎ ঋকসমূহ। ছন্দোগণ অবলম্বনে যে সমস্ত সাম আছে, তাহা গান করেন বলিয়া

সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ বা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত। ইহাতে সামবেদাধ্যেতৃগণের প্রকৃতি উৎপাদনের নিমিত্ত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক ঋষিগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের ৮ম হইতে ১০ম প্রপাঠকই ছান্দোগ্যোপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ।

সামবেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ আট ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক শাখার এক এক খানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থই পরিদৃষ্ট হয়, যথা— শাকলগণের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, বাজসনেয়িদিগের শতপথব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়দিগের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, এইরূপ কৌথুমগণের তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। মহর্ষি তণ্ডি সঙ্কলিত বলিয়া ইহা তাণ্ড্যব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। ছন্দোগগণের ব্রাহ্মণ বলিয়া ইহার অপর নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ খানি পঞ্চবিংশ অধ্যায় বিভক্ত বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা চল্লিশ অধ্যায়যুক্ত। ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণের পঞ্চাধ্যায় এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের পঞ্চবিংশাধ্যায়ের একত্র মিলনে কৌথুমশাখীয় ব্রাহ্মণের শ্রৌতকর্ম্মবিষয়ক একবিংশাধ্যায়াত্মক যে ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের প্রথম ভাগ বা শ্রৌত ভাগ। যদিও ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ ষষ্ঠ অধ্যায় বলিয়া আর একটী অধ্যায় আছে কিন্তু অন্যত্র এই অধ্যায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অধ্যায়টী অদ্ভুতব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত। সায়ণ সামবেদীয় সকল ব্রাহ্মণের ভাষ্য করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণভাষ্যভূমিকায় অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল মন্ত্র ও উপনিষদ্ মিশ্রিত গ্রন্থ সমষ্টিভাবে তাণ্ড্যব্রাহ্মণের দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। শ্রৌত ও গৃহ্য উভয় প্রকার বিষয় সকল দ্বারা যে ব্রাহ্মণগ্রন্থের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। যথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব ভাগ শ্রৌতবিধিপূর্ণ, দ্বিতীয় ভাগে অন্যান্য বিধি আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উহার প্রথম ভাগে শ্রৌতবিধির অবতারণা করা হইয়াছে, দ্বিতীয়ে গৃহ্য,মন্ত্র ও উপনিষদ্ ভাগ রহিয়াছে। এই শ্রেণীর বিভাগ কল্পনাকারীরা সামবিধিকে অনুব্রাহ্মণসংজ্ঞার অন্তর্নিবিষ্ট করেন। তাঁহারা বলেন, পাণিনিসূত্রে (অনুব্রাহ্মণাদিভ্যো ৪।২।৬২) অনুব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। কিন্তু সায়ণীয় বিভাগকল্পনায় অনুব্রাহ্মণের উল্লেখ নাই। কিন্তু "অনুব্রাহ্মণ" নামে আর কোনও গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং "বিধান" গ্রন্থগুলি অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুসঙ্গত।

সামবেদীয় উপনিষদ্ গ্রন্থের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও কেনোপনিষদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ উপনিষদ্‌। এক খানি প্রধান উপনিষদ্। এই উপনিষদ্ আট অধ্যায়ে বিভক্ত। এখানি ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ বিশেষ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার আদ্য দুই অধ্যায়েই ব্রাহ্মণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অবশিষ্ট আট অধ্যায়ই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ নামে অভিহিত। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ে আটটী সূক্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল সূক্ত জন্ম ও বিবাহের মঙ্গল প্রার্থনার নিমিত্ত ছান্দোগ্য প্রমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উপনিষদ খানি পারসী, ফরাসী, জর্ম্মন ও ইংরাজী প্রভৃতি বহু বিদেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত।

সামবেদের অপর উপনিষদ্ কেনোপনিষদ্। "কেন পদটী" এই উপনিষদের আরম্ভ এই জন্য ইহাকে কেনোপনিষদ বলা হয়। ইহার অপর নাম তলবকারোপনিষদ্। সামবেদের তলবকার শাখাসম্মত বলিয়াই এই উপনিষদ্ খানি তলবকারোপনিষদ নামেও খ্যাত। এই উপনিষদ্ খানি তলবকারব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার বার্ণেল তাঞ্জোরে যে তলবকার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ পাইয়াছেন, তলবকার ব্রাহ্মণের ১৩৫ হইতে ১৪৫ খণ্ড পর্য্যন্ত দশ খণ্ড তলবকার উপনিষদ বা কেনোপনিষদ্ নামে পরিচিত বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে পরিচ্ছেদ ও অধ্যায় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই গ্রন্থ খানিও পারস্য, ফরাসী, জর্ম্মন ও ইংরাজী প্রভৃতি বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের বহু ভাষ্য ও ভাষ্যটীকা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই প্রধান। আনন্দতীর্থ, জ্ঞানানন্দ নিত্যানন্দাশ্রম, বালকৃষ্ণানন্দ, ভগবদ্বোধক, শঙ্করানন্দ, সায়ণ সুদর্শনাচার্য্য এবং হরিভানুশুক্লের বৃত্তি ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য পাওয়া যায়। আনন্দতীর্থের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের উপর বেদেশভিক্ষু ও ব্যাসতীর্থ ভিক্ষু বিস্তৃত টীকা করিয়াছেন।

সামবেদীয় কেনোপনিষৎ বা তলবকার উপনিষদের উপর শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্য, আনন্দতীর্থকৃত ভাষ্যটীকা ও একখানি স্বতন্ত্র বৃত্তি বেদেশ ও ব্যাসতীর্থ উক্ত বৃত্তির টীকা, এ ছাড়া দামোদরাচার্য্য, বালকৃষ্ণানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ, নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ রচিত বৃত্তি বা দীপিকা পাওয়া যায়।

সামবেদের যত সূত্রগ্রন্থ আছে, তত সূত্রগ্রন্থ আর কোন বেদের দেখিতে পাওয়া যায় না। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের এক খানি শ্রৌত সূত্র এবং এক খানি গৃহ্যসূত্র আছে। সামবেদীয় প্রথম শ্রৌতসূত্রের নাম "মশক"।

সাম কৌথুম

লাট্যায়ন ইহাকে মশকসূত্র নামেই অভিহিত করিয়াছেন। কেহ কেহ এই গ্রন্থ খানিকে কল্পসূত্র নামে অভিহিত করেন। সোমযাগের স্তোত্রমন্ত্রগুলি ধারাবাহিকরূপে সূত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের প্রণালী অনুসারে প্রার্থনাস্তোত্রগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। অন্যান্য ব্রাহ্মণের ও ক্রিয়াকাণ্ডের

কথা কিরূপ পরিমাণে এই সূত্র গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে "জনক-সপ্তরাত্র" যজ্ঞেরও উল্লেখ আছে। একাদশ প্রপাঠকে একাহ-যাগবিবরণ প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে এবং কতিপয় দিবসব্যাপী যাগের বিবরণ ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম অধ্যায় পর্য্যন্ত চতুরধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশাহের অধিক কালব্যাপী যাগগুলি সত্র নামে অভিহিত। শেষ দুই অধ্যায়ে সত্রসমূহের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বরদরাজ এই গ্রন্থের ভাষ্য করিয়াছেন।

লাট্যায়নসূত্রই দ্বিতীয় সাম শ্রৌতসূত্র। এই শ্রৌত সূত্র কৌথুম শাখার অন্তর্গত। এই গ্রন্থ খানিও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের অনুগত। উক্ত ব্রাহ্মণ হইতে বহু বাক্য এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম প্রপাঠকে সোমযাগের সাধারণ নিয়ম সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের কিয়দংশে একাহযাগের প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। নবম অধ্যায়ের শেষাংশে কতিপয় দিবসব্যাপী (অর্থাৎ অহীন' শ্রেণীর যজ্ঞবিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে সত্রের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের রামকৃষ্ণ দীক্ষিত, সায়ণ এবং অগ্নিস্বামিকৃত একখানি উৎকৃষ্ট ভাষ্য আছে।

তৃতীয় শ্রৌতসূত্রের নাম—দ্রাহ্যায়ণ, লাট্যায়নশ্রৌতসূত্র হইতে ইহার প্রভেদ অতি অল্প. এই সূত্রগ্রন্থ খানি সামবেদের রাণায়নী শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইহার অপর নাম বশিষ্ঠসূত্র। মাধবস্বামী ইহার ভাষ্য করেন। রুদ্রস্কন্দস্বামী 'উদ্গাত্রসারসংগ্রহ' নামক নিবন্ধে উক্ত ভাষ্যের আবার সংস্কার করিয়াছেন। ধন্বিন্ আবার দ্রাহ্যায়ণশ্রৌতসূত্রের "ছান্দোগ্যসূত্রদীপ" নামে একখানি বৃত্তি রচনা করেন।

চতুর্থ সাম সূত্রের নাম—অনুপদসূত্র। এই গ্রন্থখানি ১০ প্রপাঠকে বিভক্ত। অনুপদসূত্র কাহার দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের দুর্ব্বোধ্য বাক্যগুলির ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ষড়্বিংশব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ হইতে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ ও অজ্ঞাত বহু প্রাচীন গ্রন্থের নাম সংগৃহীত হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে আরও কতিপয় সামবেদীয় শ্রৌতসূত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিদানসূত্র এক খানি। এই গ্রন্থ ১০ প্রপাঠকে বিভক্ত। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন সামবেদীয় উক্থ, স্তোম ও গান সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা পরিলক্ষিত হয়। ছন্দঃ ও শব্দব্যুৎপত্তি—এই উভয়ই নিদান শব্দের বৈদিক পর্য্যায়। এই গ্রন্থে নানা বেদশাখার ও বেদোপদেষ্টার বহু প্রকার সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে অনুপদ সূত্রের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই গ্রন্থে যেমন পুনঃ পুনঃ লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণোক্ত ধনঞ্জয়, শাণ্ডিল্য ও শৌচিবৃক্ষী প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবক্তাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুপদসূত্রে ঐ সকল নামের আদৌ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

এইরূপ এক খানি শ্রৌতসূত্রের নাম—পুষ্পসূত্র। এই পুষ্পসূত্র খানি গোভিলকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ খানির প্রথম চারিটী প্রপাঠক নানা প্রকার পারিভাষিক ও ব্যাকরণ-ঘটিত শব্দ বাহুল্যহেতু সহসা ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ব্যাপার। এই প্রথম চারি প্রপাঠকের তেমন টীকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অবশিষ্টাংশের একখানি বিশদ ভাষ্য আছে। ভাষ্যকারের নাম অজাতশত্রু। ঋক্মন্ত্র-কলিকা কি প্রকারে সামরূপ পুষ্পে পরিণত হয়, এই গ্রন্থে সে সঙ্কেত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাই ইহার নাম "পুষ্প-সূত্র"। দাক্ষিণাত্যে ইহা ফুল্লসূত্র নামেও অভিহিত। তথায় এই গ্রন্থ বররুচিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই উক্তি অপ্রামাণিক। ইহার শেষ অংশ শ্লোকমালায় গ্রথিত। দামোদর-পুত্র রামকৃষ্ণরচিত পুষ্পসূত্রের একখানি বৃত্তি পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপ আর এক খানি গ্রন্থ দেখা যায়, উহার নাম—সাম তন্ত্র। এই গ্রন্থ খানি ত্রয়োদশ প্রপাঠকে বিভক্ত। কি প্রকারে সামগান করিতে হয়, ইহাতে তাহার সঙ্কেত ও প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় ইহা সামবেদের ব্যাকরণবিশেষ। কৈয়ট বলিয়াছেন, এই গ্রন্থ খানি "সামলক্ষণং প্রাতিশাখ্যশাস্ত্রম্"। ঋক্মন্ত্র সামে পরিণত করার প্রণালী সম্বন্ধে সামবেদীয় বহুল সূত্রগ্রন্থ আছে। ইহাদের মধ্যে এক খানির নাম—"পঞ্চবিধিসূত্র" অপর একখানির নাম—"প্রতিহারসূত্র"। এই গ্রন্থ খানি কাত্যায়ন-কৃত বলিয়া জানা যায়। দশক সূত্রের বৃত্তিকার বরদরাজ ইহার এক খানা বৃত্তি করেন, উহার নাম "দশতয়ী"। এতদ্ব্যতীত "তাণ্ডলক্ষণসূত্র", "উপগ্রন্থসূত্র" "কল্পানুপদসূত্র," "অনু-স্তোত্রসূত্র" ও "ক্ষুদ্রসূত্র" প্রভৃতি সামবেদীয় সূত্র গ্রন্থ আছে। ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকার ষড়্গুরুশিষ্য কাত্যায়নকে উপগ্রন্থ সূত্রের প্রণেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পঞ্চবিধ সূত্র দুই প্রপাঠকে বিভক্ত, কল্পানুপদ সূত্রেরও দুইটী মাত্র প্রপাঠক আছে। ক্ষুদ্র সূত্র তিন প্রপাঠকে বিভক্ত। উপগ্রন্থ সূত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। দয়াশঙ্কর ও পূর্ব্বোক্ত রামকৃষ্ণ দীক্ষিত ও এই সামতন্ত্রে বৃত্তি করিয়াছেন।

এখন সামবেদীয় "গৃহ্যসূত্রের" কথা বলা যাইতেছে। গোভিলকৃত গৃহ্যসূত্রই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ খানি চারি প্র[illegible]কে বিভক্ত। কাত্যায়ন এই গ্রন্থের এক পরিশিষ্ট

লিখিয়াছেন। উহার নাম—"কর্ম্মপ্রদীপ"। যদিও এই গ্রন্থকার ইহাকে গোভিল গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্ট বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু এই গ্রন্থ খানি দ্বিতীয় গৃহ্যসূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্ররূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। আশাদিত্য শিবরাম এই কর্ম্মপ্রদীপ গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন, গোভিলগৃহ্যসূত্র সামবেদের কৌথুম শাখীয় ও রাণায়ণী শাখীয় এ উভয় ব্রাহ্মণদেরই অনুমোদিত। ভট্টনারায়ণ, সায়ণ ও বিশ্রামসুত শিব "সুবোধিনীপদ্ধতি" নামে গোভিলগৃহ্যসূত্রের বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "খাদিরগৃহ্যসূত্র" নামে আরও এক খানি গৃহ্যসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, খাদিরই দ্রাহ্যায়ণ গৃহ্যসূত্রের কর্ত্তা। রুদ্রস্কন্দস্বামী ইহার বৃত্তি করিয়াছেন।

সাম-গৃহ্যসূত্র।

খাদিরগৃহ্যসূত্রের এক খানি কারিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বামনের বিরচিত। "পিতৃমেধসূত্র" নামে সামবেদীয় আরও এক খানি গৃহ্যসূত্র আছে। ইহার প্রণেতা "গৌতম"। এই গ্রন্থের টীকাকার অনন্তজ্ঞান বলেন, ন্যায়সূত্র প্রণেতা মহর্ষি গৌতমই এই গৃহ্যসূত্রকার। এতদ্ব্যতীত গৌতমের কৃত আরও এক খানি ধর্ম্মসূত্র আছে, তাহা "গৌতমধর্ম্মসূত্র" নামে অভিহিত।

সামবেদীয় বিবিধ পদ্ধতি গ্রন্থ আছে। এই সকল পদ্ধতি সূত্রগ্রন্থের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিয়া ক্রিয়াদির প্রমাণ সম্বন্ধে শিক্ষা ও ব্যবস্থা দিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সামবেদীয় পরিশিষ্ট গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। পদ্ধতিকারগণ সূত্রগ্রন্থের অনুসরণ করিয়া চলেন। কিন্তু পরিশিষ্টে বার্ত্তিক গ্রন্থের ন্যায় অনেক নূতন কথা সংযুক্ত করা হইয়াছে। এ স্থলে "তাণ্ড্যপরিশিষ্ট" গ্রন্থ খানির নামও উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত সামবেদীয় আরও বহুল গ্রন্থ আছে।

সাম-পদ্ধতি।

বাজসনেয়-সংহিতার বেদদীপ নামক ভাষ্যের প্রারম্ভে ভাষ্যকার শ্রীমন্মহীধর লিখিয়াছেন,—মহর্ষি বেদব্যাস ব্রাহ্মণ-পরম্পরায় প্রাপ্ত বেদকে মন্দমতি মনুষ্যদিগের নিমিত্ত কৃপা করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন এবং সশিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু চারি জনকে উপদেশ প্রদান করেন। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

যজুর্ব্বেদ সংহিতা।

"ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥"
(বিষ্ণুপু° ৩।৪।১)

অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রেরিত ব্যাস বেদসমূহের বিভাগ করেন এবং বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর বিষ্ণুপুরাণে আরও লিখিত হইয়াছে—

"ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজংস্তথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥"
(বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।১৩-১৪)

এইরূপ পৌরাণিক প্রমাণ আরও সংগৃহীত করা যাইতে পারে। যাহা হউক মহীধর ব্যাসদেবের যে চারি জন শিষ্য গ্রহণ করেন, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রেও তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে।

ইহাদেরই শিষ্যপ্রশিষ্যেরা এক এক বেদকে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করেন, এইরূপে নিগমকল্পতরুর সহস্র শাখার সৃষ্টি হয়। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত শাখা-পরিগণনার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

যজুর্ব্বেদই আমাদের এ স্থলে আলোচ্য। বৈদিক-সাহিত্যে যজুর্ব্বেদের যে ৮৬ শাখার কথা দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। বিষ্ণুপুরাণের মতে বৈশম্পায়নই যজুর্ব্বেদের প্রথম প্রবর্ত্তক। ইনি তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে যজুর্ব্বেদসংহিতা প্রবর্ত্তন করেন। ইহার অপর নাম কৃষ্ণযজুঃ। তৈত্তিরীয় সংহিতা ২৭ শাখায় বিভক্ত হয়। বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদি শিষ্যগণকে বেদাধ্যয়ন করান। কিন্তু এই সময় একটা বিচিত্র ঘটনা উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহীধর এই ঘটনা স্বীয় কাব্যে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন কারণে বৈশম্পায়ন তৎশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, তুমি আমার নিকট যে বেদোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা ত্যাগ কর। যাজ্ঞবল্ক্য পরম যোগী ছিলেন। তাঁহার যোগের প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। গুরুর আজ্ঞায় তিনি যোগবলে তাঁহার অধীত বিদ্যাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া বমন করিলেন। এই সময়ে সেই স্থলে বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈশম্পায়ন শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা এই বান্ত যজুঃদিগকে গ্রহণ কর। বৈশম্পায়ন-শিষ্যগণ তিত্তিরি পক্ষী হইয়া যজুদিগকে গ্রহণ করিলেন। এই নিমিত্তই যজুর্ব্বেদসংহিতা তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে অভিহিত হইল। বুদ্ধিমালিন্য বশতঃ যজুঃগুলি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত এই যজুঃসংহিতা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ নামেও অভিহিত হয়। কিন্তু যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বেদ হারাইয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি তখন সূর্য্যের কঠোর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ শ্রীসূর্য্যদেবের কৃপায় তিনি শুক্ল যজুঃ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নিকট জাবাল প্রভৃতি পঞ্চদশ শিষ্য

এই বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হন। যথা হইতে তিনি এই অতি শুভ্র যজুঃগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা শুক্ল যজুর্ব্বেদ নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম বাজসনেয়সংহিতা। মহীধর বাজসানেয় পদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা—

বাজস্য অন্নস্য সনির্দানং যস্য—বাজসনিঃ অর্থাৎ অন্নদানই যাহার ব্রত তিনি বাজসনি। তাহার পুত্র এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় "বাজসনেয়" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম বাজসনি ছিল। ইনি ইহার পিতার নামেও বৈদিক সাহিত্যে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এই নিমিত্তই শুক্ল যজুর্ব্বেদ বাজসনেয় সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্যের পঞ্চদশজন শিষ্যের মধ্যে মাধ্যন্দিন অন্যতম, এই মাধ্যন্দিন হইতেই যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখা প্রচলিত। আমরা এক্ষণে বাজসনেয়-সংহিতার মাধ্যন্দিন শাখাই প্রচরদ্রূপ দেখিতে পাইতেছি। বাজসনেয়-সংহিতার পরিচয় অতঃপর সবিস্তার লিখিত হইবে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতা কার্য্যতঃ এক হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইহাতে মনে হয় পরস্পরে যথেষ্ট শত্রুতা ছিল। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ মন্ত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে এবং যে উদ্দেশ্যে যে মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারও উল্লেখ আছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ উহার পরিশিষ্ট বলিয়াও অভিহিত হইতে পারে। ফলতঃ এই সংহিতাখানি এক প্রকার ব্রাহ্মণের প্রণালীতেই প্রচলিত। বাজসনেয়সংহিতা সেরূপ নহে। উহাতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ একই স্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। মন্ত্রভাগ স্বতন্ত্র। এই মন্ত্রভাগই বাজসনেয়-সংহিতা নামে খ্যাত। ইহাতে ক্রিয়াপ্রণালীর সন্ধান দেওয়া হয় নাই। ঋগ্বেদসংহিতায় যেমন মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকাণ্ডের পার্থক্য আছে, বাজসনেয়সংহিতা সম্বন্ধে সেইরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। এই উভয় সংহিতার মধ্যে পার্থক্য এই যে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে হোতা ও তদীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়, শুক্ল যজুর্ব্বেদে এই বিষয়ের আলোচনা অতি বিরল। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের চরকশাখীয়েরা শুক্ল যজুর্ব্বেদের অধ্যয়নকারীরাই স্বীকৃত হন নাই, প্রত্যুত উহাদের নিন্দাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতার কথাই প্রথমে আলোচ্য। তৈত্তিরীয় শব্দটী কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের প্রাতিশাখ্যসূত্রে এবং সামসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি বলেন, 'তিত্তির ঋষির নাম হইতেই তৈত্তিরীয় শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আত্রেয় শাখার সংহিতানুক্রমণিকাতেও এই ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা

মহীধরের ভাষ্য-প্রারম্ভ হইতে দেখাইয়াছি যে বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ তিত্তিরি পক্ষী হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্গীর্ণ যজুঃসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যায়িকা পরবর্ত্তী সাহিত্যে প্রচারিত হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের শাখাসমূহে এক চরক সম্প্রদায়েরই দ্বাদশ শাখা ছিল যথা—চরক, আহ্বরক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কপিষ্ঠলকঠ, আষ্টলকঠ, চারায়ণীয়, বারায়ণীয়, বার্ত্তান্তবেয়, শ্বেতাশ্বতর, ঔপমন্যু ও মৈত্রায়ণ। এই শেষোক্ত মৈত্রায়ণি হইতে আবার সাতটী শাখার উৎপত্তি হয় যথা—মানব, দুন্দুভ, ঐকেয়, বারাহ, হারিদ্রবেয়, শ্যাম, ও শ্যামায়নীয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের এক সম্প্রদায় খাণ্ডিকীয় নামে প্রসিদ্ধ। পাণিনি বলেন খণ্ডিক ঋষি হইতেই খাণ্ডিকীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব। কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ খণ্ডশঃ বিভক্ত, এই নিমিত্তই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সম্প্রদায়ীদিগকে খাণ্ডিকীয় বলে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয়সংহিতা ৭ কাণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক কাণ্ড আবার কতিপয় প্রপাঠকে বিভক্ত। সকল কাণ্ড সমভাবে বিভক্ত নহে, কোন কাণ্ডে সাতটী, কোন কোন কাণ্ডে ছ'টী এইরূপ প্রপাঠক আছে। ঋগ্বেদীয় দর্শকর্ম্মের মন্ত্র ও বিধি এই সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের আর এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থের নাম আপস্তম্ব যজুঃসংহিতা। এই গ্রন্থখানি ৭ অষ্টকে বিভক্ত। এই অষ্টকগুলি ৪৪ প্রশ্নে, এই ৪৪ প্রশ্ন আবার ৬৫১ অনুবাকে, আবার এই অনুবাকগুলি ২১৯৮ কাণ্ডিকায় বিভক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ পঞ্চাশ শব্দে এক একটী কাণ্ডিকা গঠিত হয়। আত্রেয় শাখায় যজুর্ব্বেদ কাণ্ড, প্রশ্ন ও অনুবাক এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কাঠকের সংহিতার বিভাগ অন্যরূপ, উহা পাঁচভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম তিনভাগ ৪০ স্থানকে বিভক্ত। পঞ্চমভাগে অশ্বমেধযজ্ঞের বিবরণ আছে। চরক শাখার প্রথম তিনভাগের নাম ইঠিমিকা, মধ্যমিকা এবং ওরিমিকা। আত্রেয় ঋষি পদকর্ত্তা ছিলেন। কুণ্ডিন বৃত্তিকার বলিয়া খ্যাত। উখ আত্রেয়ের গুরু বলিয়া জানা যায়।

এতদ্ব্যতীত যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণী শাখাও পাওয়া যায়। ইহাতে ৫টী কাণ্ড আছে। সম্ভবতঃ যজুর্ব্বেদের আরও ভিন্ন ভিন্ন শাখার সংহিতা-গ্রন্থ থাকিতে পারে। যজুর্ব্বেদ যাগযজ্ঞক্রিয়াবহুল। এইজন্য যজুর্ব্বেদ সততই অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত। এই নিমিত্ত যজুর্ব্বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বহুল সংহিতাগ্রন্থ প্রচারিত ছিল। সায়ণাচার্য্য তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বালকৃষ্ণদীক্ষিত ও তাঁহার মিত্র-রচিত ক্ষুদ্র ভাষ্যও পাওয়া যায়।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে আপস্তম্ব ব্রাহ্মণ ও আত্রেয় ব্রাহ্মণই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অনুক্রমণিকার সংহিতা ও ব্রাহ্মণের

কোন প্রকার বিভিন্নতা করা হয় নাই। কোন কোন শাখায় যাহা সংহিতাগ্রন্থে নাই, ব্রাহ্মণে তাহার উল্লেখ আছে। যেমন পুরুষমেধযজ্ঞের বিবরণ সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রাহ্মণাংশে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যজুর্ব্রাহ্মণ

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ আপস্তম্ব ও আত্রেয় শাখার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থেরও ভাষ্য আছে। এই ভাষ্যের ভূমিকাতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য বিচার করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্পষ্টরূপে মন্ত্রের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য ও ভাস্করমিশ্র তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষাংশ তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এই আরণ্যক গ্রন্থ খানি দশ কাণ্ডে বিভক্ত। সায়ণকৃত ভাষ্য-ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে—

"অরণ্যাধ্যাপনাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে।
অরণ্যেতদধীয়ীতেত্যেবং বাক্যং প্রচক্ষতে॥
কাণ্ডমারণ্যকং সর্ব্বং ব্যাখ্যাতব্যং প্রযত্নতঃ।
আরণ্যকবিশেষস্তু পূর্ব্বাচার্য্যৈরুদাহৃতঃ॥
হেতুন্ প্রবর্গ্যকাণ্ডঞ্চ শান্তোপনিষদো দ্বিতঃ।
আরুণীয়বিধিশ্চৈব কাঠকে পরিকীর্ত্তিতঃ॥
রুদ্রো নারায়ণশ্চৈব মেধো যশ্চৈব পিত্রিয়ঃ।
এতদারণ্যকং সর্ব্বং নাব্রতো শ্রোতুমর্হতি॥
কঠেন মুনিনা দৃষ্টং কাঠকং পরিকীর্ত্ত্যতে।
সাবিত্রী নাচিকেতশ্চ যজুষে ত্রিচতীয়কঃ॥
ভূয়ো বৈশ্বসৃজশ্চৈব, বাহ্ন্যারুণকেতুকঃ।
স্বাধ্যায়ব্রাহ্মণঞ্চেতি সর্ব্বং কাঠকমীরিতম্॥
নারায়ণাধীতি নিয়মঃ সাবিত্র্যাদিচতুষ্টয়ে।
অতস্তদ্ ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রোক্তং ব্যাখ্যাতমপ্যদঃ॥
বহ্নিমারুণকেত্বাখ্য পাঠকে পঞ্চমে স্থিতঃ।
আরণ্যকাদাচার্যাস্তদ্ব্যাখ্যাথ প্রতন্যতে॥"

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, অরণ্যে অধ্যয়ন করা হয় বলিয়াই ইহার নাম আরণ্যক। কাঠকে পরিকীর্ত্তিত আরণীয় বিধিও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম ও তৃতীয় প্রপাঠক যজ্ঞাগ্নিস্থাপনের নিয়মে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকে অধ্যায়ের নিয়ম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠে দর্শ পূর্ণমাসাদি ও পিতৃমেধ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। যথা ষষ্ঠ প্রপাঠক-ভাষ্যে—

"যো দর্শপূর্ণমাসাদিঃ পিতৃমেধান্ত ঈরিতঃ।
কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽয়ং ব্যাখ্যাতো বালবুদ্ধয়ে॥"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, ষষ্ঠ প্রপাঠকে সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত সায়ণ, ভাস্করমিশ্র ও বরদরাজ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্য রচনা করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠক উপনিষদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই তিন প্রপাঠক তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ নামে খ্যাত। দশম প্রপাঠকের ভাষ্যারম্ভে লিখিত হইয়াছে—

"বারুণ্যুপনিষৎপ্রোক্তা ব্রহ্মবিদ্যা সসাধনা।
যাজ্ঞিক্যাঃ খিলরূপায়াং সর্ব্ব শেষোক্তিরীর্য্যতে॥"

সুতরাং দশম প্রপাঠক যাজ্ঞিকী বা নারায়ণীয়োপনিষদ্ নামে খ্যাত। তৈত্তিরীয়োপনিষদের বহুসংখ্যক ভাষ্য ও বৃত্তি লক্ষিত হয়। এতন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যরচিত ভাষ্যই প্রধান। আনন্দতীর্থ ও রঙ্গরামানুজ ঐ ভাষ্যের উপর টীকা করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ও আনন্দতীর্থও এই উপনিষদের ভাষ্যপ্রকাশ করেন। অপ্পয়াচার্য্য, জ্ঞানামৃত, ব্যাসতীর্থ ও শ্রীনিবাসাচার্য্য ইঁহারা আনন্দভাষ্যের আবার টীকা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণানন্দ, গোবিন্দরাজ, দামোদরাচার্য্য, নারায়ণ, বালকৃষ্ণ, ভট্টভাস্কর, রাঘবেন্দ্র যতি, বিজ্ঞানভিক্ষু ও শঙ্করানন্দ প্রভৃতি তৈত্তিরীয়োপনিষদের দীপিকা বা বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য যাজ্ঞিক্যুপনিষদের ভাষ্য ও বিজ্ঞানাত্মা ইঁহার একখানি স্বতন্ত্র বৃত্তি এবং 'বেদ-শিরোভূষণ' নামে ইহার একখানি ব্যাখ্যানগ্রন্থ পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথমভাগ সংহিতো-পনিষদ্ অথবা শিক্ষাবল্লী নামে অভিহিত। এই অংশে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। অতঃপর অদ্বৈতবাদের তত্ত্বাদি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম আনন্দ বল্লী এবং তৃতীয় ভাগের নাম ভৃগুবল্লী। এই দুই ভাগ একত্র বারুণী উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই উপ-নিষদে ঔপনিষদী ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার পরের অধ্যায়ই যাজ্ঞিক্যুপনিষদ্ বা নারায়ণীয় উপ-নিষদে মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন।

ফলতঃ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একাধারে বেদের বহুল বিষয়ের বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ ও ব্রহ্মবিদ্যার বহুল সারতত্ত্ব এই গ্রন্থে আলোচিত হই-য়াছে। নারায়ণী উপনিষদ্‌খানি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পাঠে প্রচারিত আছে। দ্রাবিড়ে, অন্ধ্রদেশে ও কর্ণাটক প্রভৃতি বহুস্থানে এই উপনিষদ্ খানি অথর্ব্বোপনিষদ্ বলিয়াও পরিচিত। প্রত্যেক স্থলেই ইহার পাঠের কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বল্লভী ও সত্যায়নী নামে যজুর্ব্বেদের আরও দুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পাণিনি সূত্রে ও বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে বল্লভী-শ্রুতির নাম পরিদৃষ্ট হয়।

সুরেশ্বরাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্য এই বল্লী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণীয়োপনিষদ্ যজুর্বেদীয় উপনিষদ্ বলিয়াই প্রসিদ্ধ; শঙ্করাচার্য্য উক্ত উভয় উপনিষদের ভাষ্য, বিজ্ঞান ভিক্ষু 'উপনিষদালোক' নামে বিবৃত টীকা, নারায়ণ, প্রকাশাত্মা ও রামতীর্থ দীপিকা রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন কেবল শ্বেতাশ্বতরের উপর রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, সায়ণাচার্য্য ও শঙ্করানন্দের ভাষ্য এবং নৃসিংহাচার্য্য, বালকৃষ্ণদাস, ও মধ্বরামানুজ কৃত শঙ্করভাষ্যের টীকা পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর, ছাগলী ও মৈত্রায়ণী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন যজুর্ব্বেদী শাখার নাম বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে কোনও সময়ে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

যজুর্ব্বেদীয় সূত্রগ্রন্থের সংখ্যাও যথেষ্ট। প্রথমতঃ শ্রৌতসূত্রের কথায় বলা যাইতেছে। কঠসূত্র, মানবসূত্র, লৌগাক্ষিসূত্র, ও কাত্যায়ন প্রভৃতি যজুর্ব্বেদীয় শ্রৌতসূত্রসমূহের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কল্পসূত্রের ভাষ্যকার মহাদেব

সূত্রগ্রন্থ

স্বকীয় ভাষ্যে এই কয়েক খানি সূত্রের নামোল্লেখ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্যে যজুর্ব্বেদীয় বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী, বাধুল ও বৈখানসসূত্রের নামোল্লেখ আছে। আপস্তম্বসূত্রের বহু ভাষ্যকারের নাম জানা যায়, যথা—ধূর্ত্তস্বামী, কপর্দ্দিস্বামী, রুদ্রদত্ত, গুরুদেব স্বামী, করবিন্দ স্বামী, অহোবল সূরি, গোপাল, রামাগ্নিচিৎ, কৌশিকারাম, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি। তালবৃন্তবাসী নামক অপর একজন ভাষ্যকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ তালবৃন্তবাসী ব্যক্তি বিশেষের নাম কি তাঁহার আবাসস্থানের পরিচয় নিশ্চয়রূপে বলা যায় না।

আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে এই সকল বিষয় দৃষ্ট হয়—

১-৩ অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাস, ৪ যাজমান, ৫ অগ্ন্যাধানকর্ম্ম, ৬ অগ্নিহোত্রকর্ম্ম, ৭ পশুবন্ধযাগ, ৮ চাতুর্ম্মাস্য, ৯ বিধ্যপরাধনিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত, ১০-১৭ সোমযাগ, ১৮ বাজপেয় ও রাজসূয়, ১৯ সৌত্রামণী, কাঠকচিতি ও কাম্যেষ্টি, ২০ অশ্বমেধ ও পুরুষমেধ, ২১ দ্বাদশাহ ও মহাব্রত, ২২ উৎসর্গীদিগের অয়ন, ২৩ সত্রায়ণ, ২৪ পরিভাষাসূত্র, প্রবরখণ্ড ও হৌত্রক, ২৫-২৬ গৃহ্যমন্ত্র, ২৭ গৃহ্যতন্ত্র, ২৮-২৯ সাময়াচারিক ধর্ম্মসূত্র, ৩০ শুল্বসূত্র।

মনুরচিত মানবশ্রৌতসূত্রও বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে ১ প্রাক্‌সোম, ২ অগ্নিষ্টোম, ৩ প্রায়শ্চিত্ত, ৪ প্রবর্গ্য, ৫ ইষ্টি, ৬ চয়ন, ৭ বাজপেয়, ৮ অনুগ্রহ, ৯ রাজসূয়, ১০ শুল্বসূত্র ও ১১ পরিশিষ্ট এই গুলি আছে। অগ্নিস্বামী, কুমারিলভট্ট ও বালকৃষ্ণমিশ্র মানব-শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকার।

বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই, যতদূর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এইরূপ আছে—

১ দর্শপূর্ণমাস, ২ আধান, ৩ পুনরাধান, ৪ পশু, ৫ চাতুর্ম্মাস্য ৬ সোমপ্রবর্গ্য, ৭ একাদশিনীপশু, ৮ চয়ন, ৯ বাজপেয়, ১০ শুল্বসূত্র, ১১ কর্ম্মান্তসূত্র, ১২ দ্বৈধসূত্র, ১৩ প্রায়শ্চিত্তসূত্র, ১৪ কাঠকসূত্র ১৫ সৌত্রামণীসূত্র, ১৬ অগ্নিষ্টোম, ১৭ ধর্ম্মসূত্র।

কেশবকপর্দ্দিস্বামী, কেশবস্বামী, গোপাল, দেবস্বামী, ধূর্ত্তস্বামী, ভবস্বামী, মহাদেব বাজপেয়ী ও সায়ণরচিত বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের ভাষ্য দৃষ্ট হয়।

গোপীনাথভট্ট, মহাদেবদীক্ষিত, মহাদেব সোমযাজী, মাতৃদত্ত ও বাঞ্ছেশ্বর প্রভৃতি হিরণ্যকেশি-শ্রৌতসূত্রের ও গোপালভট্ট ভারদ্বাজ শ্রৌতসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। মৈত্রায়ণী ও ছাগলের শ্রৌতসূত্রও বাহির হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত যে সকল মহাত্মা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্রৌতসূত্র রচনা করেন তাঁহাদেরই রচিত গৃহ্যসূত্রও এবং ঐ সকল গৃহ্যসূত্রের উপর বহুসংখ্যক ভাষ্য ও বৃত্তি দৃষ্ট হয়।

গৃহ্যসূত্র

তন্মধ্যে কর্কাচার্য্য সুদর্শনাচার্য্য, তালবৃন্তবাসী, হরদত্ত, কৃষ্ণভট্ট, রুদ্রদেব, ধূর্ত্তস্বামী প্রভৃতি আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রের, কেশবস্বামী ও কনকসভাপতি বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রের, কপর্দিস্বামী, মদভট্ট প্রভৃতি ভারদ্বাজ-গৃহ্যসূত্রের ও মাতৃদত্ত হিরণ্যকেশি-গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন মানবগৃহ্যসূত্র এবং অষ্টাবক্র রচিত তাহার বৃত্তি, লৌগাক্ষি রচিত কাঠকগৃহ্যসূত্র ও দেবপালরচিত কাঠকগৃহ্যবৃত্তি এবং মৈত্রায়ণীয় গৃহ্যসূত্র পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় বহুসংখ্যক শুল্বসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র আছে। আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতি শ্রৌতসূত্রকারগণই ঐ সকল শুল্ব ও ধর্ম্মসূত্র সকল রচনা করেন। শুল্বসূত্রগুলিই জ্যামিতি (Geometry) শাস্ত্রের এবং ধর্ম্মসূত্রগুলিই প্রচলিত স্মৃতিগুলির মূল।

শুল্বসূত্রের মধ্যে শঙ্কর ও শিবদাস মানবশুল্বসূত্রের, কপর্দিস্বামী, করবিন্দস্বামী, সুন্দররাজ প্রভৃতি আপস্তম্ব শুল্বসূত্রের, দ্বারকানাথ ও বেঙ্কটেশ্বর দীক্ষিত বৌধায়নীয় শুল্বসূত্রের ভাষ্য বা বৃত্তি রচনা করেন।

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রখানি 'সাময়াচারিকসূত্র' নামেও অভিহিত। হরদত্ত, অজ্ঞবীল, ধূর্ত্তস্বামী ও নৃসিংহ এই ধর্ম্মসূত্রখানির বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দস্বামি-রচিত বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রের এবং মহাদেব রচিত হিরণ্যকেশি ধর্ম্মসূত্রের বৃত্তি আছে।

মৈত্রায়ণীয় যজুর্ব্বেদপদ্ধতি নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। অতঃপরে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় প্রাতিশাখ্যসূত্র ও অনুক্রমণিকা গ্রন্থের নামও উল্লেখযোগ্য। অনুক্রমণীর মধ্যে আত্রেয় । কাঠক শাখার চারায়ণীয় সম্প্রদায়ের কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অনুক্রমণী প্রচারকরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

যজুর্ব্বেদের অপর সংহিতার নাম শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতা। কি প্রকারে এই শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতার উদ্ভব হইল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাজসনেয় নামের ব্যুৎপত্তিও সেই স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। বাজসনির পুত্র যাজ্ঞবল্ক্যই এই সংহিতার প্রবর্ত্তক। স্থতরাং এই সংহিতার নাম "বাজসনেয়-সংহিতা"। এই সম্প্রদায় "বাজী" (অর্থাৎ অন্ন) নামেও অভিহিত হইতেন। সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এই সংহিতাখানি অতি বিশুদ্ধ,তাই শুক্ল নামে পরিচিত,বিশেষতঃ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের সহিত পার্থক্য সূচনার নিমিত্তও এই সংহিতা "শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সংহিতা" নামে খ্যাত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের সহিত ইহার মূলতঃ ঐক্য থাকিলেও যে অবান্তর পার্থক্য আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতা

আমরা এক্ষণে যে বাজসনেয়সংহিতাখানি দেখিতে পাইতেছি, তাহা মাধ্যন্দিনীয় বাজসনেয় সংহিতা নামে খ্যাত। মধ্যন্দিন ঋষি ইহা প্রথমে প্রাপ্ত হন, এইজন্ত এই শাখা মাধ্যন্দিন নামে খ্যাত। আলোচ্য সংহিতা খানি মাধ্যন্দিন শাখা হইতে প্রবর্ত্তিত। এই সংহিতা ৪০ অধ্যায়ে, ৩০৩ অনুবাকে এবং ১৯৭৫ কণ্ডিকায় বিভক্ত। অধ্যায়গুলি অনুবাচক এবং অনুবাকগুলি কণ্ডিকায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে দর্শপূর্ণমাসাদি বিবিধ প্রকার যজ্ঞমন্ত্রের, অগ্নিস্থাপনাদির ও সোমযাগের মন্ত্র, সোমপানের আতিশয্য হইতে উদ্ভূত দোষ শান্তির নিমিত্ত সৌত্রামণী মন্ত্রাদি ও অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। কাত্যায়নের অনুক্রমণিকা, পরিশিষ্ট এবং মহীধরের ভাষ্য পাঠে জানা যায় যে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় হইতে পঞ্চত্রিংশ পর্য্যন্ত ১৫ অধ্যায় "খিল" অর্থাৎ পরবর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১৫ অধ্যায়ের প্রথম চারি অধ্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচিত যজ্ঞাদির মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী দশ অধ্যায়ে পুরুষমেধযজ্ঞ, সর্ব্বমেধ যজ্ঞ, পিতৃমেধ যজ্ঞ, এবং প্রাবর্গ্য প্রভৃতি বিষয়ের মন্ত্রাদি লিখিত হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ের সহিত যজ্ঞক্রিয়াদির কোন সম্বন্ধ নাই। এই অধ্যায়টী ঈশোপনিষৎ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ইত্যাদি সুবিখ্যাত উপনিষদ্ বাক্যে এই অধ্যায়ের আরম্ভ। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ষোড়শ অধ্যায়ের শতরুদ্রীয়, একত্রিংশ অধ্যায়ের পুরুষসূক্ত এবং দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের স্তবের কর্ম্মকাণ্ডীয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ডীয় বিষয়গুলি প্রায় এই ভাবেই তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও ন্যূনাধিক পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদে ব্রাহ্মণের প্রণালী অনুসারে প্রোক্ত বহুল কণ্ডিকা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল কণ্ডিকা মন্ত্রের ব্যাখ্যা নহে, ঐ সকল ব্রাহ্মণব্যাখ্যানবৎ কণ্ডিকাগুলিও স্বতন্ত্র মন্ত্র। যজুর্ব্বেদেও এমন অনেক ঋক্ আছে যে সকল মন্ত্রের সহিত ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রের কোনও পার্থক্য নাই। বাজসনেয় সংহিতার মাধ্যন্দিন ও কাণ্বশাখীয় সংহিতা গ্রন্থ এখন প্রচলিত।

বাজসনেয়-সংহিতার কতিপয় ভাষ্যকারের নাম প্রসিদ্ধ, যথা—উবট, মাধব, অনন্তদেব, আনন্দ ভট্ট, ও মহীধর। এক্ষণে মহীধরের ভাষ্যই পূর্ণাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়।

শতপথব্রাহ্মণ।

বাজসনেয় সংহিতার ব্রাহ্মণের মধ্যে শতপথব্রাহ্মণখানি সুপ্রসিদ্ধ। এমন কি সমগ্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে শতপথগ্রন্থখানি মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত ও সুবিখ্যাত। মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব এই উভয় শাখারই শতপথ গ্রন্থখানি সুবিখ্যাত। মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব এই উভয় শাখার শতপথব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। মাধ্যন্দিন শাখার শতপথ ব্রাহ্মণ চৌদ্দকাণ্ডে বিভক্ত। এই চৌদ্দ কাণ্ড আবার ১০০ অধ্যায়ে(বা ৬৮ প্রপাঠকে) উপবিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] চিত সমগ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৪৩৮। এই ব্রাহ্মণগুলি আবার ৭৬২৪ কণ্ডিকায় বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু কাণ্বশাখার শতপথব্রাহ্মণে সতরটী কাণ্ড আছে। উহার প্রথম, পঞ্চম ও চতুর্দ্দশ কাণ্ড [illegible] ভাগে বিভক্ত, এ পর্য্যন্ত উহার সাড়ে তের কাণ্ড প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার ৮৫ অধ্যায়, ৩৬০ ব্রাহ্মণ ও ৪৯৬৫ কণ্ডিকা আছে। কিন্তু অপর একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে জানা যায় এই গ্রন্থের সর্ব্বসাকল্যে ১০৪ অধ্যায়, ৪৪৬ ব্রাহ্মণ ও ৫৮৬৬ কণ্ডিকা বিদ্যমান আছে। শতপথব্রাহ্মণের প্রথম নয় কাণ্ড, সংহিতার ১৮ কাণ্ডের যজুঃগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং যে যে ক্রিয়াকর্ম্মে উহাদের ব্যবহার হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দশম কাণ্ডে অগ্নিরহস্য বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানের সহিত অগ্নিস্থাপনকর্ম্মপ্রণালী আলোচিত হইয়াছে। একাদশ কাণ্ড ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ণিত ক্রিয়াকাণ্ড সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাগযজ্ঞীয় উপাখ্যান প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশ কাণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত ও সৌত্রামণী ক্রিয়ার আলোচনা, ত্রয়োদশকাণ্ডে অশ্বমেধ, ও সংক্ষেপে পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ ও পিতৃমেধের উল্লেখ করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ কাণ্ড "আরণ্যক" নামে খ্যাত। ইহার প্রথম তিন অধ্যায়ে "প্রবর্গ" ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, এতদ্ব্যতীত সংহিতার ৩৭ হইতে ৩৯ অধ্যায়ের সংহিতার কথাগুলি সম্যক্রূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বিষ্ণু যে সর্ব্বদেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এস্থলে তাহারও উল্লেখ আছে। ইহার অবশিষ্ট ছয় অধ্যায়ই সুবিখ্যাত বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। এই ব্রাহ্মণে ১২০০০ ঋক্,৮০০০ যজুঃ এবং ৪০০০ সাম সংগৃহীত

পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ "ত্রয়ী" শব্দবাচ্য। অথর্ব্ববেদ "ত্রয়ী" নহে। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটি শব্দ যে মন্ত্ররচনার প্রণালীমাত্র, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ যজ্ঞকার্য্য সুনির্ব্বাহের নিমিত্তই নিখিল বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়।

বেদ এক হইলেও চারি ভাগে বিভক্ত, কিন্তু সাধারণতঃ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের নাম একত্র বহুল বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা "যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যাম। সত্রিভির্ব্বেদৈর্বিধীয়তে। (সত্যা সূত্র ১।১)" তাহা ঋক্, সাম ও যজুঃ। "ঋচঃ সামানি যজূংষি।" (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।২।১।২৬) উক্ত তিন খানি বেদের অতিরিক্ত আর এক খানি বেদ না হইলে যজ্ঞকর্ম্মের সম্যক্ ও তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ রূপে প্রকাটিত হয় না দেখিয়া চতুর্থ বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই—

"যদ্ ঋচৈব হৌত্রং ক্রিয়তে যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নোদ্গীথং ব্যারব্ধা ত্রয়ী বিদ্যা ভবতি অথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়ত ইতি ত্রয্যা বিদ্যয়েতি ব্রূয়াৎ।" (ঐতরেয় ব্রা° ৫।৩৩)

অর্থাৎ ঋগ্বেদে হৌত্র কার্য্যই উপদিষ্ট হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে অধ্বর্য্যু এবং সামবেদে উদ্গাতার কার্য্য হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ তিন বেদে হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্ট ব্রহ্মার কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন জন্য চতুর্থ বেদের আবশ্যক উপলব্ধি হয়। কেহ কেহ বলেন, "ঋগ্বেদেন হোতা করোতু, সামবেদেনোদ্গাতা যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যুঃ সর্ব্বৈ ব্রহ্মা" অর্থাৎ ঋগ্বেদে হোতার কার্য্য যজুর্ব্বেদে অধ্বর্য্যুর কার্য্য সামবেদে উদ্গাতার কার্য্য এবং তিন বেদেই ব্রহ্মার কার্য্য উপদিষ্ট হইয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে "হোতা অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মার কার্য্য যদি তিন বেদ দ্বারাই সিদ্ধ হইল, তবে চতুর্থ বেদের আকাঙ্ক্ষা কোথায়, তাহার ব্যাখ্যার-ই বা প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—

"হৌত্রম্ আধ্বর্য্যবম্ উদ্গাত্রমিতি সমাখ্যয়া ত্রয়াণামপি বেদানাং প্রতিনিয়তহোত্রাদিকর্ত্তব্যপ্রতিপাদনপরত্বাবগমাৎ ন ব্রহ্মকর্ত্তব্যপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যং সম্ভবতি। যথা অশ্বপরস্য যজুর্ব্বেদস্য হোতৃকর্ত্তব্যতায়াম্ যথা বা তথাবিধস্য ঋগ্বেদস্য অগ্নিহোত্রে। এবং তত্রাং তত্র তত্র প্রতিপাদিতং যদ্ ব্রহ্মত্বং তদ্ অথর্ব্ববেদসিদ্ধমেব লেশেনোক্তম্ ইতি অতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ অকৃৎস্নত্বাচ্চ নাদরণীয়ম্, অকৃৎস্নত্বমেব অভিপ্রেত্য শাখান্তরোক্তং হৌত্রং নাদ্রিয়েৎ ইতি আশ্বলায়নেনোক্তম্। 'তত্ত্বে কেচন ছান্দোগ্যে বাধ্বর্য্যবে বা হোত্রার্থাঃ সমাম্নাতা ন তান্ কুর্য্যাদ্ অকৃৎস্নত্বাদ্ধৌত্রস্য' ইতি। (আশ্বলঃ ৮।১৩) অতএব বাঙ্মনস নির্ব্বর্ত্ত্যস্য যজ্ঞশরীরস্য অর্দ্ধমেব ত্রিভি বেদৈর্নিষ্পাদ্যতে। অর্দ্ধান্তরং তু অথর্ব্ববেদেনৈবেতি শ্রূয়তে। "প্রজাপতি র্যজ্ঞং অতনুত। স ঋচৈব হৌত্রমকরোৎ। যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নোদ্গাত্রং অথর্ব্বাঙ্গিরোভি ব্রহ্মত্বম্ • • • স বা এষঃ ত্রিভির্বেদৈর্যজ্ঞস্যান্যতরঃ পক্ষঃ সংক্রিয়তে। মনসৈব ব্রহ্মা যজ্ঞস্যান্যতরং পক্ষং সংস্করোতি।" (গোপথব্রা° ৩।২) "অয়ং বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবতে। তস্য বাক্ চ মনশ্চ বর্ত্তন্যৌ। বাচা চ হি মনসা চ যজ্ঞো বর্ত্ততে। ইয়ং বৈ বাগ্। অদো মনঃ। তদ্ বাচা ত্রয্যা বিদ্যয়ৈকং পক্ষং সংস্কুর্ব্বন্তি মনসৈব ব্রহ্ম সংস্করোতি।" (ঐতরেয়ব্রা° ৫।৩৩)

অর্থাৎ হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও উদ্গাত্র এই আখ্যাদ্বারা বেদত্রয়ের প্রতি নিয়ত হৌত্রাদি কর্ত্তব্য প্রতিপাদন-পরত্বই জানা যায়, কিন্তু ব্রহ্ম কর্ত্তব্য প্রতিপাদন তাৎপর্য্য সম্ভাবিত হয় না। হোতৃকর্ত্তব্য বিষয়ে যেমন অপর বিষয়মূলক যজুর্ব্বেদের তাৎপর্য্য নাই, অগ্নিহোত্র যেমন ঋগ্বেদের তাৎপর্য্য নহে, সেইরূপ ব্রহ্মত্বও অপর তিন বেদের তাৎপর্য্য বলিয়া গণ্য নহে। তবে ব্রহ্মত্ব বিষয়ে অপর বেদেও স্থানে স্থানে অবশ্যই লেশ মাত্র উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রহ্মত্ব ঐ তিন বেদের তাৎপর্য্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। অন্যান্য তিন বেদে যে ব্রহ্মত্ব বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ বেদত্রয়ের অতাৎপর্য্য-বিষয়ত্ব ও অসম্যক্ত্ব-নিবন্ধন আদরণীয় নাহে। অকৃৎস্নত্ব একটি প্রধান দোষ আশ্বলায়ন বলেন, অকৃৎস্ন দোষহেতুই শাখান্তরোক্ত হৌত্রও অনুষ্ঠেয় নাহে, যথা—সামবেদে বা যজুর্ব্বেদে হোতৃকর্ম্মের যে সকল অংশ আছে, তাহা করিবে না, কেননা সেগুলি সম্যক্ নহে। (আশ্বঃ ৮।১৩)। বাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্য যজ্ঞশরীরের অর্দ্ধ তিন বেদ দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু অর্দ্ধান্তরের ব্যবস্থা অথর্ব্ববেদদ্বারাই বিহিত হইয়াছে যথা গোপথব্রাহ্মণে—"প্রজাপতি যজ্ঞ বিস্তার করেন, তিনি ঋক্দ্বারা হৌত্র, যজুর্দ্বারা আধ্বর্য্যব, সামদ্বারা ঔদ্গাত্রের এবং অথর্ব্ববেদদ্বারা ব্রহ্মত্ব নিষ্পন্ন করেন।"

এইরূপ প্রক্রম করিয়া গোপথব্রাহ্মণ আরও বলেন, তিন বেদ দ্বারা যজ্ঞের অন্যতর পক্ষ সংস্কৃত হয়, কিন্তু মনদ্বারা ব্রহ্মা যজ্ঞের অপর পক্ষের সংস্কার করিয়া থাকেন। (গোপথ—৩।২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও ত্রয়ীনিষ্পাদ্য এক পক্ষ এবং মনোনিষ্পাদ্য অপর পক্ষের কথা শুনা যায়; যথা—"ইনি যজ্ঞ, কি কি পবিত্র করেন। বাক্য ও মন যজ্ঞের এই দুইটী বর্ত্তনী, বাক্য ও মন দ্বারা যজ্ঞ বর্ত্তন করেন, এই বাক্য আর এই মন। তিন বেদ দ্বারা বাক্যে এক পক্ষ। ব্রহ্মা মনোদ্বারা সংস্কার করেন। (ঐতরেয় ৫।৩৩) এইসকল অভিপ্রায়ে গোপথব্রাহ্মণের পূর্ব্বভাগে প্রশ্নদ্বারা অথর্ব্ববেদেরই ব্রহ্মত্ব অবধারিত হইয়াছে। যথা—

"কাহাকে হোতার পদে, কাহাকে অধ্বর্য্যুর পদে, কাহাকেই বা উদ্গাতৃপদে এবং কাহাকেই বা ব্রহ্মার পদে বরণ করিব ? ইহার উত্তরে তাহারা বলিলেন, ঋগ্বিদকে হোতৃপদে, যজুর্ব্বিদকে অধ্বর্য্যুপদে, সামবিদকে উদ্গাতৃপদে এবং অথর্ব্ববিদকে ব্রহ্মপদে বরণ কর। এইরূপে যজ্ঞ চতুষ্পাৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (গোপথ ২।২৪)

অপর পক্ষে "স ত্রিভির্বেদৈর্বিধীয়তে" অর্থাৎ তিন বেদদ্বারা যজ্ঞ বিহিত হয় এরূপ শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহৃত শ্রুতি অনুসারে ইহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে, অথর্ব্ববিদ্ না পাওয়া গেলে সেই সেই শাখার উক্ত ব্রহ্মত্ব দ্বারাই চতুষ্পাৎ যজ্ঞনীয় নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে "ত্রয্যা বিদ্যয়েতি ব্রহ্মাৎ" (ঐত°ব্রা° ৫।৩৩) এই শ্রুতি ভূঃ ভুবঃ স্ব এই তিন ব্যাহৃতি উপলক্ষে বলা হইয়াছে। কিন্তু বৃহদারণ্যক স্পষ্টতঃই বলিতেছেন, "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতং এতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।" (বৃ°আ° ৪।৪।১০) বাজসনেয়ক অনুসারে তিন বেদের উৎপত্তি শ্রুতি উপলক্ষণতা-দ্বারাই ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে, "বেদৈরশূন্যস্ত্রিভিরেতি সূর্য্যঃ" "ঋগ্‌ভিঃ পূর্ব্বাহ্ণে" (তৈ°ব্রা° ৩।১২।৯।১) পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই কালত্রয় লক্ষ্য করিয়াই এই শ্রুতি ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদ যে চারিটী ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। তাপনী য়োপনিষদে লিখিত হইয়াছে "ঋগ্‌ যজুঃ সামাথর্ব্বাণশ্চ চত্বারো বেদাঃ" (নৃসিংহ পূ°তা° ১)। মুণ্ডকে লিখিত হইয়াছে—

"তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ।" (মুঃ১।১)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে, "যা অয়স্ত্রিবিধা বিচঃ। ঋচোসামানি যজূংষি" (তৈ°স° ১।২।১।২৬) বেদগত মন্ত্রাভিপ্রায়েই বেদের এই ত্রৈবিধ্য অভিপ্রেত হইয়াছে। পদ্য গদ্য ও গীতি রচনার প্রণালী অনুসারেই যে বেদকে ত্রয়ী বলা হইয়াছে, আমরা "ত্রয়ী" শব্দের ব্যাখ্যায় জৈমিনির অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া ইতঃপূর্ব্বে তাহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।

এই বেদের সকল মন্ত্রই ভবেদোক্ত মন্ত্রলক্ষণসমাযুক্ত অন্যতম বেদত্রয়েরও উপদেশীমণ্ডিত; এই বেদ অথর্ব্বাখ্য ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট, এই জন্য ইহার নাম অথর্ব্ববেদ। আর কেহ কেহ ব্রহ্মকার্য্যের জন্য এই বেদের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া ইহাকে ব্রহ্মবেদও বলিয়া থাকেন। অথর্ব্বঋষির দৃষ্ট মন্ত্র-গুলি লইয়া যে এই বেদের সৃষ্টি হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ একটী পৌরাণিক কিংবদন্তী আছে। পুরাকালে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য দারুণ তপস্যা করেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বলোমকূপ হইতে স্বেদধারা বিনির্গত হইতে থাকে। সেই স্বেদজাত

জলে আপনার ছায়াদর্শনে তাঁহার রেতঃস্খলিত হয়। তখন সেই রেত সহিত জল দ্বিধা বিভক্ত হইল। তাহার একদিকের রেতঃ ভৃজ্যমান হইয়া ভৃগুনামে মহর্ষি উৎপন্ন হইলেন। সেই ভৃগু বীর্য্য উৎপাদক ঋষিপ্রবরকে দেখিতে না পাইয়া তাহাকে দর্শন করার নিমিত্ত উৎসুক হওয়ায় এক দৈববাণী হইল "অথর্ব্বাগ্‌ এনং এতাস্বেবাপ্‌স্বন্বিচ্ছ" (গোপথব্রা° ১।৪) এই জন্য তাঁহার অথর্ব্বাখ্যা প্রাপ্তি ঘটে। অবশিষ্ট রেতোযুক্ত জলে আবৃত বরুণশব্দবাচ্য তপ্যমান ঋষির সর্ব্বাঙ্গের রস ক্ষরিত হয়, সেই অঙ্গরসভূত পদার্থ হইতে অঙ্গিরা নামক মহর্ষির উৎপত্তি হয়। তদনন্তর সেই কারণভূত ব্রহ্ম অথর্ব্বা ও অঙ্গিরাকে অভ্যতপ্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রমে এক দ্বি প্রভৃতি অর্দ্ধচর্চা বিংশতি সংখ্যক অথর্ব্বাঙ্গিরস উৎপন্ন হয়।

তপ্যমান সেই ঋষিগণের সকাশে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম যে সকল মন্ত্র দৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই গুলিই অথর্ব্বাঙ্গিরসশব্দবাচ্য বেদ নামে অভিহিত হয়। একর্চাদি ঋক্ষ্য বিংশতি সংখ্যক থাকায় ঐ বেদ বিংশকাণ্ডাত্মক হয়। সর্ব্ববেদের সারতত্ত্ব এই বেদে নিহিত থাকায় ইহা সর্ব্ববেদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত। যথা গোপথব্রাহ্মণে "শ্রেষ্ঠোহি বেদস্তপসোধি জাতো ব্রহ্মজ্ঞানং হৃদয়ে সম্ভূব।" (১।৯) "এতদ্বৈ ভূয়িষ্ঠং ব্রহ্ম যদ্ ভৃগ্বঙ্গিরসঃ। যেঽঙ্গিরসঃ স রসঃ। যেঽথর্ব্বাণস্তদ্ভেষজম্। যদ্‌ভেষজম্ তদমৃতম্। যদমৃতং তদ্ব্রহ্ম।" (৩।৪)

সর্ব্ববেদের সারভূত ব্রহ্মাবিদ ও ব্রহ্মকর্ত্তব্যতার প্রতিপাদক বলিয়া ইহা ব্রহ্মবেদ নামে পরিকীর্ত্তিত। তথাচ শ্রুতি—

"চত্বারো ইমে বেদা ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ব্রহ্মবেদঃ।"

(গোপথ ২।১৬)

সারবত্ব হেতু ইহার মন্ত্রগুলিও সিদ্ধমন্ত্র বলিয়া খ্যাত। যথা—

"ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন গ্রহো ন চ চন্দ্রমাঃ।

অথর্ব্বমন্ত্রসংপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধির্ভবিষ্যতি।" (অথর্ব্বপরি° ২.৫)

স্কন্দপুরাণের কমলালয়খণ্ডেও লিখিত আছে যে, অথর্ব্বমন্ত্র জপমাত্রেই অভিমত ফললাভ করা যায়।

"যস্ত্বাথর্ব্বাণান্ মন্ত্রান্ জপেচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।

তেষাং অর্থোত্তরং কৃৎস্নং ফলং প্রাপ্নোতি স ধ্রুবম্।" (কমল°)

এই বেদের পাঁচটী অঙ্গ। ব্রহ্মাই তাহার দ্রষ্টা। উহারা যথাক্রমে সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ, ও পুরাণবেদ নামে খ্যাত। (গোপথব্রা° ১।১০)

অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে গোপথব্রাহ্মণই প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুইখণ্ডে এবং সমগ্র গ্রন্থ একাদশ প্রপাঠকে বিভক্ত। পূর্ব্বার্দ্ধে ৬ এবং উত্তরার্দ্ধে ৫ প্রপাঠক আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে নানাপ্রকার আখ্যান ও

অন্যান্য বহুল বিষয়ের আলোচনা আছে। উত্তরার্দ্ধে কর্ম্মকাণ্ডের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রুতিবিহিত দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম্মের অপেক্ষিত ব্রহ্মত্ব অন্যবেদে অলভ্য, কেবল অথর্ব্ব বেদেরই সমধিগম্য। এই গ্রন্থে নানা ঐহিকফল, শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্ম রাজকর্ম্ম ও তুলাপুরুষ মহাদানাদি এবং পৌরোহিত্য ও রাজ্যাভিষেকাদি বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। যথা—

"পৌরোহিত্যং শান্তিকপৌষ্টিকানি রাজ্ঞাং অথর্ব্ববেদেন কারয়েৎ ব্রহ্মত্বং চ।" (বিষ্ণুপুরাণ)

"শান্তিপুষ্ট্যভিচারার্থা একব্রহ্মাশ্রিতগোচরাঃ।
ক্রিয়ন্তেঽথর্ব্ববেদেন এষ্যোবাত্মীয়গোচরাঃ।" (ভট্টাচার্য্য)
"অভিষিক্তোঽথর্ব্বমন্ত্রৈর্মহীং ভুঙ্‌ক্তে সসাগরাম্।" (মার্ক° পু°)
"পুরোহিতং তথাথর্ব্বমন্ত্রব্রাহ্মণপারগম।" (মৎস্যপুরাণ)
"যস্য রাজ্যো জনপদে অথর্ব্বা শান্তিপারগঃ।
নিবসত্যপি তদ্রাষ্ট্রং বর্দ্ধতে নিরুপদ্রবম্॥
তস্মাদ্রাজা বিশেষেণ অথর্ব্বাণং জিতেন্দ্রিয়ম্।
দানসম্মানসৎকারৈর্নিত্যং সমভিপূজয়েৎ॥"

(অথর্ব্বপরিশিষ্ট ৪।৬)

"ত্রয্যাং চ দণ্ডনীত্যাং চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ।
অথর্ব্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্ছান্তিকপৌষ্টিকম্॥" (নীতিশাস্ত্র)

ঐহিকামুষ্মিক সকল পুরুষার্থ পরিজ্ঞানের উপায় স্বরূপ এই অথর্ব্ববেদের নয়টী শাখা আছে। যথা—

"পৈপ্পলাদা স্তৌদা মৌদাঃ শৌনকীয়া জাজলা জলদ ব্রহ্মবদা দেবদর্শা চারণবৈদ্যাশ্চেতি।"

এই সকল শাখার মধ্যে শৌনকাদি চারিটী শাখার অনুমোদিত অথর্ব্ববেদ সংহিতার অনুবাক, সূক্ত এবং মন্ত্রাদির কর্ম্মকাণ্ডীয় বিনিয়োগের নিমিত্ত গোপথব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া পাঁচখানি "সূত্রগ্রন্থ" পরিকল্পিত হইয়াছে; যথা—কৌশিকসূত্র, বৈতানসূত্র, নক্ষত্রকল্পসূত্র, আঙ্গিরসকল্পসূত্র ও শান্তিকল্পসূত্র। তদ্ যথা—

"নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ।
তুর্য্য আঙ্গিরসঃ কল্পঃ শান্তিকল্পস্তু পঞ্চমঃ।"

(উপবর্ষাচার্য্য—কল্পসূত্রাধিকরণ)

এই প্রমাণ বচনে "কৌশিক সূত্রের" স্থলে "সংহিতাবিধি" নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য সংহিতাবিধি নামের ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,—"তত্র সাকল্যেন সংহিতামন্ত্রাণাং শান্তিপৌষ্টিকাদিষু কর্ম্মসু বিনিয়োগবিধানাৎ সংহিতাবিধির্নাম কৌশিকসূত্রম্।"

অর্থাৎ শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্মাদি সম্বন্ধে সংহিতামন্ত্রসমূহের সাকল্যে বিনিয়োগ বিধান, এই সূত্রগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম সংহিতাবিধিসূত্র বা কৌশিকসূত্র। বহুল সূত্রগ্রন্থে অথর্ব্ববেদের প্রতিপাদ্য কর্ম্মগুলির বিধান বিপ্রকীর্ণভাবে ব্যবহৃত আথর্ব্বণ সূত্র। হইয়াছিল। তাহাতে এই সকল বিষয় প্রকৃত পক্ষেই দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতিভাত হইত। ঐ সকল কর্ম্ম কাণ্ডীয় বিধানের সুখাববোধের নিমিত্ত সকল গুলিই এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এই কৌশিকসূত্র গ্রন্থখানি সকল ইতর সূত্রগ্রন্থের কোষবৎ উপজীব্যস্বরূপ, সুতরাং এই সূত্র গ্রন্থখানি অথর্ব্ববেদীয় সূত্রগ্রন্থসমূহের প্রধানতম।

এই কৌশিকসূত্রগ্রন্থে কি কি কর্ম্মসম্পাদনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা লিখিত হইল,—

১ স্থালীপাকবিধানে দর্শপূর্ণ মাসবিধি, ২ মেধাজনন, ৩ ব্রহ্মচারিসম্পদ্, ৪ গ্রামদুর্গরাষ্ট্রাদি লাভবিষয়, ৫ পুত্র পশু ধন ধান্য প্রজা স্ত্রী করি তুরগ রথান্দোলিকাদি সর্ব্বসম্পৎসাধকসমূহ, ৬ মানবগণের ঐকমত্য সম্পাদক সাম্মনস্যাদি।

অতঃপর রাজকর্ম্মসমুদায় উক্ত হইয়াছে, তদ্যথা—ছত্র হস্তিশাসন, সংগ্রাম বিজয়সাধন ইষুনিবারণার্থ খড়্গাদি সর্ব্ব শস্ত্রনিবারণ, শত্রুপক্ষীয় সেনার মোহন, উদ্বেজন, স্তম্ভন ও উচ্চাটন, স্বীয় সেনার উৎসাহবর্দ্ধন ও অভয়রক্ষা, সংগ্রামে জয় ও পরাজয়পরীক্ষা, সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান নায়কদিগের জয়করণ, পর সেনার সঞ্চরণ প্রদেশে অভিমন্ত্রিত পাশাদি করা প্রহরণ প্রক্ষেপণ, জয়কামী রাজার রথে আরোহণ ও রণক্ষেত্রে অভিমন্ত্রিত দেবাদেবতার সর্ব্বপ্রকার বাদিত্রতাড়ন, সপত্নক্ষয় কর্ম্ম, শত্রুকর্তৃক উৎসাদিত রাজার স্বরাষ্ট্রপ্রবেশোপায় ও রাজ্যাভিষেক, পাপক্ষয় নিবৃত্তিকর্ম্ম, চিত্রাকর্ম্মাদি, পৌষ্টিককর্ম্ম, গোসমৃদ্ধি কর্ম্ম, লক্ষ্মীকর কার্য্য, পুষ্টির নিমিত্ত যাগবর্দ্ধনাদি, কৃষিপুষ্টিকর কর্ম্ম, অনডুৎসমৃদ্ধিকরকার্য্য, গৃহসম্পৎকরকার্য্য, নব শালানির্ম্মাণ বিষয়, বৃষোৎসর্গ আগ্রহায়ণীয় কর্ম্ম, জন্মান্তরকৃত পাপজন্য দুশ্চিকিৎস্য বিবিধরোগের চিকিৎসা, (তন্মধ্যে জ্বর, অতিসার, বহুমূত্র ও সর্ব্বব্যাধি বিশেষভাবে বর্ণিত), শস্ত্রাদি অভিঘাতদ্বারা প্রবাহিত রুধিরের নিরোধকর্ম্ম, ভূত-প্রেত পিশাচাপস্মার-ব্রহ্মরাক্ষস-বালগ্রহাদি নিবারণ, বাত পিত্ত-শ্লেষ্মার ঔষধব্যবস্থা, হৃদ্রোগ ও কামিলাশ্বিত্র-নিবারণ, সতত জ্বর, একাহিকাদি বিষমজ্বর, রাজযক্ষ্মা ও জলোদর নিবারণ, গবাশ্বাদির ক্রিমিহরণ, কন্দমূল সর্পবৃশ্চিক প্রভৃতি স্থাবর ও জঙ্গম বিষনিবারণ, শিরঃ, অক্ষি, নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ ও গ্রীবাদিরোগের ঔষধ ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণাদির আক্রোশনিবারণ, গণ্ডমালাদি বিবিধরোগের চিকিৎসা, পুত্রাদিকাম স্ত্রীকর্ম্ম, সুখপ্রসব কর্ম্ম, গর্ভাধান

গর্ভদৃংহণ ও পুংসবনাদি কর্ম, সৌভাগ্যকরণ, রাজাদির মন্যু-নিবারণ, অর্থাৎ নিন্দ্যাসিদ্ধিবিজ্ঞান, দুর্দ্দিনাশক্তিবৃষ্টি-নিবারণ, সভাজয়, বিবাদজয় ও কলহ-শমন, স্ব-ইচ্ছায় নদী প্রবাহকরণ, সৃষ্টিকর্ম, অর্থোৎপাদন কর্ম, দ্যূতজয় কর্ম, গোবৎসবিরোধ নিবারণ, অশ্বশান্তি, বাণিজ্যলাভ কর্ম, স্ত্রীলোকের পাপলক্ষণ নিবারণ, বাস্তুসংস্থানকর্ম, গৃহপ্রবেশকর্ম, কপোতবায়সাদি কর্ত্তৃক উপহত গৃহের শান্তিবিধি, দুষ্প্রতিগ্রহ ও আজ্যযাজনাদি দোষনিবারণ, দুঃস্বপ্ন নিবারণ, পুত্রের গণ্ড-নক্ষত্রজন্মের শান্তি, ঋণাপনোদন, দুঃশকুনশান্তি আভিচারিকাদি কর্ম, পরকৃতাভি-চার-নিবারণ, স্বস্ত্যয়নাদি, আয়ুষ্যকর্ম, জাতকর্ম, নামকরণ ও চূড়াকরণোপনয়নাদি, একাগ্নিসাধ্য কাম্যযাগসমূহ, ব্রহ্মৌদন সবোদনাদি দ্বাবিংশতি সব যজ্ঞ, কন্যাবরণ, অগ্ন্যাধান, বিবাহ, পিতৃমেধিক কর্ম, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, মধুপর্ক, পাংশুরুধির-বর্ষণ, যক্ষ-রাক্ষসাদি দর্শন, ভূকম্প, ধূমকেতু ও চন্দ্রার্কোপপ্লবাদি বহুবিধ উৎপাত শান্তি, আজ্যতন্ত্রবিধি, অষ্টকাকর্ম, ইন্দ্রমহ এবং সর্ব্বশেষে অধ্যয়নবিধি।

বৈতানসূত্রে অগ্নিসাধ্যনিষ্পাদ্য ত্রয়ীবিহিত দর্শপূর্ণমাসাদি কর্ম্মের ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র ও পোতা এই চারি ঋত্বিক্ সর্ম্মের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ বিষয়ে অনুষ্ঠান মন্ত্রাদি ব্রহ্মার, শস্ত্রাদি ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর, অগ্ন্যাধানপ্রণয়নপ্রস্থিত আজ্যাদি আগ্নীধ্রের এবং প্রস্থিত আজ্যাদি পোতার, এই বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্বিষয়ে কর্মক্রম কিরূপ, তাহাই পরে যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—প্রথম দর্শপূর্ণমাস, তদনন্তর অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, আগ্রয়ণেষ্টি, চাতুর্ম্মাস্য বিশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, শাকমেধ, শুনাসীরী, পশুযাগ, অগ্নিষ্টোমোক্থ্য, ষোড়শী অতিরাত্রাত্মক, প্রকৃতিভূত ও চতুঃসংস্থ সোমযাগ, বাজপেয়, অপ্তোর্যাম, অগ্নি-চয়ন, সৌত্রামণী, মৈত্রাবরুণসম্বন্ধীয় ইষ্টি, গবাময়ন, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ, বৃহস্পতি-সব, গোসবাদি একাহ, সোমযাগ, দ্বাদশাহ, প্রকৃতি ও অহীন যজ্ঞ, রাত্রিসত্রসমূহ, সাম্বৎসরিক অয়ন, দর্শপূর্ণমাসায়ন।

নক্ষত্রকল্পে প্রথমে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের পূজা ও হোম, তাহার পর অদ্ভুত মহাশান্তি, নৈর্ঋতকল্প, অমৃত হইতে অভয় পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ মহাশান্তির নিমিত্তভেদে কর্ত্তব্যতা। তদ্যথা—দিব্যান্তরিক্ষভূমে উৎপাত হইতে অমৃতাখ্য মহাশান্তি। গতায়ুর পুনর্জীবনপ্রাপ্তির জন্য বৈশ্বদেবী। অগ্নিভয় নিবৃত্তিহেতু ও সর্ব্ব-কামনাপ্রাপ্তির জন্য আগ্নেয়ী। নক্ষত্র ও গ্রহোপসৃষ্ট তথা রোগীর রোগমুক্তির জন্য ভার্গবী। ব্রহ্মবর্চ্চসকামীর বস্ত্রশয়ন ও অগ্নিজ্বলনের নিমিত্ত ব্রাহ্মী। রাজ্যশ্রী ও ব্রহ্মবর্চ্চসকামীর নিমিত্ত বার্হস্পত্যী। প্রজা, পশু ও অন্নলাভ এবং প্রজাক্ষয় নিবৃত্তির জন্য প্রাজাপত্যা। শুদ্ধিকামীর জন্য সাবিত্রী। ছন্দঃ ও ব্রহ্মবর্চ্চ-কামীর গায়ত্রী। সম্পৎকামী এবং অভিচারক কর্ত্তৃক অভিচর্য্যমাণ ব্যক্তির পক্ষে আঙ্গিরসী। বিজয়বলপুষ্টিকামী ও পরচক্রোৎসাদনকামীর ঐন্দ্রী। অদ্ভুতবিকারনিবৃত্তি করিতে ইচ্ছুক ও রাজ্যকামনাকারীর জন্য মাহেন্দ্রী। ধনকামী বা ধনক্ষয় নিবৃত্তিকামীর জন্য কৌবেরী। বিদ্যা, তেজঃ ও ধনায়ুষ্কামীর আদিত্যা। অন্নকামীর বৈষ্ণবী। ভূতিকাম ও বাস্তুসংস্থান কর্ম্মে বাস্তোষ্পত্যা। রোগার্ত্ত ও আপদ্গ্রস্তের জন্য রৌদ্রী। বিজয়কামনাকারীর পক্ষে অপরাজিতা। যমভয়ে যাম্যা। জলভয়ে বারুণী। বাত্যাভয়ে বায়বী। কুলক্ষয়নিবৃত্তির জন্য সন্ততী। বস্ত্রক্ষয়নিবৃত্তির নিমিত্ত ত্বাষ্ট্রী। বালকের ব্যাধিনিবৃত্তির নিমিত্ত কৌমারী। নির্ঋতিগ্রস্তের জন্য নৈর্ঋতী। বলকামীর মারুদ্গণী। অশ্বক্ষয়নিবৃত্তির নিমিত্ত গান্ধর্ব্বী। গজক্ষয়শান্তির জন্য পারাবতী। ভূমিকামনাকারীর জন্য পার্থিবী এবং ভয়াহিংসা ভয়া নামক মহাশান্তি।

আঙ্গিরসকল্পে—অভিচার কর্মকালে কর্ত্তা ও কার্য্যসহায় সদস্যগণের আত্মরক্ষাকরণ বিধি কীর্ত্তিত আছে। তার পর অভিচারের উপযুক্ত দেশ, কাল, মণ্ডপ, কর্ত্তা ও কার্য্যের দীক্ষাদি ধর্ম্ম, সমিধ্ ও আজ্যাদিসম্ভার নিরূপণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। তদনন্তর অভিচারকর্ম্মসমূহ এবং পরকৃতাভি-চার-নিবারণ ও অন্যান্য কর্ম্মাদি।

শান্তিকল্পের প্রথমে বৈনায়ক-গ্রহগৃহীত লক্ষণ। তাহার শান্তির জন্য দ্রব্যসম্ভার আহরণের ব্যবস্থা। অভিষেক ও বৈনায়ক হোমাদি। তৎপূজাবিধান, ও আদিত্যাদি নবগ্রহযজ্ঞাদি ব্যাপার এই কল্পে সন্নিবিষ্ট।

এই সকল কল্পে যে রাজ্যাভিষেকের ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে উপযুক্ত দ্রব্য-প্রকৃতি, দ্রব্যপরিমাণ ও পুরোহিত বরণাদি শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্যই বুঝায়। প্রথমে রাজ্যাভিষেক—প্রাতঃকালে প্রাতর্দান, গন্ধ, অলঙ্কার, সিংহাসন, অশ্ব, গজ, আন্দোলিকা, খড়্গ, ধ্বজ, চামরাদি, তত্তন্মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রাজাকে প্রদানই পুরোহিতের কর্ম্ম। সুবর্ণধেনু, তিল ও ভূমিদানাদি রাজার দৈনিক কর্ত্তব্যতা। পূজিত পিষ্টময় সদীপ রাত্রিপ্রতিমাদ্বারা রাজার নীরাজন। রক্ষাকরণ ইত্যাদি পুরোহিতের রাত্রিকর্ম্ম। রাজার পুষ্যাভিষেক। রাত্রিতে রাজার আরাত্রিকবিধান। প্রাতঃকালে প্রাতর্দ্ভূত দর্শন। কপিলাদান। তিলধেনুদান। রসাদি ধেনু। কৃষ্ণাজিন দান। ভূমিদান। তুলাপুরুষবিধি। আদিত্য মণ্ডলাকার রূপ্য দান। হিরণ্যগর্ভ বিধি। হস্তিরথদান। কনকাশ্বাদি দশ মহাদান। অশ্বরথদান। গোসহস্রবিধি। বৃষোৎসর্গ। কেটি

হোম। লক্ষহোম। অযুতহোম। ভূতবলন বিধি। তড়াগ প্রতিষ্ঠা, পাশুপতব্রত ইত্যাদি অন্যান্য দানব্রত।

কিরূপে কোন্ দিকে এবং কোন্ স্থানে এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতে হয়; তাহাও উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে। নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে ইহা তিন প্রকার। যথা,—স্নাত-কর্ম্মাদি নিত্য, দুর্দ্দিনাশনিনিবারণশান্ত্যাদ্যুক্ত কর্ম নৈমিত্তিক এবং মেধাজননগ্রামসম্পদাদি কাম্য। এই নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য অবশ্য অনুষ্ঠেয় এবং গ্রামের বাহিরে পূর্ব্বোত্তরে মহানদী বা তটাকের উত্তরকূলে করিতে হয়।

"পুরস্তাদুত্তরতোঽগ্রাৎ কর্ম্মণাং প্রয়োগ উত্তরত উদকান্তে।"

(কৌশিকসূত্র ১।৭)

পুংসবনাদি নিত্যকর্ম্ম গৃহে এবং আভিচারিক কর্ম গ্রামের দক্ষিণপশ্চিমে কৃষ্ণপক্ষে কৃত্তিকানক্ষত্রে সম্পাদনীয়।(কৌশিকসূ°৩।১)

শুভনিত্যকর্ম্ম সমূহের কাল পর্ব্বদ্বয় ও পুণ্য নক্ষত্রযুক্ত তিথি।

"অমাবস্যা পৌর্ণমাসী পুণ্যনক্ষত্রযুক্ তিথিঃ।

এত এব ত্রয়ঃ কালাঃ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং স্মৃতাঃ॥

অদ্ভুতানাং সদাকালং আরম্ভঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥" (রুদ্রভাষ্য)

অপর সকল বেদ হইতে অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের সংখ্যাই অধিক। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মবেদ বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশই উপনিষদের উদ্দেশ্য।

"অত্র চোপনিষচ্ছব্দো ব্রহ্ম বিদ্যৈকগোচরঃ।"

সুতরাং অধিকাংশ উপনিষৎই যে ব্রহ্মবেদের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নারায়ণ স্বামী "সর্ব্বোপনিষদর্থানুভূতিপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে মুণ্ডক, প্রশ্ন ও নৃসিংহোত্তর তাপনীয় এই তিন খানি উপনিষদকেই অথর্ব্ববেদীয় আদি উপনিষদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, প্রশ্ন ও নৃসিংহতাপিনী এই চারিখানিকেই প্রধান আথর্ব্বণ উপনিষদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি বাদরায়ণ তাঁহার বেদান্ত সূত্রে এই চারি উপনিষদের প্রমাণ বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুণ্ডিত মস্তক এক শ্রেণির ভিক্ষু হইতেই মুণ্ডকোপনিষদের নামকরণ হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এখানিকে ছান্দোগ্যোপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যকের সমকালীন বলিয়া মনে করেন। ব্রহ্ম কি এবং কিরূপে তাঁহাকে বুঝা যায় ও পাওয়া যায় এই উপনিষদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য, আনন্দতীর্থ, দামোদরাচার্য্য, নরহরি ভট্ট ঠাকুর, রঙ্গরামানুজ, নারায়ণ, ব্যাসতীর্থ, শঙ্করানন্দ, বিজ্ঞান ভিক্ষু, ও নরসিংহ প্রভৃতি এই উপনিষদের ভাষ্য বা বৃত্তি প্রকাশ করেন। ইহার শাঙ্করভাষ্যের উপরও কএকখানি টীকা দেখা যায়, তন্মধ্যে আনন্দতীর্থ ও অভিনব নারায়ণেন্দ্র সরস্বতীর রচিত ভাষ্যটীকাই প্রধান।

প্রশ্নোপনিষদ্ গদ্যে রচিত। ছয় জন শিষ্য পিপ্পলাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য ছয় জন গুরুকে বেদান্তের মূল ষট্তত্ত্বের প্রশ্ন করেন, সেই ছয় প্রশ্নোত্তর লইয়াই প্রশ্নোপনিষদ্। প্রজাপতি হইতে অসৎ ও প্রাণের উৎপত্তি, অপর চিৎশক্তি হইতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা, চিৎশক্তি গুলির লক্ষণ ও বিভাগ, সুষুপ্তি, ও তুরীয়াবস্থা, ওঙ্কারধ্যাননির্ণয় ও ষোড়শেন্দ্রিয় এই ছয়টি বিষয়ই প্রশ্নোপনিষদের প্রতিপাদ্য। শঙ্করাচার্য্য প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যকার। আনন্দতীর্থ, শ্রীনিবাস, জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী, দামোদরাচার্য্য, ধর্ম্মরাজ, বালকৃষ্ণানন্দ, রঙ্গরামানুজ, রামানুজমুনি, নারায়ণ, বিজ্ঞান ভিক্ষু ও শঙ্করানন্দ ইহারা বৃত্তিকার। আনন্দতীর্থ, নারায়ণেন্দ্র সরস্বতী প্রভৃতি উক্ত শাঙ্করভাষ্যের টীকা করিয়াছেন।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্খানি অতি ক্ষুদ্র গদ্য গ্রন্থ। ক্ষুদ্র হইলেও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য। মৈত্রীয়ণোপনিষদের সহিত ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের মিল থাকায় অনেকে মৈত্রায়ণোপনিষদের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। গৌড়পাদাচার্য্য এই উপনিষদের কারিকা, শঙ্করাচার্য্যভাষ্য ও বিজ্ঞান ভিক্ষু 'আলোক' নামে ব্যাখ্যা, আনন্দতীর্থ, মথুরানাথ শুক্ল, ও রঙ্গরামানুজ ভাষ্যটীকা, আনন্দতীর্থ ক্ষুদ্রভাষ্য, রাঘবেন্দ্র, ব্যাসতীর্থ ও শ্রীনিবাসতীর্থ উক্ত আনন্দভাষ্যের টীকা, এতদ্ব্যতীত নারায়ণ, শঙ্করানন্দ, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, রাঘবেন্দ্র প্রভৃতি দীপিকা বা বৃত্তি রচনা করেন।

নৃসিংহতাপনী পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব তাপনীর মাত্র শাঙ্করভাষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু গৌড়পাদ উত্তর তাপনীর কারিকা শঙ্করাচার্য্য ও পুরুষোত্তম এই দুই জনে ভাষ্য এবং নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ 'দীপিকা' নামে বৃত্তি করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত চারিখানি ব্যতীত মুক্তিকোপনিষদ্ হইতে আরও ২৩ খানি আথর্ব্বণ উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। যথা—

৫ অক্ষ, ৬ অক্ষমালিকা, ৭ অদ্বয়, ৮ অধ্যাত্ম, ৯ অন্নপূর্ণা, ১০ অথর্ব্বশিখা, ১১ অথর্ব্বশিরঃ, ১২ অমৃতনাদ, ১৩ অমৃতবিন্দু, ১৪ অবধূত ১৫ অব্যক্ত, ১৬ আত্মা, ১৭ আত্মবোধ, ১৮ আরুণি, ১৯ একাক্ষর, ২০ কঠরুদ্র, ২১ কলিসন্তরণ, ২২ কালাগ্নিরুদ্র, ২৩ ক্ষুরিকা, ২৪ কৃষ্ণ, ২৫ কৈবল্য, ২৬ ক্ষুরিক, ২৭ গণপতি ২৮ গর্ভ, ২৯ গারুড় ৩০ গোপালতাপনী, ৩১ চূড়া, ৩২ জাবালদর্শন, ৩৩ জাবাল, ৩৪ জাবালি, ৩৫ তাপনী, ৩৬ তারসার, ৩৭ তুরীয়াতীত, ৩৮ তেজোবিন্দু, ৩৯ ত্রিপুরা, ৪০ ত্রিপুরাতাপনম, ৪১ ত্রিশিখা, ৪২ দত্তাত্রেয়, ৪৩ দক্ষিণামূর্ত্তি, ৪৪ দেবী, ৪৫ ধ্যানবিন্দু, ৪৬ নাদবিন্দু, ৪৭ নারায়ণ, ৪৮ নিরালম্ব, ৪৯ নির্ব্বাণ, ৫০ পঞ্চব্রহ্ম, ৫১ পরব্রহ্ম, ৫২ পরমহংস, ৫৩ পরমহংসপরিব্রাজক,

৫৪ পরিব্রাজ ৫৫ পাশুপত, ৫৬ পৈঙ্গল, ৫৭ প্রাণাগ্নিহোত্র, ৫৮ বৃহজ্জাবাল, ৫৯ ব্রহ্ম, ৬০ ভস্মজাবাল, ৬১ ভাবনা, ৬২ ভিক্ষু, ৬৩ মণ্ডল, ৬৪ মন্ত্রিক, ৬৫ মহৎ, ৬৬ মহানারায়ণ, ৬৭ মহাবাক্য, ৬৮ মুক্তিকা, ৬৯ মুদ্গল ৭০ মৈত্রেয়ী, ৭১ যাজ্ঞবল্ক্য, ৭২ যোগকুণ্ডলী, ৭৩ যোগতত্ত্ব, ৭৪ যোগশিক্ষা, ৭৫ রহস্য, ৭৬ রামতাপনী, ৭৭ রামরহস্য, ৭৮ রুদ্রাক্ষ, ৭৯ বজ্রসূচি, ৮০ বরাহ, ৮১ বাসুদেব, ৮২ বিদ্যা, ৮৩ শরভ, ৮৪ শাট্যায়নী, ৮৫ শাণ্ডিল্য, ৮৬ শারীর, ৮৭ সন্ন্যাস, ৮৮ সরস্বতীরহস্য, ৮৯ সর্ব্বসার, ৯০ সাবিত্রী, ৯১ সীতা, ৯২ সুবাল, ৯৩ শুক ৯৪ সৌভাগ্য, ৯৫ স্কন্দ, ৯৬ হয়গ্রীব ও ৯৭ হংস।

এ ছাড়া আরও বহু আথর্ব্বণ উপনিষদের নাম শুনা যায়, সকল একত্র করিলে দুই শতাধিক হইতে পারে। সেগুলি আধুনিক। বাহুল্য ভয়ে নাম লিখিত হইল না।

বৈদিক আর্য্যবাস।

আর্য্যাবর্ত্তই আর্য্যদিগের আদি আবাসভূমি। এখানে একমাত্র আর্য্যজাতিই প্রধান ছিলেন এবং তাঁহারা পুনঃ পুনঃ এই স্থানে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই ইহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত। মনু ২।২২ টীকায় কুল্লুক লিখিয়াছেন—"আর্য্যা অত্রাবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনরুদ্ভবন্তীত্যার্য্যাবর্ত্তঃ।" "আর্য্যঃ ঈশ্বরপুত্রঃ" (যাস্ক ৬।২।৩) বেদের শাখাবিভাগপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে আদি ঋষিগণই ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত। তাঁহাদের পুত্রগণই যাস্কমতে আর্য্য। যে স্থানে সেই আর্য্যগণ জন্মগ্রহণ ও বাস করিতেন, সেই স্থানই আর্য্যাবর্ত্ত।

এই আর্য্যাবাস কোথায়? আমরা ঋক্‌সংহিতা হইতে জানিতে পারি যে, হিমবৎপৃষ্ঠের দক্ষিণভাগে অবস্থিত সুবাস্তু জনপদ প্রকৃত আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। যাস্ক লিখিয়াছেন, "সুবাস্তুর্নদী তুগ্ব তীর্থং ভবতি তূর্ণ মেতদায়াতি।" (৪।২।৭)

প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনিও "সুবাস্ত্বাদিভ্যোঽণ্" (৪।২।৭৭) সূত্রে সুবাস্তুজনপদের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পাণিনির সময়ে এই জনপদ যে আর্য্যগণের বাসভূমি বলিয়া প্রখ্যাত ছিল, উক্ত সূত্রই তাহার প্রমাণ। আর্য্যাবর্ত্ত শব্দে দেখাইয়াছি বর্ত্তমান স্বাৎ বা সুবাৎ নদীই বৈদিক সুবাস্তু।

[আর্য্যাবর্ত্ত শব্দে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন মানচিত্র দ্রষ্টব্য।]

ঋক্‌সংহিতার ৫।৫৩।৯ মন্ত্রে লিখিত আছে যে, রসা, অনিতভা, কুভা, সিন্ধু ও জলময়ী সরযু যেন জলপ্লাবনাদি দ্বারা বিহরণের বাধা না জন্মায়। উক্ত মন্ত্রোক্ত নদী সকলের সংস্থান নির্ণয় করিয়া আমরা পূর্ব্বতন আর্য্যাবর্ত্তের একটী সীমা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই। উদ্ভিহার প্রদেশের সুবাস্তু নদীতীরস্থ সুবাস্তু-জনপদ হইতে বহু উত্তরে অবস্থিত রসা নদীই এই আর্য্যাবাসের উত্তর সীমা। বর্ত্তমান সময়ে কাবুল নদী নামে খ্যাত হীনপ্রভবা কুভাই পশ্চিমসীমা। তক্ষশিলা প্রদেশীয় সরযুনদীই ইহার পূর্ব্বসীমা এবং কুভার দক্ষিণে কুভু-সিন্ধু-সঙ্গমই ইহার দক্ষিণসীমা।

এই সুবাস্তুপ্রদেশের পশ্চিমদিকে অবস্থিত নিষধ পর্ব্বতেও আর্য্যগণ বাস করিতেন। ঋক্ ১।১০৪।১ মন্ত্রের "যোনিষ্ট ইন্দ্র নিষদে অকারি" হইতে নিষদে আর্য্যাধিকার উপলব্ধি হয়। শতপথব্রাহ্মণের ৩।৭।২।১-২ মন্ত্রে "নড়ো নৈষিধঃ" পদের উল্লেখ আছে। আবার ১।১০৪।৪ ঋঙ্‌মন্ত্রে অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী নাম্নী নদীত্রয়ের প্লাবন হইতে রাজার নাভি (অর্থাৎ প্রধানাবাস বা রাজধানী) রক্ষা করিবার কথা আছে। ঐ সকল নদী কোথায় প্রবাহিত ছিল? অঞ্জসী সুবাস্তু হইতে ঈশানকোণে দক্ষিণাভিমুখে বহমানা, কুলিশী সুবাস্তু হইতে বায়ুকোণে দক্ষিণাভিমুখে বহমানা এবং বীরপত্নী অগ্নিকোণ হইতে দক্ষিণাভিমুখে বহমানা।

এইরূপে ক্রমে সুবাস্তু হইতে পূর্ব্বদিকে বহুদূরে অবস্থিত শ্রীকণ্ঠশৈলসমুদ্ভূত জহ্নুমুনির আশ্রমতলবাহিনী জহ্নাবী নদীতট পর্য্যন্ত আর্য্যাবাস বিস্তৃত হইয়াছিল। ঋক্‌সংহিতায় "পুরাণমোকঃ সখ্যং শিবং বাং যুবোর্নরা দ্রবিণং জহ্নাব্যাম্।" (৩।৫৮।৬) মন্ত্রোক্ত জহ্নাবীপ্রদেশ জহ্নাবীতীরে অবস্থিত ছিল। ইহা পরুষ্ণীর পূর্ব্বে, সিন্ধুর পশ্চিমে ও বর্দ্ধুর (বুনার) উত্তরে এবং সুবাস্তু জনপদের সন্নিকটে ছিল। [আর্য্য ও আর্য্যাবর্ত্ত দেখ]

অতঃপর এখান হইতে আর্য্যাবাস ক্রমশঃ সারস্বত-প্রদেশে বিস্তীর্ণ হয়। এই শস্যবহুল উৎকৃষ্ট প্রদেশ যজ্ঞভূমির জন্য প্রশংসনীয় ছিল। আর্য্যঋষিগণ এখানে বহুতর যাগ যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন। বহু স্থানে ঐ স্থানের যাগবিষয়ক পরিপুষ্টির উল্লেখ আছে। ঋক্ ৩।২৩।৪ মন্ত্রে "দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি" বচনে দৃষদ্বতীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতী তীর পর্য্যন্ত ত্রিনদীতীরভূমি সারস্বতক্ষেত্র নামে বিদিত ছিল। এই স্থানের অপর নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। আমরা মনুসংহিতায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।

তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৭)

ইহার পরেই মনু বলিয়াছেন, ব্রহ্মাবর্ত্তের পর কুরুক্ষেত্রাদি আর্য্যজনপদ মহাপুণ্য দেশ ;—

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।

এষো ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥" (মনু ২।১৯)

এক্ষণে সাধারণের জ্ঞাতব্য হইবে যে, আর্য্যাবাস কিরূপে ধীরে ধীরে উত্তরভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মর্ষিদেশ নামে বিদিত হইয়াছিল। আমরা আশ্বলায়নশাখায় ১।৩।১০-১২, ২।৩০।৮, ২।৩১।১৬-১৮, ৩।৬১, ৭।৮৪।১,২,৪-৬; ৭।৯৬।১-৩, ১০।১৭।৭-৯ ঋক্ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, যথার্থই ঐ স্থান ব্রহ্মর্ষিগণের নিবাসকেন্দ্র ছিল। যজ্ঞীয় যুগে ঐ স্থান সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত থাকিত। এই সারস্বতপ্রদেশে প্রথমেই আর্য্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঋক্ ৮।২১।১৮ মন্ত্রে সারস্বতপ্রদেশের রাজা চিত্রের যজ্ঞ ও ধনধান্যাদি মহত্ত্বের পরিচয় বর্ণিত আছে। যাস্ক লিখিয়াছেন, "বিশ্বামিত্রঋষিঃ সুদাসঃ পৈজবনস্য পুরোহিতো বভূব। স বিত্তং গৃহীত্বা বিপাট্‌ছুতুদ্র্যোঃ সম্ভেদ মায়যাবভূবমুরিতরে।" (২।৭।২) সুদাস রাজার যজ্ঞের কথা বিশ্ববিখ্যাত। [বিশ্বামিত্র ও সুদাস দেখ।]

এই আর্য্যাবাস নদীবহুল ছিল। সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে যে কয়টী নদী বৈদিক যুগে প্রবাহিত ছিল, তাহা নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্‌বৃধে বিতস্তয়ার্জ্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া॥"

(ঋক্ ১০।৭৫।৫)

এই গঙ্গানদীর পরিচয় কাহাকেও দিতে হইবে না। তাহারই পশ্চিমে যমুনা, তৎপশ্চিমে সরস্বতী, তাহারই পশ্চিমে শুতুদ্রি বা শতদ্রু (Sutlej)। তাহার পশ্চিমে পরুষ্ণী নদী। যাস্কের সময়ে উহা ইরাবতী নামে প্রখ্যাত ছিল। (নিরুক্ত ৯।২৬), পরে ঐরাবতী নামে বিদিত হয়। তাহারই পশ্চিমে অসিক্নী, এক্ষণে চন্দ্রভাগা নামে বিখ্যাত। অসিক্নীর পশ্চিমে বিতস্তা নদী অবস্থিত। উক্ত ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নামক নদীত্রয় সম্মিলিত হইয়া পঞ্জাবের কণ্ঠপুরের পশ্চিম-দক্ষিণে যে মহানদীর আকারে প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহারই প্রাচীন নাম মরুদ্‌বৃধা। উক্ত কণ্ঠপুরের পূর্ব্বে প্রবাহিতা শতদ্রুনদীর কলেবরপুষ্টিকারিণী পশ্চিম শাখার নাম আর্জ্জীকীয়া। যাস্কের সময় ইহা বিপাট্‌ এবং তৎপূর্ব্বে উরুঞ্জিরা নামে খ্যাত ছিল। (নিরুক্ত ৯।২৬)। বর্ত্তমান কালে বিপাশা বলিয়া পরিজ্ঞাত। তক্ষশিলাপ্রদেশের নিম্নদেশে প্রবাহিতা সুষোমা নদী সিন্ধু সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। এই সপ্ত নদীময় ভূভাগ সপ্তনদ বা সপ্তসিন্ধু নামে পরিচিত। গঙ্গা ও যমুনাপ্রবাহিত প্রদেশ ছাড়িয়া দিলে উক্ত ভূভাগ পঞ্চনদ প্রদেশ বা সারস্বত প্রদেশ বলিয়া সংক্ষেপে ধরা যায়।

সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরে যেমন সাতটী নদী প্রবাহিত, ঐরূপ তাহার পশ্চিমেও সাতটী নদী আর্য্যাবাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। ঐ নদীগুলি এখন আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগে পড়িয়াছে, কিন্তু বৈদিকযুগে তাহা আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঋক্‌-সংহিতায় ১০।৭৫।৬ মন্ত্রে দেখা যায় যে, তৃষ্টামা, সুসর্ত্তু, রসা, শ্বেতী, কুভা, গোমতী ও মেহত্নু সংযুক্ত ক্রুমু এই সাতটী নদী পূর্ব্ব-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া পরে পূর্ব্বদক্ষিণে সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে সঙ্গত হইয়াছে। ঐ নদীগুলি মধ্য-হিমালয় হইতে উৎপন্ন। বর্ত্তমান চিত্রল-প্রদেশের পূর্ব্বদিকে পঞ্জকোর প্রদেশে যে স্বাবর নদী প্রবাহিত রহিয়াছে তাহারই নাম তৃষ্টামা, সুসর্ত্তুর অপর নাম সুবাস্ত। রসার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দেরা ইস্মাইল খাঁ প্রদেশের তলবাহিনী অর্জ্জুনী নদীই শ্বেতী নামে খ্যাত ছিল। কুভাই কাবুল নদী, ক্রুমু নদী বর্ণু প্রদেশ-বাহিনী বর্ত্তমান কুরম্‌ এবং গোমতী বর্ত্তমান সময়ে গোমল নামে প্রসিদ্ধ। এই সাতটী নদী সাক্ষাৎপরম্পরায় সিন্ধুসঙ্গত।

অতএব এতদ্বারা স্থির হয় যে, চিত্রলপ্রদেশের পূর্ব্বে এবং বেলুচিস্থানের উত্তরে পশ্চিমোত্তরভাগে যে পুরাতন আর্য্যবাসাংশ, তাহাই পশ্চিম সপ্তনদ প্রদেশ। এই পশ্চিম সপ্তনদের অন্তর্গত আফগানপঞ্জকোর প্রদেশ। সুতরাং প্রাচীন গান্ধার রাজ্যও আর্য্যাবাসের অন্তর্ভুক্ত। ঋক্ ১।১২৬।৭, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭।৩৪।৮, পাণিনির "সাল্বেয় গান্ধারিভ্যাঞ্চ।" (৪।১।১৬৯) এবং "মদ্রেভ্যোঽঞ্।" (৪।২।১০৮) সূত্রে গান্ধার ও মদ্রদেশের পরিচয় আছে। ঐ দুই জনপদের সহিত যে আর্য্য সংস্রব ছিল, তাহা মহাভারত পাঠেই আমরা সম্যক্ অবগত হই। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী দেবী দুর্য্যোধনাদির মাতা এবং পাণ্ডুরাজপত্নী মাদ্রী দেবী নকুল ও সহদেবের মাতা ছিলেন। পাণিনি পৌর্ব্বমদ্রপদ সিদ্ধ করিবার জন্য ৪।২।১০৮) সূত্র সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই অনুমান হয় যে, পারস্যের উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী বর্ত্তমান মিদিয়া নামক সাম্রাজ্যের উত্তরাংশ মদ্ররাজ্য বলিয়া সেই সময়ে পরিগণিত ছিল।

এই পূর্ব্বাপর সপ্তনদ প্রদেশের মধ্যস্থলে মধ্যহিমালয়প্রদেশ সমুদ্ভূত সিন্ধু নদই প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তকে দ্বিখণ্ড করিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। উহারই উত্তরে অতিদূরে ও পশ্চিমভাগে আরও সাতটী নদীর উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় ১০।৭৫।৭ ৮মন্ত্রে দেখিতে পাই।

"ঋজীত্যেনী রুশতী মহিত্বা পরি জ্রয়াংসি ভরতে রজাংসি।
অদব্ধা সিন্ধুরপসামপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা॥
স্বশ্বা সিন্ধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্ময়ী সুকৃতা বাজিনীবতী।
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধম্॥"

(ঋক্ ১০।৭৫।৭ ৮

ঐ নদী সকলের মধ্যে ঊর্ণাবতী কৈলাসনিম্ন উর্ণা প্রদেশ প্রবাহিত। হিরণ্ময়ী, বাজিনীবতী ও সীলমাবতী নাম্নী নদীত্রয়

উত্তরদেশে প্রবাহিত। এনা নদী অত্যাপি নিম্নবেলুচীস্থানে রহিয়াছে। চিত্রা চিত্রল প্রদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া কুভায় মিলিত হইয়াছে। অসিক্নী উহারই সমীপদেশে প্রবাহিত ছিল।

এই ত্রিসপ্ত নদীর উল্লেখ আমরা ঋক্ ১০।৭৫ মন্ত্রে পাই। এবং ঐ সকলের মধ্যে সিন্ধুই প্রধান এবং তাহাদের দ্বারা পুষ্ট-কলেবর। (ঋক্ ১০।৭৫।৪) এই জন্য উক্ত একবিংশতি সংখ্যক নদী সিন্ধুশিশু, তাহাদের যেন স্তবন আছে, এই ভাবিয়া ঋক্ ১০।৬৪ ৮-৯ মন্ত্রে "ত্রিঃ সপ্ত সস্রা নদ্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে স্তুতি করা হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা গেল যে, ত্রিসপ্ত নদীপরিবৃত্ত সিন্ধু মধ্য প্রদেশই প্রাচীন কালের আর্য্যভূমি। এই আর্য্যাবাসের কোথায় কি পাওয়া যাইত এবং কোন্ কোন্ বিশেষ বিষয়ের সাধন জন্য কোন্ কোন্ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা ঐতরেয়ব্রাহ্মণের "যস্তেজো ব্রহ্মবর্চ্চসমিচ্ছেৎ * * প্রাঙ্ স ইয়াৎ। যোহন্নাদ্যমিচ্ছেৎ * দক্ষিণা স ইয়াৎ। যঃ সোমপীথমিচ্ছেৎ * * উদঙ্ স ইয়াৎ।" (১।২।২)

ঋক্‌সংহিতার বর্ণনানুসারে সিন্ধুকেই প্রাচীন আর্য্যভূমির মধ্যকেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, সিন্ধুর পূর্ব্বদিকেই সরস্বত্যাদি তীরভূমি। ঐ স্থানই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মচর্চ্চ তেজো লাভের উপযুক্ত। শতদ্রু ও সিন্ধুসঙ্গমের দক্ষিণে হিম-প্রাচুর্য্য না থাকায় ও প্রবল তাপ হেতু তথায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, এই জন্য অন্ন ইচ্ছাকারী দক্ষিণেই গমন করিবে। সিন্ধুর পশ্চিম অরণ্যবহুল, এই জন্য এখানে পশুলাভের অধিক সম্ভাবনা এবং শতদ্রু সিন্ধুসঙ্গমের উত্তরদিকে শীতের আধিক্য থাকায় সোম-বল্লীর বৃদ্ধি ও বাহুল্য সূচিত হইতেছে।

উপরে দ্বিতীয় নদী সপ্তকের অন্তর্গত যে রসা নদীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আর্য্যাবাসের উত্তরসীমা। ঋক্‌সংহিতার ১০।১০৮ সূক্তের একাদশটী মন্ত্রে সরমা ও পণিগণের কথোপকথনপ্রসঙ্গে অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক আর্য্যগণের গোহরণ বৃত্তান্ত সূচিত হইয়াছে। পণিগণ বণিক্‌জাতি। তাহারা আর্য্য-সহবাসেই থাকিতেন। এই জন্য তাহারাও আর্য্য বলিয়া গণ্য। অসুর বা বলশালী আর্য্যেতর-গণ আর্য্যদিগের গোহরণ করিয়া লইলে কুক্কুরের সন্ধানে তাহাদের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্য্যাবাসে আসিতে তাহাদের রসানদী অতিক্রম করিতে হয়। (ঋক্ ১০।১০৮।১) ঋক্‌সংহিতার ৮।৪১।২ মন্ত্রে এবং ১০।১২১।৪ মন্ত্রে দুইটী বিভিন্ন রসা নদীর উল্লেখ আছে। নিরুক্তমতে রসা নদী শব্দকারিণী। উহা পর্ব্বতবক্ষ ভেদ করিয়া কলকলনাদে প্রবাহিত, অথবা পর্ব্বত-গাত্র হইতে প্রপাতাকারে নিপতিত। ১০।৭৫।৬ মন্ত্রে রসা সিন্ধু সঙ্গত বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ১০।১২১।৪ মন্ত্রে অপর রসা সমুদ্র-সঙ্গত দেখা যায়। উহা আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে ও বর্ত্তমান খোরাশান রাজ্যের অন্তর্গত এবং অবস্তা গ্রন্থে উহা রংহা নামে বর্ণিত।

ঋক্‌সংহিতার ৮।৯৬।১৩-১৫ মন্ত্রে অংশুমতী নদীতীরে আর্য্য-প্রভাব বিস্তারের কথা আছে। উক্ত অংশুমতী নদী যমুনা সঙ্গতা ও দৃষদ্বতীর পূর্ব্বে অবস্থিত। ১০।৫৩।৮ মন্ত্রে অশ্মন্বতী নদীতীর পরিত্যাগ করিয়া ও নদী পার হইয়া আর্য্যগণের দূরান্তরে গমনের উল্লেখ দেখা যায়। এই অশ্মন্বতী শতদ্রুর বহুপূর্ব্বে এবং দৃষদ্বতীর পশ্চিমে বিনশনপ্রদেশে প্রবাহিত ছিল। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্বতন আর্য্যগণ মধ্যএসিয়া হইতে আইসেন নাই, আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী বিস্তৃত স্থানেই বসবাস করিতেন, এইরূপ বুঝা যায়।

১।১০৪।১-৩ মন্ত্রে শিফানদী নিষধদেশে প্রবাহিত ছিল, তাহা নিষধ শব্দের সাহচর্য্যেই অনুমান হয়। ঋক্ ৬।২৭।৬ মন্ত্রে "হরিয়ূপীয়া" "যব্যাবতী" নদীতীরে সমবেত ত্রিংশৎশত বর্ম্মধারী বৃচীবৎ পুত্র এককালে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে নদীতীরে এই মহা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই নদী কোথায়? সম্ভবতঃ আফগানরাজ্যেই উহার স্থিতি। তথাকার হাজারা প্রদেশে সম্প্রতি যে হরিরুদ নদী আছে, তাহাকেই বৈদিককালের হরিয়ূপীয়া বলিয়া মনে হয়। ঋক্ ১০।২৭।১৭ মন্ত্রে যে অক্ষ নদীর উল্লেখ দেখা যায়, তাহাই আফগানস্থানের উত্তরে প্রবাহিত অক্সাস্ নদী। শ্বেতপর্ব্বতপার্শ্ববিনির্গত শ্বেতী নদী অর্জ্জুনী নামে প্রসিদ্ধ ছিল (শতপথ ১৫।৬।৮।৯)। এই শ্বেতপর্ব্বত হইতে শ্বেতযাবরী নামে আর একটী নদীর বর্ণনা দেখা যায় (ঋক্ ৮।২৬।১৮।১)। এই শ্বেতযাবরী এবং ঋক্ ১০।৭৫।৬ মন্ত্রে বর্ণিত শ্বেতী কি এক?

ঋক্‌সংহিতার ৪।৩০।১৮, ৫।৫৩।৯, ও ১০।৬৪।৯ মন্ত্রে যে সরযুর উল্লেখ আছে, তাহা সিন্ধুসঙ্গত ও তক্ষশিলা প্রদেশ-বাহিনী। শুক্ল যাজসনেয়সংহিতায় (২৩।১৮) "কাম্পিল্য-বাসিনী" উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, উত্তর পাঞ্চালের অন্তর্গত কাম্পিল্য নগরীতট বিধৌত করিয়া ২য় সরযূ গমন করিয়াছে। বৃহদারণ্যকোক্ত কপি প্রদেশ (৩।৩।১, ৭।১।৬, ৭।৫।১) উহার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। সাকাশ্য (বর্ত্তমান সাংকশ) নগরী উহার নৈঋতে অবস্থিত। আর্য্যপরিব্রাজকগণের বর্ণিত বক্ষু, বঙ্ক্ষু, সীতা, গৌরী প্রভৃতি নদীও আর্য্যনিকেতন ভূমে প্রবা-হিত ছিল। হিমালয়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ড হইতে দক্ষিণাভি-মুখে প্রবাহিত নদী সকল এবং বিন্দুসর, মানসসর ও রাবণ-হ্রদাদি আর্য্যগণের পরিজ্ঞাত ছিল। ঋক্‌সংহিতার ১।৮৪।১৪ মন্ত্রে যে শর্য্যণাবৎ সরোবরের উল্লেখ আছে, শাট্যায়নের বচ-

সোত্তারে সায়ণ বলিয়াছেন যে, "শর্য্যণাবত্ বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ স্যন্দতে।"

আবার ঋক্ ১০।৩৪।১ মন্ত্রে "প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ" ও "সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো" পদে ইরিণ ও মুজবান্ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, তৎকালে আর্য্যগণ কৈলাসনিকটস্থ মুজবান্ পর্ব্বতে ও বর্ত্তমান ইরান্ নামক জনপদে বসবাস বিস্তার করিয়াছিলেন।

অথর্ব্বসংহিতার পঞ্চম কাণ্ডের চতুর্দ্দশ অর্চ্চা দ্বাবিংশতি সূক্তের ৩য় মন্ত্রে পঞ্চব জনপদ, ৪র্থ মন্ত্রে মহাবৃষ প্রদেশ, ৫ম, ও ৭ম মন্ত্রে মুজবৎ প্রদেশান্তর্গত বহ্লিকদেশ, অষ্টমে মহাবৃষ ও মুজবান্, নবমে পুনরায় বাহ্লিক, সর্ব্বশেষে ১৪শ মন্ত্রে অঙ্গমগধ মুজবদ্‌গান্ধার প্রভৃতি দেশের উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় যে, তৎকালে তত্তদ্‌প্রদেশে আর্য্যাবাস প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উক্ত পঞ্চব দেশের পৌরাণিক নাম পুরুষপুর ও বর্ত্তমান নাম পেশাবর এবং গান্ধার কান্দাহার। শতপথ ব্রাহ্মণে (১২।৩।৩।৩) "বহ্লীকঃ প্রাতিপীয় ওস্রাব" বচনে প্রমাণিত হয় যে পূর্ব্বকালে এখানেও আর্য্যজনের বসতি হইয়াছিল। এই বহ্লিকদেশ শ্বেতপর্ব্বতের পশ্চিমে অবস্থিত।

অঙ্গ ও মগধরাজ্য পূর্ব্বতনকালে আর্য্যজনের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল। তৎকালে ঐ স্থানদ্বয়ে অনার্য্যগণের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। যথা—

"কিং কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো
নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্ম্মম্।" (ঋক্ ৩।৫৩।১৪)

কীকটের অপর নাম মগধ, নিরুক্তকার বলেন (৬।৩।৪) উহা অনার্য্য নিবাস। কিন্তু বলিতে কি, মহাভারতীয় যুগে মহারাজ দুর্য্যোধনের সময়েই মগধ ও অঙ্গরাজ্য আর্য্যাবাসরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত মুজবান্ নামক নগরাজ পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমারূপে হিমালয়পৃষ্ঠমধ্যে অবস্থিত ছিল। এখানে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতিরই বাস ছিল। বাজসনেয়-সংহিতার ৩।৬১ মন্ত্রে এবং শতপথব্রাহ্মণের ২।৬।২।১৭ মন্ত্রে উক্ত যজুর্ব্বেদোক্ত বাক্যের বিবৃতিতে রুদ্র নামক মৃত্যু-দেবতাকে মুজবানের পরপারে গমনের প্রার্থনা করা হইতেছে। এতদ্বারা বিবেচিত হয় যে তৎকালে আর্য্যগণ মুজবান পর্ব্বতের পরপারকে আর্য্যাবর্ত্তের বাহির মনে করিতেন। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, পারস্যরাজ্যের পশ্চিমোত্তরস্থ এসিয়া-মাইনর রাজ্যের পূর্ব্বে এবং অঙ্গমগধ প্রদেশের পশ্চিমে, সিন্ধুসাগর সঙ্গমের উত্তরে এবং মুজবান্ পর্ব্বতের দক্ষিণে বেদসংহিতাকালীন আর্য্যাবর্ত্ত পরিব্যাপ্ত ছিল।

এইরূপে সেই সংহিতা কাল হইতেই ধীরে ধীরে আর্য্য নিবাস দেশ হইতে দেশান্তরে বিস্তৃত হইতে থাকে। ঋক্সংহিতার ৭।১৮ সূক্তে ইন্দ্র সম্রাট্ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং সুদাস রাজার যজ্ঞের কথা, তৎসুগণ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিম্নগামী জলের ন্যায় ধাবন এবং বাধা প্রাপ্ত হইয়া সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদানের কথা আছে। ৭।১৮।১৭ মন্ত্রে ইন্দ্র দরিদ্র সুদাসের সহায় হইয়া এক কার্য্য করাইয়াছিলেন। তিনি সূচী দ্বারা যূপাদির কোণ কাটিয়া ফেলিয়াছেন এবং সুদাস রাজাকে সমস্ত ধন দান করিয়াছিলেন। ৭।১৮।১৯ মন্ত্রে কীর্ত্তিত আছে, "যমুনা" "তৃৎসবঃ" "অজাসঃ" "শিগ্রবঃ" "যক্ষবঃ" প্রভৃতি যামুনপ্রদেশাদি নিবাসী সামন্তরাজগণ অশ্বপৃষ্ঠে বা লোকের মাথায় বাহিয়া বহুতর উপঢৌকন ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উপহার দিয়াছিলেন। এখানে ইন্দ্রকে সম্রাট্ গণ্য করা যাইতে পারে এবং অজ, শিগ্রু যক্ষু ও যামুন জনপদাদির সামন্তরাজগণ তাঁহারই অধীনতা স্বীকার করিয়া তদীয় যজ্ঞে বলি পাঠাইয়াছিল।

উপরিকথিত যামুনাদি জনপদ পূর্ব্বতন বা অধুনাতন আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগে ছিল। এই যমুনা গঙ্গানদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ কি অন্য? তাহাই এখন বিচার্য্য! অজাবী প্রদেশ বর্ত্তমান পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে যেমন বহুদূরে অবস্থিত ছিল, সেইরূপ এই যামুন প্রদেশও সংহিতাকালে উত্তর সীমান্তে বর্ত্তমান ছিল, ইহাই সংস্থানলক্ষণায় প্রকাশ পায়। শিগ্রু জনপদ চন্দ্রভাগা প্রবাহিতদেশের উর্দ্ধদেশস্থ একটী ক্ষুদ্ররাজ্য।

ঐতরেয় কালে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যুগে এই আর্য্যাবর্ত্তের তৎকালীন কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থের অভিষেক প্রকরণে বর্ণিত আছে, "প্রাচ্যাং দিশি যে কে চ প্রাচ্যানাং রাজানঃ * * দক্ষিণস্যাং দিশি যে কে চ সত্বতাং রাজানঃ * * প্রতীচ্যাং দিশি যে কে চ নীচ্যানাং রাজানো যে হপাচ্যানাং * * উদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তরমদ্রাঃ * * ধ্রুবায়াং মধ্যমায়াং প্রতিষ্ঠায়াং দিশি যে কে চ কুরুপঞ্চালানাং রাজানঃ সবশোশীনরাণাং রাজ্যায়ৈব তেঽভিষিচ্যন্তে।" (ঐতরেয়ব্রা० ৮।৩।২)

এস্থলে "প্রাচ্যানাং রাজানঃ" এই সামান্যোক্তি দ্বারা অনুমান হয় যে তৎকালে পূর্ব্বদেশে বহু ক্ষুদ্র রাজগণের মধ্যে একটী প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিও ছিল। ঋক্‌মন্ত্রেও (৩। ।৬) "প্রাচ্যো প্রামতা বহুলাবিষ্টাঃ" উক্তি দ্বারাও উহা সমর্থিত হইতেছে, সংহিতাকালে পূর্ব্বদেশীয় যে সকল পার্ব্বত্য জনপদ বিদ্যমান ছিল, তাহাই অধুনা প্রসিদ্ধ নেপালাদি কিরাত নগরী, পাণিনির (১।১।৭৫) সূত্র হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, প্রাচ্যভূমে কান্যকুব্জ, অহিচ্ছত্রাদি প্রসিদ্ধ পুরী বিদ্যমান ছিল।

যাত্রা ভিন্ন গমন নিষিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান মেদিনীপুর হইতে আরম্ভ করিয়া তৈলঙ্গ দেশের পর্য্যন্ত ত্রিকলিঙ্গ অর্থাৎ উৎকলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও কলিঙ্গ।

অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ অমরকোষপ্রণেতা অমরসিংহের সময়েও আর্য্যাবর্ত্ত প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যপ্রস্থ ম্লেচ্ছ ভেদে বিভক্ত ছিল।

"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমালয়োঃ।"(অমরকোষ ২।১।৮)

অমরসিংহের সময়ে শরাবতী নদী প্রাচ্য ও উদীচ্য-সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বদক্ষিণদেশ প্রাচ্য, পশ্চিমোত্তর উদীচ্য, প্রত্যন্ত ম্লেচ্ছদেশ এবং মধ্যদেশ মধ্যাংশেই অবস্থিত। (২।১।৬-৭)

এই শরাবতীর পর যে অনার্য্যাবাস তাহা কাশিকাবৃত্তির উদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়।

"প্রাগুদঞ্চৌ বিভজতে হংসঃ ক্ষীরোদকে যথা।
বিদুষাং শব্দসিদ্ধ্যর্থং সা নঃ পাতু শরাবতী॥" (১।১।৭৫ বৃত্তি)

উপরে সংহিতাদি হইতে প্রাচীন আর্য্য-বাস এবং ক্রমে পূর্ব্বদক্ষিণে তাহার বিস্তৃতি আলোচনা করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের একটী মানচিত্র প্রকাশিত হইল।

উহা দৃষ্টেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, আর্য্যগণ বাণিজ্যচ্ছলে অনার্য্যাদি নিবাসে পদার্পণ করিয়া অস্ত্র বিনিময়ে সেই স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। যখন পশ্চিম গান্ধার হইতে পারস্যসীমা পর্য্যন্ত আর্য্যাবাস যবনপ্রভাবান্বিত হইয়া পড়িল, তখন তাহারা জাহ্নবী, যামুন ও সারস্বত প্রভৃতি নদী প্রবাহিত প্রদেশে আপনাদের লীলাক্ষেত্র দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর, দক্ষিণে তাঁহারা বিন্ধ্যপাদমূলস্থ নর্ম্মদাতট পর্য্যন্ত সমাগত হন। ঋক্‌সংহিতার ১।৩০।৯ মন্ত্রে "অনুপ্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবি প্রতিং নরম্।" বাক্যে পুরাতন আবাসের উল্লেখ থাকায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, সারস্বত প্রদেশবাসী আর্য্যগণের আদিপুরুষগণের বাস মধ্য এসিয়া খণ্ডে ছিল, পরে তাঁহারা ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু উপরি বর্ণিত প্রমাণে তাহা কখনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বেদ, একজন কবি। ইনি সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি ও সঙ্গীতমকরন্দনামক গ্রন্থদ্বয় রাজা মকরন্দ শ্রীসাহের জন্য রচনা করেন।

বেদ, নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ।

বেদক (ত্রি) জ্ঞাপক।

বেদকট্টমড়ুগু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার উত্তরই তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে এবং ইহার চতুঃপার্শ্বে অনেক প্রাচীন নিদর্শন পতিত আছে।

বেদকবি-স্বামী, বিজাপরিণয়-নাটক-রচয়িতা।

বেদকর্ত্তৃ (পুং) ১ বেদরচয়িতা। ২ সূর্য্য। (ভারত বনপর্ব্ব) ৩ শিব। (পঙ্কর্ম ১।২১৫) ৪ বিষ্ণু। (পঙ্কর্ম ৪।৩৫৫)

বেদকার (পুং) বেদকর্ত্তা। (কুমুমা° ৩৭২)

বেদকারণকারণ (ক্লী) শ্রীকৃষ্ণ। (পঙ্কর্ম ১।১২।৭৫)

বেদকুম্ভ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

বেদকৌলেয়ক (পুং) শিবের নামান্তর। (শব্দার্থচি°)

বেদগঙ্গা, দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত একটী নদী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোল্হাপুর রাজ্যে উদ্ভূত হইয়া দুধ-গঙ্গার শাখারূপে ধীরে ধীরে বেলগাম্ জেলার উত্তরসীমা দিয়া (অক্ষা° ১৬° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪২´ পূঃ) কৃষ্ণানদী-গর্ভে মিলিত হইয়াছে।

বেদগর্ভ (পুং) বেদাগর্ভে অন্তরে যস্য। ১ ব্রহ্মা। (ভাগ° ২।৯।২৪) ২ ব্রাহ্মণ। (হেম) স্ত্রিয়াং টাপ্। বেদগর্ভা। ৩ সরস্বতী নদী। ৪ বেবানদী।

বেদগর্ভ, কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আদিশূর রাজসভায় সমাগত বিপ্রভেদ। সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থ মতে, ইহার পিতা সুধানিধি প্রথম গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন।

বেদগর্ভাপুরী, একটী প্রাচীন দেবক্ষেত্র। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত বেদগর্ভাপুরী মাহাত্ম্যে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত আছে।

বেদগাথ (পুং) ঋষিভেদ। (হরিবংশ)

বেদগুপ্ত (ত্রি) বেদা গুপ্তা যেন। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ পরাশরের পুত্র। (ভাগবত ৯।২২।২১)

বেদগুপ্তি (স্ত্রী) বেদানাং গুপ্তিঃ। ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক বেদরক্ষা।

বেদগুহ্য (ত্রি) বিষ্ণু।

বেদঘোষ (পুং) ব্রহ্মঘোষ। বেদধ্বনি।

বেদচক্ষুস্ (ক্লী) জ্ঞানচক্ষু। "ব্রাহ্মণা বেদচক্ষুষা পশ্যন্তি।"

বেদজননী (স্ত্রী) বেদস্য জননী মাতা। বেদমাতা সাবিত্রী।

বেদজ্ঞ (ত্রি) বেদং জানাতি জ্ঞা-ক। বেদবিদ্, যিনি বেদবিহিত কর্ম্ম জানেন। ২ ব্রহ্মজ্ঞ।

"তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ।" (মনু ১২।১০১)

'বেদজ্ঞঃ বেদং তদর্থং কর্ম্মব্রহ্মাত্মকং জানাতি স' (কুল্লূক)

বেদতত্ত্ব (ক্লী) বেদস্য তত্ত্বং। বেদের তত্ত্ব, বেদ-নিহিততত্ত্ব; বেদে যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে।

বেদতত্ত্বার্থ (পুং) বেদনিহিত বিষয়সমূহের তাৎপর্য্য-জ্ঞান। (মনু ৪।৯২)

বেদতা (ত্রি) জানিয়া তুষ্টিকারক।

"মেধকাং বেদতা বসো।" (ঋক্ ১০।৯০।১১)

"হে বেদতা ধনীয়েন প্রজ্ঞানেন তোষয়িতারম্।" (সায়ণ)

বেদতীর্থ, তীর্থভেদ। (সূতসংহিতা ৭।৪।১)

...) বেদের ভাব বা ধর্ম। (হরিবংশ)

...) মুনিবিশেষ। অথর্ব্ববেদবিদ্ মুনি সুমন্ত বেদদর্শকে ... উপদেশ দেন। (ভাগবত ১২।৭।১)

বেদদর্শন (ক্লী) ১ বেদমন্ত্রদৃষ্টি। ২ দেখিতে বেদমূর্ত্তির ন্যায়।

বেদদর্শিন্ (ত্রি) বেদং বেদার্থং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। বেদার্থদ্রষ্টা।

"তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ॥"
(মনু ১১।২৩৪)

বেদদান (ক্লী) বেদবিষয়ক উপদেশ দান।

বেদদীপ (পুং) শুক্লযজুর্ব্বেদের মহীধরকৃত ভাষ্য।

বেদদত্ত (পুং) বাসবদত্তাবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

বেদধর্ম্ম (পুং) বেদবিহিতঃ ধর্ম্মঃ। ১ বেদোক্ত বা বেদবিহিত ধর্ম্ম, বেদে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। ২ পৈলের পুত্রভেদ।

বেদধ্বনি (পুং) বেদস্য ধ্বনিঃ। বেদঘোষ, বেদপাঠ শব্দ।

বেদনা] (স্ত্রী স্ত্রী) বিদ-ণ্যুট্. পক্ষে (ঘট্টিবন্দিবিদিভ্য উপসংখ্যানং। পা ৩।৩।১০৭) ১ জ্ঞান, সুখদুঃখাদির অনুভব। ব্যথা। পর্য্যায় — অনুভব, সংবেদ, জ্ঞান, দুঃখ। (মেদিনী) ২ বিবাহ।

"শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে॥" (মনু ৩ অ)

৩ বৌদ্ধমতে স্কন্ধপঞ্চকের অন্তর্গত স্কন্ধভেদ। বেদনাস্কন্ধ।

বেদনাবৎ (ত্রি) বেদনা অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বত্বং। বেদনাযুক্ত।

বেদনিন্দক (পুং) বেদং নিন্দতীতি নিন্দ ণ্বুল্। বেদনিন্দাকারী, নাস্তিক।

"দুর্ব্বাগোহি তথা যস্তঃ পাষণ্ডী বেদনিন্দকঃ।" (যম ৩০)

২ বুদ্ধ। ৩ বৌদ্ধ।

বেদনিধি তীর্থ, আনন্দতীর্থ প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি প্রথমে প্রদ্যুম্নাচার্য্য নামে বিদিত ছিলেন। বিদ্যাধীশ তীর্থের পর ইনি আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হন।

বেদনির্ঘোষ (পুং) বেদস্য নির্ঘোষঃ। বেদঘোষ, বেদপাঠ ধ্বনি।

বেদনীয় (ত্রি) ১ জ্ঞাতব্য। "তত্র কেবলা প্রকৃতিঃ প্রধানপদেন বেদনীয়া মূলপ্রকৃতিঃ।" (সর্ব্বদর্শনসং ১৪৭।১৫)

২ বেদনাবোধক, বেদনাদায়ক।

বেদনুর, (বেদনোর), দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪ হাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ইহা হাইদারনগর বা নগর নামেও পরিচিত। এক সময়ে এই নগর ধনজনসমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হাইদার আলী নগর অধিকার ও লুণ্ঠন করেন। প্রবাদ, তিনি এই নগর হইতে ১২০ কোটী টাকার ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হাইদারের অধিকার কালে এখানে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথম হাইদারী-পাগোডা মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনানী জেনারল মাথিউস এই স্থান দখল করিয়া লন, কিন্তু অব্যবহিত পরেই টিপুসুলতানের পরিচালিত সেনাদল নগর আক্রমণপূর্ব্বক ধ্বংস করেন, তখন নগরবাসী সকলেই টিপুর হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তদবধি এই নগর ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়া আসিতেছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এখানকার জন সংখ্যা ১২৯৮ মাত্র ছিল।

বেদনুর, রাজপুতনার আরাবল্লী পর্ব্বতপাদমূলস্থ একটী সামন্তরাজ্য ও নগর। মেবার রাজ্যের সীমান্তর্গত। এখানকার এক জন প্রাচীন সর্দ্দারের নাম রাও সুরতান। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, রাও সুরতান সোলাঙ্কী বংশীয় রাজপুত এবং অনহলবাড়ের সুবিখ্যাত বলহরা রাজবংশের বংশধর। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে তিনি পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মধ্যভারতে আগমন করেন এবং টঙ্ক-থোড় প্রদেশ ও বুনা নদীর তীরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। অতঃপর আফগান সর্দ্দার লীল্লা তাঁহার নিকট হইতে থোড়রাজ্য কাড়িয়া লয়। তদবধি তিনি বেদনুর লইয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার কন্যা পৃথ্বীরাজপত্নী তারাবাই বিশেষ বীরত্বে চৌহান কুলগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, ভারতের ইতিহাসপটে তাহার পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

[পৃথ্বীরাজ ও তারাবাই দেখ।]

বেদপথ (পুং) বেদস্য পন্থা, যচ্ সমাসান্তঃ। বেদবিহিতমার্গ বেদনির্দ্দিষ্ট পথ।

বেদপাঠ (পুং) বেদস্য পাঠঃ। বেদাধ্যয়ন।

বেদপারগ (পুং) বেদস্য পারং গচ্ছতীতি গম ড। ১ বেদাধ্যেতা ব্রহ্মজ্ঞানী। ২ বৈদিক কর্ম্মে পারদর্শী।

"চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে।
তেঽপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥"
(শ্রাদ্ধতত্ত্ব পিতৃগাথা)

বেদপুণ্য (ক্লী) বেদপাঠেন জাতং পুণ্যং। বেদাধ্যয়নজাত-পুণ্য, বেদপাঠ করিলে যে পুণ্য হয়।

"সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে।" (মনু ২।৭৮)

বেদপুর [স্ত্রী] দাক্ষিণাত্যের একটী প্রধান নগর।
(দিগ্বিজয়প্রকাশ)

বেদপুরুষ (পুং) ১ বেদরূপ পুরুষ। ২ মূর্ত্তিমান্ বেদ।

"তত্তদঙ্গাধ্যয়নাভাবে বেদপুরুষস্য তত্তদঙ্গবৈকল্যং ভবতি।"
(সূর্য্যধ্বজকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা)

বেদপ্রদান (ক্লী) বেদস্য প্রদানং। বেদদান। উপনয়নের পর আচার্য্য বেদদান করিয়া থাকেন, এইজন্য তিনি পিতাস্বরূপ।

ইনিই জন্মান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, রাজা কুশধ্বজ লক্ষ্মীকে কন্যারূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। এই তপোবলে কুশধ্বজ-পত্নী মালাবতী কালক্রমে লক্ষ্মীর অংশরূপিণী এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। এই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সূতিকাগৃহে বেদধ্বনি করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম বেদবতী হয়। বালিকা [illegible] স্নান করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমনপূর্ব্বক পুষ্কর তীর্থে এক মন্বন্তর কাল কঠোর তপস্যা করেন। এই তপস্যায় তাহার কিছুই ক্লেশ হয় নাই। বরং নবযৌবনসম্পন্না হইয়া তাহার শরীর পুষ্ট হইয়াছিল। তখন বেদবতী সহসা দৈববাণী শুনিতে পাইলেন যে, তুমি জন্মান্তরে হরিকে পতি পাইবে। এই দৈববাণী শুনিয়া বেদবতী গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া পুনরায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই অবস্থায় লঙ্কেশ্বর রাবণ একদিন অকস্মাৎ তাঁহার সমীপে উপনীত হইলে বেদবতী তাহাকে অতিথিজ্ঞানে পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করেন। রাবণ বেদবতীপ্রদত্ত ফলমূলাদি ভোজন করিয়া তাঁহার সমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কল্যাণি! তুমি কে? কাহার কন্যা?' এই বলিয়া পাপিষ্ঠ রাবণ কামবশে পীড়িত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া [illegible] পীনোন্নত পয়োধরা বেদবতীকে ধরিয়া সেই স্থানে বিহার করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন বেদবতী [illegible] দৃষ্টিতে রাবণকে স্তম্ভিত করিলেন ইহাতে রাবণের হস্ত, পদ মুখ প্রভৃতি সকলই [illegible] হইল। তখন [illegible] তাহাকে মনে মনে [illegible] দিল। তখন দেবী তাহার [illegible] সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে [illegible] করিয়া এই অভিশাপ দিলেন যে, 'তুমি আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে। তুমি আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, আমি এ দেহ পরিত্যাগ করি, দর্শন কর।' এই বলিয়া সতী যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করিলে রাবণ তাঁহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কালান্তরে, এই সাধ্বী জনকাত্মজারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সীতা নামে খ্যাতা হন। রাবণ ইহার জন্য সবংশে বিনষ্ট হন। দেবগণের অভিপ্রায়ে প্রকৃত সীতা অগ্নির নিকট থাকেন এবং রাবণ ছায়া-সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া গেলেন। রাবণবধের পর অগ্নিপরীক্ষাকালে অগ্নিদেব প্রকৃত-সীতাকে অর্পণ করেন।

রাম ও অগ্নির উপদেশানুসারে এই ছায়া-সীতাও পুষ্কর-তীর্থে তিন লক্ষ বৎসর তপস্যা করেন। এই তপোবলে তিনি যজ্ঞকুণ্ডে উদ্ভূতা হইয়া পাণ্ডবরমণী দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদী নামে খ্যাতা হন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ১৩-১৪ অ°)

২ পারিপাত্রপর্ব্বতস্থ নদীবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।১৯)

৩ অপ্সরোভেদ।

বেদবতী, দক্ষিণভারতে প্রবাহিত একটী নদী। ইহার উত্তরে কারাষ্ট্র নামক বিস্তৃত জনপদ। এখানকার ব্রাহ্মণগণ কারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। (সহ্যা° ২।২।৩)

সম্ভবতঃ পুরাণবর্ণিত এই বেদবতী নদী বর্ত্তমান বেদাবতী নামে খ্যাত হইয়া তুঙ্গভদ্রার শাখারূপে বিরাজ করিতেছে। মহিসুর রাজ্যের কদুর জেলায় বাবাবুদন পর্ব্বতের পশ্চিম ঢালুদেশ দিয়া বেদ ও অবতী নামক দুইটী পর্ব্বতগাত্রবাহিনী স্রোতঃস্বিনী ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। উৎপত্তি-স্থান হইতে বেদ নদী [illegible] নামে পরিচিত। ইহা স্বীয় গতিপথে অয্যনকেরে নামক একটী সুবৃহৎ হ্রদাকার খাত গঠন করিয়া তাহা অতিক্রম করিবার পর, বেদ নদী নাম ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অবতী [illegible] ঐরূপ হ্রদাকার খাত উৎপন্ন করিয়া উত্তর-পূর্ব্বে [illegible] আসিয়া পরস্পর কদুর [illegible] মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমের পর বেদাবতী নামে এই নদী উত্তরপূর্ব্ব গতিতে প্রবাহিত হইয়া চিত্রলদুর্গ জেলা মধ্য দিয়া ক্রমে [illegible] ও [illegible] অতিক্রম করিয়া [illegible] বেদবতী [illegible] আসিয়াছে। [illegible] উত্তর [illegible] পুষ্ট কলেবরা হইয়া বেদ-[illegible] নামে উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া [illegible] গ্রামের নিকট [illegible]।

[illegible] সকল সময়েই এই নদী পার হওয়া [illegible] উপর এবং [illegible] সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

বেদবদন (ক্লী) বেদানাং বদনমিব। ব্যাকরণ।

"যা বেদবদনং সদনং হি সম্যগ্
[illegible]: স বেদমপি বেদ কিমন্যশাস্ত্রম্।
যস্মাদতঃ প্রথমমেতদধীত্য ধীমান্
শাস্ত্রান্তরস্য ভবতি শ্রবণেঽধিকারী॥" (গোপীনাথ)

(পুং) বেদা বদনে যস্য। ২ ব্রহ্মা। (দেবীভাগ° ৭।৩০।৮৯)

বেদবাক্য (ক্লী) বেদস্য বাক্যং। বেদের বাক্য, বেদোক্তি।

বেদবাদ (পুং) বেদস্য বাদঃ। বেদবাক্য।

বেদবাদিন্ (ত্রি) বেদং বদতি বদ-ণিনি। বেদবিদ্, বেদজ্ঞ যাহারা বেদোক্ত মত বলেন।

"অহং পুরাতীত ভবেঽভবং মুনে
দাস্যাস্তু কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।" (ভাগবত ১।৫।২৩)

358-XIX

বলিলেন যে, যখন আপনার কোন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।

দ্বৈপায়ন এইরূপে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যুগে যুগে ধর্ম্মের একপাদ করিয়া হ্রাস হইতেছে এবং যুগানুসারে মানবের শক্তি ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তখন তিনি বেদের রক্ষার জন্য ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশ করিয়া বেদ ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন; তন্নিমিত্ত তাহার নাম বেদব্যাস হইল। তিনি বেদ সকল বিভাগ করিয়া শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান এবং মহাভারতও ইহাদিগকে উপদেশ দেন। ইহারা সকলে মহাভারতের এক একখানি সংহিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(ভারত আদিপর্ব্ব ৬২ অ°)

কালক্রমে সত্যবতীর সহিত চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুর বিবাহ হয়। কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মদেব কিরূপ স্বার্থত্যাগে পিতার সহিত সত্যবতীর বিবাহের সংঘটন করাইয়াছিলেন, তাহা মহাভারত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। শান্তনু তনয় বিচিত্রবীর্য্য লোকান্তর গত হইলে, সত্যবতী ব্যাসকে আহ্বান করিয়া বিধবা পুত্রবধূগণের গর্ভোৎপাদনে নিযুক্ত করেন। ঐ মতে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধর্ম্মাত্মা বিদুরও ব্যাসনন্দন বলিয়া প্রথিত। [ভীষ্ম, পাণ্ডু ও শান্তনু দেখ।]

আমরা পুরাণ আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূর্ব্বে, ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম, বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণে ২৮ জন ব্যাসের উল্লেখ আছে। তাঁহারা বিষ্ণু বা ব্রহ্মার স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত। কল্পে কল্পে ধর্ম্মের রূপলোপ দেখিয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্য স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হই। বেদরক্ষা ও বিভাগ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্যাস ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উহা বেদবিভাগকারী ঋষিদিগের সম্মানজনক উপাধি।

আমাদের দেশে যেমন বেদবিভাগকারী ঋষিদিগের ব্যাস উপাধি দেখা যায়, গ্রীক জাতির মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞানগরিমাত্মক Homoros উপাধি বিদ্যমান আছে। কিন্তু অস্মদীয় ব্যাসগণ শাশ্বত। বেদান্তদর্শনকার, মহাভারতকার, অষ্টাদশ মহাপুরাণকার এবং চতুর্ব্বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব যে এক ব্যক্তি এরূপ অনুমান ভিত্তিহীন। তবে এই মাত্র স্বীকার করা যায় যে, কোন এক কল্পে একজন ব্যাস যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন, ভিন্ন কল্পে তাহা লুপ্তপ্রায় দেখিয়া অপর একজন ঋষি সেই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াসে ব্যাস উপাধিধারণপূর্ব্বক সেই শাস্ত্রদর্শন করিয়াছিলেন। বেদান্ত, পুরাণ বা মহাভারত শাস্ত্র তাঁহাদের একজনের প্রণয়ন।

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে ২৮ জন ব্যাসের নাম দেওয়া গেল। ইহারা প্রথমাদি দ্বাপরে পর পর সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। যথা—১ স্বয়ম্ভূ। ২ প্রজাপতি বা মনু। ৩ উশনা। ৪ বৃহস্পতি। ৫ সবিতৃ। ৬ মৃত্যু বা যম। ৭ ইন্দ্র। ৮ বশিষ্ঠ। ৯ সারস্বত। ১০ ত্রিধামন। ১১ ঋষভ বা ত্রিবৃষন। ১২ সুতেজা বা ভারদ্বাজ। ১৩ অন্তরিক্ষ বা ধর্ম্ম। ১৪ বপ্রবন্ বা সুচক্ষুঃ। ১৫ ত্রয্যারুণি। ১৬ ধনঞ্জয়। ১৭ কৃতঞ্জয়। ১৮ ঋতঞ্জয়। ১৯ ভরদ্বাজ। ২০ গৌতম। ২১ উত্তম বা হর্য্যাত্মন। ২২ বাচশ্রবস, বেণ বা নারায়ণ। ২৩ সোমশুষ্মায়ন বা তৃণবিন্দু। ২৪ ঋক্ষ বা বাল্মীকি। ২৫ শক্তি। ২৬ পরাশর। ২৭ জাতুকর্ণ। ২৮ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। (কূর্ম্ম° ১।৫২ ...১০ । ব্যাস দেখ।]

বেদব্যাস, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, সাধনস্বরবর্গ ও বজ্রতুণ্ডাষ্টক নামক গ্রন্থ চতুষ্টয় প্রণেতা।

বেদব্যাসতীর্থ, মাধ্বসম্প্রদায়ের একজন গুরু, প্রথম নাম ব্যাসাচার্য্য। ইনি রঘুবর্য্যতীর্থের শিষ্য। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ইহার তিরোধান হয়।

বেদব্যাস স্বামিন, একজন ... শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক। ... সায়ণে ইহার উল্লেখ আছে।

বেদব্রত (ক্লী°) বেদাধ্যয়নব্রত।

বেদবাম্মন্, ... (১২৭৩ খৃষ্টাব্দে) ইনি ... করেন।

বেদশব্দ (পুং) বেদবাচক শব্দ, বেদবর্ণ।

"বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।" (মনু ১।২১)

বেদশাখা (স্ত্রী°) বেদস্য শাখা। বেদের শাখা।

বেদশাস্ত্র (ক্লী°) বেদ এব শাস্ত্র। বেদরূপ শাস্ত্র।

বেদশির (পুং) ১ কৃশাশ্বপুত্র। (ভাগবত ৬।৬।২০) ২ অস্ত্রবিশেষ। (লিঙ্গপু° ২।৪৬৮)

বেদশিব, রাজপুতনার বিকানের রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৪৮' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২২' ১৫" উঃ। এখানে বহুসংখ্যক অগরওয়ালবংশীয় শেঠ এবং আগরওয়ালা বণিক্‌সম্প্রদায়ের বাস আছে, এখানে ১০টী মন্দির ও কএকটী ছত্র দেখা যায়।

বেদশিরস্‌ (পুং) মার্কণ্ডেয় ও মূর্দ্ধন্যার গর্ভজাত পুত্র। ইহা হইতেই ভার্গবব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। ২ প্রাণের পুত্র। ৩ অস্ত্রভেদ।

বেদশিরা, পঞ্চদশ দ্বাপরে ভগবান্ রুদ্র ব্রাহ্মণকুমার বেদশিরা রূপে অবতীর্ণ হন। (লিঙ্গপু° ২৪।৬৮)

বেদশীর্ষ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ২৪।৬৮)

বেদশ্রবস (পুং) ঋষিভেদ।

বেদশ্রী (পুং) ঋষিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৫।৭৩)

বেদশ্রুত (পুং) বসিষ্ঠের পুত্র। (ভাগবত ৮।১।২৩)

বেদশ্রুতি (স্ত্রী) ১ বেদমন্ত্রের শ্রবণ। ২ বেদধ্বনি। ৩ নদীভেদ। (রামায়ণ ২।৪৯।৯)

বেদস্ (পুং) যজ্ঞভাগপ্রাপক কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান। (ঋক্ ৩।৬০।১ সায়ণ)

বেদস (ক্লী) ধন। (ঋক্ ১।৭০।১০)

বেদসংশ্রিত (ত্রি) বেদযুক্ত। (মার্কপু° ১০১।২০)

বেদসংহিতা (স্ত্রী) বেদস্য সংহিতা। বেদের সংহিতা, মন্ত্রব্রাহ্মণ।

"অরণ্যে বা ত্রিরভ্যস্য প্রযতো বেদসংহিতাম্।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ পরাকৈঃ শোধিতস্ত্রিভিঃ॥"

(মনু ১১।২৫৯)

বেদসন্ন্যাসিক (ত্রি) বেদবিহিতাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগী।

(মনু ৬।৮৬)

বেদসমাপ্তি (স্ত্রী) বেদাধ্যয়নশেষ। (আশ্ব°গৃহ্য° ৩।২২।১৮)

বেদসম্মত (ত্রি) বেদের সম্মতরূপ।

বেদসম্মিত (ত্রি) বেদস্বরূপ পরিমাণবিশিষ্ট।

বেদসার (পুং) বিষ্ণু।

বেদসিনী (স্ত্রী) নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ)

বেদসূত্র (ক্লী) বেদমন্ত্রস্বরূপ সূত্র।

বেদস্তুতি (স্ত্রী) ব্রহ্মস্তুতি। ভাগবতের ১০।৮৭ অধ্যায় বেদস্তুতি নামে প্রসিদ্ধ।

বেদস্পর্শ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

বেদস্মৃতা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বেদস্মৃতি (স্ত্রী) বেদস্মৃতা, নদীভেদ। (ভাগ° ৫।১৯।১৮)

বেদহীন (ত্রি) বেদেন হীনঃ। বেদরহিত, যাহারা বেদ জানে না বা যাহাদের বেদে অধিকার নাই।

বেদাগ্রণী (স্ত্রী) বেদানামগ্রণী সরস্বতী। (রাজনি°)

বেদাঙ্গ (ক্লী) বেদস্য অঙ্গং। ১ বেদাবয়ব ষট্প্রকার শাস্ত্র, যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এই ৬টী বেদের অঙ্গ।

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥" (শিক্ষা)

বেদের পাদ ছন্দ, কল্প হস্ত, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত শ্রোত্র, শিক্ষা ঘ্রাণ ও মুখ ব্যাকরণ।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষামযনং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥" (শিক্ষা)

[বেদ দেখ।]

২ সূর্য্যদেব। (ভারত বনপর্ব্ব) ৩ দ্বাদশআদিত্যভেদ।

বেদাঙ্গতীর্থ, মধ্ববিজয়টীকা-প্রণেতা।

বেদাঙ্গরায়, ১ অশৌচচন্দ্রিকা-রচয়িতা। ২ মহারুদ্রপদ্ধতি-প্রণেতা। ৩ পারসীপ্রকাশ ও শ্রাদ্ধদীপিকা-রচয়িতা। ইনি গুজরাতপ্রদেশের শ্রীস্থলবাসী তিওলভট্টের পুত্র। মোগলসম্রাট্ শাহজহানের আদেশে ১৬৪৩ খৃঃ পারসীপ্রকাশ রচনা করেন।

বেদাচার্য্য (পুং) বেদশাস্ত্রোপদেষ্টা।

বেদাচার্য্য আবসথিক, স্মৃতিরত্নাকরপ্রণেতা।

বেদাত্মন্ (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ সূর্য্যদেব।

বেদাদি (ক্লী) বেদানামাদি, ক্বচিদৌপচারিকাঃ শব্দাঃ স্বলিঙ্গমপি ত্যজন্তি ইতি ন্যায়াদস্য ক্লীবত্বং। প্রণব, ওঙ্কার।

"বেদাদি কুণ্ডলীবীজং শ্রীবীজং তেজুতং ক্রমম্।
কামবীজ বদেন্মন্ত্রং শুক্রস্য চ ষড়ক্ষরম্॥" (রুদ্রযামল)

(পুং) ২ বেদের আদি, বেদের পূর্ব্ব।

বেদাদিবীজ (ক্লী) বেদস্য আদৌ প্রযুক্তং বীজং। প্রণব।

বেদাদ্রি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার নন্দীগ্রাম তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কৃষ্ণা নদীতীরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ও অন্যান্য অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদাধিগম (পুং) বেদস্য অধিগমঃ। বেদশিক্ষণ, বেদের জ্ঞান। (মনু ২।২)

বেদাধিদেব (পুং) ব্রাহ্মণ।

বেদাধিপ (পুং) বেদানামধিপঃ। চতুর্ব্বেদের অধিপতিগ্রহ। ঋগ্বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, যজুর্ব্বেদের অধিপতি শুক্র, সামবেদের অধিপতি মঙ্গল এবং অথর্ব্ববেদের অধিপতি বুধ।

"ঋগ্বেদাধিপতির্জীবো যজুর্ব্বেদাধিপঃ সিতঃ।
সামবেদাধিপো ভৌমঃ শশিজোহথর্ব্ববেদরাট্॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বেদাধ্যক্ষ (পুং) শ্রীকৃষ্ণ। (হরিবংশ)

বেদাধ্যয়ন (ক্লী) বেদস্য অধ্যয়নং। বেদপাঠ, বেদের অধ্যয়ন।

বেদাধ্যাস (পুং) বেদোপদেশ।

বেদাধ্যায়িন্ (ত্রি) বেদমধীতে বেদ-অধি ই-ণিনি। বেদপাঠকারী।

বেদানুবচন (ক্লী) বেদবাক্য।

বেদান্ত (ক্লী) বেদানাং অন্তঃ বেদান্তঃ। বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষভাগই বেদান্ত। এইরূপ অর্থ করিয়া কেহ কেহ বেদের অবশিষ্ট অংশকেই বেদান্ত বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণ গ্রন্থের

সহিত যে উপনিষদ্ অংশ আছে উহাই বেদান্ত। আভিধানিক হেমচন্দ্রের ইহাই অভিপ্রায়। আবার বৈদান্তিকেরা বলেন "বেদস্যান্তঃ চরমোদ্দেশ্যঃ প্রদর্শিতো যত্র স এব বেদান্তঃ।" অর্থাৎ যাহাতে বেদের চরম উদ্দেশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাই বেদান্ত। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত সুবিখ্যাত বেদান্তসার গ্রন্থে লিখিয়াছেন "বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।

শ্রীমন্নৃসিংহ সরস্বতী এই বেদান্তসারের টীকায় উক্ত উক্ত অংশের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ,—"উপনিষদই প্রমাণ" এই অর্থে উপনিষৎ প্রমাণ, অথবা উপনিষদই প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে যে শাস্ত্রে, তাহাই উপনিষৎ প্রমাণ তদুপকারক শারীরকসূত্রাদিও বেদান্ত বা [illegible] প্রসিদ্ধ। সুতরাং উপনিষদ্ ও শারীরকসূত্রই বেদান্তশাস্ত্র। সুতরাং বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে উপনিষদ্ ও সমাধ্য ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। উপনিষৎ সম্বন্ধে স্থানান্তরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিছু কিছু উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের বিষয়। উপ পূর্ব্ব নি পূর্ব্ব বধ-গতি ও অবসাদনার্থ সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া এই শব্দটী সাধিত হইয়াছে। ধাতুগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে উপনিষৎ শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ প্রতিপন্ন হয়। যথা—

(১) যাহারা ব্রহ্মবিদ্যায় আসক্ত নহে, উপনিষদ দ্বারা তাহাদের সংসারের সাধক বহ্নি বিনষ্ট হয়, এই জন্য ইহার নাম উপনিষদ্। এখানে "সদ" ধাতুর "বধ" অর্থ গৃহীত হইল।

(২) ইহা দ্বারা পরম শ্রেয়ঃস্বরূপ প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মপদার্থের উপলব্ধি হয়, এই নিমিত্ত এই শাস্ত্রের নাম উপনিষৎ। এই স্থানে গত্যর্থে (প্রাপ্ত্যর্থ) সদ ধাতুর অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

(৩) এই শাস্ত্র দুঃখ-জন্ম প্রবৃত্তিমূলক অজ্ঞানের উন্মূলন করে, এই জন্য ইহার নাম উপনিষদ্। এখানে অবসাদন অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

(৪) সদ ধাতুর অবসাদন অর্থ যাস্কস্ত নিরুক্তের ভাষ্যে দুর্গাচার্য্য উপনিষদ্ শব্দের এইরূপ একটী ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিয়াছেন। তদ্যথা—"যয়া জ্ঞানমুপগতস্য সান্তা গর্ভজন্মজরা-মৃত্যবো নিশ্চয়েন শীর্য্যন্তি সা রহস্যং বিদ্যা উপনিষদিত্যুচ্যতে।"

অর্থাৎ যে বিদ্যা দ্বারা তদধীত জ্ঞানীজনের গর্ভজন্মজরামৃত্যু দোষসমূহ নিশ্চয়রূপে অবসন্ন হয়, সেই বিদ্যা উপনিষদ্ নামে কথিত।

এই ঔপনিষদী বিদ্যা অতি প্রাচীনা, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ উপনিষৎসমূহকে পাণিনির পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে উপনিষৎ শব্দটী পাণিনির ব্যাকরণ সাধিত হয় নাই। সুতরাং পাণিনির সময়ে আদৌ উপনিষৎ বা বেদান্ত সাহিত্যের প্রচলন ছিল না।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের এই প্রকার অভিনব সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া প্রতিভাত হয়। যাঁহারা পাঁচখানি বৈদিকসংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণরূপেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে ঐ সকল সাহিত্যের স্থানে স্থানে উপনিষদ্বচনগুলি বিকীর্ণ রহিয়াছে। আরও জানা যায় যে বহুল উপনিষদই ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি যে পাণিনির পূর্ব্বতন, তাহা এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু একদেশদর্শিতার এমনই মহিমা, যে পাণিনির ব্যাকরণে উপনিষৎ পদ সাধিত না দেখিয়াই তাঁহারা সহসা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ভারতীয় ঋষিদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানভাণ্ডার অধিক কালের প্রাচীন নহে। ঔপনিষদী বিদ্যা অতি প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয় নাই। ভারতীয় বৈদিক ঋষিগণ [illegible] দেবপূজনতৎপর [illegible] ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব [illegible] প্রাচীন সময়ে উদ্ভাসিত হয় নাই। ইহারা [illegible] পশু ও অতি [illegible] অবলম্বন [illegible] বিদ্যার [illegible] প্রয়াসী।

[illegible] প্রবর্তক। কিন্তু [illegible] প্রত্যেক [illegible] অধিক, প্রত্যেক [illegible] নিমিত্ত, তিনি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের অবতারণা করিবেন, [illegible] বিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। উপনিষৎ [illegible] [illegible] সাধিত হইতে পারে, এই নিমিত্ত বিশেষ ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং স্বতন্ত্র সূত্রের অবতারণা করা হয় নাই।

কিন্তু পাণিনীয় গণপাঠে উপনিষৎ পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) অনুপ্রবচনাদিভ্যঃ (৪।৩।৭৩)

(২) বেতনাদিভ্যো জীবতি (৪।৪।১২)

এই দুই সূত্রীয় "অনুপ্রবচনাদি" গণে ও "বেতনাদি" গণে উপনিষৎ শব্দের পাঠও দেখা যায়। এই গণপাঠ ইদানীং প্রচলিত, ইহা পাণিনীয়ের নহে এই কথা স্বীকার করিলেও পূর্ব্বে যে কোন পাণিনীয় গণপাঠ ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অন্যথা "অনুপ্রবচনাদিভ্যঃ" এবং "বেতনাদিভ্যঃ" ইত্যাদি সর্ব্বত্রই যে "আদি" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহার সার্থকতা থাকে না।

উপনিষৎ শব্দসাধনপ্রক্রিয়া যে কেবল পাণিনীয়ে নাই তাহা নহে বার্ত্তিকে বা মহাভাষ্যেও এই শব্দটী নাই, এমন কি

আধুনিক অনেক ব্যাকরণেও এই শব্দটী উল্লিখিত হয় নাই, ইহাতে বুঝিতে হইবে কি যে উপনিষৎ শব্দ আধুনিক সময় অপেক্ষাও অপ্রাচীন?

তবে একথা স্বীকার্য্য, অধুনা আমরা সর্ব্ব সাকল্যে যে ২৩৫ খানি উপনিষদ্ গ্রন্থের নাম জানিতে পাইতেছি, ইহার সকল গুলিই অবশ্য বেদোপনিষৎ নহে। কিন্তু তাহা না হইলেও ক্ষেমজ্ঞগণ শিষ্যদের নিমিত্ত বেদার্থবোধক অনেকগুলি উপনিষৎ গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী সকল উপনিষৎ বেদোপনিষৎ না হইলেও উপনিষদ্ তুল্য বলিয়া ইহারা উপনিষদ নামে অভিহিত হইয়াছে। রামতাপনী প্রভৃতি কতকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ তত্তৎ সম্প্রদায়েরই গ্রন্থ। অল্লোপনিষৎ নামে একখানি অতি আধুনিক উপনিষদের বিষয় অন্যত্র "উপনিষৎ" শব্দে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। উহা নিতান্তই অগ্রাহ্য।

[উপনিষদ্ শব্দ দেখ।]

সমস্ত মন্ত্ররূপা ও ব্রাহ্মণরূপা উপনিষৎসমূহ পাণিনীয়ের পূর্ব্বেও ছিল ইহা নিশ্চয়। অতঃপর উপনিষত্তুল্য অনেক গুলি উপনিষৎ গ্রথিত হয়। এই কথা পাণিনীয় সূত্রপাঠেও জানা যায়। যথা—

"জীবিকার্থে চোপনিষদৌপম্যে।" (১।৪।৭৮)

ভট্টোজী দীক্ষিত এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, পাণিনির সময়ের পূর্ব্বেও একশ্রেণীর বেদবিৎ লোক উপনিষদ্‌গ্রন্থ গ্রথিত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। ভট্টোজী দীক্ষিত লিখিয়াছেন "উপনিষৎকৃত্য" ইহার অর্থ "উপনিষত্তুল্যগ্রন্থকরণসম্বন্ধ"। পাণিনির উক্ত সূত্রের এই অর্থ সর্ব্ববৈয়াকরণসম্মত। যিনি স্বীয় সূত্রে 'উপনিষত্তুল্য' আধুনিক উপনিষদ্‌গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন, তিনি যে প্রাচীনতম উপনিষদের কথা বিলক্ষণরূপেই জানিতেন, তদ্বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা কেবলই কুতর্ক মাত্র।

পাণিনির আরও একটী সূত্র আছে যথা—

"পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ।" (৪।৩।১১০)

পাণিনি যে ভিক্ষুসূত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, এই সূত্রই তাহার প্রমাণ। এই ভিক্ষুসূত্রই বেদান্তদর্শনের বীজভূত। ভিক্ষুসূত্র উপনিষদবলম্বনে গ্রথিত। সুতরাং উপনিষদ্ বিষয় পাণিনি যে সুবিদিত ছিলেন তাহা অতি সুস্পষ্ট।

যাস্ক পাণিনীয়ের পূর্ব্বতন ইহা সকলেরই স্বীকৃত। যাস্কের নিরুক্তি গ্রন্থেও আমরা "উপনিষৎ" শব্দ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে "দ্বা সুপর্ণা" (ঋক্ সং ২।২।১৮।১) ইত্যাদি একটী মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রের অধিদৈবত-ব্যাখ্যানে যাস্ক লিখিয়াছেন—

"ইত্যুপনিষদ্বর্ণো ভবতি।" (নিরু ১৪।৩০)

নিরুক্তের ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য ইহারই ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া উপনিষৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং বেদোপনিষদ্‌গ্রন্থসমূহের প্রাচীনতায় সন্দেহ করার কোনও কারণ নাই।

উপনিষদ্ যে আধুনিক বা অনতিপ্রাচীন নহে পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিনিবহ দ্বারা তাহা বিলক্ষণ রূপেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বিশ্বাস বৈদিক মন্ত্রযুগের সময়েও ঔপনিষদী শিক্ষা এবং ঔপনিষদী উপাসনা এদেশে প্রচারিত ছিল। আমাদের ধারণাতীত অতীতকাল হইতে ঋষিগণ ঋক্ মন্ত্রে উপাস্যদেবতার উপাসনা করিতেন। সংহিতাযুগের বহুপূর্ব্বে বৈদিক মন্ত্র প্রচলিত ও প্রচারিত ছিল। সেই সকল মন্ত্রেও উপনিষদের মূলবীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বেদান্তের উদ্ভবকাল বিনির্ণয় করা সহজ নহে। যাঁহারা বেদসংহিতার বহুপরে উপনিষৎ যুগের কাল্পনিক ধারণা করিয়া ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়কালকে অপ্রাচীন করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত। ঋক্‌সংহিতার পূর্ব্বেও কত শতাব্দ কাল উপাসনাকালে বৈদিক মন্ত্র পরিগৃহীত হইত, তাহা কে বলিতে পারে? একটী ঋকে স্তোতা বলিতেছেন "আমাদের পিতৃপুরুষগণ যে স্তোত্রে তোমার স্তব করিতেন ইহা সেই স্তব।" যথা—

বৈদিক উপাসনা ও উপনিষৎ

"ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব নান্তরিক্ষং নাদ্রয়ঃ সোমো অক্ষাঃ। যদস্য মন্যুরধিনীয়মানঃ শৃণাতি বীড়ু রুজতি স্থিরাণি॥" (১০।৮৯।৬)

অপিচ—

"পূর্ব্বা বিশ্বস্মাদ্ভুবনাৎ পূর্ব্বাঃ উত্তরে ক্ষয়ে বশে মহি।
সা নঃ পূষ্ণা অভিগৃণীহি প্রাদেশা শুক্রেণ শোচিষা॥" (১।৪৮।১৪)

"পুরাকালে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিতেন। ইহারা গূঢ় জ্যোতিঃ আবিষ্কার করিয়াছিলেন" এইরূপ অর্থের বহুল মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে বৈদিক মন্ত্রগুলি সংহিতা আকারে গ্রথিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, আর্য্য ঋষিগণ এক দেবতারই বহু বহু প্রকাশ দেখিয়া বহু নামে বহুভাবে ও বহু প্রকার স্তোত্রে তাঁহার উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ সর্ব্বাদি পশু প্রাপ্তির জন্য, ঘোটকের জন্য, নবশস্যপূর্ণ ও গোচারণের মাঠের জন্য, প্রচুরতর বৃষ্টির জন্য, পুষ্টিকর আহার্য্যের জন্য, ওজ, তেজ ও দীর্ঘ জীবনের জন্য, বহু পুত্র সন্তানের জন্য, এবং শত্রু ও বন্য পশু হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেন। বৈদিক উপনিষদ্‌গুলি ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ-ভাণ্ডার হইলেও কোন কোন উপনিষদের প্রারম্ভে প্রার্থনা গুলির ন্যায় বহুল প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ঊষার উজ্জ্বল প্রফুল্ল কিরণ, সন্ধ্যার সুরঞ্জিত রক্তিম আভা, জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীর শুভ্র শোভা, নিবিড় নীরদমালার চঞ্চল চপলার চকমকি চমক প্রভৃতিতে আর্য্য ঋষিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইত, তাঁহারা সরল প্রাণে এই সকল পদার্থে প্রত্যক্ষ দেবতার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া প্রগাঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিতেন।

ঋক্‌সংহিতার ঊষার স্তুতি প্রকৃত পক্ষেই কবিত্বময়ী। যাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্রের উপনিষদংশ পাঠ করেন নাই, কেবল ব্রহ্মসূত্র মাত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে হইতে পারে বেদান্তে বুঝি আদৌ ঊষা ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার নাম উল্লেখ হয় নাই, অথবা ইহারা দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। বলা বাহুল্য এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। উপনিষদ্‌ বেদান্ত শাস্ত্র হইলেও ইহাতে বৈদিক দেবতাগণের মর্য্যাদা অস্বীকার করা হয় নাই। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ জীবের মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও ঊষা ও অগ্নির কথা উপনিষদেও অবতারিত হইয়াছে। উপনিষদ্‌ ও বেদের বাহ্যাবরণ ভিন্ন হইলেও এই উভয়ের অভ্যন্তরেই এক মহান অখণ্ড উপাস্য পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছেন, বেদের সহিত ইহা যে একই সম্বন্ধে গ্রথিত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বেদে যে সকল দেবতার বহুল স্তোত্র পরিলক্ষিত হয়, বেদান্তে বা উপনিষদেও এই সকল দেবতা বিস্মৃত হন নাই। প্রথমতঃ ঊষার কথাই বলিতেছি যথা—বৃহদারণ্যকোপনিষদে—

(১) "ঊষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ" (বৃঃ আঃ উঃ ১।১।১)

(২) "মধুনক্তমুতোষসঃ" (বৃঃ অঃ উঃ ৬।৩।৬)

বেদান্তে যে সূর্য্য গায়ত্রীতে স্তুত হইয়াছেন, বেদসংহিতাতেও তাঁহার শত শত স্তোত্র আছে। বেদের এই প্রধান দেবতাটিকে আমরা উপনিষদেও পূর্ণ আদরে পূজিত দেখিতে পাই। যথা—

১। দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা। (ছাঃ ৩।১১।৫)

২। তৎসবিতুর্বৃণীমহে ইত্যাচামতি। (ছাঃ ৫।২।৭)

৩। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

(বৃঃ আঃ ৬।৩।৬, মৈত্রা° ৬।৭)

শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদেও এই দেবতার উল্লেখ আছে। সূর্য্য প্রভৃতির অপরাপর পর্য্যায়ের উল্লেখ ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, কঠ, মুণ্ডক, মহানারায়ণ ও প্রশ্নোপনিষদে বহুত্র দৃষ্ট হয়। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনের সময়ে পাঠ করেন—"সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ পরমাত্মনি স্বাহা।"

এই বৈদিক উপাস্যদেব উপনিষদেও উপাসিত হইয়াছেন। যথা—"সূর্য্যো জ্যোতিষে জুহোমি।" এই মন্ত্রকল্পেও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত পরমাত্মারই উপাসনা করা হইয়াছে।

বেদে যে অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটী পার্থিব দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন, বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবল প্রভাবের সময়েও সেই অগ্নি অনাদৃত বা পরিত্যক্ত হইলেন না। উপনিষদ্‌-জ্ঞানোজ্জ্বল ঋষিগণ সেই অগ্নিতেও ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিঘোষিত করিলেন—

(১) "এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদগ্নির্জ্জ্বলতি" (কৌষিতকী উপনি° ১২)

(২) "অগ্নির্বা অহমস্মি।" (কেন ১৭)

এস্থলে "অহং" শব্দটী পরমাত্মবাচক। কিন্তু আবার অন্যত্র দেখা যায় যে উপনিষৎপ্রবক্তারা অগ্নিতেই ব্রহ্মের সত্তা অনুভব করিয়া অগ্ন্যধিষ্ঠিত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছেন। ঐতরেয়, কৌষিতকী, কেন, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও প্রশ্ন, বিশেষতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বহুত্র এইরূপে অগ্নিতে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়া অগ্নিকেই আত্মা, অগ্নিকেই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও উপনিষদে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত কথা এই যে, বেদের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিকীর্ণ অবস্থায় ছিল, পরবর্ত্তী ঋষিগণ সেই বীজীভূত মন্ত্রগুলি অবলম্বন করিয়া অথচ বৈদিক দেবতা সকলের মধ্যে সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" পদার্থের অধিষ্ঠান উদ্ঘোষণা করিয়া বেদান্তশাস্ত্রের প্রসার সুবিস্তৃত ও উহার কলেবর অভিনব ভাবে গঠিত ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ বেদান্তের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস উপস্থাপিত করিতেছি।

বৈদিক মন্ত্রের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, বৈদিক যুগের ঋষিগণের উপাসনাতেও একেশ্বরবাদ।

বেদে একেশ্বরবাদ।

যখন যে দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে তখন সেই দেবতাকেই প্রধানতম মনে করিয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহারই প্রার্থনার মন্ত্র ঋক্‌সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ৭ মণ্ডলে ৩২ সূক্তে লিখিত আছে—

"ন ত্বাবাঁ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো ন জাতো ন জনিষ্যতে।
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তস্ত্বা হবামহে। ২৩ ঋক্‌।

অর্থাৎ হে ইন্দ্র তুমি ভিন্ন আমাদের কোন বন্ধু নাই, আর সুখ নাই আর কোন জনয়িতা নাই। স্বর্গে বা পৃথিবীতে তোমার মত শক্তিশালী আর কেহই নাই।

"ইন্দ্র ক্রতুং ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
শিক্ষাণো অস্মিন্ পুরুহূত যামনি জীবা জ্যোতিরশীমহি। ইত্যাদি

অর্থাৎ হে শক্তিশালী ইন্দ্র, পিতা যেমন পুত্রকে জ্ঞান দান করেন, তুমি আমাদিগকে তেমনি জ্ঞান দান কর। আমরা যেন দুষ্টের প্রভাবে বিনষ্ট না হই। আমরা তোমার, তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহই নাই। আর আমাদের কোনও

৩৩।-১।১

বল নাই। উপনিষদের ব্রহ্ম আর বেদের এই সকল স্তুতি-গ্রাহী দেবতা স্থানে স্থানে একই প্রকার স্তুত হইয়াছেন। ১ম মণ্ডলের দশম সূক্তের নবম ঋকে লিখিত হইয়াছে—

"আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ।
ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরম্॥"

অর্থাৎ হে ইন্দ্র তোমার কর্ণ সকল বিষয় শ্রবণেই সমর্থ। তুমি আমার প্রার্থনা সত্বর তোমার সমীপে রক্ষা করিও।

আবার ১ম মণ্ডলের ১৬০ সূক্তে সূর্য্যের স্তোত্রে বলা হইয়াছে, "সূর্য্য দ্যুমণ্ডল ও পৃথিবী উৎপাদন করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপকারী। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাপক, আমরা তাঁহার স্তব করি।"

এইরূপে অন্যান্য দেবতার স্তোত্রও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদমন্ত্র পাঠে মনে হয় ঋষিরা জড়ের সহিত চিন্ময়তত্ত্ব ও চিন্ময়ের সহিত জড়তত্ত্ব বিজড়িত করিয়াই উপাসনা করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা জড়ের উপাসক ছিলেন না। ঋকগুলি "মন্ত্র" নামে অভিহিত হইত। যাস্ক বলেন, "মননাৎ মন্ত্রঃ" সুতরাং মন্ত্রগুলি মানসিক ব্যাপার। আর্য্যঋষিগণ এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থে চেতনা ও জ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেন এবং মন্ত্রদ্বারা তাঁহাদের উপাসনা করিতেন। সুতরাং আমরা বৈদিক উপাসনাকে কেবল প্রাকৃত উপাসনা বলিতে পারি না, কেবল স্বার্থ বা অভাব পূরণের জন্যই যে তাঁহারা বৈদিক দেবতাদের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন অথবা যজ্ঞে ঘৃতের আহুতিরূপ উৎকোচ প্রদান করিয়া যে তাঁহারা দেবতাদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতেন, নিবিষ্টভাবে বৈদিকশ্রুতির পর্য্যালোচনা করিলে কোনক্রমেই মনে এরূপ ধারণার উদ্রেক হইতে পারে না। নীলাকাশে উষার উজ্জ্বল কিরণ দেখিলে তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে বিবশ হইয়া পড়িত, সেই আনন্দে বিগলিত হইয়া তাঁহারা কত স্তব করিতেন। তাঁহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিতেন। এইরূপে ঋষিদিগের হৃদয়ে ক্রমেই ঔপনিষদী প্রতিভার আবির্ভাবে একদিন তাঁহারা সমগ্র জগতের সমক্ষে এক মহাসত্য উদ্ঘোষিত করিয়া বলিলেন—

"ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরম্"

ইহার স্বার্থ নাই, কামনা নাই, কোনও ইতরবাসের লেশমাত্র নাই, এখানে আছে কেবল সৌন্দর্য্যপ্রবতা, আছে কেবল সৌন্দর্য্যানুরাগ। এই উপাসনার মন্ত্র অতীব গম্ভীর, ইহার মাধুর্য্যে এই মরলোকে বসিয়াও মানুষ ভূমানন্দ লাভ করে, তাই ঋষিরা অন্তরাবানন্দের ধীর গম্ভীর ভাষায় বলিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানমমৃতমানন্দরূপং যদ্বিভাতি।"

বেদের মন্ত্রে ও উপনিষদ্বাক্যে স্থানে স্থানে এইরূপ আনন্দ-ধ্বনি পরিস্ফুটরূপে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত কথা বলিতে কি, বেদের স্তুতিগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, বৈদিক ঋষিগণ যে বহু দেবতার নাম করিতেন তাহা কেবলই নামমাত্র। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁহারা দেবশক্তির অনুভব করিতেন, ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব সর্ব্বত্রই তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। সমগ্র প্রকৃতি তাঁহাদের সমক্ষে সজীব ও সামর্থ্যশীল প্রতিভাত হইত। এই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা কখন অগ্নি, কখন ইন্দ্র, কখন সূর্য্য, কখন বিষ্ণু, কখন বা মরুৎ নামে অভিহিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে স্তব করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের স্তোত্রমন্ত্রের সর্ব্বত্রই একেশ্বরবাদ প্রভাবিত থাকিত। অগ্নির নিকটেও ইহারা যে বিষয়ের প্রার্থনা করিতেন, সূর্য্য বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতির নিকটেও সেই বিষয়েরই প্রার্থনা করা হইত। ইন্দ্রের প্রার্থনা সময়ে ইন্দ্রকে যেমন সর্ব্বে সর্ব্বা বলিয়া তাঁহার স্তুতি করিতেন, অপরাপর দেবতার গৌরব কীর্ত্তনেও তথায় কোনও অংশে ত্রুটি হইত না।

কোন এক দেবতার প্রার্থনা সময়ে তাঁহারা অপর দেবতার কথা ভুলিয়া যাইয়া একমনে এক প্রাণে একই ভাবে স্তূয়মান দেবতার গুণকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহাদের উপাসিত সকল দেবতাই সত্যসঙ্কল্প, সকলেই উদার, পরোপকারী, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বশক্তিমান, সকলেই প্রাণদাতা ও জ্ঞানদাতা, সকলই সত্য, নিত্য, জগৎস্রষ্টা ও সর্ব্বজ্ঞ। সকলেই জীবের হিতকারী। এমন কি যখন এক দেবতা অপর দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপে প্রতিভাত হন, তখন জগতের গৌরব হিতার্থ কার্য্যতঃ তাঁহাদের একত্বই সূচিত হয়। ইন্দ্র যখন মরুৎকে নিহত করিতেছেন, তখনও এই একত্বের ভাবই বর্ণিত হইয়াছে যথা—

"কিং ন ইন্দ্র জিঘাংসসি ভ্রাতরো মরুতস্তব" (১।১৭০।২)

হে ইন্দ্র, মরুতেরা তোমার ভ্রাতা, অতএব আমাদিগের প্রতি হিংসা কেন করিবে

আবার অন্যত্র দেখুন। ঋষিরা বলিতেছেন, হে দেবতাগণ তোমাদের মধ্যে কেহ ছোট বড় নাই, তোমরা সকলেই সমান। সকলেই প্রধান।

আমরা যদিও বেদে বিভিন্নাকারে প্রধানতঃ তেত্রিশ দেবতার পরিচয় পাই, কিন্তু উপাসনার মন্ত্র ও ভাব দেখিয়া সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি, যে বৈদিক ঋষিরা জ্ঞানভক্তির সিদ্ধাচক্ষে এই বহু দেবতাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াই স্তব করিয়াছেন, এক সত্তাতেই সর্ব্বদেবাধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন, যথা—ঋক্-সংহিতায়—

"ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্ত্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা ॥৩
ত্বমগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ।
ত্বমর্য্যমা সৎপতির্যস্য সম্ভুজং ত্বমংশো বিদথে দেব ভাজযুঃ ॥৪
ত্বমগ্নে ত্বষ্টা বিধতে সুবীর্য্যং তব গ্নাবো মিত্রমহঃ সজাত্যম্।
ত্বমাশুহেমা ররিষে স্বশ্ব্যং ত্বং নরাং শর্ধো অসি পুরূবসুঃ ॥৫
ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষ ঈশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসি শঙ্গয়স্ত্বং পূষা বিধতঃ পাসি নু ত্মনা ॥৬
(ঋক্ ২।১।৩-৬)

অর্থাৎ হে অগ্নে, তুমি ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, তুমিই রুদ্র ইত্যাদি। দ্বিতীয় মণ্ডলের ১ম সূক্তের সকল গুলি ঋকেই এইরূপে অগ্নির স্তব করা হইয়াছে। ইহা একেশ্বরবাদেরই প্রতিপাদক।

আবার এক অগ্নিই যে কার্য্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন, এরূপ মন্ত্রেরও অভাব নাই। যথা—
"ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্ত্বং মিত্রো ভবসি যৎসমিদ্ধঃ।
ত্বে বিশ্বে সহসস্পুত্র দেবা ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্ত্যায় ॥
ত্বমর্য্যমা ভবসি যৎ কনীনাং নাম স্বধাবন্ গুহ্যং বিভর্ষি।
অঞ্জন্তি মিত্রং সুধিতং ন গোভির্যদ্দম্পতী সমনসা কৃণোষি ॥
তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জ্জয়ন্ত রুদ্র যত্তে জনিম চারু চিত্রম্।
পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়ি তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥"
(ঋক্সং ৫।৩।১-৩)

ইহাতে আমরা "একো বহুস্যাম" এই ঔপনিষদী শ্রুতির স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইতেছি। বৈদিক মন্ত্রের সহিত উপনিষদের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ট ইহাতে সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। নবম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তেও সোমস্তুতিতে সোমকেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পদে সমারূঢ় করা হইয়াছে। "সোমই অনন্ত জগতের স্রষ্টা, সোম হইতেই যে অন্যান্য দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে" এইরূপ ঋক্ও দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বৈদিক ঋষিগণ যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যখন তাঁহারা ভক্তিভাবে কোন দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদেই তাঁহাদের উপাসনা কার্য্য সম্পাদিত হইত,সেই দেবতাকেই তাঁহারা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং বেদ বেদান্তের উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে যে মূলতঃ বহুব্যবধানতা ছিল, ইহা অনুমিত হয় না। তবে অবান্তর রূপে উপাসনার প্রণালী ভেদ হয়েইছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু বৈদিক মন্ত্রসমূহই যে উপনিষদ বাক্যের বীজীভূত এবং বৈদিক উপাসনার পুষ্টের এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

সূক্ষ্মভাবে বৈদিক উপাসনার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এক দেবতাই বহুনামে ও বহুভাবে উপাসিত হইয়াছেন। মহীধর গায়ত্রীর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,তাহাতে পরব্রহ্মই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এক উপাস্য দেবই যে বহুনামে পরিচিত এবং বহু প্রণালীতে উপাসিত ইহা আমাদের কল্পিত বা আনুমানিক কথা নহে। ঋক্সংহিতায় অতি স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"।
(ঋক্ ১।১৬৪।৪৬)

অর্থাৎ সদ্বিপ্রগণ এক দেবতাকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বায়ু, যম প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করেন।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে ঠিক উপনিষদের শ্রুতির ন্যায় মত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা গুহ্যতত্ত্ব ও চরমকারণতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দার্শনিক তত্ত্বপ্রাপ্তি এবং গম্ভীর ভাবদ্যোতক। ইহা পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অবিদিত নাই যে আমাদের দর্শনশাস্ত্রগুলি কেবল মনস্তত্ব (Metaphysics) নহে, উহাতে পদার্থবিজ্ঞানেরও (Physics) আলোচনা আছে। যে হেতু প্রত্যেক দর্শনেই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ন্যুনাধিক পরিমাণে আলোচনা করা হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্রেও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ আছে। বেদান্তশাস্ত্রের বীজস্বরূপ বেদ সংহিতাতেও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের মত দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—
"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস ॥২
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥৩
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭"

১। ত কালে যাহা নাই, তাহাও ছিলনা, যাহা আছে,

পাদন করেন, বৃষ্টি দান করেন, ধন ধান্য উৎপাদন করেন (২২ ঋক্); প্রকৃতির অনন্তকার্য্য পরম্পরাকেই ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে স্তুতি করা হইয়াছে। সেই কার্য্য-পরম্পরায় একতা দেখিয়া এই সূক্তে বলা হইয়াছে যে দেবগণের কার্য্যসমূহ ভিন্ন নহে, তাঁহাদের মহদৈশ্বর্য্য এক। প্রাকৃতিক কার্য্যের মধ্যে মঙ্গলময় স্রষ্টার এইরূপ এক উদ্দেশ্য ও এক ভাবের অস্তিত্ব অনুভব করা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত। এই সূক্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও বীজীভূত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপনিষদে একদিকে যেমন সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, অপরদিকে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্তদ্রব্য ও অনন্তকার্য্য-পরম্পরা দেখিয়া এই সকল দ্রব্য ও ক্রিয়ার কারণতত্ত্বের নিশ্চয় করা হইয়াছে। কিন্তু উপনিষৎশাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন—জীবের অশেষ ক্লেশবীজ বিনাশ পূর্ব্বক চরমশ্রেয় সাধন।

ঋক্‌সংহিতায় যে বিশ্বকর্ম্মার কথা আছে, ঋক্‌মন্ত্রানুসারে তাঁহাকেও জগদীশ্বর বা পরমাত্মা বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে এই বিশ্বকর্ম্মার স্বরূপ ও কার্য্যাদি বিবৃত হইয়াছে। যিনি এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা, যিনি পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম তিনিই এই বিশ্বকর্ম্মা। ঋষি বলিতেছেন—

"য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎপিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ॥ ১
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎকথাসীৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্বিশ্বকর্ম্মা বি দ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥ ২
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥ ৩
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্॥ ৪
যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্ম্মন্নুতেমা।
শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধাবঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ॥ ৫
বিশ্বকর্ম্মন্হবিষা বাবৃধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্।
মুহ্যন্ত্বন্যে অভিতো জনাস ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু॥ ৬
বাচস্পতিং বিশ্বকর্ম্মাণমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যা হুবেম।
স নো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশম্ভূরবসে সাধুকর্ম্মা॥ ৭"

(ঋক্ ১০।৮১।১-৭)

১। অর্থাৎ আমাদিগের পিতা সেই যে ঋষি, যিনি বিশ্বভুবন হোম করিতে বসিয়াছিলেন, তিনি অভিলাষ সহকারে ধনের কামনা করিয়া প্রথমাগত ব্যক্তিদিগকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক পশ্চাদাগত জগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।

২। সৃষ্টিকালে তাঁহার অধিষ্ঠান, অর্থাৎ আশ্রয়স্থল কি ছিল? কোন্ স্থান হইতে কিরূপে তিনি সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন? সেই বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদর্শনকারী দেব কোন্ স্থানে থাকিয়া পৃথিবী নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তৃত করিয়া দিলেন?

৩। সেই এক প্রভু, তাঁহার সকলদিকে চক্ষু, সকলদিকে মুখ, সকলদিকে হস্ত, সকলদিকে পদ, তিনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়।

৪। সে কোন বন? কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হইয়াছে? হে বিদ্বান্‌গণ তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, দেখ তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন?

৫। হে বিশ্বকর্ম্মা! হে যজ্ঞভাগগ্রাহী! তোমার যে সকল উত্তম ও মধ্যম ও নিম্নবর্ত্তি ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদিগকে বলিয়া দাও, তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্ট কর।

৬। হে বিশ্বকর্ম্মা! কি পৃথিবীতে কি স্বর্গে, তুমি নিজে যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দ্দিকের তাবৎ লোক নির্ব্বোধ। ইন্দ্র আমাদিগের প্রেরণকর্ত্তা হউন, অর্থাৎ বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি করিয়া দিন।

৭। অদ্য এই যজ্ঞে সেই বিশ্বকর্ম্মাকে রক্ষার জন্য আহ্বান করিতেছি, তিনি বাচস্পতি, অর্থাৎ বাক্যের অধিপতি, মন তাঁহার সমান দ্রুত, তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার কার্য্য মাত্রেই চমৎকার, তিনি আমাদিগের তাবৎ যজ্ঞ স্বীকারপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এই মন্ত্রদ্বারাও আমরা বিশ্বের অধিকারণের তত্ত্ব জানিতে পাইতেছি। ঋগ্বেদের ঋষিরা প্রাকৃতিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জড় প্রকৃতিতে বিভিন্ন শক্তির লীলা পরিদর্শন করেন, অবশেষে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তি যে একই পরম পুরুষের শক্তি, তাঁহাদের এই জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী ধারণা হয়। তাঁহারা প্রাকৃত জগতের চমৎকার কার্য্য দেখিতে দেখিতে এই বিশ্বকার্য্যের পরম কর্ত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা একদিন এ সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্বানুসন্ধান পাইয়াছিলেন একজন আধুনিক পাশ্চাত্য কবি তাঁহার কাব্যে সেই কথারই যোজনা করিয়াছেন,

"From Nature to Nature's God."

সূক্ত হইতে যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে ইহার দ্বিতীয় ঋকটীর অনুরূপ আর একটী ঋক্ ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে আছে। ৯০ সূক্তটী পুরুষসূক্ত বলিয়া পরিচিত। এই

সূক্তটী কর্ম্মকাণ্ডে সমধিক আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। অহিন্দু সমালোচক ইহার অনাদর করিয়া ইহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিলেও বেদাধিকারী বৈদজ্ঞ ব্রাহ্মণসমাজ চিরদিনই উহার আদর ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই পুরুষ-সূক্তের প্রথম ঋক্, এবং ১০ম মণ্ডলের ৮১ সূক্তের তৃতীয় ঋক্ একই ভাবাত্মক, ইহাতে সগুণ ব্রহ্মের সবিশেষ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে তাঁহারই অবয়ব মাত্র এবং তিনি যে অসীম শক্তি ও অসীম প্রভাবশালী, এই সূক্ত পাঠে তাহা জানা যায়। ঋগ্বেদে যে একেশ্বরবাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে, এই সূক্তটীও তন্মধ্যে একটী। যথা—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥১॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩॥
ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪॥
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥৫॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকা অকল্পয়ন্॥"১৪॥(১০।৯০)

১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

২। যাহা হইয়াছে, অথবা যাহা হইবে, সকলি সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হয়েন, কেন না, তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন।

৩। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীবসমূহ তাঁহার একপাদ মাত্র, আকাশে অমর অংশ তাঁহার তিন পাদ।

৪। পুরুষ আপনার তিন পাদ (বা অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থ অংশ এই স্থানে রহিল। তিনি অনন্তর ভোজনকারী ও ভোজনরহিত (চেতন ও অচেতন) তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন।

৫। তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন। তিনি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন।

১২। ইঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা ঊরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।

১৩। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু।

১৪। নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মাণ করা হইল।

ঋগ্বেদের এই পুরুষ কখনও "বিশ্বকর্ম্মা" নামে, কখনও হিরণ্যগর্ভ নামে, কখনও বা ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। উপনিষদে যেরূপ সৃষ্টিবিবরণ আছে,—ঋগ্বেদের কেবল এক সূক্তে নয়—বহু সূক্তেই সেইরূপ সৃষ্টির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এখানেও আমরা এসম্বন্ধে একটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি—

"চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে।
যদেদন্তা অদদৃহন্ত পূর্ব্ব আদিদ্দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাম্ ।১।
(১০ম। ৮২ সূক্ত।)

সেই সুধীর পিতা উত্তম রূপ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হইয়া গেল।

ইহাতে প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে সন্দেহ নাই। ইহার পরবর্ত্তী ঋকে এই পরম পুরুষের চিন্ময়ধাম নির্ণীত হইয়াছে। সেই ধামে তিনি একক বিরাজমান। এখানেও একেশ্বরবাদের তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সূক্তের তৃতীয় ঋক্টীও তদ্বিষয়ে একটি প্রমাণ যথা—

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা ।৩

অর্থাৎ যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি এক হইয়াও সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।"

"যিনি বহুদেবের বহু নাম ধারণ করিয়াও এক" তিনিই বেদান্তীদিগের পরমব্রহ্ম। বেদান্তের মূল বৈদিক প্রমাণ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা পরিস্ফুট বাক্য আর কি হইতে পারে? এই সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে লিখিত আছে—

"অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ।৬

অর্থাৎ সেই "অজ" পুরুষের নাভিদেশে সমগ্র বিশ্বভুবন অবস্থান করিয়াছিল।

এইসকল ঋক্ সমস্বরে এক মহান্ বিরাট পুরুষের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই মহান্ পদার্থটী "পক্ষী" নামেও অভিহিত হইয়াছেন যথা—

"একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।
তং পাকেন মনসাপশ্যমন্তিতস্তং মাতা রেল্হি স উ রেল্হি মাতরম্।"
(১০।১১৪।৪।)

এক পক্ষী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, সেই এই সমস্ত বিশ্ব ভুবন অবলোকন করে। পরিপক্ব বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। সে নিকটবর্ত্তিনী মাতাকে লেহন করে, মাতাও উহাকে লেহন করেন।

এই পক্ষী যে এক তাহারও প্রমাণ ইহার পরে ১০।১১৪।৫ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা—

"সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"

এই পক্ষী এক ভিন্ন দুই নহেন, কিন্তু পণ্ডিতগণ বাক্যদ্বারা ইহার বহু কল্পনা করেন।

এই সুপর্ণ বা পক্ষীর বিষয় উপনিষদ ও তৎপরবর্ত্তী সাহিত্যেও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥"
(মুণ্ডকোপনিষদ ৩।১।১)

শ্বেতাশ্বতরেও এই প্রমাণ বচনটী অবিকল মুণ্ডকের ভাষায় লিখিত আছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও লিখিত হইয়াছে—

"তানিন্দ্রো সুপর্ণো ভূত্বা বায়বে প্রাযচ্ছৎ।" (৩।৩।২)

ইহার অর্থ এই যে ইন্দ্র (অশ্বমেধ যজ্ঞের অগ্নি) পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া পারীক্ষিতদিগকে বায়ুর নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন।

এই উপনিষদের "সুপর্ণ" পরমাত্মা অর্থবোধক বলিয়া মনে হয় না। এই উপনিষদের অন্যত্রও (৪।৩।১০) "সুপর্ণ" শব্দের প্রয়োগ আছে। উহাও ঋগ্বেদের মতানুযায়ী মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরে ব্যবহৃত সুপর্ণ শব্দের ন্যায় পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু মুণ্ডকের উক্ত শ্রুতিটী পরবর্ত্তী কালে শ্রীমদ্ভাগবতেও গৃহীত হইয়াছে। ঋগ্বেদে উহা কেবল পরমাত্মা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তথায় "এক সুপর্ণ" বলা হইয়াছে। উপনিষদে পরমাত্মা জীবাত্মা উভয় অর্থেই "সুপর্ণ" শব্দের ব্যবহার আছে। এই "পক্ষী" শ্রুতিটী অর্থ কবিত্বপূর্ণ হউক অথবা অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ হইতে আগত বলিয়াই হউক, বাঙ্গালা গানে পর্য্যন্ত এই "দুই পক্ষীর" কথা দৃষ্ট হয় যথা "এক শাখী পরে, দুবিহগবরে, সুখে বসবাস করিত"। বেদান্তবিদগণ বহুস্থানে এই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া বাদবিচার করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীরা এই শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তটী হিরণ্যগর্ভ স্তোত্রময়। 'ক' নামধারী প্রজাপতিই এই সূক্তের [illegible] দেবতা। এই সূক্তে দশটী ঋক্ আছে। প্রত্যেকটী ঋকেই একেশ্বরবাদ সূচিত হইয়াছে, এবং সেই এক অদ্বিতীয় দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। উপনিষদের ঋষির ন্যায় এই সূক্তের ঋষি বলিতেছেন, সর্ব্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভ বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই সর্ব্বভূতের অধীশ্বর। এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ তাঁহারাই স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিল। [illegible] দিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতারা [illegible] করেন। তাঁহার ছায়া অমৃতস্বরূপ। মৃত্যু [illegible] [illegible] মহিমায় [illegible] [illegible] 'অবিনাশী' [illegible] হিমবন্ত পর্ব্বত সকল [illegible] হইয়া [illegible] তাঁহারই সৃষ্টি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হিরণ্যগর্ভ [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] বেদান্ত [illegible] অবস্থা বীজ পুরাণ [illegible] বেদান্ত [illegible] উপনিষদ [illegible] উদ্ধৃত হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] করিলাম।

বাস্তবিক কথা এই যে, প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষিদের হৃদয়ে যে সকল পরম তত্ত্বের দিব্যজ্ঞান আবিভূত হইয়াছিল, উপনিষদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে, তাহাই বহুপ্রকারে ব্যক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বিবিধ দেবতা ভিন্ন ভিন্ন নামে উপাসিত হইলেও উহা যে একেরই যে কার্য্যভেদে অপরাপর নামে অভিহিত হইতেন অর্থাৎ এক ইন্দ্রই কখনও বা বায় কখনও বা অগ্নি ইত্যাদি নামে স্তুত বা সংজ্ঞিত হইতেন, ঋগ্বেদ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্য-

কোপনিষদ্ প্রভৃতিতেও এইরূপ এক দেবতা অপর দেবতার নামে সংজ্ঞিত হওয়ার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এক পরম তত্ত্বই যে কার্য্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইতেন, ঋগ্বেদ হইতে উহারও প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দেবতা যে অনন্ত শক্তিশালী এবং ইহা হইতে কি প্রকারে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এই দুই তত্ত্বও ঋগ্বেদে আলোচিত হইয়াছে। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধেও দশমমণ্ডলের ১২১ সূক্ত আমরা সংক্ষিপ্তভাবে দুই একটী কথা উদ্ধৃত করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এই তিন তত্ত্বই বেদান্তের প্রতিপাদ্য এবং এই তিন তত্ত্বের বীজ অতি প্রাচীন কালে ঋক্‌সংহিতায় আলোচিত হইয়াছিল।

আর্য্যঋষিগণ বহু দেবতার মধ্যে এক পরমতত্ত্বস্বরূপ দেবতার অনুসন্ধান পাইয়াও তাঁহাকেই [illegible] অগ্নি কখনও ইন্দ্র কখনও বায়ু বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং কখনও বা সূর্য্যের সকাশে [illegible] করিতেন, পবিত্র [illegible] পবিত্র বেদমন্ত্রে ইহাঁদের নামগুণ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে স্তুতি প্রকাশ করিতেন। কতকাল এইরূপ চলিয়া ছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে এক শ্রেণীর ঋষি অতীব প্রগাঢ়ভাবে এক মহান্ তত্ত্বের অনুসন্ধানে [illegible] হন। এই অনুসন্ধানের [illegible] [illegible] পরিস্ফুটরূপে লক্ষিত হয় উহাই ব্রহ্মতত্ত্ব, উপনিষদ [illegible] ইহার সাধনা। [illegible] এই জ্ঞান [illegible] সম্যক [illegible], তখন [illegible] [illegible] ব্রহ্মকে [illegible] করিয়া বলিয়াছেন—

১। "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৪।

২। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৫।

৩। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৬।

৪। যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৭।

৫। যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। ৮।

(কেনোপনিষৎ প্রথম খণ্ড)

অর্থাৎ যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন নাই, কিন্তু যাঁহা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া পুরুষ বাক্যোচ্চারণ করেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, যাহার উপাসনা করা হইতেছে তাহা ব্রহ্ম নহে। (৪)

মন দ্বারা যাঁহার মনন হয় না, কিন্তু যাহা দ্বারা মনের বিষয় জানা যায়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, যাহার উপাসনা করা হইতেছে তাহা ব্রহ্ম নহে। (৫)

যাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু যিনি চক্ষুরও দ্রষ্টা, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, যাঁহার উপাসনা হইতেছে তিনি ব্রহ্ম নহেন। (৬)

যিনি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন, কিন্তু যিনি শ্রবণশক্তির প্রেরয়িতা তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, যাঁহার উপাসনা হইতেছে তিনি ব্রহ্ম নহেন। (৭)

যিনি প্রাণের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু যিনি প্রাণের প্রেরয়িতা, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, যাঁহার উপাসনা করা হইতেছে, তিনি ব্রহ্ম নহেন। (৮)

কেন উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এই উপনিষদেই ঋষি বলিয়াছেন "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ যদ্বাচোহবাচম্, প্রাণস্য প্রাণ চক্ষুস চক্ষু রতিমুচ্যধীরাঃ প্রেত্যা স্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি অর্থাৎ যিনি শ্রোত্রাদির প্রেরক ও প্রকাশক স্বরূপ, তাঁহাকে জানিতে পারিলে লোক এই মরধাম হইতে অমৃতলোকে গমন করে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

"যোহতঃ একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোহত এতৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি— তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্ত্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ৭। (বৃঃ আঃ উঃ ১।৪।৭)

অর্থাৎ যিনি এক এক ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রাণাদিকে এক এক সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া উপাসনা করেন, তিনি পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। উপাধি সম্বন্ধবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন আত্মা এক এক বিশেষণে বিশেষিত হয়েন। সুতরাং উপাধি নাম পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক আত্মারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। আত্মাতে সকল নিরস্ত হইয়া যায়। এক আত্মার উপাসনা কর। আত্মাই সকলের বীজস্বরূপ। আত্মাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত। যেমন পদচিহ্নের অনুসন্ধানে পশুকে জানা যায়, এইরূপ সকল পদার্থের মধ্য দিয়া আত্মানুসন্ধান করিয়া লইতে হয়। আত্মাকে লাভ করিলেই সকল লাভ হয়। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি লাভ করেন ও কবিদের বর্ণনীয় হয়েন।

বৃহদারণ্যক আরও বলেন—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা স যোহন্য-মাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" (বৃঃ আঃ উঃ ১।৪।৮)

এই সমস্ত বস্তু হইতে অন্তরতম, অতএব ইহা পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর এবং অপর সকল বস্তু হইতেই প্রিয়তর। যিনি অনাত্মাকে আত্মা হইতে প্রিয় বলিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি বলেন, তোমার অভিমত এই প্রিয় বস্তু তোমার স্বরূপকে আবরণ অর্থাৎ নষ্ট করিবে, তিনি যথার্থবক্তা, উঁহা বলিবার তাঁহার অধিকার আছে। এই যথার্থবক্তা যাহা বলেন, তাহা সফলও হইয়া থাকে। আত্মাকেই প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয়বস্তু কখনই মরণশীল হইতে পারে না।

অতঃপর যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার মর্ম এইরূপ যে,—"ব্রহ্মবিষয়িণী ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা মনুষ্য সকল সকল হইবেন, অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করিবেন, এইরূপ আচার্য্যগণ মনে করেন, সেই ব্রহ্ম কি? এবং তিনি কি সেই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যে জ্ঞান হইতে তিনি সকল হইয়াছেন? ॥ ৯ ॥"

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্তই ব্রহ্মময় ছিল। ব্রহ্ম আপনাকে আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বশক্তিসমন্বিত বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে তাদৃশ ব্রহ্ম জানেন বলিয়াই সর্বময় হয়েন। দেবতাদিগের মধ্যেও যিনি আপনাকে ঐ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া বিদিত হয়েন, ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও আত্মতত্ত্বের সর্বময়ত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ঐ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তদাত্মবৃত্তিকত্ব প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ঐ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তদাত্মবৃত্তিকত্ব প্রবুদ্ধ অর্থাৎ নিজের নিখিলবৃত্তির তদধীনত্ববশতঃ উঁহা হইতে অভেদজ্ঞানে বামদেব ঋষি 'আমি মনু হইয়াছিলাম আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম' এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

"অতএব ইদানীন্তন কালেও, যিনি ব্রহ্মশক্তিরূপ আমি-শক্তিমৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই প্রকার বিদিত হয়েন, তিনি আপনাকে সর্বময় দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে দেবতারাও আর মহাবীর্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন না, এবং তাঁহারা কোন বিঘ্ন বা অকল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়েন না, কারণ, তিনি সর্বাত্মার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া এই সকলের আত্মা হয়েন, যিনি, এই আমি, এই অপর, এই প্রকার ভেদদৃষ্টিতে দেবতান্তরের উপাসনা করেন, তিনি অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, মনুষ্যের যেমন পশ্বাদি, তদ্রূপ দেবতাদিগের নিকট অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। পশু সকল যেমন মনুষ্যের কার্য্যসাধক অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও দেবতাদিগের তদ্রূপ কার্য্যসাধক। একটী পশু অপহৃত হইলে যেমন অনিষ্ট হয়, তদ্রূপ একজন মনুষ্যতত্ত্বজ্ঞ হইলে দেবতাদিগের অনিষ্ট হয়। এই নিমিত্তই দেবতারা, আপনাদিগের অপ্রিয় বোধে, মনুষ্য সকল তত্ত্বজ্ঞ হয়, তদ্রূপ ইচ্ছা করেন না। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা না করিয়া, ব্রহ্মশক্তিজ্ঞানে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও তাঁহার কোনরূপ বিঘ্ন না করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানোপযোগী উপদেশ প্রদান দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকেন। ১০॥"

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতির ভাব আমরা ইতঃপূর্ব্বে ঋগ্বেদ হইতে কয়বার উদ্ধৃত করিয়াছি। আবার ইহার পরেই বলা হইয়াছে "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেকএব" সুতরাং যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক বলিয়াই উপনিষদের সিদ্ধান্ত। "অহং ব্রহ্ম অস্মি" এই রূপ জ্ঞানই আত্মা ও ব্রহ্মে অভেদদর্শনের মূল সাধন। উল্লিখিত ছত্র নিচয়ে এই উপনিষদ্ তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ খানি শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। ইহার সবিশেষ পরিচয় বেদ শব্দে দ্রষ্টব্য। আবার ঈশোপনিষদেও আমরা এই ভাবাত্মক শ্রুতি দেখিতে পাই। এই উপনিষদের ষোড়শ মন্ত্র এই—

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্যব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো
যত্তে রূপকল্যাণতমন্তত্তে পশ্যামি যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি।"

অর্থাৎ হে পূষন্ হে যম হে সূর্য্য হে প্রজাপতে আলোক বিস্তার কর, আমাকে সেই আলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট কর, যেন আমি তোমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হই, যেন আমি তোমার মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পারি। সেখানে যে পুরুষ আছেন সেই পুরুষই আমি।"

এস্থলে আত্মা বা ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। আমরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে এই পুরুষের পরিচয় পাইয়াছি। সুবিখ্যাত ভাষ্যকার রামানুজও এই উপনিষদের ভাষ্যে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষের কথা ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজ এই উপনিষদ্ খানিকে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে "ঈশাবাস্য" উপনিষদে কোন মতে ১৮টী শ্লোক আছে, সেই আঠারটী শ্লোকই শ্রীভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের বীজ স্বরূপ। কি প্রকারে বেদোক্ত পরমপুরুষকে জানা যায় এবং কি প্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায় এই উপনিষদে তাহার উপদেশ আছে। ঈশোপনিষদ্ বাজসনেয়সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। উহা উক্ত সংহিতারই ৪০শ অধ্যায় মাত্র। ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং জগৎতত্ত্ব অপরাপর উপনিষদ্সমূহে যেমন প্রতিপাদ্য, এই উপনিষদে এই তিন বিষয়ের সেই রূপই আলোচিত হইয়াছে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, বিদ্যা, অবিদ্যা, কর্ম ও জ্ঞান এই সকল বিষয়ের আলোচনাই উপনিষদের লক্ষ্য। এই সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীবের কর্ম বন্ধন মুক্ত হয়, এবং আনন্দসাক্ষাৎকার হয়। এই আনন্দসাক্ষাৎকারই জীবের পুরুষার্থ। ঈশোপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন—"সূর্য্যস্থ এই পুরুষই আমি" এই শ্রুতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অভেদবাদের পোষক।

শ্রীমদ্রামানুজ যদিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে ব্যাখ্যা কষ্টকল্পনা প্রসূত বলিয়াই মনে হয়।

যদিও বেদান্ত বা ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষাদানই উপনিষদের লক্ষ্য, তথাপি বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি কতিপয় উপনিষদে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের যজ্ঞাদির কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধেও বহুল তথ্য আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিষদ্ ব্যতীত অপরাপর বৈদিক উপনিষদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই সকল উপাখ্যান রূপকের আকারে গঠিত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য ঐ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ খানিকে বেদান্ততত্ত্বের খনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রারম্ভে কেবলই ওম্ শব্দের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ খানি সামবেদীয় উপনিষদ্, সুতরাং সামবেদের মহিমাও ইহাতে যথেষ্ট কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর আকাশাদি পদার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আছে। অতঃপরে যজ্ঞাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতাগণের স্তুতি প্রভৃতিও বহুল পরিমাণে এই উপনিষদে দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈদিক উপাসনার সন্ধানও যথেষ্ট সংরক্ষিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থে গায়ত্রীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনও যথেষ্ট দেখিতে পাই। তৃতীয় প্রপাঠকের শেষাংশে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ আছে। চতুর্থ প্রপাঠকের আরম্ভে পশশ্রুতিপ্রত্যায়নের প্রসঙ্গে বৈদান্তিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে সত্যকাম, উপকোশল, কামলায়ন, ও শ্বেত-কেতু আরুণের প্রভৃতির প্রস্তাবে বৈদিক যজ্ঞ ও ব্রহ্মতত্ত্বের মীমাংসা, ৪র্থ প্রপাঠকের ১৫ খণ্ডে মৃত্যুর পরে জীবাত্মার দেবপথে গমনের বিষয়, পঞ্চম প্রপাঠকে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের নিরূপণ উদ্দেশে এই প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডে পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা কথন এবং তাহার মীমাংসার নিমিত্ত প্রজাপতির নিকট গমন ও প্রজাপতি কর্ত্তৃক তাহার মীমাংসার্থ মন্ত্রণা এবং তাহার ফলে প্রাণ বায়ুর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে একেশ্বর-বাদের সমর্থন করা হইয়াছে। এই প্রপাঠকের দশম খণ্ডে কর্ম্ম-ভেদে জীবের পারলৌকিক গতির ও জন্মান্তর পরিগতির উপদেশ আছে, পঞ্চম প্রপাঠকের ১১ খণ্ডের প্রারম্ভে প্রকৃত বেদান্তের রচনা করা হইয়াছে; যথা—

"প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষির্ইন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্ল-বেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাং চক্রুঃ, কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি। ১।"

অর্থাৎ উপমন্যুপুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভল্লবীপৌত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষ পুত্র জন, এবং অশ্বতরের পুত্র বুড়িল এইসকল প্রধান প্রধান ধার্ম্মিক গৃহস্থগণ একত্র হইয়া আত্মা কে, এবং ব্রহ্মই বা কে, এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। ইহারা এই তত্ত্বের মীমাংসার নিমিত্ত আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরের তত্ত্বাভিজ্ঞ উদ্দালকের নিকট গমন করেন। উদ্দালক নিজকে এই প্রশ্নের মীমাংসায় অসমর্থ জানিয়া ইহাদিগকে লইয়া অশ্বপতি কৈকেয়ের নিকট গমন করেন। পঞ্চপ্রাণের তৃপ্তিতেই যে জগৎ তৃপ্ত হয়, এবং ইহা না জানিয়া অগ্নিহোত্র করিলে সে অগ্নিহোত্র যে আদৌ সিদ্ধ হয় না, অশ্বপতি ইহাদিগকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতেই জগৎ যে আত্মময় তাহারই আভাস দেওয়া হয়।

ইহার পরেই শ্বেতকেতু ও তাঁহার পিতার তত্ত্বজিজ্ঞাসা। ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথমকাণ্ড হইতেই এই প্রসঙ্গে প্রকৃত বেদান্তের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

এই প্রপাঠকের প্রথম অধ্যায়ে শ্বেতকেতুর প্রতি প্রশ্ন করিয়া তদীয় পিতা বেদান্তের নিগূঢ়তত্ত্বের কথা উত্থাপন করেন। শ্বেত-কেতুর পিতা বলেন, শ্বেতকেতো, তুমি দ্বাদশবর্ষকাল বেদ পাঠ করিয়া সর্ব্ববেদবিদ্ বলিয়া অহঙ্কৃত হইয়া আসিয়াছ। তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি তোমার গুরুর নিকট প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ, যে শিক্ষাদ্বারা অশ্রুত শ্রুত হন, অননুভূত বস্তু অনুভূত হন এবং অজ্ঞাত জ্ঞাত হন। যথা—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতমিতি ?"

ইহাতে শ্বেতকেতু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে কি ? ভগবন্ ! সে শিক্ষা কি প্রকার ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্বেতকেতুর পিতা বলেন, এক মৃৎপিণ্ড দেখিলেই মৃত্তিকাদ্বারা প্রস্তুত সকল দ্রব্যের তত্ত্ব জানা যায়। মৃত্তিকাদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে যত দ্রব্যই হউক না কেন, ঐ সকল পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। নামগুলি বাচারম্ভণ-বিকার মাত্র—কেবল মৃত্তিকাই সত্য।

"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"।

(ছাঃ উঃ ৬।১।৪)

এইরূপ আরও তিনটী উদাহরণ দিয়া পিতা পুত্রকে সারতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে প্রয়াস পাইলেন। পুত্র শ্বেতকেতু এ সম্বন্ধে আরও শুনিবার নিমিত্ত উৎসুক হওয়ায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন,—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে।"

অর্থাৎ আদৌ এই এক অদ্বিতীয় বস্তু ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। তারপরে অসৎ হইতে সৎ

হইল। ইহার পরে বলা হইতেছে যে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর, অসৎ হইতে কি প্রকার সত্তের উদ্ভব হয়। আসল কথা এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় পদার্থই বিদ্যমান ছিলেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতঃপর এই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পদার্থ হইতে কি প্রকার এই বিশ্বের উৎপত্তি হইল? ছান্দোগ্য উপনিষদে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। যথা—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্ যত্র ক্বচ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে।"

ষষ্ঠ প্রপাঠক হইতে আমরা এস্থলে যে শ্রুতি কয়টী উদ্ধৃত করিলাম, উহাই ব্রহ্মসূত্রের প্রথম কয়টী সূত্রের অবলম্বন। ইহাতে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এবং "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই দুইটী সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি" এইরূপ শ্রুতি অপরাপর উপনিষদেও দৃষ্ট হয়। এই সকল শ্রুতি উপনিষৎসমূহে বিকীর্ণভাবে রহিয়াছে। ভগবান ব্রহ্মসূত্রকার এইসকল শ্রুতি সূত্রাকারে সংগ্রহ করিয়াছেন। অতঃপর এই বিষয়ে বাহুল্যরূপে আলোচিত হইবে। এই প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ডের শেষে শ্বেতকেতুর পিতা বলিতেছেন—

"স এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।"

ইহাই ঔপনিষদ ব্রহ্মতত্ত্ব, ইহাই ঔপনিষদ আত্মতত্ত্ব। ছান্দোগ্য উপনিষদে বেদান্তের গূঢ় গম্ভীর উচ্চতম তত্ত্বগুলি নিহিত আছে। নিম্নে কতিপয় শ্রুতি উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা—

১। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"

(৭ম প্র ২৩ খণ্ড। ১)

অর্থাৎ ভূমাই সুখ স্বরূপ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ।

২। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।" (৭ম প্রপাঠক ২৪ খণ্ড ১)

অর্থাৎ যেখানে তদ্ভিন্ন অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না, অন্য শব্দ শ্রুত হয় না তদ্ভিন্ন অপর কিছুই জানা যায় না, তিনিই ভূমা। ইহার বিপরীতই অল্প। ভূমাই অমৃত, অল্পই মর্ত্ত্য।

৩। "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ, এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতো ঽহমেবেদং সর্ব্বং সর্ব্বমিতি।" (৭মপ্র ২৫ খণ্ড। ১)

অর্থাৎ এই ভূমা অধোদেশে ঊর্দ্ধদেশে পশ্চাৎ দেশে, সম্মুখে দক্ষিণে উত্তরে সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজমান, এইরূপ "আমি"ও সর্ব্বত্রই বিরাজিত। সুতরাং এতদ্বারা আত্মারও সার্ব্বত্রিকত্ব সূচিত হইয়াছে।

৪। "তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্ সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি।"

(৭ম প্রপাঠক ২৬ খণ্ড ২)

যে জ্ঞানী পুরুষ এইরূপ আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন করেন, তিনি ক্লেশ, রোগ ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পান, তিনি সর্ব্বদর্শিতা লাভ করেন, সকলই সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার করতলগত হয়।

৫। "মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" (প্রপা ৮। ১২।১)

অর্থাৎ হে ইন্দ্র, এই দেহ মৃত্যুর আয়ত্ত, ইহা অনশ্বর অশরীরী আত্মার আবাস স্থল মাত্র। এই দেহের সুখ দুঃখ আছে, কেননা ইহা সুখ দুঃখের অধীন। কিন্তু অশরীরী আত্মাকে সুখে দুঃখে স্পর্শ করিতে পারে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চতম শিক্ষা ও উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মসূত্র যে প্রধানতঃ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্ অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে, ঔপনিষদী শ্রুতি সমূহ নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করিলে সহজেই তাহা পরিস্ফুট [illegible] এস্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে সংক্ষিপ্তভাবে যে সকল শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইল, অপরাপর প্রধান প্রধান বেদোপনিষদ্ সমূহেও তাদৃশ শ্রুতি দৃষ্ট হয়। ভগবান্ সূত্রকার এই সকল শ্রুতির সার সংগ্রহ করিয়া সূত্রাকারে ঔপনিষদী শ্রুতির সমন্বয় গ্রথিত করিয়াছেন। বিশ্বতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এই [illegible] তত্ত্বের অনুসন্ধানে ভারতীয় ঋষিদের চিত্ত কি পরিমাণে প্রগাঢ় স্পৃহা উপজাত হইয়াছিল। ছোট বড় প্রত্যেক উপনিষদেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি শ্বেতকেতুর ন্যায় অপরা বিদ্যার অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয়কে (unknowable) জানিতে পারেন নাই। শ্বেতকেতুও এইরূপ বেদাদিশাস্ত্র পাঠ করিয়াও অশ্রুত, অননুভূত ও অজ্ঞাতকে কিছুমাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতার কৃপায় অবশেষে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বা সেই অজ্ঞেয় অজ্ঞাত তত্ত্বের জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

এই অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় পদার্থের (unknowable) বিশেষ জ্ঞানের উপদেশ করাই উপনিষৎশাস্ত্রের একটী প্রধান লক্ষ্য। এসম্বন্ধে ভারতবাসীরা যেরূপ অগ্রসর হইয়াছিলেন, মানব-

374 XIX

জগতের অপর কোন জাতীয় লোকেরা তাহার অংশকলাজ্ঞান-লাভেও সমর্থ হয় নাই। এইরূপ জ্ঞান লাভ করা যে বহুল সাধন সাপেক্ষ তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য।

ঐতরেয় উপনিষদের যে কয়েকটী শ্রুতি বেদান্তশাস্ত্রের বীজ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা এই—

১। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। (১।১)

২। স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি। (১।৩)

৩। স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ।' (৫৮)

৪। স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ।" (৬৬)

ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন প্রণব শব্দের বহুল মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়েও সেইরূপ প্রণবের মাহাত্ম্য সূচক একটী শ্রুতি দৃষ্ট হয়। এই একটী শ্রুতিতেই অধ্যায়টী পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন এই প্রণবই ব্রহ্মের স্বরূপ। এই একটী শব্দই বিশ্বতত্ত্ব ও ব্রহ্ম ও একাধারে গৃহীত হইয়াছে। এই উপনিষদখানির প্রারম্ভে নানাপ্রকার কর্ত্তব্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত "সত্যং বদ" "ধর্ম্মং চর" "মাতৃদেবো ভব" "পিতৃদেবো ভব" "অতিথিদেবো ভব" ইত্যাদি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং "এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ ইত্যাদি"। নানাপ্রকার গুহ্যতত্ত্বের উপদেশের মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই উপনিষদে আমরা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ অনেকগুলি ব্রহ্মনিরূপণলক্ষণশ্রুতি দেখিতে পাই যথা—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥"

বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত করা হইল না। ফলতঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী এই উভয় অংশই উচ্চতম ঔপনিষদী শ্রুতিতে পরিপূর্ণ। এই উপনিষদের আনন্দতত্ত্ব শ্রুতি অতি উপাদেয়। আমরা দুইটি মাত্র শ্রুতি এখানে উদ্ধৃত করিয়া এই উপনিষৎখানির বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছি।

১। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

২। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই দুইটী উৎকৃষ্ট শ্রুতি বেদান্ত গ্রন্থে বহুত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রটী এই আনন্দশ্রুতিরই প্রতিধ্বনি। এই দুইটী শ্রুতি বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল বীজ। এই দুই শ্রুতি হইতেই বৈষ্ণবদের রসিকশেখর আনন্দময় শ্রীভগবান, ইহা হইতেই তাঁহাদের রস, ইহা হইতেই তাঁহাদের রাস, আর ইহা হইতেই তাঁহাদের আনন্দলীলার শত শত উত্তাল তরঙ্গ। বেদান্তগ্রন্থের বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ বহুস্থলে এই দুইটী উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূলতত্ত্বাভিব্যঞ্জক প্রণবের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে এই উপনিষদের প্রারম্ভ, কিন্তু ঋষি, অনুভবানন্দের গভীর, গভীরতর ও গভীরতম স্তরে যতই প্রবেশ করিয়াছেন, ততই সার্ব্বভৌম অভিব্যক্তি হইতে প্রগাঢ়তর ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়া আনন্দলীলারসের চির সুধাস্বাদের আস্বাদনে বিভোর হইয়াছেন। এই অবস্থায় ব্রহ্মপৃচ্ছা স্বভাবতঃই তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্তই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাধনার অনুসারেই সিদ্ধি। ব্রহ্মানন্দবল্লীতে ঋষি প্রকৃতই আনন্দসাগরে নিমজ্জিত। অন্যান্য স্থানে আমরা ব্রহ্মকে বিবিধ নামে অভিহিত দেখিতে পাই, কোথাও তিনি পুরুষ, কোথাও তিনি হিরণ্যগর্ভ, কোথাও বা বৈশ্বানর ইত্যাদি বিবিধ নামে অর্চ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু ঋষিগণ যখন ব্রহ্মতত্ত্বের গভীর স্তরে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহারা "ব্রহ্মৈব সুখম্" "আনন্দং ব্রহ্ম" "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি অনুভূতিময়ী শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মস্বরূপ অভিব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। বাহ্য জগৎ হইতে কি প্রকারে অন্তর্জগতের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে হয়, কি প্রকারে ঐহিক জগতের সুখভোগ কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসুধানিধির আনন্দরসে নিমজ্জিত হইতে হয়, বৈদিক সাহিত্যের আলোচনার পরে ঔপনিষদ সাহিত্যের আলোচনা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সেই ব্রহ্মানন্দের বিমল প্রতিচ্ছবি সহসাই মানসনেত্রের সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। বৈদিক উপাসনা হইতে বেদান্তের উপাসনার বিশাল আকাশে আমরা উপাস্যের [illegible] বহু দেখিতে পাই, উহা অভিনববৎ প্রতীয়মান হইলেও বৈদিক মন্ত্রের অভ্যন্তরে আমরা উহার অতি সূক্ষ্ম বীজ দেখিতে পাইয়াছি, একেশ্বরবাদের বিপুল তত্ত্ব বৈদিক ঋষিগণের হৃদয়ে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং বৈদিক উপাসনা ও বেদান্তের উপাসনায় এই পার্থক্য আকস্মিক নহে। বহুকাল হইতেই তত্ত্বজ্ঞ ঋষিদের হৃদয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিচ্ছবি ধীরে ধীরে সমুদ্ভাসিত হইতেছিল, উপনিষদ্ যুগে উহা প্রাকৃতিক নিয়মের স্তরে ক্রমবিকাশের প্রণালী ক্রমে ভারতীয় ঋষিসমাজে ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইতেছিল। আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদেই উহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই।

শাস্ত্রকার আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, "ইনি আমাদের বিত্ত হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়, জগতে আমাদের প্রিয়তম

যাহা কিছু আছে, সকল অপেক্ষা ইনি আমাদের প্রিয়।" মুণ্ডক বলিতেছেন, "সত্যেরই জয়, ব্রহ্ম সেই সত্যেরই পরম নিধান। সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, দূর হইতেও দূর, অথচ নিকট হইতেও সন্নিকট. তিনি আত্মারূপে আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী, তাঁহার ন্যায় নিকটবর্ত্তী আর কিছুই নহে"। মুণ্ডক সত্যের মহিমা উদ্‌ঘোষণ করিয়া বলিতেছেন—

"সত্যমেব জয়তি নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনা ক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যস্য পরমং নিধানম্॥"
(৩।১।৬)

এই উপাস্য পদার্থের অচিন্ত্য মহিমার কথা প্রকটন করিয়া ঋষি বলিয়াছেন—

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥"
(৩।১।৭)

মহানারায়ণ উপনিষদে আমরা সত্যের প্রগাঢ় সন্ধান দেখিতে পাই। এই উপনিষৎকার বলেন, সত্যেই বায়ু প্রবাহিত হয়, সত্যেই সূর্য্য কিরণ দান করেন, সত্যেই এই বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে, সত্যই সর্ব্বোপরি। যথা "সত্যেন বায়ুরাবাতি,সত্যেনা-দিত্যোরোচতে দিবি, সত্যং বাচঃ প্রতিষ্ঠা, সত্যে সর্ব্বং প্রতি-ষ্ঠিতং, তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি।" (মহানারায়ণোপনিষৎ ২২।১)

"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম" ইহাও মহানারায়ণোপনিষদেরই উক্তি (১।৬) মহানারায়ণোপনিষৎ ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলের ১৯০ সূক্তের "ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত" মন্ত্রটীও গ্রহণ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য বহুস্থলে লিখিয়াছেন "তৎসত্যং আত্মা" "ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎখানি-তেও বহুস্থলে ব্রহ্মের সত্যস্বরূপত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" "সত্যং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উক্তি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। সর্ব্বোপনিষদের সার কথা—"সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দংব্রহ্ম" শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণের উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্র এই সত্যতত্ত্ব লইয়া গভীর সাধনা করিয়াছেন। ফলতঃ "সত্যজ্ঞান আনন্দ ও ব্রহ্ম" এই কথাটী মহাবাক্যরূপে চলিয়া আসিতেছে, আমরা এখন কথায় কথায় বেদান্তের উচ্চতম তত্ত্বময় "সচ্চিদানন্দ" বাক্যের ব্যবহার করিয়া থাকি। ফলতঃ এদেশে এইরূপে বেদান্তের বহুল মূল তত্ত্ব ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

মুণ্ডকোপনিষদের বাক্যগুলি এক দিকে যেমন ভাবগম্ভীর অপর দিকে তেমনই সুগম্ভীর ভাষায় গ্রথিত। গ্রন্থে ব্রহ্মধাম ও উহার প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি বলিতেছেন—

১। স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥
(৩ মুণ্ড। ২য় খণ্ড।১)

২। "তত্র ন সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" (২মু ২।১০)

৩। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" (২মু ৩। ৩)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈদিক ঋষিগণ প্রাকৃতিক পদার্থে দেবমূর্ত্তির প্রত্যক্ষ করিতেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবতা দিগকে আহ্বান করিতেন, আপন জনে আবদার করিয়া অভাবের কথা জানাইতেন, বেদান্তের যুগে ঋষিদের বালক স্বভাব দূর হয়, সে আবদারের ভাষা আর পরিলক্ষিত হয় না। এই সময় ঋষিদের ভাব ও ভাষা প্রসন্ন ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আবার তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, বহির্বিষয়ে সুখানুসন্ধান বিদূরিত হওয়ায় ব্রহ্মানু সন্ধান উপজাত হইয়াছিল। উপাস্য দর্শনে তাঁহাদের চর্ম্মচক্ষুর ক্রিয়া রোধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের প্রত্যক্ষের হানি হয় নাই, তাঁহারা চর্ম্মচক্ষে আকাশের দিকে চাহিয়া সূর্য্যকে দেখিতে পাইতেন, মরুদ্গণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেন, পার্থিব অগ্নি প্রজ্বলন করিয়া অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে নিরত হইতেন, কিন্তু বেদান্তের যুগে ঋষিগণের অপর প্রকার দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল, তাঁহারা সাধকদিগকে উপদেশ দিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচনান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"

অর্থাৎ চক্ষু তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না, বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহেরও অগ্রাহ্য, তপ ও কর্ম্ম দ্বারাও তাঁহাকে লাভকরা যায় না তিনি কেবল জ্ঞানপ্রসন্ন বিশুদ্ধ ধ্যায়মান চিত্তেরই জ্ঞেয়।

সেই সর্ব্বভূতে বিরাজমান কূটস্থ পুরুষ চর্ম্মচক্ষের অগোচর হইলেও ধীর প্রশান্ত ধ্যায়মান ঋষিগণ জ্ঞানচক্ষে তাঁহার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ পাইলেন, এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা শিষ্যদিগকে উপদেশ দিলেন —

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" (মুণ্ডক ২।২।৭)

ধীরগণ বিজ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পান যে সেই আনন্দ রূপ

বস্তুতঃ দধিতে যেরূপ ঘৃত, ও তিলে যেরূপ তৈলের অস্তিত্ব বিদ্যমান, ব্রহ্মও এই বিশ্বে সেইরূপ ভাবে বিদ্যমান আছেন। জগতে প্রতিমুহূর্তে অনন্ত পরিবর্তন সাধিত হইতেছে, কিন্তু তিনি চির অপরিবর্তনীয়। কিপ্রকারে এই নিয়ত পরিবর্তনের শাসন-দণ্ডের হস্ত হইতে জীব পরিত্রাণ পাইতে পারে, কিপ্রকারে জীব শোক ও মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, উপনিষদ্‌-যুগে ভারতীয় আর্য্য নরনারীগণের হৃদয়ে এই বাসনা অতীব বলবতী হইয়াছিল। এই সময়ে জীবন-মরণের রহস্য জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জ্ঞানীদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরে জীবের কি গতি হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য গার্গী প্রভৃতি মহিলারাও উপনিষদের প্রশ্ন উত্থাপন করিতেন। উপনিষদে আমরা এই সকল প্রশ্নেরই সুমীমাংসা দেখিতে পাই।

উপনিষদ্‌ই ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যা সকল বিদ্যার সার। মুণ্ডকোপনিষদে ঋষি বলিতেছেন, দুইটি বিদ্যা আমাদের জ্ঞাতব্য—একটী অপরা, অন্যটী পরা। বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি অপরা বিদ্যা। বেদান্ত বা ব্রহ্মবিদ্যাই পরা নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মবিদ্যাতে সকল বিদ্যাই নিহিত আছে। এই নিমিত্ত আর্য্যগণ বেদান্তের এত আদর করিয়া গিয়াছেন। উপনিষৎ-কারগণ এই ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষাপ্রচারের নিমিত্ত বেশী কথা বলেন নাই,—উপনিষদ্‌বাক্য সূত্রাকারে রচিত না হইলেও ইহা সূত্রের ন্যায় সারগর্ভ, সূত্রের ন্যায় বিশ্বতোমুখ। বেদান্তের শিক্ষা অতীব উদার। শিষ্য বিনীতভাবে গুরুর নিকট বলিতেছেন,—"গুরুদেব আপনি উপনিষৎ বলুন"। পরম কারুণিক গুরুদেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তোমাদের নিকট ব্রহ্মবিষয়িণী উপনিষৎ বলিতেছি"—এই বলিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, অতি অল্প কথাতেই শিষ্যদের চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হইল, শিষ্যগণের হৃদয় প্রসন্ন হইল, সর্ব্বভূতেই ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তৃত হইয়া পড়িল, শিষ্য বুঝিলেন এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একবারেই ব্রহ্মময়, তাঁহার পক্ষে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি ভেদজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোকে একত্বে পরিণত হইল। গুরুদেব বুঝাইয়া দিলেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

(ঈশোপনিষৎ ৬।৭)

যিনি সর্ব্বভূত নিজ আত্মায় দর্শন করেন, এই জগতের কোন পদার্থই তখন তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় না। সকলকে যিনি আত্মভাবে দর্শন করেন এবং সর্ব্বত্রই যিনি একত্ব অনুভব করেন, তাঁহার শোক মোহাদি কোথায়?

বাজসনেয় উপনিষৎ বলেন,—আত্মা প্রকাশস্বরূপ অখণ্ড, অশরীরী, বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, কবি, ত্রিকালজ্ঞ, মনীষী, অন্তর্যামী, বিভু, সর্ব্বোত্তম ও স্বতন্ত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, জ্যোতির জ্যোতিঃ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই বিধৃত। মুণ্ডক বলেন—ইনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য অগন্ধবৎ, অনাদি অনন্ত, ও পরাৎপর, ইঁহাকে জানিলে মানুষ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন,—তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর, মহৎ হইতেও মহত্তর, পূর্ণ আনন্দময়, বিশ্বের কর্ত্তা ও গোপ্তা। বিশ্বে কিছুই তাঁহা অপেক্ষা বড় নহে, কিছুই তাঁহার সমান নহে। তিনি চর্ম্ম চক্ষুর অদৃশ্য। তাঁহার হস্ত পদ নাই, কিন্তু তিনি গ্রহণ করিতে ও গমন করিতে পারেন। তিনি অকর্ণ, অথচ শুনিতে পান, অচক্ষু অথচ দেখিতে পান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ অথচ তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তিনি অক্ষর অজ ও সর্ব্বব্যাপী। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারাই অনন্তশান্তি লাভ করেন, অপর কেহ শান্তি পাইতে পারে না।"

ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ

অন্যান্য বেদোপনিষদে ইঁহার যে স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইঁহাকে লাভ করার যে উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে ইতঃপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। কি প্রকারে মনুষ্য বিমল আনন্দপথের পথিক হইবে, তজ্জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, বৃহদারণ্যকে তাহার একটী উপদেশবাক্য বলা হইয়াছে। ঋষি বলিতেছেন, পবিত্র কার্য্য দ্বারাই মানুষ পবিত্র হয়, কুৎসিত কার্য্যে অন্তরাত্মা কুৎসিত ও কদর্য্য হইয়া পড়ে। যাহার যেমন বাসনা, তাহার তেমনই সঙ্কল্প, যেমন সঙ্কল্প তেমনই কার্য্য, আর যেমন কার্য্য তেমনই ফল, যথা—"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে। যৎ কর্ম্ম কুরুতে। তদভিসম্পদ্যতে।" (৪অঃ ৪ব্রাঃ ৫)। কঠোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

সাক্ষাৎকারের সাধন

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" (২।২৪)

অর্থাৎ কুকর্ম্ম হইতে অনিবৃত্ত, অশান্ত, অসমাহিত, অশান্ত মানস (সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত) ব্যক্তিরা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

ব্রহ্মদর্শনই জীবের পুরুষার্থ—উপনিষদ্ জ্ঞান তাহার সাধন। কিন্তু সূর্য্যের কিরণ অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইলেও যেমন

প্রতিবন্ধকতায় নিমিত্ত আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, এইরূপ উপনিষদ্‌বাক্যাবলম্বনে সাধনপথে পদার্পণ করিতে গেলেও পদে পদে উহার বিঘ্ন আসিয়া আমাদের সম্মুখে অনন্ত বাধা বিস্তার করে। চিত্ত কলুষিত কর্ম্মের বাসনা পরিত্যাগ না করিলে, ব্রহ্মসাধনায় একাগ্র না হইলে, কেবল শাস্ত্রপাঠে নির্মল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অসম্ভব। এই নিমিত্ত সাধনপ্রিয় ঋষিগণ সরল প্রাণে দেবতার নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়া বলিতেন,—

"অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা
জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" (বৃহদা° উ° ১।৩৮)

অর্থাৎ "হে দেব, তুমি আমায় অসৎ পথ হইতে সৎপথে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও এবং মরণের শাসন হইতে অমৃতের পথে লইয়া যাও।" ফলতঃ বেদান্তের সচ্চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবেশলাভের পক্ষে এইরূপ বিষয়বৈরাগ্যজনিত আকুল প্রার্থনাই প্রধানতম প্রথম সাধন। শিষ্যগণ এই প্রার্থনা অবলম্বন করিয়াই গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন।

উপাস্যের স্বরূপ অনুসারেই উপাসনাপদ্ধতি বিহিত হয়। উপাসকের ভাব ও আত্মোৎকর্ষের অনুপাতে উপাস্যদেব উপাসকের হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া থাকেন। উপনিষদ্ যুগের ঋষিগণের জ্ঞাননেত্র সমক্ষে যে উপাস্য প্রতিভাত হইলেন, তাঁহার উপাসনাবিধি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল। নানাপ্রকার বলিদান, হোমাদির পবিত্র আহুতি, অথবা কর্ম্মবেদের স্তুতিময় বাক্যাবলী আর উপাসনার উপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইল না। এক শ্রেণীর ঋষি তাঁহাকে একবারেই "অবাঙ্মনসগোচরঃ" বলিয়া নীরব হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের কণ্ঠ স্তম্ভিত হইল, নেত্র নিমীলিত হইল, দেহ নিস্পন্দ হইয়া পড়িল, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দের ধ্যানসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন, অহংকারবর্জ্জিত চিত্তবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্ম-মহাসাগরে আপনার জীবকে একবারে বিমিশ্রিত করিয়া দিলেন। নির্ঝরিণী যেমন গিরিচরণপ্রান্তে আপনরূপ অভিব্যক্ত করিয়া ক্রমেই বিশাল আয়তন ধারণ করে এবং তরঙ্গ-রঙ্গে কুলুকুল-কলকল নিনাদে সাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়, অবশেষে আপন নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তঅসীম সাগরের সহিত একবারে বিমিশ্রিত হয়, এই শ্রেণীর সাধকগণও উপাসনার রসে দিন দিন সংপুষ্ট হইয়া অবশেষে ব্রহ্মসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করেন এবং স্বীয় নিখিল উপাধি বিবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। তাই ঋষি বলিতেছেন—

কর্মবর্জ্জী উপাসনা

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
(তৃতীয় মুণ্ডক ২।৮)

অর্থাৎ যেরূপ স্যন্দমান নদীসমূহ নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিমিশ্রিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মসাধক বিদ্বান্ পুরুষ নামরূপাদি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর ব্রহ্মে বিলীন হন। ইহার পরেই বলা হইয়াছে—

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো
বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥"

ইহাতে জানা যাইতেছে যে এই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, ইনি শোকমোহপাপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতধামে গমন করেন। ইনি পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর শাসন হইতে একবারে মুক্তিলাভ করেন, কেবল ধ্যানই তাঁহার প্রাপ্তির সাধন। যথা—

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"
(কঠবল্লী ৬।৯)

অর্থাৎ ইনি চক্ষুর অগোচর, ইহাকে চক্ষে দেখা যায় না, বুদ্ধিপূর্ব্ব চিত্তসংযম নিরত ধ্যানদ্বারা তিনি মানসনেত্রের সমক্ষে প্রকাশিত হন। যিনি ইহাকে জানেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন।

যিনি যেরূপেই ব্রহ্মলাভ করুন না কেন, উপাসনা সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। উপাসনা ভিন্ন সেই অপাপবিদ্ধ বিশুদ্ধ পদার্থের ধারণার নিমিত্ত চিত্তভূমি আদৌ প্রস্তুত হয় না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের মতে যদিও "সোঽহং" ধ্যানেই ব্রহ্মোপাসনা সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু অপর এক শ্রেণীর বেদান্তী সেই ব্রহ্মকে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" বলিয়াই বিশ্বাস করেন।

শতপথব্রাহ্মণেও আমরা দ্রব্যাদিবিবর্জ্জিত অধ্যাত্মভাবের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন দেখিতে পাই। দ্রব্যযজ্ঞের উপাসনা শতপথব্রাহ্মণে বৈশ্বসৃষ্টির প্রণোদি কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চিত্তসংযম, চিত্তের সদ্‌বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ও শম দম প্রভৃতির দ্বারা চিত্তকে উপাসনার উপযুক্ত করার উপদেশ প্রায় সকল উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়। নৈতিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা চিত্তকে পাপপ্রলোভনের আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করা যে কর্ম্মকাণ্ডীয় কার্য্যপ্রণালী অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়, উপনিষদ্‌সমূহে ঋষিগণ তাহার যথেষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ক্ষমা, সত্য, দম ও শম দ্বারা চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের সম্বন্ধে শ্রীভগবদ্‌গীতোপনিষদে বহুল উপদেশ আছে। মুণ্ডকে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"

(মুণ্ডক ৩।১।৮-৪)

ফলতঃ এই আত্মাকে বক্তৃতা দ্বারা ও মেধা (গ্রন্থার্থধারণাশক্তি), বা বহু শ্রুত (অধ্যয়ন) দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। এই আত্মা কেবল জ্ঞানাদিপ্রবলময় নিষ্কাম তপস্যা দ্বারা এবং অনাত্ম বাসনা ত্যাগ দ্বারা একনিষ্ঠ ভজনেই লভ্য। জ্ঞানতৃপ্ত বীতরাগ কৃতাত্মা প্রশান্তচিত্ত যুক্তাত্মা বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থ সন্ন্যাসীরাই ব্রহ্মলাভের অধিকারী। তদ্যথা—

"সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।"

(তত্রৈব ৪।৬)

মুণ্ডকোপনিষদের বহুপূর্ব্বেও যে "বেদান্ত" শাস্ত্র ছিল, এখানে তাহা জানা যাইতেছে। বস্তুতঃ প্রাচীন বেদান্তীরা কিরূপে ব্রহ্মসাধন করিতেন এবং ব্রহ্মসাধনার নিমিত্ত তাঁহারা তাঁহাদের চিত্তভূমিকে কি প্রকারে উপযুক্ত করিতেন। এই দুইটী শ্রুতিবাক্যে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডে জ্ঞানিগণের কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি পরিত্যাগের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই খণ্ডের একটী শ্রুতিতে এই সকল কার্য্যের যজমানকে "অন্ধনীয়মান অন্ধ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, শান্তি, বৈরাগ্য, ঔদার্য্য, শম দম, ত্যাগস্বীকার, শ্রদ্ধা, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও ধ্যান ধারণা প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত চিত্ত উপযুক্ত হইয়া উঠে। শম ও নিষ্ঠাদি যে ব্রহ্মসাধনার সবিশেষ অঙ্গ, ছান্দোগ্য উপনিষদে তাহা স্পষ্টরূপেই লিখিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষিতকী ও শ্বেতাশ্বতর এই কয়েকখানি উপনিষদই এদেশে অধিকতর প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রস্থান ত্রয়ভাষ্য

এই কয়েকখানি উপনিষদই বেদান্তীদিগের অধিকতর সমাদৃত। এই কয়েক খানি উপনিষদ্‌ই "প্রস্থানত্রয়ের" অন্তর্গত। "প্রস্থানত্রয়" কাহাকে বলে এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া প্রয়োজনীয়। উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিনের সমষ্টিই বেদান্তশাস্ত্র নামে অভিহিত। ইহারা "প্রস্থানত্রয়" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। উপনিষৎসমূহ "শ্রুতিপ্রস্থান", ব্রহ্মসূত্র "ন্যায়প্রস্থান" এবং শ্রীভগবদ্গীতা "স্মৃতিপ্রস্থান" নামে সংজ্ঞিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তি সম্প্রদায় এই "প্রস্থানত্রয়ের" ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য করিয়াছেন। এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন বেদান্তের পূর্ণতা হয় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপনিষৎ বা "শ্রুতিপ্রস্থান", ব্রহ্মসূত্র বা "ন্যায়প্রস্থান" এবং ভগবদ্গীতা বা "স্মৃতিপ্রস্থানের" ভাষ্য করিয়াছেন একই ব্রহ্ম যেমন উপাসকদের সাধনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পান, সেইরূপ একই বেদান্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের জ্ঞান বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য কৌশলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্তোদ্ভাবনায় বেদান্ত-বৈচিত্রীর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিচ্ছবি ঐতিহাসিক দ্রষ্টার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতার বহু ভাষ্য আছে। অতি প্রাচীন ভাষ্যকারদের নাম মাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের কৃত ভাষ্য এখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। এই সকল ভাষ্যকারদের মধ্যে আমরা ভগবান্ শ্রীরামানুজ কৃত বেদার্থসংগ্রহ গ্রন্থে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দী ও ভারুচী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের নাম দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত বাদরভাষ্যের কথাও শুনা যায়। এইসকল ভাষ্যকার প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়াছিলেন কিংবা এক ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ পূর্ব্বভাষ্য দেখিয়া "প্রস্থানত্রয়ের" ভাষ্য করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে মনে হয়, ইহারাও সম্ভবতঃ পূর্ব্বাচার্য্যগণেরই পদানুসরণ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ বেদান্তভাষ্য করিয়া আপনাদের সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বেদান্তসম্মত করিয়া লইয়াছেন। আমরা যে কয়েকজন পূর্ব্বাচার্য্যের নামোল্লেখ করিলাম, ইহাদের ভাষ্য ব্যতীত অপর কোন পূর্ব্বাচার্য্য ছিলেন কি না বলা যায় না। গৌড়পাদমুনি ও শঙ্করাচার্য্য শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাদের অভেদবাদের সহিত শ্রীমদ্ রামানুজের মতের ঐক্য নাই, এই জন্যই হয়ত শ্রীমদ্ রামানুজ ইহাদিগকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া অভিহিত করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, সূত্রকারের সময় হইতে শঙ্করের সময় পর্য্যন্ত বেদান্ত একই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছিল, একথা যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার প্রমাণ শ্রীরামানুজকৃত বেদান্তসারসংগ্রহ। এই গ্রন্থে ভিন্ন মতাবলম্বী অপরাপর ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, শঙ্করের পূর্ব্বে যে সকল ভাষ্যকার ছিলেন, তাহারা অধিকাংশই যে শঙ্করের মতাবলম্বী ছিলেন না, রামানুজাচার্য্য তাহা সপ্রমাণ করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলতঃ শঙ্করেরও বহুপূর্ব্বে, এমন কি ব্রহ্মসূত্রের

সংগ্রহেরও বহুপূর্ব্বে বেদান্ত শাস্ত্র লইয়া ঋষিদের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ ছিল, ব্রহ্মসূত্রেও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। যে সকল বিষয়ে ঋষিদের মতভেদ ছিল, তাহা কেবল অবান্তর বিষয় লইয়া নহে, প্রধান প্রধান বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও মতভেদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আত্রেয়ী, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, ও বাদরি প্রভৃতি ঋষিদের বৈদান্তিক সিদ্ধান্তে প্রচুর মতভেদ দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদ হইতে এই স্থলে এই বিষয়ের দুই একটী উদাহরণ দেওয়া হইল—

১। "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ।৫।

২। চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ।৬।

৩। এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" ।৭।

এই স্থলে মুক্তাত্মার লক্ষণ সম্বন্ধে ঔড়ুলোমি বলেন, মুক্তাত্মা চিতিতন্মাত্রে অবস্থান করেন, কেননা জীবাত্মা তদাত্মক। জৈমিনি বলেন, মুক্তাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কতকগুলি উচ্চতম গুণ থাকে। বাদরায়ণ বলেন, মুক্তাত্মা চিন্ময় বটেন, আবার ঐশ্বর্য্যময়াদি বলিত গুণময়ও বটেন।

বেদান্তিগণের মধ্যে এইরূপ মতভেদের বিষয় ব্রহ্মসূত্রে আরও দেখিতে পাওয়া যায়;—যথা ৪ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে (৭-১৪ সূত্রে) জৈমিনি বলেন, সগুণব্রহ্মজ্ঞানীরা পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন; ("পরং"—জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ৪।৩।১২—"স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" জৈমিনিরাচার্য্যঃ) কিন্তু বাদরি বলিতেছেন, ইহার কার্য্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি। শঙ্কর বাদরির সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

"স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" উপনিষদের এই শ্রুতির বিচারেই এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধমতের অবতারণা করা হইয়াছে।

প্রাচীন বৈদান্তিকগণের আরও একটি বিবাদস্থলে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে দৃষ্ট হয়।

১। প্রতিজ্ঞা সিদ্ধে লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ। (১।৪।২০)

২। উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ। (১।৪।২১)

৩। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ। (১।৪।২২)

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয়ে এই স্থানে তিনজন প্রাচীন বেদান্তীর মতভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইঁহাদের নাম—আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি এবং কাশকৃৎস্ন। শঙ্কর বলেন, আশ্মরথ্যের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম হইতে একবারে অভিন্নও নহে। অর্থাৎ অগ্নির সহিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গের যেরূপ সম্বন্ধ ব্রহ্মের সহিত জীবের সেইরূপ সম্বন্ধ। ঔড়ুলোমি বলেন, যে পর্য্যন্ত জীব মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে একবারে বিমিলিত না হন, ততদিন জীব ব্রহ্ম হইতে অবশ্যই পৃথক্। কাশকৃৎস্ন বলেন, জীব ব্রহ্ম হইতে একবারেই অভিন্ন, কিন্তু কি জানি কি কারণে জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বেদান্তসূত্র রচিত হওয়ার বহুপূর্ব্ব হইতেই উপনিষদের ব্যাখ্যা লইয়া ঋষিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল, এবং ভিন্নরূপে উপনিষদের ব্যাখ্যা করা হইত। শঙ্কর নিজেও স্বীয় ভাষ্যের স্থানে স্থানে তাঁহার স্বীকার্য্যসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদিদের অভিপ্রায়ের কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা—"অপরে তু বাদিনঃ পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্যন্তে অস্মদীয়াশ্চ কেচিৎ।" (১।৩।১৯ সূত্রের ভাষ্য)। আরও বহুস্থানে শঙ্কর প্রাচীন বেদান্তীদিগের এইরূপ মতভেদের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর বা রামানুজকে ভিন্ন ভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে না। তবে শঙ্করাচার্য্য উহার বিস্তার ও বহুল প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র।

শ্রীরামানুজের বহুপূর্ব্বে এক শ্রেণীর প্রাচীন বেদান্তী যে সকল সিদ্ধান্ত সূত্ররূপে অতি সংক্ষেপে প্রচার করিয়াছিলেন, রামানুজও শঙ্করের ন্যায় সেই প্রাচীন সিদ্ধান্তেরই প্রচার করিয়াছিলেন। রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের বোধায়নবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "ভগবদ্ বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে" অর্থাৎ ভগবদ্ বোধায়ন কৃত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি খানিকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদনুসারে সূত্রাক্ষরসমূহ ব্যাখ্যা করা হইতেছে। শ্রীভাষ্যের স্থানে স্থানে বোধায়নবৃত্তির স্থলবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। শঙ্কর বৃত্তিকারের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সে বৃত্তিকার কে? তিনি কি বোধায়ন না উপবর্ষাচার্য্য? কেহ বলেন তিনি বোধায়নের খণ্ডন করিতেই প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বেদার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থে শ্রীরামানুজাচার্য্য যে বোধায়ন, টঙ্ক প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। শ্রীভাষ্যের বহুস্থানে দ্রমিড়াচার্য্য ভাষ্যকার ও টঙ্ক বাক্যকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। দ্রমিড়াচার্য্য যে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী শঙ্করশিষ্য আনন্দগিরির কথায় তাহা জানা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, উহার ৩।১০।৭ ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য উপনিষদের শ্রুতিতত্ত্ব ও যুক্তির শ্রুতিতত্ত্বের সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে দ্রমিড়াচার্য্য এই প্রণালী অবলম্বন করেন। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণালীই অনুসরণ করিয়া-

381-XIX

ছেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে রামানুজ বা শঙ্করের পূর্ব্বে অনেকেই উপনিষদ্‌গুলির ভাষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা আমরা সেই সকল ভাষ্য আর দেখিতে পাইতেছি না। শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন জনই উপনিষদ্‌, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতার ভাষ্যকার। গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারের সংখ্যাও অনেক। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়াছেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এবং বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের ও প্রস্থান-ত্রয়ের ভাষ্য আছে। কিন্তু ইহাদের উপনিষদ্‌ভাষ্য অতীব বিরলপ্রচার, কেবল ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য সর্ব্বত্র প্রচলিত। রামানুজের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য "শ্রীভাষ্য", বল্লভাচার্য্যের ভাষ্য "অণুভাষ্য", নিম্বার্কাচার্য্যের ভাষ্য "বেদান্তপারিজাতসৌরভ" এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য "গোবিন্দভাষ্য" নামে পরিচিত। তদ্ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষুরও ব্রহ্মসূত্রভাষ্য আছে। এখানিতে কপিলমতাবলম্বী কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের আর একখানি ভাষ্য আছে, উহা শৈবমতের পোষক। এই সকল ভাষ্যাদির সবিশেষ পরিচয় "ব্রহ্মসূত্রভাষ্য" প্রকরণে আলোচিত হইবে।

বেদান্তগ্রন্থের সূত্রযুগের গ্রন্থের মধ্যে কেবল এক ব্রহ্মসূত্রের নামই সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও বেদান্ত সম্বন্ধীয় সূত্র গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। ফলতঃ ব্রহ্মসূত্রের আলোচনায় জানা যায় যে প্রাচীনেরা বেদান্তশাস্ত্র সম্বন্ধে বহুল ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসূত্রকার অবশ্যই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখে সেই সকল অভিপ্রায় সংগ্রহ করেন নাই।

ভিক্ষুসূত্র

সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতিপ্রচারিত বহুল সূত্রগ্রন্থ ছিল। যেমন সূর্য্যোদয়ে আকাশের অগণ্য তারকানিচয় একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, হয়ত ব্রহ্মসূত্ররূপ বেদান্তসূর্য্যোদয়ে সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র সেইরূপ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু "ভিক্ষুসূত্র" নামে একখানি "বেদান্তসূত্র" গ্রন্থের নাম এখনও বিদ্যমান। ভিক্ষুসূত্রের একখানি টীকাও আছে। ভিক্ষুসূত্র যে প্রাচীন গ্রন্থ তাহার প্রমাণ আছে। পাণিনি বলেন—

"পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ" (৪।৩।১১০)

কাশিকাবৃত্তিতে লিখিত হইয়াছে—"সূত্রশব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে।"

অর্থাৎ ভিক্ষু ও নট এই উভয় শব্দের সহিতই সূত্র শব্দের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং "ভিক্ষুসূত্র যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভিক্ষুর অপর পর্য্যায়—পরিব্রাট্‌ কর্ম্মন্দী মস্করী, ও পারাশরী। যথা অমরকোষে—

"ভিক্ষুঃ পরিব্রাট্‌ কর্ম্মন্দী পারাশর্য্যপি মস্করী"

অমরকোষ-টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"পরাশরোক্তং সূত্রমধীয়তে যিনি" পরাশরোক্ত সূত্র অধ্যয়ন করে, এই নিমিত্ত ইহারা "পারাশরী"।

মহাভাষ্যকার পাণিনির সূত্রভাষ্যে (৪।২।৬৬) লিখিয়াছেন

"পরাশরিণো ভিক্ষবঃ"

সুপদ্ম ব্যাকরণেও লিখিত হইয়াছে—

"কর্ম্মন্দপারাশর্য্যাভ্যামিন্‌ ভিক্ষুসূত্রে"

ইহার বৃত্তিতে লিখিত হইয়াছে—"কর্ম্মন্দেন প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রং কর্ম্মন্দি, তদধীতে কর্ম্মন্দী।"

এইরূপে "পরাশরেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রং পারাশরি, তদধীতে পারাশরী।"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, পরাশর ও কর্ম্মন্দ উভয়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভিক্ষুসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকের টীকায় রামানুজ লিখিয়াছেন "ঋষিভিঃ পরাশরাদিভিশ্চ বহুধা বহুপ্রকারং গীতং" পরাশরাদিও যে বহু প্রকারে সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহাতেও তাহা বুঝা যাইতেছে।

কেহ মনে করিতে পারেন এই ভিক্ষুসূত্র বৌদ্ধ গ্রন্থ। [illegible] না বৌদ্ধরাই ভিক্ষু নামে অভিহিত। এই যুক্তি [illegible] পারে না। কেননা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে [illegible] পর্য্যায় "ভিক্ষু আশ্রম" যথা [illegible]—"ব্রহ্মচারী [illegible] ভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ম্‌"।

সন্ন্যাসাশ্রমই ভিক্ষু আশ্রম। পরাশর ও কর্ম্মন্দ [illegible] নাম বৌদ্ধাচার্য্যদের [illegible] [illegible] ভিক্ষুসূত্রখানি [illegible] শাস্ত্র [illegible] ভিক্ষু আশ্রম, সন্ন্যাসীই ভিক্ষু। বেদান্তই সন্ন্যাসীদের [illegible] অতএব "ভিক্ষুসূত্র" যে বেদান্তসূত্র তাহাতে [illegible] হইতে পারে না।

ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করা ভিক্ষুদের [illegible] বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই ইহার আরম্ভের কথা। [illegible] লিখিত আছে যথা—

"এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্‌
বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ॥" (মনু ৬।২৯)

কুল্লূক ইহার টীকা করিয়া লিখিয়াছেন—

"উপনিষদীশ্চ শ্রুতীঃ উপনিষৎপঠিতব্রহ্মপ্রতিপাদকবাক্যানি বিবিধা [illegible] ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থমভ্যাসেৎ।"

মেধাতিথি স্বীয় ভাষ্যে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—

"চতুর্থো হ্যাশ্রমে মোক্ষং বক্ষ্যতি,—ন কেবলং কর্ম্মভিঃ মোক্ষ ইত্যাহঃ। নহু চাপ্যুক্তং ত্রিবিধাশ্চৌপনিষদীর্ [illegible]

প্রতিপাদ্য অতিরিক্ত ব্রহ্মসূত্রাণি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণ্যুপনিষদ্বাক্যানি তথা পরতত্ত্বে ব্রহ্মসাক্ষাৎ প্রতিপত্তয়ে এতিরিক্তি পদানি-স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তৈ ত্র ক্ষণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যুপক্রম্য • • "ভূমাবসত সজ্জায়েতেতি" নাস্তিকমত উপন্যস্য • • কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইত্যাদি যুক্তিযুক্তিং প্রতিপাদয়দ্ভি বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতয়া সন্দেহশূন্যার্থপ্রতিপাদকৈর্ব্রহ্ম গীতম্"

মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ও শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যানুসরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্র পদের ব্যুৎপত্তিসাধন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ব্রহ্মসূত্র" পদটী যে সুবিখ্যাত বেদান্তসূত্রার্থবাচক, শ্রীধর গীতাটীকায় স্পষ্টরূপেই তাহা বলিয়াছেন।

২। জৈমিনির সূত্র "ধর্ম্মসূত্র" নামে খ্যাত। উহা কর্ম্মকাণ্ডপ্রধান। কর্ম্মের পরবর্ত্তী জ্ঞানকাণ্ডই এই সূত্রগ্রন্থের আলোচ্য বিষয়, সুতরাং ধর্ম্মসূত্রের সহিত পার্থক্য সূচিত করিবার নিমিত্তই ইহা "ব্রহ্মসূত্র" নামে অভিহিত হইয়াছে।

২। "বেদান্ত সূত্র"—বেদান্তবাক্যসমূহের সূত্রস্বরূপ বলিয়াই এই গ্রন্থখানিকে বেদান্তসূত্র বলা হয়।

৩। "বাদরায়ণসূত্র"—বাদরায়ণ এই সূত্রগ্রন্থের প্রণেতা এই অর্থে এই গ্রন্থখানি "বাদরায়ণসূত্র" নামেও অভিহিত।

৪। "ব্যাসসূত্র"—ব্যাস বাদরায়ণেরই নামান্তর।

৫। "শারীরক-মীমাংসা"—শঙ্করভাষ্যের টীকাকার গোবিন্দানন্দ "রত্নপ্রভা" টীকায় লিখিয়াছেন—

"শরীরমেব শরীরকং কুৎসিতত্বাৎ তন্নিবাসী শারীরকো জীবস্তস্য ব্রহ্মত্ববিচারো মীমাংসা তত্ত্বান্বিতার্থঃ।"

অর্থাৎ শরীর ও শরীরক একই কথা। শরীর শব্দের উত্তর কুৎসিত অর্থে "ক", শরীরে বাস করেন "জীব"ই শারীরক শব্দ বাচ্য। জীবের ব্রহ্মত্ববিচার যে গ্রন্থে প্রতিপাদ্য তাহাই "শারীরক মীমাংসা" নামে খ্যাত। এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম "শারীরকসূত্র।"

৬। "উত্তর মীমাংসা"।—জৈমিনিকৃত মীমাংসাগ্রন্থের নাম "পূর্ব্ব মীমাংসা", কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়ানুশীলনের পরেও ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য বাসনা হয়। এই নিমিত্ত ব্রহ্মবিচারাত্মক সূত্র উত্তরমীমাংসা নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় অবলম্বনে এক শ্রেণীর বেদান্তী এইরূপে "উত্তরমীমাংসা" পদের ব্যাখ্যা করেন,—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা রামানুজী ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীরামানুজের ব্যাখ্যাই সূত্রীয় শব্দবিন্যাসের বিচারে অধিকতর সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কর্ম্মপ্রতিপাদিকা পূর্ব্ব মীমাংসার পরে ব্রহ্ম প্রতিপাদিকা মীমাংসার অধ্যয়ন করা বা আলোচনা করা কর্ত্তব্য এই নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্র উত্তরমীমাংসা নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও কেবল শম দম বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা হৃদয় বিমলীকৃত হইলেও ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার জন্মে, ইহাই শঙ্করের অভিপ্রায়। কিন্তু "উত্তরমীমাংসা নামের সম্বন্ধে রামানুজী ব্যাখ্যা অবলম্বনে ইহাতেও কোন অসঙ্গতি হইতে পারে না। পূর্ব্বমীমাংসা পদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির নিমিত্তই ব্রহ্মসূত্র "উত্তরমীমাংসা" নামে অভিহিত হইয়াছে।

৭। "বেদান্তদর্শন"- শারীরক সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম বেদান্তদর্শন বেদান্তদর্শন বলিলে উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ মাত্রই বুঝায়। এইরূপ বিচারে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, রামানুজভাষ্য ও অপরাপর ভাষ্যসমূহও "বেদান্তদর্শন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "বেদান্ত" বলিলেই "বেদান্তদর্শন" বুঝায় না। উপনিষদের শ্রুতিগুলি বেদান্তশ্রুতি নামে অভিহিত। এই সকল শ্রুতি অবলম্বনে যুক্তি দ্বারা যে বিচার বা মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মূলক গ্রন্থগুলি বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত। কিন্তু সাধারণতঃ ব্রহ্ম সূত্র গ্রন্থখানি বেদান্তদর্শন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

মহর্ষি বাদরায়ণ শারীরক মীমাংসার সূত্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ

সূত্রকার

এই নিমিত্ত শারীরক মীমাংসার অপর নাম "বাদরায়ণসূত্র"। বাদরায়ণের অপর নাম "ব্যাস" এই জন্য ব্রহ্মসূত্র "ব্যাসসূত্র" নামেও পরিচিত। কিন্তু "বাদরায়ণ" ও "ব্যাস" কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে বিষ্ণু পুরাণে দেখা যায়, প্রতি মন্বন্তরে দ্বাপর যুগে এক একটী ব্যাস প্রাদুর্ভূত হইয়া বেদ বিভাগ করেন, এই নিমিত্ত উঁহারা বেদব্যাস নামে অভিহিত হন। বাদরায়ণও ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। "বদরে বদরিকাশ্রমে অয়নং যস্য বস সঃ বাদরায়ণঃ" অর্থাৎ বদরে বদরিকাশ্রমে যাঁহার বাস তিনিই বাদরায়ণ। বাদরায়ণই বেদব্যাস তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ বাদরায়ণ ও বেদব্যাসের সংখ্যা অনেক। এমন কি এই ব্রহ্ম সূত্রেও বহু স্থানে "বাদরায়ণ" নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) তদুপর্য্যপি বাদরায়ণসম্ভবাৎ (১।৩।২৬)

(২) পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ। (৩।২।৪২)

(৩) পুরুষার্থতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ। (৩।৪।১)

(৪) অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ। (৩।৪।৮)

(৫) অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ। (৩।৪।১৯)

(৬) অপ্রতিকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাহদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। (৪।৩।১৫)

(৭) এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ (৪।৪।৭)

এই রূপে ব্রহ্মসূত্রকার বিবিধ স্থলে বাদরায়ণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এই বাদরায়ণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অতি প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তী ছিলেন। বাদরায়ণ বা বেদব্যাস যে ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে কেবল উপাধি মাত্র ইহা সুনিশ্চয়। ইহাও হইতে পারে যে "বাদরায়ণ" পদটী বংশ বিশেষের পরম্পরাগত উপাধি মাত্র। আমরা সামবিধানব্রাহ্মণে "বাদরায়ণ" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। সামবিধানব্রাহ্মণের বংশপ্রকরণে এই নাম দ্রষ্টব্য। এই বাদরায়ণ পারাশরায়ণের শিষ্য। ইনি ব্যাস-পারাশর্য্যের চারিপুরুষের অধস্তন। জৈমিনি-সূত্রেও দুইস্থলে বাদরায়ণ শব্দের উল্লেখ আছে। এখন কথা এই যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা [illegible], এবং যিনি এই বাদরায়ণ তিনিই শুকদেবের [illegible] কিনা তাহাই নির্ণয়। আমরা শাঙ্কর [illegible] একটী কাহিনী দেখিতে [illegible] এক জন পুরাণঋষি [illegible] বলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে [illegible], তদ্যথা—

"[illegible] পুরাণঋষির্বিষ্ণু নিয়োগাৎ [illegible] স্মরণম্।"

(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ৩।৩।৩২)

এই [illegible] ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ কি না [illegible] কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাতে কেহ [illegible] মনে করেন ব্যাস বাদরায়ণ ও ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই উভয়ে [illegible] ব্যক্তি। মহাভারতপাঠে জানা যায়, যে যিনি ব্যাস পারাশর্য্য, তিনিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং শুকদেব ইহারই পুত্র। ব্যাস বাদরায়ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু শ্রীভাগবতে ও অন্যান্য গ্রন্থে শুকদেব" বাদরায়ণের অপত্য এই অর্থে "বাদরায়ণি" নামে [illegible] হইয়াছেন। এই বাদরায়ণের নাম শ্রীভাগবতে বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও বাদরায়ণ যে একই ব্যক্তি পৌরাণিকগণের এই সিদ্ধান্ত অপ্রামাণিক নহে। [illegible] মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও মহাভারততাৎপর্য্য, [illegible] তিনিই ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থখানি চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটী [illegible] অধ্যায় আবার চারিটী করিয়া [illegible] বিভক্ত হইয়াছে।

সূত্রসংখ্যা এইরূপ—

অধ্যায়	পাদ	সূত্র
১ম অধ্যায়	১ম পাদ	৩১ সূত্র
	২য় "	৩২ "
	৩য় "	৪৩ "
	৪র্থ "	২৮ "
২য় "	১ম "	৩৭ "
	২য় "	৪৫ "
	৩য় "	৫৩ "
	৪র্থ "	২২ "
৩য় "	১ম "	২৭ "
	২য় "	৪১ "
	৩য় "	৬৬ "
	৪র্থ "	৫২ "
৪র্থ "	১ম "	১৯ "
	২য় "	২১ "
	৩য় "	১৬ "
	৪র্থ "	২২ "
		৫৫৫

সমগ্র সূত্রের সংখ্যা পাঁচশত পঞ্চান্ন। কেহ কেহ আরও তিনটী সূত্র বৃদ্ধি করিয়া মোট সংখ্যা ৫৫৮ পাঁচশত আটান্নে পরিণত করেন। কিন্তু আমরা কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলাম সূত্রের এইরূপ সংখ্যাই নির্দ্দিষ্ট আছে।

অধিকরণ

বেদান্তসূত্রগুলিকে "অধিকরণ" সংজ্ঞায় অপর এক প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। উহা দার্শনিক বিচার-সম্মত। অধিকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠকগণের অবিদিত নাই যে ন্যায়দর্শনে পঞ্চাবয়ব দ্বারা বিচারপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে। অনুমিতি ব্যাপারে এই পঞ্চাবয়ব অতি প্রয়োজনীয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটীই ন্যায়ের পঞ্চাবয়ব এই পঞ্চাবয়ব দ্বারা অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে যথা—

১। প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতো বহ্নিমান্।

২। হেতু—ধূমাৎ, যত্র যত্র ধূম তত্র তত্র বহ্নিঃ।

৩। উদাহরণ – যথা মহানসি।

৪। উপনয়—বহ্নিব্যাপ্যপর্ব্বতোহয়ং ধূমবান্।

৫। নিগমন—পর্ব্বতো বহ্নিমান্।

এই পাঁচটী ন্যায়ের পঞ্চাবয়ব। বেদান্ত বিচারেও পঞ্চাবয়ব আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদান্তসূত্র বেদান্তশাস্ত্রে ন্যায়-প্রস্থান নামে অভিহিত। এই সূত্র-গ্রন্থ, বিচারপদ্ধতিতে প্রথিত। ন্যায়ের পঞ্চাবয়বের ন্যায় ইহার যে পঞ্চাবয়ব আছে, তাহাই অধিকরণ নামে প্রসিদ্ধ। তদ্যথা—

"একো বিষয়সন্দেহপূর্ব্বপক্ষাবভাসকঃ।
প্রোক্তোহপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতঃ স্ফুটাঃ॥"

অর্থাৎ অধিকরণ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট যথা বিষয়, সন্দেহ, পূর্ব্বপ

385-XIX

পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত। সাধারণতঃ দুই শ্লোকে এক অধিকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। উহাদের আদ্য শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে দুইটী অবয়ব, উত্তরার্দ্ধে এক অবয়ব, দ্বিতীয় শ্লোকে এক অবয়ব, এই চারি অবয়বের অনুসন্ধানের পরে সঙ্গতি দ্রষ্টব্য। এই সঙ্গতি ত্রিবিধ যথা শাস্ত্র-সঙ্গতি, অধ্যায়সঙ্গতি, পাদ-সঙ্গতি। এই অবয়ব দ্বারা সূত্রার্থের বিচার করা হয়। বেদান্ত সূত্র পাঠ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে এই অধিকরণ-মালার জ্ঞানসঞ্চয় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ভারতীতীর্থকৃত ব্যাসাধিকরণমালা নামক এক খানি গ্রন্থে বেদান্ত সূত্রের অধিকরণ সম্বন্ধে অতি পরিস্ফুট আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়।

বেদান্ত সূত্রের প্রতিপাদ্য

ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক সূত্রের প্রতিপাদ্য এক একটী বিষয় আছে এবং কোন সূত্র কোন অধিকরণের অন্তর্গত তাহারও সুস্পষ্ট নিরূপণ করা হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম তালিকাকারে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ।

	প্রতিপাদ্য বিষয়	সূত্রাঙ্ক	অধিকরণ
১।	ব্রহ্মের বিচার্য্যত্ব	১	১
২।	ব্রহ্মের লক্ষ্যত্ব	২	২
৩।	ব্রহ্মের বেদকর্তৃত্ব } ২ বর্ণক ব্রহ্মের বেদৈকমেয়তা } ২ বর্ণক	৩	৩
৪।	বেদান্তের ব্রহ্মবোধকত্ব } ১ বর্ণক ব্রহ্মেই বেদান্তের অবসিতত্ব } ২ বর্ণক	৪	৪
৫।	প্রধানের জগৎকর্তৃত্বের অভাব (ইহা সাঙ্খ্যদর্শনের প্রতিবাদ)	৫-১১	৫
৬।	আনন্দময় কোষের পরমাত্মত্ব } ২ বর্ণক ব্রহ্মের আনন্দময় জীবাধারত্ব } ২ বর্ণক	১২-১৯	৬
৭।	আদিত্যের অন্তর্গত হিরণ্ময় পুরুষের ঈশ্বরত্ব	২০-২১	৭
৮।	পরব্রহ্মের আকাশ শব্দবাচ্যত্ব	২২	৮
৯।	ব্রহ্মের আকাশ শব্দবৎ প্রাণশব্দ বাচকত্ব	২৩	৯
১০।	পরব্রহ্মের জ্যোতিশব্দ বাচ্যত্ব	২৪-২৭	১০
১১।	ব্রহ্মের প্রাণশব্দ বাচ্যত্ব	২৮-৩১	১১

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

	প্রতিপাদ্য বিষয়	সূত্রাঙ্ক	অধিকরণ
১।	ব্রহ্মের উপাস্যত্ব	১-৮	১
২।	ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব	৯-১০	২
৩।	চেতনজীবেশ্বরের হৃদ্গুহাগতত্ব	১১-১২	৩
৪।	ছায়া জীবাদি সন্দেহসমূহ ত্যাগপূর্ব্বক পরব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব	১৩-১৭	৪
৫।	প্রধান জীবেতর ঈশ্বরের অন্তর্য্যামিত্ব শব্দ-বাচ্যত্ব	১৮-২০	৫
৬।	প্রধান ও জীব নিরাকরণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের ভূতযোনিত্ব	২১-২৩	৬
৭।	ব্রহ্মের বৈশ্বানর শব্দ বাচ্যত্ব	২৪-৩২	৭

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

	প্রতিপাদ্য বিষয়	সূত্রাঙ্ক	অধিকরণ
১।	আত্মা হিরণ্যগর্ভ প্রধান ভোক্তৃজীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কেবল ঈশ্বরেরই সর্ব্বাধিষ্ঠান-ভূতত্ব	১-৭	১
২।	প্রাণ ও পরেশ এই দুই শব্দের মধ্যে সত্য শব্দ দ্বারা পরেশেরই শ্রেষ্ঠত্ব	৮-৯	২
৩।	প্রণব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মেরই অক্ষর-শব্দবাচিত্ব	১০-১২	৩
৪।	অপর ও পরব্রহ্মের মধ্যে ত্রিমাত্র প্রণব দ্বারা পরব্রহ্মেরই ধেয়ত্ব	১৩	৪
৫।	দহরাকাশ রূপে প্রতীয়মান বিয়জ্জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মেরই দহরাকাশ বাচ্যত্ব	১৪-১৮	৫
৬।	অক্ষিপুরুষরূপে আপাততঃ প্রতীয়মান জীব ও পরেশের মধ্যে পরেশেরই অক্ষিপুরুষ-শব্দের বাচ্যত্ব	১৯-২১	৬
৭।	জগৎ প্রকাশরূপে উপলব্ধ সূর্য্যাদি তেজ পদার্থ ও চৈতন্যের মধ্যে চৈতন্যেরই তৎপ্রকাশত্ব	২২-২৩	
৮।	জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পরমাত্মারই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়া প্রতিপাদন	২৪-২৫	
৯।	দেবতাদের নির্গুণ বিদ্যায় অধিকার-নিরূপণ	২৬-৩৩	
১০।	শূদ্রের বেদে অনধিকারকথনপূর্ব্বক শোকাকুলত্ব-সূচক বাক্য দ্বারা শূদ্রনামধারীর জ্ঞানশ্রুতির বেদ-বিদ্যা লাভ	৩৪-৩৮	১০
১১।	প্রাণরূপে আখ্যাত বজ্র বায়ু ও পরেশের মধ্যে পরেশেরই তাদৃশ প্রাণশব্দ বাচ্যত্ব	৩৯	১১
১২।	ব্রহ্মের পরম জ্যোতিত্ব	৪০	১২
১৩।	ব্রহ্মের আকাশ শব্দ বাচ্যত্ব	৪১	১৩
১৪।	ব্রহ্মের বিজ্ঞানময় শব্দ বাচ্যত্ব	৪২-৪৩	১৪

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ।

	প্রতিপাদ্য বিষয়	সূত্রাঙ্ক	অধিকরণ
১।	কারণাবস্থাপন্ন স্থূল শরীরের অব্যক্ত-শব্দ বাচ্যত্ব	১-৭	১
২।	শ্রুতিপ্রমিত প্রকৃতি ও স্মৃতিসম্মত প্রধানের মধ্যে তাদৃশ প্রকৃতিরই অজা শব্দ বাচ্যত্ব	৮-১০	২
৩।	প্রাণ, চক্ষু শ্রোত্র, মন ও অন্নের পঞ্চ শব্দ বাচ্যত্ব	১১-১৩	৩
৪।	ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্য সমন্বয়ের যুক্তিযুক্তত্ব	১৪-১৫	৪
৫।	প্রাণ জীব ও পরমাত্মার মধ্যে পরমাত্মারই কৃৎস্ন জগৎ কর্তৃত্ব নিমিত্ত বালাকি কর্তৃক ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত ষোড়শ পুরুষের কর্তৃত্ব নিরাকরণ	১৬-১৮	৫
৬।	সংশ্লিষ্ট জীব ও পরমাত্মার মধ্যে পরমাত্মারই শ্রবণ মননাদি বিষয়ে কর্তৃত্ব	১৯-২১	৬
৭।	ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয় কারণত্ব	২৩-২৭	৭

387-XIX

	প্রতিপাদ্য বিষয়	সূত্রাঙ্ক	অধিকরণ
৩।	পাপীদের যমলোকে গমন	১২-২১	৩
৪।	অবরোহী জীবের বিয়দাদি সমানত্ব	২২	৪
৫।	স্বর্গ হইতে অবতরণকালে স্বর্গ, বৃষ্টি, পৃথিবী, পুরুষ, যোষিৎ প্রভৃতি জায়মান জীবের স্বর্গে ও বৃষ্টিতে অতি সত্বরেই জন্ম হইয়া থাকে। তদিতর পদার্থে জন্মবিষয় বিলম্বে ঘটে	২৩	৫
৬।	শস্যাদিতে জীবের মুখ্য জন্ম নাই। উহা সংশ্লেষমাত্র	২৪-২৭	৬

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ

	প্রতিপাদ্য বিষয়	সূত্রাঙ্ক	অধিকরণ
১।	স্বপ্নসৃষ্টির মিথ্যাত্ব কথন	১-৬	১
২।	সুষুপ্তি স্থানরূপ হৃৎস্থ ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন	৭-৮	২
৩।	স্বপ্নাবস্থিত পুরুষের তাহা হইতে সমুত্থান	৯	৩
৪।	মূর্চ্ছা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় হইতে ভিন্ন	১০	৪
৫।	নিরুপাধিক ব্রহ্ম বেদান্তসম্মত	১১-২১	৫
৬।	নিষেধাতীত ব্রহ্মের সত্তার স্থাপন	২২-৩০	৬
৭।	"ব্রহ্ম অন্যের বস্তু নহেন" এই মত স্থাপন	৩১-৩৭	৭
৮।	কর্মফলোৎপত্তি সম্বন্ধে ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব, অপূর্বের কর্তৃত্ব নাই	৩৮-৪১	৮

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদ

	প্রতিপাদ্য বিষয়	সূত্রাঙ্ক	অধিকরণ
১।	ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক শ্রুত্যুক্ত পঞ্চাগ্নি বিদ্যোপাসনার বিধিঅনুষ্ঠানফলসাম্যে একত্ব	১-৪	১
২।	গুণোপসংহারে কর্তব্যতা	৫	২
৩।	ছান্দোগ্য ও কাণ্বশাখার উদ্গীথবিদ্যা ভেদ কথন	৬-৮	৩
৪।	অক্ষর ও উদ্গীথের একত্ব সম্পাদন	৯	৪
৫।	বশিষ্ঠত্বাদিগুণের উপসংহর্তব্যত্ব	১০	৫
৬।	আনন্দসত্যাদি ব্রহ্মগুণসমূহ সকল শাখাতেই প্রতিপত্তি বিষয়ে সমান এবং উহাদের ব্যবস্থাপক বিধিরও অভাব নাই, এই নিমিত্ত উহাদের উপসংহর্তব্যত্ব	১১-১৩	৬
৭।	পুরুষজ্ঞান সংসারের কারণ, এই হেতু পুরুষ বেদ্য	১৪-১৫	৭
৮।	ঈশ্বর আত্মশব্দ বাচ্য, কিন্তু বিরাজ্‌শব্দ বাচ্য নহেন	১৬-১৭	৮
৯।	কাণ্ব ও ছান্দোগ্যের বস্তু একত্ব	১৮	৯
১০।	প্রাণোপসনা সম্বন্ধে প্রাণবিদ্যাপ্রাপ্তির অনগ্নতা বুদ্ধি আচমনের অনগ্নতা বুদ্ধিরই বিধেয়তা	১৯	১০
১১।	কাণ্বশাখীয়দের অগ্নিরহস্যব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যকের পঠিত শাণ্ডিল্য বিদ্যার একবিষয়ত্ব	২০-২২	১১
১২।	"অহঃ" আদিত্যগত এবং "অহং" অক্ষিগত এই বেদ্য পুরুষ এক হইলেও স্থানবিশেষে ইহাদের নাম বিশেষের যুক্ততা	২৩	১২
১৩।	বিদ্যার একত্বাভাবে সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণের শাণ্ডিল্য বিদ্যাদিতে অনুপসংহার্যত্ব	২৪	১৩
১৪।	তৈত্তিরীয় তাণ্ডীয় পুরুষবিদ্যার পৃথক্ত্ব	২৫	১৪
১৫।	বেধমন্ত্রাদি বিদ্যার অনঙ্গত্ব	২৬	১৫
১৬।	পাপ পুণ্যের বিচার (৩ বর্গকে)	২৭-২৮	১৬
১৭।	অর্চিরাদিমার্গ কেবল উপাসকের জন্য, জ্ঞানীদের জন্য নহে	২৯-৩০	১৭
১৮।	সকল প্রকার উপাসনাতেই উত্তর মার্গের বিধান	৩১	১৮
১৯।	ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানীর মুক্তির নিত্যতা	৩২	১৯
২০।	আত্মস্বরূপ লক্ষণ নিষেধ সমূহের পরস্পর উপসংহর্তব্যতা	৩৩	২০
২১।	"ঋতং পিবন্তৌ" এবং "দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিদ্বয়ের একবেদ্যত্ব	৩৪	২১
২২।	এক শাখায় উষস্ত কহোল ব্রাহ্মণদ্বয়ের বিদ্যৈক্য প্রতিপাদন	৩৫-৩৬	২২
২৩।	উপাসনার নিমিত্ত উপাস্যের দ্বৈধজ্ঞান	৩৭	২৩
২৪।	সত্যবিদ্যার একত্ব প্রতিপাদন	৩৮	২৪
২৫।	দহরাকাশ ও হার্দাকাশের গুণ সংহর্তব্যত্ব	৩৯	২৫
২৬।	উপাসকের ভোজনে প্রাণাগ্নিহোত্র লোপাপত্তি	৪০-৪১	২৬
২৭।	উদ্গীথ কর্মাঙ্গীভূত দেবতা উপাসনার [illegible] তত্ত্ব	[illegible]	[illegible]
২৮।	সংবর্গ বিদ্যাতে অগ্নি দেবাদি অধ্যাত্ম [illegible] অনুচিন্তনের পৃথক্ত্ব	৪৩	২৮
২৯।	মন ও বাগাদির [illegible]	৪৪-৫২	
৩০।	জ্যোতিকের আত্মত্ব নিরাকরণ পূর্বক [illegible] প্রতিপাদন	৫৩-৫৪	৩০
৩১।	ঐতরেয় উক্ত উক্থ উপাসনায় ও [illegible] উক্থ উপাসনায় সমানত্ব	৫৫-৫৬	
৩২।	বিরাটরূপ বৈশ্বানরের সমগ্রই ধ্যেয়, [illegible] ধ্যেয় নহে	৫৭	
৩৩।	অনুষ্ঠাতব্য শাণ্ডিল্য দহরাদি বিদ্যাসমূহের [illegible] ভিন্নত্ব নিবন্ধন ভিন্নত্ব	৫৮	
৩৪।	উপাসনাবাহুল্যে আত্মার বৈকল্পিক [illegible] কথন	৫৯	৩৪
৩৫।	বিকল্প বা সমুচ্চয় প্রতীক উপাসনার ঐচ্ছিকত্ব	৬০	৩৫
৩৬।	বিকল্প ও সমুচ্চয়ের যথাকামতা	৬১-৬৬	৩৬

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ

	প্রতিপাদ্য বিষয়	সূত্রাঙ্ক	অধিকরণ
১।	আত্মজ্ঞানের স্বতন্ত্রত্ব, উহা ক্রতু অর্থ মূলক নহে	১-১৭	১
২।	ঊর্দ্ধরেতা উপাশ্রমগণের অস্তিত্ব ব্যবস্থাপন ও [illegible] কামী আশ্রমীদের ব্রহ্মনিষ্ঠায় অযোগ্যতা	১৮-২০	২
৩।	উদ্গীথার অঙ্গত্ব স্বরূপ প্রকারের ধ্যেয়ত্ব	২১-২২	৩
৪।	উপনিষদ আখ্যান সমূহের বিদ্যা [illegible] কতা	২৩-২৪	৪
৫।	আত্মবোধ ব্যক্তির কর্মের অনপেক্ষতা	২৫	৫
৬।	বিদ্যার উৎপত্তি বিষয়ে কর্মনাপেক্ষতা	২৬-২৭	৬
৭।	আপৎকালে সকলের অন্নেরই ব্যবহার্য্যতা	২৮-৩১	৭

২য় পাদ—পূর্ব্বভাগে ত্বং পদার্থের এবং উত্তরভাগে তৎ-পদার্থের শোধন।

৩য় পাদ—সগুণবিদ্যাসমূহে গুণোপসংহারের এবং নির্গুণ-ব্রহ্মে অপুনরুক্তপদোপসংহারের নিরূপণ।

৪র্থ পাদ—নির্গুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গসাধনভূত আশ্রম যজ্ঞাদির এবং অন্তরঙ্গ সাধনভূত শম দম শ্রবণ মননাদির নিরূপণ।

চতুর্থ অধ্যায়

১ম পাদে—শ্রবণাদি আবৃত্তিদ্বারা নির্গুণব্রহ্ম, উপাসনাদ্বারা সগুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতবান্ জীবের পুণ্যপাপলেপাবিনাশ-লক্ষণা মুক্তির অভিধান।

২য় পাদে—ম্রিয়মাণের উৎক্রান্তি প্রকার দর্শন।

৩য় পাদে—সগুণ ব্রহ্মবিদ্‌গণের উত্তরমার্গাভিগমন।

৪র্থ পাদে—পূর্ব্বভাগে নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহকৈবল্য প্রাপ্তি এবং উত্তরভাগে সগুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকে স্থিতি নিরূপণ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুমোদিত প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহই এই তালিকা প্রদর্শিত হইল। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত-বাদী ও মায়াবাদী ছিলেন। তিনি যে ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা যদিও বহুল প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু উহাই বেদান্তের সর্ব্বসম্মত তাৎপর্য্য এবং তাঁহার ভাষ্যই যে অবিসম্বাদিত যথাযথ ভাষ্য, এরূপ মনে করা অসঙ্গত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত তালিকায় আমরা বেদান্তসূত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া যে তালিকা প্রদান করিলাম উহা শাঙ্কর ভাষ্যের অনুমোদিত বলিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। পাঠকগণের অবশ্যই সুবিদিত যে, শাঙ্কর ভাষ্যই বেদান্তসূত্রের একমাত্র ভাষ্য নহে এবং কেবল এক শাঙ্কর ভাষ্যই বেদান্তশাস্ত্রের চূড়ান্ত তাৎপর্য্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বেদান্তসূত্র অবলম্বনে শঙ্কর যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহা একবারে অদৃষ্টপূর্ব্ব না হইলেও শঙ্করাচার্য্যই উহাকে প্রসারিত সুবিস্তৃত এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সুগম্য করিয়া তুলিয়াছেন এবং অদ্যও যে সহস্র সহস্র লোক শঙ্কর ভাষ্যকেই বেদান্ত মনে করিয়া অধ্যয়ন করেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীমদ্‌রামানুজের ভাষ্যের পাণ্ডিত্য ও তর্কবিচার কোন ক্রমেও শাঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষা লঘু নহে, বরং অনেকানেক বিষয়ে শঙ্কর অপেক্ষা শ্রীমদ্‌রামানুজের পাণ্ডিত্য গৌরব অধিকতর, শ্রীমদ্ রামানুজের ভাষ্যই সূত্রের অর্থের নিকটবর্ত্তী। সুতরাং রামানুজীয় মতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটি তালিকা ও এখানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা যাইতেছে। তদ্‌যথা—

শ্রীরামানুজমতে ব্রহ্মসূত্রের বিষয়

স্বতন্ত্রপ্রধান কারণবাদনিরাস, আনন্দময়াদি বাক্যসমূহের ব্রহ্মপরত্ব, ব্রহ্মের স্মৃতিসমূহের ব্রহ্মপরত্ব, ব্রহ্মোপাসনাসমূহে দেবতাদিগের অধিকার সম্পাদন, ব্রহ্মোপাসনায় শূদ্রের অনধিকার, অঙ্গুষ্ঠমাত্র প্রভৃতি শ্রুতির ব্রহ্মপরত্ব, প্রকৃতিবাদ নিরাস, হিরণ্যগর্ভাদি জীবসমূহের পরমেশ্বরত্বনিরাস, যোগমত নিরাস, ব্রহ্মের প্রপঞ্চ-উপাদানত্ব, সকল বিরুদ্ধমত নিরাস উপসংহার, সাংখ্য স্মৃতির অপ্রামাণ্য, যোগ স্মৃতির অপ্রামাণ্য, প্রকৃতির প্রপঞ্চ উপাদানত্ব-নিরাস, সকল প্রপঞ্চের পরমাত্মকারত্ব, পরমাত্মকত্ব প্রতিপাদন, প্রপঞ্চের ব্রহ্মানন্যত্ব, অন্য কারককলাপ-অনপেক্ষ ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব, নিরংশ পরমাত্মার পরিণাম উপপাদন, কর্ম্মাপেক্ষায় সৃষ্ট বিষয়বৈষম্য, প্রকৃতি-কারণ-বাদনিরাস, পরমাণুকারণ বাদ নিরাস, ক্ষণিকবাদ নিরাস, বিজ্ঞানবাদ নিরাস, শূন্যবাদ নিরাস, জৈনমত নিরাস, পশুপতিমত নিরাস, ভাগবতমত সংস্থাপন, আকাশের উৎপত্তি নিরূপণ, বায়্বাদির উৎপত্তিক্রম নিরূপণ, জীবের উৎপত্তি নিরাস, জীবের জ্ঞাতৃত্ব ও অণুত্বের প্রতিপাদন, জীবের কর্ত্তৃত্ব নিরূপণ, জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মার অধীন তন্নির্দ্দেশ নিরূপণ, জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নিরূপণ, ইন্দ্রিয়সমূহের একাদশত্বকথন, ইন্দ্রিয়সমূহের অণুত্ব নিরূপণ, প্রাণের অণুত্বকথন, প্রাণাদ্য[illegible] অধিষ্ঠাত্রী সমূহের অধিষ্ঠাতৃত্ব ব্রহ্মাধীন, ব্যষ্টি সৃষ্টি সম্বন্ধে চতুর্মুখের কর্ত্তৃত্ব নিরাস, [illegible] জীবের প্রয়াণ, [illegible] কর্ম্মসমূহের অকরণে নরক প্রাপ্তি, জীবের [illegible] ভাব তৎ সদৃশ্যাদি, আদিত্যের স্থিতি, নিয়ম, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বিচার, পরমাত্মার জীবাদোষের অসম্বন্ধ, [illegible] কারণ স্বরূপ পরমাত্মা [illegible] পরস্পরের পরিবেশ, পরম পুরুষ কর্ম্মফল প্রদান করেন, বিভিন্ন শাখার বেদান্তের বিচার, [illegible] চিন্তনকালে ব্রহ্মচিন্তনের আবশ্যক অঙ্গরূপে জীব [illegible] বৈশ্বানর বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাসমূহ পরস্পর ভিন্ন [illegible] সমূহের মধ্যে একের উপাদান, [illegible] গৃহস্থাশ্রমের বিদ্যাসমূহের [illegible] অপেক্ষা, অমুমুক্ষুদিগের [illegible] কর্ত্তব্যতা, আশ্রম[illegible] বিদ্যার অনধিকার, বিদ্যাসিদ্ধি বিচার, নিদিধ্যাসনের বিধি[illegible], জীবাত্মার আত্মত্ব স্বীকার [illegible] নহে, প্রতীক উপাসনা বিচার, ব্রহ্মোপাসনার দেশকালাদি বিচার, মরণকালে ইন্দ্রিয়াদির লয় বিচার, ভূতসমূহের পরমাত্মসম্পত্তি, পরমাত্মা সম্পত্তির আবশ্যকতা, অর্চিরাদি মার্গনিরূপণ, আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের উপাসকের মুক্তি, মুক্তের স্বীয় অসাধারণ আবির্ভাব, আবির্ভূতমুক্তস্বরূপবিচার, মুক্তের স্বসংকল্প হইতে সমস্ত প্রাপ্তি, মুক্তের স্বেচ্ছাধীন শরীরাদি সমস্তা, স্বর্গাদিব্যাপন[illegible]হীন মুক্তের ঐশ্বর্য্য, ইত্যাদি বিষয় শ্রীরামানুজের ভাষ্যে

করা হইয়াছে। এই মায়া গুণময়ী, কার্য্যানুমেয়া, সদসদ্বিলক্ষণা (অর্থাৎ মায়া সদ্বস্তু নহেন, অসদ্বস্তুও নহেন। বেদান্ত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে মায়ার অস্তিত্বে মায়ার কার্য্যগুলি প্রকৃত বলিয়াই মনে হয়, এই নিমিত্ত মায়া সৎ। আবার যখন বিজ্ঞানের উদয়ে মায়ার বিনাশ হয়, এই জগৎ প্রপঞ্চের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় তখন মায়া অসৎ। এই নিমিত্ত মায়া অনির্ব্বচনীয়া)। মায়া অব্যক্তা। ভগবদ্গীতায় এই মায়াই প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন—

"বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।" (১৩।১৯)

অপিচ "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" এই শ্লোকার্দ্ধ অনেকেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। পঞ্চদশী গ্রন্থের চিত্রদীপে মায়া ও ঈশ্বরের সবিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। এই মায়াই জগতের উপাদান। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল মায়ারই বৈচিত্র্যময় ইন্দ্রজাল। জীব তুরীয়চৈতন্যেরই অবিদ্যোপহিত অংশবৎ। মায়া উপাধি-নাশে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্রজালময় দৃশ্যজাল যেমন তিরোহিত হয়, জীবের অসম্যক্ জ্ঞানেরও সেই প্রকার তিরোধান ঘটে। মায়াসহ প্রতিভাত ব্রহ্মই ঈশ্বর বলিয়া খ্যাত। জ্ঞানকাণ্ডের প্রণালী মত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই মায়া অপসারিত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন চিদেকজ্ঞান প্রকাশ পায়। শঙ্কর দর্শনের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যসূচক একটী শ্লোক আছে যথা—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

অর্থাৎ কোটিগ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে শ্লোকার্দ্ধে তাহা বলা যাইতেছে,—ব্রহ্ম-সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু। "শঙ্করাচার্য্য" শব্দে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অতঃপর শ্রীরামানুজ দর্শনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বলা যাইতেছে। রামানুজও অদ্বৈতবাদী। এক অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মই রামানুজেরও প্রতিপাদ্য। সুতরাং রামানুজ অদ্বৈতবাদী। কিন্তু অদ্বৈতবাদী হইলেও রামানুজ শঙ্করের ন্যায় কেবলাদ্বৈতবাদী নহেন। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। রামানুজের ব্রহ্ম "চিন্মাত্র" নহেন। রামানুজের ব্রহ্ম চিদচিৎ বিশেষপদার্থ সমন্বিত। এই বিশেষ পদার্থও ব্রহ্মেরই শরীরবৎ। শঙ্কর মায়া দ্বারা বিশ্বপ্রপঞ্চকে ইন্দ্রজালের ন্যায় অলীকরূপে প্রদর্শিত করেন রামানুজ জীবকে চিৎ এবং ব্রহ্মজীবাতিরিক্ত পদার্থসমূহকে অচিৎ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল পদার্থ তাঁহার মতে নিত্য এবং ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ। যথা—প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কারতন্মাত্রভূতেন্দ্রিয়চতুর্দ্দশভুবনাত্মকব্রহ্মাণ্ডতদন্তর্ব্বর্ত্তিদেবতির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাদিসর্ব্বপ্রকারসংস্থানসহিতং কার্য্যমপি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ইতি।

রামানুজদর্শনের সিদ্ধান্ত

রামানুজ এই নিখিলকল্যাণ দ্রব্যগুণকর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মকে বাসুদেব নামে অভিহিত করিয়াছেন যথা—

"বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ।"

পরমব্রহ্ম বাসুদেব সকল কল্যাণগুণযুক্ত, ইনি চতুর্দ্দশ ভুবনের কর্ত্তা ও উপাদান এবং জীবসমূহের অন্তর্য্যামী ও নিয়ামক। ইনি পরব্রহ্ম পরমকারুণিক ভক্তবৎসল পরমপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্বব্যাপী। নিখিল চিৎ অচিৎ পদার্থ ইঁহারই প্রকার। এই সকল পদার্থ নিত্য। ইহারা ব্রহ্মে লীন হইয়াও কখন আপন আপন অস্তিত্ব ত্যাগ করে না। ইহারা দুই অবস্থায় অবস্থান করে। প্রলয়ে ইহাদের সমরূপগুণাদি অভিব্যক্ত হইতে পারে না তখন উহারা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, জীবাত্মাগুলিও সঙ্কোচভাবে অবস্থান করে। ব্রহ্ম তখন কারণাবস্থায় থাকেন। এই নিমিত্ত শ্রুতি বলেন—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি

কিন্তু এই অবস্থাতেও ব্রহ্ম বিশেষবিবর্জ্জিত নহেন। বিশেষ পদার্থসমূহ তখন অব্যক্তাবস্থায় থাকে বলিয়া তাহাদের স্ফূর্ত্তি হয় না। প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মের ইচ্ছায় আবার তাঁহার অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব হয়।

রামানুজ তদীয় বেদান্তদীপে লিখিয়াছেন জীব অচিৎ পদার্থ হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম এই বিশ্বের স্রষ্টা। এই বিশ্ব চিদচিদাত্মক। চিদচিদাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শরীর। অচিৎ পদার্থ চিৎপদার্থের সম্ভাবে উহা সজীব হইয়া উঠে। ব্রহ্ম চিদচিৎপদার্থে প্রকাশ পাইয়া উহাদিগকে শক্তিপ্রদান করেন। ব্রহ্ম যাবতীয় পদার্থের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থের অন্তরালে তিনি সর্ব্বব্যাপিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রভাবেই অন্যান্য সকল পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে। বিশ্ব—ব্রহ্মেরই কার্য্যাবস্থা—ব্রহ্মেরই [illegible] নাম। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

ধ্যান ও ভক্তিদ্বারাই এই পুরুষোত্তম লভ্য। শ্রীমদ্রামানুজ যে ধ্যানের লক্ষণ করিয়াছেন তাহা এই—

"ধ্যানঞ্চ—তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা বা স্মৃতিঃ

শ্রীমদ্ রামানুজ গীতা হইতে ভগবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় দেখাইয়াছেন। যথা —

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ। ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া।

যাহারা রাজার নিকট রাজা বলিয়া আত্মখ্যাপন করিতে প্রয়াসী হয়, তাদৃশ ভৃত্যগণকে রাজা নিহত করেন, অপরপক্ষে যাহারা তাঁহার গুণোৎকীর্ত্তন করেন, তিনি তাহাদিগকে অখিল সুখপ্রদান করেন।

এই প্রকারে অদ্বৈততত্ত্বের নিরসনের নিমিত্ত সাধারণ লোকের উপযোগী বিচার প্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর শাকল্যসংহিতা পরিশিষ্ট হইতে এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে দ্বৈতবাদের সমর্থক শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অতঃপর অগ্নিপুরাণ হইতে স্বসম্প্রদায়ে ব্যবহৃত চক্রাদিধারণের নিয়মের উল্লেখ করিয়া ভেদপ্রমাপক শ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে—

"সত্যমেবমমুবিশ্বে মহাস্তরাতিং দেবস্ত গৃণতো মঘোনঃ সত্যাসো অস্ত মহিমাগৃণে শবোযজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে সত্য আত্মা সত্য জীবঃ সত্যংভিদা সত্যংভিদা মায়বারুণ্যো মযি বারুণ্যো মযি বারুণ্যা ইতি।"

এই শ্রুতি ভেদবাদের সমর্থক। শ্রীভগবদ্গীতাও বলেন :—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।

সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

ভেদপোষক একটী ব্রহ্মসূত্র এই যে—

"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জপ্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ" অপর পক্ষে "ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতির বলে জীব কখনও পারমৈশ্বর্য্যের অধিকার খ্যাপন করিতে পারে না। ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণসেবী শূদ্রও ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজ্য হইতে পারেন, এই বাক্যের ন্যায় উক্ত শ্রুতি কেবল অর্থবাদপরই বুঝিতে হইবে।

এই সম্প্রদায়ের মতে ভেদ পাঁচপ্রকার—(১) জীবেশ্বরভেদ, (২) জড়েশ্বরভেদ, (৩) জীবে জীবে ভেদ, (৪) জড়ে জীবে ভেদ এবং জড়ে জড়ে ভেদ। এই ভেদপঞ্চক অনাদি ও নিত্য যথা—পরমা শ্রুতি—

"জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।

জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥

মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।

সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥"

ইহাদের নাশ নাই, ইহারা ভ্রান্তিকল্পিতও নহে। সুতরাং দ্বৈত নাই ইহা অজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত। সকল শ্রুতিই ভগবানের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করেন যথা :—

"ন চ নাশং প্রযাত্যেষ ন চাসৌ ভ্রান্তিকল্পিতঃ।

কল্পিতশ্চেন্নিবর্ত্তেত ন চাসৌ বিনিবর্ত্ততে॥

দ্বৈতং ন বিদ্যতে ইতি তস্মাদজ্ঞানিনাং মতং।

মতং হি জ্ঞানিনামেতন্মিতং ত্রাতং চ বিষ্ণুনা।

তস্মান্মাত্রমিতি প্রোক্তং পরমো হরিরেব তু॥

শ্রীভগবদ্গীতাতেও লিখিত আছে—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।" ইত্যাদি

"তত্ত্বমস্যাদি" শ্রুতিও তাদাত্ম্যের সমর্থক নহে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদানন্দতীর্থের আপত্তি এইরূপ—

"আহ নিত্যপরোক্ষন্তু তচ্ছব্দো হ্যবিশেষিতঃ।

ত্বং শব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ॥"

এই শ্রুতিতে "আদিত্য যূপবৎ" সাদৃশ্যমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাদাত্ম্য সমর্থিত হয় নাই।

জীবের পরম ঐক্য হয়ত বুদ্ধিসারূপ্যমাত্র, অথবা একস্থানে সন্নিবেশমাত্র, অথবা ব্যক্তিস্থানসম্বন্ধীয়। উহা প্রকৃত ঐক্য নহে, এমন কি জীব যখন মুক্ত হয়, তখনও এই পার্থক্য থাকিয়া যায় যথা—

"জীবস্য পরমৈক্যঞ্চ বুদ্ধিসারূপ্যমেব বা।

একস্থাননিবেশো বা ব্যক্তিস্থানমপেক্ষ্য বা॥

ন স্বরূপৈকতা তস্য মুক্তস্যাপি বিরূপতঃ।

স্বাতন্ত্র্যপূর্ণতাল্পত্বাপারতন্ত্র্যে বিরূপতা॥" ইত্যাদি

মহোপনিষদেও ভেদশ্রুতি পরিলক্ষিত হয় যথা—

"যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানাবৃক্ষরসা যথা।

যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা॥

চোরাপহার্য্যৌ চ যথা পুংবিষয়াবপি।

তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ॥

তথাপি সূক্ষ্মরূপত্বান্ন জীবাৎ পরমো হরিঃ।

ভেদেন মন্দদৃষ্টীনাং দৃশ্যতে প্রেরকোঽপি সন্॥

পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, জগৎ যে মিথ্যা কুত্রাপি ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীমদানন্দতীর্থ ও তৎপরবর্ত্তী তৎসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ ন্যায়দর্শনের সাহায্যে দ্বৈতবাদের যুক্তিনিবহের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই জগৎকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তাঁহারা ন্যায়নির্ণয় হইতে একটী নিত্যানিত্যের বিচার সিদ্ধান্ত করিয়া এই উক্তির সপ্রমাণ করেন যথা—

"নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যানিত্যত্বোপপত্তেনিত্যসম ইতি

অর্থাৎ অনিত্যপদার্থ যে নিত্য ও অনিত্য এইরূপ অনিত্যভাব নিত্যতার প্রমাণ নিত্যসম। তর্করক্ষা নামক গ্রন্থ হইতে এ বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে যথা—

"ধর্ম্মস্য তদতদ্রূপধর্ম্মাণ্যুপপাদিতঃ।

ধর্ম্মিণস্তাদৃশৈবত্বে নিত্যসমো ভবেৎ॥"

এইরূপ বহুল যুক্তিদ্বারা জগতের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব

সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ফলতঃ নৈয়ায়িকদের ন্যায় জগতের নিত্যতা প্রদর্শন করাই যে ইঁহাদের উদ্দেশ্য তাহাও মনে হয় না, কেননা ইঁহারা জগৎকে "ক্ষর" বা ক্ষয়শীল বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা হইলেও উহা যে মিথ্যা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন তাহা ইঁহাদের স্বীকৃত নহে। ইঁহাদের সিদ্ধান্তের সার কথা এই যে—

"সদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরম্।
নারায়ণং সদা বন্দে নির্দোষাশেষসদ্গুণম্॥"

নারায়ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, নারায়ণ ভিন্ন অপর সকল পদার্থই অস্বতন্ত্র। এইরূপে [illegible] দুই তত্ত্ব স্বীকার করেন। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায় চিৎ ও অচিৎ এই উভয় জাতীয় পদার্থসমূহকেই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত বলিয়া মনে করেন। ইহাই তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের বিশিষ্টতা। এই উভয় সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব। উপাসনা ও সাম্প্রদায়িক চিন্তাদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মায়াবাদশতদূষণী বা তত্ত্বমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতবাদের সমর্থন ও অদ্বৈতবাদের খণ্ডন সম্বন্ধে বহুযুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

শৈবমত সমর্থক একখানি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই ভাষ্যখানি শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের প্রণীত। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী সময়ের লোক। এমন কি শ্রীরামানুজের পরবর্ত্তী বলিয়াই আমাদের ধারণা। শ্রীকণ্ঠ রামানুজের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহার সিদ্ধান্ত বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত অবলম্বন [illegible]। ইঁহার কৃত বেদান্তসূত্রভাষ্যের প্রথম [illegible] ইনি যে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্রামানুজের সিদ্ধান্তেরই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। তদ্ যথা—

শ্রীকণ্ঠাচার্য্য

"সকলচিদচিৎপ্রপঞ্চাকারপরিণামবিশিষ্টাদ্বিতীয়ব্রহ্ম সকলনিয়মস্বরূপনিধানস্য সর্বশিবশক্তিসম্পাতপরমেশ্বরমহাদেবরূপস্য তস্য সর্বপ্যায়বাচকশব্দস্যার্থ প্রকাশিতপরমম হম-বিলাসস্য সেশ্বরভূতনিখিলচেতনসমুপাসনায় গুণসমুদিতনিত্যপ্রসাদসমর্পিত-পুরুষার্থস্যার্থস্য পরব্রহ্মণঃ।"

ইহাতে স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী,—উভই এক মতের সাধনোপায়। ফলতঃ শ্রীকণ্ঠভাষ্যে শ্রীরামানুজের ভাষ্যের যথেষ্ট প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য শৈবসম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। তিনি শৈব সম্প্রদায়ের বেদান্তসূত্রের ভাষ্যের অভাব অনুভব করিয়াই এই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অনেকের মনে হইতে পারে যে শৈবসম্প্রদায়ের ভাষ্যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন করা উচিত ছিল। শ্রীকণ্ঠ সে পথ অবলম্বন না করিলেন কেন? বলা বাহুল্য যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ মায়াবাদমাত্র। এই পথ অবলম্বন করিলে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং শৈবোপাসকের সম্বন্ধে মায়াবাদ কেবল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করে। শৈবভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ এইজন্য [illegible] [illegible] স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—

"ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে।
পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে॥"

আমরা শ্রীমাধবাচার্য্যবিরচিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যে শৈবদর্শন দেখিতে পাই, তাহা বিশিষ্টাদ্বৈত না হইলেও শঙ্করের অদ্বৈতবাদের বিরোধী। উহাতে চিৎ ও অচিৎ পদার্থের [illegible] ও সত্তায় স্বীকৃত হইয়াছে। শৈবদর্শনে সাধারণতঃ তিন পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে—পতি (ঈশ্বর), পশু (আত্মা) ও পাশ (অচিৎ বা জড়)। জ্ঞানরত্নাবলীগ্রন্থেও ছয়পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"পতিবিদ্যে তথাবিদ্যা পশুঃ পাশশ্চ কারণম্।
তন্নিবৃত্তাবিতি প্রোক্তাঃ পদার্থাঃ ষট্ সমাসতঃ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বর, বিদ্যা, অবিদ্যা, আত্মা পাশ ও কারণ।

শৈববেদান্তীরা বলেন—

"ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্গুরু
সূত্রেণৈকেন সংক্ষিপ্য প্রাহ বিস্তরতঃ [illegible]॥"

অর্থাৎ পতি, পশু ও পাশ যে ত্রিবিধ পদার্থ, [illegible] ক্রিয়া, যোগ ও চর্য্যা এই চারিটি পাদ। পশু বা [illegible] অস্বতন্ত্র, পাশ বা জড়পদার্থগুলি অচিৎ সুতরাং পতি এই দুই প্রকার পদার্থ হইতে ভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও [illegible] দ্বৈতবাদীর ন্যায় পৃথকত্ব স্থাপিত করেন নাই। বৈষ্ণবদের ন্যায় শৈববেদান্তীরাও ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব মানিয়া থাকেন। [illegible] বর্ণিত অপ্রাকৃত ইহা শৈববেদান্তীগণেরও স্বীকার্য্য [illegible]—

"পরমেশ্বর [illegible] মনঃকল্পিতাদিশালাকাস্থাবন প্রাকৃত শরীর [illegible] কিন্তু শাক্তং শক্তিরূপৈরীশানাদিভিঃ পঞ্চভিঃ [illegible] কারি কলনং স্বেচ্ছানির্মিতং তত্ত্বরীরং—ন চাস্মদ্বাদিসদৃশম্ তদুক্তং মৃগেন্দ্রৈঃ—

"মলাদ্যসম্ভবাচ্ছক্তং বপুর্নৈতাদৃশং বিভোঃ।"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শন)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের মনকল্পাদিপাশজাল দ্বারা উৎপন্ন নহে। উহা শাক্ত ও স্বরূপ। কিন্তু উপাসনার জন্য তাঁহার [illegible] প্রয়োজন। এই স্থলে তাহারও প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে—

"আকারবাংস্ত্বং নিয়মাদুপাস্যো।
ন বস্ত্বনাকারমুপৈতি বুদ্ধিঃ॥"

অর্থাৎ আকার ভিন্ন তোমার উপাসনা চলে না। কেননা "নিরাকার", বুদ্ধির ধারণার অতীত।

ইতঃপূর্ব্বে শৈবমতে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। জীবতত্ত্বের সম্বন্ধে এখন কিছু বলা প্রয়োজনীয়। শৈবদর্শন মতে জীব "পশু" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই শিব "পশুপতি" নামে খ্যাত। জীব অনণু ও ক্ষেত্রজ্ঞ।

বৃহদারণ্যক মতে ব্রহ্ম অনণু। শৈব দার্শনিক জীবকে অনণু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁরা চার্ব্বাকাদির ন্যায় দেহাত্মবাদী নহেন। নৈয়ায়িকগণের ন্যায় ইহাঁরা আত্মাকে প্রকাশ্য বলিয়াও মান করেন না। কেননা তাহা হইলে অনবস্থাদোষ ঘটিয়া থাকে। ইহাঁরা আত্মাকে জৈনদের মাপক বা বৌদ্ধদের ন্যায় ক্ষণিক বলিয়াও মান করেন না। ইহাঁদের মতে জীবাত্মার লক্ষণ এইরূপ—

"চৈতন্যং দৃকক্রিয়ারূপং তদস্ত্যাত্মনি সর্ব্বদা।
সর্ব্বতশ্চ যতো মুক্তৌ শ্রূয়তে সর্ব্বতোমুখম্॥"

শ্রীকণ্ঠভাষ্য হইতে শৈবদর্শনের বহুল তথ্য সংগৃহীত করা যাইতে পারে। শৈব সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীকণ্ঠভাষ্য এই শাঙ্করভাষ্য অপেক্ষা অতি প্রাচীন ভাষ্য বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীনতম ভাষ্য বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মূল পাঠ করিয়া আমাদের সেরূপ ধারণা হইল না। এই গ্রন্থ খানি যে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরামানুজ আচার্য্যের পরে প্রণীত হইয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা। ইহার লিপিপ্রণালী অতি প্রাঞ্জল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। যুক্তি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত পরিপক্ক পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। শ্রীমদপ্পয়দীক্ষিতের শিবার্কমণিদীপিকা নামে ইহার একখানি ব্যাখ্যা আছে। উহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিচার বহুল। শাঙ্করভাষ্যে গোবিন্দানন্দ, রামানুজভাষ্যে সুদর্শন, মধ্বভাষ্যে জয়তীর্থ, শ্রীকণ্ঠভাষ্যে অপ্পয়দীক্ষিত এবং নিম্বার্কভাষ্যে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ভাষ্যব্যাখ্যা লিখিয়া দার্শনিক জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদান্তীদিগের মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভেদাভেদবাদী। ইহাদের বেদান্তব্যাখ্যান দ্বৈতাদ্বৈত নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজ যেমন বোধায়ন বৃত্তি অবলম্বনে শ্রীভাষ্য করেন, চতুঃসন সম্প্রদায়ী প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্নিম্বার্কও সেইরূপ ঔড়ুলোমি প্রণীত বেদান্ত সূত্রবৃত্তি অবলম্বনে বেদান্তপারিজাত সৌরভাখ্য ব্রহ্মসূত্রের এক বাক্যার্থ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রকৃত ভাষ্য-গ্রন্থ শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য কৃত বেদান্তকৌস্তুভ। শ্রীনিবাস শ্রীমন্নিম্বার্কের শিষ্য। শ্রীনিবাসের বেদান্তকৌস্তুভ গ্রন্থখানি অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কেশবকাশ্মীরীর কৃত কৌস্তুভপ্রভা বৃত্তিখানি আরও বিস্তৃত এবং বহুল বিচারপূর্ণ গ্রন্থ। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তমাচার্য্য প্রভৃতি আরও বহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ বেদান্ত গ্রন্থ আছে। ইনি ইহার ব্যাখ্যারম্ভে লিখিয়াছেন :—

"ভগবান বাসুদেবঃ পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ * * স্বাত্মানুভক্তিজ্ঞানহীনান সঙ্কীর্ণমতীন্ জীবান বীক্ষ্য তেষু স্বজ্ঞানভক্তী প্রচয়িতুম কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপেণ পরতত্ত্বপ্রকাশকং সমন্বয়াবিরোধ সাধনফলাখ্যাধ্যায়চতুষ্টয়াত্মকং শারীরকমীমাংসাখ্যবেদান্তশাস্ত্রং সূত্রয়ামাস। তস্য ব্যাখ্যানং সুদর্শনাবতারঃ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যো বাক্যার্থরূপেণ বেদান্তপারিজাতসৌরভাখ্যং সংগৃহীতবান। তদপি শঙ্খাবতারশ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যো বেদান্তকৌস্তুভভাষ্যভাষারূপেণ বিশদয়ামাস।"

অর্থাৎ ভগবান বাসুদেব পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দাস্য স্বভক্তি বিবর্জ্জিত জীবদিগের হৃদয়ে স্বীয়ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়নরূপে পরতত্ত্বপ্রকাশক, সমন্বয়, অবিরোধসাধন ও ফল এই চতুরধ্যায়াত্মক বেদান্তসূত্র প্রকাশ করেন। সুদর্শনাবতার শ্রীমন্নিম্বার্ক বেদান্তপারিজাত নামে ইহার এক বাক্যার্থ প্রকাশ করেন। অতঃপর শঙ্খাবতার শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য তাহার এক ভাষ্য রচনা করেন।

এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ভগবান হংসরূপী ঋষিই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। আমরা শ্রীনিবাস আচার্য্যের বেদান্তকৌস্তুভের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই।

ইহাদের মতে তত্ত্ব ত্রিবিধ চিৎ, অচিৎ ও ব্রহ্ম। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। যথা—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা।
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম এতৎ॥"

ব্রহ্মের স্বরূপ এই যে, অচিন্ত্য অনন্ত, নিরাকৃতদোষ সমস্ত কল্যাণগুণ, স্বরূপগুণাদির আশ্রয়ভূত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণরূপ, সমানাতিশয়শূন্য সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম। ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর। শ্রুতি বলেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" শ্রুতি আরও বলেন —

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥"

ইত্যাদি বহুতর শ্রুতির উল্লেখ করিয়া তাহারা পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উক্ত সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। বেদান্ত মতে জ্ঞানই এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায়। ধ্যান ধ্রুবাস্মৃতি ও পরাভক্তি প্রভৃতিই জ্ঞান শব্দের পর্য্যায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তৎপ্রাপ্তির উপায়।

সস্তুণাবনায়ুবৃত্তিগুণশক্ত্যাশ্রয়ো ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রপ্রকৃতিপরমাণুকাল-কর্ম্মস্বভাবাদ্যনপস্থা দোষাস্পৃষ্টাসীমচিদচিৎস্বাভাবিকঃ" ভেদাভেদাশ্রয়ো "ভগবান্ বাসুদেবঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।" অপিচ পরব্রহ্মনারায়ণ-বাসুদেবাদিশব্দাভিধেয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ।"

এই সম্প্রদায়ের মতে ভেদাভেদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণই বেদান্তের বিষয় এবং শ্রীভগবদ্ভাবলক্ষণ মোক্ষই বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন। এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলির মধ্যে বহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে "পরপক্ষগিরিবজ্র" গ্রন্থের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্প্রদায়ী শ্রীমৎশুকদেব নামক একজন মহাত্মা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন।

অতঃপর বিশুদ্ধাদ্বৈত সিদ্ধান্তের কথা বলা যাইতেছে। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য স্বীয় মতে বেদান্তের ভাষ্য করেন। তাঁহার বেদান্তমত "বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ" নামে খ্যাত। তাঁহার কৃত ভাষ্যখানি "অণুভাষ্য" নামে পরিচিত।

বিশুদ্ধাদ্বৈতভাষ্য

কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, ব্রহ্মকে অত্যন্ত নির্ধর্ম্মক, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যসম্প্রদায়ীরা বলেন, কেবলাদ্বৈতবাদ বেদান্তসূত্রের শুদ্ধসিদ্ধান্ত নহে। কেননা, ব্রহ্মসূত্রকার ব্রহ্ম স্বরূপ লক্ষণে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" "সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"। এইরূপ সূত্রসমূহে জানা যায় যে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিশেষ নহেন। কেবলাদ্বৈতবাদ ব্রহ্মসূত্রের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ব্রহ্ম যে এক ও অদ্বৈত তাহাতে এই সম্প্রদায়ের কোন মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ সূত্রসম্মত নহে, তাঁহার অদ্বৈতবাদও শুদ্ধ নহে, সুতরাং শঙ্করের অশুদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করাই এই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে ব্রহ্মের সর্ব্বধর্ম্মবত্ত, বিরুদ্ধসর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্ব, ব্রহ্মসর্ব্বকর্তৃত্ব, ব্রহ্মগতবৈষম্য, নৈর্ঘৃণ্যদোষপরিহার, ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব, অক্ষর ব্রহ্মরূপ, জীবস্বরূপ, জীবের নিত্যতা, জীবের জ্ঞাতৃত্ব, জীবের পরিমাণ, জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, জীবের অংশত্ব, জীবব্রহ্মের অভেদত্ব, জগৎসত্যত্ব, জগৎ-সংসারভেদ, অবিকৃত পরিণামবাদ, আবির্ভাব-তিরোভাববাদ, ভক্তিসাধনত্ব ও পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

ইঁহাদের মতে পরব্রহ্ম সর্ব্বধর্ম্মবিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দ, ব্যাপক, অব্যয়, সর্ব্বশক্তিমৎ, স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ, নির্গুণ (অর্থাৎ প্রাকৃত ধর্ম্মরহিত) দেশকাল বস্তু-স্বরূপ এই চারিপ্রকার পরিচ্ছেদরহিত। সজাতি-বিজাতীয়-স্বগতভেদ-বিবর্জ্জিত, অন্তর্যামী, অনন্ত স্বাভাবিকগুণবিশিষ্ট মায়াধীশ। অভিন্ননিমিত্তকারণোপাদানস্বরূপ, নিরাকার (লৌকিক-

ব্রহ্মলক্ষণ

প্রাকৃতআকাররহিত, কিন্তু সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, আনন্দাকার, রসাকার (শ্রুতি বলেন—"আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি") বিরুদ্ধসর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়, যেমন শ্রুতি একবার বলিতেছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ", আবার অপরপক্ষে বলিতেছেন, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক হইয়াও সধর্ম্মক, নিরাকার হইয়াও সাকার, নির্ব্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ, নির্গুণ হইয়াও সগুণ, আত্মারাম হইয়াও রমণ, নিরীহ হইয়াও রাসকর্ত্তা, ইত্যাদি, তাঁহার সমান বা অধিক কেহই নাই, অথচ তিনি "সমো মশকেন সমো নাগেন"), সর্ব্বময়। শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত মতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মায়াকৃত নহে, আরোপিতও নহে—উহা স্বকীয় পূর্ণ মাহাত্ম্যপ্রকাশনমাত্র। নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব অসম্ভব, সগুণব্রহ্ম পরতন্ত্র, পরতন্ত্রের কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। উহাতে ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতার হানি হয়।

"বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" "সহ এতাবান্ আস" "তৎ আত্মানং স্বয়মকুরুত" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্মের সর্ব্বকর্তৃত্ব আছে, বেদান্তও তাহাই বলিতেছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। শ্রীভগবদ্গীতায় লিখিত হইয়াছে, "অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" এই সকল প্রমাণেই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।

বিশুদ্ধাদ্বৈত ভাষ্যে জীবকে চিৎকণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জীব অতি সূক্ষ্ম, পরিচ্ছিন্ন, চিৎপ্রধান, ও আনন্দস্বরূপ। কিন্তু মায়ার অনাদিপ্রভাবে বদ্ধজীব আনন্দস্বরূপতা হারাইয়া সংসারক্লেশে নিপতিত। ইহা হইতেই জীবের দীনতা, ইহা হইতেই জীবের দুঃখ, ইহা হইতেই জীবের দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ঘটিয়াছে। জীব নিত্য, ইহার অনিত্যতা অলীক। শ্রুতি বলেন, "অয়মাত্মা অজরঃ অমরঃ" জীব জ্ঞাতা। "জ্ঞঃ অতঃ এব চ" এই সূত্রে আত্মার জ্ঞাতৃত্ব আলোচিত হইয়াছে। মায়াবাদীরা জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন, ইঁহাদের মতে জীব বিভু। কিন্তু বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদীগণ বলেন যে জীব অণু। জীবের উৎক্রান্তি, গতি, আগতি প্রভৃতির কথা শাস্ত্রে বহুল আলোচিত হইয়াছে। জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ও জীবাংশত্ব প্রভৃতি বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেদান্তসিদ্ধান্ত হইলেও ইহা প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদ। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ কল্পিত হইয়াছে। ব্রহ্ম চিৎ ও পূর্ণপ্রকটানন্দ, আর জীব তিরোহিতানন্দ। তিরোহিতানন্দ হইলেও শুদ্ধজীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই পদার্থ। বিশুদ্ধাদ্বৈত মতে জীবব্রহ্ম অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে।

জীবতত্ত্ব

জনশ্রুতি এই যে অবশেষে বাঞ্ছাকল্পতরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ এই অভাব পূরণ করিয়া একশ্রেণীর তর্কবিশেষের চিত্ত পরিতৃপ্ত করেন। কিরূপে এই সম্প্রদায়ের পণ্ডিত বৈষ্ণবগণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, তৎসম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে তদ্‌যথা—

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত পশ্চিমাঞ্চলে কোনও সময়ে মায়াবাদী জনৈক পণ্ডিতের বেদান্ত বিচার হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যুক্তিতে উক্ত পণ্ডিত পরাস্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি জয়লাভের কোনও আশা না দেখিয়া একটী অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন আপনার এই যুক্তি কোন্ সম্প্রদায়সম্মত? আপনি কি আমাকে ভাষ্য দেখাইতে পারেন? ভাষ্য না দেখাইলে আপনার মুখের কথায় আমি এই সকল যুক্তি স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। শ্রীমদ্‌বলদেব বলিলেন, আমি এক মাসের মধ্যে আপনাকে আমাদের সম্প্রদায়ের ভাষ্য দেখাইব। এই বলিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর নিকটে প্রাণপণে ভাষ্য ভিক্ষা করেন। শ্রীগোবিন্দজীউ স্বপ্নযোগে শ্রীমদ্‌বলদেবকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধি দিয়া একমাসের মধ্যে ভাষ্য প্রণয়ন করান। শ্রীমদ্‌বলদেব একমাসের মধ্যে শ্রীগোবিন্দের কৃপায় ভাষ্য রচনা করিয়া উক্ত পণ্ডিতকে ভাষ্য দেখাইয়া স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করেন। এই নিমিত্ত এই ভাষ্য শ্রীগোবিন্দভাষ্য নামে খ্যাত। ভাষ্যারম্ভে গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগোবিন্দকে প্রণাম করিয়াছেন এবং গ্রন্থোপসংহারে লিখিয়াছেন—

"বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায়
খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো
রাধাবন্ধুর্ব্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥"

অর্থাৎ যে উদার পুরুষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা জগতে আমাকে প্রখ্যাত করিয়াছেন এবং যিনি স্বপ্নে এই ভাষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শ্রীরাধাবন্ধু শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন। এই পদ্যের ব্যাখ্যায় এই ভাষ্যের টীকাকার (সম্ভবতঃ স্বয়ং গ্রন্থকারই টীকাকার) লিখিয়াছেন—

"গোবিন্দনিরূপকত্বাৎ গোবিন্দেন প্রয়োজকেন সিদ্ধত্বাৎ গোবিন্দভাষ্যমিত্যুক্তমিতি।"

অর্থাৎ এই ভাষ্য শ্রীগোবিন্দতত্ত্বনিরূপক, অথবা গোবিন্দই ইহার প্রয়োজক এইরূপ অর্থে এই গ্রন্থ গোবিন্দভাষ্য নামে খ্যাত। টীকাকার গ্রন্থারম্ভেও লিখিয়াছেন—

"ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা।
শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্দাখ্যমগাত্ততঃ॥

অপিচ—

তাবাৎ যত নিদেশাদ্রচিতং বিদ্যাভূষণেনেদম্।
গোবিন্দঃ সঃ পরমাত্মা মমাপি হৃদ্গং করোতস্মিন্॥"

কি প্রকারে শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণীত ও প্রকাশিত হয় এই সকল শ্লোক দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই ভাষ্যে বেদান্ত তাৎপর্য্য কিরূপ প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই ভাষ্যের সিদ্ধান্তানুসারে (১) শ্রীকৃষ্ণই পরতম বস্তু যথা—

"হেতুত্বাদ্বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদিগুণাশ্রয়াৎ।
নিত্যলক্ষ্যাদিমত্ত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ॥"

এই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ, অশেষ কল্যাণগুণ ও শক্তিশালী। ইনি মূর্ত্তিমান্ হইলেও ইহার বিভুত্বের কোন হানি হয় না, যেহেতু তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। মুণ্ডক উপনিষৎ হইতে ইহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। (২) তিনি নিখিলনিগমবেদ্য (৩) এই বিশ্বসত্য, (৪) ব্রহ্ম ও বিশ্বে ভেদ ও সত্য (৫) জীব অণু চৈতন্যবিশেষ, জীব সত্য, নিত্য ও শ্রীকৃষ্ণের দাস, (৬) জীবের সাধন[illegible] ভেদ অর্থাৎ জীব জীবভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। (৭) শ্রীকৃষ্ণ চরণপ্রাপ্তিই মোক্ষ, (৮) পরা ভক্তিই শ্রী[illegible] উপায়, (৯) প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটীই [illegible] প্রমাণরূপে স্বীকৃত।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যে উক্ত পাঁচটী তত্ত্ব এবং এই [illegible] প্রমেয় স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌বলদেব যদিও মধ্বাচার্য্যের দার্শনিক মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁর [illegible] ভেদাভেদবাদের নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব চিন্মাত্র [illegible] বস্তুর অভিন্ন, আবার অংশরূপে শ্রুতিবাদের উপক্রম উপ[illegible] সংহার প্রভৃতির পর্য্যালোচনায় জীবে ও ঈশ্বরে যে [illegible] আছে তাহাও সপ্রমাণ করা হইয়াছে। জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ ভেদাভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমন্নিম্বার্ক সিদ্ধান্তে এই ভেদাভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে ইতঃপূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভেদাভেদবাদ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভেদাভেদবাদ হইতে পৃথক্। এই ভেদাভেদবাদ "অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌বলদেব শ্রীগোবিন্দভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"অথ জগজ্জন্মাদিহেতুঃ পুরুষোত্তমোঽবিচিন্ত্যত্বাদবেদান্তৈর্নৈব বোধ্যো নতু তর্কৈঃ"

পুরুষোত্তম যেমন অবিচিন্ত্য, ভেদাভেদও তেমনি অচিন্ত্য। শ্রীমদ্‌বলদেব নিম্নলিখিত বেদান্তসূত্রগুলি হইতে ভেদবাদের বিচার করিয়াছেন, যথা (১।১।১৬), (১।১।১৭), (১।১।২১), (১।৩।৫),

(১।৩।২) ইত্যাদি। এই সকল শব্দ দ্বৈতমতের সমর্থন করা হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দ্বৈতমতাবলম্বী নহেন। ইঁহারা অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বেদান্তসিদ্ধান্তের সার মর্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের আদি লীলার সপ্তম অধ্যায়ে, মধ্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং বিংশ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ষট্‌সন্দর্ভে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভূয়সী আলোচনা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥"

সূর্য ও উঁহার কিরণ এবং অগ্নিও উঁহার স্ফুলিঙ্গ ভেদাভেদবাদের উদাহরণ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। এই শক্তি সকল অচিন্ত্য যথা বিষ্ণুপুরাণে—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ'

এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব এবং কার্য্যাদিও প্রকৃত পক্ষেই অচিন্ত্য। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই পরিণামবাদের হেতু। এই পরিণামবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের স্বীকার্য্য সিদ্ধান্ত। জীব নিত্য ও ভগবদ্দাস, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভই জীবের প্রয়োজন। পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি উহার সাধন।

এই সম্প্রদায়ের বেদান্ত-মতের উল্লিখিত কথাগুলি আরও একটু প্রস্ফুট করা যাইতেছে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই বেদান্ত অধিকারী, সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণই ইহার উদ্দেশ্য, ভক্তিই তৎপ্রাপ্তির উপায়, সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতাদি উহার বাচক গ্রন্থ, শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারজনিত প্রেমই উহার মুখ্য প্রয়োজন। ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের অনুবন্ধ চতুষ্টয়। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ বা ক্রমসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে যে পরব্রহ্ম উপাসকের যোগ্যতা অনুসারে আবির্ভাব ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে অভিহিত হন। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, অর্থাৎ বিশেষণপ্রকাশশূন্যসত্তামাত্র আবির্ভাব, পরমাত্মা, মায়া-শক্তি প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্ট সবিশেষ আবির্ভাব। ক্রমোৎকর্ষদ্যোতনের নিমিত্তই "ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্" ইত্যাকার পদবিন্যাস করা হইয়াছে। শ্রীভগবানেই আবির্ভাবের চরমোৎকর্ষ ও পরমাবকাশ। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অপর সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম ব্রহ্ম, স্বরূপে, স্বরূপবৈভবরূপে, তটস্থ বৈভবরূপে ও মায়া বৈভবরূপে বিরাজ করেন। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থাভেদে শ্রীকৃষ্ণশক্তি ত্রিবিধা। শ্রীকৃষ্ণের যে শক্তি নিজ স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপকে, শ্রীভগবানের স্বরূপ সকলকে এবং শ্রীভগবানের স্বরূপাংশসমূহকে প্রকাশিত করেন, তাহাই অন্তরঙ্গা শক্তি। তাঁহার যে শক্তি নিজ স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, উহাই শক্তি নামে অভিহিত। তাঁহার যে শক্তি জীবমায়াখ্যা লক্ষণ বৃত্তিবিশেষদ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে তাহাই বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত।

জীব সকল স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় হইয়াও নিজের অণুত্ব-নিবন্ধন অনাদি বৃহৎ পরতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞানতা নিমিত্ত পরতত্ত্ব বিমুখ। এই বৈমুখ্যই জীবের পতন বা দুর্গতির কারণ। মায়া এই ছিদ্রাবলম্বনে জীবে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন। ইহাতে জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই জীব ত্রিতাপে তাপিত হয়। জীবাশ্রিতা মায়ার দুইটী অংশ—জীবমায়া ও গুণমায়া। এই জীবমায়াই জীবের কারণোপাধি। এই উপাধি সত্ত্বগুণপ্রধান ও নির্গুণ। গুণমায়ার কার্য্য—জীবের ভোগ সাধন ইন্দ্রিয়, প্রাণ স্থূল শরীর এবং ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল। কারণ উপাধি স্থূল উপাধি ও সূক্ষ্মোপাধিই জীবের বন্ধন বা পাশ। জীব চিন্ময়, উপাধি জড়, এই উপাধি নিবৃত্তির নিমিত্ত সাধনের প্রয়োজন। অধিকারিভেদে সকামকর্ম্ম, নিষ্কামকর্ম্ম, জ্ঞান, জ্ঞানমিশ্রভক্তি, শুদ্ধাভক্তি ও পরাভক্তি প্রভৃতিই সাধন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে সাধনার বহু প্রকার বিধান বিহিত হইয়াছে।

[এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা "বৈষ্ণব" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ব্রহ্মসূত্রের অপর একখানি ভাষ্য গ্রন্থ আমাদের নেত্রগোচর হইয়াছে। ইহার নাম বিজ্ঞানামৃতভাষ্য। বিজ্ঞানভিক্ষু এই গ্রন্থের রচয়িতা। যিনি সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য লিখিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইনি সেই বিজ্ঞানভিক্ষু। এই ভাষ্যখানিকে স্বয়ং গ্রন্থকার "ঋজুব্যাখ্যা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যোগসাংখ্য ও কর্ম্মকাণ্ডীয় মতের দৃঢ়তাপ্রতিষ্ঠাই এই ভাষ্যের উদ্দেশ্য। ইহাতে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ নিরাকরণের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য

এই ভাষ্যখানির অধিকাংশ স্থলেই স্মৃতিবচনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্যসাংখ্য ও যোগমতের সমর্থনেই এই গ্রন্থকারের যুক্তিতর্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভাষ্যের মধ্যে ভাস্কর মত প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার বেদান্তসিদ্ধান্ত এখনও প্রচাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অনন্ত কল্লোল কোলাহলময় বেদান্তশাস্ত্রসিন্ধুর কণামাত্র স্পর্শ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

বেদান্তচূড়ামণি, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ।

বেদান্তদেশিক, অচ্যুতশতক ও যমকরত্নাকররচয়িতা।

বেদান্তনয়ন আচার্য্য, অধিকরণচিন্তামণি প্রণেতা।

বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য (পুং) ১ বেদান্তরহস্য ও বেদান্তসারভাবার্থদীপিকা প্রণেতা। ২ চরিতোষণ নামক স্মৃতিগ্রন্থ-রচয়িতা।

বেদান্তাচার্য্য, কএকজন গ্রন্থ রচয়িতার উপাধি। সংস্কৃত সাহিত্যে লক্ষ্মণ, বেঙ্কটনাথ, শ্রীনিবাস প্রভৃতি পণ্ডিতের বেদান্তাচার্য্য উপাধি দেখিতে পাই, কিন্তু নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি কোন্ বেদান্তাচার্য্যের তাহা অনুসন্ধান করিবার উপায় নাই। নিম্নে কএকজন গ্রন্থকর্ত্তা বেদান্তাচার্য্যের উল্লেখ করা গেল:—

১ অধিকরণ-সারাবলী, তত্ত্বমুক্তাকলাপ, ন্যায়পরিশুদ্ধি, ন্যায়রত্নাবলী, পঞ্চরাত্ররক্ষা, ভগবদ্গীতা-তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা, রঘুনাথ-পাদুকাসহস্র, রহস্যত্রয়সার, শতদূষণী, সচ্চরিত্ররক্ষা, সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও হংসসন্দেশ-রচয়িতা।

২ অষ্টপ্রধানসার, দশদীপনিঘণ্ট, ও বহিরাজসম্পত্তি-প্রণেতা।

৩ গুণরত্নকোষটীকা প্রণেতা।

৪ প্রমেয়টীকা ও বহুব্রীহিবাদরচয়িতা।

৫ যাদবাভ্যুদয়কাব্য রচয়িতা।

৭ "অনুমানস্য পৃথক্ প্রামাণ্যখণ্ডনম্" রচয়িতা। ইনি বরদ নৃসিংহের পুত্র।

বেদান্তিন্ (পুং) বেদান্তোঽস্ত্যস্যেতি বেদান্ত-ইনি। বেদান্ত-শাস্ত্রবেত্তা। পর্য্যায়—ব্রহ্মবাদী। (জটাধর)

বেদাপ্তি (স্ত্রী) বেদজ্ঞানপ্রাপ্তকাম।

বেদাভ্যাস (পুং) বেদস্য অভ্যাসঃ। বেদপাঠ, বেদানুশীলন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বেদাভ্যাস পাঁচ প্রকার। ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাসই পরম তপস্যা। দিবসের দ্বিতীয়ভাগে বেদাভ্যাস করিতে হয়। প্রথম বচন সহিত বেদস্বীকরণ, পরে বেদবিচার, বেদাভ্যাস, বেদজপ ও বেদদান এই পাঁচপ্রকার বেদাভ্যাস।

"দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে॥
ব্রহ্মযজ্ঞপরং জ্ঞেয়ঃ বচন সহিতশ্চ যঃ।
বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোঽভ্যসনং জপঃ।
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসোহি পঞ্চধা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বেদাম, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। বেদাম গ্রাম দুই বর্গ মাইল বিস্তৃত।

বেদার (পুং) কৃকলাস, কাকলাস। (ত্রিকা°)

বেদার (বিদার), একটী প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন বিদর্ভরাজ্য ক্রমে বিদর বা বেদার নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই স্থান মহিসুর, হায়দরাবাদ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। বিদর্ভরাজ নলের পর এই স্থানের সমৃদ্ধি বা বিশেষ ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজগণের প্রভাবকালেও এই স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অতঃপর মুসলমান-অভ্যুদয়ে ইহা ইতিহাসে স্থান লাভ করে। এখনও এতদঞ্চলে যে সুদূর বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া বেদারী জাতির বাস রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান হয়, প্রাচীন বেদার জনপদ বহুবিস্তৃত ছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বেদারীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান নরপতির শাসনাধীনে ছিল। তন্মধ্যে বঙ্গনপল্লীর সৈয়দ বংশীয় নবাব "সিডেড্ ডিষ্ট্রীক্টের" পূর্ব্বাংশে, কর্ণূলের পাঠান নবাব তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণকূল পর্য্যন্ত দেশে এবং পশ্চিমভাগে গড়বালের রেড্ডীগণ, সন্দুরের ঘোড়পড়ে বংশীয় মহারাষ্ট্র সর্দার ও আনগুণ্ডির ক্ষত্রিয়বংশ রাজত্ব করিতেন। রাজা নরপতি বিজয়নগররাজ রামচন্দ্রের বংশধর ... গোলকোণ্ডা, কুলবর্গা, বিজাপুর ও আহ্মদনগরের মুসলমান-রাজগণের অভ্যুদয়ে বিজয়নগর শ্রীভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা সন্দুরে আসিয়া বাস স্থাপন করেন।

এতদ্ভিন্ন শাহনূরের পাঠান সর্দার, লক্ষ্মর (সদাশিব) গাড়ের ঘোড়পড়ে বংশীয় মহারাষ্ট্র সামন্ত এবং জকলালেক্ট, ঘোরপণ্টের ও বেদার জোরাপুরের সামন্তগণ এই রাজ্যের এক এক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত সামন্তের পিড় নায়ক নামক একজন বেদারবাসীর সৈনিকের বংশধর। বিজাপুর অবরোধকালে এই ব্যক্তি মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সহায়তা করায় পুরস্কার স্বরূপ রায়চূড় নামক অন্তর্বেদী জায়গীর পান। এখনও ঐ বংশীয়েরা বেদার রাজ্যের দুই স্থানে রাজত্ব করিতেছে।

বেদার রাজ্যের অধিবাসিবর্গ বেদার বা বেদারী আখ্যায় অভিহিত। জোরাপুরের বেদারীরা দুকার ও বালষ্ঠ। ইহারা এবং ঘোরপণ্টবাসী বেদারীরা মদ্যপায়ী এবং শূকর, কুম্ভীর, গোক, মহিষ, ইন্দুর প্রভৃতি মাংসভোজী। অন্যান্য মাংসভক্ষণেও ইহাদের রুচি আছে।

ইহারা সাহসী এবং শিকার ও দস্যুবৃত্তিতে বিলক্ষণ পটু। যে পেণ্ডারী দস্যুদল এক সময়ে ৫০ বৎসর কাল মধ্যভারত উত্যক্ত করিয়াছিল, তাহাতে বেদারী জাতির সংখ্যাই অধিক ছিল এবং তাহা হইতে এই দলের পেণ্ডার নাম হয়। জোরাপুর নগর পর্ব্বতের উপত্যকামধ্যে স্থাপিত হওয়ায় উহা তজ্জাতীয় দস্যুদলের আবাসের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল।

মহিসুর রাজ্যেও অনেক বেদারীর বাস আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই শিকার করিয়া অথবা পাখী ধরিয়া জীবিকা

409-XIX

পশ্চাভিমুখে না আসিয়া এই দিকে গিয়া বাস করিতেছে। এই বেদিয়া জাতির সহিত বাঙ্গালার বেদিয়া জাতির কোন সম্পর্ক নাই।

বেদিয়া [বেদে], বাঙ্গালাদেশবাসী জাতিবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একটী জাতি নহে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, অর্দ্ধ সভ্য আদিম এবং বাবাজিয়া, মাল, পাতুয়া প্রভৃতি কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতি বেদিয়া বলিয়া সাধারণে পরিচিত। এই শেষোক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া জানে। আচার ব্যবহারে তাহারা প্রায়ই মুসলমানের আচার পালন করে এবং সকল্পা মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। আবার স্থলবিশেষে তাহারা শস্যমূলাদি বিক্রয়কারী বলিয়া পরিচিত। কোন কোন হিন্দু শাখা উদ্ভিজ্জ মূলাদি, ওষধি, মন্ত্রৌষধি এবং নানা দ্রব্য যোগে চাতুরিয়া বৈদ্যের ন্যায় রোগের ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, চিকিৎসাতত্ত্বজ্ঞ বৈদ্য জাতির অনুকরণে ঔষধাদি প্রয়োগ করে বলিয়া ইহারা বেদিয়া নামে আখ্যাত হয়।

ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। সময় সময় ইহারা এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায় এবং কাহারও বাগানে বা মাঠের জঙ্গলাদির পার্শ্বে তাম্বুর আকারে ছাউনী করিয়া পুত্রপরিবার লইয়া বাস করে। শীতের দারুণ হিমে ইহাদের যে বিশেষ কষ্ট বা রোগাদি হয়, এরূপ দেখা যায় না। ইহারা কখন একটী পরিবার এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যায় না, অনেক সময়েই পাঁচ বা সাত ঘর একত্র হইয়া এইরূপে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় গমন করে।

ইহাদের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা অতি কম। দুএক ঘর সভ্যতার আলোকে সভ্যজাতির অনুকরণে ঘর বাঁধিয়া জমি চাষ করে বটে, কিন্তু তাহারা জাতিগত ব্যবসা বিসর্জ্জন দিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহারা ঐরূপ গ্রামে গ্রামে উঙ্ বাঁধিয়া বাস করে, তাহাদের মধ্যে পুরুষেরা দিবাভাগে প্রায়ই রাম-লক্ষ্মণের কীর্ত্তিগাথা গান করিয়া গ্রামবাসীর নিকট ভিক্ষা অর্জ্জন করে এবং কেহ কেহ বন্যপ্রদেশজাত ঔষধাদিও সংগ্রহ করিয়া গ্রামবাসীকে যথাযথ রোগে ঔষধ দিয়া তাহার মূল্য অথবা তৎপরিবর্ত্তে ধান্যাদি লইয়া আইসে। রমণীরাও ঐরূপে গ্রামের স্ত্রী মহলে যাইয়া হনুমান্ ও অপরাপর পৌরাণিক চিত্র দেখাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যনাশ, দাঁতের ব্যথা বিদূরিতকরণ ও বাল-রোগনিবারণ বিষয়ে এই জাতীয় রমণীগণের বিশেষ দক্ষতা আছে। কলিকাতার পথে পথে বেদে-রমণীরা ডাক দিয়া চিকিৎসা করিয়া বেড়ায়। "দাঁতের পোকা" "বাতের ব্যথা" ভাল করিবার জন্য তাহারা যে ঔষধ ও মন্ত্রপ্রক্রিয়া দেখাইয়া থাকে তাহা চমৎকার। দুঃখের বিষয়, অনেক সময়ে উহাতে কোন ফল হয় না।

ইহারা উদ্ভি পরাইতেও জানে, কিন্তু নটজাতীয় রমণীরা এই কার্য্যে যেরূপ সুনিপুণ ইহারা তাদৃশ নহে। ইহাদের কোন কোন শ্রেণী ব্যায়াম ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারা সাধারণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে, ঐ সকল শ্রেণী সাধারণতঃ বাজীকর, কবুতরী, ভানুমতী ও দড়িবাজ প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত। হিন্দুস্থানের কাঞ্জর ও নটদিগের সহিত এতদ্বিষয়ে ইহাদের সৌসাদৃশ্য আছে। বেদিয়া রমণীরা ও বালিকারা ভূমির উপরে নানা প্রকারের ডিগ্‌বাজী ও কাঁধাকাঁধি খেলা দেখায়। পুরুষেরা গোলক অথবা ৫।৬ খানি ছুরি লইয়া ক্রীড়া করে ও শূন্যমার্গে দুইটী বিভিন্ন বাঁশদণ্ডের উপর দড়ি লাগাইয়া তাহার উপর চড়িয়া নানা প্রকার খেলা করিয়া থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালার মালেরাই সাধারণতঃ এই সকল ব্যায়ামকৌশল দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী চিড়িয়ামার বা মীর শীকারী বলিয়া খ্যাত। বস্তুতঃ পাখীমারাই ইহাদের ব্যবসা। সাধারণতঃ ইহারা আটা, ফাঁস বা সাতনলা দিয়া পাখী ধরে। ঐ সকল পাখীর মধ্যে যেগুলি সৌখিন লোকে পুষিয়া রাখে বা খায়, তাহা তাহারা বাজারে বিক্রয় করে, কিন্তু যেগুলির অস্থি বা মাংস ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা তাহারা আপনাদের নিকটে রাখে এবং রোগবিশেষে উপকার করে জানিয়া তাহা গ্রামস্থ গৃহস্থ রোগীকে দিয়া অর্থ লয়। কোন কোন অস্থি ঐরূপ ভৌতিক বা ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়াসম্পাদনের বিশেষ উপযোগী। যেমন বানরাহ বা বজ্রকীট (*mania pentadactyla*)। ইহার আঁইস ধারণীরূপে ধারণ করিলে হৃদারাগ (*palpitation of the heart*) আরোগ্য হয়। অঙ্গুলে অঙ্গুরীরূপে ধারণ করিলে ইহা উপদংশজনিত রোগের প্রতিষেধক হয়। মঙ্গল বা শনিবারে শানকৌড়ি মারিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে প্রাহ ও সূতিকা রোগ বিদূরিত হয়। পেচকের চক্ষু, নখ বা মল মানবের অনেক কার্য্যে লাগে। পেচকবিষ্ঠা সুপারিচূর্ণের সহিত সেবন করাইয়া বশী-করণৌষধরূপে এবং ডাকপাখীর শুষ্কমাংস বাতনাশকরূপে ইহারা ব্যবহার করে। সাঁপুড়িয়ারা আর এক শ্রেণীর বেদিয়া। তাহারা মন্ত্রবলে বা কৌশলে সর্প ধরিয়া বেড়ায়। গোখুরা বা কেউটে সাপ ধরিতে তাহারা ভয় করে না। বিষধর সর্প ধরিয়া তাহারা বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া বিষের থলি বাহির করিয়া লয় এবং তাহা আয়ুর্ব্বেদবিৎ কবিরাজগণের নিকট বিক্রয় করে। সাপের চক্রের মধ্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট জন্মে। ঐ কীটও তাহারা বিক্রয় করে, প্রবাদ, ঐ কীট সঙ্গে থাকিলে সর্পাঘাতের ভয় থাকে না।

ইহারা সাপও পালন করে। মাছ, ইন্দুর, বেঙ প্রভৃতি ধরিয়া সাপদিগকে খাওয়ায় এবং মেলা ও কোন দেবদেবী পূজা উপস্থিত হইলে তথায় সাপ লইয়া খেলা করে। ঐ সময়ে পুরুষেরা বংশী বাজাইয়া এবং স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার গান করিয়া সাপগুলিকে নাচায় এবং সাপগুলি সেই সময়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে কামড়াইতে থাকে। সর্পাঘাত হইলে ইহারা হিন্দুস্থানী মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ নামাইতে চেষ্টা পায়। কখন সেই দষ্ট স্থান চুষিয়া রক্তসহ বিষ বাহির করে। তারপর সেই স্থানে তাটরাজ লতার পাতা ছেঁচিয়া দেয় ও ক্ষত স্থানের উপরে ও নিম্নে লতায় দড়ি দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখে। ইহারা মাছ ধরে এবং পশু পক্ষী শীকার করে, কিন্তু সকলই আপনারা খায়, বাজারে প্রায়ই বিক্রয় করে না।

বাসরা বেদিয়ারা মূঙ্গ দ্বারা মল, বালা, হাসুলী প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ঐ সকল অল্প মূল্যের অলঙ্কার নিঃস্ব হিন্দু ও মুসলমানেরা আপনাদের কন্যাদের পরাইয়া থাকে। মুসের (পারদ) ন্যায় মুঙ্গের আকৃতি বলিয়া ইহারা বাসরা নামে বিভক্ত হইয়াছে। ইহারা প্রায়ই কৃষিজীবী। উত্তর-পশ্চিমের এই শ্রেণীর বেদিয়ারা প্রায়ই মুসলমান এবং করাজীমতাবলম্বী। ইহাদের অনেকেই নৌকা বাহে। ঐ সকল নৌকার আকৃতি স্বতন্ত্র। যদি কেহ আলস্য করিয়া গৃহকার্য্য না করে ও বাহিরে দিন কাটায় বা নৌকা বাহিতে চাহে না, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেয়।

বেদিয়া জাতির অপর সকল থাকের মধ্যে সান্দারেরাই সর্ব্বাংশে সভ্য ও শিক্ষিত। তাঁতি ও জোলারা তাঁত বাঁধিবার সময় বাঁশের যে সানা ব্যবহার করে, ইহারা প্রধানতঃ সেই সানা প্রস্তুত করে বলিয়া সান্দার নামে পরিচিত। ইহারা চুবুরির কার্য্য করে এবং পশু পক্ষী প্রভৃতিও রাখে। কিছু দিন হইল ইহারা ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু মুসলমানেরা ইহাদের সহিত আদান প্রদান করে না বা একত্র খায় না অথবা একসাথে ভজনা করে না।

বেদিলমীর্জ্জা, মুসলমান কবি সাইবাই মিলামীর উপাধি। মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি ভারতে আইসেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহে জাগীর থানার দারোগা নিযুক্ত হন। এই কার্য্যেই তিনি বেদিল্ উপাধি পান। ইহার পর তিনি রুকাৎ বেদিল কুল্লিয়াৎ বেদিল ও চাহার আনসুর নামে দুইখানি দিবান্ কাব্য রচনা করেন। ১১১৬ হিজিরায় কবির মৃত্যু ঘটে।

বেদিষদ্ (ত্রি) ১ বেদিতে উপবেশনকারী। ২ অগ্নি। (ঋক্১।১৪০।১) ৩ প্রাচীনবর্হিঃ। (ভাগবত ৪।২৪।২৭)

বেদিষ্ঠ (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞ। "অভিপন্নেন বেদিষ্ঠা কৃতজ্ঞ স্তোত্রস্থ জাতা।" (ঋক্ ৮।২।২৪ সায়ণ)

বেদী (স্ত্রী) বিদ্‌কারাদিতি ঙীষ্। ১ বেদি। (ভরত) ২ সরস্বতী।

বেদী, গুরু নানকের বংশধরগণ শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে "বেদী" নামে সম্মানিত। তাঁহারা প্রথমে নানকের বেদপাঠে (গ্রন্থে) উপবেশন করিতেন বলিয়া বেদী আখ্যা পান অথবা তাঁহারা গুরু নানকপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাদিগকে বেদী বলিত। এক্ষণে তাহারা বংশপরম্পরায় শিখদিগের মধ্যে বেদী নামে পুরোহিতরূপে পূজিত। কেবল যে নানকের বংশধরেরাই বেদী নামে সাধারণে সম্মানিত ছিলেন তাহা নহে। নানক যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশ বা জাতির নামও বেদী। পরবর্ত্তী কালে নানকবংশীয় বেদীরাই শিখসমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে, কিন্তু তাঁহাদের অপরাপর শাখার বেদীরা মর্য্যাদাহীন হইয়া সমাজে লুপ্তপ্রায় থাকে। এই শেষোক্ত থাকের মধ্যে অনেকেই শিখ-সম্প্রদায় ভুক্ত নহে।

বর্ত্তমান সময়ের পঞ্জাবের প্রায় সর্ব্বত্র বেদীরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাঙরা পর্ব্বতের পাদদেশস্থ ভূভাগে, রেক্না দোয়াবের গুজরানওয়ালা বিভাগে, ইরাবতী তীরবর্ত্তী গোগৈরা নগরে, ঝিলমতীরস্থ শাহপুরে এবং রাবলপিণ্ডিতে তাঁহাদের বাস দেখা যায়, কিন্তু শতদ্রুর দক্ষিণে বড় একটা বেদীদিগের বাস নাই। ইরাবতী তীরস্থিত ভত্তালা নগরের নিকটবর্ত্তী দেরাবালি নামক নামক স্থানই তাঁহাদের আদি বাসস্থান।

বেদীরা পূর্ব্বে কন্যাহত্যা করিত বলিয়া "কুমারীমার" নামে বিদিত ছিল। রাজপুতের ন্যায় কন্যার বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলনে দরিদ্র হইয়া পড়িবে ভাবিয়া যে তাঁহারা এইরূপ দুষ্কার্য্যে রত হইতেন তাহা নহে। পুরোহিত বা গুরুবংশধর-স্বরূপে তাঁহারা শিখদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট ধন ও নানা প্রকারের উপঢৌকনাদি পাইতেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা যে স্বচ্ছন্দে কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সেই দোষস্খালনের জন্য বলিত যে পূর্ব্বপুরুষগণের অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইহা তাঁহাদের একটী কৌলিক নিয়ম।

প্রবাদ আছে, এই বংশের ধরমচাঁদ নামক কোন আদি পুরুষের কন্যার বিবাহে যখন বর ও বরযাত্রী কন্যা লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে, তখন ধরমচাঁদের দুই পুত্র সৌজন্যতা দেখাইবার জন্য কিছু দূর তাঁহাদের সঙ্গে যায়। ঐ সময়ে দারুণ গ্রীষ্ম ছিল। বরযাত্রীরা বিবাহের আমোদে ও মদ্যপানে অজ্ঞান হইয়া নীচ প্রকৃতির আমোদ দেখাইতে বালক বেদীকে

নিয়মিত স্থানে বিদায় না দিয়া তাহাকে বৃথা কষ্ট দিয়া অধিক দূর হাঁটাইয়া লইয়া যায়। তাঁহারা ক্ষত পদে গৃহে ফিরিয়া আসিলে পিতা ধরমচাঁদ পুত্রগণের দুর্দ্দশা ও কষ্ট দেখিয়া ক্লিষ্ট হন। তিনি তখন স্বীয় পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বর-কর্ত্তা তোমাদিগকে শীঘ্র ফিরিতে আদেশ করেন নাই? পুত্র-গণের মুখে যথাযথ বিবরণ অবগত হইয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, "আজ হইতে কোন বেদীই আপন কন্যা জীবিত রাখিতে পারিবে না। জন্মমাত্রেই তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে হইবে।"

পিতার এইরূপ কঠোর আদেশ শুনিয়া পুত্রগণ ভয়বিহ্বল হইলেন এবং তাঁহারা পিতাকে কহিলেন "শাস্ত্রে পুত্রহত্যা মহাপাতক বলিয়া বর্ণিত আছে," সুতরাং এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে বেদীদিগকে চিরজন্ম পাপপঙ্কে নিমজ্জিত থাকিতে হইবে। তাহাতে ধরমচাঁদ উত্তর করিলেন, যদি বেদীগণ সত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করে এবং মিথ্যা কথা বা প্রবঞ্চনা অথবা মদ্যপান দ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত না করে, তাহা হইলে তাহাদিগের কখনই পুত্রসন্তান ব্যতীত কন্যাসন্তান জন্মিবে না। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ঐ পাপ আমি আমার স্কন্ধে লইতেছি।" এই কথা বলিবামাত্র ধরমচাঁদের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া তাহার বক্ষস্থলে আসিয়া পড়ে। তদবধি পাপের ভীষণ-ভারে তাঁহার স্কন্ধদেশ প্রপীড়িত হইতে থাকে, সে যাহা হউক, এই-রূপ কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া বেদীরা প্রায় ৩ শত বর্ষকাল কন্যাহত্যা করিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে রাজশাসনে তাহা নিবারিত হইয়াছে। তৎকালে যদি কোন বেদী স্নেহের বশে আপন কন্যাকে না মারিয়া গোপনে প্রতিপালন করিত, তাহা জানিতে পারিলে তাহাকে সমাজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত এবং সকলে তাহাকে ভাঙ্গীর সমতুল্য জ্ঞান করিত।

বেদীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

বেদীয়স্ (ত্রি) অতিশয় বেদ্বান্। (ঋক্ ৭।৯৮।১)

বেদীশ (পুং) বেদীনাং পণ্ডিতানামীশঃ। ব্রহ্মা। (ত্রিকা°)

বেদুক (ত্রি) ১ বেত্তা। যে জানে। (তৈত্তিরীয় সং ৫।১।৫।৩) ২ প্রাপক। ৩ প্রাপ্ত। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩।০।২২।২)

বেদুর, (বেডুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট ও পণ্ডিচেরী জেলার বিল্লুপুরম তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। বিল্লুপুরম্ সদর হইতে ১১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী জৈনমন্দির বিদ্যমান আছে।

বেদুরাল্লপাড়ু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার পোদিলে তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পোদিলে নগর হইতে ১১ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরে এবং গড়িপল্লী যাইবার পথের পূর্ব্বে একখানি শিলাফলক বিদ্যমান আছে, উহার লিপি অতি প্রাচীন।

বেদুরুরু, (বেদরুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার কড়াপা তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। কড়াপা সদর হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে পেন্নর ও পাপঘ্নী নদীর সঙ্গমস্থলে সঙ্গমেশ্বর স্বামীর মন্দির বিদ্যমান। ঐ মন্দিরটী সহস্র বৎসরের প্রাচীন।

বেদুল্লবলস, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম জেলার জয়-পাতিনগরম্ তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন দেবমন্দির আছে, দেবপূজার ব্যয়ভার বহনার্থ রাজপ্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন মন্দিরে রক্ষিত রহিয়াছে।

বেদুবালা, যুক্ত প্রদেশের বারাণসী বিভাগের বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। বালিয়া সদরের ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তূপ নিপতিত রহিয়াছে।

বেদেশ (ত্রি) ১ বেদধর। ২ ব্রহ্মা।

বেদেশভিক্ষু (পুং) গ্রন্থকারভেদ। ব্যাস তীর্থের শিষ্য। ইনি আনন্দ তীর্থকৃত ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যের টীকা, কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য টীকা, কেনোপনিষদ্ভাষ্য টীকা, পদার্থকৌমুদী নামে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যটীকা, তত্ত্বপ্রকাশিকাবিবরণটীকা ও প্রমাণ... টীকা রচয়িতা। ইঁহার অপর নাম বেদেশ তীর্থ।

বেদেশ্বর (পুং) ব্রহ্মা।

বেদোজাপুরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার আর্ণি জাগীরের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আর্ণি ... ৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার ... স্বামীর মন্দির প্রায় ৫০০ বৎসরের প্রাচীন। মন্দিরে কতকগুলি শিলালিপি আছে।

বেদোক্ত (ত্রি) বেদে উক্তঃ। শ্রুতি কথিত, বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে।

"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোহর্পিতমীশ্বরে।" (ভাগবত ১১।৩।৪৬)

বেদোদয় (পুং) বেদঃ বিবস্বান্ উদয়ো যস্য। সূর্য্য। (ত্রিকা°)

বেদোদিত (ত্রি) বেদে উদিতঃ। বেদোক্ত। বেদপ্রতিপাদিত স্মৃতিবচনও বেদোদিত। (মনু ৮।১৪)

"বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।" (মনু ...)

বেদোপকরণ (পুং) বেদাঙ্গ। (মনু ২।১০৫)

বেদোপগ্রহণ (ক্লী) বেদ পরিশিষ্ট। (রামায়ণ ১।৪।৪)

বেদোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। (তৈত্তিরীয় উপ° ১।১১।৪)

বেদোপবৃংহণ (ক্লী) বেদ পরিশিষ্ট। (বেদাঙ্গ)

বেদোপস্থানিকা (স্ত্রী) বেদবক্তার স্থান। (হরিবংশ)

সর্ব্বত্র বাস করিয়া বণিকদিগের এজেন্টের কার্য্য করে এবং পণ্য-দ্রব্য বহনের জন্ত উষ্ট্রাদি রাখে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সকল বেদৌয়িন্ বাস করে, তাহারা ছাগ পোষে। যাহারা বাবকার্য্যে উষ্ট্র পালন করে, তাহারা উপযোগী ঋতু অনুসারে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে সরিয়া যায়।

ইহারা মাথায় বড় বড় চুল রাখে। বাল্যকাল হইতে কখন মস্তক মুণ্ডন করে না। মধ্য স্থান হইতে আঁচড়াইয়া রাখে। ইহারা ধূমপান করে। কেহ লেখা পড়া করে না এবং কেহ্ ধারণও করে না।

বেদ্দনোল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলায় অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নিজামরাজ্য সীমা হইতে ৪ মাইল দূরে এবং রাজমহেন্দ্রী হইতে ৩৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার চারিদিকে কয়লার খাত ও বেলেপাথরের পাহাড়। মধ্যস্থলের গ্রাম পরিমাণ ৫১০ বর্গমাইল।

বেদ্ধব্য (ত্রি) বেধনযোগ্য। বেধ্য।

"প্রাণো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম বেধ্যমনুত্তমম্।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ॥" (মার্ক° পু° ৪২।৭)

বেদ্ধৃ (ত্রি) বেধকারী। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বেদ্নোর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। উদয়পুর রাজধানী হইতে ৯০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। নগরাধিপতি একজন প্রধান সামন্ত। ইনি ৭০ খানি গ্রামের উপসত্ব ভোগ করিয়া থাকেন।

বেদ্য (ত্রি) বিদ-ণ্যৎ। বেদিতব্য।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।" (ভাগবত ১।১।২)

২ ধন বিষয়ে হিতকর। "স্বধমিব বেদ্যং
শুক্রশোচিষমগ্নিং" (ঋক্ ২।২।৩)

'বেদ্যং বেদো ধনং তস্মৈ হিতম্' (সায়ণ)

৩ স্তুত্য। "প্রবেধ্যাগ্নি কবয়ে বেদ্যায় গিরঃ" (ঋক্ ৪।১৫।১)

'বেদ্যায় স্তুত্যায়' (সায়ণ)

৪ লব্ধব্য। "বিত্তঞ্চ মে বেদ্যঞ্চ মে" (শুক্লযজু° ১৮।১১)

'বেদ্যং লব্ধব্যং' (মহীধর)

বেদায় হিতমিতি বেদ-যৎ। ৫ বেদহিত, বেদপ্রতিপাদ্য।

"বেত্তৃক বৎ বেদয়তে চ বেদ্যং
বিধিশ্চ যশ্চাশ্রয়তে বিধেয়ম্।" (ভারত ১০।১৫৮।৩৩)

বেদ্যত্ব (স্ত্রী) বেদনীয়ের ভাব। জ্ঞাতৃত্ব। জ্ঞান।

বেদ্যা (স্ত্রী) বেদিতব্যা বিদ্যা। "বেদ্যাভিরোহব্রহ্মাণঃ" (ঋক্ ১০।৭১।৮) 'বেদ্যাভিঃ বেদিতব্যাভিঃ বিদ্যাভিঃ' (সায়ণ)

বেদ্লা, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। উদয়পুরের ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার সামন্ত ৬১ খানি গ্রামের উপসত্বভোগী।

বেধ (পুং) বিধ ঘঞ্। ১ বেধন। ছিদ্রকরণ, চলিত বেঁধা। পর্য্যায়—ব্যধ। ২ গভীরতা, চলিত গহরা বা চাক্য। ৩ যন্ত্রাদি দ্বারা গ্রহাদি নিরূপণ। ৪ জ্যোতিষোক্ত গ্রহসংস্থানভেদ, যথা—সপ্তশলাকাবেধ, যুতবেধ, পতাকীবেধ ইত্যাদি।

[বিশেষ বিবরণ তত্তচ্ছব্দে দ্রষ্টব্য]

বেধক (ক্লী) বিধ-ণ্বুল্। ১ ধান্তক। (রাজনি°) ২ কর্পূর। (ত্রিকা°) ৩ অম্লবেতস। ৪ মণিমুক্তাদি বেধোপজীবী, যাহারা মণিমুক্তাদি বিদ্ধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"মায়ূরিকাঃ ক্রাকচিকাঃ বেধকা রেচকাস্তথা।" (রামা° ২।৮৩।১৩)

(ত্রি) ৫ বেধকর্ত্তা, বেধকারী। [বেধশালা দেখ।]

বেধনিকা (স্ত্রী) বিধ্যতেঽনয়েতি বিধ-করণে-ল্যুট্ ততঃ স্বার্থে-কন্। মণিশঙ্খাদি বেধনোপকরণ, যাহা দ্বারা মণি ও শঙ্খাদি বেধ করা যায়। চলিত তোমর, পর্য্যায়—আস্ফোটনী, লাস্ফোটনী, স্ফোটনী, বৃধমংশিকা। সূচী কুন্দন।

বেধনী (স্ত্রী) বিধ্যতেঽনয়েতি বিধ-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ বেধনিকা। ২ হস্তিকর্ণবেধনাস্ত্র। (ত্রিকা°) ৩ মেথিকা।

বেধময় (ত্রি) ছিদ্রযুক্ত।

বেধমুখ্য (পুং) বেধে বেধনে মুখ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ। কর্চ্চূর। (রাজনি)

বেধমুখ্যক (পুং) বেধমুখ্য স্বার্থে-কন্। হরিদ্রাবৃক্ষ, কাঁচাহলদি, পর্য্যায়—কর্চ্চূরক, দ্রাবিড়ক, কাল্লক, কাল্যক। (অমর)

বেধমুখ্যা (স্ত্রী) বেধে মুখ্যা। কস্তূরী। (রাজনি°)

বেধশালা, গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও অবস্থান নির্ণয়ের জন্ত দেশে দেশে স্থাপিত মানমন্দির বিশেষ। ইংরাজীতে ইহাকে Observatory বলে। [মানমন্দির ও বেধালয় দেখ।]

বেধস্ (পুং) বিদধাতীতি বি-ধা (বিধাঞো বেধচ। উণ্ ৪।২২৪) ইতি অসি বেধাদেশশ্চ। ১ ব্রহ্মা।

"তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।" (রঘু ১।২৯)

২ বিষ্ণু। (অমর) ৩ শিব। ৪ সূর্য্য। (শব্দরত্না°) ৫ পণ্ডিত। (বিশ্ব) ৬ শ্বেতার্ক বৃক্ষ। (শব্দচ°) ৭ অনন্তপুত্র। (আদিপু° সাগরোপাখ্যান নামাধ্যায়) ৮ প্রজাপতি দক্ষ প্রভৃতি।

"পরতোঽপি পরশ্চাপি বিধাতা বেধসামপি।" (কুমার-২।১৪)

(ত্রি) ৯ মেধাবী। (নিঘণ্টু) ১০ বিবিধ কর্ত্তা।

"আ বেধসং নীলপৃষ্ঠং বৃহন্তং" (ঋক্ ৫।৪২।১২)

'বেধসং বিবিধকর্ত্তারং' (সায়ণ)

বেধস (ক্লী) ব্রহ্মতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূল। আচমন করিবার সময় ব্রাহ্মতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ মূলে জল লইয়া আচমন করিতে হয়।

বেধসী (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

বেধস্থা (স্ত্রী) মার্গবিধানেচ্ছা। (ঋক্ ৭।৮২।২)

বেধালয়, (Observatory) এক খানি শলাকা কিম্বা যষ্টি অথবা অপর কোন পদার্থে সূর্য্যাদি আকাশ মণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কে লক্ষ্যকে বেধ বলা যায়। উক্ত শলাকাদিতে ঐ পদার্থের বিম্ব বিদ্ধ হয় বলিয়া বেধ সংজ্ঞা হইয়াছে। যষ্টি,বা শলাকাদি যন্ত্র দ্বারা নক্ষত্রাদির সংস্থান ও গতি নির্ণয়ই বেধ (observation) এবং যে গৃহে ঐরূপ যন্ত্রাদি রক্ষিত ও কার্য্য সাধিত হয়, তাহাকে প্রাচীনেরা বেধশালা বা বেধালয় বলিতেন, এখন সাধারণে 'মানমন্দির' (observatory) নামেই পরিচিত।

যুরোপীয়গণের বিশ্বাস যে 'এদেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে জ্যোতিষের চর্চ্চা থাকিলেও এখানকার লোকের বেধজ্ঞান ছিল না, সুতরাং প্রাচীন কালে কোন বেধশালাও ছিল না। গ্রীকদিগের নিকট হইতেই ভারতবাসী বেধজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছে।' এ কথা কিন্তু প্রকৃত নহে। ভারতবাসী যে খৃষ্ট জন্মের বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্ব হইতে বেধোপায় জানিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতা হইতেই ২৭টী নক্ষত্র ও সপ্তর্ষির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় নক্ষত্র তারা মধ্যে রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের অতিশয় প্রীতি বা চন্দ্র রোহিণীর নিকট যুক্ত থাকিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ধ্রুব ও অরুন্ধতীর পরিচয় রোহিণীশকটভেদ, রামায়ণ ও মহাভারতে নানা নক্ষত্রযোগাদি বর্ণনা ও নানা প্রাচীন স্মৃতিতে নক্ষত্রবীথির উল্লেখ হইতে বেশ জানা যায় যে, ভারতীয় আর্য্যগণ সেই ঋক্‌সংহিতার সময় হইতেই অর্থাৎ সাত হাজার বর্ষেরও পূর্ব্ব হইতেই বেধশিক্ষা করিয়াছিলেন। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় কেতুচার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"গার্গীয়ং শিখিচারং পরাশরমসিতদেবলকৃতঞ্চ।
অন্যাংশ্চ বহূন্ দৃষ্ট্বা ক্রিয়তেঽয়মনাকুলশ্চারঃ॥"

উক্ত প্রমাণে জানা যাইতেছে যে গর্গ,পরাশর, অসিত, দেবল প্রভৃতি বহু ঋষি কেতুচার নির্ণয় করিয়াছিলেন। উক্ত বৃহৎসংহিতার টীকায় ভট্টোৎপলও এইরূপ পরাশরের কথা প্রকাশ করিয়াছেন—

"পৈতামহশ্চলকেতুঃ পঞ্চবর্ষশতং প্রোষ্য উদিতঃ। অথোদ্দালকঃ শ্বেতকেতুর্দশোত্তরং বর্ষশতং প্রোষ্য দৃষ্টঃ। ... শূলাগ্রাকারাং শিখাং দর্শয়ন্ ব্রাহ্মনক্ষত্রমুপসৃত্য মনাক্ ধ্রুবং ব্রহ্মরাশিং সপ্তর্ষীন্ সংস্পৃশন্ ... কাশ্যপঃ শ্বেতকেতুঃ পঞ্চদশং বর্ষশতং প্রোষ্যোদ্যাং পশ্চাৎ কেতোশ্চারান্তে . . . নভস্ত্রিভাগমাক্রম্যাপসব্যং নিবৃত্তার্দ্ধ প্রদক্ষিণকটকোহশিখঃ স যাবন্তো মাসান্ দৃশ্যতে তাবদ্বর্ষাণি সুভিক্ষমাবহতি। অথ রশ্মিকেতুর্বিভাবসুজ প্রোষ্য শতমাবর্ত্তকেতোর্বিভুশ্চারান্তে কৃত্তিকাসু ধূমশিখঃ।" (পরাশর)

অর্থাৎ পৈতামহ কেতু পঞ্চশত বর্ষ প্রবাসের পর উদিত হয়, এইরূপ উদ্দালক শ্বেতকেতু ১১০ বর্ষ, শূলাগ্রাকার শিখাধারী কাশ্যপ শ্বেতকেতু ১৫০০ বর্ষ এবং বিভাবসুজ রশ্মিকেতু ১০০ বর্ষ প্রবাসের পর [illegible] উদিত হইয়া থাকে।

এখন যেমন যুরোপীয়গণের আবিষ্কারের [illegible] Halley's Comet প্রভৃতি বিশেষ কেতুর নাম [illegible] প্রাচীন কালে এই ভারতবর্ষে যে সকল ঋষি বেধ দ্বারা বিভিন্ন কেতুচার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম [illegible] সেই সকল কেতুর নামকরণ হইয়াছিল, [illegible] পর্য্যন্ত পরাশরাদি হইতে জানা যাইতেছে।

আর্য্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্রসাহায্যে অতি পূর্ব্বকাল হইতে অধুনা পর্য্যন্ত বেধ করিয়া আসিতেছেন, আটগড়ের রাজকুমার চন্দ্রশেখর সিংহের জীবনী হইতে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। [চন্দ্রশেখর সিংহ শব্দ দ্রষ্টব্য]

বেধের জন্য বেধশালা আবশ্যক। বরাহমিহিরাদির জ্যোতিগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে রাজনির্দ্দেশ মত নক্ষত্রদর্শী দিবারাত্র নিভৃত কক্ষে বসিয়া নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং তাঁহাদের দর্শনের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতেন। [illegible] রাজকৃত রাজমৃগাঙ্ককরণ এবং বল্লালসেনের দানসাগর [illegible] কমলমার্ত্তণ্ড প্রভৃতি ঐরূপ রাজজ্যোতিষীর পর্য্যবেক্ষণের ফল কেবল রাজজ্যোতিষী বলিয়া নহে, অনেক স্থলে বহু স্বাধীন জ্যোতির্বিদ্ আপন ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়াও বেধজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। নানা বৈদেশিক আক্রমণে ও শত শত রাষ্ট্রবিপ্লবে ভারতের কত প্রাচীন বেধশালা বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ভারতের উত্তরসীমা বা [illegible] চীনদেশে এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ধ্বংসকাণ্ড ঘটিতে না পারায় এখনও তথায় সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন বেধালয় দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে চীনরাজধানী পেকিং সহরের বেধালয় জগৎপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এখানে একটী ক্ষুদ্র বেধালয় থাকিলেও কো-সৌচ-কিং ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান বৃহৎ বেধালয়টী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত মানমন্দিরেই বার্বিএষ্ট (Verbiest) প্রমুখ জেসুইট ধর্ম্মপ্রচারকগণের যত্নে বহু নূতন যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। এখনও তাহাতে কাজ চলিতেছে।

ভারতবর্ষে যখনই কোন শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই বেধদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষিক মত শোধন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। বেশী দিনের কথা নহে, গ্রহলাঘব নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা গণেশ দৈবজ্ঞের পিতা কেশবার্ক খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে যেরূপ বেধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ

ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ এক অদ্বিতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল দৈবজ্ঞ ও গণকদৈবজ্ঞ জ্যোতিঃশাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া তাহার সারোদ্ধার ও সমাংশে তদ্‌গ্রহনিচয়ের বিশুদ্ধিতা সম্পাদন করিলেও বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা জয়সিংহের ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন নাই।

রাজপুতনার অন্তর্গত অম্বররাজ্যের অধীশ্বর জয়সিংহ ১৭৩০ বিক্রম সম্বতে (১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিনি ভারতীয়, মুসলমানী, যাবনী ও যুরোপীয় নানা জ্যোতির্গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল জ্যোতিষগ্রন্থ পাঠে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে হিপার্কাস্, টলেমি, ইউক্লিড্, আল্‌মগেস্ত্ কাসি ও নাসিরতুসি প্রভৃতির গ্রন্থ প্রমাণে দিক্‌প্রত্যয় করিবার যখন সুস্পষ্ট সুবিধা দেখা যায় না, তখন তাঁহাদের এই পরিশ্রম যে বৃথা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তদ্ভিন্ন গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতিগণনায় তৎকালে দৈবজ্ঞ গুর্জ্জরীয় ও শাকদ্বীপীয় প্রবর্ত্তিত যে গণনা-তালিকা, তুরিখাহ্ মুলচাঁদ আকবরশাহী, সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ ও যুরোপীয় গণনা-তালিকাদি প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত প্রকৃত গণনার অনেক বৈষম্য থাকায় তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বেধালয় স্থাপনপূর্ব্বক প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কার দ্বারা নূতন গ্রন্থ ও তালিকা প্রণয়নে যত্নশীল হন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তাঁহার জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া এবং বেধশালাস্থাপনে তাঁহার উদ্যম ও আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দিল্লীদরবারে আসিতে আহ্বান করেন এবং স্বয়ং ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে জয়সিংহ দিল্লীরাজদরবারে আসিয়া মুসলমান জ্যোতির্বিদ্ ও জ্যামিতিজ্ঞগণকে, জ্যোতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে এবং কএকজন যুরোপীয় জ্যোতিষীদের সাহায্যে কএকটী গ্রহের গতিকাল প্রত্যক্ষ করিয়া পরস্পরে বিচার সহকারে গণনার ভ্রম সংশোধন করিয়া লন। এই সময়ে সুশৃঙ্খলে কার্য্য সম্পাদনের জন্য বৈদেশিক যন্ত্রাদির অনুকরণে তাঁহাকেও কতকগুলি যন্ত্রও প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল।

রাজা জয়সিংহ মুসলমানী প্রথানুসারে সমরকন্দে প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের অনুকরণে দিল্লীতে সেই সকল যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বেধশালার পত্তন করেন। সমরকন্দ ঐ সময়ে তিন নাম পরিচিত আস্তাবিলি? জাৎ-উল্-হলক এবং জাৎ-উস্-সোবেতিন্, জাৎ-ওল্-ফস্‌সোক্তন, শাম্‌স্-কবেরি ও শামলা প্রভৃতি কতকগুলি পিত্তলনির্ম্মিত যন্ত্র ছিল। ঐ সকল যন্ত্র ক্ষুদ্রাকার হওয়ায় তাহাতে নির্দিষ্ট বিভাগের সুবিধা ছিল না। তদুপরি স্থানের বৈষম্য হেতু যন্ত্রগুলি স্থাপনের গোলমালে অনেক সময় গণনায় বিভ্রাট উপস্থিত হইত। কখন বা মধ্যদণ্ড (axes) ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বা কম্পিত হইয়া বৃত্তগুলির কেন্দ্র স্থানচ্যুত হইয়া পড়িত, তাহাতেও অনেক সময় গণনা নির্ভুল হইবার অন্তরায় ঘটিত। এই সকল কারণে হিপার্কাস প্রভৃতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই বিবেচনা করিয়া তিনি নিজমতে রাজধানীর নামানুসারে 'দর-উল্-খলিফাৎ শাহ-জাহানাবাদ,' "জয়প্রকাশ," "রামযন্ত্র" ও "সম্রাট্‌যন্ত্র" নির্ম্মাণ করিলেন। ইহার ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ১৮ হাত, ১ মিনিট নিরূপণের অংশাংশ-পরিমাণ ১॥ যব। যন্ত্রটী প্রস্তর ও চূণাদিযোগে নির্ম্মিত। বিস্তৃতায়তন হওয়ায় ইহাতে গতি ও দূরত্বের পরিমাণ নির্দ্দেশের বিশেষ সুবিধা আছে।

এইরূপ প্রণালীতে বেধশালা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট গ্রহনক্ষত্রাদির স্থান এবং বর্ত্তমান যন্ত্রের সাহায্যে অধঃপতিত ঐ সকল স্থানের প্রকৃত স্থিতিনির্ণয়দ্বারা তদুভয়ের মধ্যে দূরত্ব বা কালের ব্যবধান করিবার জন্য জয়সিংহ বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে সবাই জয়পুর, মথুরা, বারাণসী ও উজ্জয়িনীনগরীতে আরও চারিটী স্বতন্ত্র বেধালয় স্থাপন করেন। এই সকল স্থানে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহনক্ষত্রাদির সঙ্কলন ও গণনা করা হইয়াছিল। সেই গণনার ফল লইয়া তিনি নক্ষত্রদ্বয়ের অক্ষাংশের ব্যবধান বাদ দিয়া সামঞ্জস্য দ্বারা ঐ সকল গণনা ভ্রমবিহীন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এখনও ঐ সকল স্থানে বেধালয় বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহা আলোচনার অভাবে অনাদৃত অবস্থায় নিপতিত ও ধ্বংসপ্রায়। সাধারণের অবগতির জন্য এক একে ঐ কয়েকটী বেধালয়ের যন্ত্রাদির উল্লেখ করা গেল।

দিল্লীনগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে ১॥০ মাইল দূরে জুম্মা-মসজিদের ৩২° দক্ষিণপশ্চিমে দিল্লীর মানমন্দির অবস্থিত। ইংলণ্ডের গ্রীনবীচ (Greenwich) মানমন্দির হইতে এই স্থান অক্ষা° ২৮°৩৭′-৭ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°-১৭′ পূঃ পূর্ববর্ত্তী। ইহা কয়েকটী খণ্ড খণ্ড অট্টালিকায় বিভক্ত। এক একটী অট্টালিকায় এক বা ততোধিক যন্ত্রবিন্যস্ত আছে। ঐ সকল যন্ত্র কতক বিবরণ যন্ত্রশব্দে বিবৃত হওয়ায় এখানে আর লিখিত হইল না, কেবল তাহাদের নাম ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া গেল—

(১) সম্রাট্‌-যন্ত্র (Equatorial dial) বা নাড়ীবলয়। ইহার শঙ্কু ১১৮ ফুট ৭ ইঞ্চ লম্বা, মূলদেশ ১০৪ ফুট ১ ইঞ্চ এবং খাড়াই ৫৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইহা প্রস্তরগ্রথিত, কিন্তু স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

(২) উক্ত যন্ত্র হইতে কিছুদূরে উত্তর-পশ্চিমে আর

একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার নাড়ীবলয়। ইহার মধ্যস্থলে শঙ্কু। ইহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। ইহার শঙ্কুর উত্তর পার্শ্বেই সমকেন্দ্রক অর্দ্ধবৃত্ত। শঙ্কুটী বহির্বৃত্তের ব্যাস স্বরূপ ৩৫ ফিট ৩ ইঞ্চি লম্বা। বহির্গোলেকের এক একটী অংশ ভাগ ২১৩/১৬ ইঞ্চ। বহির্বৃত্ত হইতে মধ্যবৃত্তের ব্যবধান-রেখা ২ ফুট ৯ ইঞ্চ। প্রত্যেক অংশ ১০ ভাগে এবং প্রত্যেক ভাগ ৬ কলায় (minute) বিভক্ত।

এই গৃহের উত্তর প্রাচীরে এবং পশ্চিম দিকের একটী স্বতন্ত্র অট্টালিকায় খগোলস্থ নক্ষত্রনিচয়ে উচ্চতানিরূপণার্থ যাম্যোত্তররেখাবিলম্বিত একটী যন্ত্র আছে। ইহা দ্বিবৃত্তপাদ (Double Quadrant)। ইহার এক এক অংশ ২১/৫ ইঞ্চ এবং তাহাতে কলাবিভাগ আছে।

(৪) বৃহন্নাড়ীবলয়-যন্ত্রের দক্ষিণে কিছুদূরে "উন্নতুরানা" সংজ্ঞক অট্টালিকাদ্বয়। ইহাতে খগোলস্থ নক্ষত্রনিচয়ের উন্নতাংশ ও দিগংশ (azimuth) নিরূপণ করা হয়।

(৫) এই দুইটী গৃহ এবং বৃহন্নাড়ীবলয়ের মধ্যস্থলে শাম্লা নাম যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ইহা কুব্জ (concave)-পৃষ্ঠ অর্দ্ধবৃত্ত। ইহাতে খগোলের নিম্নার্দ্ধের রেখা অঙ্কিত। যাম্যোত্তররেখাগুলি ১৫ অংশ ব্যবধানে স্থাপিত।

জয়পুরনগরে বর্ত্তমান কালে যে কয়টী জ্যোতিষিক যন্ত্র বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি প্রধান—

১, যাম্যোত্তরভিত্তিযন্ত্র (Meridian Wall)। এই যন্ত্রের দ্বারা জ্যোতিষ্কগণের যাম্যোত্তর অতিক্রমকালীন (Transit on the meridian) উন্নতাংশে, সূর্য্যের মহত্তম ক্রান্তি (greatest declination) এবং স্থানীয় অক্ষাংশ (latitude) নির্ণীত হয়। বর্ত্তমানকালে যুরোপ প্রভৃতি স্থানে Mural Circle নামক যন্ত্রের দ্বারা ঐ সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। পর্য্যবেক্ষণিকা ভূমির উপরভাগে একটী প্রাচীর। এই প্রাচীরটী সম্পূর্ণরূপে যাম্যোত্তর রেখায় অবস্থিত। প্রাচীরের পূর্ব্বগাত্রে ২০ ফুট ব্যাসার্দ্ধবিশিষ্ট দুইটী বৃত্তপাদ (Quadrant) এবং পশ্চিম গাত্রে ১৯ ফুট ১০ ইঞ্চ ব্যাসার্দ্ধ-বিশিষ্ট একটী বৃত্তার্দ্ধ চিত্রিত আছে। পরিধিগুলি মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অংশ (Degree), কলা (Minute) প্রভৃতিতে বিভক্ত। প্রস্তর খোদিত করিয়া তাহার মধ্যে সীসক প্রবিষ্ট করাইয়া বিভাগের রেখাগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। বৃত্তের কেন্দ্রস্থানে একটী কীলক প্রোথিত আছে। তাহাতে সূতা বাঁধিয়া সমস্ত বিভাগাংশের উপর সেই সূতার অগ্রভাগ ঘুরাইতে পারা যায়। যখন কোন জ্যোতিষ্কের উন্নতাংশ নির্ণয় করার আবশ্যক হয়, তখন তাহার যাম্যোত্তর রেখা অতিক্রম করিবার সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। পার্শ্বে প্রদত্ত যন্ত্রচিত্রের পশ্চিমগাত্রস্থ চিত্রের প্রতি মনোযোগ করিলে সহজেই জানা যাইবে। যখন জ্যোতিষ্কটি যাম্যোত্তর রেখায় উপস্থিত হয়, তখন সূত্রের অগ্রভাগটী যে বিভাগাংশে ধরিলে কীলক এবং ঐ জ্যোতিষ্ক সমসূত্রপাতে অবস্থিত দৃষ্ট হইবে, তখন ঐ বিভাগাংশ বৃত্তার্দ্ধের নিকটস্থ সীমা হইতে কয় অংশ দূরে আছে দেখিয়া লইবে। ঐ অংশ সংখ্যা উক্ত জ্যোতিষ্কের উন্নতাংশজ্ঞাপক।

[পরপৃষ্ঠায় যাম্যোত্তরভিত্তির চিত্র দেখ।]

নিম্নলিখিত উপায়ে জয়পুরে অক্ষাংশ নির্ণীত হইয়াছে। প্রতিদিন মধ্যাহ্নকালে যাম্যোত্তররেখা অতিক্রমকালীন সূর্য্যের উন্নতাংশ দেখিয়া লইতে হয়। ৯০ অংশ হইতে সেইটী বাদ দিলে খস্বস্তিক হইতে দূরত্ব অর্থাৎ নতাংশ (Zenith distance) পাওয়া যায়। কয়েকমাস ধরিয়া এইরূপ উন্নতাংশ নির্ণয় করিতে করিতে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি কম এবং সর্ব্বাপেক্ষা যেটি অধিক এই উভয়ের অন্তর লইয়া তাহার অর্দ্ধ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই বিষুবরেখার এবং ক্রান্তিবৃত্তের অন্তর্গত কোণের (Obliquity of ecliptic) পরিচায়ক অর্থাৎ বিষুবরেখা লঘুতম নতাংশে অবস্থিত এবং মহত্তম নতাংশ অবস্থানের মধ্যবিন্দু দিয়া গিয়াছে।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জয়সিংহ জয়পুরের ক্রান্তিবৃত্তকোণ (Obliquity of the ecliptic) ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ সময়ে উহা প্রকৃতপক্ষে ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড (বিকলা) ছিল। অতএব ইহা গণনার সামান্য ব্যতিক্রম মাত্র জানিতে হইবে। পরমাক্রান্তিতে সূর্য্যের লঘুতম নতাংশ যোগ করিলে জয়পুরের অক্ষাংশ (latitude) পাওয়া যায়। লঘুতম নতাংশ কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন অংশ মাত্র। এই জন্য জয়পুরের অক্ষাংশ ২৭ ডিগ্রী। ইহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্য জয়পুরের খস্বস্তিকে অর্থাৎ মাথার উপর কখনই উপস্থিত হয় না। তাহার চূড়ান্ত উত্তরপ্রগতি জয়পুরের খমধ্য হইতে ৩॥০ ডিগ্রী দক্ষিণেই থাকিয়া যায়। অতএব জয়পুর সমকটিবন্ধে (Temperate zone) অবস্থিত।

ভিত্তিযন্ত্রের উচ্চতা প্রায় ১৪ হস্ত, এবং দৈর্ঘ্য উহার দ্বিগুণেরও কিঞ্চিদধিক। অতএব পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য সমস্ত বৃত্তপরিধির পার্শ্বে সিঁড়ি গাঁথা আছে। ঐ সিঁড়ি দিয়া উপর পর্য্যন্ত উঠিতে পারা যায়।

২, "নাড়ীবলয়যন্ত্র"—ইহার বিষয় পূর্ব্বে কিছু বর্ণিত হইয়াছে, জয়পুরস্থ নাড়ীবলয়ের পৃষ্ঠলিখিত কবিতা হইতে যন্ত্রালয়ের আরম্ভকাল নির্ণীত হয় বলিয়া তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

কালে গণনার ও পরিদর্শনের সুবিধার্থ সেক্সটান্ট যন্ত্রের সহিত টেলিস্কোপ ও মাইক্রোমিটার নামক যন্ত্রদ্বয় সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। তারপর যখন পাশ্চাত্য জগদ্বাসী মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব অবগত হন, তখন সৌর জগতের গ্রহনক্ষত্রাদি গতির সূক্ষ্মতা অবগত হইবার জন্য উত্তরোত্তর যন্ত্রাদির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং ট্রানজিট্ নামক যন্ত্র সেক্সটান্টের অপেক্ষা অধিক উপযোগী বলিয়া গৃহীত হয়। এই যন্ত্র সাহায্যে নিরক্ষোদয়ের (right ascension) বিশুদ্ধতা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। ঐ সময়েই ঘটিকার (clocks) ও ক্রনমিটার (chronometer) যন্ত্রেরও সংস্কার হয়। তার পর, ১৭শ শতাব্দে সূক্ষ্মগণনায় ভ্রমনিবারণের জন্য যখন উত্তরোত্তর পরিদর্শনরূপ অনুশীলন আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন মিউরাল কোয়াড্রান্টের সহিত ট্রানজিট যন্ত্র মিলাইয়া একটী নূতন যন্ত্র গঠন করা হয়। উহা "ট্রানজিট বা মেরিডিয়ান সার্কল" নামে কথিত।

অনন্তর যখন স্থির তারকাগুলিরও (fixed stars) প্রকৃত গতি অবধারিত হয়, তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এবং যাম্যোত্তর-ভিত্তিমূলক যন্ত্রনিচয়ের (Meridian Instruments) উন্নতির চেষ্টা হয় এবং তাহাতেই ঐ সকল যন্ত্রের নানারূপ সংস্কার-সাধন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

যুরোপীয় বেধালয়-নিচয়ে পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত এক এক জন সহকারী এক একটী যন্ত্রের নিকটে থাকিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই একজন জ্যোতির্ব্বিদের (Astronomer Royal) অধীন। আমাদের দেশে সবাই জয়সিংহ স্থাপিত বেধালয়-সমূহের অধ্যক্ষকল্পেও এক এক জন পণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাবর নিযুক্ত। আমেরিকার যুক্ত ওয়াসিংটন ও কুলকেবা বেধালয়ে এক একটী যন্ত্রের পরিদর্শন-ব্যবস্থা এক একজন জ্যোতির্ব্বিদের উপর ন্যস্ত এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই কার্য্য পরিচালিত হয়। অনেক ছোট ছোট বেধশালায় এইরূপ শেষোক্ত ব্যবস্থাই দৃষ্ট হয়।

বেধিত (পুং) বিধ-ণিচ্-ক্ত। কারিত বিদ্ধ, যাহা বিদ্ধ করান হইয়াছে, ছিদ্রিত।

বেধিত্ব (ক্লী) বেধনের ভাব বা ধর্ম।

বেধিন্ (ত্রি) বিধ ণিনি বিদ্ধ ছিদ্রীকরণে ণিনি। বেধকর্ত্তা, যিনি বেধ করেন। ২ বেধবিশিষ্ট। (পুং) ৩ অম্লবেতস। (রাজনি°)

বেধিনী (স্ত্রী) বেধিন্-ঙীষ্। ১ জলৌকা, জলৌকা, জোঁক। (শব্দরত্না°) ২ মেথিকা। (রাজনি°) ৩ বেধকর্ত্রী।

বেধ্য (ক্লী) বিধ ণ্যৎ। ১ লক্ষ্য, বেধ করিবার বিষয়, শরব্য। (ত্রি) ২ বেধনীয়,বেধ করিবার উপযুক্ত।

"ষট্‌কর্ণোৎপাঙ্গমাণক্য ভাসোঃ তথ্যা সমেহাপিচ।
কর্ণে বেধ্যো ন দোষঃ স্যাদস্তথা মরণং ভবেৎ॥" (মদনমালভদ্র)

বেন্, ভ্বাদি উভ° সক° অক° সেট্। গতি, জ্ঞান, চিন্তা, চাক্ষুষজ্ঞান, বাদনার্থ বাদিত্রগ্রহণ। (ধাতুপাঠ) লট্ বেনতি।

বেন (পুং) অজতীতি অজ গতৌ (বাহুলকাদ্যজিতেভ্যো নঃ। উণ্ ৩।৬) ইতি ন, অজেবী ভাবঃ। ১ প্রজাপতি। পৃথুরাজ পিতা। ইঁহার বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—পুরাকালে অত্রিবংশে অত্রিতুল্য গুণশালী অঙ্গ নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। ধর্ম্মরাজদুহিতা সুনীথার গর্ভে ঐ মহাত্মার বেণ নামে এক দুরাত্মা পুত্র জন্মে। বেন কালক্রমে প্রজাপালক কামাসক্ত ও ধর্ম্মবিদ্বেষী হইয়া উঠিল, সেই তাহার শাসনকালে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একবারে তিরোহিত হইল। ধর্ম্মনিন্দিত লোকনিন্দিত অসদনুষ্ঠানই বেদের অপ্রমাণ ও পুরুষকার বলিয়া সংকৃত হইতে লাগিল। তাহাতে ব্রাহ্মণগণকে স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদি পরাঙ্মুখ করিল। ইতঃপূর্ব্বে যে সোমরস পিপাসু হইয়া দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগত হইতেন, ইঁহার রাজত্বকালে তাহার আর নাম গন্ধও রহিল না। বিনাশকাল উপস্থিত হইলে দুরাত্মাদিগের এইরূপ প্রবৃত্তি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বেনের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল, বেন যজ্ঞ করিতে লাগিলেন, এ বিশ্বমধ্যে আমি ভিন্ন আর কেহ পূজ্য নাই, সুতরাং দেবোদ্দেশে যাগযজ্ঞ নিষ্ফল আড়ম্বর মাত্র। তথাপি ঐরূপ অনুষ্ঠানে যদি কাহার প্রবৃত্তি জন্মে, তবে আমাকেই উদ্দেশ করিয়া করিবে। কারণ আমি উহার আহরণীয় পাত্র ও লক্ষ্য আমি যজ্ঞ ও যজ্ঞ।

একদা মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ ইঁহার দুর্বৃত্ততায় নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া সেই অতিক্রান্তমর্য্যাদ অনুচিতকার্য্যপ্রবর্ত্তয়িতা বেণকে কহিতে লাগিলেন, বেণ! আমরা বহুবৎসরসাধ্য যজ্ঞ করিব, অঙ্গীকার করিয়াছি, তুমি নিরস্ত হও, অতঃপর আর তুমি অধর্ম্মাচরণ করিও না, উহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। তুমি অত্রিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রজাপতি হইয়াছ, তাহার আর সংশয় নাই। অতএব যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতও হইয়াছ। দুর্বুদ্ধি বেণ মহর্ষিগণের ঐরূপ বাক্যে হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, ঋষিগণ! আমি ভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা আর কে আছে, আমি কাহার কাছেই বা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিব। এই পৃথিবীতে জ্ঞান, বীর্য্য তপোবল ও সত্য দ্বারা আমার সমান কে হইতে পারে? তোমরা নিতান্ত মূর্খ ও হীনচেতাঃ, সেই জন্যই আমাকে নিখিল প্রাণীর, বিশেষতঃ সর্ব্ব ধর্ম্মের স্রষ্টা বলিয়া জানিতে পারিতেছ না। আমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীকে দগ্ধ বা জল দ্বারা প্লাবিত করিতে পারি, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোক অবরুদ্ধ করিতে পারি।

অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ঐ দুইটী দেব-মন্দির সংলগ্ন প্রাচীন কোন অট্টালিকা হইবে। উহা একবারে নষ্ট প্রায় হইলেও তাহাতে কাশ্মীরের প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

বেনৌধা, উত্তর ভারতের প্রাচীন দেশবিভাগ। বেনোধৎ নামেও প্রসিদ্ধ। জৌনপুরের পশ্চিমাংশ, আজিমগড়, বারাণসী ও অযোধ্যা প্রদেশের দক্ষিণাংশ লইয়া ইহা গঠিত। কেহ কেহ বলেন, বাইসবাড় হইতে মির্জাপুর এবং গোরখপুর হইতে ভোজপুর পর্য্যন্ত স্থান এই নামে পরিচিত। ইহাতে ৫২ খানি পরগণা। এই স্থান ১২ জন দেশীয় রাজার অধীনে পরিচালিত। তন্মধ্যে বীজাপুরের গহরবাড়গণ, খান্জাদে ও বংসগোত্রী প্রভৃতি ভূম্যধিকারীগণই প্রসিদ্ধ।

বেন্দকার, উড়িষ্যাবাসী শবর জাতির একটী শাখা। কেঁউঝর, বামড়া ও ঢাকপড়জাত মহলের নানা স্থানে এই জাতির বাস আছে। কেঁউঝরের ও বামন্দাপীরের উত্তরাংশে কোলহান্ পার্ব্বত্য প্রদেশের নিবিড় বনে এবং বেন্দকার-বুরু নামক শৈল-শৃঙ্গের বন মধ্যে বেন্দকার জাতি বাস করে। শবরেরা সাধারণতঃ পর্ব্বতপাদ হইতে গোদাবরী নদীর তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাস করে বটে, কিন্তু তাহা বেন্দকারদিগের বাসভূমির ন্যায় নিবিড় জঙ্গলাবৃত নহে। শবরেরা তাহাদের আদি ভাষায় কথা কয়, কিন্তু বেন্দকার-শবরদিগের নিজস্ব কোন ভাষা নাই এবং তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বংশগত কিংবদন্তী নাই। তাহাদের ভাষা কতকটা উড়িষ্যাবাসীর মত। যাহারা সমতল ক্ষেত্রে অথবা অপেক্ষাকৃত বনহীন প্রদেশের গ্রামাদিতে অন্যান্য জাতির সহিত বাস করে, তাহারা আচার ব্যবহার বিষয়ে অনেকাংশে নিম্ন শ্রেণীর উড়িয়াদিগের অনুকরণ করিয়াছে। তাহারা বাশুলী বা বাওরি দেবী নামে এক শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা করে এবং ঠাকুরাণী বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করে। প্রতি বৎসর তাহারা ঐ দেবীমূর্ত্তি-সমক্ষে ভেড়া ও মুরগী বলি দিয়া থাকে। কিন্তু দশ বৎসর অন্তর প্রত্যেক বেন্দকার থাক আপনাদের বংশগত মঙ্গলের জন্য এই দেবী-সমক্ষে মহিষ, বন্যশূকর, ছাগ ও ১২টী মুরগী বলি দেয়।

বিবাহের সময় কন্যার আত্মীয়েরা তাহাকে লইয়া বরের বাড়ীতে আসে। তার পর সেই খানে নব দম্পতি আম্র পল্লব সমাচ্ছাদিত পূর্ণ কুম্ভকে ২॥০ পাক প্রদক্ষিণ করিলে স্নান করাইতে লইয়া যাওয়া হয়। স্নানের পর বর ও কন্যার হাত একত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। উহাই বিবাহবন্ধনের সমাপ্তি।

বেন্দকারেরা গাছের ডাল, পাতা ও তৃণাদির আচ্ছাদন দ্বারা বাসগৃহ প্রস্তুত করে। বন্য ফল মূলাদিই তাহাদের প্রধান খাদ্য, কখন কখন তাহারা বনে পশু শিকার করিয়া মহাসমারোহে ভোজ দিয়া থাকে। কোন কোন নদীর বা ঝোরার ধারে বেন্দকারেরা অতি সামান্য ভাবে মৃত্তিকা উৎখাত করিয়া তাহাতে ধান্য, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য ছড়াইয়া দেয়। এই স্বল্প ফসল তাহাদের উপজীবিকা। এতদ্ভিন্ন বনজাত দ্রব্য আহরণ করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের সহিত বিনিময় করিয়া থাকে।

বেন্দামূর্লঙ্কা, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গোদাবরীর কৌশিকী শাখার তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°২ পূঃ।

বেন্দী, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম্ জেলার তেক্কলি-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সুরঙ্গবন্দর হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে নানা ...সমন্বিত একটী প্রাচীন শিব মন্দির আছে।

বেন্ন, কোণমণ্ডলের একজন সামন্ত। যুমড়ী স্তীম ১ম এর পুত্র।

বেন্না (স্ত্রী) বন শব্দে সংজ্ঞায়াং বা (বনে বিক্তোপধায়াঃ। উণ্ ৩।৮ ইতি ন উপধায়া ইত্বং। নদীবিশেষ। (উজ্জ্বল) এই নদীতে স্নান করিলে পাপ বিনাশ হয়।

"বেন্না তীমরথী চোভে নদ্যৌ পাপভয়াপহে।" (ভারত অ৮৮ ৩

বেন্য (ত্রি) ১ কমনীয়। (ঋক্ ৩।২৪।১০) ২ বেন নামক ঋষিপুত্র। (ঋক্ ১০।১৪৮ ৫)

বেপ, কম্পন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বেপতে। লোট্ বেপতাং। লুঙ্ অবেপিষ্ট।

বেপ, কম্পন। ভ্বাদি• আত্মনে• অক• সেট্। লট্ বেপতে। লোট্ বেপতাং। লুঙ্ অবেপিষ্ট।

বেপথু (পুং) বেপনমিতি বেপ (ট্বিতোহথুচ্। পা ৩।৩।৮৯) ইতি অথুচ্। কম্প। (অমর)

বেপথুমৎ (ত্রি) বেপথু অস্ত্যর্থে মতুপ্। কম্পযুক্ত।

বেপন (ক্লী) বেপ-ল্যুট্। কম্পন। (শব্দচ•) ২ বাতব্যাধি।

বেপমান (ত্রি) বেপ-শানচ্। কম্পমান।

বেপস্ (ক্লী) বেপ কম্পনে (সর্ব্বধাতুভ্যোহসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইত্যসুন্। ১ অনবদ্য।

"ভাষণজ্যোতিষোঃ ক্লীবং বচো বাচ্যঞ্চ ধাতুষু।
বেদো বেপোহনবদ্যেহথ সত্তাত্মক মনো ন বা ॥" (উণাদিকোষ)

২ বিরেপ। (উজ্জ্বল) ৩ কর্ম্ম। (নিঘণ্টু ২।১।৫)

"প্রজিহ্বয়া ভরতে বেপো অগ্নিঃ" (ঋক্ ১০।৪৬।৮)

'বেপঃ কর্ম্ম নাবৈত্তৎ' (সায়ণ)

বেপারি, (ব্যাপারি), শস্যাদি পণ্যদ্রব্য কিনিয়া বা আমদানী করিয়া খুচরা ভাবে দোকানদারকে বিক্রয় করাই ইহাদের

কার্য্য। ইহা কতকটা ক্ষুদ্র আড়তদারীর মত। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা টাকা না দিতে পারে, তাহা হইলে বেপারিরা ক্রেতার নিকট হইতে সুদ আদায় করিয়া থাকে। বাণিজ্য পণ্যের ক্রয়বিক্রয় কার্য্য বেপারিরা যে স্থানে সমাধান করে, সেই স্থানগুলি বেপারিটোলা, বেপারিপাড়া প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ঐরূপ পল্লী অনেক আছে।

বেপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় স্ফূর্ত্তিকারী।

'বেপিষ্ঠোহতিশয়েন স্ফূর্ত্তঃ প্রেরয়িতা' (ঋক্ ৬।১১।৩ সায়ণ)

বেপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর ও বন্দর। কালিকটের ৭ মাইল দক্ষিণে বেপুর নদী-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫০´৩০´´ পূঃ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই নগরে মান্দ্রাজ রেলপথের টার্মিনাস্ স্থাপিত হওয়ায়, বাণিজ্য-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। পর্ত্তুগীজেরা এখানকার কল্যাণ নামক স্থানে একটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু এই কুঠীর কার্য্য অধিক দিন সুশৃঙ্খলে চলে নাই। টিপু সুলতান এই স্থানকে মলবারের রাজধানী মনোনীত করিয়া 'সুলতানপত্তনম্' নাম রাখেন। এখনও তাহার কতক নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানে করাত কল (Sawmill), ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্বিস নির্ম্মাণের কারখানা, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লোহার কারখানা, তৎপরে জাহাজ নির্ম্মাণের ডক্ এবং পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রেল স্থাপিত হওয়ায় উত্তরোত্তর স্থানের উন্নতি হয়। ভাঁটার সময়েও এই নদীতে ১২ বা ১৪ ফুট জল থাকে, সুতরাং নদীবক্ষে সকল সময়েই ৩ শত টন বোঝাই নৌকাগুলি অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে।

অষ্টালোনী উপত্যকার ও বৈনাদের দক্ষিণপূর্ব্ব উৎপন্ন দ্রব্যজাত কাফ ও চাউলাদি এই বন্দরে আসিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঘাট-পর্ব্বতমালা হইতে শালকাষ্ঠ আনিয়া এখানে চেরাই হইয়া অন্য স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এখানে লৌহ ও লিগ্‌নাইট নামক খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

নগরের অদূরে ফেরোখ নগরের পরিত্যক্ত বাসভবনাদি বিদ্যমান আছে। টিপু সুলতান ঐ নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ ছিলেন। নগরের ৫ মাইল পূর্ব্বে 'ছাতপরস্বা' (মৃতক্ষেত্র) নামক ময়দান। এখানে বহুসংখ্যক প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ এবং স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে সজ্জিত প্রস্তরখণ্ডবেষ্টিত ভূমি আছে। উহা সমাধিক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশীয় লোকে ঐ প্রস্তর বেষ্টিত স্থানগুলিকে কুদকল্ বলিয়া থাকে।

এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ ছিল। নিকটবর্ত্তী চালিয়াম নামক স্থানে আলি আবদুল্লা কর্ত্তৃক ১৩০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটী মসজিদ এবং পর্ত্তুগীজদিগের একটী দুর্গ ছিল। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে কালিকটের সামরী ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। পর্ত্তুগীজ গবর্মেন্টের আদেশে ঐ দুর্গাধ্যক্ষ ডি'ক্যাষ্ট্রোর শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।

বেপুর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ইহা পুণ্যাপ্পয়া বা পোনপুর নামে তদ্দেশবাসীর নিকট পরিচিত। নেড্ডিবত্তম্ গিরিসঙ্কটের দক্ষিণস্থ শৈলমালা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ইহা অষ্টলোনী উপত্যকার মধ্য দিয়া আসিয়াছে। পরে কার্কুর সঙ্কটের উত্তরে ঘাটপর্ব্বতপৃষ্ঠে বহুসংখ্যক প্রপাতাকারে পতিত হইয়া ইহা সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। পর্ব্বতপৃষ্ঠে নদীতীরের ক্রমনিম্ন বনশোভা, রজতাকার প্রপাতনিচয়, কোন স্থানের বা পর্ব্বতভেদী নদীগতি স্বভাবতঃই মনোরম ও নিবিড় বনের গভীর গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ।

পার্ব্বত্যবক্ষঃ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে সমতল ক্ষেত্রে আসিলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী মিশিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে, তন্মধ্যে করীমপুয়া প্রধান। এখানে নদীবক্ষে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু আছে। অতঃপর এই নদী ধীরে ধীরে আরিকোদ নগর পর্য্যন্ত আসিলে কোদিয়াতুর নামক আর একটী শাখানদী ইহার সহিত মিশিয়াছে। বেপুর নগরের পার্শ্ব দিয়া এই নদী যেখানে সমুদ্র মুখে পড়িয়াছে, সেই মোহানায় কদলবন্দী নামক আর একটী শাখা মিলিত হওয়ায় প্রবাহসঞ্চালিত বালুকা সঞ্চয়ে উভয়ের সঙ্গমস্থলে চালিয়াম দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থানেই মান্দ্রাজ রেলপথের দক্ষিণ-পশ্চিম শাখার "টার্মিনাস" স্থাপিত।

সকল ঋতুতেই এই নদীবক্ষে বড় বড় নৌকা লইয়া আরিকোদ পর্য্যন্ত গমনাগমন করা যায়। বর্ষাকালে নদীর জল অধিক বৃদ্ধি হওয়ায় আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত নৌকা যাইতে পারে। মোহানায় বালুচর জোয়ারের সময় ১৮ ফিট্ এবং ভাঁটায় ১২ ফিট্ নিম্নে থাকে।

বেপেরি (ভেপেরি), মান্দ্রাজ সহরের উপকণ্ঠস্থিত একটী নগর। এখন মান্দ্রাজের সহিত সংশ্লিষ্ট। অক্ষা° ১৩°৫´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১৮´৪০´´ পূঃ। [মান্দ্রাজ দেখ]

বেপ্পত্তুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোনম্ তালুকের একটী নগর। নগরটী হিন্দুপ্রধান, প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক হিন্দুর বাস আছে।

বেপ্প, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রাচীন রাজ্যের একটী উপবিভাগ। কতকগুলি নদী দ্বারা পরিচালিত বালুকাপলি সমুদ্রতীরে স্রোতোঘাতে সঞ্চিত হইয়া ক্রমে চর হইতে দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে। মলয়ালম্ ভাষায় ঐরূপ পলিজাত দেশকে

429-XIX

বম্ বলে। পর্তুগীজগণ ইহাকে বাইপিন্ (Vypin) বলে উল্লেখ করেন। তদবধি ঐ স্থান ইতিহাসে বাইপিন্ নামেই লিখিত হইতেছে। এক্ষণে নদীর মোহানা ও সমুদ্রকূলের স্থির জলে বেম্ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপরূপে বিরাজ করিতেছে। খাস-কোচীন হইতে ইহা সমুদ্র জল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অক্ষা° ৯°৫৮´৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°১৮´২০″ পূঃ।

কোচীন রাজসরকারের প্রাচীন নথিপত্রে জানা যায় ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে এই পুতুবেম্ সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া দেশরূপে গণ্য হয়। ইহার দক্ষিণাংশ ইংরাজের অধিকৃত এবং উত্তরে আয়কোট্ট দুর্গ স্থাপিত। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী ক্ষুদ্র রোমান্ কাথলিক গীর্জ্জা স্থাপিত হইয়াছিল। কালিকটের সামরী-রাজ এখানে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং মহিসুররাজের সহিত ত্রিবাঙ্কোড় বিজয়কালীন যুদ্ধেও এই স্থানা-ধিকার একতম কারণ ছিল।

বেম্মুর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার ওড়িয়াত্তম্ তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ওড়িয়াত্তম্ হইতে ৩।০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন গণেশ মন্দির আছে।

বেম্মুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার আর্কট তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। আর্কট সদর হইতে ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে চোলরাজগণের প্রতিষ্ঠিত আর কাড়্ বা বড়্বন মন্দিরের একটী বিদ্যমান আছে। উহা বশিষ্ঠ মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরগাত্রে বহু সংখ্যক শিলালিপি দেখা যায়।

বেম্মনবট্ট, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার উত্তঙ্করাই তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, বেলূরের সন্নিকটে অবস্থিত। বিজয়নগররাজ বীর প্রতাপ বুক্ক ২য় (১৪০৩ খৃঃ) এখানকার একটী মন্দিরে দানকল্পে শিলাফলক উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

বেভার (Beaver) স্বনামপ্রসিদ্ধ জলচর পশু। দেখিতে ভোঁদড়ের মত, আকৃতিতে কিছু বড়, কিন্তু পুচ্ছে আইস আছে। ইহারা চতুষ্পদ। জলে ডুব দিয়া সাঁতার কাটিয়া মাছ ধরে।

বেভারিজ, ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ইতিহাস লেখক।

বেম, কোণ্ডবিড়ুর রেড্ডীবংশীয় একজন রাজা।

বেম (পুং) বে-মন্ ন আগমঃ। বাপদণ্ড।

'বাপদণ্ডঃ পুংসি-বেমোমা বেমনবেমৌ ।' (শব্দরত্না°)

বেমক (পুং) বর্ণাহিত ঋষিভেদ। (হরিবংশ)

বেমচিত্র (পুং) অসুররাজ-পুত্রভেদ। (ললিতবিস্তর)

বেমন (পুং) বয়ন্তানেনেতি বে (বেঞঃ সর্ব্বত্র। উণ্ ৪,১৪৯) ইতি ইমনিন্। বাপদণ্ড। অর্দ্ধর্চাদিত্বহেতু এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হইয়া থাকে। "নবহুবীরণমস্কং ন বেম" (শুক্লযজুঃ ১৯৮৩)

বেমনা (দেশজ) বিমনা, অন্যমনা।

বেমপল্লী, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার পুলিবেণ্ডলা তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। পাপঘ্নী নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪°২১´৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫০´ পূঃ। এখানে বৃষভাচলেশ্বর স্বামী নামে একটী প্রাচীন শিব বা নন্দীর উদ্দেশে স্থাপিত মন্দির আছে, প্রবাদ রাজা জন্মেজয় ঐ মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরটী নদীতীরস্থ একটী গণ্ডশৈলের শিখরদেশে স্থাপিত হওয়ায় সাধারণের নয়নমনোমুগ্ধকর হইয়াছে। মন্দির-গাত্রে কএকখানি শিলালিপি আছে। এখানকার অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু।

বেমপল্লী, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার মদনপল্লী তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মদনপল্লী হইতে ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামস্থ একটী মন্দিরে ১৩৭৯ শকে উৎকীর্ণ এক খানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। অপর এক খানি শিলালিপির পাঠ অস্পষ্ট থাকায় পাঠোদ্ধারের সুবিধা হয় নাই।

বেমরবিল্লি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার শ্রীকাকোল তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শ্রীকাকোল হইতে ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। প্রায় ৩ শত বৎসর হইল, একটী সুবৃহৎ উইঢিপি হইতে এখানে পঞ্চাশটী ক্ষুদ্রকায় দেবপ্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। পরে ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তিগুলি চাঁদোয়াধানে রাখা হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে দুইটী বড়। প্রতি বৎসর ঐ দেবমূর্ত্তিগুলির উদ্দেশে অন্নকূট হয় এবং বহুসংখ্যক লোক দেবপ্রসাদ প্রাপ্তির আশায় ঐ স্থানে আসিয়া থাকে।

বেমরাজ, ১ দাক্ষিণাত্যের রেড্ডীবংশীয় এক জন সর্দ্দার। প্রোলের পুত্র। ২ সুধার্থদীপিকা নাম্নী অমরুশতকটীকা প্রণেতা। ইনি বেমভূপাল নামেও উল্লিখিত হন।

বেমবরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার নরসরাবুপেত তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী সুপ্রাচীন বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান আছে।

বেমবরম্, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার তুণু তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে রেড্ডী সর্দ্দারগণের (১৩২৮-১৪২৭ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন মন্দির আছে।

বেমানভৈরবার্য্য, বর্ণক্রমদর্পণ-রচয়িতা।

বেমুলা, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার পুলিবেণ্ডলা তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। পুলিবেণ্ডলা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে পোলিগারদিগের একটী দুর্গ বিদ্যমান আছে।

বেম্বকোট্টই, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার সতুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। সতুর নগর হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৯°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫০´ পূঃ।

বেয়ত্ত, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছোপসাগরস্থ একটী দ্বীপ। অক্ষা° ২২°২৫´ হইতে ২২°২৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৯°৮´ হইতে ৬৯°১২´ পূঃ মধ্য। এই দ্বীপটী উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে ৭ মাইল লম্বা, কিন্তু প্রকৃত দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা অনেক কম। ইহার দক্ষিণপশ্চিমাংশ প্রায় ৬০ ফিট্ উচ্চ একটী পার্ব্বত্য আবত্যকা ভূমি। ইহার পূর্ব্বাংশ পগা নামক বালুকাচর হইতে ৩ মাইল ব্যবধান। এই স্থান হনুমান্-পয়েন্ট বা হনুমৎ অন্তরীপ নামে খ্যাত। অন্তরীপের মুখ হইতে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে স্থাপিত হনুমানের মন্দির হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এখানকার দুর্গ পতাকাস্তম্ভ অক্ষা° ২২°২৭৩০´ উঃ দ্রাঘি° ৬৯°৫ পূঃ অবস্থিত। এখানে কৃষ্ণোপাসনার প্রাদুর্ভাব অধিক। বহু সংখ্যক মন্দির এখনও কানাইলালের মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তিশোভিত। পাণ্ডা ব্রাহ্মণগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী। যাত্রিগণের প্রদত্ত পূজোপহারে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক তীর্থযাত্রী দ্বারকা সন্নিবিষ্ট ভগবানের এই লীলাক্ষেত্রে সমাগত হইয়া থাকে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ যখন বাঘিরদিগের নিকট হইতে এই দ্বীপ কাড়িয়া লন, তখন উভয় পক্ষের যুদ্ধে এখানকার দুর্গ ও প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ধ্বংস হইয়া যায়।

বের (ক্লী) অব রন্ অবেবীতাবঃ। ১ শরীর। ২ বার্ত্তাকু। ৩ কুঙ্কুম। (মেদিনী)

বেরক (ক্লী) কর্পূর। (হারাবলী)

বেরকরা (দেশজ) বাহিরকরণ।

বেরট (পুং) ১ মিশ্রীকৃত। ২ নীচ। (ক্লী) ৩ বদরীফল।

বেরদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলহাপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পঞ্চগঙ্গা নদীতট কোলহাপুর নগর হইতে ৯ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা ১৬°১৯ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°১১´ পূঃ। এই নগর বীড় নামেও প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এই নগরে কোলহাপুর ও পনালার অধীনস্থ কোন সর্দ্দারের রাজধানী ছিল, এখন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া একটী ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের ইতস্ততঃ প্রাচীন অট্টালিকাদির ধ্বস্ত স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামমধ্যে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির আছে। উহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তম্ভ ও প্রাচীর প্রভৃতির শিল্পকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ঐ সকল সমৃদ্ধিকে খৃষ্টীয় ১২০০ শতাব্দের বলিয়া মনে হয়। নগরে যে প্রাচীন মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লা আছে, তাহার মধ্যে এখনও সময় সময় প্রাচীন মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তির পাদদেশে এক খানি প্রাচীন প্রস্তরফলক উৎকীর্ণ আছে।

বেরনাগ, উত্তর ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রস্রবণ। শ্রীনগর উপত্যকার দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৪´ পূঃ। ১২০ গজ পরিধিযুক্ত ভূমি মধ্য হইতে এই জলরাশি নির্গত হইয়া ধীরে ধীরে বিতাস্তা নদীর কলেবর পুষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর এই প্রস্রবণের চতুষ্পার্শ্ব বাঁধাইয়া দেন।

বেরবাড়, (বীরবাড়), রাজপুত জাতির একটী শাখা। গাজিয়াবাদ, আজমগড় ও ফৈজাবাদ প্রভৃতি জেলায় ইহাদের বাস। গাজিয়াবাদের বেরবাড়েরা বলে যে, গুপ্তবংশে বর্দ্ধোলিয়াগণের সাহায্যার্থ আপনাদের বাসভূমি দিল্লী সমীপস্থ বেরনগর পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং চেরো জাতিকে পরাজিত করিয়া এতৎ প্রদেশের অধিবাসী হয়। আজমগড়ের বেরবাড়ের বলে যে তাহারা রাজপুত সত্য, কিন্তু ভূমিহারদিগের সহিতও তাহাদের সম্বন্ধ আছে। দুঃখের বিষয় উক্ত উভয় জাতি কোন্ পুরুষ হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি তাহা তাহারা স্থির করিতে পারে না। ভূমিহারদিগের বংশাখ্যান হইতে কেবল এই মাত্র জানা যায় যে, তাহারা পশ্চিমাঞ্চল হইতে এ দেশে আসিয়াছে। ছত্রিরা বলে যে তাহারা দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বেরনগরে বাস করিত। তাহারা তোমরবংশীয়, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার গোরক্ষদেবের অধীনে আজিমগড়ে আসিয়াছে। ১৩৯৩ ১৫১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোরক্ষদেব জীবিত ছিলেন। ফৈজাবাদবাসী বেরবাড়গণ বলিয়া থাকে যে, তাহারা ধুণ্ডিয়াখেরাবাসী বাজ বংশোদ্ভব।

ছত্রি ও ভূঁইহারের এক শাখা সমুৎপন্ন। বিবাহ বা অন্যান্য ভোজের সময় ইহারা পরস্পরের নিকট ডাহলের বড়া ভক্ষণ করে না। প্রবাদ আছে, উপরোক্ত শাখার গৃহে কএক জন বেরবাড় নিমন্ত্রিত হইয়া আইসে। নিমন্ত্রণকর্ত্তা তখন আতি থেয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য আহ্লাদে বলে যে, "বড়া খণ্ডা চালাও" অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড বড়াগুলিও দাও। কিন্তু গৃহস্থ কোন ব্যক্তি খণ্ডা শব্দের অর্থ খাঁড়া বিবেচনা করিয়া চীৎকার এক খাঁড়া লইয়া বেরবাড়দিগকে নিহত করে। তদবধি তাহাদের অন্নগ্রহণ বেরবাড়দিগের নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের ক্রিয়াকর্ম্মে যে ব্রাহ্মণ যাজকতা করিতেন তাঁহারা কনোজাগত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন বংশের কুলজী স্বতন্ত্র।

বেরসোবা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটী

431-১।১

নগর ও বন্দর। বেসোবা নামেও পরিচিত। বোম্বাই সহর হইতে ১২ মাইল উত্তরে সমুদ্রের একটী খাড়িমুখে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°৮´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫১´ পূঃ। ইহার সন্নিকটে মাধ নামক দ্বীপ। এই দ্বীপ দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। বেসোবা গ্রাম ও মাধদ্বীপের মধ্যস্থলে খাড়ীমুখে অগ্রবর্ত্তী অন্তরীপাকার প্রস্তরময় ভূমির উপর বেসোবা দুর্গ। পর্ত্তুগীজগণ সমুদ্রকূলে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য সম্ভবতঃ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। তদনন্তর মহারাষ্ট্রগণ এই দুর্গ পুনঃ সংস্কার করিয়া তাহাতে সেনাসন্নিবেশ করেন। এখানকার সামুদ্রিক বাণিজ্য এখনও অপ্রতিহত রহিয়াছে।

বেরাচার্য্য (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বেরানিলে, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলার মালুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস আছে।

বেরাপোলি, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। কোচীন হইতে ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০°৪´ উঃ এবং ৭৬°১৯´২০´´ পূঃ। এই স্থান কার্ম্মেলাইট্ মিশনের প্রধান কেন্দ্র। এইস্থানে খৃষ্টতন্ত্রের একটী ভিকার এপষ্টলিক্ আছে। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঐ এপসটোলিক্ (Vicariate Apostolic of Verapoli) প্রতিষ্ঠা হইতেই বেরাপোলির প্রসিদ্ধি। এই খৃষ্টীয় মঠ বহুদূর বিস্তৃত। তদনন্তর ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী গীর্জ্জা নির্ম্মিত হয়। তখন এই স্থানে আদৌ জনমানবের বাস ছিল না এবং এই দ্বীপ কোচীন রাজের অধিকৃত ছিল।

গীর্জ্জা ব্যতীত মঠ-বাটিকার দৃশ্যটী মনোরম। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত এবং তিন ভাগে বিভক্ত। স্থানে স্থানে দ্বিতল ও ত্রিতল। এই অট্টালিকানিচয়ের নিম্নদেশ দিয়া উত্তরদক্ষিণে একটী সুবিস্তৃত রাস্তা আছে। ঐ পথ দিয়া সকল অট্টালিকাতেই গমনাগমন করা যায়। এই মঠবাটিকার উত্তর প্রান্তে গীর্জ্জা নির্ম্মিত। উহার আকৃতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও সর্বাংশে রোম রাজধানীর সেণ্টপিটর গীর্জ্জার অনুরূপ। ইহার পবিত্র ভজন-মন্দির (Chapel) মধ্যে খৃষ্টান সাধুদিগের ও নানা পৌরাণিক চিত্রের প্রতিমূর্ত্তি গ্রথিত ও রক্ষিত আছে। এরূপ দেশের খৃষ্টান গীর্জ্জা এতদঞ্চলে আর নাই।

ভারতের অন্যান্য স্থানের প্রতিষ্ঠিত ১১টী খৃষ্টীয় মঠ হইতে ইহা ক্ষুদ্রায়তন হইলেও এখানে বহু সংখ্যক দেশীয় খৃষ্টান্ পাদ্রী ও রোমানকাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বাস আছে। এখানকার রোমানকাথলিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮০ হাজারেরও অধিক। ধর্ম্মযাজকের সংখ্যা প্রায় ৪ শত। ঐ রোমান্-কাথলিক্ খৃষ্টানদিগের মধ্যে দশ আনা ভাগ এবং পুরোহিত দলের বার আনা প্রায়ই সিরিয়-মতানুসরণ করিয়া চলে। উহাদের মধ্যে দুই জন বিশপ ও ১৪ জন প্রিষ্ট্ আছেন, ইহারা য়ুরোপীয় এবং কার্ম্মালাইট্ মতানুসরণকারী। উপরি বর্ণিত রোমান্‌কাথলিক ব্যতীত এখানে সাইরো-মেট্রোরিয়ান্ বা জেকোবাইট্ মতাবলম্বী আরও বহু সংখ্যক লোকের বসতি আছে। ইহারা সাধারণতঃ সিরিয়ান্ খৃষ্টান নামে পরিচিত।

বেরামপুর, (বহরমপুর), বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বেরার, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ। বেরার রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হায়দরাবাদরাজ নিজাম যখন এই প্রদেশের কর্তৃত্ব ইংরাজ করে সমর্পণ করেন, তৎকালাবধি ইহা হায়দরাবাদ এসাইণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট নামে খ্যাত হয় এবং হায়দরাবাদের রেসিডেন্ট বেরারের চীফ্ কমিসনর পদে থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময় হইতে বেরাররাজ্য আকোলা, বুলধানা, বাসিম, অমরাবতী, ইলিচপুর ও বুন নামক ৬টী জেলায় বিভক্ত হয়। ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে নিজাম রাজ্য এবং পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী। ভূপরিমাণ ১৭৭১১ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৯°২৬´ হইতে ২১°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৮´৪৫´´ হইতে ৭৯°১০´১৩ পূঃ মধ্য।

সমগ্র বেরাররাজ্য পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটী সুদীর্ঘ উপত্যকা ভূমি। ইহার উত্তর ভাগে সাতপুরা পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে অজন্টা শৈলশ্রেণী। স্থানীয় লোকে সাতপুরার সন্নিহিত উপত্যকা দেশকে বেরার পয়ানঘাট এবং অজন্টা শৈল ও তদন্তর্গত অধিত্যকা দেশকে বেরার-বালাঘাট বলিয়া থাকে। এই দুই ভাগের মধ্যে উত্তরাংশই অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ও শস্যশালী। এখানে তাপ্তীর শাখা পূর্ণা প্রভৃতি কতকগুলি পার্ব্বত্য স্রোত সাতপুরা শৈল ও অজন্টা শৈল হইতে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইয়া মূল নদীতে মিলিত হইয়াছে। এখানে নিয়মিত ভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এই সকল কারণে এখানে কখনও জলাভাব হয় না ও শস্যাদির অজন্মা দেখা যায় না। শরৎকালে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহের শ্রীশোভা বড়ই আনন্দপ্রদ। প্রায় অধিকাংশ স্থানই চাসবাসের উপযোগী এবং উদ্যমশীল কৃষিজীবী অধিবাসিবৃন্দ বিশেষ পরিশ্রম সহকারে ভূমিকর্ষণ ও বীজ বপন করিয়া থাকে। কুনবি, ভীল প্রভৃতি দৃঢ়কায় পার্ব্বত্য জাতীয়েরাই এখানে কৃষকের কার্য্য করে।

ভূপরিমাণের তুলনায় বেরার প্রদেশ আয়োনিয়ান দ্বীপ ছাড়া প্রায় রাজ্যের সমতুল্য, কিন্তু লোক সংখ্যা প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ইহার পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃতি প্রায় ১৫০ মাইল এবং

সাধারণ প্রস্থ প্রায় ১৪৪ মাইল। এখানে সর্ব্ব সমেত ৫৫৮৫ গ্রাম আছে। জন সংখ্যা তাহাতেই বাস করে। তাপ্তী, পূর্ণা, বর্দ্ধা ও পেনগঙ্গা বা প্রাণহিতা নদীই এখানকার প্রধান, কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে বর্দ্ধা দিয়া বেরার উপত্যকার অধিকাংশ জল নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। বুলঢানা জেলার লোণার নামক লবণ জলযুক্ত হ্রদ পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। এই হ্রদের চারি দিকেই পাহাড়, যেন গোলাকারে হ্রদটীকে বেষ্টন করিয়া আছে। ঐ পর্ব্বত গাত্র নানা জাতীয় বৃক্ষে পরিশোভিত। হ্রদের জলভাগ ৩৪৫ একর, কিন্তু তীরভূমির পরিধি ৫।০ মাইল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের জরিপ অনুসারে এখানকার বনভাগ ৪০৩৪ বর্গ মাইল অবধারিত হয়। তন্মধ্যে ১১°৬ বর্গ মাইল রাজরক্ষিত, ৫৮৩ বর্গ মাইল জেলা হইতে রক্ষিত এবং ২৯৫৫ মাইল অরক্ষিত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ঐ সকল বনমালার মধ্যে গাবিলগড় শৈলের বনই উৎকৃষ্ট। এখানে বেরারবাসীর নিত্যব্যবহার্য্য এবং গৃহনির্ম্মাণের বিশেষ সাহায্যকারী কাঠ ও বাঁশ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। দক্ষিণ বেরারের পাও্রা উপত্যকায় মেলঘাট নামক পার্ব্বত্য দেশে সেগুণ কাঠ, আলামিকাঠ ও ঘাস পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। অমরাবতীর উত্তর দেশবাসী এবং পূর্ণানদীর উভয় তীরস্থ গ্রামবাসী লোকেরা ঐ কাঠ ও তৃণ গৃহকার্য্যে ব্যবহার করে।

বেরাররাজ্যের পূর্ব্বাংশে এবং তথাকার কয়ড় পর্ব্বতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশীয় লোকে ঐ সকল লৌহ গলাইয়া কোন কার্য্য করে না; অথবা কোন ধাতুবিদ্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা উহার লৌহাংশ নিরূপণ করেন নাই। বুন জেলায় বর্দ্ধার উপত্যকা দেশে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটী কয়লার খনি (Coal field) পাওয়া গিয়াছে। অনুমান উত্তরে বর্দ্ধা হইতে দক্ষিণে পেনগঙ্গা পর্য্যন্ত ঐ ক্ষেত্র বিস্তৃত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঐ কয়লার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কয়লা আছে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য ভূগর্ভ খনন করিয়া পরীক্ষা করা হয়। ঐ সময়ে অনেক স্থলে কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত কয়লা বিক্রয়ের সুবিধা না থাকায় ঐ কার্য্য স্থগিত রাখা হয়। নাগপুর হইতে ভূষাবল ও বোম্বাই নগর যাইবার রেলপথ এই প্রদেশের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে গমন করায় এখানকার কার্পাসাদি বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলা অপেক্ষা এখানকার তুলা উৎকৃষ্ট এবং এখানে প্রভূত পরিমাণে তুলার চাষ হইয়া থাকে।

এখানকার জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নহে। দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্রই যেরূপ মাত্রাপ্রখর গ্রীষ্ম ও মলয়ানিল সঞ্চালিত সুখময় শৈত্য অনুভূত হয়, এখানেও প্রায় তাহাই। তবে পয়ানঘাট উপত্যকায় গ্রীষ্ম ঋতুতে ভয়ানক গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। মার্চ্চ মাসের শেষ হইতেই এখানে গ্রীষ্মের আরম্ভ, এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত উহা কোন প্রকারে সহনীয় থাকে, কিন্তু মে হইতে জুন মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত উহা এক বারে অসহ্য হয়। তৎপরে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলে বসুন্ধরা পুনরায় শীতল ভাব ধারণ করে, রাত্রিতে এস্থান স্বভাবতঃই শীতল। চারি দিকে পর্ব্বত এবং উপত্যকা সূর্য্যোত্তাপে দারুণ উত্তপ্ত হইলেও কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা থাকায় তাপ অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না। বর্ষার সময় চারি দিক্ বেশ ঠাণ্ডা থাকে। অজন্টা শৈলের উপরিস্থ বালাঘাট শৈলদেশে সমতল ক্ষেত্রাপেক্ষা উত্তাপ অনেক কম। সর্ব্বোচ্চ গাবিলগড় শৈলের তাপপ্রভাব নাতিশীতোষ্ণ, এই পর্ব্বতের পৃষ্ঠ ৩৭৭৭ ফুট উচ্চে চিকাল্দা নামক স্বাস্থ্যাবাস, ইলিচপুর হইতে ইহা ২০ মাইল।

বেরার রাজ্যের ইতিহাস বেশী প্রাচীন নহে। নর্ম্মদাতট পর্য্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্য যখন যে ভাবে যে রাজার অধীনে শাসিত হইয়াছে, এই বেরার রাজ্যও তাহার কোন না কোন একটী রাজার অধীনে শাসিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রাচীনতম ইতিহাস উদ্ধার করা দুরূহ। শিলালিপি প্রমাণে জানা যায় যে, এতৎ প্রদেশে অনেক সামন্তরাজ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন্ কোন্ রাজার অধীন ছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দে এখানে কল্যাণের চালুক্য রাজগণ রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে এতদ্দেশে দেবগিরির (দৌলতাবাদ) যাদববংশীয় রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। কেন না, উক্ত শতাব্দের শেষ ভাগে পাঠানরাজ আলাউদ্দীন দেবগিরির হিন্দু নরপতি রামদেবকেই রণে পরাস্ত ও নিহত করেন। রামদেব এক জন বিখ্যাত ও প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তৎকালে এই দেশে যাদববংশীয়গণ যে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, শিলালিপি ও ইতিহাস তাহার প্রমাণ।

কল্যাণের চালুক্যরাজ ও দেবগিরির যাদব নরপতিগণ এখানে একাদিক্রমে রাজত্ব করিলেও আমরা প্রাচীন দেবকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষাদি হইতে অনুমান করিতে পারি যে, বেরার প্রদেশের দক্ষিণপূর্ব্ব জেলাসমূহ বহুযুগের প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের অধীনে শাসিত ছিল।

স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, ইলিচপুর রাজধানীর স্বাধীন নরপতিগণ এখানকার অধিপতি ছিলেন; ঐ বংশে ইল নামে

এক জন রাজা ছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে ইলিচপুরের নামকরণ হইয়াছে। ঐ রাজবংশ দাক্ষিণাত্যে মুসলমান প্রভাবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বেরারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। স্থানীয় স্থাপত্য কীর্ত্তির আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, তাঁহারা জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু এখনও ঐ সকল জৈনকীর্ত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না হওয়ায়, উক্ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইতেছে না।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর ফিরোজ খিল্‌জির ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন্ প্রথম দাক্ষিণাত্য বিজয়ে আগমন করেন। তিনি দেবগড়ে যাদবরাজ রামদেবকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। কেহ কেহ বলেন, রামদেব বন্দী হইয়া নিহত হন, আবার কাহারও কাহারও মতে আলাউদ্দীন্ বহু অর্থ লইয়া রামদেবকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইলিচপুর রাজ্য তাঁহাকে দেন নাই অথবা অর্থের সহিত ইলিচপুর রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন্ দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় খুল্লতাতকে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে উত্তরভারত হইতে মুসলমান সেনাদল উপর্য্যুপরি দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া দেশীয় রাজ্যগুলি লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছিল। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর, দেবগিরির অধীনস্থ দাক্ষিণাত্য প্রদেশ পুনরায় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু সে স্বাধীনতা তাহারা অধিক দিন রাখিতে পারে নাই। ১৩১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে মুবারক খিলজি সেই হিন্দুবিদ্রোহ দমন করেন। তিনি মুসলমানের কঠোর প্রভাব দেখাইবার জন্য দেবগিরির শেষ হিন্দুনরপতির দেহ ত্বক্‌নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেরার মুসলমানের অধিকারে থাকে। উক্ত বর্ষে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন রাজনৈতিক কারণে নিজামকে বলিয়া কহিয়া বেরারকে নিজামের অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। তদবধি হায়দরাবাদ এসাইণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট স্বতন্ত্ররূপে "বেরার-প্রদেশ" বলিয়া বিঘোষিত হয়।

মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে বেরার স্বতন্ত্র নামেই পরিচিত থাকে, কিন্তু শাসকদিগের সামর্থ্যানুসারে সময় সময় উহার সীমার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের মৃত্যুর পর বেরার রাজ্য দিল্লীর তোগলক বংশের অধীনতা হইতে বিচ্যুত হয় এবং তৎপরে প্রায় ২৫০ বৎসর কাল এখানকার মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। উহার পর, প্রায় ১৫০ বৎসর ইহা দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী রাজবংশের করতলগত থাকে। আলাউদ্দীন্ হসেন শাহ স্বীয় রাজ্যকে ৪ প্রদেশে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে মাহুর রামগড় ও বেরারের কতকাংশ লইয়া একটী প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বাহ্মণী বংশের অধঃপতন সাধিত হইলে দাক্ষিণাত্য প্রকৃতপক্ষে পাঁচটী মুসলমান রাজবংশের অধীনে শাসিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইমাদশাহী রাজগণ বেরার রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ইলিচপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। প্রবাদ, এই রাজবংশের অধিষ্ঠাতা একজন কর্ণাটী হিন্দু; তিনি যুদ্ধে বন্দী হইয়া বেরারের শাসনকর্ত্তা খাঁ জহানের নিকট আনীত হন। খাঁ জহান তাঁহার বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তিনি ইমাদ উল্‌মুল্‌ক উপাধি সহ সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন। ইমাদশাহ পরে বেরারের স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। ইমাদের বংশধরগণ তাদৃশ শক্তিশালী ও সৌভাগ্যবান্ ছিলেন না। তাঁহাদিগকে রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ জানিয়া ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর ও আহম্মদনগররাজ উভয়ে একত্র বেরার আক্রমণ করেন এবং বেরার রাজ্য আহম্মদনগরের করতলগত হয়। কিন্তু আহম্মদনগররাজ অধিক কাল এই রাজ্য উপভোগ করিতে পারেন নাই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আহম্মদনগররাজ আত্মরক্ষার জন্য বেরার প্রদেশ মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের করে সমর্পণ করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্য সমূহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য সম্রাট্ স্বয়ং বুর্হানপুর নগরে উপস্থিত হন। তিনি স্বীয় তনয় কুমার দানিএলকে বেরার ও অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া এতদঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা করেন। আইন ই অকবরী গ্রন্থে বেরার সুবার রাজস্ব ও পরিমাণাদি নির্দ্ধারিত আছে।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহের মৃত্যু ঘটিলে মোগল রাজসরকারে রাজ্যব্যবস্থার বিভ্রাট ঘটে এবং মোগল দরবার উত্তর ভারতের শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত থাকায় দক্ষিণভারতের নবাধিকৃত প্রদেশ শাসনে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। এই সময়ে বেরার অরক্ষিত দেখিয়া দৌলতাবাদের স্বাধীনতাপ্রয়াসী নিজামশাহী রাজা মালিক অম্বর বেরারের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেরার নিজামশাহী বংশের অধিকারে থাকে। তারপর ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মোগলেরা উহা অধিকার করিয়া তথায় দিল্লীশ্বরের শাসনশক্তি বিস্তার করেন। মোগল সম্রাট্ শাহ জহান তাঁহার দাক্ষিণাত্য রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটী পৃথক শাসনকর্ত্তার অধীনে রাখেন। তৎকালে বেরার, পায়ানঘাট জালনা ও খান্দেশ একটী বিভাগে ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা

বিশেষ সুবিধাজনক না হওয়ায়, তিনি উহা পুনরায় একজন শাসনকর্তার অধীনে রাখেন, ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম কর-ধার্য্যের ব্যবস্থা হয়, পরে শাহ জহানের সময় উহার অনেক সংস্কার হইয়াছিল। ১৬৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ফসলী সাল প্রবর্ত্তিত হয়।

অতঃপর ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেরারের প্রাদেশিক স্বতন্ত্র কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে দক্ষিণভারতে মোগল, মরাঠা ও মুসলমান রাজগণের মধ্যে নানাস্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে ছিল। ১৬৫০-১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোগল বাদশাহ অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যাভিযানে লিপ্ত ছিলেন। ঐ সময়ের বেরারের ইতিহাস অরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যবিজয়ে সংশ্লিষ্ট। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরে অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তদনন্তর বেরার প্রদেশ মরাঠা ও মোগল সেনাদের লুণ্ঠন ও অগ্নিদহনাদির অত্যাচারের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। ঐ সময় হইতেই বাস্তবপক্ষে এ দেশে মহারাষ্ট্রগণ সরদেশমুখী ও চৌথ আদায় করিতেন। ১৭১৮ খৃঃ সম্রাট্ ফরুখশিয়ারের সৈয়দ বংশীয় মন্ত্রিগণও উক্ত কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের মোগল রাজপ্রতিনিধি চীন্ কিলিচ্ খাঁ নিজাম উল-মুল্ক নাম ধারণ করিয়া স্বাধীনতা প্রয়াসী হন, এই সংবাদে সৈয়দ মন্ত্রিদ্বয় তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেন। তিনি ঐ সেনাদলকে তিনটী যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় বেরারের সুবাদার তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে বুর্হানপুরে প্রথম যুদ্ধ এবং উহার অব্যবহিত পরেই বালাপুরে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। তদনন্তর ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে বুলঢানা জেলায় সখর-খেল্দা নামক স্থানে তৃতীয় যুদ্ধ বা শেষ যুদ্ধ ঘটে। তদবধি সখর-খেল্দা "ফতে-খেল্দা" নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই যুদ্ধ হইতে বেরার প্রদেশ ১৯শ শতাব্দ পর্য্যন্ত নামমাত্র হায়দারাবাদ রাজবংশের অধীন থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগ হইতেই বেরার রাজ্যের পূর্ব্বসমৃদ্ধির হ্রাস হইতে থাকে। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভ্রমণকারী M. do Thevenot এই দেশ পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, মোগল-সাম্রাজ্যের মধ্যে এই স্থান ধন-ধান্যে ও জন সংখ্যায় পূর্ণ ছিল। তারপর, স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রাহকের বিদ্রোহ হইতেই এ স্থান শস্যশূন্য ও জনহীন হয়। তদনন্তর রাজন্যগণের যুদ্ধ বিগ্রহে এই স্থান শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই সময়ে মহারাষ্ট্রগণ দুর্ব্বল ও অরক্ষিত বেরার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া নষ্ট করে। তাহাদের দস্যুতার ভয়ে দামীর বাণিজ্যের লোপ হয়। কাজেই লোক জন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। মোগল সম্রাট্ এখানে একজন জায়গীরদার নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে মহারাষ্ট্রগণও রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র জায়গীরদার নিযুক্ত করিয়া প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়াছিলেন। প্রজাগণ এইরূপে উভয় পক্ষের করপীড়ায় উত্ত্যক্ত হইয়া জমি ছাড়িয়া দেয়। নিরন্তর লুণ্ঠন ও অপরের সর্ব্বনাশ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহাদের অন্তরও কলুষিত হইতে থাকে, সুতরাং তাহারা আর স্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হয় নাই।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের সন্ধি সর্ত্তে বর্দ্ধানদীর পূর্ব্ববর্ত্তী জেলা সমেত সমগ্র বেরার রাজ্য (কতকাংশ নাগপুর ভোঁসলে বংশের ও পেশবাদিগের অধীন থাকে।) নিজামের করতলগত হয়। গাবিলগড় নরনালা দুর্গ নাগপুরের মহারাষ্ট্র সর্দ্দারের অধিকারে ছিল। পুনরায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আর একটী সন্ধি হয়। তাহাতে বেরারের সীমা নির্দ্দেশ হইয়া বর্দ্ধার পশ্চিমস্থ সমগ্র প্রদেশ নিজামের অধিকৃত হয় এবং নাগপুররাজ উক্ত নদীর পূর্ব্বস্থিত দেশভাগ নামমাত্র প্রাপ্ত হন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা যে সকল জেলা রাখিয়াছিলেন এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাগপুররাজ যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় নিজামকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছিল।

উপরি উক্ত কারণে অনেক রাজাকেই সৈন্যসংখ্যার হ্রাস করিতে হয়। ঐ সকল সেনাদল অন্নোপার্জ্জনের অন্যতর উপায় গ্রহণ না করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। ঐ সকল দস্যুর অত্যাচার হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে নিজামকে বহু কষ্ট সহ্য ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই অযথা অর্থ ব্যয়ে নিজামকে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হয় এবং ইংরাজরাজ ১৮০০ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে বৃটিশ রাজকোষ হইতে সেনাদলের বেতন দান করিতে থাকেন। এইরূপ উত্তরোত্তর বিপ্লবে নিজামের অধিকৃত প্রদেশ নষ্টপ্রায় হইলে ইংরাজগণ শান্তি বিধানের জন্য অগ্রসর হন এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অপ্পাসাহিবকে বন্দী করিয়া তদধীন সেনাদলকে তাড়াইয়া দেন।

নিজাম ইংরাজের সাহায্যের জন্য 'হায়দরাবাদ কণ্টিঞ্জেণ্ট' নামক সেনাদল পোষণ করিতেছিলেন, স্বয়ং সেই সেনাদলের ব্যয়ভার বহনে অশক্ত থাকায় তিনি তাহার ভার ইংরাজ-হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এতাবৎ কাল ইংরাজরাজ সে অর্থ পরিশোধের কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এই কারণে এবং উপরি উক্ত যুদ্ধবিগ্রহে হায়দরাবাদ রাজ্য দেউলিয়া হইয়া পড়ে; সুতরাং উপায়ান্তরের অভাবে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত নিজামের এক সন্ধি হয়, তাহাতে ইংরাজগণ পূর্ব্বপ্রদত্ত ঋণের পরিশোধকল্পে এবং হায়দরাবাদ

কন্টিঞ্জেণ্ট সেনাদলের পোষণার্থ ব্যয়বহনের জন্য নিজামের নিকট হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আয়ের কয়েকটী জেলা প্রাপ্ত হন। ঐ প্রদত্ত জেলা সমূহ (বরাশিও ও রায়চুড় দোয়াব বাদে) "হায়দরাবাদ এসাইণ্ড ডিষ্ট্রীক্ট" নামে ইংরাজরাজের অধীনে তদবধি পরিচালিত হয়। ঐ সেনাদলের মূলাংশ ইলিচপুরে এবং আকোলা ও অমরাবতীতে কতকগুলি পদাতিক মাত্র রক্ষিত হয়।

ঐ সন্ধি সর্ত্তে আরও লিখিত থাকে যে ইংরাজগণ নিজামকে বর্ষে বর্ষে হিসাব নিকাশ দিবেন এবং রাজস্ব যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহাও নিজাম পাইবেন। তাঁহাকে আর যুদ্ধকালে ইংরাজের সাহায্যার্থ সেনা প্রেরণ করিতে হইবে না। ঐ সেনাদল আর তাঁহার সেনাবিভাগের অধীন থাকিল না, কেবল তাঁহারই কার্য্যের জন্য ইংরাজের অধীন সেনাদলরূপে রক্ষিত হইল।

পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে বাৎসরিক হিসাব দাখিল করা অসুবিধাজনক বোধ হইল। তাহার উপর ১৮০২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সর্ত্তে শতকরা ৫ টাকা যে শুল্ক আদায় দিবার কথা ছিল, তাহা লইয়া উভয়পক্ষে গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন ইংরাজ-রাজ এই বিপত্তি হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিজামের কৃত সাহায্যের পুরস্কার দিবার জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে আর একটী সন্ধি হইল, তাহাতে ইংরাজগণ নিজামের নিকট প্রাপ্য আরও ৫০ লক্ষ টাকার দাবী ছাড়িয়া দিলেন। সুর-পুরের বিদ্রোহী রাজার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া নিজামকে অর্পণ করিলেন, এবং বরাশিও ও রায়চুড় দোয়াব তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। নিজাম ইংরাজের নিকট সম্পত্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাঁহাকেও গোদাবরী নদীর বামকূলে অবস্থিত কয়েকটি জেলা এবং ঐ নদীতে বাণিজ্যের জন্য যে শুল্ক আদায় হইত, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইল।

এইরূপ বিনিময়ে ইংরাজ নিজামের নিকট হইতে বেরার ও অন্যান্য জেলায় যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, তাহার মোট রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকা। ইংরাজ-গবমেণ্ট ঐ টাকায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সর্ত্তানুসারে কার্য্য করিবেন। নিজাম সরকারে তাঁহাদিগকে আর ব্যয়ের হিসাব দিতে হইবে না। উক্ত এসাইণ্ড ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে সেনাগণের বেতন জন্য নিজামপ্রদত্ত যে সকল জায়গীর এবং নিজামের নিজ ব্যয়ার্থ যে সকল সম্পত্তি ছিল তাহা ইংরাজ শাসনাধীন করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজগণ অন্য স্থানে সম্পত্তি দিয়া বিনিময় করিয়া লইবেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এই পরিবর্ত্তন ব্যতীত ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বেরারের আর কিছু রাজনৈতিক-সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়েও এখানে বিপ্লবের বিশেষ সূচনা হয় নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁতিয়া তোপী দলবলে সাতপুরা শৈলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বেরার উপত্যকায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

ইংরাজ শাসনে বেরারের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হয় নাই। যে বেরার এক সময়ে মহারাষ্ট্র ও মোগল অত্যাচারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, সেই বেরার ইংরাজের শান্তিময় শাসনে লোকসমাগমে পূর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সর্ রিচার্ড টেম্পল্ এ স্থানের রাজকীয় বিবরণীতে এ দেশের বর্ত্তমান সমৃদ্ধির আভাস দিয়া গিয়াছেন। আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানকার তূলার বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হয়। এমন কি, তখন অর্থ দিয়াও লোক মিলিত না। লোকে অসম্ভব মূল্য আদায় করিয়া তবে কার্য্যে লিপ্ত হইত। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলা ও নিজামস্ ষ্টেট্ রেলওয়ে স্থাপিত হইবার পর এখানকার বাণিজ্য ও শ্রীসমৃদ্ধির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

এখানে নানা জাতি ও নানা বর্ণের লোকের বাস আছে, তন্মধ্যে হিন্দু প্রায় ২৪।০ লক্ষ, মুসলমান ন্যূনাধিক ২ লক্ষ এবং ভীল গোঁড়, কুর্ক্ প্রভৃতি অসভ্য জাতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার হইবে। জৈন, খৃষ্টান্, শিখ এবং পার্শী আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। ঐ সকল লোকের অধিকাংশই কৃষিজীবী। এখানে জোয়ার, গম, ছোলা, বজরা, ধান্য, মসিনা, তিল, পাট, শণ, তামাকু, ইক্ষু, তূলা, তৈলকর বীজ, গাঁজা, আফিম ও পোস্ত প্রভৃতির চাষ হয়। এখানকার অধিবাসিগণ কায়িক পরিশ্রমে নানা দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং তাহারই বিনিময়ে তাহারা অন্য দেশজাত দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া থাকে। তাহারা শিল্পী নহে, সুতরাং কোন দ্রব্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না এবং এমন কারখানা বা কারবার নাই যদ্দ্বারা তাহারা আপনাদের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে সমর্থ হয়। অধিবাসীরা মোটা রকমের কার্পাসবস্ত্র, গালিচা ও চাদর প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে বটে, কিন্তু তাহা আদরে গৃহীত হয় না। রেশমী বস্ত্র বয়নের সামান্য কারবার আছে। স্থানে স্থানে বস্ত্র বয়নের ব্যবসাও চলিতেছে এবং বুলধানার নিকটবর্ত্তী দেবলঘাটে ইস্পাত দ্বারা অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের সামান্য কারবার আছে। নাগপুর হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় আসবাবাদি বোম্বাই অঞ্চল হইতে এদেশে আনীত হইয়া থাকে।

অমরাবতী, আকোলা, আকোট, অঞ্জনগাঁও, বালাপুর, বাসিম, দেবলগাঁও, ইলিচপুর, হিবারখেদ, জালগাঁও, করিঞ্জা, খামগাঁও, করাসগাঁও, মালকাপুর, পয়াতবাড়া, পাথুর, সেন্দুর-

জম, সেগাঁও ও বেওটমল নগর বেরার প্রদেশের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। অমরাবতী, আকোলা, খামগাঁও, সেগাঁও, ও বাসিম নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

ভারত রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জনের রাজনৈতিক কৌশলে ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে বেরার প্রদেশ নিজামের স্বাধিকার চ্যুত হইবার পূর্ব্বে, এই প্রদেশ এক জন চীফ্ কমিসনরের দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহার অধীনে এক জন জুডিসিয়াল কমিসনর এবং এক জন রাজস্ব বিভাগীয় কমিসনর, ৬ জন ডেপুটী কমিসনর, ১১ জন এসিস্টান্ট কমিসনর ও ১ জন ইনস্পেক্টার জেনারল অব্ পুলিস, জেল ও রেজিষ্ট্রেসন, ৬ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস, ২ আসিষ্টাণ্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস, ১ সানিটারি কমিসনর (ইনি ইন্‌স্পেক্টার জেনারল অব ডিস্পেন্সারি ও ভাক্সিনেসন পদেও কার্য্য করিতেন), ৬ সিভিল-সার্জ্জন, ১ ডিরেক্টার অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন, ১ কন্সারভেটর অব ফরেষ্ট ও আসিষ্টাণ্ট কন্সারভেটার ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ৬৯ মাজিষ্ট্রেট ছিল। তাঁহাদের সকলেরই দেওয়ানী ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল।

বেরাবল, (বলাবল, ভেরোল), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাটিয়াবাড় বিভাগের জুনাগড় সামন্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। মঙ্গরোল হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে, পুরবন্দর হইতে ৮॥০ মাইল এবং সোমনাথ মন্দির হইতে ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°২৬´ পূঃ। মস্কট, বোম্বাই ও করাচী নগরের সহিত এখানকার প্রচুর বাণিজ্য চলিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে ঐ বন্দরের যথারীতি উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে মালপত্র এখানে আনীত হয়।

এই স্থান অতি প্রাচীন। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে। প্রাচীন শিলালিপিতে ইহা বেরাবল পত্তন বলিয়া লিখিত। নিকটেই সোমনাথ পত্তনের সুবিখ্যাত মন্দির, এই প্রাচীন মন্দির সমুদ্র তীরে অবস্থিত। ইহার ধ্বংস স্তূপের প্রস্তরাদি লইয়া লোকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে। অবশিষ্ট যে দুইটী গৃহ আছে, তাহার গম্বুজের ছাদে নানা পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। প্রথম গম্বুজ ৩৬টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। দ্বিতীয় গম্বুজ একটী শিখর। যাহা এখন আছে তাহার লম্বা ৯০॥০ ফিট, প্রস্থ ৬৮ ফিট্ এবং উচ্চ ৩৮ ফিট্। প্রবাদ ৮৫০ বলভী অব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সোমনাথের বর্ত্তমান মন্দির ইন্দোর রাজপত্নী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক ১৮০৯ সম্বতে পুনর্নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রাঙ্গণ লম্বা ১২২৭ ফিট্, প্রস্থ ৮২ ফিট্, কিন্তু মূলমন্দির লম্বে ও প্রস্থে ৩৯ ফিট্ এবং উচ্চতায় ৪২ ফিট্। এই মন্দির মধ্যে গাইকোবাড়ের দেওয়ান বিঠল দেবাজী একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অন্তত্র অন্নপূর্ণা ও গণপতি মন্দির আছে। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রথমে শঙ্কেশ্বর লিঙ্গ এবং তন্নিম্নে ১২ ফুট লম্বা চওড়া গর্ত্ত মধ্যে সোমনাথ লিঙ্গ স্থাপিত। উহার উপরের গম্বুজ ৩২টি স্তম্ভের উপর রক্ষিত। এই পত্তন পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। নানা দেশের লোক এই মন্দিরে দেবদর্শনে এবং ত্রিবেণীতে স্নান করিতে আইসে। সরস্বতী, হিরণ্যা ও কপিলা নদীর সঙ্গমই এখানকার ত্রিবেণী।

পত্তনের বাজারের ধারে যে জুম্মা মসজিদ আছে তাহা একটী সুপ্রাচীন হিন্দু মন্দিরের উপর স্থাপিত। এখনও মন্দিরগাত্রে প্রস্তরোৎখাদিত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি সংলগ্ন দেখা যায়। ইহা ১১১ ফিট × ১১১ ফিট্ এবং ইহার ছাদ ২৫১টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। প্রাচীন সূর্য্যকুণ্ড এখন চৌবাচ্চায় পরিণত হইয়াছে।

ঐ মসজিদের সন্নিকটে যে মুসাফির খানা আছে তাহাও একটী জৈনমন্দিরের ভগ্ন নিদর্শন। ইহার ছাদের গম্বুজচাপ এবং স্তম্ভাদি ভাস্কর শিল্প সমন্বিত। ঐ অট্টালিকার নিম্নভাগে ৩৫ × ৪৭৷৷০ ফিট্ একটী শুষ্ক অঙ্গন। উহা প্রস্তর দ্বারা চারিটী গৃহে বিভক্ত।

পত্তন ও বেরাবলের মধ্যে সমুদ্রকূলে ভিদিয়া মন্দির। অধিক সম্ভব, ভিড়ভঞ্জন মহাদেবের নাম হইতে সংক্ষেপে ভিদিয়া মন্দির বলা হয়। ঐ মন্দিরটী ৪০ ফিট্ উচ্চ এবং ১৩৭ ফিট্ লম্বা ও ২২ ফিট্ চওড়া। ইহা প্রস্তর নির্ম্মিত এবং ইহার গম্বুজ ২০টী স্তম্ভোপরি স্থাপিত।

বেরাবল ও পত্তনের মধ্যে ভাল্কাকুণ্ড। পরিমাণ ২৫ × ৩৭ ফিট্। ভাল্কা বা ভল্ল (তীরফলা) শব্দ হইতে ইহার নাম হইয়াছে। এখানে বাল নামে এক জন ভীল শ্রীকৃষ্ণকে তীর দ্বারা নিহত করিয়াছিলেন।

পত্তন হইতে ১০ মাইল দূরে দুইটী প্রাচি কুণ্ড। ঐ কুণ্ড হইতে সরস্বতী নদী প্রবাহিত। কুণ্ডতীরে প্রাচি-পিপ্পল নামক একটী প্রাচীন পিপ্পল গাছ। কুণ্ডদ্বয়ের উত্তর সরস্বতীগর্ভে তীরস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়াতলে মাধবরায়জী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

পত্তনের ৩০০ গজ পূর্ব্বে হিঙ্গলাজ মাতা নামক গুহা। ঐ গুহা লম্বে ৩৯॥০ ফিট, প্রস্থে ২৮ ফিট এবং গভীরতায় ১০ ফিট উহা অতি প্রাচীন এবং দুইটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। একটীতে হিঙ্গলাজ দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বেরাবলের হরসৎ মন্দিরে শ্রীধবলেশ্বর মূর্ত্তির পূজা ও গৃহাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থাবিষয়ক এবং শ্রীগোবর্দ্ধনমূর্ত্তিতে (৯২৭ বলভী সম্বতে) ও ১৪৪২ সম্বতে সজ্জেশ্বর মূর্ত্তি স্থাপনসম্বন্ধীয় শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে।

437-XIX

চোরবাড়ের নিকটবর্ত্তী নাগনাথ মন্দিরেও ১৪৪৯ সম্বতে উৎকীর্ণ এক খানি শিলালিপি আছে। উহাতে এতদ্দেশে রাণী বিমলা দেবী কর্ত্তৃক চারি চয়ণীয় বিপ্র প্রতিষ্ঠার কথা আছে।

বেরাশেরুণ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার ভীমবরম তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। প্রকৃত নাম "বীরবাসবম"। এই নগরটী অতি প্রাচীন, প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এই নগরকে বেরাশেরুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজদিগের একটী কুঠী ও উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ তাহা ত্যাগ করিয়া যান বটে, কিন্তু আবার ১৬৭৭ খৃঃ এখানে আসিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭০২ খৃষ্টাব্দ হইতে উহা এক বারে ইংরাজগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এখানকার বিশ্বেশ্বর স্বামীর মন্দির সন্নিকটে একটী ধ্বজস্তম্ভ আছে, তাহারই পার্শ্বে নন্দীমূর্ত্তি। মন্দির গাত্রস্থ শিলাফলক অস্পষ্ট। এতদ্ভিন্ন এখানে আর একটী অতিপ্রাচীন মন্দির ও স্থানীয় পূর্ব্বতন ভূম্যধিকারিগণের প্রতিষ্ঠিত একটী পুরাতন দুর্গ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেরি, (বেহ্‌রি) মধ্যভারত এজেন্সীর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২৫° ৫৩´ হইতে ২৫° ৫৭´ ৫৫´ উঃ দ্রাঘি ৭৯ ৫৪ ১৫´ হইতে ৮০° ৪´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। বেত্রবতীর বামকূলে কাল্পী হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার সর্দারগণ পুয়ার বংশীয় রাজপুত। রাজাধিকার ও দত্তক গ্রহণের জন্ম ইহারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বেরি, পঞ্জাবের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৮° ৪২ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৬´ ১৫´ পূঃ। ৯৩০ খৃষ্টাব্দে দাদাবংশীয় বণিক্‌দিগের দ্বারা এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর আশ্বিন ও মাঘ মাসে দেবীর উদ্দেশে দুইটী মেলা বসিয়া থাকে। শেষোক্ত মেলায় গো, অশ্ব ও গর্দ্দভাদি বিক্রীত হয়। জর্জ্জ টমাস নামক জনৈক ইংরাজপুরুষ জাট ও রাজপুত সেনাদিগের নিকট হইতে এই স্থান অধিকার করেন। মহারাষ্ট্রগণ উক্ত জর্জ্জ টমাসকে যে জায়গীর প্রদান করেন, ঐ বেরিনগর তাহারই অন্তর্ভুক্ত।

বেরি-বেরি, রোগবিশেষ (Beri-Beri)। এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য, কালাজ্বরের ন্যায় সময় সময় দেখা দেয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক অস্বাস্থ্যকর স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব। ডেঙ্গুজ্বরের ন্যায় ইহা ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসীকে আক্রমণ করে। অনেক রোগীর অনেকেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে, কিন্তু আর পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য ও বল পায় নাই। ইহাতে অল্প অল্প জ্বর হয়। পর্য্যায়ক্রমে পা দুইটা উত্তরোত্তর ফুলিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে জ্বরের মাত্রা অধিক হয়। সন্ধ্যার সময় ফুলাও কমিতে থাকে এবং জ্বর হ্রাস হয়।

বেরিদি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত ভূসম্পত্তি ও তদন্তর্গত একটী নগর।

বেরিয়া, মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মালবের রাজবংশীয় রাজগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দ মধ্যে উক্ত রাজগণ ... দক্ষিণাংশে ২ মাইল বিস্তৃত একটী চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাহার জীর্ণসংস্কার হয়। নগর মধ্যে একটী সুন্দর জৈন মন্দির ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বণিক্ সম্প্রদায়ের বাস আছে।

বেরুয়া, পূর্ব্ব বঙ্গবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতি বিশেষ। ইহারা কৃষিজীবী, ধীবরের কার্য্যও করে। চণ্ডালদিগের সহিত ইহারা একত্র পান ও ভোজন করে, এজন্ত ইহাদিগকে উক্ত জাতির একটী শাখা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহাদের পরস্পরের কন্যা আদান প্রদান নাই। ইহারা জেলে কৈবর্ত্তের ন্যায় জাল ফেলিয়া মাছ ধরে না।

বাঁশ বা শর দিয়া "বেরা" (চাঁচ) প্রস্তুত করিয়া ইহারা খালের বা স্রোতের জলে বাঁধ দেয়। তাহাতে মৎস্যগণ ঐ বাঁধ ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, বরং বেড়ার সেই পার্শ্বে জমা হইয়া থাকে। তখন বেরুয়ারা একটী ভেলা বা ... বাঁধিয়া স্রোতের উপর ভাসিয়া সেই বাঁধের দিকে আসে এবং মাছ তাড়া দেয়। মৎস্যগণ তখন ইতস্ততঃ লাফাইতে থাকে, কতক বা তাহাদের সেই ভেলার উপর উঠিয়া পড়ে। তখন তাহারা তাহা ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করে।

সমগ্র বেরুয়ারাই কাশ্যপ গোত্র। ইহাদের দলপতি বা মণ্ডল পাত্র বেরুয়া নামে পরিচিত। চণ্ডালদের পুরোহিতেরাই ইহাদের যাজকতা করে। ইহারা মুখে সগোত্রে বিবাহ করে না বলে, কিন্তু কার্য্যতঃ তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই।

বেরুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার পোন্নানি তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। কুটিপুরম্ রেল ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার একটী প্রাচীন মন্দির সম্মুখস্থ স্তম্ভে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

বেয়োন্দা, মধ্যভারত এজেন্সী বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। [বরৌন্দা দেখ]

জেলার মধ্যে বেলগাঁও ও তৎসংলগ্ন সেনা-নিবাস, গোকক্, আথনি, নিপ্পাণি, সৌন্দত্তি ও রমকণমর্দী প্রধান নগর। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ লিঙ্গায়ত শৈব। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও আছে। কৈকারী নামক দস্যু জাতিই এখানে প্রসিদ্ধ।

এই জেলা আথনি, বেলগাঁও, বিদি, চিকোড়ি, গোকক্ পরেশগড় ও সাম্পগাঁও নামক কয়েকটী উপবিভাগে বিভক্ত। পরেশগড় উপবিভাগের পর্বতপৃষ্ঠে যল্লমা দেবীর প্রসিদ্ধ পীঠ। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে দেবীর উৎসবে মহাসমারোহে পূজা ও তিন দিন স্থায়ী মেলা বসিয়া থাকে, এই সময়ে এখানে প্রায় ৪০ হাজার তীর্থযাত্রী সমাগত হয়। কার্ত্তিকে যল্লমা দেবীর স্বামীর মৃত্যুপর্ব্ব ও চৈত্রে তাঁহার পুনর্জ্জীবন সমাধান। কার্ত্তিকমাসে মূলমন্দির হইতে কিছু দূরে একটী ক্ষুদ্র পীঠে যাইয়া মরণ-ক্রিয়াবোধক পূজাদি হইয়া থাকে, কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সমাগত স্ত্রীলোকেরা যল্লমা দেবীর স্বামিবিয়োগ-জনিত দুঃখে সমবেদনা জানাইবার জন্য ক্রন্দনের স্বরে ভীষণ চিৎকার করিয়া উঠে। বিংশতি বা ত্রিংশৎ সহস্র নারীকণ্ঠে এই শোকজ্ঞাপক চিৎকারধ্বনি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা সহজেই অনুমেয়, তৎপরে ঐ রমণীরা দেবীর বৈধব্যের সমবেদনায় আপনাপন হাতের বালা, চুড়ি প্রভৃতি অলঙ্কার খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

২ বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণ ৬৬২ বর্গমাইল।

এই উপবিভাগের মধ্যে নিম্নোক্ত গিরিদুর্গ বিদ্যমান আছে—

১ বেলগাম্ দুর্গ। ২ মহীপৎগড় গিরিদুর্গ, বেলগাঁও হইতে ৯ মাইল পশ্চিমোত্তরে তাঁম্ব নামক স্থানে অবস্থিত। ৩ কলানিধিগড়—বেলগাম হইতে ১৭ মাইল পশ্চিমে কলিবড়ে নামক স্থানে। ৪ গন্ধর্ব্বগড়—বেলগাঁও হইতে ১৯ মাইল পশ্চিমোত্তরে ...নামক স্থানে। ৫ পারগড়—বেলগাঁও হইতে ৩২ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে পারগড় শৈলপৃষ্ঠে। ৬ চাঁদগড়—বেলগাঁও হইতে ২২ মাইল পশ্চিমে। (অক্ষা° ১৫°৫৬′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°১৫′ পূঃ) এখানে রবলনাথের মন্দির বিদ্যমান।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট্ উচ্চ বেল্লারানালা নামক মার্কণ্ডী নদীর একটী শাখাস্রোতের উপর স্থাপিত। মার্কণ্ডী-ঘাট-প্রবাহ সম্মিলিত হইয়া কৃষ্ণানদীর কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। অক্ষা° ১৫°৫১′৩৭″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩০′৫৯″ পূঃ। নগরটীর পূর্ব্বে দুর্গ এবং পশ্চিমাংশে সেনানিবাস, আকৃতি অসমবৃত্ত। এখানে প্রচুর বাঁশ জন্মে। এই কারণে কর্ণাটী ভাষায় এই নগরের নাম বেণুগ্রাম হয় এবং তাহা হইতেই বেণু, বেলু বা বেলগামে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখানকার গিরিদুর্গ কুম্ভাকার হইলেও সুরক্ষিত। আয়তন ... ১০০০ গজ, প্রস্থে ৭০০ গজ। প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া এই দুর্গের চারিধারে পরিখা প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার পর ইংরাজসৈন্য এই দুর্গ অধিকার করে। ২১ দিন অবরোধের পর দুর্গস্থসৈন্যগণ ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

কিংবদন্তী এই, ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে আসদখাঁর দরগা বা মসজিদ সফা এবং খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দ মধ্যে স্থাপিত দুইটী জৈনমন্দির। মসজিদদ্বারের প্রবেশদ্বারে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলাফলক আছে।

ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর হইতে বেলগাঁও নগরের নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাণিজ্যপ্রভাবে নগর ধনে জনে পূর্ণ হইয়াছে। সেনা-নিবাস স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিক বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ... এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ঐ স্থানেই এখানকার ... রপ্তানী। এখানে কাপড়ের বয়নের ... কারখানা আছে।

বেলগাবি (বেলগাঁবি), মহীশূর রাজ্যের শিমোগা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৪°২২ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৫′ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর কাদম্ববংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ পর্য্যন্ত ইহা শ্রীসমৃদ্ধিতে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত নগরের শীর্ষস্থানীয় ছিল। দাক্ষিণাত্যবাসীরা ইহাকে "নগরমাতা" বলিত। এখানে অনেক ধ্বস্ত দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন খোদিত স্তম্ভাদি দৃষ্টিগোচর হয়। সমগ্র মহীশূর রাজ্যে এরূপ কারুকার্য্যপূর্ণ কারুনিদর্শন আর নাই। এস্থান হইতে বহু সংখ্যক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কতকাংশের পাঠোদ্ধারও হইয়াছে। ঐ সকল শিলাফলক প্রাচীন রাজবংশের গৌরবব্যঞ্জক। যদুবংশীয় রাজগণের অধিকার কালেও এস্থানের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল, পরে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক উক্ত রাজবংশের অধঃপতন সাধিত হইলে হিন্দুকীর্ত্তির বিলোপ ঘটিতে থাকে। বর্ত্তমান সময় ঐ ভগ্নাবশেষের কতকাংশ মহীশূর যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

বেলগাছ (দেশজ) বিল্ববৃক্ষ। [বিল্ব দেখ।]

বেলঘরিয়া, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। কলিকাতা হইতে ৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

বেলজিয়ম, য়ুরোপের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, হলাণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার উত্তরপশ্চিমে উত্তরসাগর, দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণে ফ্রান্স, পূর্ব্বে লাক্সেম্বার্গ, লিম্বার্গ ও রেনিস্ প্রুষিয়া। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৭৪ মাইল এবং প্রস্থে ১০৬ মাইল।

ব্রুসেলস্ নগরী ইহার রাজধানী। এতদ্ভিন্ন এন্টোয়ার্প, ঘেন্ট, লিজ, ব্রুজেস্, ভার্ভিয়ার্স, টুর্নে, মালিন্স, লোভেন, আর্লোন্ ও নামুর নগর বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এই ক্ষুদ্র রাজ্য মধ্যে প্রায় ২ হাজার মাইল রেলপথ বিস্তৃত আছে। ঐ রেলপথে এবং স্কেল্ড, মিউজ্, ও মেজার নদী দিয়া এখানকার বাণিজ্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখানে সূতা, কার্পাসবস্ত্র, কার্পেট, পশমীবস্ত্র, লিনেন, ফিতা, ফুলা, লৌহদ্রব্য ছুরিকাঁচি, নানা শিল্পদ্রব্য, টুপী, মোজা, চামড়া, অয়েলক্লথ, কাগজ, কাচদ্রব্য, পোর্সিলেন দ্রব্য, ক্রোশপুত্তলী, কাঁটাপেরেক, রাসায়নিক দ্রব্য, বিয়রমদ্য, জিনিপার, অন্যান্য স্পিরিট, চিনি এবং বৈজ্ঞানিক ও বাদ্যযন্ত্রাদি এখানে প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

এখানকার সাধারণ লোকে বলুন (walloon) বা প্রাচীন ফরাসী, ফ্লেমিশ ও ওলন্দাজ ভাষায় কথা বলে, কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা সাধারণতঃ ফরাসী ভাষায় লেখা পড়া করে।

প্রাচীন বেল্‌গী (Belgæ) জাতির বাসভূমি বলিয়া এই স্থানের বেলজিয়ম নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দ হইতে বিভিন্ন সময়ে বেলজিয়ম রাজ্য অষ্ট্রীয়া ও স্পেন্‌রাজ্যের শাসনাধীন থাকে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা ইহা অধিকার করে এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ইহা হলণ্ডের সহিত যুক্ত হইয়া নেদারল্যাণ্ডস্ রাজ্য নামে প্রথিত হয়। বর্ত্তমান বেলজিয়মের অন্তর্গত ফ্লাণ্ডার্স নামক প্রদেশ, যাহা এক সময়ে স্বাধীন ভাবে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল, তাহা য়ুরোপীয় ইতিহাসে "The Cockpit of Europe" নামে লিখিত আছে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৫এ আগষ্ট ব্রুসেল্‌স নগরে একটী রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহারই ফলে উক্ত বর্ষের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে উক্ত প্রদেশের বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন এখানে একটী জাতীয় মহাসমিতির অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে সাক্সেকোবর্গের যুবরাজ লিও পোল্ড বেলজিয়ানদিগের রাজা বলিয়া মনোনীত হন। ১২ই জুলাই তিনি রাজপদ স্বীকার করিয়া ২১এ তারিখে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে ফরাসীরাজ লুই ফিলিপের দ্বিতীয় পুত্র ডিউক ডি নিমুরকে উক্ত রাজপদ দান করিতে অভিলাষ জ্ঞাপন করা হয়, কিন্তু তিনি উক্ত পদ লইতে স্বীকৃত হন নাই। সে যাহা হউক, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৯এ এপ্রিলে লণ্ডন নগরের সন্ধি অনুসারে রাজা ১ম লিও-পোল্ড ও নেদারল্যাণ্ডের রাজার সহিত শান্তি ও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয় এবং য়ুরোপের অপরাপর রাজগণ বেলজিয়মকে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

বেলডাঙ্গা, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৫৬′ ১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৮′ পূঃ।

বেলদার (দেশজ) সূচী কর্ম্মদ্বারা উত্তোলিত ফুলাদি যুক্ত বস্ত্র বিশেষ।

বেলদার, হিন্দুরাজাদিগের অধীনে রক্ষিত একশ্রেণীর সেনাবিশেষ। ইহারা কোদাল প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া রণক্ষেত্রে গমন করে এবং আবশ্যকমত মৃত্তিকা খনন করিয়া পথ পরিষ্কার দুর্গ প্রাচীরাদি ভগ্ন করিবার জন্য সুড়ঙ্গাদি খনন করে।

বেলদার, বিহার ও পশ্চিম বাঙ্গালাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। 'বেল' (কুদালীর ন্যায় অস্ত্র) লইয়া মৃত্তিকা খননাদি করে বলিয়া ইহারা বেলদার নামে পরিচিত। রাণীগঞ্জ ও বরাকরের কয়লার খনিতে ইহারা কার্য্য করে। পশ্চিম বঙ্গে ইহারা বাউরী ও কোড়া জাতির সহিত সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হয়।

এই জাতির উৎপত্তির কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। বিন্দ ও নুনিয়াগণের সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। অঙ্গের গঠন পর্য্যালোচনা করিলে ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বংশোদ্ভব এবং আদিম জাতিরই শাখা বলিয়া মনে হয়। কাহার কাহার মতে বনে বনে শীকারকারী বিন্দ্ জাতিই আদি। এই জাতি হইতে উৎপন্ন বেলদার ও নুনিয়ারা স্বতন্ত্র বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কতকাংশে সভ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। [নুনিয়া ও বিন্দ দেখ।]

বিহারবাসী বেলদারদিগের মধ্যে রৌতান এবং কথৌলিয়া বা কথাবা নামে দুইটী বংশ বা থাক এবং কাশ্যপ গোত্র প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু অনেকস্থলে বয়ীয়সী কন্যারও বিবাহ হইতে দেখা যায়। মাথেরা, চাচেরা প্রথামতে ঐ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের নিয়ম নিম্নশ্রেণীর অপর সাধারণের ন্যায়। প্রথমস্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে পারে। সাগাইমতে বিধবার বিবাহ হয়। পঞ্চায়তের বিচারে বিবাহবন্ধন উচ্ছিন্ন হইবে এবং বন্ধন ছেদনের পর ঐ রমণী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

মৈথিল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে, ধর্ম্ম কর্ম্ম, শ্রাদ্ধ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অনুকরণে নির্ব্বাহিত হয়। মাঘ মাসের তিলসংক্রান্তি পর্ব্বে ইহারা ঘোড়া পূজা করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কেহ বা বেল লইয়া অপরের কার্য্য করে। হিন্দু ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান বেলদারও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ গ্রামের আবর্জ্জনা দূরে লইয়া ফেলে, মৃত জীবদেহাদি ভাগাড়ে লইয়া যায়, বন কাটে এবং হিন্দু বা

মুসলমানের বিবাহে মসালচীর কার্য্য করিয়া যাহা কিছু পায় তদ্দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে।

উত্তরপশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বেলদার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বা গৃহাদি নাই, সাধারণতঃ তাম্বু তই বাস করে। যখন যেখানে ইহারা কাজের সংবাদ পায়, তখন সেই দেশে চলিয়া যায়। কোথাও কোথাও মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে ইহারা পাথর কাটে, পাতকূয়া বা পুষ্করিণী খনন করে এবং পাকা প্রাচীর গাথে। পুণাবাসী বেলদারেরা হিন্দু ও মরাঠী ভাষায় কথা কয়। ইহারা মাথায় প্রায় ১৬০ হাত বস্ত্রখণ্ড দিয়া টুপী বাঁধে। ইহারা মড়ী আই বা শীতলা মাতার পূজা করে এবং ইহাকে মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী জানিয়া মড়ী আই বলে। এতদ্ভিন্ন মাতা, আই, দেবী, ভবানী প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তি মূর্ত্তিরও উপাসনা করে। দেবী পূজায় ইহারা ছাগ বলি দেয়।

অর্থসংগ্রহ হইলে ইহারা বিবাহ করে। মৃত শিশুকে মাটীতে পুতিয়া ফেলে এবং তৃতীয় দিবসে সেই কবরের উপর জল ও চাল দিয়া পিণ্ড দেয়।

হিন্দুরাজগণেরও বেলদার সৈন্য থাকিত। রাজা শীতা রামের বেলদার সৈন্যেরা মাটী কাটিত এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিত। তৎকালে ইহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইত।

উত্তরপশ্চিমের বেলদারদিগের মধ্যে বাছল, চৌহান ও খরোৎ বংশ বিদ্যমান। প্রথম দুইটী রাজপুত জাতির অনুকরণে গৃহীত। খর বা খড় নামক তৃণ বিশেষ লইয়া মাদুর প্রস্তুত করায় শেষোক্ত শাখা খরোৎ নামে বিদিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মেরঠ জেলায় মাহল এবং ওদ; গোরক্ষপুরে দেশী, খারেবিন্দ ও সর্ব্ব-রিয়া, বস্তি জেলায় খারেবিন্দ ও মাসখাউঁরা প্রভৃতি থাক দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে উন্নত হিন্দুর সহবাসে থাকিয়া তাহারা বছগোতি, বাছল, বারেলিয়া, বিশ্বনাথ, চৌহান, দীক্ষিত, গহরবার, গৌড়, গোতম, যোষী, কুর্মী, লুনিয়া, ওদ, রাজপুত, ঠাকুর প্রভৃতি বংশগত নাম এবং আগরবালা, অগ্রবংশী, অযোধ্যাবাসী, ভদৌরিয়া, দিল্লীবালা, গঙ্গাপারী, গোরখপুরী, কনৌজিয়া, কাশীবালা, সর্যূরিয়া (সরযূতীরবাসী) ও উত্তরাহ প্রভৃতি স্থানীয় নামের অনুকরণে বিভক্ত হইবার চেষ্টা পাইতেছে।

ইহাদের বংশ আখ্যান কিছু নাই। তবে সাধারণে পরিচয় দিবার সময় বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে রাজপুত ছিল, কোন রাজা কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক খনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় সমাজে এইরূপ নিগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাগাই প্রথায় বিধবার বিবাহ হয়। স্বামিপরিত্যক্তা স্ত্রী উপপতিকে বিবাহ করিতে পারে। ইহারা পাঁচপীরকে পূজা দেয়। শিবরাত্রিকালে মহাদেবের পূজা ও উপবাস করে।

উড়িয়া বেলদারেরা কেবল পুষ্করিণী খনন করে। ইহাদের মধ্যে একজন জমাদার থাকে, তাহারই অধীনে কএকজন নাএক ও ঐ নাএকদিগের অধীনে দলে দলে বিভক্ত হইয়া ইহারা কার্য্য করে। ইহাদেরও কোন নির্দ্দিষ্ট বাস নাই। যখন যেখানে কার্য্য পায়, সেই জেলায় চলিয়া যায়।

বেলন (স্ত্রী) হিন্দু। (অমরন্ত)

বেলন (দেশজ) ভলন। লুচি বা রুটী বেলিয়া পাতলা গোলাকার করিবার গোলকাষ্ঠবিশেষ।

বেলনাড়, দাক্ষিণাত্যবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণের একটী শাখা। ইহাদের সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক অল্প। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে যে বল্লভাচার্য্যের প্রতিভা সমগ্র ভারতকে উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছিল, যিনি একদিন বৈষ্ণবসমাজে ভগবদবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, যাহার বংশধরগণ অদ্যাপি রাজপুতনা, গুজরাত ও বোম্বাই প্রদেশে বিশেষ সম্মানে আদৃত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহিসুরের প্রায় সর্ব্বত্র এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলায় বহুসংখ্যক বেলনাড় ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়।

বেলপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার তনুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৬°৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৪৫´ পূঃ।

শিলালিপিতে চোরগান রাজধানী বেলপুরের উল্লেখ আছে। পুরমর্দ্দিদেব ১ম বারসমুদ্র ও বেলপুর রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন।

বেলফুল, স্বনামপ্রসিদ্ধ গন্ধপুষ্প ও বৃক্ষভেদ। এই পুষ্পসার হইতে সুপ্রসিদ্ধ "বেলা" নামক আতর ও গন্ধতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুগন্ধ থাকায় লোকে ইহার মালা গাঁথিয়া গলায় পরিয়া থাকে। যুঁই বা বেলফুলের গোড়ে সৌখিনদিগের আদরের জিনিষ।

বেলবর্ত্তী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার রোণ তালুকের অন্তর্গত একটী নগর, রোণ হইতে ৮ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫°৩২ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৫´ পূঃ। ইহা প্রাচীন লীলাবতী নাম্নী নগরের একাংশ বলিয়া সাধারণে বিদিত। এখানে গোলকেশ্বর শিবমূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত, ইহা বৃহদাকার ও নানা শিল্পযুক্ত। মন্দির গাত্রে ৫ খানি শিলালিপি আছে।

বেলবা, মহিসুরবাসী জাতিবিশেষ। তাল ও খেজুরের রস

সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করা ইহাদের ব্যবসা। ইহারা মলয়ালম্ ভাষায় কথা কয়।

বেলগাটগী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার নবলগুণ্ড তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নবলগুণ্ড হইতে ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে রামলিঙ্গদেবের ভগ্ন মন্দির বিদ্যমান। মন্দির-গাত্রে শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

বেলবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার সাঁপ্‌গাঁও তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। সাঁপগাঁও হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৯ পূঃ। এখানে বীরভদ্রদেবের একটী অতি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। স্থানীয় লোকে উহার 'ঠনপ্রণালীকে "জগনাচার্য্য-পথ" বলিয়া থাকে। কিন্তু ঐ দেশীয় সময়ে উহা সংস্কৃত হয়। এখানে ৯৭২ শকে উৎকীর্ণ পাশ্চাত্যচালুক্য রাজবংশের একখানি শিলাফলকাংশ দৃষ্ট হয়।

বেলবার, অযোধ্যাবাসী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ, ইহাদের মধ্য মরাঢ, বাহেল, ভোতা ও গৌড় নামে কয়টী শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়।

বেলা (স্ত্রী) বেল্যতেঽনয়েতি বেল 'গুরোশ্চ হলঃ' ইতি অ, ততষ্টাপ্। ১ কাল। পর্য্যায় সময়, ক্ষণ, বার, অবসর, প্রস্তাব, প্রক্রম। ২ মর্য্যাদা। ৩ সমুদ্রকূল। ৪ সমুদ্রজল বিকার। ৫ অক্লিষ্টমরণ। ৬ রাগ। ৭ ঈশ্বরের ভোজন। (মেদিনী) ৮ হোরাত্মক কালভেদ।

"চতুর্ব্বিংশতিবেলাভিরহোরাত্রং প্রচক্ষতে।" (অগ্নিপু°)

২৪ বেলায় এক অহোরাত্র হয়। ৯ বাক্। ১০ বুদ্ধি। (বিশ্ব) ১১ দন্তমাংস। (হারাবলী) ১১ সময়ভোজন। ১৩ সময়। ১৪ ভোজন। (ত্রিকা)

বেলা, অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। আলাহাবাদ হইতে (ফৈজাবাদ যাইবার পথে) ৩৬ মাইল এবং প্রতাপগড় হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৫৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১ ৩০´ পূঃ। এই নগরসংলগ্ন ম্যাক্‌এণ্ড্রুগঞ্জনামক সহরভাগে জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত। এখানে দুইটী দেবমন্দির ও একটী মস্‌জিদ্ আছে।

বেলা, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বোরি হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২০°৪৬´৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩´৫০´´ পূঃ। গোণ্ডী ভূম্যধিকারীদিগের আধিপত্যকালে এই নগর স্থাপিত হয়। রায়সিংহচৌধুরী নামক জনৈক ভূম্যধিকারী এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উহা ভগ্নাবস্থায় নিপতিত। উক্ত রায়সিংহের বংশধরেরা এখনও বেলার মালগুজারী করিয়া থাকেন। পেণ্ডারী-বিপ্লবের সময় এই নগর উক্ত দস্যুদলের উপদ্রবে দুইবার নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। এখনও এখানে মোটা কার্পাসবস্ত্র ও চট বয়নের কারবার আছে। ঐ দেশী চট হইতে থলে প্রস্তুত হয় এবং বঞ্জারা বণিকগণ ঐ থলিতে মাল বোঝাই করিয়া এখান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়। এখানে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যবিক্রয়ের একটী বিস্তৃত হাট আছে।

বেলা, বেলুচিস্থানের লাস-বিভাগের প্রধান নগর। পুরলী নদী-তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য অধিত্যকাভূমিতে এই নগর স্থাপিত। প্রাচীন আরবী কবিগণ এই স্থানকে আর্মা বেল বা কাড়া-বেল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই নগর ধ্বস্ত ও জনশূন্য অবস্থায় নিপতিত থাকিলেও এখনও ইহার অতীত স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন মুদ্রা, নানা অলঙ্কার, খেলনা ও নানা পাত্রাদি এই জনপদের অতীত সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী শৈলশ্রেণীতে এখনও অসংখ্য গুহা এবং পর্ব্বতগাত্রখোদিত দেবমন্দিরসমূহ দেখা যায়। ঐ সকল কীর্ত্তি এখানকার হিন্দুপ্রাধান্যের পরিচায়ক; কিন্তু মুসলমানগণ বলেন যে, উহা ফরহাদ্ ও পরী-দিগের কীর্ত্তি ও বাসভূমি। বাস্তবিক উহা যে এক সময়ে স্থানীয় প্রাচীনতন শাসনকর্ত্তাদের বা বিভিন্ন সর্দারগণের বিশ্রামভূমি ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমান প্রভাবে এই স্থান মুসলমানদিগের করায়ত্ত হয়, তৎকালে এখানে অনেক মুসলমান-সমাধিমন্দিরও নির্ম্মিত হইয়া ছিল। এখনও এখানকার অধিবাসী-দিগের একতৃতীয়াংশ হিন্দু।

বেলা, (হিন্দী) স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্বেতবর্ণ পুষ্পবৃক্ষ। বাঙ্গালায় বেলফুল (Jasminum Zambac) নামে খ্যাত।

[বেলফুল দেখ।]

বেলা, যুক্তপ্রদেশের বাঁদাবিভাগের এটোয়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান সামান্য গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। এখনও নানাস্থানে ধ্বস্তকীর্ত্তি ও নগরের তোরণাদি ভগ্নাবস্থায় নিপতিত দেখা যায়।

বেলাউর, চোল প্রদেশের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে দর্ভমূল হইতে এক মুনির জন্ম হয়। (ভবিষ্য ব্রহ্ম° ৩০।২১)

বেলাকূল (ক্লী) বেলা এব কূলং যত্র। ১ তাম্রলিপ্তদেশ।

"বেলাকূলং তাম্রলিপ্তং তামলিপ্তী তমালিকা।" (ত্রিকা°)

২ সমুদ্রকূল।

বেলাজ্বর (পুং) জ্বরবিশেষ। লক্ষণ—শোক, ক্রোধ, অতীব সন্তাপ বা বলহানি হেতু অন্তকালে মানবদিগের যে দারুণ জ্বর হয়, তাহাকে বেলাজ্বর কহে।

"শোকাৎ ক্রোধাত্তথাতীর্ণাৎ সন্তাপাদ্বলহানিতঃ।
অন্তকালে চ মর্ত্ত্যানাং জায়তে দারুণঃ জ্বরঃ॥" (জ্বরনি°)

বেলাজলপান (স্ত্রী) বেলায়াং জলপানং। বেলাতে বারিপান। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহা অতি স্বাস্থ্যকর, এই জলপানে পানদোষ, কফ ও অরুচি বিনষ্ট ও ভুক্ত অন্নের পরিপাক হয়। (রাজনি°)

বেলাধিপ (পুং) বেলায়াঃ অধিপঃ। বেলার অধিপতি। জ্যোতিষমতে দিনমানের আট ভাগের এক ভাগের নাম বেলা। রবিবারে প্রথমাদিক্রমে রবি, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও রবি বেলাধিপতি হইয়া থাকেন। অন্যান্য বারেও তন্নামক গ্রহই ১ম বেলার এবং ঐ গ্রহ হইতে গণনায় ষষ্ঠগ্রহ ২য় বেলার, তদীয় ৬ষ্ঠ গ্রহ ৩য় বেলার, ইত্যাদিরূপে অধিপতি হইবেন।

বেলাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার একটী বন্দর।

বেলামারপলবলাস, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। গ্রামের ভূপরিমাণ ও বর্গমাইল।

বেলায়নি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

বেলাবলি (পুং) রাগিণীভেদ।

বেলাবিত্ত (পুং) রাজকর্ম্মচারিভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৮।৭১)

বেলি (দেশজ) ১ থালা। ২ বর্গমাইল।

বেলি (Sir Stuart Colvin Bayley), বাঙ্গালার ইংরাজ শাসনকর্ত্তা। সাধারণতঃ ছোটলাট বা লেপ্টেনান্ট গবর্ণর নামে খ্যাত। ইনি মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও ভারতের অস্থায়ী গবর্ণর জেনারল উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলীর পুত্র। ইটন ও হেলিবারি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ্চ ভারতে আসিয়া ২৪ পরগণার এসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টার হন। তৎপরে তিনি যথাক্রমে নিম্নলিখিত পদে বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া বাঙ্গালার ছোটলাট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৫৮-৫৯ কলরোয়া বারুই উপ-বিভাগের কলেক্টর, ১৮৬২-৬৩ জুনিয়র সেক্রেটারী বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট, ১৮৬৫ ও ১৮৬৭ গবর্মেণ্টের অস্থায়ী সেক্রেটারী, ১৮৬৭ খৃঃ শাহাবাদের দেওয়ানী ও সেসন জজ ও মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টর, ১৮৬৮ খৃঃ বেঙ্গলগবর্মেণ্টের অতিরিক্ত সেক্রেটারী, পাটনার কলেক্টার,১৮৭০খৃঃ সিভিল সেসন জজ ত্রিহুত; ১৮৭১খৃঃ চট্টগ্রামের কমিসনর ও বেঙ্গলগবর্মেণ্টের অস্থায়ী সেক্রেটারী, উক্ত বর্ষের নবেম্বরে স্পেসিয়াল ডিউটীতে; ১৮৭২খৃঃ প্রেসিডেন্সী কমিসনর, চট্টগ্রামের কমিসনর ও পাটনা বিভাগের কমিসনর; C S I. উপাধি প্রাপ্তি (১৮৭৫ সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৬ খৃঃ অক্টোবর ছুটী), পুনরায় পাটনার কর্ম্মে নিয়োগ; ১৮৭৭ খৃঃ বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী পদ, ভারতগবর্মেণ্টের আয়ব্যয় বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী,দুর্ভিক্ষ জন্য ভারত প্রতিনিধি লর্ড লিটনের পার্সোনেল এসিষ্টান্ট এবং ঐ কার্য্যের উপরে ভারতগবর্মেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের দুর্ভিক্ষ শাখায় অতিরিক্ত সেক্রেটারী ১৮৭৮ খৃঃ ভারতগবর্মেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী, K C S I উপাধি, আসামের অস্থায়ী চীফ্ কমিসনর ও বাঙ্গালার অস্থায়ী ছোটলাট (১৫ই জুলাই—১লা ডিসেম্বর ১৮৭৯ পুনরায় আসামের চীফ্ কমিসনর, ১৮৮১ খৃঃ হায়দরাবাদের রেসিডান্ট E C I. উপাধি; ১৮৮২ খৃঃ মে বড়লাটের সভার মেম্বর এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রিল বাঙ্গালার ছোটলাট পদপ্রাপ্ত হন।

ইঁহার শাসনকালে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় সীমান্তের উপদ্রব নিবারণের জন্য সীমান্তদেশে সিপাহীরক্ষার ব্যবস্থা হয়। এতদ্ভিন্ন লুসাই ও সিকিম-বিজয়াভিলাষে তাহদেশে সেনাভিযান প্রেরণ করা হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই এপ্রেল ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ টর্ণেডো ও হুগলীতীরবর্তী টর্ণেডো নামক ঝড় উঠিয়া উভয় স্থানবাসীর বিস্তর ক্ষতি করে ইঁহারই শাসনকালে ৩রা জানুয়ারী ১৮৯০ খৃঃ প্রিন্স্ রয়েল হাইনেস প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর কলিকাতায় পদার্পণ করেন।

আবকারী ও পুলিশ বিভাগের সংস্কার, শোকাল প্রভৃতি কলিকাতা পোর্ট ও অন্যান্য বিষয়ের রাজনৈতিক অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বেলি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা তাঁহার এক মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে।

অতঃপর তিনি Secretary in the Political and secret department of the India Office পদে কর্ম্ম করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের (Council of India) মেম্বর হন।

বেলিকা (স্ত্রী) ১ বেলাভূমি। ২ উপকূলদেশ। ৩ তাম্রলিপ্ত।

বেলিকেরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর কণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর ও গণ্ডগ্রাম। কাড়বাড় নগর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ৪২´ ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৪° ১২´ পূঃ। গ্রামটী স্থানীয় স্বাস্থ্যনিবাস মধ্যে পরিগণিত। এখানে ঐ কারণে সমুদ্রতীরে অনেকগুলি বাঙ্গালা গৃহ আছে।

বেলিভুকপ্রিয় (পুং) সৌরভযুক্ত আম্র, সুগন্ধ বিশিষ্ট আম্র।

"মহাকালস্ত কিম্পাক উর্ব্বটো বেলিভুকপ্রিয়" স্থলে 'বলি-ভুকপ্রিয়' পাঠই সাধু।

বেলিয়ানারায়ণপুর, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। পাগলা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানে খনিজ লৌহ ঢালাই জন্য ৬২টী হাপর স্থাপিত হইয়াছিল।

বেলিয়াপাটম্ (বলায়পত্তনম্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ভারতীয় মানচিত্রে বিল্লিপটম্ নামে লিখিত। কুর্গ সীমান্তে ঘাটপর্ব্বতমালার কতকগুলি স্রোতঃ এবং উত্তরপূর্ব্বে মনন্তাম হইতে একটী সুবৃহৎ শাখা একত্র মিলিত হইয়া পুষ্টকলেবর ধারণ পূর্ব্বক ইরিকুড় হইতে পশ্চিমাভিমুখে ইরবপুরে পৌঁছিয়াছে। এখানে আর একটী শাখা মিলিত হওয়ায় এই সঙ্গমস্থল হইতে বিস্তৃতায়তন হইয়া বেলিয়াপাটম্ নগর অতিক্রমপূর্ব্বক উক্ত নগরের ৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রে মিশিয়াছে। অক্ষা° ১১°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২১´ পূঃ। সমুদ্রসন্নিহিত নদীকূলে প্রচুর নারিকেল ও সুপারিবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বেলিয়াপাটম্, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মলবার জেলায় একটী নগর। মোহানা হইতে ৪ মাইল দূরে বেলিয়াপাটম্ নামক নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৫´ পূঃ। মলয়ালম্ ভাষায় ইহা বলায়পত্তনম্ নামে খ্যাত। ভৌগোলিক ইবনবতুতা এই নগরকে "জরফত্তন" নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে কোলত্তিরি (চিরক্কল) রাজ ইংরাজ-কোম্পানীকে এই নগর সন্নিধানে সামরিক দুর্গ স্থাপনের অনুমতি দেন। রাজার ছাড়পত্রে লিখিত আছে, "বিশেষ সাবধানে দেখিবে যেন আমাদের শত্রু কণাড়াবাদের কোন লোক এই নদী প্রবেশ করিতে না পারে।" সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান-সৈনিক হায়দারআলী মলবার-বিজয়ে আসিয়া এই স্থানে প্রথম জয়লাভ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণাংশে একটী দেবমন্দির আছে। [শ্রীকৃষ্ণপুরম্ দেখ।]

বহু প্রাচীনকাল হইতে এই নগর বাণিজ্যসমৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। এখন সে বাণিজ্য-প্রভাবের স্মৃতিমাত্র নদীমুখে চালিত হইতেছে। কোন্নমূর সেনা-নিবাস হইতে এই স্থান ৩ মাইল দূরবর্ত্তী।

বেলুড়, কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একটী মঠ বিদ্যমান আছে। [রামকৃষ্ণ দেব দেখ।]

বেলুন, (ইংরাজী Baloon শব্দার্থ)। ব্যোমযান। এই যান দ্বারা আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া অনায়াসে তথাকার বিভিন্ন বায়ুস্তর, খগোলস্থ নক্ষত্রনিচয়পরিদর্শন এবং ভূমণ্ডলস্থ বহুদূর-দেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর করা যায়।

ইহা সাধারণতঃ কাগজ, রেশমী মোটাবস্ত্র বা গটাপার্চ্চা নামক দ্রব্যসংযুক্ত বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার আকৃতি পলাণ্ডু বা তথাকার কন্দবিশেষের ন্যায়। এইরূপ একটী বৃহদাকার থলি দড়িরজাল মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার মধ্যে বাষ্প পূরিতে হয়, বাষ্পদ্বারা পূর্ণ হইয়া ঐ থলি ক্রমশঃ স্ফীত এবং বাষ্পের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। ঐ থলির বন্ধনী দড়িগুলি একত্র করিয়া তন্নিম্নে নৌকা বাঁধা হয় এবং সেই নৌকায় আরোহী কখন একক, কখন বহু বন্ধুবান্ধব লইয়া বায়ু-মণ্ডলে আরোহণ করিয়া থাকেন।

কি বৈজ্ঞানিক কারণে বেলুন বায়ুমার্গে উঠে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

উষ্ণ বায়ু সামান্য বায়ু অপেক্ষা লঘু, এ কারণে বেলুন উষ্ণ বায়ুপূর্ণ হইলে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। বালকেরা দীপালী পর্ব্বে বা অন্যান্য সময়ে কাগজের ফানুস বা বেলুন উড়াইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দীপাদি প্রজ্বলিত থাকায় তন্মধ্যস্থিত বায়ু উষ্ণ হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু হয় এবং তাহা স্বতঃই উপরে উঠিতে থাকে। বৃহৎ বৃহৎ ব্যোমযানও এইরূপ প্রণালীতে উষ্ণ বায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে নীত হয়। অঙ্গারক বাষ্প ও আর্দ্রভৌমিক প্রভৃতি যে সকল বায়বীয় পদার্থ বায়ুরাশি অপেক্ষা লঘু, তদ্দ্বারাও বেলুনসমূহ উড়াইতে পারা যায়। উদজন বাষ্প দ্বারা ছোট ছোট বহরের বেলুন ও বড় বড় বেলুনও উড়ান যায়, কিন্তু তাহা বিশেষ ব্যয়-সাধ্য। এক্ষণে ব্যয়ের সুবিধার জন্য বৃহৎ বৃহৎ বেলুন উড়াইতে হইলে পাথুরিয়া কয়লা-বিনিঃসৃত কোলগ্যাস নামক যে বায়বীয় পদার্থ দ্বারা রাত্রিকালে মহানগরাদিকে আলোকিত করা হইয়া থাকে, তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কয়লার বাষ্প বায়ুরাশি অপেক্ষা লঘু, সুতরাং কোন বেলুনের মধ্যে কোলগ্যাস পূর্ণ থাকিলে উহা বায়ুরাশির ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হয়। যদি উহাতে একখানি বেত্রাদি দ্বারা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র নৌকা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নৌকা ও নৌকাস্থ লোকজন সহজেই দ্রব্যাদি লইয়া ঊর্দ্ধদেশে গমন করিতে পারে। নিম্নস্থ বায়ু অপেক্ষা উপরিস্থ বায়ু ক্রমশঃ লঘু, এই নিমিত্ত যতদূর উঠিলে বেলুনের ভার ঊর্দ্ধদেশস্থিত লঘু বায়ুর সমান হয়, সেই পর্য্যন্ত উঠিয়া আর ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় না। উপরে যে দিকে বাতাস বহিতে থাকে বেলুনও সেই দিকে চলিয়া যায়। বেলুনের অন্তর্গত লঘু বায়ু কিয়ৎ-পরিমাণে বাহির করিয়া দিলে বেলুন নিম্নগামী হয়, আর বেলুন সংযুক্ত নৌকাস্থিত ভারী দ্রব্য ফেলিয়া দিলে বেলুন ঊর্দ্ধগামী হয়। ফলতঃ ব্যোমযানারোহীরা ইচ্ছামত ঊর্দ্ধে উঠিতে ও নিম্নে অবতরণ করিতে কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থ হন বটে, কিন্তু ইচ্ছামত একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে পারেন না। বায়ু-প্রভাবে তাঁহাদিগকে যে দিকে লইয়া যায়, তাঁহারা সেই দিকেই যান।

জলমধ্যে নিমজ্জিত হইলে দ্রব্যাদি যেরূপ সমায়তনসম্পন্ন স্থানান্তরিত জলের ভারের সমান বলে সমুত্থাপিত হইয়া থাকে, বায়ুরাশির মধ্যেও দ্রব্যসকল তাহাদের সমায়তন স্থানান্তরিত বায়ুর ভারের তুল্য বলে উত্থাপিত হইয়া থাকে। যেরূপ যে সকল বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক, তাহারা জলমধ্যে নিমজ্জিত হইলে নীচে পতিত হয়, যাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অল্প, তাহারা জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে এবং যাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের আপেক্ষিক গুরুত্বের সমান তাহাদিগকে জল মধ্যে যেখানে নিমজ্জিত রাখা যায়, সেইখানেই স্থির হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে সকল বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অধিক, তাহারা বায়ুরাশির অধোদেশে পতিত হয়; যাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অল্প, তাহারা বায়ুরাশির উর্দ্ধদেশে উত্থিত হয় এবং যাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব যে স্থানের বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্বের সমান, তাহারা সেই স্থানের বায়ুতে ভাসিতে থাকে, কখন উর্দ্ধে উত্থিত হয় না বা নিম্নে পতিত হয় না। জলের সমুত্থাপকতাগুণ-নিবন্ধন যেরূপ অর্ণবযান সহকারে জলরাশি পার হইয়া এক দেশ হইতে দেশান্তরে অনায়াসে যাইতে পারা যায়, সেইরূপ বায়ুরাশির সমুত্থাপকতা-গুণ থাকায় ব্যোমযান সহকারে আকাশ-মার্গ অবলম্বন করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারা যায়।

পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে ব্যোমযানের বহুল ব্যবহার ছিল। প্রাচীন আর্য্যগণ পুষ্পকাদি রথে চড়িয়া আকাশমার্গের যেখানে ইচ্ছা সেখানে অনায়াসে গমন করিতে পারিতেন। এ বিষয়ের প্রমাণ পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যে বিদ্যাপ্রভাবে তাঁহারা ব্যোমযানরূপ রথকে ইচ্ছা মত দিকে চালাইতে পারিতেন তাহা এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম যুরোপখণ্ডবাসী শিল্পবিজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিতগণ ব্যোমযানকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালাইবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ সে বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বিও ও গে-লুসাক্ নামক পণ্ডিতদ্বয় উপরিস্থ বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বাদি গুণাগুণ ও অন্যান্য অনেক বিষয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্র, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু ও অপরাপর উপকরণ সঙ্গে লইয়া উঠিলাছিলেন। উক্ত বৎসর ১৩ই অগষ্ট প্রাতে ১০ ঘটিকার সময় ফরাসী রাজ্যের রাজধানী পারি-নগরীতে তাঁহারা ব্যোম-যানে আরোহণ করেন। তাঁহারা মেঘরাজ্য ভেদ করিয়া প্রায় ৮,৭০০ হাত উত্থিত হন ও বিবিধ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে করিতে ৩।০ ঘণ্টা কাল আকাশ পথে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পারী নগর হইতে প্রায় ২২ ক্রোশ দূরে মেরিবিল্ গ্রামে অবতরণ করেন। উপরের বায়ু যে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা শীতল, তাহা পূর্ব্বপ্রমাণ দৃষ্টে অবধারিত হইলেও একণে প্রত্যক্ষ অনুভূত হইল।

ইহার পর, গে লুসাক্ অন্যান্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ বৎসর ১৫ই সেপ্টেম্বর আর একবার একাকী অন্তরীক্ষে উঠিয়াছিলেন। সেবার তিনি ১৫,৩৬০ হাত অর্থাৎ প্রায় ছই ক্রোশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন এবং উপরকার বায়ুর শৈত্য, উষ্ণত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তথাকার বায়ু এত শীতল যে তাহাতে হস্তদ্বয় অবশ হইয়া আইসে, এবং এত লঘু যে নিশ্বাস পরিত্যাগে কষ্ট হয়। এমন কি ঐ পরিশুষ্ক বায়ু সেবন করাতে তাঁহার গলদেশ নীরস ও খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণে অনুপযোগী হইয়াছিল। তিনি ১৪,৩০৭ ও ১৪,৫২৭ হাত উর্দ্ধ হইতে ছই বোতল বায়ু পূরিয়া আনিয়াছিলেন। তাহা পরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ুতে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে মিশ্রিত আছে, উপরিস্থিত বায়ুতেও সেই সেই পদার্থ সেই পরিমাণে মিশ্রিত আছে।

এই সময়ে গ্রীন্ নামক এক ব্যক্তিও বেলুনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২২৬ বার ব্যোম যানারোহণে আকাশ-পথে পরিভ্রমণ করেন। শেষোক্ত বৎসর নবেম্বর মাসে হলণ্ড ও ইকমেসন্ সাহেব তাঁহার সমভিব্যাহারী ছিলেন। অধিক দূর গমনে বাসনা থাকায় তাঁহারা এক পক্ষের উপযুক্ত ভক্ষ্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া ৭ই নবেম্বর বেলা ১২০ টার সময়ে লণ্ডন নগর হইতে উত্থিত হইলেন তাঁহারা পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে গমনপূর্ব্বক একে একে অনেক গ্রাম ও নগরশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের সময়ে ইংলণ্ড-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা সমুদ্রবক্ষে উপনীত হইলেন। সায়ংকাল অতীত হইলে পর, সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ফরাসী রাজ্যে আসিলেন। সেই তিমিরাবৃত রজনীতে তাঁহারা স্বর্গলোকনিবাসীর ন্যায় কত কত রাজ্য, রাজধানী, নগর, নদী, গ্রামাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে শূন্যমার্গে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিলেন। নিশা অবসানে তাঁহারা এক বার কিছুদূর উর্দ্ধে উঠিয়া সূর্য্যোদয় ও তৎসংক্রান্ত আশ্চর্য্য শোভা দর্শন করিলেন, আবার অধোদিকে অবতরণপূর্ব্বক অন্ধকারে আবৃত হইলেন। ফল কথা সে দিবস তাঁহারা দিবাকরকে তিন বার উদয় ও দুইবার অস্তগত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই যাত্রায় তাঁহারা অন্যূন ২২০ ক্রোশ শূন্যমার্গে সঞ্চরণপূর্ব্বক

পরদিন প্রাতঃকালে জর্ম্মণীর অন্তঃপাতী নাসো উইলবর্গ নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মোণ্ট গলফিয়ার যুদ্ধের জন্ত প্রথম বেলুনারোহণ ব্যবস্থা হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ্যে রাজ্য-বিপ্লব সংক্রান্ত যে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে সাধারণতন্ত্রীদল ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া উপর হইতে বিপক্ষীয় সৈন্তদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই রাজবিপ্লব উপলক্ষে ১৭৯৪ খৃঃ ফ্লিউরস্ নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ার সৈন্তদিগের সহিত ফরাসী সৈন্তাধ্যক্ষ জোর্ডান্ সাহেবের যুদ্ধ হয়। তাহাতে কর্ণেল কুতেল্ সাহেব একজন সামরিক কর্ম্মচারীকে সমভিব্যাহারে করিয়া ব্যোম-যানে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে উপর হইতে বিপক্ষদিগের যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া জোর্ডান্ সাহেবকে ইঙ্গিত দ্বারা তৎসমুদায় অবগত করেন, এবং তিনিও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। কর্ণেল্ কুতেল্ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারী ১ এক দিবসে ২ দুই বার ঊর্দ্ধে ৮৬৬ হাত উত্থিত হইয়াছিলেন। বিপক্ষীয়েরা দ্বিতীয়বারে দেখিতে পাইয়া কামান দ্বারা তাঁহাদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা পান। ইহার পর কুতেল্ ১৭৯৯ খৃঃ মার্টিনির যুদ্ধেও এই দুঃসমসাহসিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর এরেন্‌ব্রেইট্‌ষ্টিন্ বন, ফ্রাঙ্কফোর্ট, উর্জবর্গ ও লিজের অবরোধেও সামরিক বিভাগের আদেশে বেলুন দ্বারা বিপক্ষের গতিবিধি পরিদর্শন চালান হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আণ্টোয়ার্প অবরোধ সময়ে এবং ১৮৫৯ খৃঃ সোলফেরিণো রণক্ষেত্রে বেলুন উড়িয়া উপায় নির্দ্ধারণে চেষ্টা পান। ১৮৬১ খৃঃ আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের যুদ্ধে (Civil wars) বেলুনের সাহায্যে বিস্ময় ও অজ্ঞাত স্থানের অনেক গোপনীয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসিদের সহিত প্রুসিয়াদিগের যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে বহু পরিমাণে ব্যোমযানের ব্যবহার ছিল। শত্রুপক্ষীয় সেনাদলের অবস্থা ও উদ্যোগ পর্য্যবেক্ষণ, অবরুদ্ধ নগর হইতে সংবাদপ্রেরণ ও ইতস্ততঃ গমনাগমন এবং বিপক্ষীয় বেলুনযাত্রীদিগকে আক্রমণজন্ত বহু বার ব্যোমযান ব্যবহৃত হইয়াছিল। এমন কি, সে সময়ে বেলুনে বেলুনে যুদ্ধও সংঘটিত হয়।

এইরূপে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধকালে বেলুন ব্যবহৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ১৮৮২-৮৪ খৃষ্টাব্দে ইহা সামরিক বিভাগের আবশ্যকীয় উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা টোঙ্কিং যুদ্ধে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বেচুয়ানাল্যাণ্ড যুদ্ধাভিযানে বেলুনের বিশেষ উপযোগিতা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৮৯৯-১৯০২ খৃষ্টাব্দের দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধেও বেলুন ব্যবহৃত হইয়াছিল।

নৌকাদির স্থায় ইচ্ছানুসারে সকলদিকে ব্যোমযান চালনা করিবার চেষ্টা-ফলে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী সানফ্রান্সিস্কো নগরে ঐ নিয়মের সুচারুরূপ পরীক্ষা হয়। আদর্শ স্বরূপ একখানি বাষ্পীয় বিমান নির্ম্মিত হয়। ঐ বিমান বাষ্পীয়-পোতাদির স্থায় বাষ্পের শক্তিবলে ও কল দ্বারা বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হয়। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বেলুনের স্থানে উহাই aereonaut ও aeroplane নামক যন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় প্রায় ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে রবর্টসন্ ও কাইট্ নামক দুই জন ইংরাজপুরুষ ব্যোমযান সহকারে আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু যুরোপে এক একজন এ বিষয়ে এরূপ পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন, যে তাঁহাদের আকাশযাত্রার ব্যাপার অতীব বিস্ময়কর। অতঃপর স্পেন্সার নামে একজন ইংরাজ বেলুনে আরোহণপূর্ব্বক "প্যারাচুট্" নামক ছত্রযোগে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবার কৌশল দেখাইয়া জনসাধারণকে চমৎকৃত করেন। তাঁহার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কারের অভিপ্রায়ে Mr J Chowdbury প্রভৃতি কএকজন বিজ্ঞানবিদ অবরোহণ করেন। প্রসিদ্ধ ব্যায়ামশিক্ষক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার শিক্ষায় প্যারাচুট ধারণপূর্ব্বক কলিকাতায় নামিয়াছিলেন।

বেলুন, বাঙ্গালার একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে গোপীনাথের মন্দির বিদ্যমান আছে। ([illegible])

বেলুব, উক্ত সংখ্যাভেদ।

বেলুবাই, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-কনাড়া জেলার [illegible] তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী [illegible] প্রাচীন কনাড়ী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উহা [illegible] প্রাচীনতত্ত্বা[illegible]।

বেলুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মহিসুর রাজ্যের হসন জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ২৩৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তালুকের একটী নগর। বর্ত্তমানকালে শ্রীভ্রষ্ট অবস্থায় পতিত থাকিলেও উহার প্রাচীন গৌরবের অনেক নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। এই নগর হসন হইতে ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে যগচি নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৬´ ৮০´´ পূঃ। পুরাণাদিতে এবং প্রাচীন শিলালিপিতে এই স্থান বেলপুর নামে বিদিত। স্থানীয় লোক ইহাকে দক্ষিণ বারাণসী জ্ঞানে ভক্তিনেত্রে দেখিয়া থাকেন। এই স্থানে চেন্নকেশবের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে ইহা দাক্ষিণাত্যবাসীর পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভাস্কর শিল্পবিদ্ জখনাচার্য্য ঐ মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ চিত্রাদি খোদিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ

সত্তাব্দের মধ্যভাগে হোয়শাল বল্লাল বংশীয় কোন নরপতি পূর্ব্ব-পুরুষের আচরিত জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। তিনিই স্বীয় ইষ্টদেবের প্রতিষ্ঠার জন্য বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ৫ দিন স্থায়ী একটী মেলা হয় এবং তদুপলক্ষে বহু লোক সমাগত হইয়া থাকে।

বেলুর তালুকের বিচার সদর এই নগরেই স্থাপিত।

বেলুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার হোসুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। হোসুর হইতে ১১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে মহিসুররাজ দোড্ডদেবের (চিক্কদেবরাজ নামান্তর) রাজ্যকালে কুমার রায় দলবায় কর্ত্তৃক ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটী আলিকট আছে।

বেলুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাদগী জেলার বাদামী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। বাদামী হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে দুর্গ মধ্যে নারায়ণ মন্দির স্থাপিত আছে।

বেলুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট ও পুদীচেরী জেলার তিরুক্কয়লুর তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী ভগ্নপ্রায় দুর্গ ও প্রাচীন দেবমন্দির আছে।

বেলুরু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণকণাড়া জেলার উড়িপি তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। উড়িপি সদর হইতে ১৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরের ভিতরের প্রাকারে মহাদেব উদৈয়ার কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

বেলো, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুবিভাগের করাচী জেলার সুজাবল তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সিন্ধুতীর ও তালুকের বিচার সদর হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪°৪৪′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°৮′৩০″ পূঃ। এখানে লোহানা ও ভাটিয়া নামক হিন্দু এবং সৈয়দ ও মুহানা নামক মুসলমান শ্রেণীর বাস আছে।

বেলোনা, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার কাতোল তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। মোবায় নগর হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বর্দ্ধা নদীর একটী ক্ষুদ্র শাখার উপর অবস্থিত। এখানে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য আছে।

বেল্ল, চালন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বেল্লতি। লুঙ্ অবেল্লীৎ।

বেল্ল (পুং স্ত্রী) বেল্লতীতি বেল্ল চলনে পচাদ্যচ্। ১ বিড়ঙ্গ। (অমর) বেল্ল ভাবে ঘঞ্। (পুং) ২ গমন।

বেল্লক (স্ত্রী) বিড়ঙ্গ। (অমর)

বেল্লকোবিল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। ধারাপুরম্ হইতে ১৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা ১০°৫৩′৪৫″ উঃ দ্রাঘি ৭৭° ৫৩′৪০″ পূঃ। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির এবং শিব মন্দিরে প্রাচীন শিলালিপি আছে। গ্রামের পার্শ্বে একটী প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ দৃষ্ট হয়।

বেল্লকোবিল, মান্দ্রাজ প্রদেশের কোয়ম্বাতুর জেলার একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। সত্যমঙ্গলম্ হইতে ১৮।০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন মঠের প্রাচীরগাত্রে একটী প্রাচীন তামিল শিলালিপি আছে।

বেল্লজ (স্ত্রী) বেল্লবৎ জায়তে ইতি জন-ড। মরিচ। (অমর)

বেল্লভজড়ি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণকণাড়া জেলার উপ্পিনঙ্গড়ি তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মঙ্গলোর হইতে ৩২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। বল্লাল রাজগণের প্রতিষ্ঠিত দুর্গ ও জৈনমন্দির বিদ্যমান আছে। এই নগর যে একসময়ে রাজধানী ছিল, তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন দেখা যায়।

বেল্লন (ক্লী) বেল্ল-ল্যুট্। ১ ভূমিতে অশ্বের লুণ্ঠন। পর্য্যায় লুণ্ঠন। (ত্রি) ২ সঞ্চলন। (ক্লী) ৩ রোটিকাদি প্রস্তুতের জন্য দীর্ঘ বর্ত্তুল কাষ্ঠবিশেষ, চলিত বেলন, ইহাতে রুটী লুচি বেলা হয়।

বেল্লনী (স্ত্রী) বেল্লতি লুঠতি অশ্বাদি যত্রেতি বেল্ল ল্যুট্ ঙীষ্। মালা দূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা। (রাজনি°)

বেল্লন্তর (পুং) বীরতরু, বিল্লান্তর বৃক্ষ, চলিত বরবেল।

এই বেল্লন্তর বৃক্ষ জগতে বীরতরু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পুষ্প শ্বেতমিশ্রিত কৃষ্ণারুণবর্ণ, আকৃতি জাতি ফুলের ন্যায়, পত্র শমী পত্রের ন্যায় হ্রস্ব, এই বৃক্ষ কণ্টকাবৃত এবং জলবিরহিত স্থানে জন্মে। গুণ—তিক্তরস, কটু বিপাক, ধারক, রুক্ষ, কফ,মূত্রাঘাত, অশ্মরী, যোনিরোগ, মূত্ররোগ ও বায়ুরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

বেল্লন্তরাদিগণ (পুং) বেল্লন্তর আদি করিয়া দ্রব্য বর্গ। বাভটের সূত্রস্থানে ইহার উল্লেখ আছে। গুণ—বাতরোগনাশক, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতনাশক। (বাভট সূত্র° ১৫ অ°)

বেল্লভব (ক্লী) মরিচ। (বৈদ্যকনি°)

বেল্লমকোণ্ডা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫৬৯ ফিট্ উচ্চ। তেলগু ভাষায় ইহা বিল্লমকোণ্ডা (গুহা-গিরি) নামে কথিত। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে ভগ্নপ্রায় একটী গিরিদুর্গ। অনুমান ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় এবং ১৫৩১ ও ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে গোলকোণ্ডাধীশ্বর সুলতান কুলীকুতব শাহ ইহা অধিকার করেন।

গুণ্টুর হইতে বেলকোণ্ডা যাইবার পথে এই পর্ব্বতপাদমূলে

গোলকোণ্ডা নগর অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ৩০´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫´ ৩০´´ পূঃ।

বেল্লর, (দক্ষিণ নদী) মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। সালেম জেলার পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে বাহির হইয়া পত্তুর গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ আর্কটের সমতলক্ষেত্রে পড়িয়াছে; তৎপরে এই জেলা বাহিয়া পোর্টোনবোর পার্শ্বে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ মাইল। বৃদ্ধাচলমের নিকট মণিমুক্তা নামে একটী নদী আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর সালেম জেলায় ১৩টী এবং দক্ষিণ আর্কট জেলায় ২টী আনিকট বাঁধ আছে; এ ছাড়া গ্রাণ্টট্রাঙ্ক রোডে যাইবার পথে এবং পোর্টনবোর নিকট সাউথ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে যাইবার জন্ত অপর একটী সেতু আছে।

বেল্লরি, (বল্লারি, প্রাচীন নাম বলহরি), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা। অক্ষা° ১৪°১৪´ হইতে ১৫°৫৭ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৫´ হইতে ৭৭°৪০´ পূঃ মধ্য। ইহার মধ্যগত সন্দুর সামন্তরাজ্য লইয়া ভূপরিমাণ ৫৯০৪ বর্গমাইল।

উত্তরে খরপ্রবাহা তুঙ্গভদ্রা নদী নিজাম রাজ্যকে পৃথক্ রাখিয়াছে। পূর্ব্বে অনন্তপুর ও কর্ণুল জেলা, দক্ষিণে মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত চিত্রলদুর্গজেলা এবং পশ্চিমে তুঙ্গভদ্রা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলাকে এই জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহার কতকাংশ লইয়া অনন্তপুর জেলা গঠিত। তাহার পূর্ব্বে ইহার আয়তন আরও বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে যতগুলি জেলা আছে, লোকসংখ্যা হিসাবে ইহা ১৮শ এবং ভূপরিমাণে ১২শ বলিয়া গণ্য।

ইহা ৮টী তালুকে ও সন্দুর নামক একটী সামন্তরাজ্যে বিভক্ত। এখানে সর্ব্বসমেত ১১৭৪টী গ্রাম ও ১০টী নগর আছে।

জেলার অধিকাংশ স্থানই তুলাচাষের উপযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাপূর্ণ। বৃক্ষলতাদি না থাকায় এবং মধ্যে মধ্যে গণ্ডশৈলরাজি উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকায় সমগ্র দেশ যেন মরুময় প্রান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার পশ্চিমাংশ ঘাটপর্ব্বতমালার অধিত্যকাভূমি এবং পূর্ব্বাংশ ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্ন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমে বেলগাঁও জেলার সীমান্তদেশে ইহার অধিত্যকাদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫৮৬ ফিট্, কিন্তু পূর্ব্বদিকে মান্দ্রাজ রেলপথের গেন্টকল জংসন স্থানের উচ্চতা ১৪৫১ ফিট্।

অধিত্যকাভূমি এইরূপে সমুন্নত হওয়ায় এখানে বিশেষরূপ জলাভাব এবং সেই কারণেই অন্যান্ত বৃক্ষের উৎপত্তি সম্ভাবনাও অনেক কম। জেলার উত্তর সীমায় একমাত্র তুঙ্গভদ্রা-নদী। বর্ষায় প্লাবনে অনেক সময় উভয়কূল বন্তায় ভাসাইয়া প্রজাবর্গকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে। দক্ষিণভাগে ঐ নদীর হাগরী, বেদবতী প্রভৃতি শাখা। উহাদের তীরে হম্পসাগর, হোসপেট, শ্রীগুপ্ত, হাম্পি ও কাম্পিলী নগর। রামপুরের নিকট বেদবতীর উপর ৫২টী স্তম্ভের একটী বিস্তৃত সেতু আছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া রেলপথ। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বেদবতীর বন্তায় গুলিয়েম নগর ভাসিয়া গিয়াছিল। বেদবতী এই জেলার মধ্যে ১২৫ মাইল অতিবাহন করিয়া হলিকোটার নিকট তুঙ্গভদ্রায় মিলিয়াছে।

[বেদবতী দেখ।]

সন্দুর ও কাম্পিলীর মধ্যবর্ত্তী শৈলশ্রেণী এবং পূর্ব্বাঞ্চলের লক্ষ্মমল্লপর্ব্বত এখানকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সকলগুলিই দানাদার পাথরে গঠিত। এই সকল স্থানে লৌহ, তাম্র, রসাঞ্জন, সীস, মাঙ্গানীজ, চূণ ও কটকিরি পাওয়া যায়। কোন কোন স্থান হইতে সোরা ও লবণ উত্তোলিত হয়। বনভাগে জন্তু ও পক্ষীর অভাব নাই। বাবলা, বট ও বনখর্জ্জুর প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে আম্র, তিন্তিড়ী, নারিকেল, তাল, অশ্বত্থ ও নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া উদ্যানশোভা বর্দ্ধন করা হইয়াছে।

অনন্তপুর জেলা বিভাগের পূর্ব্বে সমগ্র জেলা যে ভাবে ছিল, এই জেলার পূর্ব্বতন ইতিহাস সেই সকল স্থানের সহিত বিশেষভাবে সম্বদ্ধ। হোসপেট তালুকের মধ্যে বিজয়নগর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুতরাং উহাদের ইতিহাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে প্রথম মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী। [বিজয়নগর দেখ।]

অতঃপর মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে এই জেলার ইতিহাস মহারাষ্ট্র ইতিহাসের সহিত যুক্ত হয়। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী বিজাপুরের সুলতানের নিকট হইতে বেল্লরী দুর্গ, আদোনীদুর্গ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ জায়গীর প্রাপ্ত হন। গুটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশ গোলকোণ্ডা রাজার অধীন থাকে। রায়দুর্গ, অনন্তপুর ও হর্পণহল্লীর পলিগার সর্দ্দারগণ মহারাষ্ট্রদিগের অধীন সামন্ত ছিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পর, মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যবিজয়ে আসিয়া এই জেলা জয় ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মোগলশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তিনি বাধ্য হইয়া পলিগার-রাজগণের উপর এতদ্দেশের রাজস্ব আদায় ও শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত পলিগার সর্দ্দারগণ স্বেচ্ছায় দিল্লীরাজকোষে যে রাজস্ব সরবরাহ করিতেন, দিল্লীশ্বরকে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, দাক্ষিণাত্যে নিজামের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে গুটী, সন্দুর প্রভৃতি বেল্লরীর সর্দ্দারগণ অৰ্দ্ধ-স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। অনতিকাল

পরেই মহিসুর রাজ প্রবল হইয়া উঠেন এবং বেল্লরি কিছু দিনের জন্য তাঁহার কবলিত হয়। নিজামের মৃত্যুর পর, হায়দার আলী মহিসুর অধিকার করেন। তিনি আদোনীর শাসনকর্তা বসালৎজঙ্গের আমন্ত্রণে বেল্লরি লুণ্ঠনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিলেন। মহারাষ্ট্রগণ প্রস্তুত ছিলেন না। এই অতর্কিত আক্রমণে আপনারা দুর্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না বটে, কিন্তু অচিরেই বলবল সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। রত্নিহল্লীরণক্ষেত্রে হায়দার পরাস্ত হইয়া লব্ধরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কেবল রায়দুর্গ, চিত্তলদুর্গ ও হর্পণহল্লীদুর্গ তাঁহার অধিকারে রহিল।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মহিসুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে হায়দার আলী অর্থসংগ্রহমানসে নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহ হইতে বলপূর্ব্বক চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন। গুটীর সর্দ্দার তাঁহার এই অন্যায় প্রার্থনা পূরণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। আদোনী-রাজের অধীন হইলেও বেল্লরি হইতে তিনি বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বেল্লরির পলিগার বসালৎজঙ্গ নিজামকে কর দিতে বিরত হওয়ায় নিজামের আদেশে তাঁহার বিরুদ্ধে মুসোঁলালী সসৈন্যে যাত্রা করেন। এ সময়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া বসালৎজঙ্গ হায়দারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হায়দার শঠতা করিয়া আদোনীসেনাদলকে পরাজয়পূর্ব্বক বেল্লরি নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন।

অতঃপর হায়দার তৃতীয়বার গুটী আক্রমণ করেন। এবার যুদ্ধে তিনি গুটীবিজয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুটিতে হায়দার স্বীয় রাজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া দুই বৎসর কাল মহারাষ্ট্র ও নিজামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে প্রয়াস পান। এই সময় চিত্তলদুর্গ, রায়দুর্গ, হর্পণহল্লী ও জেলার অপরাপর অংশের পলিগারগণ মহিসুররাজের সামন্তরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

হায়দারের মৃত্যুর পর এই সকল পলিগার সর্দ্দারেরা স্বাধীনতা অবলম্বন করে। হায়দার বংশধর দুর্দ্ধর্ষ টিপু সামন্তগণের এবম্বিধ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তিনি একে একে পলিগারদিগের রক্ষিত সমুদায় দুর্গ হস্তগত করিয়া রায়দুর্গ ও হর্পণহল্লীর সামন্তদ্বয়কে যমসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অন্যান্য সর্দ্দারেরা ভীত হইয়া আর টিপু সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। টিপু তাঁহাদের অধিকৃত অস্ত্রশস্ত্র, ধনরত্ন ও রসদাদি সংগ্রহ করিয়া স্বীয় অধিকৃত গুটী ও বেল্লরি দুর্গ মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্রমে এতৎ প্রদেশে টিপুর প্রভাব ও অত্যাচার বর্দ্ধিত হয়। টিপু দলবদ্ধ হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। সেই সূত্রে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত টিপুর যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধি অনুসারে টিপু সেবলব্ধ রাজ্যসমূহ অন্যকে দিতে বাধ্য হন তাহারই ফলে বেল্লরি জেলা নিজামের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

অতঃপর পুনরায় যুদ্ধের সূচনা হয়। শ্রীরঙ্গপত্তন রণক্ষেত্রে টিপু বন্দী ও নিহত হন (১৭৯৯ খৃঃ)। তাহাতে পুনরায় বেল্লরি জেলা নিজাম ও পেশবার উভয়ে ভাগ করিয়া লইলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ পেশবার নিকট হইতে বেল্লরি গ্রহণ করেন। ১৭৯২ ও ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে নিজাম আদোনী ও বেল্লরির অবশিষ্টাংশ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি ইংরাজরাজের সাহায্যকারী সেনাদলের ব্যয়বহনের জন্য দান করেন।

এইরূপে সমগ্র বেল্লরি জেলা ইংরাজ কোম্পানীর হস্তগত হয়। ইংরাজগণ এখানকার রাজস্ব আদায়ের প্রয়াস পাইলে পলিগার সর্দ্দারেরা একযোগে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রয়াস পায়। তখন ইংরাজরাজ বাধ্য হইয়া জেনারল ক্যাম্বলকে সেনাদল সহ প্রেরণ করেন। দুর্দ্ধর্ষ পলিগারগণ ইংরাজ সৈন্যের বলবিক্রম দেখিয়া ভয়ে ইংরাজের পদানত হয়।

এই সময় ইংরাজরাজ পলিগারদিগের হস্ত হইতে এই প্রদেশের রাজস্ব আদায়ভার কাড়িয়া লন এবং তাহাদিগের সেনাদল সংখ্যা [illegible] করিয়া দেন। তাহারই ফলে পলিগারেরা ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজরাজ রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য প্রাপ্ত জেলাগুলিকে একজন কালেক্টরের শাসনাধীনে রাখেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মন্রো এখানকার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন, কিন্তু ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে উক্ত দেশভাগ কড়াপ ও বেল্লরি জেলায় বিভক্ত করিয়া দুইজন কালেক্টরের হাতে ন্যস্ত করা হয়। তদবধি এখানে আর রাজস্ব আদায়ের কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই।

ইংরাজ অধিকারে বহুবার শান্তি স্থাপিত হইলেও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেণ্ডারি দস্যুদল হর্পণহল্লী লুণ্ঠন করে। সেই সঙ্গে তাহারা রায়দুর্গ ও কূডলিগী আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। বেল্লরি হইতে একদল ইংরাজ সেনা দস্যুদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় এবং তাহারা অনায়াসে দস্যুদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের বিদ্বেষবহ্নি ধারবাড় জেলায় বিস্তৃত হয় এবং ক্রমশঃ ধূমায়মান হইয়া চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। হর্পণহল্লীর তহশীলদার এই সময়ে দলবল সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হন, রায়দুর্গ আক্রমণ করিলে ইংরাজ সেনা তাহাদের গতিরোধ করে এবং কোপিলা নামক স্থানে ৭৪ সংখ্যক হাইলাণ্ডার দল

তাহাদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দেশে পুনরায় শান্তি আনয়ন করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন বেল্লরি জেলা পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অনন্তপুর ও বেল্লরি নামে প্রথিত হয় এবং বিচারকার্য্যের সুবিধার্থ নববিভক্ত বেল্লরি জেলা আদোনী, অলুর, বেল্লরি, হর্পণহল্লী, হবিনুহডগল্লি, হোসপেট, কুডলিঘি ও রায়দুর্গ নামে ৮টী উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

এখানকার ১০টী নগরের মধ্যে বেল্লরি, আদোনী, হোসপেট কাম্পলী, রায়দুর্গ, যেম্মিগনুর ও হর্পণহল্লী লোকসংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এখানে নানা শ্রেণীর লোকের বাস আছে। কৃষকেরা ছোলা, রাগী ও কোড়া নামক ফসল উৎপাদন করে। তাহাতেই জনসাধারণের অন্ন হয়। জলাভূমিতে ধান্ত ও ইক্ষুর চাসই অধিক হইয়া থাকে। জলাভাব হইলে তাহারা অন্তস্থান হইতে নালা কাটিয়া জল আনয়ন করে এবং তাহাতেই শস্ত ক্ষেত্রসমূহে জল দেয়। উচ্চভূমিতে কেবল নারিকেল, পর্ণ, সুপারী ও ..., তামাকু, লঙ্কা, হরিদ্রা এবং নানাপ্রকার শাক সবজী ও ফলবৃক্ষের চাস হইয়া থাকে। এখানে তূলা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

অনাবৃষ্টি ও জলাভাবে এখানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ ও সেই সঙ্গে মহামারী উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৭৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে এখানে যে দুর্ভিক্ষ হয় ... টাকায় ৪ সের চাউল এবং ১২ সের ছোলা বিক্রীত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শস্তের মূল্য ৩০ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ...হাতে সমস্ত লোক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে গুণ্টুরে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে ৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১১০ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। সেই সঙ্গে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে বেল্লরি ও গুটীনগরের প্রায় ১২ হাজার লোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বেল্লরিতে ভীষণ ঝটিকা হয়, তাহাতে বাঁধ পুষ্করিণী ও জলনালী সমূহ নষ্ট হইয়া যায়। সময়ে ঐ সকলের সংস্কার না হওয়ায় এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে অত্যধিক বারিপতন হওয়ায় জলপ্লাবনে শস্তাদি নষ্ট হইয়া যায়। প্রজাগণ সেই জলে অনাহারে বিশেষ কষ্ট পায়। তৎপরে যোটে ৬ ইঞ্চ বৃষ্টি হয়, তাহাতে শস্তক্ষেত্রাদি শুষ্ক হইয়া ধান্তাদি জ্বলিয়া যায়। উপর্য্যুপরি তিন বৎসর এইরূপ শস্তের ক্ষতি হওয়ায় এখানে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এবার ইংরাজরাজের সাহায্যে বেশী লোক ক্ষয় হয় নাই বটে, কিন্তু গবাদি পশু প্রায় সমস্তই মরিয়া গিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে রাজসাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় ২১ হাজার লোক একত্র সমবেত হয়। ঐ সময়ে কলেরা রোগের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে লোক আত্মীয় স্বজনের সৎকার করিবার অবসর পায় নাই ভয়ে সকলে শব ফেলিয়া পলাইয়াছিল।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এখানে যে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হয়, তাহাতে মুসলধারে বৃষ্টি পাত হওয়ায় এখানকার নানাদেশ ভাসিয়া যায়। গুলিয়েম ও নাগরদোনা নগর ও অন্যান্ত অনেক গ্রাম সেই জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। লোকজন ও গো-মহিষাদি সেই জলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। কত লোকের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছিল। রাস্তা, খাল ও বাঁধ ভাঙ্গিয়া লোকের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল। বালুকাপাতে অনেক উর্ব্বরাক্ষেত্র মরুভূমি সদৃশ হইয়াছিল। এ সকল দৃশ্য বর্ণনাতীত, যাঁহারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল এই বন্যার ভীষণ প্রবাহের ব্যাপার অবগত আছেন। একবার স্মরণ হইলেই চক্ষে জল আইসে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বেল্লরিতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্ম করিয়া এবার অনেক লোক উদরপূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

২ উক্ত জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১২৫ বর্গ মাইল। অক্ষা° ১৪° ৫৭´ হইতে ১৫°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৪´ হইতে ৭৭° ১৬´ পূঃ মধ্য।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ১৫° ৮´ ৫১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ ১৫´´ পূঃ। নগরটী ৪৪০ফিট্ উচ্চ একটী দানাদার পাথরের পাহাড়ের পাদমূলে অবস্থিত। ইহার পরিধি প্রায় দুই মাইল। চারি পার্শ্বেই বৃক্ষহীন প্রান্তর। ঐ পর্ব্বতের উপর একটী দুর্গ এবং সমতল দেশেও একটী কেল্লা আছে। গিরিদুর্গটী ক্ষুদ্রাকার হইলেও প্রাচীরাদির দ্বারা এরূপ সুরক্ষিত যে শত্রুপক্ষীয়েরা সহজে দুর্গ আক্রমণ বা জয় করিতে পারে না। পূর্ব্ব প্রান্তের সমতল ক্ষেত্রে যে দুর্গটী আছে, তাহার সন্নিকটে অস্ত্রাগার (Arsenal), সেনা-রসদের গুদাম ও অন্যান্য রাজকীয় অট্টালিকা আছে। দক্ষিণভাগে দেশীয়গণের বাসভূমি। উহা কাউলীবাজার, ব্রুসপেট্টা ও মেল্লরপেট্টা নামক তিনটী পল্লীতে বিভক্ত। পশ্চিমভাগে সুবিস্তৃত সেনাবাস। এখানে দুইটী য়ুরোপীয় এবং দুইটী দেশীয় সেনাদলের বাসযোগ্য স্থান আছে। কখন কখন এখানে কামানবাহী সেনাদলও রক্ষা করা হয়। নগরের উত্তরভাগে য়ুরোপীয়গণের বাস। এখানে গীর্জ্জা, রেল ষ্টেসন, স্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি আছে। পূর্ব্বোক্ত গণ্ডশৈলের তলদেশে একটী বাঁধ আছে। বর্ষার সময় উহার বেড় প্রায় ৩ মাইল হয়, অন্যান্য সময় জল অনেক কম থাকে। মান্দ্রাজ হইতে রেলপথে বেল্লরি সদর ৩৭ মাইল।

এখানকার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। বায়ু শুষ্ক হওয়ায় গ্রামের প্রকোপ অধিক হয়। চৈত্র বৈশাখে তাপ প্রায় ৯৫°

F থাকে। এখানে দুইটী প্রস্রবণ ছিল, এখন প্রায় তাহা শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। উহার জল অঙ্গারীয় চূণ ও ক্লোরিণক্ষার মিশ্রিত।

বিজয়নগররাজ কৃষ্ণরায়ের সময় হইতে এইস্থানের শ্রীবৃদ্ধি। উক্ত রাজবংশের অধীনে একজন সামন্ত এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার বংশধরগণ রাজসরকারে কর দিয়া বহুকাল ঐ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। তালিকটের যুদ্ধের পর, ইহা বিজাপুরের মুসলমানরাজের শাসনাধীন হয়, কিন্তু উক্ত সামন্তগণ মুসলমান শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরপতি বেল্লরিরাজের নিকট পূর্ব্বমত কর চাহিলেন, বীরগর্ব্বে মত্ত বেল্লরিরাজ হীনশক্তি বিজয়নগরাধিপকে কর দিতে সম্মত হইলেন না। সেই সূত্রে উভয়ে যুদ্ধ হইল। বিজয়নগররাজ পরাজিত হইলেন। ইহার পরও উভয় রাজ্যের মধ্যে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল।

অতঃপর এ দেশে নিজামের প্রভাব বিস্তৃত হয়। উভয় রাজ্যেই নিজাম নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং নিজ ভ্রাতা বসালৎজঙ্গকে আদোনীসহ বেল্লরি রাজ্য দান করেন। কিন্তু নিজাম রাজকর চাহিয়া পাঠাইলে, আদোনীরাজ স্বীয় দুর্গ স্থিতা বশতঃ হায়দারের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া হায়দার সদল বলে অগ্রসর হইলেন। তিনি নিজামসৈন্য পরাভূত করিলেন বটে, কিন্তু নিজে দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। হায়দার ফরাসী-স্থপতিদিগের সাহায্যে ঐ দুর্গ পুনঃসংস্কার করেন। প্রবাদ, দুর্গ সমাপ্ত হইলে হায়দার স্থপতিদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা টিপুর অধিকারে থাকে। উক্ত বর্ষের সন্ধি (Partition treaty) অনুসারে উহা নিজামের অন্তর্গত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম উহা ইংরাজকরে সমর্পণ করেন।

বেল্লহল (পুং) কেলিনাগর, লম্পট, লোচ্চা। (জটাধর)

বেল্লি (স্ত্রী) বেল্লতি সঞ্চলতীতি বেল্ল-ইন্। লতা। (শব্দরত্না°)

বেল্লিক (দেশজ) নির্ব্বোধ, দুষ্ট চরিত্র।

বেল্লিকা (স্ত্রী) ইন্দুপোদকী, পুঁই বিশেষ। (রাজনি°)

বেল্লিকাখ্যা (স্ত্রী) বেল্লিকা আখ্যা যস্যাঃ। ১ দূর্ব্বাবিশেষ।
'মঙ্গল্যা বেল্লিকাখ্যা বিল্বপত্রী জরাপহা।' (শব্দচ°)
২ বিষলাঙ্গু, বেলওঁচা।

বেল্লিত (ত্রি) কম্পিত, দোলিত। ২ লুষ্ঠিত। ৩ বক্র, কুটিল। (ক্লী) ৪ চলন, দোলন, লুণ্ঠন। (মেদিনী)

বেল্লিতক (পুং) দৈবকর্ত্তৃক সর্প বিশেষ।

বেল্ল্যা, বেলে (দেশজ) ১ বালুকাযুক্ত। ২ মৎস্য বিশেষ, বেলে মাছ।

বেলেমাটী, বালুকার ন্যায় দানাবিশিষ্ট মৃত্তিকা। সাধারণতঃ পলিজাত ভূমিখণ্ডের মৃত্তিকাকেই বেলেমাটীর জমি বলে। উহা আটাল মাটীর বিপরীত। ইহা ধান্যাদি চাষের উপযোগী।

বেল্লুর, (বেলুর বা রায় এল্লুর) মান্দ্রাজপ্রদেশের উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত বেল্লুর তালুকের অধীন একটী প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা° ১২°৫৫´১৭´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°১০´১৭´´ পূঃ। পালার নদীর তীরে মান্দ্রাজ হইতে ৮০ মাইল এবং আর্কট হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে সেনা-নিবাস, সব্ কলেক্টরের কাছারি, আদালত, সেনাবিভাগীয় কার্য্যালয়, জেল, গির্জ্জা, হাসপাতাল, ডাকঘর, তারঘর ও গবর্মেণ্টের নানাবিভাগীয় কার্য্যালয় এবং মিউনিসিপালিটী ও মান্দ্রাজ রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। এই কারণে সহরটী বহুজনাকীর্ণ; লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এখানকার দুর্গ অতি প্রাচীন। প্রবাদ এইরূপ—ভদ্রাচলবাসী এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় ১২৭৪ হইতে ১২৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বিজয়নগররাজবংশকে অর্পণ করেন। প্রায় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বিজাপুরের সুলতান ঐ দুর্গ আক্রমণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র নায়ক তুকাজিরাও ৪½ মাস অবরোধের পর বেল্লুর অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে দাউদ খাঁ আসিয়া মাহাট্টাদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই সময় কর্ণাটকের মধ্যে বেল্লুর দুর্গই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। দোস্তআলি জামাতাকে পরে এই দুর্গ অর্পণ করেন। [illegible] মুর্ত্তিজা আলী এখানে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে সব্দর আলীকে হত্যা করেন। মুর্ত্তিজা তাঁহার অধিনায়ক আর্কটের নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া এখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। এ সময়ে ইংরাজেরা আর্কটের নবাবের মিত্র। তাঁহারা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মুর্ত্তিজাকে শাসন করিবার জন্য বেল্লুরে উপস্থিত হন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা পুনরায় বেল্লুর দুর্গ অধিকার করিতে আসেন, এবারেও কিন্তু তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হয়। যাহা হউক কএক বর্ষ পরে ইংরাজেরা বেল্লুর দখল করিয়া বসিলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী বেল্লুর দুর্গাবরোধের আয়োজন করেন। অবশেষে তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত লইয়া উক্ত দুর্গাবরোধ করিয়া বসেন। প্রায় দুই বর্ষ কাল অবরোধ চলিয়াছিল। তাহাতে দুর্গস্থ ইংরাজসৈনিকগণের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। এমন কি সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু হায়দার আলীর মৃত্যু হওয়ায় এবং মান্দ্রাজ হইতে ইংরাজসৈন্য আসিয়া পড়ায় সে যাত্রা ইংরাজেরা মানে মানে রক্ষা পাইলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্

এই দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া রঙ্গপুর অভিযান করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের পতনের পর টিপু সুলতানের পরিবারবর্গ এই বেলুর দুর্গে আবদ্ধ থাকেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে যে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে, তাহাতে উক্ত সুলতান পরিবারের হস্ত ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই বিদ্রোহে সকল ইংরাজরাজ-পুরুষ ও য়ুরোপীয়গণ বিদ্রোহী হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্ণেল জিলেস্পির চেষ্টায় সত্বরেই বিদ্রোহিগণ শাসিত হইল এবং টিপুর পরিবারবর্গ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলেন।

উক্ত দুর্গ ব্যতীত এখানে একটী চমৎকার বিষ্ণুমন্দির আছে। এই মন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অনেকেই বিমুগ্ধ হইয়াছেন। মন্দিরের অলিন্দে অশ্বারোহী মূর্ত্তিতে যেরূপ ভাস্কর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ, উক্ত মন্দির ছাড়া এখানকার চাঁদ সাহেবের মসজিদও দেখিবার জিনিষ।

এই সহর গরম হইলেও স্বাস্থ্যকর। এখানে যথেষ্ট সুগন্ধি পুষ্পের কৃষি হইয়া থাকে। প্রত্যহ রেলযোগে এখান হইতে ঝোড়া ঝোড়া ফুল মাদ্রাজে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বেবী, ১ কান্তি। ২ গতি। ৩ ব্যাপ্তি। ৪ ক্ষেপ। ৫ ভোজন। ৬ প্রজনন। জ্বাদি° আত্মনে° সক° প্রজননার্থে অক° সেট্। লট্ বেবীস্তে। লুঙ্ অবেবিষ্ট। এই ধাতু বৈদিক।

বেবুর, বোম্বাই প্রদেশে কলাদ্‌গি জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। বাগলকোট হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে রামেশ্বর, নারায়ণ ও কালিকা-ভবানীর সুন্দর মন্দির আছে। প্রবাদ, ঐ সকল দেবালয় প্রসিদ্ধ স্থপতি যখনাচার্য্যের গঠিত।

বেশ (পুং) বিশন্তি নয়নমনাংস্যত্রেতি বিশ অধিকরণে ঘঞ্। যদ্বা বিশতি অঙ্গমিতি (পদরুজ বিশ স্পৃশো ঘঞ্। পা ৩।৩।১৬) ইতি ঘঞ্। অলঙ্কার রচনাদিকৃত শোভা, সজ্জা, বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান। পর্য্যায়—আকল্প, নেপথ্য, প্রতিকর্ম্ম, প্রসাধন, বেষ, (ভরত) বিশন্তি কামুকা যত্রেতি, অধিকরণে ঘঞ্। ২ বেশ্যাগৃহ। ৩ গৃহমাত্র। (মেদিনী) ৪ বস্ত্রগৃহ, চলিত তাঁবু। ৫ প্রবেশ। ৬ পণ্যস্ত্রী প্রভৃতি। (মনু ৪।৮৫)

বেশক (পুং) বেশ এব স্বার্থে কন্। গৃহ। (শব্দরত্না°)
বেশ শব্দার্থ (ত্রি) ২ বেশকারক, যিনি বেশ করান।

বেশকুল (স্ত্রী) বেশ্যা, কুলটা স্ত্রী। (দশকুমার ৮২।৬)

বেশত্ব (স্ত্রী) বেশস্য ভাবঃ ত্ব। বেশের ভাব বা ধর্ম্ম।

বেশদান (পুং) সূর্য্য পোতা। (শব্দচ°)

বেশধর, (ত্রি) ছদ্মবেশী। (পুং) ২ জৈনসম্প্রদায়ভেদ ১৫৩৩ সংবতে এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। [জৈন দেখ।]

বেশধারিন্ (পুং) বেশং তাপসলিঙ্গং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। ছদ্মতপস্বী, কপট তপস্বী, যাহারা তপস্যার চিহ্ন ধারণ করে, অথচ তপস্বী নহে। (শব্দরত্না°) ২ সঙ্কর জাতিবিশেষ।

"গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

গঙ্গাপুত্রের কন্যার গর্ভে বেশধারীর ঔরসে বেশধারী জাতির মতান্তরে বর্ণসঙ্কর উৎপত্তি হয় এবং তৎপুত্রেরা যুঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ। ৩ (ত্রি) বেশধারক।

বেশন (স্ত্রী) বিশ ল্যুট্। প্রবেশ। (ভাগবত ১০।১২।২৬)

বেশনদ (পুং) নদীভেদ।

বেশন্ত (পুং) বিশন্ত্যত্র ভেকাদয় ইতি বিশ (ভৃ বিশিভ্যাং ঝচ্। উণ্ ৩।১২৬) ইতি ঝচ্। ১ ক্ষুদ্র সরোবর। ২ পল্বল, কর্দ্দম। ৩ অগ্নি।

বেশভাব (পুং) বেশসজ্জার পরিপাটী। বেশ্যার কার্য্য।

(মৃচ্ছকটিক ১২০।৯)

বেশযুবতী (স্ত্রী) বেশ্যা রমণী।

বেশযোষিৎ (স্ত্রী) বেশ্যা।

বেশর (পুং) অশ্বতর, ঘোটকীতে গর্দ্দভজাত বা গর্দ্দভীতে ঘোটক জাত অশ্ব, খচ্চর।

বেশবধূ (স্ত্রী) বেশযোষিৎ, বেশ্যা।

বেশবনিতা (স্ত্রী) বেশস্ত্রী, বেশযোষিৎ।

বেশবৎ (ত্রি) বেশ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। যাহারা বেশ্যার অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদরাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সূনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাম্॥" (মনু ৪।৮৪)

'বেশঃ পণ্যস্ত্রীবৃত্তিঃ তয়া যো জীবতি স্ত্রী পুমান্ বা স বেশবান্' (কুল্লু°) বেশবানের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে নাই। ২ বেশবিশিষ্ট।

বেশবার (পুং) বেসবার। (অমরটীকায় রায়মু°)

বেশবাস (পুং) বেশ্যার গৃহ।

বেশস্ (পুং) বেশ অসুন্। ১ বেশ। (অথ° ২।৩২।৫) ২ বল।

বেশস্ত্রী (স্ত্রী) বেশযোষিৎ। বেশ্যস্ত্রী, বেশকুলস্ত্রী।

বেশান্ত (পুং) বেশন্ত শব্দার্থ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বেশি (স্ত্রী) সূর্য্যের অবস্থানগৃহ। (লঘুজাতক ৩।৬)

বেশিক (স্ত্রী) শিল্পবিদ্যা। (ললিতবিস্তর)

বেশিন্ (ত্রি) ১ বেশধারী। ২ আবেশকারী।

বেশী (স্ত্রী) ১ সূচী। (ঋক্ ৭।১৮।১৭) (বেদজ) ২ অনেক, বহু।

বেশীজাতা (স্ত্রী) পুত্রদাত্রীলতা। (রাজনি°)

বেশোক, সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

বেশোভগীন (ত্রি) বেশো বলং অস্ত্যস্য বেশস্-খ (পা ৪।৪।১৩২) বলবান্।

বেশোভগ্য (ত্রি) বেশোঽস্ত্যস্যেতি বেশস্ যৎ। (পা ৪।৪।১৩১) বলশালী।

বেশ্ম (ক্লী) গৃহ।

বেশ্মক (ত্রি) গৃহসম্বন্ধীয়।

বেশ্মকলিঙ্গ (পুং) বেশ্মনঃ কলিঙ্গঃ। চটক, চড়াই পাখী। ইহার মাংসগুণ—সন্নিপাতনাশক এবং অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক।

বেশ্মকুলিঙ্গ (পুং) গৃহকুলিঙ্গ। (সুশ্রুত)

বেশ্মকূল (পুং) বেশ্ম গৃহং কূলমস্তীতি কূল-ক। চচেণ্ডা। চলিত চিচিঙ্গা। (রাজনি°)

বেশ্মন্ (ক্লী) বিশন্ত্যত্রেতি বিশ-মনিন্। ১ গৃহ। (অমর)

বেশ্মনকুল (পুং) বেশ্মনো গৃহস্য নকুলঃ। গন্ধমূষিক, ছুছুন্দরী, ছুচা। (শব্দরত্না°)

বেশ্মভূ (স্ত্রী) বেশ্মনো ভূঃ। গৃহকরণযোগ্য ভূমি, পর্য্যায়—বাস্তু, যে জমিতে বাড়ী নির্ম্মাণ করা যায়। (অমর)

বেশ্মবাস (পুং) বাসবেশ্ম, বাসগৃহ, বাসঘর।

(কথাসরিৎসা° ৫৫।২৩৩)

বেশ্মস্ত্রী (স্ত্রী) বেশস্ত্রী, বেশ্যা।

বেশ্মান্ত (ত্রি) গৃহাভ্যন্তর।

বেশ্য (ক্লী) বেশে ভবং বেশ (দিগাদিভ্যঃ যৎ। পা ৪।৩।৫৪) যদ্বা বেশ্যায়ৈ হিতং বেশ্যা-যৎ। ১ বেশ্যালয়। (মেদিনী) (ত্রি) ২ প্রবেশার্হ। "শততমং বেশ্যং সর্ব্বতাতা" (ঋক্ ৪।২৬।৩) 'বেশ্যং প্রবেশার্হং' (সায়ণ)

বেশ্যা (স্ত্রী) বেশমর্হতি বেশেন দীব্যতি আচরতি, বেশেন পণ্যযোগেন জীবতি বা বেশ যৎ-টাপ্। স্বনামখ্যাতা নারী, চলিত খানকী, পর্য্যায়—বারস্ত্রী, গণিকা, রূপাজীবা, বেশ্যা, স্মরা, শালভঞ্জিকা, বর্ব্বরা, শূলা, বারবিলাসিনী বারবাণী, ভণ্ডহাসিনী, লঞ্জিকা, বন্ধুরা, কুম্ভা, কামরেখা, বর্ব্বটী, সাধারণস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা, পণাঙ্গনা, ভুজিষ্যা, বারবধূ, ভোগ্যা, স্মরবীথিকা। (রাজনি°)

পরপুরুষগামিনী স্ত্রী, সাধারণতঃ বেশ্যা নামে অভিহিতা। কিন্তু শাস্ত্রে ইহার ভেদ কল্পিত হইয়াছে—

"পতিব্রতা চৈকপত্নী দ্বিতীয়ে কুলটা স্মৃতা।
তৃতীয়ে বৃষলী জ্ঞেয়া চতুর্থে পুংশ্চলী মতা॥
বেশ্যা তু পঞ্চমে ষষ্ঠে যুঙ্গী চ সপ্তমেঽষ্টমে।
তত ঊর্দ্ধং মহাবেশ্যা সাঽস্পৃশ্যা সর্ব্বজাতিষু॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩১ অ°)

যে স্ত্রী একপতিরই সেবা করে, তাহাকে পতিব্রতা, পুরুষদ্বয়সেবিনী স্ত্রী কুলটা, পুরুষত্রয়গামিনী স্ত্রী বৃষলী, চতুর্থ পুরুষগামিনী স্ত্রী পুংশ্চলী, পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষসেবিনী বেশ্যা, সপ্তম ও অষ্টম পুরুষসেবিনী স্ত্রী যুঙ্গী এবং এতদতিরিক্ত পুরুষসংসর্গিণীকে মহাবেশ্যা কহে। ঐ মহাবেশ্যা সকল জাতির অস্পৃশ্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আরও লিখিত আছে,

যে দ্বিজ কুলটা, বৃষলী, পুংশ্চলী প্রভৃতিতে উপগত হয়, সে অবটোদ নামক নরকে গমন করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কুলটাগামী শতবর্ষ, বৃষলীগামী তদপেক্ষা চতুর্গুণকাল, পুংশ্চলীগামী তদপেক্ষা ষড়্গুণকাল, বেশ্যাগামী তাহা হইতে ৮ গুণ কাল, যুঙ্গীগামী তদধিক দশগুণকাল এবং মহাবেশ্যাগামী তদপেক্ষা শতগুণকাল ঐ নরকে বাস করে। কুলটাদি সমুদয় গমনেও মহাবেশ্যাগামীর তুল্যকাল নরকভোগ হয়।

উক্তরূপে নরকভোগের পর কুলটাগামী তিত্তিরী, বৃষলীগামী কাক, পুংশ্চলীগামী কোকিল, বেশ্যাগামী বক, যুঙ্গীগামী শূকর, ও মহাবেশ্যাগামী শ্মশানের শাল্মলী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে।

বেশ্যা মৃত্যুর পর বেধন-নরকে, যুঙ্গী দণ্ডতাড়ন-নরকে, মহাবেশ্যা জলবন্ধ-নরকে, কুলটা দেহচূর্ণক-নরকে, পুংশ্চলী দলন নামক নরকে, ও বৃষলী শোষক-নরকে বাস করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। সেইস্থানে মন্বন্তর পর্য্যন্ত বিষ্ঠামূত্র ভোজন করিয়া পরে লক্ষবর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া ভোগাবসানে শুচি হয়

ব্রাহ্মণী শূদ্রের ভোগ্যা হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তপ্তশৌচোদকপূর্ণ গাঢ় অন্ধকারযুক্ত অন্ধকূপ নরকে নিমগ্ন হইয়া দিবানিশি অনাহারে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। পরে সহস্র জন্ম কাকী, শতজন্ম শূকরী, শতজন্ম কুক্কুরী, সপ্তজন্ম শৃগালী, সপ্তজন্ম পারাবতী ও সপ্তজন্ম বানরী হইয়া পরিশেষে চাণ্ডালীদেহ ধারণের পর বন্ধ্যা বা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইয়া পাপভোগের পর শুদ্ধা হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩১ অ°)

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে যে, বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিলে পাপ ক্ষয় হয়। ইহাতে অশক্ত হইলে একটী ধেনুদান করিবে। এই প্রায়শ্চিত্ত সকৃৎ অর্থাৎ একবার গমনে জানিতে হইবে। অভ্যাসে নহে, অর্থাৎ ক্রমাগত বেশ্যাগমন করিলে এই প্রায়শ্চিত্তে পাপ ক্ষয় হইবে না, তখন কৃচ্ছ্রসাধ্য চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। চান্দ্রায়ণে ঐ পাপ ধ্বংস হইবে।

"বেশ্যাগমনপাপং প্রকীর্ণকং, তস্য প্রায়শ্চিত্তং তত্র সম্বর্ত্তঃ পশুবেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে॥"

"তেন বেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যং। তদশক্তৌ ধেন্বেকা। এতৎসকৃদ্গমনে, অভ্যাসে তু চান্দ্রায়ণেন চৈকেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেদিতি আপস্তম্ববচনাচ্চান্দ্রায়ণং" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

বেশ্যায় অন্নভোজন করিতে নাই, যে দ্বিজ বেশ্যায় অন্নভোজন করে, সে কালসূত্র নরকে গমন করে, এবং শতবর্ষ কাল নরক ভোগ করিয়া শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ও সেই জন্মে নানাবিধ রোগ ভোগ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

"পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে বেশ্যান্নঞ্চ পতিব্রতে।
তদন্নমেব দ্বিজো যো হি কালসূত্রং প্রযাতি সঃ॥
শতবর্ষং কালসূত্রে স্থিত্বা শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবম্।
তত্র জন্মনি রোগী চ ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্দ্বিজঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩১ অ°)

বেশ্যাদর্শন করিয়া যাত্রা করিলে শুভ হয়।

"ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নিঃ
দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভো দ্বিজনৃপগণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥"

বেশ্যাগণ (পুং) বেশ্যানাং গণঃ। বেশ্যাসমূহ। পর্য্যায় বেশ্যাবাট।

বেশ্যাঙ্গনা (স্ত্রী) কুলটা স্ত্রী।

বেশ্যাচার্য্য (পুং) বেশ্যানামাচার্য্যঃ। পীঠমর্দ্দ। ভেড়ুয়া।

বেশ্যাজনসমাশ্রয় (পুং) বেশ্যাজনানাং সমাশ্রয়ঃ অবস্থানং। বেশ্যালয়। পর্য্যায়—বেশ, বেশ্যাশ্রয়, পুর, বেশ্ম। (জটাধর)

বেশর (পুং) অশ্বতর, খর, গর্দ্দভ। (ভূরিপ্র°)

বেষ (পুং) বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি অনেন বেষঃ, পচাদিত্বাদচ্। ১ নেপথ্য, বেশরচনাস্থান। ২ বেশ্যাজনাশ্রয়, বেশ্যাগৃহ।

"গৃহদ্বারে গণিকায়াঃ সন্নিধি বেশো ভবেত্তু তালবাঃ।
তালবো মূর্দ্ধন্যোষ্ঠলক্ষণে আচার্য্যৈঃ॥" (উষ্মবিবেক)

৩ সংস্থান বিশেষ।

"যস্ত বেষস্ত যদ্রূপং বেষো যশ্চ পরাক্রমঃ।" (রামা° ১।১৭।১২)

বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি কর্ত্তরি অচ্‌, পচাদ্যচ্। ৪ কর্ম্ম। (নিঘণ্টু ২।১) বিষ ব্যাপ্তৌ ঘঞ্। ৫ ব্যাপ্তি। "কর্ম্মণে বাং বেষায় বাং" (শুক্লযজু° ১।৬) 'বেষায় চ বিষ ব্যাপ্তৌ ঘঞ্, বেষো ব্যাপ্তিঃ' (মহীধর) (ত্রি) ৬ কার্য্যপরিচালন।

বেষকার (পুং) বেষ্টন।

বেষণ (পুং) বিষ ব্যাপ্তৌ ল্যু। ১ কাসমর্দ্দ। (হারাবলী) (ক্লী) বিষ-ল্যুট্। ২ প্রবেশন। ৩ পরিচর্য্যা। "অব স্মযস্ত বেষণে স্বেদং" (ঋক্ ৫।৭।৫) 'স্তোমৈর্বেষণে পরিচর্য্যায়াং' (সায়ণ)

বেষণা (স্ত্রী) বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতীতি বিষ-ল্যু-টাপ্। বিতুন্নক বৃক্ষ, ধন্যা। (রত্নমালা)

বেষদান (পুং) সূর্য্যখোক্তা।

বেষধারিন্ (ত্রি) বেষ-ধৃ-ণিনি; কপটতপস্বী। বেশধারক। জাতি বিশেষ।

বেষবৎ (ত্রি) বেষ মতুপ্ মস্য ব। বেশযুক্ত, বেশবিশিষ্ট।

বেষবার (পুং) বেসবার। (রায়মুকুট)

বেষশ্রী (ত্রি) সুললিত বাক্যযুক্ত (মন্ত্র)। (শতপথব্রা° ৮।৪।৩।৩)

বেষিন্ (ত্রি) বেশধারী।

বেষ্ক (পুং) জীবননাশক ফাঁস। (শতপথব্রা° ৩।৮।১।৫)

বেষ্ট, বেষ্টন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বেষ্টতে। লিট্ বিবেষ্টে। লুট্ বেষ্টিতা। লুঙ্ অবেষ্টিষ্ট, অবেষ্টিষ্টাম্। অবেষ্টিষত। সন্ বিবেষ্টিষতে। যঙ্ বেবেষ্ট্যতে। যঙ্‌লুক্ বেবেষ্টি। ণিচ্ বেষ্টয়তি। লুঙ্ অবিবেষ্টৎ, অববেষ্টৎ।

বেষ্ট (পুং) বেষ্ট ঘঞ্। ১ বেষ্টন। (শব্দমালা)
২ শ্রীবেষ্ট নামক সুগন্ধকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ। (রাজনি°)
৩ নির্য্যাস, আটা। (বৈদ্যক) ৪ মুখরোগবিশেষ।
"দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যঃ স্রাবশ্চাপ্যবলীয়তে।" (সুশ্রুত ২।৬)
এই রোগ দন্ত বিচলিত এবং তাহার অবধারণ হয়।

বেষ্টক (ক্লী) বেষ্টতে ইতি বেষ্ট ণ্বুল্। ১ উষ্ণীষ। শব্দরত্না°
২ নির্য্যাস, আটা। ৩ শ্রীবেষ্ট। (পুং) ৪ প্রাচীর। ৫ কুষ্মাণ্ড। (ত্রি) ৬ বেষ্টন কারক। ৭ বকুল। (রত্নমালা)

বেষ্টকাপথ প্রাচীন শিবস্থান। "শ্রেষ্ঠং কোটেশ্বরং তথৈব হরিহরং বেষ্টকাপথে।" (সহ্যাদ্রি ১।২৯।১৪)

বেষ্টন (ক্লী) বেষ্ট্যতে ইতি বেষ্ট ল্যু। ১ কর্ণশষ্কুলী। ২ উষ্ণীষ। ৩ মুকুট। ৪ বৃতি, বেড়া। (মেদিনী) ৫ গুগ্‌গুলু। (শব্দচ°) ৬ বলয়ন। (রঘু ৪।৭৮) ৭ খর্পর-পোলিকা। (বৈদ্যকনি°)

বেষ্টনক (পুং) বেষ্টনেন কায়তীতি কৈ-ক। রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—"উরুং পাদমেকঞ্চ ভুজাভ্যাং বেষ্টয়েদ যদি। কামুকস্কাশ্রিতাং নারীং বন্ধো বেষ্টনকঃ স্মৃতঃ।" (রতিমঞ্জরী)

বেষ্টনবেষ্টক (পুং) বেষ্টনেন বেষ্টতে ইতি বেষ্ট ণ্বুল্। রতিবন্ধবিশেষ।
"উরুং পাদদ্বয়ং নাথা ভুজাভ্যাং বেষ্টয়েদ্ যদি।
করাভ্যাং কণ্ঠমালিঙ্গ্য বন্ধো বেষ্টনবেষ্টকঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

বেষ্টপাল (পুং) যোদ্ধভেদ। (তারানাথ)

বেষ্টবংশ (পুং) বেষ্টঃ বেষ্টনকারী বংশঃ। কণ্টকিন, চলিত বেউড়বাঁশ বা বেড়বাঁশ। (শব্দচ°)

বেষ্টব্য (ত্রি) বেষ্টনযোগ্য।

বেষ্টসার (পুং) বেষ্টানাং সারো যত্র। শ্রীবেষ্ট। (রাজনি°)

বেষ্টা (স্ত্রী) হরীতকী। (বৈদ্যকনিঃ)

বেষ্টিত (ত্রি) বেষ্ট ক্ত। নদী বা প্রাচীরাদি দ্বারা রুদ্ধবেষ্টন, চলিত বেড়া, পর্য্যায় বলয়িত, সংবীত, রুদ্ধ, আবৃত। (অমর) (ক্লী) ২ রুদ্ধ। ৩ লাসক। ৪ করণভেদ। (মেদিনী)

বেষ্টিতক (ত্রি) বেষ্টিত স্বার্থে কন্। বেষ্টিত শব্দার্থ।

বেষ্প (পুং) বেবেষ্টীতি বিষ ব্যাপ্তৌ (পানীবিবিষ্ভ্যঃ পঃ। উণ্ ৩২৩) ইতি প। পানীয়। (উজ্জ্বল)

বেস, গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ সক সেট্। লট্ বেসতি। লুঙ্ অবেসীৎ। ণিচ্ বেসয়তি। লুঙ্ অবিবেসৎ।

বেসন (স্ত্রী) বেস-ল্যুট্। বিদলচূর্ণ, ডাইলের গুঁড়া, চলিত ব্যাসন।
"পানসঞ্চণকামাষ মিস্তবা যন্ত্রপেষিতাঃ।
তচ্চূর্ণং বেসনং প্রোক্তং পাকশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥" (ভাবপ্র°)
নিস্তুষ চণকাদির ডাইল যন্ত্রপেষিত হইলে তাহার চূর্ণকে বেসন কহে। গুণ রুচিকর, বিষ্টম্ভজনক, বল ও পুষ্টিকর।
২ গমন।

বেসর (পুং) অশ্বতর। (হেম)

বেসর, (দেশজ) চলিত ব্যাসোর। নাসালঙ্কারভেদ।

বেসবার (পুং) ধন্যাকমরিচাদি পিষ্ট, চলিত বেসার বা বাটনা। ধনে জিরামরিচ প্রভৃতি পেষণ করিলে তাহাকে বেসবার কহে। পর্য্যায় উপস্কর, বেষবার, বেশবার। (মুকুট) ২ ব্যঞ্জন বিশেষ। ও পক্কমাংসভেদ।
"নিরস্থিপিশিতং পিষ্টং স্বিন্নং গুড়ঘৃতান্বিতং।
কৃষ্ণামরিচসংযুক্তং বেসবার ইতি স্মৃতং॥" (পরিভাষাপ্র°)
মাংস হইতে হাড়গুলি বাছিয়া সেই মাংস উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে, পরে ঐ পিষ্ট মাংস গুড়, ঘৃত, পিপুল ও মরিচের সহিত মিশ্রিত করিয়া সম্যক্ রূপে সিদ্ধ করিলে বেসবার প্রস্তুত হয়। গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ ও বলোপচয়কারক। (রাজব°)
বেসবারগণ—
"অজাজী মরিচং শুণ্ঠী গ্রন্থিধান্যনিশাদ্বয়ম্।
পিপ্পলী দাড়িমশ্চেতি বেসবারগণোমতঃ॥" (রাজনি°)
জীরা, মরিচ, শুঁঠ, পিপুলমূল, ধনে, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপ্পলী ও দাড়িম এই সকল দ্রব্য বেসবারগণ।

বেসবারীকৃত (ত্রি) বেসবারগণদ্বারা সংস্কৃত।

বেসারা, রঙ্গপুরবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ভেদ।

বেস্তুক, বেস্তুগি, দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাজা। [দেবগিরি ও যাদবরাজবংশ দেখ।]

বেসেড়া (দেশজ) ১ যাহারা ভিন্ন দেশে বাসা করিয়া একত্র বাস করে। ২ বাসি ও এড়া, পর্য্যুষিত।

বেহ, যত্ন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বেহতে। লিট্ বিবেহে। লুঙ্ অবেহিষ্ট। লুট্ বেহিতা। লৃট্ বেহিষ্যতে। সন্ বিবেহিষতে। যঙ্ বেবেহ্যতে। ণিচ্ বেহয়তি। অবিবেহৎ।

বেহৎ (স্ত্রী) বিশেষেণ হন্তি গর্ভমিতি বি-হন-অতি সংজ্ঞত্বাৎ সাধুঃ। বেহৎ (উণ্ ২।৮৫) গর্ভোপঘাতিনী গৌঃ। (অমর) 'অনৃতো দ্ব্যাপগমনাদিবশাৎ যস্যা গর্ভপাতো ভবতি সা। বিহন্তি গর্ভং বেহৎ হন্ গত্তৌ বধে ক্বিপ্ নিপাতঃ।' (ভরত) গর্ভোপঘাতিনী গৌঃ। যে গোরু ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে বৃষের সহিত সঙ্গত হইয়া গর্ভ নষ্ট করে।
"বশা চ মে বৃষভশ্চ মে বেহচ্চ মেহনড্বাংশ্চ মে" (শুক্লযজু° ১৮।২৭)
জাতিবাচক শব্দের সহিত সমাস হইলে ইহার পরনিপাত হয়। যেমন "বেহচ্চ সা গৌশ্চেতি" বেহৎ এমন গো=গোবেহৎ (কর্ম্মধা)। (পা ২।১।৬৫)
৩ ঝিলম্ বা বিতস্তা নদী (Hydaspes)। [বিতস্তা দেখ।]

বেহাই (দেশজ) বৈবাহিক, কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর।

বেহায়া (পারস্য, বে বিহীন হায়া লজ্জা) নির্লজ্জ, লজ্জাহীন।

বেহার (পুং) স্বনামখ্যাত দেশ বিশেষ। (মৎস্যসূক্ত ৫০ পটল) [বিহার দেখ]

বেহারা (দেশজ) যানবাহক, কাহার।
বাগ্দী, বাউরি, চণ্ডাল, রবানী কাহার, গুড় প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে এই উপাধি প্রচলিত আছে। সচরাচর ঐ সকল জাতি পাল্কী বহন করে বলিয়া 'বেহারা' নাম হইয়া থাকিবে। কাহারও মতে 'ব্যবহার' শব্দ হইতে বেহারা হইয়াছে। উড়িষ্যায় নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তেলি, গন্ধবণিক, ধাকরা, কুম্ভার, ভূঁয়া ও কেওট প্রভৃতি জাতির প্রধান বা মণ্ডলের 'বেহারা' উপাধি আছে। ইহা 'ব্যবহর্ত্তা' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। গোঁড়জাতির মধ্যে 'বেহারা বিশেষ সম্মানিত।

বেহারিনাথ, বঙ্গের একটী শৈলশৃঙ্গ।

বেহালা ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে সবরেজেষ্টরী, ডাকঘর ও স্কুল আছে।

বেহালা, বাহলীন শব্দজ। ইংরাজী Violin, ইতালী Viola, সম্ভবতঃ এই শব্দটী ভিয়োলো শব্দ হইতে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে। বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

বেহির মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। পরিমাণ ১৪৫১ বর্গ মাইল।
২ উক্ত তহসীলের অধীন একখানি গণ্ডগ্রাম। বালাঘাট সহর হইতে ৪১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশ গোঁড় ও প্রধানের বাস। এখন সেরূপ সমৃদ্ধিশালী না হইলেও এক সময়ে যে এই স্থানে বহুলোকের বাস ছিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। বালাদার পাথরে নির্ম্মিত সূক্ষ্ম তাক্ষশিল্পসমন্বিত অতি প্রাচীন ও অতি বৃহৎ ১০টী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। সেগুলিকেই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।

বেহিস্তুন (বেহিস্তান) পারস্য দেশের সীমান্তে কিরমাণশাহ

হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। নানা ভাস্কর্শিল্পযুক্ত প্রস্তরশোভিত একটী গিরিশৈলের পাদদেশে এই গ্রামটী। এই গ্রামে নানাস্থানে সুদৃঢ় মর্ম্মর-প্রস্তরের স্তম্ভ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এ ছাড়া অখমনী-বংশের সময়ে উৎকীর্ণ বহু কীলরূপা শিলালিপি বিদ্যমান। উহাতে বাহ্লিক-মদ্র (Bactro-Medo)-বাসী দারয়বুসের অধিকারভুক্ত বহুতর ইরাণীয় জাতির নাম দৃষ্ট হয়। এখানকার দুইখানি ফলকলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উহার এক খানিতে গোতার্জ্জের (Gotarzes) সময়কার তৎ গ্রীকলিপি এবং অপর খানিতে পার্সিপোলিসের ভাস্কর্য্যশিল্প সমলঙ্কৃত! এই ২য় ফলকে ১০০০ পংক্তিযুক্ত কীললিপি আছে, ইহাতে দারয়বুস্ বিস্তাস্পের (Darius Hystaspes) ধর্ম্মমত, বাবেরুদলের কথা, এবং তাঁহার হস্তে উপপতি বা শাসনকর্ত্তা নেবুনেতের পুত্র নেবুকাদ নেজারের শাসনকাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

কীলরূপা শিলালিপিতে এইস্থান 'বঘিস্থান' নামে খ্যাত। প্রবাদ, এই স্থানেই রাণী সেমিরামিসের প্রমোদ-উদ্যান ছিল।

এখানে দারয়বুস্ বিস্তাস্পের যে সুবৃহৎ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা তিনভাষায় লিখিত—প্রাচীন পারস্য, বাবেরু (Babylonian), ও শাক। কিরূপে তিনি নিজ সাম্রাজ্য করদূরধর্ষ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, কিরূপে তিনি অবস্থা শাস্ত্র ও তাহার টীকা উদ্ধার করেন, তাহার পরিচয় উক্ত লিপিতে বিবৃত হইয়াছে।

ভাষাবিদ্গণ উক্ত শাকলিপির ভাষাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দে ব্যবহৃত মদ্রদিগের ভাষা বলিয়া গণ্য করিলেও ঐ ভাষার সহিত দ্রাবিড়ীয় ভাষার উগ্রশ্রেণীর সহিত যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। একারণ অনেকে মনে করেন মদ্র-পারস্য (Medo-Persians) জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উগ্রায় ভাষাতেই শাকেরা কথা বলিত, তুর্কী বা মোঙ্গলীয় ভাষায় নহে।

বেহোশ, (পারস্য বে বিহীন হোশ জ্ঞান) অজ্ঞান, সংজ্ঞাহীন, অচৈতন্য, মত্ত।

বেহ্ল, চলন, গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ সক° সেট্। লট্ বেহ্লতি। লিট্ বিবেহ্ল। লুট্ বেহ্লিতা। লুঙ্ অবেহ্লীৎ। সন্ বিবেহ্লিষতে। যঙ্ বেবেহ্লতে। ণিচ্ বেহ্লয়তি। অবিবেহ্লৎ।

বৈ, শোষণ। ভ্বাদি পরস্মৈ অক° অনিট্। লট্ বায়তি। লিট্ ববৌ। লুট্ বাতা। লুঙ্ অবাসীৎ। লৃট্ বাস্যতি। সন বিবাসতি। যঙ্ বাবায়তে। ণিচ্ বাপয়তি। ক্ত বানঃ, নির্ব্বাণঃ।

বৈ, (অব্যয়) এ অব্যয় পাদপূরণ, সম্বোধন, অনুনয় ও নিশ্চয়ার্থবোধক।

বৈংশতিক (ত্রি) বিংশত্যা ক্রীত=বিংশতিক-অণ্ (পা ৫।১।২১) বিংশতিদ্বারা ক্রীত, যাহা বিংশতিদ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে।

বৈঁচি, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ৪৪ মাইল দূরে গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৫´ ৩৫" পূঃ। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ষ্টেসন আছে। এক সময়ে এখানে প্রসিদ্ধ ডাকাতের দল ছিল।

বৈকংসেয় (পুং) বিকংসা-ঢক্ অপত্যার্থে (পা ৪।১।১২০)

বৈকক্ষ, (ক্লী) বিশেষেণ কক্ষতি ব্যাপ্নোতি বি-কক্ষ-অণ্। তির্য্যক্ভাবে কক্ষাবলম্বী হার বা মাল্য ভেদ; অর্থাৎ যে হার বা মাল্য যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বক্ষঃ ও কক্ষ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত থাকে।

বৈকক্ষ (পুং) বস্ত্র ভেদ। (ভাগবত ৫।১৬।২৬)

বৈকক্ষক (ক্লী) বৈকক্ষ-কন্ স্বার্থে। বৈকক্ষ শব্দার্থ।

বৈকঙ্কত (পুং) ১ বৃক্ষ বিশেষ, চলিত বৈঁচ। পর্য্যায় স্রুচিকর, শ্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, ব্যাঘ্রপাৎ, কণ্টকারী, বিকঙ্কত। (ত্রি) বিকঙ্কতস্যাবয়বো বিকারো বা বিকঙ্কত-অণ্ পলাশাদিভ্যো বা (পা ৪।৩।১৪১) ২ বিকঙ্কত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি। "স পালাশে বা স্রুবে বৈকঙ্কতে বা"। (শতপথব্রা° ৫।২।৩।১৫)

বৈকটিক (পুং) ১ বিকট সম্বন্ধীয়, বিভীষিকা সম্বন্ধীয়। ২ মণিকার, জহরী।

বৈকট্য (ক্লী) বিকটের ভাব বা ধর্ম্ম, বিকটতা।

বৈকতিক (পুং) মণিকার, জহরী। (হেমচন্দ্র)

বৈকথিক (ত্রি) বিকথায়াং সাধুঃ। যে মিথ্যাশ্লাঘায় পটু।

বৈকয়ত (পুং) জাতিবিশেষ।

বৈকয়তবিধ (পুং) বৈকয়তানাং বিষয়োদেশঃ ইতি বিধল্। বৈকয়তদিগের দেশ। (পা ৫।২।৫৪)

বৈকর (ত্রি) বিকরাৎ প্রাক্ দীব্যতি বিকর-অঞ্ (পা ৪।১।১৮৬) বিকরের পূর্ব্বে ক্রীড়িত প্রভৃতি।

বৈকরঞ্জ (পুং) সঙ্করজাতীয় সর্পবিশেষ। দর্ব্বীকর (ফণাযুক্ত), মণ্ডলী (ফণাহীন) ও রাজিমান্ (রেখাযুক্ত), এই তিন প্রকারের পরস্পর মিশ্রণে উৎপন্ন সর্পসমূহ বৈকরঞ্জ নামে অভিহিত হয়। ইহারা আবার মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজি ভেদে তিন প্রকার। কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সঙ্গমে মাকুলি, রাজিল ও গোনসের সঙ্গমে পোটগল এবং কৃষ্ণসর্প ও রাজিমানের সঙ্গমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। মাকুলির বিষ পিতৃবংশের ন্যায় এবং পোটগল ও স্নিগ্ধরাজির বিষ মাতৃবৎ হইয়া থাকে। ইহারা আবার দিব্যলেপ, রোধপুষ্প, রাজিচিত্রক, পোটগল, পুষ্পা-

ত্রিকীর্ণ, দন্তপুণ ও বেজিতক ভেদে সাত প্রকার; তন্মধ্যে আদ্য তিনটী যাজিমানের ন্যায়, অবশিষ্টগুলি মণ্ডলীর ন্যায়।

বৈকর্ণ (পুং) বিকর্ণস্যাপত্যমিতি বিকর্ণ-অণ্ (বিকর্ণশুঙ্গচ্ছগলাৎ বৎসভরদ্বাজাত্রিষু। পা ৪।১।১১৭) ১বাৎস্যমুনি। (সিদ্ধান্তকৌ°) ২ জনপদবিশেষ।

"বৈকর্ণয়োর্জনান্ রাজা রুক্তঃ" (ঋক্ ৭.১৮।১১)

'বৈকর্ণয়োর্জনপদয়োর্বিদ্যমানান্'। (সায়ণ)

৩ অক্ষচক্র।

'হিরণ্যপর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মন্মনসাং করোতু।' (পার°গৃহ° ২।৪)

বৈকর্ণায়ন (পুং) বিকর্ণের গোত্রাপত্য।

বৈকর্ণি (পুং) বিকর্ণের অপত্য। বাৎস। (পা ৪।১।১১৭)

বৈকর্ণেয় (পুং) কাশ্যপের কুলধর ইত্যর্থে বিকর্ণ শব্দের উত্তর ঢক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। (পা ৪।১।১২৪)

বৈকর্ত্ত (ক্লী) প্রৌঢ় মাংসখণ্ড। (ঐত° ব্রা° ৭।১)

বৈকর্ত্তন (ত্রি) ১ সূর্য্যের পুত্র। ২ কর্ণ। ৩ সূর্য্যসম্বন্ধীয়। ৪ সূর্য্যবংশীয়। ৫ সুগ্রীবের পূর্ব্বপুরুষ।

বৈকর্ম্ম (পুং) বিকর্ম্মের ভাব, অপকর্ম্ম।

বৈকর্ম্ম্য (ক্লী) বিকর্ম্মের ভাব বা ধর্ম, কর্ম্মহীনতা।

বৈকল্প (ত্রি) বিকল্প বা বিকৃতভাব।

বৈকল্পিক (ত্রি) বিকল্পেন প্রাপ্তঃ তত্র ভবো বা বিকল্প ঠক্। ১ পক্ষপ্রাপ্ত, যাহা এক পক্ষে হয়। ২ সন্দেহযোগ্য।

বৈকল্য (ক্লী) ১ বিকলতা, বিকলের ভাব বা ধর্ম। ২ কাতরতা। ৩ বিকৃতভাব। ৪ খঞ্জত্ব। ৫ অঙ্গহীনতা। ৬ ন্যূনতা। ৭ অভাব। ৮ অসম্পূর্ণ।

বৈকায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

বৈকারিক (ত্রি) ১ 'বিকারপ্রাপ্ত, রূপান্তরিত, অন্যথাভাব প্রাপ্ত, এক প্রকার হইতে অন্য প্রকারে পরিণত। (ক্লী) বিকার এব বিকার-ঠক্। ২ বিকার।

বৈকারিমত (ক্লী) বিকারপ্রাপ্ত মত, যা[..]র বিকার ভাব। (পা ২।২।৩১)

বৈকার্য্য (ক্লী) ১ বিকারের ভাব বা ধর্ম। ২ বিকারের যোগ্য, যাহা বিকার প্রাপ্ত হইতে পারে।

বৈকাল (পুং) বিকাল, অপরাহ্ণ, শেষবেলা।

বৈকাল, রুষাধিকৃত এসিয়ার মঙ্গোলিয়া বিভাগে অবস্থিত একটী বিস্তৃত হ্রদ। ইহা দৈর্ঘে ৪০০ মাইল এবং প্রস্থে সর্ব্বত্রই প্রায় ৪৫ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ১৭১৫ ফিট উচ্চ। এখানে সীল প্রভৃতি নানা জাতীয় মৎস্য পাওয়া যায়। ঐ কারণে কএকখানি বাষ্পীয় পোত ইহার তীরে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে। বিগত রুষ-জাপানে যুদ্ধের সময় এই হ্রদের বরফের উপর দিয়া রুষগণ রেলপথ বিস্তার করেন। দুঃখের বিষয়, বরফ ভাঙ্গিয়া একখানি সৈন্তপূর্ণ গাড়ী ঐ জলগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ইহার সন্নিকটে ধাতব জলপূর্ণ কয়েকটী প্রস্রবণ আছে। হ্রদের উত্তর পূর্ব্বকোণে ওলিওহন নামক দ্বীপ। এখানে ভ্রমণকারী মঙ্গোল ও পূলাস্তে জাতিরা প্রায়ই আসিয়া থাকে।

বৈকালিক (ত্রি) বিকালে ভবঃ বিকাল-ঠক্। ১ বিকালে জাত, অসময়ে উৎপন্ন। ২ বিকাল সম্বন্ধীয়।

বৈকালিক (দেশজ) বৈকালে অর্থাৎ অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নে দেবতাদিগের উদ্দেশে যে ফলাদি উপহার উৎসর্গ করা হয়।

বৈকাশেয় (পুং) বিকাশের অপত্যাদি। (পা ৪।১।১২৩)

(ত্রি) বিকাশের উপযুক্ত, প্রকাশের যোগ্য।

বৈকি[ক্কি] (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

বৈকির (ত্রি) বিকির বা প্রস্রব[..]স্থির জল। (সুশ্রুত)

বৈকূট্যাসীয় (ত্রি) বিকূটাস সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

বৈকুণ্ঠ (পুং) ১ কৃষ্ণ। (ভাগবত ১।১৫।৩৬)

এই শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুরুষোত্তম[..] বৈকুণ্ঠে বিকুণ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য বৈকুণ্ঠ নাম হইয়াছে।

বিকুণ্ঠায়া অপত্যং বৈকুণ্ঠঃ শিবাদিত্বাৎ অঃ।

"চাক্ষুষান্তরে দেবো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।

বিকুণ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে বৈকুণ্ঠৈর্দৈবতৈঃ সহ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

আরও লিখিত আছে যে কুণ্ঠা শব্দে মায়া, যাহার বিবিধ প্রকার মায়া বিদ্যমান আছে, তিনি বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত। কুণ্ঠতানয়া, কুণ্ঠা মায়া বিবিধা কুণ্ঠা মায়া বিদ্যতেঽস্য বৈকুণ্ঠঃ (বিষ্ণুর সহস্রনামটীকায় শঙ্করাচার্য্য)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে, বিষ্ণুর নাম, নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি একাদশ নাম দিনে পাঠ করিলে বা কাহার দ্বারা পাঠ করাইলে জন্মকোটি সহস্র বর্ষের পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥
ইত্যেকাদশনামানি পঠেদ্বা পাঠয়েদ্যদি।
জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদবমুচ্যতে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম খ° ১১০ অ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বৈকুণ্ঠ নামের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে, কুণ্ঠ শব্দে জড় বা ক্রিয়াসমূহ, ইহাদিগকে যিনি বিশিষ্ট করেন, বেদচতুষ্টয় তাঁহাকেই বিকুণ্ঠ বা প্রকৃতি বলিয়াছেন। ভগবান্ নির্গুণ হইলেও গুণ আশ্রয়পূর্ব্বক নিজ সৃষ্টি সংস্থাপনার্থে তাহাতে উৎপন্ন হন বলিয়া পণ্ডিতগণ পরিপূর্ণতম ঈশ্বরকে বৈকুণ্ঠনামে উল্লেখ করেন।

"কুণ্ঠং জড়ক বিকৌষং বিশিষ্টং করোতি য।
বিকুণ্ঠাং প্রকৃতিং যোঽস্মাদ্ব্যাপ্ত বসতি তাম্॥
তপস্যয়েণ ভগবান্ তস্যাং জাতঃ স্বয়ম্ভুবে।
পরিপূর্ণতমং তেন বৈকুণ্ঠক বিদুর্বুধাঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম° ১১১ অ°)

শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলোপাখ্যানে লিখিত আছে যে বৈকুণ্ঠ এই নাম করিলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়।

২ বিষ্ণুধাম বিশেষ, বিষ্ণুলোক। ভগবান্ যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহার নাম বৈকুণ্ঠধাম।

এই লোকের বিষয় পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, ক্ষিতিতলের উপরিভাগে ৮ কোটি যোজন উর্দ্ধে সত্য লোক প্রতিষ্ঠিত; সত্যলোকের উপার বৈকুণ্ঠলোক। এই লোক ভূলোক প্রমাণে অষ্টাদশ কোটি অধিক। এই লোকে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু বিরাজিত আছেন। বৈকুণ্ঠের উত্তরদিকে শৈবলোক।

"উপরিষ্টাৎ ক্ষিতেরষ্টৌ কোটয়ঃ সত্যমীরিতম্।
সত্যাদুপরি বৈকুণ্ঠো যোজনানাং প্রমাণতঃ॥
ভূর্লোকাৎ পরিসংখ্যাতঃ কোটিরষ্টাদশ প্রভো।
যত্রাস্তে শ্রীপতিঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদঃ॥
বৈকুণ্ঠাদুত্তরে শৈবো লোকঃ ষোড়শকোটয়ঃ॥
তির্য্যগেব মহারাজ কৈলাসাখ্যস্ত পর্ব্বতঃ॥"

(পদ্মপু° স্বর্গখ° ৩ অ°)

বিষ্ণুর এই ধাম শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, ব্রহ্মানন্দ, সুখ ও মোক্ষপ্রদ। শতকোটিকল্পেও এই স্থান বর্ণনা করিতে পারা যায় না। এই স্থান নানা জনাকীর্ণ, রত্নময় প্রাকার, সিংহাসন ও সৌধযুক্ত। এই বৈকুণ্ঠ লোকে অযোধ্যা নামে দিব্য এক নগরী ও এই নগরীতে হেমগোপুর প্রভৃতি মণিযুক্ত চারিটী দ্বার আছে। এই দ্বারের মধ্যে পূর্ব্ব দ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড নামে প্রহরীদ্বয়, দক্ষিণ দ্বারে ভদ্র ও সুভদ্রক, পশ্চিম দ্বারে জয় ও বিজয় এবং উত্তর দ্বারে ধাতা ও বিধাতা নামে প্রহরী সকল অবস্থিত আছেন। (পদ্মপু° উত্তরখ° ২৯ অ°) পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ২৯ ও ৩০ অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠের বর্ণনা আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বৈকুণ্ঠধাম সকল ধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ধাম ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে বায়ুকর্ত্তৃক ধার্য্যমাণ ও জরামৃত্যুনিবারক। ঐ নিত্যধাম ব্রহ্মলোক হইতে কোটি যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত, বিচিত্র রত্ননির্ম্মিত এবং কবিগণেরও বর্ণনাতীত, উহার রাজমার্গ পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা ভূষিত। এই ধামে স্বয়ং বিষ্ণু পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া রত্নকেয়ূর, রত্নবলয়, রত্ননূপুর ও রত্নালঙ্কার ভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে অবস্থিত আছেন। চতুর্ভুজ ভগবান্ সহাস্যবদনে কোটি কন্দর্পের শোভা ধারণ করিয়া বিরাজিত আছেন। কমলা তাঁহার চরণকমল সেবা করিতেছেন। এই ধামে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪ অ°)

অন্যান্য পুরাণে বৈকুণ্ঠের বৈষ্ণ্র নামও পাওয়া যায়। কেহ কেহ এই পুরীকে মেরু শিখরে, কেহ বা উত্তরসাগরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(পুং) ৩ বৈকুণ্ঠে স্থিত দেবগণ। ৪ ইন্দ্র। ৫ শ্বেতপত্র-তুলসী। ৬ ক্ষুদ্রতুলসী। (রাজনি°)

বৈকুণ্ঠ, কবিরাজ ভিক্ষুর গুরু। [বৈকুণ্ঠশিষ্য দেখ।]

বৈকুণ্ঠত্ব (ক্লী) বৈকুণ্ঠের ভাব বা ধর্ম্ম। বিষ্ণুত্ব প্রভৃতি।

বৈকুণ্ঠনাথ আচার্য্য, গৃহপরিশিষ্টপ্রণেতা।

বৈকুণ্ঠপুর, বাঙ্গালার পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শোনপুণ্য সঙ্গমের ৫ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এই নগর একটী শৈবতীর্থ। শিবরাত্রি পর্ব্বে এখানে বহুলোক সমাগত হয়। বাঢ় ও ফতুয়ার মধ্যে এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-পথের একটী ষ্টেসন এবং সহরে মিউনিসিপালিটী আছে। পূর্ব্বে এই নগর অপেক্ষাকৃত বড় ও ধনজনপূর্ণ ছিল। এখানকার তন্তুবায়সমিতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিত। এখন সে কারবার নষ্ট হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠপুরী, একজন গ্রন্থকার। [বিষ্ণুপুরী দেখ।]

বৈকুণ্ঠবিষ্ণু, প্রবোধমঞ্জরী নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

বৈকুণ্ঠশিষ্য, অপর নাম কবিরাজ ভিক্ষু। বিবক্ষিতপ্রমাথিনী নাম্নী ষট্পদীটীকা ও সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

বৈকুণ্ঠাশ্রমিন্ (পুং) বৈষ্ণবমত নামক গ্রন্থকার।

বৈকুণ্ঠীয় (ত্রি) বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধীয়।

বৈকৃত (ক্লী) বিকৃতমেব (সান্নায্যাদ্যুক্তেতি। পা ৫।৪।৩৬) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অণ্। ১ বিকার।

"প্রায়েণ গতসত্ত্বানাং পুরুষাণাং গতায়ুষাং।
দৃশ্যমানেষু বক্ত্রেষু পরং ভবতি বৈকৃতম্॥" (রামায়ণ ৬।৪৮।৩২)

২ দুর্নিমিত্ত, দুষ্ট কর্ম। (ভারত ৩।১৩৭।৩)

৩ বীভৎস রস। (ত্রি) ৪ বীভৎসরসালম্বনে মাংস শোণিতাদি। (অমরটীকা ভরত)

৫ বিকারজাত। (ভাগবত ২।১০।৪৫) ৬ বিকৃতিসম্পন্ন।

৭ দুঃসাধ্য।

বৈকৃতজ্বর (পুং) অপ্রকৃত কালজাত বাতজ্বর। ইহার লক্ষণ—

"প্রায়েণানিলজো দুঃখং কালেষ্বন্যেষু বৈকৃতঃ।
হেতবো বিবিধাস্তস্য নিদানে সম্প্রদর্শিতাঃ॥ (চরক চি° ৩ অ°)

'বর্ষাদিষু বাতাদ্যাঃ ক্রমাদ্ যো জ্বরঃ স প্রাকৃতঃ, বর্ষাসু

বাতিকঃ শরদি পৈত্তিকঃ বসন্তে শ্লৈষ্মিকঃ অতোঽন্যো বৈকৃতঃ, তথা বর্ষাসু পৈত্তিক' ইত্যাদি। (মাধবনি°) সাধারণতঃ বর্ষাকালে বায়ু, শরৎকালে পিত্ত এবং বসন্তকালে শ্লেষ্মা কুপিত হয়, সুতরাং বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হইয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে প্রাকৃত জ্বর, ইহার অন্যথা হইলে বৈকৃত জ্বর হয়, অর্থাৎ বর্ষাকালে যদি পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর হয়, তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে। এইরূপ যে কালে যাহা স্বাভাবিক, সেই কালে তাহা না হইয়া অন্য রকম হইলে তাহা বৈকৃত বলিয়া কথিত হয়।

বৈকৃতবৎ (ত্রি) বিকৃত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বৈকৃত বিশিষ্ট, বৈকৃতযুক্ত।

বৈকৃতিক (ত্রি) নৈমিত্তিক।

বৈকৃত্য (ক্লী) বিকৃতস্যেব স্বার্থে-ষ্যঞ্। ১ বীভৎসরস। (ত্রি) ২ তদালম্বন।

'ত্রিষু বীভৎসবিকৃতং বৈকৃত্যং বিকৃতস্তথা।' (শব্দরত্না°)

বৈক্রান্ত (ক্লী) বিক্রান্ত্যা দীপ্যতি বিক্রান্তি অণ্। স্বনামখ্যাত মণিবিশেষ, চলিত চুনী। পর্য্যায় বিক্রান্ত, নীচবজ্র, কুবজ্রক, গোমাস, ক্ষুদ্রকুলিশ, জীর্ণবজ্র, গোনস। ইহা বজ্রের (হীরকের) ন্যায়গুণবিশিষ্ট। (রাজনি°)

বৈক্রান্তক (ক্লী) বৈক্রান্ত-স্বার্থে কন্। বৈক্রান্ত শব্দার্থ।

বৈক্রিয় (ত্রি) বিক্রিয়া সম্বন্ধীয়।

বৈক্লব (ক্লী) বিক্লব-অণ্। বিক্লব সম্বন্ধীয়।

বৈক্লব্য (ক্লী) বিক্লব-ষ্যঞ্। বিক্লবতা, জড়তা।

বৈক্লব্যতা (ক্লী) বৈক্লব্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বৈক্লব্য। জড়তা।

বৈখরী (স্ত্রী) বুদ্ধ্যুত্থিত কণ্ঠগত নাদরূপ বর্ণ, কণ্ঠ হইতে শব্দোৎপত্তির ব্যাপার বিশেষ।

"মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যঃ
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্মধ্যমাখ্যঃ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধস্তস্মাদ্ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসংঘঃ॥" (অলঙ্কারকৌস্তুভ)

বৈখানস (পুং) বিখনসং ব্রহ্মাণং বেত্তি তপসা, বিখনস্-অণ্। ১ বানপ্রস্থ। ২ বনচারী ব্রহ্মচারী বিশেষ। (লিঙ্গপু° ১০।৯) (ত্রি) বৈখানসস্যেদমিত্যণ্। ৩ বৈখানস সম্বন্ধী।

"বৈখানসং কিমনয়া ব্রতমাপ্রদানাৎ
ব্যাপাররোধি মদনস্য নিষেবিতব্যম্॥" (শকুন্তলা)

বৈখানস, ১ একজন আয়ুর্ব্বেদবিৎ। টোডরানন্দে ইহার উল্লেখ আছে। ২ অনেক শিল্পশাস্ত্রমচয়িতা। ৩ শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র নামক গ্রন্থত্রয় প্রণেতা।

বৈখানসতন্ত্র, তন্ত্রগ্রন্থভেদ।

বৈখানসীয়োপনিষদ্, একখানি উপনিষদ্গ্রন্থ। গোপালপূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদের সহিত ইহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যায়।

বৈখানসি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

বৈগ, ছোটনাগপুরবাসী খাড়ুয়ার জাতির একটী শাখা। ইহারা ভেকী খেলা দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। তদ্দেশের খর বাড়েয়াও বৈগ বা বৈরাগ উপাধিতে পরিচিত। ইহারা ভৌতিক প্রক্রিয়া দ্বারা স্থানীয় দেবতাদিগের শান্তিবিধান করিতে সমর্থ বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ। অনেকে ইহাদিগকে স্থানীয় আদিম অধিবাসী বলিয়াও মান্য করে।

মণ্ডলার আদিম অধিবাসীরাও বৈগ বা বৈগা নামে পরিচিত। কোন কোন স্থানে ইহারা গোঁড় জাতির পৌরোহিত্য করে। ইহারা সাধারণতঃ ভূমিজ উপাধিধারী। বিঞ্ঝবার, মুণ্ডিয়া ও ভিরোটিয়া নামক তিনটী থাকে ইহারা বিভক্ত। ঐ তিনটী থাকে আবার সাতটী বংশবিভাগ আছে। ইহারা এক গ্রামে গোঁড়দিগের সহিত বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদের সংস্পর্শে থাকে না। সদা পৃথক ভাবেই থাকে। ইহাদের ভাষা বিশুদ্ধ হিন্দী। ইহারা নির্ভীক, বিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা কর্ম্মঠ, কার্য্যতৎপর ও দৃঢ়কায়।

বৈগন্ধিক (পুং) গন্ধক। (বাভট উ° ২৯ অ°)

বৈগলেয় (পুং) ভূতগণবিশেষ। (হরিবংশ)

বৈগুণ্য (ক্লী) বিগুণস্য ভাবঃ বিগুণ ষ্যঞ্। বিগুণত্ব, বিগুণের ভাব, গুণরাহিত্য, বিকৃততা। ২ অপরাধ, দোষ। ৩ গুণ বিসম্বাদ। ৪ নীচতা।

পূজাদি কার্য্যে ভ্রমক্রমে যদি কোন বৈগুণ্য হয়, তাহা হইলে পূজাদির শেষে বৈগুণ্য সমাধান করিতে হয়। পূজার শেষে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিলে সকল দোষ বিনষ্ট হয়।

বৈগ্রহিক (ত্রি) শরীরসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

বৈগ্রেয় (পুং) বিগ্রের অপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

বৈঘস (পুং) হরিবংশ বর্ণিত একজন ব্যাধ। (হরিবংশ)

বৈঘাত্য (ক্লী) বিঘাতের যোগ্য। যাহাকে হনন করা যাইতে পারে।

বৈঙ্কি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (পা ১।৪।৬১)

বঙ্গি (পুং) প্রাচ্যগোত্রের অপত্য। বহুবচনে বৈঙ্কীয়।

বৈঙ্গেয় (ক্লী) বঙ্গদেশ।

বৈচক্ষণ্য (ক্লী) বিচক্ষণস্য ভাবঃ। বিচক্ষণত্ব, নৈপুণ্য, দক্ষতা।

বৈচিত্ত্য (ক্লী) চিত্তভ্রান্তি, অভিভ্রম।

বৈচিত্র (ক্লী) বিচিত্রস্য ভাবঃ অণ্। বৈচিত্র্য।

বৈচিত্রবীর্য্য (পুং) বিচিত্রবীর্য্যের অপত্য। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরাদি।

বৈজাবী (কাজী), একজন মুসলমান ঐতিহাসিক। সিরাজের নিকটবর্ত্তী বৈজা নামক গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি বলিয়া ইনি বৈজাবি নামে পরিচিত। পূর্ণ নাম নাসির উদ্দীন্ আবুল খৈর আবদুল্লা ইবন উমার অল বৈজাবি। ইনি কিছুকাল সিরাজ নগরীর কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০২ খৃষ্টাব্দে) তাব্রিজে জীবলীলা পরিসমাপ্তি করেন। তফ্‌সির বৈজাব বা আনবার উল তান্জিল নামক কোরাণের টীকা এবং আস্‌রার উল্ তাবিল নামক দুইখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

নিজামৎ ওৎয়ারিখ নামক একখানি ইতিহাস গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। ঐ গ্রন্থে আদম হইতে তাতার জাতির হস্তে খলিফাদিগের পতনকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কেহ কেহ বলেন আবু সৈয়াদ বৈজাবি এই শেষোক্ত গ্রন্থের রচয়িতা।

বৈজিক (ক্লী) বীজাদ্ধাগতং বীজ-ঠক্। ১ শিগ্রু তৈল। ২ হেতু। (মেদিনী) ৩ আত্মা। (শব্দমালা) (পুং) ৩ সদ্যোহঙ্কুর (ত্রি) ৬ বীজ সম্বন্ধী। ৫ বীর্য্যসম্বন্ধী।

"গার্ভৈ র্হোমৈর্জাতকর্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।

বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥" (মনু ২।২৭)

বৈজু, ভারতের একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা। তৎকালে নায়ক গোপাল ও তানসেন নামে তাঁহার সমকক্ষ আরও কএকজন গায়ক ছিল।

বৈজ্ঞানিক (ত্রি) বিজ্ঞানে যুক্তঃ বিজ্ঞান (তত্র নিযুক্তঃ। পা ৪।৪।৬৯) ইতি ঠক্। ১ নিপুণ, দক্ষ। ২ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। ৩ বিজ্ঞানবিদ্।

বৈটপ (পুং) বিটপের অপত্য। (পা ৪।১।১১২)

বৈট্টালিক (পুং) রুদ্রপূজক বিশেষ।

"যে রুদ্রমুপজীবন্তি কলৌ বৈট্টালিকা নরাঃ।

বৈড়ব, বীড়ুর অপত্য। (পঞ্চবিংশব্রা০ ১১।৮।৬)

বৈড়ালব্রত (ক্লী) বৈড়ালং বিড়ালসম্বন্ধি ব্রতম্। দুষ্টাচার বিশেষ, কপটাচার, ভিতরে ভিতরে পাপানুষ্ঠান করিয়া সাধুতা দেখান।

"যস্য ধর্মধ্বজো নিত্যং শক্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ।

প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্‌ব্রতম্॥"

(দানসাগরোদ্ধৃত যমবচন)

বৈড়ালব্রতি (পুং) অশনাদির অভাব হেতু কৃতব্রহ্মচর্য্য। যাহারা স্ত্রী না থাকাপ্রযুক্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে।

বৈড়ালব্রতিক (পুং) বিড়ালব্রতেন চরতীতি বিড়ালব্রত ঠক্। ছদ্মতপস্বী, পর্য্যায় ছদ্মতাপস, সঙ্গাতিসন্ধী। (ত্রিকা০) ভণ্ড-তপস্বী। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইহাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে নাই।

"পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।

হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥"

(বিষ্ণুপু° ৩।১৮ অ০)

বৈড়ালব্রতিন্ (পুং) বৈড়ালব্রতমস্যাস্তীতি ইনি। ছদ্ম তাপস, বিড়ালতপস্বী। ইহারা অতিশয় পাপী ও সকল ধর্ম্ম নাশক। মৃত্যুর পর ইহাদের তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম হয়।

"ছদ্মনা চরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি।

অলিঙ্গী লিঙ্গবেশেন যো লিঙ্গমুপজীবতি॥

স লিঙ্গিনাং হরেদেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে।

বৈড়ালব্রতিনঃ পাপাঃ সর্ব্বধর্ম্মবিনাশকাঃ।

সদ্যঃ পতন্তি পাপেষু কর্ম্মণস্তস্য তৎফলম্॥" (কূর্ম্ম উপ ৩অ

বৈডূর্য্য (ক্লী) বৈদূর্য্যমণি। বিড়ালাক্ষি।

বৈডূর্য্যকান্তি (ত্রি) বৈদূর্য্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট।

বৈডূর্য্যপ্রভ (পুং) নাগভেদ।

বৈডূর্য্যমণিময় (ত্রি বৈদূর্য্যমণি সদৃশ।

বৈডূর্য্যময় (ত্রি) বৈদূর্য্য স্বরূপ।

বৈডূর্য্যশিখর (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব

বৈডূর্য্যশৃঙ্গ (ক্লী) নগরভেদ। (কথাসরিৎসা ৬২।২৭

বৈণ (পুং) বেণু অণ্ উকারস্য লোপঃ। বেণু সম্বন্ধী।

"বেণান্ বেণত্ববাক্ষ্য বিনিকাগর্ণদীক্ষণ ম।" (হাঞ্জবর্ম্মা ১। ৬

বৈণব (ক্লী) বেণোরিদং বেণু অণ্। ১ বেণুফল। অমর (পুং) বেণোরবয়ব বিকারো বা বেণু (বিল্বাদ্যণ্ডাঞ্চ পা ৪।৩।১৩৬) ইত্যণ্। ২ উপনয়নে বেণুদণ্ড, উপনয়ন কালে বাঁশের যে দণ্ড দিতে হয় তাহাকে বৈণব কহে। পর্য্যায় বাঁশ (অমর) ৩ বেণু। (ভারত ৪।৫০।১৩) (ত্রি) ৪ বেণুসম্বন্ধ

বৈণবিক (ত্রি) বৈণবী বেণু বাদনং শিল্পমস্য ঠক্ (পা ৪।৪।৫৫) বেণুবাদক, পর্য্যায় বেণুধ্ম, বৈণুক।

বৈণবিন্ (ত্রি) ১ বেণুবাদক। ২ শিব। (ভারত ১৩ পর্ব্ব

বৈণবী (স্ত্রী) বেণোর্বিকৃতিঃ বেণু (বিল্বাদ্যণ্ডাঞ্চ। পা ৪।৩।১৩৬) ইতণ্ ততো ঙীষ্। ১ বংশলোচন। (রাজনি°) ২ বেণু সম্বন্ধিনী।

"বৈণবীং ধারয়েদ্‌যষ্টিং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্।" (মনু ৪।৩৬

বৈণসোমক্রতবীয় (ক্লী) সামভেদ।

বৈণহোত্র (পুং) ১ বেণুহোত্রের বংশ। ২ ধৃষ্টকেতুর সন্তান পরম্পরা।

বৈণাবত (ত্রি) ধনুকের ন্যায় বক্রতাবিশিষ্ট। 'বৈণাবতায় প্রাক্তধৎস্বধমুম্।" (লাট্যা° ৩।১০।৯)

বৈণিক (ত্রি) বীণাবাদনং শিল্পমস্য, বীণা (শিল্পং। পা ৪।৪।৫৫ ইতি ঠক্। বীণাবাদক। (অমর)

বৈণুক (পুং) বেণুনা কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ ক, ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ বেণুবাদক। (শব্দরত্না°) (স্ত্রী) ২ গজের তোদনদণ্ড, হস্তিচালনের জন্য লৌহমুখ যে বংশদণ্ড তাহাকে বৈণুক কহে। পর্য্যায় তোত্র। (অমর)

বৈণুকীয় (ত্রি) বেণুকস্যায়মিতি (বেণ্বাদিভ্যশ্ছণ্। পা ৪।২। ১৮) ইত্যত্র বার্ত্তিকোক্ত্যাচ্ছণ্। বেণু সম্বন্ধীয়।

বৈণুকেয় (পুং) বেণুবংশ সম্বন্ধীয়।

বৈণেয় (পুং) বৈদিক শাখাভেদ।

বৈণ্য (পুং) বেণোরপত্যমিতি বেণ ষ্যঞ্। পৃথু, বেণরাজপুত্র। চান সূর্য্যবংশীয় পঞ্চম রাজা।

"আদিরাজঃ পৃথুর্বৈণ্যো মান্ধাতা যৌবনাশ্বকঃ।" (জটাধর)

বৈতংসিক (ত্রি) বীতংসো মৃগপক্ষ্যাদি বন্ধনোপায়স্তেন চরতীতি বীতংস (চরতি। পা ৪।৪।৮) ইতি ঠক্। মাংসবিক্রেতা, পর্য্যায় কৌটিক, মাংসিক। (অমর)

"হত্বান্ শকুনকান্ রাজন্ চেষ্টু বৈতংসিকা যথা।
এবং জালময়ং ছূ ত্বমু...ং বিহংসতা॥" (ভারত ৩।১৩।৩৩)

বৈতণ্ডিক (পুং) বিতণ্ডায়াং সাধুঃ বিতণ্ডা (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। বিতণ্ডা বিষয়ে সাধু, অতিশয় বিতণ্ডাবাদী।

বৈতাগুন্ (পুং) ঋষিভেদ। (হরিবংশ)

বৈতণ্ড্য (পুং) আপের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

বৈতথ্য (স্ত্রী) বিতথ ষ্যঞ্। বিফলত্ব, বৈফল্য। (ভাগবত ৫।২৪।১০) ২ উপনিষদ্ভেদ, বৈতথ্যোপনিষদ।

বৈতনিক (ত্রি) বেতনেন জীবতি বেতন (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি ঠক্। বেতনভোগী ভৃত্য, যাহারা বেতন লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পর্য্যায় ভৃতক ভৃতিভুক্, কর্ম্মকর। (অমর)

"বারো বৈতনিকঃ সন্ বিরাটনগরে নিবৎঃ কুমারীণাং।
নর্ত্তায়স্তাম্ভূ ন আসীৎ তত্রেনবল্লোচিতাং বৃত্তিম॥"
(উপদেশশতক ২০)

বৈতরণা, দক্ষিণাত্যের কোঙ্কণপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত বসাই ও [illegible] প্রদেশের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা দিয়া গিয়াছে। ইহার তীরে মাহুবান্ নামক স্থানে শিবাজি কর্ত্তৃক একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বৈতরণী (স্ত্রী) বিতরণেন দানেন তীর্য্যতে বিতরণ-ক্ত, বিতরণাপ্ স্ত্রী বৈতরণিস্ত। অতিবণ্টীপ্রভৃতিভ্যশ্চ বিতরণাশ্চণ্ডত্ব ইতি হৃস্বত্বে, ততোহপি পাঠোজ্জ্বলাদীক বা ঙীপ্। বিশেষ তরণং বিতরণং তদর্হতীতি বৈতরণী। বিতরণৌ বিশুদ্ধো পাতালে তত্র বৈতরণী ইত্যাহ। বিতরণে বিলোকা, তরণ পুণ্যেতার্থঃ, স্বার্থে কে বৈতরণীত্যেকে। (ভরত)। নরকনদী। নরকদ্বারস্থিত নদী, এই নদীর বেগ অতি প্রবল, জল অতিশয় তপ্ত ও অতি দুর্গন্ধ এবং ইহা অস্থি, কেশ ও রক্তে পরিপূর্ণ। যমদ্বারে এই নদী আছে। মৃত্যুর পরে এই নদী পার হইয়া যমভবনে গমন করিতে হয়।

"নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশতরঙ্গিণী॥"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত জমদগ্নি বচন

কালিকাপুরাণে এই নদীর উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। মহাদেব সতীর বিয়োগে রোদন করিতে থাকিলে তাহার নয়ন হইতে নেত্রজল পতিত হইতে লাগিল। দেবগণ মহাদেবের এই নয়নজল পতিত হইতে দেখিয়া অতিশয় ভাবিত হইলেন, কারণ যদি এই নেত্রজল পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যাইবে। এখন কি করা যায়, ইহা চিন্তা করিয়া সকল দেবগণ শনির স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। হে শনৈশ্চর! তুমি সুপ্রসন্ন হও, শিবের শোকসম্ভূত নয়ন জল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা কর যেমন তুমি পূর্ব্বে একশত বর্ষ মেঘের জল গ্রহণ করিয়া অনাবৃষ্টি করিয়াছিলে, সেইরূপ শিবের নয়নজলও গ্রহণ কর। তুমি জল গ্রহণ করিতেছ দেখিয়া পুষ্করাদি মেঘদল ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে সতত বৃষ্টি করিয়াছিল কিন্তু সেই সকল বৃষ্টিজল তুমি আকাশেই নষ্ট করিয়াছিলে, সেইরূপ এখন শূলপাণির বাষ্প বিনষ্ট কর। তুমি ভিন্ন ইহা নিবারণ করিতে পারে, এরূপ কেহ নাই। যদি এই অশ্রু পতিত হইলে দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ব্রহ্মলোক, এবং পর্ব্বতসহ পৃথিবী দগ্ধ হইবে। অতএব তুমি ইহা নিজ মায়াবলে ধারণ কর দেবগণ এইরূপ বলিলে শনি কহিলেন, হে দেবগণ! আমি যথাশক্তি তোমাদিগের কার্য্য করিব, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন, তাহা আপনাদিগকে করিতে হইবে, আমি নিকটে থাকিয়া দুঃখ শোকাকুল এই মহাদেবের নয়নজল ধারণ করিলে তাহার কোপে নিশ্চয়ই আমার শরীর বিনষ্ট হইবে।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে শঙ্করসমীপে গমন করিয়া যোগনাদ দ্বারা তাহাকে সম্মোহিত করিলেন। শনি ভূতনাথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অশ্রুবৃষ্টি মায়াবলে গ্রহণ করিলেন। যখন শনি উহার অশ্রু ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি জলধর নামক মহাগিরিতে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। জলধরগিরি লোকালোক পর্ব্বতের নিকটে পুষ্করদ্বীপের পশ্চাদ্ভাগে এবং জলসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। এই পর্ব্বত সর্ব্বতোভাবে সুমেরুর তুল্য। এই পর্ব্বতও উহা ধারণে অসমর্থ

হইলেন এবং তাঁহার তেজে গিরির মধ্যভাগ অবিলম্বে বিদীর্ণ হইল। অনন্তর সেই নররাষ্ট্র গিরি ভেদ করিয়া জলসমূদ্রে প্রবিষ্ট হইল। সমুদ্র ঐ জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন। অতঃপর তাহা সাগরমধ্যভেদ করিয়া সাগরের পূর্ব্বকূলে আসিল এবং স্পর্শমাত্রে তাহা ভেদ করিয়া ফেলিল। সেই পুষ্করদ্বীপমধ্যগত অগ্রজল বৈতরণী নদী হইয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিল। এই জলধারা গিরিভেদ এবং সাগরসংসর্গবশতঃ কিঞ্চিৎ সৌম্যতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবী ভেদ করিতে পারে নাই। এই নদীর বিস্তার দুই যোজন।

নৌকা, দ্রোণী, রথ বা বিমান ইহার কিছু দ্বারাই সেই প্রতপ্ত জলপূর্ণা অতিভীষণা নদী পার হওয়া যায় না। তবে ঐ নদীর উপর দিয়া কোন দেবতাও গমন করিতে পারেন না। ঐ নদী যমদ্বার বেষ্টন করিয়া আছে। (কালিকাপু° ১৮ অ°)

পাপী সকল মৃত্যুর পর এই নদী পার হইবার সময় অশেষ প্রকার কষ্ট পাইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যমদ্বারে অবস্থিত বৈতরণী নদী সুখে সন্তরণ কামনায় মুমূর্ষু ব্যক্তি সবৎসা কৃষ্ণা গাভীদান করিবে, সেই দানপুণ্যফলে মৃত ব্যক্তি এই নদী সুখে পার হইয়া থাকে। যদি মুমূর্ষু কালে বৈতরণী অর্থাৎ ঐরূপ গাভীদান ও তত্ত্বাদি দান কার্য্য না করা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাধিকারী অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে প্রথমে বৈতরণী করিয়া তৎপরে তিলদানাদি করিবেন। ফলে এ কার্য্যটি অবশ্যকর্ত্তব্য।

"আসন্নমৃত্যুনা দেয়া গৌঃ সবৎসা চ পূর্ব্ববৎ।
তদভাবে চ গৌরেকা নরকোদ্ধারণায় বৈ॥
তদা যদি ন শক্নোতি দাতুং বৈতরণীঞ্চ গাম্।
শক্তোহন্যোহপি তদা দত্বা শ্রেয়ো দদ্যাম্মৃতস্য চ॥"
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি বৈতরণীর জন্য সবৎসা গাভী দান করিবেন, অশক্ত হইলে একটী মাত্র গাভী দান করা যায় গোরুর অভাবে গোমূল্য দানের ব্যবস্থাও আছে। মুমূর্ষু ব্যক্তি বৈতরণী করিলে নিম্নোক্ত রূপ বাক্য করিবেন—

"বিষ্ণুরোম তৎসদদ্যামুক অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বা দাসঃ যমদ্বারাবস্থিত তপ্তা বৈতরণী নদী সাবৎসং কৃষ্ণাং গাং রুদ্রদেবতাকামর্চ্চিতং যথাসম্ভবব্রাহ্মণায়াহং দদে।"

মৃত্যুর পর প্রেতের উদ্দেশে বৈতরণী করিলে এইরূপ বাক্য হইবে—

"বিষ্ণুরোম তৎসদদ্যামুক অমুক মাসি অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ বা দাসস্য অশৌচান্তদ্বিতীয়েহহ্নি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ বা দাসস্য যমদ্বারাবস্থিততপ্তা বৈতরণীনদীসুখসন্তরণকামোহহং সবৎসাং কৃষ্ণাং গাং রুদ্রদেবতাকামর্চ্চিতাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদামি।"

এই রূপ বাক্যে দান করিয়া এই মন্ত্র পড়িতে হয়।

"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

পরে দক্ষিণান্ত করিবে।

২ পিতৃকন্যা।

"অবয়ানশ্চ যজ্বানঃ পিতরো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদো দ্বিধা তেষাং ব্যবস্থিতিঃ।
তেভ্যঃ স্বধা সুতাং জজ্ঞে এনাং বৈতরণীং তথা॥"
(কূর্ম্মপু° ১১ অ°)

৩ কলিঙ্গদেশস্থিত নদীবিশেষ। (ভারত ৩।১১৪।৪)

[পরে বৈতরণী দেখ।]

বৈতরণী, উড়িষ্যাবাসী প্রবাহিত একটী নদী। যমদ্বারস্থ ... স্রোতা বৈতরণীর ন্যায় ইহাও পাপ-নিবারিণী এবং ... ন্যায় ইহলোক পবিত্রতীর্থ বলিয়া ... ।

উড়িষ্যা প্রদেশের কেউঞ্ঝর রাজ্যের উত্তরপশ্চিম ... ডগা জেলার বৈশপাল হইতে (অক্ষা ২১°২৯ উঃ এবং দ্রা ৮৪°৫৫ পূঃ) উদ্ভূত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পরে পূর্ব্বদিকে গড়িয়া কেউঞ্ঝর, ময়ুরভঞ্জরাজ্য কটক ও বালেশ্বর জেলার ... রূপে প্রবাহিত হইয়া শেষোক্ত জেলায় ... হইয়াছে। মূলনদী অক্ষা° ২৪°৪৪´৪৫´´ হইতে ২১°২১´৪৫ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৫°৩৫´ হইতে ৮৬°৫১´১৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। বালেশ্বর জেলায় ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী সঙ্গমের পর এই নদী ধামরা নামে খ্যাতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। সমগ্র নদীর ... প্রায় ৩৪৫ মাইল।

নদীর মোহানা হইতে ... পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল ... বক্ষে পণ্যবাহী নৌকা লইয়া যাতায়াত করা যায়। ... এই নদীতে অধিক জল থাকে না, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

এই নদী হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থ। সুপ্রসিদ্ধ বিরজা ... ইহার সন্নিকটে অবস্থিত। [যাজপুর দেখ] প্রবাদ আছে, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র যখন সীতাদেবীর উদ্ধারমানসে লঙ্কাপুরে যাত্রা করেন, তখন তিনি কেউঞ্ঝরের অন্তর্গত বৈতরণীতীরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া বহুলোক মাঘ মাসে এখানে আসিয়া স্নান করে ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ড দেয়।

ইহার অন্যান্য শাখার মধ্যে বালেশ্বর জেলায় শালনদী, ...

মনর উল্লেখযোগ্য। শঙ্খ নামক শাখা ১৫ মাইল পথ অতিবাহন করিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। বৈতরণীতীরে আনন্দপুর, ভদখ ও চাঁদবালী নামক প্রসিদ্ধ বন্দর ও নগর অবস্থিত।

গরুড়পুরাণে এই নদী গয়াক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহার ভৌগোলিক বিবরণ সর্ব্বমতসম্মত না হইলেও এই স্থানকে গয়াতীর্থের ন্যায় তুল্যফলপ্রদ বলিয়া গণ্য করা যায়। এখানে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক স্বর্গবাসী ও আনন্দিত হন।

"ব্রহ্মারণ্যং মহানদ্যঃ পশ্চিমোভাগ উচ্যতে।
পূর্ব্বো ব্রহ্মসদোভাগো নাগাদ্রির্ভরতাশ্রমঃ॥
ভরতস্যাশ্রমে শ্রাদ্ধী মতঙ্গস্য পদে স্তবেৎ॥
গয়াশীর্ষাদ্দক্ষিণতো মহানদ্যাশ্চ পশ্চিমে।
তৎস্মৃতং চম্পকবনং তত্র পাণ্ডুশিলাস্তি হি॥
শ্রাদ্ধী তত্র তৃতীয়ায়াং নিশ্চিরায়াশ্চ মণ্ডলে।
মহাহ্রদে চ কৌশিক্যামক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ॥
বৈতরণ্যাশ্চোত্তরতস্তৃতীয়াখ্যো জলাশয়ঃ।
পদানি তত্র ক্রৌঞ্চস্য শ্রাদ্ধী স্বর্গং নয়েৎ পিতৄন্॥
ক্রৌঞ্চপাদাদুত্তরতো নিশ্চিরাখ্যজলাশয়ঃ।
সকৃদগয়াভিগামিনং সকৃৎ পিণ্ডপ্রপাতনম্।
দুর্লভং কিং পুনর্নিত্যমস্মিন্নেব ব্যবস্থিতিঃ॥
মহানদ্যামপঃ স্পৃষ্ট্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অক্ষয়ান্ প্রাপ্নুয়াল্লোকান্ কুলঞ্চাপি সমুদ্ধরেৎ॥"
(গরুড়পু° ৮৩অ৪৪-৪০)

এইরূপে পিণ্ডক্ষেত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন :—

"পুণ্ডরীকং বিষ্ণুলোকং প্রাপ্নুয়াৎ কোটিতীর্থগঃ।
যা সা বৈতরণী নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৄণাং তারণায় হি॥
শ্রাদ্ধদঃ পিণ্ডদস্তত্র গোপ্রদানং করোতি যঃ।
একবিংশতিবংশ্যান্ স তারয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥"
(গরুড়পু° ৮৩।৬১ ৬২)

উপরিবর্ণিত শ্লোকসমূহ আলোচনা করিলে বৈতরণীকে গয়াক্ষেত্রের তুল্য মুক্তিফলদ তীর্থ বলিয়াই জ্ঞান হয়। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সমুদ্রতীরও পিণ্ডদানকল্পে গয়া তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বৈতস (পুং) বেতস এব স্বার্থে-অণ্। ২ অম্লবেতস। (রাজনি°) ২ পুংপ্রজনন, শিশ্নদণ্ড, লিঙ্গ। (নিরুক্ত ৩।২১) "ত্রিঃস্মরং স্নথিতা বৈতসেন" (ঋক্ ১০।৯৫।৪) 'বৈতসেন শেফো বৈতস ইতি পুংপ্রজননস্যেতি নিরুক্তং (৩।২১) 'পুংপ্রজননেন স্নথিতা তাড়িতা' (সায়ণ) বেতসস্যায়মিতি তস্যেদমিতি অণ্। (ত্রি) ৩ বেতস সম্বন্ধী।

"আত্মা সংরক্ষিতঃ সুক্ষৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্।" (রঘু ৪।৩৫)

বৈতসক (ত্রি) বৈতসসম্বন্ধীয়। (পা ৬।৪।১৫৩)

বৈতসকীয় (ত্রি) বৈতসসম্বন্ধীয়। (পা ৬।৪।১৫৩)

বৈতসেন (পুং) ১ বীতসেনার অপত্য, পুরূরবা।

বৈতস্ত (ত্রি) বিতস্তদেশ ভব।

বৈতস্তিক (ত্রি) বিতস্তি পরিমাণসম্বন্ধীয়।

বৈতহব্য (পুং) বীতহব্যের অপত্য বেদমন্ত্রদ্রষ্টা অরুণ ঋষি।

বৈতাঢ্য (পুং) পর্ব্বতভেদ।

বৈতান (ত্রি) বিতান-অণ্। বিতান সম্বন্ধী, বৈতানিক।

বৈতানিক (পুং) বিতানে ভবঃ, বিতান-ঠক্। শ্রৌতহোম।

"মরণাদেব কর্ত্তব্যং সংযোগো যস্য নাগ্নিনা।
দাহাদূর্দ্ধমশৌচং স্যাদ্ যস্য বৈতানিকো বিধিঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

(ত্রি) বিতান সম্বন্ধীয়। যজ্ঞাদি কার্য্যকারী। (ভাগবত ১০।৪০।১৫) বিতানেন নির্বৃত্তঃ ঠক্। ৪ বিতান সাধ্য অগ্ন্যাধেয় প্রভৃতি। "অগ্ন্যাধেয়ে প্রভৃতীন্যাহ বৈতানিকানি" (আশ্ব° গৃ° শ্রৌ° ২সূ°) ৫ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসাধন অগ্নি। "বিতন্যতে অগ্নয়ো যস্মিন্নিতি শ্রৌতকর্ম্মজাতাগ্নিহোত্রাদি বিতানশব্দেনোচ্যতে তত্র সাধু ঠক্। বৈতানিকঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসাধনে অগ্নৌ" (আশ্ব° গৃ° সূ° ১ নারা°)

বৈতায়ন (পুং) বৈতানের অপত্য।

বৈতাল (ত্রি) বেতাল-অণ্। ১ বেতালসম্বন্ধীয়। ২ স্তুতিপাঠক, বোধকর।

বৈতালকি (পুং) ঋগ্বেদশাখাপ্রবর্ত্তক আচার্য্যভেদ।

বৈতালরস, জ্বরাধিকারোক্ত রসৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী— রস, গন্ধক, বিষ, মরিচ, ও হরিতাল সমভাগে একত্র লইয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দিত দ্রব্যসমূহ কজ্জলবৎ হইলে ২ রতিপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। সান্নিপাতিক জ্বরে মূর্চ্ছা ও ঘর্ম্মাদি উপদ্রব থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। গ্রন্থবিশেষে ইহা শ্রীবেতালরস নামেও লিখিত হইয়াছে।

(ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধিকার)

বৈতালিক, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩৩।৫১)

বৈতালিক (পুং) বিবিধেন তালেন চরতীতি বিতাল-ঠক্। ১ বোধকর, স্তুতিপাঠক, যাহারা স্তুতিদ্বারা রাজাকে জাগায়। 'বিবিধো মঙ্গলগীতিবাদ্যাদিকৃততালশব্দঃ তেন ব্যবহরন্তি বৈতালিকাঃ' (ভরত)

বিবিধ প্রকার মঙ্গলগীতি ও বাদ্যাদিকে বিতাল কহে, ইহা

দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহাদিগকে বৈতালিক বলা যায়।

"বৈতালিকাঃ স্ফুটপদপ্রকটার্থমুচ্চৈ-
র্ভোগাবলীঃ কলগিরোঽবসরেষু পেঠুঃ॥" (মা° ৪।৩৭)

২ খেট্টিতাল।

'বৈতালিকঃ পুমান্ খেট্টিতালে বোধকরে ত্রিষু।' (মেদিনী) হেমচন্দ্রে ইহার পাঠান্তর খেট্টিতাল স্থলে খড়্গতাল লিখিত হইয়াছে।

'বৈতালিকঃ খড়্গতালে মঙ্গলপাঠকেঽপি চ।' (হেম)

বৈতালিন্ (পুং) কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

বৈতালি ভাট, বারাণসীবাসী ভাটদিগের একটী স্বতন্ত্র শাখা। ইহারা গোঁসাই উপাধিধারী। প্রবাদ, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় বেতাল নামে এক ভাট ছিল। রাজবংশানুকীর্ত্তনে সে অতিশয় সুদক্ষ থাকায় রাজ-ভাট বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। পরে সে রাজার আচরিত হিন্দুধর্ম্ম ও রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গোঁসাই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। তদবধি তাহার বংশধরগণ গোঁসাই আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বেতালের বংশধর বলিয়া তাহারা ভাটসমাজে বৈতালি ভাট নামে পরিচিত।

ইহারা ভিক্ষা করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে, কিন্তু কখন বৈষ্ণব গোঁসাই ভিন্ন অপর কাহারও দান গ্রহণ করে না এবং ঐ গোঁসাইদিগের বংশকীর্ত্তন ইহাদের কার্য্য।

বৈতালীয় (পুং) মাত্রাবৃত্ত ভেদ। লক্ষণ—

"ষড়্ বিষমেঽষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমে স্যুর্নো নিরন্তরাঃ।
ন সমাত্র পরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েঽন্তে রলৌ গুরুঃ॥"
(বৃত্তরত্নাকর)

যাহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে চতুর্দশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ষোড়শমাত্রা থাকে, তাহাকেই বৈতালীয় বৃত্ত কহে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই যে, ইহার মাত্রা গুলি কেবল লঘু বা কেবল গুরু হইলে হইবে না, পরন্তু মিশ্র হইবে। আর যুগ্মমাত্রা সকল পরাশ্রিতা হইবে না অর্থাৎ ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি মাত্রা যুক্তবর্ণ হইয়া পূর্ব্বমাত্রাকে গুরু করিবে না, আর ইহার চরণের শেষে র, ল, ও গুরু অবশ্যই থাকিবে। (ত্রি) ২ বেতাল সম্বন্ধীয়। (বৃহৎস° ১০৪।৪৪)

বৈতুল (ক্লী) বিতুলসম্বন্ধীয়। (পা ৬।২।১২৫)

বৈতৃষ্ণ্য (ক্লী) বিতৃষ্ণা-ষ্যঞ্। তৃষ্ণারাহিত্য, লোভরাহিত্য।

"আপঃ শুদ্ধা ভূমিগতা বৈতৃষ্ণ্যং যাসু গোর্ভবেৎ।" (মনু ৫।১২৮)

বৈত্তপাল্য (ত্রি) বিত্তপাল বা কুবেরসম্বন্ধীয়।

বৈত্রক (ত্রি) বেত্র-কন্। বেত্রসম্বন্ধী।

বৈত্রকীয়বন (ক্লী) একচর্ণা। (ভারত বনপ°)

বৈত্রকেয় (ত্রি) বেত্র সম্বন্ধীয়।

বৈত্রাসুর (পুং) বৃত্রাসুরের অপত্য অসুরভেদ।

বৈদ (ত্রি) ১ পণ্ডিত সম্বন্ধী। ২ বিদের পুত্র মুনিভেদ।
(ঐতরেয়ব্রা° ৩৬)

বৈদগ্ধ (ক্লী) বিদগ্ধস্য ভাবঃ অণ্। ১ বিদগ্ধত্ব, পাণ্ডিত্য। ২ পটুতা। ৩ চতুরতা। ৪ রসিকতা। ৫ শোভা।

"বাগ্বৈদগ্ধপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।" (সাহিত্যদ° ১প°)

৬ ভঙ্গি।

বৈদগ্ধক (ত্রি) বৈদগ্ধ স্বার্থে কন্। বিদগ্ধসম্বন্ধীয়।

বৈদগ্ধী (স্ত্রী) বিদগ্ধস্তেয়মিতি বিদগ্ধ অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ভাব।

'ছলং মিষক বৈদগ্ধী ভঙ্গিশ্ছেকনিমীলিকাঃ।' (ত্রিকা°)

বৈদগ্ধ্য (ক্লী) বিদগ্ধ ষ্যঞ্। বিদগ্ধের ভাব, পাণ্ডিত্য, চাতুর্য্য।

"বৈদগ্ধ্যখ্যাতিলোভায় মম নৈবায়মুদ্যমঃ।"
(কথাসরিৎসা° ১।১২)

বৈদত (ত্রি) বিদৎ (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮) ইতি স্বার্থে অণ্। বিদৎ, জ্ঞাতা, যিনি জানেন।

বৈদথিন (পুং) বিদথীর অপত্য ঋষি। (ঋক্ ৪।১৬।১৩)

বৈদদশ্বি (পুং) বিদদশ্বের অপত্য ঋষিভেদ। (ঋক্ ৫।৬১।১০)

বৈদন্বত (ক্লী) সামভেদ।

বৈদন্বত (ক্লী) বিদন্বতের অপত্য। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৩।১১।১৯)

বৈদভৃত (পুং) বিদভৃতের অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ বৈদভৃতী।

বৈদভৃতীপুত্র (পুং) বৌধকআচার্য্যভেদ।(শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩২)

বৈদভৃত্য (পুং) বিদভৃতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৪)

বৈদস্ত (পুং) শিবের নামান্তর। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বৈদর্ভ (পুং) বিদর্ভো নিবাসোঽস্যেতি বিদর্ভ অণ্। ১ বিদর্ভ-দেশাধিরাজ। ২ দময়ন্তীপিতা ভীমসেন। ৩ রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক। ৩ বাক্যের বক্রতা। ৪ বাক্‌চাতুর্য্য। (ধরণি) ৫ বিদর্ভদেশ সম্বন্ধীয়। ৬ বিদর্ভদেশজাত। ৭ দন্তমূলরোগ, দাঁতের গোড়া ফোলা। ইহার লক্ষণ—

"ঘৃষ্টেষু দন্তমূলেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্।
চলন্তি চ রদা যস্মিন্ স বৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ॥"
(সুশ্রুত নি° ১৬ অ°)

যে রোগে দন্তমাংস ঘর্ষণহেতু শোথ এবং দন্তসমূহ চালিত হয়, তাহাকে বৈদর্ভ রোগ কহে। এই রোগ আভিঘাতজ।

বৈদর্ভক (পুং) বিদর্ভদেশবাসী।

বৈদর্ভি (পুং) বিদর্ভের অপত্য। (প্রবরাধ্যায়)

বৈদর্ভী (স্ত্রী) বৈদর্ভ-ঙীপ্। ১ কাব্যরীতিভেদ, কাব্যের রীতি বিশেষ, কাব্য রচনা করিতে হইলে কোন একটী রীতি অবলম্বন করিয়া করিতে হয়। চলিত পদযোজনাকেই রীতি কহা যায়।

বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী প্রভৃতি রীতি আছে। কাব্যরচনাকালে ইহার কোন একটী রীতি অবলম্বন করিয়া করিতে হয়। ইহার লক্ষণ—

"মাধুর্য্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈ রচনা ললিতাত্মিকা।
অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা বৈদর্ভীরীতিরিষ্যতে॥" (সাহিত্যদ° ৯ পরি°)

মাধুর্য্যপ্রকাশক বর্ণ দ্বারা অতিশয় সুমধুর রচনা হইলে তাহাকে বৈদর্ভী রীতি কহে। ইহা অল্পবৃত্তি বা অবৃত্তি হইলেও হইবে। অতি সুমধুর রচনাই বৈদর্ভী রীতি। [রীতি দেখ]

২ অগস্ত্যপত্নী। (শব্দরত্না°) ৩ দময়ন্তী। ৪ রুক্মিণী।

বৈদর্ধ্য (ক্লী) বালকের ক্রীড়া। (পার° গৃহ্য° ২।১৪)

বৈদল (ক্লী) ভিক্ষুকের মৃন্ময়াদি পাত্র।

'পাত্রস্থাৎবালাবুমৃন্ময়মার্জ্জপ বৈদলম্।' (জটাধর)

(পুং) বিদলো দালিকাস্যাঙ্গাভাতঃ, বিদল-অণ্। ২ পিষ্টকভেদ, দাইলের পিঠা। গুণ—শুক্র, বিষ্টম্ভী ও বায়ুকর। (রাজনি° ১০)
"পূপোঽপূপঃ পিষ্টকঃ স্যাদ্বৈদলো বিদলেঽপি চ।"
বিদলো দালিকস্তন্নির্ম্মিতপিষ্টকো বৈদলঃ।' (শব্দচন্দ্রিকা)

বৈদলাম্ল (ক্লী) বৈদলযুক্ত তক্র, চলিত ডালিমা। ইহা রুচিকারক ও গুরু।

"বৈদলাম্লং রুচিকরং গুরুদ্রব্যগুণৈঃ সমম্।" (বৈদ্যকনি°)

বৈদলিকশিম্ব (পুং) বৈদলকশিম্বী। রুচিপ্রদ ও দুর্জর।

বৈদায়ন (পুং) বিদের অপত্য। (পা ৪।১।১১০)

বৈদারিক (পুং) সন্নিপাত জ্বর বিশেষ। ইহার লক্ষণ—হীনবাত, পিত্তমধ্য ও কফাধিক্য প্রযুক্ত যে সন্নিপাত জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে বাতাদিজনিত উপদ্রব সকলের বলাবল, দোষের আধিক্য ও ন্যূন অনুসারে হইয়া থাকে। অর্থাৎ বায়ুর উপদ্রব অল্প, পিত্তের উপদ্রব মধ্যম এবং কফের উপদ্রব অধিক হয় এবং অস্থি ও কটিদেশে বেদনা, অন্তর্দ্দাহ, সাধারণতঃ সমস্ত শরীরেই বেদনাবোধ, ভ্রম, অতিশয় ক্লান্তি, মস্তক, বস্তি, মন্যা (গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থিত শিরা) ও হৃদয়বেদনা এবং বাক্যের জড়তা হয়, চক্ষুঃ মুদ্রিত থাকে, শ্বাস, কাস, হিক্কা, শরীরের জড়তা ও অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়। এই বৈদারিক জ্বর হইলে কদাচিৎ সাধ্য হয়।

যদি কখন এই রোগ নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে কর্ণমূলে অতি ভয়ানক ব্রণশোথ জন্মে, এ শোথ জন্মিলে অতি কষ্টে রোগীর জীবন রক্ষা হয়। এই দারুণ সন্নিপাতের নাম বৈদারিক, এই রোগে তিন রাত্রির পর ঔষধাদির কল্পনা সকল ব্যর্থ হয় অর্থাৎ রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

(ভাবপ্র° জ্বররোগাধি°)

বৈদি (পুং) বিদভৃতির অপত্য। (পা ৬।১।১০৪)

বৈদিক (পুং) বেদং জানাতীতি বেদ-ঠক্। ১ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ। (ত্রি) ২ বেদোক্ত। ৩ বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠাতা।

"বৈদিকী তান্ত্রিকী সন্ধ্যা যথানুক্রমযোগতঃ।" (তন্ত্রসার)

একসময়ে ব্রাহ্মণ বলিলেই বৈদিক বুঝাইত। কারণ পুরাকালে বেদপাঠ ও বেদোক্ত ক্রিয়াদি করিতে না পারিলে কেহই ব্রাহ্মণ হইতেই পারিতেন না। ভারতবর্ষে যখন নানা অবৈদিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইল, তখন হইতেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও তাঁহাদের ধর্ম্মমত ও ক্রিয়ানুসারে নানা আখ্যা হইতে চলিল, যথা—বৌদ্ধ, শ্রাবক, নির্গ্রন্থ, শাক্ত, আজীবক ও কাপিল প্রভৃতি।* এই সময়ে যাঁহারা বেদপাঠ ও বেদোক্ত ক্রিয়াদি করিতেন, তাঁহারাই কেবল বৈদিক বলিয়া অভিহিত হইলেন। এই সময় হইতেই গৌড়বঙ্গে বৈদিক শব্দ পারিভাষিক হইয়া দাঁড়াইল। কাহাকে প্রকৃত বৈদিক বলা যাইবে এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে এইরূপ বিচার করিয়াছেন—

"বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনেতি তাবৎ ইত্যাহেন কৃৎস্ন এব বেদো ব্রাহ্মণেনাধ্যেতব্য অধ্যেতব্যাধ্যেতব্য ইতি বিহিতে বেদাধ্যয়নবেদার্থজ্ঞানঃ স্মরণং শূদ্রস্যাপ্রমাদিকার এব ন স্যাৎ। তদনধিকারে চ সর্ব্বকর্ম্মানধিকার এব। যতঃ,—

'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।'

ইতি বদতা মনুনা বেদোঽধ্যেতব্য ইত্যাহেন বেদার্থজ্ঞানপরা মুখব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বমেব প্রতিপাদিতং। অত্র চ কলোঽায়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহ শ্রদ্ধাদীনামল্পত্বং তৎকবলেৎকল-পাশ্চাত্যাদিভিবেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেব বেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসয়া বাবল্লাগনার্থস্ততিকর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি যথার্থকবেদার্থজ্ঞানং। যথার্থজ্ঞানেনোব চ প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে। যতস্তৎপরিজ্ঞান এব শুভফলং তদজ্ঞানে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

'যস্তু জানাতি তত্ত্বেন আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবতম্।
বিনিয়োগং ব্রাহ্মণঞ্চ মন্ত্রার্থজ্ঞানকর্ম্ম চ॥
একৈকস্যা ঋচঃ সোঽপি ভবত্যো হ্যতিথিবদ্ভবেৎ।
দেবতায়াশ্চ সাযুজ্যং গচ্ছত্যত্র ন সংশয়ঃ।
পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ যস্যাসীনস্তু বেদবিৎ দ্বিজঃ।
অধিকারো ভবেৎ তস্য ব্রহ্মযজ্ঞাদিকর্ম্মসু॥

* "বৌদ্ধশ্রাবকনির্গ্রন্থশাক্তাজীবককাপিলাম্।
যে ধর্ম্মানুবর্ত্তন্তে তে বৈ নরাধমো জনাঃ॥"
(হেমাদ্রি পরিশেষ খণ্ডে আদিত্যপুরাণ ৭ অ°)

যত্নে যত্নে প্রযত্নেন জ্ঞাতব্যং ব্রাহ্মণেন চ।
বিজ্ঞানে পরিপূর্ণস্তু স্বাধ্যায়ফলমশ্নুতে।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্তি ফলদানি চ।'

তথা ব্যতিরেকে যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—
'অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাদ্‌যাজনাধ্যাপনে জপম্।
হোমমন্তর্জ্জলাদীনি তেভ্যোঽল্পমফলং ভবেৎ॥
আপন্থতে শ্বাপুগর্ত্তে স্বয়ং বাপি প্রমীয়তে।' তথা—
"অন্তর্জ্জলাদিকে জপো ইত্যেবমজানতাং।
নাধিকারোঽস্তি মন্ত্রাণামেবং স্মৃতিনিদর্শনমিতি।

অতো বেদাধ্যয়নে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানে হি তাৎপর্য্যং। এতৈশ্চ রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈরর্থবিচার এব কেবলঃ ক্রিয়তে। এবং চোক্তয়োরপি গ্রহাধ্যয়নে বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব। তস্মাৎ বেদৈকদেশস্যাপি যথাবিধ্যধ্যয়নং কৃত্বার্থবিচারঃ ক্রিয়তে। ইত্যুচিতং ভবতি। তথা চ মনুঃ—

'ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
তস্য বিপ্রস্তু তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে॥
তস্মাদ্‌বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ॥
একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্ব্বো ন শক্যতে॥
তথা ব্যাসঃ—'অধীত্য যৎকিঞ্চিদপি বেদার্থাধিগমে রতঃ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিদ্দ্বিজঃ।
তথা—সমুচিতং স্তোকমপি ক্রতাধীতং বিশিষ্যতে।
চতুর্ণামপি বেদানাং কেবলাধ্যয়নাদ্দ্বিজঃ॥'

'তত্তশ্চৈকদেশস্যাপ্যধ্যয়নেন গার্হস্থ্যাশ্রমাধিকারো ভবত্যেব। কিন্ত্বেকদেশাধ্যয়নে কর্ত্তব্যে সংশয়ঃ। কিং তৃতীয়ো ভাগশ্চতুর্থো ভাগো বা অধ্যেতব্য উতানুষ্ঠানোচিতভাগো বা। তত্র চ যদি পাঠক্রমানুরোধেন প্রথমো ভাগএকোঽধীয়তে। তদা তস্মিন্ ভাগে সন্ধ্যাস্নানাহ্নিকগর্ভাধানাদিকসংস্কারাগ্ন্যাধানাদিক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রাণাং সর্ব্বেষামসত্ত্বাত্তদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতি। তস্মাৎ সন্ধ্যাস্নানাহ্নিকগর্ভাধানাদিসংস্কারাগ্ন্যাধানাদিক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রভাগ এবাধ্যেতুং যুজ্যতে। অতৈবাধ্যয়নেন বেদৈকদেশাধ্যয়নং পর্য্যবস্যতি॥

যত্তু কেচিৎ—'গায়ত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥'

ইতি মনুবচনদর্শনাদেকদেশপক্ষেন গায়ত্রীমাত্রমেবেচ্ছন্তি। তদযুক্তং। স্নানানুষ্ঠানসন্ধ্যানাভাবাস্তু স্নানাদিবেদাযোগ্যত্বাৎ তেষাং গায়ত্রীজপাধিকারিত্বৈব ন ভবতীতি সুদূরং নিরস্তং গায়ত্রীমাত্রসারত্বং। গায়ত্রীমাত্রসার ইতি বচনস্ত তু নিন্দিতপ্রতিগ্রহাত্তসংক্রিয়ানিবৃত্তস্য স্নানসন্ধ্যানুষ্ঠানশালিনো বিজ্ঞাতার্থগায়ত্রীজপনিরতস্য নিন্দিতপ্রতিগ্রহাত্তসংক্রিয়াযুক্তত্রিবেদবিদ্‌ধ্যপাক্ষেৎ্টত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যং॥ ন তু সকলবেদানুষ্ঠানরহিতস্য গায়ত্রীমাত্রসারত্বে তাৎপর্য্যমিতি॥

তথা কাত্যায়নঃ—
'বেদে তথার্থজ্ঞানে চ ব্রাহ্মণো যত্নবান্ ভবেৎ।
এষ ধর্ম্মস্ত সর্ব্বস্য চতুর্ব্বর্গস্য সাধকঃ॥'

তথা ব্যাসঃ— 'অতঃ স পরমো ধর্ম্মো যো বেদাদবগম্যতে
অধরঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যঃ পুরাণাদিষু স্থিতঃ॥'

তথা "একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো" অত্রৈকদেশপক্ষেন যাবদনুষ্ঠানোপযুক্তবেদভাগোঽপেক্ষিতঃ।

মনুঃ—'যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রো নাধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥'
তথা--'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥'
মনুঃ—'ব্রহ্ম যস্ত্বননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।
স ব্রহ্মস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে॥'

ব্যাসসংহিতায়াং কূর্ম্মপুরাণে চ—
'যোঽধীত্য বিধিবদ্বিপ্রো বেদার্থং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রসমঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে॥···
যথা পশুর্ভারবাহী ন তস্য ভজতে ফলং।
দ্বিজস্তথার্থানভিজ্ঞো ন বেদফলমশ্নুতে॥" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

অর্থাৎ—'সরহস্য সমস্ত বেদই যে ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য' এই বাক্যানুসারে 'রহস্য' শব্দ থাকায় সমস্ত বেদও যে ব্রাহ্মণের অর্থানুসারে ও গ্রন্থানুসারে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বেদাধ্যয়ন বা বেদার্থজ্ঞান ব্যতীত ব্রাহ্মণের গার্হস্থ্যাশ্রমে কখনই অধিকার হয় না। গার্হস্থ্যাশ্রমে অধিকারী না হইলে সমস্ত কর্ম্মেই অনধিকারী থাকিতে হয়; কোন কর্ম্মেই অধিকার জন্মে না। যে হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রান্তর অধ্যয়ন করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই অতি শীঘ্র সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই মনু-বাক্যানুসারে বেদ অধ্যয়ন করিতেই হইবে, এইরূপ অনুশাসন দ্বারা বেদার্থজ্ঞানপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণদিগের শূদ্রত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই কালতে আয়ু প্রজ্ঞা,উৎসাহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতির হ্রাসতাপ্রযুক্ত কেবল উৎকল ও পাশ্চাত্যাদি ব্রাহ্মণগণই বেদাধ্যয়ন মাত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রগণ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল কিয়দংশ বেদার্থের কর্ম্মমীমাংসানুসারে যে ইতিকর্ত্তব্যতা বিচারমাত্র করিয়া থাকেন তাহাতে যথার্থ বা বেদার্থজ্ঞান কিছুই হয় না। অথচ যথার্থ-

জ্ঞানেরই বিশেষ প্রয়োজন। যেহেতু তৎপরিজ্ঞানেই শুভ ফল, আর তাহার অপরিজ্ঞানে দোষই শুনা যায়।

'এ বিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মন্ত্রের দৈবত, আর্ষ, ছন্দঃ, বিনিয়োগ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রার্থজ্ঞান ও কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি গুরুবৎ পূজ্য এবং নিঃসন্দেহে তাঁহার দেবতার সাযুজ্য লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে বিপ্র ঋষি প্রভৃতি অবগত, তাঁহার রহস্যাদি সমস্ত কর্ম্মেই অধিকার হইয়া থাকে ব্রাহ্মণ যদি প্রযত্নের সহিত প্রত্যেক মন্ত্রে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সর্ব্ববিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি স্বাধ্যায়জনিত ফল লাভ করিতে সমর্থ। অযাতযাম ছন্দঃ সকল তাঁহার পক্ষেই ফলদায়ক হয়। ইহার ব্যতিরেক বিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—যে না জানিয়া না বুঝিয়া যাজন, অধ্যাপন, জপ, হোম ও অন্তর্জ্জল প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে, তাহার এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ফল অতি অল্পই সংঘটিত হয় এবং সে ব্যক্তি ঊর্দ্ধ বা অধঃপতনে বিপন্ন হয় অথবা স্বয়ংই আত্মহত্যা করে। বচনান্তরে প্রকাশ,—অন্তর্জ্জলাদি বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে ইতর জ্ঞানমতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অধিকার নাই। এই রূপই স্মৃতিনির্দ্দেশ আছে।

'সুতরাং দেখা যাইতেছে,—বেদাধ্যয়ন বিষয়ে বেদমন্ত্রার্থ-জ্ঞানই তাৎপর্য্য। কিন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ কেবল অর্থবিচারই করেন। এরূপ অর্থবিচারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরই প্রয়ার্থানুসারে বেদজ্ঞান একেবারেই নাই। এরূপ স্থলে বেদের একদেশেরও যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া যদি অর্থবিচার করা হয়, তবে তাহাও বরং ভাল এবং এরূপ করা অনুচিত বা অশাস্ত্রীয়ও নহে। এ সম্বন্ধে যম বলিয়াছেন, শূদ্রকেই কেবল বৃষল বলা যায় না, বেদই বৃষ বলিয়া অভিহিত। যে বিপ্র সেই বেদ বা বৃষহীন হন, তিনিও বৃষল নামে খ্যাত। সুতরাং এই বৃষলত্ব-ভীতির জন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রযত্নে যদি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিতেও না পারেন, তবে অন্ততঃ একদেশেরও অধ্যয়ন করা তাঁহার পক্ষে বিধেয়। এ সম্বন্ধে স্মৃতিকার ব্যাসও বলিয়াছেন, যৎ-কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াই বিপ্র যদি বেদার্থাধিগমবিষয়ে অভি-নিবিষ্ট হন, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে অভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটে। আর চতুর্ব্বেদের কেবল অধ্যয়ন অপেক্ষা বহুলার্থ অথবা অল্পাক্ষরাধ্যয়নও সমীচীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

'আর এক কথা, বেদের একদেশ অধ্যয়ন দ্বারা গার্হস্থ্যা-শ্রমেও অধিকারী হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। সে অধিকার অবশ্যই ঘটে। কিন্তু এইরূপ একদেশ অধ্যয়নের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। সে সংশয় এই, অর্থাৎ বেদের কোন্ ভাগ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য? তৃতীয়ভাগ, চতুর্থভাগ অথবা উভয় ভাগের অনুষ্ঠানোচিত ভাগ, এ সকলের কোন্ ভাগ বা কোন অংশ অধ্যয়ন করা উচিত? এ সকলের মধ্যে যদি পাঠের ক্রমানুরোধে এক মাত্র প্রথম ভাগ অধ্যয়ন করা যায়, তাহা হইলে সে ভাগে সন্ধ্যাস্নানাদি আহ্নিক, গর্ভাধানাদি সংস্কার ও অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ডের উপযোগী সমস্ত মন্ত্রের অসদ্ভাব হওয়ায় তত্তৎ সমস্তের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। সুতরাং ইহা অপেক্ষা সন্ধ্যাস্নানাদি আহ্নিক, গর্ভাধানাদি সংস্কার ও অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ড এ সমুদায়ের মন্ত্রভাগই অধ্যয়ন করা যুক্তিযুক্ত। এই মন্ত্রভাগের অধ্যয়ন করিলেই বেদের একদেশ অধ্যয়নের ফল হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয়বিধ শৌচ ও নিয়মাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কেবল গায়ত্রী অধ্যয়ন রত থাকিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের শ্রেষ্ঠতাহানি হয় না। আর নিয়মাদি শূন্য বিপ্র ত্রিবেদজ্ঞ হইলেও ব্রাহ্মণত্ব-লাভে সমর্থ নহেন। মনুবচনেও যে একদেশ শব্দে মাত্র গায়ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে, ফল তাহা নহে। স্নানাদির অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে প্রথমতঃ স্নানাদিতেই অধিকার হয় না, সুতরাং গায়ত্রীজপের অধিকারিতা ত একে-বারেই অসম্ভব। কাজেই গায়ত্রীমাত্রসারত্ব-কথার এইখানেই নিরাস হইল। তবে গায়ত্রীমাত্রসার এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত-প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, স্নান-সন্ধ্যা-দির অনুপালনে নিরত ও অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক গায়ত্রীজপে তৎপর, তাঁহারা নিন্দিত-প্রতিগ্রহাদি অসৎক্রিয়ান্বিত ত্রিবেদজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন। অর্থাৎ ত্রিবেদজ্ঞ হইয়াও যিনি অসৎকার্য্যে লিপ্ত হন, সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ বেদজ্ঞ না হইয়াও যার গায়ত্রীজপকারী হইলে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। উক্ত বচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, নিখিল অনুষ্ঠানবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের গায়ত্রীমাত্র থাকিলেই হইল। কাত্যায়ন বলিয়াছেন— বেদে ও তাহার অর্থজ্ঞান বিষয়ে ব্রাহ্মণ যত্নবান হইবেন। সমস্ত ধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্গের ইহাই সাধক।

'ব্যাস বলিয়াছেন,—যাহা বেদ হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহাই পরম ধর্ম্ম। আর যাহা পৌরাণিক তাহা অধম ধর্ম্ম। "বেদের একদেশও অধ্যয়ন করা উচিত" এরূপ বচনে অনুষ্ঠানোপযোগী সমস্ত বেদভাগেরই প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হইয়াছে।

'মনু বলিয়াছেন,—যেমন কাষ্ঠময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগ, সেই-রূপ বেদানধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, এই তিনটী কেবল নামমাত্রই ধারণ করে। বাস্তবিক যে বিপ্র বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র যত্নবান্ হয়, সে জীবিতাবস্থায় পুত্রপৌত্রাদি সহ শূদ্রত্ব

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদ যাহার অনুমোদিত নহে, যে বেদাধ্যায়ীর নিকট হইতে বেদাভ্যাস না করে, সেই বেদচোর ব্রাহ্মণের নরকে স্থান হয়।

'ব্যাসসংহিতায় ও কূর্ম্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, যে বিপ্র বিধিবৎ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ বিচার না করে, সে সবংশে শূদ্র-তুল্য হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বলাভে বঞ্চিত হয়। পশু যেমন ভারই বহন করে, কিন্তু তাহার ফল পায় না, বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থানভিজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণকেও তৎফলে সেইরূপ বঞ্চিত হইতে হয়।' (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

হলায়ুধের উক্তি হইতে কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, তৎকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রসমাজ হইতে বেদলোপের সহিত ব্রাহ্মণত্বলোপের সম্ভাবনা হইয়াছিল। বৈদিক কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলেও হলায়ুধের উক্তির যাথার্থ্য অনায়াসেই নির্ণয় করিতে পারা যায়।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-সমাজ হইতে বেদমর্ম্ম ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদি একপ্রকার বিলুপ্ত হইলে, পুনরায় বৈদিক কার্য্য সমাধা করিবার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ পরে বঙ্গে আহূত হইয়াছিলেন, কালে তাঁহারাই "বৈদিক" বলিয়া বঙ্গদেশে খ্যাত হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য বৈদিককুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

"বেত্তি যো বিধিবজ্জ্ঞান বেদানধীতে বা যথাবিধি।
স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রো বৈদিকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

যিনি নানা বেদ জানেন বা যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়াছেন, (এরূপ) স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণই বৈদিক বলিয়া গণ্য।

যে সাঙ্গবেদান্ বিধিবদ্বিদন্তি তে ব্রাহ্মণা বৈদিকনামধেয়াঃ।
বেদেন হীনা যদি কেহপি সন্তি তে শূদ্রতুল্যা ভুবি সঞ্চরন্তি॥"

যাহারা ষড়ঙ্গবেদ বিধিবৎ জানিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণগণ বৈদিক নামে খ্যাত। যদি কেহ কেহ বেদহীন হইয়া থাকেন, তাঁহারা শূদ্রতুল্য সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

বাঙ্গালা দেশে এখন দুইপ্রকার বৈদিক ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য নামে খ্যাত। প্রথমতঃ এই দুইশ্রেণী "বৈদিক" নামে পরিচিত ছিলেন কি না সন্দেহ। কারণ হলায়ুধের সময়েও "পাশ্চাত্য বৈদিকগণ" কেবল "পাশ্চাত্য" নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব হইতেই জানা গিয়াছে। যখন রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণী বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিলেন, কেবল পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্যেরাই আচার্য্যাদি বৈদিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন হইতে এই দুইশ্রেণী "বৈদিক" নামে বঙ্গ-সমাজে প্রথিত হইলেন। উভয়শ্রেণী বৈদিক-আখ্যায় ভূষিত হইলেও পরস্পর কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই।

হলায়ুধের উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাহ্মণমাত্রেরই বেদাধ্যয়ন ও বেদের অর্থ গ্রহণ উভয়ই একান্ত কর্ত্তব্য। যদি সাঙ্গ চতুর্ব্বেদাধ্যয়নে সুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে অন্ততঃ একদেশও অধ্যয়ন করিতে হইবে। সন্ধ্যাস্নানাদি আহ্নিক, গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার, এবং অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ডে যে সকল মন্ত্র প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, সেই সকল মন্ত্রভাগ অর্থতঃ ও গ্রন্থতঃ অধ্যয়ন করাকেই একদেশ অধ্যয়ন বলা হয়।

উপরি উক্ত প্রমাণ অনুসারে যদিও পাশ্চাত্যগণই বৈদিক বলিয়া গণ্য হইতেছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ গৌড়েশ্বর আদিশূরের সময়ে পঞ্চসাগ্নিক বিপ্র প্রভৃতি বৈদিক বলিয়া গণ্য ছিলেন। [কুলীন, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শব্দ দেখ।]

গৌড়ে আদি বৈদিক সমাজ।

মহেশ মিশ্রের নির্দ্দোষ কুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"দামোদরো হি বরেন্দ্রদেশে বসতিত্বাদ্বারেন্দ্র ইতি বিখ্যাতঃ, শৌরির্দাক্ষিণাত্যঃ, বিশ্বম্ভরো বেদবিহিতত্বাৎ বৈদিকঃ, শঙ্করো হি পাশ্চাত্যঃ, ভট্টনারায়ণো রাঢ়ী রাঢ়দেশবসাতত্বাৎ।"

অর্থাৎ গৌড়াগত শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশের পঞ্চপুত্রের মধ্যে দামোদর বরেন্দ্রদেশে বাসহেতু বারেন্দ্র, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বেদবিহিত আচরণ হেতু বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশে বাসহেতু রাঢ়ী বলিয়া পরিচিত হন।

৭৩২ খৃষ্টাব্দে ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিক গৌড়রাজসভায় আগমন করেন। সুতরাং এ সময়েও যে দাক্ষিণাত্য পাশ্চাত্য প্রভৃতি সমাজের অস্তিত্ব ছিল, তাহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে গৌড়বঙ্গে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সংস্রব ঘটিলেও প্রকৃত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই স্থান পতিত মনে করিয়া তীর্থযাত্রা ব্যতীত এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক খৃষ্ট জন্মের দুই শতাব্দ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গে অবৈদিকের প্রাধান্যই ছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২য় শতাব্দে শুঙ্গমিত্র বংশের অভ্যুদয়ের সহিত আবার বৈদিকাচার প্রচলিত হইতে ছিল। এই সময়েই গৌড়ের পশ্চিমাংশে রাজগৃহে বৈদিক ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠার সন্ধান পাই।

বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—

"বসুনামা পুরা দেবী বভূব নৃপসত্তমঃ।
ব্রহ্মবানির্মহাসত্ত্বস্ত্রৈলোক্যে খ্যাতপৌরুষঃ॥২৩
তেনেষ্টং বাজিমেধেন নিয্যাস রাজগৃহে বনে।
তেনানীতা গুণাঢ্যাস্ত দাক্ষিণাত্যা দ্বিজোত্তমাঃ॥২৪
নানাদেশাৎ সুশীলাশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
শতং পঞ্চোত্তরাঃ বিপ্রাঃ সঙ্গশাহস্রসংখ্যকাঃ॥২৫

"দ্রাবিড়াচ্চ মহারাষ্ট্রাৎ কর্ণাটাৎ কোঙ্কণাদপি।
তৈলঙ্গাচ্চ মহাভাগান্তে চতুর্দশগোত্রিণঃ ॥২৬
নাম তেষাং প্রবক্ষ্যামি গোত্রাণাঞ্চ যথাযথম্।
বৎসোপমন্যু কৌণ্ডিণ্য-গর্গ-হারীত গৌতমাঃ ॥২৭
শাণ্ডিল্যোহথ ভরদ্বাজঃ কৌশিকঃ কাশ্যপস্তথা।
বশিষ্ঠশ্চ পুনর্বাৎস্যঃ সাবর্ণিশ্চ পরাশরঃ ॥২৮
চতুর্দশৈতে কথিতা গোত্রাস্তেষাং মহাত্মনাম্।
ঋগ্বেদাধীতিনঃ সর্ব্বে আশ্বলায়নশাখিনঃ ॥২৯
যজ্ঞান্তে শাসনং দত্তং তেভ্যো রাজগৃহং পুরম্।
অগ্নিঃ পঞ্চদশো যেষাং গোত্রাণ্যেষাং গিরিব্রজে ॥৩০
দ্বিজানাং শাসনং দদৌ। দত্তবান বসুরাধিপঃ।
তৎসংখ্যাস্তোহধিকানাং বৈ বৈকুণ্ঠপদসন্নিধৌ ॥
দক্ষিণা চ তথা দত্তা ব্রাহ্মণেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।
ততঃ প্রভৃতি তে বিপ্রা জাতাস্তীর্থে প্রপূজিতাঃ ॥৩১"

(রাজগৃহমাহাত্ম্য ২ অ°)

'বসুনামে পুরাকালে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় ও মহাবীর শাঁহার পৌরুষ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, রাজগৃহবনে তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, কোঙ্কণ, তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশ হইতে শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন, সুশীল ও বেদবেদাঙ্গপারগ দাক্ষিণাত্য বিপ্রগণকে আনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের গোত্রনাম যথাযথ বলিতেছি—১ বৎস, ২ উপমন্যু ৩ কৌণ্ডিণ্য, ৪ গর্গ, ৫ হারীত, ৬ গৌতম, ৭ শাণ্ডিল্য ৮ ভরদ্বাজ, ৯ কৌশিক, ১০ কাশ্যপ, ১১ বশিষ্ঠ, ১২ বাৎস্য, ১৩ সাবর্ণি ও ১৪ পরাশর, এই ১৪টী গোত্র। উক্ত মহাত্মা সকলেই ঋগ্বেদী আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী, রাজা যজ্ঞাবসানে তাঁহাদিগকে রাজগৃহপুর শাসন দিয়াছিলেন। এ ছাড়া নরপতি তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্নিগোত্রদিগকে গিরিব্রজে ও তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকে বৈকুণ্ঠপদের নিকট ব্রাহ্মণ-শাসন দান করেন। এ ছাড়া নরপতি তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক দক্ষিণাও দিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত উক্ত বিপ্রগণ এই তীর্থে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।'

এখন জিজ্ঞাস্য, উক্ত ব্রাহ্মণবংশীয় বসুরাজ কে? ভারতে ও পুরাণে জরাসন্ধের পিতামহ গিরিব্রজপ্রতিষ্ঠাতা যে বসু রাজের উল্লেখ আছে, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন। এরূপস্থলে ব্রাহ্মণ বসুরাজ যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খৃঃ পূর্ব্ব ২য় শতাব্দে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় ঘটে। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ মতে—মৌর্য্যবংশীয় শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া পুষ্পমিত্র শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্পমিত্র দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। দিব্যাবদান নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রাজা পুষ্পমিত্র অশোক প্রতিষ্ঠিত ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা ধ্বংস করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রই কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র। অগ্নিমিত্রও অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ধার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই অগ্নিমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র। এই বসুমিত্রই রাজগৃহমাহাত্ম্যোক্ত বসুরাজ। দাক্ষিণাত্যে বিদিশায় শুঙ্গবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণভক্ত বসুমিত্র দাক্ষিণাত্য বিপ্রগণকে রাজগৃহনগরী দান করিয়া পূর্ব্ব-ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বসুমিত্রের পর আরও ৫ জন শুঙ্গবংশীয় নৃপতি রাজত্ব করিলে পর কণ্বগোত্র বাসুদেব নামে শুঙ্গ সেনাপতি নিজ প্রভুকে বিনাশ করেন। এই বাসুদেব হইতেই কাণ্বায়নবংশের প্রতিষ্ঠা। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে শুঙ্গ ও কাণ্বায়নগণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন।* তাই শুঙ্গ বসুরাজ রাজগৃহমাহাত্ম্যে "ব্রাহ্মণ নি" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অধিক সম্ভব, এই বসুরাজের দানের কাহিনীই চীনপরিব্রাজক অশোকরাজের উপর আরোপ করিয়াছেন।† বাস্তবিক অশোকাবদান প্রভৃতি কোন বৌদ্ধগ্রন্থে অশোকের এরূপ দানের প্রসঙ্গ নাই। যাহা হউক, খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে যে গৌড়রাজ্যের পশ্চিমে বহুসংখ্যক দাক্ষিণাত্য বৈদিকবিপ্রের উপনিবেশ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে গুপ্তরাজগণের অভ্যুদয়ে বঙ্গে বৈষ্ণব ও শৈবমতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভারতে বৈদিকমার্গ পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্রে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন বাঙ্গালার নানা স্থানে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সময়ে গৌড় বঙ্গে নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা দিয়াছিলেন, ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি যেরূপ উচ্চ নীচ কার্য্য করিতেন, সমাজে তাঁহার সেইরূপ আসন স্থির হইয়াছিল।

গৌড়বাসী গুপ্তরাজগণের মধ্যে অনেকের মুদ্রায় তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের আধিপত্য-কালেই গৌড় ও বঙ্গে তান্ত্রিকগণের নিকটে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের প্রভাবে বৈদিক মত আবার কোথায় ভাসিয়া গেল!

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ ৪র্থ অংশ ১৮ ও ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† Siyuki, translated by S. Beal. Vol II, p. 167.

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর আরম্ভে গৌড়ের গুপ্তরাজগণ কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পড়েন। তন্মধ্যে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত প্রধান। তিনি গ্রহশান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্মাদি সম্পাদনের জন্য বহু শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়ে বাস করাইয়াছিলেন।* তিনি বড়ই বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, তিনিই গয়ার সুপ্রসিদ্ধ বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলেন। অবশেষে কনোজপতি হর্ষবর্দ্ধনের প্রকোপে তাঁহার রাজ্যধ্বংস ও তিনি নিহত হন। হর্ষের আধিপত্য বিস্তারের সহিত ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব কিছু দিনের জন্য এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এমন কি, তৎকালে এদেশে বেদবিৎ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্ম্মফাকে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মিথিলা হইতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।†

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রাক্কালে কান্যকুব্জের সিংহাসনে কমলায়ুধ-যশোবর্ম্মা অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও বৈদিক ক্রিয়ানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে উত্তর ভারতে সনাতন বৈদিকমার্গ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই সময়ের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সরল আলেখ্য যশোবর্ম্মদেবের সভাসদ্ মহাকবি ভবভূতির নাটকসমূহে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার প্রিয়কবি বাক্‌পতির 'গৌড়বধ' নামক প্রাকৃত কাব্যে যশোবর্ম্ম-কর্ত্তৃক একজন গৌড়রাজবধের প্রসঙ্গ আছে। গৌড়রাজ-বিজয়-কালে তিনি বিহারের নিকট নিজ নামানুসারে "যশো-বর্ম্মপুর" স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত যশোবর্ম্মপুর বৌদ্ধ কবলিত ও তথায় বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারই অনতিপরে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য গৌড়-রাজ্য জয় করিয়া সে সময়ের গৌড়পতিকে সম্মানপূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন এবং গুপ্তঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজভক্ত কয়েকজন গৌড়বাসী রাজহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুদূর কাশ্মীরে গিয়া অদ্বিতীয় সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরের ইতিহাসে কহলণ কর্ত্তৃক ওজস্বিনী ভাষায় সেই অপূর্ব্ব বীরত্বকথা ঘোষিত হইয়াছে। ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক গৌড় আক্রমণ এবং তৎপরে তৎকর্ত্তৃক গৌড়রাজবধ প্রভৃতি কারণে অরাজকতা ঘটিবার সময়ে গৌড়াধিপ জয়ন্তের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার পিতা ও পিতামহ একজন সামান্য নৃপতি ছিলেন বটে, কিন্তু জয়ন্তই পুরবংশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা হইয়া "আদিশূর" উপাধি গ্রহণ করেন। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ মতে তিনি ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন* এবং ঐ সময়েই তিনি নিজ গৌড়মণ্ডলে বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য কনোজপতি যশোবর্ম্মের নিকট হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার আয়োজন করেন। কিন্তু গৌড়পতির উদ্দেশ্য প্রথমে সফল হয় নাই। রাজা যশোবর্ম্মদেব বৌদ্ধ-বিপ্লাবিত গৌড়ভূমে সাগ্নিক বিপ্র পাঠাইতে সম্মত হন নাই।

মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয়কালে তাঁহার অধিকার মধ্যে নানাবিধ ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তন্মধ্যে রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই প্রধান ছিলেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে "সপ্তশতী" নামক জনপদে বাস করেন, তাঁহারাই বাসভূমির নামানুসারে সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ হন। বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার মতে, তাঁহারা "বেদবিধানবর্জ্জিত" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৈদিক সংস্কার ও আচারবর্জ্জিত হইলেও সকলে কুলাচারী, আভিচারিক ক্রিয়ায় চতুর, শান্তিকার্য্যে পটু ও গুণবান্ ছিলেন।† রাঢ়ীয় প্রধান কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র তৎকালে "দ্বিজবেদযজ্ঞরহিত" বলিয়া গৌড়মণ্ডলের পরিচয় দান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল নিরগ্নিক বেদযজ্ঞ রহিত সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য "বীরসিংহপুর" (সম্ভবতঃ যশোবর্ম্মপুরে) গিয়াছিলেন এবং রাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ও বহুগ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করেন। ধ্রুবানন্দমিশ্রের গৌড়বংশাবলীতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আদিশূরের সেনাপতি সাতশত ব্যক্তিকে গলায় পৈতা দিয়া ও ঘোঁড়ে চড়াইয়া প্রতিপক্ষ নৃপতির কৌশল ব্যর্থ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারাই আদিশূর কর্ত্তৃক সপ্তশতী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন।

উক্ত কুলগ্রন্থসমূহের আখ্যায়িকা হইতে সুদূর অতীতের একটী অস্ফুট স্মৃতি পাইতেছি। বলিতে কি, সেই সময় গৌড়-দেশে বৈদিক সংস্কার এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত, এ কারণ কুলাচারী ও শান্তিকর্ম্মে পারদর্শী হইলেও তাঁহারা 'বেদবিধানবর্জ্জিত' এবং ঐ দেশ 'দ্বিজবেদযজ্ঞরহিত' বলিয়া

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড) ২য় ভাগ (১ম অংশ) শাক-দ্বীপি-ব্রাহ্মণ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) প্রথম ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১১শ ভাগ ১১৭ পৃঃ ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমাংশ ১০২-১০৪ পৃষ্ঠা।

† "বিপ্রান্ বেদবিধানবর্জ্জিতজনান্ বিভান্ত বিভো বিভু-
গৌড়স্থান্ সকলান্ কলিপ্রকলিতান্ বিশোধনাত্তকমান্।
[illegible]
[illegible] (বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

পরিকীর্ত্তিত। বৈদিক সংস্কারের দ্বারাই মানব দ্বিজ হয়, "সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে"। বৌদ্ধপ্রভাবে তৎকালে এ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে বৈদিক সংস্কার বিলুপ্ত হওয়ায় প্রথমে তাঁহারা 'দ্বিজ' বলিয়াই পরিগণিত হন নাই। পরে মহারাজ আদিশূরের অনুগ্রহে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পুনঃ সংস্কৃত হইয়া তাঁহারাই হিন্দু-রাজসভায় দ্বিজ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।

প্রায় ৭৫১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াদিত্য দিগ্বিজয় উপলক্ষে কান্যকুব্জ জয় করিয়া ছদ্মবেশে গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। আদিশূর অতন্ত পরম সমাদরে কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের করে আপনার একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত হইয়াছে,—জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের রাজন্যবর্গকে পরাজয় করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। এ সময়েও কাশ্মীর-সৈন্য আসিয়া জয়াদিত্যের সহিত যোগদান করে নাই, সুতরাং কাশ্মীরপতি এদেশীয় সৈন্যসাহায্যে যে শ্বশুরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশীয় কুলজ্ঞ ধ্রুবানন্দ কাশ্মীরপতি স্থলে বেদবপতিকে বসাইয়াছেন। এস্থলে রাজতরঙ্গিণীর উক্তি সমধিক প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য।

রাজতরঙ্গিণী, এখানকার কুলগ্রন্থসমূহ এবং গৌড়ের তৎকালীন বৌদ্ধপ্রভাব আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, সে সময়ে গৌড় সমাজের শীর্ষস্থানে বৌদ্ধাচার্য্যগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রতি পল্লীগ্রামে মঠ বা বিহার ছিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণই ঐ সকল মঠের অধিপতি ও গ্রামবাসীর উপদেষ্টা ছিলেন। জনসাধারণ সকলেই তাঁহাদের অনুগত ও অনুরক্ত ছিল।

বুদ্ধদেব-মতানুবর্ত্তী পূর্ব্বতন বৌদ্ধাচার্য্যগণ বিষয়ে নিস্পৃহ, সর্ব্বজীবে দয়ালু ও অহিংসা পরমধর্ম্মপালনে নিরত ছিলেন, কিন্তু আদিশূরের সমসাময়িক বৌদ্ধাচার্য্যগণ সেই সাত্ত্বিকতার হারাইয়াছিলেন। দুই এক জনের কথা বলিতেছি না, তৎকালে অধিকাংশ বৌদ্ধাচার্য্যই তান্ত্রিকতার আড়ম্বর ও বিষয়সুখে কতকটা নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আভিচারিক ও শান্তিকার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচ সকলেই ভয় ভক্তি করিত। এইরূপ আভিচারিক ও কুলাচারী তান্ত্রিকগণকে হস্তগত করিয়া, তাঁহাদিগকে নানা শাসন গ্রাম দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া মহারাজ আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সেই জাতীয় অভ্যুত্থানে—সেই অসাধ্য কার্য্যসংসাধনে কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য গৌড়াধিপ আদিশূরের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

গৌড়রাজকন্যা লইয়া জয়াদিত্যের স্বরাজ্যে প্রস্থানকালে কনোজপতি যশোবর্ম্মার সিংহাসন তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে আদিশূরের বহুদিনের আশাও সফল হইল। সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনের আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। বেদবিদ্ পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক ও পরিজন সহিত গৌড়রাজধানীতে আহূত হইলেন। তাঁহাদের পদার্পণে গৌড়ভূমি ধন্য ও পবিত্র হইল। আবার তাঁহাদের প্রভাবে ও কর্ম্মকুশলতায় গৌড়মণ্ডলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ চলিতে লাগিল। যে সকল সপ্তশতী ও পূর্ব্বতন গৌড়বাসী বিপ্র আদিশূরের অভ্যুদয়ে ও সাম্রাজ্য-গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন, গৌড়পতি তাঁহাদিগের সহিত বেদবিদ্ সাগ্নিক বিপ্রগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য গৌড়বাসী করিলেন। কনৌজের সেই বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বংশধরেরাই রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমে বাসহেতু পরবর্ত্তিকালে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রনামে পরিচিত হইলেন।

তান্ত্রিকতার প্রভাবে দক্ষিণদেশাগত ও কনোজাগত আদি বৈদিক বিপ্রগণ প্রকৃত বৈদিকাচার পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিকাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন, একারণ পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা আর বৈদিক বলিয়া গণ্য হইলেন না। গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সময় উক্ত সাগ্নিক বিপ্রবংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ এককালে সম্পূর্ণ বৈদিকমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, একারণ হলায়ুধ তাঁহার "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে" রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিপ্রগণকে শূদ্রভাবাপন্ন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সময় হইতেই 'বৈদিক' শব্দ গৌড়বঙ্গে পারিভাষিক হইয়া দাঁড়ায়। সে সময় হইতে বৈদিক বলিলে আর রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে বুঝাইত না। পরে পশ্চিম ও দক্ষিণদেশ হইতে যে সকল বেদোক্ত ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন, তাঁহারাই কেবল বৈদিক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

বঙ্গের পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজ।

এ দেশের সাধারণের বিশ্বাস এবং বৈদিক-সমাজের অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মার সময়েই সর্ব্বপ্রথমে যশোধর মিশ্র বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহা হইতে পাশ্চাত্য বৈদিক-সমাজের সূত্রপাত। কিন্তু সম্প্রতি একখানি তাম্রশাসন, শিলালিপি ও গৌতমগোত্রজ রাঘবেন্দ্র-কবিশেখর কর্ত্তৃক ১৫৮২ শকে রচিত কোটালিপাড়-সমাজের বিবরণ হইতে জানিতে পারিতেছি যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মদেব অথবা যশোধর মিশ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে ঋগ্বেদী বৎসগোত্র, ঋগ্বেদী শুনক এবং সামবেদী গৌতম গোত্রীয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে পঞ্চপ্রবরবিশিষ্ট ঋগ্বেদী বৎসগোত্রের পশ্চিম শাখা

যায়। লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় এই পঞ্চপ্রবর-বিশিষ্ট বৎসগোত্রের প্রসঙ্গ আছে। তাঁহার মতে, এই বৎস গোত্র পঞ্চ গোত্রের বহু পরে বঙ্গদেশে আগমন করেন। কিন্তু হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যকাল আলোচনা করিলে, পঞ্চ গোত্রের বহু পূর্ব্বে যে পঞ্চ-প্রবরবিশিষ্ট ঋগ্বেদী বৎসগোত্রের আগমন হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করা যায়। দুঃখের বিষয়, এই বংশের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য, কোন কবিশেখর আবির্ভূত হন নাই। সৌভাগ্যক্রমে সামবেদী গৌতমবংশে প্রায় আড়াইশত বর্ষ পূর্ব্বে রাঘবেন্দ্র কবিশেখর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়া ও প্রাচীন কুলগ্রন্থ সকল দেখিয়া সামবেদী গৌতমবংশের সবিশেষ পরিচয় এবং তদুপলক্ষে পরবর্ত্তিকালে সমুপাগত অপরাপর কএকটী গোত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহার মূল ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল ;—

"স্বস্তি সমস্ত নরপতিকুলললামঃ প্রাজ্যপ্রচণ্ডভুজদণ্ডসমর্জ্জিত বিকরালকরবালভয়প্রকম্পিতদক্ষিণাপথাগতাশেষরিপুরাজচক্রৈনগৌড়াদি-বিধর্ম্মিশর্ম্মসমর্দ্দনখর্ব্বীকৃত-সর্ব্বোর্ব্বীপতিগর্ব্বগৌরবো নাগেন্দ্র-পত্তনাদ্যনেকদেশ-বিজয়লব্ধোদ্দামযশঃ-শ্রীমদেকাম্রকানন-প্রতিষ্ঠাপিত হরিহর-বিরিঞ্চি-বৈদেহী-রাঘবলক্ষ্মণ-হনুমদাদ্যষ্টোত্তর-শতামূর্ত্তিবৈজয়ন্তী-বিভাসিতামন্দগন্ধ-প্রসূ-প্রসূন-পটল-সৌন্দর্য্যাধিক্যকৃত-নন্দন-কানন-বৈভব পরমামোদময়োদ্যান-সমলঙ্কৃতসুর-পথসংস্পর্শিসুন্দর-মন্দির-মন্দাকিনী-বিমলকীলাল-কমল কহ্লারেন্দীবর-শোণারবিন্দ-বৃন্দ-সংশোভিতসুবিশাল-সরোবরসংহতিঃ .... দেশনিবাসনিখিল শাস্ত্রাস্ত্র-নিপুণপরিজ্ঞান-লব্ধানল্প বৈচক্ষণ্যবালভট্টভট্টাচার্য্যগর্গবাচস্পতি-প্রমুখ-বিশ্ববিখ্যাত-সপ্তসচিব-সাহচর্য্য-নির্ব্বর্ত্তিতসম্যক্-স্বপর-রাষ্ট্রসর্ব্বব্যাপারো বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপাদারবিন্দসন্দর্শনার্থসমুৎসুকজননী-স্বচ্ছন্দপরিচারকৃতে প্রবর্ত্তিতপ্রশস্তবর্ত্মা সৎসুমতপ্রতি-নিয়তসন্নীতিপরিসেবনসম্প্রাপ্তপরমশর্ম্মা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গাদ্যশেষজন-পদবহুমতাদ্ভুতকর্ম্মা ধর্ম্মানুগতাখিলকর্ম্ম দিগন্তসন্ততকীর্ত্তিসন্ততি-রত্যন্তদয়ার্দ্রচিত্তো ভূদেবভূদানার্জ্জিতাশেষধর্ম্মো জয়তাচ্চিরং রাজাধিরাজো দেবশ্রীহরিবর্ম্মা। যস্য হি কৃপয়াস্মদ্পূর্ব্বতনঃ সুখমিহ ন্যবাস।"

'যিনি নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মিগণের যিনি শান্তিসুখ বিদূরিত করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্যবর্গের গর্ব্ব ও গৌরব খর্ব্ব হইয়াছিল, যিনি নাগেন্দ্র-পত্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন, যিনি একাম্রকাননে হরি হর ব্রহ্মা সীতা রাম লক্ষ্মণ হনুমান্

রাজা হরিবর্ম্মদেবের পরিচয়

প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব্ব পতাকা-পরিশোভিত, সুরভি-কুসুমসমূহাদির সৌন্দর্য্যে নন্দনকানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যানসমূহে পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দিরসকল, এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছতোয়, কমল-কহ্লার ইন্দীবর ও কোকনদবৃন্দে সমুদ্ভাসিত বিস্তৃত সরোবরসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি নানা শাস্ত্র ও অস্ত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, অসাধারণ বিচক্ষণতাসম্পন্ন বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতিপ্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন, যিনি, নিজ জননীর বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পাদারবিন্দদর্শনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহার স্বচ্ছন্দগমনের জন্য নূতন একটী প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, যিনি প্রতিনিয়ত সাধুজন সেবিত নীতির অনুসরণ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে শুভফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশে যাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মকাহিনী বিঘোষিত হইয়াছিল, যাঁহার কর্ম্ম সকল ধর্ম্মানুগত, যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দিগদিগন্তে বিস্তৃত, যিনি পরম দয়ালু, যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় আমাদিগের (অর্থাৎ সাম-গৌতমের) পূর্ব্বপুরুষগণ এই স্থানে আসিয়া সুখে বাস করিয়াছেন, সেই নৃপকুল-শিরোমণি রাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেবের জয় হউক।'

তৎপরে কবিশেখর নিজ পিতৃ-পুরুষগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 'আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই সরস্বতীতীরে আশ্রয় করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি সদনুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন। তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞানলোত্থিত পবিত্র ধূমরাশির সুগন্ধ আঘ্রাণমাত্রেই পাপরাশি দূরীভূত হইত। তাঁহাদিগের কোন প্রকার সংসারচিন্তা ছিল না, তাৎকালিক রাজার প্রতিই তাঁহাদের ভরণপোষণের ভার ন্যস্ত ছিল।

'উক্ত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সকল জ্যোতিঃশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা রাজার অত্যন্ত বিঘ্ন উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, সেই কান্যকুব্জ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমশঃ বিভিন্ন রাজ্যে গমন করিলেন। তখন যে সকল ব্রাহ্মণ সরস্বতীতীরে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা গণকদিগের নিকট রাজার উপস্থিত বিষম বিঘ্নের কথা শুনিয়া স্বদেশানুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্ম সুখশান্তি ও তাঁহাদিগের প্রতি রাজার অত্যধিক অনুরাগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

'এই সময় তাঁহারা রাজ্যনাশ, যবনগণের আগমন, চারিদিকে দস্যুভয়, এবং সর্ব্বত্র দাবানলের প্রকোপ দেখিয়া ধন, ধর্ম্ম, দেহ-প্রাণাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিলেন।

(সাম গৌতম) 'গঙ্গাগতি বৈকুণ্ঠানন্দ-মিশ্র, নিজ পুত্র প্রজাপতি, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতিবন্দ্যমিশ্র, এবং বন্ধু যাদবানন্দ মিশ্র এই তিন জনের সহিত তৎকালে জন্মভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে তিনটী কর্ম্মকুশল ভৃত্য, একজন রজক, পাঁচটী অশ্ব, পাঁচটী গর্দ্দভ, একটী বৃষভ, আটখানি মৃগচর্ম্ম, তদ্ভিন্ন স্ব স্ব বেদ, বহু মন্ত্রযুক্ত অনেক গ্রন্থ, আপন স্ত্রীপুত্র ও কুশ প্রভৃতি দ্রব্য ইহাদের সঙ্গে ছিল। গঙ্গাগতি এবং যাদবানন্দ উভয়েই অত্যন্ত শুভ্রবর্ণ ছিলেন। উভয়েরই শ্মশ্রুসমূহ নাভি পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল। তাঁহাদিগের ললাট ও নাসিকা উন্নত, বিশাল নয়নদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত বাহু, উদর, জানু ও বক্ষঃ বিশাল, পৃষ্ঠ বিলম্বিত জটাসমূহ, সুদীর্ঘ, স্কন্ধ কম্বল ও কন্থা দ্বারা আবৃত এবং মেখলা দ্বারা কটিতট আবদ্ধ।

'তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া বহুদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক ক্রমে বারাণসী ধামে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বেশ্বর ও তৎপরে অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সকল সন্দর্শন করিলেন। তথায় ভক্তিযুক্ত হইয়া বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, উত্তরবাহিনী গঙ্গা, মহাশ্মশান, মণিকর্ণিকা ও বিবিধ দেবালয় ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় যাদবানন্দ মিশ্র গঙ্গাগতি-বৈকুণ্ঠানন্দ মিশ্রকে বলিলেন,—'বন্ধো! এই বারাণসীধামে আমি কিয়দ্দিন বাস করিব। তুমি এস্থান হইতে গিয়া যেখানে স্বচ্ছন্দে বসতি স্থাপন করিবে, আমিও তথায় আসিয়াছি বলিয়াই জানিবে। যাদবানন্দ মিশ্র এই বলিয়া কাশীতেই বাস করিতে লাগিলেন। তখন গঙ্গাগতি কাশী হইতে বহির্গত হইয়া গয়াধামে আগমন করিলেন। গয়াধামে আসিয়া তিনি গদাধরের পদারবিন্দে পিণ্ডদানপূর্ব্বক পিতৃগণের পারলৌকিক সাধনান্তে আত্মীয়গণ সহ পুনর্ব্বার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

'এইরূপে যাঁহারা অন্যত্র বাস করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রয়াগে কেহ কাশীধামে কেহ কেহ বা গয়ায় বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পুনর্ব্বার নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কেবল গঙ্গাগতিই বঙ্গদেশাভিমুখে আসিলেন। গঙ্গাগতি বঙ্গে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে নকুলেশসংজ্ঞক শিবালয়, গঙ্গা ও

গঙ্গাগতির বঙ্গাগমন।

মহাপীঠগত দেবীর দর্শন ও পূজা করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের তাৎকালিক প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা দেখিলেন,—বঙ্গের পাদপশ্রেণী ফলফুল লতায় পাতায় পরিশোভিত, নানা জাতীয় বিহঙ্গমকুলকূজিত, ক্ষেত্র সকল শস্যে পরিপূর্ণ এবং সকল স্থানই সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ।

'তিনি নানাবিষয়ে চিন্তাকুল হইয়া তথা হইতে পূর্ব্বদিশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কোটালিপাড় স্থান নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি দেখিলেন—স্থানটী বহু শস্যে পরিপূর্ণ ও অতীব রমণীয়। তখনও সে স্থানে বহুলোকের সমাগম হয় নাই। স্থানীয় বৃক্ষসকল ফলভরে বিনম্র। বানর, শূকর, ভল্লুক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুষ্ট বন্যজন্তুগণের উপদ্রব বা দস্যুতস্করাদির ভয় তথায় নাই। সাধু সন্ন্যাসিগণও সেস্থান আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিয়া তাঁহারা সেই স্থানেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। কোটালিপাড়ের মধ্যে যে স্থান দিয়া ঘর্ঘরনদ প্রবাহিত এবং যে নদকে কেহ কেহ ব্রহ্মপুত্র বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহার তীরভূমির পূর্ব্বদিকে এক অত্যুচ্চ ভূভাগে তখন তাঁহারা ঔৎসুক্যযুক্ত হইয়া নয়খানি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহাদিগের পর্ণশালার উত্তরদিকে খর্জ্জুর, হিজ্জল, প্লক্ষ, কদম্ব, ভল্লাতক, আম্রাতক বিল্ব, বকুল, অশোক, জম্বু, আম্র ও শাল প্রভৃতি বহু বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। বৈকুণ্ঠানন্দ গঙ্গাগতি আত্মীয়গণ সহ সেই সকল পর্ণশালায় অবস্থানপূর্ব্বক তাহার অদূরবর্ত্তী এক সুপ্রশস্ত অশ্বত্থ তরুর মূলদেশে নিশাচর নামক এক ভীষণ দানবকে সংস্থাপন করেন। অনন্তর গঙ্গাগতি কিয়দ্দিন সেইস্থানে অবস্থানের পর আপন গর্ভবতী স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুগণকে গৃহে রাখিয়া সেই দানবের উপর তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণপূর্ব্বক চন্দ্রনাথদর্শনার্থ ভৃত্য সহ তথা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রনাথে গিয়া তিনি ফল, ফুল ও বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা শম্ভুর ও শঙ্করীর সন্দর্শন, পূজা এবং স্তবাদি করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ক্রমে তিনি ব্রহ্মপুত্রে আগমন করেন। এই সময় চৈত্র মাস বুধাষ্টমী যোগ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রহ্মপুত্রজলে দেব ও পিতৃগণের তর্পণান্তে তথায় স্নানপূজাদি নির্ব্বাহপূর্ব্বক পুনরায় তথা হইতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তিনি স্বগ্রামে আগমন করিলেন। এই স্থানে বিদুরক্ষেত্র পবিত্র হইবে বলিয়া, তিনি পুষ্করের মধ্যভাগ, এবং নন্দাকের উদয় অস্ত প্রভৃতি সন্দর্শনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে নিজ নবনির্ম্মিত কোটালিপাড়স্থ বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহে আসিয়াই শুনিতে পাইলেন—তাঁহার একটী কন্যা-সন্তান জন্মিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং আত্মীয় বান্ধবগণকে বলিলেন,—আমি ব্রহ্মপুত্রে বাস করিবার সময় যখন আমার এই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন আমি ইহার নাম রাখিলাম ব্রহ্মাণী আমার এই ব্রহ্মাণী কন্যা দ্বারা উভয় কুলবই উন্নতি সাধিত হইবে।

'এই সময়ের পর বর্ষাগম উপস্থিত হইল। বর্ষাগমে সমস্ত পথ ঘাট জলপ্লাবিত এবং প্রায় সমস্ত দেশই জলময় দেখিয়া তাঁহারা গমনাগমনের নিমিত্ত কদলীবৃক্ষ দ্বারা ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ দ্বিবিধ ভেলা প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর সকলেই নিজ নিজ বাসগৃহ

বাবু অতি উৎকৃষ্ট দেখিয়া বলিলেন —আমরা বন্ধু বান্ধবের সহিত আসিয়া অতঃপর সকলেই এই স্থানে বাস করিব। যশোধর ভার্য্যাকে শ্বশুরগৃহে রাখিয়া পুরোহিত, গুরু, অন্যান্য বন্ধুবর্গ ও নাপিতাদি ভৃত্যবর্গের সহিত পুনরায় কান্যকুব্জে গমন করিলেন। পরে পাঁচ বৎসর অতীত হইলে পুণ্যানক্ষত্রে শুক্রবার নবমী তিথিতে যশোধরমিশ্র পুনর্ব্বার কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গাগমনে সমুদ্যত হইলেন। যশোধরের সহিত তাঁহার মাতা, পুরোহিত, বন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলেই স্ব স্ব পুত্রকলত্রাদি সহ প্রস্থান করিলেন। রজক ও নাপিতাদি কয়েকজন ভৃত্যও সঙ্গে চলিল। যাঁহার যাঁহার গৃহে যে যে দ্রব্য ছিল, তাঁহারা সকলেই সেই সেই দ্রব্য লইয়া চলিতে লাগিলেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলেরই কণ্ঠ বিষ্ণুচক্র বিলম্বিত ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজেই নিজের দ্রব্য বহন করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শকটে এবং কেহ কেহ বা অশ্বের উপর আপন আপন ভার স্থাপনপূর্ব্বক চলিলেন। সঙ্গে যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া চলিতে লাগিলেন। এই পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে যশোধরের [illegible] সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] পরে ক্রমে সেই সকল [illegible] অতিক্রমপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কোটালিপাড় গ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর [illegible] বাস করিতে আরম্ভ করিয়া [illegible] সেই সেই স্থানে স্ব স্ব গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কোটালিপাড় একটী বিশিষ্ট জনপদ বা বহু লোকপূর্ণ নগররূপে পরিণত হইল।

'অনন্তর যশোধরের আগমনের অষ্টমবর্ষে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কান্যকুব্জ এবং অন্যান্য দেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে তাঁহারাও ক্রমে কোটালিপাড় বাস করিলেন।' (কবিশেখর *)

কবিশেখরের বর্ণনায় আমরা বৈদিক সমাজের সরল ও সুস্পষ্ট গ্রাম্যচিত্র দর্শন করিতেছি। পরবর্ত্তিকালে সমাজে পঞ্চগোত্রের পরিচয়দাতা কুলজ্ঞগণ যেরূপ আড়ম্বর ও জাঁকজমকের পরিচয় দিয়া স্ব স্ব কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি কবিশেখর সে পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের গতিবিধি, আহার ব্যবহার এবং বসবাসের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কুটীরবাসী সরলহৃদয় পুণ্যাচারী মুনি ঋষিগণেরই যেন উপযুক্ত। সেই প্রাচীনকালে কুটীরবাসী ব্রাহ্মণ সমাজ কিরূপ গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা কতদূর আড়ম্বরশূন্য ছিলেন এবং কিরূপ স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন কবিশেখরের রচনায় তাহার প্রকৃত আলেখ্য প্রকটিত হইয়াছে। তিনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের আশ্রয়দাতা মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। কবিশেখর প্রারম্ভেই যেরূপ হরিবর্ম্মদেবের প্রশস্তি কীর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনার ভিত্তি নহে, সেই হরিবর্ম্মদেব একজন প্রকৃতই ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন। কবিশেখর তাঁহার যে সপ্ত সচিবের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক একজন খ্যাতনামা মহাপণ্ডিত। উৎকলের দ্বিতীয় কাশী সদৃশ ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের নামোল্লেখ পাইয়াছি *। তিনিই কবিশেখর বর্ণিত প্রথম পাশ্চাত্য বৈদিকের আশ্রয়দাতা হরিবর্ম্মদেব। তাঁহার প্রধান সচিব বাচস্পতিমিশ্রই পূর্ব্বোক্ত ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি রচনা করেন। কবিশেখর 'বালভট্ট' নামে যে সচিবের উল্লেখ করিয়াছেন, বাচস্পতি মিশ্র রচিত অনন্ত বাসুদেবের প্রশস্তিতে তিনিই 'বালবলভী ভুজঙ্গ' ভট্ট ভবদেব নামে পরিচিত।

কবিশেখর লিখিয়াছেন যে, কান্যকুব্জে "যবনাগম" ও "রাজ্যনাশ" দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আমরা মুসলমান ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, দেবদ্বেষী ভারতবিজেতা সুলতান মামুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯৪১ শাকে কনোজ জয়ে অগ্রসর হন। প্রায় ৯৪১ শকে মহাসমৃদ্ধিশালী কনোজরাজ্য তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তৎকালে জয়পাল (কুলগ্রন্থোক্ত জয়চন্দ্র) কনোজের অধিপতি। সেই যবনবিপ্লব কালেই যে গঙ্গাগতি প্রাণ ও মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য পরিবারসহ বঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপস্থলে প্রায় ৯৪১ শকে গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তৎকালে গৌড়োড্রবঙ্গাধিপ পরমবৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেব বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত। সেই সময়ের মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, কনোজাধিপতি জয়পাল চাঁদরায় প্রভৃতি বহু রাজার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। অধিক সম্ভব, পরম ধার্ম্মিক মহারাজ হরিবর্ম্মদেব কনোজপতি

* রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের মূলগ্রন্থ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ২য় ভাগ অংশে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম ভাগে ৩৪৩ ৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জয়পাল বা জয়চন্দ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগতির আগমনকাহিনী ছাড়িয়া দিয়া এই হরিবর্ম্মদেবের সহিত জয়চন্দ্র-কন্যার বিবাহপ্রসঙ্গ সামন্তসারের কুলজ্ঞগণ কর্ত্তৃক রাজা শ্যামলবর্ম্মার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, কনোজপতি জয়পাল বা জয়চন্দ্রের অনেক পরে শ্যামলবর্ম্মার অভ্যুদয়। সুলতান মামুদের কনোজাক্রমণের বহু পূর্ব্বে কনোজপতি জয়পালের পুত্র ভীমপাল রাজা চাঁদরায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যখন সুলতান মামুদ কনোজ জয় করিয়া মহাপরাক্রমশালী ও বহু ধনবান্ চাঁদরায়কে আক্রমণ করিতে যান, তৎকালে চাঁদরায় জামাতা ভীমপালের পরামর্শেই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মহাতেজস্বী চাঁদরায় একজন অপরিণত বয়স্কের কথানুসারে কখনই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে উদ্যত হন নাই। কুমার ভীমপালকে তখন প্রৌঢ় যুবক মনে করিলেও তাঁহার পিতাকে অন্ততঃ ৫০।৫৫ বর্ষীয় রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মুসলমান ইতিহাসেও তিনি বর্ষীয়ান্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ৯৪১ শকে কনোজপতি জয়পালের খুব কম ৫০।৫৫ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে ১০০১ শকে শ্যামলবর্ম্মার সময়ে তাঁহার ১১০।১১৫ বর্ষ বয়স হইয়া পড়ে, আর এই বৃদ্ধ বয়সের কন্যার সহিত শ্যামল-বর্ম্মার বিবাহ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং জয়চন্দ্র (জয়পাল) ও শ্যামলবর্ম্মাকে আমরা এক সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না,—হরিবর্ম্মদেব ও জয়পাল এক সময়ের লোক।

বাচস্পতিমিশ্র "বসুঙ্কবসুবৎসরে" অর্থাৎ ৮৯৮ শকে 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' রচনা করেন। এই গ্রন্থরচনাকালে সম্ভবতঃ তিনি রাজা হরিবর্ম্মদেবের সচিবপদ লাভ করেন নাই, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি সে কথা উল্লেখ করিতেন। সাধারণতঃ হিন্দু-রাজসভায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই প্রধান মন্ত্রী হইতেন। অন্ততঃ ৬০ বর্ষ বয়সে বাচস্পতি মিশ্র প্রধান মন্ত্রিত্ব পাইয়া থাকিলে ৩০ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ'-গ্রন্থের রচনাকাল মোটামোটি ধরিয়া লওয়া যায়। তাহা হইলে প্রায় ৯৩০ শকের নিকটবর্ত্তী-সময়ে হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যকাল গণ্য হইতে পারে।* বাচস্পতি মিশ্র যৎকালে তাঁহার প্রিয় মিত্র ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি রচনা করেন, তৎকালে তিনি ভবদেবকে হরিবর্ম্মদেবের "সচিব" বলিয়া পরিচয় দিলেও আত্ম-পরিচয় গোপন রাখিয়াছেন। ভবদেবভট্ট কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাচস্পতি-মিশ্র কর্ত্তৃক ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি রচিত হয়। প্রথম যখন আমরা এই কুলপ্রশস্তির পাঠোদ্ধার করি, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, একজন রাঢ়দেশের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সুদূর উৎকলক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মধ্যে কিরূপে এই বিশাল কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন? কিন্তু এখন বাচস্পতির বর্ণনা হইতে জানিতে পারিলাম যে, মহারাজ হরিবর্ম্মদেব জৈন বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিয়া সুদূর উড়িষ্যায় একাম্রকাননে অর্থাৎ ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে বহু দেবদেবীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আধিপত্যকালে তাঁহার একজন প্রধান সচিব কর্ত্তৃক অনন্ত বাসুদেবের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, বঙ্গান্তর্গত বিক্রমপুর তাঁহার রাজধানী ছিল। কোটালিপাড় প্রাচীন বিক্রমপুরের অন্তর্গত। এই বিক্রমপুরে গিয়া গঙ্গাগতি হরিবর্ম্মদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাহা ঐতিহাসিক কথা।

এখন কথা হইতেছে যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মার বহু পূর্ব্বে গৌতমগোত্রীয় গঙ্গাগতি এদেশে আগমন করিলেও পাশ্চাত্য কুলপঞ্জীসমূহে এ সম্বন্ধে কোন কথা নাই কেন? পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থকারগণ এক বাক্যে বলিতেছেন যে, মহারাজ শ্যামলবর্ম্মার সময়েই ১০০১ শকে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্যবৈদিক আগমন করেন। যশোধর মিশ্রই তাঁহাদের অগ্রণী। বঙ্গে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ পুনরায় লোপ পাইবার সূত্রপাত হইলে বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনার্থই যশোধরপ্রমুখ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সমাগম হইয়াছিল। কবিশেখরের বর্ণনাপাঠে বোধ হয় যে গঙ্গাগতি বৈজবমিশ্র কোন বৈদিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য এদেশে বাসস্থাপন করেন নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী জনক যশোধর মিশ্র রাজা শ্যামলবর্ম্ম কর্ত্তৃক বৈদিক ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ আহূত ও সম্মানিত হইয়া এদেশে শাসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ম্মাধিপের নিকট সসম্মান তাম্রশাসন লাভ করেন বলিয়া কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহা হইতেই বঙ্গে পাশ্চাত্য বৈদিকের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বাস্তবিক বলিতে কি তৎপূর্ব্বেও এদেশে পাশ্চাত্য বৈদিকের সমাগম হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুলতান মামুদের কনোজাক্রমণের পর প্রায় ৯৪৩ শকে গঙ্গাগতি বঙ্গে আগমন করেন। কবিশেখর লিখিয়াছেন, তাঁহার আগমনের পর ৭ বর্ষ গত হইলে পরে যশোধর মিশ্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপস্থলে ৯৪৩+৭=৯৫০ শকে যশোধরের বঙ্গবাস স্বীকার করিতে হয়।

* হরিবর্ম্মদেবের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৪২ রাজ্যাঙ্ক আছে। এরূপ স্থলে রাজা হরিবর্ম্মা যে বহুকাল রাজ্যশাসন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস [illegible] ভাগ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্টে মহারাজ হরিবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ও প্রতিকৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুলজ্ঞ রাঘবেন্দ্রের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে যশোধরমিশ্র তাঁহার শ্বশুর গঙ্গাগতির জীবনকালেই কোটালিপাড়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগতি রাজসম্মানিত হন নাই, কিন্তু যশোধরমিশ্র রাজসম্মান লাভের সহিত সম্ভবতঃ মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের নিকট হইতে কোটালিপাড় শাসন লাভ করিয়াছিলেন।* এই কারণে তাঁহার অধিকারভুক্ত স্থানে তিনি অপর বৈদিককেও বাস করাইয়াছিলেন। এ সময়ে নানা স্থান হইতে যে সকল বৈদিক আসিয়া কোটালিপাড়ে উপনিবেশ করেন, যশোধরমিশ্র তাঁহাদের নিকট গোষ্ঠীপতি বা তাঁহাদের সকলের প্রধান বলিয়া সম্মানিত ছিলেন, সন্দেহ নাই। এই যশোধর মিশ্র ঋগ্বেদী আশ্বলায়নশাখী শুনক গোত্র এবং শুনক, শৌনহোত্র ও গৃৎসমদ প্রবর। প্রায় ৯৯৯-৫০ শকে ইনি মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের সভায় আগমন করেন।

মহাভাষ্যবারিধি ২য় শুনক যশোধর

বশিষ্ঠবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর বৈদিকের প্রাচীন কুলগ্রন্থে এই শুনক যশোধরের পরিচয় সবিস্তার লিখিত আছে—

"ত্রিবিক্রমমহারাজসেনবংশসমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুরসমীপতঃ ॥
স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণবহমনী শুভা।
স্বর্গজাসলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতারিণী ॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকং ॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পূর্য্যাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ ॥
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি পুত্রৌ দ্বৌ মল্লশ্যামলবর্ম্মকৌ।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষাকরাবুভৌ ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোহত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ।
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসিনং।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ ॥ * * *
নীলকণ্ঠো মহারাজস্তস্মৈ কন্যাং সুদক্ষিণাং।
দত্তো দক্ষিণয়া সার্দ্ধং হেমালঙ্কারভূষিতাং ॥
গোবৎসতুরগৈঃ সার্দ্ধং যৌতুকেন নিয়োজিতাং।
দাসীদাসগণৈর্যুক্তাং কন্যাং দত্ত্বা যশস্করঃ ॥
দত্তৌ পুরোহিতং তস্মৈ ব্রাহ্মণং বেদবাদিনং।
নাম্না যশোধরাখ্যং বৈ তেজসা সূর্য্যসন্নিভং ॥
যশোধরোঽহর্নিশং হুতবহ্নিবক্ত্রা নিত্যং পিতৃংস্তর্পয়তীহ যত্নাৎ
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ পরিপূর্ণমূর্ত্তির্বাগ্মী পুনর্ব্রহ্মকুলাবতারঃ।
যশোধরস্তু শুনকস্য সম্ভবঃ কান্যকুব্জবাসী কলিপাপনাশকঃ
আচারপূতঃ খলু বেদবিৎ স্বয়ং সুতেজসা প্রজ্বলিতানলপ্রভঃ।
পুরোহিতং প্রাপ্য মনোগতং যতঃ স কৌতুকী চেতসি বেদবাদিনং।
যথাভবোৎসবেন চ যৌতুকেন সঃ সন্তীয়ুতঃ শ্যামলবর্ম্মভূপতিঃ ॥"

'মহারাজ পরম ধর্ম্মজ্ঞ ত্রিবিক্রম কাশীপুরী সমীপে বাস করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নিকট দিয়া প্রসন্নসলিলা স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত ছিল। এই নদী গঙ্গা সলিলসংসর্গে পবিত্র হইয়া সাধুজনগণের উদ্ধারের উপায় হইয়াছিল। মহীপাল ত্রিবিক্রম সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি বিজয়সেনই সেই পুরে রাজা হন। বিজয়সেনের পত্নীর নাম ছিল বিলোলা। বিলোলা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভাশালিনী ছিলেন। এই বিলোলার গর্ভে রাজা বিজয়সেন দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম মল্ল এবং অপর জনের নাম শ্যামল। মল্ল ও শ্যামল ইঁহারা উভয়েই রাজ্যরক্ষায় দক্ষ। মল্ল পৈতৃক রাজ্যে থাকিয়াই খ্যাতি লাভ করেন। শ্যামল গৌড়দেশবাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য তথায় সমাগত হন। অতি ধর্ম্মজ্ঞ শ্যামল এইস্থানে আসিয়া অবস্তা বঙ্গদেশীয় প্রধান শত্রুকে জয় করিয়া এখানেই রাজা হইয়াছিলেন।

'রাজা নীলকণ্ঠ নিজ কন্যা সুদক্ষিণাকে স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া দক্ষিণাদির সহিত রাজা শ্যামলবর্ম্মাকে সমর্পণ করেন। এই বিবাহে কান্যকুব্জরাজ জামাতাকে গো, বৎস, অশ্ব, দাস, দাসী প্রভৃতি বহুতর যৌতুক দান করেন। এই যৌতুকদানের সহিত তিনি একজন বেদবাদী ব্রাহ্মণ-পুরোহিত জামাতার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ব্রাহ্মণের নাম শ্রীযশোধর।

এই ব্রহ্মকুলাবতার যশোধর প্রত্যহ অগ্নিতে হোম ও পিতৃগণের তর্পণ করিতেন। তিনি চতুর্ব্বেদে পারদর্শী ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার কনৌজে বাস ছিল। তিনি শুনক গোত্রে উৎপন্ন, কলির পাপনাশে সমর্থ, আচারদ্বারা পূত বেদে অভিজ্ঞ ও তেজঃ প্রজ্বলিত অনলতুল্য ছিলেন।

'উক্ত বিবাহের পর রাজা শ্যামল পত্নী ও যশোধর মিশ্র সহ বিক্রমপুর রাজধানীতে আগমন করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার প্রাসাদে একটী শকুনি পতিত হয়, তাহাতে রাজ্যমধ্যে

* হরিবর্ম্মদেব যশোধর মিশ্রকে যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহা পাওয়া না গেলেও, তিনি ঋগ্বেদী বৎসগোত্রীয় কুলধর মিশ্রকে বেলাশিসার গ্রাম দান উপলক্ষে যে তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গিয়াছে। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড ২য় ভাগ ১মাংশ ২১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

যথেষ্ট অমঙ্গলের সূচনা হইতে থাকে। এই উৎপাত-শান্তির জন্য শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে শাকুনসত্রের অনুষ্ঠান করেন। এই শাকুনসত্র উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর বৈদিক স্বরচিত কুলপঞ্জীতে লিখিয়াছেন—

"এতস্মিন্নন্তরে পক্ষী শকুনিঃ শাটমন্দিরে।
পপাত সহসা কশ্চামঙ্গলপ্রকাশকঃ॥
অমঙ্গলং বিচিন্ত্যাত্ত আত্মনশ্চেতসা পুনঃ।
রাজা চ চিন্তাসন্তাপঃ প্রাহ তৎপণ্ডিতানিদং॥
কিমস্ত কারণং কিংবা শান্ত্যর্থং কর্ম্ম সাম্প্রতং।
বিধেয়ং তত্ত্বতশ্চৈব শাস্ত্রমাদিশ যত্নতঃ॥
শান্ত্যর্থং তস্য সত্রাখং কুরু যজ্ঞং শুভপ্রদং।
তদা ভবেন্মহারাজ শান্তিস্তে পক্ষিদোষতঃ॥
শ্রুত্বা বাক্যং দ্বিজাতিভ্যো রাজাসৌ হৃষ্টমানসঃ।
অত্রস্থা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥
বেদজ্ঞানবিহীনাস্তে যাগকর্ম্মানুকারিণঃ।
তথৈব যজ্ঞশালায়াং দ্রষ্টুং যজ্ঞং স ভূপতিঃ।
আজগাম পুরস্কৃত্য বেদজ্ঞং তং যশোধরং।
অকালস্ত তদা যজ্ঞমাহ তথৈব যাজ্ঞিকান্।
যশোধরোঽহসৌ কান্তো ব্রাহ্মণো বেদপারকৃৎ॥
কিমিদং ক্রিয়তে সর্ব্বৈ ব্রাহ্মণৈঃ স্নানকারিভিঃ।
কিমস্য কারণং ভেতাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
আচক্ষুস্ত তদা সম্যগেতস্য তু বিশেষতঃ।
শ্রুত্বা তৎকারণং তেভ্যো বিপ্রোঽসৌ বিস্ময়ং গতঃ॥
পুনস্তানাহ বিপ্রোঽসাবিতি বেদবিচারকৃৎ।
শাকুনেন তমাহুর শাকুনং বেদমাধবঃ॥
যেদেন তস্য কর্ম্মেদং যদি পূর্ণং ভবেদিতি।
অমঙ্গলং তদা রাজ্ঞো হানিঃ স্যাদিতি নিশ্চিতং॥
শ্রুত্বা তে যাজ্ঞিকাঃ সর্ব্বে ঊচুঃ সংশিতব্রতং।
দিগম্বরং গতঃ পক্ষী কুতস্তস্য সমাগমঃ॥
ঈষৎপ্রহাসবদনঃ প্রত্যেবং স যশোধরঃ।
ব্রাহ্মণৈরেব পক্ষিস্তু মম চৈবাবদৎ পুনঃ॥
প্রত্যেবং রাজশার্দ্দুলশ্চিন্তাবিকলমানসঃ।
পপ্রচ্ছ তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বেদজ্ঞং যজ্ঞকর্ম্মণি।
এতৎ সুদারুণং কর্ম্ম কর্ত্তুং কো বা বিদো ভবেৎ।
তদা যশোধরঃ প্রাহ অহমেব বিশারদঃ॥
রাজা চ হর্ষসম্পন্নঃ প্রাহ বিপ্রং পুনঃ পুনঃ।
কর্ম্মেদং কুরু বিপ্র ত্বং সুপ্রকাশাব্বহাযতে॥
কৃতোঽসৌ বেদবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ শাকুনং সূক্তমাপঠৈৎ।
কারণহবনাদ্যৈঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মনোহরৈঃ॥
শাকুনেন তমাহূয় সমানীতো দিগন্তরাৎ।
শকুনির্ন্নপতেরগ্রেঽপতৎ সর্ব্বমনোহরঃ॥
তুষ্টাসৌ ক্ষিতিপালস্তু চিত্তসন্দেহমাকরোৎ।
কো বা ন জায়তেঽপি কোঽস্যাস্য পরিচায়কঃ
ততো যশোধরঃ প্রাহ রাজানং সংশয়াকুলং।
অস্য দ্বিস্থানমিষ্যামি পুনঃ পূর্ণাদিনেঽপি চ॥
রাজা চ তৎপরীক্ষার্থং শকুনিস্তাগমাকরোৎ।
অনুমীলক্ষীকৃত্য তস্য যজ্ঞে ন্যবোজয়ৎ॥
যে প্রবৃত্তা পুরা বিপ্রা নিবৃত্তাস্তে নিয়োগতঃ।
যজ্ঞকর্ম্মসু সত্যঞ্চ হোতৃকর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ॥
রাঢীয়া যে চ বারেন্দ্রা যেহবয়ো দ্বিজাতয়ঃ।
ভূসুরৈঃ কৃতসংস্কারাঃ পাশ্চাত্যব্রাহ্মণোত্তমাঃ॥
ততঃ—
যশোধরোঽহসৌ হুতবহ্নিস্বৈঃ পুরীং পবিত্রামকরোৎ স্বতেজসা।
বিদূধ্য রাজোঽহঞ্চমিত্রতুল্যাঃ পূর্ণং দিনং প্রাপ্য চকার দীপ্তিঃ॥
তথৈব বেদপ্রভাবাৎ পপাত পূর্ণে কণেঽহসৌ শকুনিঃ সুনিশ্চিতং।
ততোঽপি পূর্ণাহুতিরেব দত্তা যশোধরেণৈব বিশোকহেতুঃ॥
পূর্ণাং বিধায় বিনয়েন স যাজ্ঞিকায়
বিপ্রায় বেদবিদুষে ক্ষিতিপঃ প্রহৃষ্টঃ।
গ্রামং দদৌ সকলপুগরসালতালং
সামন্তসারমধুনা কৃতযজ্ঞহেতোঃ॥
গ্রামং ধনং রজতকাঞ্চনসঞ্চয়ঞ্চ দত্ত্বা তুরঙ্গমতিচঞ্চলমীশতুল্যাং।
নিত্যং দদৌ সুজনভূপগণেষু রাজা দুর্বারবৈরিষু কৃতযজ্ঞবিশিষ্টতুষ্টো॥
কনৌজাদাগতং বিপ্রং বেদবেদাঙ্গপারগং।
নিযোজ্য পঞ্চযজ্ঞেষু তথৈব নিত্যকর্ম্মণি॥
গ্রামং দদৌ শ্যামলবর্ম্মরাজা বশিষ্ঠতুল্যায় দ্বিজায় সত্যং। " ঈ

'এই সময় সত্য সত্যই কোথা হইতে এক অমঙ্গলকর শকুনি আসিয়া রাজপ্রাসাদে পতিত হইল। রাজা এই ব্যাপারে মনে মনে নিজের অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বেগের সহিত একজন পণ্ডিতকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই অশুভকর শকুনিপাতের কারণ কি এবং ইহার শান্তির জন্য কি কর্ম্মেরই বা সম্প্রতি অনুষ্ঠান করা উচিত? আপনারা শাস্ত্রানুসারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।

'রাজার প্রশ্নে তথাকার শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণগণ সকলেই তাঁহাকে এই পক্ষিপাতদোষ-প্রশমনের জন্য একটী শুভপ্রদ যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিলেন। রাজা পণ্ডিতগণের পরামর্শে অবিলম্বে যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যজ্ঞে তথাকার বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণই ব্রতী হইলেন। যথা সময়ে রাজা সেই বেদজ্ঞ যশোধরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্বয়ং সেই যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলেন। যশোধর

বেদগান ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সেই ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রণালী দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন,—আপনারা কি কারণে কিরূপভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিয়াছেন? আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

'এই প্রশ্নের পর ব্রাহ্মণগণের উত্তরে যজ্ঞ-কারণাদি জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বেদ আলোচনা করিয়া কহিলেন,—শাকুন-যজ্ঞ সমাধা করিতে হইলে শাকুনমন্ত্রে সেই শকুনিকে আকর্ষণ করিয়া যজ্ঞশালায় আনয়ন করিতে হয়। পরে তাহার মেধযাগ এই কর্ম যদি সম্পূর্ণ হয়, তবেই যজ্ঞকারী রাজার অমঙ্গল দূর হইবে, নচেৎ অন্যরূপে তাহার সম্ভাবনা নাই।

'যশোধরের কথায় সেখানকার যাজ্ঞিকগণ উত্তর করিলেন,—মহাশয়! সেই পক্ষী রাজপ্রাসাদে পতিত হইবার পর কোথায় কোন্ দিগ্‌দিগন্তরে চলিয়া গিয়াছে, সে কিরূপে পুনরায় এখানে আসিবে? এইবার যশোধর ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন,—এ কার্য্যসাধনে ব্রাহ্মণমাত্রেরই ক্ষমতা আছে; আমি ব্রাহ্মণ, আমিও ইহা সম্পন্ন করিতে পারি। রাজা নিকটে ছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া তাঁহার শান্তিযজ্ঞ যথারীতি সম্পূর্ণ হইবে কি না, তৎপক্ষে চিন্তিত হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ যশোধরকে জিজ্ঞাসিলেন,—এ মহৎ কর্ম তবে কে করিতে জানেন? যশোধর কহিলেন,—এ কার্য্য সমাধা করিতে আর অন্য লোক খুঁজিতে হইবে না, আমিই ইহা যথারীতি সমাধা করিতে পারিব। তখন রাজা হৃষ্ট হইয়া মহামতি যশোধরকে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। যশোধর রাজার অনুরোধে সম্মত হইয়া তখন শাকুন-সূক্ত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। মন্ত্রপ্রভাবে দিগন্তর হইতে পক্ষী তথায় ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে শকুনি শূন্য হইতে রাজার সম্মুখেই পতিত হইল। রাজা দেখিয়া বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহার ভাবনা হইল,—এই যে পক্ষী আসিয়াছে, এই পক্ষীই যে আমার প্রাসাদে পড়িয়াছিল, তাহার কি প্রমাণ আছে এবং তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? দ্বিজোত্তম যশোধর রাজাকে সংশয়াকুল দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার সংশয় দূর করিবার জন্য কহিলেন,—রাজন্! আজ ইহাকে ছাড়িয়া দিতেছি, যজ্ঞের পূর্ণাহুতির দিন পুনর্ব্বার ইহাকে আনয়ন করিব।

'রাজা তাহা শুনিয়া এবিষয়ের প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য একটী অঙ্গুরি দ্বারা পক্ষীটীকে চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন রাজার আদেশে যজ্ঞ হইতে বিরত হইলেন। বাস্তবিকই তখন যাগযজ্ঞাদি হোতৃকর্ম্মে তদানীন্তন পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণগণের বংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ পরাঙ্মুখ ছিলেন। সুতরাং একাকী যশোধরই স্বীয় অসামান্য ক্ষমতায় যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিতে ব্রতী হইলেন। হোমবহ্নি-সমুত্থিত ধূমজালে রাজপুরী পবিত্র হইল। রাজার সমস্ত অশুভ অমঙ্গল কাটিয়া গেল। তিনি আনন্দে ইন্দুতুল্য কান্তি ধারণ করিলেন।

'অনন্তর যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময় যশোধরের মন্ত্র বলে সেই শকুনি তথায় নিপতিত হইল। রাজা হৃষ্ট হইলেন। যশোধর শান্তিযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণান্ত করিলেন। রাজা যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ সামন্তসার গ্রাম ও প্রচুর ধনদানে যশোধরকে পরিতুষ্ট করিলেন।

'অতঃপর যশোধর সেই রাজপ্রদত্ত গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন। এই সামন্তসার গ্রামে তখন যশোধর ব্যতীত আরও বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কিয়ৎকাল পরে যশোধর তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে কয়েকটী পুত্র উৎপাদন করেন। ক্রমে পুত্রগণ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহাদিগের বিবাহ দিবার জন্য তাঁহার ভাবনা হইল। তিনি ভাবিলেন,—এ দেশের ব্রাহ্মণগণের সহিত আমার ক্রিয়াকর্ম্ম চলিবে না, সুতরাং পুত্র-পরিবারাদি সহ আমার এস্থান ত্যাগ করাই উচিত। এইরূপ ভাবিয়া তখন রাজার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজা তৎশ্রবণে যশোধর মিশ্রের ন্যায় একজন অকৃত্রিম ব্রাহ্মণ তাঁহার দেশ হইতে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার বঙ্গরাজ্যে তখন প্রকৃত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ নাই। বেদজ্ঞানসম্পন্ন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত দেশে ক্ষত্রিয় রাজার বাস করা অযুক্ত। অতএব যশোধরের ন্যায় আরও কয়েকজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে যাহাতে এইখানে আনাইয়া বাস করাইতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা যাউক।

'রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার পুরোহিত যশোধর মিশ্রের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। যশোধর রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, যদি আপনি কনৌজবাসী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইতে পারেন, তাহা হইলে আর আমি এস্থান হইতে যাইব না। তখন রাজা কনৌজ হইতে কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করা যায়, পুরোহিত যশোধর মিশ্রের নিকট তাহা জানিয়া লইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে এ সম্বন্ধে একখানি লেখ্য-পত্রও চাহিলেন।

"যথাকুলং যথাগোত্রং যথানাম বিবিচ্য চ।
যথাস্থানং লিখিত্বাসৌ রাজানং প্রাপয়েৎ পুনঃ॥

বেদগর্ভশ্চ গোবিন্দঃ পদ্মনাভশ্চ ব্রহ্মবিৎ।
বিশ্বজিচ্চৈব চত্বার এতে ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ॥
তত্রাদৌ তেষাং গোত্রাণি নামধেয়ঞ্চ লিখ্যতে—,
বেদগর্ভশ্চ শাণ্ডিল্যো গোবিন্দো বশিষ্ঠগোত্রজঃ
পদ্মনাভশ্চ সাবর্ণো ভরদ্বাজশ্চ বিশ্বজিৎ॥
এতানানয় রাজেন্দ্র! চতুরো বিপ্রপুঙ্গবান্।
তদা দেশেঽত্র তিষ্ঠামি যদি স্যাদ্‌ব্রাহ্মণাগমঃ॥ • • •
বেদগর্ভাদিসম্ভূতাঃ সূনবশ্চ ত্রয়োদশ।
সস্ত্রীকাঃ শস্ত্রসংযুক্তাস্তুরগারূঢ়শালিনঃ॥
হরিকরিপরিরূঢ়াঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ ধীরা
বলিতবদনজিহ্বা বেদমন্ত্রপ্রভাবৈঃ।
নিরবধিপরিগাতাঃ সামবেদঞ্চ সত্যং
খলু ভুবি বিচরন্তো দীপ্তিমন্তশ্চ এব॥
ক্ষিতিপতিপুরবৃক্ষং পুষ্পিতং চাবলোক্য
সপদি ললিতপত্রং তত্র চৈনির্ম্মিতঞ্চ।
ইহ হি স্ফুরিতমূর্ত্তিব্রহ্মবীর্য্যপ্রতাপাৎ,
মখবাদৈর সমাসীদ্রাজধানী চতুর্ভিঃ॥
ততো রাজা সমানীয় চতুরঃ সামগান্ দ্বিজান্।
যশোধরং তমাহূয় সমানীয় যথাক্রমম্॥
তান্ দৃষ্ট্বাসৌ প্রীতমনাঃ পূর্ণকামান্ সমন্ততঃ।
রাজা চ কৃতিনং মন্তে চাত্মানং ক্ষত্রিয়ং পুনঃ॥
শাকে বেদরসেন্দুচন্দ্রগণিতে সত্যং কনোজস্থিতান্
বিপ্রান্ পঞ্চ সমাদরেণ ক্ষিতিপশ্চানীয় দেশেঽত্র বৈ॥
দত্ত্বা হেমধনং বিচিত্রবসনং গ্রামঞ্চ সংস্থাপয়েৎ।
বস্ত্রালঙ্কৃতিভূষিতান্ খলু পুনর্বেদজ্ঞবংশোৎসুকঃ॥
শাণ্ডিল্যবশিষ্ঠসাবর্ণ্যভরদ্বাজৈকশৌনকাঃ।
তপনস্যাত্মজস্ত্বেকো গোবিন্দোঽংশো মহাতপাঃ॥
ঈশপুত্রো বেদগর্ভঃ পদ্মনাভো রবেঃ সুতঃ।
কমলাসনপুত্রোঽংশো বিশ্বজিচ্চ মহামতিঃ॥
যশোধরো মনোঃ পুত্রঃ সর্ব্ব এতে সপুত্রকাঃ।
এতানানীয় রাজেন্দ্র এতেভ্যঃ স্থানমাদদৌ।
যথাযোগ্যং বিচিত্রং হি গ্রামং শাসনভূষিতঃ॥"

পুরোহিত পত্রে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ গোবিন্দ, সাবর্ণ পদ্মনাভ এবং ভরদ্বাজ বিশ্বজিতের নাম লিখিয়া দিলেন। আর বলিলেন, এইসকল ব্রাহ্মণেরা এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিলেই আমি এখানে থাকিব।

'এইরূপ কথাবার্তার পর পুরোহিতের পত্র লইয়া স্বয়ং রাজা ব্রাহ্মণ আনয়নার্থ কনোজে যাত্রা করিলেন। তিনি যথাকালে কনোজে পৌঁছিয়া পত্রের লিখিত নামানুসারে সেই সেই ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বেদগর্ভাদিসম্ভূত ১৩ জন ব্রাহ্মণ কেহ সস্ত্রীক অশ্বারোহণে কেহ বা গজারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সকলের হস্তেই এক একখানি তরবারি ছিল। তাঁহারা অপূর্ব্ব ব্রাহ্মশ্রী ধারণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের শরীর হইতে বেদজ্ঞানের পূর্ণ নিদর্শন স্বরূপ অলৌকিক ব্রাহ্মজ্যোতিঃ বাহির হইতেছিল। এই সকল ব্রাহ্মণেরা রাজপুরীর প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিবামাত্র সেখানকার শুষ্ক বৃক্ষ ফলে ফুলে ললিত পল্লবে ভূষিত হইয়া উঠিল। দেশমধ্যে নানা প্রকার মঙ্গলচিহ্নের সূত্রপাত হইল। রাজা সাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন, যশোধর মিশ্র আলাপ পরিচয়ে আপ্যায়িত ও প্রীত হইলেন। রাজা সমানীত প্রত্যেক ব্রাহ্মণকেই যথাযোগ্য পূজা ও অভ্যর্থনা করিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণকে পাইয়া এখন তিনি আপনাকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা শ্যামলবর্ম্মা ১১৬৪ বিক্রম শাকে (১১০৭ খৃষ্টাব্দে) কনৌজস্থিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে সমাদর পূর্ব্বক এ দেশে আনিয়া ধনরত্ন, বসন ভূষণ, ও গ্রাম প্রভৃতি দিয়া এখানে বাস করাইয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ ও শৌনক এই পঞ্চগোত্র একত্র আসিয়াছিলেন। তপনের পুত্র মহাতপাঃ গোবিন্দ, ঈশ পুত্র বেদগর্ভ, রবির পুত্র পদ্মনাভ, কমলাসনের পুত্র বিশ্বজিৎ এবং মনুর পুত্র যশোধর, ইঁহারা সকলে সপুত্র আগমন করিলে রাজা শ্যামলবর্ম্মা ইঁহাদিগকে তখন তাম্রশাসন দ্বারা যথাযোগ্য বিচিত্র গ্রাম দান করিয়া বঙ্গে বাস করাইলেন।'

নীলকণ্ঠ বৈদিক রচিত যশোধরবংশমালা নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"আসীদ্ গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ।
প্রচণ্ডাশেষভূপালৈরর্চ্চিতঃ স মহীপতিঃ॥
বেদগ্রহগ্রহমিতে স বভূব রাজা
গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরান্বয়ানতিমদান্ বিজিতান্ধরাজা
শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ॥
তস্যৈ দদৌ সুতাং তস্রাং কাশীরাজো মহাবলঃ।
গঙ্গাধরধরস্যাপি রাজ্যোঽপি পুরস্কৃতঃ॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং বাচে বেদবিদাম্বরং।
যশোধরং মহাত্মানং শাখোপশাখপারগম্॥
তস্মৈ সমাদিশদ্রাজা পীড়ানাং শাবনায় সঃ।
প্রাসাদং রত্নঘটিতং শাকুনপাতভূষিতম্॥
দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতো রাজা যজ্ঞং কর্ত্তুং মনো দদৌ।
যজ্ঞে যশোধরং তত্র স রাজা যজ্ঞকর্ম্মণি॥

শাকুনেন চ সূক্তেন সমাহূতং পতত্রিণঃ।
জুহাব খণ্ডশশ্ছিন্নং সংস্কৃতেঽগ্নৌ যথাবিধি ॥
তদেবাদ্ভুতকর্মাণং দৃষ্ট্বা প্রীতো মহীপতিঃ।
রাজ্যার্দ্ধঞ্চ রত্নানি দক্ষিণার্থেন কল্পিতম্ ॥
ভূমিং প্রতিগ্রহে পাপং নাস্তীতি স দ্বিজাগ্রণীঃ।
প্রত্যগ্রহীৎ সমস্তানাং গ্রামাণাং দ্বাদশৈব চ ॥
ব্রহ্মচর্য্যব্রতস্যাস্য বিবাহায় স ভূপতিঃ।
আনীতবান দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবান্ ॥
শৌনকশ্চৈব শাণ্ডিল্যো বশিষ্ঠশ্চ তথাপরঃ।
সাবর্ণোঽথ ভরদ্বাজঃ পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
আদৌ শৌনকশাণ্ডিল্যৌ বশিষ্ঠো মধ্যমস্তথা।
সাবর্ণোঽথ ভরদ্বাজঃ কনিষ্ঠঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
ধনুর্দ্ধরঃ শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠঃ শাস্ত্রতৎপরঃ।
সাবর্ণোঽথ ভরদ্বাজো দেবতাং দোলয়ানয়ৎ
পঞ্চগোত্রদ্বিজৈঃ সার্দ্ধং বেদাধ্যয়নতৎপরঃ।
যশোধরো বঙ্গদেশে কুস্তলাত্ সমাগতঃ ॥
শৌনকশ্চৈব শাণ্ডিল্যঃ সুসিদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভরদ্বাজো বশিষ্ঠশ্চ সাবর্ণঃ সিদ্ধ এব হি ॥
পঞ্চগোত্রাদ্বহিঃ সাধ্যা বৎসবাৎস্যাশ্চ কাশ্যপাঃ।
ভট্টো যশোধরশ্চৈব ভতশ্চাবট্টু বেদবিৎ ॥
শ্রীকৃষ্ণো বেদগর্ভশ্চ বেদাধ্যায়ী চ শঙ্করঃ।
রাজ্ঞঃ সমাজ্ঞয়া বিপ্রা আগতাঃ কুস্তলাত্তঃ ॥"

'গৌড়দেশে প্রবলপ্রতাপান্বিত-অশেষভূপালবৃন্দপূজিত স্বধর্ম-তৎপর শ্যামলবর্ম্মা নামে মহীপতি ছিলেন।" তাঁহার পিতার নাম বিজয়। তিনি ৯৯৪ শকে অতি দুর্দ্ধর্ষ শূরবংশীয় রাজগণকে পরাভূত করিয়া শুভতিথি নক্ষত্রে উক্ত গৌড়সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মহাবল কাশীরাজ তাঁহাকে রাজ্য, ধন, গজ, বাজী, রথ রত্নাদির সহিত অভ্রামালী স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। কিয়দ্দিবসান্তে ইঁহার রত্নসমন্বিত রাজপ্রাসাদে শকুনপাতদোষ ঘটায় রাজা সেই দোষপ্রশমনের জন্য যজ্ঞাদি করিতে মনঃস্থ করিয়া উক্ত কাশীরাজের নিকট একটী কৃতকর্ম্মা সুব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিলে তিনি বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ শাখোপশাখপারগ বৈদিকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যশোধরকে গৌড়রাজের হিতকামনায় তথায় যাইতে আদেশ করেন। গৌড়রাজও যথাসময়ে আগত যশোধরকে সাদরে সসম্ভ্রমে যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী করিলেন।

'এইরূপ যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী হইয়া যশোধর শাকুনসূক্ত পাঠ দ্বারা পতত্রিগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সুসংস্কৃত যজ্ঞাগ্নিতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন। মহীপতি শ্যামলবর্ম্মা যশোধরের এতাদৃশ অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক ও বহু ধনরত্নাদি দিতে সঙ্কল্প করিলেন। যশোধরও ভূমি প্রতিগ্রহে কোন দোষ নাই বিবেচনা করিয়া সন্নিহিত গ্রামসমূহ হইতে দ্বাদশখানি গ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'অনন্তর মহীপতি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী যশোধরের বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চগোত্রসমুদ্ভূত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শৌনক এবং শাণ্ডিল্য প্রথমে, বশিষ্ঠ মধ্যে, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ শেষে আগমন করেন এবং কুলশ্রেষ্ঠশাণ্ডিল্য, শাস্ত্রজ্ঞপ্রবর বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ, ইঁহারা সকলে দোলায় করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতাসকলও সঙ্গে লইয়া আসেন। এই শৌনক ও শাণ্ডিল্য সুসিদ্ধ এবং ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও সাবর্ণ সিদ্ধ বলিয়া কথিত হন। এতদ্ভিন্ন বৎস, বাৎস্য ও কাশ্যপ প্রভৃতি পঞ্চগোত্রেতর গোত্রগুলি সাধ্য বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

'বেদাধ্যয়নতৎপর যশোধর ঐ সকল পঞ্চগোত্র সঙ্গে লইয়া কুস্তল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন, ইহার পর রাজার আজ্ঞায় অবট্টু যশোধর ভট্ট বেদবিৎ শ্রীকৃষ্ণ, বেদগর্ভ এবং বেদাধ্যায়ী শঙ্কর কুস্তল হইতে বঙ্গে আগমন করেন।'

বশিষ্ঠ, ঈশ্বর বৈদিক ও নীলকণ্ঠ বৈদিকের রচনানুসারে বেশ জানা যাইতেছে—রাজা শ্যামলবর্ম্মার সময়ে প্রথমে শুনক যশোধর মিশ্র এবং তৎপরে শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চগোত্র তাঁহারই সুবিধার জন্য কুস্তলদেশ হইতে এ দেশে আগমন করেন। ঈশ্বর বৈদিকের মতে শুনক যশোধর মিশ্রের আগমনের বহু পরে অর্থাৎ তাঁহার পুত্রকন্যা বিবাহযোগ্য হইলে ১১৬৪ বিক্রমশাক = ১০২৯ শকে উক্ত শৌনকাদি পঞ্চগোত্র বঙ্গরাজ সভায় সমানীত হইয়াছিলেন। এদিকে নীলকণ্ঠের মতে, শুনক যশোধর মিশ্র ব্রহ্মচারী ছিলেন, তাঁহার বিবাহের সুবিধা হইবে বলিয়াই পঞ্চগোত্র পরে রাজপ্রার্থনায় এদেশে আগমন করেন।

এই উভয় মতের মধ্যে ঈশ্বর বৈদিকের মতই প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা যায়, কারণ ঈশ্বর বৈদিক যেরূপ প্রাচীন তাম্রশাসন ও প্রাচীন কুলতত্ত্ব আলোচনা করিয়া নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন অপরের ভাগ্যে সেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ নাই। নীলকণ্ঠ যশোধর মিশ্রের সঙ্গে পঞ্চগোত্রের আগমন কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শুনক যশোধর মিশ্রের পরে শ্যামলবর্ম্মার প্রার্থনায় শৌনকাদি পঞ্চগোত্র একত্র আগমন করেন। এই পঞ্চগোত্র সম্বন্ধে ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন—

"শাণ্ডিল্যবশিষ্ঠসাবর্ণভরদ্বাজৈকশৌনকাঃ।
তপনস্যাত্মজশ্চৈকো গোবিন্দশ্চসৌ মহাতপাঃ ॥
ঈশপুত্রো বেদগর্ভঃ পদ্মনাভো রবেঃ সুতঃ।
কমলাসনপুত্রোঽসৌ বিশ্বজিচ্চ মহামতিঃ ॥
যশোধরো মনোঃ পুত্রঃ সর্ব্ব এতে সপুত্রকাঃ।
এতানানীয় রাজেন্দ্র এতেভ্যঃ স্থানমাবদৌ ॥
যথাযোগ্যং বিচিত্রং হি গ্রামং শাসনভূষিতম্।"

শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ ও এক শৌনক এই পঞ্চগোত্র। এই পঞ্চগোত্র মধ্যে বশিষ্ঠ তপনের পুত্র গোবিন্দ, শাণ্ডিল্য ঈশপুত্র বেদগর্ভ, সাবর্ণ রবির পুত্র পদ্মনাভ, ভরদ্বাজ কমলাসনের পুত্র বিশ্বজিৎ এবং শৌনক মনুর পুত্র যশোধর ইঁহারা সকলেই সপুত্রক আসিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে আনিয়া রাজা শ্যামল তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য তাম্রশাসন দ্বারা বিচিত্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

ধুল্লার শুনকগৃহ হইতে প্রাপ্ত কারিকায় এবং অপরাপর স্থান হইতেও যে সকল বংশপত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকলের মতে—

"শাকেন্দুপুষ্করবিধৌ গতেঽব্দকে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাম্।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ কুন্তলদেশতোঽগাৎ ॥"

অর্থাৎ ১০০১ বা ১০১০ শকাব্দ* গত হইলে বৈশাখমাসে শুক্লদশমী তিথিতে শ্যামল নৃপতি সহ যশোধর কুন্তলদেশ হইতে আগমন করেন। এরূপস্থলে শুনক যশোধরের আগমনের ২৮ বা ১৮ বর্ষ পরে শৌনকাদির আগমন ঘটিয়া থাকিবে।

শৌনকাদি পঞ্চগোত্রকে রাজা শ্যামলবর্ম্মা ১৪ খানি গ্রাম দান করেন। যথা—

"আলাধীতি জয়াড়ীতি গৌরালীতি সুনিশ্চিতম্।
কুমারহট্টগ্রামশ্চ পানিকুণ্ডস্তথৈব চ ॥
আখোরা সাস্তৌরাশ্চৈব ব্রহ্মপুরস্তথৈব চ।
মরীচশ্চ প্রসারশ্চ দধিবামন এব চ ॥
চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপঃ কোটালিপাড় এব চ।
সামন্তসারক্ষেত্রে বৈ গ্রামাঃ সিদ্ধাশ্চতুর্দশ ॥
রাজাসৌ শ্যামলো বর্ম্মা পঞ্চ ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্।
পুরস্কৃত্য দদৌ স্থানং চতুর্দশ সুশাসনম্ ॥
আলাধীতি জয়াড়ীতি গৌরালীতি সুনিশ্চিতঃ।
বশিষ্ঠস্য সমাজশ্চ গ্রামাশ্চৈব ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
কুমারহট্ট-পানিকুণ্ড-আখোরা-সাস্তৌরাস্তথা।
অন্তে ব্রহ্মপুরশ্চৈব শাণ্ডিল্যস্য সমাজকাঃ।
মরীচস্য প্রসারস্য দধিবামন এব চ।
সাবর্ণস্য সমাজৌ দ্বৌ স্মৃতৌ তৌ সুপ্রশস্তকৌ ॥
চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপঃ কোটালিপাড় এব চ।
ভরদ্বাজস্য নিয়তা গ্রামাশ্চৈতে সমাজকঃ ॥
সামন্তসারগ্রামস্য শৌনকস্য সমাজকাঃ।
ক্রমেণৈব স্মৃতাশ্চৈতে চতুর্দ্দশ-সমাজকাঃ ॥"

(ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জী)

রাজা শ্যামলবর্ম্মা সেই পঞ্চব্রাহ্মণ-পুঙ্গবকে ১৪ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। রাজপ্রদত্ত সেই সকল স্থানের নাম আলাধি, জয়াড়ী, গৌরালী, কুমারহট্ট, পানিকুণ্ড, আখোরা, সাস্তৌরা, ব্রহ্মপুর, মরীচির প্রসার, দধিবামন, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কোটালিপাড় ও সামন্তসার।

এই সকল গ্রামের মধ্যে আলাধি, জয়াড়ী ও গৌরালী এই তিন গ্রাম বশিষ্ঠের; কুমারহট্ট, পানিকুণ্ড, আখোরা ও সাস্তৌরা এই চারি স্থান শাণ্ডিল্যের; মরীচের প্রসার ও দধিবামন এই দুই গ্রাম সাবর্ণের; চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ ও কোটালিপাড় এই তিন গ্রাম ভরদ্বাজের এবং শুধু সামন্তসার গ্রাম শুনকের সমাজ, পাশ্চাত্য বৈদিকগণের এই ১৪টী সমাজ।'

এখানে একটী কথা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর বৈদিক এবং নীলকণ্ঠ বৈদিক উভয়েই শ্যামল প্রদত্ত তাম্রশাসনের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, শুনক যশোধর মিশ্র শ্যামলের নিকট শাকুনসত্রের দক্ষিণাস্বরূপ সামন্তসার গ্রামপ্রাপ্ত হন। এদিকে ঈশ্বর বৈদিকই আবার শেষে লিখিয়াছেন যে, রাজা শ্যামলবর্ম্মা শৌনককে সামন্তসার দান করেন এবং সামন্তসার শৌনকের সমাজ। এক ব্যক্তির রচনায় এরূপ মত বিরোধ ঘটিবার কারণ কি? সম্ভবতঃ প্রথমে শুনক যশোধর সামন্তসার পাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ স্থান রাজধানীর বহু দূরবর্ত্তী হওয়ায় এবং তৎকালে ঐ অঞ্চলে তাঁহার কেহ আত্মীয় স্বজন না থাকায় তিনি সে স্থানে বাস করা সুবিধাজনক মনে করেন নাই। ধুল্লার শুনক বংশের গৃহে রক্ষিত সবৈদিককুলপঞ্জিকায় এইরূপ আছে—

"পুরস্কৃতঃ সর্ব্বগুণোপপন্নস্তেভ্যো দদৌ ভূমিমতীব তুষ্টঃ।
স রাজসিংহঃ পরমার্থদর্শী বভূব চিরং তত্র চ মধ্যভাগে ॥"

ঐ কুলপঞ্জিকার অন্যত্রও এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"আশাদ্যে ক্ষিতিপালদত্তধরণীং যাজ্ঞাগ্রগণ্যঃ সুধীঃ।
রাজ্ঞঃ শ্যামলবর্ম্মণঃ কৃতিসভাসম্পূজিতঃ সন্মতিঃ ॥
ত্যক্ত্বা কুন্তলরাষ্ট্রমেবমুদিতং শ্রীশ্যামলস্যাজ্ঞয়ে।
যত্র শ্রীল যশোধরঃ সমগমল্লৌহিত্যতীরস্থলে ॥
মন্দারীয়কনামধামবিদিতং দূরান্তরালং সত—
স্ত দ্বিচান্তিশ মধ্যভাগমিতি বৈ লোকে জগৌ চাস্থিনে।"

* ধুল্লার শুনক গৃহে রক্ষিত সবৈদিক কুলপঞ্জিকায় "শাকেন্দু খেন্দুপক্ষ: প্রমানেণ" এইরূপ পাঠ আছে, এতদনুসারে ১০১০ শক হয়।

485-XIX

পরিজনসুখভোগী সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবোধী
প্রবসতি কুললক্ষ্মীঃ সর্ব্বদা যত্র বংশে ॥"

উক্ত প্রমাণ অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, শুনক যশোধর মিশ্র সুবিধাজনক ভাবিয়া রাজধানীর নিকট ও ধূম্রার নিকটবর্ত্তী মধ্যভাগে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানও তিনি নৃপতির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সামন্তসার গ্রাম তাঁহার উদ্দেশ্যে তাম্রশাসনী-কৃত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, পরে মধুর পুত্র শৌনক যশোধর মিশ্রই ঐ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাই পরে মধ্যভাগ শুনকের সমাজ এবং সামন্তসার শৌনকের সমাজ বলিয়া গণ্য হইল।

কোন কোন কুলগ্রন্থে কোটালিপাড় ও সামন্তসার শুনকের সমাজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল আধুনিক কুলগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া মনে হয় না। নীলকণ্ঠের শুনকযশোধর বংশমালামতে, শ্যামলবর্ম্মসভায় আগত শুনক যশোধর মিশ্রের পুত্র হরি, তৎপুত্র বৎসরাজ, তৎপুত্র দিনকর, তৎপুত্র পশুপতি, তৎপুত্র সিদ্ধেশ্বর লোকাচার্য্য। সিদ্ধেশ্বরের তিন পুত্র, বাচস্পতি, শ্রীপতি ও কংসারি। বাচস্পতি সামন্তসারে ও শ্রীপতি কোটালিপাড়ে গিয়া বাস করেন। ইহা হইতে বাচস্পতির সন্তানগণের সমাজ সামন্তসার ও শ্রীপতির সন্তানগণের সমাজ কোটালিপাড় হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোটালিপাড়ের (রাজা হরিবর্ম্মের সময়ে আগত) যশোধরবংশীয় শুনকগণের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে উক্ত শ্রীপতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক শুনকবিদ্বেষী শৌনকেরা কোটালিপাড়ের আদি শুনকবংশীয় বৈদিক সমাজের গোষ্ঠীপতি হরিহরকে কাল্পনিক বৈদিক ও তদ্বংশধরগণকে হীন মর্য্যাদ করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ মিথ্যা বংশাবলীর সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। কৌশলে যে মধ্যভাগের শুনকবংশতালিকাটী কোটালিপাড়ের গোষ্ঠীপতিবংশের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে, তাহা বশিষ্ঠ নীলকণ্ঠ বৈদিকের যশোধরবংশাবলী এবং শুনক বিদ্বেষী রূপরাম ও শৌনক লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির সবৈদিককুল-পঞ্জিকা মিলাইয়া জানিতে পারিয়াছি। সমাজদারেরাই বৈদিক কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, সমাজে কাহারও কুল-পরিচয় জানিতে হইলে তাঁহাদের আশ্রয় লইতে হইত, এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহারা 'সমজদার' বা "সমাজদার" উপাধি লাভ করেন।

তিনশত বর্ষের অধিক হইল, আখোড়ায় চতুর্দ্দশ বৈদিক সমাজের সম্মিলন হয়। এই সভাতেই শুনক হরিহর চক্রবর্ত্তী গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন এবং সেই সময় হইতেই শুনক ও শৌনকে বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। সে সময়ে সমাজদারেরা অবশ্যই জানিতেন যে হরিহর কোটালিপাড়ের সমাজপতি শুনক যশোধর মিশ্রের বংশধর হইলেও রাজা শ্যামলবর্ম্মার সম্মানিত নহে, অথচ পূর্ব্বাপর কোটালিপাড় সমাজে ঐ বংশের যেরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল, তাহা লোপ করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। তৎকালে বোধ হয় পঞ্চগোত্রের মধ্যে সমাজদারেরাই গোষ্ঠীপতিত্বের দাবী করিতেছিলেন, এই কারণেই তাঁহারা আখোড়ায় হরিহর চক্রবর্ত্তীকে কল্পিত বৈদিক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তখনও প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। বৈদিক সমাজে যাঁহারা রাজসম্মানিত বা তাম্রশাসন পাইয়া ছিলেন, তাঁহারাই "কুলীন" বলিয়া সমাজে মর্য্যাদা পাইতেন। হরিহরের বীজপুরুষ যশোধর মিশ্র রাজসম্মানিত, সুতরাং চতুর্দ্দশ বৈদিকসমাজ হরিহরকে পঞ্চগোত্র ও কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতে কেন আপত্তি করিবেন? তথায় শৌনক সমাজদারদিগের প্রতিবাদে বিশেষ ফল হয় নাই। কিন্তু সেই জাতিগত বিদ্বেষ শুনক ও শৌনক মধ্যে চিরদিন রহিয়া গেল এই বিদ্বেষিতা হইতেই নানা কল্পিত বংশলতা ও আখ্যায়িকা বৈদিক সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। যাহা হউক কাশ্যপ গোত্র বশিষ্ঠ নীলকণ্ঠ আখোড়ায় বৈদিক সভার অল্পকাল পরেই 'যশোধর-বংশাবলী' লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের সন্দেহ দূর করেন। কারণ এ সময়ে শৌনকদিগের কল্পিত, অভিনব বংশলতা হইতে কোটালিপাড় ও ধূম্রার শুনক সম্বন্ধে বৈদিক সমাজে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। মাতামহসগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ; সুতরাং তাহা হইলে এই সমাজে অবিবাহ্য দোষ ঘটে, কোটালিপাড়ের শুনকের দৌহিত্র আবহমান কাল অপর শুনক ও শৌনকদিগের ঘরে বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া আসিতেছেন। শৌনকেরা হরিহরের যে কল্পিত বংশলতা প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা ধূম্রা ও কোটালিপাড়ের শুনকেরা এক বংশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, কিন্তু তাহা হইলে সমস্ত পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে অবিবাহ্যদোষ সংক্রামিত হইয়া পড়ে। যাহা হউক নীল-কণ্ঠ স্বতন্ত্র বংশাবলী প্রকাশ করিয়া অবিবাহ্য দোষ হইতে বৈদিক সমাজকে রক্ষা করেন। কোটালিপাড়ের গোষ্ঠীপতিবংশ পূর্ব্বাপর কখন স্ব স্ব বংশপরিচয় রক্ষা করিয়া আসেন নাই, কোটালিপাড়ে প্রথমাগত সাম গৌতম গঙ্গাগতির বংশধরেরাই বরাবর কুলপরিচয় রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, আখোড়ায় চতুর্দ্দশ বৈদিক সমাজের সম্মিলনে পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র অর্থাৎ কুলীন ও অকুলীন এই দুই প্রকার শ্রেণি বিভাগ হইলে অনেক ষষ্ঠ গোত্রই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপে ষষ্ঠগোত্রমধ্যে গণ্য ও সমাজে প্রতিপত্তির অনেকটা হ্রাস হওয়ায় সামগৌতমগণ পূর্ব্বাপর যে কুল পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তাহাতে অনেকটা

লিখিত প্রবন্ধ হইলেন। তাঁহাদের নিকট হরিহর চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রকৃত কুলপরিচয় রক্ষিত থাকিলেও শুনক ও শৌনকে বিবাদ উপস্থিত হইলে, যে কোন কারণেই হউক কোটালিপাড়ের সাম গৌড়বেরা শুনকবংশের আদিবংশাবলী গোপন করিলেন, তাহাতেই এখানকার শুনকগণ আদি বংশাবলী অনেকটা অজ্ঞাত রহিয়াছেন।

যাহা হউক এখন স্থির হইল যে, কোটালিপাড় ও ধুল্লার শুনক এবং সামন্তসারের শৌনকগণ যশোধর মিশ্রের সন্তান হইলেও এক যশোধর মিশ্রের সন্তান নহেন, তিন সমাজের শুনক ও শৌনকগণ তিন যশোধরের সন্তান। ইঁহারা যে এক ব্যক্তির সন্তান নহেন, তাহা ইঁহাদের গোত্রপ্রবর আলোচনা করিলেও জানা যায়। যথা—

১। ৯৫০ শকে রাজা হরিবর্ম্মদেব কর্ত্তৃক আহূত কোটালি-পাড়ের যশোধরের গোত্র শুনক, এবং শুনক, সৌহোত্র ও গৃৎ-সমদ প্রবর।

২। ১ ১ , ০০১০ শকে শ্যামল রাজসভায় প্রথমাগত মধ্যভাগবাসী যশোধরের গোত্র শুনক এবং শুনক, শৌনিহোত্র ও গৃৎসমদ এই তিন প্রবর।

৩। ১১৬৪ বিক্রমাব্দে বা ১০২৯ শকে শ্যামলবর্ম্ম কর্ত্তৃক বর্দ্ধমানাদি অপর চারিগোত্রের সহিত সমানীত শৌনক যশোধরের শৌনক, শৌনিহোত্র ও গৃৎসমদ এই তিন প্রবর।

উক্ত তিন বংশের সন্তানেরাই পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে পঞ্চ-গোত্র ও কুলীন বলিয়া অতি সম্মানিত। উক্ত বংশীয় শুনক ও শৌনকদিগের মধ্যে বংশমর্য্যাদায় পরস্পরে কেহ হীন নহেন, উক্ত যশোধরত্রয়ের বংশধর ব্যতীত পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে অপর শুনক ও শৌনকগোত্রও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চগোত্র নহেন।

পঞ্চগোত্রের সমাজ।

উক্ত চতুর্দ্দশ সমাজের অবস্থান সম্বন্ধেও ঈশ্বর এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

'কোটালিপাড় ও চন্দ্রদ্বীপ এই দুইটী স্থান পূর্ব্ববঙ্গে। এই স্থানদ্বয় নারিকেল ও গুবাকাদি দ্বারা বেষ্টিত। নবদ্বীপ গঙ্গাতীরে, এই সমাজে চৈতন্য মহাপ্রভু জন্মলাভ করেন। সামন্তসার ব্রহ্মপুরের নিকট ও নবদ্বীপ হইতে বহুপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার ভূভাগ খর্জ্জুর পনসাদি তরু ও কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দ্বারা বেষ্টিত। আনাদি আত্রেয়ী ও প্রাচী নদীর পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থানে বহুতর বেদবিদ্ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বাস। জয়াড়ী অতি সমৃদ্ধ স্থান। এই স্থান দেবপুরী তুল্য। এখানে পুরশ্রী, দেবশ্রী ও হরিহর-বিরিঞ্চি প্রভৃতির বহুতর মন্দির বিদ্যমান। গৌরালী সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুরম্য স্থান। এখানে অনেক গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের বাস। কুমারহট্ট গঙ্গাতীরে, এই স্থানে বেদজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণের বাস। গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শে এই নির্দ্দোষ স্থান সদাই পবিত্র। আখড়া পূর্ব্বদেশীয় বৈদিক সমাজের সন্নিকট। পানিকুণ্ড ভাগ্যদহ হ্রদের নিকট। ব্রহ্মপুর আখড়ার অন্তে। এই স্থান শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বৈদিকগণের সমাজ।"*

সামন্তসার—সামন্তসার এক্ষণে ফরিদপুর জেলায় মেঘনা নদীর পশ্চিম ধারে, গোসাইহাট পোষ্টাফিসের অন্তর্গত। ইহার পূর্ব্বসীমা নাগরকুণ্ডা গ্রাম, এখন নদীগর্ভশায়ী, দক্ষিণসীমায় দীপুর, পশ্চিমে চৌদ্দা ও উত্তরে কুলকুষ্ঠী গ্রাম। এই সমাজের বৈদিকেরা নিকটবর্ত্তী বেজিনীসার, সিঙ্গারডাঙ্গা, কার্ত্তিকসার, শীতলবুড়িয়া টেঙ্গরা প্রভৃতি স্থানেও বাস করিতেছেন।

কোটালিপাড়—কোটালিপাড় পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্ত-র্গত ছিল, এখন ফরিদপুর জেলায়। এই সাম্রাজ্যের লোকেরা মুখ্যকোটালিপাড়, পশ্চিমপাড়, মদনপাড়, ডহরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

চন্দ্রদ্বীপ—বরিশাল জেলায় বাক্‌লা পরগণায়। এই সমাজের বৈদিকেরা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত উজীরপুর, শিকারপুর, রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

---

* "চন্দ্রদ্বীপ ইতি খ্যাতঃ কোটালিপাড়সংজ্ঞকঃ।
নারিকেলগুবাকাদ্যৈর্বেষ্টিতঃ পূর্ব্বদেশকঃ॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপো যত্র চৈতন্যসম্ভবঃ।
সামন্তসারস্তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মপুরসমীপতঃ॥
সরিদ্বেষ্টিতভূখণ্ডা খর্জ্জুরপনসাবৃতাঃ।
আনাদীতি পুরাখ্যাতা ভূদেবগণসেবিতা॥
যত্র প্রাচী বহতি বিমলৈরাত্রেয়ীপুণ্যতোয়ৈঃ।
ছন্দোগানাং পরমকৃতিনাং যত্র বাসো বিশেষঃ॥
জয়াড়ীগ্রামে সুরপুরসমানে সম্প্রতি পুনঃ।
পুরশ্রী দেবশ্রীহরিহরবিরিঞ্চিস্থিতিরিতি॥
গৌরালী গুণসম্পন্না গুণবদ্‌ব্রাহ্মণস্থিতিঃ।
গুণাতিরিক্তবাসিনী গুণাকরমনোহরা॥
গ্রামঃ কুমারহট্টোঽসৌ গঙ্গাসলিলনির্ম্মলঃ।
বেদজ্ঞানাং স্থিতির্যত্র বসতাং দোষবর্জ্জিতা॥
আখোড়াগ্রামসামীপ্যা পূর্ব্বদেশসমাজকম্।
পানিকুণ্ডং বিজানীয়াৎ যত্র ভাগ্যদহো হ্রদঃ।
আখোড়া অন্তে ব্রহ্মপুরশ্চৈব শাণ্ডিল্যস্য সমাজকাঃ॥"

(ঈশ্বরকৃত বৈদিককুলপঞ্জী)

মধ্যভাগ—মধ্যভাগসমাজের বৈদিকের মতে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাটগাঁওএর নিকটবর্তী মাদারিয়া গ্রামই প্রাচীন মধ্যভাগ, এখন এই গ্রাম পদ্মাগর্ভে। এই সমাজের লোকেরা দুলা এবং কতক ইদিলপুরে ও কতক পাটগাঁওএ বাস করিতেছেন।

আথোড়া—ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন। এখন এই গ্রাম পদ্মাগর্ভে। এই সমাজের লোকেরা পার্শ্ববর্ত্তী নয়াকান্দি, ছুলারডাঙ্গী প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

পানিকুণ্ড—ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন, কিন্তু ঈশ্বর বৈদিকের মতে ভাগাদহের নিকট এবং পাশ্চাত্য কুলপঞ্জিকামতে গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

জোয়ারি—(জয়াড়ী) রাজসাহী জেলায়, নাটোর হইতে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই গ্রামের পার্শ্বে আত্রেয়ী নদী ছিল, এখন আত্রেয়ী বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

গৌরালি বা গৌরাইল—ঢাকা জেলার রাজনগরের নিকট। এই সমাজের লোকেরা পার্শ্ববর্ত্তী মসুড়া, আড়সা, দাসুকা প্রভৃতি স্থানেও বাস করিতেছেন।

আলাধি—রাজসাহী জেলার আত্রেয়ী ও প্রাচীনদীর পার্শ্বে জালালপুরের নিকট অবস্থিত ছিল। এখন নদীগর্ভশায়ী, চিহ্নমাত্র নাই।

দধীচি ও মরীচি—নবদ্বীপের পূর্ব্বোত্তরদিকে অবস্থিত। এখন আর এই দুই স্থানে পাশ্চাত্য বৈদিকের বাস নাই।

নবদ্বীপ—সুবিখ্যাত প্রাচীন নদীয়াই পাশ্চাত্য বৈদিকগণের নবদ্বীপসমাজ, কিন্তু সেই প্রাচীন স্থানের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে। যেখানে এখন লোকে বল্লালবাড়ী দেখাইয়া থাকে, তাহারই কিছু দূরে এই সমাজ অবস্থিত ছিল। এখন নবদ্বীপে বৈদিকের বাস থাকিলেও পঞ্চগোত্রের শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সহিত প্রায় তাহাদের সম্বন্ধ ঘটে না।

শাস্তরু বা সাতৌর—এখন সাঁতৈর নামে খ্যাত, ফরিদপুর জেলায় ভূষণার নিকট, সুবিস্তৃত 'হাবেলী সাঁতৈরা' নামক পরগণার অন্তর্গত। এক সময় এই স্থান একটী প্রধান বৈদিকসমাজ বলিয়া গণ্য ছিল।

ব্রহ্মপুর—এখন বরিশাল জেলার অন্তর্গত।

বষ্ঠগোত্র বিবরণ।

ষষ্ঠগোত্রের মধ্যে কোটালিপাড়ের সামবেদী গৌতম গোত্রের পরিচয় প্রথমেই লিখিত হইয়াছে। এই বংশের এক শাখা জয়দায়কের বংশধর মাদারিপুরে গিয়া বাস করিতেছেন। এই বংশে বাগেশ্বর নামে এক সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হন। এই ষষ্ঠগোত্রের পর অপরাপর ষষ্ঠগোত্রের আগমন ঘটে।

রাঘবেন্দ্র-কবিশেখররচিত কোটালিপাড়-সমাজের পরিচয়-গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে—

"অনন্তর শ্রীরামমিশ্র কোটালিপাড়ে আগমন করেন। ইনি কাশ্যপগোত্রীয় যজুর্ব্বেদী, কাশ্যপের ন্যায়প্রভাবসম্পন্ন এবং যজুর্ব্বেদবিৎ জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যশোধরমিশ্রের আগমনের সাত বর্ষ পরে ইঁহার আগমন হয়। (তাঁহার বহু পরে) অতঃপর তত্ত্বশাস্ত্রজ্ঞ শারদ্বয় শক্তিধরের সহিত আগমন করেন। ইঁহারা উভয়ে পরস্পর সহোদর ছিলেন, ইঁহারা ভরদ্বাজগোত্রীয়, যজুর্ব্বেদী এবং উভয়েই জ্ঞানীদিগের অগ্রণী। অনন্তর সুব্রাহ্মণমিশ্র নামক এক ব্যক্তি আগমন করেন। ইনি কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয়, যজুর্ব্বেদী ও কাণ্বশাখাধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহার কণ্ঠে বিষ্ণুর রঘুনাথচক্র ছিল।*

'যশোধরের শিবরাম নামক যে একজন শ্রেষ্ঠ বংশধর ছিলেন, তিনি বেদাধ্যয়নার্থ কাশীধামে বাস করিতেন। এই সময় রঘুনাথমিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শিবরাম দেখিলেন,—বিশিষ্ট বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া রঘুনাথ প্রকৃষ্টজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দেহোত্থিত ব্রাহ্মী শ্রীদ্বারা যেন পাঠগৃহ প্রদীপিত হইয়াছে। দ্বিজবর রঘুনাথের আকৃতি গৌরবর্ণ, তিনি দেখিতে অতি সুন্দর, তাঁহার নেত্র সুবিশাল এবং তিনি তরুণবয়স্ক হইয়াও জ্ঞানে প্রবীণ। শিবরাম রঘুনাথকে এইরূপ রূপ ও বিদ্যা-ব্রহ্মণ্য সম্পন্ন দেখিয়া নিজ গুরুর নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পূর্ব্বে বৈষ্ণব মিশ্রের বন্ধু মাধবানন্দ মিশ্র নামক যে এক ব্রাহ্মণপ্রবর ছিলেন এই রঘুনাথমিশ্র তাঁহারই বংশধর। শিবরাম সেই ব্রাহ্মণ যুবকের এইরূপ পরিচয় পাইয়া কাশী হইতে তাঁহাকে নিজালয়ে (কোটালিপাড়ে) লইয়া আসিলেন।

'শিবরাম গৃহে আসিয়া প্রিয়ংবদা নাম্নী স্বীয় কন্যা রঘুনাথ মিশ্রকে সম্প্রদান করেন। কন্যাদানের পর তাঁহার বাসের জন্য স্থান এবং তদ্ভিন্ন কুড়ি বিঘা জমিও তাঁহাকে দান করিলেন। জলধি যেমন হরির করে লক্ষ্মীকে দান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, শিবরামও সেইরূপ উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আনন্দিত হইলেন।

---

* "শ্রীরামমিশ্রস্তত আজগাম স গোত্রতঃ কাশ্যপঃ কশ্যপাভঃ।
যজুর্ব্বিদাং জ্ঞানবতাঞ্চ নাগো যশোধরাৎ সপ্ত সমাঃ সমাগৌ॥
ততশ্চ শারদ্বয়োক্তিতত্ত্বী সমাগতঃ শক্তিধরেণ সাকম্।
ভরদ্বাজৌ গোত্রতস্তৌ সগর্ভৌ যজুর্ব্বিদৌ জ্ঞানবতাং গরিষ্ঠৌ॥
ততশ্চ সুব্রাহ্মণমিশ্রনামা কৃষ্ণাত্রেয়ো গোত্রতশ্চাবগাম।
স কাণ্বশাখী যজুষাং সুধীয়ঃ কণ্ঠেহস্য বিষ্ণো রঘুনাথচক্রম্॥

'রঘুনাথ মিশ্র অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গৌতম গোত্রীয় যজুর্ব্বেদী কাণ্বশাখী এবং যজুর্ব্বেদবিৎ ও জ্ঞানবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার পত্নী প্রিয়ংবদাও এক জন বিদুষী ছিলেন। রঘুনাথ যেরূপ বিদ্বান্, ইঁহার ব্রহ্মণ্যও তদনুরূপ ছিল। ইঁহার ব্রহ্মণ্যের কথা অধিক কি বলিব, এই বৃহস্পতি তুল্য কর্ম্মকাণ্ড পারদর্শী রঘুনাথ ব্রহ্মাধ্যায় পাঠ করিয়া দূরদূরান্তর হইতেও গো আহ্বান করিতেন।*

'ইনি বিবাহ করিয়া কিয়দ্দিন শ্বশুরগৃহে অবস্থান করিলেন, কিন্তু হিমালয়গৃহস্থিত শিবের অবমাননার কথা স্মরণ করিয়া ইনি আর অধিক দিন তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। রঘুনাথ শ্বশুরের সান্নিধ্যবাস ত্যাগ করিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎদূরে তাঁহারই প্রদত্ত মৎস্যবাটী বা মাজবাড়ী গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে কিয়দ্দিন অবস্থানের পর পত্নী প্রিয়ংবদাকে শ্বশুরগৃহে রাখিয়া পিতামাতার দর্শনার্থ পুনরায় তিনি কাশীধামে যাত্রা করেন। কাশীধামে আসিয়া রঘুনাথ পিতামাতার নিকট সকল কথা নিবেদন করেন এবং তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পিতা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন,— তুমি যখন আমাকে না জানাইয়া বঙ্গদেশে গিয়াছ, তখন তোমার দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি বঙ্গদেশে গিয়াই বাস কর, আমার শাপে চতুর্দশ পুরুষের অধিক তোমার বংশ থাকিবে না।

'পিতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া রঘুনাথ মিশ্র তৎকালে কয়েকজন শিষ্যসহ কাশী হইতে পুনরায় বঙ্গদেশান্তর্গত কোটালিপাড়ে আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া এবার তিনি সেই শ্বশুর প্রদত্ত স্থানে অল্প কয়েকখানি গৃহনির্ম্মাণ দুইটী জলাশয় এবং সমস্ত বাস্তুদোষশান্তির জন্য বাস্তুযাগ করেন। জলাশয় প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তুযাগ এই উভয় ক্রিয়াতেই গঙ্গাগতি বৈকর্ত্তমিশ্রের বংশধরগণ ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। †

'অনন্তর মৌদ্‌গল্য, বাৎস্য, অত্রি ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি বহুগোত্র এবং ঋগ্বেদী জনৈক গৌতমগোত্রীয় ব্রাহ্মণ কোটালিপাড়ে আগমন করেন, ইঁহারা সকলেই শুনকগণের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন।

'ভরদ্বাজগোত্রীয় মাননীয় শক্তিধর সর্ব্বদা দেবারাধনে তৎপর ছিলেন। ইঁহার বংশে নরসিংহ নামক জনৈক কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার উপাধি পঞ্চানন। নরসিংহ পঞ্চানন দিগ্বিজয় উপলক্ষে বহু পণ্ডিতকে শাস্ত্রবিচারে পরাজয় করেন। কিন্তু বিজিত পণ্ডিতগণের মধ্যে একজন তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে, সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশীয়েরা মূর্খ হইবে। তারাসিনিবাসী নরসিংহ-পঞ্চানন ব্রাহ্মণশাপে দুঃখিত হইয়া শঙ্করীর আরাধনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মবাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং তাঁহার পুত্র পণ্ডিত হইয়াও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ‡

'শ্রীরামমিশ্রের বংশে পুরন্দরাচার্য্য নামে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খাত অতি গভীর হইলেও কিছুতেই

---

* "যশোধরস্যাপি তদান্বয়ে বৈ য আসীদেকঃ শিবরামনামা।
কাশ্যাং স বেদাধ্যয়নেঽধ্যবাৎসীৎ তদাপ্যপত্যং রঘুনাথমিশ্রম্॥
বশিষ্ঠবিদ্যাধ্যয়নার্থযোগ্যং ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপিতপাঠগেহম্।
গৌরং সুরূপং সুবিশালনেত্রং জ্ঞানপ্রবীণং তরুণং দ্বিজেন্দ্রম্॥
আসীচ্চ বৈ বৈকর্ত্তমিশ্রবংশ্যো যাদবানন্দমিশ্রাভিধানঃ।
তদাত্মজেয়ং গুরুভির্বিদিত্বা সমানয়চ্চাশ্রমকেতনঞ্চ॥
প্রিয়ংবদাখ্যাং তনুজাং স তস্মৈ দদাবনোর্বাসগৃহাণি যত্নম্।
দূরেষু দত্তা সুতবন্ধ কিঞ্চিৎ সিদ্ধুর্যথা যাং হৃদয়ে মুদোব॥
যোঽসৌ সুধীয়ো রঘুনাথমিশ্রঃ স গোত্রতো গৌতমঃ কাণ্বশাখী।
যজুর্ব্বিদাং জ্ঞানবতাঞ্চ সিংহঃ প্রিয়ংবদা বিদুষী চাস্য পত্নী।
য এব গাবাহ্বয়তীতি ব্রহ্মাধ্যায়স্য পাঠেন স কর্ম্মসূরঃ॥"

† "হিমালয়স্থস্য শিবস্য কিঞ্চিদ্‌জ্ঞাত্বাবমানং রঘুনাথমিশ্রঃ।
সান্নিধ্যবাসং শ্বশুরস্য হিত্বা দূরেঽধ্যবাৎসীৎ কিল মৎস্যবাট্যাং॥
নিধায় ভার্য্যাং শিবরামগেহে পুনঃ স কাশীং রঘুনাথমিশ্রঃ।
আগত্য পিত্রে বিনিবেদ্য সর্ব্বং ক্ষমাং যযাচে হ্যনিবেদ্য যানাৎ॥
ক্রুদ্ধেন পিত্রা রঘুনাথমিশ্রঃ শপ্তো দ্বিসপ্তান্তকুলং ভবাহত্র।
যতোঽপ্যবিজ্ঞায় চ মাং গতস্তং তথা ন কার্য্যং ব্রজ বঙ্গভূমিং॥
তাতস্য তদ্বাক্যশরাভিবিদ্ধঃ কাশ্যাঃ স শিষ্যো রঘুনাথমিশ্রঃ।
কোটালিপাটং পুনরেত্য সম্যক্ চকার বেশ্মানি জলাশয়ে দ্বে॥
স চাস্মনো বাস্তুসমস্তদোষপ্রশান্তয়ে বাস্তুমখং চকার।
জলাশয়োৎসর্জনবাস্তুযাগে গঙ্গাগতেবংশজা ঋত্বিজো বৈ॥"

‡ "অত্রেঽপ্যত্র গোত্রা বহবঃ সমীয়ুর্মৌদ্‌গল্য-বাৎস্যাত্রিবশিষ্ঠকাদ্যাঃ।
ঋগ্বেদবিৎ কশ্চন গৌতমোঽপি সর্ব্বেঽবসন্ শৌনকসংশ্রয়েণ॥
মান্যঃ শক্তিধরঃ সদামরপরস্তদ্বংশজ একঃ কৃতী
নাম্না শ্রীনরসিংহপণ্ডিতবরঃ পঞ্চাননোপাধিমান্।
ধীমান্ দিগ্বিজয়ে বিজিত্য বহুশঃ শপ্তোঽথ কেনাপ্যসৌ
যাসপ্তান্তমিতস্তবান্বয়ভবা মূর্খা ভবিষ্যন্তি বৈ॥
তারাসিবাসী স বরো মনীষী শপ্তঃ সুদুঃখেন শিবাং দুনাব।
ন ব্রহ্মবাক্যং অহহো বৃথাঽভূৎ ধীরোঽপি তৎপুত্র ইয়ায় মৃত্যুং॥

189-২/১

তাহাতে জলসঞ্চার হইল না। তখন পুরন্দরাচার্য্য অতিদুঃখিত মনে দীর্ঘিকায় জলাগমনের নিমিত্ত এক মাস পর্য্যন্ত বরুণমন্ত্র জপ করেন। এই মন্ত্রজপকালে রাত্রিযোগে স্বপ্নাদেশ হইল, 'তোমার কনিষ্ঠ পুত্রটী যদি অশ্বারোহণে দীর্ঘিকার খাতে প্রবেশ করে, তাহা হইলেই উহাতে জলসঞ্চার হইবে।' পিতার নিকট স্বপ্নাদেশ শুনিয়া কনিষ্ঠ পুত্র অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সেই দিনই দীর্ঘিকা খাতে প্রবেশ করিল। পুত্র প্রবিষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রচুর জল উৎপন্ন হইল এবং সেই জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বসহ সেই পুত্রটীও মৃত্যুমুখে পতিত হইল।*

'পুরন্দরাচার্য্যের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম মধুসূদন সরস্বতী। মধুসূদন অসার সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া কাশীধামে গমনপূর্ব্বক দণ্ডাশ্রমে প্রবেশ করেন। মধুসূদন শাস্ত্রজ্ঞানে প্রধান ছিলেন। তিনি পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শিষ্যপ্রশিষ্যগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে উপাসনা করিত। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং যথাকালে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিলেন।†

'পুরন্দরাচার্য্য ভরদ্বাজগোত্রীয় অনেক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে নিজ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার সমিধ্ কুশ প্রভৃতি আহরণের জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, উক্ত ব্রাহ্মণ করঞ্জ নামে পরিচিত হন বলিয়া তাঁহার বংশধরগণও অদ্যাপি করঞ্জ নামেই পরিচিত।

'কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় অনেক সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তিনি ধনবান্, বহুতর শিষ্য তাঁহার নিকট দীক্ষিত।

লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি পাশ্চাত্যগৌড়ং কথং কৃতঃ।
সমাগতানাং গোত্রাণি যথাতত্ত্বমশুনি হি॥

শুনকঃ কাশ্যপস্ত্রেধা বশিষ্ঠো দ্বিবিধোঽপরঃ।
যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজো বাৎস্যো বৎসস্তথৈব চ॥
গৌতমঃ পাণিনিশ্চৈব কৃষ্ণাত্রেয়স্ত্রিধা ততঃ।
ঘৃতকৌশিক আত্রেয়শ্চাতপো শিককৌশিকৌ॥
অগ্নিবেশ্য উতথ্যশ্চ গার্গশ্চৈব যবীতরঃ।
সাবর্ণশ্চ কৌণ্ডিন্যো গোত্রমৌদ্গ ঋষিস্তথা॥
পরাশরঃ পৌতিমাষ্য ঔতমাস্যা ভৃগুস্তথা।
জাতূকর্ণস্তথা মৈত্রায়ণো ভার্গব এব চ॥
বিশ্বামিত্রশ্চোপমন্যুর্বৈশম্পায়ন এব চ।
এতানি চৈব গোত্রাণি প্রাপতে গৌড়মণ্ডলে॥
যেষ্বগোত্রাস্তু বর্ত্তন্তে বৈদিকা গৌড়মণ্ডলে॥
তে দাক্ষিণাত্যাঃ পাশ্চাত্যসংজ্ঞা গণ্যা ন তে ততঃ॥
কুলং শুনকগোত্রেণ [illegible]।
বিশদতত্ত্ব তত্ত্বমাত্র [illegible]॥
ঋকযজুঃসামভেদেন কাশ্যপো ভিদ্যতে ত্রিধা।
বেদপ্রবরভেদেন কৃষ্ণাত্রেয়স্ত্রিধা স্মৃতঃ॥
বশিষ্ঠশ্চ যজুর্ব্বেদী দ্বিধা প্রবরভেদতঃ।
বৎসস্য পঞ্চপ্রবরা জ্যেষ্ঠস্ত্রিপ্রবরাশ্চাপরঃ॥
বাৎস্যাশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তোঃ বেদমাত্রপ্রভেদতঃ।
তত্রৈকেকস্য সামবেদী যজুর্ব্বেদী দ্বিতীয়কঃ॥
শুনকঃ সপ্তবিংশত্যা মাননীয়া নিসর্গতঃ।
অশুদ্ধ কুলসম্বন্ধনাৎ পূজ্যা মতা॥"

(লক্ষ্মীকান্ত-বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা)

'পশ্চাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ কনৌজ হইতে গৌড়ে আগমন করেন, পরম্পরা তাঁহাদিগের গোত্র বলা যাইতেছে। শুনক, কাশ্যপ তিন প্রকার, বশিষ্ঠ দ্বিবিধ, যজুঃ ভরদ্বাজ, বাৎস্য বৎস, গৌতম, পাণিনি, ত্রিবিধ কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, আত্রেয় আতপ, কুশিক, কৌশিক, অগ্নিবেশ্য, উতথ্য, গার্গ্য যবীতর, সাবর্ণ, কৌণ্ডিন্য, মৌদ্গ-ঋষি, পরাশর, পৌতিমাষ্য, ঔতমাস্য, ভৃগু, জাতূকর্ণ, মৈত্রায়ণ, ভার্গব, বিশ্বামিত্র, উপমন্যু ও বৈশম্পায়ন এই সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পরে গৌড়ে আসিয়া বাস করেন। উক্ত গোত্রসমূহের মধ্যে কাশ্যপ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও সামবেদী। বশিষ্ঠ—সাম ও যজুর্ব্বেদী এবং কৃষ্ণাত্রেয় সাম ও যজুর্ব্বেদী। এতদ্ভিন্ন বৈদিকগণের মধ্যে অপর যে সকল গোত্র আছেন, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বলিয়া গণ্য। আথরাবাসী লক্ষ্মীধরের সহায়তায় অনেক গোত্র কুলপঞ্জি হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

'ঋক, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ানুসারে কাশ্যপ তিন প্রকারে বিভক্ত। বেদ এবং প্রবরভেদে কৃষ্ণাত্রেয় ত্রিবিধ। যজুর্ব্বেদী

---

* "শ্রীরামমিশ্রান্বয়সম্ভবো যঃ পুরন্দরাচার্য্য ইতি প্রসিদ্ধঃ।
স দীর্ঘিকাং দীর্ঘতমাং চখান সা চাভিখে [illegible] ন পয়োঽভিতাসীৎ॥
সুদুঃখিতঃ সংক্রমতোঽহদিমাসং জজাপ মন্ত্রং বরুণস্য বিদ্বান্।
স্বপ্নাগমাত্তদ্বরজঃ সুতো যস্তস্যাগমে বারি ভবিষ্যতীহ।
স্বপ্নং নিশম্য পিতুশ্চ পুত্রো হয়াধিরূঢ়ঃ কিল দীর্ঘিকায়াং॥
বেগেন সম্ভো বহুবারিনাহভূৎ তেনৈব তজ্জীবনমাপ নাশং॥"

† "পুরন্দরস্যানুজ এক আসীৎ সরস্বতী শ্রীমধুসূদনাখ্যঃ॥
অসারসংসারবিরক্তবুদ্ধিঃ কাশ্যাং স দণ্ডাশ্রমমাবিবেশ।
জ্ঞানপ্রবীণঃ পরমার্থবেত্তা শিষ্যপ্রশিষ্যৈঃ সমুপাস্যমানঃ।
গ্রন্থাননেকান্ বিরচয্য কালে স যোগযুক্ ব্রহ্মণি সংবিলিল্যে॥
পুরন্দরেণাপি পুরা নিযুক্তঃ সমিৎকুশাদ্যাহরণে করঞ্জঃ।
ভরদ্বাজঃ স কিলাসীদ্যজুর্ব্বিদস্তাপি তদ্বংশধরাঃ করঞ্জাঃ॥"

বশিষ্ঠ প্রবরভেদে দুই প্রকার। কতিপয় বশিষ্ঠ পঞ্চ প্রবরযুক্ত এবং তদ্ভিন্ন অপর সকলেই তিন প্রবরবিশিষ্ট। বেদভেদে বাৎস্য দুই প্রকার। ইহার মধ্যে একজন ঋগ্বেদী এবং অপর যজুর্ব্বেদী।

মহাদেব শাণ্ডিল্য-কৃত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবে লিখিত আছে,—

"ততো ভরদ্বাজকুলপ্রদীপঃ সুকীর্ত্তিযুক্ শক্তিধরাভিধানঃ।
কোটালিপাটে স বটুঃ স্বদেশাৎ তারাসিকগ্রামমুবাস ভংস্বঃ॥
ততো নবদ্বীপনিবাসতো দ্বিজঃ পুরন্দরাচার্য্যসমাখ্যকাশ্যপঃ।
কোটালিপাটে শুনকাবলম্বনাৎ আগত্য তস্থৌ বিনয়ী প্রিয়ংবদঃ॥
আরাদ্ ভরদ্বাজকৃষ্ণজীবনঃ স্বস্থানতঠাকুরচক্রবর্ত্তী।
কোটালিপাটে শুনকাদিকাশ্রয়াৎ স কর্ম্মরূপী ধৃতধীরধর্ম্মঃ॥
এষাং ত্রয়াণাং সুতপৌত্রিতকারিণাং শুভাশয়াঃ সন্ততয়ঃ সুরীতয়ঃ
সম্বন্ধতাবং শুনকৈর্বিধীয়তে তত্রৈব মান্যা অভবন্ পরম্পরং॥
মৌদ্গল্যগোত্রজোঽপ্যেকো নারায়ণপুরে পরঃ।
রচয়িত্বা সুধী তস্থৌ ভরদ্বাজাশ্রমং স্মরন্॥
অতঃপরং নবদ্বীপাদেত্য তত্রৈব নিবাসতঃ।
ব্রহ্মপুরসমাজে চ শ্রীপাশাগ্রাম এব তে॥
পরাশরকুলোদ্ভূতো ঘৃতকৌশিকগোত্রজঃ।
কৌশিকবংশজাতশ্চ ঋগ্বেদিনো দ্বিজা ইমে॥
মৃত্যুঞ্জয়াভিধস্তস্মাৎ শ্রীপাশাতঃ পরাশরঃ।
ধামুকায়াং সমাগত্য তত্র তস্থৌ দ্বিজাশ্রয়াৎ॥
ঘৃতকৌশিকগোত্রীয়ঃ কৌশিকবংশজস্তথা।
তৎস্থানাদাগমন্ গ্রামে গঙ্গানগরসাংজ্ঞকে॥
অগ্নিবেশ্যকুলোদ্ভূতো যজ্ঞেশনামধেয়কঃ।
সমাজধারয়ার্শ্রিত্য সামন্তসারমাগমৎ॥
কৃষ্ণাত্রেয়াখ্যগোত্রোঽপি যজুর্ব্বেদী স্বদেশতঃ।
কোটালিপাটমেত্যাসীৎ শুনকৈঃ স্থাপিতস্তথা॥
আত্রেয়শ্চৈব মাণ্ডব্যঃ সঙ্কর্ষণেতি ত্রয়ঃ।
এতদ্বংশভবাঃ কেচিদাজগ্মুরিহ পাশ্চমাৎ॥
যজুর্ব্বেদিবাশষ্ঠৈকো নবদ্বীপাৎ সুধাশয়ঃ।
শাণ্ডিল্যাশ্রয়মাশ্রিত্য আলাধিগ্রামমাগমৎ॥
রূপনারায়ণস্তস্মাৎ মেদিনীমণ্ডলাখ্যকং।
গ্রামং প্রাপ্য নিবাসায় তত্রোবাস স্বশিষ্যতঃ॥
এতে বাদশগোত্রীয়াঃ পূর্ব্বগৌড়সমাজকে।
বিখ্যাতাঃ ষট্গোত্রকৈনৈব পঞ্চাগ্রবর্দ্ধিতাঃ॥
বিষয়েষু যত্র তত্রৈব পঞ্চগোত্রা হি বৈদিকাঃ।
ষট্গোত্রেতি বাক্যস্তু তত্র তত্রৈব গীয়তে॥
অন্যত্র বৈদিকেত্যাখ্যাং লভমানস্তু কেবলাং।
পাশ্চাত্যব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র ভান্তি তে তথা॥"

(মহাদেব শাণ্ডিল্যকৃত সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব)

'ভরদ্বাজগোত্রীয় শক্তিধর নামক জনৈক যশস্বী ব্রাহ্মণ কোটালিপাড়স্থ তারাসি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। অনন্তর পুরন্দরাচার্য্য নামক জনৈক কাশ্যপগোত্রীয় নবদ্বীপ হইতে কোটালিপাড়ে আগমনপূর্ব্বক তথাকার শুনকদিগের আশ্রয়ে বিনীতভাবে বাস করিতে থাকেন। তৎপরে ভরদ্বাজ কৃষ্ণজীবন ঠাকুর চক্রবর্ত্তীও কোটালিপাড়ের শুনকদিগের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের সন্তানগণ সুরীতি ও শুভান্তঃকরণে শুনকদিগের সহিত সম্বন্ধাদি স্থাপন করিয়া সেই স্থানে পরস্পর মান্য হইয়াছিলেন।

'মৌদ্গল্যগোত্রীয় জনৈক বিপ্র ভরদ্বাজাশ্রম স্মরণপূর্ব্বক নারায়ণপুরে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। পরে পরাশর, ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক এই তিন গোত্রীয় তিনজন ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুর সমাজের নিকট শ্রীপাশা গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। পরাশরগোত্রীয় মৃত্যুঞ্জয় নামক এক ব্যক্তি শ্রীপাশা হইতে ধামুকায় গিয়া তথাকার ব্রাহ্মণগণের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। ঘৃতকৌশিক ও কৌশিক গোত্রীয় দুই ব্যক্তি ধামুকা হইতে গঙ্গানগর গ্রামে গিয়া বসতি লইলেন। অগ্নিবেশ্যগোত্রীয় যজ্ঞেশ সমাজধারগণের আশ্রয় পাইয়া সামন্তসারে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় জনৈক যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ নিজদেশ হইতে কোটালিপাড়ে আসিয়া সেখানকার শুনকগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। আত্রেয়, মাণ্ডব্য ও সঙ্কর্ষণ এই গোত্রত্রয়সম্ভূত কতিপয় ব্রাহ্মণ পশ্চিম দেশ হইতে বঙ্গে আগমন করেন। নবদ্বীপ হইতে জনৈক যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্যগণের আশ্রয়ে আলাধি গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রূপনারায়ণ নামক জনৈক ব্যক্তি আলাধি হইতে মেদিনীমণ্ডল গ্রামে আসিয়া নিজ শিষ্যাদি সহ তথায় বাস করেন।

অশ্বত্থ বৃক্ষ যেমন পঞ্চাগ্র বলিয়া খ্যাত, এই দ্বাদশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ব গৌড়সমাজে সেইরূপ ষট্গোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। যে যে স্থানে পঞ্চগোত্রীয় বৈদিকগণের বাস, সেই সেই স্থানেই ষট্গোত্র এইরূপ আখ্যা শুনা যায়। যে সকল স্থানে পঞ্চ বা ষট্ গোত্রের বাস নাই, সেই সেই স্থানের সকলেই মাত্র বৈদিক নামে প্রসিদ্ধ।'

ধামুকার সামবেদী কৃষ্ণাত্রেয় বংশই বৈদিকসমাজে ষট্ গোত্রের মধ্যে প্রধান। ইঁহারা স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি ময়ূরভট্টের বংশধর বলিয়া পরিচিত। ময়ূরভট্টের জন্মবিবরণ সম্বন্ধে ইঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

"ময়ূরভট্টের পিতা কএকজন যাত্রীসহ তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। স্ত্রী গর্ভবতী। জগন্নাথ তীর্থদর্শনান্তে পুরীধাম অভিমুখে যাত্রাকালে পথিমধ্যে তিনি

আসন্নপ্রসবা হইয়া পড়েন। নিকটে লোকালয় নাই ; সুতরাং অগত্যা পার্শ্ববর্ত্তী একটী অরণ্য মধ্যেই তাঁহাকে প্রসব করিতে হইল।

জননী প্রসবান্তে তাকাইয়া দেখিলেন—একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। পুত্রের মুখ দেখিয়া জননীর সকল ক্লেশ দূর হইল, স্নেহমমতায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের মমতা তখনই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। চারিদিকে দস্যুসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য। সঙ্গের যাত্রিগণ কাল বিলম্ব করিতে অনিচ্ছুক। নবজাত শিশুটীকে লইয়া পথ চলাও দুঃসাধ্য। কাজেই মাতাপিতা নির্দ্দয়ের ন্যায় সন্তানটীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গিগণের সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন।

যথাকালে তাঁহারা পুরীধামে প্রবেশ করিলেন। পর দিন জগন্নাথ দর্শন করিবেন স্থির করিয়া সকলেই রাত্রিযোগে একস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ময়ূরভট্টের পিতা এই দিন গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন,—"এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিতেছেন,—রে পাপিষ্ঠ! তুই শীঘ্র আমার পুরীধাম হইতে বহির্গত হ, তুই নিজ সন্তান অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছিস, শীঘ্র গিয়া তাহাকে লইয়া আয় নচেৎ তোর পুরুষোত্তম দর্শন কিছুতেই ঘটিবে না।"

পিতা স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রত্যূষেই বালকের উদ্দেশে সেই অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কএক দিনের পর তিনি সেই অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—একটী ময়ূর পক্ষ বিস্তার করিয়া সেই বালকটীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। পিতা তদ্দর্শনে ব্যগ্রতার সহিত একেবারে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন ময়ূরটী সেস্থান হইতে উড়িয়া গেল। তিনি শিশুটীকে লইয়া অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই কারণেই পিতা পুত্রের নাম রাখিলেন—ময়ূর। জনকজননী পুত্র ময়ূরকে লইয়া জগন্নাথ দর্শনান্তে যথাকালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ময়ূরভট্ট পিতার যত্নে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, ক্রমে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইলেন। নানা দেশস্থ বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

ময়ূরভট্ট ক্রমে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইলে কর্ম্মফলে তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অনুরোধে কতিপয় ছাত্র কনৌজ হইতে তাঁহাকে আনিয়া কাশীধামে রাখিয়া গেলেন। ময়ূরভট্ট কাশীধামে সূর্য্যমন্দিরের পার্শ্বে থাকিয়া ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিবার জন্য প্রত্যহ সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। প্রবাদ, এই সময়েই তাঁহার "সূর্য্যশতক" রচিত হয়। সূর্য্যের কৃপায় তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন। শেষে পুনরায় স্বীয় জন্মভূমি কনৌজে আসিয়াই বাস করিতে থাকেন। এই প্রবাদের মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে করি না। কারণ সূর্য্যশতকপ্রণেতা ময়ূরভট্ট সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের লোক। আর ধানুকার কৃষ্ণাত্রেয়-বংশলতা আলোচনা করিলে তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১৪ শতাব্দের শেষভাগের লোক বলিয়া মনে হইবে।

শুনা যায়—ঐ ময়ূর ভট্টের অধস্তন ৫ম পুরুষ লক্ষ্মণ মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়া বাস করেন। সেই লক্ষ্মণ মিশ্র হইতেই ধানুকার কৃষ্ণাত্রেয়-বংশের প্রতিষ্ঠা। এই বংশীয়গণ বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, বিনয়, সৌজন্য, সদাচার, সৎসঙ্গ, সৎকীর্ত্তি ও বিষয়সম্পদে বৈদিকসমাজের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। পঞ্চগোত্রীগণের সম্মান প্রকৃতপক্ষে ইহারাই রাখিয়া থাকেন। পঞ্চগোত্র ও ষট্‌গোত্র বলিয়া যে একটু স্বতন্ত্রভাব, তাহা ইহাদিগের মধ্যে যেরূপ আছে, অন্য কোথাও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে এই বংশীয়গণের বংশগত মর্য্যাদা সকলের সমান না হইলেও ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির প্রভৃতি অদ্যাপি সেই পূর্ব্বতন কীর্ত্তিপ্রভাবের সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই বংশীয় বলরাম বাচস্পতি ১৫৭৫ শকাব্দে পিতার মুক্তিকামনায় ছয়টী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটী মণিময় গৃহে পার্ব্বতীসহ শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। সেই মন্দিরে এই শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে—

"শাকে পঞ্চসমুদ্রতর্কধরণীনাথে ধরাবীতলে
দুর্গাপাদবলাভিরামবলরামোঽহং ভবাম্ভাম্বুজঃ।
কৃত্বা ষট্‌সুরমন্দিরং মণিগৃহে শ্রীপার্ব্বতীসঙ্গতং
শ্রীকাশীশ্বরমর্পয়ামি নিতরাং তাতস্য নিঃশ্রেয়সে॥"

আর একটী মন্দিরগাত্রে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

"আজন্মসঞ্চিততপঃফলমেতদেব
যন্মূর্ত্তিমান্ শরহরো মম মন্দিরেঽপি।
যাচে বরং তদপি লোকসুধায় দেব-
পাদারবিন্দযুগভক্তিরচঞ্চলাস্তু ভূয়াৎ॥"

ধানুকা গ্রামে মন্দির বা দেবগৃহ অনেক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে শ্যামাঠাকুরাণী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী গোবিন্দ, শিব ও অম্বিকা-মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধানুকার শ্যামাঠাকুরাণী প্রত্যক্ষদেবতা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই শ্যামাঠাকুরাণী সম্বন্ধে অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা এখনও তথাকার অধিবাসীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্যামামূর্ত্তি প্রস্তরময়ী এবং দেখিতে অতি সুন্দর। প্রবাদ, রাজধানগরের জমীদার কুলীনপ্রবর বল্লভ পূর্ব্বে একটী দীর্ঘিকা

খনন করিবার সময় ভূগর্ভে এই শ্যামাঠাকুরাণীর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। শেষে স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া ধাত্রুকিয়ার ভট্টাচার্য্য বাটীতে পাঠাইয়া দেন। শ্যামাঠাকুরাণীর সেবার জন্য গো[illegible]পধর নামক একটী বিস্তৃত তালুক তাঁহারা দান করেন। ধাত্রুকার ভট্টাচার্য্যগণ এই শ্যামাঠাকুরাণী প্রাপ্তির পর হইতেই নানা রূপ বিষয় সম্পদ ভোগ করিতে থাকেন।

শ্যামাঠাকুরাণী এবং নিম্নে শবরূপে শায়িত মহাদেব মূর্ত্তির মাঝখানে এক খানি প্রস্তরফলক আছে। তাহাতে অস্পষ্ট প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে অনেক কথা লিখিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য কুলগ্রন্থগণের মধ্যে কাহারও [illegible] গিয়া বাস করিয়াছেন

[illegible] মহাশয় [illegible] উভয় বংশই [illegible] এখন [illegible] টাকাদার [illegible] উদয়পুর [illegible] ও কুল [illegible], কোটালিপাড়ের বা [illegible], কাটালিপাড়ের [illegible] পাশ্চাত্য বৈদিক, এ ছাড়া বড় [illegible] গ্রহণ করেন। [illegible] কুল সন্তান, [illegible] চৌধুরী বংশ এবং [illegible] পুত্র কচুবাগের [illegible] বংশধরগণ [illegible]।

নবদ্বীপের বৈদিকসমাজ।

সেনরাজগণের সময় হইতেই নবদ্বীপ পাশ্চাত্য বৈদিকের বাস। এখানে সেনবংশীয় [illegible] বৈদিকসমাজের প্রাধান্য হইয়াছিল। [illegible] বৈদিক কুল [illegible] নবদ্বীপ [illegible] বৈদিক সমাজের কেন্দ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। [illegible] বৈদিক সমাজের সহিত [illegible] বৈদিকগণের সম্বন্ধ ছিল। মুসলমান [illegible] ও [illegible] অন্তঃপতনের সঙ্গে এখানকার বৈদিক সমাজও অবসন্ন হইয়া পড়ে। অনেকেই নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চ্চা ও গঙ্গাবাস উপলক্ষে নানাগোত্রীয় বৈদিক আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে শ্রীহট্টের সহিত নবদ্বীপের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এখানে অনেক দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক এক হইয়া পড়েন। এই কারণেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পাশ্চাত্যগণ পাশ্চাত্যবৈদিক ও দাক্ষিণাত্যগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। উভয় বৈদিকের বৈদিককুলপঞ্জীমতে, নবদ্বীপ সামবেদী ভরদ্বাজের সমাজ, কিন্তু এখন আর নবদ্বীপে সামবেদী ভরদ্বাজের নাম গন্ধ নাই।

এখন নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীতে কাশ্যপ, অগ্নিবেশ্য, গৌতম, কাত্যায়ন, উতথ্য প্রভৃতি গোত্র দৃষ্ট হয়।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর অসৎপ্রতিগ্রহ ও দূরত্বাদি অপবাদের নানাকারণে কোটালিপাড় ও সামন্তসার প্রভৃতি প্রধান সমাজ হইতে এই সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তৎকালে নবদ্বীপ সমাজ নিজেই সামাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি এখানকার বৈদিকগণ স্ব-সমাজমধ্যেই আদান প্রদান করিতে থাকেন। এই অল্প দিন হইল পাত্রাভাব ঘটায় ভিন্ন সমাজের বৈদিকগণের সহিত পুনর্ব্বার আদান প্রদান চলিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশ এখনও নবদ্বীপে বিদ্যমান। কোটালিপাড় হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে মাণিকাহার গ্রাম অবস্থিত। এখানে কতক ঘর কাশ্যপ ও কৃষ্ণাত্রেয়ের বাস আছে। মাণিকাহারের বংশধরগণ বলিয়া থাকেন যে জগদীশ তর্কালঙ্কার এই গ্রামে হরি কাশ্যপের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে তিনি নবদ্বীপে ন্যায় পড়িতে আসেন এবং এখানেই পরিশেষে টোল করিয়া অধ্যাপনার জন্য থাকিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণ সকলেই চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া "গোস্বামী" উপাধি লাভ করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার ও তাঁহার পরবর্ত্তী অধস্তন ৮।৯ পুরুষ হইতেছে। এখানকার উতথ্য, অগ্নিবেশ্য, গৌতম প্রভৃতি বংশে ১১।১২ পুরুষের অধিক দৃষ্ট হয় না।

উতথ্য গোত্রজগণ মথুরানাথ চক্রবর্ত্তীর সন্তান ও অগ্নিবেশ্য-গণ মিথিলা হইতে নবদ্বীপে আগত ভারতাচার্য্য অর্জ্জুনমিশ্রের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্ব্বস্থলীতে উতথ্য ও অগ্নিবেশ্যের প্রধানতঃ বাস।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলবিবরণ ও সম্বন্ধনির্ণয়ার্থ যেরূপ বহু কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্য বৈদিকসমাজের পরিচায়ক সেরূপ বহু গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এই সমাজের একখানি মাত্র কুলগ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হরিনাভি নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর রচিত "দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-কুল-রহস্য"— এই কুলগ্রন্থখানি ১৭৪৫ শকে রচিত হয়। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"সিদ্ধানাং দাক্ষিণাত্যানাং বঙ্গগৌড়াদিবাসিনাম্।
বৈদিকানাং কুলগ্রন্থঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে ॥
আসীত্তু কুত্রচিৎ কালে কৃতঃ কৈশ্চিন্মহাত্মভিঃ।
স তু চর্চ্চাপথভ্রষ্টঃ কালে লয়মুপেয়িবান্ ॥"

অর্থাৎ বঙ্গগৌড়াদিবাসী সিদ্ধ দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের কুলগ্রন্থের কথা শুনা যায়, কিন্তু কখন দেখা যায় না। কোন কালে কোন মহাত্মার রচিত গ্রন্থ থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার চর্চ্চা না থাকায় কালে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণের উক্তি হইতে মনে হইতেছে যে, প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য বৈদিকসমাজে কোন প্রকার কুলগ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না, থাকিলেও সম্ভবতঃ পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বাস্তবিক আমরা যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াও অপর কোন কুলগ্রন্থের সন্ধান পাইলাম না। সুতরাং প্রাণকৃষ্ণের কুলরহস্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

প্রাণকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, পুরাণাদিতে কান্যকুব্জাদি যে সকল দশবিধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়শ্রেণি একটী। বঙ্গদেশে যে সকল দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, ইঁহারা সকলেই সেই দ্রাবিড়ের শ্রেণিভুক্ত। দক্ষিণদেশ হইতে আগত বলিয়া দাক্ষিণাত্য। বেদ পাঠ করেন ও বেদার্থ জানেন বলিয়াও বৈদিক নামে বিখ্যাত।

প্রবাদ আছে, কালবশে এ প্রদেশে বেদাদি চর্চ্চা ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ হইলে দ্রাবিড় দেশ হইতে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ আনীত হন। ইঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর পরে আসেন বলিয়াই বোধ হয় উক্ত শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদিগকে গুরু ও পুরোহিতের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও গ্রন্থপ্রণেতা ছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বপ্রণীত মলমাসতত্ত্বে 'কালাদর্শকার মাধবীয়-প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যবৈদিকগ্রন্থেষু" বলিয়া যে পাঠ যুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে সায়ণাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণও দাক্ষিণাত্য বৈদিক হইতেছেন।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ ঠিক কোন্ সময়ে এ দেশে আসেন, তাহা কুলগ্রন্থে উল্লেখ নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের পর ইঁহারা আসিয়াছেন, এই মাত্র প্রবাদ শুনা যায়। আবার

অন্য মত

অনেকের অভিমত যে, উৎকলের সূর্য্যবংশীয় রাজগণ যে সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন, সেই সময় বৈতরণীতীরস্থ যাজপুরাদি ব্রাহ্মণশাসনসমূহের বিশিষ্ট বেদপারগ সাগ্নিক বৈদিকগণ বঙ্গদেশে সর্ব্বদা আগমন করিতেন। ক্রমে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে বাস স্থাপন করিলেন।* এইরূপে উৎকলের বৈদিক এদেশে বাস করিয়া দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন।

উৎকলের ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা মুকুন্দ দেব ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনি ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।† উক্ত প্রবাদ বাক্য স্বীকার করিলে কিঞ্চিদূর্দ্ধ সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গে দাক্ষিণাত্যবৈদিকাগম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বে উৎকল হইতে যে বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে বাস করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ (মহাপ্রভুর যাজপুর আগমন উপলক্ষে) তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে (উৎকলখণ্ডে) লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্টদেশেরে পলাঞা গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে ॥
সেই বংশে পরম বৈষ্ণব কমললোচন তার নাম।
পূর্ব্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি তার ঘরে করিলা বিশ্রাম।"

সুতরাং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ যাজপুরবাসী। বৈদিক মধুকরমিশ্র রাজা ভ্রমর-বরের ভয়ে শ্রীহট্টে পলায়ন করেন, কিন্তু মহাপ্রভু যখন যাজপুরে পদার্পণ করেন, তখনও এখানে তাঁহার জ্ঞাতিগণের বাস ছিল। শ্রীহট্টবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্রের মনঃসন্তোষণী ও চৈতন্যোদয়াবলী প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে চৈতন্যদেবের প্রপিতামহ মধুকরমিশ্র শ্রীহট্টবাসী হইয়াছিলেন। এ দিকে উড়িষ্যার ইতিহাস ও গোপীনাথপুরের শিলালিপিতে উৎকলপতি কপিলেন্দ্র দেবের 'ভ্রমরবর' উপাধি দৃষ্ট হয়।‡ ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইলেও তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার উৎপাতে মধুকরমিশ্র পুত্রপরিজনসহ শ্রীহট্টবাসী হইয়াছিলেন। ১৪৭২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল।¶ ইহার অনতিকাল পরে মধুকর মিশ্রের পৌত্র ও চৈতন্য দেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপবাসী হইয়া এখানকার বৈদিকসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন।§

* সম্বন্ধনির্ণয় (২য় সংস্করণ) ৩৫ পৃষ্ঠা।

† Sterling's Orissa (in Asiatic Researches, Vol XV p 287)

‡ Asiatic Researches Vol XV p 275 ও বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ "গোপীনাথপুর" শব্দে দ্রষ্টব্য।

¶ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম ভাগ, ১ অংশ, ১৪৬) পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ২য় ভাগ ৩য় অংশে ১২ পৃষ্ঠায় জগন্নাথ মিশ্রের জাতিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

জগন্নাথ মিশ্রের বহু পূর্ব্বেই যে বঙ্গে দাক্ষিণাত্য সংস্রব ঘটিয়াছিল, পাশ্চাত্য বৈদিককুলগ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাবর্ণসারীয় শৌনক পণ্ডিত দুর্গাচরণ সমাজদারের ১৭শ পুরুষ উর্দ্ধতন বংশীবদনের সহোদর শ্যামসুন্দর দাক্ষিণাত্য-কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শাণ্ডিল্যবংশেও দাক্ষিণাত্য-সংস্রব ঘটিয়াছিল।* শৌনক শ্যামসুন্দরের বহু পূর্ব্বে এ দেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বাস ছিল। গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে লিখিয়াছেন—"উৎকল-পাশ্চাত্যাদিভিঃ [illegible] ক্রিয়তে।" এই উক্তি দ্বারা গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সময়ও যে এ দেশে উৎকলশ্রেণী বৈদিকের বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

এখন কথা হইতেছে যে, উৎকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সময় এ দেশে ছিলেন, তাহার যেন সন্ধান পাই না, কিন্তু এ দেশীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ উৎকলশ্রেণি বলিয়া কখন পরিচয় দেন না। উপরে যে প্রাণকৃষ্ণের 'কুলরহস্য' উদ্ধৃত হইল, তাহাতে এ দেশের দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ দ্রাবিড়শ্রেণি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বাস্তবিকই উৎকল ও দ্রাবিড়শ্রেণি এক নহে। উৎকলশ্রেণি পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত, [illegible] তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজের অন্তর্ভুক্ত [illegible] দ্রাবিড়শ্রেণি দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। [illegible] মহাপ্রবন্ধ মতে [illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] অহিচ্ছত্রা নগরী হইতে [illegible] আহ্বানে দাক্ষিণাত্যে গিয়া উপনিবিষ্ট হন, তাঁহাদের বংশধরগণই দ্রাবিড়শ্রেণি। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন তাঁহাদের বংশধরগণ অন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র আখ্যা লাভ করিয়াছেন।‡ সুতরাং উৎকল ও দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ যে এক নহে, উভয় শ্রেণির আচার ব্যবহারও যে ভিন্ন ভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য।§

উৎকল ও দ্রাবিড়ে ভেদ।

অনেকের বিশ্বাস, আদি উৎকলশ্রেণি বিলুপ্ত হইয়াছে। গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বহু ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া যাজপুরে বাস করেন, তাঁহারাই বর্ত্তমানকালে উৎকলশ্রেণি বলিয়া গণ্য। ইহারা আবার উত্তরশ্রেণি ও দক্ষিণশ্রেণিতে বিভক্ত। যাজপুর অঞ্চলে যাঁহাদের বাস তাঁহারা উত্তরশ্রেণি এবং পুরী জেলায় যাঁহাদের বাস, তাঁহারা দক্ষিণশ্রেণি। উভয় শ্রেণীর মধ্যে বৈদিক বা শ্রোত্রিয় এবং অশ্রোত্রিয় বা অবৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন। বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই এ দেশে পূর্ব্বতন হিন্দু-রাজগণের নিকট তাম্রশাসন দ্বারা বহুতর গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহারা 'শাসনী' ব্রাহ্মণ নামেও খ্যাত। আর্য্যাবর্ত্তে বা পঞ্চগৌড়ের মধ্যে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানকার দক্ষিণশ্রেণীর মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণই দৃষ্ট হয়। যদিও উত্তর ও দক্ষিণশ্রেণী এক বংশ-শাখা হইতে উদ্ভূত এই মত অনেকে পোষণ করেন, কিন্তু উভয়শ্রেণির আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে অভিন্ন বংশসম্ভূত বলিয়া যেন মনে হয় না। তবে যে জগন্নাথরূপ মহাতীর্থ স্থানে উৎকলবিজেতা চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমমন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উত্তর হইতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আহূত ও পরে এখানে বাসস্থাপন করিয়া দাক্ষিণাত্য শ্রেণির সহিত মিলিত হইয়া থাকিবেন, তাহাও কিছু অসম্ভব নহে। দক্ষিণ শ্রেণির আচার ব্যবহারে দাক্ষিণাত্য প্রভাব লক্ষিত হয়, এ কারণ আমরা উৎকলের দক্ষিণ শ্রেণিকে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়শ্রেণি এবং উত্তর শ্রেণিকে পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করি। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ, যাজপুরবাসী, সুতরাং তাঁহারা উত্তরশ্রেণি বা পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত হইতেছেন। গঙ্গবংশীয় রাজকর্ত্তৃক কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন প্রবাদ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে যশোধরাদির ন্যায় মহাপ্রভুর পূর্ব্বপুরুষও পাশ্চাত্য বৈদিক হইতেছেন। আবার উৎকল বা 'দক্ষিণদেশ' হইতে শ্রীহট্টে আগমনপ্রযুক্ত তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক [illegible] হইতে পারেন। এই কারণেই মহাপ্রভুর জীবনী-লেখক [illegible] তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে কেহ 'পাশ্চাত্য বৈদিক কেহ বা 'দাক্ষিণাত্য-বৈদিক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপে উভয় সমাজে কোন সময়ে সম্বন্ধ স্থাপন হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। কটক ও মেদিনীপুর জেলায় উভয় শ্রেণির সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। তথায় ষট্কুলই বা ষড়্‌গোত্র বৈদিকই সম্মানিত। যথা—

"কণশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দিশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ
কৌশিকো দাসশর্ম্মা চ পতিশর্ম্মা চ মুদ্গলঃ।"

ভরদ্বাজ গোত্রে কণশর্ম্মা, গৌতমগোত্রে ধরশর্ম্মা, কাশ্যপ গোত্রে নন্দিশর্ম্মা, কৌশিক গোত্রে দাসশর্ম্মা এবং মুদ্গল গোত্রে পতিশর্ম্মা (এই ছয় ঘর)। এতদ্ভিন্ন উৎকলশ্রেণির কুলগ্রন্থে ঘৃতকৌশিক ও কাত্যায়ন গোত্রাদিও বৈদিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া-

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ৩য় অংশে ১০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়মৈথিলকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতাঃ বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥" (সহ্যাদ্রিখণ্ড)

‡ "[illegible] কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি [illegible] পঞ্চৈতে দ্রাবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥" (বজ্রসূচী)

§ "ব্রাহ্মণা দশধা প্রোক্তা পঞ্চগৌড়াশ্চ দ্রাবিড়াঃ।…
দেশে দেশবিবাহাস্তু এবং বিভাগিতা মহী॥" (সহ্যাদ্রিখণ্ড [illegible])

ছেন। যাজপুরের পাণ্ডারা বলেন যে, উৎকল, দ্রাবিড়, তাম্রপর্ণী, কামরূপ (যোনিপীঠ), সাগরসঙ্গম, চন্দ্রনাথ ও সূক্ষ্মদেশে যে সকল বৈদিক আছেন, তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বলিয়া গণ্য।*

যাহা হউক, উৎকল ছাড়িয়া এখন বঙ্গের অনুসরণ করা যাউক। এদেশে কোন্ সময়ে দাক্ষিণাত্য বৈদিক আগমন করিলেন? তাহাই আলোচ্য।

বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিকাগমনকাল

১৪৩২ শকে রচিত আনন্দভট্টের বল্লালচরিতে লিখিত আছে, গৌড়াধিপ বল্লালসেন গৌতমগোত্রীয় অনন্তশর্ম্মা নামক এক দ্রাবিড় শ্রেণির ব্রাহ্মণকে সুবর্ণভুক্তির অন্তর্গত সর্ব্বশস্যসমন্বিত 'কাসার' গ্রাম দান করেন। সেই সুধাধবলিত সর্ব্বোপকরণসংযুক্ত বাত্যাদ্যুপদ্রববিবর্জ্জিত শুভ্রপূর্ণ রাজদত্ত ব্রাহ্মণ-শাসন মধ্যে দাক্ষিণাত্য বিপ্রগণ বাস করিতে থাকেন।†

বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দ-ভট্ট উক্ত অনন্তশর্ম্মার বংশধর ও 'দাক্ষিণাত্য' ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মতে দাক্ষিণাত্যরাই দ্রাবিড়শ্রেণী।‡ অতএব বল্লালসেনের সময়ে এদেশে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইল। গৌড়াধিপ বল্লাল-পিতা বিজয়সেনের পিতামহকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ "দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র" বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন এবং তিনি গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।§ বরেন্দ্রভূমির "প্রদ্যুম্নেশ্বর" মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহাকবি উমাপতিধর উক্ত 'বিজয়প্রশস্তি' রচনা করেন। ইহাই দেওপাড়ার বিজয়সেনের শিলালিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকের প্রকৃত আগমন কাল

উমাপতিধর ব্যতীত অপর কোন কবি সেনবংশীয় আদি নৃপতিগণকে 'দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র' বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন নাই। ইহাতেও যেন তাঁহার দাক্ষিণাত্য-সংস্রব সূচিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কটক, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে ধর, কর, নন্দী, পতি প্রভৃতি উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। এ দেশীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের মধ্যেও ঐ সকল উপাধির অভাব নাই। বর্ত্তমানকালে এ দেশীয় দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের মধ্যে ঘৃতকৌশিক ও গৌতমগোত্রই শ্রেষ্ঠ কুলীন, ইঁহাদের মধ্যে 'ধর' উপাধি দৃষ্ট হয়। বহুদিন হইল, ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় একজন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ উমাপতিধর, অথচ তিনি কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই, এ কারণ তাঁহার কথা সে সময় বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু এ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের 'ধর' উপাধি না থাকায় ও আনুষঙ্গিক অন্য কারণে এখন উমাপতিধরকে দাক্ষিণাত্য বৈদিক স্থির করিলাম। বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, বিজয়সেনের পিতা হেমন্তসেন দক্ষিণদেশ হইতে আসিয়া মেদিনীপুর ও পরে দক্ষিণরাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার দক্ষিণাঞ্চল, আচারানুষ্ঠান-নির্ব্বাহের জন্য যে তাঁহার সহিত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণও আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। একপক্ষে বিজয়পিতা রাজা হেমন্তসেনের সময়ে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে এ দেশে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ প্রথম আগমন করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহারও বহুপূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দে বৈদিক প্রসঙ্গের প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাণকৃষ্ণের বৈদিককুলরহস্যে লিখিত আছে, কোন কারণে কতকগুলি বৈদিক দ্রাবিড় দেশ হইতে উৎকল দেশে আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছুদিন তাঁহারা সুখেই বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর বিরূপাক্ষ নামে একজন বীরাচারী সিদ্ধপুরুষ আসিয়া দারুণ অনিষ্ট ঘটাইলেন। তিনি যোগবলে সমস্ত দেশ মদিরাময় করিয়া ফেলিলেন। নদে, হ্রদে, কূপে, পল্বলে, সরোবরে সর্ব্বত্রই মদিরা ভিন্ন জল পাওয়া গেল না। এইরূপ বিপদে পড়িয়া কএকজন প্রধান বৈদিক উৎকল হইতে বঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সদাচার, বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্রিয়াদি অবলোকন করিয়া বঙ্গ কায়স্থ বিক্রমাদিত্যাত্মজ রাজা প্রতাপাদিত্য ১৫০১ শকে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তিনিই দাক্ষিণাত্যদিগকে মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া বঙ্গে বাস করাইলেন। তাঁহারা যে স্থানে প্রথম বাস করেন, তাহার

* "উৎকলী তাম্রপর্ণী চ যোনিপীঠী তু সাগরী।
চন্দ্রনাথী তথা সূক্ষ্মী দাক্ষিণ্যা বৈদিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

† ততঃ সর্ব্বগুণোৎকর্ষগুরুবুদ্ধির্নৃপোত্তমঃ।
তাম্রপট্টে কারয়িত্বা শাসনং পরমাসনম্॥
সুবর্ণভুক্তিকস্যান্তর্গতং কাসারকং দদৌ।
কল্পবৃক্ষে মহারাজো গৌতমানন্তশর্ম্মণে॥
ইক্ষু-চোষ্য-লেহ্য-সর্ব্বধান্য-সমন্বিতং
বাসপ্রাসাদযুক্তং সর্ব্বোপকরণ-সংযুতং।
সুধাধবলিতং বপ্রং কপাটার্গল-বর্জ্জিতম্
শুভপ্রবেশ-নির্গমং বাত্যাদিপরিশোভিতং॥
এবংবিধং কারয়িত্বা বহুশো জনকং নৃপঃ
দাক্ষিণাত্যাংস্তত্রৈব বাসয়ামাস কৃত্যয়ান্॥"

‡ "কেচিৎ বিপ্রা আগতাশ্চ বৈদিকা বেদপারগাঃ।
পাশ্চাত্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ দেশোত্থা দ্রাবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥" (বল্লালচরিত-পূর্ব্বখণ্ড)

§ Epigraphia Indica, Vol. I. p. 308. ও রাজন্য ইতিহাস ১ম অংশে ১০-২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

নাম হোমড়া, দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের ইহাই বৃত্তিভূমি। দাক্ষিণাত্য কুলীনাদির বীজ পুরুষগণ সদাচার ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিধারা একত্র হইয়া প্রয়াগ যেমন পুণ্যময় হইয়াছে, এখানে সেইরূপ বৈদিক-বংশীয়দিগের তিনটী ধারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না। এখানে বর্গজাতির উপদ্রব আরম্ভ হইল, কেহই আর তিষ্ঠিতে সমর্থ হইলেন না। সেই বাসস্থান বর্গভূমিতে পরিণত হইল। কেহ বঙ্গে, কেহ অঙ্গে, কেহ গৌড়ে, কেহ রাঢ়ে, এইরূপ নানাস্থানে দাক্ষিণাত্যগণ ছড়াইয়া পড়িলেন।*

এখন জানা গেল, সেনবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে কএক ঘর দাক্ষিণাত্য বঙ্গে আসিয়া বাস করিলেও, আবার বহুকাল পরে যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যের সময়ও তিন ঘর বৈদিক আসিয়া রাজপ্রদত্ত "হোমড়া" গ্রামে বাস করেন। এই তিন ঘরের পরিচয় কুলরহস্যে নাই, সুতরাং কোন্ কোন্ গোত্র ও কোন্ কোন্ ব্যক্তি এ সময় আসিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

গোত্র ও উপাধি নির্ণয়—কুলরহস্যের মতে, ১ গৌতম, ২ কাশ্যপ, ৩ বাৎস্য, ৪ কাথায়ন, ৫ ঘৃতকৌশিক, ৬ কৃষ্ণাত্রেয়, ৭ ভরদ্বাজ, ও ৮ কুশিক এই আটটী গোত্রই মহাকুল। ইহার মধ্যে এক্ষণে ছয় গোত্র মাত্র দৃষ্ট হয়, কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজ এই দুই গোত্র এখন আর দেখা যায় না।†

আবার পাশ্চাত্য বৈদিক-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—১ জাতুকর্ণ, ২ সাবর্ণ, ৩ কাশ্যপ, ৪ ঘৃতকৌশিক, ৫ বাৎস্য, ৬ কাথায়ন, ৭ কৌশিক, ও ৮ গৌতম দাক্ষিণাত্য মধ্যে এই ৮টী গোত্র খ্যাত। ইহাদের মধ্যে আবার দুইপ্রকার যজুর্ব্বেদী ও দুই প্রকার সামবেদী আছে।‡ প্রাণকৃষ্ণ জাতুকর্ণ ও সাবর্ণ এই গোত্রের উল্লেখ করেন নাই, আবার তাঁহার মতে কৃষ্ণাত্রেয় ও ভরদ্বাজ এই দুই গোত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে দাক্ষিণাত্য বৈদিক মধ্যে ঘৃতকৌশিক, গৌতম, কৌশিক কাশ্যপ, কাথায়ন, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও জাতুকর্ণ এই ৯টী গোত্রই দৃষ্ট হয়।

এই শ্রেণীর মধ্যে যজুর্ব্বেদীর সংখ্যাই অধিক। সামবেদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, ঋগ্বেদীর সংখ্যা তদপেক্ষা কম। অথর্ব্ব-বেদী বৎসামান্য, এমন কি আজ কাল এই বেদী প্রায় দেখা যায় না।

* "অতঃপরং দাক্ষিণাত্য বৈদিকানাং মহাত্মনাম্।
বংশাবলিক্রমং বচ্মি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতং ॥ ১ ॥
কেনচিৎ কারণেনৈব পুরা শ্রী বঙ্গদেশতঃ।
নিবাসমুৎকলে দেশেহকুর্ব্বন কেচন বৈদিকাঃ ॥ ২ ॥
অথ কালান্তরে তত্র তেষাং নিবসতাং সুখং।
বিরূপাক্ষকৃতাদিষ্টং সুমহৎ সমুপস্থিতং ॥ ৩ ॥
বিরূপাক্ষো হি সঙ্ক্ষেপো বীরাচারী কুতন্ত্রন।
চক্রতাণ্ডবার যোগেন তং দেশং ধর্ষয়ামরং ॥ ৪ ॥
নদে হ্রদে তথা কূপে পল্বলে চ সরোবরে।
নদৃশ্যত তদা তত্র সুরাক্তিমং জলং কচিৎ ॥ ৫ ॥
এবমাপদমাসাদ্য ওদ্রাদুৎকলদেশতঃ।
যজ্ঞভূমৌ সমায়াতাঃ কতিচিদ্বৈদিকোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥
অথ তেষাং সদাচারবিদ্যাবুদ্ধিক্রিয়াদিকং।
প্রতাপাদিত্যভূপেন দৃষ্ট্বা সম্বর্দ্ধনা কৃতা ॥ ৭ ॥
স তু বঙ্গজকায়স্থ-বিক্রমাদিত্যভূভৃতঃ।
তনয়ঃ সুতিবেদেষু কাশীমানাংশকে শকে ॥ ৮ ॥
অস্য রাজ্যোহধিকারে তু কস্মিংশ্চিদ্বৎসরে শুভে।
যজ্ঞদেশং সমাজগ্মুর্দাক্ষিণাত্য মহোজসঃ ॥ ১৪ ॥
তেন ভূপতিনা তে চ সম্বর্দ্ধিতমহৌজসাঃ।
নানাভোগসুবৈভবাদ্যোবাসমকুর্ব্বত ॥ ১৫ ॥
তেষাত্ত প্রথমং বাস-স্থানং হোমড়া ইতি শ্রুতং
অদ্যাপি যত্র বর্ত্তন্তে বৈদিকা বৃত্তিভূমযঃ ॥ ১৬
সর্ব্বেষাং দাক্ষিণাত্যানামেতদ্দেশনিবাসিনাং।
কুলীনাদিপ্রভেদেন বীজভূতাস্ত এব হি ॥ ১৭ ॥
নিবসন্তশ্চ তে তত্র ব যাজ্ঞনিয়মাশ্রিতাঃ।
ধর্ম্মানিব সদাচারৈঃ স্বান্ স্বান্ বংশানবর্দ্ধয়ন ॥ ১৮ ॥
তে বর্দ্ধিতাস্ত তদ্বর্ণনিয়মাচারবর্জ্জিনঃ।
তৎপর বৈরূপ্যভ্যাস্যঃ পুনস্তানবকুর্ব্বত ॥ ১৯ ॥
এবং সম্যক্ ক্রমশঃ পবিত্রঃ ধারাত্রয়ং বৈদিকসন্ততীনাং।
বভূব পুণ্যবহঃ স দেশো যথা প্রয়াগঃ সরিতাত্রিয়াণাং ॥ ২০ ॥
অথ কালে বর্গ ... পরিবর্ত্তি বৈ।
জাতীয়ুপদ্রবতত্র ... ... ॥ ২১ ॥
তদুপদ্রবমালোক্য বিক্রতানাং ততস্ততঃ।
অতএব দাক্ষিণাত্যানাং যুক্তবেদীব সা স্থলী ॥ ২২ ॥
বৈদিকাস্তে চ তং দেশং বিহায় বিপিনাত্মকং।
যত্র যেষামভূত্ প্রীতি বসংস্তেষু তেষু চ ॥ ২৩ ॥
কেচিদ্বঙ্গে কেচিদঙ্গে গৌড়ে রাঢ়ে চ কেচন।
এবম্বিধেষু চান্যেষু প্রদিষ্টাস্তে মহৌজসঃ ॥ ২৪ ॥" (বৈদিককুলরহস্য ৪)

† "গৌতমঃ কাশ্যপো বাৎস্যঃ কাথায়নঘৃতকৌশিকৌ।
ইত্যষ্টগোত্রে অধুনা গোত্রষট্কং প্রবর্ত্ততে।
কৃষ্ণাত্রেয়ভরদ্বাজৌ দৃশ্যতে ন চ কুত্রচিৎ ॥" (কুলরহস্য ১।৩৬ ৩৭)

‡ "জাতুকর্ণশ্চ সাবর্ণঃ কাশ্যপো ঘৃতকৌশিকঃ।
বাৎস্যঃ কাথায়নশ্চৈব কৌশিকো গৌতমস্তথা ॥
অষ্টাবেতে দাক্ষিণাত্যে গোত্রাঃ সংপরিকীর্ত্তিতাঃ।
দ্বৌ যজুঃসামগৌ চ তেষাং জ্ঞেয়ৌ বিশেষতঃ ॥"

(পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকা ৬।২ ৬৩)

সাত পুরুষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত মৌলিক ক্রিয়া চলে, তাহা হইলে শূদ্রকন্যা-বিবাহবৎ কুল নষ্ট হয়। অন্যপূর্ব্বার গর্ভজাতা, টাকা দিয়া যে কন্যা কেনা হইয়াছে, রজস্বলা, রোগিণী ও নীচকুলজাতা এই পঞ্চবিধ কন্যা কুলাধমা। অন্যপূর্ব্বা কুলীনকন্যা মৌলিককে দান করিবে, এরূপ দানে কোন দোষ হয় না। কিন্তু কুলীন এরূপ কন্যার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

বংশজ—যাঁহারা কুলীনের দ্বিতীয় পাত্রে কন্যা দান করেন এবং মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করেন তাঁহারা বংশজ। কুলরহস্যে লিখিত আছে, 'বংশজেরা কুলীনের আশ্রয়স্বরূপ। সৎকুলীনে কন্যাসম্প্রদান ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক হইতে কন্যাগ্রহণ, এইরূপ কন্যা [illegible]ত ভাব থাকাই বংশজের লক্ষণ। কুলীন বংশে জন্ম ও কুল বিপ্লব হেতু বংশমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকায় "বংশজ" খ্যাতি। বংশজের নবগুণের অপেক্ষা নাই, তাহাকে বাগ্দানের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, কুলীনকে কন্যা দান করিলেই তাঁহাদের স্বর্গের দ্বার মুক্ত হয়। বংশজ কখনই মৌলিককে কন্যা দান করিবেন না। যদি বংশজ মৌলিককে কন্যা দেন, তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সকল পুরুষই পতিত হইবে। অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ ও মৌলিককে কন্যাদান এই দুই প্রকারেই বংশজ ধর্ম্ম নষ্ট হয়।*

বংশজ আবার দুই প্রকার—প্রকৃত ও বিকৃত। কুলবিধি স্থাপনকালে যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বংশজ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত বা আদিবংশজ এবং বাগ্দান না করায় যাঁহাদের কুলচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাঁহারা বিকৃত বংশজ। বিষ্ণুধর, বংশধর, শেষপণ্ডিত ও শূলপাণি এই চারিজনই পূর্ব্বজ অর্থাৎ প্রথম বংশজ বলিয়া গণ্য হন, ইঁহাদের বংশধরেরাই আদিবংশজ। বিষ্ণুধর ও বংশধরের সন্তানেরা দ্বৈতাকাশিক এবং শেষপণ্ডিত ও শূলপাণির বংশধরেরা বাৎস্য। রাঢ় অঞ্চলেই ইঁহারা প্রসিদ্ধ। বিকৃত বংশজের নানাগোত্র ও নানাস্থানে বাস। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষানুক্রমে কুলীনে কন্যাদান করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন।†

মৌলিক—যাঁহারা অন্যপূর্ব্বাকন্যা গ্রহণ করেন, তাঁহারাই মৌলিক। মৌলিক ভিন্ন কুলীনের গত্যন্তর নাই। মৌলিককেই অন্যপূর্ব্বাকন্যা দান করিতে হয়। এ কারণ মৌলিকেরা কুলীনের নিকটও সম্মানিত। মূল বা আদি হইতেই ইঁহারা অন্যপূর্ব্বা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এজন্য ইঁহাদের মৌলিক নাম হইয়াছে। মৌলিকেরা অর্থ লইয়া কখন বিবাহসম্বন্ধ করেন না। যদি অর্থ গ্রহণ করিবেন বা অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা উভয়েই পতিত হইবেন। কন্যা দিয়া কন্যাগ্রহণকে পরিবর্ত্ত কহে। দাক্ষিণাত্য সমাজে ইহা কন্যা বিক্রয়ের ন্যায় নিন্দিত কর্ম্ম, তবে অর্থ লইয়া কন্যা বিক্রয়ের মত পাপজনক নহে। কিন্তু পরিবর্ত্ত ও শুক্রবিক্রয় উভয়ই গর্হিত কার্য্য ভাবিয়া, পরিত্যাগ করা উচিত। মৌলিকদিগের মধ্যেও আর্ত্তি, উচিত, ও ক্ষম্য ভেদে দান তিন প্রকার। কুলীন কন্যাদানের নাম 'আর্ত্তি', বংশজ কন্যাদান 'উচিত' এবং মৌলিক মৌলিককে কন্যাদানের নাম 'ক্ষম্য'। আর্ত্তিদানে যশঃ উচিতদানে সমুচিত মান এবং ক্ষম্যদানে সর্ব্বত্র গর্হিত বলিয়া নিন্দিত। সপ্তমপুরুষ

* [illegible] সম্প্রদানে [illegible] লক্ষণে
বরাণ দ্বিতীয়ে হি কুলীনা অপি বর্জ্জিত। ১
প্রদানং সৎকুলীনায় চাদানং মৌলিকাত্তথা।
ইতি কন্যাসংবন্ধে জ্ঞেয়ং বংশজলক্ষণং। ২
কুলীনবংশে জাতত্বাৎ কুলনাশাচ্চ বিপ্লবাৎ।
বংশমাত্রপ্রতিষ্ঠানাদ্বংশজ ইতি কথ্যতে। ৩
বংশজং কুলীনস্বরোজ্ঞ [illegible]।
ব শজা. কুলজা. [illegible] কুলীনাশ্চ [illegible]। ৪
বংশজা যদি [illegible] কুলজ [illegible]।
কৌলীন্যং বংশজং [illegible] বেদিবেদবং। ৫
একাত্তমাত্রং কুর্য্যাৎ কুলীনা [illegible]।
[illegible] কারণং। ৬
নৈবাং নবগুণাপেক্ষা ন চ বাগ্দানযন্ত্রণা।
কন্যাদানাৎ কুলীনায় স্বর্গদ্বারং [illegible]। ৭
নাপি জ্ঞেয়া মৌলিকে কন্যাং কদাচিদপি বংশজঃ।
স ভর্ত্তা যেন পাত্রং [illegible] পতিতাঃ। ৮
যস্যাঃ পাত্রং সৎকুলীনঃ সর্ব্বধা [illegible]
অন্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রাহী যস্যাঃ পাত্রং [illegible]। ৯
যদি কুর্য্যাৎ মৌলিকেন কন্যা বংশজবংশজা।
তদা তস্যাঃ পিতুর্ব্বংশে ঊর্দ্ধাদিব পতত্যধঃ। ১০
অন্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রাহো মৌলিকে কন্যকার্পণং।
ইতি বংশজধর্ম্মস্য নাশে হেতু দ্বিধা মতৌ।" ১১

† বংশজ দ্বিবিধ জ্ঞেয়াঃ প্রকৃতা বিকৃতাস্তথা।
পূর্ব্বজ. প্রকৃতা. প্রাক্তাঃ পরজা বিকৃতা মতাঃ। ১২।
বিষ্ণুধরো বংশধরস্তথাচোক্তো শেষপণ্ডিতশূলপাণী।
ইতি চত্বারঃ পূর্ব্বজাঃ পরজাস্তু গ্রহণাৎ বাগ্দানাৎ। ১৩
এতেষাং বংশসন্তানা [illegible]।
[illegible] প্রকৃতা বিকৃ[illegible]। ১৪।
প্রকৃত [illegible] কাশিকবাৎস্যকে।
তত্র [illegible] রাঢ়ায়ামধিকম্ [illegible] ব্যবস্থিতে। ১৫।
এব [illegible] নানাস্থানে ব্যবস্থিতা।
তত্র [illegible] পুংসি বাত্মপূর্ব্বী মতঃ। ১৬।
বিকৃতাস্তু [illegible] নিবাসাশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
বিবাহবন্ধেনেষু কার্য্যাকার্য্যবিচারতঃ।" ১৭ কুলরহস্য ২য় খণ্ড।

পর্য্যন্ত যাঁহাদের আদিদান, তাঁহারাই প্রকৃত মৌলিক। মৌলিকও আবার দুই প্রকার—সম্মৌলিক ও অসম্মৌলিক বা পচা মৌলিক। গঙ্গাধর রায়বার, জটাধর ভাণ্ডারি, কবি সুভদ্র ও পাচমিশ্র এই চারিজনই আদি মৌলিক। এই চারিজনের বংশধরগণই সম্মৌলিক বলিয়া খ্যাত। এ ছাড়া অপর যাঁহারা অন্যপূর্ব্বাকন্যা গ্রহণ করিয়া মৌলিক হইয়াছেন, তাঁহারাই অসম্মৌলিক।*

সমাজস্থান—পূর্ব্বে গঙ্গা কালীঘাট দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখী হইয়া রাজপুর, হরিনাভি, কোদালিয়া, চিংড়িপোতা, মালঞ্চ, মাহিনগর, বারুইপুর, ..., বারাসত, জয়নগর, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি গ্রাম দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছিলেন ;—তাই গঙ্গাবাস উপলক্ষে ঐ সকল গ্রামেই দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে গঙ্গা ঐ সকল স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেও ঐ সকল গ্রাম আজও দাক্ষিণাত্য-বৈদিকগণের সমাজ বলিয়া খ্যাত। এই সকল স্থানের দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সম্মানিত। বলিতে কি রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের নিকট এই দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-শ্রেষ্ঠগণই আচার্য্য বরণ পাইতেন। অদ্যাপি ঢাকা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক ব্রাহ্মণগৃহেও এই বৈদিক ভিন্ন বৃষোৎসর্গাদি বৈদিক কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না।

উপরে যে সকল সমাজ স্থানের উল্লেখ করিলাম, ঐ সকল স্থানের বৈদিকবংশই শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বগণ নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

চাংড়িপোতা ও তন্নিকটস্থ কোদালিয়া গ্রামে কএক ঘর মুখ্যকুলীন ঘৃতকৌশিকের বাস আছে, তাঁহারা স্বসমাজে বিশেষ সম্মানিত। ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ বিদ্যাধর বাচস্পতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা আরও বলেন যে, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতির তিরোধানের পর ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া বিদ্যাধর ৺পুরীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব বাঁশড়ার নিকটবর্ত্তী নদীতীরে সুজলা সুফলা ব্রহ্মোত্তর ভূমি পাইয়া তথায় বাস করেন। কুলরহস্যবর্ণিত দাক্ষিণাত্যগণের পূর্ব্বভূমি "হোমড়া" বাঁশড়া হইতে বেশী দূর নহে। বিদ্যাধর-বংশের বিশ্বাস যে, বাঁশড়ার পার্শ্ব দিয়া যে প্রকাণ্ড নদী প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিশিয়াছে, ঐ নদী উক্ত বিদ্যাধর বিদ্যাবাচস্পতির নামানুসারে অদ্যাপি "বিদ্যাধরী" নামে খ্যাত। বিদ্যাধরের পরবর্ত্তী বংশধরেরা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোদালিয়া ও ইহার অনতিদূরবর্ত্তী চাংড়িপোতা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন নামে ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রবিদ্ একজন অসাধারণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজপুর ও তৎসন্নিহিত বৈদিক সমাজের দলপতি ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণও উক্ত বিদ্যাধরবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নৈয়ায়িক হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র। এই অসাধারণ গুণশালী নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত "বিশ্বেশ্বরবিলাস," "গ্রীস" ও "রোমের ইতিহাস" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্যক্ পরিচয় এখানে অসম্ভব। তিনি বঙ্গীয় সংবাদপত্রসমূহের আদর্শ সম্পাদক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গবর্মেণ্ট সর্ব্বদাই সোমপ্রকাশের মত গ্রহণ করি-

* "অতঃপরং মৌলিকানাং ব্যবস্থানং নিগদ্যতে।
কুলীনৈরপি পুত্রায় যৈরন্যপূর্ব্বা-প্রগামতঃ ॥১
কন্যানাং বংশজেভ্যশ্চান্যপূর্ব্বাপ্রতিগ্রহঃ।
ইতি মৌলিকসংজ্ঞানাং লক্ষণং সমুদাহৃতং ॥২।
আমূলাদন্যপূর্ব্বায়াঃ প্রতিগ্রহবশাদিহ।
মৌলিকা ইতি বিখ্যাতাস্তেষাং তত্ত্বং নিগদ্যতে ॥৩।
ন কুর্য্যাদ্বর্জনসম্বন্ধং কন্যাদানে কদাচন
বরস্ত্বনর্থমত্যর্থমর্জনসম্বন্ধতো বুধাঃ ॥৪
বংশং কন্যা পাতয়তি স্বে দুহিত্রে সুতেন বা।
মৌলিকো বংশজো বাপি যঃ কশ্চিদপি বা ভবেৎ ॥৫
ন বিক্রয়ে বিনিময়ে কন্যাং দুহিত কন্তন।
কুরুতে ব্যবহারে হি তাবুভাবর্থতঃ সমৌ ॥৬।
প্রদায় কন্যাদানানু প্রতিগৃহ্নাতি যৎপরাং।
পরিবর্ত্ত ইতি খ্যাতো যত্ত্বে বিক্রয়বৎ ফলং ॥৭।
ন পাপং কুরুতে তাদৃগ্ যুক্তবেশ্ম ক্রয়বিক্রয়াৎ।
অতস্তৌ পরিহর্ত্তব্যৌ যদিহাপি পরিত্তৌ ॥৮।
মৌলিকশোষকঃ দণ্ডঃ পরমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
পরিবর্ত্তার্থসম্বন্ধৌ যত্নাদ্বে বর্জ্জতাবুভৌ ॥৯।
কুবেরাচার্য্যয়ো নাম্না তেষাং পাপানি চ স্থিরা।
যস্মাত্তৌ বংশজবৎ কুলীনেষ্বপি যথাক্রমঃ ॥১০।
আদিনাম্নাদ্বংশোদ্ভূতো উচিতাদ্বিচারণং।
কন্যানামাত্র সর্ব্বত্র পরিহার্য্যাতি নিন্দিতাৎ ॥১১
সগুণং পুত্রং মাধবার্জ্জিনাং ভবেদপি।
তদন্যপূর্ব্বাবৈযুগ্যো মৌলিকো বংশজায়তে ॥১২
সৎসাম্যেত্যে চ মৌলিকা দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
সম্মৌলিকাস্তু প্রাচীনা অসংপ্রাহুর্নবীনকাস্তথা ॥১৩
গঙ্গাধরো রায়বারো ভাণ্ডারিশ্চ জটাধরঃ।
কবিসুভদ্রপাচমিশ্রা ইমে চত্বার আদিমাঃ (?) ॥১৪
এতেষাং বংশজাতা যে তে বৈ সম্মৌলিকা মতাঃ
অন্যপূর্ব্বাগ্রহাদন্যে অসম্মৌলিকনামকাঃ ॥১৫
তেষাং গোত্রাণি বাসাশ্চ পৃথক্ পৃথগুদাহৃতাঃ।
লেখ্যং প্রসঙ্গ-সঙ্গত্যা তৎসর্ব্বং পরতো ময়া ॥"১৬। (কুলরহস্যে ৩৪ রহস্য)

ছেন। এক সময়ে বঙ্গবাসী মাত্রই নবপ্রকাশিত সোমপ্রকাশ পাঠ করিবার জন্ত উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ খুড়া ভাই ৺কৈলাসচন্দ্র বিদ্যারত্নও এক জন সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি "গূঢ়ার্থবোধিনী" নামে সপ্তশতী চণ্ডীর এক অতি সরল টীকা রাখিয়া গিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কোদালিয়ার মৃতকৌশিকবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাশীতে গিয়া বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

রাজপুর, লাঙ্গলবেড় প্রভৃতি স্থানের মৃতকৌশিকগণও অতিসম্মানিত। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যেও বহুখ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনন্তরাম কণ্ঠাভরণের পুত্র শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্চাননের নাম প্রথম করা যাইতে পারে। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রভাবে রাজপুর এক সময়ে "দক্ষিণ নবদ্বীপ" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। তাঁহারই বংশে সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন জন্মগ্রহণ করেন। 'শব্দসার' নামক সংস্কৃত অভিধান বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রচিত। তিনি জন্মভূমির অন্নসত্র প্রতিপালনার্থ বিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। একজন অধ্যাপকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। মালঞ্চের নিকটবর্ত্তী লাঙ্গলবেড়ের মৃতকৌশিকগণ রাজপুরের মৃতকৌশিকগণেরই জ্ঞাতি, তাঁহারা মণিরামের প্রপৌত্র মহাদেবের সন্তান বলিয়া পরিচিত।

লাঙ্গলবেড়ের গৌতম গোত্রে সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ভরত শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন, বঙ্গদেশের পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বিষ্ণুবিশতক ও মত্তকচন্দ্রিকাদির টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। হরিনাভির গৌতমগণও তাঁহাদের জ্ঞাতি। এখানকার গৌতমবংশে রামসুন্দর বেদান্তবাগীশ, দুর্গারাম ন্যায়ালঙ্কার, হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, দীননাথ বিদ্যালঙ্কার (ন্যায়রত্ন), গোবিন্দ তর্কপঞ্চানন, মধুসূদন বাচস্পতি, শিবশতক ও বৈদিক কুলমঞ্জরী প্রণেতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তাঁহারই কনিষ্ঠ (কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, নব নাটক প্রভৃতি প্রণেতা) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন।

রাজপুর, হরিনাভি ও কোদালিয়ার কাশ্যপবংশেও বহুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, ঈশান চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম করা যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন মুড়াগাছার দাক্ষিণাত্যবৈদিকবংশে প্রদ্যুম্নবিজয় প্রণেতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামতারণ শিরোমণির জন্ম। মজিলপুরের বাৎস্যবংশে "মনোপাখ্যান" প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা হারানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকসমাজের বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্যের জন্য যেরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, এখন ক্রমেই তাহার অভাব লক্ষিত হইতেছে।

এই বৈদিক সমাজের কুলগ্রন্থ ও সম্বন্ধনির্ণায়ক গ্রন্থাভাবে সকল গোত্রের বংশাবলি পাওয়া যায় না।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বর্ত্তমান বাসস্থান—২৪ পরগণা ও নদীয়াজেলায়—১ রাজপুর ২ হরিনাভি ৩ মালঞ্চ ৪ মজিলপুর ২টী, ৬ গোবিন্দপুর ৭ লাঙ্গলবেড় ৮ শ্রীরামপুর ৯ বারদ্রোণ ১০ বোলসিদ্ধি, ১১ বারুইপুর ১১ বুড়ুল ১৩ পাকুড়তলা ১৪ পাইকান ১৫ হাসুড়া ১৬ সেওড়াদহ ১৭ মোল্লার চক ১৮ নিত্রা ১৯ খমাৎপুর ২০ গুজিলাবাদ ২১ বিষ্ণুপুর ২২ বাটেশ্বর ২৩ বনমালিপুর ২৪ জয়নগর ২৫ মজিলপুর ২৬ দুর্গাপুর ২৭ বড়ু ২৮ বারাসত ২৯ গোকর্ণী ৩০ বেলেচণ্ডী ৩১ তসরলা ৩২ বারুইপুর ৩৩ ধপধাব ৩৪ রামনগর ৩৫ ময়দা ৩৬ কোদালিয়া ৩৭ চিংড়িপোতা ৩৮ গাঙ্গীপুর ৩৯ সোনারপুর ৪০ বোড়াল ৪১ জগদ্দল ৪২ সাপুর ৪৩ দিগম্বরপুর ৪৪ কালীঘাট।

শ্রীহট্ট বৈদিকসমাজ।

বৈদিক পুরাবৃত্ত ও "বৈদিক সংবাদিনী"-নামক কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ত্রিপুরার রাজাসনে আদি ধর্ম্মপা নামক এক নৃপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদোপরি একটী অশুভপক্ষী উপবেশন করিয়াছিল, ইহা অমঙ্গলকর জ্ঞান করিয়া তাহার শান্তির জন্য তিনি মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করেন। তখন শ্রীহট্টে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বৈদিক ব্রাহ্মণই অমঙ্গল দূর করিতে সমর্থ জানিয়া তাঁহার মন্ত্রিগণ উপদেশ দিলেন যে, মিথিলা হইতে চতুর্দ্দশ গুণোপেত ক্রিয়াবান্ বেদবিৎ পঞ্চগোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা শাকুনিক' ও 'অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ' সম্পন্ন করিলে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। ব্রাহ্মণদিগের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া মহারাজ আদিধর্ম্মপা অতি বিনীতভাবে মিথিলাধিপতির নিকট পাঁচজন বৈদিককর্ম্ম তৎপর ব্রাহ্মণের জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন।

মিথিলাদেশে তখন বলভদ্র নামক নৃপতি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ত্রিপুরাধিপতির সবিনয় প্রার্থনাপত্র প্রাপ্তে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বৎসগোত্রীয় শ্রীনন্দ, বাৎস্যগোত্রীয় আনন্দ, ভরদ্বাজগোত্রীয় গোবিন্দ, কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় শ্রীপতি ও পরাশরগোত্রীয় পুরুষোত্তম এই পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ত্রিপুরায় গমন করিতে আদেশ করেন। নৃপাদেশ শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ সদাচারবহির্ভূত দেশ বলিয়া তথায় যাত্রা করিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করেন, পরে লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিলেন যে, সেই দেশ নীলপর্ব্বতের নিকটস্থ কামরূপ সীমান্তবর্ত্তী এবং তথাকার

রাজা চন্দ্রবংশসম্ভূত ও বিবিধ গুণশালী, তখন তাঁহারা তথায় গমন করিতে সম্মত হইলেন এবং শুভদিন শুভলগ্নে দেশ হইতে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে ত্রিপুরা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যথারীতি যজ্ঞ সমাপন করিলেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তাজপুর পরগণার অধীন মঙ্গলপুর গ্রামে সেই প্রাচীনতম যজ্ঞকুণ্ডের চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞসমাপনান্তে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশগমনোন্মুখ হইলে আদিধর্ম্মপা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে, আপনারা স্থায়িরূপে এই স্থানে বসতি করিলে আমি নিতান্ত কৃতার্থ হইব। রাজার বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ এদেশে চিরবাস করিতে সম্মত হইলেন। তখন ত্রিপুরাধিপতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া ৫১ ত্রৈপুরাব্দে (৬৪১ খৃঃ অব্দে)* তাঁহাদিগকে নিজ রাজ্যে ব্রহ্মত্র দান করিলেন। এই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের পশ্চিম ও উত্তরসীমায় ক্রোশিয়া নদী, দক্ষিণে হাওলা ও পূর্ব্বে কৌকিকাপুরী। টৈঙ্গরী কুকি জাতির কর্ষিত স্থান বলিয়া ইহার পূর্ব্বনাম টৈঙ্গরী বা টঙ্কারী ছিল।*

উক্ত শ্রীনন্দাদি ব্রাহ্মণপঞ্চক এক বৎসর কাল উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে গমন করেন এবং তথা হইতে স্ত্রীপুত্রাদি ও আত্মীয় কুটুম্বগণসহ পুনর্ব্বার শ্রীহট্টস্থ নিজ নিজ অধিকৃত স্থানে আগমন করেন। বিপ্রগণ স্বদেশ হইতে আপনাপন ভার্য্যাকে আনয়নপূর্ব্বক টঙ্কারীপর্ব্বতে বাস করিতে থাকেন। টঙ্কারী পর্ব্বতস্থ স্ব স্ব অধিকৃত স্থান পাঁচভাগে বিভক্ত করায় উহা "পঞ্চখণ্ড" নামে খ্যাত হইল। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডে ও আদান প্রদানে অসুবিধা ঘটে বলিয়া তাঁহারা স্বদেশবাসী কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, ঘৃতকৌশিক ও গৌতম এই পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে পরে আনয়ন করেন। কিন্তু নবাগত পঞ্চগোত্র অভিমানে পূর্ব্বাগত পঞ্চগোত্রীয়দিগের দানপ্রাপ্ত ভূমিতে বাস বা রাজার নিকট পৃথগ্‌ভাবে বাসভূমি গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং ত্রিপুরারাজের প্রজাস্বরূপ উক্ত পঞ্চখণ্ডের অব্যবহিত পূর্ব্বদিগবর্ত্তী স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ক্রিয়াকলাপ মৈথিল কুলাচারে ও প্রাচীন প্রথানুসারে নির্ব্বাহ হইত এবং অদ্যাপি হইতেছে। বঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় শ্রীহট্টে রঘুনন্দনের স্মৃত্যুক্ত ব্যবস্থা তেমন প্রচলিত নাই, কারণ এখানে মৈথিল বিপ্রগণেরই সম্যক্ প্রাধান্য।

শ্রীহট্টে উক্ত দশগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের এইরূপ স্থায়িভাবে অবস্থিতির ৫৫৩ বৎসর পরে বাৎস্যগোত্রীয় পূর্ব্বোক্ত আনন্দের বংশে নিধিপতি নামে এক ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ হন।

৬০৪ ত্রিপুরাব্দে (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরেশ্বর ধর্ম্মপা, বাৎস্য গোত্রীয় আনন্দ হোতা নিধিপতি ঠাকুরকে একখণ্ড বিস্তীর্ণ ভূমিদান করেন। ইহা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপা প্রদত্ত ভূমির শত গুণ পরিমিত হইবে। এই ভূমিখণ্ড—পাথারিয়া, ছোটলেখা, বড়লেখা, দলদলা, কানিহাটি ব্রহ্মচাল, ভাটেরা, লঙ্গাই, নন্দনপুর, ইন্দানগর, ইন্দেশ্বর, হটা, আলিনগর, সংশেখনগর, চম্বচরি, তাজপুর, বালিশিরা, চৌতলী এবং চৌয়ালিশ ও সাতগাঁও নগর এই কুড়িটী পরগণা বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ এই যে নিধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন মানসে স্বীয় পুরোহিত বিদ্যাবিনোদ চক্রবর্ত্তী সহ ত্রিপুরায় উপনীত হইলেন। তৎকালে চন্দ্রনাথ তীর্থে যাওয়া সহজব্যাপার ছিলনা। ত্রিপুরাধিপতির নামাঙ্কিত অনুমতিপত্র সঙ্গে না থাকিলে সমীপবর্ত্তী অসভ্য জাতিরা যাত্রীর উপরে বড়ই দৌরাত্ম্য করিত। এই জন্য অনুমতি পত্র গ্রহণাভিলাষে নিজ পুরোহিত সহ নিধিপতি ত্রিপুরা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা ধর্ম্মপা অন্তঃপুরে ছিলেন নিধিপতি অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও রাজদর্শন পাইলেন না। শুধু নিধিপতি রাজার জন্য নীত আশীর্ব্বাদ পুষ্প চন্দন আনিয়া স্তম্ভে স্থাপনপূর্ব্বক প্রস্থান করেন। আশীর্ব্বাদ-পুষ্প মাহাত্ম্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই শুষ্ক-কাষ্ঠের স্তম্ভ অঙ্কুরিত ও শাখা প্রশাখায় শোভিত হইল দেখিয়া প্রহরীগণ ভীতচিত্তে এই বিস্ময়কর ব্যাপার মহারাজকে নিবেদন করিল। রাজা স্বয়ং বহির্ব্বাটীতে গমনপূর্ব্বক এই আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, আগন্তুকগণ সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন। যদি তাঁহারা কুপিত হইয়া থাকেন, তবে ব্রহ্ম শাপে বিনষ্ট হইতে হইবে। উঁহাদের সন্তোষ জন্মাইতে না পারিলে রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই ভাবিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক দ্বিজগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত সহ স্বীয় অপরাধের মার্জ্জনার জন্য ভিক্ষা চাহিলেন। ক্ষমাশীল তপস্বিদ্বয় রাজার এবম্বিধ কাতরতা ও বিনীত ব্যবহারে প্রসন্ন ও চন্দ্রনাথতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন কালে ত্রিপুরা রাজ

---

* এইরূপ দান পত্রের প্রতিলিপি দেখান হইয়া থাকে যথা—

"ত্রিপুরাপর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্তাদিধর্ম্মপাঃ।
সমাজ্ঞং দত্তপত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু॥
বংশে বাৎস্য-ভরদ্বাজ কৃষ্ণাত্রেয়-পরাশরাঃ।
শ্রীনন্দানন্দগোবিন্দ-শ্রীপতি-পুরুষোত্তমাঃ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিয়া নদী।
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাওলা-কৌকিকাপুরী॥
এতন্মধ্যাৎ সমস্তা যা টৈঙ্গরি কুকিকর্ষিতা।
প্রাগ্‌গঙ্গা তদ্ভূমির্দত্তা তেষু পঞ্চতপস্বিষু॥
মধুমাসে রবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশীদিনে।
ত্রিপুরা চন্দ্রবাণাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা॥"

হইয়া পাঠানেরা সুদূর শ্রীহট্টে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খাজা ওসমান পাঠানদিগের দলপতি ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টে আসিয়া রাজনগরের পূর্ব্বদিকে "বাড়ুয়া পাহাড়ে" এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন অদ্যাপি তাহা "ওসমানের গড়" নামে প্রসিদ্ধ। রাজ্য শাসন-লিপ্সা লুণ্ঠনই পাঠানদের স্পৃহণীয় ছিল। সহসা একদিন পাঠানেরা দিবা দ্বিপ্রহরের সময় রাজনগর আক্রমণ করিল। রাজসৈন্যগণ অপ্রস্তুত ছিল, যবনসেনার গতিরোধ করিতে না পারায় তাহারা পলায়ন করিল। পাঠানেরা প্রথমেই লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। রাজা সুবিদ্ নারায়ণ ইষ্ট-পূজায় ছিলেন, আত্ম-রক্ষায় নিরুপায় হইয়া বিষ পানে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজ-পরিবার-বর্গ সকলেই ধর্ম্মনাশ ভয়ে পলায়ন করিলেন; কেবল শিশু রাজকুমার চতুষ্টয় যবন হস্তে পতিত হইয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

ধর্ম্মনারায়ণ দক্ষিণাভিমুখে গিয়া ছয়চিরি পরগণায় পশ্চিমস্থ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এই পর্ব্বতে ধর্ম্মনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কেল্লা আছে। তিনি পর্ব্বতের পাদদেশে বাটী নির্ম্মাণ ও একটী বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া কিছুদিন তথায় বাস করেন। পরে বিষ্ণুপুর গ্রামে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তথায় বাটী নির্ম্মাণ ও চতুর্দ্দিকে ২টী করিয়া ৮টী মৃন্ময় গড় প্রস্তুত করাইলেন। ধর্ম্মনারায়ণ বিষ্ণুপুরের বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ বিষ্ণুপুরের বাটীতেই বাস করিতেছেন। আজিও ধর্ম্মনারায়ণের "সাগরদীঘী" ও নষ্টপ্রায় গড়গুলি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সুবিদ নারায়ণের রাজত্ব মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে, তাঁহার ও ধর্ম্ম নারায়ণের বংশধরেরা "চৌধুরাই" সনন্দ প্রাপ্ত হন। সুবিদ নারায়ণের পুত্রগণ ইটা-পরগণা ও ধর্ম্ম নারায়ণের পুত্র মাধবরাম ছয়চিরি পরগণা প্রাপ্ত হইলেন; অবশিষ্ট সম্পত্তি সরকারে জব্দ হইল।

রাজা সুবিদনারায়ণই শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদের শ্রেণী বিভাগ পূর্ব্বক সমাজ-বন্ধন করেন। তিনি সমাজ-পতি ছিলেন, আজ পর্য্যন্তও তদ্বংশীয়গণ শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজের উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজ-বংশীয় বলিয়া ইঁহাদের সামাজিক সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখনও এই বংশীয়গণ যাজন ও মন্ত্রদানাদি ব্যবসায় বা কোনরূপ প্রতিগ্রহ করেন না। ইঁহারা এরূপ অপ্রতিগ্রাহী যে, কুটুম্ব ভিন্ন অন্যের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেন না। এ বংশের বিপ্রচরি যোগ-সিদ্ধ উদাসীন পুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে ইনি বাঘ চড়িয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন।

নিধিপতি-বংশীয় গুড়াভূই ও নন্দনগরবাসিগণের উপাধি "রায় চৌধুরী"। সিদ্ধুরবাসিগণের উপাধি ভট্টাচার্য্য ও শিকদার আর মথুরা-নগর বাসিগণের উপাধি ভট্টাচার্য্য। রায় চৌধুরীরা সাধারণতঃ মিরাশদার। ইঁহারাও যাজনাদি ব্যবসায় বা কোনরূপ প্রতিগ্রহ করেন না, ফলতঃ ধর্ম্ম নারায়ণের বংশধরগণ ও ইঁহারা সর্ব্বাংশে তুল্য। ভট্টাচার্য্য ও শিকদারগণের ব্যবসায় গুরুতা ও মিরাশদারী।

বৎসগোত্রে শ্রীনন্দবংশ—এই বংশীয়গণ ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় রায়গড়, দক্ষিণ ভাগ (নওয়াই), রেঙ্গা পরগণার কান্দিগ্রাম চর এবং বুরুঙ্গায় (পূর্ব্ব নাম বরগঙ্গা) বাস করিতেছেন। উঁহাদের সাধারণ উপাধি চৌধুরী, ভট্টাচার্য্য পুরকায়স্থ, চক্রবর্ত্তী, গোস্বামী। পুরকায়স্থ ও চক্রবর্ত্তীগণ যাজন ও চাকরী ইত্যাদি ব্যবসায়ী। গোস্বামী ও ভট্টাচার্য্যদের ব্যবসায় মন্ত্র ও ব্যবস্থা দান। প্রবাদ এইরূপ, চৈতন্যদেব এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বৈদিক কুলমঞ্জরী, কুলপঞ্জিকা, ৺রামশরণ দে কৃত চৈতন্য বিলাস, প্রদ্যুম্ন মিশ্রের চৈতন্যোদয়াবলী ও বংশতালিকাই প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

বাৎস্যগোত্র—আনন্দ বংশ। এখন এই বংশের নির্ণয় করা যায় না। জয়পুরের ভট্টাচার্য্যগণ এই বংশীয় বলিয়া বোধ হয়।

নিধিপতি-বাৎস্য—নিধিপতির পুত্র ভূধরের বংশ বহু বিস্তৃত। বরুচাপ ও ছয়চিরি ভিন্ন আর কোনও স্থানেই ধর্ম্ম নারায়ণের বংশধর নাই। ভূধরের বংশজগণের অধিকাংশই ইটার ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে আছেন। যাঁহারা মহাদেবী বড় কাপনে বাস করেন, তাঁহাদের উপাধি শিকদার; ব্যবসায় যাজন ও মন্ত্রদান। ইটার পঞ্চেশ্বর, ব্রহ্মাণ ও বনভাগ পরগণার কলৌজুরী গ্রামে ভ'মুনারায়ণের বংশীয় চৌধুরী উপাধিধারিগণের বাস, ইঁহাদের ব্যবসায় মিরাশদারী ও মন্ত্রদান। কালাজুরী বাসিগণ কোনও সন্ন্যাসিনী রাজ মহিষীর গর্ভজাত বলিয়া প্রবাদ আছে।

বিদ্যা বিনোদ-বাৎস্য—কেবলমাত্র ইটার ভূমিউড়া গ্রামে এই বংশীয়দের বাস, ইঁহারা নিধিপতিপুরোহিত বিদ্যাবিনোদ চক্রবর্ত্তীর বংশধর। পুরুষানুক্রমে এই বংশীয়গণ ধর্ম্মনারায়ণের বংশজগণের পুরোহিত। সাম্প্রদায়িক সমাজেই ইঁহাদের আদান প্রদান ছিল।

ভরদ্বাজ-গোবিন্দ-বংশ—ইটা পরগণার টেংরা, বালিসহস্র, বালিশিরা পরগণার জালালপুর ও লঙ্গলা পরগণার মণ্ডন এবং ভট্টাচার্য্য গ্রামে এই গোত্রীয়গণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদেরও পূর্ব্ব বাসস্থান পঞ্চখণ্ড। বালিশিরাবাসিগণের উপাধি শিকদার এবং আর সকলের উপাধি ভট্টাচার্য্য। টেংরার ভরদ্বাজবংশীয় রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদের নবাবের সভা-

পণ্ডিত ও জগন্নাথ ন্যায়বাগীশ জয়ন্তীয়ার রাজসভা-পণ্ডিত ছিলেন। নর্ত্তনের উমাকান্ত বিশারদ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, আজিও সেই বংশীয়গণ "বিশারদ" উপাধিধারী। ভট্টাচার্য্যের গ্রামের সুবিখ্যাত জগন্নাথ শিরোমণি অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। ইনি স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে নবাব হইতে বিস্তীর্ণ লাখেরাজ ভূমি প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানেও নর্ত্তন ও ভট্টাচার্য্যের গ্রামের ভরদ্বাজবংশে নানাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত বর্ত্তমান আছেন।

কৃষ্ণাত্রেয়গোত্র শ্রীপতি বংশ—এই বংশীয়গণ, পঞ্চখণ্ড পরগণার নবাগ্রাম, খাসা, সুপাতলা ও অনিপণ্ডিত, চৌকিধাই পরগণার কলিশাসন, ইটা পরগণার টেংরা, মহাদেবী-বড় কাকন, বাসপাড়া, লঙ্গলার নর্ত্তন, এখান পরগণার সিদুর, ছয়চিরি পরগণার শ্রীনাথপুর, ঢাকা দক্ষিণ পরগণার বানিশাইল ও তরফ পরগণার জয়পুর, ও কচুয়াদি গ্রামে বাস করেন। এই গোত্রে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। মহাদেবী-বড়-কাকন গ্রামে রামচন্দ্র বাচস্পতি, কৃষ্ণরাম ন্যায়ালঙ্কার, রামশরণ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কারের "তত্ত্ব কৌমুদী", "তত্ত্বসার" নামক গ্রন্থদ্বয়, ৺শ্রীধর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত "অন্তর্যাগসপর্য্যা" ও "বিমলস্তবসপর্য্যা" এবং মহেশ্বর তর্কালঙ্কারের কৃত "ন্যায়প্রদীপ", "কৃত্যপ্রদীপ", "ধর্ম্মপ্রদীপ", "কালপ্রদীপ", "বর্ষপ্রদীপ", "আহ্নিকপ্রদীপ", "দেবপ্রদীপ" প্রভৃতি ২৮ খানা প্রদীপাভিধেয় গ্রন্থ আছে। এই বংশীয়গণের বিশ্বাস, ভারতবিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ রঘুনাথ শিরোমণি এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন। কেহ কেহ আবার তাঁহাকে কাত্যায়ন গোত্রজ বলেন। কাত্যায়ন গোত্রজবাদীরা বলেন, রঘুনাথ শিরোমণি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে পরলোকগমন করেন। কাত্যায়ন বংশতালিকা দৃষ্টে জানা যায়, রঘুনাথ রাজা সুবিদনারায়ণের প্রতিকৃপাত রঘুপতির সহোদর ভ্রাতা। পক্ষান্তরে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সুবিদনারায়ণ রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭০৫-.৭১০ খৃষ্টীয় অব্দে তাঁহার রাজত্ব যায়। আর যখন পাঠানেরা রাজনগর অধিকার করে, তখনও সুবিদনারায়ণ বৃদ্ধ হন নাই; সম্ভবতঃ অষ্টবর্ষ ছিলেন। এই হিসাবে সুবিদনারায়ণের জন্ম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগের প্রথম অংশে (১৫৫১-১৫৭০ খৃঃ অঃ)। রঘুনাথ হইতে বর্ত্তমান বংশধর নবম পুরুষ অধস্তন মাত্র। কাজেই এ রঘুনাথকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বতন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় রঘুনাথ শিরোমণি হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ বিদ্যমান। সুতরাং এ রঘুনাথকে অনিশ্চিত বৎসরের পুরাতন অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে ইনিই চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী হইতেছেন। যাহা হউক নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথের প্রকৃত বংশপরিচয় সম্বন্ধে এখনও আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।

এই গোত্রের পঞ্চখণ্ডনিবাসী রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী জ্যোতিষে দ্বিতীয় খনা ছিলেন। এখানকার বৈদিকেরা মনে করেন, নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের গৌরব শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক সমাজ হইতেই প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হয়।

নর্ত্তনের চক্রবর্ত্তি বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কামদেব চক্রবর্ত্তী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। নবাব সরকারে ইহার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল।

পরাশরগোত্র পুরুষোত্তম বংশ—এই গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ পঞ্চখণ্ড পরগণার অনিপণ্ডিত গ্রামে এবং ইটা পরগণার দেবীপুর ও কাকাড়ি গ্রামে বাস করিতেছেন। এই গোত্রেও অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক সমাজভুক্ত পরবর্ত্তিকালে আগত কাশ্যপাদি পঞ্চগোত্রের আগমন কাল নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। নিম্নে এই পাঁচগোত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

কাশ্যপ—ত্রিপুরেশ্বর আদি-ধর্ম্মপার যজ্ঞের সদস্য গদাধর মিশ্রের পৌত্র হলধর ও দামোদর মিশ্র শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের আদি বাসস্থান মিথিলা। ধর্ম্মপ্রচারার্থ হলধর ও তৎপর দামোদর এদেশে আসেন। হলধরের বংশধরগণ ভলা, হংসধলা, গোবিন্দবাটী, সাতগাঁও পরগণার পাথারি কুল ও রঙ্গপুর জেলার ভিতরবন্দে বাস করিতেছেন। দামোদরের সন্তানেরা ইটার মহাসহস্র গ্রামে বাস করিতেছেন। এই গোত্রেই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত "বৈদিক পুরাবৃত্ত"-প্রণেতা জগদানন্দ তর্কবাগীশ, ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, ও মহাসহস্র নিবাসী বসন্ত তর্কভূষণ প্রভৃতি মহাপুরুষ ও সিদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করিয়া কুলকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। অনেকেই বিশেষতঃ হরবসন্ত তর্কভূষণ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে যোগ বল প্রদর্শনে খ্যাতি, লাখেরাজ ভূমি ও রাজসভাপণ্ডিতের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৺ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য অল্প বয়সে ন্যায় স্মৃতি, কাব্য, ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অলৌকিক পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

স্বর্ণকৌশিক—এই গোত্রীয়েরা পঞ্চখণ্ড পরগণার বাসা গ্রামে বাস করেন।

মৌদ্গল্য—এই বংশের আদি পুরুষ বোধ হয় সর্ব্বশেষে শ্রীহট্ট আসেন। ইহারা যে, কান্যকুব্জাগত, তাঁহাদের "পশ্চিমা" কুলোপাধিই সে বিষয়ের প্রমাণ। ঢাকা দক্ষিণপরগণার

505-XI১

কানিশাইল গ্রামে এই বংশজগণের বাস। এই বংশের ৺কৃষ্ণচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ও প্রতিভাবান্ পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপে ইঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। আরও অনেক মহাপুরুষ এই বংশকে স্বীয় স্বীয় গৌরবে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

কাত্যায়ন—এই বংশীয়গণ প্রথমে শ্রীহট্টের বাণিয়াচঙ্গ পরগণায় ছিলেন; পরে তথা হইতে ইটার ভূমি-উড়ায় আসেন। ভূমি-উড়া হইতে একটী শাখা পাঁচগাঁও এবং একটী শাখা পঞ্চখণ্ডে গিয়া বাস করেন। ইঁহারাও মৈথিল বটেন, তবে বঙ্গদেশ হইতে শ্রীহট্টে আসিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

এই বংশীয় দিব্যসিংহ বাণিয়া-চঙ্গের রাজা ছিলেন, এবং বিখ্যাত গোবিন্দসিংহ লাউড়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনিই ইতিহাসে "লাউড়িয়া গোবিন্দ" নামে প্রসিদ্ধ। একই সময়ের লাউড় ও গৌড়পতিদ্বয়ের নাম "গোবিন্দ" থাকায় লোকে লাউড়পতিকে "লাউড় গোবিন্দ" এবং গৌড়ের অধিপতিকে "গৌড়গোবিন্দ" বলিত। লাউড় গোবিন্দ দিল্লীতে গিয়া মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশীয় "দেওয়ান" উপাধিধারিগণ বাণিয়াচঙ্গে বাস করিতেছেন।

প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বকালে—যখন বাণিয়াচঙ্গ পরগণা ও তচ্চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিখণ্ড জলময় ছিল, তখন জনৈক বঙ্গদেশীয় বেনে (বণিক) নৌকারোহণপূর্ব্বক বাণিজ্যার্থ এদেশে আসিতেছিল। শাক্তবেনের নৌকায় ইষ্টদেবী কালিকার পাষাণমূর্ত্তি ছিলেন; বণিক্ প্রত্যহ দেবীর পূজা না করিয়া জলগ্রহণও করিত না। দৈব বশতঃ অহোরাত্র মধ্যে স্থলভূমি না পাওয়ায় বেনে মার পূজাদি করিতে পারিল না; সুতরাং তাহার বা মাঝিরও আহারাদি হইল না। ক্রমাগত নৌকাচালনে মাঝি অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইল। এই বিপদে পড়িয়া বেনে ও মাঝি অশ্রুবিসর্জ্জনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মা! মা! বলিয়া কাতর কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল; নৌকা যথেচ্ছভাবে চলিল। ভক্তবৎসলা মার কৃপায় নৌকা ক্ষুদ্র একখণ্ড স্থলভূমিতে লাগিয়া স্থির হইল। বেনে ও মাঝি নৌকার বাহিরে গিয়া দেখিল যে ক্ষুদ্র স্থল ভূমিতেই নৌকা লাগিয়াছে। তাহারা সানন্দে এই ভূমিখণ্ডে অবতরণপূর্ব্বক মা-র পূজান্তে আহার করিল। রাত্রে সেই ক্ষুদ্রতম দ্বীপেই তাহারা নিদ্রিত হইল। প্রভাতে যখন বেনে দেবীকে নৌকায় আনিতে গেল, তখন বিস্তর যত্ন করিয়াও তাহারা মা-র পাষাণ-মূর্ত্তি উত্তোলনে সমর্থ হইল না; যেন কতই ভারী! তখন বেনে বুঝিল, ইহা দেবীর ছলনা মাত্র, নতুবা প্রত্যহ যে মূর্ত্তিকে অনায়াসে স্থানান্তরিত করে, আজ কেন সেই মূর্ত্তিকে আজ চেষ্টায়ও নিতে পারিতেছে না? বেনে নিরুপায় হইয়া নিরাহারে শয়ন ও দেবীর ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল, যেন মা বলিতেছেন "বৎস! এখানে থাকিয়াই আমার সেবা কর—তোমার মঙ্গল হইবে।" প্রভাতে বেনে ও মাঝি দেখিল, যে বিস্তীর্ণ স্থান পূর্ব্ব দিনেও গভীর জলময় ছিল, আজ তাহা শ্যামল দূর্ব্বাদলশোভিত স্থল-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বেনের ও মাঝির আনন্দের সীমা রহিল না, তাহারা সেখানে থাকিয়াই মার সেবা করিতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই সেই সুন্দর ভূমি-খণ্ডে নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া বাস করায় উহা একটী জনপূর্ণ লোকালয়ে পরিণত হইল। বেনে ও চঙ্গ (চণ্ডাল) মাঝি-র অধ্যুষিত স্থান বলিয়া লোকে এই নব প্রদেশকে "বেনে চঙ্গ" (বাণিয়া চঙ্গ) নামে অভিহিত করিল। পণ্য-জীবী বেনে দেবীর কৃপায় বাণিয়া-চঙ্গের রাজা হইল বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি কেহই ছিল না। মৃত্যুর কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সে দেবীর্পাদপদ্ম কাত্যায়ন গোত্রীয় জনৈক ব্রহ্মচারীকে স্বীয় রাজ্য সহ দেবীর সেবার ভারার্পণ করিল। ব্রহ্মচারী রাজত্ব পাইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম বাসপূর্ব্বক দেবীর সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই ব্রহ্মচারীর বংশেই রাজা দিব্যসিংহের জন্ম হয়। সেই দেবীমূর্ত্তি অদ্য পর্য্যন্ত বাণিয়া-চঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী আছেন, মাহাত্ম্য চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। বেনে চঙ্গ সমভূমি, শত্রু পক্ষ সহজে আক্রমণ করিতে পারে ভাবিয়া গোবিন্দ সিংহ দুরাক্রম্য পর্ব্বতসঙ্কুল লাউড়ে রাজধানী স্থাপন করেন।

রঘুপতি—রাজনগরের রাজা সুবিদ্‌নারায়ণের রত্নাবতী নাম্নী কন্যা খঞ্জা থাকায় যথাকালে যোগ্য-পাত্রে বিবাহ দিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ-রাজা একদিন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আগামী কল্য প্রত্যূষে প্রথমে যে ব্রাহ্মণকে দেখিব, তাঁহাকেই কন্যা দান করিব। কাত্যায়ন গোত্রীয় হরিহর ব্রহ্মচারীর বংশধর রঘুপতি ভট্টাচার্য্য প্রাতে রাজবাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা সুবিদ্‌নারায়ণও দেবতা প্রণাম করিবার জন্য ঠাকুর বাড়ীতে আসিতেছিলেন। সহসা রাজার চক্ষুঃ রঘুপতির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। রাজা স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ রঘুপতির সহিতই খঞ্জা কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাতার গ্রাসাচ্ছাদনার্থ পাঁচ খানা গ্রাম ও আবাসবাটী দান করিলেন। তদবধি সেই যৌতুকপ্রদত্ত ভূমি "উড়া-ভূমি" এই অর্থে ভূমি-উড়া নামে খ্যাত হইয়াছে। রঘুপতির সহোদরের নাম রঘুনাথ, ইঁহারও শিরোমণি উপাধি ছিল; কেহ কেহ ইঁহাকেই সেই ভারতবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি মনে করেন।

কাত্যায়ন বংশে হরিকান্ত ন্যায়বাগীশ, রাজগোবিন্দ সার্ব্ব-

নাই। একই বংশে নিকট সম্বন্ধ ও সপ্ত কুটুম্বিতা পরিত্যাগ করিয়া ইহারা পরস্পরে আদান প্রদান করে। উপরি বর্ণিত কয়টী থাকের মধ্যে আকৃতিগত, আহার্য্য সম্বন্ধীয়, স্বভাবগত, আচারগত ও জাতীয় ব্যবসাগত বিশেষ কোন পার্থক্যই নাই।

পুণার বৈদুদিগের মধ্যে ফুলিবালে, চটৈবালে ও দাড়িবালে নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। উহারাও পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান বা আহারবিহারাদি করে না। ফুলিবালেদিগের মধ্যে আকৃপ্পা, আখিলে, ঠিংকল, কোড়বাণ্ট, মানপাড়ি, মেট-কল, পরকাটী ও শিন্ডাড়ে নামে কয়টী বংশগত উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদের অন্তর্গত এক উপাধিধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহাদি চলে না। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানের বৈদুদিগের মধ্যে ইহাদের আচার-ব্যবহারই অনেকটা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত, তবে তাহার সহিত জাতি-গত অনেক আচারবৈষম্যেরও সন্নিবেশ দেখা যায়।

ইহারা গৃহে তেলগু ও বাহিরে ভাঙ্গা মরাঠীভাষায় কথা কয়। উত্তর আর্কট জেলার তিরুপতির বেঙ্কট-রমণ এবং পুণার চতুঃশৃঙ্গী দেবতাকে ইহারা বিশেষ ভক্তি করে। তদ্ভিন্ন ইহাদের স্বতন্ত্র কুলদেবতা আছেন। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দশেরা উৎসবের সময় ইহারা ভেড়ার মাংস রন্ধন করিয়া কুলদেবতাকে ভোগ দেয় এবং তাহার পর প্রসাদ গ্রহণ করে। এ ছাড়া আর কোন পর্ব্বেই ইহাদের উপবাস বা পারণ নাই। নিষিদ্ধ মাংস (গো ও শূকর) ব্যতীত ইহারা অন্য সকল পশু-পক্ষীর মাংসই খাইয়া থাকে। অভাবে শাক সবজীর ব্যঞ্জন, অন্ন ও যবের রুটী ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা স্ত্রীপুরুষে মদ্য গাঁজা ও তামাকু পান করে, কিন্তু ভাঙ্ বা অহিফেন সেবন করে না।

ইহারা সাধারণতঃ মাথায় শিখা ও দাড়ি রাখে। যদি কেহ দাড়ি কামায় বা ছাটিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে জাতি-চ্যুত হয়। পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী, গায় জামা ও ইজার বা কাপড় এবং পায় জুতা ও খড়ম পরে। রমণীরা ঘাঘরা কাঁচলী পায় দেয়। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে কাচের বা টিনের চুড়ী ও গলায় প্রবালের মালা ধারণ করে।

ইহারা কৃষ্ণবর্ণ দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, অন্য কোন কর্ম্মই করে না। কেবল বন্য প্রদেশে যাইয়া গাছগাছড়া খুঁজিয়া আনে এবং গ্রাম বা নগরে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঔষধ বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। আমাদের দেশে বেদেরা যেমন "দাঁতের পোকা ভাল করি, বাত ভাল করি," বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহারাও তদ্রূপ "মন্ত্র মাত্র বৈদ, নাড়ী পরীক্ষা বৈদ, পশি বৈদ, শিশুবৈদ, স্ত্রী ও পুরুষের নানারোগ ভাল করা বৈদ" বলিয়া ডাকিয়া যায়। আবশ্যক হইলে ইহারা জলোকা বসাইয়া বা তামার কোথাকার চোঙ বসাইয়া রোগীর রক্তমোক্ষণ করে, কখন বা মন্ত্র পাঠ দ্বারা উপস্থিত সাধারণকে কৌশলে মোহাভি-ভূত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ঔষধবিক্রয়কালে ইহারা বিশেষ চতুরতার সহিত লোককে ছলনা করিয়া প্রবঞ্চনা করে ইহারা মলিন স্বভাব, ইহাদের পুরুষেরা কখন ঔষধবিক্রয় কখন বনে বনে শিকার করিয়া বেড়ায়। রমণী ও বালকেরা ঐ সময়ে পথে পথে নাচিয়া গাইয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

ইহারা সদাই আনন্দে কালযাপন করে। সঞ্চয়ের ভাবনা রাখেনা। সমস্ত দিনে যাহা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা আনিয়া রাঁধাবাড়া করে ও মহানন্দে ভোজন করিয়া থাকে। পয়সা অধিক পাইলেই স্ত্রীপুরুষে মদ্যপান ও গীতবাদ্যে লিপ্ত হয়। কখন কখন পুরুষেরা বনভাগে যাইয়া পশু পক্ষী শিকার করিয়া এবং রমণী বালকেরা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া কালযাপন করে, তখন তাহারা আর ঔষধাদি বিক্রয় করিতে যায় না।

স্থানীয় সমাজে তাহারা কৃষক জাতির নিম্নে আসন পাইয়া থাকে। ধর্ম্মকর্ম্মে তাহাদের বিশেষ আস্থা নাই। গিরি বা তিরুপতি নামক স্থানের ব্যাঙ্কায়া মূর্ত্তিই তাহাদের প্রধান উপাস্য। তাহারা কখন তীর্থযাত্রা করে না বা কেহ কোন দেবমূর্ত্তি পূজার জন্য সঙ্গে লইয়া বেড়ায় না। দশেরা ভিন্ন অপর পর্ব্বে তাহারা দেবোদ্দেশে উপবাস বা পারণ করে না। বিবাহ বা অন্যান্য ক্রিয়া কর্ম্মে তাহারা কখন কখন স্থানীয় জোষীদিগকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করে। তাহাদের কোন গুরু বা আচার্য্য নাই। ভূতযোনি, ভবিষ্যদ্বাণী বা ডাইন পাওয়া সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস নাই।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। প্রসবের পর প্রসূতিকে কাঁচা যবের চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া গুড় সহ খাইতে দেওয়া হয়। জাত বালককে দ্বাদশ দিবসে ত্রয়োদশ দিনেই সকলে কোলে লয় এবং সেই বালকের নামকরণ করে। পুত্র সন্তান হইলে ঐ দিনে নাপিত আসিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্নান করাইয়া দেয়।

সাধারণতঃ যুবকের ২০ বৎসরে এবং বালিকাগণ যৌবনে পদার্পণ করিলেই তাহাদের বিবাহ হয়। সেব গাঁওর মাধি নামক স্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বৈদুরা সমবেত হয়। ঐ স্থানে বরের পিতা কন্যার পিতাসমক্ষে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে। তাহাতে যদি কন্যার পিতা সম্মত হয়, তাহা হইলে বরের বাপ কন্যার পিতা, কন্যা ও তাহার আত্মীয়গণকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে এবং কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ একটী মুদ্রা ও অভ্যা-গতগণকে পান দিয়া তুষ্ট করে। ইহাই তাহাদের বিবাহবন্ধন।

যদি সেই পাণ দানের পর, বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে সমাজচ্যুত হয়। সাধারণতঃ পুত্রকন্যার শৈশবকালেই সম্বন্ধ স্থির হয়, কিন্তু বিবাহ কন্যা বয়স্থা না হইলে হয় না।

বিবাহের কালে কন্যার পিতা যদি বরের পিতার নিকট হইতে কন্যাপণ আদায় করে, তাহা হইলে সে সমাজ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত হয়। তাহাদের বিবাহে মন্ত্র বা দেবপূজাদির ব্যবহার নাই, কেবল বিবাহের দিনে বর ও কন্যাপক্ষীয়েরা স্ব স্ব গ্রামের মারুতিমন্দিরে আসিয়া সেই সেই মূর্ত্তিকে তৈল ও সিন্দুর মাখাইয়া থাকে এবং একটী নারিকেল ভাঙ্গিয়া দেবতার পদদ্বয় ধৌত করে। তার পর বর বংশবাদ্য সহকারে বরযাত্রী লইয়া কন্যার বাড়ীতে যায়। তখন বর ও কন্যাকে একটী মাদুরের উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর নাপিত আসিয়া প্রথমে চিমটা দিয়া বরের কপালের কয়েক গাছি চুল তুলিয়া পরে শিখা ব্যতীত মস্তক মুণ্ডন ও শ্মশ্রু বপন করে। তারপর দম্পতীকে উষ্ণ জলে স্নান করান হয়। তদনন্তর ব্রাহ্মণ বা গৃহের কোন বিবাহিত পুরুষ আসিয়া উভয়ের অঞ্চলাগ্র পরস্পরে বাঁধিয়া দেয়, ইহাকে গাইট বন্ধন বলে। ইহার পর বরের গলায় পুষ্পমালা ও কন্যার গলায় পবিত্রসূত্র মালাকারে পরাইয়া দেওয়া হয়।

পুরোহিত গাইট-বন্ধন সমাপনান্তে দক্ষিণা লইয়া চলিয়া গেলে, বালিকার গণ্ডদ্বয়ে হরিদ্রা ও কপালে সিন্দুর দেওয়া হয়। তৎপরে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ ও কন্যাকে লইয়া বর স্বগৃহে আগমন। কন্যা ঋতুমতী হইলে তিনদিন অশৌচ অবস্থায় এক স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থান করে। চতুর্থ দিনে তাহাকে স্নান করান ও তদঙ্গে সিন্দুর পরান হয়।

তাহারা শবদেহ সমাহিত করে। ঐ সময়ে দুই ব্যক্তি একটী বংশদণ্ডের দোলায় শব বসাইয়া সমাধিক্ষেত্রে আনে ও কবরে শবদেহ স্থাপন করিয়া লবণ ও মৃত্তিকা দ্বারা ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দেয়, তারপর শবের উদ্দেশে আখিল্ (ভাতের পিণ্ড) প্রস্তুত করিয়া কবরের উপর রাখিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগত হয়। কেহ কেহ মৃতের জন্য অশৌচ পালন করে, কাহারাও বা আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য আদৌ অশৌচ স্বীকার করে না। তাহাদের প্রেতোদ্দেশে কোন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বা মাসিক তর্পণাদি নাই। দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ দিনে তাহারা স্বজাতিকে ভাত খাওয়াইয়া থাকে। বৈছুদের মধ্যে যাহারা গাঁজা তামাক অথবা গদী সেলাই করে, তাহারা অচিরে স্বজাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা বিশেষভাবে বর্তমান আছে। প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে সেখ গাঁওর মাধিনগরে ইহাদের যে সামাজিক বৈঠক বসে তাহাতে পাতিল (মোড়ল) আসিয়া উপস্থিত হন। নিজাম রাজ্যে তাঁহার বাস, তিনি আসিয়া সামাজিক বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন।

বৈছুঁ খাঁ একজন মোগল বীর। হলাকু খাঁর পৌত্র ও তুরাখাই খাঁর পুত্র। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে কৈখাতুর মৃত্যুর পর তিনি পারস্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং ৭ মাস কাল রাজত্ব করেন। আর্ঘুন খাঁর পুত্র গাজান খাঁ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। গাজান আত্মরক্ষার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা ও পুল্লতাত বৈছুকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ইতিবৃত্ত নিচয়ে বৈছু 'বাতু' নামে বর্ণিত হইয়াছেন ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে বৈছু ৫ লক্ষ কপ্‌চক্ মোগলের দলপতি হইয়া রুষসাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ অধিকার করেন এবং রাইজান, মস্কো, ভ্লাডিমীর প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া দেন।

বৈছুরিক (ত্রি) বিছুর কর্ত্তৃক কৃত। (ভাগবত° ১।১০)

বৈছুল (ক্লী) বেতসমূল। (সুশ্রুত)

বৈছুষ (ত্রি) বিদ্বস্ (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।৪।৩৮) ইতি স্বার্থে অণ্। বিদ্বান্, পণ্ডিত।

বৈছুষ্য (ক্লী) বিদুষঃ কর্ম্ম ভাবো বা বিদ্বস্ ষ্যঞ্। পাণ্ডিত্যের ভাব বা কর্ম্ম।

বৈদূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণকণাড়া জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১৩° ৫২´ ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩২ ৩০´´ পূঃ।

বৈদূরপতি (পুং) বৈদূর জনপদের অধিপতি।

বৈদূর্য্য (ক্লী) বিদূরাৎ প্রভবতীতি বিদূর (বিদূরাৎ ঞ্যঃ। পা ৪।৩।৮৪) ইতি ঞ্য। মণি বিশেষ, এই মণি কৃষ্ণপীতবর্ণ, এই মণির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কেতু। কেতুগ্রহ বিরুদ্ধ থাকিলে এই মণিধারণ করায় শুভ হয়। পর্য্যায়—বালবায়জ, কেতুরত্ন, কৈতব প্রাবৃষ্য, অভ্ররোহ, খরাঙ্কুর, বিদূররত্ন, বিদূরজ। গুণ—অম্ল, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, গুল্ম ও শূলপ্রশমক। ইহা ধারণেও শুভ ফল হইয়া থাকে। (রাজনি°)

বৈদূর্য্য রত্ন মহ রত্ন মধ্যে গণনীয়। কাহারও কাহারও মতে, এই রত্ন 'বদূর পর্ব্বতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম বৈদূর্য্য হইয়াছে। 'বিদূরে ভব' বৈদূর্য্যং' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও বিদূরজাত মণিই বৈদূর্য্য নামে খ্যাত।

শুক্রনীতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, "বৈদূর্য্যং কেতুপ্রীতিকৃৎ" "বৈদূর্য্যং মধ্যমং স্মৃতং" এই রত্ন কেতুগ্রহের প্রীতিকারী এবং হীরকাদি শ্রেষ্ঠ রত্নাপেক্ষা মধ্যম রত্ন বলিয়া গণ্য। রাজবল্লভে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে—

"মুক্তাবিদ্রুমবজ্রেন্দ্রবৈদূর্য্যস্ফাটিকাদিকম্।
মণিরত্নং সরং শীতং কষায়ং স্বাদু লেখনম্।
চাক্ষুষ্যং ধারণাত্তচ্চ পাপালক্ষ্মীবিনাশনম্ ॥" (রাজবল্লভ)

মুক্তা, বিদ্রুম ও বৈদূর্য্য প্রভৃতি রত্ন সারক গুণবিশিষ্ট, শীতল

phorescent brilliance) বিকিরণ করিয়া থাকে। পাথরের দানার গঠনবৈচিত্র এবং নির্ম্মলতাই উহার একমাত্র কারণ।

আলোকবিহীন স্থানে বৈদূর্য্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে একটী সাদা দাগ ভিন্ন পাথরের অন্ত কোন বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না। গ্যাসের আলোক অথবা প্রদীপ্ত সূর্য্যালোক উহার উপর নিপতিত হইলে, ঐ রেখার আভ্যন্তরিক দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, পাথরটীকে যতই এদিক্ ওদিক্ করিয়া নাড়ান যায়, ততই যেন আলোকরেখা ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়; আবার আলোকের অভিমুখে রাখিলেই উহা সঙ্কুচিত বিকাশাঙ্কিতাকার ন্যায় দেখা যায়।

ভারতীয়েরা গাঢ় ওলিভ ফলের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং কোণদ্বয়ের দীপ্তি উজ্জ্বল এবং আলোক রেখা দ্বিগুণীকৃত এরূপ বৈদূর্য্য বিশেষ পছন্দ করেন। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা আপেলের ন্যায় সবুজ বা গাঢ় ওলিভের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বৈদূর্য্যই উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন।

বৈদূর্য্যের দৃঢ়ত্বের পরিমাণ ৮·৫; নীলা, চুণী প্রভৃতি দ্বারা উহার উপর আঁচড় দেওয়া যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব, ৩·৮, বাঁকনল দিয়া অত্যুত্তাপ প্রদান করিলে ইহা গলিয়া যায়, কিন্তু অম্লাদি ইহার গাত্রে কোনরূপ বিকৃতি সম্পাদন করিতে পারে না, রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, ইহাতে ৮০ অংশ এলুমিনা ও ২০ অংশ গ্লুসিনা আছে। ইহার বর্ণাংশ প্রোটক্সাইড্ আয়রণ।

স্ফটিকের ন্যায় বৈদূর্য্যেরও দানা আছে, উহা ত্রিপল ও চৌপল। প্রস্তরের প্রকৃতি অনুসারে অর্থাৎ স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা নিবন্ধন আলোকের দীপ্তিরও তারতম্য হয়। আলোকপাতও দুই মুখে প্রতিফলিত হয়, ঘর্ষণ দ্বারা ইহা বৈদ্যুতিক শক্তি আকর্ষণ করে এবং তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়।

উত্তর আমেরিকা, মোরাভিয়া, যুরাল পর্ব্বত, ভারত এবং সিংহলে নীলা প্রস্তরের সহিত বৈদূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সিংহল দ্বীপে সুন্দর ভাবে বৈদূর্য্য কাটা হয়। তাহারা কখন এক কখন বা দুই পৃষ্ঠস্তূপাকার করে, পাশ্চাত্য জহরী দের ভাষায় উক্ত প্রথাকে "en cabochon" বলে।

মাথার পিন্ বা অঙ্গুরীর অঙ্গুরীয়কের জন্ত ইহার প্রধান ব্যবহার। হীরকাদির ন্যায় ইহার উপরে কখন খোদাই হয় না। প্রস্তরের আকার এবং ঔজ্জ্বল্য তারতম্যানুসারেই উহার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। বর্ণবিভেদে ইহার দামের বড় ইতর বিশেষ হয় না, কারণ লোকে আপনাপন পছন্দ অনুসারেই বৈদূর্য্য ক্রয় করে, কিন্তু যে প্রস্তরের আলোক রেখা এক কোণ হইতে মধ্যদিয়া অন্তকোণ পর্য্যন্ত প্রতিফলিত হয় ও নির্দ্দিষ্ট সীমাদ্বয়ের মধ্যে ভাসিতে থাকে এবং যাহার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে কোন দাগ বা কৃষ্ণাদি আভা প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ প্রস্তরেরই মূল্য অধিক। সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১০০০) টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের বৈদূর্য্য অঙ্গুরীতে লোকে ব্যবহার করে। শুনা আছে, কোন কোন রাজার গৃহে লক্ষাধিক টাকা মূল্যেরও বৈদূর্য্য আছে। প্রায় অৰ্দ্ধ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত অর্দ্ধবৃত্তাকার একখানি বৈদূর্য্য পাওয়া গিয়াছে। মণির ইতিহাসে ঐ খানি "হোপ" (Hope) নামে প্রসিদ্ধ। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ঐ মণিখানি সিংহলদ্বীপের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাণ্ডি রাজধানীর অধীশ্বর ঐ মণি খানি বিশেষ আদরে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কএক শতাব্দের ইতিহাসে ঐ মণি খানির প্রসিদ্ধির পরিচয় আছে। রিবিরো (Ribiero) স্বপ্রণীত সিংহলের ইতিহাসে এই মণির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহা খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে রাজা উহার অধিকারে ছিল। তিনি বিশেষ যত্নে ঐ মণি খানিকে স্বর্ণের উপর পদ্মরাগ মণিমণ্ডিত করাইয়া সাজাইয়া লইয়া ছিলেন। উহা en cabochon প্রথাতে কাটা ছিল। পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণের নিকটে আর একটী বৃহদাকার বৈদূর্য্য ছিল। প্রবাদ, এক সময়ে ১০ হাজার টাকা মূল্যেও উক্ত পণ্ডিত মণি-খানি হস্তান্তর করিতে চাহেন নাই, অবশেষে তিনি ঐ পাথর ৬ হাজার টাকা মূল্যে ময়মনসিংহের একজন জমিদারের নিকট বিক্রয় করেন। মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ মহাজন বাবু ধানসিংহ রায়ের নিকট একটী কৃষ্ণবর্ণ বৈদূর্য্য ছিল। রায় বর্দ্ধিদাস মুকীমের নিকট নানা বর্ণের বৈদূর্য্য খচিত একছড়া কণ্ঠা আছে। মৃত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের একটী পানদানের উপর একটী কপোত-ডিম্বাকার বৈদূর্য্য রত্ন আছে—উহার বর্ণ ঈষৎ পিঙ্গল এবং জ্যোতিরেখা অত্যন্ত স্পষ্ট।

এই মণির আলোকরেখা এ কোণ হইতে অন্তকোণে গমন করে বলিয়া অনেকে মনে করেন, অপদেবতার অধিষ্ঠানহেতু এই মণির অভ্যন্তরে এইরূপ আলোক প্রভাব ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন আসিরীয়গণ এই মণিকে দেবতা বেলাসের (Belus) প্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। এই কারণে oculus Beli নামে পরিচিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে Wolf's eye বলিয়া থাকে। কোন কোন জাতি ইহাকে পবিত্র ও ভৌতিক প্রভাব-নাশক বলিয়া জ্ঞান করে।

প্রকৃত বৈদূর্য্যের ন্যায় একপ্রকার নকল বৈদূর্য্যও পাওয়া যায়; উহাকে স্ফটিক বৈদূর্য্য বা Quartz Cat's eye বলে। ইহা কাঠিন্যে ও ঔজ্জ্বল্যে পূর্ব্বোক্ত মণি অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন। ইহা সাধারণতঃ পিঙ্গল বর্ণের হইয়া থাকে। ইহার কাঠিন্য ৬ হইতে ৬·২। আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৬৫। ইহা দ্বারা কাচ

পাত্রাদিতে আঁক দেওয়া যাইতে পারে। ফ্লুরিক এসিডে ইহা দ্রব হয় এবং সোডা যোগে অগ্নিতে সহজে গলিয়া আইসে। ইহাতে ৬৪ অংশ সিলিকাম, ৫১ অংশ অম্লিজন এবং সামান্য পরিমাণ চূণ ও আয়রণ অক্সিদ আছে।

আরবীয়েরা এই মণিকে হুজা বলে। আরবীয় বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ওমেন প্রদেশের অতিক খনিতে হাওস, খয়াহং ও গুজরাতে এক সময়ে বহুল পরিমাণে বৈদূর্য্য পাওয়া যাইত। উহা সাধারণতঃ শ্বেত, লাল, অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। আরবীয় জহরীগণ অকীকের ন্যায় প্রথমে বৈদূর্য্য কাটিয়া গরম জলে ফুটাইয়া লইত। ইহাতে মণির ঔজ্জ্বল্য অনেকাংশে বর্দ্ধিত হয়। যাবাওয়ী নামক পাথর গুলির বর্ণ বাহিরে এক ও ভিতরে অন্যরকমের হয়। সুলেমানী পাথর সাধারণতঃ লাল ও কাল বর্ণ দেখা যায়। আয়েনেলহার (ভিজিলোহ সানিয়া) পাথর সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে, উহা অতিশয় স্বচ্ছ ও আলোক-প্রতিফলিকা-শক্তিবিশিষ্ট।

ইহা ধারণে স্বভাবতঃই মনে আনন্দ জন্মে। শরীর পাভাশ বর্ণ ধারণ করিলে, এই মণিধারণে উপকার দর্শে। গর্ভিণী প্রসব বেদনায় বহুকাল ধরিয়া কষ্ট পাইলে তাহার মাথার কেশে বৈদূর্য্যের অঙ্গুরী বাঁধিয়া দিলে অচিরাৎ প্রসব হইয়া থাকে। বালকদিগের হৃদিকাশ হইলে গলদেশে বৈদূর্য্য ধারণ করাইলে সহজে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া বালক আরোগ্য লাভ করে। ইহা ভূতভয়নাশক ও ভৌতিক প্রভাব অপনোদক। ইহার ভস্ম কণ্ঠ নিবারক, দন্ত মর্দ্দনে দন্তমূল দৃঢ়কারী ও চক্ষুতে দিলে জল-পড়া নিবারিত হয়। এই মণি ধারণে অশুভ স্বপ্ন দর্শনের কাণী সকলও বিদূরিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক (ত্রি) ১ বিদেশ হইতে আগত। ২ অন্যদেশীয়, ভিন্ন দেশীয়।

বৈদেশ্বর (বৈন্ধখর), উড়িষ্যাবিভাগস্থ গবর্মেণ্টের খাস জমিদারীর অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মহানদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ২১´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২৫´ ৩০´ পূঃ। এখানে লবণ, মসলা, নারিকেল ও পিত্তলের বাসনের বিস্তৃত কারবার আছে। সকল দ্রব্য সম্বলপুর হইতে এখানে আনীত হয়। তুলা, গোধূম, চাউল, তৈলকর বীজ, লৌহ, তসরকাপড় প্রভৃতি দ্রব্য এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। সম্বলপুরের ব্যবসায়ীরা আপনাপন দ্রব্যবিনিময়ে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

বৈদেশ্য (ত্রি) বিদেশজাত।

বৈদেহ (পুং) বিদেহস্যাপত্যমিতি বিদেহ অণ্। ১ নিমির পুত্র। ইহার উৎপত্তিবিবরণ বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, যখন অপুত্রক নিমিরাজার মৃত্যু হয়, তখন রাজা অরাজক হইলে ধর্ম্মকর্ম্মের লোপ হইবে, এই ভয়ে মুনিগণ অরণীতে মন্থন করিয়াছিলেন, ইহাতে বৈদেহের জন্ম হয়। ইহার পুত্র উদাবসু। (বিষ্ণুপু° ৪।৫ অ°) ২ বণিক্। (অমরটীকা ভরত) ৩ বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। এই জাতি ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও বৈশ্যের ঔরসে জন্মে। অন্তঃপুররক্ষণ ইহাদের কার্য্য।

"বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ।" (মনু ১০।১১)

"বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্পথঃ।" মনু ১০।৪৭

বৈদেহক (পুং) বৈদেহ এব স্বার্থে কন্। ১ বণিক্। (অমর) ২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, বৈদেহ জাতি।

বৈদেহিক (পুং) ১ বণিক্। (অমর টীকা সারসু°) ২ বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। (মনু ১০।৩৬)

বৈদেহী (স্ত্রী) বিদেহেষু ভবা বিদেহস্যাপত্যং স্ত্রী বা বিদেহ অণ্ ঙীপ্। ১ রোচনা। ২ সীতা।

"এর্হি যাহি কালাসোস্তব ধর্ম্মপত্নী
তস্যাঃ পুরঃ কথয় পূর্ব্বকথাঃ সমস্তাঃ।
পৃষ্টাপি মা বদ পয়োনিধিবন্ধনং মে
সেয়ং পুনশ্চ লুকিতাম্বুনিধেঃ কলত্রম্॥" (উদ্ভট)

৩ বণিক্পত্নী। ৪ পিপ্পলী। (মেদিনী) ৫ বৈদেহপত্নী (মনু ১০।৩৭) ৬ বিদেহদেশোৎপন্নমাত্র। (ভারত ১।১৩।২৩)

বৈদ্য (পুং) বিদ্যাং বেদ বিদ্যা-অণ্ (তদধীতে তদ্বেদ। পা ৪।২।৫৯) ১ পণ্ডিত।

"নাবিদ্যানাস্তু বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ।
সমবিদ্যাধিকানান্তু দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনং॥"

"বৈদ্যেন বিদুষা।" (দায়তত্ত্ব) ২ বাসকবৃক্ষ। (শব্দচ°) ৩ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা, চিকিৎসাবৃত্তিক, পর্য্যায় রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্, চিকিৎসক রোগী, বিধি, বিদ্বান্, আয়ুর্ব্বেদী। (রাজনি°) ইহা চারি প্রকার রোগহর, বিষহর, শল্যহর, ও কৃত্যাহর। (মহাভারত) [বৈদ্যজাতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বৈদ্যের দোষ ও গুণ প্রভৃতির বিষয় সংস্কৃত বৈদ্যকগ্রন্থে বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে—

"চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।
স চ যাদৃক্ সমীচীনস্তাদৃশোঽপি নিগদ্যতে॥
তত্ত্বাধিগমশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মা স্বয়ং কৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জোপস্করভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতি ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ম্বদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে॥" ইত্যাদি।
(ভাবপ্রকাশ)

বৈদ্য-লক্ষণ—যিনি চিকিৎসা কার্য্য করেন, তাঁহাকে বৈদ্য

করে। এই বৈদ্যের মধ্যে যিনি প্রশংসনীয়, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে, যে বৈদ্য শাস্ত্রার্থে বিশেষ ব্যুৎপন্নমতি, দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ং চিকিৎসাকুশল, সুপ্রসিদ্ধ হস্ত, শুচি কার্য্যদক্ষ, অভিনব ঔষধ ও চিকিৎসার উপযোগী উপকরণে সুসজ্জিত, সহসা উপস্থিতবুদ্ধি, ধীশক্তিসম্পন্ন, চিকিৎসাব্যবসায়ী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী এবং ধর্ম্মপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত বৈদ্য। বৈদ্যের এই সকল গুণ থাকিলেই তিনি বৈদ্য পদবাচ্য হন।

নিষিদ্ধ বৈদ্য—কুৎসিত বস্ত্রপরিধানকারী, অপ্রিয়ভাষী, অভিমানী, লোকের সহিত ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, এবং স্বয়ং আগত এই পাঁচপ্রকার বৈদ্য যদি ধন্বন্তরি সদৃশও হয়, তাহা হইলে লোকের নিকট প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

বৈদ্যের কর্ম—লক্ষণ আদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে রোগ এবং রোগের উপশম করাই বৈদ্যের কর্ম। কিন্তু বৈদ্য আয়ুঃপ্রদাতা নহেন। কেহ কেহ বলেন যে সম্যক্‌ প্রকারে ব্যাধির নির্ণয় এবং রোগের উপশম করাই যে কেবল বৈদ্যের কার্য্য, তাহা নহে, পরমায়ু-দান করিতেও ক্ষমতাবান্‌, যে হেতু একশত প্রকার আগন্তু মৃত্যু বৈদ্যকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে।

সুশ্রুতে ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে, অথর্ব্ববেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ একশত একটী মৃত্যুর সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী কাল সংযুক্ত, আর অপর একশতটী আগন্তু বলিয়া কথিত। কোন উপায় দ্বারা ঐ কালসংযুক্ত মৃত্যু নিবারণ করিতে পারা যায় না। কালসংযুক্ত মৃত্যু ব্রহ্মাদি দেবগণকে আয়ুর শেষে সংহার করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ লিঙ্গপুরাণে কার্ত্তিকের প্রতি মহাদেব বলিয়াছিলেন যে, পুত্র! রসায়ন ঔষধ কোথায় রহিল, কালমৃত্যু আমার আয়ুকে গ্রাস করিতেছে। অতএব প্রাণসংহারের নিমিত্ত কালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কার্য্যকারণের অভিদোষাচারপ্রযুক্ত আগন্তু শব্দ আগন্তুরূপ হেতুসম্ভূত বুঝিতে হইবে। আগন্তুক মৃত্যুর হেতু যথা—বিষভক্ষণ, অজীর্ণসত্ত্বে অত্যন্ত ভোজন, কুৎসিত স্থানস্থিত জলপান, অতিশয় বলবান্‌ শত্রু, ব্যাঘ্র, বনমহিষ ও মত্তহস্তী প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ, সর্পের সহিত ক্রীড়া, অতিশয় উচ্চবৃক্ষ আরোহণ, বাহুদ্বারা মহানদী সন্তরণ, এবং একাকী রাত্রিযোগে দুর্গমপথে গমন ইত্যাদি।

যেরূপ তৈল ও বর্ত্তি থাকা সত্ত্বেও প্রজ্বলিত দীপ প্রবল বায়ুবেগে নির্ব্বাণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আগন্তু হেতুজনিত মৃত্যু দুর্নিবার্য্য উপসর্গের প্রাবল্য হেতু পরমায়ু থাকা সত্ত্বেও প্রাণিগণের প্রাণ নষ্ট করে।

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, রসক্রিয়াবিশারদ বৈদ্য দোষ নিমিত্ত ও আগন্তু নিমিত্ত বেদনা হইতে রাজাকে মুক্ত করিতে পারেন। দোষ শব্দে নিষিদ্ধ আহার বিহার জনিত দূষিত বায়ু পিত্ত ও কফ। বায়ু, পিত্ত ও কফই ব্যাধির মূল, ইহার মধ্যে কোন দোষ একটী, দুইটী বা তিনটী কুপিত হইয়া ব্যাধি উৎপাদন করিতে না পারে, বৈদ্য তাহার উপায় বিধান করিবেন এবং দোষ কুপিত হইয়া ব্যাধি উৎপন্ন হইলে ব্যাধি কোন্‌ দোষ জন্য তাহা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবেন। বৈদ্য এইরূপ প্রকারের আগন্তু মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। (ভাবপ্রকাশ)

চরকে লিখিত আছে যে, বৈদ্য, দ্রব্য, রোগীর পরিচারক ও রোগী এই চারিটী উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট হইলে রোগ প্রশমিত হয়, নচেৎ রোগ প্রবল হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ধাতুর বৈষম্যের নাম বিকার ধাতুসাম্যের নাম প্রকৃতি, বিকার রোগ এবং প্রকৃতি আরোগ্য। বিবিধ সুখজনক হেতু প্রকৃতির অপর নাম সুখ, এবং বিবিধ দুঃখজনক হেতু বিকারের অপর নাম দুঃখ।

ধাতুর বৈষম্য অর্থাৎ রোগ উপস্থিত হইলে ধাতুসাম্য করণ প্রভৃতি প্রশস্ত পাদচতুষ্টয়ের যে চেষ্টা তাহার নাম চিকিৎসা। শাস্ত্রে নির্ম্মলজ্ঞান, চিকিৎসক সমূহের ও রোগী সমূহের চিকিৎসা কর্ম্মদর্শন, চিকিৎসায় দক্ষতা এবং আত্মশুদ্ধতা এই চারিটী বৈদ্যের গুণ।

বৈদ্য, দ্রব্য, পরিচারক ও রোগী এই পাদ চতুষ্টয়ের বিশিষ্ট ষোড়শগুণ চিকিৎসিত ক্রিয়া সিদ্ধির কারণ। কিন্তু এই পাদ চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈদ্যই সর্ব্ব প্রধান। যে হেতু তিনিই ঔষধের বিজ্ঞাতা এবং পথ্যাদি নিয়মে রোগীর ও পরিচর্য্যার নিয়মে পরিচারকের শাসনকর্ত্তা। তিনিই ঔষধের প্রয়োক্তা, অতএব বৈদ্যই শ্রেষ্ঠ। যেমন পাককার্য্যে স্থালী কাষ্ঠ ও অগ্নি ইহারা কারণ হইলেও পাচকেরই প্রাধান্য সেইরূপ চিকিৎসিত ক্রিয়া সিদ্ধির বিষয়ে রোগী, পরিচারক ও ঔষধ কারণ হইলেও বৈদ্যেরই প্রধানত্ব জানিতে হইবে। যেমন কুম্ভকার বিনা কেবল মৃত্তিকা, দণ্ড ও সূত্রাদিদ্বারা কুম্ভ নির্ম্মাণ হয় না সেইরূপ বৈদ্য বিনা ঔষধ, রোগী ও পরিচারক দ্বারা রোগশান্তি হয় না।

স্ব স্ব গুণবিশিষ্ট পরিচারক, রোগী ও ঔষধ এই সকলের উপস্থিত থাকাতে কোন স্থলে যে দুর্দ্দারুণ ব্যাধিসকল মাকড়সার জালের ন্যায় আশু বিনষ্ট হয়, আর কোন স্থলে সুখসাধ্য ব্যাধিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ বৈদ্য। বৈদ্য তদ্রূপ চিকিৎসাভিজ্ঞ হইলে কঠিন ব্যাধিও সহজে প্রশমিত হয়, এবং বৈদ্য অজ্ঞ হইলে সুখসাধ্য ব্যাধিও সহজে ভাল হয় না। অতএব এই পাদ চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈদ্য প্রধান। আত্মাকে বরং আহুতি দেওয়া ভাল, তথাপি মূর্খ বৈদ্য দ্বারা

চিকিৎসিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। (হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া) গমনে অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ ভীত হয়, অজ্ঞ বৈদ্যও সেইরূপ ভীত হইয়া চিকিৎসা করিয়া থাকে। কর্ণধারবিহীন নৌকা যেমন বায়ুবশে জলে বিচরণ করে, অজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসাতেও সেইরূপ বিচরণ করিয়া থাকে। মূর্খ বৈদ্য যদৃচ্ছ চিকিৎসা দ্বারা দৈবাৎ কোন নিয়তায়ুঃ রোগীকে (অর্থাৎ প্রাক্তন শুভ কর্ম্মফলে যে রোগী আয়ুষ্মান্ তাহাকে) রোগমুক্ত করিয়া আপনাকে বৈদ্যাভিমানী জ্ঞান করিয়া পরে শত শত অনিয়তায়ুঃ রোগীরও প্রাণ আশু বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাকার্য্য ও চিকিৎসাদর্শন এই কার্য্য চতুষ্টয়যুক্ত যে বৈদ্য, সেই বৈদ্যই প্রধান।

রোগের হেতু বিষয়ে জ্ঞান, রোগের লক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান, রোগের প্রশমন বিষয়ে জ্ঞান এবং রোগের অপুনর্ভাব অর্থাৎ যাহাতে আর রোগের পুনরুদ্ভব না হয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান, এই চতুর্বিধ জ্ঞান যাহার আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ বৈদ্য।

শস্ত্র, শাস্ত্র এবং সলিল এই তিনটীই গুণ দোষ বিষয়ে পাত্রাপেক্ষী অর্থাৎ ইহারা পাত্রানুসারে গুণকর ও দোষকর উভয়ই হইয়া থাকে। যথা—শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ পুরুষে শস্ত্র গুণকর হয়, কিন্তু শস্ত্রবিদ্যায় অকুশল পুরুষে উহা দোষজনক হইয়া থাকে। এইরূপ যিনি প্রকৃত ব্যাখ্যানাদি দ্বারা শাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং শাস্ত্রার্থ বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন, সেই পুরুষই শাস্ত্রবৈশদ্যাদি গুণযুক্ত হয়, অন্যত্র উহা সদোষ হইয়া থাকে। অতএব বৈদ্য চিকিৎসার্থ প্রজ্ঞাকে বিশোধন করিবে, অর্থাৎ সদ্গুরুর উপাসনা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে।

বিদ্যা, (আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা) বিতর্ক, বিজ্ঞান (বহু শাস্ত্রজ্ঞানে বিজ্ঞত্ব), স্মৃতি অর্থাৎ যেস্থলে যাহা কর্ত্তব্য, যে স্থলে যাহা উপযুক্ত তৎসমুদয়ের স্মরণ, তৎপরতা অর্থাৎ তৎক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিতত্ব, ক্রিয়া (পুনঃপুনঃ চিকিৎসাকরণ) যে বৈদ্যের এই ৬টী গুণ আছে, তাহার দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়, এইরূপ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হইলে সাধ্য ব্যাধি কখনও অসাধ্য হয় না।

বিদ্যা, মতি অর্থাৎ স্বাভাবিকী বিশুদ্ধা বুদ্ধি, কর্ম্ম-দৃষ্টি অভ্যাস,—চিকিৎসাশাস্ত্রে শস্ত্র বিচরণাদি ক্রিয়াভ্যাস, সিদ্ধি ও সদ্গুরুর আশ্রয়, এই সকল গুণের মধ্যে এক একটী গুণ থাকিলেই যে বৈদ্য পদবাচ্য হইবে তাহা নহে, যাঁহার বিদ্যা ও মতি প্রভৃতি উক্ত সমুদয় গুণ আছে, তিনিই যথার্থ বৈদ্য পদবাচ্য হইয়া প্রাণপ্রদ ও সুখপ্রদ হইয়া থাকেন। রোগপ্রকাশার্থ জ্যোতিঃস্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এবং রোগ দর্শনার্থ চক্ষুঃস্বরূপ স্বকীয় বুদ্ধি, এই উভয় দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আত্মবুদ্ধি অনুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে বৈদ্যকে অপরাধী হইতে হয় না।

চিকিৎসাকার্য্যে ঔষধ, পরিচারক ও রোগী এই তিনটী বৈদ্যকেই বিশেষ আশ্রয় করিয়া ব্যাধিশান্তির কারণ হয়। অতএব বৈদ্যের শাস্ত্রজ্ঞানাদির প্রতি বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি মিত্রভাব ও করুণা অর্থাৎ দুঃখ শান্তির ইচ্ছা, সাধ্যরোগের চিকিৎসায় প্রবর্ত্তন এবং আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিদিগের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ চিকিৎসাভার গ্রহণ না করা এই চতুর্বিধ বৈদ্যবৃত্তি।

বৈদ্য ত্রিবিধ—ছদ্মচর, সিদ্ধসাধিত ও বৈদ্যগুণযুক্ত ভিষক্। যে সকল অজ্ঞ চিকিৎসক ঔষধাধার, ঔষধ, পুস্তক, এবং চাতুর্য্যাবলম্বন প্রভৃতিদ্বারা বৈদ্যগণের অনুকরণ করিয়া ভিষক্ নামে পরিচয় দেয়, সেইসকল অজ্ঞ বৈদ্যপ্রতিরূপদিগকে ছদ্মচর ভিষক্ কহে। যে সকল মূর্খ চিকিৎসক শ্রী, যশঃ জ্ঞান ও কার্য্য সিদ্ধি প্রভৃতি গুণশূন্য হইয়াও আপনাকে শ্রীসম্পন্ন-যশস্বী, জ্ঞানবান্ ও কৃতকর্ম্মা বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে সিদ্ধসাধিতভিষক্ কহে। আর যাহারা ঔষধ প্রয়োগশাস্ত্রজ্ঞান, লোক ব্যবহারজ্ঞান ও কার্য্য সিদ্ধি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠ এবং রোগীর আরোগ্যপ্রদ ও জীবন রক্ষক, তাহাদিগকে বৈদ্যগুণযুক্ত ভিষক্ কহে।

কোন কোন বৈদ্য প্রাণহন্তা, আবার কেহ বা রোগহন্তা, আত্রেয় ঋষির এই কথায় অগ্নিবেশ বলিয়াছিলেন যে আমরা রোগহন্তা বা প্রাণহন্তা বৈদ্য কি প্রকারে জানিতে পারিব ? ইহাতে আত্রেয় উত্তর করিয়াছিলেন, যাহারা সৎকুলজাত, পর্য্যবদাত (অধীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন), পরিদৃষ্টকর্ম্মা, দক্ষ, শুচি, লঘুহস্ত, জিতাত্মা, সর্ব্বোপকরণবিশিষ্ট, সর্ব্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন, আতুরাদির প্রকৃতিজ্ঞ ও প্রতিপত্তিজ্ঞ, তাহাদিগকে প্রাণরক্ষক ও রোগাপহারক বলিয়া জানিবে। এই প্রকার গুণযুক্ত বৈদ্যই সমস্ত শরীর জ্ঞানে, শরীরের উৎপত্তিজ্ঞানে এবং প্রকৃতি বিকৃতি জ্ঞানে সংশয়শূন্য। এইরূপ বৈদ্যই সুখসাধ্য, কৃচ্ছ্র-সাধ্য, যাপ্য ও প্রত্যাখ্যেয় রোগ সমূহের নিদান, পূর্ব্বরূপ, বেদনা ও উপশয় বিজ্ঞানে সন্দেহশূন্য। ইহারাই ত্রিবিধ আয়ুর্ব্বেদ সূত্রের হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধ জ্ঞানের এবং দৈবব্যাপাশ্রয়াদি ত্রিবিধ ঔষধ গ্রামের ব্যাখ্যাতা, ৩৫ প্রকার মূলফলের, ১৬ প্রকার মূল প্রধান, ১৯ প্রকার ফলপ্রধান বৃক্ষের, ৪ প্রকার মহাস্নেহের, ৫ প্রকার লবণের, ৮ প্রকার মূত্রের, ৮ প্রকার দুগ্ধের, ক্ষীর প্রধান ও ত্বক্‌প্রধান ৬ প্রকার অপর বৃক্ষের শিরোবিরেচনাদির, পঞ্চকর্ম্মাশ্রয় ঔষধগণের, ১৮ প্রকার যবাগূর, ৩২ প্রকার চূর্ণ ও প্রলেপের, ৬০০ বিরেচনের, ৫০০ কষায়ের ব্যাখ্যাতা, এবং স্বস্থ-

বৃত্তিবিষয়ে ভোজন, পান, নিদ্রা, স্নান, ভ্রমণ, শয্যা, আসন, মাত্রা দ্রব্য, অঞ্জন, ধূম, অভ্যঙ্গ,পরিমার্জ্জন, বেগবিধারণ, ব্যায়াম, সাত্ম্যেন্দ্রিয়পরীক্ষা, চিকিৎসা ও সদ্বৃত্ত এই সকল বিষয় বিজ্ঞানে পণ্ডিত, ইহারাই ষোড়শগুণযুক্ত চতুষ্পাদ রূপ ভেষজ ও বিনিশ্চয়, বহুবিধ এষণা ও বাস্তকলাজ্ঞান বিষয়ে সন্দেহ রহিত।

ইহারা ২৪ প্রকার স্নেহ বিচারণা, ৬৪ প্রকার রস এবং বহুবিধ স্নেহ, স্বেদ, বম্য ও বিরেচ্য ঔষধ বিষয়ে কুশল এবং শিরঃপীড়াদি রোগসমূহের দোষাংশ, বিকল্পজ ব্যাধিসমূহের ক্ষয় পিড়কা ও বিদ্রধিরোগের ত্রিবিধশোথের বহুবিধ শোথানুবন্ধের, অষ্টচত্বারিংশৎ রোগাধিকরণের, ১৪০ প্রকার নানাত্মজ রোগের, ৮০ প্রকার বাত ও ৪০ প্রকার পিত্তজ রোগের, ২০ প্রকার শ্লেষ্মজরোগের ও ২০ প্রকার নানাত্মজরোগের নিরাকরণে কুশল। এই প্রকার বৈদ্যই বিগর্হিত, অতিস্থৌল্য, ও অতিকার্শ্য রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসার ব্যাখ্যাতা। ইহারাই হিতাহিত, নিদ্রা, অনিদ্রা ও অতিনিদ্রা প্রভৃতির চিকিৎসা বিজ্ঞানে কুশল। ইত্যাদিগুণযুক্ত বৈদ্যই স্মৃতি, মতি ও শাস্ত্রযোজনাজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া আপন সৎস্বভাবগুণে সকল প্রাণীকে মাতা, পিতা ও বন্ধু সদৃশ হইয়া জগতের হিতসাধন করিয়া থাকেন। উক্ত গুণযুক্ত চিকিৎসকই প্রাণাভিসর ও রোগহন্তা বলিয়া খ্যাত।

উক্ত প্রকার গুণের বিপরীত গুণ বিশিষ্ট বৈদ্যদিগকে রোগাভিসর ও প্রাণহন্তা বলিয়া জানিবে। এই বৈদ্যবেশধারী লোককণ্টক অধার্ম্মিক বঞ্চকগণ রাজার অনবধানতা দোষেই রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এই বঞ্চকদিগের বিশেষ পরিচয় এই চিকিৎসা দ্বারা ধন লাভ করিব, এই লোভে তাহারা বৈদ্যবেশ গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদের অত্যন্ত শ্লাঘা করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও পীড়ার কথা শুনিলে সেই পীড়িত ব্যক্তির গৃহের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করে এবং শ্রবণযোগ্য প্রদেশে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার চিকিৎসা দক্ষতাদি গুণ সকল বর্ণনা করে। আর যে চিকিৎসা করিতেছে, মুহুর্মুহুঃ তাহার দোষ ঘোষণা করিতে থাকে। ইহারা প্রহর্ষণ, উপজপন ও সেবাদি দ্বারা রোগীর আত্মীয়স্বজনকে স্বপক্ষ করিবার চেষ্টা করে, ও আপনার স্বল্পাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং চিকিৎসাভার প্রাপ্ত হইলে আপনার অজ্ঞানতা আচ্ছাদিত রাখিবার অভিলাষে বঞ্চনাসূচক চতুরতার সহিত মুহুর্মুহুঃ রোগী পরিদর্শন করে। রোগপ্রশমনে অসমর্থ হইলে 'কুপথ্য করে,' 'বড় রোগ' ইত্যাদি দ্বারা দোষারোপ করে। রোগীর শেষদশা দেখিলে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে পলায়ন করে। অর্থাৎ যে স্থানে অজ্ঞলোক সকল অবস্থিতি করে সেই স্থানে যায়, এবং তাহাদের নিকটে আপনার চিকিৎসাকৌশল বর্ণন করে এবং পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যে দোষ বর্ণন করে। ইহারা কখন পণ্ডিত সমাজে যায় না। পথিকগণ ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ দেখিলে দূর হইতেই তাহা পরিত্যাগ করে, সেই বঞ্চক বৈদ্যবেশধারী বৈদ্যগণও দূর হইতে পণ্ডিতসমাজ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কাহারও কোন অল্পমাত্র রোগও ইহাদের চিকিৎসায় নিবারিত হয়, তবে তাহাই প্রকৃত বা অপ্রকৃত স্থানে বারংবার উল্লেখ করে। ইহারা কাহারও অনুযোগ ইচ্ছা করে না, এবং কাহাকেও অনুযোগ করে না। অনুযোগকে যমের ন্যায় ভয় করে। ইহাদের আচার্য্য নাই, শিষ্য নাই এবং সহাধ্যায়ীও নাই।

ব্যাধেরা যেমন ফাঁদ পাতিয়া পক্ষীদিগকে লক্ষ্য করে, সেইরূপ বৈদ্যবেশ ধারণ করিয়া যাহারা রোগীদিগকে অন্বেষণ করে, তাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, বহুদর্শন, কালজ্ঞান, মাত্রাজ্ঞান, ও দেশজ্ঞান হীন, সুতরাং এই প্রকার বৈদ্য বর্জ্জনীয়। এই সকল ব্যক্তি যমের অনুচরের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করে।

যাহারা সামান্য জীবিকার জন্য বৈদ্যাভিমানী, সেই মূর্খ বিশারদদিগকে বিদ্বান্ রোগী পরিত্যাগ করিবেন। যে হেতু উহারা বায়ুভক্ষী সর্প। সর্প যেমন বায়ু ভক্ষণ করে, উহারাও তেমনি জীবের প্রাণবায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ বৈদ্য দূর হইতে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

প্রকৃত বৈদ্য সকলের পূজনীয়। রসায়ন, বৃষ্যযোগ ও সকল কিছু রোগের ঔষধ, তৎসমস্তই বৈদ্যের অধীন, অতএব দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পূজা করিয়াছিলেন, পণ্ডিত ব্যক্তিও সেইরূপ বুদ্ধিমান্ বেদপারগ প্রাণাচার্য্য বৈদ্যকে পূজা করিবেন।

চিকিৎসক যখন জরামরণরহিত দেবগণেরও পূজ্য, তখন যে তাহারা জরাব্যাধিমরণশীল দুঃখবহুল সুখার্থী মানবগণের যথোচিত পূজ্য হইবেন, তাহাতে আর কথা কি? যে বৈদ্য সৎস্বভাব, মতিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি, সেই বৈদ্যকেই প্রাণিগণ প্রাণরক্ষার্থ আচার্য্যবৎ পূজা করিয়া থাকেন। অতএব এইরূপ গুণযুক্ত বৈদ্য প্রাণাচার্য্য নামে অভিহিত হয়।

ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন সংস্কার হইলে তাহাদিগকে দ্বিজাতি এবং বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ত্রিজাতি কহা যায়। যতদিন তাহারা অনধীতবেদ থাকেন, ততদিন তাহাদিগকে ত্রিজাতি অর্থাৎ বৈদ্যনামে অভিহিত করা যায় না। জন্ম হইতে বৈদ্য সংজ্ঞা হয় না। ব্রাহ্মণাদির জন্মের পর যতদিন উপনয়ন সংস্কার না হয়, ততদিন তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞাই থাকে, উপনয়ন

ভূম্যধিকারিগণের নিকট ধন প্রার্থনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া যে দুর্ম্মতি শরীরক্রয় স্বরূপ অর্থপ্রদান দ্বারা চিকিৎসককে সন্তোষ না করে, তাহার সমস্ত সৎকর্ম্ম বৈদ্য অপহরণ করেন। ময়ুষ্যবিহীন দেহ নাই, এবং রোগ ভিন্নও মনুষ্য নাই, অতএব বৈদ্যের বৃত্তি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে।

বৈদ্য রোগীর গৃহে পূজিত না হন, তাহার কার্য্য অর্থাৎ রোগ আরোগ্য হয় না। রোগী কিংবা দূত শূন্যহস্তে বৈদ্যকে দর্শন করিবেন না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা,বৈদ্য ও গুরু ইঁহাদিগকে শূন্য হস্তে দর্শন করা বিধেয় নহে।

বৈদ্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিবেন। যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধশীল, অবিচারিতকার্য্যকারী, ভয়শীল, বৈদ্যকর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াও তাহাকে অগ্রাহ্যকারী, ব্যাকুলচিত্ত, শোকাভিভূত, যাহার মৃত্যু উপস্থিত, ইন্দ্রিয়শক্তি রহিত, বৈদ্যের প্রতি শঠতাচরণকারী, চিকিৎসকের প্রতি বিশ্বাস হীন কিংবা বৈদ্যের বাক্য অবহেলাকারী এবং যে ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বৈদ্য এই সকল ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসা করিবেন না। কেননা উঁহাদের চিকিৎসা করিলে বহুবিধ দোষের আশঙ্কা আছে। (ভাবপ্রকাশ) ২ জাতিবিশেষ। [বৈদ্যজাতি দেখ।]

বেদ পা। ৩ বেদসম্বন্ধীয়।

বৈদ্যক (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদ, চিকিৎসাশাস্ত্র। অষ্টাঙ্গচিকিৎসাশাস্ত্র, বা দশাঙ্গবৈদ্যশাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকেই বৈদ্যক কহে। সুশ্রুত মতে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র এই অষ্টাঙ্গচিকিৎসা শাস্ত্রকে বৈদ্যক কহে।

বৈদ্যকনিঘণ্টু মতে দ্রব্যাভিধান, রুগ্‌বিনিশ্চয়, কায়সৌখ্য-সম্পাদন, শল্যবিদ্যা, পঞ্চাক্ষরীপ্রভাব দ্বারা ভূতনিগ্রহ, বিষপ্রতী কার, বালোপচার, রসায়ন, শালাক্য ও বৃষ্য এই দশাঙ্গশাস্ত্রকে বৈদ্যক কহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বৈদ্যক গ্রন্থের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বনামক চারিবেদ দর্শন করিয়া পরে তাহার অর্থ সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ নামে অপর একখানি বেদের সৃষ্টি করেন। অতঃপর ভগবান্ ব্রহ্মা উক্ত পঞ্চমবেদ ভাস্করদেবকে দান করেন, ভাস্করও এই আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বতন্ত্র একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। পরিশেষে ভাস্কর নিজকৃত সংহিতার সহিত উক্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলে তাঁহারা সকলে উক্তশাস্ত্র দর্শন করিয়া এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন। এই সকল সংহিতার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ, অগস্ত্য, এই ষোড়শজন ভাস্করের শিষ্য, এবং সকলেই বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও রোগনাশকারক। প্রথমে ভগবান্ ধন্বন্তরি অতি সুন্দর 'চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান' নামে এক সংহিতা করেন,পরে দিবোদাস, 'চিকিৎসাদর্পন' ও কাশীরাজ 'চিকিৎসাকৌমুদী' নামে অতি উত্তম শাস্ত্র রচনা করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় 'চিকিৎসাসার-তন্ত্র' নকুল 'বৈদ্যক সর্ব্বস্ব', সহদেব 'ব্যাধি সিন্ধুবিমর্দ্দন', যমরাজ 'জ্ঞানার্ণব', চ্যবন 'জীবদান' জনক 'বৈদ্যকসন্দেহভঞ্জন' বুধ 'সর্ব্ব সার', জাবাল 'তন্ত্রসারক', জাজলি 'বেদাঙ্গসারতন্ত্র', পৈল নিদান, করথ, সর্ব্বধরতন্ত্র ও অগস্ত্য 'দ্বৈধনির্ণয়' নামে সংহিতা রচনা করেন। এই ষোড়শতন্ত্রই চিকিৎসাশাস্ত্রের বীজস্বরূপ এবং ব্যাধিনাশের কারণ ও বলাধানকারী, এই সকল বৈদ্যক গ্রন্থে রোগের চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ অভিহিত আছে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ১৬ অ°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, প্রথমে ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদ প্রচলন করিবার জন্য লক্ষ শ্লোকাত্মক ব্রহ্মসংহিতা নামে একখানি আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা রচনা করেন এবং দক্ষকে সেই সংহিতা উপদেশ দেন। পরে রাজর্ষি দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক সমূহের কর্ত্তব্যজ্ঞানবর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বকীয় নামে অশ্বিনীকুমার সংহিতা প্রস্তুত করেন।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট ইন্দ্র ঐ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। পরে আত্রের জগতের লোককে ব্যাধি পীড়িত দেখিয়া অতিশয় করুণাপরবশ হইয়া ইন্দ্রের নিকট ঐ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তৎপরে ভরদ্বাজ সুরপুরে গমন করিয়া ইন্দ্রের নিকট এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

যখন নারায়ণ মৎস্যাবতার বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব সেইস্থানে ষড়্‌বেদ এবং অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত সকল আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে একদিন অনন্তদেব ভূতলের অবস্থা দর্শন করিতে চররূপে পৃথিবীতে আসিয়া দেখেন যে, ভূমণ্ডলের লোক সকল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বেদনায় পরিপীড়িত হইতেছে এবং স্থানে স্থানে মানবগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। অনন্তদেব মানবগণকে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া অতিশয় কৃপাবশতঃ তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্যাধিপ্রশমনোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্বয়ং অনন্তদেব মুনিপুত্ররূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন, ইনি চররূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। এজন্য তিনি চরক নামে বিখ্যাত হন। চরকাচার্য্য মানবগণের ব্যাধি বিনাশ করিয়া বৃন্দারকদিগের পূজনীয় হইলেন।

আত্রেয় মুনির শিষ্য অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণ স্বীয় স্বীয় নামে যে সকল তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, চরক সেই তন্ত্রসমূহের জীর্ণোদ্ধার করিয়া চরকসংহিতা প্রণয়ন করেন। এই সংহিতা বৈদ্যকশাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

চরক প্রাদুর্ভাবের পর ধন্বন্তরি আবির্ভূত হন। এই বিষয় লিখিত আছে যে, একদা পৃথিবীতে দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টিনিক্ষেপ হওয়ায়, তিনি ব্যাধি কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত মনুষ্যগণকে দর্শন করিয়া কৃপাবশতঃ তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তৎপরে দয়ার্দ্রচিত্ত ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে কহিলেন, তুমি ভূলোকে গমন করিয়া কাশীধামে রাজা হইয়া ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার নিমিত্ত বৈদ্যক শাস্ত্র প্রকাশিত কর। ধন্বন্তরি কাশীতে এক ক্ষত্রিয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দিবোদাস নামে খ্যাত হন। দিবোদাস রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগতের উপকারের জন্য ধন্বন্তরি-সংহিতা প্রণয়ন করেন।

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবগত হইলেন যে এই কাশীধামে ধন্বন্তরি দিবোদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তখন বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন, তুমি জীবলোকের উপকারের জন্য কাশীধামে গমন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন কর। সুশ্রুত পিতার আজ্ঞানুসারে কাশীধামে গমন করিলেন তাঁহার সহিত একশত মুনিপুত্র গমন করিলেন। ইহারা সকলেই দিবোদাসের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। ইঁহারা যথাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া সকলেই এক একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই সকল সংহিতার মধ্যে সুশ্রুত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইরূপে ক্রমে বৈদ্যকশাস্ত্রের বহুল প্রচার হয়। (ভাবপ্র)

বৈদ্যকশাস্ত্রের মধ্যে চরক ও সুশ্রুতই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহা হইতেই নানা বৈদ্যকগ্রন্থ সকল হইয়াছে।

বৈদ্যক শব্দটী সংস্কৃত ভাষায় ক্লীব ও পুং উভয় লিঙ্গই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি অর্থে "বৈদ্যকম্" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র দ্রব্যাভিধান, রুগ্‌বিনিশ্চয় কায়শোধনসম্পাদন, শস্ত্রবিধা, প্রত্যক্ষপ্রভাবে ভূতনিগ্রহ, প্রভৃতিই বৈদ্যক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। আবার "বৈদ্যকঃ" এই রূপ পুংলিঙ্গ প্রয়োগে বৈদ্যক শব্দের অর্থ চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ্ ইত্যাদি। আমরা এই উভয় অর্থেই এই শব্দটীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বেদ ও ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে বৈদ্যক শব্দটী আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। বৈদিক যুগের বহু পরবর্ত্তী কাল হইতে সম্ভবতঃ এই শব্দটী সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বৈদ্যগণের অধীতব্য গ্রন্থই বৈদ্যক। অথবা যিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র জানেন বা চিকিৎসা ব্যবসায় করেন তিনিই বৈদ্য বা বৈদ্যক। বৈদ্যক শব্দটী সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দে বৈদ্যক শব্দের আলোচ্য অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বেদবিভাগের বহুপূর্ব্ব হইতেই যে এদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। অথর্ব্ববেদের কথা পরে বলিব, অগ্রে ঋগ্বেদ হইতেই সেই প্রাচীনতম কালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকর্ষের কতিপয় প্রমাণ এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। ঋগ্বেদের সময়েও আর্য্যগণ শত সহস্র ঔষধি দ্রব্যের ব্যবহার জানিতেন যথা—

"শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।"

(ঋক্ ১।২৪।৯)

অর্থাৎ হে রাজন্ বরুণ তোমার শত সহস্র ঔষধি আছে, তোমার সুমতি বিস্তীর্ণ ও গভীরা হউক।* সেই প্রাচীন সময়ে ফার্ম্মাকোলজী (Pharmacology) বা মেটিরিয়া মেডিকা (Materia medica) প্রভৃতি শাস্ত্রেরও যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, ইহা হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৭ সূক্তটী ঔষধির স্তোত্র। ইহাতে ২৩টী ঋক্ আছে। এই সূক্তের দেবতা ঔষধি, ঋষি ভিষক্। প্রত্যেক ঋক্ ঔষধের মাহাত্ম্যসূচক ও গম্ভীর অর্থ ব্যঞ্জক। এই সকল ঋকের মর্ম্ম এইরূপ:—পূর্ব্বকালে তিন যুগ ধরিয়া দেবতারা যে সমস্ত প্রাচীন ঔষধি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল পিঙ্গলবর্ণ ঔষধির এক শত সপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে। এক এক সহস্র স্থান আছে। ইহারা জননী স্বরূপা ইহাদের ক্রিয়া শত প্রকার। ইহারা আরোগ্য বিধান করে। রোগীকে রোগ হইতে রক্ষা করে। ইহারা ফলপুষ্পবতী, দীপ্তিশালিনী, ও জয়শালিনী রোগীর প্রতি অনুগ্রহকারিণী ও কৃতজ্ঞতাভাজন। অশ্ববতী, সোমবতী, ঊর্জ্জয়ন্তী, উদোজস প্রভৃতি ঔষধি সংগ্রহ এবং তাহা দ্বারা রোগীর আরোগ্য বিধান করা হইত। ঔষধি সমূহের গুণ প্রত্যক্ষ হইত। ঔষধ সমূহের ফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইত। ঔষধ দ্বারা দুর্ব্বল

---

* সায়ণ ভিষজ শব্দটীর দুই অর্থ করিয়াছেন যথা, "ভিষজো বহুবিধব্যাধিনিবারকা ঔষধানি শতসংখ্যাকান্যৌষধানি বৈদ্যা বা সন্তি" যদি শত সহস্র সংখ্যক ভিষক্ বুঝায় তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে সেই সময় চিকিৎসা ব্যবসায় কি প্রকার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

অঙ্গ সবল হইত, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইত। যাহাদের লিখিত হইয়াছে "যেরূপ বলবান ও মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি সকল কেই আয়ত্ত করেন, হে ওষধিগণ তোমরা যাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর তাহার রোগ সেই সেই স্থান হইতে দূরীকৃত হয়।" ওষধির গুণে পাখীদের ন্যায় রোগ দ্রুতবেগে পলায়ন করে। ঔষধ সকল পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করিত। ১৪ ঋক পাঠে বুঝা যায়, বৈদিক সময়েও অনেক গুলি ঔষধ একত্র মিশ্রিত করা হইত। যথা—'এইরূপে সকলে পরস্পর একমত ও এক কার্য্যকারিণী হইয়া আমার এই কথা রক্ষা কর।' ইত্যাদি। ফলতঃ ঋগ্বেদের সময়ে সহস্র সহস্র উদ্ভিদ রোগ আরোগ্যের জন্য ব্যবহৃত হইত এবং সেই [illegible] ঔষধ [illegible] সুফল প্রদান করিত।

২। এনাটমী ও ফিজিওলজীর সূত্রপাতও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৬৩ সূক্তে নাসিকা, কর্ণ, চিবুক, মস্তিষ্ক, জিহ্বা, গ্রীবা, শিরা, রন্ধ্র, অস্থি, সন্ধি [illegible], হস্ত, স্কন্ধ, অন্ত্রনাড়ী, ক্ষুদ্রনাড়ী, বৃক্কদ্বয়, প্লীহা, মূত্রাশয়, [illegible] উরু, জানু, পার্ষ্ণি, নিতম্ব, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, লোম, [illegible] প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

[এনাটমী বা [illegible] Anatomy]

[illegible], জল, বায়ু, তেজঃ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের দ্বারা [illegible] শরীর গঠিত ঋক্‌সংহিতার ১০ম ১৬ সূ ও ঋক [illegible] পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিবার সময় বলা হইয়াছে :—

"[illegible] চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাঞ্চ গচ্ছ পৃথিবীঞ্চ ধর্ম্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ॥"

অর্থাৎ হে মৃত তোমার চক্ষুঃ (অর্থাৎ চাক্ষুষ জ্যোতিঃ) সূর্য্যলোকে গমন করুক, তোমার প্রাণ বায়ুতে মিশ্রিত হউক, তোমার পুণ্যফলে আকাশে যাও, অথবা পৃথিবীতে [illegible] হয়, তবে [illegible] যাও, তোমার শরীরের অবয়বগুলি ওষধিবর্গে যাইয়া অবস্থান করুক। "[illegible] বহতম" ইত্যাদি উক্তিতে জানা যায় যে বায়ু, পিত্ত ও কফও ঋগ্বেদের সময়ে চিকিৎসক [illegible] সুপরিচিত ছিল। আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাক, ধমনী স্পন্দনের সহিত জীবনীক্রিয়ার সম্বন্ধ ইত্যাদি বহুপ্রকার শরীর বিজ্ঞানের [illegible] বিষয় বীজাকারে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৪ সূক্তে লিখিত আছে, বিষ্ণু স্ত্রীঅঙ্গকে গর্ভধারণের উপযোগী করিয়া দিন, প্রজাপতি শুক্র পাতন করুন, ধাতা গর্ভাধান করুন, হে সিনীবালি, হে সরস্বতি! [illegible] গর্ভকে ধারণ কর, পদ্মমালাধারী দেব অশ্বিদ্বয় গর্ভোৎপাদন করুন। হে পত্নি, অশ্বিদ্বয় তোমার গর্ভস্থ যে সন্তানের জন্য সুবর্ণনির্ম্মিত দুই অরণি ঘর্ষণ করিতেছেন, দশম মাসে প্রসূত হইবার জন্য আমরা তোমার সেই গর্ভস্থ সন্তানকে আহ্বান করিতেছি। বৈদিক সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে বিষ্ণু বৈদিক তাড়িতের দেবতা, ত্বষ্টা বৈদিক তাপের অধিষ্ঠাতা ও প্রজাপতি আর্ত্তব শোণিতের দেবতা। উক্ত বৈদিক গর্ভাধান মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে গর্ভধারণোপযোগী অবস্থাপ্ত বিষ্ণু (বায়ুর অধিদেবতা), দ্বারা পিতৃবীজ নীত হয় ও প্রজাপতি দ্বারা মাতৃবীজ সিক্ত হয় সিনীবালী ও সরস্বতী গর্ভ রক্ষা করেন ও অশ্বিদ্বয় ভ্রূণের দেহ নির্ম্মাণ করেন।

[ভ্রূণতত্ত্ব বা Embryology]

ঋক্‌ সংহিতা অনুসন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তস্মাৎ পরাঞ্চো গর্ভা ধীয়ন্তে পরাঞ্চ সম্ভবন্তি . . . . তস্মাদধোমুখা গর্ভা ধৃতা।" (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৮।১০)

গর্ভ যে অধোমুখ থাকে এবং এইরূপ অবস্থানের জন্য যে সুপ্রসব ঘটে, ইহাতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের ১১২ ১ম মণ্ডলের এবং ১১৬—১২০ সূক্ত পাঠে আমরা অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি দেখিতে পাই, এই সকল স্তোত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় বেদের মন্ত্র সময়ের চিকিৎসাশাস্ত্র কি প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, চিকিৎসা সম্বন্ধে ঋষিদের কি প্রকার ধারণা ছিল, কোন্ কোন ব্যাপারেই বা চিকিৎসক ও চিকিৎসার প্রয়োজন হইত, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক তথ্যের বহুল সন্ধান এই কয়েক সূক্তে পরিলক্ষিত হয়। অমরকোষে লিখিত আছে—

[অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও Surgery]

". . . স্বর্ব্বৈদ্যাবশ্বিনীসুতৌ।
নাসত্যাবশ্বিনৌ দস্রাবাশ্বিনেয়ৌ চ তাবুভৌ॥"

অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গবৈদ্য, নাসত্য, অশ্বী, দস্র ও আশ্বিনেয় এই কয়েক পর্য্যায়ে অভিহিত হন। সূর্য্যের ভার্য্যা অশ্বিনীর গর্ভে ইঁহাদের জন্ম। অমর টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী এই কয়েকটী পর্য্যায়ের প্রত্যেক পর্য্যায়ের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভাবপ্রকাশে জানা যায়, প্রথমে ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের ঐশ্বর্য্য স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মসংহিতা নামে লক্ষ শ্লোক সংযুক্ত একখানি আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা রচনা করেন। তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে আয়ুর্ব্বেদসম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করেন। দক্ষ প্রজাপতি আবার সূর্য্যাংশসম্ভূত বিদ্বান্ ও দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১১৬ সূক্তের ১২ ঋকের ভাষ্যে সায়ণ লিখিয়াছেন, ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও বল তবে তোমার শিরশ্ছেদন করিব। অশ্বিদ্বয় দধীচির মস্তক ছেদন করিয়া তাহা অন্যস্থানে রাখিয়া তাহাকে অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয় দধীচির নিকট প্রবর্গ্যবিদ্যা অর্থাৎ ঋক্ সাম যজু এবং মধুবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় জানিতে পারিয়া দধীচির সেই অশ্বের মাথা বজ্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে পুনর্ব্বার তাঁহার নিজের মানবীয় মস্তক পরাইয়া দিলেন। দধীচির পৌরাণিক আর একটী গল্প সকলেরই জানা আছে। আত্মত্যাগী দধীচি আপনার অস্থি ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং সেই অস্থিদ্বারা বজ্র প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করেন।

মস্তকস্থ অস্ত্রবিদ্যা

উক্ত সূক্তের ১৩ ঋকের ভাষ্যে সায়ণ লিখিয়াছেন, কোন এক রাজর্ষির বধ্রীমতী নাম্নী পুত্রী ছিল, তাঁহার স্বামী নপুংসক ছিলেন। বধ্রীমতী পুত্র-জন্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিয়া ছিলেন, অশ্বিদ্বয় সেই আহ্বান শুনিয়া আগমন করেন এবং উঁহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র প্রদান করেন।

নপুংসকের স্ত্রীর পুত্রলাভ

অশ্বিদ্বয় নদীর জল কৌশলে আকর্ষণ করিয়া কূপ পূরিত করিয়াছিলেন (১ম। ১১৬ সূ)। গোতমের পুত্র শর নামক স্তোতার পানের জন্য ইহারা কূপের নিম্নদেশ হইতে জল উচ্চে উঠাইয়া ছিলেন, গোতম ঋষির নিকট কূপ আনিয়াছিলেন, তাহার তলভাগ উচ্চ ও মুখ নত করিয়াছিলেন। সেই কূপ হইতে তৃষিত গোতমের পানার্থ এবং সহস্র ধনলাভার্থ জল উঠিয়াছিল (১১৬ সূক্ত ৯ ঋক্)

বৈজ্ঞানিক পাতন

১১৭ সূক্তের ৭ ঋকের ভাষ্যে সায়ণ লিখিয়াছেন, ঘোষা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবানের দুহিতা ছিলেন, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়ায় তাঁহার বিবাহ হইল না। এই অবস্থায় তিনি পিতৃগৃহে বৃদ্ধা অবস্থায় অবস্থিতা ছিলেন। ইনি অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসায় রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং বিবাহিতা হন। কুষ্ঠিশাখা নামক আর এক অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়া দাম্পত্য সুখ প্রাপ্ত হন।

কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা

এই সূক্তের ৮ ঋকে আরও জানা যায় যে, ঋজ্রাশ্বের দৃষ্টিশক্তি না থাকাতে তিনি চলিতে পারিতেন না। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে চক্ষু দিয়াছিলেন, নৃষৎপুত্র বধির হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও কথা শুনিতে পাইতেন না। অশ্বিদ্বয়ের চিকিৎসায় তিনিও আরোগ্য লাভ করেন।

অন্ধ ও বধির চিকিৎসা

১১৭ সূক্তের ২৪ ঋকে লিখিত আছে, মায়াবী দাসেরা ঋষিকে ত্রিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল, অশ্বিদ্বয় সেই ত্রিখণ্ডিত দেহ সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে আবার সজীব করিয়া তোলেন। শল্যতন্ত্র বা সার্জ্জারীতে অশ্বিদ্বয়ের যেরূপ প্রভাব ও প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, অপরাপর চিকিৎসাক্ষেত্রেও তাঁহাদের চিকিৎসাগৌরবের অন্যতা দৃষ্ট হয় না। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যে সকল অদ্ভুত কার্য্যসাধনের নিমিত্ত গৌরব করে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন, ঋগ্বেদের চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই সকল কার্য্যে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন।

ছিন্ন ত্রিখণ্ডদেহে প্রাণদান

যাহাতে দেহ নীরোগ থাকিয়া শতাধিকবৎসর সুদৃঢ় সক্ষম জীবন যাপন করা যাইতে পারে, বৈদিক ঋষিরা এই নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন। যথা—

"উত পশ্যন্নশ্নুবন্ দীর্ঘমায়ু রস্তমিবেজ্জরিমাণং জগম্যাম্।"

(১। ১১৬। ২৫

যাহাতে জরাব্যাধি আক্রমণ না করিতে হয়, এই নিমিত্ত ঔষধির ব্যবস্থাও ঋগ্বেদের সময়ে যথেষ্ট ছিল। ইহার প্রমাণ চ্যবন ঋষির প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। সূর্য্য জগতের পবিত্রতাসাধক, সূর্য্যের কিরণে জগৎ শুচি হয়, বিবিধপ্রকার রোগ সূর্য্যের দ্বারা বিনষ্ট হয়, আর্য্যঋষিরা ঋগ্বেদীয় স্তোত্রে সূর্য্যের এইরূপ বিবরণ জানিয়া উঁহার স্তব করিয়াছেন। সূর্য্য কর বিস্তার করিয়া বিশ্ব পুষ্টিসাধন করেন, যথা—

আলোক চিকিৎসা

"যেষু হি পুংসে দেবা উক্ত প্রবাহ বা পুরূণি নিপাতি" (১। ১১২

অগ্নির অপর নাম পাবক। ঋগ্বেদে এই অর্থে বহুস্থানে অগ্নির স্তোত্র আছে। মরুদ্গণ যে আমাদের প্রাণ, ও মরুদ্গণ যে আমাদের জীবনের সহায়, ঋগ্বেদে এরূপ স্তোত্রেরও অভাব নাই। যে জলের গুণ ব্যাখ্যা লইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নিয়ত বিব্রত, এলোপ্যাথী চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে জল অকার্য্যকর বলিয়া কথিত হইয়াছে, জর্ম্মণ দেশের আধুনিক হাইড্রোপ্যাথি যে জলকেই রোগ প্রতীকারের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম ঋষি সেই জলের রোগনাশক শক্তি (Vis medicatrix Naturæ) সম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও দেখুন—

"আপঃ বো উ ভেষজী আপো অমী বচাতনীঃ।
আপঃ সর্বস্য ভেষজীস্তাস্তে কৃণ্বন্তু ভেষজম্। (১০। ১৩৭। ৬)

অর্থাৎ জলই ঔষধ, জলই রোগশান্তির কারণ, জল সকল রোগের ঔষধ। জল তোমাদের ঔষধ বিধান করুক।

"অপ্সু অন্তঃ অমৃতম্, অপ্সু ভেষজম্, অপাং উত প্রশস্তয়ে দেবাঃ ভবত বাজিনঃ।" (১। ২৩। ১৯।

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদেও জ্বরের স্থান এইরূপই উচ্চতর। জ্বররোগ মানুষের অতি ভয়ানক রোগ বলিয়াই সেই প্রাচীন সময়ে ঋষিদের ধারণা ছিল।

অধুনা ম্যালেরিয়া জ্বরের যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, অথর্ব্ববেদের জ্বরলক্ষণও তাদৃশ। রোগীর কম্প দিয়া জ্বর আসিত, তৎপরে দেহ জ্বালা হইত, প্রত্যেক দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর হইত, অথবা এক দিন পরে এক দিন অথবা দুই দিন পরে এক দিন এইরূপ নিয়মে জ্বর আসিত। এই জ্বর কামলা হইত। বর্ষা কালেই এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইত। ইহার সঙ্গে মাথাধরা, কাশি, বলাস, উদ্বেগ এবং পামা (খোস) রোগ দেখা দিত। জ্বরের প্রধান লক্ষণ উত্তাপ। অগ্নিই উহার হেতু বলিয়া নির্ণীত হইত। স্তব স্তুতি এবং কুষ্ঠ গাছের ও ভৃঙ্গরাজ গাছের মাদুলীতেই এই "তক্মন" রোগের প্রতিকার করা হইত। ভেকের স্তবও (৭।১১৬) অনেক সময়ে জ্বরচিকিৎসায় প্রয়োজনীয় হইত। কৌশিক সূত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদে জ্বরের লক্ষণ।

অথর্ব্ববেদে জলোদর রোগেরও উল্লেখ আছে। এই রোগটী বরুণের প্রদত্ত। যাহারা অনৃতবাদী, তাহাদের পাপের জন্যই বরুণ এই রোগকে প্রেরণ করেন (১।১০, ৭।৮৩, ৬।২৪)। এই রোগটী যে হৃদ্রোগের সহচর, শেষোক্ত মন্ত্রটিতে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই রোগনির্ণয় আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসম্মত। মন্ত্রে ও সূত্রে জলই এই রোগের ঔষধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই হোমিওপ্যাথির সিদ্ধান্তসম্মত। হেতুসদৃশচিকিৎসা পরবর্ত্তী সময়ে আয়ুর্ব্বেদেও স্বীকৃত হইয়াছে।

জলোদর

অথর্ব্ববেদে আস্রব বা অতীসারের চিকিৎসা (১।২) দেখিতে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত "বিধানকার" শ্লোক আছে (২।৩, ৬।৪৪)। ভাষ্যকার আস্রব রোগকে অতিসাররোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আস্রব শব্দটী হয়ত মূত্রাধিক্য বা এইরূপ শরীরের কোন প্রকার রসের ক্ষরণাধিক্যেও ব্যবহৃত হইত। কোষ্ঠবদ্ধ বা মূত্রবদ্ধ রোগের চিকিৎসাও উক্ত হইয়াছে (১।৩)। কৌশিক সূত্রে (২৫।১০-১৯) এই উভয় রোগেরও চিকিৎসা আছে। শূলের চিকিৎসা (৬।৯০) এবং কৌশিকসূত্রের (৩১।১) দ্রষ্টব্য। বল্মীকের খোঁচায় স্তন ব্যথা হয় বলিয়া ইহাতে বল্মীক আকার মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে।

আস্রব—অতিসার

অথর্ব্ববেদের ঋষিগণ শ্বাসযন্ত্রের বিবিধ পীড়ার নাম ও চিকিৎসার উল্লেখ করিয়াছেন। বলাস (৬।১৪), কাশ (৬।১০৫, ৭।১০৭) যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, অজ্ঞাতযক্ষ্মা, পাপযক্ষ্মা প্রভৃতির উল্লেখ (২।৩৩, ৩।১১, ৯।৮, ১৯।৩৬) আছে। পক্ষাঘাতের চিকিৎসাও দেখিতে পাওয়া যায়। "ক্ষেত্রীয়" নামে এক শ্রেণীর পীড়ার উল্লেখ (২।৮।১০, ৩।৭) আছে। সম্ভবতঃ উন্মাদ প্রভৃতি রোগই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত যে সকল রোগ বংশপরম্পরায় উদ্ভূত হইয়া থাকে, সে সকল রোগও ক্ষেত্রীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "সর্ব্বভৈষজ্য" আরও অনেকগুলি রোগের উল্লেখ আছে (২।৩৩, ৯৮, ১৯।৪৪)।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়া

কিলাস (১।২৩।২৪) রোগ কুষ্ঠেরই নামান্তর। রজনী ও শ্যামা প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিদে এই রোগ প্রশমিত হয়। অন্যান্য রোগের সহিত বিদ্রধি রোগের চিকিৎসাও (১।২৫, ৯।৬৮, ২০।) অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায়। অপচীৎ অর্থাৎ অপচী রোগের চিকিৎসার যথেষ্ট বাহুল্য (৬।২৫, ৬।৫৭, ৭।১৪, ১২, ৭।৭৬, ১, ২ ৭, ৭৬, ৩) পরিলক্ষিত হয়। গণ্ডমালা অর্ব্বুদ প্রভৃতি এই নামে অভিহিত। এই সকল রোগ মন্ত্র দ্বারা বিতাড়িত করার বিধান আছে। পাখী যেমন বৃক্ষ আশ্রয় গ্রহণ করে এই সকল রোগও মানুষের শরীরে তেমন ভাবে অবস্থান করে বলিয়াই ঋষিদের বিশ্বাস ছিল। মন্ত্রবলে ইহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়ার নিমিত্ত বহুল স্তব স্তুতি দৃষ্ট হয়।

চর্ম্মপীড়া

অথর্ব্ববেদে সাজ্জারীর চিকিৎসা মধ্যে ক্ষতচিকিৎসা ও তৈল (Tinctures) চিকিৎসারও বিধান আছে। সে বিধান কেবলই মন্ত্র (৪।১২, ৫।৫) অরুন্ধতী ও লাক্ষী গাছের স্তোত্র দ্বারা ক্ষত ও ভগ্নের চিকিৎসা করা হইত। রক্তপ্রবাহ নিরোধের নিমিত্তও মন্ত্র আছে (১, ১৭)।

এতদ্ব্যতীত সর্পবিদ্যা ও বিষবিদ্যার উল্লেখও অথর্ব্ববেদে (৫।১৩, ৫।১৬, ৬।১২, ৭।৫৬, ৭।৮৮) দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত গরুড় উপনিষদ্ খানি সর্পবিষেরই প্রতিষেধক মন্ত্র ও উপায় স্বরূপ।

ক্রিমি (মনুষ্যের ক্রিমি, পশুর ক্রিমি ও শিশুর ক্রিমি) চিকিৎসা (২।৩১, ২।৩২ এবং ৫।৩৩) অথর্ব্ববেদে আলোচিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে অনেক প্রকারের ক্রিমির উল্লেখ আছে। মাথার উকুনও ক্রিমি নামে অভিহিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী চিকিৎসাশাস্ত্রেও বিংশতি প্রকার ক্রিমির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুরোগেও (চক্ষুঃপীড়া) "আবায়ু" সর্ষপের স্তোত্র আছে। কর্ণরোগের নামও (৯।৮, ১।২) অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, এই সময়ে চুলের বড় আদর ছিল। যাহাতে মাথায় সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি জন্মে,

তাহার জন্য মন্ত্রস্তোত্রাদিও যথেষ্ট আছে (৬। ২১, ১৩৬, ১৩৭, এবং ৬। ১৩৭।৩)। নিতত্নী নামে এক প্রকার উদ্ভিদের কথার উল্লেখ আছে, ইহাই চুল বৃদ্ধির উপায় বলিয়া কথিত হইত।

কেশহর্ষণের নিমিত্তও কতকগুলি মন্ত্র আছে (৪।৫ ; ৬।৭২; এবং ৬।১০১) উন্মাদ রোগ গন্ধর্ব, অপ্সরা, রাক্ষস প্রভৃতির দৃষ্টিনিবন্ধন ঘটিয়া থাকে। অজশৃঙ্গ, মেষশৃঙ্গ ও পিপ্পলী প্রভৃতির দ্বারা রাক্ষসাদির দৃষ্টি বিতাড়িত করার ব্যবস্থা আছে। শাল্ব কাঠের মাদুলী (২।৯), ধারণ করার নিমিত্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূতাদি গ্রহশান্তির এবং রাক্ষস ও পিশাচাদির উৎপাত-প্রশমনের নিমিত্তও মন্ত্রাদি আছে (৪।৩৬ এবং ৬।৩২)। এই রূপে চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যাহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, তাহারও ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে।

আয়ুষ্যাদি

জল ও গাছ গাছড়ার নিকট সর্ব্ব প্রকার রোগ হইতে দেহ বিমুক্ত থাকার প্রার্থনা করা হইত-(৬। ২৫ , ৬। ৯৫ ; ৬। ১২৭; ১৯। ৩৮ ; ৬। ৯১ ; ১৯। ৪৪ , ৬। ৯৬ , ৮। ৭)।

আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য অগ্নির স্তব করার নিয়ম ছিল। অগ্নিই আয়ুর দেবতারূপে গণ্য ছিলেন (২।১৩। ২৮ ; ২৯ ; ৭। ৩২)। আয়ুর্বৃদ্ধির নিমিত্ত সোণার মাদুলী ব্যবহৃত হইত (১৯, ২৬), অঞ্জনেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল (৪। ৯ ; ১৯। ৪৪—৪৫) আয়ুষ্য স্তবের মধ্যে ১।৩০ ; ৩। ১১ ; ৪। ২৮ ; ৩০; ৬। ৪১ , ৫২ ; ১৯, ২৪ , ২৭ ; ৫৮ ; ৭০ প্রভৃতি স্তোত্র সমূহ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানবাদি দূর করার নিমিত্তও অথর্ব্ববেদে বিবিধ প্রকার মন্ত্র ও প্রক্রিয়াদির বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। শত্রুদমনের জন্য নানা প্রকার আভিচারিক প্রক্রিয়া ছিল। স্ত্রীবশীকরণ ও পুরুষবশীকরণ প্রভৃতির প্রক্রিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল বিষয় বৈদ্যকের অন্তর্গত নহে। কিন্তু এই সকল ব্যাপারেও ঔষধাদি ব্যবহৃত হইত।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এবং উপনিষদেও দেহবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। অন্ন প্রাণ মনঃ প্রভৃতি কোষ সূক্ষ্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। আমরা উপনিষদে সূক্ষ্ম শরীর-বিচারের বহুল তথ্য দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত হৃৎপিণ্ড ও ধমনী প্রভৃতিরও যথেষ্ট তথ্য আছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে উপনিষদের শারীর-বিজ্ঞানের কথা আলোচিত হইল না। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে হৃৎপিণ্ড ও ধমনী প্রভৃতির একটি মাত্র উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে যথা—'অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এবঃ শুক্ল এবঃ নীল এবঃ পীত এবঃ লোহিতঃ" (ছান্দোগ্য ৮। ৬। ১)

অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের নাড়ী সমূহ পিঙ্গল, শ্বেত, নীল, পীত ও লোহিত। এই শ্রুতির শাঙ্করভাষ্যে শরীরবিষয়ক বা কিঞ্চিৎ-শরীর অতি অদ্ভুত তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত খণ্ডের শেষ মন্ত্রে লিখিত আছে,—

"শতং চৈকা হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভি নিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্ত্যুৎক্রমণে ভবন্তি। ৬।"

অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের একশত একটী ধমনী আছে। উহার একটী মস্তিষ্কে প্রসৃত হইয়াছে। এই নাড়ীর পথেই অমৃত ধাম প্রাপ্তির পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর অপর নাড়ীগুলির অন্যান্য বিবিধ দিকে উৎক্রমণের পথ। ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, মানবদেহে অসংখ্য নাড়ী আছে তন্মধ্যে এই ১০১টী প্রধান। এই সকল নাড়ীপথে জীবাত্মা উৎক্রমণ করেন। ইহাদের মধ্যে একটীই ব্রহ্মনাড়ী। সেই ব্রহ্মনাড়ী পথেই জীব স্বীয় সাধনার ফলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

অপরাপর উপনিষদেও দেহতত্ত্বের আলোচনা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ-যুগ (আচার্য্য যুগ।)

ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা, জমদগ্নি, আত্রেয়,গৌতম, অগস্ত্য, বামদেব, কপিষ্ঠলী, অসমর্থ, কুশিক, ভার্গব, কাশ্যপ, কাপ্য, শর্করাক্ষ, শৌনক, মৈত্রেয়, মধ্যতায়নি, অগ্নিবেশ, সুশ্রুত, নারদ, পুলস্ত্য, অসিত, চ্যবন, পৈঙ্গী, ধৌম্য প্রভৃতি বহুল আচার্য্য চিকিৎসা সংহিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুশ্রুতসংহিতায় জরায়ুরূপ বিকাশে এই সকল আচার্য্যদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণ পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও পুরাণাদিতেও এই সকল সংহিতার নাম পরিদৃষ্ট হয়। পাণিনির পূর্ব্ব সময়ে এদেশে যে আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা একবারেই নিঃসন্দেহ। পাণিনিব্যাকরণের অনেকানেক সূত্রেও ইহার সুপরিচয় পাওয়া যায় যথা—

(১) শিশুক্রন্দযমসভদ্বন্দ্বেন্দ্রজননাদিভ্যশ্ছঃ ৪।৩।৮৮
(২) পরিমাণান্তস্যাসংজ্ঞাশাণয়োঃ ৭।৩।১৭
(৩) খার্য্যাঃ প্রাচাম্ ৫।৪।১০
(৪) খার্য্যা ঈকন্ ৫।১।৩৩
(৫) আঢ়কাচিতপাত্রাৎ খোঽন্যতরস্যাম্ ৫।১।৫৩
(৬) লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ ৫ ২।১০০
(৭) সিধ্মাদিভ্যশ্চ ৫।২।৯৭
(৮) রোগাচ্চাপনয়নে ৫।৪।৪৯
(৯) কালপ্রয়োজনাদ্ রোগে ৫।২।৮১
(১০) অর্শ আদিভ্যোঽচ্ ৫।২।১২৭

(১১) রোগাখ্যায়াং ণ্বুল্ বহুলম্ ৩।৩।১০৮

(১২) কথাদিভ্যষ্ঠক্ ৪।৪।১০২

বৈদিকযুগের বহুকাল পরে আয়ুর্ব্বেদ যুগের সূত্রপাত হয়। কোন্ সময় হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ আকারে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা নির্ণয় করার ঐতিহাসিক উপায় নাই। কিন্তু চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থের বহু পূর্ব্ব সময় হইতেই যে আয়ুর্ব্বেদ সুপ্রণালী-বদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চরক নামটী অবশ্য অতি প্রাচীন। যজুর্ব্বেদের শাখা গণনায় চরক শাখার নাম উল্লেখ আছে। চরকশাখার অন্তর্ভুক্ত যজুর্ব্বেদের দ্বাদশ শাখা আছে। "চরক" পদের ব্যুৎপাদনের নিমিত্ত পাণিনীয় ব্যাকরণেও একটী সূত্র আছে যথা—

"কঠচরকাল্লুক্" ৪।৩।১০৭।

চরকসংহিতা। ফলতঃ চরকসংহিতা নামে আমরা যে প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থ দেখিতে পাই ইহা চরকবংশীয় ব্যক্তি বিশেষের প্রবর্ত্তিত। আমরা নাগেশভট্ট রচিত লঘুমঞ্জুষাপাঠে জানিতে পাই, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি চরকের এক টীকা লিখিয়াছিলেন যথা—

"আপ্ত নাম অনুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্।
রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ।"

ভোজ ও চক্রপাণি উভয়েই এই মতের সমর্থক। চরকের আয়ুর্ব্বেদদীপিকা নাম্নী টীকাকার চক্রপাণিদত্ত লিখিয়াছেন—

"পাতঞ্জলমহাভাষ্যচরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্কায়দোষাণাং হর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ॥"

চরকসংহিতায় বৈদিক দেবতা ব্যতীত পৌরাণিক দেবতার নাম নাই। ইহাতেও মনে হয়, এই গ্রন্থ খানি অতি প্রাচীন। চরকের পূর্ব্ববর্ত্তীগ্রন্থ। চরকসংহিতা অতি প্রাচীন হইলেও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরও ছয় খানি সংহিতা গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি। ইহারা সকলেই আত্রেয় মুনির শিষ্য।

চরক অগ্নিবেশের অনুসরণ করিয়াই এই সংহিতা প্রণয়ন করেন। বাগ্‌ভটও স্বীয় গ্রন্থে হারীত ও ভেলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভেল মুনির অপর নাম "বেড়"। বেড়-সংহিতা এখনও প্রচলিত আছে। চরকসংহিতার অপর নাম অগ্নিবেশ-সংহিতা। কাশ্মীরের চিকিৎসক চরক এই সংহিতা খানি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ইহার শেষ তৃতীয়াংশ কয়েক শতাব্দ পরে কাশ্মীরের অপর চিকিৎসক দৃঢ়বল দ্বারা রচিত হয়। দৃঢ়বল কপিলবলের পুত্র। চক্রপাণি দত্ত চরকের টীকায় লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান চরক-সংহিতার চিকিৎসিত স্থানের সপ্তদশ অধ্যায় এবং কল্পস্থানের ৭ম ও ৮ম অধ্যায় দৃঢ়বল কর্ত্তৃক রচিত। চরক-সংহিতায় ৩৬০ খানি অস্থি গণিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও এই সংখ্যক অস্থির গণনা লিখিত হইয়াছে। চরক-সংহিতা সর্ব্বত্র প্রচলিত গ্রন্থ। সুতরাং এই গ্রন্থের বিষয় সবিশেষ বর্ণনার প্রয়োজনাভাব।

সুশ্রুত কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম কিংবা চরক শব্দের ন্যায় উপাধি বিশেষ, তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন। কাশ্যপ্যচার্যে ইনিই আচার্য্যযুগের আচার্য্যগণের মধ্যে সবিশেষ পারদর্শিতাসহ সুশ্রুত সংহিতা। গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি শব ব্যবচ্ছেদ করিতেন। তদীয় সংহিতায় যন্ত্রময় পুত্তলিকা, অলাবু, কর্দ্দম-পূর্ণ ভস্ত্রিকা প্রভৃতি সাহায্যে অস্ত্র বা শস্ত্র ক্রিয়ার উপদেশ আছে। ভগ্নাস্থির সন্ধান, প্রণষ্ট শল্যের উদ্ধার, ব্রণের শোধন, রোপণ, উৎসাদন, অবসাদন প্রভৃতি সুশ্রুতসংহিতায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রলেপ দ্বারা লুক্কায়িত শৈল্য বিনির্ণয় করার উপায় ছিল। বিদ্রধি বা প্লীহা'র বিদ্রধি ভেদ করা, মূত্রাশয় হইতে অশ্মরী কাটিয়া বাহির করা, যন্ত্র সাহায্যে মূঢ়গর্ভ আহরণ করা, উদরে আঘাত লাগিয়া ছিন্ন অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে তাহা পুনরায় যথাস্থানে স্থাপিত করা এবং সেলাই করার বিধান সুশ্রুত-সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে। বিবর্ত্তন আবর্ত্তন-ক্রমে গর্ভিণীর সুখ প্রসবের উপায় লেখা হইয়াছে, ধাত্রীপরীক্ষা সন্তান পরীক্ষার সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ আছে। ক্ষতরোগে ধূপনের ব্যবস্থা আছে ক্ষতরোগীর শয্যাসনাদি পর্য্যন্ত ধূপিত হইত। সুশ্রুতের মতে রাজযক্ষ্মা, ২।৪ প্রকার জ্বর, কতকগুলি পাপজ ব্যাধি, ইহারা সংক্রামক। গর্ভাবস্থায় ও পাণ্ডুরোগে রক্তের লালকণিকা কমিয়া যায়, রক্তাতিসার ও উরঃক্ষতে আভ্যন্তরিক ক্ষতের চিকিৎসা করিতে হয়, রাজযক্ষ্মায় হৃৎপিণ্ডে কোটর উৎপন্ন হয়, বিসর্পের শেষাবস্থায় রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে, শস্ত্রসাধ্য রক্তার্ব্বুদ পাকিলে জীবন সুকঠিন, দর্ব্বীকরে (কৃষ্ণসর্প) কামড়াইলে হৃদয়ে রক্তশূন্যতা হয়, তজ্জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্রতায় মানুষ মারিয়া যায়, সান্নিপাত বা বিসূচিকারোগে হৃদয়ের রক্ত চাপ বাঁধিতে থাকিলে সদৃশ চিকিৎসাতত্ত্ব অনুসারে সর্পবিষ তাহার মহৌষধ। এ ছাড়া হৃদয়ে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, শিরা, ধমনী স্নায়ু প্রভৃতির প্রসার বা সংস্থিতি, রসাদি ধাতুর পরস্পর পরিণতি, বাতবাহী শিরামণ্ডলীর কার্য্য প্রভৃতি অতীব দক্ষতার সহিত সুশ্রুতসংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতায় . খন্ড আছে, যে রশ্মিবিন্দু অক্ষতারকার উপর পতিত হয়, তাহাই পদার্থের রূপানুভূতিতে পরিণত হইয়া থাকে অর্থাৎ যেমন দুইটী সমকালান্তর খদ্যোতস্ফুলিঙ্গ যুগপৎ খদ্যোতের অন্তর ও বহির্জগৎকে আলোকিত করে, আলোকরশ্মি অক্ষি-

হাবকার পড়িয়া সেইরূপ বহির্জ্জগতে রূপ ও অন্তর্জ্জগতে রূপানুভূতি হইয়া দাঁড়ায়। ইহা সমকালাবচ্ছিন্ন। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান-সম্মত।

আমরা এক্ষণে যে সুশ্রুত প্রচলিত দেখিতে পাই, বৌদ্ধ রসায়নবিদ্ নাগার্জ্জুনই ইহার সংস্কারক। ডল্লনাচার্য্য সুশ্রুতের টীকায় স্পষ্টতঃই লিখিয়াছেন—

"যত্র যত্র পরোক্ষে লিয়োগস্তত্র তত্রৈব প্রতিসংকর্ত্তুঃ সূত্রং জ্ঞাতব্যমিতি প্রতিসংকর্ত্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব।"

সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্র নাগার্জ্জুন-রচিত। ডল্লনাচার্য্য বলেন বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে যখন ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল, তখন সিদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত-গ্রন্থের উত্তরতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ইতঃ-পূর্ব্বে এই গ্রন্থ সুশ্রুততন্ত্র নামে অভিহিত ছিল। নাগার্জ্জুনের সংস্কারের পর হইতেই এই সুশ্রুত তন্ত্র সুশ্রুত-সংহিতা নামে পরিচিতিলাভ করিয়াছে।

চরক-সংহিতা যেমন চিকিৎসা প্রধান, সুশ্রুত সংহিতা তেমনি আবার অস্ত্রোপচারপ্রধান। চরক কায়চিকিৎসা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন, অপর পক্ষে সুশ্রুত ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের গৌরব উজ্জ্বলতর করেন। ধন্বন্তরি সম্প্রদায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট শল্য ও শালাক্য বিদ্যা শিক্ষা করেন। মহাভারত পাঠে জানা যায় সুশ্রুত বিশ্বামিত্রের নন্দন। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে চরক সুশ্রুত প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। টীকাকারগণ বৃদ্ধসুশ্রুত নামে প্রাচীন সুশ্রুতগ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন।

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের সপ্তম ও অষ্টম এই দুইটী অধ্যায়ে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রবিবরণ এবং পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অস্ত্রোপচারের প্রণালী লিখিত হইয়াছে। চরক-সংহিতায়ও দুই স্থানে অস্ত্র-চিকিৎসার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চরকের চিকিৎসিত স্থানে উদরব্যবচ্ছেদের প্রণালী লিখিত আছে। ইহার শারীর-স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে মৃতভ্রূণ বাহির করার প্রক্রিয়া বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই স্থানের কোথাও কোনও অস্ত্রের নাম লিখিত নাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে উদররোগের চিকিৎসা আদৌ চরকের লিখিত নহে, উহা দৃঢ়বলের লিখিত। দৃঢ়বল সুশ্রুত পাঠ করিয়াই জলোদরের অস্ত্রোপচারের প্রণালী লিখিয়া গিয়াছেন। জলোদরীর জল নিষ্কাশনের নিমিত্ত সুশ্রুতে ব্রীহিমুখ নামক এক প্রকার টোকারের (Trocar) উল্লেখ করিয়াছেন। চরকে যে অস্ত্রোপচারের কথা লিখিত হইয়াছে উহা সম্ভবতঃ দৃঢ়বলের প্রতিসংস্কারেরই ফল।

চক্রপাণিদত্ত চরকের টীকা এবং সুশ্রুতেরও একখানি টীকা করেন, শেষোক্ত টীকার নাম ভানুমতী টীকা। সুশ্রুতের অপর টীকাকার ডল্লনাচার্য্য। ডল্লনের টীকার নাম নিবন্ধসংগ্রহ। ডল্লনাচার্য্য সাহানপাল রাজার সমসাময়িক। ডল্লন, জেজ্জড়, গয়দাস ও ভাস্করের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তি ডল্লনের পূর্ব্বে সুশ্রুতের টীকা করিয়াছিলেন।

সুশ্রুতের টীকাকার

বৌদ্ধযুগ।

বৌদ্ধযুগে এদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য শাক্যসিংহের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণ এবং তদ্ধর্ম্মাবলম্বী বিত্তশালী ব্যক্তিরা মনুষ্য ও পশুদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিলেন। প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের রাজানুশাসনে প্রকাশ যে, তিনি মনুষ্য ও পশু উভয়ের জন্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অশোকের রাজত্বকাল হইতে খৃষ্টীয় ৭৫০ অব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধযুগের কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সময়ে আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। গ্রীক, মিশর, এসিয়ামাইনর প্রভৃতি দূরদূরান্তর স্থলে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচারিত হয়। নালন্দা, রাজগৃহ, গয়া, বিহার, বৈশালী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে চিকিৎসাগার, রুগ্নাবাস (হস্পিটাল) ও চিকিৎসাশিক্ষালয় (মেডিকেল কলেজ) সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল চিকিৎসালয়ে বিবিধ নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইত। মহাবগ্গ নামক পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখা যায়, শাক্যসিংহের সময়ে জীবক কৌমারভৃত্য নামে শাক্যসিংহের একজন চিকিৎসক ছিলেন। এই জীবক কোন দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে দারিদ্র্য-নিবন্ধন, আহার ও সুচিকিৎসার অভাবে জীবক উদরাময় রোগে বড় কষ্ট পাইতেন। এই অবস্থায় জীবক মনে করিলেন, জগতে আমার মত কষ্টভোগ করে এমন বহুলোক আছে। আমি যদি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারি, তবে বহু দরিদ্রলোকের উপকার করিতে সমর্থ হইব। এই মনে করিয়া জীবক আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থ তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলেন। তখন তক্ষশিলায় আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। প্রতিভাবান্ মেধাবী জীবক অতি অল্প সময়ের মধ্যে (৫ বৎসর) আয়ুর্ব্বেদে অধিকার লাভ করিলেন। জীবক ঔষধাদি কি প্রকার চিনিয়াছেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত জীবকের আচার্য্য বলিলেন, "জীবক! এই পেটিকা হাতে করিয়া এক যোজন পথ ঘুরিয়া আইস। পথে যে সকল ঔষধের গাছ দেখিতে পাইবে, তৎ সমস্ত পেটিকার মধ্যে সংগ্রহ করিয়া আনিও।" চারি পাঁচ দিনের পর জীবক পথের দুইপার্শ্বের সকল লতাগুল্মই তুলিয়া আনিয়াছিলেন। জীবক সাকেত নগরীতে আসিয়া এক বিধবারমণীর অসাধ্য শিরোরোগ চিকিৎসা করিতে গেলেন।

বিধবা বলিলেন, "অনেক বিজ্ঞ, বহুদর্শী, বৃদ্ধবৈদ্য আমার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন নাই। তুমি বালক, তুমি তাহা আরোগ্য করিবে কি রূপে?" জীবক উত্তর দিলেন, "বিজ্ঞান বালকও নহে, বৃদ্ধও নহে।" তাঁহার চিকিৎসায় বিধবা আরোগ্য লাভ করিলেন। কাশীতে একজনের সন্নিরুদ্ধ অন্ত্র (Intersusception of the bowels) হইয়াছিল। জীবক তাহার উদরে অস্ত্র (Laparatomy operation) করিয়া অন্ত্রাবরোধ আরোগ্য করেন। রাজগৃহে একজন ধনবান্ বণিকের খর্পর খুলিয়া উহার শিরঃপীড়া রোগের চিকিৎসা করেন। এই চিকিৎসায় তিনি এমন দক্ষতার সহিত অস্ত্র করিয়াছিলেন যে, উহার একগাছি কেশও স্পৃষ্ট হয় নাই, মস্তকের সেবনী (Suture) ত্রয়ের একটী সেবনীও আহত হয় নাই। এই সময়ে বুদ্ধদেবের শরীর অসুস্থ হয়। প্রধান শিষ্য আনন্দ জীবককে ডাকিয়া আনিলেন। তিনটী প্রফুল্ল পদ্মফুলে ঔষধ চূর্ণ ছড়াইয়া তাহার আঘ্রাণে জীবক তাঁহাকে সুস্থ করিলেন। এই সময়ে কাঙ্গালের সন্তান জীবক বুদ্ধদেবের বৈদ্য হইলেন।

বৌদ্ধযুগের গ্রন্থকারগণের মধ্যে বাগ্‌ভটের নামই এস্থলে প্রথমে উল্লেখ্য। চরক ও সুশ্রুতের পরেই বাগ্‌ভটের নাম। বাগ্‌ভট বা বাভট বৌদ্ধ ছিলেন, ইনি সিন্ধুপ্রদেশবাসী।

বাগ্‌ভট বাগ্‌ভট, চরক ও সুশ্রুতের সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থে ভেল ও হারীতের গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু সংগ্রহ করা হইয়াছে। গ্রন্থোপসংহারে বাগ্‌ভট লিখিয়াছেন—

"ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।

ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্‌গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥"

অর্থাৎ প্রাচীন ঋষিপ্রণীত গ্রন্থই যদি প্রীতিজনক হয়, তবে কেবল চরকসুশ্রুত পাঠ ব্যতীত ভেলাদ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ পঠিত না হয় কেন?

বাগ্‌ভটের গ্রন্থের নাম "অষ্টাঙ্গহৃদয়"। অষ্টাঙ্গহৃদয়ের অর্থ এই যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে চিকিৎসাপ্রণালী আটভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা—

(১) কায়চিকিৎসা (Internal medicine) (২) শল্য (Major surgery) (৩) শালক্য (Minor surgery) (৪) ভূতবিদ্যা (Demonology—অথর্ব্ববেদে এই চিকিৎসা যথেষ্ট পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়।) (৫) বিষ (Toxicology) (৬) রসায়ন (Tonics) (৭) বৃষ্য (Aphrodisiacs) (৮) কৌমারভৃত্য (Paedotrophy).—এই সকল বিভাগই চিকিৎসার অষ্টাঙ্গ নামে খ্যাত।

বাগ্‌ভট শল্যতন্ত্রে অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। খনিজ ও সমুদ্রজ লবণগুলির উল্লেখও ইঁহার চিকিৎসাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। কচিৎ কুত্রচিৎ পারদের ব্যবহারেরও উল্লেখ আছে। ধাতব কোন কোন ঔষধের ব্যবহার অষ্টাঙ্গহৃদয়ে দৃষ্ট হয়। বাগ্‌ভট পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে নমস্কারসূত্রেই তাহার প্রমাণ আছে। মৃগাঙ্কদত্তের পুত্র অরুণ দত্ত অষ্টাঙ্গহৃদয়-বাগ্‌ভটের এক টীকা করেন, উহার নাম "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী"। সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামক স্মৃতিসংগ্রহকার সুপণ্ডিত হেমাদ্রি বাভটের হৃদয়স্থানের "আয়ুর্ব্বেদরসায়নাখ্য" এক টীকা করেন।

মাধব-করের সংগৃহীত সুপ্রসিদ্ধ নিদানগ্রন্থের পরিচয় দেওয়ার সবিশেষ প্রয়োজন নাই। এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্রই

নিদান সুপ্রসিদ্ধ। কবিরাজমাত্রেই মাধবনিদান পাঠ করেন। এমন কি কবিরাজীশাস্ত্রে যাহাদের কিছুমাত্র পাণ্ডিত্য নাই, তাঁহারাও অন্ততঃপক্ষে মাধবকরের নিদানখানি পাঠ করিয়া থাকেন। বিজয় রক্ষিত এই গ্রন্থের "মধুকোষ" নামে যে টীকা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি উপাদেয় ও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। বাচস্পতিকৃত "আতঙ্কদর্পণ" নামে ইহার আরও একখানি টীকা আছে।

বৃন্দ নামক জনৈক চিকিৎসক "সিদ্ধযোগ" গ্রন্থের রচয়িতা। বৃন্দ চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উদ্ভিজ্জ

সিদ্ধযোগ ঔষধের ব্যবহারজনক সিদ্ধযোগ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আমরা অতঃপর চক্রপাণি দত্তের লিখিত চক্রদত্ত গ্রন্থেও ইহার পরিচয় পাই যথা :—

"যঃ সিদ্ধিযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগা

নত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্বা।"

বৃন্দ মাধবকরের নিদানের অনুসরণ করিয়া সিদ্ধযোগ-গ্রন্থলিখনের ক্রমাবলম্বন করেন।

চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত "চক্রদত্তসংগ্রহ" নামে চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চক্রদত্ত বৃন্দ ও চক্রপাণি উভয়েই ধাতব দ্রব্যাদি ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যদিও বাগ্‌ভটের সময় হইতেই ধাতবদ্রব্য ঔষধরূপে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু বৃন্দ ও চক্রদত্ত বহুল ধাতবপদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। খৃষ্ট জন্মের দশম শতাব্দ পরে প্রায় প্রত্যেক চিকিৎসাগ্রন্থে ন্যূনাধিক পরিমাণে ধাতবপদার্থের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। চক্রপাণি দত্তের পিতা মহীপালের উত্তরাধিকারী

মহীপালের রাজচিকিৎসক ছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চক্রপাণি দত্ত গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ইনিও চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের পন্থা অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময় হইতে বৈদ্যকচিকিৎসায় তন্ত্রের প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। মন্ত্রপাঠ দ্বারা যে ঔষধের গুণ ও ক্রিয়াদি বর্দ্ধিত হয়, ইঁহাদের গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা:—

"অয়ং মন্ত্রঃ প্রযোক্তব্যঃ ভিষজাপাত্রভিমন্ত্রণে। ওঁ নমো বিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ, মম ফলসিদ্ধিং দেহি দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা।"

চক্রপাণির রসায়ন অধিকার হইতেও এইরূপ বহু মন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। চক্রদত্তের ব্যবস্থিত ঔষধগুলি পরমদৃষ্টফল বলিয়াই কোনও সময়ে ভিষক্‌সমাজে খ্যাত ছিল। ইহার গ্রন্থেই ইহার সময় ও বংশাদির পরিচয় আছে।

তান্ত্রিক যুগ।

বৌদ্ধযুগের প্রভাব ও প্রতিপত্তির হ্রাস হওয়ার পরেই তান্ত্রিক যুগের আরম্ভ হয়। প্রাচীন অথর্ব্ববেদের সময়ে লোকের হৃদয়ে যে সকল বিষয় লাভের নিমিত্ত বাসনার অনল অনুক্ষণ প্রজ্বলিত থাকিত, তান্ত্রিক যুগে আবার সেই সকল ভাব দেখা দিল। ইন্দ্রজাল ভূতবিদ্যা ও ডামর প্রভৃতির অভিমুখে আবার জনসাধারণের দৃষ্টি পড়িল। অপ্রকৃত ধাতুকে যাহাতে স্বর্ণে পরিণত করা যায়, তজ্জন্য এক শ্রেণীর পণ্ডিত দিবানিশি মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইঁহারা বহুবিধ ধাতবপদার্থ পরীক্ষা করার নিমিত্ত দিবানিশি মূষা প্রজ্বলিত রাখিতেন, অনুক্ষণ এই প্রজ্বলিত মূষায় স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ, বিশেষতঃ পারদ প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর পরীক্ষা করিতেন। ফাঁকি দিয়া প্রকৃতির নিকট হইতে মূল্যবান দ্রব্য আদায় করিয়া রাতারাতি ধনী হইতে কাহার সাধ না হয়? ফলতঃ তান্ত্রিক যুগে প্রকৃতির রত্নভাণ্ডার-লাভের লোভে এইরূপ একটা ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল।

অপরদিকে রক্তচন্দনচর্চ্চিত রক্তবস্ত্র ও রক্তমাল্যপরিধারী, রক্তশিরস্ত্রাণশীল ভীষণ ভৈরবাচার্য্যগণ শ্মশানে শুভ্র শবদেহে বসিয়া শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত পঞ্চ-মকারের প্রাদুর্ভাবও যথেষ্টরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। এই সকল বীরাচারের মধ্য দিয়া তান্ত্রিক চিকিৎসার একটী খরপ্রবাহও সহসা এদেশে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে শৈবতন্ত্রের প্রাদুর্ভাবে চিকিৎসকগণ পারদের তথ্যানুসন্ধানে অধিকতর মনোযোগী হই-লেন, তাঁহারা পারদের বহু গুণ দেখিতে পাইলেন। পারদের অপর নাম "রস"। এই রস সম্বন্ধে এরূপ বিপুল আলোচনা হইতে লাগিল যে এই "রস"কে লক্ষ্য করিয়া ধাতবদ্রব্যাদির পরীক্ষা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বহুল গ্রন্থের সৃষ্টি হইল। রসরত্নাকর, রসহৃদয়, রসেশ্বর সিদ্ধান্ত, রসার্ণব, রসকৌমুদী, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ এবং রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থের আবির্ভাবে তান্ত্রিক-চিকিৎসার প্রধান পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এমন কি সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহেও আমরা "রসেশ্বরদর্শন" নাম পারদ-মাহাত্ম্য-পূর্ণ একখানি দর্শনশাস্ত্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই।

যদিও পারদ-চিকিৎসার প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থ এই সকল গ্রন্থের নামকরণে গ্রন্থের নামের পূর্ব্বে "রস" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু হীরক, তাম্র, রৌপ্য, অভ্র ও লৌহ প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর জারণ, মারণ ও শোধন এবং ঔষধার্থে ব্যবহার-প্রয়োগ অতীব বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনার উপযোগীও অনেক বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এই প্রণালীর চিকিৎসা ক্রমে আরবে ও পারস্যে প্রবর্ত্তিত হয়। বহুল গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

মুসলমান যুগ।

মহম্মদের সময়ে আরবে দিনা নগরে একটী চিকিৎসাশিক্ষালয় ছিল। এই শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন হারিস-বেন-কালদা। ইনি এদেশ হইতেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া যান। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে হারুণ-অল রসিদের পুত্র খালীফ্ আলমামন্ সর্ব্বপ্রথমে পারস্তভাষায় চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদ করেন, পশ্চাৎ তদ্দ্বারা এই গ্রন্থ আরবীভাষায় অনূদিত হয়। বোগদাদের খালিফ্-গণের রাজসভায় বহুল সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিত থাকিতেন। ইবিন্ আবুওসোবিয়ায় রচিত একখানি ইতিহাসগ্রন্থে ইঁহাদের নাম জানা যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে এই গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে কঙ্ক, ক্ষেত্রজ্ঞ, সঞ্জয়, শনক ও মাক প্রভৃতি ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণের নাম লিখিত আছে। এই সকল ভিষক্ খালিফের রাজবৈদ্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। যে সকল মুসলমানসম্রাট্ ভারতবর্ষ শাসন করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুদের বেদের প্রতি তাঁহাদের কাহারও কাহারও বিদ্বেষ থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের প্রতি কাহারও বিদ্বেষ ছিল বলিয়া জানা যায় না। প্রত্যুত অনেকের রাজসভায় আয়ুর্ব্বেদবৈদ্য নিযুক্ত থাকিতেন। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস তৎসাময়িক বাঙ্গালার নবাবের রাজবৈদ্য ছিলেন। মাধবীয়নিদানের "আতঙ্কদর্পণ" নামক টীকাকার বাচস্পতি তদীয় গ্রন্থভূমিকায় যে শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহাতে পিতা প্রমোদ মহম্মদ হাম্বীরের রাজবৈদ্য ছিলেন। মহম্মদ হাম্বীরের অপর নাম ময়জুদ্দীন মহম্মদ। ইনি মহম্মদ ঘোরী নামে সুপরিচিত। ইনি ১১৯৩ হইতে

১২০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত ছিলেন। ১২৩০ খৃঃ আতঙ্কদর্পণ রচিত হয়, ইহার কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বিজয় রক্ষিত মাধবীয় নিদানের মধুকোষব্যাখ্যা সমাপ্ত করেন। সম্ভবতঃ ইহারও কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে অরুণদত্ত বাগ্‌ভটের টীকা করিয়াছিলেন। মুসলমানরাজত্বের সময়ে অনেকগুলি টীকাগ্রন্থ রচিত হয়। মূলগ্রন্থও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। নিম্নে কয়েকখানির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। ভাবপ্রকাশ—লটকনপুত্র ভাবমিশ্র প্রণীত (১৫৫০ খৃঃ)
২। বৈদ্যামৃত—ভট্ট মহেশ্বর প্রণীত (১৬২৭ খৃঃ)।
৩। যোগচন্দ্রিকা—পণ্ডিতদত্তের পুত্র লক্ষ্মণকৃত (১৬৩৩ খৃঃ)
৪। বৈদ্যজীবন—লোলিম্বরাজকৃত (১৬৩৩ খৃঃ)
৫। বৈদ্যবল্লভ—হস্তিরুচিকৃত (১৬৭০ খৃঃ)
৬। যোগরত্নাকর—জৈনাচার্য্য নারায়ণশেখরকৃত (১৬৭৬খৃঃ)
৭। বৈদ্যরহস্য—বংশীধরপুত্র বিদ্যাপতিকৃত (১৬৯৮ খৃঃ)
৮। চিকিৎসাসংগ্রহ—বঙ্গসেনকৃত
৯। আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ—কাশীর শ্রীমাধবকৃত (১৭৫১ খৃঃ)
১০। জ্বর-পরাজয়—জয়রবিকৃত (১৭৯১ খৃঃ)

এই কয়েকখানি ব্যতীত আরও বহুল গ্রন্থের নাম প্রকাশ পায় নাই। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে মৌলিক প্রতিভার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনেকেই পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া টীকা ও সংগ্রহগ্রন্থ লিখিতেন। কিন্তু প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করার প্রয়াস ইদানীন্তন-কালে কেবল এক তান্ত্রিকচিকিৎসাতেই কিয়ৎ-পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আমরা নিম্নে আয়ুর্ব্বেদের চরক সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট ব্যতীত কয়েকখানি প্রধান প্রধান গ্রন্থের তালিকাও প্রদান করিতেছি। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইতেছে, এই তালিকায় যেন কেহ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা বলিয়া মনে না করেন। এই তালিকায় অকারাদি ক্রমে গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, গ্রন্থকারের পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম অনুসারে লিখিত হয় নাই এবং ইতঃপূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থের নাম পরিহার বা পুনরুল্লেখের বিষয়েও দৃষ্টি রাখা হইল না।

গ্রন্থ-তালিকা

অগস্ত্যাহৃত
অগ্নিকল্প
অগ্নিবেশসংহিতা
অঙ্গলক্ষণ
অজাদিসূত্র
অজীর্ণমঞ্জরী—কাশীনাথ
ঐ কাশীরাম
অজীর্ণমঞ্জরীটীকা—রমানাথ বৈদ্য
অজীর্ণামৃতমঞ্জরী
অঞ্জননিদান—অগ্নিবেশ
অনঙ্গলোকমন্ত্র
অনিল
অনুপানমঞ্জরী—পীতাম্বর
অনুভবসার—সচ্চিদানন্দ যতি
অন্তর্দামীরাক্ষণ
অশ্বচিকিৎসা
অন্নপানবিধি
অমৃতমঞ্জরী বা অজীর্ণমঞ্জরী—কাশীনাথ ও কাশীরাম
অর্দ্দিতবাতবিধান
অষ্টধাতুমারণবিধি
অষ্টাঙ্গনিঘণ্ট
অষ্টাঙ্গসংগ্রহ
অষ্টাঙ্গহৃদয়নিঘণ্ট
অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা—বাগ্‌ভট
ঐ টীকা অরুণদত্ত
„ আশাধর
„ চন্দ্রচন্দন
„ রামনাথ
„ হেমাদ্রি
অষ্টাঙ্গহৃদয়সংগ্রহ
আত্রেয়সংহিতা
আত্রেয়সংহিতাসার
আনন্দমালা—আনন্দসিদ্ধ
আয়ুর্যুক্তি
আয়ুর্ব্বেদ—হিতুবলভা
আয়ুর্ব্বেদদীপিকা
আয়ুর্ব্বেদপ্রকাশ—মাধবউপাধ্যায়
„ মাধব
„ সুশ্রুত
আয়ুর্ব্বেদমহোদধি—শ্রীসুখ
„ সুষেণ
আয়ুর্ব্বেদরসশাস্ত্র—মাধব
আয়ুর্ব্বেদরসায়ন (অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকা)—হেমাদ্রি
আয়ুর্ব্বেদসর্ব্বস্ব—চামরাজ
আয়ুঃকল্পসিদ্ধান্তসম্বোধিনী—রামেশ্বর
আয়ুর্ব্বেদসূত্র নাথ
আরোগ্যদর্পণ
আরোগ্যমালা
উদকমঞ্জরী
উদকলক্ষণ
উন্মাদচিকিৎসাপটল
উমামহেশ্বরসংবাদ (অজ্ঞাত)
উর্ব্বীদান
ঋষিপঃকর—আত্রেয়
ঋতুগণ
ঋতুচর্য্যা
ঋতুসংহার
ঔষধকল্প
ঔষধগ্রন্থ
ঔষধপ্রকার—কৃষ্ণভট্ট
ঔষধপ্রয়োগ—ধন্বন্তরি
কক্ষাধ্যায়—অজয়াচার্য্য
কণাদসংহিতা—কণাদ
কনকসিংহপ্রকাশ—রামকৃষ্ণ বৈদ্যরাজ
কনকসিংহবিলাস
কর্পূরপ্রকাশ
কর্ম্মদীপবৃত্ত
কর্ম্মপ্রকাশ—নারায়ণ ভট্ট
কর্ম্মবিপাক
কল্পখণ্ড
কল্পতরু—মল্লিনাথ
কল্পভূষণ
কল্যাণকারক—উগ্রাদিত্যাচার্য্য
কল্যাণমৃত
কামদেবপটীসারসংগ্রহ
কামভূত
কামরত্ন (বৃহৎ ও লঘু)—
ঐ টীকা শ্রীনাথ
কৌপালিকগ্রন্থ
ক্বাথাধিকার
ক্ষেমকুতূহল—ক্ষেমরাজ বা ক্ষেমশর্ম্মা
গদাধ্যায়—পরমেশ্বর রক্ষিত
গদনিগ্রহ—সোঢ়ল
গদরাজতন্ত্র
গদবিনিশ্চয়—বৃন্দ
গদবিনোদনিঘণ্ট
গন্ধকরসায়ন
গন্ধদীপিকা
গুটিকাধিকার

বৈদ্যচিন্তামণি, একজন আয়ুর্ব্বেদবিৎ। বৈদ্যরত্নের পুত্র ও নারায়ণ কবিরাজের ছাত্র। ইনি প্রয়োগামৃত নামে একখানি বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

বৈদ্যজাতি, বৈদ্য বলিলে পূর্ব্বে চিকিৎসক মাত্রই বুঝায়। সকল জাতির মধ্যেই যে ব্যক্তি বা বংশ চিকিৎসা ব্যবসা করিত, তাহাকেও 'বৈদ্য' বলা হইত। এই রূপে আব্রাহ্মণচণ্ডাল বহু জাতির মধ্যে বৈদ্যোপাধি প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু কালে এই বৈদ্য শব্দ এক একটী বিশিষ্ট জাতিবাচী হইয়া পড়িয়াছিল। চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্য জাতি পূর্ব্বকালে অম্বষ্ঠ নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। বৈদ্য বলিলে, এই অম্বষ্ঠ জাতিকেই বুঝাইত। এই অম্বষ্ঠ জাতিও এক প্রকার নহে।

নানামতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। এই অম্বষ্ঠগণের উৎপত্তি লইয়া নানা মুনির নানামত। নিম্নে সেই সকল প্রাচীন মত উদ্ধৃত হইল —

১। গৌতম ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে,

"অনুলোমা অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ
সবর্ণাম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্যন্তপারশবাঃ।" (৪।১৬)

অর্থাৎ অনন্তরজ, একান্তরজ ও দ্ব্যন্তরজ ক্রমে জাত অনুলোমগণই সবর্ণ অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্যন্ত ও পারশব জাতি।

বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রেও উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে, যথা—

"ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণো বৈশ্যায়ামম্বষ্ঠঃ শূদ্রায়াং নিষাদঃ (১।১৬।৭)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রাতে নিষাদ।

ভগবান্ মনুও ধর্ম্মসূত্রানুসারেই লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।" (১০।৮)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ নামক জাতি হইয়াছে।

২। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,—

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥" (১।৯১)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যার স্ত্রীগর্ভে * অম্বষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে নিষাদ বা পারশব উৎপন্ন হইয়াছে।

৩। ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেৎ তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ ॥৩১
ধ্বজিনী জীবিকা বাপি অম্বষ্ঠাঃ শস্ত্রজীবিনঃ।"

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যাতে যে উৎপন্ন, তাহাকে অম্বষ্ঠ বলা যায়। সে কৃষিজীবী, তাহার বৃত্তি কর্ম্ম এবং ধ্বজাধরাই জীবিকা। অম্বষ্ঠেরা শস্ত্রজীবি।

৪। মহর্ষি নারদের মতে—

"উগ্রঃ পারশবশ্চৈব নিষাদশ্চানুলোমতঃ।
অম্বষ্ঠো মাগধশ্চৈব ক্ষত্তা চ ক্ষত্রিয়াত্মজঃ ॥"

উগ্র, পারশব ও নিষাদ অনুলোমক্রমে ইহাদের উৎপত্তি। অম্বষ্ঠ, মাগধ ও ক্ষত্তা এই কয় জাতি ক্ষত্রিয়কন্যা হইতে জাত।

৫। পরে আবার তিনি বলিয়াছেন—

"অম্বষ্ঠোগ্রে তথা পুত্রাবেবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
একান্তরস্তু চাম্বষ্ঠো বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ সুতঃ ॥
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ তদ্বৎ নিষাদো নাম জায়তে।
শূদ্রা পারশবং সূতে ব্রাহ্মণাদুত্তরং সুতম্ ॥" (১২।১০৭-১০৮)

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে অম্বষ্ঠ ও উগ্রজাতি। ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে একান্তর অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে [illegible] নামক জাতি এবং ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে পারশব পুত্র উৎপত্তি।

৬। মনুটীকাকার রামচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন—

"নৃপকন্যায়াং বৈশ্যাৎ উৎপন্নঃ শূদ্রাদ উৎপন্নো যদি [illegible] অম্বষ্ঠো ভবতঃ।" (মনুটীকা ১০।৭)

ক্ষত্রিয় ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে এবং শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে দুই প্রকার অম্বষ্ঠ হয়।

৭। স্মার্ত্ত রামচন্দ্র আবার "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসনম্" [illegible] শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—

"অম্বষ্ঠানাং শূদ্রাদম্বষ্ঠা জাতাঃ চিকিৎসনং শাস্ত্র বৈদ্যক [illegible]"

([illegible])

অর্থাৎ অম্বষ্ঠগণের চিকিৎসা অর্থাৎ বৈদ্যক শাস্ত্র জীবিকা, এই অম্বষ্ঠগণ শূদ্র হইতে উৎপন্ন।

৮। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (১৩।৩৩-৩৯) লিখিত আছে,

"অয়মস্তঃ সঙ্করো হি বেণস্য বশগঃ পুরা।
বৈশ্যাং সমুপসংগম্য চক্রেহকর্মপি সঙ্করম্ ॥
তস্মাদম্বষ্ঠনামা তু সঙ্করোঽয়ং ধরাপতে।
অস্যাপি তস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো দ্বিজজন্মনঃ।
যেনায়ং সংস্কৃতো ভূত্বা পুনর্জাতো ভবিষ্যতি ॥
ব্যাস উবাচ।
ইত্যুক্তা তে দ্বিজগণাঃ পুনা নামত্তাদয়ঃ কৌ।
তস্যাম্বষ্ঠস্য বিপ্রা দয়াবন্তো দ্বিজাত্তয়ঃ ॥
আয়ুর্ব্বেদং দদৌ তস্মৈ জীবনায় চ পুষ্কলম্।
তেনাসৌ পাপমুক্তোঽম্বষ্ঠব্যাধিসংযুক্তঃ ॥

* মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর এস্থানে 'বিশঃ স্ত্রিয়াং' অর্থে 'বিবাহিত বৈশ্যকন্যা' অর্থ করিয়াছেন।

চারুরূপধরৌ ভূত্বা বিপ্রাণাং শিরসাকরোৎ।
প্রণম্য ভক্তিতো বিপ্রান্ সোঽম্বষ্ঠো বিপ্রসত্তম।
কৃতাঞ্জলিপুটস্তস্থৌ ব্রাহ্মণাশ্চ তদাব্রুবন্॥
ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।
অস্মাভির্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি সত্তমোত্তম!
তানি তুভ্যঞ্চ দত্তানি গৃহীত্বা কুশলীভব।
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যথ।
ইত্যুক্তস্তৈস্তদাম্বষ্ঠস্তথেতি কৃতবানভূৎ।"

হে ভৃগতে! এই আর এক সঙ্কর, এই জাতিও পূর্ব্বে বেদের বহির্ভূত ছিল। ব্রাহ্মণ বৈশ্যাতে উপগত হইয়া এই সঙ্করের জন্মদান করিয়াছেন। তাহা হইতে এ সঙ্করের নাম অম্বষ্ঠ হইয়াছে। বিপ্র হইতে ইহার জন্ম, ইহার কোনরূপ সংস্কার করা আমাদের কর্ত্তব্য। যদ্দ্বারা সংস্কৃত হইয়া পুনর্জাতের মত হউক। ব্যাস কহিলেন, বিপ্রগণ এই বলিয়া অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে বরবান বিপ্রগণ অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদ দিয়া 'বৈদ্য' নামকরণ করিলেন। তখন হইতে এই জাতির অম্বষ্ঠখ্যাতি রহিল। তাঁহারা সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলে বিপ্রগণ বলিতে লাগিলেন, হে বর্ণসঙ্করগণের প্রধান! আমরা যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, তাহাও তোমাদিগকে দিতেছি। চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া কুশলে থাক। তোমরা শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তদুপযোগী বৈদিককার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহিলে অম্বষ্ঠ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে দুইপ্রকার বৈদ্যজাতির উৎপত্তি-কথা লিখিত হইয়াছে, যথা—

৯। "ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সঙ্কীর্ণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যদ্বিজন্মনোঃ।" (১০।১৮)

হে বিপ্রেন্দ্র! ইহারাই আদি সৎশূদ্র বলিয়া খ্যাত, শূদ্রাগর্ভে বৈশ্যের ঔরসে করণ এবং দ্বিজাতি হইতে বৈশ্যাগর্ভে অম্বষ্ঠ হইয়াছে।

১০। "বর্ণসঙ্করদোষেণ বহ্ব্যশ্চ জাতয়ঃ।
তাসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বক্তুং ক্ষমো দ্বিজ॥
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং যে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥

শৌনক উবাচ।
কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যাস্তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ।
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার হ॥
সৌতিরুবাচ।
গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ।
দদর্শ কামুকঃ শান্তাং পুষ্পোদ্যানে চ নির্জ্জনে॥
তয়া নিবারিতো যত্নাৎ বলেন বলবান্ সুরঃ।
অতীবসুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ॥
সপুত্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যন্মার্গে দৈবসঙ্কটম্॥
বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীম্।
সরিদ্বভূব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতাঃ॥
পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানাশিল্পঞ্চ মন্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ॥"
(ব্রহ্মখণ্ড ১০।১২২-১৩১)

অর্থাৎ বর্ণসঙ্করদোষে নানাজাতির নাম হইয়াছে, তাহাদের নাম ও সংখ্যা করা কাহার সাধ্য? অশ্বিনীকুমারের ঔরসে ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি। বৈদ্যবীর্য্যে শূদ্রাগর্ভে নানা জাতি হইয়াছে, তাহারা নানা গাছ গাছড়ার গুণ জানে এবং ঝাড় ফুঁক দিয়া রোগ নিবারণ করিয়া থাকে। আবার ঐ সকল (বেদিয়া) হইতে শূদ্রার গর্ভে ব্যালগ্রাহী বা সাপুড়িয়ার জন্ম হইয়াছে। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমার কিরূপে কি দৈববিপাকে ব্রাহ্মণপত্নীতে বীর্য্যপাত করিলেন? সৌতি কহিলেন, এক ব্রাহ্মণী তীর্থযাত্রায় যান। নির্জ্জনপুষ্পোদ্যানে সেই শান্তা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমার কামুক হইলেন। ব্রাহ্মণী নিবারণ করিলেও বলবান দেবতা তাহাকে অতীব সুন্দরী দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাতে বীর্য্যাধান করিলেন। ব্রাহ্মণী সেই মনোহর পুষ্পোদ্যানে গর্ভত্যাগ করেন, তাহাতে তপ্তকাঞ্চনের মত সদ্য এক পুত্র জন্মিল। ব্রাহ্মণী সেই পুত্রসহ স্বামিগৃহে গমন করিলেন এবং পথে যে দৈবসঙ্কট ঘটিয়াছে, তাহাও স্বামীর নিকট প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে সপুত্র নিজভার্য্যাকে ত্যাগ করেন। তখন ব্রাহ্মণী যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া গোদাবরী নদীরূপ ধারণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার আসিয়া পুত্রকে যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা-শাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা ও মন্ত্র শিখাইলেন।

১১। নির্ণয়সিন্ধুকার প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত কমলাকর প্রাচীন স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

"ব্রাহ্মণেনোগ্রকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
স করোতি মনুষ্যাণাং চিকিৎসাং রোগিণামপি ॥"

(শূদ্রকমলাকর)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে আওরী কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ নামক জাতি হইয়াছে। এই জাতি মনুষ্য ও অপর রোগিগণের চিকিৎসা করিয়া থাকে।

১২।১৩শ কমলাকর ভট্ট তৎপরে আরও দুইপ্রকার অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন—"বিপ্রাৎ বৈশ্যাজঃ ক্ষত্রাৎ শূদ্রাজশ্চ ইতি দ্বৌ অম্বষ্ঠৌ"—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাগর্ভজাত এই দুইপ্রকার অম্বষ্ঠ।

১৩। মেধাতিথি মনুসংহিতায় ১০।৮ শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"একান্তরা ব্রাহ্মণস্য বৈশ্যা তত্র জাতোঽম্বষ্ঠঃ।
স্মৃত্যন্তরে কৃষ্ণকণ্টক ইত্যুক্তঃ ॥"

তৎপরে ১০।২১ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি পুনরায় বলিয়াছেন,—

"ন হ্যনুলোমত্বাদপাপাত্মা অয়ং চাসংস্কৃতাত্মনো
ব্রাত্যাজ্জাতোঽনধিকারিত্বাদ্যুক্তং"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ, অন্যস্মৃতিতে তাহার নাম কৃষ্ণকণ্টক। ঐ জাতি অনুলোম বলিয়া পাপাত্মা নহে, তবে অসংস্কৃতাত্মা ব্রাত্য হইতে উৎপন্ন গর্ভজাত বলিয়া ইহার বৈদিক কার্য্যাদিতে অনধিকারী।

১৪। কবিরাজ ভরত তাঁহার বৈদ্যকুলদর্পণে লিখিয়াছেন,—
"অপিচ স্কন্দপুরাণে,—

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্বন্তরের্মহাভাগঃ সমুৎপন্নঃ কথং ভুবি।
অহংবৎ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ! তন্মে বদ মহামুনে ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথং জাতো ধন্বন্তরিরিহৈব তু।
মহর্ষি গালবো নাম কস্মিংশ্চিদ্দিবসে বনম্ ॥
জগাম তত্র ভ্রমণাদতিশ্রান্তকলেবরঃ।
ততো নির্ব্বৃতে তস্মাৎ তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতঃ ॥
ততো মুনির্বিদেশে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ।
তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তোঽসৌ বভাষে মুনিপুঙ্গবঃ ॥
হে কন্যে ত্বং জলং দেহি প্রাণরক্ষা কুরুষ মে।
অবশ্যং হি মে প্রাণাস্ত্যজন্তি জলং শুভে ॥
ততঃ সা কলসং ভূমৌ নিধায়াতিচঞ্চলা।
গালবস্তেন তোয়েন স্নাত্বা তোয়ং পপৌ চ তু ॥
প্রাণান্তে কোঽপি দোষোঽত্র নাস্তীতি চিন্তয়ন্ মুনিঃ।
প্রায়শ্চিত্তঃ করিষ্যামি পশ্চাদস্য কুকর্ম্মণঃ ॥
এবং বিধায় প্রোবাচ তাং কন্যামতিভাবিতাম।
শতপুত্রং বৈ তে কন্যে জায়তাং মম তোষণাৎ ॥
ততঃ প্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণিগ্রাহোঽভবৎ।
বীরভদ্রাভিধানাং হি জানিয়াত্র নিসত্তম।
বিচিন্ত্য মুনিস্তামানায়াজগামাশ্রমকং ততঃ ॥
মুনীনামাশ্রমে নীত্বা উবাচ হর্ষমানসঃ।
ভদ্রং কৃতং মুনে কিং কন্যামানয়তা ত্বয়া ॥
বৈশ্যায়াং বীরকন্যায়াং ধন্বন্তরির্ভবিষ্যতি।
ইতি চিন্তাকুলা হেতে বয়মত্রাধুনা স্থিতা ॥
চিন্তা দূরীকৃতাস্মাকং যদানীতেয়মদ্য তু।
ইত্যুক্ত্বা তে মহারাজ কুশপুত্তলিকাং ততঃ ॥
কৃত্বা ক্রোড়ে ন্যস্তবন্তো বেদমার্গেণ সংস্কৃতাম।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং চক্রুস্তে সাক্ষাৎ পুত্রাকৃতিঃ ॥
ততোঽভবৎ কাকনরাশিগৌরো বালোঽহিনামাকৃতির্হরন্তঃ।
ক্রোড়ে সমালোক্য সুতং মুনীন্দ্রাঃ প্রাপুঃ পরং বেদসমানভাবং ॥
বৈদ্যঃ সুতোঽস্য জননীকুলেন চ জাতো ঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
এবমূচু স্ততঃ সর্ব্বে মুনয়ো বেদপারগাঃ।
অমৃতাচার্য্য ইত্যেষ চক্রবর্ত্ত্যভিধানকঃ ॥
পিত্রালয়ং যাহি তদ্ভে ত্বমস্ত ভদ্রগামিনি বৈ।
ইত্যাকর্ণ্য বীরভদ্রা চচাল পিতৃমন্দিরং।
বিলম্বকারণং সা তু কথয়ামাস মাতরি।
ততো হি মুনয়স্তস্য চক্রুঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ ক্রমাৎ।
তমপ্যধ্যাপয়ামাসুরায়ুর্ব্বেদং ক্রমেণ তু।
সিদ্ধবিদ্যাং সাধ্যবিদ্যাং তথা কষ্টকুলোদ্ভবাং ॥
বিবাহং কারয়ামাসুস্তস্যঃ কন্যা নরাধিপ।
তাসু ত্রয়োদশ সুতা বভূবুস্তস্য কেবলং।
পৃথক্ কুলানি জাতানি তেষামেব ত্রয়োদশ ॥
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দেবো দত্তো ধরঃ করঃ।
কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতশ্চ রাজঃ সোমস্তথৈব চ ॥
নন্দী চৈব কুলাজ্জাতাম্বষ্ঠানাং কুলাঃ নৃপ।
উত্তমৌ সেনদাসৌ চ গুপ্তশ্চৈব তথা পরে ॥
মধ্যমৌ দেবদত্তৌ চ শেষাঃ কন্যাধমাধমঃ।
স্থানদোষাৎ ক্রিয়ালোপাৎ অধমাস্তাহৃতাস্ত বৈ ॥
বৈশ্যবৎ তাতকর্ম্মাণি নিষ্পাদ্যন্তে মুনীশ্বরৈঃ।
অম্বষ্ঠানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যতো মাতৃকুলে স্থিতঃ ॥
আরাধ্যা শূদ্রজাতানাং নরৈশ্চ বিশেষতঃ ॥
বেদাধ্যয়নবর্জ্জ্যশ্চ বৈদ্যশ্চ গালবগোত্রকম্।
মাসাধিকঞ্চ যৎকর্ম্ম ব্রাহ্মণৈরিতিরেব চ ॥

ইতীব কথিতং রাজন্ তবভাবে যথাপুনঃ।

ধন্বন্তরিঃ স ভগবান্ বিষ্ণুং স্মৃত্বা দিবং গতঃ ॥"

(ইতি স্কন্দপুরাণে বৈদ্যোৎপত্তিবিবেচনম্)

স্কন্দপুরাণে যুধিষ্ঠির মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহামুনি! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ। কিরূপে ধন্বন্তরির উৎপত্তি হইল, বলুন। মৈত্রেয় কহিলেন, হে রাজন। কিরূপে ধন্বন্তরি হইল, শ্রবণ করুন। গালব নামক এক মহর্ষি দর্ভ আনিতে বনে যান, তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। অনন্তর তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া মুনি এক কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। মুনিবর সেই কন্যাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হে কন্যে। শীঘ্র জল দিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর, আমার প্রাণ আইঢাই করিতেছে, শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছে, শীঘ্র একটু জল দাও। তখন সেই কন্যা ভূমে কলসী নামাইয়া দণ্ডায়মান রহিল। গালব সেই জলে স্নান করিয়া পরে জলপান করিলেন। প্রাণান্তকালে এরূপ কার্য্যে দোষ নাই ভাবিলেন এবং এই কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিব এই স্থির করিয়া সেই কন্যাকে অতিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে কন্যে। আমার তৃপ্তিহেতু তোমার শতপুত্র জন্মিবে। তখন কন্যা বলিল, আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। অতঃপর মুনি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যাও উত্তর করিল, হে মুনি-সত্তম। আমার নাম বীরভদ্রা। মুনি ভাবিতে ভাবিতে তাহাকে লইয়া নিজ আশ্রমে আসিলেন এবং অন্যান্য মুনিগণকে ব্যাপারটা জানাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনি কন্যাকে আনিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। কিরূপে বৈশ্যা বীরভদ্রা হইতে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করিবেন এই চিন্তায় আমরা ব্যাকুল হইয়াছিলাম। আপনি এই অদ্ভুত কন্যাকে আনয়ন করিয়া আমাদের সেই চিন্তা দূর করিলেন। এই বলিয়া তাঁহারা এক কুশপুত্তলিকা করিয়া সেই কুশে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বীরভদ্রার কোলে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। তখন সেই সুবর্ণকান্তি গৌরবর্ণ মনোরম বালককে দেখিয়া মুনীন্দ্রগণ আনন্দ লাভ করিয়া কহিলেন যে, বেদপ্রভাবে ইহার জন্ম হইয়াছে, এ কারণ বৈদ্য এবং অম্বাকুলে স্থিতি বলিয়া অম্বষ্ঠ নাম হইল। তখন মুনিগণ তাঁহার অমৃতাচার্য্য এই উপাধি দিলেন এবং বীরভদ্রাকে কহিলেন, হে বীরভদ্রে! তুমি অক্ষতযোনি হইয়া বাপের ঘরে যাও। এই কথা শুনিয়া বীরভদ্রা পিত্রালয়ে আসিল এবং মাতাকে বিলম্বের কারণ বলিল। অনন্তর মুনিগণ সেই পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া যথাকালে আয়ুর্ব্বেদ পড়াইলেন এবং তাঁহাকে সিদ্ধবিদ্যা, সাধ্যবিদ্যা ও কষ্টকুলোদ্ভবা তিন কন্যার পাণিগ্রহণ করাইলেন।

সেই তিনটী কন্যাতে ১৩টী পুত্র জন্মিল, এই ১৩ জন হইতে সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত, ধর, কর, কুণ্ড, চন্দ্র, রক্ষিত, রাজ, সোম ও নন্দী এই পৃথক্ ১৩ ঘর অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হয়। ইঁহা-দের মধ্যে সেন, দাস ও গুপ্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দেব ও দত্ত মধ্যম, অবশিষ্ট ধরকরাদি স্থানদোষে এবং ক্রিয়াকলাপলোপ হেতু অধম বলিয়া কথিত হন। মুনিগণ এই সকল অম্বষ্ঠদিগের শুদ্ধিকর্ম্ম বৈশ্যের ন্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ সকল অম্বষ্ঠ-রই মাতৃকুলে অবস্থান, সুতরাং মাতৃকুলের আচারানুষ্ঠানই তাঁহাদের করণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদমন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ইঁহাদের বীজপুরুষের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইঁহারা সম্যক্-প্রকারে শূদ্রজাতির আরাধ্য ও নমস্য এবং বেদবিহিত ব্রতবাদির পরিপালক। ইঁহাদের মাসাদিতে যে পরিশুদ্ধি তাহাও ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তৃকই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে মহারাজ! আপ-নার নিকট এক্ষণে পুনর্ব্বার নিবেদন করিতেছি যে, সেই ভগবান্ ধন্বন্তরি এইরূপ ভাবে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া স্বর্গত হইলেন।

১৬। বৈদ্যকুলতিলক ভরতমল্লিক তাঁহার চন্দ্রপ্রভায় লিখিয়াছেন—

"সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রকন্যক উপযেমিরে ॥

তত্র বৈশ্যাসুতায়াং যে জাতাস্তে তনয়া অমী।

সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।

তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্ত্বম্বষ্ঠাকুলে হি তৎ।

অম্বষ্ঠ ইত্যাসাবুক্তস্ততো জাতিপ্রবর্ত্তনাৎ ॥

পরে সর্ব্বেঽপি চাম্বষ্ঠা বৈশ্যা ব্রাহ্মণসম্ভবাঃ।

জননীতো জনুর্লব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতাঃ ॥

অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ।

অথ রুক্ প্রতীকারাৎ ভিষজস্তু প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাঃ ত্রেতায়াং ক্ষত্রবৎস্মৃতাঃ।

দ্বাপরে বৈশ্যবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ শূদ্রসমা মতাঃ ॥"

অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কন্যাকেই বিবাহ করিতেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যসুতার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহারা সকলে বেদবেদাঙ্গপারগ মুনি বলিয়া গণ্য। তাঁহাদের মধ্যে অমৃতাচার্য্য (ধন্বন্তরি) প্রধান, অম্বা অর্থাৎ জননীকুলে জন্মহেতু জাতি-প্রবর্ত্তনকালে তাঁহার অম্বষ্ঠ নাম হয়, পরে ব্রাহ্মণ বৈশ্যা-সম্ভূত সকলেই অম্বষ্ঠজাতি হইলেন। জননী হইতে জন্মলাভ ও বেদমন্ত্রপ্রভাবে দ্বিজত্বলাভ করিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা সকলেই 'অম্বষ্ঠ' ও 'বৈদ্য' নামে খ্যাত হইলেন। রোগ ভাল করেন বলিয়া 'ভিষক্' বলিয়াও গণ্য হন। বৈদ্যজাতি সত্যযুগে

'পশুসদৃশ, ত্রেতায় ক্ষত্রিয়বৎ দ্বাপরে বৈশ্যবৎ ও কলিতে শূদ্রের সমান বলিয়া পরিচিত।

এতদ্ভিন্ন মহাভারতে আর একপ্রকার বৈদ্যের উল্লেখ আছে,

"চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদোহি ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।

বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥"

(ভারত অনুশাসন ৪৮।১২)

অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে বৈদ্য নামক অপসদ জাতির উৎপত্তি।

উপরে যে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, ঐ কয়েকটী প্রমাণ হইতে আমরা ১৫ প্রকার অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যের সন্ধান পাইতেছি।

মনুসংহিতা ও মহাভারতের প্রধান প্রধান টীকাকার অধিকাংশই অম্বষ্ঠকে অপসদ বা অপধ্বংসজ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। মনু অম্বষ্ঠের বৃত্তিনির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন,

"যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।

তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥

সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।" (১০।৪৬)

দ্বিজাতির মধ্যে যাহারা অপসদ ও অপধ্বংসজ, তাহারা, দ্বিজগণের নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। (ইহাদের মধ্যে) সূতজাতির বৃত্তি অশ্বসারথ্য ও অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা।*

মনুটীকায় (১০।৪৬) নন্দনাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"অথ দস্যূনাং সাধারণীং বৃত্তিমাহ। যে দ্বিজানামপসদা ইতি। অপসদাঃ চৌর্য্যজাতা অনুলোমজাঃ অপধ্বংসজাঃ প্রতিলোমজাঃ সূতাদয়ঃ অনুলোমজেষ্বপ্যনন্তরাঃ পুত্রব্যতিরিক্তা অম্বষ্ঠাদয়শ্চ সজাতীয়েষ্বপি কুণ্ডগোলকাদয়শ্চ দ্বিজানামেব কর্ম্মভির্নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুঃ কর্ম্মভিঃ চিকিৎসাশ্বসারথ্যাদিভির্জীবয়েয়ুঃ।"

অর্থাৎ দস্যুদিগের সাধারণ-বৃত্তি বলা যাইতেছে। দ্বিজাতির মধ্যে যাহারা অপসদ অর্থাৎ চৌর্য্যজাত অনুলোমজ অম্বষ্ঠাদি এবং অপধ্বংসজ বা প্রতিলোমজ সূতাদি। অনুলোমজ হইলেও অনন্তরপুত্র ছাড়া অম্বষ্ঠাদি এবং সজাতিতে জন্ম হইলেও কুণ্ডগোলকাদি দ্বিজাতিগণের জন্যই চিকিৎসা অশ্বসারথ্যাদি নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

উদ্ধৃত বচনানুসারে অম্বষ্ঠ দস্যু ও চৌর্য্যজাত অর্থাৎ বলাৎকার দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে। বেদব্যাস মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ৪৯ অধ্যায়ে অম্বষ্ঠকে অপধ্বংসজ বলিয়া ধরিয়াছেন মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর 'অপধ্বংসজ' শব্দের "ব্যভিচারজাত" অর্থ করিয়াছেন। (যাজ্ঞবল্ক্যটীকা ১।৯০)। মনুটীকায় সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণও লিখিয়াছেন,—

"বিপ্রাদ্বৈশ্যায়াং যথাযথো যথা বা ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রায়ামুগ্রঃ পুনঃ আনুলোম্যেন জাতোঽপ্যনন্তরস্ত্রীজাতপুত্রাপেক্ষয়া নিন্দিতস্তথা বৈশ্যাদিপ্রায়াং জাতো বৈদেহঃ শূদ্রাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতশ্চ ক্ষত্তা। অনন্তরপ্রতিলোমজাদপেক্ষতে ..... যথা সূতো নিন্দিতাবধি শেষঃ।" (মনুটীকা ১০।১১) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যার গর্ভজ অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজ উগ্রপুত্র অনন্তর স্ত্রীজাত পুত্রাপেক্ষা নিন্দিত, এইরূপ বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত বৈদেহ শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্তাও নিন্দিত, অনন্তরজ-প্রতিলোম অপেক্ষা একান্তরজ প্রতিলোমগণও নিন্দিত। কারণ স্মৃতিতে আছে, অম্বষ্ঠ ও উগ্র উভয় জাতিই নিন্দিত।

প্রসিদ্ধ টীকাকার সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ মনুর ১০।৪০ শ্লোকের টীকায় "এতে সূতাদয় বিজ্ঞাতাশ্চিহ্নতাঃ" অর্থাৎ সূত,অম্বষ্ঠ হইতে বেণ পর্য্যন্ত চিহ্নিত জাতি সকলকে ধরিয়া লইতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার মতে এই সকল জাতিই সমাজবাহ্য। উক্ত শ্লোকের টীকায় রামচন্দ্রও লিখিয়াছেন, "স্বকর্ম্মভির্বিজ্ঞেয়ো বিজ্ঞাতা ইহ পৌণ্ড্রকাদয়ঃ বসেয়ুঃ" অর্থাৎ রামচন্দ্রের মতে পৌণ্ড্রক, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ এবং দ্বিজ ও শূদ্রদিগের মধ্যে যাহারা বাহ্যজাতি বা দস্যু বলিয়া খ্যাত, অপসদ ও অপধ্বংসজ বলিয়া যাহারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহারা নিন্দিত কর্ম্মদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

মনুক্ত পৌণ্ড্রকাদি ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমে ক্রমে যেরূপ ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণাদর্শন হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ নিন্দিত কার্য্যদ্বারা অম্বষ্ঠাদিও ক্রিয়া লোপহেতু পৌণ্ড্রকাদির ন্যায় বৃষলত্ব-প্রাপ্ত ও বাহ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বাস্তবিক অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ঐরূপ সমাজবাহ্য অম্বষ্ঠ বৈদ্যের বাস রহিয়াছে। এই জাতি সম্বন্ধে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের দেওয়ান পেস্কার সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখিয়াছেন, "In their dress, ornaments and festivals they do not differ from the Malayal Sudras, of whom according to the

* সূত ও অম্বষ্ঠ সহ বৈদেহক, মাগধ, নিষাদ, আয়োগব, মেদ, চুঞ্চু, মদ্গু, ক্ষত্তা, উগ্র, পুক্কস, ধিগ্বণ ও বেণ সর্ব্বশুদ্ধ এই পঞ্চদশটী জাতি মনুকর্তৃক অপসদ ও অপধ্বংসজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; মনুর মতে—

"চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষূপবনেষু চ।

বসেয়ুরেতে বিজ্ঞাতা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥" (১০।৫০)

অর্থাৎ সূতাদি ঐ সকল অপসদ ও অপধ্বংসজ জাতি নিজ নিজ জাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৈত্যবৃক্ষের তলে, শ্মশানে, পর্ব্বতে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে। মনু-টীকাকারগণের ন্যায় নীলকণ্ঠও অনুশাসনপর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ের টীকায় লিখিয়াছেন, "পঞ্চদশ বাহ্যা উক্তাঃ' অর্থাৎ উক্ত ১৫ জাতিই সমাজবাহ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

Keralotpatti, they form one of the lowest sub-divisions. The niece is the rightful wife of the son, and the daughter that of the nephew......... Among the Ampattans (Ambastham) fraternal polyandry seems to be common.*"

অর্থাৎ বেশ ভূষা ও উৎসবাদিতে মলয়াল শূদ্রগণের সহিত অম্বষ্ঠগণের কোন পার্থক্য নাই। কেরলোৎপত্তি মতে এই জাতি নীচতমশূদ্র মধ্যে গণ্য। ভাগিনেয়ীই উপযুক্ত পুত্রবধূ এবং কন্যাই ভাগিনেয়ের বধূ হইবার উপযুক্ত। এই অম্বষ্ঠ জাতির মধ্যে বহু ভ্রাতায় মিলিত হইয়া সাধারণতঃ এক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে।

সম্ভবতঃ ঐরূপ নিকৃষ্ট অম্বষ্ঠ জাতি দেখিয়াই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ "এবমম্বষ্ঠাদীনামপি কলৌ শূদ্রত্ব মিতি" লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট অঞ্চলের বৈদু ও বেজ জাতির অবস্থা আলোচনা করিলেও তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্য অম্পটন্‌জাতির ন্যায় হীন বলিয়াই মনে হয়। [বৈদু শব্দ দেখ।] বঙ্গীয় বেদেজাতির সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে।

উশনা যে অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, এই অম্বষ্ঠজাতি ভাগবতে (১০।৪৩।৪) হস্তিপকরূপে অর্থাৎ হাতীর মাহুত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,—

"অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম
নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বা নয়ামি যমসাদনম।"

'অম্বষ্ঠো হস্তিপঃ' ইতি শ্রীধর।

হিন্দু রাজত্বকালে হস্তীপকেরা চাষবাস করিত, হাতীর উপর ধ্বজা ঘাড়ে করিয়া চলিত, রণক্ষেত্রে তাহাদিগকে অস্ত্র-ধারণ করিতে হইত এবং নানা উৎসবের সময় হাতীতে অগ্রে অগ্রে গিয়া নানা অসিক্রীড়া প্রদর্শন করিত। ভাগবতের নির্দ্দিষ্ট অম্বষ্ঠই উশনার লক্ষ্যীভূত অম্বষ্ঠ। ইহারা হাতীরও চিকিৎসা করিত, এ কারণ নীচ বৈদ্যকে 'হাতুড়িয়া' বলা হয়।

নারদ ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত যে অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, মনুর প্রসিদ্ধ টীকাকার রামচন্দ্র এই অম্বষ্ঠকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, এক বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়কন্যায় জাত, অপর শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়কন্যায় জাত। সুতরাং এখানে উভয় প্রকার অম্বষ্ঠই ক্ষত্রিয়াজাত প্রতিলোমজাতি হইতেছে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে ক্ষত্রিয়কন্যা অবিবাহ্যা, সুতরাং এই উভয় প্রকার অম্বষ্ঠকেই হীন বর্ণসঙ্কর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কমলাকর দুই প্রকার অম্বষ্ঠের কথা লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণ হইতে আগুরীর কন্যাতে জাত এবং ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রাতে জাত। উহা ব্যভিচার ও অবেদ্যাবেদন বলিয়াই গৃহীত। অত-এব ব্রাহ্মণ-উগ্রাজ বা ক্ষত্রিয়-শূদ্রাজ এই দুই প্রকার অম্বষ্ঠই হীনজাতি বলিয়া নিন্দিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বৈদ্যজাতিকে কেহ কেহ 'বেদে' বলিয়া মনে করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণভার্য্যাতে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি ঘোষণা করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

"পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানা শিল্পঞ্চ মন্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ॥" (ব্রহ্মখণ্ড ১০।১৩১)

অর্থাৎ অশ্বিনীকুমার নিজ বলাৎকারজাত সেই পুত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন এবং নানা শিল্প ও মন্ত্র শিখাইয়া-ছিলেন।

যখন বেদেজাতিকে কখন চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে দেখা যায় না, এরূপ স্থলে চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিকারী ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তোক্ত বৈদ্যজাতি 'বেদে' জাতির সহিত নিশ্চয়ই অভিন্ন নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার বৈদ্যজাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াই বলিয়াছেন—

"বৈদ্যাবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ॥
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধপরায়ণাঃ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং যে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি॥"
(ব্রহ্মখণ্ড ১০।১২৩)

অর্থাৎ বৈদ্যবীর্য্যে শূদ্রাতে গ্রাম্যগুণজ্ঞ মন্ত্রৌষধপরায়ণ বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সকল জাতি হইতে শূদ্রাতে ব্যালগ্রাহী বা সাপুড়িয়াজাতি উৎপন্ন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের বৈদ্য হইতে শূদ্রাতে জাত মন্ত্রৌষধপরায়ণ জাতিই বেদে বা বেদিয়া।

মনুভাষ্যকার মেধাতিথি স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই লিখিয়াছেন, যে বৈশ্যের দ্বিজোচিত সংস্কার হয় নাই, এরূপ ব্রাত্য-বৈশ্যের কন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে ভূর্জ্জকণ্টক নামক একজাতি হইয়াছে। মনু যে পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত ভূর্জ্জকণ্টক ভিন্নরূপ। তবে ব্রাত্যকন্যার গর্ভে জন্ম বলিয়া ইহারা সমাজনিন্দিত ও পতিত। ব্রাহ্মণ বৈশ্যাজ বলিয়া ইহাদিগকেও মেধাতিথি স্মৃত্যন্তরের প্রমাণানুসারে অম্বষ্ঠ বলিয়াই ধরিয়াছেন।

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্যকুলজ্ঞগণ প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন যে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি হইতে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি। অম্বাকুলে স্থিতি হেতু (কানীনপুত্র) অমৃতাচার্য্য অম্বষ্ঠ নামে খ্যাত হন, তাহা হইতেই বৈদ্যজাতির নামও অম্বষ্ঠ হইয়াছে।

* Census Report of Travancore 1901, by N Subrahmanya Aiyar, M. A. M. B. C. M. Part. I, p. 271

'বুদ্ধদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সেইরূপ কোন ক্ষত্রিয়-কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ-কুমারের সহবাস ফলে পুত্র লাভ হইলে, সেই পুত্রও পূর্ব্বোক্তরূপ সকল বিষয়ের অধিকারী হইয়া রাজ-সিংহাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হয় না, কারণ তাহার পিতা ক্ষত্রিয় নহে। বুদ্ধদেব বলিলেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণ তাহা অপেক্ষা হীন।

'বুদ্ধদেব বলিলেন, যদি কোন ব্রাহ্মণকে কোন অপরাধের নিমিত্ত তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, তবে সে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে জল ও আসন পাইবার অধিকারী হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, হয় না। যজ্ঞে, শ্রাদ্ধে ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে তাহাকে ভোজন করান হয় কিনা? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, হয় না। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দেয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহাও হয় না। ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত তাহার বিবাহাদি হয় কিনা? তাহাও হয় না।

'বুদ্ধদেব বলিলেন, ক্ষত্রিয়গণ যদি কোন কারণে কোন ক্ষত্রিয়কে দেশ হইতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে জল বা আসন পায় কিনা? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহারা পাইবে। যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধাদিতে তাহাকে ভোজন করান হয় কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হয়। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে মন্ত্রদান করিবে কি না? ও ব্রাহ্মণ-কন্যার মধ্যে তাহার বিবাহাদি হইবে কি না? অম্বষ্ঠ উত্তর করিল, তাহা হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিলেন, কোন ক্ষত্রিয় যখন এইরূপ মুণ্ডিতমস্তকে দেশ হইতে বিতাড়িত হয়, সে তখন অত্যন্ত হীন অবস্থাই প্রাপ্ত হয়, দেখা যাইতেছে, তাদৃশ হীনাবস্থায়ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' *

উক্ত বিবরণ হইতেও আমরা বেশ বুঝিতেছি, বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় কালে ক্ষত্রিয়প্রাধান্যই ছিল। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও ঐবংশে ক্ষত্রিয়াদির সংস্রবের অভাব ছিল না এবং তাহারা ক্ষত্রিয় অপেক্ষা হীন বলিয়া গণ্য ছিল। অম্বট্ঠ সুত্তের উক্ত 'অম্বট্ঠ' শব্দ কেহ কেহ রূপক ও জাতিবাচক বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যে সামাজিকতা লইয়া একটু গোলযোগ ছিল, বুদ্ধদেব তাহারই মীমাংসা করিয়া দেন। কিন্তু দীঘনিকায়ের টীকা এবং কোট দেশের দুলবে গ্রন্থে অম্বট্ঠ সুত্তের তিব্বতীয় অনুবাদ আছে, তাহাতে অম্বষ্ঠ শব্দ ব্যক্তি-বিশেষের নাম বলিয়াই স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় কায়স্থগণের কুলগ্রন্থধৃত পদ্মপুরাণীয় বচন হইতে জানা যায় যে চিত্রগুপ্তের পুত্র হিমবান্ হইতে অম্বষ্ঠ নামক কায়স্থ শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই জাতির মধ্যেও বহুলোক চিকিৎসাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখাইয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি ইহাঁদের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের তুল্য।

অম্বষ্ঠ কায়স্থ

* "অথ খো ভগবা অম্বট্ঠং মাণবং আমন্তেসি—'তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ? খত্তিয়-কুমারো ব্রাহ্মণকঞ্ঞায় সদ্ধিং সংবাসং কপ্পেয্য। তেসং সংবাসমন্বায় পুত্তো জায়েথ। যো সো খত্তিয়কুমারেন ব্রাহ্মণকঞ্ঞায় পুত্তো উপ্পন্নো অপি নু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি?' 'লভেথ ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুনে বা তি?' 'ভোজেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি?' 'বাচেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু' নং ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি?' 'অনাবটং হি'স্স ভো গোতম।' 'অপি নু নং খত্তিয়া খত্তিয়াভিসেকেন অভিসিঞ্চেয্যুং তি?' 'নো হেতং ভো গোতম।' 'তং কিস্স হেতু?' 'মাতিতো হি ভো গোতম অনুপপন্নো তি।'

'তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ? ইধ ব্রাহ্মণকুমারো খত্তিয়কঞ্ঞায় সদ্ধিং সংবাসং কপ্পেয্য। তেসং সংবাসমন্বায় পুত্তো জায়েথ। যো সো ব্রাহ্মণ-কুমারেন খত্তিয়-কঞ্ঞায় পুত্তো উপ্পন্নো অপি নু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি?' 'লভেথ ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুনে বা তি?' 'ভোজেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি?' 'বাচেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি?' 'অনাবটং হি'স্স ভো গোতম।' 'অপি নু নং খত্তিয়া খত্তিয়াভিসেকেন অভিসিঞ্চেয্যুং তি?' 'নো হেতং ভো গোতম।' 'তং কিস্স হেতু?' 'পিতিতো হি ভো গোতম অনুপপন্নো তি।'

'ইতি খো অম্বট্ঠ ইত্থিয়া বা ইত্থিং করিত্বা পুরিসেন বা পুরিসং করিত্বা খত্তিয়া ব সেট্ঠা হীনা ব্রাহ্মণা। তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ। ইধ ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণং কিস্মিঞ্চিদেব পকরণে খুরমুণ্ডং করিত্বা ভস্মপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেয্যুং। অপি নু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি?' 'নো হীদং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুনে বা তি?' 'নো হীদং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি?' 'নো হীদং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি?' 'আবটং হি'স্স ভো গোতম।'

'তং কিং মঞ্ঞসি অম্বট্ঠ? ইধ খত্তিয়া খত্তিয়ং কিস্মিঞ্চিদেব পকরণে খুরমুণ্ডং করিত্বা ভস্মপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেয্যুং। অপি নু সো লভেথ ব্রাহ্মণেসু আসনং বা উদকং বা তি?' 'লভেথ ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা ভোজেয্যুং সদ্ধে বা থালিপাকে বা যঞ্ঞে বা পাহুনে বা তি?' 'ভোজেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু নং ব্রাহ্মণা মন্তে বাচেয্যুং বা নো বা তি?' 'বাচেয্যুং ভো গোতম।' 'অপি নু' নং ইত্থীসু আবটং বা অস্স অনাবটং বা তি?' 'অনাবটং হি'স্স ভো গোতম।' 'এত্তাবতা খো অম্বট্ঠ খত্তিয়ো পরমনিহীনতং পত্তো হোতি যদেব নং খত্তিয়া খুরমুণ্ডং করিত্বা ভস্মপুটেন বধিত্বা রট্ঠা বা নগরা বা পব্বাজেন্তি। ইতি খো অম্বট্ঠ যদা পি খত্তিয়ো পরমনিহীনতং পত্তো হোতি তদা পি খত্তিয়া ব সেট্ঠা, হীনা ব্রাহ্মণা।"

(অম্বট্ঠসুত্ত ১।১।২৪—২৭)

511-512

অবশ্যই উক্ত ব্যবস্থাপত্রে এরূপ নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ গ্রামের উল্লেখ থাকিত না।*

যাহা হউক, বৈদ্যরাজ রাজবল্লভের সময়ে প্রধান প্রধান বৈদ্যসমাজে দ্বিজাচার প্রচলিত না থাকিলেও একবারে যজ্ঞসূত্র-লোপ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। রাজা রাজবল্লভগৃহীত ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই মনে হয় যে তখনও দুই এক ঘরের উপবীত ছিল। রাজবল্লভের সৌভাগ্যরবি যে সময় মধ্যাহ্ন গগনে অধিষ্ঠিত, সে সময়ে তিনি রাজকীয় প্রভাবে পশ্চিম বঙ্গেও প্রভাবান্বিত ছিলেন। [রাজা রাজবল্লভ সেন শব্দ দ্রষ্টব্য।] সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজে সুসিদ্ধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ রাজবল্লভ অকুলীন। পূর্ব্ববঙ্গের কুলীন সমাজে প্রথমে তাঁহার তাদৃশ প্রতিপত্তি ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গে একারণও সেরূপ সুবিধা ঘটে নাই। রাজা রাজবল্লভের সময় পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্য মধ্যে যথেষ্ট বিবাহ সম্বন্ধ হইত। অনেক মনে করেন যে রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজ 'দ্বিজাচার' গ্রহণ করিয়া বঙ্গজ দলের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্যসমাজ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়িলেন।

যাহা হউক, বৈদ্যসমাজের পূর্ব্বাপর ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বৌদ্ধপ্রভাবকালেই এই জাতির অভ্যুদয়। বৌদ্ধাধিকারে ভারতীয় আর্য্য সমাজের অবস্থা একটু রূপান্তর হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত পালি অম্বট্ঠসুত্তের কাহিনী পাঠ করিলেই কতকটা বুঝা যায়। সে সময় জ্ঞানে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইতেন, বিভিন্ন জাতি হইলেও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনে বাধা হইত না। মানবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবনার্থ বুদ্ধদেবের অবতার। নানা রোগ হইতে সাধারণকে মুক্তিদান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল, এজন্য কেবল মানবের বলিয়া নহে, পশুদিগের জন্যও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সম্রাট্ অশোকের অনুশাসন হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই। এ সময়ে শ্রমণ ও বৌদ্ধ গৃহী-সমাজে এবং প্রত্যেক সঙ্ঘারামে ঔষধ-বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণযুগে যেরূপ চিকিৎসাবৃত্তি নিন্দনীয় ও পাতিত্যজনক ছিল, বৌদ্ধযুগে সেরূপ নিন্দনীয় ছিল না। তৎকালে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য তিন জাতিই উন্নত ছিলেন, এই তিনের সম্মিলনে বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের গঠন হইতেছিল। এই কারণেই পরবর্ত্তীকালে সেই পূর্ব্ব স্মৃতি লক্ষ্য করিয়া সম্ভবতঃ বৈদ্য-কুলপঞ্জিকায় 'সত্যে বৈশ্যাঃ পিতৃস্থলাঃ' ইত্যাদি বচনের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। বৌদ্ধসমাজের অধঃপতন ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরভ্যুদয় কালে, ব্রাহ্মণ সমাজ অপর সকল জাতি হইতে বিশেষত্ব রক্ষার জন্য স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন, সেই সঙ্গে বৈদ্যজাতির সহিতও তাঁহাদের পূর্ব্ব সম্পর্ক বিলুপ্ত হইল। এই কারণেই গৌড়বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণপ্রভাবের বহু পরে লিখিত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় রাজপুত, কায়স্থ ও ভাণ্ডারী কায়স্থ সম্বন্ধের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলেও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায় না। যাহা হউক রাজপুত, বঙ্গীয় কায়স্থ ও বঙ্গীয় বৈদ্য এই তিন জাতিই যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এই সম্মিলনজাত বৈদ্যসন্তানগণ স্ব স্ব আভিজাত্যে ও বংশমর্য্যাদায় স্ব স্ব সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন। সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ জন্য প্রাচীন বৈদ্যকুলগ্রন্থ হইতে তাহার কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে :—

কায়স্থ বৈদ্য সম্বন্ধ

১। সেনভূমি-রাজবংশীয় বিমল সেনের পুত্র শালিবাহন। ইনি কুলচ্ছত্র লইয়া রাঢ়দেশে আগমন করেন। ইহার পুত্র ধন্বন্তরি ও শুক সেন। ধন্বন্তরি এক গুপ্ত কন্যা বিবাহ ও অপর শোভাকরনাগের কন্যা বিবাহ করেন। গুপ্তকন্যার গর্ভে কাম, আভ, কার্পটি ও গোবিন্দ এই কয়জন এবং অপর নাগকন্যার গর্ভে গাঙ্গুলী ও শাঙ্গসেন জন্মগ্রহণ করেন। গাঙ্গুলী কায়স্থ-দৌহিত্র এবং পিতার কনিষ্ঠ পুত্র হইলেও তিনি ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন, যথা—

(ক) "শালিবাহনাৎ সুতৌ জাতৌ ধন্বন্ত শুককাবুভৌ।
ধন্বন্তরেস্তু গুপ্তায়াং বভূবুঃ পঞ্চবোহবলোঃ॥
কাম আভঃ কার্পটিকা গোবিন্দো গুপ্তদৌহিত্রাঃ।
গাঙ্গুলী শাঙ্গসেনশ্চ নাগজায়াং বভূবতুঃ॥
নাগজাতনয় গাঙ্গুলী তু বিশিষ্যতে।
কামাভকার্পটীযাবা দৈবাদ্ গ্লানিমুপাগতঃ॥"

(রাঘব ক বরাজ ও কবিকণ্ঠহার ৫৭ পৃঃ)

(খ) "অথ শোভাকরনাগকন্যা ধন্বন্তরিবে বরণাৎ ব্যাহ।
যো বাহয়ন্যস্মিন্ কুলেও ন লিখ্যতে চন্দ্র সুধাশামি যথা কলঙ্কঃ॥

---

* রাজা রাজবল্লভের সময়েই যে গৌড়বঙ্গের বৈদ্যসমাজে দ্বিজাচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়, ঐ সময়ের অল্প কাল পরে রচিত, ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলী ও Ward's Hindoos নামক গ্রন্থপাঠ করিলে জানিতে পারা যায়।

* ভরত মল্লিক রোষকে ধন্বন্তরির জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"বিনায়কস্তু সেনস্তু জ জ্যেষ্ঠ তনয় স্মৃতঃ।
রোষসেনস্তবীয়াশ্চ। ধন্বন্তরি যথাপরঃ।" (চন্দ্রপ্রভা ৭ পৃঃ)

কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাঘব, কবিকণ্ঠহার ও দুর্জ্জয়দাস রোষকে ধন্বন্তরির পুত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং এই মতই সমীচীন বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন।

দাতা ভোক্তা ধররাজঃ কাপ্পুখান ইতি স্মৃতঃ ॥
দানসেনঃ শিখরভূ-মুক্তিদাসসুতাসুতাঃ ।
তেন দোকড়িগুপ্তায় গুপ্তোদয়নসূনবে ॥
অষ্টাদশেষ্বপি পুত্রেষু চন্দ্রধানঃ প্রতাপবান্ ।
ততশ্চামরসেনোঽভূদ্বলবান্ অস্ত্রপণ্ডিতঃ ॥
গন্ধর্ব্বো ভীপুরীয়স্য ষাঠগুপ্তস্য স্বসুজাঃ ।
তৎপক্ষে কন্যকা গুপ্ততপনস্য বধূরভূৎ ॥
ধর্ম্মসেনো ভীপুরীয় তপগুপ্তসুতাসুতঃ ।
নেপালশ্চ হরানন্দ আদ্যাহিন্দুসুতাসুতৌ ॥
তৎপক্ষে কন্যকা জাতা গুপ্তাশ্বপতয়ে দদৌ ।
এতে চাষ্টাদশ সুতাশ্চন্দ্রধানাদয়োঽভবন্ ॥
অষ্ট তেষামসৎকার্য্যা কুসম্বন্ধপরায়ণাঃ ।
দশ সৎকার্য্যনিপুণাঃ কুলকার্য্যপরায়ণাঃ ॥"(চন্দ্রপ্রভা ২১০পৃঃ)

অর্থাৎ ধন্বন্তরিকুলের সেনভূমিনিবাসী রাজা বিমলসেনের বংশাবলি বলিব। বিমলসেনের পরমেশ্বর নামে এক পুত্র হয়। পরমেশ্বর হইতে গুণিপ্রিয় বাসুদেব জন্মে। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তিনি শিখররাজের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। শিখররাজ তাঁহাকে সম্মানের সহিত স্থাপিত করেন। বাসুদেবের পুত্র অনন্তসেন। তিনি শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যায় পণ্ডিত ও রাজপূজিত ছিলেন। সেই অনন্তসেনের পুত্র নাথসেন। ইনি রাজকুমারসংসর্গে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রবিদ্যাদর্শনে প্রীত হইয়া শিখররাজ চারুচন্দ্র তাঁহাকে নিজ রাজ্যের একাংশ দান করেন। তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত বিহারখণ্ডের অন্তর্গত পাহাড়খণ্ডে বা সেনপাহাড়ীতে নাথসেন রাজা হইলেন। সেনপাহাড়ীর ন্যূন দুই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ তথায় রাজত্ব করিতেন, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া নাথসেনও তথায় ভাল করিয়া রাজা হইলেন। নাথসেনের পুত্র বিজয়সেন, তিনিও সকল যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া মহারাজ হইয়াছিলেন। রাজা বিজয়সেনের দুই পুত্র, প্রথম চন্দ্রের মত চন্দ্রসেন, অপর পণ্ডিতের উপমাস্থল বুধসেন। উভয়ে পদ্মদাস বংশীয় উমাপতির কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নাথসেনের এক কন্যা জন্মে, তিনি পদ্মদ সবংশীয় হেরম্বদাসকে ঐ কন্যা দান করেন। চন্দ্রসেন চিকিৎসকদিগের সম্মতিতে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি দেবব্রাহ্মণসেবক লক্ষ্মীনারায়ণ নামে খ্যাত। রাজা চন্দ্রসেনের ১৮ টি কুমার হয়, এই ১৮ জনের মধ্যে চন্দ্রধান প্রভৃতি ৮ জনের আবার একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁহারা নিম্নশ্রেণির কায়স্থজাতিতে পরিগণিত হন এবং অপর যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাই উচ্চশ্রেণির সদ্বৈদ্য ও কুলকার্য্যে তৎপর। সেই সকল রাজপুত্রদিগের মধ্যে রাজা কেশবসেন এবং তাঁহার অনুজ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণের অনুজ কন্দর্প, কুলানন্দ, ঋষি ও যশসেন, উক্ত ছয়জনই শ্রীখণ্ডের দাসসুতা হইতে জাত। এ পক্ষে যে কন্যা জন্মিয়াছিল, সেই কন্যা ঋষিসেন কুলোদ্ভূত রামসেনকে সম্প্রদান করা হয়। (চন্দ্রসেনের অপর পুত্রগণের নাম—গরিসেন, ধররাজ, রামসেন, দৈত্যপঞ্চানন, দৈত্যসেন ও দানসেন এই কয়জন শিখরভূমিবাসী মুক্তিদাসের কন্যা হইতে উৎপন্ন। এই পক্ষে যে কন্যা জন্মে, তাহাকে উদয়নগুপ্তসুত দোকড়িগুপ্তকে সম্প্রদান করা হয়। উক্ত ধররাজ অত্যন্ত দাতা ও ভোক্তা এবং কাপ্পুখান নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কায়স্থজাতীয় পুত্রগণের মধ্যে চন্দ্রধান অত্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, ইহার পর বলবান্ এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অমরসেন তাঁহার অনুজ, তৎপরে গন্ধর্ব্বসেন ভীপুরীয় ষাঠগুপ্তের দৌহিত্র। অপর পক্ষে যে কন্যা জন্মে সেই কন্যা তপনগুপ্তের বধূ। ধর্ম্মসেন ভীপুরীয় তপগুপ্তের দৌহিত্র।

নেপাল ও হরানন্দ আদ্যহিন্দুর দৌহিত্র। এই দুহিতা হইতে উৎপন্ন কন্যা অশ্বপতি গুপ্তকে দান করা হয়। চন্দ্রসেনের চন্দ্রধানাদি এই অষ্টাদশ পুত্র হয়। ইহাদের মধ্যে ৮ জন অসৎকার্য্য ও কুসম্বন্ধপরায়ণ এবং ১০ জন সদনুষ্ঠানকারী ও কুলকার্য্যপরায়ণ।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে কি মনে হয় না, কি রাঢ়ীয় কি বঙ্গজ উভয় বৈদ্যসমাজের কুলীন ও বংশজ মধ্যে বিশেষভাবে কায়স্থ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এমন কি সেনভূমের যে রাজবংশ বৈদ্যসমাজের সমাজপতি বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন, সেই রাজবংশ হইতে কায়স্থ ও বৈদ্য উভয় শাখার উৎপত্তি। এমন কি ভরতমল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' হইতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, সেনভূমের ধন্বন্তরিগোত্রজ রাজবংশে যাঁহারা 'কায়স্থজাতি' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত কেবল কায়স্থ সম্বন্ধ নহে, বৈদ্যসম্বন্ধও ছিল এবং তাঁহারা "বলবান্ অস্ত্রপণ্ডিত" বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমাদের বিশ্বাস যে, বল্লালী কৌলীন্য প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। যেখানে যেখানে বল্লালী কৌলীন্যপ্রভাব যায় নাই, এখনও সেই সেই স্থানে পূর্ব্বাপর অবাধে বৈদ্যকায়স্থসম্বন্ধ চলিয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় এখনও সেই পুরাতন রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। বৈদ্যকুলজ্ঞগণ বৈদ্যজাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে যে সকল স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাহা কাল্পনিক বলিয়া মনে করি। বৌদ্ধাধিকার কালে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতেই যে এখানকার বৈদ্যসমাজের পুষ্টি হইয়াছে, বৈদ্যসমাজের রীতিনীতি,

আচার ব্যবহার হইতেও তাহা অনুমিত হয়। ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের পর এই জাতি ব্রাহ্মণসমাজ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়িলেও কৌলীন্যপ্রথার কঠোর বন্ধনেও কায়স্থসমাজ হইতে বৈদ্যসমাজ ভিন্ন হইতে পারেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় শক্তিগোত্রীয় সপ্তজ কুলীন কবিরাজ মাধব তাঁহার সদ্বৈদ্যকুলদর্পণে নিজ পূর্ব্ব পুরুষের পরিচয়-প্রারম্ভে—

"গণেশরামকৃষ্ণাশ্চ ভুজাদিত্যা মহেশ্বর।
পিতা গুরু পরংব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে॥"

ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা আদিকায়স্থ চিত্রগুপ্তকে স্মরণ করিয়াছেন।*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধাধিকারকালে বৈদ্যসম্প্রদায়ে ক্ষত্রিয়-সম্বন্ধ ছিল। পালি অম্বষ্ঠসূত্র হইতে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধাধিকারে ক্ষত্রিয়প্রাধান্যেরই নিদর্শন রহিয়াছে। তাই সুপ্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রাধান্য লোপ করিবার উদ্দেশ্যে পুনর্ব্রাহ্মণাভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মণনিবন্ধকারগণ ক্ষত্রিয়জাতিরও বিলোপসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে এখানে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ" ইত্যাদি কল্পিত শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই জন্যই ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের বহু পরবর্ত্তী বৈদ্যকুলগ্রন্থসমূহে মসিজীবী কায়স্থের সম্বন্ধ বিবৃত হইলেও যে অসিজীবী জাতি ব্রাহ্মণ বিরুদ্ধে অভ্যুদিত হইয়াছিল, তাহাদের সংস্রবের কথা স্থান পায় নাই। তবে বৈদ্য জাতির মধ্য হইতেও যে পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়বৃত্তি এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই তাহা সেনভূমির রাজবংশের ক্রিয়াকলাপ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। যাহা হউক, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের প্রথমে উচ্চ বৈদ্যজাতির সহিত বিশেষভাবে রাঢ়ীয় শাখার রাজপুত সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, সকল কুলগ্রন্থ হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রাজপুত সম্বন্ধ প্রসঙ্গে নানা কিম্বদন্তী কল্পিত হইলেও উহা যে প্রাচীন প্রথারই ক্ষীণস্মৃতি তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজপুত সম্বন্ধ

লালা উপাধিধারী নীলকণ্ঠ নামে এক বীরপুরুষ ছিলেন।† মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব ইঁহার রণকৌশলে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "রাজা সংগ্রামসাহ" উপাধি দান করেন। তিনি মগদস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে জায়গীর দিয়া সংগ্রামকে এখানে পাঠাইয়া দেন। এদেশে আসিয়া তিনি উচ্চ বৈদ্যজাতির সহিত সম্বন্ধ করিতে থাকেন। তিনি কেবল নিজে কুলীন বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই।

অপর শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণের সহিতও পুত্রকন্যার আদান প্রদান করিয়া ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে ও চট্টগ্রামে বাস করিতেছেন—সকলেই পূর্ব্বাপর বৈদ্য সম্বন্ধ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের গোত্র শালঙ্কায়ন, উপাধি দাস। কবিকণ্ঠহার হইতে কতিপয় শালঙ্কায়ন সম্বন্ধ উদ্ধৃত হইল—

শক্তি দুহিসেন বংশে—

(১) "তিস্রঃ কন্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রা দুর্গাদাসাচ্চ জজ্ঞিরে।
রাজ্ঞঃ সংগ্রামসাহস্য তনয়াগর্ভসম্ভবাঃ॥"

(কবিকণ্ঠহার ১২পৃঃ)

(২) "সদাশিবাত্রয়ঃ পুত্রা গোপীরমণসেনকঃ।
হৃষীকেশসুতাপুত্রা কন্যামেকাং ব্যুবাহ চ।
শালঙ্কায়নসম্ভূত সংগ্রামসাহভূপতিঃ॥" (ঐ ৪০ পৃঃ)

(৩) "মাধবো জগদানন্দো গোপীরমণতঃ সুতৌ।
যে কন্যে জ্ঞাননিয়োগিতনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥
শিবনাথো ব্যুবাহৈকাং পরিণীতা পরা সুতা।
শালঙ্কায়নসম্ভূতগোপীকান্তেন ভূভুজা॥" (ঐ ৪০ পৃঃ)

ধন্বন্তরি বিনায়কবংশে—

(১) "পুরুষোত্তমাসনাচ্চ কবিবল্লভসংজ্ঞিতঃ।
একা কন্যা বিশ্বনাথো ভবনাথশ্চ জজ্ঞিরে॥
রামনাথঃ শিবনাথো দেবনাথঃ সুতাপি চ।
সংগ্রামসাহকন্যায়াং রঘুনাথাচ্ছুতৌ সুতৌ।" (কণ্ঠহার ৮৩ পৃঃ)

কাশ্যপ ত্রিপুর গুপ্ত বংশে—

"রামানন্দশ্চ জগদানন্দশ্চ হরিগুপ্ততঃ।
তত্রৈকা তনয়া জাতা পরিণীতা চ সা সতী।
শালঙ্কায়নগোত্রেণ লক্ষ্মীনাথেন ভূভুজা॥" (ঐ ১১৩ পৃঃ)

বৈদ্যকুলগ্রন্থকারগণ মৌলিক সমাজের সম্বন্ধ উল্লেখ করেন নাই, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ বহুতর কায়স্থ ও লালা (সাহ) সম্বন্ধ দেখিতে পাইতাম।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাঙ্গলার অপর সকল জাতির অস্তিত্ব ভারতের অন্যত্র দৃষ্ট হইলেও এই বৈদ্যজাতির অস্তিত্ব বাঙ্গলা ভিন্ন অপর কোথাও নাই। উত্তর-পশ্চিম ও বেহারে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সাধারণতঃ চিকিৎসা বৃত্তি করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের সহিত বঙ্গীয় বৈদ্যগণের কোন সম্বন্ধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বৈদ্যকুলগ্রন্থ মতে, নন্দ্যাদি মহারাষ্ট্রে গিয়া বাস করেন। কেহ কেহ মনে করেন, তথাকার

* শক্তি দিহুসেনবংশীয় কুলীন বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগৃহীত ২২৪শক বর্ষের হস্তলিখিত মাধবের বৈদ্যকুলদর্পণে উক্ত শ্লোক পাওয়া গিয়াছে।

† লালা উপাধি দেখিয়া কেহ কেহ ইঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ বলিয়াও মনে করেন, কিন্তু রাঢ়ে রাজপুত বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত।

'সেন্‌বি' ব্রাহ্মণেরাই এখানকার বৈদ্যজাতির অন্যতর শাখা কিন্তু সেন্‌বিদিগের মধ্যে কোন দিন চিকিৎসাবৃত্তি নাই, এরূপ স্থলে সেন্‌বিদিগের সহিত এখানকার বৈদ্যগণের কিরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত হইতে পারে? বাস্তবিক বলিতে কি এই উন্নত-জাতির প্রকৃত উৎপত্তির ইতিহাস গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধপ্রভাবকালে যে এই জাতির স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজের বিবরণ।

এক্ষণে বঙ্গদেশের বৈদ্যদিগের সমাজ সাধারণতঃ চারিটী — পঞ্চকোট', রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বারেন্দ্র। পঞ্চকোট সমাজ দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত, সেনভূম ও বীরভূম। মানভূম জেলার বৈদ্যগণ সেনভূম সমাজের অন্তর্গত। আর বীরভূম জেলার বৈদ্যগণ বীরভূম সমাজের অন্তর্গত। দুঃখের বিষয়, এই দুইসমাজের বিশেষ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই।

রাঢ়ীয় সমাজ প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত—শ্রীখণ্ড সমাজ, সাতশৈকা সমাজ এবং সপ্তগ্রাম সমাজ। ত্রিবেণী, কাঁচড়াপাড়া, কুমারহট্ট, গোন্দলপাড়া, গুকড়ে, নাটাগড়, খিদিরপুর, বালগড় গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের বৈদ্যগণ সপ্তগ্রাম সমাজের অন্তর্গত। পূর্ব্বসীমা কাল্‌না, পশ্চিমসীমা বর্দ্ধমানের পশ্চিমপ্রান্ত, উত্তরসীমা কাঁটোয়া ও দক্ষিণ সীমা পাণ্ডুয়া এই চতুঃসীমার অন্তর্গত বৈদ্যগণ সাতশৈকা-সমাজের অন্তর্ভুক্ত কাটোয়ার উত্তর দিকে অবস্থিত স্থানের বৈদ্যগণ সাধারণে আপনাদিগকে শ্রীখণ্ডসমাজের বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সদাচারসম্পন্ন।

রাঢ়ীয় সদ্বৈদ্য বা কুলীন সমাজের পরিচয় দিবার জন্য বহু বৈদ্যপণ্ডিত লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভূরিশ্রেষ্ঠীরাজসভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধ টীকাকার ৺ভরত মল্লিকরচিত কুলগ্রন্থই রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজে প্রামাণিক বলিয়া সমাদৃত। তিনি দুইখানি কুলগ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন—চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা। চন্দ্রপ্রভা বৃহৎগ্রন্থ, ইহাতে রাঢ়াগত বীজপুরুষ হইতে ভরতের সময় পর্য্যন্ত সকল সদ্বৈদ্যের বংশাবলী ও কুলপরিচয় আছে। রত্নপ্রভায় কেবল খাটী কুলীনদিগের পরিচয় দৃষ্ট হয়। ভরত মল্লিকের কুলগ্রন্থে দুর্জ্জয়দাস, চিরঞ্জীব, সঞ্জয়, রাঘবরায়, জগদীশ, ঘটকরায়, নারায়ণদাস অভয়ঙ্কর প্রভৃতি কুলগ্রন্থকারের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভরত মল্লিকের গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইলে ঐ সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়ে।

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ

ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা হইতে রাঢ়ীয় সমাজের যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। দুঃখের বিষয় ৺ভরতমল্লিকের পর আর কোন বৈদ্যকুলজ্ঞ তাঁহার ন্যায় রাঢ়ীয় বৈদ্য সমাজের পরিচয় দিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই।

বৈদ্যগণের গোত্র।

বৈদ্যপণ্ডিত ভরতমল্লিক চন্দ্রপ্রভায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

সেনদাসাদি বৈদ্যগণের যে অষ্টাবিংশতি গোত্র আছে, পৃথক্ পৃথক ভাবে ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা,—ধন্বন্তরি, শক্তি, বৈশ্বানর, আত্রেয়, মৌদ্গল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, ও আঙ্গিরস, সেনদিগের এই আটটী গোত্র।

মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, শালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য দাসোপাধিধারী বৈদ্যের এই ছয়টী গোত্র।

গুপ্তদিগের কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি, মাত্র এই তিনটী গোত্র।

কৌশিক, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য ও মৌদ্গল্য দত্তোপাধিক বৈদ্যগণের এই চারিটী গোত্র।

বৈদ্যদিগের মধ্যে যাঁহাদের দেব উপাধি তাঁহাদের আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলম্যান, এই গোত্রচতুষ্টয়।

করগণের গোত্র—ভরদ্বাজ, পরাশর, বশিষ্ঠ ও শক্তি।

রাজদিগের বাৎস্য ও মার্কণ্ডেয়। সোমাদের কৌশিক ও কাশ্যপ। নন্দীদিগের মৌদ্গল্য। চন্দ্রদিগের বশিষ্ঠ। ধরদিগের কাশ্যপ। কুণ্ডদিগের ভরদ্বাজ। রক্ষিতদিগের কাশ্যপ।(১)

(১) "অষ্টাবিংশতিসংখ্যা গোত্রাঃ সর্ব্বেষাং ভিষজামপি।
প্রত্যেকং তে নিগদ্যন্তে সেনদাসাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥
ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাত্রকৌ।
মৌদ্গল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপি চ ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাং দাসানাং শৃণুতান্তরম্।
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ শালঙ্কায়ন এব চ ॥
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ ষড়মী মতাঃ।
গুপ্তানাং ত্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো গৌতমস্তথা ॥
সাবর্ণিরপি দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ ॥
মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ।
আত্রেয়কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্য আলম্যানকঃ ॥
করাণামপি চত্বারো ভরদ্বাজঃ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠশক্তী রাজসা যৌ বাৎস্যস্তদনন্তরম্ ॥
মার্কণ্ডেয় উভৌ সোমে কৌশিকঃ কাশ্যপস্তথা।
মৌদ্গল্যো নন্দিনশ্চৈকশ্চন্দ্রস্যৈকো বশিষ্ঠকঃ ॥
ধরস্য কাশ্যপঃ প্রোক্তঃ ভরদ্বাজশ্চ কুণ্ডকঃ।
কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈকো গোত্রা এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

কোন কোন দেশে পূর্ব্বোক্ত দত্তদিগের আত্ত গোত্রীয় এবং দেশভেদে আত্রেয় ও কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় বহু বৈদ্যসন্তান পরিদৃষ্ট হয়, অতএব দত্তবংশীয় বৈদ্যদিগের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী মাত্র গোত্র হইতেছে। এইরূপে করদিগের মধ্যেও দেশভেদে কাশ্যপ, বাৎস্য ও মৌদ্গল্য গোত্রীয় অনেকানেক বৈদ্যসন্ততি বিদ্যমান থাকায় ইঁহারাও সাতটী গোত্রে বিভক্ত দেখা যায়। রাজের মধ্যেও কোন কোন স্থানে কাশ্যপ গোত্র আছে, সুতরাং তাঁহারাও সর্ব্বসমেত তিনটী গোত্রে বিভক্ত। এইরূপ ধরের মধ্যে আমদগ্ন্য এবং রক্ষিতের মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রের কথা শুনা যায়।

পূর্ব্বোক্ত উপাধিগুলি ভিন্ন বৈদ্যের মধ্যে ইন্দ্র ও আদিত্য বলিয়া অপর যে দুইটী উপাধি আছে, তাহাদেরও গোত্রসংখ্যার পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করা যাইতেছে—

ইন্দ্রের—কাশ্যপ এবং আদিত্যের আদিত্য ও কৌশিক গোত্র।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, বৈদ্যগণের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশটী গোত্র, এতদ্ভিন্ন দেশান্তরেও ইহঁাদিগের অন্ত কোন গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও দত্ত প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্যগণের কোন দেশে কোনরূপ গোত্র বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা সমাজে অতীব অপ্রসিদ্ধ।২

কুলপঞ্জিকান্তরোক্ত রাঢীয় বৈদ্যকুলের উত্তমাধম গোত্র।

কাঞ্চীশা গ্রাম-নিবাসী সেন-বংশীয় বৈদ্যগণের আটটী গোত্র, তন্মধ্যে শক্তি ও ধন্বন্তরি শ্রেষ্ঠ, বৈশ্বানর ও আত্ত, এই দুই গোত্র মধ্যম; মৌদ্গল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরস এই গোত্রচতুষ্টয় অধম। গোনগরীয় দাসদিগের ১৬টী গোত্রের মধ্যে মৌদ্গল্য ও ভরদ্বাজই শ্রেষ্ঠ; শালঙ্কায়ন ও শাণ্ডিল্য মধ্যম; বশিষ্ঠ ও বাৎস্য এই দুই গোত্র নিতান্ত অধম। করঞ্জকোঠ-বাসী গুপ্তবংশের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয়েরাই উত্তম, গৌতমেরা মধ্যম এবং সাবর্ণিরা অধম। মোরশাসনের দত্তের মধ্যে কৌশিক সর্ব্বোত্তম; মৌদ্গল্য, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য মধ্যম; এবং আত্ত গোত্রীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। কান্তারবাসী করদিগের মধ্যে পাঁচটী গোত্র, তাহার মধ্যে ভরদ্বাজ সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়; কাশ্যপ মধ্যম; শক্তি, বাৎস্য ও মৌদ্গল্য নিকৃষ্ট। নবগ্রহান-নিবাসী দেববংশীয়দিগের চারিটী গোত্রের শেয়ালাত্রেয় গোত্রই প্রধান; কৃষ্ণাত্রেয় মধ্যম এবং আলম্যান ও শাণ্ডিল্য এই দুইটী হীন। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের মধ্যে মেচুশাসনবাসী রাজ উপাধি-ধারী বাৎস্য গোত্রীয়েরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মার্কণ্ডের গোত্র সর্ব্ব-নিকৃষ্ট। মণিগ্রামের সোমদিগের মধ্যে যাহারা কৌশিক গোত্রীয়, কুলজ্ঞগণ তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ এবং কাশ্যপগোত্রীয়দিগকে হীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৩

(২) "দত্তানামাত্তগোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ।
এবং আত্রেয়গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ॥
দত্তাঃ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহবস্তথা।
তস্মাদ্দত্তস্ত গোত্রাণি সপ্ত জ্ঞেয়ানি পণ্ডিতৈঃ॥
করাণাং কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্যমৌদ্গল্যকাবপি।
দেশভেদে হি বিদ্যন্তে তৎ করঃ সপ্তগোত্রকঃ॥
রাজঃ কাশ্যপগোত্রোঽপি তস্মাদ্রাজস্ত্রিগোত্রকঃ।
শ্রূয়ন্তে চ আমদগ্ন্যগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ॥
বহবোঽপি ভরদ্বাজগোত্রজাঃ সন্তি রক্ষিতাঃ।
ইন্দ্রাদিত্যৌ পরৌ যৌ যৌ বৈদ্যৌ গোত্রান্তরোদিতে॥
ইন্দ্রস্ত কাশ্যপো গোত্র এক এব প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদিত্যানামযুক্তৌ গোত্রাবাদিত্যকৌশিকৌ স্মৃতৌ॥
পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তস্মাদ্‌গোত্রা ভিষক্কুলে।
যত্ত্ব দেশান্তরে গোত্রমন্যৎ কিমপি চ শ্রুতম্।
দত্তাদীনাং ন তৎ প্রোক্তমপ্রসিদ্ধমতীব তৎ॥

(৩) অথপঞ্জিকান্তরোক্তরাঢীয়বৈদ্যকুলাইকীয় গোত্রসংখ্যাশ্রেষ্ঠতাদি লিখ্যতে।
কাঞ্চিশাগ্রামিসেনস্ত গোত্রাণ্যষ্টৌ ভবন্তি চ।
শক্তিধন্বন্তরী শ্রেষ্ঠৌ মধ্যৌ বৈশ্বানরাত্তকৌ॥
মৌদ্গল্যকৌশিকৌ কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽধমাঃ।
গোনগরীয় দাসানাং গোত্রাঃ ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ॥
মৌদ্গল্যোঽথ ভরদ্বাজঃ পূজিতৌ এবমেব চ।
শালঙ্কায়নশাণ্ডিল্যাবেতৌ গোত্রৌ চ মধ্যমৌ॥
বশিষ্ঠবাৎস্যগোত্রৌ চ দাসে চৈবাধমৌ স্মৃতৌ।
করঞ্জকোঠগুপ্তস্ত কাশ্যপো গোত্র উত্তমঃ॥
গৌতমো মধ্যমঃ প্রোক্তঃ সাবর্ণিশ্চ কুলাধম।
মোরশাসনদত্তস্ত কৌশিকো গোত্র উত্তমঃ॥
মৌদ্গল্যকাশ্যপৌ মধ্যৌ শাণ্ডিল্যশ্চাপি মধ্যমঃ।
আত্তগোত্রঃ কুলে নিন্দ্যো গোত্রা দত্তেষু কীর্ত্তিতাঃ॥
করঃ কান্তারবাসী চ পঞ্চগোত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্।
উত্তমশ্চ ভরদ্বাজঃ কাশ্যপো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
সশক্তি বাৎস্যমৌদ্গল্যা নিন্দ্যা জ্ঞেয়া বিপশ্চিতা।
নবগ্রহানদেবস্ত চতুর্গোত্রা ভবন্তি চ॥
শেয়ালাত্রেয়কশ্চৈব কৃষ্ণাত্রেয়শ্চ মধ্যমঃ।
আলম্যানশাণ্ডিল্যৌ হীননিন্দ্যৌ চ তাবুভৌ॥
মেচাশাসনরাজস্ত বাৎস্যগোত্রো হ উত্তমঃ।
মার্কণ্ডেয়োঽধমশ্চৈব রাঢ়ে জ্ঞেয়া ভিষগ্‌বিদা॥
মণিগ্রামীয় সোমশ্চ কৌশিক শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
কাশ্যপো হীনগোত্রো হি সোমে দৃষ্টো মহাত্মভিঃ॥
ইতি রাঢ়ীয়বৈদ্যানাং গোত্রা জাতা প্রকীর্ত্তিতাঃ।

করেন। আর নন্দী প্রভৃতি বারেন্দ্র বৈদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মহারাষ্ট্রে গিয়া বাস করিয়াছেন।৭

সেনাদি বৈদ্যগণের পূর্ব্বস্থান।

কাঞ্চীশা, গোনগর, করঞ্জকোঠ, মোরশাসন, কাস্তার, মন্নভূম, মেড়ুশাসন ও মণিগ্রাম, এই আটটী সেনপ্রমুখ রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের পূর্ব্ব বাসস্থান।৮

স্থানভেদে সেনাদিভেদ।

সেনবংশ প্রধানতঃ ঊনবিংশ ভাগে বিভক্ত, পরে উঁহাদিগের মধ্যে আবার কোন কোন ভাগ অন্তর্ভাগে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাবিংশতি প্রকার হইয়াছে। যেমন এক বিনায়ক সেন মালঞ্চীয়, ধলহণ্ডীয়, ধানক, সেনহাটিক, নায়হট্ট, নিয়োলীয়, মঙ্গলকোঠক, রাঘিগ্রামী ও বেতড়ীয় ভেদে নয় প্রকার। নিম্নে অন্যান্য সেনদিগের এইরূপ বিভাগের বিষয়ও ক্রমে বিবৃত করা যাইতেছে।৯

গরীসেন—বিষপাড়া, তিকারিপুর, কড়রি ও ধারাগ্রামী এই চারি প্রকার।

রাঘবসেন—ইঁহারা মাত্র এক ভাগে বিভক্ত এবং খণ্ডগ্রাম-বাসী বলিয়া খাণ্ডব নামে খ্যাত।

বিমলসেন—সেনভূমিতে ইঁহাদের বাস এবং মাত্র এক ভাগে ইঁহারা বিভক্ত।

পাত্রদামোদর সেন—পাত্র শিখরদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি তথাকার রাজার মন্ত্রী, তদীয় বংশধরেরা ঐ স্থান ব্যতীত অন্য কোথায়ও বসবাস করেন নাই।

বিনসেন—ইঁহারা মাত্র এক ভাগে বিভক্ত এবং ধলভূমিতে ইহঁাদের বাস হেতু ধলভূমিজ বলিয়া খ্যাত।

বুদ্ধিসেন—বঙ্গদেশের অন্তর্গত হাণ্ডিয়াগ্রামে বাস হেতু ইহঁাদের বংশ হাণ্ডিয়া নামেই প্রসিদ্ধ।১০

ধন্বন্তরি গোত্রসম্ভূত উক্ত সপ্তবিধ সেনদিগের অষ্টাদশ প্রকার ভেদ কথিত হইল। এক্ষণে শ্রীবৎসপ্রমুখ শক্তিগোত্রজ ষড়্‌বিধ সেনের সপ্তপ্রকার ভেদ বলা যাইতেছে,—

শ্রীবৎসসেন—ইহঁারা এক ভাগে বিভক্ত এবং ভেহট্টগ্রামে বাস করেন বলিয়া ভেহট্টজ নামে খ্যাত।

শিয়ালসেন—ইহঁারা দুই প্রকার, তন্মধ্যে পোড়াগাছার

---

(৭) অথ বৈদ্যেষু রাঢ়ীয়াদি কথনম্।

সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করস্তথা।
রাজসোমাবপীত্যষ্টৌ রাঢ়ীয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
নন্দী চন্দ্রো ধরঃ কুণ্ডো রাক্ষতশ্চেতি পঞ্চ যে।
বৈদ্যবরেন্দ্রেষু বিখ্যাতা দাসদত্তকরা অপি।
রাঢ়ীয়া ভিন্নকা যে যে প্রায়স্তে বঙ্গগা অপি।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন।

তথাহ নারায়ণদাসাত্মজরুধাম:।

দাসো দত্তো ধরশ্চৈব নন্দিকুণ্ডৌ করস্তথা।
চন্দ্রশ্চ রক্ষিতশ্চেতি বারেন্দ্রকুলমষ্টকম।
সম্বন্ধঃ স্যুস্তে সর্ব্বেষ্বেকদেশনিবাসিনোঃ।
নিষিধ্যতে কিল সম্বন্ধো ভিন্নদেশনিবাসিনোঃ।

(৮) অথ সেনাদীনাং পূর্ব্বস্থানমাহ।

শ্রীকাঞ্চীশা গো নগরং করঞ্জকোঠ এব চ।
মোরশাসনকান্তারৌ মন্নস্থানমেব চ॥
মেড়ুশাসনমপ্যন্তো মণিগ্রামস্তথৈব চ।
অষ্টানাং সেনমুখ্যানাং রাঢ়ায়াং স্থানমষ্টকম্॥

তথাহ মূর্দ্ধন:—

কাঞ্চীগোনং করঞ্জশ্চ মোরকান্তা মন্নকা।
মেড়ো মণিশ্চ রাঢ়ায়াং বৈদ্যানাং কুলমষ্টকমিতি॥

(৯) ঊনবিংশতিধা সেনা অষ্টাবিংশতিধা পুনঃ।
ভবন্তি ভেদৈর্নৈষেষাং বক্ষ্যন্তে কুললক্ষণম্॥
একো বিনায়কঃ সেনো ভেদেন নবধাভবৎ।
মালঞ্চো ধলহণ্ডীয় ধানকঃ সেনহাটিকঃ॥
নায়হট্টো নিয়োলীয়স্তথা মঙ্গলকোঠকঃ।
রাঘিগ্রামী বেতড়ীয়ো নব বৈনায়কা অমী॥
বিশেষতো বিনির্দ্দিষ্টা জ্ঞেয়াশ্চান্যকুলোদ্ভবাঃ।
সামান্যকুলকথনে সম্বন্ধভাষণে তথা।
সর্ব্বেষামেব বৈদ্যানামিতরেষাময়ং ক্রমঃ॥

(১০) একঃ পুনর্গরীসেনো ভেদেনৈব চতুর্ব্বিধঃ।
বিষপাড়াভবং প্রাপ্ত তিকারিপুরজস্তথা।
অন্যঃ কড়রিসম্ভূতো ধারাগ্রামী ততঃপরঃ॥
একো রাঘবসেনোঽভূৎ খণ্ডগ্রামেণ বিশ্রুতঃ।
স খণ্ডজ ইতি খ্যাতো নাপরা তস্য চ স্থলী॥
রাজা বিমলসেনোঽভূৎ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥
পাত্রদামোদরঃ সেনঃ পাত্রঃ শিখরভূপতিঃ।
অসৌ শিখরভূজাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥
বিনসেনোঽপি যস্ত্বেকো ধলভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
স এব ধলভূমিষ্ঠো নাপরা তস্য চ স্থলী॥
সপ্তমো বুদ্ধিসেনো যো বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ।
হাণ্ডিয়াগ্রামসম্ভূতত্বাত্ তস্য তৎকুলম্॥

যাঁহাদের জন্ম তাঁহারা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহারা পোখরিয়ায় জাত, তাঁহারা হীনমর্য্যাদ।

পুরুসেন—ইহাঁদের আশ্রয়স্থান শুঠিনাগড়ি, একারণ ইহাঁদিগকে শুঠিনাগড়িজ বলে।

চন্দ্রসেন—শক্তিগোত্রোৎপন্ন, ইহাঁদের একপক্ষ চন্দ্রদ্বীপে এবং অপর একপক্ষ ইদীলপুরে বাস করেন।

মজীরসেন—রাজার নিকট স্বর্ণপীঠ পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশধরগণ স্বর্ণপীঠী নামে অভিহিত। ইহাঁদের জন্মস্থান মল্লভূমি।

রামসেন মল্লভূমিবাসী, ও অশেষ পৌরুষান্বিত।১১

ধন্বন্তরি ও শক্তিগোত্রজদিগের পঞ্চবিংশতি প্রকার ভেদ বলা হইল, এক্ষণে আঙ্গিবিগোত্রসম্ভূত বড়্বীজি আঙ্গসেনদিগের ত্রিবিধ ভেদ বলা যাইতেছে—

আঙ্গসেন—নপাড়ায় যাঁহাদের উৎপত্তি তাঁহারা একপ্রকার, শালগ্রামে উৎপন্নগণ দ্বিতীয় এবং মানকরীয়গণ তৃতীয়।১২

মৌদ্গল্য দাসবংশীয়দিগের ভেদ।

দাসগণ পঞ্চদশবিধ, তাঁহারা সকলেই মৌদগল্য গোত্রীয়। তাঁহাদের আবার বিংশতি প্রকার ভেদের ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইতেছে,—

আয়ু দাস—দুই প্রকার; এক ভৈহট্ট সম্ভূত, দ্বিতীয় মাণিকাহার-জাত।

পদ্মদাস—ইহাঁরা বালিনাছীক, মণ্ডলঘানিক, মৌড়েশ্বরোৎপন্ন, পালিগ্রামজ ও পাজনোর ভেদে পাঁচ প্রকার।

কায়ুদাস—ইহাঁরা এক্ষণে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, কোগ্রামীণ বলিয়া অভিহিত।

তোরীদাস—ইনি এবং দীর্ঘল ও কৈকর নামক ইহাঁর পুত্রদ্বয় এই তিন জনই বঙ্গভূমিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রসিদ্ধ হওয়ায়, এ বংশ তিন ভাগে বিভক্ত।

বরাহদাস—বৌহারিগ্রামবাসী, এই বংশ আপনা হইতেই বৌহারীয় বরাহদাস বলিয়া খ্যাত।

নৃসিংহ ও নয়দাস -কুলকার্য্যপরায়ণ এই উভয় বংশই বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া বঙ্গজ নামে অভিহিত।

বীরদাস—এই বংশীয়দিগের বরকন্যা উভয়েরই সম্বন্ধাদি বঙ্গদেশে হয় বলিয়া ইহাঁরাও বঙ্গজ নামে প্রখ্যাত।

রামদাস—পাথরতা গ্রামবাসী, ইনি এবং ভাতড়, পাতড়, খাড়, ও বিড়াল দাস ইহাঁর চারিপুত্র, এই পাঁচ জনই পৃথক্ পৃথক বংশের বীজপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। অতএব এই বংশও পাঁচ ভাগে বিভক্ত।১৩

(১১) শ্রীবৎসসেনপ্রমুখাঃ ষড়মী শক্তিগোত্রজাঃ।
ভেদেন সপ্তধা জ্ঞেয়া যথাক্রমমমী পুনঃ।
একঃ শ্রীবৎসসেনোঽভূদ্ভৈহট্টগ্রামবিশ্রুতঃ।
ভৈহট্টজ ইতি খ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্॥
একঃ শিয়ালসেনোঽসৌ ভেদেন দ্বিবিধোঽভবৎ।
গোড়াগাছাভবঃ শ্রেষ্ঠঃ পরঃ পোখরিয়াভবঃ॥
একো যঃ পুরুসেনোঽভূদ্ শুঠিনাগড়িমাশ্রিতঃ।
শুঠিনাগড়িজত্বেন খ্যাতোঽসৌ নাপরং স্থলম্।
চন্দ্রসেনোঽপরস্ত্বেকশ্চন্দ্রদ্বীপনিবাসকৃৎ।
শক্তিগোত্রসমুদ্ভূত ইদীলপুরমাশ্রিতঃ॥
একো মজীরসেনোঽসৌ স্বর্ণপীঠান্নৃপাশ্রয়াৎ।
স এব স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতো মল্লভূভবঃ॥
রামসেন পর স্তৈক্যেবাস্তভূ তো বভূব যঃ।
স মল্লভূমিবসতো বিদিতানেকপৌরুষঃ॥

১২) আঙ্গসেনস্য ষড়্বীজি ভেদেন ত্রিবিধোঽভবৎ।
নপাড়ানস্থবস্বেকঃ শালগ্রামভবোঽপরঃ॥
মানকরীয় এবামাস্তম আতা প্রকীর্ত্তিতাঃ
আঙ্গিবিগোত্রসম্ভূতাঃ বড়্‌জাঃ সর্ব্ব এব হি।

(১৩) পঞ্চদশবিধা দাসাস্তেঽমী বিংশতিধা পুনঃ।
একঃ পুনশ্চায়ুদাসো ভেদেন দ্বিবিধোঽভবৎ॥
একো ভৈহট্টসম্ভূতো মাণিকাহারিজঃ পরঃ।
পদ্মদাসঃ পুনশ্চৈকো ভেদেন পঞ্চধাভবৎ।
বালিনাছীভবশ্চৈকঃ পরো মণ্ডলঘানিকঃ।
মৌড়েশ্বরভবঃ পালিগ্রামজঃ পাজনোরজঃ॥
একোঽপরঃ কায়ুদাসো বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ।
কোগ্রামীণ ইতি খ্যাতো দাসো মৌদ্গল্যগোত্রজঃ॥
তোরীদাসোঽপি তৎপুত্রৌ খ্যাতৌ দীর্ঘলকৈকরৌ
অমী ত্রয়ো বঙ্গভূমৌ প্রসিদ্ধাঃ সর্ব্ব এব হি॥
একো বরাহদাসোঽসৌ বৌহারিগ্রামবাসকৃৎ।
স বৌহারিজদাসোঽপি খ্যাতো মৌদ্গল্যগোত্রজঃ।
নৃসিংহনয়দাসৌ যৌ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিতৌ।
তৌ বঙ্গজাবিতি খ্যাতৌ কুলকার্য্যপরায়ণৌ॥
বীরদাসোঽপি যস্ত্বেকঃ স বঙ্গজ ইতি স্মৃতঃ।
তত্রৈব বঙ্গে সম্বন্ধস্যাভূদ্বরকন্যয়োঃ॥
খ্যাতঃ পাথরতাগ্রামে রামদাসোঽপি তাদৃশঃ।
সুনবস্তস্য চত্বারো বাজিমতেঽপি বিশ্রুতাঃ॥

গুপ্তদিগের ভেদ।

বহুবিধ গুপ্তগণ অন্তর্ভাবে ত্রয়োদশ ভাগে বিভক্ত এবং তাঁহারা সকলেই কাশ্যপগোত্র সম্ভূত। নিম্নে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইতেছে—

কায়ুগুপ্ত—আটপ্রকার, তন্মধ্যে বরাহনগরীয় ও পানিনালার গুপ্তগণই কুলকার্য্যে শ্রেষ্ঠ। তদন্তর বারাশত সমুদ্ভূতগণ। এতদ্ভিন্ন নীলগুপ্তোদ্ভব নিয়োল তৈপুরাশ্রিত, ভদ্রখালী-নিবাসী ঝায়ুগুপ্তোৎপন্ন ও মাটিয়ারীভব লোকগুপ্তের বংশধরগণ কায়ুগুপ্ত মধ্যে পরিগণিত ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া পশ্চিমদেশে গিয়াও বাস করেন।

ত্রিপুরগুপ্ত—ইনি পরমেশ্বর গুপ্তবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বোড়ালায় অবস্থিতি হেতু ইঁহার বংশীয়গণ বোড়ালীয় ত্রিপুরবংশ বলিয়া খ্যাত।

মহাধিকারী ও স্বল্লাধিকারী—ইঁহারা দুইজনও পরমেশ্বর গুপ্তের বংশধর, যথাক্রমে ভীঁপুর ও খাড়িগ্রাম ইঁহাদের বাস।

অড়ালগুপ্ত—ইনি শিলানসম্ভূত এবং ইঁহার বংশগণ কুলকার্য্যপরায়ণ

বীরগুপ্ত—ইনি ভীঁপুরবাসী এজন্য ইঁহার বংশীয়গণ ভীঁপুরীয় বলিয়া বিখ্যাত।১৪

দত্তবংশ।

রামদত্ত—ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং বটগ্রামসমুৎপন্ন।

পাবিড়াদত্ত—এই বংশ খাঁগড়ীয় নামেও প্রসিদ্ধ ইঁহাদের গোত্র কৌশিক।১৫

দেববংশ।

নিকারুণ দেব—ইঁহারা আত্রেয় গোত্রজ, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মল্লস্থান সমুদ্ভূত, তাঁহারা এক্ষণে কেতুগ্রামে বাস করেন, আর যাঁহারা কেতুগ্রামী তাঁহারাও নিজ পৌরুষ দ্বারা কুলকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া স্বস্থানেই বাস করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও আলমান গোত্রীয়গণ নানা স্থানে অবস্থিত আছেন।১৬

করবংশ।

এক কান্তারবাসী করই তিন ভাগে বিভক্ত, ইঁহাদের মধ্যে বশিষ্ঠ ও শক্তিগোত্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত। আর ভরদ্বাজকুলোদ্ভব যে ধর্ম্মকর ছিলেন, তাঁহার বংশীয়গণ এক্ষণে হিলোড়া ও খাঁজিপুরে বাস করিতেছেন।১৭

রাজবংশ।

শশিরাজ ও মসিরাজ ভেদে রাজবংশ দুইটী, এ উভয়ই মেচাশাসন সমুৎপন্ন এবং বাৎস্যগোত্র সম্ভূত। শশিরাজ বংশীয়গণ এলাচিধাম নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মসিরাজ বংশীয়েরা বঙ্গভূমিতে অবস্থিত ও খেপড়ীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।১৮

খ্যাতা ভাতড়-পাতড় ধাড় বিড়ালদাসকাঃ।
সেনশালাশোত্র সম্ভূতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি।
ইহ তে দাশদ্যাং ব্রজাতানাং সকল দাসানাং
পঞ্চদশপ্রকারাণাং ভেদেন বিংশতি প্রকারনির্ণয়.।

(১৪) গুপ্তাশ্চ বহুবিধা ভেদাস্ত্রয়োদশবিধাঃ পুনঃ।
কাশ্যপান্বয়সম্ভূতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি।
একঃ পুনঃ কায়ুগুপ্তঃ ভেদনাষ্টবিধোঽভবৎ।
বরাহনগরীয়শ্চ শ্রেষ্ঠে হ্যভূৎ কুলকর্ম্মণি
পাণিনালাভবশ্চান্যস্তথৈব কুলকর্ম্মণি
বারাশতসমুদ্ভূতস্তৃতীয়স্তদনন্তরম্॥
নীলগুপ্তোদ্ভবা যে তে নিয়োলতৈপুরাশ্রিতাঃ।
ভদ্রখালী-নিবাসস্থা ঝায়ুগুপ্তোদ্ভবাশ্চ যে।
মাটীয়ারীভবাঃ কেচিৎ লোকগুপ্তস্য বংশজাঃ।
পশ্চিমস্থানমাশ্রিতা কেচিৎ সন্তি নিজেচ্ছয়া।
পরমেশ্বরগুপ্তো যঃ শ্রেষ্ঠবংশসম্ভবঃ।
বোড়ত্রিপুরগুপ্তোঽসৌ বোড়ালাবিহিতস্থিতিঃ
পরমেশ্বরগুপ্তস্য বংশজৌ যৌ প্রতিষ্ঠিতৌ।
ভীঁপুরখাড়িগ্রামস্থৌ মহৎস্বল্লাধিকারিণৌ॥
অড়ালগুপ্তো যঃ প্রোক্তঃ স তু শিলানসম্ভবঃ।
কাশ্যপান্বয়-সম্ভূতঃ কুলকার্য্যপরায়ণঃ॥
বীরগুপ্তস্তু যঃ প্রোক্তো ভীঁপুরগ্রামবাসকৃৎ।
ভীঁপুরীয় ইতি খ্যাতো স চ কাশ্যপগোত্রজঃ॥

(১৫) দত্তো চ দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ রামদত্তশ্চ পাবিড়ঃ।
পূর্ব্বঃ শাণ্ডিল্য গোত্রীয়ো বটগ্রামসমুদ্ভবঃ
অপরঃ পাবিড়াদত্তঃ খাঁগড়ীয়ঃ স এব হি।
জাতৌ কৌশিকগোত্রে চ স্বতন্ত্রৌ দ্বৌ গুণান্বিতৌ

(১৬) নিকারুণশ্চ দেবস্তু বংশ্যা আত্রেয়গোত্রজাঃ।
মল্লস্থানসম্ভূতাঃ কেতুগ্রামেঽধুনা তু তে॥
কেতুগ্রামীণদেবোঽসৌ নিকারুণকুলোদ্ভবঃ।
নিজৈশ্চ পৌরুষৈরেব কুলকার্য্যপরায়ণঃ॥
কৃষ্ণাত্রেয়ভবা যে চ যে চ শাণ্ডিল্যগোত্রজাঃ।
আলমানভবা যে চ তে নানাদেশবাসিনঃ।

(১৭) একঃ কান্তারবাসী চ করা ভেদাদমী ত্রয়ঃ।
বাশিষ্ঠশক্তিগোত্রৌ যৌ বঙ্গদেশে চ বিশ্রুতৌ॥
যস্তু ধর্ম্মকরো বীর্য্যী ভরদ্বাজকুলোদ্ভবঃ।
তদ্বংশ্যাঃ সাম্প্রতং সন্তি হিলোড়া খাঁজিপুরে॥

(১৮) মেচাশাসনসম্ভূতৌ রাজবংশোদ্ভবাবুভৌ।
শশিরাজমসিরাজৌ বাৎস্যগোত্রসমুদ্ভবৌ॥
এলাচিধামনগরে শশিরাজঃ কৃতাশ্রয়ঃ।
মসিরাজঃ খেপড়ীয়ো বঙ্গভূমৌ চ সংস্থিতঃ॥

গুপ্ত—প্রথমে করঞ্জকোঠে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, পরে বরাহনগর, পাণিনালা, বৌড়ালিকা, বারাশত, নিয়োল, তৈপুর, সুপুর, টিটা, শিজাম বীরভূমি, ফুল্লশ্রী, মল্লভূমি, খারহাটা, দীপা, মাটিয়ারী, ভাঁপুর, বাগুড়া, চাঁপতা, বেলা, সয়া, নরপুর, ভদ্রশালী, তাযুসিংহ, ভুক্রাড়া, করচী অম্বরাড়া, দশঘরা, পিড়াগাঁ, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করেন।২৩

দেব ও দত্ত—কেতুগ্রাম, বটগ্রাম, বাজিগ্রাম, বন্দীপুর, কোদলা ভদ্রশালী, দিগঙ্গ, হুহুরাপুর, কজ্জিনী, কাঁচড়াপাড়া, চৌমুহা, বারুইপুর, ইছাপুর, গুপ্তিপাড়া, চুপি, খাগড়িয়া, ভুক্রাড়া, সিধলগ্রাম, অনন্তশিকড়, তাখুড়িয়া, বাদু, ও ধুলিয়াপুর, এইগুলি দেব ও দত্তদিগের প্রধানতঃ বাসস্থান। এতদ্ব্যতিরিক্ত সাধারণের অবিদিত যে সকল স্থানে ইঁহাদিগের বাস আছে, তাহা বৃদ্ধগণের নিকট জানা আবশ্যক।২৪

কুলীনদিগের সমাজস্থান।

সেনবংশের—মালঞ্চ, ধলহণ্ড বেতড়, নরহট্ট, খানা, মঙ্গলকোঠ, এই ছয়টী সমাজ বিনায়ক-বংশোদ্ভব সেনগণের বাসস্থান এবং কৌলীন্যের পরিচায়ক। এমন কি এই সকল স্থানের নামেও ঐ বংশীয় সেনদিগের কুলীনত্ব, অর্থাৎ উক্ত বংশীয় সেনগণ যদি অন্য কোন স্থানেও বাস করিয়া ঐ সকল স্থানের নাম দেন, তাহা হইলে তাঁহারাও তাদৃশ কুলীনতা প্রাপ্ত হন।২৫

ঐ সকল সমাজের মধ্যে মালঞ্চই সর্ব্বপ্রধান, সেই মালঞ্চীয় কুলীনদিগের মধ্যে ভাস্করই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই ভাস্করের কৃষ্ণখান, হরিহর খান ও সনাতন মল্লিক নামে তিনটী বংশধর মহাকুলীন বলিয়া বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মালঞ্চীয় এবং ধলহণ্ড ও বেতড় সমাজীয় কুলীনগণ তুল্যভাবাপন্ন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে আবার সম্বন্ধের দোষগুণানুসারে কৌলীন্যের হ্রাস বৃদ্ধিও পরিদৃষ্ট হয়। খানা, মঙ্গলকোঠ ও নরহট্টীয় কুলীনগণ পরস্পর প্রায় সমান, তবে ইহার মধ্যে অবশ্য ক্রিয়াকর্ম্মের তারতম্যানুসারে কুলীনত্বের কিছু হ্রাসবৃদ্ধি থাকিতে পারে।২৬

জগদীশ বলেন,—মালঞ্চ, বেতড় খানা ও মঙ্গলকোঠ, বর্ত্তমানে এই চারিটী স্থান বিনায়ক-বংশীয় কুলীনদিগের সমাজ। ধলহণ্ড ও নরহট্টীয়গণ এখন আর কুলীন বলিয়া বিখ্যাত নহেন এবং রাঢ়ে আর তাঁহাদের নিবাসসম্বন্ধ প্রায় দেখা যায় না। অনেক মূলরহিত অপরিজ্ঞাতকুলশীলের সহিত ইহাঁদের বহু সম্বন্ধাদি পরিলক্ষিত হয়।

জগদীশের ধলহণ্ড ও নরহট্টীয়গণের অকুলীনতা সম্বন্ধীয় মত ভরত মল্লিক স্বীকার করেন নাই, তিনি ঐ উক্তির প্রত্যু-

কাদিপুরং মাল্যহট্টৈশ্চ বৈদ্যপুরং তথা

হাপানীয়া গুপ্তপাড়া বেজড়া ঘাটাকেশ্বরঃ॥

উচ্চানপাড়া মল্লভূমির্ধলভূঃ সেনভূমিকা।

স্থানান্যেতানি দাসানাং সন্তি জ্ঞেয়ানি বৃদ্ধতঃ॥

(২৩) করঞ্জকোঠো গুপ্তানাং স্থানমাদৌ ততঃপরম্।

বরাহনগরং পাণিনালা বৌড়ালিকা তথা॥

বারাশতো নিয়োলশ্চ তৈপুরং সুপুরং টিটা।

শিজামো বীরভূমিশ্চ ফুল্লশ্রী মল্লভূমিকা॥

খারহাটা তথা দীপা মাটীয়ারী চ ভাঁপুরম্।

বাগুড়া চাঁপতা বেলা সয়াখ্যা নরপুরকম॥

ভদ্রশালী তাযুসিংহো ভুক্রাড়া করচী তথা

অম্বরাড়া দশঘরা পিড়াগাঁ নদিয়া তথা।

স্থানান্যেতানি গুপ্তানাং সন্তি জ্ঞেয়ানি বৃদ্ধতঃ॥

পঞ্চকোগ্রামবোলারিকচ্ছীপাজনোরকাঃ।

কদাচিদার্ত্তিসময়ে কুলীনস্যাবলম্বনম॥

ইতি কুলীনানাং সম্বন্ধাবলম্বনস্থানম্।

(২৪) কেতুগ্রামো বটগ্রামো বাজিগ্রামো বন্দীপুরম্।

কোদলা ভদ্রশালী চ দিগঙ্গো হুহুরাপুরম্॥

কজ্জিনী কাঁচড়াপাড়া চৌমুহা বারুইপুরম্।

ইছাপুরা গুপ্তিপাড়া চুপি খাগড়িয়া তথা॥

ভুক্রাড়া সিধলগ্রামোঽপ্যনন্তশিকড়স্তথা।

পরো তাখুড়িয়া বাদুর্ধুলিয়াপুরমেব চ॥

দত্তদেবাখ্যয়ো বৈদ্যাঃ স্থানান্যেতানি সংশ্রিতাঃ।

স্থানানি তেষামন্যানি বিজ্ঞাতব্যানি বৃদ্ধতঃ॥

(২৫) আদৌ শ্রীখণ্ডনগরী রাঢ়া মধ্যে চ ভূষিতা।

সর্ব্বেষামেব বৈদ্যানাং কুলীনানাং সমাজভূঃ॥

মালঞ্চো ধলহণ্ডশ্চ বেতড়ো নরহট্টকঃ,

খানা মঙ্গলকোঠশ্চ ষট্‌সমাজাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

বিনায়কোদ্ভবাঃ সেনাঃ স্থানান্যেতানি সংশ্রিতাঃ।

অমীষামপি নাম্না চ তেষামপি কুলীনতা।

তথা পত্রিকান্তরে—

মালঞ্চো ধলহণ্ডশ্চ বেতড়শ্চ তৃতীয়কঃ।

খানা চ নরহট্টশ্চ তথা মঙ্গলকোঠকঃ॥

বসন্ত্যেষু সমাজেষু বৈনায়ককুলীনকাঃ।

এষাং যস্মাৎ নামতোঽপি জ্ঞেয়া সেনে কুলীনতা॥

(২৬) সর্ব্বেষেব সমাজেষু মালঞ্চঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।

মালঞ্চীয়েষু সর্ব্বেষু ভাস্করঃ শ্রেষ্ঠ ঈরিতঃ।

তস্য ত্রয়ঃ কৃষ্ণখানঃ খানো হরিহরস্তথা॥

সনাতনশ্চ মল্লীকো মহাকুলতয়া কৃতাঃ॥

এতেভ্যোঽন্যে যে চ মালঞ্চা ধালণ্ডা বৈতড়া অপি।

প্রায়স্তুল্যাকুলাঃ প্রোক্তা হ্রাসবৃদ্ধী তু কার্য্যতঃ। ইতি

ভরে বলিয়াছেন যে, উঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বরাবর কুলীন বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও ঐ বংশীয়গণকে অনেকে পূর্ব্বনামানুসারে কুলীন বলিয়া জানেন।২৭

মালঞ্চ, ধলহণ্ড, মঙ্গলকোঠ, সেনহাটী, খানা, নরহট্ট ও বেতড় এই সাতটী স্থান ধন্বন্তরিগোত্রীয় কুলীন সেনগণের সমাজ এবং এই সকল স্থাননামেও তাঁহাদের কৌলীন্য, তবে, ইহার মধ্যে সেনহাটির কুলীনগণের কেহ কেহ স্বস্থানচ্যুত হইলেও উক্তিপূর্ব্বে পূর্ব্বস্থানের নামে কুলীন বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ইদানীং তাঁহারা ঐ সকল সমাজের অপরিজ্ঞাত হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত বহুকাল ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধ থাকায় বর্ত্তমানে বিনিন্দিতমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।২৮

দাস—তেহাট্ট, মাণিকাহার, বালিনাছী পানিগা ও মণ্ডলজানা, এই কয়েকটী স্থান চায়ুপঙ্ক-কুলোদ্ভূত দাসগণের সমাজ। অন্যস্থানবাসী দাসগণ ঐ সকল স্থানোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহারাও কুলীন মধ্যে গণ্য হন। পূর্ব্বে গোনগর, বিষপাড়া, মৌড়েশ্বর ও নান্দনা, এ গুলিও উক্ত বংশীয় দাসগণের সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তত্তৎ স্থানে উঁহাদের বসতি না থাকায় ঐ সকল স্থান কুলীন সমাজ মধ্যে পরিগণিত নহে।

পাঞ্জিকান্তরে চায়ুপঙ্ক বংশীয় দাসগণের তেহট্ট, বিষপাড়া, বালিনাছী, পানিগা, মৌড়েশ্বর, গোনগর, মাণিকাহার নান্দনা ও মণ্ডলজানা, এই নয়টী সমাজ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তেহট্টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই তৈহট্টীয়দিগের মধ্যে বিশ্বম্ভর সর্ব্বপ্রধান, কিন্তু মাণিকাহারীয়গণ আবার এই বিশ্বম্ভরের সমান, তবে সম্বন্ধাদির তারতম্যানুসারে কৌলীন্যের কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। বিষপাড়া সমাজে কদাচিৎ বিশ্বম্ভর-বংশীয় দাসগণের অবস্থিতি দেখা যায়, এজন্য উঁহাও দাসদিগের এক রকম শ্রেষ্ঠ স্থান মধ্যে পরিগণিত। অবশিষ্টের মধ্যে বালিনাছী ও মণ্ডলজানা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তবে ক্রিয়াকর্ম্মের দোষ গুণানুসারে কুলীনত্বের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন পালিগ্রাম প্রভৃতি অপর কয়েকটী সমাজ পরস্পর প্রায় তুল্য। যাহা হউক কুল নিয়তই পৌরুষসাপেক্ষ কেননা সর্ব্বদা পুরুষকার দ্বারাই উহার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।২৯

গুপ্ত—কায়ুগুপ্তবংশীয় কুলীনদিগের বশোহনগর এবং পালিনালা, মাত্র এই দুইটী সমাজ। কারণান্তরে স্বস্থানচ্যুতি ঘটিলেও এই গুপ্তদিগের কুলীনত্ব বজায় থাকে। বারাণত নামেও ইঁহাদের একটী সমাজ ছিল, কিন্তু তথাকার এই বংশীয়গণ এক্ষণে কুলীন মধ্যে পরিগণিত না হইলেও তাঁহারা অদ্যাপি পর্য্যন্ত সৎসম্বন্ধপরায়ণ এবং সর্ব্বত্র পৌরুষান্বিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেখানে প্রসিদ্ধ ত্রিপুর বাস করিতেন, সেই চৌড়াপাড় দুর্গা...

(২৭) মালঞ্চো বেতড়ঃ খানা তথা মঙ্গলকাঠকঃ।
কুলে সমাজশ্চত্বারঃ খ্যাতা বৈনায়কান্বয়ে॥
ধন্বন্তরীয়নরট্টীয়া নাধুনা কুলবিক্রতাঃ।
এষাং নিবাসসম্বন্ধো রাঢ়ে প্রায়শো ন সন্তি হি
অমূলকৈরবিজ্ঞাতৈঃ সম্বন্ধা বহবোঽপি হি
ইত্যুক্তং জগদীশেন স্ফুটং নৈতন্মতং মম॥
তেষাং হি পূর্ব্বপুরুষা বিখ্যাতাঃ কুলবত্তয়া।
ইদানীমপি তে জ্ঞাতা বহুভিঃ পূর্ব্বনামতঃ॥

(২৮) মালঞ্চীয়ো ধলণ্ডীয়স্তথা মঙ্গলকোঠজঃ।
সেনহাটীসমুদ্ভূতঃ খানাজোঽন্যো নরট্টজঃ॥
পরো বেতড়সম্ভূতঃ সপ্ত ধান্বন্তরা অমী।
কুলখ্যাতা অমীষাঞ্চ স্থাননাম্না কুলীনতা।
ইতি পূর্ব্বৈঃ সেনহাটীভবোঽপি কুল ঈরিতঃ।
কিন্ত্বিদানীমবিজ্ঞাতস্থাননাম্না বিনিন্দিতঃ॥

(২৯) তেহট্টো মাণিকাহারো বালিনাছী চ পালিগা।
তথা মণ্ডলজানা চ সমাজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
চায়ুপঙ্ককুলোদ্ভূতাঃ স্থানান্যেতানি সংশ্রিতাঃ
অমীষামপি নাম্না চ দাসানাঞ্চ কুলীনতা॥
পূর্ব্বং গোনগরং স্থানং নাধুনা তৎকুলে স্থিতম্
বিষপাড়াকুলে চোক্তা তন্নাম নাধুনা শ্রুতম্॥
মৌড়েশ্বরসমাজস্তু কুলে পূর্ব্বৈঃ সমীরিতঃ
নাধুনা তত্র কোঽপ্যস্তি কুলীন ইতি বিশ্রুতঃ।
নান্দনাপি কুলে প্রোক্তা তন্নাম নাধুনা শ্রুতম্

তথা পঞ্জিকান্তরে

তৈহট্টো বিষপাড়া চ বালিনাছী চ পালিগা।
মৌড়েশ্বরো গোনগরং মাণিকাহারকঃ পরঃ॥
নান্দনা মণ্ডলজানা সমাজা নব কীর্ত্তিতাঃ।
চায়ুপঙ্ককুলোদ্ভূতাঃ স্থানেষ্বেতেষু সংস্থিতাঃ।
দাসানাঞ্চ কুলীনত্বমমীষামপি নামতঃ।
দাসানাঞ্চ সমাজেষু তৈহট্টঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥
তৈহট্টীয়েষু সর্ব্বেষু শ্রেষ্ঠো বিশ্বম্ভরো মতঃ।
তৎসমা মাণিকাহারীয়া হ্রাসবৃদ্ধী তু কার্য্যতঃ।
বিষপাড়াসমাজেষু জাতু বিশ্বম্ভরান্বয়ঃ।
সংস্থিতাস্তেন তৎস্থানং দাসানাং কুলসূচকম্।
ইতরেষু মতঃ শ্রেষ্ঠো বালিনাছীসমুদ্ভবঃ॥
তথা মণ্ডলজানীয়ো হ্রাসো বৃদ্ধিশ্চ কার্য্যতঃ।
পালিগ্রামপ্রভৃতয়ঃ প্রায়শোঽন্যকুলা মতাঃ॥
কুলং পৌরুষসাধ্যং হি বৃদ্ধিং হ্রাসঞ্চ গচ্ছতি। ইতি

সমাজ মধ্যে পরিগণিত ছিল কিন্তু এক্ষণে রাঢ়দেশের মধ্যে তত্রত্য কাহারও নাম শুনা যায় না।৩০

সেন, দাস, ও গুপ্তদিগের যে ১৩টী প্রধান সমাজের কথা বলা হইল, তত্তৎস্থানীয় কুলীনদিগের মধ্যে চায়ু, বরাট ও ভড় এই তিনজন স্থান নামে ও স্বনামে প্রসিদ্ধ ; তদ্ভিন্ন অপরাপর সকলে কেবল স্থানের নামেই সর্ব্বত্র কুলীন বলিয়া পরিচিত হন।

সেনদাসাদির স্থানান্তরে গমনের কারণ।

সেনদাসাদি প্রত্যেক বংশীয়দিগের বীজপুরুষ এবং মূলস্থান এক হইলেও কোন না কোন কারণে অন্যত্র বাস হেতু উঁহারা আবার তত্তৎস্থানীয় বলিয়া কথিত হন। এ সম্বন্ধে প্রাচীনগণ নানাপ্রকার হেতু নির্দ্দেশ করেন। যথা—প্রথমতঃ পিতৃভাবচ্যুত হইয়াই লোকে মূলস্থান ত্যাগ করেন ; এই পিতৃভাবচ্যুতি কোথায়ও অন্যূনতাপ্রযুক্ত অর্থাৎ একস্থানবাসী গোত্রান্তর অপেক্ষা স্বীয় গোত্রের কিঞ্চিৎন্যূনতাব্যক্ত হওয়ায়, কোথায়ও উহার অতিক্রান্টহেতু, কোথায়ও একাধিক মর্য্যাদা লাভের জন্য, কোথায়ও বা হীনসম্বন্ধাচরণের নিমিত্ত ঘটিয়াছে।৩১

যে বংশের যে ভাবে স্থানান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, ক্রমশঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে,—

বিনায়কবংশ—মালঞ্চই বিনায়কের সমাজ, এখান হইতে তদ্বংশীয় অনেকে বেতড়াদি অপর বঙ্গসমাজে গিয়া বাস করেন, বিনায়কের পুত্র রোষসেন মালঞ্চেই বাস করেন, তদীয় বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বস্থানেই থাকেন এবং কতক ধলহণ্ডে গিয়া বাস করেন।৩২

সাঙ্গুসেন—ইঁহার কুমারাদি নামে চারিপুত্র, সকলেই মালঞ্চবাসী, সরণির শেষপুত্র কৃত্তিবাস, তদীয় পুত্রগণ স্বস্থান হইতে ধলহণ্ডে গিয়া বাস করেন।

চিরঞ্জীবের উক্তিও উক্ত বাক্যদ্বয়ের পরিপোষক হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, মালঞ্চী ও ধলহণ্ডীয় সেন পরস্পর অভিন্ন।৩৩

চিরঞ্জীবের মতে, ধন্বন্তরি কুলোৎপন্ন সেনদিগের নবহট্ট, সেনহাটী, খানা, মঙ্গলকোট, রাঘিগ্রাম, সিদোল, সেনভূমি ও নবদ্বীপ, এই কয়টী সমাজ।

খানগ্রাম সমাজে তোথলিসেনের সন্ততিগণ এবং নবহট্ট,

---

(৩০) বরাহনগরং পাণিনালা চ যৌ সমাজকৌ।
কায়গুপ্তকুলোদ্ভূতৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সমুপাশ্রিতৌ ॥
অনয়োরপি নাম্না চ গুপ্তানাং স্যাৎ কুলীনতা।
যত্র বারাশতো নাম সমাজঃ কুল ঈরিতঃ ॥
তন্নাম্না নাধুনা খ্যাতাঃ কুলীনত্বেন তদ্ভবাঃ।
কিন্তু তত্র স্থিতা গুপ্তাঃ সৎসম্বন্ধপরায়ণাঃ ॥
অদ্যাপি বিক্রান্তাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র পৌরুষান্বিতাঃ।
চৌড়ালাপি কুলে প্রোক্তা ত্রিপুরো যত্র সংস্থিতঃ ॥
তত্রত্যো নাধুনা কোঽপি রাঢ়দেশেষু বিক্রান্তঃ ॥

তথা পঞ্জিকান্তরে

বরাহনগরং পাণিনালা বারাশতস্তথা
চৌড়ালাপি চ গুপ্তানাং সমাজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অমীষামপি নাম্না চ গুপ্তানাং স্যাৎ কুলীনতা।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যথাপূর্ব্বং শ্রেষ্ঠত্বমিহ কথ্যতে ॥
হ্রাসো বৃদ্ধিশ্চ কার্য্যেণ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র লভ্যতে।

(৩১) সৎসেনদাসগুপ্তানাং সমাজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ত্রয়োদশামী অত্রত্যাস্তিষ্ঠন্ত্যাপি সম্প্রতি ॥
সর্ব্বে তন্নামতঃ খ্যাতা নিজকৌলীন্যসূচকাঃ।
স্বনাম্না স্থাননাম্না চ চায়ুঃ স্বকুলসূচকঃ ॥
বরাটোঽপি স্থলীনাম্না স্বনাম্না চ কুলে শ্রুতঃ।
স্থাননাম্না স্বনাম্না চ ভড়োঽপি কুলসূচকঃ।
পরেষাং স্থাননাম্না চ কুলং সর্ব্বত্র কথ্যতে।
স্থাননামপ্রসিদ্ধস্য স্থাননাম বিনা কচিৎ ॥
সম্বন্ধঃ কথিতো যশ্চ জ্ঞেয়ো বিখ্যাতিতঃ স চ।
মূলমেকং পুনঃ স্থানং সর্ব্বেষামেকবীজিনাম্।
কেনাপি হেতুনান্যত্র বাসাদন্যৎ স্থলং মতম্ ॥

প্রাঞ্চস্তু৷হঃ

পিতৃভাবচ্যুতে বাচ্যং মূলস্থানাৎ পরং স্থলম্।
কচিদন্যূনতার্থং কাপ্যতিক্রান্তিহেতবে ॥
পিতৃভাবচ্যুতেরেকাধিক্যার্থমপি কুত্রচিৎ।
পিতৃভাবচ্যুতির্হীনসম্বন্ধাচরণাদিভিঃ ॥

(৩২) বিনায়কস্য মালঞ্চ সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্নির্গতমানানাং বহূনাং তৎকুলোদ্ভবাং ॥
অপরে বহবঃ খ্যাতাঃ সমাজা বেতড়াদয়ঃ।
পিত্রেব রোষসেনেন মালঞ্চঃ প্রতিপালিতঃ।
তদ্বংশ্যাঃ কতিচিত্তত্র স্থিতাঃ কেচিদ্ধলণ্ডকে ॥

(৩৩) সাঙ্গুসেনস্য চত্বারঃ কুমারাদয় আত্মজাঃ।
কুলোজ্জ্বলা যে তদ্বংশ্যাঃ সর্ব্বে মালঞ্চবাসিনঃ ॥
সরণেঃ শেষপুত্রোঽভবৎ কৃত্তিবাস ইতি শ্রুতঃ।
তস্য সর্ব্বে তনূদ্ভূতা ধলহণ্ডমুপাশ্রিতাঃ ॥
মালঞ্চো ধলহণ্ডশ্চ সমাজৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।
রোষসেনকুলোদ্ভূতাঃ স্থানে কতিচিদাশ্রিতাঃ ॥
যো মালঞ্চীভবঃ সেনো ধলহণ্ডঃ স উচ্যতে।
তস্মাদিয়ন্তু সর্ব্বেষাং পৃথক্‌স্থানং নিগদ্যতে ॥

সেনহাটী ও নবদ্বীপে হিঙ্গুসেনের বংশীয় কেহ কেহ বাস করেন। সেনহাটী, নরহট্ট ও সেনভূমির সেনগণ একই বংশীয়।

মঙ্গলকোঠ, রাঘিগ্রাম ও নিয়োল, কুলীনের এই যে তিনটী সমাজ, ইহাতে গুরুবংশীয় পুরুসেনের বংশধরগণের কেহ কেহ পরে আগমন করেন। ফলে মঙ্গলকোঠ, রাঘিগ্রাম ও নিয়োল, এই তিন স্থানের সেনগণ সবই এক। ইহাদের সমস্তাদি কুলীন এবং অকুলীন উভয়েই আছে।

বেতড় এক কাপড়িসেনদিগেরই সমাজ, তবে কোগাঁর অর্ক সেনবংশীয় কেহ কেহ এখানে বাস করেন।

বিষপাড়াসমাজে শঙ্করসেনের সন্ততিগণ বাস করেন।৩৪

বিনায়কসেন ও তদীয়বংশধরগণের সমাজবিবরণ বিবৃত হইল, এক্ষণে অপরাপর সেনগণের সমাজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কথিত হইতেছে,—

গরিসেন—ইঁহার বংশীয়গণের মধ্যে যাঁহারা বিষপাড়া গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ শ্রীখণ্ডে, কেহ কেহ তিকারিপুরে, কেহ কেহ কচুরীগ্রামে, কেহ কেহ বা ধাড়াগ্রামে বসতি স্থাপন করেন।৩৫

(৩৪) নরহট্টঃ সেনহাটী খানা মঙ্গলকোঠকঃ
রাঘিগ্রামো নিয়োলশ্চ সেনভূমিস্তথাপরঃ ॥
নবদ্বীপঃ সমাজাশ্চ ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাং।
খানাগ্রামঃ কুলীনানাং সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
তত্র তোখলীসেনস্য প্রজাভির্বসতিঃ কৃতা ॥
নরহট্টঃ সেনহাটী নবদ্বীপ ইতঃপরঃ
হিঙ্গুসেনপ্রজা এষু স্থানেষু কতিচিৎ স্থিতাঃ ॥
যঃ সেনহাটীসম্ভূতঃ স এব নরহট্টজঃ।
সেনভূমীয়সেনোঽপি সেনহাটীয়বংশজঃ ॥
অথ মঙ্গলকোঠো যঃ সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
রাঘিগ্রামনিয়োলৌ চ পরে যে তেষু চ স্থিতাঃ ॥
কতিচিৎ গুরুবংশীয়পুরুসেনকুলোদ্ভবাঃ
যশ্চ মঙ্গলকোঠীয়ো রাঘিগ্রাম ভবোঽপি সঃ ॥
স এব হি নিয়োলীয়ঃ কর্ণগস্ত কুলাকুলে।
একঃ কাপড়িসেনস্য সমাজো বেতড়ঃ স্মৃতঃ ॥
তত্র কোগাঁর্কসেনস্য বংশ্যাঃ কতিচিদাশ্রিতাঃ।
অথ যো বিষপাড়াখ্যসমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
তত্র শঙ্করসেনস্য প্রজাভির্বসতিঃ কৃতা।

(৩৫) গরিসেনস্য যে বংশ্যা বিষপাড়ামুপাশ্রিতাঃ
তেষাঞ্চ কতিচিৎ খণ্ডে তিকারিপুরবাসিনঃ ॥
কতিচিৎ কচুরীগ্রামে বসতিং সমধিশ্রিতাঃ
ধাড়াগ্রামে চ কতিচিদ্বসতিং নিবেশকাঃ ॥

রাঘবসেন—শ্রীখণ্ডই ইঁহার সমাজ এবং ইঁহার বংশীয়গণ অদ্যাপি এখানে বিখ্যাতভাবে বসবাস করিতেছেন।

হরিসেন—ইনি শ্রীবৎসসেনের পৌত্র; তেহট্টগ্রামেই ইঁহার সমাজ।

সুরসেন—ওঠিনাগড়িয়া গ্রামই ইঁহার সমাজ এবং ইঁহার বংশীয়গণও ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। কিন্তু ইঁহার অন্যতম বংশধর চোন্নসেনের বংশীয়গণ মঙ্গলকোঠে, কুবেরসেনের সন্ততিগণ রাঘিগ্রামে এবং কৃষ্ণসেনের বংশের কেহ কেহ নিয়োল সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন।৩৬

দাসবংশীয়গণের সমাজ।

চায়ুদাস—তেহট্টই ইঁহার সমাজ, তবে এই বংশের কেহ কেহ এখান হইতে বিষপাড়া ও মাণিকাহার সমাজেও আশ্রয় লন।

নরদাস—ইনি চায়ুদাসবংশীয়, ইঁহার বংশধরগণ তেহট্ট ও বিষপাড়া, এই উভয় স্থানেই বাস করেন।

দিবাকরদাস—ইনিও চায়ুদাসবংশসম্ভূত, ইঁহার বংশধরগণ মাণিকহার-সমাজবাসী।

পদ্মদাস—ইঁহার সমাজ বালিনাছী. এতদ্ভিন্ন নান্দনা মণ্ডলকানা, মৌড়েশ্বর ও পালিগাঁ, এই কয়টী সমাজেও পরবর্ত্তী পদ্মদাসবংশীয়গণ বসতি স্থাপন করেন।

দেবকীদাস—ইনি পদ্মদাসগোষ্ঠীর। বালিনাছী, নান্দনা ও মণ্ডলকানা সমাজে ইঁহার বংশধরগণের বাস।৩৭

(৩৬) খণ্ডো রাঘবসেনস্য সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বসন্তি তত্র তদ্বংশ্যাঃ প্রায়েনাদ্যাপি বিশ্রুতাঃ।
একস্তেহট্টকগ্রামঃ সমাজ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
শ্রীবৎসসেনপৌত্রস্য হরিসেনস্য তৎস্থলম্ ॥
ওঠিনাগড়িয়া গ্রামঃ সমাজ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
নিবসন্তি চ তত্রৈব সুরসেনকুলোদ্ভবাঃ ॥
স্থিতা মঙ্গলকোঠে চ চোন্নসেনকুলোদ্ভবাঃ।
বংশ্যাঃ কুবেরসেনস্য রাঘিগ্রামনিবাসিনঃ।
কৃষ্ণসেনস্য কতিচিৎ বংশ্যাঃ নিয়োলমাশ্রিতাঃ।

(৩৭) তেহট্টশ্চায়ুদাসস্য সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
তস্মান্নির্গতমানানাং কেষাঞ্চিত্তৎকুলোদ্ভবাম্।
বিষপাড়ামাণিকাহৌ সমাজৌ যৌ বভূবতুঃ ॥
তেহট্টো বিষপাড়া চ মাণিকাহার এব চ।
এষঃ সমাজা দাসানাং চায়ুদাসকুলোদ্ভবাং।
তেহট্টো বিষপাড়া চ যৌ গ্রামৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।
নরদাসকুলোদ্ভূতাঃ স্থানে এতে সমাশ্রিতাঃ।
একো যো মাণিকাহারঃ স্বচীবমসমুজ্জ্বলঃ।

নীলকণ্ঠ—ইনিও পদ্মদাসসন্ততি, মৌড়েশ্বর ও পালিগ্রাম ইহাঁর বংশীয়গণের সমাজ।

বিনায়ক—পদ্মদাস সন্তান, স্বগণসহ মৌড়েশ্বর সমাজে বাস করেন।

শ্রীবৎসদাস—পদ্মদাসবংশীয়, ইঁহার বংশধরগণের কেহ কেহ পালিগ্রাম সমাজে বাস করেন।

কায়ুদাস—ইহাঁর বংশে উমাপতি দাসই প্রসিদ্ধ, এই উমাপতি দাসের বংশধরগণ সম্বন্ধপরায়ণ এবং তাঁহাদের কোগ্রামে বাস।৩৮

কুলপঞ্জীকার চক্রঞ্জয় অম্বষ্ঠকখান ও অম্বরাজ সময়, ইহাঁরা স্বীয় স্বীয় পঞ্জিকায় ... সর বংশ বিবরণ কিছুমাত্র লেখেন নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে চিরঞ্জীব লিখিয়াছেন যে, কুলপঞ্জিকা লিখিবার পূর্ব্বে চক্রঞ্জয়দাস নানাদিগ্দেশ হইতে অনেকানেক প্রধান প্রধান বৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া একটী সভা করেন, বিশেষ কার্য্য বশতঃ রাজসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোগ্রামবাসী কায়ু বা উমাপতিদাসোদ্ভব কেহই সেই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এ কারণ উক্ত পঞ্জীকারত্রয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের বংশাবলীকে কুলীন বলিয়া লিপিবদ্ধ না করিয়া দৌহিত্রকথন স্থলে ইহাদিগকে মাত্র 'কোগাবাসী' এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই হেতু ইহাঁদের নাম কোন পঞ্জিকায় পাওয়া যায় না। তবে ইদানীং এই বংশীয়গণের নিরতিশয় সৌজন্য, ভক্তি ও বিনয়ভাবসন্দর্শনে সেন ও গুপ্তবংশীয় কুলীনগণ উঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, এই কারণেই আমি তাঁহাদিগের বংশবিবরণ লিখিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষতঃ এক্ষণে সর্ব্বত্রই ইহাঁরা কুলীনের ঘরে কন্যা দান এবং ঐ সকল ঘর হইতে কখন কখন কন্যা গ্রহণও করিতেছেন, অতএব কোগ্রামও কায়ুদাসসন্ততিগণের সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইল। যাঁহারা উমাপতি দাসের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা চিরকালই এই কোগ্রামে বাস করিতেছেন।৩৯

গুপ্তবংশীয় সমাজ।

কায়ুগুপ্ত—বরাহনগর, পানিনালা ও বারাশত, এই তিনটী স্থান কায়ুগুপ্তবংশীয়দিগের সমাজ।

বাসুদেবগুপ্ত—কায়ুগুপ্তবংশীয়, ইঁহার সাতটী পৌত্র তাঁহারা সকলেই গঙ্গাতীরস্থ বরাহনগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গোষ্ঠীর ... দাসের বংশে ... নামে যে একব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহার সন্তান বারাশত।৪০

স দিবাকরবংশ্যানাং সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বালিনাছীতি পদ্মস্য সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্নির্গমানানাং বহূনাং তৎকুলোদ্ভবাং।
সমাজা অপরেঽভূবন্ খ্যাতা মৌড়েশ্বরাদয়ঃ।
বালিনাছী নাম্না চ তথা মণ্ডলজানিকা।
মৌড়েশ্বরঃ পালিগাঁ চ সমাজঃ পদ্মসম্ভবাম॥
বালিনাছী নাম্না চ তথা মণ্ডলজানিকা।
এবু দেবলিদাসস্য বংশ্যাঃ স্থানেষু সংশ্রিতাঃ॥

(৩৮) ততো মৌড়েশ্বরঃ পালিগ্রাম এতৌ সমাজকৌ।
নীলকণ্ঠস্য দাসস্য বংশ্যাঃ কতিচিদাশ্রিতাঃ॥
মৌড়েশ্বরগ্রাম ইতি সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিনায়কঃ স্বযূথেন তত্র বাসং চকার হ॥
যশ্চ পালিগ্রাম একঃ সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তত্র শ্রীবৎসদাসস্য বংশ্যাঃ কতিচিদাশ্রিতাঃ॥
কায়ুদাসস্য বংশেষু বিখ্যাতোঽভূদুমাপতিঃ।
তদ্বংশ্যাঃ সন্তি কোগ্রামে সৎসম্বন্ধপরায়ণাঃ॥

(৩৯) চিরঞ্জীবেন ... যথাঃ।
লিখিতাস্তেন ... লিখিতব্যা ... চ॥
কিন্তু কায়ুদাসস্য নামাদি ... ।
তৎ ... ॥
অথ বং কায়ুদাসস্য বংশলেখার্থমুক্তবান।
চিরঞ্জীবস্তন্নীষ ... নিগদ্যতে॥ যথা—
বংশ্য চ কায়ুদাসস্য বংশ্যাস্তিষ্ঠন্তি বিস্তরঃ।
কোগ্রামে কতিচিৎ সন্তি দাসোমাপতিসম্ভবাঃ॥
যদা চক্রঞ্জয়দাসেন বিহিতা কুলপঞ্জিকা।
নানাদিগ্দেশতো বৈদ্যান সমানীয় সভা কৃতা॥
রাজসেবাপলোপেন নাগতং তত্র কেনচিৎ।
কোগ্রামবাসিনা কায়ুদাসোমাপতিসম্ভবা॥
তেন ক্রোধেন ... জাতু চক্রঞ্জয়দাসকঃ।
খানাত্রয়ঞ্চাপি ... নালেখাদিহ তৎকুলম্॥
দৌহিত্রকথনাম্নায়ং কোগা-বাসেতি লিখ্যতে।
তন্নামগ্রহণং কাপি পঞ্জিকায়াং ন দৃশ্যতে॥
তেষামিদানীং সৌজন্যাদ্ভক্তিতো বিনয়াদপি।
সেনগুপ্তোদ্ভবৈঃ সর্ব্বৈঃ কুলীনৈস্তেঽবলম্বিতাঃ॥
তস্মাদিহাপি তদ্বংশ্যা লিখিতব্যা ময়া পুনঃ।
যতঃ সর্ব্বত্র তৎকন্যাদানং কুলবতাং কুলে॥
কুত্রাপি কন্যাগ্রহণং কৃতমস্তি চ তৎকুলাৎ।
তস্মাৎ সমাজঃ কোগ্রামঃ কায়ুদাসস্য সন্ততেঃ॥
য উমাপতিদাসস্য বংশজা অভিজজ্ঞিরে।
তৈঃ সর্ব্বৈস্তত্র কোগ্রামে চিরায় বসতিঃ কৃতা॥

(৪০) বরাহনগরং পানিনালো বারাশতস্তথা।
সমাজঃ কায়ুগুপ্তস্য বংশ্যানাং ত্রিতয়াময়ী॥

কাপড়িগুপ্ত—ইনিও কায়ুগুপ্তের বংশধর, ইহার বংশীয় কেহ কেহ পানিনালা সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ত্রিপুরগুপ্ত—চৌতালিকা গ্রামই ইহাঁর সমাজ, এই বংশীয়গণ পূর্ব্বাপর এখানেই অবস্থিতি করিতেছেন।৪১

সেন, দাস ও গুপ্তসন্ততিগণের মোটের উপর ৩৪টী সমাজ কথিত হইল; তন্মধ্যে সেনদিগের ২১টী, দাসগণের নয়টী ও গুপ্তের ৪টী, এই যে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে তাহাতে বিষপাড়া সমাজ সেনদিগের পক্ষে ২বার ও দাসের পক্ষে ১বার, শ্রীখণ্ড সেনদিগের ২বার কোগাঁ সেন ও দাস এই উভয়ের মধ্যে ধৃত হওয়ায় উহারও গণনা ২বার করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে উহাদের মধ্যে ৪ বার অতিরিক্ত গণনা করা হইয়াছে, কেননা বিষপাড়া সেন ও দাসের সমাজ মধ্যে নিবিষ্ট হইলেও উহা একমাত্র গরিসেনের সমাজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ, সুতরাং উহার গণনা একবার হওয়া উচিত। এইরূপ শ্রীখণ্ড সেনের মধ্যে দুইবার পঠিত হইলেও উহা এক রাঘব সেনেরই সমাজ। এই ভাবে কোগ্রামও কেবল কায়ুদাসের সমাজ, অতএব প্রকৃত গণনায় উহাদিগের সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৩০টী সমাজই ব্যক্ত হইতেছে। এই ৩০টী সমাজ ব্যতিরেকে অন্য যেখানে যেখানে ঐ সকল কুলীনদিগের বাস দেখা যায়, সে সকল স্থান সমাজ বলিয়া গণ্য না হইয়া গ্রাম মধ্যে পরিগণিত হয়। একারণ গ্রামবাসী অপেক্ষা সমাজবাসীদিগেরই অধিক শ্রেষ্ঠত্ব কল্পনা করা হইয়াছে।৪২

বিনায়ক বংশীয় কুলীনদিগের মালঞ্চই সমাজ, একারণ তদীয় বংশধরগণ মালঞ্চীয় নামেই খ্যাত; তবে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈতণ্ডীয় আখ্যায়ও পৃথক্ আখ্যাত হন। যাঁহাদের বেতড়ের ন্যায় অন্যকোন প্রসিদ্ধ কুলস্থানে বসতি নাই, তাঁহারা মালঞ্চই আপনাদিগের পূর্ব্ব স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেন না মালঞ্চের নাম করিলেই লোকে কুলীন বলিয়া জানে। এই মালঞ্চের নামেই বিনায়ক বংশীয় সাণ্ডসেনের পুত্রগণ কুলীন বলিয়া কথিত হন। বিনায়ক বংশে পশুপত্যাদি যে সকল বংশধর মৌলিকত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের মালঞ্চীয় বলিয়া বিশেষ কোন বিশেষণ না থাকাই ঐ মৌলিকত্বের কারণ। কিন্তু বিনায়ক-বংশীয় যাহারা মৌলিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাও আপনাদিগকে মালঞ্চী বলিয়া বলেন। কুল পঞ্জিকান্তরেও ইহার আভাস পাওয়া যায়; তথায় উল্লিখিত হইয়াছে, বিনায়কবংশীয়দিগের সমাজ মালঞ্চই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এইহেতু তদ্বংশীয়গণের কুলহীনতা ঘটিলেও তাঁহারা মালঞ্চীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা স্থানান্তরে বসতি স্থাপন পূর্ব্বক কুলপঞ্জিকাদি না দেখিয়াই আপনাদিগকে মালঞ্চীয় বলিয়া প্রকাশ করেন সমাজে তাঁহারা উপহাসাস্পদ হন। যাঁহারা অপরিচিত ভাবে থাকিয়া যে যে গ্রামের নাম বলেন বৃদ্ধ লোকের নিকট জানিয়া যথাযথ বিচার পূর্ব্বক সেই সকল গ্রামের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।৪৩

বরাহনগরং বারাশতশ্চ যৌ সমাজকৌ
বাসুদেবস্য গুপ্তস্য বংশ্যা এতৌ সমাশ্রিতাঃ॥
বাসুদেবস্য গুপ্তস্য সপ্তপৌত্রাঃ সমাশ্রিতাঃ।
সর্ব্বে বরাহনগরমাশ্রিতা গাঙ্গয়োধসি।
তত্র গঙ্গাধরস্যাভূদ্বংশে লম্বোদরস্তু যঃ।
তস্য বারাশতো নাম সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অত্র এবোক্তং পঞ্জিকান্তরে—
বরাহনগরং নাম সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বাসুদেবস্য গুপ্তস্য বংশ্যাস্তত্র সমাশ্রিতাঃ।
বরাহনগরীয়ো যঃ স বারাশত উচ্যতে। ইতি
৪১। পাণিনালাখ্যো যো গ্রামঃ সমাজঃ পরিকীর্ত্তিত।
তত্র কাপড়িগুপ্তস্য বংশ্যাঃ কতিচিদাশ্রিতাঃ॥
একশ্চৌতালিকাগ্রামঃ সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
স তু ত্রিপুরগুপ্তস্য প্রজাভিঃ সমুপাশ্রিতঃ॥
(৪২) চতুস্ত্রিংশৎ সমাজা হি সেনে তত্রৈকবিংশতিঃ।
দাসে নব তথা গুপ্তে চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
সেনে দ্বিশ্চ সকৃৎ দাসে বিষপাড়া ধৃতৈবিকা।
কিন্ত্বসৌ গরিসেনস্য সমাজত্বেন বিশ্রুতঃ।
সেনে দ্বিঃ পঠিতঃ খণ্ড কিন্ত্বসৌ রাঘবে শ্রুতঃ।
সেনে দাসে ধৃতঃ কোগ্রাঁ কিন্ত্বসৌ কায়ুজে শ্রুতঃ
তস্মাদেতে ত্রিংশদেব সমাজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
স্থানমন্যদ্ যদেষাং তদ্ গ্রামত্বেনৈব বিশ্রুতম্।
সমাজবাসিনাং শ্রৈষ্ঠ্যং কথ্যতে গ্রামবাসিনঃ॥
(৪৩) বিনায়কস্য মালঞ্চঃ সমাজঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাত্তদ্বংশজাঃ সর্ব্বে মালঞ্চীয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তেষ্বেব বৈতণ্ডীয়াখ্যা কতিচিৎ পৃথগীরিতাঃ।
যেষামন্যৎ স্থলং নোক্তং তেষাং মালঞ্চকস্থলম্॥
কিন্তু মালঞ্চাভিধানাৎ কুলমেবাভিগম্যতে।
তস্মাম্মালঞ্চনাম্না চ বিনায়ককুলোদ্ভবঃ॥
সাণ্ডসেনস্য সন্তানঃ কুলবানেব বক্ষ্যতে।
পশুপত্যাদিবংশ্যা যে পুত্র বৈনায়কেঽভবে॥
মৌলিকত্বং গতাস্তেষাং ন মালঞ্চবিশেষণম্।
তেষাং বাসস্থানমাত্র বোধার্থমেব বক্ষ্যতে॥
কিন্তু বৈনায়কা যে যে মৌলিকত্বমুপাশ্রিতাঃ।
মালঞ্চীয়তয়াত্মানং কথয়ন্ত্যেব তেঽখিলাঃ॥

বালিনাছীই পদ্মদাসের সমাজ, সুতরাং তদ্বংশীয়গণ সকলেই বালিনাছীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদ্মকুলোদ্ভূত কুলীনগণ মাত্রেরই সমাজ কেবল বালিনাছী, তদ্ভিন্ন স্থানান্তরে নাই। অতএব পদ্মবংশের মধ্যে যাঁহারা কুলীন তাঁহাদেরই প্রায় বালিনাছী বিশেষণ, অন্য কাহারও নহে; তবে যদি কাহারও ঐরূপ বিশেষণ দেখা যায়, তাহাতে তাঁহারা নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইবেন না, কেননা হয়ত তাঁহাদের মধ্যে কেহ পূর্ব্ব বাস স্থান দ্বারা কেহ বা পদ্মবিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইবেনই।৪৮

পদ্মবংশীয় বিনায়ক বহুজ্ঞাতির সহিত মৌড়েশ্বরে অবস্থিতি করেন, এই কারণ তদন্য পদ্মদাস-বংশধরগণ মৌড়েশ্বরীয় বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন। কিন্তু বৃত্তি ও সম্বন্ধ অনুসারে এবং মৌড়েশ্বর বিশেষণ থাকায় ইহা নিতান্ত দূষণীয় নহে, তবে অধুনা মৌড়েশ্বরে কুল নাই।৪৯

কায়ুগুপ্তের সমাজ বরাহনগর; কায়ুবংশীয়গণ এই সমাজ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশদেশান্তরগামী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে ঐ বংশীয় নারায়ণের পুত্রগণ সকলেই আবার এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহাদের বংশে যাঁহারা কুলীন বলিয়া প্রখ্যাত-তাঁহারাই মাত্র বরাহনগরীয় আখ্যায় আখ্যাত হন। তবে যে সকল কায়ুবংশীয়েরা আপনাদিগকে বরাহনগরীয় বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহারাও হাস্যাস্পদ হইবেন না কেন না তাঁহাদের উক্ত পরিচয় মাত্র বাসস্থানজ্ঞাপক।৫০

অপরাপর সেনাদিবংশের যে যে স্থান কথিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পরিচয় সেই সেই স্থানের নামে অথবা স্বীয় স্বীয় বীজপুরুষের নামে, কোথায়ও বা স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে হইয়া থাকে। দত্তদেবাদি সকলেই প্রায় বৃত্তিদ্বারাই পরিচিত। ফলে সকল বৈদ্যেরই পরিচয় যে কেবল বংশাবলী দ্বারা নির্ণীত হয় তাহা নহে, অনেকানেকের পরিচয় সম্বন্ধ ও বৃত্তি দ্বারাও হইয়া থাকে, তাহাতে কোন দোষ আসে না। বৃত্তি দ্বারাই লোকের জাতি নিরূপিত হয় এবং বৃত্তিদ্বারাই সকল লোককে জানা যায়।৫১

পদ্ধতি প্রভৃতি অনুসন্ধানে যাঁহাদের কুল পরিচয় বিশেষরূপে না পাওয়া যায় তাঁহাদের নাম বা বাসস্থান মাত্র লিখিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পদ্ধতিতে বিশ্রুত অথচ যাঁহাদের বীজপুরুষ বা বাসস্থানের নাম পাওয়া যায় না, তাঁহাদের সম্বন্ধে 'পদ্ধতিযুক্ত' মাত্র এই কথা লেখা হয়। বীজপুরুষ বা বাসস্থলের নাম লেখা হয় না। যাহার সন্তান-সন্ততির নাম জানা আছে, কিন্তু বংশের নাম জানা নাই তাহার বংশের নাম না লিখিয়া মাত্র সে 'অমুক' এই কথা লিখিত হয়। জানা না থাকায় কাহারও মাতামহের নাম লেখা হয় না। যাহার বাসস্থান এবং কুলস্থান উভয় কেহ না জানে, তাহার নিষ্কুলত্ব ও অকুলত্ব প্রতিপাদিত হয়।৫২

ন কেবলং চায়ুনাম্না বাচ্যাঃ কর্ত্রীবিশেষণাৎ
গোপালপ্রভৃতবংশ্যা মৌলিকাশ্চায়ুসন্ততৌ ॥
তে বাচ্যা বসতিস্থানবিশেষণতয়া ধ্রুবম্।
কিন্তূপহাস্যা ন স্যুঃ যে ব্রুবন্তশ্চায়ুবংশজম্।

(৪৮) পদ্মস্য বালিনাছ্যাখ্যং স্থানং তদ্বালিনাছীয়াঃ।
সর্ব্বে পদ্মকুলোদ্ভূতা অমুক্তাজ্ঞস্থলা ধ্রুবম্ ॥
কিন্তু যঃ কুলবান পদ্মে বালিনাছীবিশেষণম্।
তস্য নাস্ত্যত কিন্ত্বত্র হাস্যাস্পদমতো ন হি।
বাসস্থানেন তে বাচ্যাঃ কচিৎ পদ্মবিশেষণাৎ।

(৪৯) বিনায়কঃ পদ্মবংশ্যো বহুভির্জ্ঞাতিভিঃ সহ।
মৌড়েশ্বরে স্থিতিং চক্রে তৎপদ্মা বহবঃ স্বকম্ ॥
মৌড়েশ্বরীয়মাত্মানং ব্রুবতে তে চ বৃত্তিতঃ।
সম্বন্ধে কুত্রচিল্লেখ্যা মৌড়েশ্বরবিশেষণাৎ।
ন তদ্দুষ্যং সাম্প্রতং হি নাস্তি মৌড়েশ্বরে কুলম্।

(৫০) সমাজঃ কায়ুগুপ্তস্য বরাহনগরাহ্বয়ঃ।
বরাহনগরস্থানাত্তৎসর্ব্বে কায়ুবংশজাঃ ॥
বরাহনগরং ত্যক্ত্বা তদ্বংশ্যা বহুদেশগাঃ।
নারায়ণসুতাঃ সর্ব্বে পুনস্তৎ স্থানমাশ্রিতাঃ।
বরাহনগরীয়াস্তে খ্যাতা নারায়ণাদয়ঃ।
তেষামপ্যন্বয়ে যে যে কুলীনাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তে বরাহনগরাখ্যা হি নাপরে হি চ নির্ণয়ঃ ॥
কিন্তু বরাহনগরং আত্মানং কায়ুবংশজাঃ।
ব্রুবন্তে যে ন তে হাস্যা বাচ্যা বাসস্থলেন তে।

(৫১) সেনাদীনাং পরেষাস্তু যদ্ যৎ স্থানং সমীরিতম্।
তস্য তস্য চ নাম্না চ বীজিনাম্না চ কুত্রচিৎ।
বাচ্যাঃ সর্ব্বে কেঽপি বৃত্ত্যা বা চ স্বাহ্বয়েন বা।
দত্তদেবাদয়ঃ সর্ব্বে লেখ্যাঃ প্রায়েণ বৃত্তিতঃ।
নাস্তি সর্ব্বস্য বৈদ্যস্য বংশাবল্যা বিশেষণম্ ॥
সম্বন্ধে বহবো বৃত্ত্যা লেখ্যা নৈবাত্র দূষণম্।
বৃত্ত্যা বিজ্ঞায়তে জাতির্বৃত্ত্যা হি জ্ঞায়তেঽখিলঃ।

(৫২) অজ্ঞাতা যেঽনুসন্ধানাৎ পদ্ধত্যাদিভিরেব চ।
নামৈব লেখ্যং তেষাস্তু বাসস্থানঞ্চ কুত্রচিৎ।
পদ্ধতিবিশ্রুতা যস্য ন তু বীজী ন চ স্থলম্।
স পদ্ধতিযুতো লেখ্যো নাস্য বীজী ন চ স্থলম্ ॥
বিজ্ঞাতো যস্য সন্তানো ন তু নামাস্য চান্বয়ঃ।
লেখ্যো যস্য ন বংশাখ্যো জাতে সোঽমুক ইত্যপি।
অজ্ঞাতত্বেন কস্যাপি ন মাতামহলেখনম্ ॥

যেখানে মালঞ্চীয়দের নাম এবং গ্রামান্তরের নাম আছে তথায় মালঞ্চবংশীয়ত্ব এবং নিষ্কুলত্ব জ্ঞাপিত হইবে। এইরূপ চায়ু প্রভৃতি নামের সহিত গ্রামান্তরের নাম থাকিলে তাহাতেও নিষ্কুলত্বাদি বুঝিতে হইবে।৫৩

অপ্রসিদ্ধ বাসস্থানের উক্তিতে যদি কুলের ন্যূনতাব প্রকাশ পায়, তবে বৃত্তির উল্লেখ করিয়া তত্ত্বংশীয় বীজপুরুষের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। গদিঋষিপ্রমুখদিগের মধ্যে যাঁহার মাত্র বংশাবলী লিখিত আছে, তিনি যদি নিজে অপ্রসিদ্ধ লোক হন এবং তাঁহার বাসস্থান প্রসিদ্ধ হয় তবে তাঁহার প্রতিপত্তির জন্য সেই বাসস্থানেরই উল্লেখ করিতে হইবে। যাঁহাদিগের বংশাবলী লিপিবদ্ধ নাই এবং বহুবিধ সৎকুলীনের সহিত সম্বন্ধাদি ও গ্রাচেৎসেতি না থাকায় যাঁহারা সর্ব্বত্র সুপরিচিত নহে, তাঁহাদের পরিচয় বর্ত্তমান বাসস্থান এবং অন্যান্য বিশেষণ দ্বারাই দিতে হইবে। যে ব্যক্তি স্বনামপ্রসিদ্ধ তাহার কোন বিশেষণ দিবার প্রয়োজন নাই। অপর অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের যদি কোথায়ও বিশেষণ থাকে, আর কোথায়ও না থাকে, তবে যাহা দ্বারা তাহাকে জননিশ্চয়রূপে চিনা যায়, তদ্রূপ বিশেষণে উহাকে বিশেষিত করিতে হইবে। স্বনামপ্রসিদ্ধ বহুলোকের ও বহুবিধ বিশেষণ দ্বারা পরিচয় দিতে হইবে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই তাহাদের উপলব্ধি হয়।৫৪

বাসস্থানং কুলস্থানং যত্র যত্র ন লিখ্যতে।
নিষ্কুলত্বমমূলত্বং হয়ং তস্য প্রতীয়তে ॥ যদুক্তম্—

(৫৩) যত্র মালঞ্চনামাস্তি নাম গ্রামান্তরস্য চ।
তত্র মালঞ্চবংশত্বং নিষ্কুলত্বঞ্চ বুধ্যতে ॥
এবমস্তুসমাজ্ঞানাং চায্যাদীনাঞ্চ যত্র চ।
নাম গ্রামান্তরস্যাপি তত্র চৈবা ব্যবস্থিতিঃ ॥ ইতি

(৫৪) অখ্যাতবাসস্থানোক্তঃ ন্যূনভাবঃ কুলস্য বৈ।
যস্য যদ্যপি বৃত্ত্যৈব লেখ্যো বীজপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥
গদীঋষিমুখানাঞ্চ বংশাবল্যাঃ বিলেখনম্।
যস্যাস্ত্যসাবপ্রসিদ্ধঃ স্থানবাসেঽপি শোভনঃ ॥
তেষাং বাসস্থানলেখ্যো ঝটিতি প্রতিপত্তয়ে।
যেষাং বংশাবলীলেখো নাস্ত্যেতে বহুসৎকুলৈঃ ॥
সম্বন্ধৈরপি গ্রাচায়াং বাসৈরপি ন শোভনাঃ।
তে বাসস্থাননাম্না চ লেখ্যাশ্চান্যৈর্বিশেষণৈঃ ॥
নিজনামপ্রসিদ্ধস্য কদাচিন্নবিশেষণম্।
কচিদস্তি কচিন্ন স্যাদপ্রসিদ্ধস্য তদ্ ধ্রুবম্ ॥
নিজনামপ্রসিদ্ধানাং বহূনাং বহুবিশেষণম্।
বিবিধং লিখ্যতে তচ্চ ঝটিতি প্রতিপত্তয়ে ॥

কুলীন ও মৌলিক কথন।

বীজপুরুষ হইতে আবহমানকাল যাঁহাদের কুলকার্য্য বলিয়া আসিতেছে তাঁহারাই কুলীন। মহাকুল, মধ্যকুল ও অল্পকুলভেদে কুলীন তিন প্রকার। যাঁহাদের এই কুল সম্বন্ধাদির দোষে নষ্ট হয় তাঁহাদের মূলবংশ সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহারা মৌলিক বলিয়া খ্যাত।৫৫

ব্যক্তিভেদে কুলীন-মৌলিকত্ব-নির্ণয়।

সেনবংশে বিনায়ক, দাসবংশে চায়ু ও পদ্মদাস, গুপ্তের মধ্যে কায়ু ও ত্রিপুর, ইঁহারাই প্রধানতঃ কুলীন বলিয়া বিখ্যাত. তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল সেন, দাস ও গুপ্ত, তাঁহারা সকলেই মৌলিক, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা নিয়ত সুসম্বন্ধপরায়ণ ও সুশীল, তাঁহারা সন্মৌলিক বলিয়া কথিত হন। অপর উক্ত বিনায়কাদির বংশধরগণ যদি স্ববংশযোগ্য আদান প্রদানাদি করিতে সমর্থ না হন; তবে বৈদ্যগণের মধ্যে তাঁহারাও মৌলিকত্ব প্রাপ্ত হন। বিনায়কাদির বংশসম্ভূত বা গদী প্রভৃতির কুলে উৎপন্ন এই সকল মৌলিকদিগের মধ্যে যাঁহাদের কুলীনের সহিত কুটুম্বিতা নাই, তাঁহারা অধম মৌলিক বলিয়া বিদিত।৫৬

বিনায়কাদির সন্তানগণের মধ্যে প্রকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট উভয় প্রকারের কুলীন ও মৌলিক দেখা যায়। গুপ্তবংশে ত্রিপুরের

(৫৫) কুলং যস্যাস্তি স প্রোক্তঃ কুলীন ইতি স ত্রিধা।
মহাকুলো মধ্যকুলোঽল্পকুলো খ্যাতিতো মতঃ ॥
মূলমস্ত্যেব বিখ্যাতং ন কুলং কর্ম্মদোষতঃ।
যেষাং ত এব বিজ্ঞাতা মৌলিকা ভিষজাং কুলে ॥

(৫৬) বিনায়কঃ সেনকুলে কুলীনো
দাসেষু চায়ু কুলবান্ প্রসিদ্ধঃ।
পদ্মোঽপি দাসেষু কুলীন উক্তো
গুপ্তেষু কায়ুস্ত্রিপুরৌ কুলীনৌ ॥
পরে চ সেনা অপরে চ দাসা
গুপ্তাঃ পরে যে কিল মৌলিকাস্তে ॥
তেষাং সুসম্বন্ধপরাঃ সুশীলাঃ
সন্মৌলিকাস্তে কথিতা ভিষগ্ভিঃ।
বিনায়কাদেরপি বংশজাতাঃ
স্ববংশযোগ্যক্রিয়য়া বিহীনাঃ।
ভবন্তি যে যে কিল মৌলিকত্বং
তেঽপি ব্রজন্তীতি বদন্তি বৈদ্যাঃ ॥
বিনায়কাদেঃ কুলসম্ভবানাং
তথৈব গদ্যাদি কুলোদ্ভবানাম্ ॥
যেষাং কুলীনৈঃ সহ মৌলিকানাং
কুটুম্বিতা নাস্ত্যধমা মতাস্তে ॥

আদ্যাৰ্ষিগোত্রীয়—বিনায়ক, হরিসেন, কোলাহল, সিধো, উমাপতি ও ঈশ্বরসেন, আদ্যসেন কুলোদ্ভূত এই ছয় জন আলাম্বিগোত্রীয়দিগের বীজপুরুষ। ইঁহারা নানাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।৬৯

মৌদ্গল্যগোত্রীয় দাস—চায়ু, পদ্ম, কায়ু, নৃসিংহ, নয়, বরাহ, বীরদাস, তোয়িদাস, দীঘল, কেঁকর, রামদাস, তদীয় পুত্রচতুষ্টয়, উত্তরপাড়ে অবস্থিত সুবিখ্যাত ধাড় এবং বিড়াল এই পঞ্চদশ জন মৌদগল্য গোত্রীয় দাসদিগের বীজপুরুষ।৭

নারায়ণ দাসের [illegible] পদ্ম, বীরদাস, নৃসিংহ, নয় ও কায়ুদাস, ইঁহারা বঙ্গদেশবাসী, বরাহদাস বোহারিগ্রামবাসী তোয়িদাস এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় দীঘল ও কেঁকর, আর রামদাস এই চারিজন পাথরড়া গ্রামবাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং মৌদ্গল্যগোত্রীয়। এই একাদশ জনের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।৭১

কাশ্যপগোত্রীয়গুপ্ত—পরমেশ্বর, কায়ু মহাধিকারী ভীম, অন্নাধিকারী মহাদেব এবং অড়াল গুপ্ত, সিয়ানগ্রামবাসী এই কয়জন ও ভীপুরিগ্রামস্থ বীরগুপ্ত, সর্ব্বশুদ্ধ এই ছয়জন কাশ্যপগোত্রীয় গুপ্তবংশীয়দিগের বীজপুরুষ।৭২

[illegible]—[illegible] রামদত্ত ও কৌশিকগোত্রীয় [illegible] এই দুইজন দত্ত বংশের বীজপুরুষ।

দেববংশ—[illegible] গোত্রীয়। নিরাকুল দেবই এই বংশের আদিপুরুষ। [illegible] রাঢ় এবং বঙ্গ উভয় স্থানেই [illegible] করেন।

[illegible]বংশ—[illegible] এই বংশের বীজপুরুষ, [illegible] [illegible] এবং বঙ্গদেশবাসী বলিয়া বিখ্যাত।

[illegible]বংশ—এই বংশের আদি পুরুষের নাম ধর্ম্মরাজ, [illegible] গোত্রে তাঁহার জন্ম, তিনি দক্ষিণদেশবাসী ছিলেন।

সোমবংশ—কৌশিকগোত্রীয় ধর্ম্মসোম এই বংশের বীজ বঙ্গভূমিতে তাঁহার অধিষ্ঠান ছিল।

নন্দিবংশ—বরেন্দ্র-ভূমিনিবাসী মৌদগল্যগোত্রীয় [illegible] নন্দী এই বংশীয়দিগের আদিপুরুষ।

চন্দ্রবংশ—বাৎস্যগোত্রীয় মহানন্দ চন্দ্রই এই বংশের বীজ-পুরুষ, ইঁনিও বরেন্দ্রভূমিবাসী।

ধরবংশ—কাশ্যপগোত্রীয় উমাপতিধর ধরবংশের আদিপুরুষ, ইনি রাজার [illegible] প্রিয়পাত্র ছিলেন।

অত্রাদাং বট [illegible] কাশ্যপ [illegible]।
অশ্বেষামপি চাহং [illegible] বদিষ্যে [illegible]॥
তাদেবাহ—
বিনায়কো পদ্মিসেনো [illegible] বিষ্ণু নৃপ।
পাত্রবাসোরমেন্দ্রন ধন, বমুসেনক॥
ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবোহয়িসেনশ্চ বঙ্গকঃ।
সপ্তৈতে বীজপুরুষা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ।
তথা পঞ্জিকান্তরে—
বিনায়কো গদীয়াখ্যো বিষলাখ্যো নৃপঃ পর
[illegible] বিষ্ণো বুধী ধাবয়রাঃ সর্ব্বেষ বীজিনঃ॥
আদৌ বিনায়ক, সেনো পদ্মিসেনস্ততঃ পরঃ।
[illegible] রাধবসেনোঽপরো খণ্ডগ্রামেন বিশ্রুত॥
রাজা বিমলসেনো যঃ সেনভূমিকৃতাশ্রয়ঃ।
[illegible] দামোদরসেনোঽপরো পাত্রঃ শিবকুলপতে॥
জ্যেষ্ঠোঽন্তুম বিমলসেনোঽপরো ধনভূমাবস্থিতঃ।
মধ্যমো বোজিসেনোঽপরো বঙ্গদেশে চ সংস্থিতঃ।
ধন্বন্তরিকুলে সপ্ত বীজিনঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
শ্রীবংশস্য শিয়ালস্য তৃতীয়ঃ পুরুসেনকঃ
চন্দ্রসেনোঽথ তৃতীয়ঃ বর্দ্ধিনীনৃপাশ্রয়াৎ॥
ধন্বন্তরিসন্ততো বিখ্যাতো রামসেনকঃ।
ষড়মী শক্তিগোত্রেষু বীজিন পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কিন্তু শ্রীবংশসেনস্য পৌত্রো যো হরিসেনকঃ।
সর্ব্বেষাং শক্তিগোত্রাণাং স হি বীজিত্বম্ [illegible]॥

(৬৯) বিনায়কো হরিসেন কোলাহল ইতঃ পর।
সিধোরুমাপতিশ্চৈব পর ঈশ্বরসেনকঃ।
আদ্যসেনকুলোদ্ভূতাঃ ষড়মী বীজিনঃ স্মৃতাঃ।
আলাম্বিগোত্রসম্ভূতা নানাদেশকৃতাশ্রয়াঃ।

(৭০) চায়ুদাস, পদ্মদাসঃ কায়ুদাসো নৃসিংহক,
নয়দাসো বরাহশ্চ বীরদাসস্তথা পর।
তোয়িদাসস্তথা তস্য পুত্রো দীঘলকেঁকরৌ।
রামদাসস্তথা তস্য চত্বারস্তনয়া অপি॥
খ্যাতা উত্তরপাড়ে চ ধাড়বিড়ালসংজ্ঞকাঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রদাসেষু বীজিনো দশপঞ্চ চ॥

(৭১) তথাহ নারায়ণদাসঃ—
চায়ুদাস পদ্মদাসো বরাহদাসস্ততঃ পরঃ।
নৃসিংহনয়দাসৌ যৌ বঙ্গভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
বরাহদাসো বোহারিগ্রামবাসেন বিশ্রুতঃ।
তোয়ীদাসোঽপি তৎপুত্রো খ্যাতৌ দীঘলকেঁকরৌ॥
খ্যাতঃ পাথরড়াগ্রামে রামদাসোঽপি তাদৃশঃ।
মৌদ্গল্যগোত্রাঃ সর্ব্বেঽমী যথাপূর্ব্বং কুলোত্তমাঃ॥ [illegible]

(৭২) পরমেশ্বরগুপ্তোঽথ কায়ুগুপ্তস্তথৈব চ।
ভীমো মহাধিকারী যো মহাদেবস্ততঃ পরঃ॥
অন্নাধিকারী খ্যাতঃ [illegible] পরো অড়ালগুপ্তকঃ।
স সিয়ানগ্রামবাসী বীরগুপ্তস্ততঃ পরঃ।
ভীপুরিগ্রামসম্ভো যঃ ষড়মী গুপ্তসংজ্ঞকৌ।
বীজিনঃ কথিতা এতে সর্ব্বে কাশ্যপগোত্রজাঃ

প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এবং গয়ী ও মল্লিকাদির বংশীয়গণ কুলের ক্ষেম্য বলিয়া কথিত। দত্তাদি মৌলিকদিগের সহিত সম্বন্ধে কুলীনের কুলে আঘাত হয়। (এই আঘাতেরও আবার বিশেষত্ব আছে) দত্ত সহ সম্বন্ধে 'অল্পাঘাত', দেব সহ সম্বন্ধে 'অধিকাঘাত' এবং করাদি অপর মৌলিকের সহিত সম্বন্ধে 'মহাঘাত' জন্মিয়া থাকে। অজ্ঞাত কুলশীলের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলে 'অত্যাঘাত' ঘটে। ক্ষেম্যাদি পরবর্ত্তী সম্বন্ধ উত্তরোত্তর নিন্দিত বলিয়া জানিবে। এইরূপ ক্ষেম্য হইতে ক্রমশঃ ন্যূন সম্বন্ধ করিলে কুলীনের কুলনাশ হইবে। অল্পই হউক বা অধিক হউক, দোষ হইলেই কুল যায়। কিন্তু বিনয় সহকারে অর্থাৎ উপযুক্ত কুলকার্য্য দ্বারা যদি ক্ষেম্যাদির প্রতীকার করা হয়, তাহা হইলে আবার কুল পাওয়া যায়। কিন্তু একাধিক পুরুষ বহু মৌলিকের সহিত সম্বন্ধ করিলে চির কালতরে কুল নষ্ট হয়, আর কুল হয় না।১৬

আবার পঞ্জিকান্তরে কোন কোন কুলজ্ঞের মতে সৎক্ষেম্য, মধ্যম ক্ষেম্য, ও অধম ক্ষেম্য এই ত্রিবিধ সম্বন্ধ দ্বারা কুলের অল্প হ্রাস, মধ্যম হ্রাস ও অধিক হ্রাস জানা যায়। যথা, দত্তের সহিত সম্বন্ধে অল্পাঘাত, দেবের সহিত মধ্যমাঘাত করসহ মহাঘাত, অপর মৌলিক এবং অজ্ঞাত কুলশীলের সহিত সম্বন্ধে অত্যাঘাত ঘটে। আঘাত বলিলেই কুলে খাট বুঝিতে হইবে। ভরত মল্লিক লিখিয়াছেন, দুর্জ্জয় দাসের মতে দত্তের সহিত ক্ষেম্য সম্বন্ধ হইলে তাহাকে আঘাত বলা যায় না, অর্থাৎ তাহাতে কুলের বিশেষ হানি হয় না। কুটুম্ব ও জ্ঞাতিগণের অনুগ্রহ হইলেই ক্ষেম্যাদি সম্বন্ধ দোষ মার্জ্জিত হইতে পারে। দুর্জ্জয়-দাস ও অন্তরঙ্গ খান উভয় কুলেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে দৌহিত্র সম্বন্ধ প্রসঙ্গে যিনি নিন্দিত হইয়াছেন, তৎপ্রতি ক্রোধ কখনই কর্ত্তব্য নহে।১৭

চিরঞ্জীবের মতে ঐরূপে দারিদ্র্য, বৈর বা রাজপীড়ায় যাঁহার নিন্দিতসম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তৎপ্রতিও রোষ কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ কন্যা, সেইরূপ পুত্র উভয় দিক্ হইতেই দান গ্রহণ দ্বারা কুল জানা গিয়া থাকে। সুতরাং দৌহিত্র প্রসঙ্গে নিশ্চিত দান গ্রহণ বুঝিতে হইবে। অতএব দৌহিত্র দোষ বা স্ত্রী পুত্রহীনা হইলেও কুলে দোষ ঘটিবে।১৮

(১৬) যথোচিতাদিসর্ব্বেষু দ্বিধা ভাবো বিলোক্যতে।
একেনাধিক্যমেকস্যাধিক্যং পণ্ডিতসম্মতম্।
স্বকুলোচিতমিত্যাদি লেখাভাবেঽপি পণ্ডিতৈঃ।
যথার্থতাবগন্তব্যা সম্বন্ধিতাবদর্শনাৎ।
অতিগর্হিত একোঽপি সম্বন্ধঃ কুলদূষণম্।
পঞ্চগব্যঘটং বিন্দুঃ সুরায়া ইব দূষয়েৎ।
জ্ঞাতৈঃ সন্মৌলিকৈঃ সার্দ্ধং সম্বন্ধৈঃ কুলশালিনাম্।
স্পর্দ্ধিতো ন্যূনতা কিঞ্চিৎ জায়তে ন কুলচ্যুতিঃ॥
বিনায়কাদিসন্তানে মৌলিকত্বং গতাশ্চ যে।
গয়াখ্যা মল্লিকা যে চ ক্ষেম্যাস্তে স্যুঃ কুলস্য বৈ।
দত্তাদ্যৈঃ সহ সম্বন্ধাদাঘাতঃ স্যাৎ কুলে ধ্রুবম্।
আঘাতোঽল্পো ভবেদ্দত্তৈর্দ্দেবৈর্জ্ঞেয়স্ততোঽধিকঃ।
করাদিভির্মহাঘাতঃ কুলস্য কিল জায়তে।
অজ্ঞাতৈরখিলৈরত্যাঘাতঃ সম্বন্ধতঃ কুলে।
যথোত্তরং নিন্দিতাস্তে ক্ষেম্যাদ্যাঃ উদীরিতাঃ॥
কুলক্ষেম্যাদিভির্ন্যূনৈঃ কুলীনানাং বিনশ্যতি।
যথা দোষস্তথা নাশঃ কুলস্যাল্পো মহানপি।
ক্ষেম্যাদিষু প্রতীকারো যথা দোষস্তথা যদি।
ক্রিয়তে বিনয়াদাশু পুনঃ কুলমবাপ্যতে।
বহুভির্মৌলিকৈঃ সার্দ্ধং সম্বন্ধাৎ প্রতিপূরুষম্।
চিরং নষ্টং কুলং পুংসাং ন পুনর্মুক্তি জায়তে॥

(১৭) পঞ্জিকান্তরে—
ক্ষেম্যৈঃ সদ্‌ভির্মধ্যমৈশ্চাধমৈর্জ্ঞাতৈর্বিচারতঃ।
অল্পহ্রাসো মধ্যমশ্চাধিকো জ্ঞেয়ঃ কুলস্য বৈ॥
স্যাদ্দত্তেনাল্প আঘাতঃ কুলে দেবেন মধ্যমঃ।
মহান্ করেণ সম্বন্ধাদত্যাঘাতঃ পরৈঃ সহ॥
অজ্ঞাতকুলশীলাদ্যৈরত্যাঘাতোঽখিলৈঃ কুলে।
যথাঘাতস্তথা হ্রাসো বিজ্ঞাতব্যঃ কুলস্য বৈ॥
দত্তৈঃ ক্ষেম্যো ন চাঘাতো বিজ্ঞাতৈরিতি দুর্জ্জয়ঃ।
ক্ষেম্যাদিষু প্রতীকারো কুটুম্বজ্ঞাত্যনুগ্রহঃ॥ ইতি
দৈন্যাদ্যৈর্নিন্দিতো যস্য সম্বন্ধস্তেন রুষ্ট ন যে।
বাধ্যা তং প্রণামামাব ভবিতব্যং হি নিশ্চলম্॥
তথা চাহ দুর্জ্জয়ঃ—
দৌহিত্রকথনাদ্ব্যক্তঃ সম্বন্ধঃ যস্য নিন্দিতঃ।
তেন রোষো ন কর্ত্তব্যস্তস্যার্থে প্রণতির্মম॥ ইতি
তথান্তরঙ্গখানোঽপি।
দৌহিত্রকথনাদ্‌ যস্য লোকে নিন্দা প্রতীয়তে।
তেন রোষো ন কর্ত্তব্যঃ সদ্ভিঃ সত্যকথাপ্রিয়াঃ॥ ইতি

(১৮) তথা চিরঞ্জীবোঽপি—
দারিদ্র্যাদ্যদি বা বৈরাদথবা রাজপীড়নাৎ।
নিন্দিতো যস্য সম্বন্ধঃ সঃ ক্রোধ্যো ন ভবিষ্যতি।
দৌহিত্রকথনাত্তাপি সম্বন্ধো যস্য নিন্দিতঃ।
তেন ক্রোধো ন কর্ত্তব্যস্তত্র চক্রে পুটাঞ্জলিঃ॥ ইতি
যাবত্যঃ কন্যকা যস্য যাবত্তনয়া অপি।
একত্র তে বিনির্দ্দিষ্টাস্তদ্দানগ্রহণাদপি চ॥

রাঢ়ীয় বৈদ্যগ্রন্থকার।

রাঢ়ীয় বৈদ্য বংশে কি সংস্কৃত ও কি বাঙ্গালা ভাষায় বহু সংখ্যক কবি ও গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এ স্থলে তাঁহাদের পরিচয় দান অসম্ভব। তাঁহাদের মধ্যে মহাকবি দামোদর সেন, চৈতন্যপার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুর, সদাশিব কবিরাজ, আত্মারাম দাস, চৈতন্যদাস, গোপীরমণ দাস, লোচনদাস, কবিকর্ণপুর, পরমানন্দসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ, পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ, ঘনশ্যাম দাস, বলরাম দাস, যদুনন্দন দাস, গোকুলানন্দ সেন, উদ্ধব দাস, জগদানন্দ ঠাকুর, গোপাল দাস, পীতাম্বর দাস, গৌরীকান্ত রায়, সাধক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু), কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বাগ্মী পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা হইতে তাঁহার ও কতিপয় মহাজনের নাম পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গজ বৈদ্যসমাজের পরিচয়।

রাঢ়ীয় বৈদ্য সমাজের ন্যায় বঙ্গজ বৈদ্য সমাজেও বহু কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কবিকণ্ঠহারের কিছু পূর্ব্বে রচিত কবিরাজ রাঘবের বৈদ্যকুলদর্পণে লিখিত আছে—

"আদৌ দুর্জ্জয়ঃ চাযুদাসকুলজ প্রবর্ত্তিকারাত্ততৌ।
মধ্যে চৈব চতুর্ভুজেন রচিতা সাপি প্রবন্ধেন চ ॥
ভাষায়াং কবিচন্দ্রকেণ কথিতা শেষে কথানুক্রমাৎ।
তৎশেষে কবিকঙ্কণেন রচিতা তন্নামদুস্ত্যা চ।
ইত্যালোচ্য মনীষিণঃ শ্রীতিজনাজ্ঞাতীষ্টসিদ্ধার্থকং
তন্নামপ্রবিকাশদর্পণমিদং শ্লোকানুবন্ধেন চ ॥"

উক্ত প্রমাণানুসারে দেখা যায় প্রথমে চাযুদাস-বংশীয় দুর্জ্জয়দাস ও মধ্যে চতুর্ভুজ বৈদ্যসমাজের পরিচয় সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন, তৎপরে কবিচন্দ্র ভাষায় লিখিয়া যান, অবশেষে কবিকঙ্কণ একখানি কুলগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া রাঘব কবিরাজ তাঁহার বৈদ্যকুলদর্পণ প্রকাশ করিয়াছেন। রাঘবের পর কবিকঙ্কণের ভাগিনের রাধাকান্ত কবিকণ্ঠহার তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ (সংস্কৃত) সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করেন। ইহার পর ঘটক বিশারদ রামকান্ত দাস বাঙ্গালা ভাষায় 'ডাকুর' বা 'ঢাকুর' এবং জগন্নাথ প্রভৃতি ভাষাবলী ও দোষাবলী প্রকাশ

বঙ্গজ কুলগ্রন্থ

করেন। ঐ সকল গ্রন্থই বঙ্গজ বৈদ্যসমাজের কুলেতিহাস নির্ণয়ে একমাত্র সহায়। ঐ সকল গ্রন্থ সহায়েই সংক্ষেপে বঙ্গজ সমাজের পরিচয় লিখিত হইল।

"রাঢ়ীয়া ভিষজো যে যে প্রায়াস্তে বঙ্গজা অপি।"

(ভরত—চন্দ্রপ্রভা)

উক্ত বচনানুসারে রাঢ়ীয় বৈদ্যগণই বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করিয়াছেন। তথায় বসবাসের পর বঙ্গজ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বঙ্গজ বৈদ্যদিগের সাতাইশটী সমাজ যথা—

"সেনহাটী পয়োগ্রামশ্চন্দনীমহলং তথা।
দশবাটী তেড়ামন্তো দাপনরিভু গিলহাটিকঃ ॥
আড়পাড়া গুভরাড়া তেথরি যাযমল্লিকা ॥
পাঁচথুপি চ তেনারি নাগেরহট্ট এব চ।
মেঘচামী রোহা টিকলী জামতৈলমিদিলপুরম্ ॥
বিক্রমপুরং গোড়াগাছা মালকুচী বাগোড়াপি চ।
বুরুলিয়া বাঘলড়া কাইটপাড়াপি চ স্মৃতাঃ।
পৌলকোপা যাইঝাড়া সমাজাঃ সপ্তবিংশতিঃ ॥"

রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের মধ্যে ধন্বন্তরি হিঙ্গুসেন প্রথম রাঢ়দেশ পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটীতে বাসস্থান স্থাপন করেন যথা—

"যল্লাং মধ্যে হিঙ্গুসেনঃ কৌলীন্যে খ্যাতিমান্নিবান্।
রাঢ়ং ত্যক্ত্বা সেনহট্টনগরীমধ্যাবাস সঃ ॥"

(কণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকা ৪৭ পৃঃ।

প্রবাদ, অতিপূর্ব্ব কালে সেনহাটীর নাম ছুঁচহাটী ছিল, পরে সেন মহাশয়দের আগমনের সহিত উহার নাম হয় সেনহাটী। এইরূপ মৌদ্গল্য গোত্রীয় দাস মহাশয়েরা রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া গুড়লাড়া নামক স্থানে বাস করেন, পরে দাস মহাশয়দের আগমনের সহিত উহার নাম হয় গুভরাড়া।

বঙ্গজ সমাজ

দাস-বংশ ক্রমে চারি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে ; যথা—

"চাযুদাসের চারি ধারা,
ভোগিলহট্ট গুভরাড়া।
নারায়ণ কুলের বাড়া ॥
তার অর্দ্ধ কর্ণপার।
রামদাস বনে যায় ॥
ঘোড়াঘাটের নিমেষ বাস।
পচা সিদ্ধ কুলনাশ ॥" (রামকান্ত ঘটক বিশারদ)

এই বচন অনুসারে অনুমান করা যায় যে চাযুদাসের সন্তানগণ ভোগিলহাট, গুভরাড়া, বনগ্রাম এবং ঘোড়াঘাটে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। পরে নারায়ণ দাসের সন্তান মধ্যে অরবিন্দ সেনহাটী

দৌহিত্রকন্যাদানগ্রহণং জায়তে ধ্রুবম্।
তথাপি সুখবোধার্থং পৌনরুক্ত্যং ন দুষ্যতি ॥
স্ত্রিয়া অপত্যহীনায়া ন দানগ্রহণক্রতিঃ।" (চন্দ্রপ্রভা)

ও কালীয়া, বিষ্ণুদাসবংশ মূলঘর এবং কাণ্দাসের সন্তানেরা যেন্দা, রামদাসের সন্তানেরা নানাস্থানে এবং নিমদাস বিক্রমপুরবাসী হইয়া পড়েন।

বঙ্গজ কুলীনগণের আদিস্থান যশোহর হইলেও এখন তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যশোর জেলায় ইতনা, ও খুলনা জেলার সেনহাটী, পয়োগ্রাম, মূলঘর, ভট্টপ্রতাপ, বাখরগঞ্জ জেলায় সিদ্ধকাটী, ফরিদপুর জেলায় সেনদিয়া, কাজলীয়া, খান্দারপাড়, কাপরিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রেষ্ঠ কুলীনেরা বাস করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেনহাটী ও পয়োগ্রাম ব্যতীত উপরোক্ত আর একটী কুলীনের স্থানও ২৭ সমাজের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেখা যায় না। এই কয়েক গ্রামের অধিবাসীরা অদ্যাপি সমান ভাবেই কার্য্য করিতেছেন। কালীয়া কিঞ্চিৎ ন্যূন মাত্র। যশোহর জেলায় কালীয়া, হোগলডাঙ্গা, আঠারখাদা, মধীয়া, মাগুরা, রাউজাহী, মামুদপুর, দৌলতপুর, উৎকুল প্রভৃতি স্থানে নানাশ্রেণীর বৈদ্য বাস করিতেছেন।

ফতেয়াবাদ বা ভূষণা সমাজে, তেলাই, পাচথুপী, ও বানীবহ প্রধান স্থান। অতঃপর ফরিদপুর জেলায় পাচচর, বেলদাখাল, কাশীয়ানী, বলভদী, খালীয়া, কোটালীপাড় প্রভৃতি স্থানেও অনেক বৈদ্যের বাস আছে।

বাকলাসমাজে পোণাবালীয়া, কুলকাটী, বৈরকরণ, উত্তরসাহাবাজপুর, লক্ষীদিয়া, কীর্ত্তিপাশা, বাসণ্ডা, সাহিনাড়া, গৈলা, কুলশ্রী, ভাটীয়া, সরমহল, তেওনা, বাউকাটী, নলচিরা, দেউরী, পলীসাকোটা, বাউকাটী, লাখুটীয়া, কেতরা, নারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে বহু বৈদ্য বাস করিয়া থাকেন।

যশোর সমাজের কুলীনগণের মধ্যে অনেকে বাজু ও বাকলা সমাজে বাস করিতেছেন, বিক্রমপুরেও ইঁহাদের বসতি দেখা যায়। এইরূপে কুলজ, বা মৌলিকের সংখ্যা নানাস্থানে বিস্তৃত হইলেও বিক্রমপুরেই তাহার সংখ্যা সমধিক। কুলস্থান ব্যতীত বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর ও ঢাকার অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত আর সকল স্থানেই সম্বন্ধ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠকুলীন প্রভাকর, ধর্ম্মাঙ্গদ, পীতাম্বর প্রভৃতি শক্তি, অরবিন্দ, বিষ্ণু প্রভৃতি মৌদ্গল্য এবং বিকর্ত্তন, ধন্বন্তরি প্রভৃতিরও বাসস্থান বিক্রমপুর প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের সকল স্থলেই দেখা যায়।

কুলজ শক্তিগণ, রায় (ভব), উমাপতি, বিষ্ণুসেন, কুলজ কার্ত্ত ও নয়দাস ও কাদু মৃত্যুঞ্জয় গুপ্ত, বিক্রমপুরে বাস করিতেছেন। মৌলিক শাখার ধন্বন্তরি গোত্রে বলভদ্র, রাম, রোষ ও উচলী, শক্তি গোত্রে মাধব ও মুকুন্দ, মৌদ্গল্য গোত্রে নিমদাস এবং কাশ্যপ গোত্রে মহীপতি। এতদ্ভিন্ন শক্তি, চতুর্ভুজ, মৌদ্গল্য পদ্মকায়দাস,চায়ু বংশীয় ঈশানদাস প্রভৃতি, ধন্বন্তরি কবিসেন বংশ, পোরোগাছীর শ্রেষ্ঠ শিয়াল বংশ, এতদ্ভিন্ন বহু সাধ্যবংশ বিক্রমপুরের অধিবাসী হইয়াছেন। বর্ত্তমান কালে এত বড় সমাজ আর বৈদ্য-সম্প্রদায় মধ্যে নাই বলিলেই হয়।

মত্ত, বাররা, তেওতা, সুরাপুর, দাসোরা প্রভৃতি স্থানেও অনেক সামাজিক বৈদ্য বাস করেন।

বাজুসমাজ—বঙ্গপ্রতাপ, সোনবাজু, দশকাহনীয়া, সেলিমপ্রতাপ, সুলতানপ্রতাপ, এতদ্ভিন্ন ময়মনসিংহ এবং পাবনার কতকাংশ লইয়া এই সমাজ গঠিত। এতন্মধ্যে ময়মনসিংহের অধিকাংশ ও ঢাকা মহেশ্বরদী এবং সোণারগাঁর বৈদ্যগণ সম্পূর্ণরূপে সমাজভুক্ত হন নাই।

আমরা উল্লিখিত যে পাঁচটী প্রধান সমাজের নাম উল্লেখ করিলাম, ঐ সকল স্থানে যে যে মহৎ বংশ বাস করিতেছেন, আদানপ্রদানের ভা ব তাঁহারা বংশমর্য্যাদা অনেকটা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

যশোহর প্রদেশ হইতেই ক্রমে বৈদ্যগণ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ফতেয়াবাদ ও বিক্রমপুর পর্য্যন্ত আগমন করেন। এই উভয়বিধ বৈদ্যগণের বংশধর বাকলা ও বাজুতে যাইয়া বাস করার পরে উহাও সমাজ মধ্যে পরিগণিত হয়।

এই সকল স্থানে অতি পূর্ব্বে বৈদ্যের বাস একেবারেই ছিল না এমন নহে, তবে তাঁহারা সকলেই সাধ্য বৈদ্যের দলভুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে একমাত্র পোরাগাছী ও পুখরিয়ার শিয়ালসেন, দাসোরার দত্ত ও নপাড়ার ভরদ্বাজ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল বৈদ্যের সহযোগে ক্রমে উচ্চশ্রেণীর বৈদ্যেরা পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করেন। এক সময়ে যাঁহারা স্ব সমাজ পরিত্যাগ করিয়া এই সকল সমাজে আসিয়া বাসস্থান সংস্থাপন করিয়াছেন, মূল সামাজিকদের মতে তাঁহাদেরও কুলদোষ জন্মিয়াছে। বলভদ্র, নিমদাস, প্রভৃতি যে আট ঘর প্রধান মৌলিক স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর আগমন করিয়াছিলেন, এখানে আসিয়াই তাঁহারা কুল ভ্রষ্ট হন, পরে আবার তাঁহাদের সহযোগে যে যে কুলীন বা কুলজ বংশধরগণ (গণসেন নয় দাস প্রভৃতি) ঐ সকল স্থানে যাইয়া বাস করিলেন তাঁহারাও আবার স্ব স্ব সমাজের নিকট হেয় হইলেন।

পরে যখন উত্তরসাহবাজপুরের গুপ্ত চৌধুরীগণ, রূপসার লালাবাবু, রাজনগরের রাজা, বানীবালীয়া ও কুলকাটীর চৌধুরীরা, বানীবহের রায় এবং সোমরসের দাস এবং সোনাবঙ্গের ভূঞারা উন্নতিলাভ করিয়া শ্রেষ্ঠকুলীনগণ সহ আদান প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন হইতে ক্রমেই স্থানদোষ মার্জ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অধুনা এমন দাঁড়াইয়াছে যে এই সকল

সমাজে যে যে প্রধান কুলীন বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত সেনহাটী, মূলঘর, খাজুরপাড় প্রভৃতি সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীনেরা সমভাবে কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না।

পাবনা ও রাজসাহী অঞ্চলে যে সকল বৈদ্য বাস করিতেন, তাঁহারা বারেন্দ্র সমাজ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সংখ্যায় অত্যল্প হওয়ায় বঙ্গজ সমাজ সহিত যোগদান করিয়াছেন।

শতাধিক বৎসর গত হইল, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত দাদপুর বঙ্গীয় বৈদ্যগণের আর একটী সমাজ স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমাই হইতে কতিপয় গণসেনের সন্তান কার্য্য উপলক্ষে তথায় যাইয়া বাস করেন, পরে তাঁহারা নানা শ্রেণীর উচ্চ বৈদ্যের সহিত কার্য্য করিয়া স্বগ্রামে আনিয়া তাঁহাদিগকে সংস্থাপিত করেন, অধুনা উহার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে।

আনন্দচন্দ্র দাসের নব্য 'ডাকের'* গ্রন্থে সাধ্য বৈদ্যগণের সমাজস্থান সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

আদি সাধ্যাদির স্থান নির্ণয়।

শৌনাকোণে নামে গ্রাম যশোহরাঞ্চলে।
আছে ভরদ্বাজ স্থান বৃদ্ধগণ বলে।
দাস ভরদ্বাজ বাস বিক্রমে প্রধান॥
নপাড়া নামেতে গ্রাম ছিল রাজস্থান॥
চারনিয়া নামে স্থান ছিলেক অপর।
নদী গর্ভে দুই গ্রাম ত্যজে কলেবর॥
বাহেরক গেলা কেহ কেহ বিদগ্রামে।
চুয়াইন অপর স্থান খ্যাত স্ববিক্রমে॥
বানারী ও গুণগ্রাম্ আর মূলচর।
আটিগাও দিপাড়াদি আছে কতঘর॥
মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ আছে গ্রামান্তরে।
ভাটিতে যাইলায়া গেলা কেহ উজীরপুরে।
বাজু ভুলুয়ায় কেহ দাড়ায় মেলে।
দৈব দোষে কেহ কেহ গিয়াছে চট্টলে॥
দৌলতপুর নামে গ্রাম বাররভদী অপর।
খৈভাঙ্গা মস্তকাপুর মৌলিক বৈশ্বানর॥
দৌলতপুর জমিদার বৈশ্বানর ছিল।
যতনে কতেক কালে কুলীন আনিল॥
বিক্রমপুরেতে ছিল শ্রীরাজনগর।
কাত্তিকপুরে রামভদ্রপুর গ্রামান্তর॥
উত্তর বিক্রমে আটী গুপগাও আদি।
মালক দিয়া আদি স্থানে বৈশ্বানর স্থিতি
সেনদিয়া মাঝাইরদিয়া মৌলিক শালঙ্কান।
ফরিদপুর শালঙ্কান সংগ্রাম-রাজস্থান॥
বগুরকাঠী নারাণপুর চন্দ্রহাস নলচিরা।
ভাটিতে উজীরপুর শালঙ্কানপাড়া॥
পূর্ব্বদেশ ভুলুয়াতে কারো দরশন।
কোথা হতে কোথা যায় নাহি নিদর্শন॥
নাহি দেখি ভুলুয়াতে নীতি বিপর্য্যয়।
বিজাতির সঙ্গে নাহি হয় পরিচয়॥
চট্টলের সন্ধিস্থান পরগণে দাড়ড়া।
তাই বুঝি ভুলুয়ার হল কুলহারা॥
কুলহারা কিন্তু তারা বর্জ্জনীয় নয়।
শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সদা ব্রতী রয়॥
মৌদ্গল্যজ সেন কুল বেলতলী গ্রামে।
বিক্রমেতে পরিচিত আছে বাণী নামে॥
মৌদগল্যজ সেনবংশ ভূস্বামী অপর।
দৈবদোষে চট্টলেতে বসাইলা ঘর॥
ত্রিপুরায় বগীসাইর পরগণায় ছিল।
কালক্রমে চট্টলেতে বসতি লভিলা॥
সরসি মৃণাল গেলে সকণ্টক জলে।
নাহি কি সময়ে দিবা গগনে উজলে॥
পল্লীতে মৌদগল্য সেন কুলহীন হয়।
কিন্তু চট্টলের মেলে কুলোজ্জ্বল রয়॥
আরো দশ আদি সাধ্য লিখে কণ্ঠহার।
কারো কারো কণ্ঠভাব করিলা প্রচার॥
দত্তকন্যা পরিণয় রবি মহাশয়।
বঙ্গে আগমন কথা চন্দ্রপ্রভা কয়॥
আরো পরিণয় রবি মহারাজ কৈলা।
হিন্দুর দৌহিত্র দিয়া রাব জনমিলা॥
মেঘচামী হারকুচি দত্ত বাসস্থান।
খৈভাঙ্গা মস্তকাপুরে দত্ত বর্ত্তমান॥
আদিবাসী মধ্যে দত্ত এই সব গ্রামে।
যতনে কুলীন কিছু আসে কালক্রমে॥
দোলাসায় বাসিদত্ত অঙ্কুরা জৈনসায়।
বিশেষে শ্রীরাম দত্ত বিক্রমে প্রচার॥
বালীগ্রাম বেজগাবে শিমুলদি অপর।
মালকদিয়া আদি স্থানে আরো কত ঘর॥
বাজুতে বাসোয়া দত্ত সমাজপতি আর।

* এই আধুনিক গ্রন্থখানি প্রামাণিক নহে। তবে সমাজস্থানের একত্র উল্লেখ আছে বলিয়া সেই অংশ উদ্ধৃত হইল।

অতি সুপ্রবীণ দত্ত বহু গুণাধার ॥
নবগ্রাম পণবংশে স্থাপন করিলা।
চৌবাট্টি গ্রামের ভূমি কন্যাদানে দিলা ॥
বলি কল্পতরু যেন ত্রিভুবন দানে।
অবশেষে হারাইলা নিজ সিংহাসনে ॥
কর্ণখাঁর বংশধর হেন দত্তগণ।
সাতাইশ সমাজ আনি করিলা চন্দন ॥
খ্যাত এই দত্ত কুল অশেষ প্রতাপ।
জমিদারী ছিল যার ছিলিমপ্রতাপ ॥
বাজুতে দাসোরা কেন্দ্র সমাজে গণিত।
তথাপিও নহে স্থান স্তেণবিবর্জিত ॥
বাররাতে অপর দত্ত পরিচিত ঘর।
ছাটী ভুলুয়াতে দত্ত আছে স্থানান্তর ॥
সেনহট্টে ধন্বন্তরী দেবের স্থাপন।
দেব প্রতিপত্তি কোথা না দেখি এখন ॥
বোম্বাই বাণক্ষা গ্রাম ছিল দেবস্থান।
মস্তকাপুরেতে দেখি দেব অধিষ্ঠান ॥
বিক্রমে বাজুতে মস্তে দেবের নিবাস।
আছে বলি শুনা যায় লোকতঃ প্রকাশ ॥
কোটালিপাড়াতে কর মজুমদার স্থান।
সসম্মানে বৈদ্যগণে দিলা ভূমিদান ॥
ভাটিতে নলচিরা গ্রাম করের বসতি।
যাহার যতনে গ্রামে কুলীনের স্থিতি ॥
বিক্রমপুরে ছিল পূর্ব্বে করের নিবাস।
পরিচিত বৈদ্যগণে দিলা বসবাস ॥
ফরিদপুরে মস্তকাপুরে কর এক ঘর।
অন্ত স্থল তুল্য নহে খ্যাত নাম ধর ॥
বরেন্দ্রজ ধর বহু বঙ্গে নাহি থাকে।
বাণী ধরবংশ খ্যাতি আছে কণ্ঠহারে ॥
বিক্রমপুরে অচিহ্নিত আছে ধর কর।
সিমুলিয়া ধরবংশ পরিচিত হয় ॥
পাচথুপীতে আছে নাকি সোম দুই ঘর।
আর সোম নাহি দেখি বঙ্গের ভিতর ॥" (ডাকের)

মোটের উপর বলিতে গেলে উপরোক্ত স্থানগুলি প্রধানতঃ বঙ্গজ বৈদ্যের সমাজ। অতঃপর শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জেলায় যে সকল বৈদ্য বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত উপরোক্ত সমাজগুলির কোনরূপ সংস্রব নাই। যাঁহারা উক্ত স্থানে কার্য্য করেন, তাঁহারা ঐ সকল দেশেই যাইয়া বাস করিয়া থাকেন। পশ্চিম নোয়াখালী ও ত্রিপুরার বৈদ্যেরা প্রায় অধিকাংশ বিক্রমপুর, সাহাবাজপুর, কার্ত্তিকপুর প্রভৃতি স্থান হইতে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা মেঘনার পশ্চিমপারের নিকৃষ্ট বৈদ্যদের সহিত আদান প্রদান করিয়াও থাকেন। একারণ উচ্চ কুলীন সমাজে অদ্যাপি বিশেষ ভাবে গৃহীত হন নাই।

পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম সমাজ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজের সহিত চলিত ছিল, তাহা প্রাচীন কুলগ্রন্থে দেখা যায়। যখন রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজ কায়স্থ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হন তৎকালে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামে এরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভের সুবিধা না থাকায় তাঁহারা আদি বৈদ্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হন। পরবর্ত্তী কালে রাঢ়ীয় ও শ্রেষ্ঠ বঙ্গজ বৈদ্যগণ একবারে চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট সংস্রব ত্যাগ করেন, তাহাতেই রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে শ্রীহট্ট সমাজ বিশেষ ভাবে নিন্দিত।

যাহা হউক পূর্ব্বে যে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণের সহিত শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামী বৈদ্যগণের সংস্রব ছিল, চন্দ্রপ্রভা ও কবিকণ্ঠহার হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"শ্রীহট্টদেশদেশীয় গুণরাজসুতাপতিঃ।
চতুর্ভুজস্য তনয়াং রামচন্দ্রসুতামপি।
দণ্ডপাণিসুতাপুত্রীং হৃদয়ঃ পরিণীতবান্ ॥" (নরদাস প্রকরণে)
"মৌলিকেতি প্রসিদ্ধস্য শ্রীহট্টদেশবাসিনঃ।
ধনাইকস্য তনয়াং শ্রীপতিঃ পরিণীতবান্ ॥
(কবিকণ্ঠহার উমাপতিসেন।)

"মধুসূদনদাসস্য জাতা অষ্টৌ সুতা অপি।
পূর্ব্বঃ শ্রীধরদাসোঽভূৎ পীতাম্বর ইতোঽনুজঃ।
পরো বিজয়শ্চৈব সপ্তৌঽস্বরসুন্দরঃ ॥
সর্ব্বে শক্তি কুলোদ্ভূতা সেনকেশবসুনুজাঃ
দ্বিতীয়পক্ষে পুত্রোঽভূদ্দিগম্বর ইতি শ্রুতঃ ॥
শক্তৌ দুর্ব্বলিসেনস্য দুহিতুর্গর্ভসম্ভবঃ।
তৃতীয়পক্ষে পুত্রৌ দ্বৌ তৎসনশ্রীকরাবপি।
চাটিগ্রামীয়-দত্তস্য হাড়দত্তস্য সূনুজৌ ॥"
(চন্দ্রপ্রভা নৃসিংহপ্রকরণে নিমদাসসুতয়োর্জ্যেষ্ঠ সূর্য্যদাসতাপঃ)

চেষ্টা করিলে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মহেশ্বরদী ও তুলসীহাট, সেরপুর প্রভৃতি স্থানেও আদান প্রদানের পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধবংশীয় যাঁহারা ঐ সকল স্থলে কার্য্য করিয়াছেন, এক পুরুষ কি দুই পুরুষ পর্য্যন্ত তাহারা সমাজে অচল থাকিয়া পরে সামাজিক কর্ত্তৃক মার্জ্জিত হইয়াছেন। পরে আর তাঁহারা ঐ সকল স্থানের কুটুম্বসহ কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই। কুলকার্য্যকারীদের অর্থ ব্যয়ই সার হইয়াছে! এইরূপ বেড়াবন্দর, সাঁকরাইল প্রভৃতি

577-XIX

স্থানে কার্য্য করিলেও পূর্ব্বে সমাজে বিশেষ অপদস্থ হইতে হইত, সম্প্রতি এই কয়েকস্থান প্রায় মার্জ্জনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ॥

কুলপ্রশংসা।

আমরা দেখিতে পাই, বৈদ্যকুলজী-লেখকগণ সকলেই কৌলীন্যপ্রথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কুলপ্রশংসা সকল কুলজী গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। যথা—

৺রাধাকান্ত কবিকণ্ঠহার কুলমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেন—

"বরং প্রাণাঃ প্রদাতব্যা বরং ত্যাজ্যাঃ সুতাদয়ঃ।
বরং সহ্যং মহৎ কষ্টং ন কুর্য্যাৎ কুলদূষণং ॥
যস্মাৎকুলপ্রকাশার্থং প্রযতন্তেহস্তাজা অপি।
বিশুদ্ধং হি কুলং পুংসাং পরত্রেহ চ শর্ম্মণে ॥
কুলং ত্যক্ত্বা ধনং গ্রাহ্যমিতি মূঢ়মতঃ যতঃ।
কুলং কল্পাবধি স্থায়ি ধনমাশু বিনশ্বরং ॥"

(কবিকণ্ঠহার-কুলপঞ্জিকা ৩ পৃষ্ঠা)

মহামতি ভরতমল্লিক কুলসম্বন্ধে বলেন -

"কুলমিব নহি রাজ্যং শাঘ্যদেশে কলাঢ্যম্;
কুলমিব নহি বিদ্যা বংশসম্মানহেতুঃ।
কুলমিব নহি বিত্তং কীর্ত্তিবীজং স্বজাতৌ,
কুলমমলমলং চ জক্ষণীয়ং কুলীনৈঃ ॥
দেশে স্বীয়ে ভবতি নৃপতিঃ পূজিতো নান্যদেশে।
বিদ্বান্ পূজ্যঃ সকলসমিতৌ তৎসুতো নৈব তাদৃক্।
তস্মাত্তাভ্যাং সমধিকতয়া গণ্যতেঽসৌ কুলীনঃ,
তস্মাদ্রক্ষ্যং কুলমতিধনং প্রাণপণ্যৈঃ কুলীনৈঃ ॥

অর্থাৎ কি স্বদেশে কি বিদেশে কুল রাজ্য হইতেও কলাঢ্য, বিদ্যা হইতেও বংশের গৌরবজনক, স্বজাতিমধ্যে বিত্ত হইতেও কীর্ত্তিজনক এবং কুলীনদিগের নির্ম্মল জীবিকাস্বরূপ।

রাজা নিজের অধিকার মধ্যেই মান্য, কিন্তু অন্যদেশে তাদৃশ নহেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি সকল সমিতিতে মান্য হইলেও তাঁহার পুত্র সেরূপ মান্য নহেন, কিন্তু কুলীন যেমন সকল সভাতেই মান্য, কুলীনের পুত্র পৌত্রেরাও সর্ব্বত্র সেইরূপ মাননীয়। কুলের সমতুল্য দ্বিতীয় রত্ন নাই, অতএব প্রাণপণে কুলরক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কুলীনবংশে জন্ম হওয়াই যে কুলীনতার পরিচায়ক তাহা নহে এবং কৌলিন্য চিরস্থায়ী ধর্ম্ম নহে। আজকাল আমরা ব্যবহারের লক্ষণা করিয়া নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিকেও কুলীনাভিমানে অভিমানিত করিয়া থাকি।

কুলীনের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহা এস্থলে উল্লেখ করা গেল—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥"

"আচারাদয় এবেতি সন্তি যেষাং মহাত্মনাম্।
ত এব হি কুলীনাঃ স্যুর্ন কুলং পারলৌকিকম্ ॥
আচারাদিবিহীনানাং কুলীনানাং কুলং কুতঃ।
ধনেন কুলমিত্যাহুঃ স্বদাচারবতাস্তু তৎ ॥
তস্মাদেতৎ সমালোচ্য সর্ব্বে বৈদ্যা মহাশয়াঃ।
আচারাদিকুলস্যৈতৎ মূলং কুর্ব্বন্তু সাধবঃ ॥"

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ ও দান এই নয়টী কুল লক্ষণ অর্থাৎ কুলীনের ধর্ম্ম।

আচারাদি বিহীন হইলে কুলীনের কুল থাকে না, ধনদ্বারা কুল আচারনিষ্ঠ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। এই সমস্ত সমালোচনা করিয়া বৈদ্যগণ আচারাদিকেই কুলের মূল কারণ স্থির করিবেন।

মৌলিকগণ যদিও কোন মতে কুলীন হইতে পারেন না সত্য, কিন্তু তথাপি যাঁহারা নিয়ত কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কুলীন না হইলেও অতিশয় সম্মানাস্পদ, যথা—

"কুলীনৈঃ সহ সম্বন্ধাদাচারপূতমৌলিকঃ।
শ্রদ্ধেয়ঃ কুলীনৈঃ সোঽপি গোষ্ঠীষু শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥
সতাঞ্চ সঙ্গতিং লব্ধ্বা ক্ষুদ্রোঽপি জায়তে মহান্।
স্বাতিপয়ো যথা শুক্তৌ মুক্তাফলং হি জায়তে ॥"

সদাচারসম্পন্ন মৌলিক যদি নিয়ত কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান রূপ সম্বন্ধ কুলকার্য্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি গোষ্ঠীপতি নামে অভিহিত এবং কুলীনদিগের শ্রদ্ধার পাত্র হন। স্বাতিনক্ষত্রে বৃষ্টি হইয়া শুক্তিতে পতিত হইলে তাহা হইতে যেরূপ মুক্তা ফল জন্মে, তদ্রূপ কুলীনদিগের সৎসর্গ লাভে মৌলিকগণ অতিশয় গৌরবাস্পদ হইয়া উঠেন।"

কবিকণ্ঠহার ও রাঘব কবিরাজ বল্লাল সেনের যাত্রা কৌলীন্য কুল-ব্যবস্থা কাল প্রথার সৃষ্টি হয় বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

"পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভুজা।
ব্যবস্থাপি চ কৌলীন্যং ছুঁহিসেনাদিবংশজে ॥"

উক্ত প্রমাণ অনুসারে অনেকে মনে করেন যে, ছুঁহিসেনাদির বংশধরকে গৌড়াধিপ মহারাজ বল্লালসেন কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন ;—কিন্তু এদিকে আবার অনেকের বিশ্বাস যে ধন্বন্তরি গোত্রে বিনায়ক, শক্তি গোত্রে শক্তিধর প্রভৃতি বল্লালী কৌলীন্য পাইয়া রাঢ়বাসী হন। শক্তিধরের পুত্র বৎস ও উমাপতি, বৎসের পুত্র চক্রপাণি, মহাব্রত ও পুণ্ডরীকাক্ষ চক্রপাণি ও মহাব্রত সম্বন্ধে রাঘব কবিরাজ লিখিয়াছেন,—

"হাতিঘোষসুতা দণ্ডপাণি পরিণয়কৃতা। অথ সিদ্ধ কুল খলিতোঽভবৎ। মহাব্রতো বল্লালস্যান্নদোষেণ কষ্টসাধ্যো উপগতঃ। পুণ্ডরীকাক্ষসেনাৎ হুহিসেন-উৎসাহকরসেনকৌ।"

অর্থাৎ শক্তিধর-পৌত্র দণ্ডপাণি হাতিঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন, অনন্তর তিনি সিদ্ধ কুল হইতে ভ্রষ্ট হন। মহাব্রত বল্লালের অন্নগ্রহণদোষে কষ্টত্ব প্রাপ্ত হন। পুণ্ডরীকাক্ষের পুত্র হুহিসেন উৎসাহকর সেন।

উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে শক্তিধর কুলীন, তাঁহার পৌত্র দণ্ডপাণি সিদ্ধকুলে সাধ্য হন এবং অপর পৌত্র বল্লালের অন্নগ্রহণ করিয়া কষ্ট সাধ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে মহাব্রতের ভ্রাতুষ্পুত্র হুহিসেনের বংশধরকে গৌড়াধিপ বল্লাল কিরূপে কৌলীন্য দিলেন?

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলগ্রন্থ হইতে একাধিক বল্লালের উদ্দেশ পাওয়া যায়, বাক্যোপাধিরও অভাব নাই। প্রয়োজনবোধে এখানে সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি—

বৈদ্যকুলপঞ্জী এইরূপ সেনভূপ বল্লালসেনের সম্বন্ধ পাওয়া যায়—

১। "ত্রয়ো মণ্ডলদাসস্য পুত্রা উদ্ধরণোঽগ্রজঃ।
বল্লালসেননৃপতেস্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ॥

২। বাঠদাসস্য তনয়ৌ জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
ধর্ম্মদাসঃ কর্ম্মদাসো বল্লালসেনসূনুজৌ॥"

(ভরতকৃত চন্দ্রপ্রভা ৩১৯।)

মণ্ডলদাসেরও তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদ্ধরণ রাজা বল্লালসেনের কন্যাগর্ভসম্ভূত। বাঠদাসের দুইপুত্র ধর্ম্মদাস ও কর্ম্মদাস, উভয়েই বল্লালসেনের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

৩। "ধরাধরসুতো জাতো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ।
বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্য সম্মতঃ॥" চন্দ্রপ্র ১৮৯ পৃঃ

ধরাধরের পুত্র নিত্যানন্দ সেন, ইনি সেন-ভূপ বল্লালসেনের দৌহিত্র।

লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন সম্বন্ধেও এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়—

৪। "সুতৌ মন্মথদাসস্যাচ্যুতশ্রীমন্তদাসকৌ।
সেনভূপকুলোদ্ভূতসেনলক্ষ্মণসূনুজৌ॥" চন্দ্রপ্রভা ৩৬৭ পৃঃ

৫। "সুতৌ জাতরিসেনস্য জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ

(১) এই দণ্ডপাণি যে হাতিঘোষের কন্যা বিবাহ করিয়া সাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা নয়। রাঘব ইহার পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন—
"শক্তিগোত্রোদ্ভব, দণ্ডপাণিঃ শক্তিধরাত্মজঃ।
পিতুঃ শাপবশাদেব সাধ্যত্বেন ব্যবস্থিতঃ।"
এদিকে ভরতমল্লিক চন্দ্রপ্রভায় কুলীনরূপেই ইঁহার বংশপরিচয় দিয়াছেন

সূর্য্যসেনস্তদীয়ানাং কনিষ্ঠো বিনয়ান্বিতঃ।
রাজ্ঞঃ কেশবসেনস্য তনয়াগর্ভসম্ভবৌ" চন্দ্রপ্রভা ...

৬। শ্রীপতেস্তনয়া জাতা জ্যেষ্ঠা গদাধরঃ [illegible]।
নাগরো ভগিনী[illegible]প্যাহমী ভূপাকেশবসূনুজঃ॥ ঐ ৪৬০

এখন দেখিতে হইবে উক্ত সেন ভূপগণ কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন? দুঃখের বিষয় কুলগ্রন্থে তাঁহাদের [illegible] নির্দ্ধারিত না থাকায় তাঁহাদের কুলীন [illegible] হইতে সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

ভরতমল্লিক উক্ত সেনরাজ দৌহিত্রগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

১—২। "মৌদ্গল্যগোত্রে কবিতা [illegible]
বংশে মহায়ান্বিত[illegible]।
[illegible]
[illegible] ত্রিনবতা [illegible]।
[illegible]
[illegible] বেদবিদ্যাসাহসী [illegible]।
যো নীলকণ্ঠো শুকভক্তচিত্তঃ [illegible]
বংশস্য কর্ত্তা বহুলোকভর্ত্তা কৌলীন্যবিদ্[illegible]
তস্যাত্মজৌ দ্বৌ জগতি প্রসিদ্ধৌ
পূর্ব্বোঽভবৎ কেশবদাসনামা।
পশ্চাত্তনুজাঃ কেশবদাসকস্য শ্রীবৎসদাসাহ্বয়[illegible]
প্রজাপতিস্তচ্চরণো [illegible]
(চন্দ্রপ্রভা ১১৭)

"যঃ প্রজাপতিদাসস্য কদ্রদাসঃ সুতোঽভবৎ।
সাধুভূপবসেনস্য তনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥
কদ্রদাসস্য তনয়াস্ত্রয়োঽমী বিনয়ালয়াঃ।
বলদাসো নয়াবাসো মদনো মদনোপমঃ॥
শিবদাসঃ শিবধ্যানপূজাবিধিপরায়ণঃ।
বলদাসো গুণাবাসঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
তস্যৈব বলদাসস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
জ্যেষ্ঠ ঋষিপতিস্তত্র কনিষ্ঠোঽথ গুণাকরঃ।
গুণাকরাত্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পূর্ব্বো মণ্ডলদাসকঃ।
জগন্মণ্ডলবিখ্যাতঃ সেনডোমনসূনুজঃ॥
দ্বিতীয়পক্ষে পুত্রৌ দ্বৌ জাতৌ সংসারবিশ্রুতৌ।
আশসেনস্য দৌহিত্রৌ বাঠদাসকভৈরবৌ॥
ত্রয়ো মণ্ডলদাসস্য পুত্রা উদ্ধরণাগ্রজঃ
বল্লালসেননৃপতেস্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ॥
বাঠদাসস্য তনয়ৌ জজ্ঞাতে বিনয়ান্বিতৌ।
ধর্ম্মদাসঃ কর্ম্মদাসো বল্লালসেনসূনুজৌ॥" (চন্দ্রপ্রভা ১.২০)

৩। "ধন্বন্তরিকুলে বীজী যো গয়ীসেননামকৃৎ।
তস্য বংশান যথাজাতং ব্রুতে ভরতমল্লিকঃ।
অথাবী গয়ীসেনস্য জজ্ঞিরে তনয়াস্ত্রয়ঃ।
রামমাধবগোবিন্দাস্তায়ুদাসস্থতাস্থতাঃ॥
বিষপাড়ামুপাশ্রিত্য সপ্তগ্রামে কৃতালয়াঃ।
রামদাসস্য চত্বারস্তনয়া বিনয়ান্বিতাঃ॥
শ্রীকণ্ঠসেনস্তজ্জ্যেষ্ঠো বিকর্ত্তন ইতোঽনুজঃ।
দানসেনস্তৃতীয়োঽস্য বনমালী চতুর্থকঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা ১৭৪ পৃঃ)।

"বনমালিসুতৌ জাতৌ পূর্ব্বঃ কাপড়িসেনকঃ।
অনন্ত ইতি তৌ শক্তিগোবর্দ্ধনসুতাসুতৌ॥
অনন্তসেনতনয়ৌ হাড়সেন ইহাগ্রজঃ।
বুধসেন ইত্যৌ শক্তিগোবিন্দসেনসুসুতৌ॥
হাড়সেনস্য তনয়ঃ পদ্মনাভ ইতীরিতঃ।
পদ্মনাভস্য চত্বারঃ সুতাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ॥
কাকুৎসেনঃ প্রথমো গর্ভেশ্বর ইতোঽনুজঃ।
ধরাধরস্ততো গদাধর এতে সহোদরাঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা ১৮৬ পৃঃ)

ধরাধরসুতো জাতো নিত্যানন্দ ইতি স্মৃতঃ।
বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্য সম্মতৌ॥
নিত্যানন্দস্য পুত্রৌ দ্বৌ গোবিন্দকেশবাবিমৌ।
শক্তিগোত্রসমুদ্ভূতায়ুকসেনসুতাসুতৌ॥"(চন্দ্রপ্র° ১৮৯ পৃ)

৪। "মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতো নৃসিংহদাস এব যঃ।
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ো জাতাঃ প্রভাকর ইহাগ্রজঃ॥
কায়ুদাসো মধ্যমাস্ত্র কনিষ্ঠো বসুদাসকঃ।
ত্রয়াণাং কায়ুদাসোঽভূদ্বীজী বঙ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
বীজিনঃ কায়ুদাসস্য সুতৌ জাতৌ গুণান্বিতৌ।
বটীবরো বামদাস ইমাবমুকসূনুজৌ॥
বটীবরস্য দাসস্য জজ্ঞিরে পঞ্চ সূনবঃ।
হৃষীকেশোঽগ্রজস্তেষাং শ্রীবৎসস্তদনন্তরম্॥
শ্রীমানো বনমালী চ শঙ্করোঽমী সুসজ্জনাঃ।
হৃষীকেশস্য দাসস্য ষড়মী জজ্ঞিরে সুতাঃ॥
উৎসাহকরদাসোঽগ্রোঽনিরুদ্ধক উমাপতিঃ।
যদুমাপতিদাসোঽসৌ বঙ্গং ত্যক্ত্বা স্বপৌরুষাৎ।
গৃহীত্বা নিজবৃত্তানি রাঢ়ে কোগ্রামমাশ্রিতঃ॥
তস্যোমাপতিদাসস্য জজ্ঞাতে তনয়াবুভৌ॥
আদ্যো নারায়ণো দাসো রাজবৈদ্য ইতি শ্রুতঃ।
নারায়ণস্য দাসস্য চত্বারস্তনয়া অমী॥
বিষ্ণুদাসো গুণাবাসো জ্যেষ্ঠো হরিহরঃ পরঃ।
বিষ্ণুদাসস্য সঞ্জাতা অষ্টৌ পুত্রাঃ শুভোদয়াঃ॥
জ্যেষ্ঠো রঘুপতির্দাসো বিনায়ক ইতোঽনুজঃ॥
সুতৌ রঘুপতের্জাতৌ নীলাম্বর ইহাগ্রজঃ।
দ্বিতীয়পক্ষে পুত্রোঽভূৎ সনাতন ইতি স্মৃতঃ॥"(চন্দ্রপ্রভা ১১১,
"সনাতনস্য দাসস্য গোপীনাথঃ সুতোঽভবৎ।
গোপীনাথস্য দাসস্য জজ্ঞাতে তনয়াবুভৌ॥
ভৃগর্ভো মন্মথো মান্তভূত্তমধুসূতৌ।
সুতৌ মন্মথদাসস্যাচ্যুতশ্রীমন্তদাসকৌ।
সেনভূপকুলোদ্ভূত-সেনলক্ষ্মণসুতৌ॥" (চন্দ্রপ্রভা ৩৬৪)

মৌদ্গল্যগোত্র বীজী নৃসিংহদাস

(সেনভূপ কুলান্তর লক্ষণ দৌহিত্র)

বীজপুরুষ হইতে কুলপর্য্যায় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সেনভূমির রাজা বল্লালসেনের সময় তাঁহাদের অধস্তন ৮।৯ পুরুষ এদিকে সেনভূমিপতি লক্ষ্মণসেনের সময় ১২।১৩ পুরুষ অধস্তন। এরূপস্থলে ৮ম ও ১২শ পর্য্যায়ে কখন পিতাপুত্র গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং সেনভূমির রাজা বল্লালসেনকে তৎকালীন লক্ষ্মণসেনের পিতা বলিয়া কখনই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। এইরূপে চন্দ্রপ্রভায় সূর্য্যসেন ও ভগিগুপ্তের মাতামহ যে কেশবসেনের উল্লেখ আছে, সেই কেশবসেনকেও আমরা গৌড়াধিপ বল্লালসেনের পৌত্র বা লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া মনে করিতে পারি না। কেশবের দৌহিত্র সূর্য্যসেনের পূর্ব্ব পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"শ্রীবৎসশ্চ শিয়ালশ্চ যাবিমৌ বিশ্ববিশ্রুতৌ।
চত্বারো যেঽপরে শক্ত্যৌ যথাপূর্ব্বং কুলোত্তমাঃ ॥
প্রজ্ঞাসমজ্ঞানহিতো বিনীতঃ শ্রীবৎসসেনো গুণরাশিরাসীৎ।
তস্যাত্মজোঽভূদথ পুণ্ডরীকস্ততঃ কনীয়ানপি দণ্ডপাণিঃ ॥"
দণ্ডপাণেঃ সুতো জাতো নীতিবিদ্যাবিশারদঃ।
তিকসেন ইতি খ্যাতো বিহিতানেকপৌরুষঃ ॥
তস্যৈব তিকসেনস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
হাড়সেনশ্চন্দ্রসেনঃ সমানগুণধারিণৌ ॥
হাড়সেনাদজায়েতাং তনয়ৌ গুণশালিনৌ।
মাধবোঽথ মহীসেনো লসকল্যাসমুদ্ভবৌ ॥
মহীসেনাদভূৎ পুত্রো নরসিংহ ইতি শ্রুতঃ।
নরসিংহস্য পঞ্চৈতে তনয়া অথ জজ্ঞিরে ॥
জাতরিধনসেনশ্চ ধৃতিসেনস্ততঃ পরঃ।
সুতৌ জাতরিসেনস্য কল্যাণ্ড বিনয়াবিতৌ ॥
সূর্য্যসেনস্তদীয়াস্তঃ কনিষ্ঠে বিজয়াহ্বয়ঃ।
রাজ্ঞঃ কেশবসেনস্য তনয়া গর্ভসম্ভবৌ ॥" (চন্দ্রপ্রভা ২২২ পৃ)

শক্তিগোত্র বীজী শক্তিধরের পুত্র শ্রীবৎসসেন

ভরতমল্লিক ভগিগুপ্তের এইরূপ পূর্ব্বপরিচয় দিয়াছেন,—

"কাশ্যপান্বয়সম্ভূতঃ প্রধানো জ্যেষ্ঠ এব যঃ।
পরমেশ্বরগুপ্তোঽয়ং বীজী গুপ্তকুলে পুনঃ ॥
শ্রেষ্ঠশ্রীপরগুপ্তোঽয়ং বীজী সৎকর্ম্মধর্ম্মকৃৎ।
কন্যে যে ? সমুদ্ভূতে প্রদত্তে স্বকুলোচিতম্ ॥
বিনায়কস্য পুত্রায় শ্রীধন্বন্তরয়েঽগ্রজা।" (চন্দ্রপ্রভা ৪৪০ পৃঃ)

"পরমেশ্বরগুপ্তস্য মহৎস্বরাধিকারিণৌ।
সুতৌ ভীমমহাদেবৌ রাঢ়ে বঙ্গে চ বিশ্রুতৌ ॥
মহাধিকারী যঃ পুত্রো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
বঙ্গেঽতিষ্ঠৎ স তত্রৈব তস্য বংশ্যা বসন্তি চ ॥
স্বরাধিকারী যঃ পুত্রো মহাদেবো মহাবলঃ।
অস্য পুত্রৌ বিধিবশাৎ খাড়িগ্রামং সমাশ্রিতৌ ॥
জ্যেষ্ঠকভ্রাতৃপুত্রোঽভূদ্ হিগুপ্তো মহাযশাঃ।
তৎসুতঃ কেশবঃ শাঽভূত্তৎসুতো মধুগুপ্তকঃ।
মধুগুপ্তসুতো জাতো হরিগুপ্তোঽতিসুন্দরঃ।
শক্তিগোত্রসমুদ্ভূতসাক্রিসেনসুতাসুতঃ।
হরিগুপ্তসুতো জাতঃ শ্রীপতিশক্তিসুস্থকঃ।
দেবপাক্ষ শঙ্করোঽন্যো ধনভূমাধবঃ সুসুতঃ।

শ্রীপতেস্তনয়া জাতা জ্যেষ্ঠো গদাধরঃ কৃতী।
সাগরো ভগিগুপ্তোঽমী ভূপকেশবসূনুজঃ ॥"

(চন্দ্রপ্রভা ৪৪১)

কাশ্যপগোত্র বীজী পরমেশ্বর গুপ্ত
├── ত্রিপুর গুপ্ত
│   └── কন্যা (নায়কসেনের পুত্রবধূ)
├── ভীম (বঙ্গবাসী)
└── মহাদেব স্বর্ণাধিকারী
    └── হরিগুপ্ত (মহাদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র)
        └── কেশবগুপ্ত
            └── দানিগুপ্ত
                ├── শ্রীপতি
                │   ├── গদাধর
                │   ├── সাগর
                │   └── ভগিগুপ্ত (রাজা কেশবের দৌহিত্র)
                └── শঙ্কর

গদাধর গুপ্ত ও সূর্য্যসেনাদির মাতামহ রাজা কেশবসেন অন্যত্র সেনভূমের রাজা বলিয়া মহামতি ভরতমল্লিক কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছেন—

"অথ কন্দর্পসেনস্য সুতো জাতো মহাযশাঃ।
বিষ্ণুদাস ইতি খ্যাতো যস্য খ্যাতো যশোধরঃ॥
নীতিজ্ঞঃ পণ্ডিতঃ শুদ্ধমানসঃ সুজনাশ্রয়ঃ।
যঃ পদ্মহাড়দাসস্য তনুজাগর্ভসম্ভবঃ॥
যশোধরস্য খ্যাতস্য কন্যা জাতবতী তু যা।
গুণাকরস্য গুপ্তস্য তনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥
দত্তা কেশবগুপ্তায় ত্রৈপুরে নীলসম্ভতৌ।
অপরাং পরিজগ্রাহ দ্বিতীয়স্তেহত কন্যকাম্॥
সেনভূমিনিবাসস্থ সেনাকেশবসম্ভবাম্॥'

এই সেনভূমিপতির পরিচয় পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানে বংশলতা দেওয়া হইল—
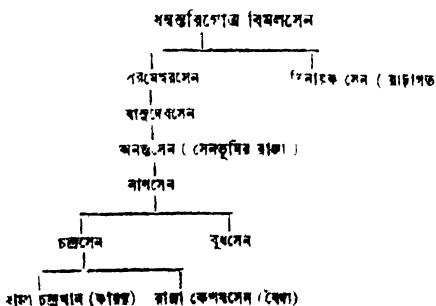
বৈদ্যকুলপঞ্জিকাধৃত বল্লাল, লক্ষ্মণ ও কেশবসেনের পরিচয় হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে ইঁহারা সেনভূমের রাজা ছিলেন। ভরতমল্লিক দেখাইয়াছেন, তাঁহার সময় পর্য্যন্ত ধন্বন্তরিগোত্রে বীজী বিমলসেনের বংশধরগণ সেনভূমেই বাস করিতেছিলেন। বিমলসেনের পুত্র পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের পুত্র বাসুদেব, ইনি শিখরভূম বা পঞ্চকোটাধিপতির আশ্রয়ে চিকিৎসানৈপুণ্য দেখাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই বাসুদেবের পুত্র অনন্তসেন, ইনি শাস্ত্র ও শস্ত্রে উভয় বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র মহাবীর নাথসেন। তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া শিখরাধিপতি হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে সেনভূমের অন্তর্গত পাহাড়খণ্ড দান করেন। (এখন ঐস্থান সেনপাহাড়ী* নামে পরিচিত)।

পঞ্চকোটরাজবংশের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পরমার-বংশীয় মহারাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রশিখরসিংহ দেব ১১০২ হইতে ১১৪৩ শকাব্দ (১১৮১ হইতে ১২২২ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ৪১ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইঁহারই সময়ে সপুত্র বাসুদেবসেন পঞ্চকোটরাজসভায় উপস্থিত হন। আবার ইঁহার অনুগ্রহে বাসুদেবপৌত্র নাথসেন প্রায় ১২২২ খৃষ্টাব্দে 'সেন পাহাড়ী' জায়গীর পাইয়া থাকিবেন।

উক্ত নাথসেনের প্রপৌত্র কেশবসেনই শক্তিগোত্রের বীজী শ্রীবৎসসেনের ৮ম পুরুষ অধস্তন জাতরিসেনের পুত্র সূর্য্যসেন ও বিজয়সেনের মাতামহ হইতেছেন। এদিকে রাজা কেশবসেন ধন্বন্তরিগোত্রের বীজী বিমলসেন হইতে ৮ম পুরুষ অধস্তন হইতেছেন।

নাথসেন ১২২২ খৃষ্টাব্দে সেনপাহাড়ীরাজ্য লাভ করিলে তাঁহার প্রপৌত্র কেশবসেন অন্ততঃ ১৩২০ খৃষ্টাব্দের সমকালবর্ত্তী লোক হইতেছেন। এসময়ে গৌড়ের সেনরাজবংশের প্রতাপ এককালেই বিলুপ্ত ও সমগ্র রাঢ়বঙ্গে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

এদিকে মৌদ্গল্য পদ্মদাসের বংশাবলী হইতে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, জগদ্গুরু উপাধিধারী মণ্ডলদাসের পুত্র উদ্ধরণ এবং মাঠদাসের পুত্র ধর্ম্মদাস ও কর্ম্মদাস রাজা বল্লালসেন-দৌহিত্র বলিয়া পরিচিত। এই তিন বল্লালদৌহিত্রই মৌদ্গল্যগোত্রজ বীজী পদ্মদাস হইতে ৯ম পুরুষ অধস্তন। আবার ধন্বন্তরিগোত্রে বীজী গয়াসেনের বংশাবলী হইতে দেখা

* সেনপাহাড়ী পূর্ব্বে সেনভূমপরগণার অন্তর্গত থাকিলেও এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানকালে সেনভূম বীরভূমজেলায় অজয়নদের উত্তরকূলে এবং সেনপাহাড়ী বর্দ্ধমানজেলায় অজয়নদের দক্ষিণকূলে বিস্তৃত।

যাইতেছে যে তাঁহা হইতে তদংশীয় ধর্ম্মধরপুত্র বল্লালদৌহিত্র নিত্যানন্দসেন ৮ম পুরুষ অধস্তন। এই নিত্যানন্দের পরিচয় প্রসঙ্গে ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন,—

"বল্লালসেনদৌহিত্রঃ সেনভূপস্য সন্ততিঃ"

বল্লালসেনের নামের সহিত 'সেন' উপাধি ও তৎপরে 'সেনভূপ' থাকায় এখানে 'সেনভূপ' অর্থে সেনভূমির রাজা। সুতরাং উক্ত বল্লালসেনও কেশবসেনের ন্যায় সেনভূমিরই রাজা ছিলেন। বংশপর্য্যায় আলোচনা করিলেও উভয়কে একসময়ের লোক বলিয়া মনে হইবে। ভরতমল্লিক সেনপাহাড়ীতে কেশবসেন পর্য্যন্ত এই বংশের যে বংশাবলী দিয়াছেন, তন্মধ্যে বল্লালের নাম নাই। ইহাতে আমরা বল্লালকে কেশবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী মনে করি।

সেনভূপকুলোদ্ভব লক্ষ্মণসেন দৌহিত্র অচ্যুত ও শ্রীমন্তদাসের যে বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে জানিতেছি যে মৌলালা বীজী নৃসিংহদাস হইতে উভয় ভ্রাতা ১২শ পুরুষ অধস্তন। এরূপস্থলে সেনভূমির রাজা লক্ষ্মণসেনকে উক্ত সেনভূমির কেশব ও বল্লালসেনের প্রায় শতবর্ষ পরবর্ত্তী অর্থাৎ উক্ত লক্ষ্মণসেন খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর লোক স্থির হইতেছেন।

গৌড়াধিপ বল্লালসেন ১১১৯ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন [বঙ্গদেশ ও বল্লালসেন শব্দ দ্রষ্টব্য।] সুতরাং বৈদ্যকুলপ্রবর্ত্তিত রাজা বল্লালসেন তাঁহার দ্বিশতাধিক বর্ষ পরবর্ত্তী হইতেছেন। এদিকে আবার কবিকণ্ঠহারের পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্ভুজ লিখিয়াছেন,—

"তেন সা ভূমিপালেন বল্লালেন মহাত্মনা।
স্থাপিতা কুলমর্য্যাদা সিদ্ধাদিবংশজন্মনাম্॥
ছুহিসেনপ্রভৃতীনাং পুরা হি কৃতনিশ্চিতা॥

সেই মহাত্মা ভূমিপাল বল্লাল সিদ্ধবংশীয়দিগের মধ্যে কুল মর্য্যাদা স্থাপন করেন। কিন্তু ছুহিসেন প্রভৃতি সিদ্ধবংশের কৌলীন্য বহুপূর্ব্বেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কবিকণ্ঠহার ও তৎসম সাময়িক ও রাঘব উভয়েই ছুহি সেনাদিকে বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই জানিতেন। রাঘব তাঁহার বৈদ্যকুলদর্পণে লিখিয়াছেন—

"অতো বল্লাললোকেশঃ লোকেশঃ স ইবাপরঃ॥
ধাতাথ্যাহি দ্বিজগণভিষজশ্চাপরে রুদ্রকাণ্ডাঃ
সর্ব্বেষামেব কর্ত্তা স্বয়মপি সুমতির্বৈদ্যবংশাব্ধি জন্মে।
বিদ্যাগাধঃ প্রবীণঃ কিল বিমলযশশ্চন্দ্রো যো সেনভূমৌ।
শ্রীমদ্বল্লালরাজাকুলকুমুদবিধু রাজতে রাজধাম্নাঃ॥
স এব নিয়মস্থাপি মহদ্ভিঃ কথিতো মতঃ॥"

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা যেন স্বয়ং বৈদ্য বংশে রাজা বল্লাল রূপে এবং অন্যান্য রুদ্রাদি দেবগণ কেহ দ্বিজবংশে, কেহ বা ভিষক্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি অগাধবিদ্যাবিভবশালী ও সুবিজ্ঞ এবং স্বীয় রাজধানী সেনভূমিতে চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল যশোরাশি স্বরূপ ও কুলকুমুদসমূহের পূর্ণিমা চন্দ্র সদৃশ শোভা পাইতেন অর্থাৎ যাঁহার নির্ম্মল যশোরাশিতে দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত হইয়াছিল এবং যাঁহার প্রভাবে বৈদ্য কুলীনগণের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই শ্রীমদ্বল্লাল সেনের নিয়মাবলী সুধীগণ অদ্যাপি পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৈদ্য মাত্রেই তৎপ্রবর্ত্তিত কুলপ্রথানুসারে এখন পর্য্যন্ত সামাজিক কুলক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে বেশ বুঝা যাইতেছে যে সেনভূমিপতি বল্লাল বৈদ্যসমাজে সমাজসংস্কারকরূপে নূতন করিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে ছুহিসেনাদি ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ শক্তিধরাদি শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইলেও তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে যাঁহাদের কুলে দোষ পড়ে নাই, সেনভূপ বল্লাল তাঁহাদিগকেই সিদ্ধসাধ্যাদি ভেদে সম্মান প্রদান করেন। এই জন্যই কবিরাজ রাঘব ও কবিকণ্ঠহার লিখিয়াছেন যে রাজা বল্লালসেন ছুহি সেনাদির বংশধরদিগকে লইয়া কুলব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ যে সময় কেশবসেনের জেষ্ঠ বীরবর চন্দ্রভান প্রভৃতি 'কায়স্থজাতি' বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন এবং অনেক বৈদ্যই তদনুবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে বৈদ্যকুলগণ সমাজসংস্কারের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন। এ সময় সেনভূমির রাজারাই ধনে মানে বৈদ্যসমাজে সমাজপতি বলিয়া গণ্য ছিলেন, সুতরাং এখান হইতেই কুলব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়াছিল। তদনুসারে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে সমস্ত বৈদ্যসমাজকে আহ্বান করিয়া সেনভূপ বল্লালসেন কুলবিধি প্রবর্ত্তন করিলেন। এই সময় হইতেই বৈদ্যসমাজে কুলগ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং কুলীন সমাজে কায়স্থসম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইতে থাকে

সাধারণের বিশ্বাস যে গৌড়াধিপ বিজয়সেনের পুত্র ও লক্ষ্মণসেনের পিতা বল্লালসেনই বৈদ্যসমাজেরও কুলবিধাতা।

বৈদ্যসমাজে আদি কৌলীন্য

এই বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা পূর্ব্ব বিবরণ পড়িলেই আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর গ্রন্থেও লিখিত আছে—

'বারেন্দ্র-কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লইল তিন জন॥
পুত্রান্তে কন্যান্তে কুল বাড়িতে লাগিল।
এইত অধর্ম্ম বীজ সঞ্চয় হইল॥"

বাস্তবিক বৈদ্যসমাজে কোন কালে বল্লালীকুল গৃহীত হয় নাই বল্লালীকুল পুত্রগত ও কন্যাগত, বিশেষতঃ কুলীন-কন্যাকে অকুলীনে সম্প্রদান করিলেই কন্যাদাতার কুলচ্যুত

বটে. বল্লালী কুলনিয়মের ইহাই বিশেষত্ব; রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলীন সমাজে এবং বঙ্গজ কায়স্থকুলীন সমাজে অদ্যাপি এই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এরূপ কুলপ্রথা রাঢ়ীয় বা বঙ্গজ বৈদ্যসমাজে কোন দিন প্রচলিত নাই। কেহ কেহ মনে করেন, বঙ্গীয় বৈদ্যগণের বীজপুরুষদিগের মধ্যে ধন্বন্তরি গোত্রজ বিনায়ক সেন, শক্তি গোত্রজ শক্তিধর, মৌদ্গল্য গোত্রজ চণ্ডদাস ও পদ্মদাস এবং কাশ্যপ গোত্রীয় পরমেশ্বরগুপ্ত বল্লালী-কৌলীন্য লইয়া পঞ্চকোট হইতে রাঢ়দেশে আগমন করেন। কিন্তু কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে এরূপ কথা নাই। আমাদের বিশ্বাস যে উক্ত বীজপুরুষগণ পূর্ব্ব হইতেই কৌলীন্য-ভূষিত ছিলেন, তাঁহারা নূতন কুলীন হইয়া এদেশে আসেন নাই। বৈদ্যসমাজে গৌড়াধিপ বল্লালসেনের বহুপূর্ব্ব হইতেই যে কৌলীন্য ছিল, তাহা আমরা চক্রপাণিদত্তের গ্রন্থ হইতেই জানিতে পারি :—

"গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারিপাত্রং
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী॥"

অর্থাৎ গৌড়রাজ্যের অধীশ্বরের পাকশালার অধ্যক্ষ নারায়ণদত্তের পুত্র এবং ভানুদত্তের অন্তরঙ্গ লোধ্রবলী সমাজে কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীচক্রপাণি এই কর্তৃপদাধিকারী।

চক্রপাণি গৌড়াধিপ সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয় নয়পালের পাকশালার অধ্যক্ষ ও একজন মন্ত্রী ছিলেন। ১০৩৮ হইতে ১০৫৩ খৃঃ পর্য্যন্ত নয়পাল গৌড়রাজ্য শাসন করেন।* ঐ সময়ে বৈদ্যকুলীন চক্রপাণিদত্তের অভ্যুদয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভরত মল্লিক 'লোধ্রবলী' গ্রাম কুলস্থান বলিয়া বর্ণনা করিলেও তিনি দত্তবংশকে এককালে মৌলিক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। লোধ্রবলী গ্রাম এক্ষণে বীরভূম সমাজের অন্তর্গত, পূর্ব্বে সেনভূম সমাজের অন্তর্গত ছিল বলিয়া শুনা যায়। সম্ভবতঃ যখন বিনায়কসেন প্রভৃতি বৈদ্য বীজিগণ রাঢ়দেশে নূতন বৈদ্যসমাজ পত্তন করেন, সেই সময়ে তাঁহারা লোধ্রবলী সমাজের দত্তদিগকে বাদ দিয়া থাকিবেন। এই সময় হইতে রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজে 'দত্ত' কুলহীন হইলেও বহুকাল ইহাদের পূর্ব্বসম্মানের হ্রাস হয় নাই. অপর যে কোন মৌলিকঘরে ক্রমান্বয়ে আদান প্রদান করিলে কুলে আঘাত বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজের কুলগ্রন্থলেখক চতুর্ভুজদাস দত্ত সম্বন্ধে 'আঘাত' বলিয়া গণ্য করেন নাই। ইহাতেই পরবর্ত্তীকালেও পূর্ব্বতন দত্তদিগের প্রতিপত্তির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। যাহা হউক খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে বৈদ্যসমাজে লোধ্রবলী দত্তগণ কুলীন বলিয়া গণ্য থাকিলেও তৎকালে এই সমাজে কিরূপ কুলনিয়ম ছিল, এবং কোন্ সময়ে সেই প্রথিত দত্তবংশ অকুলীন বলিয়া গণ্য হইলেন, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই।

* 'পালরাজবংশে' শব্দ ৩১৫ ও ৩১৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

রাঘব ও কবিকণ্ঠহার প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গজ বৈদ্যকুলজ্ঞগণ কষ্ট সাধ্য প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, গুপ্তবংশে মহাধিকারী ও স্বরাধিকারী গুপ্ত, ধন্বন্তরি গোত্রে ৭ ভাই, এবং শক্তি গোত্রে গরিসেন, অরুসেন, ভসেন, মীনসেন ও স্বর্ণপীঠ (মুক্তীর সেন) এই ৫ জন বল্লালের অন্নগ্রহণ দোষে কষ্টসাধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে,—

"বল্লালান্নাদোষেণ কষ্টসাধ্যত্বমাগতাঃ।
এষাং সৎপ্রতিপত্তিস্তু নৈব কুত্রাপি দৃশ্যতে॥"

(কণ্ঠহার ৪ পৃঃ)

সাধারণের বিশ্বাস, গৌড়াধিপ বল্লালসেনের ডোমকন্যা-বিবাহ প্রসঙ্গে পাকস্পর্শ হয়, তাহাতে গুপ্ত ও সেনবংশীয় উক্ত ১৪ জন অন্নগ্রহণ করায় তাঁহাদের কুলচ্যুতি ঘটে, এ কারণ তাঁহাদের বংশধরের কোথাও প্রতিষ্ঠা নাই। এই প্রমাণই দেখিয়া আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গৌড়াধিপ বল্লাল বৈদ্যসমাজের কুল বিধাতা নহেন, ইহাও তাহার প্রমাণ। যদি তিনি কুলবিধাতা হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঘরে অন্নাহার করিয়া কখনই শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণের কুলচ্যুতি ঘটিত না। কিন্তু আমরা বলিতে চাই, উক্ত চতুর্দ্দশ বৈদ্যপ্রবর কেহই গৌড়াধিপ বল্লালের সমসাময়িক নহেন, তাঁহার পরবর্ত্তী। তাঁহাদের বংশাবলী আলোচনা করিলে সহজে জানা যায় যে তাঁহারা পরস্পরে ঠিক এক সময়ের লোক নহেন। তাঁহারা সকলেই অম্বষ্ঠগোষ্ঠীপতি বীজী বিনায়ক সেনের পরবর্ত্তী। মহাধিকারী মহাদেব ও স্বরাধিকারী ভীম বিনায়ক সেনের পুত্রগণের সমসাময়িক বটে, কিন্তু অপরে তাঁহাদেরও পরবর্ত্তী। যথা,—

১ম স্বর্ণপীঠী মুক্তীরসেন।

"শক্তিগোত্রেঽক্তবদ্‌বীজী ষাঠপুত্র উমাপতিঃ।
তস্য প্রপৌত্রো মুক্তীরঃ স বীজী নিজসত্তমৌ॥
যোঽসৌ মুক্তীরসেনোঽভূদ্‌গৌড়ভূপতিসেবয়া।
স্বর্ণপীঠীতি বিখ্যাতঃ কুলকার্য্যপরায়ণঃ॥
উমাপতেরভূদ্দস্তোপরি বীজী মহাযশাঃ।
তস্যোমাপতিসেনস্য যথাজ্ঞাতং কুলং ব্রুবে॥
উমাপতিরভূৎ পুত্রো ভীমসেন উদারধীঃ।
ভীমসেনাত্রয়ঃ পুত্রা মহেশ্বর ইহাগ্রজঃ॥
সাচারঃ পরমঃ শান্তো নিজবৃত্তিপরায়ণঃ।
দামশ্চ বনমালী চ তৎপশ্চৌ যৌ সহোদরৌ।

সর্ব্বোহরী গুপ্তবংশীয়-হরিতুর্গর্ভসম্ভবাঃ।
বনমালিসুতো জাতো মৃত্তীয়সেন উত্তমঃ।
অতুর্বংশস্ত কর্ত্তা যো বিদ্যাভিজনসম্পদা॥"(চন্দ্রপ্রভা ২৬৮ পৃঃ)

উক্ত বর্ণানুসারে শক্তি গোত্রে বীজী মাঠসেন, তৎপুত্র উমাপতি, তৎপুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র বনমালী, তৎপুত্র স্বর্ণপীঠী মৃত্তীয়সেন।

২য়—স্বর্ণপীঠী রামসেন,—

"শক্তিবংশে রামসেনঃ স্বর্ণ-পীঠী নৃপাদভূৎ।
মৃত্তীয়সেনবংশান্তর্গতো বীজো ন ঈরিতঃ॥" (চন্দ্রপ্রভা)

উক্ত বচনানুসারে প্রথম স্বর্ণপীঠ মৃত্তীয়সেনের বংশে রামসেনের জন্ম। ইনিও গৌড়াধিপতির নিকট 'স্বর্ণপীঠ' উপাধি পাইয়াছিলেন।

কণ্ঠহার গয়ীসেন, অক্সেন, স্বসেন ও মীনসেনকেও বল্লালের ভজনকারী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা হইতে জানা যায়, যে বংশে স্বর্ণপীঠ মৃত্তীয়সেনের উদ্ভব, সেই বংশেই গয়ীসেনের জন্ম। যথা—১ মাঠসেন, তৎপুত্র ২ উমাপতি, তৎপুত্র ৩ ভীমসেন, ৪ তৎপুত্র বাসুসেন, তৎপুত্র ৫ শ্রীহরি, তৎপুত্র ৬ হরিসেন, তৎপুত্র ৭ বিকর্ত্তন, ৮ বনসেন, তৎপুত্র ৯ গয়ীসেন। (চন্দ্রপ্রভা ২৪৭)

শক্তিবংশে আরও একজন স্বর্ণপীঠের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম উগ্রকণ্ঠ, তিনি শক্তিগোত্রের বীজী শক্তিধর হইতে অধস্তন ৫ম পুরুষ ছুহিসেনের পুত্র। রাঘবের বৈদ্যকুলদর্পণে তাঁহার পরিচয় আছে—

"অথ ছুহিসেনস্ত বংশাবলী লিখ্যতে। শক্তিগোত্রসম্ভূতঃ শক্তিধরসেনকঃ, শক্তিধরাৎ সমুৎপন্নৌ শ্রীবৎসোমাপতিসেনকৌ। বৎসসেনাত্রয়ঃ পুত্রা দণ্ডপাণি-মহাব্রতপুণ্ডরীকাক্ষসেনকাঃ। পুণ্ডরীকাক্ষসেনাৎ ছুহিসেনোৎসাকরসেনকৌ ত্রিপুরবাপিধর দৌহিত্রৌ। ছুহিসেনাৎ কাশীকুশলিবিনায়ক উগ্রকণ্ঠসেনকাঃ। কাশীসেনস্ত প্রকরণং রাঢ়ায়াং। বিনায়কসেন অকৃতদারঃ। উগ্রকণ্ঠ স্বর্ণপীঠাখ্যাতিঃ।"

শক্তিগোত্রে বীজী শক্তিধরসেন, ইনিই প্রথমে রাঢ়ে আসেন। এই শক্তিধরের পুত্র শ্রীবৎস ও উমাপতি। শ্রীবৎসসেনের তিন পুত্র—দণ্ডপাণি, মহাব্রত ও পুণ্ডরীকাক্ষ। পুণ্ডরীকাক্ষের পুত্র ছুহিসেন ও উৎসাকর, উভয়ে ত্রিপুর-বাপীধরের দৌহিত্র। ছুহিসেনের পুত্র কাশী, কুশলি, বিনায়ক ও উগ্রকণ্ঠ। কাশীর পুত্রগণ রাঢ়বাসী। বিনায়কসেন বিবাহ করেন নাই। উগ্রকণ্ঠ স্বর্ণপীঠ উপাধি লাভ করেন।

উক্ত শ্লোকাবলীর মধ্যে "যোহসৌ মৃত্তীয়সেনোহভূদ্ গৌড়-ক্ষাপতিসেবয়া" এবং "শক্তিগোত্রে রামসেনঃ স্বর্ণপীঠী নৃপাদভূৎ" ইত্যাদি উক্তি দেখিয়া কোন স্বর্ণপীঠ কিরূপ ভ্রষ্ট হন, তাহা ঠিক করা কঠিন। বিশেষতঃ মৃত্তীয়সেনের পরিচয়প্রসঙ্গে ভরতমল্লিক তাঁহাকে 'কুলকার্য্যপরায়ণঃ' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, এরূপ স্থলে তাঁহাকে কটসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। ধন্বন্তরি বিনায়কসেন, শক্তি, শক্তিধর প্রভৃতি রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলীনগণের আদি বীজীগণকে গৌড়াধিপ বল্লালের সমকালীন বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহাদের অধস্তন বল্লালাশ্রয়দোষী বংশধরগণকে কখনই গৌড়াধিপ বল্লালের সমসাময়িক এবং সেই গৌড়রাজসংস্রবে নিন্দিত বলা যাইতে পারে না।

তাঁহারা অথবা তাঁহাদের বংশধরগণ যে অপর কোন বল্লাল-সংস্রবে কুলচ্যুত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদ্যকুলজ্ঞেরা আর এক বল্লালসেনের এইরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন,—

কুলদূষক বল্লাল

"বৈশ্বানরকুলোদ্ভূতো বল্লালখ্যাতিমীয়িবান্।
সম্বন্ধদোষদুষ্টোহসৌ গর্হিতঃ কুলদূষণঃ॥"

বৈশ্বানর গোত্রজ এক ব্যক্তিও বল্লালখ্যাতি লাভ করেন, এই ব্যক্তি সম্বন্ধদোষদুষ্ট, সমাজনিন্দিত ও কুলদূষক। অধিক সম্ভব, উক্ত বৈশ্বানর গোত্রীয় বল্লালের সহিত সম্বন্ধ করিয়া অথবা তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়া গয়ীসেন প্রভৃতি ও স্বর্ণপীঠাদির বংশধর কুলচ্যুত হইয়াছেন। এই বল্লালের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিয়া অনেক কুলীনের কুলদূষিত হইয়াছে বলিয়া ইনি 'কুলদূষণ' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ইহাকেই অনেকে বাবা আদম নামক মুসলমান সাধুর সমসাময়িক বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা বল্লালসেন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে। বিক্রমপুরের বাবা আদমের সমসাময়িক বল্লাল গৌড়াধিপ বল্লালের দ্বিশতাধিক বর্ষ পরবর্ত্তী।

দুর্জ্জয়দাস, চতুর্ভুজ, কবিকণ্ঠহার, ও ভরত মল্লিকের কুলপঞ্জী পাঠ করিলে মনে হয়, বিনায়কসেন, শক্তিধর সেন, পদ্মদাস, পরমেশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি

আদি রাঢ়ীয় কুলীন

সদ্বৈদ্যগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববাস হইতেই কৌলীন্য লইয়া রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। ইহাদের মধ্যে সেনবংশীয় কুলীনগণ পূর্ব্ব নিবাস কাঞ্চীশা হইতে, দাসবংশীয় কুলীনগণ সোনগর হইতে এবং গুপ্তবংশীয় কুলীন করঞ্জকোট হইতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কাঞ্চীশা, সোনগর ও করঞ্জকোট এই তিনটী কুলীন বৈদ্যগণের আদি কুলস্থান। অথচ ঐ তিনটী রাঢ়ভূমির অন্তর্গত নহে, মল্লভূম বা বাঁকুড়া জেলার মধ্যে।

ধন্বন্তরি গোত্রের বীজী বিমলসেনের বংশেতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, তাঁহার দুই পুত্র পরমেশ্বর ও বিনায়ক। পরমেশ্বরের পুত্র বাসুদেব এক বড় চিকিৎসক ছিলেন, এই

গুণে তিনি শিখররাজের আশ্রয় লাভ করেন। বিনায়ক কাঞ্চীপা হইতে রাঢ়বাসী হন।* কুলজ্ঞগণের অনুবর্ত্তী হইলে বলিতে হয়, উভয়েই সেনভূমের অনন্তর-রাজবংশে যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন রাজ্য ছাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিবার কারণ কি? পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, হরিশ্চন্দ্র-শিখর-সিংহের রাজত্বকালে সপুত্র বাসুদেব পঞ্চকোট বা শিখরভূমের রাজসভায় উপস্থিত হন। এই হরিশ্চন্দ্রের রাজত্বকালেই মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। এই সময়ে রাঢ়ে গৌড়ে মুসলমান আগমনে দারুণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে বীরভূমের রাজধানী লখ্‌নোর (লক্ষ্মণ-নগর) সহ সেনভূমও মুসলমান-করায়ত্ত হইয়া থাকিবে। এই বিপ্লবের সময় বাসুদেব শিখরভূমে এবং তাঁহার পিতৃসহোদর বিনায়ক কাঞ্চীপায় পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চিকিৎসা নৈপুণ্যহেতু বাসুদেব এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র যেমন শিখর-রাজের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া পরে তাঁহারই অনুগ্রহে সেন-পাহাড়ীর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, মহামতি বিনায়ক সেনও সেইরূপ নবাগত মুসলমান-গৌড়পতির প্রধান চিকিৎসক-পদে নিযুক্ত হইয়া ও অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়া হাতীঘোড়া, সোণার ছাতা ও বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তিনি মালঞ্চে অধিষ্ঠিত হইয়া বৈদ্যসমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর ভরতমল্লিক স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে বিনায়ক নিজ কৌলীন্যের জন্ম নহে, নিজগুণের পারিতোষিক স্বরূপ গৌড়েশ্বরের নিকট গজ ও কনকছত্রাদি লাভ করিয়াছিলেন।

"স চ গৌড়মহীপালাৎ পূর্ব্বং লেভে নিবৈদ্যগৈঃ।
গজং কনকছত্রঞ্চ ধনং বহুবিধন্তথা॥
অসৌ ব্রাহ্মণবৈদ্যেভ্যো,গজবাজিধনানি চ।
দদৌ বহুনি মালঞ্চে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ভিষক্‌কুলে॥"

(চন্দ্রপ্রভা ২২ পৃঃ)

কেবল বিনায়কসেন বলিয়া নহে, তাঁহার সময়ে রাঢ়ে সমাগত মৌদ্গল্য গোত্রজ চাযুদাস-প্রসঙ্গেও ঐরূপ রাজসম্মানলাভের পরিচয় পাই—

"মৌদ্গল্যগোত্রে যো বীজী চাযুদাস উদাহৃতঃ।
স হি দাসকুলে শ্রেষ্ঠো বৈদ্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিতঃ॥
আসীন্ মহাত্মা ভুবি চাযুদাসঃ বিখ্যাতকীর্ত্তিবিমলৈকবাসঃ।
বিজ্ঞানদক্ষো নৃপলব্ধমান সদর্থকর্ত্তা প্রথিতাবদানঃ॥
রাঢ়াপ্রদিষ্টো বিরোচমধ্যে তৈজহীনেশঃ সুরসিন্ধুতীরে।
তমাশ্রিতো গোনপরং বিহায় কৌলীন্যবিজ্ঞানমসম্পদাঢ্যঃ॥"

(চন্দ্রপ্রভা ২৫৫ পৃঃ)

বিনায়কসেন যেমন সোণার ছাতা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমান গৌড়েশ্বরের নিকট পরে কোন কোন বৈদ্য সোণার আসনও পাইয়াছিলেন,তাঁহারাই কুলগ্রন্থে 'স্বর্ণপীঠ' নামে প্রসিদ্ধ।

দুর্জ্জয়দাস, সঞ্জয়, ভরতমল্লিক প্রভৃতির কুলপরিচয় হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে, ধন্বন্তরি বিনায়কসেন ও তাঁহার বংশধরগণই রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? কেবল বিনায়কসেন বলিয়া নহে, তাঁহার বংশধরগণ বহুপুরুষ ধরিয়া গৌড়ের মুসলমানরাজ-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, এইরূপে বিদ্যাবল, ধনবল ও জনবলে বিনায়ক বংশ যে বৈদ্যসমাজে সর্ব্বপ্রধান হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাস্তবিক বলিতে কি, বৈদ্যসমাজে বংশপরম্পরায় গৌড়রাজসভায় এরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আর কোন বংশের দেখা যায় না। সাধারণের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য ভরত মল্লিকের কুলপঞ্জী হইতে গৌড়রাজ-গণের সম্মানিত বিনায়কের বংশলতা প্রদত্ত হইল। [৫৭৯ পৃষ্ঠায় বংশলতা দেখ]

বঙ্গজ কুলপ্রথা।

সেনভূপ বল্লালসেন যে কুলব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বৈদ্যসমাজে শেষ রাজব্যবস্থা বলিয়া গণ্য।

শেষ কুলব্যবস্থা। কবিরাজ রাঘব সে ব্যবস্থার এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

'সেই নিয়ম অদ্যাপি মহৎ ব্যক্তিরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শক্তি ও ধন্বন্তরিগোত্রীয় সেন, মৌদ্গল্য গোত্রীয় দাস এবং কাশ্যপগোত্রীয় গুপ্ত ইহারা বৈদ্যগণের মধ্যে সিদ্ধ বা কুলীন বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন অন্য সকলে সাধ্য হইলেন। সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরম্পরাসম্বন্ধে সাধ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে কুলে দোষ ঘটে। কষ্ট ও শ্রীহট্টদেশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য; কেন না ইহা শরীরের শিরোরোগের ন্যায় দূষণকারী; সুতরাং এতাদৃশ সম্বন্ধ নিয়ত বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তবে কোন কোন স্থলে পুরুষদের অনতি তরণীয়, কল দ্বারা অবগত হওয়া যায়, যেমন গাঙ্গুলী, ভুবিসেন প্রভৃতি পুরুষকার দ্বারা কুলদোষের অপনোদন করিয়াছিলেন।(১)

* কর্ত্তার বিনায়কসেনকে রাঢ়বাসী করিয়াছেন, কিন্তু দুর্জ্জয়দাস, ভরতমল্লিক প্রভৃতি কোন রাঢ়ীয় কুলজ্ঞ এ কথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা সকলে এক-বাক্যে ভরপুত্র বিনায়ককেই কাঞ্চীপা হইতে রাঢ়বাসী করিয়াছেন।

(১) "স এব নিয়মোহদ্যাপি মহদ্ভিঃ কথিতো মতঃ।
শক্তি কাশ্যপমৌদ্গল্যধন্বন্তরিকুলোদ্ভবাঃ॥

সংসাধ্য—দেবী, ঘাটকলী ও দাসোড়ার দত্ত, ধরের মধ্যে ত্রিপুর, করের মধ্যে ভেরী, হুচিঘোড়া, ও পাটিভার কুণ্ড, এই সকল বৈদ্যগণ সংসাধ্য।৪

মধ্যম সাধ্য—দাসের মধ্যে ছোট অমৃত, দেবের মধ্যে পাল-দেব, দত্তের মধ্যে হাওকুচী, তোগিলাটী, মেষচাষী ও বটগ্রামী, ধরের মধ্যে রত্নমালিক, কান্তার ও বকনার কর; কুণ্ডের মধ্যে অমৃত এবং চন্দ্রের মধ্যে গোয়াসপুরী, এই সকল বৈদ্যগণ মধ্যম সাধ্য।৫

অধম সাধ্য—উকরী, কাকরী, দেবী, নারণা, সুরাপুরী, কালসী, ভবদাস, মলচারী, বিড়াল, সাহী ও পাহীদাস, কুক্কুর-হাটীর দত্তগণ; নান্দুড়ী, বাজসী, মোরগ্রাম, বাদিগ্রাম, বেত্তবাড়িয়া, চুলালিয়া, চৌধাড়িয়া, ধানকোড়া, ধামসার ও বাবড়া, এই সকল স্থানার দত্ত ও পালচীর ধরগণ, বেহারী(?), তারি(?) এই সকল স্থানের কুণ্ডবংশীয়গণ, আটলিয়া, দিঘাড়িয়া, পোতাটিয়া, ও আড়চিত্তকা, এই কয়েক স্থানের চন্দ্র উপাধি-ধারী বৈদ্যগণ অধম বা কষ্টসাধ্য।৬

উক্ত বল্লালী কুলব্যবস্থার পর শালস্কায়ন গোত্রজ সংগ্রাম-সাহী দোষে অনেকে দোষী হন, ইহাও রাজদোষ বলিয়া গণ্য। যথা—

"রাজদোষ শালস্কান সংগ্রামীদোষ যার।
সমাজ বাহিরে ঘর স্থানদোষ তার॥
কষ্টদোষ সিদ্ধ বংশের সম্বন্ধে দোষ হয়।
এই তিন দোষে সিদ্ধ সাধ্য তাব হয়॥" (রামকান্ত ঘটক)

শালস্কায়ন গোত্রীয় সংগ্রামসাহ-দোষে অর্থাৎ তৎসহ আদান প্রদান ও সামাজিকতা করায় অনেক সিদ্ধবংশ কুল হারাইয়াছিলেন।

ভাবনির্ণয়।

বল্লালী কুলব্যবস্থার কিছুকাল পরে সিদ্ধাদি বংশীয়গণের কুলের ভাব লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই গোলযোগ মিটাইবার জন্ত চতুর্ভুজ ভাব বা সমীকরণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার মত এইরূপ—

"অথ চুম্বক্রমেণ প্রতিযোগিতাববর্ণনম্।

সগুপ্তত্রিপয়ো জ্ঞেয়ঃ কেচিত্ত্রিপুরকায়ুকাঃ।
স্থানত্যাগাদিদোষেণ জ্ঞেয়া ভূমিবিশেষণৈঃ॥
পঞ্চম্যন্তাৎ সুতো জ্ঞেয়স্তৎপরা পঞ্চমী যদি।
তৎপরোঽপি সুতো জ্ঞেয়ো নিঃস্বশ্রী নৈব লিখ্যতে॥
গুহবিনায়কশ্চাপি ত্রিপুরশ্চায়ুসংজ্ঞিতঃ।
শৃগালঃ পঙ্কজায়ু চ গরিশ্চাপি তথাষ্টমঃ॥
চায়ুপদ্মকুলোদ্ভূতো নরাসংহনরাবপি।
এতাবুভৌ চ কর্তারৌ মধ্যদেশপ্রতিষ্ঠিতৌ॥
রাঢায়াঞ্চ চায়ুপদ্মৌ বঙ্গদেশনিবাসনৌ।
সদাসনন্দদাসৌ চ সিদ্ধত্বেন ব্যবস্থিতৌ॥
উত্তমৌ দেবদত্তৌ চ মধ্যমাশ্চ ধরাদয়ঃ।
অধমাশ্চৈব চন্দ্রাদ্যাঃ সাধ্যাঃ স্যুস্ত্রিবিধা মতাঃ॥
যে গতা ভিন্নবর্ণে চ স্বাচারাচ্চ বিবর্জ্জিতাঃ।
পতিতাঃ পতিতাক্রান্তা অজ্ঞাতকুলশীলতা॥
শ্রীহট্টাঃ পূর্ব্বদেশে স্যুস্তথান্তে কুলদূষিকাঃ।
আধকারিদ্বয়ং ভবেৎ বর্ণপীঠস্য পঞ্চকে॥
সেনেন ভ্রাতরঃ সপ্ত ভ্রাতরঃ পঞ্চ দাসকে।
য এতে সাধ্যকাঃ জ্ঞেয়াঃ সপ্ত ভ্রাতা বিশেষতঃ॥
সম্বন্ধো নৈব কর্ত্তব্যো প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।

(৪) অথ সংসাধ্যকথনং।
দেবী ঘাটকলিশ্চৈব দাসোড়ায়াশ্চ দত্তকঃ।
ধরাণাং ত্রিপুরো জ্ঞেয়ঃ করাণাং ভেরিকস্তথা॥
হুচিঘোড়া চ কুণ্ডো যঃ পাটিভায়াশ্চ কুণ্ডকঃ।
এতেষু দ্বিবরাঃ সর্ব্বে সংসাধ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

(৫) অথ মধ্যমসাধ্যকথনং।
দাসে স্বল্পামৃতো দেবে পালদেবীয়বংশকঃ।
দত্তানাঞ্চ হাওকুচি তোগিলাটীয়কস্তথা॥
মেষচাষী বটগ্রামী ধরীয় রত্নমালিকঃ।
কান্তারী বকনা চৈব করবংশসমুদ্ভবাঃ॥
কুণ্ডানামমৃতশ্চন্দ্রে গোয়াসপুরী সংজ্ঞকঃ।
এতে বৈদ্যা মধ্যসাধ্যাশ্চাপরে পরিচক্ষতে॥

(৬) অথ কষ্টসাধ্যকথনং।
উকরী কাকরী দেবী নারণা চ সুরাপুরী।
ভবদাসশ্চ কালসী মলচারী বিড়ালকাঃ॥
সাহীপাহী মধুসুতাঃ সাতোরিয়া ততঃপরে।
পুখুরিপাড়ী পোলাড়ী দাসবংশসমুদ্ভবাঃ॥
দেবে কৃষ্ণাত্রেয়শ্চৈব জেজড়ী কণ্টকীয়ঃ চ।
কুক্কুরহাটীতি দত্তানাং নান্দুড়ী বাজসী তথা॥
মোরগ্রামী বাদিগ্রামী বেত্রবাড়ীয় তৎপরে।
চুলালিয়া চৌধাড়িয়া ধানকোড়েতি খণ্ডিতঃ॥
ধামসার বাবড়া-দত্তাঃ ধরাণাং পালচীয়কঃ।
বধিবেহারি তৎপরে • • • • (?)
তারি চ কুণ্ডবংশীয়ঃ সমাটী চন্দ্রবংশকে।
আর্টালয়া দিঘড়িয়া পোতাটী আড়িচীত্তকা॥ (বৈদ্যকুলদর্পণ)

১। বিকর্ত্তনারবিন্দৌ চ বিষ্ণুদাসস্তথাপি বা।
রবিসেনস্য সন্তানাঃ হিঙ্গুসেনস্তথাপি বা॥
পঞ্চৈতে চ সমা জ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥

২। নয়বংশকার্ণদাসগণসিদ্ধেশ্বরাদয়ঃ।
কবিসেনসুতশ্চৈব কার্ত্তিকো গণপস্তথা॥
উচলিসেনসন্তানো ভাবে ষট্ চ সমা মতাঃ॥

৩। অচ্যুতগুপ্তবংশীয়রামদাসস্তথাপরঃ।
হরিবংশশ্চায়ুদাসো হুহি বুড়ণকস্তথা॥
গুপ্তগঙ্গাধরশ্চৈব এতে ষট্ চ সমা মতাঃ।
গঙ্গাধরঃ স্থানভ্রষ্টঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিন্ন গণ্যতে।

৪। মাধবো জয়দাসশ্চ বলভদ্রস্তথোচ্যতে।
গুপ্তবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ ঈশানদাস এব চ।
চহিধনকরশ্চৈব ষড়েতে চ সমা মতাঃ।
জয়দাসস্য সন্তানাঃ নাগদোষেণ দূষিতাঃ॥
তথাপি সিদ্ধবংশত্বাৎ কুলহীনো ভবেন্ন যঃ।
সর্ব্বভাবে প্রধানশ্চ পুনঃ পুনঃ বিচার্য্যতে।

৫। কবিসেনসুতাবেতৌ গোবিন্দশূলপাণিকৌ।
ত্রিপুরে চ দিগম্বরো বনমালী তথাপি বা।
গুপ্তকন্দর্পবংশীয়ঃ শিয়ালে হিঙ্গুসেনকঃ।
ষড়েতে চ সমা জ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥

৬। শিয়ালপদ্মদাসৌ চ অন্তবংশেঽপি তদ্রূপঃ।
কাশীগয়ানিমাশ্চৈব পঞ্চৈতে চ সমা মতাঃ॥
এতে ন সিদ্ধবংশে যে কুত্রচিৎ কথিতা ময়া।
বস্তু যঃ স্যাৎ প্রাপ্তযোগী ক্রমেণ ন্যূন এব সঃ।

৭। অতঃ সাধ্যং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবপ্রধানতঃ।
লব্ধবংশোদ্ভবরামঃ পিতুঃ শাপাৎ বিনশ্যতি॥
স্বর্ণপীঠশ্চ রোধশ্চ সন্তানঃ কমলস্তথা।
চত্বারোঽপি সমা জ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ।

৮। বৃহিসেনো গাঙ্গেয়শ্চ মহীগুপ্তস্তথাপি চ।
ত্রয়শ্চৈব সমা জ্ঞেয়া ভাবযোগবিচারণাৎ॥

৯। কামশ্চ কার্ণটীশ্চৈব দণ্ডপাণিস্তথা পরঃ।
অমৃতৌ যৌ বৃহস্পতিঃ পাহিদাসস্তথাপরঃ।
কালসী ভবদাসশ্চ নবধা চ সমা মতাঃ॥

১০। মহাব্রতাখ্যসেনশ্চ শুকসেনস্তথোচ্যতে।
শালঙ্কায়নো গর্গী চ এতে পঞ্চ সমা মতাঃ॥

১১। দত্তো দেবঃ করশ্চৈব অশ্বগুপ্তস্তথাপরঃ।
তথা ধরশ্চ কুণ্ডশ্চ পঞ্চৈতে চ সমা মতাঃ॥

১২। রক্ষিতো রাজসোমৌ চ নন্দিচন্দ্রৌ তথা পরৌ।
এতে পঞ্চ সমানাশ্চ ভাবযোগবিচারণাৎ॥" (চতুর্ভুজ)

উল্লিখিত শ্লোকাবলী পাঠ করিয়া জানিতে পারি, চতুর্ভুজ সেন সিদ্ধবংশকে প্রধানতঃ একাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত সিদ্ধ বজায় রহিয়াছে, পর সপ্তম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত পাঁচটী সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রথম—বিকর্ত্তনসেন, অরবিন্দদাস, বিষ্ণুদাস, রবিসেন ও হিঙ্গুসেন বংশ।

দ্বিতীয়—নয়দাস, কার্ণদাস, গণসেনবংশের সিদ্ধেশ্বর, কবিসেনবংশে কার্ত্তিক ও গণপতি, এবং উচলিসেন-বংশ।

তৃতীয়—অচ্যুত গুপ্ত, রামদাস, হরিবংশ, চায়ুদাস, হুহি, ও বুড়ণ-বংশ।*

চতুর্থ—মাধবসেন, জয়দাস, বলভদ্রসেন, মানগুপ্ত ও ঈশানদাস-বংশ।

পঞ্চম—কবিসেনের পুত্র গোবিন্দ ও শূলপাণি, ত্রিপুরগুপ্ত-বংশে দিগম্বর ও বনমালী, কন্দর্প গুপ্ত, শিয়ালসেন-বংশীয় হিঙ্গুসেন-বংশ।

ষষ্ঠ—অপর শিয়ালসেন, পদ্ম দাস, কাশীসেন, গয়াসেন, নিমদাস।†

অতঃপর সাধ্যবংশের সমীকরণের কথা বলা হইতেছে।

লব্ধ বংশোদ্ভব রামসেন পিতৃ শাপে সাধ্যভাব প্রাপ্ত হন। (রামসেন ডমন পুত্র রাঘবংশীয়, একজ তাঁহাকে লব্ধবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে।)

৭। রামসেন, স্বর্ণপীঠ সেন, রোধ সেন, ও কমল[illegible] সন্তানগণ।

৮। বৃহীসেন, গাঙ্গেয়সেন, ও মহীপতি গুপ্ত বংশ। (এই স্থানে গাঙ্গেয় বংশীয় যে সকল বংশের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অপর বংশীয় বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ গাঙ্গেয়ের প্রথম পুত্র হিঙ্গুসেন ব্যতীত ত্রিলোচন, উমাপতি, পদ্মনাভ, সোম ও মধুসূদন ইঁহাদের সন্তানগণ।)

৯। কামসেন, কার্ণটীসেন, দণ্ডপাণিসেন, বৃহৎ ও অমৃত দাস, বৃহস্পতি পাহিদাস, কালসী দাস, ও ভবদাস বংশ।

১০। মহাব্রতসেন, শুকসেন, এবং শালঙ্কায়ন গোত্রীয় [illegible]।

---

* এই স্থলে দেখা যায়, চায়ুদাস ও হিঙ্গুসেনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে অথচ অরবিন্দ, বিষ্ণু এই দুইজন চায়ুদাস বংশীয় এবং হিঙ্গু ও গণ এই দুইজন হুহি বংশীয় ছিলেন; অতএব এস্থলে চায়ু ও হুহি বলিতে, অরবিন্দ, বিষ্ণু, হিঙ্গু, গণ এই তিনজনকেও বুঝাইতে পারে। বাস্তবিক তাহা নয়, এখানে বুঝিতে হইবে চায়ু ও হিঙ্গু বংশ মধ্যে যাঁহাদের নাম পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা ভিন্ন বংশীয় অপর ব্যক্তিগণ।

† এই স্থানে বুঝিতে হইবে শিয়াল-বংশোদ্ভব হিঙ্গুসেন ব্যতীত অপর শিয়াল এবং পদ্মদাসবংশীয় নরহরি ব্যতীত অপর পদ্ম।

জয়ার্দ্দনস্য বংশো বৈ পীতাংশুরিব নির্ম্মলঃ ।
তদন্তে সদ্বংশস্য বংশ্যা ভাবান্তরং গতাঃ ।
বিদ্যাধরস্ত বংশস্ত রামানন্দো মহোজ্জ্বলঃ ।
কিঞ্চিন্ন্যূনতমাপন্নো বিদ্ধতেঽপরজাতিভিঃ ।
কেবলং বংশজো ভাবঃ ত্রিলোচনস্য সন্ততেঃ ।
কুলমার্য্যমবাপুশ্চ গঙ্গানন্দকুলোদ্ভবাঃ ।
ঘোষসেনকুলোদ্ভূতৌ বিদ্যাধরমুরারিকৌ ।
মুরারি র্বংশহীনোঽভূৎ বিদ্যাধরস্ত বংশজঃ ।

(ইতি বিদ্যাধরসেনঃ)

নরসিংহস্য দাসস্য চত্বারস্তনয়াঃ সুতাঃ ।
নারায়ণস্তথা কার্ণ্যো রামস্ত বিদ্যানন্দঃ ।
নারায়ণো মহাকুলো মৌদ্গল্যকুলভূষণঃ ।
তস্মাৎ ন্যূনতমাপন্নঃ কার্ণ্যো রামস্ত বংশজঃ ।
মহাবংশস্য মাহাত্ম্যাৎ কার্ণ্যোঽপি চ মহোজ্জ্বলঃ
কার্ণ্যান্বয়ে কুলশ্রেষ্ঠো বাসুদেবকুলোদ্ভবঃ ।
উত্তমো বসুবংশো হি সূর্য্যদাসস্তথাঽধুনা ।
আসীৎ পূর্ব্বং কার্ণ্যবংশে শিবদাসো মহোজ্জ্বলঃ ।
ইদানীং তৎকুলোদ্ভূতা বিক্রমপুরবাসিনঃ ।
শিবদাসঃ পুণ্যকর্ম্মা কেশব ইতি কীর্ত্তিতঃ ।
সবংশোঽদ্যাপি সৈবাৎ বিদিতঃ কুলজোঽধুনা ।
নারায়ণাৎ সুতো জাত ঈশানঃ কুলজঃ সুতঃ ।
মহাবংশস্য মাহাত্ম্যাৎ নিম্নোঽপি সিদ্ধতাং গতঃ ।
নারায়ণস্য দাসস্য প্রজাপতিঃ সুতোঽভবৎ ।
অরবিন্দো জয়ো বিষ্ণুঃ প্রজাপতেস্তনূদ্ভবাঃ ।
অরবিন্দঃ কুলশ্রেষ্ঠো জয়দাসঃ কুলাধমঃ ।
মহাভাগ্যবশাদেব বিষ্ণোরপি কুলং মহৎ ।
সবংশোঽদ্যাপি বিষ্ণুঃ পুত্র ভাবান্তরং গতঃ ।
ইদানীং সৎকুলৈঃ সার্দ্ধং সমানত্বং বিধিৎসতে ।
অরবিন্দাৎ বংশজাতো দৈত্যারিশ্চ মুরারিকঃ ।
এতে সৎকুলসম্ভূতা যথাপূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
নৃসিংহবংশোদ্ভবনিরঞ্জনঃ, দামোদরাৎ তদ্বংশেঽহ কবীন্দ্রঃ ।
নীলাম্বরস্যাপি বিশ্বরূপৌ, অনন্ত সংকাশাবিব বিধাতা ।
সন্তানাঃ সৎকবীন্দ্রাঃ প্রায়ঃ সর্ব্বে মহোজ্জ্বলাঃ ।
সেনহট্টে ভাষাশাস্ত্রাস্ত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ । (ইতি চাকুপ্রকরণং ।)
বসুদাসঃ কুলশ্রেষ্ঠো বাসুদেবকুলোদ্ভবঃ ।
উত্তমো বসুবংশোঽভবো সূর্য্যদাসস্তথাধুনা ।
আসীৎ পূর্ব্বং কার্ণবংশে শিবদাসো মহাকুলঃ ।
ইদানীং তৎকুলোদ্ভূতা বিক্রমপুরবাসকাঃ ।
সবংশোঽদ্যঃ সর্ব্বে সন্তানং ভাবনাশ্রিতাঃ । (ইতি কার্ণদাসঃ)
রামদাসকুলশ্রেষ্ঠো মহেশঃ পুণ্যকর্ম্মকৃৎ ।
তদন্তে রামবংশ্যাশ্চ নিরুক্তাবনমাশ্রিতাঃ । (ইতি রামঃ)
নিমদাসে হরিনাথঃ প্রতিষ্ঠিতো হি ভাগ্যবান্ ।
তদন্তে নিমবংশ্যাশ্চ নিরুক্তাবস্থাপন্নাঃ ।
নিরুক্তাবস্থিতাঃ সর্ব্বে বিক্রমপুরে কুলালয়াঃ । (ইতি নিমঃ)

কাশীদাসঃ কুলশ্রেষ্ঠো নন্দবংশসমুদ্ভবঃ ।
গঙ্গানন্দতবেঃ পূর্ব্বং আসীৎ গঙ্গাধরং কুলং ।
অত্যুন্নতীব দুর্দৈবাৎ গঙ্গানন্দো নিরন্বয়ঃ ।
তদন্তে নন্দবংশ্যা হি মধ্যমং ভাবমাশ্রিতাঃ । (ইতি নন্দদাসঃ
মাধবস্য চ সন্তানাঃ কেচিৎ মধ্যমভাবগাঃ ।
অন্যে তু নন্দবংশ্যা মলিনভাবমাগতাঃ । (ইতি নন্দপ্রকরণং)
গঙ্গাধরঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ ত্রিপুরাবাসতৎপরঃ ।
ভিন্নত্বাচ্চ দেশেষু তদ্বংশ্যাস্তত্র সৎকুলাঃ ।
সৎকুলঃ পরমানন্দঃ কর্ণপুরোঽচ্যুতান্বয়ে ।
শিবানন্দস্য সন্তানাঃ কিঞ্চিন্ন্যূনাস্ততোঽভবন্ ।
ভিত্তা বংশজসদ্ভাবাস্তদন্তেঽচ্যুতবংশজাঃ ।
যথাপূর্ব্বং প্রসিদ্ধান্তে মহীতলে হি তৎসমঃ ।
তপস্বিকুলজঃ শ্রেষ্ঠো নারায়ণ উদারধীঃ ।
অবশ্যমেতি বিধাতিং তপস্বী সমুপেষিবান্ ।
ইদানীং তৎকুলোদ্ভূতাঃ দাক্ষিণ্যা বিনিশ্চিতাঃ । (ইতি ত্রিপুরঃ ,
কায়স্থকুলোদ্ভূতঃ সৎকুলো মনমানিকঃ ।
তদন্বয়ে কাত্যায়নে কুলশীলমতাকরঃ ।
মদনঃ সদনং সর্ব্বশাস্ত্রাণামভবৎ পুরা ।
নীলাম্বরলোকনাথৌ ভ্রাতরৌ সেনবংশজৌ ।
জগন্নাথসমুদ্ভূতঃ সৎকুলোঽভূৎ সুধাকরঃ ।
জয়েশ্বরতনূজো জয়দা চ কুলেন চ ।
হরিশ্চন্দ্রাদয়স্তত্র প্রায়ঃ সর্ব্বে নিরন্বয়াঃ । (ইতি কাবু)
ধন্বাত্র সুরধুনীস্রোতসাং সদৃশং কুলং ।
মঙ্গলং ক্ষেমবন্নিশং শ্রেয়ঃ শম্ভুনিশালয়োঃ । (সারসন্ধাবিবেক)

জগন্নাথ গুপ্তের পর বিক্রমপুরে থাকিয়া রামকান্ত ঘটক বিশারদ নানা ছন্দে কতকগুলি কুলবিধির উল্লেখ করেন, উহা ডাকুর বা চাকুর নামে প্রসিদ্ধ। তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত হইল—

"প্রভাকর লক্ষ্মণে, অরবিন্দ বিকর্ত্তনে,
কন্দর্প ধর্ম্মাজয়ে, আদিত্য বিষ্ণুপদে,
মুখ্য আট কুল এই, প্রকৃতি আর পালটি।
তাবেতে স্বভাব থাকলে, বিকল্প ও পালটী ॥
পীতাম্বর শঙ্করে, কবি আর ঈশানে।
গণ-কার্ণ-কাঙ্ক-নন্দ, কুলজ বংশজ হয় ॥
এই আট করি বাট, প্রকৃতি আর পালটী
তাবেতে স্বভাব থাকিলে, বিকল্প ও পালটী ॥"

"বলভদ্র রাম নিম মাধব উজ্জ্বলী।
মহীপতি মুকুন্দ সেন বংশে উত্তম বলি ॥
বিদ্যাধর মুরারি দুই ঘোষের সন্তান।
সিদ্ধের সমান নহে সাধ্যের প্রধান ॥
সিমারকে রতিনাথ, নারায়ণতো অধঃপাত।
কামাক্ষ কাপাটীয়ে ঘোষ, সাধ্যস্ব ভাব গন্ধু-কর্ণঘোষ ॥

পিতৃমন্ত্র ভক্ত, কুলশীল ত্যাজ্য।
তথাপি সদ্বংশ গুণাদ্যপূজ্য ॥
পূর্ব্ব জন্ম কৃত পাপ করিয়া বিচার।
অসন্ধানে মুরারি না লিখে কণ্ঠহার ॥
কাঁচাদিয়ার ঘোষ বলি খ্যাত পরিচয়।
সঙ্কটের অশ্বগুপ্ত পান্টী ঘর হয় ॥
দুই দোষে বলভদ্রের দুই পারে ঘর।
সমাজ বাহির আর সম্বন্ধ তৎপর ॥
বলভদ্রের দুই পুত্র দুই গণ্ড ধর।
আনকন্দ পূর্ব্বদেশে গোবিন্দ উত্তর।
হিজ্জুর দৌহিত্র রাম কুল নিষ্ঠাবান্।
পিতৃক্রোধে কুলগ্লানি সাধ্যের সমান ॥
পিতৃক্রোধে রামের কুল গেল বনবাস।
ঘটক করিছে ইহা ডাকুরে প্রকাশ ॥
রাম বলভদ্র ঘোষ উচলীর কুলে।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অষ্ট ঘর ডাকুরেতে বলে ॥
[illegible] রাম আর সুচন্দ্রের নিম।
আদিস্থান রাঢ়দেশে নাহি পাই চিন ॥
হোগলখানির কাকদাস সুচন্দ্রের নিম।
লেখা জোখা নাহি পাই ডাকে বান্ধে চিন ॥
বিয়া দোষে গরিসেনের গেল কুল মান।
মধ্যপাড়ার ধন্বন্তরি কাকের সমান ॥
বিশ্বনাথ পত্রনবিশ নামলব্ধ ঘর।
কার্ত্তিকপুরের মঙ্গলানন্দ এই কয়ের পর ॥
রায়ছত্র পাইদাস প্রতিষ্ঠিত অতি।
বিক্রমপুরে রঘুরাম রায় সমাজপতি ॥
নেত্রাবতীর কানাই বলাই সেনগুপ্তের বাণী।
কেউগাঁ নাসার বুধাই সুধাই পিশাচ হেন গণি ॥
অক্ষপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা গরি বিয়া করি।
কুলমেল ছাড়া হয়ে পথে গড়াগড়ি ॥
আটের ভিতরে গাড়া বাহিরেতে রাও।
আঠাপোড়া তেইষ্টাগুজা শিয়ালের ছাও ॥
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বটে সেনহাটীর মৈশালা।
বিক্রমপুরে মহেন্দ্রনাথ নামেতে উজ্জ্বলা ॥
লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আছে পোড়াগাছার ঘর।
আর যত শিয়াল দেখি সকলি গিধর ॥
রাম বলভদ্র ঘোষ আর যে উচলী।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আট ঘর ইহাদের বলি ॥
আর যত আট ঘর ইহাদের পর।

হংস মধ্যে বক যথা করে কয়ক্কর ॥
রাম সেনচূড়ামণি, রাঢ়ে বঙ্গে জয়ধ্বনি।
পচাসিদ্ধ নিমদাশ, ক্রিয়াদোষে কুলনাশ ॥
বলভদ্র মূর্ত্তিমন্ত, বিক্রমপুরে ভাগ্যবন্ত।
মাধবের নিরবয়, রাজদোষে কুলক্ষয় ॥
উচলী আর মহীপতি, ক্রিয়াদোষে নিম্নগতি।
গণের কুলে দিয়া ছাই, বুরুণের কুল নাই।
ঘোষ বংশে ধুরন্ধর, মুরারি আর বিদ্যাধর ॥"
"বঙ্গজের আট ঘর মৌলিক প্রধান।
কুলীনদেবতাশ্রয় সুমেরু সমান ॥
রাম, নিম, বলভদ্র, মাধব, উচলী।
মহীপতি, বুরুণ, ঘোষ, বংশে উত্তম বলি ॥
আদি হইতে ক্রমান্বয়ে প্রকৃতি আর পালটী।
বংশের সন্তান বলি বিপর্য্যয়ে পালটী ॥"
"রাজপাশার রাম আর সোমকোটের নিম।
দায়নীয়া কৌয়রপুরে বলাই মাধার চিন ॥
মাগুরিয়ার উচলী মঙ্গলজে মহীপতি।
কামালদি সোণারঙ্গে বুরুণ ঘোষের স্থিতি ॥
আর যত আট ঘর নাম মাত্র শুনি।
আদিমূল নাহি পাই না করি বাছনি ॥
যার না পাই আদিমূল, সম্বন্ধ দিয়া টানি কুল,
তাতেও যদি না পাই লাগ, সাধ্যের পাছে পড়ে থাক।
ঘটক বিশারদ কয়, এক বর্ণও মিথ্যা নয় ॥"

আটঘরের বাহন।

"সিংহ পৃষ্ঠে রামসেন অশ্ব পৃষ্ঠে নিম।
সত্যবন্ত [illegible] বলভদ্র চিন ॥
রাম ছত্র [illegible] ড় মাধব অধিষ্ঠান।
ধর কাকে উচলী বঙ্গে করিল পয়ান ॥
কর কপোতে আসিলেন বুরুণ মহীপতি ॥
ভরদ্বাজ রাজহংসে ঘোষ মহামতি ॥"

আটঘরের অলঙ্কার।

"উজ্জ্বল কর্ণে কুণ্ডল রাম কর্ণমূলে।
বৈভবমণ্ডিত কোটা নিমের কপালে ॥
কবিকণ্ঠ ভূষণে উজ্জ্বল মহীপতি।
[illegible] মণিহারে ঘোষ মহামতি ॥
স্বর্ণ রত্ন শোভিলেক বলভদ্র শিরে।
উচলির দুর্গন্ধ দূর হেতু সররপূরে ॥
মাধবের বুরুণের বলিব কি আর।
সমাজের অনুগ্রহে ঘোষে গেলেন পার ॥"

তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই, উহা কুটুম্বপ্রিয়তারই পরিচায়ক। "ঘোড়াঘাটে নিমের বাস পচাসিদ্ধ কুলনাশ" এই বাক্যদ্বারাই বোধ হয় এই কথা সমর্থিত করিয়াছিলেন। পীতাম্বর কোন্ সময়ে হীনপ্রভ হইয়া মহোজ্জ্বলতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, চতুর্ভুজ বা জগন্নাথ তাহা বলেন নাই। পীতাম্বর আবার উদিত হইলেনই বা কবে?

বর্ত্তমান কুলবিধি ও কুলীন।

প্রধানতঃ জগন্নাথ ও রামকান্ত ঘটকের অনুসরণ করিয়া অধুনা কুলমর্য্যাদার বিষয় বিবেচিত হয়। কোথায়ও বা তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে এটা সর্ব্ববাদিসম্মত বিষয় যে, যাহারা কুলীনের সমাজে বাস করিয়া নিম্ন শ্রেণী ব্যতীত অপর কাহারও সহিত সামাজিকতা করেন নাই, তাঁহারাই প্রকৃত কুলীন পদবাচ্য। স্থানদোষ, রাজদোষ ও সম্বন্ধদোষে কুলীন হীনপ্রভ হন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে স্থানদোষই প্রধান। স্বস্থান ও স্বসমাজ পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়াই চুচি ধন্বন্তরি প্রভৃতি মাজ্জিত হইয়াছিলেন, পক্ষান্তরে রাম, কর প্রভৃতি স্বস্থান ও স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়া দূরতর প্রদেশে প্রস্থান করায় সমাজভ্রষ্ট হইয়া কুলগ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কেবল অনুমান করিয়া বুঝেন যে, কার্য্যদোষই কুলপাতের প্রধান অন্তরায়, তাঁহারা ভ্রান্ত, স্থানদোষই উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, পূর্ব্বকালে কার্য্য বিচার করিয়া এক এক সময় এক একটা সমাজ-পরিবর্ত্তন ঘটিত। তৎকালে সমাজই সকলের শাসক ছিল, স্বেচ্ছায় কেহ কোন কার্য্য করিতে গেলে, তাহাকে অপদস্থ হইতে হইত, এখন স্বেচ্ছার রাজ্য—প্রাত্যহিক অপকার্য্য করিয়াও ভিন্নসমাজবাসী হইয়া লোকে কুলরক্ষা করিতেছেন।

বর্ত্তমানে সমগ্র প্রধান প্রধান কুলীনের যে যে স্থানে যে যে বংশ অবস্থান করিতেছেন, তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

সেনহাটী—১ম অরবিন্দ, ২য় বিকর্ত্তন, ৩য় ধর্ম্মাঙ্গদ, ৪র্থ বিষ্ণুদাস।

পয়োগ্রাম—১ম প্রভাকর, ২য় বিষ্ণুদাস, ৩য় বিকর্ত্তন।

মূলঘর—১ম বিষ্ণু, ২য় বিকর্ত্তন, ৩য় লক্ষ্মণ, ৪র্থ কন্দর্প, ৫ম আদিত্য।

ভট্টপ্রতাপ—১ম কন্দর্প, ২য় বিষ্ণু।

হোগলডাঙ্গা—লক্ষ্মণ।

সেনদীয়া—১ বিষ্ণু ২ পীতাম্বর।

কাঞ্চলীয়া—১ বিষ্ণু ২ বিকর্ত্তন, ৩ কন্দর্প।

খাজারপাড়া—১ বিষ্ণু, ২ পীতাম্বর, ৩ বিকর্ত্তন।

সিদ্ধকাঠী—১ পীতাম্বর, ২ আদিত্য, ৩ বিষ্ণু।

কানরিয়া—১ বিষ্ণু, ২ পীতাম্বর।

বর্ত্তমান সময়ে ইঁহারাই প্রথম শ্রেণীর কুলীন, তবে এই সকল সমাজস্থ যাঁহারা কালীয়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন, তাঁহারা উঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধন্বন্তরি, শক্তি, মৌদগল্য ও কাশ্যপ গোত্র হইতে আটঘর কুলীন বাছাই হইয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কবিকণ্ঠহার এই আটঘর হইতে গয়ী ও শিয়ালসেনকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ছয়ঘরের সম্যক্ বংশাবলী স্বীয়গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রন্থের নাম করিয়াছেন সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা।

অনেক অভিমানী ব্যক্তি কেবল ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াসী হন, কিন্তু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এমন কোন বংশ নাই, যাহার শোণিতসহ নিম্নশ্রেণীর বৈদ্যের শোণিত সংযোজিত হয় নাই। প্রত্যেক প্রধান বংশই অপসম্বন্ধদোষে দোষী, যদিও অরবিন্দ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন দোষগ্রস্ত নন, তথাপি পরোক্ষ ভাবে তাঁহাতে দত্তের শোণিত প্রবেশ করিয়াছে। যথা—

"পুত্রো বংশধরাজ্জাতো দামোদর উদারধীঃ।
কন্যকে দ্বে চ দাসোড়াদত্তজাগর্ভসম্ভবা॥
দাসো নরহরিশ্চৈকা সেনপঞ্চাননোহপরাং।"

অরবিন্দ নরহরি কবীন্দ্র ও হিন্দু পীতাম্বর পঞ্চানন, দাসোড়ার দত্তদৌহিত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, একেবারে ছিদ্র কাহারও খাটিতে পারে না, তবে যে যিনি যত অল্প পরিমাণে অপকার্য্য করিয়াছেন, তিনি ততটুকু খাট হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবল কার্য্যদোষে কেহ অকুলীন হন নাই, স্থানদোষই তাহার প্রধান কারণ। রাজদোষ বলিতে বৈশ্বানর গোত্রজ বল্লালসেন ও শালঙ্কায়ন সংগ্রামসাহী দোষে যাহারা কুলভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সংগ্রামসাহী দোষে কেহ কুলচ্যুত হন নাই বটে, কিন্তু 'হামবৈদ্য' বলিয়া একটা অপবাদ অদ্যাপি তাঁহাদের আছে। কালীয়া, বাণীবহ প্রভৃতি স্থানে মাক্ষকুলীনগণের বসবাস হইলেও সেনহাটী, পয়োগ্রাম, মূলঘর, সেনদিয়া প্রভৃতি স্থানের কুলীনগণ আপনাদিগকে প্রকৃত কুলস্থানবাসী ও বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

বৈদ্যগণের সমাজপতি।

অন্যান্য সমাজের ন্যায় বৈদ্যগণেরও পূর্ব্ব হইতে সমাজপতি ছিল। সেনভূমের রাজবংশই বৈদ্যসমাজের আদি সমাজপতি। সমাজের প্রবীণেরা ও সমাজপতিগণ একত্র সামাজিক অপরাধ শাসনে অধিকারী ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বিনায়ক সেন রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজের আদি গোষ্ঠীপতি। কুলগ্রন্থ হইতে আমরা

জানিতে পারি যে, তাঁহারই বংশধর কুমার সেন, চায়কুলে বিশ্বম্ভর ও দুর্জ্জয়দাস এবং গুপ্তকুলে বিশ্বনাথ গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন।

"তাহাতে বিশেষ কই, দুর্জ্জয় বচন সই,
শ্রীকুমার বৈদ্য গোষ্ঠীপতি।
বিশ্বনাথ গুপ্তকর্ত্তা, গুপ্তকুল গোষ্ঠীপতি॥
চণ্ডীদাস গুণে বড়, সবে কহে চণ্ডীবর,
বৈদ্যকুলে যার বড় খ্যাতি।
তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস, কুলে শীলে পরকাশ,
পিতৃভাবে হল্যা গোষ্ঠীপতি॥
চায়কুলে বিশ্বম্ভর, ব্যক্ত বিশ্বময়,
বিষপাড়া ছাড়ি শেষ, শ্রীখণ্ড নগরে বস
কুলেশীলে গুণে অতি ধন্য।
দাসকুলে গোষ্ঠীপতি হল্যা অতি শুদ্ধমতি,
পণ্ডিত জনের অগ্রগণ্য॥
চায়কুলে গোষ্ঠীপতি দুর্জ্জয়েব বুঝ॥"
(রামভদ্র গুপ্ত)

উঁহারা সকলেই শাখা সমাজে সময় সময় এক এক জন গোষ্ঠীপতি ছিলেন, কিন্তু তৎকালে সেনভূমের রাজবংশই সমগ্র বৈদ্যসমাজের সমাজপতি। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমাজপতিত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্ব্ব-বঙ্গের বৈদ্যসমাজেও এক একজন সমাজপতি ছিলেন, তাহা কণ্ঠহারের উক্তি হইতে জানা যায়। বিনায়ক-সেনবংশে রবিসেন মহামণ্ডল, ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব উচলি সেনের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে বিজয়সেন বৈদ্যান্তরঙ্গ খাঁ এবং বিজয়সেনের পৌত্র ধনঞ্জয়ের পুত্র রামচন্দ্রসেন সমাজপতি হইয়াছিলেন।

"অন্তরঙ্গ খানস্ত বিজয়স্যাধিকারিণঃ।
জজ্ঞাতেতাসুতৌ পুত্রৌ নীলাম্বরধনঞ্জয়ৌ॥
ধনঞ্জয়াৎ রামচন্দ্রঃ সমাজাধিপতিঃ কৃতী॥" (কণ্ঠহার)

ঐ বংশের এখন বিলোপ ঘটিয়াছে। তৎপরে আর কাহাকেও সমগ্র বৈদ্যসমাজপতি বলিয়া জানা যায় নাই। কেবল ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত দাসোরার দত্তবংশকে বাহু সমাজের, বিক্রমপুরের নওপাড়ার ভরদ্বাজ চৌধুরীবংশকে বিক্রমপুর ঢাকা সমাজের এবং সাহজাদপুরের ভরদ্বাজগণকে বাকলায় সমাজপতি হইতে জানা যায়।

"বিক্রমপুরে রঘুরাম রায় সমাজপতি।
রাজনগরে পাহীদাস প্রতিষ্ঠিত অতি॥
বিশ্বনাথ পঞ্চনবিশ নামলব্ধ ঘর।
কার্ত্তিকপুরের মদনানন্দ এই তিনের পর॥" (রামকান্ত ঘটক)

রাজা রাজবল্লভের অভ্যুদয় কালে দাসোড়ার দত্তবংশ পূর্ব্ববঙ্গে কতকটা সমাজপতিত্ব করিতে ছিলেন, এই বংশই শক্তি ছাহিসেন বংশীয় গণসেনকে ৬৪ খানি গ্রাম দান করিয়া সপরিবারে বিক্রমপুরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। গণসেন একবারে কুলস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসায় স্থানত্যাগবশতঃ কুলে হীন হন।

তৎপরবর্ত্তিকালে বিক্রমপুর রাজনগর-নিবাসী ধন্বন্তরি গোত্রজ রাজা রাজবল্লভসেন সামাজিক ক্রিয়া বলে এবং সেনহাটী ও বিক্রমপুর অঞ্চলের বৈদ্যগণের সম্মতিতে সমাজপতি বলিয়া গৃহীত হন। রাজবল্লভ যে সময়ে সেনহাটীনিবাসী কন্দর্পরায়ের কন্যার সহিত স্বীয় তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের বিবাহ দেন, সেই সময়ে তিনি সমুদায় কুলীন ও ঘটকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী চন্দন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন,* তৎপরে সেনহাটী নিবাসী হিঙ্গুবংশীয় রূপেশ্বর সেনের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা তনয়া অভয়ার বিবাহ কালেও তিনি ঐরূপ একটী চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়া বৈদ্য সমাজপতিত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় দেওয়ান বাহাদুর স্বীয় পুত্র রায় বৃন্দাবন চন্দ্রের সহিত অরবিন্দ বিশ্বনাথ মজুমদারের কন্যার বিবাহ দেন, সে সময়ে তিনি একটী চন্দন করিয়া সমুদায় কুলীন ও ঘটক একত্র করিয়াছিলেন। ঐ সভায় রাজা রাজবল্লভ সমাজপতি এবং রায় মৃত্যুঞ্জয় সহকারি-সমাজপতি বলিয়া সম্মানিত হন। বঙ্গজ সমাজে জপসার সুপ্রসিদ্ধ লালা রামপ্রসাদ রায়, পায়গ্রামনিবাসী হিঙ্গু প্রভাকর বংশীয় রামধনসেনের সহিত, নিজ কন্যা সর্ব্বেশ্বরীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ বিবাহেও একটী চন্দনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তৎকালে সমবেত কুলীন ও ঘটকেরা রামপ্রসাদকে সাধব সমাজপতি বলিয়া গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে এই কালেও রাজবল্লভ বৈদ্যসমাজপতি এবং রায় মৃত্যুঞ্জয় সহকারি-সমাজপতি বলিয়া অবধারিত হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন এই সমাজে আরও অনেক গোষ্ঠীপতি নির্ণীত হইয়াছেন, তন্মধ্যে জপসার ও রাজনগরের লালা, ছয় হাবেলী, পুরাণ হাবেলী ও সোমকোটের নিয়বংশ, সোণারঙ্গের ভূঞা সরকার, কোমরপুরের রায়, জামালদীর মজুমদার, রাজপাশার সেন চৌধুরী ও বগলের গুপ্তবংশই প্রধান। এতদ্ভিন্ন বাণীবহের রায়, উত্তর-সাহাবাজপুরের চৌধুরী, শোনাবালীয়া ও কুলকাঠীর চৌধুরী, জপসার সরকার ও পাঙ্গের রায়গণও গোষ্ঠীপতি।

অধুনা তেওতা, কীর্ত্তিপাশা, বাসণ্ডা প্রভৃতি স্থানের ভূম্যধিকারীরাও গোষ্ঠীপতি শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তবা

* রাজবল্লভের সপ্ত পুত্রের মধ্যে দেওয়ান রামদাস রায় ও রায় রতন প্রভৃতির সন্তানগণ এবং যাঁহারা শ্রীমারাজদের জমিদারীর অংশ পান, তাঁহারা সমাজপতি মধ্যে।

যায়,কীর্ত্তিপাশার জমীদারগণ একটী চন্দনের অনুষ্ঠান করেন,কিন্তু তাহাতে সমুদয় কুলীন, ঘটক ও কুলজ্ঞ উপস্থিত হন নাই। তবে যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে অন্ততঃ সমান ঘর অতিক্রম করিয়া নীচ বংশের সহিত আদান প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা কখনই সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতিবাচ্য হইতে পারেন না।

চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থেও গোষ্ঠীপতিরা সমাজপূজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"বৈনায়কেষু সর্ব্বেষু ভাস্করঃ শ্রেষ্ঠ ঈরিতঃ।
গোষ্ঠীপতিতয়াখ্যাতঃ স বৈদ্যৈঃ পূজিতোঽগ্রতঃ॥"

(সম্বন্ধ হইতে উদ্ধৃত চন্দ্রপ্রভা ২০ পৃঃ)

বৈদ্যসমাজের ঘটক।

বৈদ্যগণের মধ্যে ঘটকপ্রথা কিরূপ ছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে ভরত মল্লিকের উক্তি হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে বৈদ্যঘটক বিদ্যমান ছিল। দুর্জ্জয়, সঞ্জয় ও চিরঞ্জীব কুলগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঘটকপদ পাইয়াছিলেন কি না জানা যায় নাই। কুলতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তৎকালে ঘটক হইতেন এবং তাঁহারা ঘটক ও কুলাচার্য্যের কার্য্য করিতেন।

বৈদ্যসমাজে পূর্ব্বে বৈদ্যভিন্ন ব্রাহ্মণ ঘটক ছিল না। পূর্ব্বে বৈদ্যকুলাচার্য্যগণই ঘটকের বৃত্তি গ্রহণ করিতেন। ভরতমল্লিক ঘটকরায়* নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় না। উক্ত গ্রন্থের অন্য একস্থলে বরাটবংশপ্রভব কৃত্তিবাস সেনেরা ঘটকরত্ন উপাধি দৃষ্ট হয়।

বঙ্গজ বৈদ্য সমাজে কিংবদন্তী আছে যে, কার্ণদাসবংশীয়গণই ঘটক ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তদ্বিষয় কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ কেহ কার্ণবংশীয় চণ্ডীবর দাস হইতে এবং কেহ বা নরহরি দাস হইতে এই বংশের ঘটক বৃত্তির আরম্ভ মনে করেন। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, নরহরির পৌত্র রামকান্ত দাস হইতেই এই বংশে ঘটক ব্যবসায় প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

খুলনা খড়রিয়া পরগণার ভূম্যধিকারী মূলঘরনিবাসী বিষ্ণুদাস বংশীয় রাজা হরিনাথ ধনসম্পদ ও আভিজাত্য-গৌরবে সমাজপতি হইবার প্রয়াস পান। তদনুসারে তিনি একটী কুলযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রবাদ আছে, নিজের কুলমর্য্যাদার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিবার উদ্দেশেই তিনি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কুলীন, ঘটক, কুলজ্ঞ ও মৌলিকগণ যথাকালে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন তাঁহারা রাজা হরিনাথের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত, তাঁহার হাত এড়াইয়া চলিয়া আসাও সহজ নহে, তবে যদি কোনরূপ উচিত কথা বলিয়া তাঁহাকে কোনমতে নিরস্ত করা যায়, তবেই মঙ্গল এবং তাঁহারাও সসম্মানে ফিরিয়া আসিবার সুবিধা পান, ইত্যাদি বিষয়ে কুলীনগণের মধ্যে বিস্তর বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, ঘটকদিগের মধ্যে কেহ রাজার সমীপে গিয়া তাঁহার কুলের কথা স্পষ্টভাবে তাঁহাকে জানাইয়া দিবেন। কারণ ইহাই তাঁহাদের ব্যবসায় কর্ত্তব্য এবং সভা মধ্যে কাহার কিরূপ কুল তাহা তাঁহারা অনায়াসেই বর্ণনা করিতে পারেন। এই সময়ে রামকান্ত দাস যুবামাত্র। তিনি আপন বংশের কাহাকেও এই প্রস্তাবে অগ্রসর হইতে না দেখিয়া স্বয় সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভারম্ভ হইল। সকল বৈদ্যই তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন রামকান্ত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া প্রথমে রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক সভাবর্ণনা আরম্ভ করিলেন। তদন্তে রাজা সানন্দ চিত্তে তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল শ্রেণীর বৈদ্যই কি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন?" তখন রামকান্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! সকল সম্প্রদায়ের সামাজিকগণ উপস্থিত হইয়াছেন, কেবল দে'মামারা অদ্যবধি আসেন নাই।" এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন, রাজাও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া প্রকৃত বিবরণ অবগত হইবার জন্য মাতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার মাতুলকুলে যে সংস্রবে কোন দোষ আছে কি না? কিন্তু রাজা জানিতেন না যে, তাঁহার পিতৃকুলেই দে-বংশের কন্যা গ্রহণ করায় দোষস্পর্শ করিয়াছে। যাঁহারা কখনও কুলক্ষয়কর কার্য্য করেন নাই, তাঁহাদিগকে নীচে রাখিয়া কুলদোষসংস্পৃষ্ট রাজা কিরূপে তাঁহাদের উপর সমাজে আসন পাইতে চান, এই কথা তাঁহাকে স্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য ঘটকপ্রবর রামকান্ত শেষে সাহসের সহিত দে'মামার কথা উত্থাপন করিলেন। তখন কুলীন-মহলে হৈচৈ পড়িয়া গেল এবং সেই কুলসভা ভঙ্গ হইল।

এই কার্য্য সমাধা করিয়া রামকান্ত আর তথায় অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি রাজা হরিনাথের ভয়ে বেন্দা ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে

* "অথ বর্ণাহ ঘটকরায়ঃ
বিনায়কে কৃষ্ণধামঃ ধাম্নো হরিহরস্তথা।
ধাবের বিষবিখ্যাতৌ মহাকুলতয়া শ্রুতৌ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ২০ পৃঃ)

† "সঃ সু স্তবানঃ সেনোহভৌ বিনতঃ সহগুণৈঃ।
পৌত্রাঃ ঘটকরত্নেতি পদবীযাপ পৌরুষৈঃ॥" (চন্দ্রপ্রভা ১১৭)

ঘটক ও সামাজিকগণ তাঁহার প্রস্তাবে সহায়তা করিয়া ছিলেন। প্রবাদ আছে, ঐ সময়ে উক্ত ঘটকবংশের কুলপুরোহিত সেন-হাটীনিবাসী রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হড়ঠাকুরেরা তাঁহার নিকট হইতে ঘটকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। তদবধি পুরোহিত হড়-ঠাকুরগণ রামকান্তের প্রতিনিধিরূপে বৈদ্য সমাজের ঘটকের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, ঘটকেরা কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনার্থ হড়বংশকে আপনাদের ব্যবসা দান করিয়াছেন।

বেন্দা প্রভৃতি স্থানে এখন যে সকল কার্ণ সন্ততি আছেন, তাঁহারা ঘটকের কার্য্য করেন না। রামকান্ত বিক্রমপুর যাইয়া তথাকার বৈদ্যসমাজে ঘটকালী করিয়া ছিলেন। তাঁহার বংশ-ধরগণ এখনও সে বৃত্তি পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্গ্রাম বাসী কার্ণ সন্তানগণও অদ্যাপি ঘটকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন

বর্ত্তমান ঘটকের স্থান।

বিদ্গ্রামে—নরহরিদাস ঘটক বিশারদের বংশধর।

বেন্দাগ্রামে—শিবদাস ঘটকের বংশধরগণ।

কালিয়াগ্রামে—সূর্য্যদাস ঘটকের বংশধর।

টঙ্গিবাড়ী গ্রামে—শিবদাসের বংশধরগণ।

সোনারঙ্গ গ্রামে—শিব, সূর্য্য ও মধুসূদনের ধারা।

বয়াইল নরনা ও বাঘিয়া গ্রামে—মধুসূদনের বংশধর।

বাহেরক গ্রামে—সূর্য্যদাসের বংশধরগণ।

কোমরপুর বা ভাওয়ারে—শিব, সূর্য্য ও মধুসূদনের ধারা।

মধ্যপাড়ায়—সূর্য্যদাসের ও শিবদাসের বংশধর।

পালঙ্গে,—শিবদাসের বংশধর।

পিঞ্জারি ও পাচ্চরে—শিবদাসের বংশধর।

এ ছাড়া গৈর্লা প্রভৃতি বরিশাল জেলার কএকটী গ্রামে কৃষ্ণানন্দ, গোবিন্দ ও চন্দ্রশেখর দাস ঘটকের বংশধরদিগের বাস আছে।

বঙ্গজ কুলীন।

বঙ্গজ বৈদ্য সমাজের প্রবাদানুসারে জানা যায় যে, কবি-কণ্ঠহার স্বীয় মাতুল গোপীনাথ কবিকঙ্কণের সম্মান সর্ব্ব প্রথমে স্থাপন করিবার মানসে, পূর্ব্বপদ্ধতি ব্যতিক্রম করিয়া তদীয় গ্রন্থে প্রথম শক্তি গোত্রের উল্লেখ করেন, গোপীনাথ শক্তিগোত্রীয় গণবংশোদ্ভব ছিলেন। মাতুলের প্রতি তাঁহার এত অচলা ভক্তি ছিল যে, তিনি গ্রন্থ প্রারম্ভে মাতুলের বন্দনা করিয়া পরে অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

"বিখ্যাতা সর্ব্বদেশেষু যৎকৃতা কুলপঞ্জিকা।
বন্দে তং পুণ্যকর্ম্মাণং মাতুলং কবিকঙ্কণং॥"

বাস্তবিক দুর্জ্জয়দাস, ভরতমল্লিক প্রভৃতির প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে ধন্বন্তরি-গোত্রই প্রথম বলিয়া মনে হয়। ধন্বন্তরি বিনায়ক বংশই বৈদ্য সমাজের আদি গোষ্ঠীপতি। সেই জন্য আমরা এখানে বাহুল্য ভয়ে ধন্বন্তরি গোত্রীয় একজন কুলীনের সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি।*

১ম উচলি সেন।—বিনায়ক বংশীয় হিঙ্গুর পুত্র উচলি বংশের প্রধান স্থান বেন্দা ও অনেকে তৎপর বিক্রমপুর, খর্জ্জূরকোটা, কোটালীপাড়, কাশীয়ানী প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছেন।

উচলিসন্তান দৈত্যারি ও পর্ব্বত এই দুই বংশ বাক্লা ও শ্রীহট্ট দেশে চলিয়া যান। তাঁহার অপর পুত্র মদনসেনের বংশোদ্ভব গোপীকান্ত সেন বেন্দানিবাসী রুদ্রাত্রেয় গোত্রীয় রামভদ্র দেবের কন্যা এবং উচলি কংসারি বংশীয় দর্পনারায়ণ রাঘবদত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বেন্দাগ্রামে বাস করিতে থাকেন।১

উচলির বংশধরগণের মধ্যে দ্বিতীয় অনুসঙ্গ পান শ্রেষ্ঠ তদ্বংশীয় রামচন্দ্র সমাজপতি ছিলেন, তৎপুত্র জানকীনাথ ও রঘুনাথ। এই রঘুনাথের সহিত সংগ্রামসাহের কন্যার বিবাহ হয়। কবিকণ্ঠহার বলেন, রঘুনাথ সম্মত না হওয়ায় সংগ্রামসাহ বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে আনিয়া স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। সন্তানাদি না হইতেই অশনি-সম্পাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সমাজপতি বংশ বিলুপ্ত হয়।২

* যাঁহারা অপর সকল বংশের কুলপরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের কবিকণ্ঠহারের সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ও ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা দ্রষ্টব্য।

(১) "পুত্রা উচলিসেনস্ত হিঙ্গুং প্রমদাসু বৈ।
শ্রীবল্লভীমহাদেবৌ পদ্মখালীসুতাসুতৌ।
অন্যৌ নন্দনদৈত্যারী পদ্মগর্ভসুতাসুতৌ।
তৎপক্ষে কন্যা ভুবার মদনায় সমর্পিতা।" (চন্দ্রপ্রভা ১১৮ পৃঃ)
"শ্রীবল্লো নন্দনশ্চৈব দৈত্যারিঃ পর্ব্বতস্তথা।
মাধবোহথ্যুচলেঃ পুত্রা খালীবরসুতাসুতাঃ।
উক্ত কন্যে ব্যধাদ্বৈকা দানমারায়ণঃ কৃতী।
কার্ব্বদাসোহপরাং কন্যাং মরাসিংহসুতাবুভৌ।" (কণ্ঠহার ৫৭ পৃঃ)

(২) "ধন্বন্তরোহরামচন্দ্রঃ সমাজাধিপতিঃ কৃতী।
দুর্দ্দৈবাদশনিসম্পাতাত্রঘুনাথো মৃতোহসুতঃ
সংগ্রামসাহতনয়াপাণিগ্রহণপীড়িতঃ।
বাঠধি শ্রীনাথজাঃ বিদ্বাংসো মুষাহ চ।
মধুনাথসুতাঃ প্রায়ো বাঠবিং সমুপাশ্রিতাঃ।
কাশীশ্বরো মহাদেবঃ শিবস্তাপি মহেশ্বরঃ।
বৃহৎক্রমেণ চত্বারো গোপীকান্তস্য অঙ্গিরে।
কৃষ্ণাত্রেয়রামভদ্রদেবকন্যাসমুদ্ভবাঃ।
বেন্দায়াং বসতিস্তত্রে গোপীকান্তস্য সন্ততিঃ। (ঐতি গ্রা)

ভাবতী এবং বাণীকার কবিভিভিল প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন এই বংশে অপর এক বঙ্গবিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম জগন্নাথ সার্ব্বভৌম।(১)

লক্ষ্মণসেন—বঙ্গজ কুলজীমতে, রবিপুত্র লক্ষ্মণসেন রাঘব দত্তের কন্যা বিবাহ করিয়া কুলচ্যুত হন, কিন্তু পিতৃসান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন নাই। একদিবস লক্ষ্মণ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে রবিসেন দেখিতে পান, লক্ষ্মণের হস্তে যে অঙ্গুরীয়ক ছিল তাহা নাই, তদ্দর্শনে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার অঙ্গুরী কি হইল? তদুত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, ময়লার মধ্যে পতিত হইয়াছে। পিতা বলিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে, ভূঁইমালীকে দিয়া উঠাইয়া আনাও না কেন? সোণা কখনও অশুদ্ধ হইতে পারে না। তখন পুত্র বলিল, যদি তাহাই হয়, তবে আমিও তো সুবর্ণ কুলে সমুৎপন্ন। আমার জাতি যায় কেন? এই কথা শুনিয়া রবিসেন সমুদয় সামাজিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া লক্ষ্মণের কথা বলিলেন। পরিশেষে অনুনয় বিনয়ে বহুলোককে বাধ্য করিয়া লক্ষ্মণের দোষ মার্জ্জনা করিলেন। কিন্তু রামসেন পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়া ভ্রাতার সহিত একত্র আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। যখন রবিসেন দেখিলেন, কোন মতেও রাম বাধ্য হইলেন না, তখন তাঁহাকে 'তুমিই' কুলভ্রষ্ট হইলে বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন। এই সময়ে বৈদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা লক্ষ্মণসেনের পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া 'লক্ষ্মণসেনী' থাকের উৎপত্তি হইল। রামের পক্ষ এই থাককে দূষিত মনে করেন। লক্ষ্মণসেনের সন্তান মধ্যে উমাপতি সেন কুলশ্রেষ্ঠ, গঙ্গাধরের সন্তানগণ কুলাধম। উমাপতির পুত্রগণ মধ্যে শশীধরের সন্তান মহাকুল। কংসারির বংশ গর্হিতসম্বন্ধদোষে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া শাখারিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মণসন্তান মধ্যে যাঁহারা অধুনা মূলঘরে বাস করিতেছেন, তাঁহারাই কুলীন বলিয়া পরিচিত। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা হোগলডাঙ্গায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা সেরপুরিয়া দোষে দূষিত হইয়া কুলভ্রষ্ট হইয়াছেন।

"লক্ষ্মণাদীবরো জাতৌ দত্তরাঘবজাসুতঃ।
উমাপতি ত্রয়ঃ পুত্রা গঙ্গাধর উমাপতিঃ।
শশিপতি নৃসিংহস্তু নাগস্তু তনয়াঃ সুতাঃ।
গঙ্গাধরস্তু তনয়ৌ ত্রিপুরারিজনার্দ্দনৌ॥"

কন্দর্পসেন—রবির অপর পুত্র কন্দর্প সন্তানগণ সকলেই মহাকুলীন। ইঁহারা খুলনা জেলার অন্তর্গত ভট্টপ্রতাপ নামক স্থানে বাস করেন। সরসপুরিয়া বিষ্ণুসেন শ্রীহট্টদোষে দোষী হইলে কন্দর্প রূপনারায়ণ সেন ঐ বংশে বিবাহ করেন। তিনি রামচন্দ্রসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। এই জন্য ঘটকগণের ডাকুরে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়—

"তিনে ঠেকায় চন্দ্রচূড়। রূপাই গেলেন সরসপুর॥"

ভরতসেন।—ভরতসেনসন্তান অধুনা স্থানদোষ ও সম্বন্ধদোষে দোষী হইয়া নানা স্থানে হীনভাবে বাস করিতেছেন। পাচ্চর, গৈলা প্রভৃতি স্থানে এই বংশ বাস করেন, জানা যায়।

২য় বিনায়কসেন।—এই বংশ একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, যাঁহারা অপ্রতিষ্ঠিত ধন্বন্তরি তাঁহারা প্রায় সকলেই এই নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। বাসণ্ডার সেনগণ বিনায়ক বংশ বলিয়া পরিচিত।

"বিনায়ক ভরত হয় কুলহীন দোষী।
তজ্জন্য তাহারা কিন্তু নানা দেশবাসী।" (ডাকের ৫২ পৃঃ)

আদিত্যসেন।—সেনহাটী পরিত্যাগের পর এই বংশীয়েরা মূলঘর গ্রামে বাস করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বিষ্ণুদাস বংশীয় জানকীবল্লভ বিশ্বাস খড়রিয়া পরগণার জমীদারী লাভ করিয়া যে সময় তথায় বাস করেন, সেই সময় হইতেই ইঁহারাও তথায় বাস করিতেছেন। পরে সমাজ সম্বন্ধীয় কোন গোলযোগ নিবন্ধন ইঁহারা জমীদারগণের সহিত একমত না হইয়া কেহ কেহ ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধকাঠী, কেহ বা ইৎনায় চলিয়া আসেন। কেহ মূলঘরেই থাকিয়া যান। যাঁহারা ইৎনায় যান, তাঁহারা তত্রত্য বলভদ্র কর্তৃক গৃহীত হইয়া স্থানলাভ করেন। যাঁহারা সিদ্ধকাঠী গমন করেন তাঁহারা তত্রত্য শক্তি পীতাম্বর বংশধরগণ কর্ত্তৃক স্থান প্রাপ্ত হন। এখন কিন্তু এই সকল কথা আর কেহই স্বীকার করিতে চান না। অধুনা সিদ্ধকাঠীর আদিত্য চৌধুরী মহাশয়েরা সাহাবাজপুর পরগণার জমীদার ও বিশেষ মান্য, অদ্যাপি ইঁহারা কুলগৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার এক শাখা উক্ত সাহাবাজপুরে বাস করিতেছেন।

কবিসেন।—কবিবংশধরগণ বিক্রমপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। এই বংশীয় চতুর্ভুজ সেন (কবিকণ্ঠহারবিরচিত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকাপ্রণয়নের পূর্ব্বে) একখানা কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন যথা—

"বিনায়কান্বয়কৃষ্ণাত্মজাতো জাতশ্চতুর্ভুজঃ।
চতুর্থ্যোত্যন্তিমখ্যাতো হৃতবান কুলপঞ্জিকা।" (কণ্ঠহার ৮৯ পৃষ্ঠা)

(১) স কংসেস্য সন্তানাঃ বাসুদেবমুখাগতাঃ।
"হরিসেনাত্মজৌ পুত্রা বাবেব চ গুণান্বিতৌ।
সার্ব্বভৌমজগন্নাথঃ কবীরাম্ রামচন্দ্রকঃ।
"বাচস্পতিকলশাস্ত্রঃ ধার্ম্মিকঃ সত্যসন্ধঃ।
দিবিজগুণাভিবাসো রামবংশোদ্ভবঃ।
ধবলবিমলকীর্ত্তী রাজণাভাদিবাসঃ।
সুকবিনীদবরেণ্যঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রসিদ্ধঃ।

আমরা চতুর্ভুজের ভাবাবলীর উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে প্রধান কুলভাব বেশ পরিস্ফুট আছে। কবিসেনের বংশ সম্বন্ধেও কণ্ঠহার ও ভরতমল্লিক এক মত নহেন।(১)

বিকর্ত্তনসেন—বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে ধন্বন্তরিবংশে যে যে কুলীন বিদ্যমান আছেন, তন্মধ্যে বিকর্ত্তন বংশীয় কুলীনেরা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই বংশে পদ্মনাভসন্তান জনার্দ্দনবংশ চন্দ্রসদৃশ নির্ম্মল কুলবিশিষ্ট এবং বিদ্যাধরবংশীয় রামানন্দের সন্তান মহোজ্জ্বলকুলবিশিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বিদ্যাধরের বংশীয় অন্যান্য সকলে রামানন্দ হইতে ন্যূনভাবাপন্ন। জনার্দ্দন-বংশীয়েরা বরাবর সেনহাটীতেই বাস করিয়া আসিতেছেন। রামদেব কণ্ঠাভরণ, গোপাল কবিরাজ, রঘুদেববর্ণভূষণ, রামকৃষ্ণ কবিরাজ ও জয়রাম কবিকণ্ঠ প্রভৃতি সুধীগণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মুন্সী ও বক্সি উপাধিধারী মহাশয়েরা পূর্ব্বাপর উন্নত। ইঁহাদের মধ্যে মুন্সী বংশীয় গুরুপ্রসাদ সেন ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্যামলাল সেন ও গোবিন্দসেন মুন্সী প্রভৃতি প্রধান সামাজিক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার জন্য এই বংশীয় কেহ কেহ চাঁচড়ার রাজপ্রদত্ত লাখেরাজ ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ করিবার জন্য প্রাপ্ত হন। বিদ্যাধর বংশীয়েরা খড়দিয়া পরগণার অন্তর্গত মূলঘর গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশে প্রাণনাথ সেন নামে একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও জ্যোতিষে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অনেক উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পুত্রাদি পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গিয়া যোগাবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রবাদ, ঐ মহাপুরুষ দেহ পরিত্যাগের তিন দিবস পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন 'শারদীয় নবমী তিথিতে আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিব।' ঐদিন প্রত্যূষে তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যোগমগ্ন হন। স্থানীয় জমীদার ও বহুসংখ্যক লোক প্রকৃত ঘটনা পরীক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকেন। বেলা ১১টার সময় সকলে ঐ উপবিষ্ট মহাত্মার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া জানিলেন, আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা কুলীনসমাজের অনেকেই অবগত আছেন।

বিদ্যাধরের অপর বংশ মধ্যে গোবিন্দসেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল বৈদ্যবল্লভ। গোবিন্দ-বৈদ্যবল্লভের সন্তানেরা সাধারণতঃ বৈদ্যবল্লভ নামেই খ্যাত। সেনহাটী, মূলঘর অথবা অন্য কোন কুলীনের বসতস্থানে এখন আর তাঁহারা বাস করেন না। বিক্রমপুর, পলিয়া ও চাঁদপ্রতাপের অন্তর্গত নানা স্থানে ইঁহারা বাস করিয়া থাকেন। তিন দোষে বৈদ্যবল্লভের তিনসন্তান ন্যূনভাবাপন্ন বলিয়া ঘটকঠাকুরগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, রামগোপাল সেন একটী পুত্রকে পোষ্য প্রদান করেন। পোড়াগাছার শিয়ালসেন-বংশে এই পুত্রের বিবাহ দেওয়া হয়। ২য় মধুসূদন সেনের বংশ উত্তর সাহাবাজপুরে বাস করেন এবং তৃতীয় রঘুনাথ সেন বাজু চাঁদপ্রতাপে বাস করায় কুলভ্রষ্ট হন। কিন্তু যে শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই কথা বলা হয়, তাহার রচনা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। আবার ডাকুরকর্ত্তার বচনানুসারে জানা যায়—

'গোবিন্দের কুল গেল দাসি বিয়া করি'

আমরা কিন্তু অনুসন্ধানেও বিকর্ত্তন গোবিন্দ বৈদ্যবল্লভের এই দোষ বাহির করিতে পারিলাম না। তবে এইমাত্র বুঝি যে সংগ্রামসাহীদাবী মাধববংশীয়দের সহিত বিশেষ সংস্রব ও আদান প্রদান থাকাতেই তাঁহারা স্ব সমাজ হইতে ভ্রষ্ট হন। গোবিন্দ বৈদ্যবল্লভের প্রথমপুত্র রামচন্দ্রসেন সংগ্রামসাহী মাধব জগদানন্দ রায়ের পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। ২য় পুত্র রামনাথ সংগ্রামসাহী ঐ জগদানন্দের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহারা বিক্রমপুরে নিমদাস-বংশের সহিত আদান প্রদান করিয়া তথায় স্থায়ী হইয়াছেন।

বঙ্গজ বৈদ্যগ্রন্থকার

বঙ্গজ বৈদ্যসমাজেও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু গ্রন্থকার ও কবি জন্মগ্রহণ করেন, বাধব কবিরাজের সদ্বৈদ্যকুলদর্পণ ও কবিকণ্ঠহারের সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় অনেক মহাত্মার নাম দৃষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত বিজয় গুপ্ত, বংশীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, বৈদ্য জগন্নাথ, লালা রামগতি রায়, লালা জয়নারায়ণ রায়, আনন্দময়ী,

(১) "গণপতিঃ কার্ত্তিকেয়ঃ শূলপাণিঃ প্রজাপতিঃ।
গোবিন্দঃ দাশকড়িঃ সিদ্ধেশ্বরশ্চ তনয়াঃ কবেঃ।
গোবিন্দাদি ত্রয়োনাশ বংশজাস্তোষ্ঠ'র গতাঃ
চতুঃপুত্রা গণপতে ভীমসেনো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনিষ্ঠশ্চার্জ্জুনশ্চাপি ভীমশ্চাপি বভূবতুঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য পুত্রৌ দ্বৌ পুত্রৌ তপান্বিতৌ।
কেশবশ্চ সুশান্তশ্চ যুধিষ্ঠিরাচ্চ জজ্ঞিরে।
বাসোবনো হরিহরশ্চৈব কন্যকা অপি
বাসোহরো বংশহীনঃ সুবর্ণো নিরন্বয়ঃ
পরিশিষ্টৈব গোবিন্দো বিক্রমপুরেহভ্যবাস চ।" (কণ্ঠহার ৮৩।৮৪ পৃঃ)
"কবিসেনস্য সৎপুত্রে তনয়াঃ পঞ্চযোষ যেঃ।
নরহরিঃ প্রথমস্তেষু শিবরাজস্তথাপরঃ।
গোবিন্দসেনস্তস্য প্রজাপতিস্ততঃপরঃ।
শূলপাণি গণপতিঃ যজ্ঞেতে পূর্ব্বযোগতি।
অমী বঙ্গসমুদ্ভূত রামানন্দতাহতাঃ।
তৎ বক্ষেঽপূর্ব হুতা শক্তি বিনসেনাত তাং বতৌ।
সেনপক্ষে কার্ত্তিকেয়ো বিবিধানন্দতাহতঃ।
তৎপক্ষে যে হুতে তজ্জন্মানা নদেহৃতা
পরা বৃদ্ধিহেতা নৈর্ব্বাবকভাব কেন চ।" (চন্দ্রপ্রভা ১১৩ পৃঃ)

মুক্তারাম সেন, অনন্তরাম দত্ত, জগদীশ গুপ্ত, অন্ধকবি ভবানী-প্রসাদ, শিবচন্দ্র সেন, রামলোচন দাস, মুন্সী কাশীনাথ দাস, পদ্মনবীস রামকুমার সেন, নীলমণি দাস, কালীনারায়ণ গুপ্ত, চট্টগ্রামী রামদাস সেন, পরনবীস রামকুমার সেন, মুন্সী শম্ভুনাথ দাস, নীলমণি দাস, গোলোকচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেন, জগবন্ধু দাস, কালীনারায়ণ গুপ্ত, মুন্সী রামনাথ সেন, কালীকুমার দাস, দুর্গাগতি সেন, পাণ্ডবর গঙ্গাধর কবিরাজ, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, দীননাথ সেন, হেমন্তচন্দ্র সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, রোহিণীকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি কবি ও গ্রন্থকারগণ বঙ্গজ বৈদ্যসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

বৈদ্যজীবন দাস, একজন প্রাচীন কবি।

বৈদ্য...সিংহসেন (পুং) বাসবদত্তাটীকা-রচয়িতা।

বৈদ্যনাথ, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। বর্ত্তমান কালে সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইংরাজাধিকারেও ইহা এক সময়ে বীরভূম জেলায় ও পরে শাহাবাদ জেলার একটী গ্রামরূপে পরিগণিত ছিল। প্রাচীন তীর্থমাহাত্ম্যাদিতে বৈদ্যনাথক্ষেত্র বীরভূমির অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত আছে। [দেওঘর দেখ।]

এই স্থান কলিকাতার হাবড়া ষ্টেসন হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের কর্ডলাইন পথে ২০১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখান হইতে দেওঘর মহকুমা পর্য্যন্ত প্রায় ৪ মাইল একটী রেলপথ বিস্তৃত আছে, উহা দেওঘর লাইট্ রেলওয়ে নামে খ্যাত। ঐ রেলপথ প্রস্তুত হওয়া অবধি তীর্থযাত্রীদিগকে বৈদ্যনাথক্ষেত্রে আসিতে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। পূর্ব্বে যাত্রিগণ গোশকটে আরোহণ করিয়া অথবা পদব্রজে পার্ব্বতীয় প্রান্তর মধ্যস্থিত পথ অতিবাহন করিতেন। পথে দস্যুর যথেষ্ট ভয় ছিল, তদ্ভিন্ন যাত্রীর সহগামী পাণ্ডার অনুচরেরাও সুযোগ পাইলে যাত্রীর যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। এখন ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে সে সকল অত্যাচার লুপ্ত হইয়াছে। রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় যাত্রীদিগকে আর কোন ক্লেশ পাইতে হয় না। অভীষ্ট পূজাদি দান করিয়া তাঁহারা স্বচ্ছন্দে রেলপথে সেই দিনই চলিয়া আসিতে পারেন।

বৈদ্যনাথক্ষেত্র সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৭৪ ফিট্ উচ্চ। উচ্চতা বলিয়াই এখানকার মৃত্তিকা সেঁতসেঁতে নহে এবং বায়ুও রুক্ষ অর্থাৎ জলীয় রসবর্জ্জিত। এখানকার অধিত্যকাভূমি প্রবাহিত জলে নানা ধাতব পদার্থ মিশ্রিত হওয়ায় এবং বায়ু পরিচ্ছন্ন থাকায় এই স্থান একটী উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যাবাস মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা একটী তীর্থক্ষেত্র। ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গবাসী বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে তীর্থবাসকল্পে ও বৃদ্ধাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এখন এই স্থানে বহুলোকের বসতি ঘটিয়াছে, আদি বৈদ্যনাথতীর্থ অর্থাৎ দেওঘরে কেবল তীর্থযাত্রী বাঙ্গালী ও পাণ্ডাদিগের বাস। যাঁহারা জলবায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেবমন্দিরের দক্ষিণস্থিত কাস্‌টেয়ার্স-টাউনভাগে ও উক্ত মন্দিরের দক্ষিণপশ্চিমস্থ উইলিয়মস-টাউনে বাস করেন। ঐ দুইটী স্থান বর্ত্তমান দেওঘর নগরের অন্তর্গত। পূর্ব্বে এখানে বসতি ছিল না, ক্রমে ক্রমে বসতি বৃদ্ধি হইতেছে।

দেওঘর হইতে কিছু পশ্চিমে বৈদ্যনাথ জংশন ষ্টেসন। ষ্টেসনসংলগ্ন গ্রামটী বৈদ্যনাথ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। এখানে প্রাচীনত্বের নিদর্শন-স্বরূপ মাঠে ঘাটে অনেক ধ্বস্তমন্দির ও নানারূপ ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

দেওঘরে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যনাথ মন্দির। তন্মধ্যে দেবাদিদেবের অনাদি বৈদ্যনাথলিঙ্গ স্থাপিত। ঐ মন্দিরপ্রাচীরের মধ্যে আরও ২২টী দেবমন্দির আছে। তাহাদের গঠনশিল্প তাদৃশ নিপুণতার পরিচায়ক নহে, তবে মন্দিরসংলগ্ন কতকগুলি শিলালিপি অনুশীলন করিলে, অথবা উহার স্থাপত্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, মন্দিরগুলি মুসলমান অধিকারে নির্ম্মিত অথবা সংস্কৃত হইয়াছিল। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে ঐ মন্দিরগুলির তালিকা দেওয়া গেল :—

১ স্বামি-কার্ত্তিক	১১ দেবী সিংহবাহিনী
২ পার্ব্বতী	১২ সূর্য্যনারায়ণ
৩ নীলকণ্ঠ মহাদেব	১৩ সরস্বতী
৪ লক্ষ্মীনারায়ণ	১৪ হনুমান ও কুবের
৫ অন্নপূর্ণাদেবী	১৫ কালভৈরব
৬ কালী	১৬ সন্ধ্যামাই
৭ ভোগমন্দির (ভগ্ন)	১৭ ব্রহ্মা ও গণেশ
৮ সমাধি	১৮ বৈদ্যনাথ রাবণেশ্বর মহা...
৯ আনন্দভৈরব	১৯ গঙ্গা
১০ রামলক্ষ্মণ	

এতদ্ভিন্ন কালভৈরব, সন্ধ্যামাই এবং ব্রহ্মা ও গণেশ মন্দিরের সম্মুখে নেপালরাজপ্রদত্ত ঘণ্টাবলী বিদ্যমান আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য প্রাচীরগাত্রে ৩টী দ্বার। উত্তরের দ্বারের পার্শ্বে একটী ইন্দারা ও তাহার পার্শ্বেই লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। ঐ উত্তর দ্বারের বাহিরে বাজার ও নানাপ্রকার খাবারের দোকান। মন্দিরের সম্মুখেও দোকান বাজার আছে। মন্দিরের উত্তরপশ্চিম-কোণে ভোগমন্দির ও সমাধির মধ্য দিয়া বাহিরে আসিবার একটী পথ। ঐ পথে বাঙ্গালীটোলায় পঁহুছান যায়। ঐ পথের ধারেও দুইএকটী ভগ্নপ্রায় মন্দির দৃষ্ট হয়।

উত্তরের মূলদ্বার দিয়া বাজার পথে আরও কিছু অগ্রসর হইলে, বুড়ীগঙ্গায় আসা যায়। তীর্থযাত্রীরা ঐ বুড়ীগঙ্গা বা দীর্ঘিকায় স্নান করিয়া দেবতার্চ্চনার্থ মন্দিরে আসিয়া থাকে। এইস্থানে পাণ্ডাদিগের বাসগৃহ এবং যাত্রী রাখিবার জন্ত বড় বড় বাড়ীও আছে। ঐ বাসাবাটীগুলি নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না। কারণ উহা নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণের শেষ সীমায় অবস্থিত।

বৈদ্যনাথলিঙ্গ ভারতের দ্বাদশ অনাদিলিঙ্গের একতম বলিয়া কীর্ত্তিত। এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক আখ্যান পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণান্তর্গত বৈদ্যনাথমাহাত্ম্যে এবং হরিহরসুত মুকুন্দদ্বিজের বিরচিত 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' নামক ভাষাগ্রন্থে রাবণ কর্ত্তৃক দেবাদিদেবের তপস্যায় আনয়ন ও বনদেশে রক্ষার কথা বর্ণিত আছে, তৎপ্রসঙ্গ পরে বিবৃত হইতেছে, কিন্তু এতদ্দেশে বৈদ্যরূপী বৈদ্যনাথের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহার প্রবাদটী বলা যাইতেছে—

"পুরাকালে একদল ব্রাহ্মণ এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহারা এই পার্ব্বতীয় অধিত্যকাভূমে বাসযোগ্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে, অবশেষে বর্ত্তমান মন্দিরের নিকটবর্ত্তী দীর্ঘিকাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানের জল সুপেয় এবং বায়ুও সুখস্পর্শ দেখিয়া তাঁহারা সেইস্থানে বাস স্থাপন করেন। তখন ঐ দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্ব পার্ব্বতীয় বন্য জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। অনার্য্যগণ (সাঁওতাল) সেই জঙ্গলে বাস করিত। ব্রাহ্মণগণ শিবোপাসক ছিলেন। তাঁহারা সেই হ্রদের তীরে আপনাদের অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণেরা দেবতার উদ্দেশে যথাযোগ্য বলি দিতেন। অনার্য্য সাঁওতালেরাও সেইখানে আসিয়া তাহাদের পিতৃপুরুষগণের পূজিত তিনখণ্ড প্রস্তর পূজা করিয়া যাইত, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বলি দিত না। ঐ তিনখণ্ড প্রস্তর অদ্যাপি দেওঘরের পশ্চিম প্রবেশদ্বারে রক্ষিত আছে।

এইরূপে একস্থানে আর্য্য ও অনার্য্যের সংমিশ্রণে পরস্পরে সদ্ভাব ঘটিতে লাগিল। অনার্য্যগণ আর্য্যশক্তির বশীভূত হইল। আর্য্যগণ আপনাদের জীবিকার জন্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া উক্ত দীর্ঘিকা হইতে জল সিঞ্চন পূর্ব্বক প্রচুর শস্য উৎপাদন করিত। বন্য পশুপক্ষি-মাংসজীবী অনার্য্যগণ ক্রমে তাহারই অনুকরণ অভ্যাস করিল। তখন তাহারা বনে বনে শীকার বা জলে মৎস্য ধরা পরিত্যাগ করিল, কেহ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র কর্ষণ করিল, কেহ বা স্বয়ং পত্নী পুত্র লইয়া দরিদ্র কৃষকের ন্যায় কার্য করিতে শিখিল, এইরূপে তাহারাও স্বভাবতঃ কতক সভ্যপথারূঢ় হইল এবং শিবোপাসনার প্রভাবই আর্য্যগণের উন্নতির মূল জানিয়া তাহারা শিবোপাসনা করিতে শিখিল।

ধনধান্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ ক্রমে অলস ও ভোগলালসাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, তখন আর তাঁহারা অনাদিদেবের মূর্ত্তিপূজায় সেরূপ আস্থা প্রদর্শন করিতেন না; তাহা দেখিয়া অনার্য্যগণ ব্রাহ্মণদিগের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল এবং দেব-শক্তি অমূলক জ্ঞান করিয়া দেবমূর্ত্তির প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে লাগিল।

অবশেষে বৈজু নামে এক ধনবান্ অনার্য্য মনে মনে চিন্তা করিল, ব্রাহ্মণের দেবতার যদি প্রভাবই নাই তবে তাহাতে আর ভয় কি, বরং ঐ দেবমূর্ত্তির প্রতি হতাদর করিলে আর্য্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি অবজ্ঞাই করা হইবে। যে ব্রাহ্মণগণ প্রথমে এদেশে বাস করিয়া অনার্য্যদিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ সন্ততিরা একণে অনার্য্য কর্ত্তৃক দলিত হইবে। এইরূপ কল্পনা করিয়া বৈজু মনে মনে সঙ্কল্প করিল, প্রতিদিন শিবমূর্ত্তিকে দণ্ডাঘাত না করিয়া সে জলস্পর্শ করিবে না। এই প্রতিজ্ঞা হইতে ক্রমে শিবমূর্ত্তিস্পর্শের জন্ত তাহার একটী অনুরাগ জন্মিতে লাগিল। সে আহারের পরিবর্ত্তে প্রতিদিন নিরাহারী অবস্থায় একবার শিবলিঙ্গকে স্পর্শ করিয়া যাইত। দৈবাৎ একদিন বনমধ্যে তাহার গোরুগুলি হারাইয়া যাওয়ায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাকে গবাদি অন্বেষণ করিতে হইল, সমস্ত দিন পর্য্যটনে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সে উক্ত দীর্ঘিকায় আসিয়া স্নান করিল এবং তাড়াতাড়ি আহারার্থ আসনে উপবেশন করিল। অন্নব্যঞ্জনাদি সম্মুখে পাইয়া যখন সে ভোজ্যগ্রাস মুখে তুলিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার স্মরণ হইল, অদ্য শিবলিঙ্গ স্পর্শ করা হয় নাই। তখনই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয় তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ আহার ত্যাগ করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে চলিল, ক্ষুধাকাতর বৈজু মানসিক মহাবেদনার সহিত দেবমূর্ত্তি দর্শন করিল এবং হস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা দেবমূর্ত্তিকে আঘাত করিল।

অনার্য্য বৈজুর এই অনুরাগ দেখিয়া দয়ানিধান ভগবান প্রীত হইলেন। তখন তিনি মনে মনে 'যে ব্যক্তি আমায় মারিবার জন্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায় সে আমার ভক্ত, কেননা মচ্চিন্তায় তাহার একাগ্রতা আছে। আর আমার উপাসকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া সংসারমদে মত্ত হইয়া আছে।' ইত্যাদি চিন্তা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জলাশয় হইতে দিব্যমূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন এবং বৈজুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার অভীষ্ট পূরণ করিব। দেবমূর্ত্তি দর্শনে ভয় বিহ্বল হইয়া বৈজু তখন উত্তর করিল, প্রভো! আমার ধনরত্ন যথেষ্ট আছে। অর্থ বাসনা আমার নাই, আমি অনার্য্যদিগের অধিপতি, সুতরাং রাজা হইবার আশাও আমার

নাই ; আপনাকে সকলে 'নাথ' (জগন্নাথ) বলে, আমাকেও যেন সকলে নাথ বলিয়া ডাকে এবং মৎস্থাপিত মন্দির যেন আমার নামেই বিঘোষিত হয়। তাহার বাক্যে প্রীত হইয়া ভগবান্ বলিলেন, তথাস্তু, আজ হইতে তুমি বৈজু না হইয়া বৈজনাথ (বৈদ্যনাথ) নামে ঘোষিত হইলে এবং আমার মূর্ত্তি স্থাপনার জন্য নির্ম্মিত মন্দির তোমারই নামানুসারে বৈদ্যনাথ মন্দির নামে বিদিত থাকিবে।

সেইদিন হইতে বৈদ্যনাথের প্রভাব দিগন্ত বিস্তৃত হয়। নানাদেশ হইতে বণিক্‌সম্প্রদায়, রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের লোক এখানে সমাগত হইয়া পরস্পরে উৎকৃষ্টতর মন্দিরাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবস্থানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে। মহাদেব স্বয়ং যেখানে বৈজুকে দর্শন দিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঐ সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে স্থানের মাহাত্ম্য, দেবক্ষেত্রের পুণ্যপ্রভব, ও বৈদ্যরূপী বৈদ্যনাথের রোগহরত্ব চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে থাকে এবং তাহাতেই নানাদেশ হইতে তীর্থযাত্রিগণ রোগমুক্তির কামনায় এই তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথি বৈদ্যনাথের একটী পুণ্যাহ। ঐ দিনে এখানে একটী মেলা বসে এবং উহা ৩০ দিন থাকে।

প্রাচীর-পরিবেষ্টিত বর্ত্তমান মন্দিরপ্রাঙ্গণতল চুণার প্রস্তর আচ্ছাদিত; মীর্জ্জাপুরবাসী একজন বণিক্ লক্ষটাকা ব্যয়ে উহা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে ঐ স্থান জলে ও কূলে কর্দ্দমাক্ত হইয়া ভীষণ অস্বাস্থ্যকর ছিল। মন্দিরগুলির মধ্যে তিনটীতে মহাদেব ও তিনটীতে পার্ব্বতীমূর্ত্তি বিরাজিতা। ৫০ বা ৫০ গজ লম্বা রেশমনির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা শৈবের ও শৈবীভাবে মন্দিরগুলির চূড়াদেশ সংযোজিত। রজ্জুগুলি নানাবর্ণের পতাকা, বস্ত্র ও পুষ্পমালা দিয়া শোভিত হইয়া থাকে।

মন্দিরের পশ্চিম দ্বার দিয়া নগরে আসিতে ৬ ফিট্ উচ্চ এবং ২০ ফিট্ চতুষ্ক একটী প্রস্তর-চত্বর দেখা যায়। ঐ চত্বরের উপরে লম্বভাবে দুইটী ১২ ফিট্ উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপিত আছে এবং ঐ স্তম্ভদ্বয়ের শিরোদেশে একটী প্রস্তরস্তম্ভ সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত। ঐ উপরের স্তম্ভটীর দুই মুখে হস্তী বা কুম্ভীরের মুখখোদার মত দেখা যায়; কিন্তু স্তম্ভদণ্ডদ্বয়ে সেরূপ কিছু নাই অর্থাৎ উহাতে বিশেষ কোন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দৃষ্ট হয় না। ঐ তিনখণ্ড প্রস্তরের প্রত্যেকটী প্রায় ১৬০ মণের অধিক ভারি হইবে। কোন্ সময়ে, কাহার দ্বারা, কি উদ্দেশ্যে ঐ স্তম্ভসহিত প্রস্তরত্রয় স্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। ইহারই নিকটে বৌদ্ধবিহারের কতকগুলি ধ্বংস নিদর্শন রহিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন, এখানে যতগুলি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে রাঘবেশ্বর, বৈদ্যনাথ, পার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দির অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধগণের বাস ছিল, হিন্দুগণ বৌদ্ধকীর্ত্তির বিলোপ-কামনায় তাহারই পার্শ্বে ঐ মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখনও বুদ্ধ ও বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি এবং তৎপাদমূলের খোদিতলিপিসমূহ সেই প্রাচীন বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় দিতেছে। সূর্য্যমূর্ত্তির পদতলে "যে ধর্ম্ম" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত দেখা যায়। এই সকল এবং অন্যান্যস্থানে বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তিনিচয় দেখিলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে এখানে একটী সুবিস্তৃত বৌদ্ধসঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পালিগ্রন্থে বিজের অ...প্রদেশে উত্তানিয় নামে এক সঙ্ঘারামের উল্লেখ দেখা ... বিজ সংস্কৃত বিন্ধ্যাদ্রির প্রাকৃতরূপ। সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদিগ্বিস্তৃত পার্ব্বত্য-প্রদেশই পালিগ্রন্থোক্ত বিজবন। ঐ বনে উত্তানিয় মঠ।

উক্তগ্রন্থে লিখিত আছে, "রাজা পাটলিপুত্র হইতে বিজবন হইয়া তম্রালিপ্ত জনপদে সপ্তমদিনে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।" অন্যত্র, "নানাদেশ হইতে শ্রমণেরা বিজসঙ্ঘারামে সমাগত হইতেন।" আবার উক্ত গ্রন্থের অন্য একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, "উত্তর ষষ্টিসহস্র ধর্ম্মযাজক সঙ্গে লইয়া বিজবনের অন্তর্গত উত্তানীয় মঠে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।" এই উক্তি ত্রয়ের মধ্যে রাজসেনাদল এবং পুরোহিতগণের সংখ্যা অনুমান করিলে বৌদ্ধসঙ্ঘারামের আয়তন সহজেই উপলব্ধ হয়।

পালগ্রন্থের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পাটলিপুত্র হইতে বিজ অরণ্যের মধ্যদিয়া তাম্রলিপ্ত (তমলুক) পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাস্তা ছিল। এখনও তমলুক হইতে বাঁকুড়া পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে ভাগলপুরে যাইবার যে প্রাচীন রাস্তা আছে, তাহা সিউড়ী, মন্দার ও বাস্কিনাথ হইয়া গিয়াছে। বাস্কিনাথ হইতে দেওঘর-বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত প্রাচীন পথের নিদর্শন অদ্যাপিও বর্ত্তমান। এই রাস্তা কবলকোল পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বশাখা অতিক্রম করিয়া, অক্‌সন্দ, পার্ব্বতী ও বিহার হইয়া পাটনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সকল কারণে সাঁওতাল-পরগণায় অন্তর্গত এই বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিত্যকাদেশকেই পালিগ্রন্থোক্ত বিজবন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। কেননা, দেওঘর-বৈদ্যনাথ ব্যতীত এতদঞ্চলের অপর কোন অংশে এতাদৃশ বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায় না। একদ্ভিন্ন দেওঘর নগরের বৈদ্যনাথ-মন্দিরের সন্নিকটে উৎমুরিয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে, কেহ কেহ উহাকে পালি উত্তম শব্দের অপভ্রংশ ও উত্তানিয় সঙ্ঘারামের শেষ স্মৃতিজ্ঞাপক বলিয়া বিবেচনা করেন।

এখানে অন্যান্ত যে, সকল মন্দির আছে, তাহা উক্ত মন্দির-দ্বয়ের অনেক পরে ও আধুনিক ধরণে নির্ম্মিত। সুতরাং তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণের জ্ঞাতার্থ এখানে মূল বৈদ্যনাথের পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও কিংবদন্তী উদ্ধৃত হইল।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থলে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ মন্দিরে বৈদ্যনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বৈদ্যনাথ মন্দিরের উপরিদেশে কিঞ্চিৎ চাপা। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, লঙ্কার রাবণ যখন বিস্তর স্তবস্তুতি করিয়াও দেবাদিদেবকে লঙ্কায় লইয়া যাইতে পারিলেন না এবং দেবাদিদেবের রথ পাতালগামী হইতে লাগিল, তখন তিনি ক্রোধে রথের শিখর চাপিয়া লিঙ্গকে পাতালে পাঠাইতে মানস করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ মন্দিরের উপরিদেশে রাবণের বৃদ্ধাঙ্গুলির চাপের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।

বৈদ্যনাথ-রাবণেশ্বর লিঙ্গ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্যে এইরূপ উপাখ্যান পাওয়া যায়,—লঙ্কেশ্বর রাবণ প্রত্যহ উত্তরখণ্ডে কৈলাসশিখরে আসিয়া স্বীয় ইষ্টদেবের পূজা সমাপন করিতেন। প্রতিদিন এইরূপে তপস্যা করায় রাবণের প্রতি ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলেন। শিবের কৃপায় রাবণ স্বর্গস্থ দেবগণের পীড়ন করিতেও সমর্থ হইবে আশঙ্কা করিয়া শচীপতি ত্বরান্বিত হইয়া ব্রহ্মলোকে আসিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাকে বিপ্র গ্রাহ করিতে নিষেধ করিলেন এবং শিবলিঙ্গ উত্তোলনের পাপ জ্ঞাপন করিয়া রাবণের ভবিষ্যৎ বংশনাশের কথা জানাইয়া দিলেন। ফলে তাহাই ঘটিল, কিছুদিন পরে রাবণ কৈলাসপর্ব্বত হইতে শিবলিঙ্গ উঠাইয়া লঙ্কায় স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা, স্বয়ং মহেশ্বর লঙ্কাপুরে বিরাজিত না থাকিলে স্বর্ণলঙ্কার গৌরবই বৃথা। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া রাবণ ভগবান্ মহেশ্বরের সমীপে লিঙ্গমূর্ত্তি লইবার প্রস্তাব জানাইলে ভগবান্ তাহাতে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, রাবণ তোমার তপস্যায় আমি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার মূর্ত্তি লইয়া লঙ্কায় স্থাপন করিবে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এক কথা, তুমি আমাকে কৈলাস হইতে লঙ্কায় লইবার সময়ে কোথাও রাখিতে পারিবে না। মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। যদি ভ্রম করিয়া কোথাও স্থাপন কর আমি তথায়ই রহিব, আর লঙ্কায় যাইব না। বলদর্পে মত্ত রাবণ শিবের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, প্রভু তাহাই হইবে। রাবণের কথায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ বলিলেন, তুমি আমাকে কৈ. সহ লঙ্কায় লইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে বৈদ্যনাথমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে—

"কালী চতুর্দ্দশী পরে হৈব বিভাবরী।
নিদ্রায় বেভুল হৈয়া হেমন্ত-বিহারী॥
নিদ্রায় পার্ব্বতী তবে হৈলা কৃকপর।
হেনকালে নিশাতে আসিবা লঙ্কেশ্বর॥
গিরিসনে নিয়া আমা লঙ্কায় নগর।
কৈলাস নগর আমা সভার জীবন॥
স্বর্গের দুর্লভ স্থান কৈলাসনগরী।
কদাচিৎ ছাড়িতে নারি সেইত নগরী॥
আমা যদি নিতে চাহ লঙ্কার অধিকারী।
গৌরীসনে লইয়া যাহ লঙ্কার নগরী॥"

আশ্বাসিত হইয়া রাবণ লঙ্কাপুরে চলিলেন। শিবকথিত শুভদিন সমাগত সন্দর্শন করিয়া রাবণ সানন্দমনে কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং নিশাকালে রাবণ কৈলাসে উপনীত হইয়া প্রথমেই বলপরীক্ষার্থ গিরিবরকে সঞ্চালিত করিলেন। নিশাকালে দুর্বৃত্ত রাবণের এই ব্যবহারে পার্ব্বতী কুপিতা হইলেন, কিন্তু হরের মুখে আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া তিনি কতক শান্তভাব ধারণ করিলেন।

"শুন, রাম রঘুনাথ অপূর্ব্ব কথন।
কৃপাসিন্ধু বৈদ্যনাথ হৈলা যে কারণ॥
প্রাচীরের বেদি যদি সম্পূর্ণ হৈল।
মন নিষ্ঠা করি রাজা চিন্তাযুক্ত হৈল॥
চতুর্দ্দশী দিনে তবে বৈশাখের মাসে।
প্রভুকে আনিতে রাবণ চলিল কৈলাসে॥
প্রবল হৈল রাবণ বেদ নাহি মানে।
যাত্রা করি চলিলেক শুভলগ্ন ক্ষণে॥
চতুর্দ্দশ দণ্ড রাত্রি চন্দ্রের প্রকাশ।
হেনকালে গেলা রাবণ যথাতে কৈলাস॥
ঘোরতর নিশি হৈছে মহা অন্ধকার।
রাত্রিতে কৈলাসে দেখে রাবণ সঞ্চার॥
মহামায়া বসি আছে হর্ষোর গোসর।
দিনমণি জিনি রূপ চন্দ্রের উজ্জ্বর॥"

অতঃপর রাবণ শঙ্করপূজার জন্য শিবনিবাসে গমন করিলেন, দ্বারে নন্দী, হরপার্ব্বতী নিদ্রাগত আছেন জানাইয়া তাহার গতিরোধ করিল, রাবণ বারণ শুনিলেন না এবং আমি শিবের পুত্র, তথায় যাইতে আমার নিষেধ নাই বলিয়া বলপূর্ব্বক নন্দীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া হরসকাশে সমুপস্থিত হইলেন। রাবণের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া শিব বলিলেন, বৎস! বর প্রার্থনা কর। রাবণ বলিলেন, প্রভু! লঙ্কায় চলুন। তখন শিব পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবমত যাইবার বাসনা জানাইলেন।—

605-XIX

"রাবণের ভক্তি দেখি বলে ত্রিলোচন।
আমা লইয়া তবে চল দুরন্ত রাবণ॥
এই বাক্য যা'র হৈল শঙ্করের মুখে।
ধন্য ধন্য প্রশংসিলা সব দেবলোকে॥
রাবণ আনন্দ হৈল খণ্ডিল বিষাদ।
রাবণে পাইল তার অমূল্য প্রসাদ॥
সাজাইয়া অমূল্য রথ করিল সাক্ষাৎ।
নন্দীসনে রথে চড়ি বৈসে বিশ্বনাথ॥
প্রভু বলে শুন রাজা লঙ্কার রাবণ।
পথে গিয়া রথ না রাখিহ কদাচন॥
পথে গিয়া রথ যদি কদাচিৎ এড়।
সেখানে রহিলাঙ্ রথ কহিলাম দড়॥
এত বলি রথে চড়ে দেব বাণেশ্বর।
দশশিরে রথ তুলি লইল লঙ্কেশ্বর॥
রথে চড়ি লঙ্কাপুরী শূলপাণি যায়।
স্বর্গবাসী দেব যত উঁকি দিয়া চায়॥"

রাবণ সাহ্লাদে লিঙ্গমূর্ত্তি মাথায় উঠাইয়া লইলেন এবং ধীরে ধীরে লঙ্কার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যখন তিনি লাঙ্গুলি (বর্ত্তমান নাম হরলাজুরি) গ্রামের নিকট উপনীত হইয়াছেন, তখন তাঁহার দারুণ প্রস্রাবের পীড়া অনুভূত হইতে লাগিল। রাবণ আর স্থির থাকিতে পারেন না, এদিকে শিব বিষম্ভর মূর্ত্তিতে ভার দিতেছেন। রাবণ শিবকে মৃত্তিকায় রাখিয়া মাঠে শৌচে যাইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে মহাদেব পূর্ব্ব অঙ্গীকারমত সেই স্থানেই অবস্থান করিবেন। রাবণ শিবকে লঙ্কায় লইলে অজেয় হইবেন জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুকে তন্নিবারণের জন্য পাঠাইলেন। বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তথায় উপনীত হইলে রাবণ তাঁহাকে কিছু সময়ের জন্য লিঙ্গধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলে রাবণ তাঁহার হস্তে শিবলিঙ্গ দিয়া মাঠে গেলেন*। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ যথায় বর্ত্তমান মন্দির আছে, তথায় লিঙ্গ ও রথ রাখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। বৈদ্যনাথমঙ্গলে এই ঘটনা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—

"স্বর্ণময় ভদ্রতেজ শিরে পঞ্চানন।
হেম-গৌরাঙ্গরূপ বৃষভ বাহন।
কর্ণে বাসুকীনাগ ভূষিত শোভন॥
পঞ্চশিরে পঞ্চমণি শোভে মন্দাকিনী।
মহাদিব্যাকার জটা আর শোভে মণি॥
করতলে অঙ্গুরী আর পৈরে বাঘছাল।
কর্ণে ধুতুরাপুষ্প শোভে মনোহার॥
সর্ব্বদেব সহ ইন্দ্র আসিয়া সাক্ষাৎ।
এমন সুন্দর রূপ শুন রঘুনাথ॥
মায়ারূপ ধরি শিব লঙ্কাতে গমন।
মহাবিশ্বরূপ হৈলা দেব পঞ্চানন॥
শুন শুন রঘুনাথ হরিষ অপার।
সর্বাঙ্গে পড়ি কৈলা কোটি নমস্কার॥
রাবণের সর্ব্বাঙ্গে হৈল মিলন।
হেন বিশম্ভর মূর্ত্তি না জাএ কহন॥
শ্রীরাম জিজ্ঞাসা কৈলা শুন তপোধন।
লগুধি পীড়া রাবণের হৈল কেমন॥
লগুধি পীড়াযুক্ত রাবণ শরীর জর্জ্জর।
রথ রাখি লগুধি করি প্রভু আজ্ঞা কর॥
হাসিয়া হাসিয়া বলে বৃষভবাহন।
পূর্ব্বে কত কহিয়াছি নাহিক স্মরণ॥
রথের ভরে রাবণ করে ধড়ফড়।
দর্পচূর্ণ হৈল রাবণ হৈল কুরূপর॥
লগুধি হৈল রাবণ দেখে পঞ্চানন।
এক মূর্ত্তি বৃদ্ধ আইল পলিত ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাবণ বলএ তপসি।
একদণ্ড রথ রাখ লগুধি করি আসি॥
ব্রাহ্মণে বলেন শুন গাএ নাহি বল।
মুহূর্ত্তেক দেখি রথ থেহ ভূমিতল॥
এই ছিদ্রে দেবগণ মাগে বরদান।
না যাইও লঙ্কাতে প্রভু দেব ভগবান্॥
যার বরে দেবগণে জিনে পুরন্দর।
তাক লঙ্কা নিলে আমা করিব নফর॥
মাথা হতে রথ তবে ব্রাহ্মণ নামাইয়া।
ব্রাহ্মণের হাতে দিল প্রণাম করিয়া॥
লগুধি করিবারে গেল রাবণ দুরন্ত।
দণ্ডদণ্ড কৈল লগুধি তার নাহি অন্ত॥
মুহূর্ত্তেক অপেক্ষা বুঝিয়া নারায়ণ।
বিপ্রমূর্ত্তি মিশাইলা প্রভু নিরঞ্জন॥
ভূমিতলে কৈল রাম ভেদিল পাতাল।
এমত অপূর্ব্ব লীলা কৈলা মহাকাল॥"

* রাবণ বিষ্ণুর হস্তে শিবলিঙ্গ দিয়া যেথায় প্রস্রাব করিতে বসেন, সেইস্থান হইতে কর্ম্মনাশা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও বৈদ্যনাথের অদূরে কর্ম্মনাশায় খাত দৃষ্ট হয়। বর্ষাঋতু ভিন্ন উহাতে জল থাকে না। কিন্তু নদীগর্ভের বালুকা সরাইলে অদ্যাপি পরিষ্কার জল পাওয়া যায়।

দেবগণের চক্রান্তসন্ধিতে রাবণের উদরে বরুণদেব প্রবেশ করিয়াছেন। কাজেই মূত্রত্যাগে তাঁহার বিলম্ব ঘটিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন ব্রাহ্মণ নাই, রথ পড়িয়া আছে। তখন তিনি রথ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, কিছুতেই রথ উঠিল না। তিনি পুনরায় শিবের স্তব করিলেন। শিব তাঁহাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইলেন।

"লঘুশঙ্কা পীড়া অন্ত যদি হৈল রাবণ।
রথে আসি ধরিলেক যথা নারায়ণ॥
রথ ধরি টানে তবে রাবণ মহাবল।
রথ সনে মেদিনী করে টলমল॥
রথ যদি তুলিতে নারিল লঙ্কেশ্বর।
এমত বিপত্তি কেন কর বাণেশ্বর॥
হাসিয়া শঙ্কর বলে শুনহ রাবণ।
পূর্ব্বে কহিছি কথা নাহিক স্মরণ?
পথগতি রথ নিয়া যেইখানে এড়।
সেইখানে রহিবাক রহিয়াছি জড়॥
অন্তকালে মুক্তি না করিলাও সবা।
পাতাল ভেদিল লিঙ্গ নাহিক কর্ত্তব্য॥
রাবণ বলে ভোলানাথ কিবা বুদ্ধি করি।
কালি মুখ দেখাইমু এই দুঃখে মরি॥"

যখন এত কাকুতিমিনতিতেও শিবের দয়া হইল না, তখন রাবণ কুপিত হইলেন এবং ক্রোধবশে লিঙ্গকে ভূগর্ভে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, হে দেব। যখন তুমি লঙ্কায় গমন করিলে না তখন পাতালে যাওয়াই তোমার শ্রেয়ঃ। তাহাতেও যখন শিবের দয়া হইল না, তখন রাবণ উপায়ান্তর না দেখিয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল আনিয়া শিবের পূজায় পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ জলাশয় রাবণ খনন করান এবং পাতালগঙ্গা হইতে উহাতে জল উঠে। রাবণের মূত্রে তখন ঐ স্থানের সকল জল দূষিত হইয়াছিল, কাজেই মহাদেব সে জলে পূজা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। রাবণ তখন কূপ খনন করিয়া জল উঠাইলেন; সেই জলে পূজা হইল, এখনও ঐ জলে বৈদ্যনাথের পূজা হইয়া থাকে।

পুষ্করিণী খনন করিয়া ভক্ত রাবণের পরিশ্রম বৃথা হয় দেখিয়া দেবাদিদেব বলিলেন, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এখানে আমার পূজা দিবে, সে প্রথমে ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিবে। তদবধি লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী ঐ জলে স্নান করিতেছে।

রাবণকর্ত্তৃক আনীত এই লিঙ্গ প্রথমে রাবণেশ্বর মহাদেব নামে প্রখ্যাত হয়। রাবণ মহাদেবকে পূজা করিয়া লঙ্কাপুরে চলিয়া গেল; কিছুকালের মধ্যেই ঐ স্থান জঙ্গলাবৃত হইয়া উঠে। সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে যে মহাদেব স্থাপিত আছে, এ কথা তৎকালে কেহ জানিতে পারে নাই। কেবলমাত্র বৈজুনামে এক দরিদ্র গোয়ালা মহাদেবের অস্তিত্ব জানিতে পারে। সে সেই বনে ফলমূল খাইয়া দিন যাপন করিত। একদিন ভগবান্ স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, বৈজু এখানে তুমি ভিন্ন অপর কেহ আমার পূজা করিবার নাই। তুমি প্রত্যহ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া বিল্বপত্র ও জল আনিয়া পূজা করিবে। তদনুসারে নিদ্রাভঙ্গের পর বৈজু স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বনান্বেষণ করিতে করিতে দেবদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তখন সে আনন্দিত মনে দেবপূজার মানসে বিল্বদলসংগ্রহে গমন করিল। বিল্বপত্র লইয়া সে জলান্বেষণে গেল, জলপাত্র না পাওয়ায় সে মুখে করিয়া জল আনিয়া শিবের মাথায় ঢালিয়া দিল। দেবাদিদেব অজ্ঞান বৈজুর এই কবল জলে পূজা পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তিনি ভক্ত বৈজুর অজ্ঞানকৃত অনাচার অবাধে সহ্য করিয়া অবশেষে বৈজুর দুর্ব্যবহারের কথা রাবণকে স্বপ্নে জানাইলেন। তখন রাবণ আসিয়া হরিদ্বার হইতে গঙ্গাজল আনয়ন-পূর্ব্বক লিঙ্গের পুনরভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং পঞ্চতীর্থের জল আনয়ন করিয়া স্বকৃত কূপ মধ্যে ঢালিয়া দিলেন। রাবণের আদেশক্রমে তদবধি ঐ পঞ্চতীর্থ-জলে লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা হইয়া আসিতেছে।

ইহার পর ভগবান্ রামচন্দ্র রাবণান্বেষণে এই স্থান দিয়া গমনকালে রাবণেশ্বরের পূজা করিয়া যান।

(বৈদ্যনাথমাহাত্ম্য ৭ম অ°)

যাহা হউক, বৈজু গোয়ালা নিয়মিতরূপে লিঙ্গপূজা করিতে লাগিল। তাহার এই অবিচলিত ভক্তিতে প্রীত হইয়া ভগবান্ ভূতভাবন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস! তোমার একাগ্রতা ও ভক্তিতে আমি প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তোমার অভীষ্ট প্রদান করিব। লোভশূন্য ও স্বাধীনচিত্ত গোপ শিববাক্যে উত্তর করিল, তুমি আর আমাকে কি দিবে, আমার ভক্ষ্য এখানে যথেষ্ট দ্রব্য আছে, আমার কোন অভাব নাই। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার ইচ্ছা রাখি না। তবে যদি তুমি আমাকে একান্তই কিছু দিবার অভিলাষ কর, তবে আমি এই প্রার্থনা করি, যেন আজ হইতে তোমার নামের আগে লোকে আমার নাম করে। সেই দিন হইতে দেবাদিদেবের অনুগ্রহে রাবণেশ্বরলিঙ্গ বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথ নামে আখ্যাত হয়।

উপরে বৈদ্যনাথদেবের প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে বৈজুর যে কিংবদন্তীমূলক কাহিনী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পৌরাণিক কথার সংস্রব থাকিলেও উহা এতই বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে যে,

তাহা একটী আজগুবী গল্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহে তারকেশ্বরমূর্ত্তি-স্থাপন প্রসঙ্গে মুকুন্দ ঘোষের সহিত বৈদ্যনাথের বৈজুর অনেক সাদৃশ্য আছে।

দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেহত্যাগ ঘটে। ঐ সময়ে বিষ্ণু হর-স্কন্ধস্থিত সতীদেহ সুদর্শনচক্র দ্বারা ৫১ খণ্ড করেন। দেবীর হৃদয় বৈদ্যনাথে নিপতিত হয়। তদবধি উহা একটী দেবীপীঠ বলিয়া গণ্য। পীঠস্থ দেবীমূর্ত্তির নাম জয়দুর্গা এবং ভৈরব বৈদ্যনাথ এখানে বাণগঙ্গাতে স্নান করিয়া পূজা করিতে হয়। ঐ বাণগঙ্গা শিবগঙ্গা নামেও পরিচিত।

মৎস্যপুরাণ মতে এই পীঠস্থানের শক্তির নাম আরোগ্যা।

"করবীরে মহালক্ষ্মীরুমাদেবী বিনায়কে।
আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী॥"
(মৎস্যপু• ১৩ অ•)

২ ভৈরব বিশেষ। ভৈরবের নামানুসারে এই স্থানের বৈদ্যনাথ নাম হইয়াছে। এই স্থানে ভগবতীর হৃদয় পতিত হইয়া ছিল, তন্ত্রচূড়ামণির মতে এখানকার শক্তির নাম জয়দুর্গা।

"হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নেপালে জানুনী মম॥"
(তন্ত্রচূড়ামণি পীঠনি•)

বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত অঙ্গদেশ, এই অঙ্গদেশ যাত্রায় দূষিত নহে।

"বৈদ্যনাথং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং নহি দুষ্যতে॥"
(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র ৭ প•)

বৈদ্যনাথের কএক মাইল উত্তরপূর্ব্বে হরলাজুরি গ্রাম। এখানে কএকটী আধুনিক মন্দির এবং কতকগুলি প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। দুইটী প্রতিমূর্ত্তিতে এক যোগীর নাম উৎকীর্ণ আছে। উপরিকথিত মন্দিরের অধিকাংশই শ্রীচিন্তামন্ দাসের ব্যয়ে নির্ম্মিত। রাজা শ্রীমদ্রায় পালদেবের (?) সময়ে ক্রিমিল দাসের উৎকীর্ণ শিলালিপি ব্যতীত এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরণীয় আর কিছু নাই। যেখানে ঐ ফলকলিপি বিদ্যমান আছে, সাধারণের বিশ্বাস রাবণ ঐ স্থানে বিষ্ণুর হস্তে শিবলিঙ্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রিগণ ঐ স্থান পরিদর্শনে আসিয়া থাকে।

দেওঘর বৈদ্যনাথ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বাল্মীকির প্রসিদ্ধ তপোবন। উহা একটী ক্ষুদ্র শৈলোপরি অবস্থিত। শৈলশৃঙ্গে একটী গুহা, তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। তীর্থযাত্রীরা তপোবনের ঐ শিবমূর্ত্তিও পূজা করিতে আসিয়া থাকেন। প্রবাদ, তপস্বিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি ঐ গুহায় বাস করিতেন। গুহার নিকট দুইখানি শিলাফলক আছে, একখানিতে শ্রীদেব রামপাল নাম পাওয়া যায়। অন্যখানির লিপি অস্পষ্ট। ইহার নিকটস্থিত জলকুণ্ডে যাত্রীরা স্নান করে।

বৈদ্যনাথের ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ত্রিকূটশৈল। ভারতীয় মানচিত্রে উহা তিওর বা তিরপাহাড় নামে লিখিত। এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে একটী গুহা, উহাতে কোন দেবমূর্ত্তি নাই। কেবল অন্ধকারময় শূন্য গহ্বর মাত্র। নিকটস্থ নিম্নভূমিতে একটি ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে ত্রিকূটনাথ মহাদেবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

বৈদ্যনাথ, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৫° ১৭´ উ: এবং দ্রাঘি° ৮৩°৩৬´১৫´´ পূ:। এখানে নানা প্রতিমূর্ত্তি ও স্তম্ভসবলিত একটী বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকে উহাকে শিবিয়া-রাজ মদনপালের কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বৈদ্যনাথ, কএকজন গ্রন্থকার ও সুপরিচিত পণ্ডিতের নাম—

১ একজন প্রাচীন কবি। ২ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। শ্রীপতিজাতকপদ্ধতি-টীকায় ভূধর ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩ অঙ্কচন্দ্রিকাপ্রণেতা।

৪ কৃষ্ণলীলা নাটক-রচয়িতা।

৫ জাতকপারিজাত, শ্রীপতিকৃত জ্যোতিষরত্নমালার টীকা, তারাবিলাস, ধ্রুবনাড়ী পঞ্চস্বরটিপ্পন, ভাবচন্দ্রিকা, চক্রনাড়ী ও সারসমুচ্চয় নামক জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন।

৬ তর্করহস্যরচয়িতা।

৭ তিথিনির্ণয়প্রণেতা। এই খানি তাঁহার স্বরচিত [illegible] চিন্তামণির একাংশ।

৮ দত্তবিধিরচয়িতা।

৯ পদ্ধতি ও ত্রিসংস্থা নামক দুই খানি গ্রন্থ প্রণেতা। ইহা বাজসনেয়শাখা-সম্মত।

১০ পরিভাষার্থসংগ্রহ নামক বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা।

১১ প্রায়শ্চিত্তমুক্তাবলী-রচয়িতা।

১২ মিথ্যাচারপ্রহসন প্রণেতা।

১৩ রামায়ণদীপিকাপ্রণেতা। ইনি একজন তামিল ব্রাহ্মণ।

১৪ বঙ্গসেন-টীকা নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা

১৫ বৃত্তবার্ত্তিক রচয়িতা।

১৬ বৈদ্যনাথবৈট্ট নামক বৈদিক শাস্ত্র প্রণেতা।

১৭ সৌভদ্র নামে ভক্তিকুসুমমালিকারত্ন-ব্যাখ্যা-টীকাকর্ত্তা।

১৮ স্মৃতি-সারসংগ্রহকর্ত্তা।

ও অবৈধ সকল হিংসাতেই পাপ হইবে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

একটী শ্রুতি আছে যে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" (শ্রুতি) কোন জীবের হিংসা করিবে না, এই শ্রুতি দ্বারা প্রাণিমাত্রেরই হিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে এই সামান্ত বিধি দ্বারা হিংসা মাত্রই যে পাপজনক ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যিনি হিংসা করিবেন, তিনিই পাপভাগী হইবেন। আর একটী শ্রুতি আছে "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" (শ্রুতি) অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে পশুবধ করিবে। একটী শ্রুতিতে হিংসানিষিদ্ধ আবার আর একটী শ্রুতিতে যজ্ঞে পশুবধ করিতে পারিবে এইরূপে হিংসা অভিহিত হইয়াছে। হিংসা করিবে না, ইহা সামান্ত বিধি, এবং যজ্ঞে হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ বিধি, এই বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্ত বিধি বাধিত হইবে। কিন্তু এইরূপ স্থির করা সঙ্গত নহে, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, অগ্নীষোম দেবতার উদ্দেশে পশুবিনাশ করিবে, অর্থাৎ পশুবধ করিয়া অগ্নীষোম দেবতার যজন করিবে। এই বিশেষ বিধি শাস্ত্র দ্বারা সামান্ত বিধি বাধিত হয় বলা ঠিক নহে, কারণ উক্ত উভয় শাস্ত্রে কোন বিরোধ নাই, যে স্থলে পরস্পর বিরোধ থাকে, সেই স্থলেই প্রবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বল বাধিত হয়। এই স্থলে যখন কোন বিরোধ নাই, তখন বাধিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিরোধ থাকিলে অর্থাৎ একটী বিধির ভাব ও অভাব রূপে উভয় শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইলে প্রবল শাস্ত্রের দ্বারা দুর্ব্বল শাস্ত্র বাধিত হয়, প্রদর্শিত স্থলে কোন বিরোধ নাই, কারণ উভয় শাস্ত্রের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। 'মা হিংস্যাৎ' এই নিষেধ দ্বারা হিংসা পাপের কারণ ইহা বুঝায়। হিংসা অর্থাৎ যাগে পশুহিংসা যাগের উপকারক নহে, ইহা বুঝায় না। 'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত' এই শাস্ত্র দ্বারা পশুহিংসা যাগের উপকারক ইহা বুঝায়, কিন্তু অনর্থের অর্থাৎ হিংসাজনিত পাপের জনক নহে, এইরূপ বুঝায় না। সেরূপ বুঝাইলে বাক্যভেদদোষ হয় নাই, বৈধ পশুহিংসায় পুরুষের দোষ অর্থাৎ পাপ জন্মে অথচ যাগের উপকার করে। ইহাই তাৎপর্য্য। দুইটী বিধি পরস্পর ভিন্ন, একটী দ্বারা বুঝাইতেছে যে হিংসা পাপজনক, এবং আর একটী দ্বারা বৈধ-হিংসা যজ্ঞের উপকারক।

বৈধ-হিংসায় পাপ নাই, ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রের এইরূপ মর্ম্ম। তাঁহারা বলেন যে বৈধের অতিরিক্ত যাগপ্রাপ্ত অবৈধ হিংসায় পাপ হয়। 'মা হিংস্যাৎ' এই শাস্ত্রের বিষয় অবৈধ হিংসা, "অপবাদবিষয়ং পরিত্যজ্য উৎসর্গঃ প্রবর্ত্ততে" অর্থাৎ বিশেষ বিধির বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সামান্ত বিধির প্রবৃত্তি হয়। বিশেষ শাস্ত্রের স্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্তস্থল গুলিকে সামান্ত শাস্ত্র বুঝায়। অতএব হিংসা করিলে পাপ হইবে, এই সামান্ত শাস্ত্র বৈধ হিংসা রূপ হিংসা বিশেষকে পরিত্যাগ করিয়া বুঝাইবে। বৈধাতিরিক্ত হিংসায় পাপ হয়, ইহাই তাঁহাদের উক্তি। কিন্তু সাংখ্যকার ইহাতে বলেন যে তোমাদের এই উক্তি ঠিক নহে, বৈধ হিংসাতেও পাপ হইবে। তবে পাপ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ অধিক বলিয়া উহাতে সাধারণের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে অগ্নীষোমীয় শাস্ত্রের অর্থ পশুবধ করিয়া যাগ সম্পন্ন করিবে, ঐ পশুবধে পাপ হইবে না ইহা নহে।

যজ্ঞ করিলে পাপ ও পুণ্য উভয়ই হয়, পাপ অপেক্ষা পুণ্যের ভাগ অধিক হইয়া থাকে। পুণ্যফলে স্বর্গভোগ এবং পাপফলে নরক হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা অধিক সুখভোগ করিয়া অল্পমাত্র দুঃখ অনায়াসেই সহ্য করিয়া থাকেন। পুণ্যরাশি দ্বারা সমুৎপন্ন স্বর্গসুধা মহাহ্রদে যে সমস্ত পুণ্যশীলগণ অবগাহন করিতেছেন, তাঁহারা অল্প পাপে উৎপন্ন দুঃখরূপ অগ্নিকণাকে সহজেই সহ্য করিতে পারেন।*

বৈধাত্রকি (পুং) বৈধাত্র, বিধাতার পুত্র।

বৈধাত্র (পুং) বিধাতুরপত্যং পুমান বিধাতৃ অণ্। সনৎকুমার, ইনি বিধাতার পুত্র। (অমর)

বৈধাত্রী (স্ত্রী) বিধাতুরিয়ং বিধাতৃ-অণ্ ঙীপ্। ১ ব্রাহ্মী। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ বিধাতৃ-সম্বন্ধী।

"অভ্যবর্ত্তত যৈরেষ বৈধাত্রীরপি বামতা।" (রাজতর° ৪।৪২৩)

বৈধুর্য্য (ক্লী) ১ কাতরতা। ২ অভাব। ভ্রম। (সাহিত্যদর্পণ ১২০।১২)

৩ হতাশভাব। (রাজতর° ৪।৬৭১) ৪ কম্পমানতা।

বৈধুমাগ্রা (স্ত্রী) শাম্বদেশীয় নগরীভেদ। (সিদ্ধান্তকৌ॰)

বৈধৃত (পুং) ১ বিধৃতি পুত্র। ২ একাদশ মন্বন্তরের ইন্দ্রভেদ।

বৈধৃতি (পুং) বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশ যোগের অন্তর্গত শেষ যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগ অশুভ যোগ। ইহাতে

---

* "ন চ মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি সামান্তশাস্ত্রং বিশেষশাস্ত্রেণ অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যনেন বাধ্যত ইতি যুক্তং বিরোধাভাবাৎ, বিরোধে হি বলীয়সা দুর্ব্বলং বাধ্যতে, ন চেহাস্তি কশ্চিদ্বিরোধঃ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথা হি মা হিংস্যাৎ ইতি নিষেধেন হিংসায়া অনর্থহেতুভাবো জ্ঞাপ্যতে, নতু অক্রত্বর্থত্বমপি, অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত, ইত্যনেন তু পশু হিংসায়াঃ ক্রত্বর্থত্বমুচ্যতে নতু অনর্থহেতুত্বাভাবঃ, তথা সতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ, ন চ অনর্থহেতুত্বক্রতূপকারকত্বয়োঃ কশ্চিদস্তি বিরোধঃ. হিংসা হি পুরুষস্য দোষমাবক্ষ্যতি, ক্রতোশ্চোপকরিষ্যতি। জ্যোতিষ্টোমাদিবাক্যস্য অবিশুদ্ধিঃ পশুবীজাদিবধনিমিত্তা যথাহ স্ম ভগবান্ পঞ্চশিখাচার্য্যঃ স্বল্পসঙ্করঃ, সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ। যথাহি পুণ্যসম্ভারোপনীতস্বর্গবাসমহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপনীতাং দুঃখবহ্নিকণিকাং।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

যাত্রা প্রভৃতি কোন কার্য্য করিতে নাই। বৈধৃতি ও ব্যতিপাত যোগের সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হয়।

"পরিঘস্য ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃপরং।
ত্যজাদৌ পঞ্চ বিষ্কুম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ।
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নবহর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতিব্যতিপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

অমৃতযোগ হইতে বৈধৃতি ও ব্যতিপাত যোগের দোষ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বচনান্তরে আবার লিখিত আছে যে "অমৃতযোগে সকল দোষ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বৃষ্টি, বৈধৃতি ও ব্যতিপাত যোগের দোষ নষ্ট হয় না।"

"যদি বৃষ্টিব্যতিপাতৌ দিনং বাপ্যশুভং ভবেৎ।
হস্তেঽমৃতযোগেন ভাস্করেণ ক্রমো যথা॥
হন্ত্যমৃতাখ্যো যোগঃ সর্ব্বাশুভানি হেলয়া নিয়তম্।
ন ভবতি পুনরিহ শক্তো বৈধৃতিবৃষ্টিব্যতিপাতে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কোষ্ঠীপ্রদীপে লিখিত আছে যে এই যোগে জন্ম হইলে জাতক মিত্রতাবিহীন, কুটিল, খল, মূর্খ, দরিদ্র, পরবঞ্চক, কুকর্ম্মকারী ও পরদাররত হয়।

"মৈত্রীবিহীনঃ কুটিলঃ খলশ্চ মূর্খো দরিদ্রঃ পরবঞ্চকশ্চ।
কুকর্ম্মকর্ত্তা পরদাররক্তো ভবেন্নরো বৈধৃতিলব্ধজন্মা॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

২ দেবতা বিশেষ, এই দেবতা বিধৃতির পুত্র।

"দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতেস্তনয়া নৃপ।
নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতা স্বেন তেজসা॥"
(ভাগবত ৮।১।২৯)

স্ত্রিয়াং টাপ্। আর্য্যকের কন্যা ও ধর্ম্মসেতুর মাতা।
(ভাগবত ৮।১৩।২৭)

বৈধৃতবাশিষ্ঠ (পুং) বৈধৃতং বাসিষ্ঠং। সামভেদ।

বৈধৃত্য (স্ত্রী) বৈধৃত শব্দার্থ।

বৈধেয় (ত্রি) বিধিং পদ্ধতিমেবানুসৃত্য ব্যবহরতি বিধি ঢক্, যদ্বা বিধেয়ে কর্ত্তব্যে অনভিজ্ঞঃ, বিধেয়-অণ্, যদ্বা বিরুদ্ধং ধেয়মস্য ততঃ স্বার্থে অণ্, পদ্ধতিমাশ্রিত্য ক্রিয়াকারিত্বাৎ যুক্তাযুক্তবিবেকশূন্যত্বাচ্চ তথাত্বমস্য। ১ মূর্খ। ২ বিধিসম্বন্ধী। ৩ বিধেয়সম্বন্ধী।

বৈধ্যস্ত (পুং) বনপ্রতীহার। (হেম)

বৈন (পুং) বেনের অপত্য, পৃথু। (ঋক্ ১।১১২।১৫ সায়ণ)

বৈনংশিন (ত্রি) বিনাশশীল পদার্থভব। "মৃত্যবে বৈনংশিনায় স্বাহা" (শুক্লযজুঃ ৩।২০) 'বৈনংশিনায় বিনশ্যন্তীতি বিনংশিনঃ বিনাশশীলাঃ পদার্থাঃ (পা ৭।১।৬০) ইতি ছান্দসত্বান্নুমাগমঃ, বিনংশিষু ভবঃ বৈনংশিনস্তস্মৈ' (মহীধর)

বৈনতক (স্ত্রী) যজ্ঞে ব্যবহৃত ঘৃতপাত্রবিশেষ।

বৈনতীয় (ত্রি) ১ বিনত সম্বন্ধীয়। ২ বিনতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত বা বিনতাজাত। (পা ৪।২।৮০)

বৈনতেয় (পুং) বিনতায়া অপত্যমিতি বিনতা (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ১ গরুড় (অমর) ২ অরুণ। (মৎস্যপুং) ৩ বিনতার অপত্য মাত্র।

বৈনতেয়ী (স্ত্রী) বৈদিক শাখা বিশেষ।

বৈনত্য (স্ত্রী) বিনীত স্বভাব। নম্রপ্রকৃতি। (ভারত সভাপর্ব্ব)

বৈনদ (ত্রি) নদীভেদ।

বৈনভৃত (পুং) ১ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। ২ বৈদিক শাখা বিশেষ।

বৈনয়িক (পুং) বিনয় এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্। ১ বিনয়। ২ শস্ত্রাভ্যাসরত। পর্য্যায় যোগারথ। (হেম) (ত্রি) ৩ বিনয়সম্বন্ধী।

"সর্ব্বং বৈনয়িকং কৃত্বা বিনয়জ্ঞো বৃহস্পতিম্।
দক্ষিণানন্তরো ভূত্বা প্রণম্য বিধিপূর্ব্বকম্॥" (ভারত ১২।৬৮।৪)

৪ যুদ্ধ ব্যবহৃত রথ বিশেষ। ৫ ধর্ম্মাধিকরণ সম্বন্ধীয়।

বৈনায়ক (পুং) ১ বিনায়ক সম্বন্ধীয়। গণেশ হইতে জাত। ২ কুষ্মাণ্ড ভেদ। (ভাগবত ৬।৮।২৫)

বৈনাযিক (পুং) ১ বৌদ্ধ। বৈনাশিকের অপপাঠ। ২ বিনায়ক ভব।

'তথাগতো ক্ষপণকাস্তু বৌদ্ধো বৈনায়িকঃ স্মৃতঃ।' (ত্রিকা)

বৈনাশিক (স্ত্রী) বিনাশ সূচয়তীতি বিনাশ-ঠক্। ১ নাড়ীনক্ষত্র বিশেষ, এই নক্ষত্র, জন্মনক্ষত্র হইতে ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র। যে নক্ষত্রে জন্ম হয়, সেই নক্ষত্র হইতে ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রকে বৈনাশিক কহে। এই নক্ষত্র যে কোন নক্ষত্র হইতে পারে, কারণ ইহা জাতকের জন্মনক্ষত্র হইতে স্থির করিতে হয়। জাতকের যে কোন জন্ম নক্ষত্র হউক, তাহা হইতে ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র হইলেই তাহা বৈনাশিক নক্ষত্র হইবে। জন্মকালীন এই নক্ষত্রে যে গ্রহ থাকেন, তিনি অশুভফলপ্রদ হন। ইহাতে গ্রহ থাকিলে তাহার ফল বিনাশ। গোচরেও এই নক্ষত্রে গ্রহগণ উপস্থিত হইলে তাহার ফল অশুভ হইয়া থাকে। যথা—

"জন্মর্ক্ষে দেহার্থহানিঃ স্যাজ্জন্মর্ক্ষ উপতাপিতে।
কর্ম্মর্ক্ষে কর্ম্মণাং হানিঃ পীড়া মনসি মানসে॥
মূর্ত্তিদ্রবিণবন্ধূনাং হানিঃ সাংঘাতিকে তথা।
সমুদ্রে সামুদায়িকে মিত্রভৃত্যার্থসংক্ষয়ঃ।
বৈনাশিকে বিনাশঃ স্যাদ্ দেহদ্রবিণসম্পদাম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২ নিধনতারা, এই তারা জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনায় ৭ম ১০ম ও ১৯শ নক্ষত্র; ইহারা নানারূপ অনিষ্টপ্রদ। এই তারায় যাত্রাদি করিলে নানাবিধ রোগ, ক্লেশ ও বিত্তক্ষয় হয়।

"বৈনাশিককর্ষে দুঃং গ্রহণং সুধাংশুভাস্করয়োঃ।
অনর্হতি রোগং বহুধা ক্লেশং বিত্তক্ষয়কারী।" (তিথিতত্ত্ব)
(পুং) বিনাশো মতস্তস্য বিনাশ ঠক সর্ব্বং দুঃখং ক্ষণিকমিতি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিত্বাদস্য তথাত্বং। ১ ক্ষণিকবাদী, বৌদ্ধ। ৪ পরতন্ত্র। ৫ উর্ণনাভ। (ত্রি) ৬ বিনাশ সম্বন্ধীয়।

বৈনীতক (পুং ক্লী) বিনয়েন নীতং তেন কায়তি কৈ-ক, স্বার্থে অণ্, যত্র আরূঢ়া বাহ্যা এবং সাক্ষাৎ ন বহতি পরম্পরয়ৈব বহতি তদ্বৈনীতকং, যথা দোলাং বহন দোলাবাহকঃ বিনীয়তে স্মেতি কাৎ বিকারসংদেতি কে বিনীতকঃ তেনৈব স্বার্থে কে বৃদ্ধৌ বৈনীতকং। (অমর) পরম্পরাবাহন, পরম্পরা দ্বারা বাহন, শিবিকাদি।

বৈনেয় (পুং) বৈদিকশাখা ভেদ।

বৈন্দব (পুং) বিন্দুর অপত্য।

বৈন্দবী (পুং) দুর্গপ্রিয় জাতি বিশেষ। বহুবচনে প্রয়োগ হয়।

বৈন্দবীয় (পুং) বৈন্দবীজাতির রাজা।

বৈন্ধ্য (ত্রি) ১ বিন্ধ্যপ্রান্তভব। ২ বিন্ধ্যপর্ব্বত সম্বন্ধীয়।

বৈন্য (পুং) বেনস্যাপত্যং পুমান বেন (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫২) ইতি ণ্য। ১ বেনপুত্র, পৃথুরাজ।
"পৃথ্বী যথা বৈন্যঃ সাদনেষেব" (ঋক্ ৮।৯।১০)
'বৈন্যো বেনস্য পুত্রঃ' (সায়ণ)
২ ঋক্ ১০।১৪৮ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা পৃথু বা পৃথীর পূর্ব্বপুরুষ। ৩ পৃথুরাজের পূর্ব্বপুরুষ।

বৈন্যদত্ত (পুং) বেণুদত্তের পুত্র।

বৈন্যস্বামিন্ (পুং) পবিত্র দেবস্থানভেদ। (রাজতর° ৯।৯৭)

বৈপঞ্চিক (পুং) গণক।

বৈপথক (ত্রি) বিপথ সম্বন্ধীয়।

বৈপরীত্য (ক্লী) বিপরীতস্য ভাব ষ্যঞ্। বিপরীতের ভাব, বিপর্য্যয়, পর্য্যায় বা হ্রাস, বিপর্য্যাস, ব্যত্যয়। (হেম)

বৈপরীত্যলজ্জালু (পুং) লঘুলজ্জালুকা। গুণ কটু, উষ্ণ ও কফনাশক।
'লজ্জালু বৈপরীত্যাখ্যা স্বল্পক্ষুপবৃহৎফলা।
বৈপরীত্যা চ লজ্জালু র্হ্যভিধানে প্রয়োজয়েৎ।' (রাজনি°)

বৈপশ্চিত (পুং) বিপশ্চিৎ নামক ঋষির বংশধর। তাক্ষ্য ঋষি। (আশ্ব° শ্রৌ ১০।৭।২)

বৈপশ্যত (পুং) ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ১৩।৪।৩।১৩)

বৈপাত্য (ক্লী) বিপাতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি বিপাত-ষ্যঞ্। বিপাতের ভাব বা কর্ম্ম।

বৈপাদিক (ত্রি) ১ বিপাদিকা রোগসম্বন্ধীয়। ২ বিপাদিকা রোগ আছে যাহে। (পা ৫।২।১০৩ বার্ত্তিক)

বৈপাদিকা (স্ত্রী) বিপাদিকা রোগ।

বৈপাশ (পুং) বিপাট্ বা বিপাশা নদীসম্ভব।

বৈপাশায়ন (পুং) বিপাশস্য গোত্রাপত্যং বিপাশ (গোত্রে কুঞ্জাদিভ্যশ্চফঞ্। পা ৪।১।৯৮) ইতি ফঞ্। বিপাশের গোত্রাপত্য।

বৈপাশায়ন্য (পুং) বিপাশের গোত্রাপত্য। [বিপাশায়ন দেখ]

বৈপাশিক (ত্রি) ১ বিপাশা হইতে নির্বৃত্ত বা উৎপন্ন। ২ কুতবন্ধন।

বৈপিত্র (পুং) বিপিতুরপত্যং বিপিতৃ-অণ্। ভিন্ন পিতার পুত্র বা কন্যা।
"পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া।
শান্তনু তোমার মায় পুন কৈল বিয়া॥
বৈপিত্র ভাই তার হইল তোমার।
একটী বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর॥" (মহাভারত)

বৈপুল্য (ক্লী) বিপুলস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। বিপুলতা, আধিক্য, বৃদ্ধি।

বৈপ্রকর্ষিক (ত্রি) নিত্যং বিপ্রকর্ষমর্হতি (ছেদাদিভ্যো-নিত্যং। পা ৫।১।৬৪) ইতি বিপ্রকর্ষ-ঠঞ্। নিত্য বিপ্রকর্ষের যোগ্য।

বৈপ্রচিতি (ত্রি) বিপ্রচিত ইঞ্। বিপ্রচিত ভব। (পা ৪।২।৮০)

বৈপ্রচিত্ত (পুং) বিপ্রচিত্ত নামক দানবের অপত্য।
(মার্কপু° ৯১।৩৮)

বৈপ্রযোগিক (ত্রি) বিপ্রযোগং নিত্যমর্হতি বিপ্রযোগ (পা ৫।১।৬৪) ইতি ঠঞ্। নিত্য বিপ্রযোগার্হ।

বৈপ্রশ্নিক (ত্রি) নিত্যং বিপ্রশ্নমর্হতি বিপ্রশ্ন-ঠঞ্। নিত্য বিপ্রশ্নার্হ।

বৈফল্য (ক্লী) বিফলস্য ভাবঃ বিফল-ষ্যঞ্। বিফলতা, ফলশূন্যতা, ফলহীনতা।

বৈবাধ (পুং) ১ বন্ধনযোগ্য শৃঙ্খলভেদ। ২ খদিরবৃক্ষজাত অশ্বত্থ। "বৈবাধ বিবিধং বাধতে কণ্টকৈরিতি বিবাধঃ খদিরঃ। তত্রোৎপন্নো বৈবাধঃ। তত্র জাতঃ ইত্যণ্।" (অথর্ব্ব ৩।৬।২)

বৈবুধ (ত্রি) বিবুধ-অণ্। ১ বিবুধ সম্বন্ধীয়। ২ বিবুধের ভাব বা কর্ম্ম।

বৈবোধিক (পুং) প্রহরী। যাহারা রাত্রিতে ঘণ্টা বাজাইয়া সময় বিজ্ঞাপন এবং তদ্দ্বারা নিদ্রিতদিগকে জাগাইয়া থাকে।

বৈভগ্নক (ত্রি) বিভগ্নভব। (পা ৪।২।৮০)

বৈভণ্ডি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) বিভাণ্ডি, বৈভাণ্ডি, বিভাণ্ডিক, বৈভাণ্ডিক ইত্যাদি নামও হয়।

বৈভব (ক্লী) বিভো ভাবঃ বিভু-অণ্। ১ বিভব, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। ২ অতিশয়। ৩ বিভুতা, সামর্থ্য। ৪ মহিমা।

613-XIX

বৈভবিক (ত্রি) বৈভব সম্বন্ধীয়। সমর্থ। (মার্কণ্ডপু° ২৩।৪৪)

বৈভাজন (ত্রি) বিভাগ সম্বন্ধীয়। (আপস্তম্ব ১।২২।৭)

বৈভাজিত্র (ক্লী) বিভাজয়িতু র্ধর্ম্মাং বিভাজয়িতৃ (অতোহঞঃ। পা ৪।৪।৪৯) ইতি অঞ্, বিভাজয়িতুর্ণিলোপশ্চাঞ্চেতি কাশি-কোক্ত্যা ণিলোপঃ। বিভাগকারীর ধর্মযুক্ত। (সিদ্ধান্তকৌ°)

বৈভাজ্যবাদিন্ (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

বৈভাণ্ডকি (পুং) বিভাণ্ডকের গোত্রাপত্য। (রামায়ণ ১।৯।৩১)

বৈভার (পুং) পর্ব্বতভেদ, বৈহারপর্ব্বত। [রাজগৃহ দেখ।]

বৈভাষিক (ত্রি) ১ বৈকল্পিক, বিভাষাসম্বন্ধীয়, বিকল্প সম্বন্ধীয়। ২ বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভেদ। "বিভাষয়া দিব্যান্তি চরন্তি বা বৈভা-ষিকাঃ। বিভাষাং বা বদন্তি বৈভাষিকাঃ। (অভিধর্মকোষ) [বৌদ্ধ দেখ]

বৈভাষ্য (ক্লী) বিভাষা।

বৈভীতক (ত্রি) বিভীতক সম্বন্ধীয়। (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৭।৭)

বৈভীদক (ত্রি) বিভীতক সম্বন্ধীয়। (ষড়্বিংশ ব্রা° ৩।৮।৪৪)

বৈভূতিক (ত্রি) বিভূতি সম্বন্ধীয়।

বৈভূবস (পুং) বিভূবসুর অপত্য। ত্রিত। (ঋক্ ১০।৪৬।৩)

বৈভোজ, জাতিবিশেষ। মহাভারতে দ্রুহ্যুর সন্ততিগণ বৈভোজ নামে কথিত হইয়াছেন। এই জাতি রথ, যান বা ভারবাহী পশ্বাদির ব্যবহার জানিত না। ইহাদের রাজা নাই। ইহারা ভেলায় চড়িয়া নানা স্থানে গমন করিত।

বৈভ্রাজ (ক্লী) ১ দেবোদ্যান। ২ মেরুর পশ্চিমে সুপার্শ্ব পর্ব্বতোপরি অবস্থিত একটী অরণ্য।

"পূর্ব্বং চৈত্ররথং জ্ঞেয়ং দক্ষিণে নন্দনং বনম্।

বৈভ্রাজং পশ্চিমে শৈলে সাবিত্রকোত্তরাচলে ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫২।২) ২ বিভ্রাজরাজের তপস্যাস্থান। (হরি-বংশ ২৩।১৩) (পুং) ৩ পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৬।১৩) ৪ লোকবিশেষ। (হরিবংশ ১৮।৫৬)

বৈভ্রাজক (ক্লী) বৈভ্রাজ স্বার্থে কন্। বৈভ্রাজ শব্দার্থ।

বৈভ্রাজলোক (পুং) স্বর্গস্থলোকভেদ। এখানে বর্হিষদগণ বাস করেন।

বৈম (ত্রি) বেমন্-অঞ্। ১ মাকু বা তাঁত সম্বন্ধীয়।

বৈমতায়ন[ক] (ত্রি) বিমত ঋষির গোত্রাপত্য।

বৈমতায়ন[ক] (ত্রি) বৈমতায়ন।

বৈমত্য (পুং) বিমতে র্গোত্রাপত্যং বৈমতি (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি ণ্য। বিমতির গোত্রাপত্য। বিমতে র্ভাবঃ বিমতি (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ষ্যঞ্। ২ বিমতির ভাব।

বৈমদ (ত্রি) বিমদর্ষিদৃষ্ট (সূক্ত)।

বৈমন (ত্রি) বেমসম্বন্ধীয়।

বৈমনস্য (ক্লী) বিমনসো ভাবঃ বিমনস্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ষ্যঞ্। বিমনার ভাব, অন্যমনস্ক। (ভাগ-বত ১০।৪৪।৫০)

বৈমন্য (ত্রি) বেমনি সাধুঃ (যে চাভাবকর্ম্মণোঃ। পা ৬।৪।১৬৮) ইতি বেমন্-য। বেম বিষয়ে সাধু।

বৈমল্য (ক্লী) বিমলস্য ভাবঃ বিমল-ষ্যঞ্। বিমলতা, মলশূন্যতা।

বৈমাত্র (পুং) বিমাতুরপত্যমিতি বিমাতৃ-অণ্। বিমাতার অপত্য, বৈমাত্রেয়। (জটাধর)

বৈমাত্রা (স্ত্রী) বিমাতুরপত্যং স্ত্রী, বৈমাত্র-টাপ্। বিমাতৃকন্যা।

বৈমাত্রেয় (পুং) বিমাতুরপত্যং বিমাতৃ ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩)। বিমাতৃপুত্র, পর্য্যায় বিমাতৃজ, বৈমাত্র। (জটাধর)

বৈমাত্রেয়ী (স্ত্রী) বৈমাত্রেয়-ঙীপ্। বিমাতৃকন্যা।

বৈমানিক (ত্রি) বিমানচারী, অন্তরীক্ষচর।

"তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।

নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥" (মনু ১২।৪৮)

'বৈমানিকাঃ বিমানানি যানবিশেষাঃ পুষ্করাদয়ঃ তৈশ্চরন্তি বৈমানিকাঃ অন্তরীক্ষচরাঃ কেচিদ্দেবযোনয়ঃ'। (মেধাতিথি) ২ উড্ডয়নে সমর্থ। ৩ আকাশবিহারী। (পুং) ৪ দেবযোনি-বিশেষ।

বৈমিত্রা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর ৭ম মাতৃভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

বৈমুক্ত (ক্লী) বিমুক্তস্য ভাবঃ বিমুক্ত-অণ্। বিমুক্তের ভাব। (ত্রি) ২ বিমুক্তিবিশিষ্ট।

বৈমুখ্য (ক্লী) বিমুখস্য ভাবঃ বিমুখ-ষ্যঞ্। বিমুখতা, পরাঙ্-মুখতা। ২ অপ্রসন্নতা। ৩ নিরনুকূলতা। ৪ পলায়ন, হটিয়া আসা।

বৈমূল্য (ক্লী) বিসদৃশ মূল্য। অন্যায় মূল্য। বিভিন্ন মূল্য: (মনু ৯।২৮৭)

বৈমূল্যতস্ (অব্য) বিভিন্নমূল্যে, অন্যায় দরে।

বৈমৃধ (ত্রি) যুদ্ধকারী (ইন্দ্র)। (শতপথব্রা° ৮।৫।২।৫)

বৈমৃধ্য (ত্রি) রণকুশল। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১০।১৩)

বৈমেয় (পুং) বিনিময়। (হেম)

বৈম্য (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

বৈম্বকি (পুং) বিম্বের অপত্য।

বৈমত্য (ত্রি) ১ বিরক্তি, মানসিক চাঞ্চল্য। ২ বৈমত্যজনক। (মনু ৯।২২৭)

বৈয়ধিকরণ্য (ক্লী) ব্যধিকরণস্য বা সমানাধিকরণের বিপরীত ভাব। [ব্যাপ্তি ও ব্যধিকরণ দেখ।]

বৈয়মক (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

বৈয়র্থ্য (স্ত্রী) অর্থশূন্যতা, বৃথাত্ব। ফলবিরহিতত্ব।

(মনু ২।১৩৮ কুল্লুক)

বৈয়ল্কশ (ত্রি) বিবিধ শাখাবিশিষ্ট। (বোপদেব ৭।৪)

বৈয়শন (ত্রি) মাসসংজ্ঞা ভেদ।

বৈয়শ্ব (পুং) ১ অশ্ববিরহিত। ২ বৈদিক ঋষি বিশ্বমনসের পিতা।

বৈয়শ্বি (পুং) বৈয়শ্ব বা ব্যশ্বের গোত্রাপত্য।

বৈয়সন (স্ত্রী) ব্যসনে ভবং অণ্, (ন য্বাভ্যাং পদান্তাভ্যাং পূর্ব্বৌ তু তাভ্যামৈচ। পা ৭।৩।৩) ইতি বস্য ঐচ। ব্যসনভব, ব্যসনোৎপন্ন যাহা ব্যসনে হয়।

বৈয়াকরণ (পুং) ব্যাকরণং বেত্তি অধীতে বা ব্যাকরণ অণ্ গম্নাদিভ্যঃ (পা ৪।৩।৭৩) ইতি অণ্ (ন য্বাভ্যাং পদান্তাভ্যামিতি। পা ৭।৩।৩) ইতি যকারাৎ পূর্ব্বং ঐচ্। ১ ব্যাকরণবেত্তা, যিনি ব্যাকরণশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে বৈয়াকরণ কহে। ২ ব্যাকরণাধ্যেতা। ৩ ব্যাকরণ সম্বন্ধী।

"সর্ব্বার্থা... করণাদ্বৈয়াকরণ উচ্যতে।

তন্মূলতো ব্যাকরণং ব্যাকরোতীতি তত্তথা॥"

(ভারত ৫।৪৩।৬১)

বৈয়াকরণপাশ (পুং) কুৎসিত অর্থাৎ অজ্ঞ বৈয়াকরণ।

বৈয়াকরণভার্য্য (পুং) বৈয়াকরণী ভার্য্যা যস্য। যাহার পত্নী ব্যাকরণশাস্ত্রে অভিজ্ঞা বা তদধ্যয়নকারিণী। (মুগ্ধবোধ)

বৈয়াকৃত (ত্রি) ব্যাকৃত স্বার্থে অণ্ যস্য ঐচ্। ব্যাকৃত।

বৈয়াখ্য (ত্রি) ব্যাখ্যা।

বৈয়াঘ্র (ত্রি) ব্যাঘ্রস্য বিকারঃ (প্রাণিরজতাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।১৫৪) ইতি অঞ্। ততঃ বৈয়াঘ্রেণ চর্ম্মণা পরিবৃতো রথঃ (দ্বৈপবৈয়াঘ্রাদঞ্। পা ৪।২।১২) ইতি অঞ্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত রথ। পর্য্যায় দ্বৈপ। (অমর)

"অয়ং সহস্রসামন্তো বৈয়াঘ্রঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।

সুচক্রোপস্করঃ শ্রীমান্ কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতঃ॥" (ভারত ২।৫৮।৪)

(ত্রি) ২ ব্যাঘ্রসম্বন্ধী।

বৈয়াঘ্রপদী (স্ত্রী) ব্যাঘ্রপদ ঋষির অপত্যাপত্নী।

বৈয়াঘ্রপদীপুত্র (ত্রি) ব্যাঘ্রপদ্ মুনির দৌহিত্র। ইনি একজন বৈদিক আচার্য্য ছিলেন। (বৃহদারণ্যক উপ° ৬।৫।১)

বৈয়াঘ্রপদ্য (পুং) ব্যাঘ্রপদোঽপত্যমিতি ব্যাঘ্রপদ-যঞ্, যদ্বা ব্যাঘ্রস্যেব পাদাবস্য ইতি বহুব্রীহৌ (পাদস্য লোপঃ ইতি। পা ৫।৪।১৩৮) ইতি অকারলোপে গর্গাদিত্বাৎ যঞ্, "পাদঃ পৎ" (পা ৬।৪।১৩০) ইতি পদাদেশঃ ততো যকারাৎ পূর্ব্বমৈচ্। (পা ৭।৩।৩) গোত্রকারক মুনিবিশেষ। মহার্ষি তাঁর এই গোত্রীয় ছিলেন।

"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥" (তিথিতত্ত্ব)

বৈয়াঘ্রপরিচ্ছদ (ত্রি) দ্বীপিচর্ম্মাচ্ছাদিত।

বৈয়াঘ্রপাদ (পুং) ১ বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রকারক মুনি। ২ বৈয়াকরণ বৈয়াঘ্রপাদ বিরচিত।

বৈয়াঘ্র্য (ত্রি) ১ ব্যাঘ্রের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ আসন বিশেষ।

বৈয়াত (ত্রি) বিয়াত স্বার্থে অণ্, আত্মচোহৃদিঃ। (পা ৫।৪।৩৬) বিয়াত শব্দার্থ।

বৈয়াত্য (স্ত্রী) বিয়াতস্য ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি বিয়াত-ষ্যঞ্। ১ বিয়াতের ভাব। ধৃষ্টতা। অবিনীত ভাব। ২ প্রাগল্ভ্য। ৩ নির্লজ্জতা। ৪ ঔদ্ধত্য।

বৈয়াদগি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে।

বৈয়াবৃত্তি (স্ত্রী) ব্যাবৃত্তি, ব্যাখ্যা। "ধর্ম্মবৈয়াবৃত্ত্যং করোতি।"

বৈয়াবৃত্ত্যকর (পুং বৌদ্ধমতে, মঠস্থধর্ম্মোপদেশক কর্ম্মচারিভেদ।

বৈয়াস (ত্রি) ব্যাস সম্বন্ধীয়। (শিশুপালবধ ২০।৮২)

বৈয়াসকি (পুং) ব্যাসস্যাপত্যং (ব্যাসবরুড়নিষাদেতি পা ৪।১।৯৭) ইত্যস্য কাশিকোক্ত্যা ইঞ্, অকণাদেশ্চ, যকারাৎ পূর্ব্বমৈচ্। ব্যাসের অপত্য। (ভাগবত ১০।১।১৪)

বৈয়াসি (পুং) ব্যাসের অপত্য। (ভাগবত ৩।২২।০৭)

বৈয়াসিক (ত্রি) ব্যাসেন কৃতঃ ব্যাস ঠঞ্ তত ঐচ্। ব্যাসকৃত সংহিতা, ব্যাসদেব যে সকল গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন।

বৈয়াস্ক (স্ত্রী) বৈদিক মাত্রাচ্ছন্দঃ বিশেষ। (ঋক্প্রাতি° ১৭।২৫)

বৈয়ুষ্ট (ত্রি) ব্যুষ্টে দীয়তে কার্য্যং (ব্যুষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।৯৭) ইতি অণ্ তত ঐচ্। প্রাতর্ভব, যাহা প্রাতঃকালে হয়।

বৈর (স্ত্রী) বীরস্য কর্ম্ম ভাবো বা বীর-অণ্। বিরোধ, দ্বেষ, শত্রুতা। মহাভারতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পাঁচটী কারণে বিরোধ উপস্থিত হয়, যথা, স্ত্রীকৃত—যেমন শিশুপাল ও কৃষ্ণের, বাস্তুজ—যেরূপ কুরুপাণ্ডবের, বাগ্জ—কথায় কথায় যেখানে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাকে বাগ্জ কহে, যেরূপ দ্রোণ ও দ্রুপদের, সাপত্ন—যেরূপ মূষিক ও মার্জ্জারের, অপরাধজ—যেরূপ পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের। (মহাভারত)

বৈরক (পুং) বৈর শব্দার্থ।

বৈরকর (ত্রি) করোতীতি কৃ বৈরস্য করঃ। বিরোধকারক।

বৈরকরণ (স্ত্রী) বৈরস্য করণং। বিরোধিতা করণ।

বৈরকার (ত্রি) বৈরং করোতি কৃ-অণ্। বৈরকর, শত্রুতাচারী, বিরোধকারী।

বৈরকারক (ত্রি) বৈরস্য কারকঃ। শত্রুতাকারক, বিরোধাচরণকারী।

বৈরকারিতা (স্ত্রী) বৈরকারিণো ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। বিরোধকারীর ভাব বা ধর্ম্ম, বিরোধ।

বৈরকি (পুং) বীরকের অপত্য। (পা ২।৪।৬১)

বৈরকৃৎ (ত্রি) বৈরং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্‌ তুক্‌ চ। শত্রুতাকারী, বিরোধকারী।

বৈরক্ত (স্ত্রী) বিরক্তস্য ভাবঃ বিরক্ত-অণ্‌। বিরক্ততা, বিরাগ।

বৈরঙ্কর (ত্রি) শত্রুতাকারী, যে শত্রুতাচরণ করে। (ভাগবত ৬।৫।৩৯)

বৈরঙ্গিক (ত্রি) বিরঙ্গং নিত্যমর্হতি (ছেদাদিভ্যো নিত্যং। পা ৫।১।৬৪) ইতি ঠঞ্‌। বিরাগার্হ। (হেম)

বৈরট (পুং) রাজভেদ। [বৈরাট দেখ।]

বৈরন্তী (স্ত্রী) বৌদ্ধরমণীভেদ।

বৈরণক (ত্রি) বীরণসম্বন্ধীয় বা তদ্ভব। (পা ৪।২।৮০)

বৈরণী (স্ত্রী) বীরণের কন্যা। (হরিবংশ)

বৈরণ্ডেয় (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

বৈরত (পুং) জাতি বিশেষ। "সিদ্ধকালকবৈরতাঃ।" (মার্ক° পু° ৫৮।৩২) সম্ভবতঃ বৈরাতর অপপাঠ।

বৈরতা (স্ত্রী) বৈরস্য ভাবঃ তল-টাপ্‌। বৈরের ভাব বা ধর্ম্ম। শত্রুতার ভাব।

বৈরত্য (ত্রি) বিরতের ভাব। বিরত সম্বন্ধীয় বা তৎকর্ত্তৃক নিবৃত্ত।

বৈরদেয় (স্ত্রী) ১ প্রতিহিংসাজনিত শত্রুতা বা পীড়ন। ২ অসুরভেদ। (কাঠক ২৩৮)

বৈরনির্যাতন (স্ত্রী) বৈরস্য নির্যাতনং। কৃতাপকারের প্রত্যপকার, শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া, পর্য্যায় বৈরশুদ্ধি, প্রতীকার। (অমর)

বৈরন্ত্য (পুং) রাজপুত্রভেদ। দেবী ইহাকে নূপুরের দ্বারা নিহত করিয়াছিলেন। (কাম° নীতি° ৭।৫৩)

বৈরপুরুষ (পুং) শত্রু। যে ব্যক্তি বৈরতা করে। (ভারত)

বৈরপ্রতিক্রিয়া (স্ত্রী) বৈরস্য প্রতিক্রিয়া। বৈরনির্যাতন।

বৈরভাব (পুং) শত্রুভাব, শত্রুতা।

বৈরমণ (ত্রি) বিরাম সম্বন্ধীয়। সমাপ্তি।

বৈরযাতন (স্ত্রী) বৈরস্য যাতনং। বৈরনির্যাতন।

বৈরল্য (স্ত্রী) বিরলস্য ভাবঃ ষ্যঞ্‌। বিরলের ভাব, বিরলতা, নির্জ্জনতা।

বৈরবৎ (ত্রি) বৈর অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য ব। বৈরবিশিষ্ট, শত্রুতাযুক্ত।

বৈরবিশুদ্ধি (স্ত্রী) বৈরস্য বিশুদ্ধিঃ। বৈরনির্যাতন।

বৈরশুদ্ধি (স্ত্রী) বৈরস্য শুদ্ধিঃ। বৈরনির্যাতন। (অমর)

বৈরস (স্ত্রী) বিরসস্য ভাবঃ বিরস অণ্‌। বৈরস্য, বিরসতা।

বৈরস্য (স্ত্রী) বিরস-ষ্যঞ্‌। ১ বিরসতা, রসশূন্যতা। ২ অনিচ্ছা।

বৈরহত্য (স্ত্রী) বীরহত্যা বা শত্রুহত্যা।

বৈরাগ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুর জেলার একটী নগর। শোলাপুর হইতে বার্সি যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮°৩´৫২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ ৪৫´´ পূঃ। ইহা একটী বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে প্রতি সপ্তাহে বুধবারে হাট বসে।

বৈরাগিক (ত্রি) বিরাগং নিত্যমর্হতি বিরাগ ঠঞ্‌। বিরাগার্হ। (সিদ্ধান্তকৌ°) [বৈরঙ্গিক দেখ।]

বৈরাগিন্‌ (ত্রি) বিরাগস্য ভাবঃ বৈরাগং, তদস্যাস্তীতি ইনি। বিষয়েচ্ছারহিত, বৈরাগ্যযুক্ত, বিবেকী, সংসারবাসনাশূন্য।

বৈরাগী, উদাসীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভেদ। ইহারা বিষয় কামনা তুচ্ছ করিয়া সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সকলেই রামানুজ বা রামানন্দী মতানুসরণ করিয়া থাকে। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও বৈরাগী দৃষ্ট হয়। ইহারা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রকে আপনাদের উপাস্য দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে এবং উদাসীন সন্ন্যাসীর মত পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। "ওঁ রামায় নমঃ" ইহাদের মূলমন্ত্র। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে বটে, কিন্তু শ্রীরাধাকে তাঁহার শক্তি বলিয়া উপাসনা করে না। রাধাকে ইহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুগতা ভামিনী বলিয়া জ্ঞান করে। রুক্মিণী দেবীই ইহাদের মতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপিণী। যাহারা অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের উপাসক, তাহারা সীতাদেবীকে লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলিয়া পূজা করে।

পশ্চিমাঞ্চলবাসী বৈরাগীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ রামানুজ বা শ্রীবৈষ্ণব, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক মতানুসারী বৈষ্ণবই দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী দলের সংখ্যাই অধিক। ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। পঞ্জাব প্রদেশে রামানন্দী ও নিমানন্দী সম্প্রদায়ী বৈরাগী আছে। রামানন্দীরা রামের এবং নিমানন্দীরা কৃষ্ণের উপাসনা করে। শ্রীরামনবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের এবং ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে ইহারা উপবাস ও পারণাদি করে। স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কেহ পরলোকগত হইলে ইহারা মহাধূমধামে ভোজ দেয়।

রামানন্দীরা ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে রামায়ণ পাঠ করে এবং অযোধ্যা ও রামনাথকে পবিত্র তীর্থ বলিয়া ধর্ম্ম অর্জ্জনের নিমিত্ত তত্তদ্দেশে গমন করিয়া থাকে। নিমানন্দীরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করে এবং মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকাদিতে দেবদর্শনোদ্দেশে গমন করিয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের তিলকাদি ধারণের ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈরাগীদিগের মধ্যে তেঙ্গলই ও বড়্গলই নামে দুইটী শ্রেণীগত বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মমতের বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও তিলকধারণ-বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তেঙ্গলইগণ বলে, দেবতার স্ত্রীশক্তি সসীম জীব,তাহাদের ভাবে (পুরুষকার দ্বারা) আত্মা ঈশ্বর সকাশে নীত হয়। পক্ষান্তরে বড়্গলইগণ উক্ত শক্তিকে অসীম ও অনন্ত বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাঁহাদিগকেই একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া জানে। অন্যান্য বিষয়েও উভয় দলের মধ্যে কতক কতক প্রভেদ আছে, তাহা খৃষ্টানমতাবলম্বী কন্‌ভিনিষ্ট ও আস্মেনীয়দিগের অনুরূপ। বড়্গলইগণ মানবের ইচ্ছাকেই মুক্তির একমাত্র সহায় বলিয়া স্বীকার করে এবং বানরশিশু যেমন নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্য মাতাকে দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করে, সেই মত আত্মাও জগদীশ্বরকে আশ্রয় করিয়া মুক্তিপথের আকাঙ্ক্ষী হয়। পক্ষান্তরে তেঙ্গলইগণ বলে যে, আত্মা নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন, বিড়াল যেমন তাহার শিশুকে কামড়াইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায় আত্মাকে সেইরূপ ঈশ্বর দয়ার সহিত পরিচালিত না করিলে উহা কখনই নিরাশ্রয়তা অতিক্রম করিতে পারে না। এই কারণে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে "মর্কটকিশোরন্যায়" ও "মার্জ্জারকিশোরন্যায়" মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহাদের অধিকাংশই শূদ্রবর্ণ। ইহারা বিবাহাদি করে না। কিন্তু বাঙ্গালার চৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বৈরাগীগণের মধ্যে সেবাদাসী রাখিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ইহারা শবদেহ সমাধিস্থ করে।

নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য, মধ্বাচার্য্য রামানুজ ও রামানন্দ প্রভৃতি শব্দে এই সকল মতের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হওয়ায় এখানে আর তাহা বাহুল্যরূপে আলোচিত হইল না।

[তত্তৎ শব্দ দেখ।]

বৈরাগ্য (ক্লী) বিরাগস্য ভাবঃ বিরাগ ষ্যঞ্। বিষয়তৃষ্ণাদী, সংসারে ঔদাস্য, অনস্থরাগ। সংসার ত্যাগকারীর বিবেকোদয়ে মনে যে একটা বিষয়স্পৃহা দূরীকরণের ভাব আসিয়া পড়ে, তাহাই বৈরাগ্য।

বৈরাজ (ত্রি) ১ বিরাট্ সম্বন্ধীয়। ২ বিরাট পুরুষ। (ভাগবত ২।১।২৫) ৩ মনুভেদ। ৪ সপ্তবংশ কল্পভেদ। ৫ সামভেদ। ৬ বৈরাজসামযুক্ত। ৭ অজিতের পিতা। (ভাগ০ ৮।৫।৯)

বৈরাজক (ত্রি) ঊনবিংশকল্পভেদ।

বৈরাজ্য (ক্লী) বিবিধং রাজতে বিরাট্ তস্য ভাবো বৈরাজ্যং। অণিমাদিসিদ্ধিভাক্‌ত্বমিত্যর্থঃ। অনিমাদি সিদ্ধিজালব।

বৈরাট (ত্রি) বিরাট-অণ্। ১ বিরাট সম্বন্ধী। (পুং) ২ ইন্দ্রগোপকীট। ৩ বিরাট রাজপুত্র। ৪ বিরাটপর্ব্ব। ৫ বিষ্ণু।

"বৈরাটপৃষ্ঠমুক্তাণং সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্।
প্রয়াষ মরুতাং লোকান্ স রাজন্ প্রতিপদ্যতে॥"

(ভারত ১৩।১০৯।২১)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বৈরাটী, বিরাটকন্যা।

বৈরাট্, রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যের তোঁড়াবাটী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভীম গুফা পাহাড়ের পাদমূলে জয়পুর হইতে ৪১ মাইল উত্তরে এবং আলবার হইতে ২৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই নগর অতি প্রাচীন, পাণ্ডুপুত্রগণ বনবাস কালে এখানে অজ্ঞাতবাস সমাপন করিয়াছিলেন। ইহাই পাচান বিরাট্ জনপদ। এখানে বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের সময় উৎকীর্ণ দুই খানি অনুশাসন দৃষ্ট হয়। এখানে তাম্রের খনি আছে।

বৈরাটপুর, দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম হঙ্গল। এখানে কদম্বরাজগণ রাজত্ব করিতেন। শিলালিপিতে এই স্থান পন্থী-পুর, বৈরাটপুর, বিরাটকোট ও বিরাটনগর নামে অভিহিত হইয়াছে।

বৈরাজ (পুং) বিরাজপুত্র, মনু। বহুবচনে—স্বর্গীয় পিতৃভেদ। ইঁহারা তপোলোকে বাস করেন, কিন্তু সত্যলোকেও গমন করিতে পারেন এবং কখনই অগ্নিতে দগ্ধ হন না। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, বৈরাজগণ ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসাদি কঠোরাচার অবলম্বন করিয়া এই সম্মানিত লোক প্রাপ্ত হন।

বৈরাটক (ক্লী) দূষিত গুটী (Poisonous Tuberole)। (সুশ্রুত ২য় স্থান)

বৈরাটি (পুং) বিরাটের পুত্র। (ভারত বিরাটপর্ব্ব)

বৈরাট্যা (স্ত্রী) জৈনদিগের ষোড়শ বিদ্যা দেবীর অন্তর্গত দেবী বিশেষ। (হেম)

বৈরাণক (ত্রি) নীরানকনিবৃত্ত। (পা ৪।২।৮০) বৈরানকীয় পাঠও দৃষ্ট হয়।

বৈরাধ্যয়া (স্ত্রী) বিরাধন সম্বন্ধীয়। (পা ৫।১।১২৪)

বৈরান্তক (পুং) তর্জ্জুনবৃক্ষ। (রাজনি০)

বৈরানুবন্ধ (পুং) বৈরসম্বন্ধ, বৈরসম্বন্ধ। (ভাগবত ৭।১।২৫)

বৈরানুবন্ধিন্ (ত্রি) বৈরসংসর্গবিশিষ্ট। (কাম০ নীতি০ ১৩।৪৫)

বৈরাম (পুং) জাতি বিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব)

বৈরাম, কনষ্টান্টিনোপলবাসী তুর্কজাতির ধর্ম্মসংক্রান্ত একটী উৎসব। জিল্‌হিজ্জ মাসের ১০ই তারিখে উহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইস্লাম ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা ইদ্-ই-আজা ও ইদ্-উল্ কোর্‌বান্ নামে কথিত, কিন্তু তুর্কেরা ইহাকে সাধারণতঃ 'বৈয়ুক বৈরাম' বলিয়া থাকে।

বৈরাম খাঁ, মোগলরাজমন্ত্রী। ইনি তুর্কমান বংশে সমুৎপন্ন এবং খান্ খানান্ উপাধি লাভ করিয়া মোগলরাজদরবারে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার পিতৃপিতামহগণ তৈমুরের সময় হইতে মোগলরাজ সরকারে কর্ম্ম করিতেন, সেই সূত্রে ইনিও মোগল সরকারে কার্য্যভার প্রাপ্ত হন, এবং স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে রাজকার্য্যে সুখ্যাতির সহিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মোগল সম্রাট্ হুমায়ুন শাহ যখন পারস্য হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, বৈরাম তৎকালে তাঁহার সহচর হইয়া ভারতে আসেন।

হুমায়ুনপুত্র অকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি তাঁহার অভিভাবক রাজমন্ত্রিপ্রবর বৈরামকে খান্ খানন্ উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তৎকালে মোগল-সাম্রাজ্যের সামরিকবিভাগের ও দেওয়ানী রাজকার্য্যের পরিচালন-ভার বৈরামের উপর ন্যস্ত ছিল। বৈরাম এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। তিনি যুবক অকবরের উপর অনেক সময়ে অন্যায়পূর্ব্বক স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সূত্রে তাঁহার উপর অকবর শাহের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহ যখন আপনাকে রাজকার্য্য পরিচালনে উপযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি কৌশল পূর্ব্বক বৈরামখাঁকে রাজকার্য্য হইতে অবসর দান করিলেন। মন্ত্রিত্ব ও দরবারে প্রভাব নষ্ট হইল দেখিয়া বৈরাম প্রথমে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া উপায়ান্তরের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া সম্রাট্-পদে দয়া ভিক্ষা চাহিলেন। উদারমতি বাদসাহ অকবরশাহ তাঁহার সর্ব্বদোষ মার্জ্জনা করিলেন এবং তাঁহার ভরণপোষণ জন্য বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ইহার কিছু পরে, বৈরাম মক্কাযাত্রা-মানসে সম্রাটের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। গুজরাতে আসিয়া জাহাজে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময়ে মুবারক খাঁ লোহানী নামক জনৈক মুসলমান তাঁহাকে নিহত করেন। মুবারক তাহার পিতার মৃত্যু হইতে স্বীয় হৃদয়ে বৈরামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এতদিন পরে তিনি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্ হুমায়ুন শাহের রাজ্যকালে বৈরাম রণক্ষেত্রে মুবারকের পিতাকে স্বহস্তে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জানুয়ারী এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুজরাতের শেখ হিসামের সমাধিমন্দিরের সন্নিকটে তাঁহার শবদেহ সমাহিত হয়, পরে তাহা মসহদে আনিয়া পুনরায় গোর দেওয়া হয়।

বৈরামখাঁ একখানি দিবান্ রচনা করিয়া স্বীয় কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া যান।

বৈরাম বেগ, একজন মোগল-রাজকর্ম্মচারী। ইহার পুত্র মুনিম খাঁ সম্রাট্ হুমায়ুন শাহের নিকট হইতে জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

বৈরাম ঘাট, মধ্যভারতের বেরার প্রদেশের ইলিচপুর জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। ইলিচপুর নগর হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্বে কবিকা সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ২২´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৮´ ৩০´´ পূঃ। এই গ্রামে পর্ব্বতোপরি একটী দেবস্থান বিরাজিত। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে ঐ দেবস্থানে একটী মেলা হয় এবং প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু মুসলমান ঐ স্থানে সমবেত হইয়া থাকে। তীর্থযাত্রিগণের পর্ব্বতোপরি উঠিবার সুবিধার্থ পর্ব্বতগাত্রে সোপানশ্রেণী আছে, হিন্দুগণ একধার দিয়া ও মুসলমানেরা অন্য ধার দিয়া ঐ সোপানে আরোহণ করিয়া থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ঐ দেবতীর্থ পর্ব্বতের সম্মুখস্থ সমতল ভূমিতে মানসিক পশুবলি দিয়া থাকে। ঐ বার্ষিক উৎসবে প্রায় সহস্রাধিক পশু নিহত হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তৎকালে সেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত হইলেও, তদ্দেশে একটী মাছিও দৃষ্টিগোচর হয় না।

বৈর (পুং) বৈরিন্, শত্রু।

বৈরিঞ্চ (ত্রি) বিরিঞ্চ অণ্। বিরিঞ্চি সম্বন্ধীয়। ব্রহ্মা সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বৈরিঞ্চী। (ভা° ৩ ১১।১৭৫)

বৈরিঞ্চ্য (পুং) বিরিঞ্চ ষ্যঞ্। ব্রহ্মাপুত্র সনকাদি।

"নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্॥" (ভাগবত ১।১১।৬)
'বৈরিঞ্চ্যাঃ সনকাদয়ঃ' (স্বামী)

বৈরিণ (স্ত্রী) শত্রু।

বৈরিণি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

বৈরিতা [ত্ব] (স্ত্রী) বৈরিণো ভাবঃ তল্-টাপ্। শত্রুতা, বৈরত্ব।

বৈরিন্ (পুং) বৈরমস্যাস্তীতি বৈর ইনি। শত্রু। (ত্রি) বীরসম্বন্ধী, বীরবিশিষ্ট।

বৈরিবার (পুং) দশরথের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) ইলাবিল নামান্তর।

বৈরিস্, রাজপুতনার উদয়সাগর নামক হ্রদ হইতে উদ্ভূত একটী নদী, চিতোর রাজধানীর ১ মাইল দূরে প্রবাহিত। উদয়সাগর হইতে ৬ মাইল দূরে পেশোলা নামক বাঁধ। এই পেশোলা ৮০ ফিট উচ্চে থাকায় ইহার জল উদয়সাগরে আসিয়া পড়ে। ঝুহেলিয়া-কি-বাড়ী নামক গ্রামে ঐরূপ আর একটী বাঁধ আছে। ঐ বাঁধে আরাবল্লী পর্ব্বতের কএকটী স্রোতস্বিনীর জল নিপতিত

হইতেছে। এবং সেই জলরাশি তথা হইতে সঞ্চালিত হইয়া গোলা ও উপসাগরে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

বৈরিসিংহ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বৈরোবাল, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার একটী নগর। বিপাশা নদীর দক্ষিণকূলে অমৃতসর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার অপর পারে কপুরথলা রাজ্য। অক্ষা° ৩১° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫০ পূ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; এখানে শাল কাঠের অল্প বস্তুর বাণিজ্য আছে। পর্ব্বত হইতে কাঠ কাটিয়া বিপাশা বক্ষে এখানে আনীত হয়।

বৈরূপ (পুং) ১ বিরূপের অপত্য। ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ২বিরূপের গোত্রাপত্য অষ্টাদি দ্রু। (পঞ্চবিংশব্রা° ৮।১।২১ ৩ম মন্ত্রের।

বৈরূপাক্ষ (পুং) বিরূপাক্ষস্য গোত্রাপত্যং বিরূপাক্ষ-(শিবাদি ভ্যো অণ্। পা ৪।১।১১২ ইতি অণ্। বিরূপাক্ষের গোত্রাপত্য।

বৈরূপ্য (ক্লী) বিরূপস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ বিরূপতা, কদর্য্যতা। ২ অসাধারণত্ব। ৩ বহু ভেদ। ৪ বিকৃত, অন্যথাভাব।

বৈরূপ্যতা (স্ত্রী) বৈরূপ্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বৈরূপ্যের ভাব বা ধর্ম্ম বিরূপতা

বৈরেচনিক (ত্রি) বিরেচন সম্বন্ধীয়। (সুশ্রুত)

বৈরেচন (ত্রি) বিরেচনসম্বন্ধীয়। (সুশ্রুত)

বৈরেচনিক (ত্রি) বিরেচন সম্বন্ধীয়। (সুশ্রুত)

বৈরেণ (ত্রি) বীরসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

বৈরোচন (ত্রি) বিরোচনস্যাপত্যং বিরোচন অণ্। ১ বুদ্ধ। ২ বলিরাজ। ৩ অগ্নিপুত্র। ৪ সূর্য্যপুত্র। ৫ সিদ্ধগণ। (শব্দরত্না°)

বৈরোচন-নিকেতন (ক্লী) বৈরোচনস্য বলের্নিকেতনং। পাতাল। (ত্রিকাণ্ড)

বৈরোচনভদ্র (পুং) বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

বৈরোচনরশ্মিপ্রতিমণ্ডিত (পুং) বোধিসত্ত্ব ভেদ বুদ্ধ।

বৈরোচনি (পুং) বিরোচনস্য অপত্যং বিরোচন ইঞ্। ১ বুদ্ধ। ২ বলিরাজ। ৩ সূর্য্যপুত্র। (মেদিনী)

বৈরোচি (পুং) বাণদৈত্য, বলিপুত্র। (শব্দরত্না°)

বৈরোট্যা (স্ত্রী) জৈনদিগের ১৬শ বিদ্যাদেবী। (হেম)

বৈরোদ্ধার (পুং) বৈরস্যোদ্ধারঃ। কৃতাপকারের প্রত্যপকার, বৈরনির্য্যাতন।

"প্রতিকারঃ প্রতীকারো বৈরনির্য্যাতনং তথা
নির্য্যাতনং বৈরশুদ্ধি বৈরোদ্ধারো নির্গতকঃ॥" (শব্দরত্না°)

বৈরোধক (পুং) মুদ্রারাক্ষসবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

বৈরোহিত (পুং) বিরোহিতের গোত্রাপত্য। পাণিনি ৪।১।১১১। বৈরোহিত্যাগণ)

বৈরোহিত্য (পুং) বৈরোহিতের অপত্য। (পা° ৪।১।১০৫)

বৈল (ত্রি) বিলেশয়। যাহারা গর্ত্তে বাস করে, তাহাদের সম্বন্ধীয়।

বৈলক্ষণ্য (ক্লী) বিলক্ষণস্য ভাবঃ বিলক্ষণ ষ্যঞ্। বিলক্ষণত্ব, বিলক্ষণের ভাব, বিশেষ বিভিন্নতা, প্রভেদ। ২ পৃথক্‌ভাব। বিভিন্নতা। ৩ অন্যপ্রকার।

বৈলক্ষ্য (ক্লী) বিলক্ষ ভাবে ষ্যঞ্। ১ লজ্জা ২ বিস্ময়। ৩ স্বভাবের বৈলক্ষণ্য।

বৈলগাঁও, যুক্ত প্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। উণাও নগর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। একটী ধ্বস্ত দুর্গাবশেষ স্থানীয় সমৃদ্ধির পরিচায়ক। এখানে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। ঐ হাটে অহরহ, নানা কাষ্ঠ ও নির্ম্মিত দ্রব্য, কৃষিকর্ম্মের উপযোগী যন্ত্রাদি এবং বস্ত্র পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বেই আম্র ও মহুয়ার বন। ব্যবসায়িগণের চেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে উহা অতি যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

বৈলড়েল, যুক্ত প্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের রায় বরেলী জেলার একটী নগর। এখানে প্রায় ৫ হাজার লোকের বাস, সকলেই শৈব ধর্ম্মাবলম্বী। স্থানীয় মহাদেব মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বৈলস্থান (ক্লী) শ্মশান।

"যত্র হতা অনত্রা বৈলস্থানং"। (ঋক্ ১।১৩৩।১)

'বৈলস্থানং' 'বিলস্য গর্ত্তসমানার্থঃ সচ গর্ত্তঃ শ্মশানবাটী অথবা বিলসম্বন্ধিস্থানং নাগলোকঃ। যদ্বা বিল ক্ষেপে ইতি ধাতুঃ কং, যাধিকোহং, তত্র শবা ক্ষিপ্যন্তে ইতি বৈলস্থানং শ্মশানং' (সায়ণ)

বৈলহোঙ্গল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাঁও জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। একটী সুবৃহৎ প্রাথকার পুষ্করিণীর বিস্তীর্ণ পাথরের (বৈল) মধ্য দিয়ে অবস্থিত। সম্পর্গাঁও ও পরশগড় উপবিভাগদ্বয়ের সীমান্তদেশে অবস্থিত থাকায় এই স্থান একটী বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখানে প্রতি শুক্রবারে হাট বসে এবং তথায় স্থানোৎপন্ন কার্পাসবস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী কৃষক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণ ব্যতীত বেলগাঁও ও বেনগুরলা বাসী বণিকগণও ঐ সকল পণ্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন গড়গ (ধারবাড়), জালেড়গড় (বীজাপুর), হুবলী ধারওয়াড়, বেলগুর (কর্ণাটা), এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বন্দর হইতে নানারূপ রেশমী ও কার্পাসবস্ত্র, সুপারী গুড় প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে উত্তর দিকে বসবেশ্বরের প্রাচীন

মন্দির। মন্দিরের বাহ্যগঠন ও শিল্প কার্য্য দেখিলে মনে হয়, জৈনপ্রাধান্য কালে উহা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গায়ত মতের প্রাদুর্ভাব হইলে এই মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসে এখানে দেবোদ্দেশে একটী মেলা হইয়া থাকে। মন্দিরপার্শ্বে রট্টসর্দ্দারগণের (৮৭৫-১২৫০ খৃঃ, ১২শ শতাব্দে কণাড়ী ভাষায় উৎকীর্ণ দুইখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। মন্দিরের সম্মুখের দক্ষিণপার্শ্বের শিলালিপি খানি এতই অস্পষ্ট যে তাহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব। বামপার্শ্বের খানি রট্টসর্দ্দার কার্ত্তবীর্য্যের রাজকালে ১১৬৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। উহার উপরি ভাগে মধ্যস্থলে জিনেন্দ্রের উপবিষ্ট মূর্ত্তি। উহার দক্ষিণ ভাগে দণ্ডায়মান নরমূর্ত্তি ও তাহার মাথার চক্র এবং বামপার্শ্বে সবৎসা গাভী ও তদুপরি সূর্য্যমূর্ত্তি আছে। এই শিলাফলকে জিনবস্তি এবং সম্ভবতঃ জৈনমন্দিরের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে।

এই নগরে গোবৃষাদির বলিষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের খোয়াড় স্থাপিত আছে এবং তথাকার কর্ম্মচারিগণের চেষ্টায় উৎকৃষ্ট বৃষাদি উৎপন্ন হইতেছে।

বৈলাত্য (ক্লী) বিলাত সম্বন্ধীয়। (পা ৫।১।১২৩)

বৈলুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী শৈল। বেলগাম্ হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৪৯১ ফিট্ উচ্চ ও প্রায় ৫ মাইল বিস্তৃত। ইহার উপরে লৌহময় মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এখানে ত্রিকোণমিতীয় সার্ভে ষ্টেসন প্রতিষ্ঠিত আছে।

বৈলেপিক (ত্রি) বিলেপিকার ধর্ম্ম।

বৈল্ব (ক্লী) বিল্বস্যেদং অণ্। ১ বিল্বফল। (অমরটীকা) (ত্রি) ২ বিল্বসম্বন্ধী। ব্রাহ্মণের উপনয়ন কালে বিল্ব বা পলাশদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়।

"ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।" (মনু ২।৪৫)

বৈবক্ষিক (ত্রি) বিবক্ষাসম্বন্ধীয়।

বৈবধিক (ত্রি) বিবধেন ধান্যতণ্ডুলাদিনা ব্যবহরতি (বিভাষা বিবধবীবধাৎ। পা ৪।৪।১৭) ইতি পক্ষে ঠক্। ধান্যতণ্ডুলাদি ব্যবসায়ী। যাহারা ধান্যতণ্ডুল প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, চলিত পশারি। ২ বার্ত্তাবহ, দূত। ৩ নৈগমিক। ৪ ভারবাহী।

বৈবর্ণ (ক্লী) বিবর্ণস্য ভাবঃ বিবর্ণ ষ্যঞ্। ১ বিবর্ণতা, মালিন্য। ২ কালিমা, লাবণ্যহীনতা। ৩ ত্রীড়িতের সাত্ত্বিক অষ্টবিধ ভাবের মধ্যে ভাববিশেষ।

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৩।১৩৬)

বৈবর্ত্ত (ক্লী) চক্রবৎ পরিবর্ত্তন।

বৈবশ্য (ক্লী) অবশত্ব, দৌর্ব্বল্য, বিবশের ভাব, অকর্ম্মণ্যতা। (রাজতর° ৩।৭৪)

বৈবস্বত (পুং) বিবস্বতোঽপত্যমিতি বিবস্বৎ-অণ্। ১ সূর্য্যপুত্র।

"বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং" (ঋক্ ১০।১৪।১)

'বৈবস্বতং বিবস্বতঃ সূর্য্যস্য পুত্রং' (সায়ণ)

২ রুদ্রবিশেষ। (জটাধর) ৩ শনি। ৪ সপ্তম মনু। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর; ভাগবত মতে এই মন্বন্তরে অবতার বামন, পুরন্দর ইন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ ও অশ্বিনীদ্বয় প্রভৃতি দেবতা, কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ও ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষি, ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, নাভাগ ও কবি এই দশটী মনুর পুত্র। (ভাগবত

হরিবংশে লিখিত আছে যে, বৈবস্বত সপ্তম মনু, সংপ্রতি এই মন্বন্তর চলিতেছে, এই মন্বন্তরে অত্রি বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও ঋচীকপুত্র জমদগ্নি ইঁহারা সপ্তর্ষি। সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহারা দেবতা এবং ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশজন বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইঁহাদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্তান সন্ততিগণ কালক্রমে দিগ্‌দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। মন্বন্তরের প্রারম্ভে লোকসমূহের সম্যগ্‌ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের নিমিত্ত সাত সাতজন করিয়া মহর্ষি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকেন। (হরিবংশ ৭ অ)

হরিবংশের ৭ অধ্যায় হইতে ৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই মন্বন্তরের বিষয় বর্ণিত আছে। ইহা ভিন্ন মৎস্যপুরাণ ৯ অধ্যায় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতিতেও ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

বৈবস্বততীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বৈবস্বতী (স্ত্রী) বৈবস্বতস্য ইয়ং অণ্ ততো ঙীপ্। দক্ষিণদিক্, এই দিকের অধিপতি যম, বৈবস্বত সম্বন্ধীয় বলিয়া দক্ষিণদিক্‌কে বৈবস্বতী কহে।

বৈবস্বতীয় (ত্রি) বৈবস্বত মনু সম্বন্ধীয়।

বৈবাহ (ত্রি) বিবাহ-অণ্। বিবাহ সম্বন্ধীয়।

বৈবাহিক (পুং) বিবাহাদ্ভবঃ বিবাহ-ঠঞ্। কন্যা বা পুত্রের শ্বশুর, চলিত বেহাই। পর্য্যায় সম্বন্ধী। (ত্রি) ২ বিবাহসম্বন্ধী।

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।"
(মনু ২।৬৭)

বৈবাহ্য (ত্রি) বিবাহ সম্বন্ধীয়। ২ বিবাহ, বিবাহযোগ্য। (ক্লী) ৩ বিবাহকালীন সমারোহ।

বৈবিক্ত (ক্লী) বিবিক্তের ভাব, পৃথক্‌কৃত পদার্থের ভাব।

বৈবৃত্ত (ত্রি) ১ বিবৃত্তি সম্বন্ধীয়। (পুং) ২ উদাত্তাদি স্বরক্রম। (ঋক্‌প্রাতি°)

বৈশ, বাঙ্গালা ও পশ্চিমাঞ্চলবাসী বৈশ্যজাতি। বৈশ্য শব্দের অপভ্রংশে হিন্দি ভাষায় বৈশ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মারবাড়ী বণিক সম্প্রদায় আপনাদিগকে বাইশ বা বৈশ বলিয়া অভিহিত করে।

উত্তর ভাগলপুরে এই শ্রেণীর একদল পণ্যজীবী আছে, তাহারা আপনাদিগকে আদি বৈশ্যজাতির বংশধর বলিয়া গণ্য করে, কিন্তু বৈশ-বেনিয়াদিগের সহিত কোন সম্পর্ক স্বীকার করে না। ইহারা মূলবংশ হইতে তৃতীয় পুরুষ বাদ দিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। ইহারা বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দেয়। বিধবা বিবাহ বা স্বামিত্যাগ প্রচলিত নাই। ইহাদের সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত। [বৈশ্য দেখ।]

বৈশদ্য (ক্লী) বিশদস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। বিশদতা, নির্ম্মলতা, নৈর্ম্মল্য।

বৈশন্ত (ত্রি) বেশন্ত-অণ্। অল্প সরোবরোদ্ভূত, যাহা অল্প সরোবরে হয়। "নমো না দেয়ায় চ বৈশন্তায় চ" (শুক্লযজুঃ ১৬।৩৭) 'বেশন্তোঽল্পসরঃ তত্র ভবঃ বৈশন্তঃ' (মহীধর)

বৈশম্পায়ন (ক্লী) বিশম্পস্য গোত্রাপত্যং (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি ফঞ্। ১ মুনিবিশেষ। এই মুনি ব্যাস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজা জনমেজয়কে মহাভারত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পুরাণে লিখিত আছে যে এই মুনি বজ্রবারক, ইহার নাম করিলে বজ্র ভয় থাকে না।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥" (পুরাণ)

জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, পুলস্ত্য ও পুলহ এই পাঁচজন মুনিই বজ্রবারক।

বৈশম্পায়নীয় (ত্রি) বৈশম্পায়ন সম্বন্ধীয়।

বৈশলী, পাটলীপুত্রের উত্তরস্থ নগরভেদ। [বৈশালী দেখ।]

বৈশস (ক্লী) বিশসস্য ভাবঃ স্বার্থে অণ্। ১ বিশসন, হিংসন। ২ হিংসক।

বৈশস্ত্য (ক্লী) বিশস্তি (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। বিশস্তির ভাব বা কর্ম্ম।

বৈশস্ত্র (ক্লী) বিশসিতুর্ভাবঃ বিশসিতৃ (ঋতোঽঞ্। পা ৫।১।৩১) ইতি অঞ্। তত্র বিশসিতুরিড়্‌লোপশ্চাঞ্চ। ইতি কাশিকোক্ত্যা ইঞ্ লোপঃ। ১ অধিকার। ২ শস্ত্রাভাববিশিষ্ট। বিগতং শস্ত্রং যত্র। বিশস্ত্র-অণ্। ৩ বিগত হইয়াছে শস্ত্র যাহাতে।

বৈশাখ (ক্লী) বিশাখ-এব-স্বার্থে অণ্। ১ ধনুর্বিদ্‌গণের সংস্থানভেদ।

'স্থানাক্রালীঢ়বৈশাখপ্রত্যালীঢ়ানি মণ্ডলম্।' (হেম)

২ পুরবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৬৭।৫)

(পুং) বিশাখা প্রয়োজনমস্য (বিশাখাষাঢাদিতি। পা ৫।১।১১০) ইতি অণ্। ৩ মন্থনদণ্ড। (শিশুপালবধ ১১।৮) বৈশাখী পৌর্ণমাসী অস্মিন্ (সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি। পা ৪।২।২১) ইতি অণ্। ৪ দ্বাদশমাসের অন্তর্গত প্রথম মাস, পর্য্যায় মাধব, রাধ। (অমর) চান্দ্র ও সৌর বৈশাখের লক্ষণ—

"বিশাখা তারকাযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা ভবেৎ।
সা বৈশাখী যত্র মাসে স বৈশাখঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (শব্দর°)

বিশাখানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমার নাম বৈশাখী, এই বৈশাখী যে মাসে হয়, সেই মাসের নাম বৈশাখ এবং তাহাকে চান্দ্র বৈশাখ বলে। আর সূর্য্য যত দিন মেষরাশিতে অবস্থান করেন অর্থাৎ সূর্য্য মীনরাশি অতিক্রম করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত মেষ রাশিতে থাকেন, সেই সম্পূর্ণ সময়টাকে সৌরবৈশাখ বলা হয়। এই মাসের প্রত্যেক দিনেই সূর্য্য মেষলগ্নে উদিত হন। বৈশাখ মাস অতিশয় পুণ্যমাস। কৃত্যতত্ত্বে লিখিত আছে,—এই মাসে প্রাতঃস্নানাদি করা বিধেয়। যথা,—

"তুলামকরমেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

বৈষ্ণবামৃতে—

"গবামর্দ্ধপ্রসূতানাং লক্ষং দত্বা তু যৎফলম্।
তৎফলং লভতে রাজন্ মেষে স্নাত্বা তু জাহ্নবীম্॥"

তুলা, মকর ও মেষ অর্থাৎ কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ এই তিন মাসে প্রাতঃস্নান, হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্য করিলে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। বৈশাখ মাসে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিলে অর্দ্ধপ্রসূত লক্ষ গোদানের ফল লাভ হয়, এই মাসে প্রাতঃস্নান করিতে হইলেও সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়, কেননা সঙ্কল্প না করিয়া কোন কার্য্য করিতে নাই। কৃত্যতত্ত্বে সঙ্কল্পবাক্য এইরূপ লিখিত আছে। অরুণোদয়কালে প্রথমে স্নান করিয়া উত্তরমুখে আচমন করিয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য বৈশাখে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথাবারভ্য মেষস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে।" গঙ্গাস্নানের বাক্যে বিশেষ এই যে, "অর্দ্ধপ্রসূতগবীলক্ষদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ," এইরূপ কামনা বাক্য করিবে, 'বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা' এই বাক্য করিলেও হয়। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রত্যেক দিনই অরুণোদয় কালে স্নান করিতে হইবে। যদি কোন পতিকে একদিন স্নান করিতে না পারা যায়, তাহা

621-XIX

হইলে প্রত্যবায়ভোগী হইতে হইবে। সুতরাং একমাসের সঙ্কল্প না করিয়া প্রতিদিনের সঙ্কল্প করা বিধেয়। প্রতিদিনের সঙ্কল্পে তত্তৎ তিথি ও মেষস্থ রবির উল্লেখ করিতে হইবে। চান্দ্র বৈশাখ মাসে স্নান করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় মাসাদির উল্লেখ করিয়া "শুক্লপক্ষে প্রতিপদি তিথাবারভ্য দর্শপর্য্যন্তং" বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বাক্যযোজনা করিবে। এই মাসে শক্তু সহিত জলপূর্ণ ঘট দান করিতে হয়, ইহা সংক্রান্তি, অক্ষয়তৃতীয়া বা পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে দান করিবার বিধান আছে। এই দান পিতৃলোকের উদ্দেশে করিতে হয়। পাদুকা ও ছত্র-দানের ব্যবস্থাও আছে।

"যো দদাতি হি মেষাখ্যৌ শক্তূনম্বুঘটান্বিতান্।
পিতৃনুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
বিপ্রেভ্যঃ পাদুকাং ছত্রং পিতৃভ্যো বিষুবে শুভম্।
পিতৃভ্যঃ পিতৃনুদ্দিশ্য।" (কৃত্যতত্ত্ব)

শক্তুযুক্ত জলপূর্ণ ঘট দানের বাক্য যথা—

"বিষ্ণুঃ বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য বৈশাখে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ সর্ব্বপাপবিমুক্তিকামঃ এতান্ জলঘটান্বিতশক্তূন্ বিষ্ণুদেবতাকান্ যথানামগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি।"

এইরূপ বাক্য করিয়া দান করিবে, দানের পর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

"ওঁ এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥"

দক্ষিণাবাক্য এইরূপ হইবে,—"ওঁ অদ্যৈতাদিকৃতৈতজ্জলঘটান্বিতশক্তুদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" ইহার পর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়।

যিনি এইরূপ সতোয়শক্তু সহিত জলপূর্ণ ঘট দান করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন।

"বৈশাখে যো ঘটং পূর্ণং সভোজ্যং বৈ দ্বিজন্মনে।
দদাত্যভুক্ত। রাজেন্দ্র! স যাতি পরমাং গতিম্॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

বৈশাখ মাসে বিষভয় নিবারণ জন্য নিম্বপত্রের সহিত মসুর ভক্ষণ করা বিধেয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যিনি নিম্বপত্র সহিত মসুর ভক্ষণ করেন, তক্ষক তাঁহার কি করিতে পারে? দুইটী নিম্বপত্রের সহিত মসুর ভক্ষণ করিতে হয়।

"মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।
অপি রোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥
উত্তরার্দ্ধে তু—মেষস্থে চ রবৌ তত্র নাস্ত্যস্য বিষজং ভয়ম্।

ইতি সম্বৎসরপ্রদীপে পাঠঃ। "তত্তচ্চ মেষস্থরবিস্থিতিকালে মসূরং নিম্বপত্রযুক্তং ভক্ষয়েৎ।"

এই মাসের শুক্লা তৃতীয়াই অক্ষয়তৃতীয়া, ইহা যুগাদ্যা, এই তিথিতে স্নান দান বিধেয়। [অক্ষয়-তৃতীয়া দেখ।]

বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর নাম পিপীতক দ্বাদশী; এই তিথিতে শীতলজলে বিষ্ণুকে স্নান করাইতে হয়।

"বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ।
তস্যাং শীতলতোয়েন স্নাপয়েৎ কেশবং শুচিঃ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

এই মাসে যবশ্রাদ্ধ করিবার বিধান আছে। পিতৃগণের উদ্দেশে যবান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই মাসের শুক্লপক্ষে মঙ্গল, শনি ও শুক্র ভিন্ন বারে নন্দা, রিক্তা ও ত্রয়োদশী ভিন্ন তিথিতে, জন্মচন্দ্র, অষ্টমচন্দ্র, জন্মতিথি, জন্ম এবং তাহা হইতে তৃতীয় ও পঞ্চম ভিন্ন তারায়, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়। ইহা অক্ষয়তৃতীয়া, ও বিষুবসংক্রান্তিতেও করা যাইতে পারে। এই শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কোন গতিকে বৈশাখ মাসে এই শ্রাদ্ধ না করা যায়, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে করিবে। কিন্তু বিষ্ণুশয়নে করিতে নাই।

"অথ যবান্নশ্রাদ্ধং বৈশাখশুক্লপক্ষে কুজশনিশুক্রেতরবারে নন্দারিক্তাত্রয়োদশীতরতিথৌ জন্মচন্দ্রাষ্টমচন্দ্রজন্মতিথিজন্মনক্ষত্রত্রিপঞ্চমতারাএয়েতরেষু পূর্ব্বফল্গুনীপূর্ব্বভাদ্রপদপূর্ব্বাষাঢ়ামঘাভরণ্যাশ্লেষার্দ্রেতরনক্ষত্রেষু যবশ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং। তচ্ছেষভোজনম্ভ এতাদৃক্ নিষিদ্ধাবারে বিষুবসংক্রান্তৌ অক্ষয়তৃতীয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ কর্ত্তব্যং। বৈশাখাকরণে জ্যৈষ্ঠশুক্লপক্ষে আষাঢ়শুক্লপক্ষে চ হরিশয়নেতরত্র কর্ত্তব্যম্।" (কৃত্যতত্ত্ব)

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বৈশাখমাসের মাহাত্ম্যের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বৈশাখমাস সকল মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই মাসে স্নান, দান, জপ, হোম শ্রাদ্ধাদি যে কিছু পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে, ইত্যাদিরূপে এই মাসের পুণ্যকৃত্য বর্ণিত হইয়াছে।

"সর্ব্বেষামেব মাসানাং বৈশাখঃ প্রবরঃ স্মৃতঃ।
পুরা হরিমুখে রাজন্ শ্রুতমেতন্ন সংশয়ঃ॥
তত্র স্নানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধং দানাদিযৎকৃতম্।
তৎসর্ব্বং ভূপতিশ্রেষ্ঠ! সত্যমক্ষয়মুচ্যতে॥
একতঃ সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।
ভূপ! বৈশাখমাসস্য কোট্যংশেনাপি নো সমাঃ॥" ইত্যাদি।
(পাদ্মোত্তরখ° বৈশাখমাহাত্ম্য)

এই মাসে যদি কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ জাতবালক বিনীত, দ্বিজ ও দেবতা ভক্ত, ধার্ম্মিক, স্বজনপালক, গুণাভিরাম ও অর্থপ্রিয় হয়।

622-XIX

"পুমান্ বিনীতো দ্বিজদেবভক্তো
ধর্ম্মস্য কর্ত্তা স্বজনস্য ভর্ত্তা।
গুণাভিরামোঽথ জগৎপ্রিয়ঃ স্যাৎ
বৈশাখমাসে খলু যস্য জন্ম॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই মাসে জাতবালকের রবিগ্রহ তুঙ্গগত হন, কারণ এই মাসে রবি মেষরাশিতে থাকেন। মেষ রবির তুঙ্গস্থান।

৩ রক্তপুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°) ৪ অশ্বের বৈশাখনামক গ্রহ। এইগ্রহ অশ্বকে আশ্রয় করিলে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় অর্থাৎ অশ্বের গাত্র স্তব্ধ, গুরু, এবং কম্পযুক্ত হইয়া থাকে।

"স্তম্ভেন গুরুণা চৈব বেপমানেন পণ্ডিতঃ।
গাত্রেণ বিদ্যাদ্বাহস্য বৈশাখগ্রহসেবিতম্॥" (জয়দত্ত ৫৭ অ°)

বৈশাখী (স্ত্রী) বিশাখয়া যুক্তা পৌর্ণমাসী (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ-কালঃ। পা ৪।২।৩) ইতি অণ্ ততো ঙীপ্। বৈশাখমাসের পূর্ণিমা।

'বিশাখাতারকাযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা ভবেৎ॥' (শব্দরত্না°)

এই পূর্ণিমা তিথিতে তিল ও মধুদ্বারা যম, দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিলে যাবজ্জীবনকৃত পাপ বিনষ্ট ও অক্ষয় দশহাজার বৎসর স্বর্গলোকে বাস হয়।

"গৌরান্ বা যদি বা কৃষ্ণান্ তিলান্ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতান্।
বৈশাখ্যাং ধর্ম্মরাজস্তি পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ॥
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
অক্ষয্যবর্ষ তিষ্ঠেত্তু স্বর্গলোকে ন সংশয়ঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ রক্তপুনর্নবা। (রাজনি°) ৩ বসুদেবের স্ত্রীভেদ। (হরিবংশ ৩৫।২)

বৈশাখ্য (পুং) মুনিভেদ।

বৈশারদ (ত্রি) বিশারদ অণ্ স্বার্থে। বিশারদ পণ্ডিত।

বৈশারদ্য (স্ত্রী) বিশারদস্য ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ষ্যঞ্ বিশারদতা, নৈর্ম্মল্য। নৈপুণ্য।

বৈশাল (ত্রি) ১ বিশালদেশ সম্বন্ধীয়। ২ মুনিভেদ।

বৈশালায়ন (পুং) বিশালস্য গোত্রাপত্যং বিশাল (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি ফঞ্। বিশালের গোত্রাপত্য।

বৈশালি (পুং) বিশালের অপত্য, সুশর্ম্মা।

বৈশালিক (ত্রি) বিশালা বা বৈশালী জনপদ সম্বন্ধীয়।

বৈশালিনী (স্ত্রী) বিদিশারাজকুমারী। (মার্ক° পু° ১২৩।২০)

বৈশালী, প্রাচীন জনপদভেদ। বিশাল-নগরী, বিশালপুরী নামেও খ্যাত। পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, রাজা তৃণবিন্দুর পুত্র বিশাল এই নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগরীর সমৃদ্ধির পরিচয় নানা পৌরাণিক উপাখ্যান ও কিংবদন্তীতে বিবৃত আছে। অনেকে ইহাকে বিশাল রাজ্য (প্রাচীন উজ্জয়িনী) বলিয়া মনে করেন এবং তাহারই সমৃদ্ধি স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান বৈশালীর গৌরব ঘোষণা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে।

এই বিশালপুরী গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত এবং ইহা তীরভুক্তির (ত্রিহুতের) অন্তর্ভুক্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে বৈশালী নগর পাটনা রাজধানীর ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে বৈশালীর প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধপ্রাধান্যের পূর্ব্ব হইতেই যে, এই নগর বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল, উক্ত গ্রন্থাদিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শাক্যবুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বৈশালী রাজধানীর উপকণ্ঠস্থ কোল্লাগ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কারণে তিনিও বৈশালীর নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহের জন্ম-কাল হইতে সম্রাট্ অশোকের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির শীর্ষ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। শেষোক্ত সময়ে পাটলিপুত্র নগর বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্র মনোনীত হয় এবং সেই সময় হইতেই বৈশালীর সমৃদ্ধি হ্রাস ঘটিতে থাকে। তথাপি তখনও বৈশালীতে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদি ও শ্রমণগণের অভাব ছিল না এবং বাণিজ্য প্রভাব খর্ব্ব হইলেও নগরের শ্রীসৌন্দর্য্যের বিশেষ কোন বিপর্য্যয় সাধিত হয় নাই। কালে তাহা ধ্বংস হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাহার চিহ্ন মাত্রও বিলুপ্ত হইয়াছে।

কানিংহাম, ফুঁসে, ভিনসেণ্ট স্মিথ, ক্লিট্, ডাক্তার ব্লচ্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এবং ফা-হিয়ান, হিউএন্ সিয়াং, ইৎ-সিং প্রভৃতি চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বিবরণী আলোচনা করিয়া মুজঃফরপুর জেলার বসাড় গ্রামকেই প্রাচীন বৈশালীর স্মৃতি নিকেতন বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে ডাঃ ব্লচ্ বসাড়গ্রামের বিধ্বস্ত স্তূপরাশি খনন করিয়া ভূগর্ভ হইতে যে সকল মোহরাঙ্কিত মৃৎখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ বসাড়-গ্রামই প্রাচীন বৈশালী। হিউএন-সিয়াং গুপ্ত-প্রায় বৈশালী পরিদর্শন করিয়া যান। তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের কথঞ্চিৎ স্মৃতি বিদ্যমান ছিল। তৎপরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তার ও বৌদ্ধ প্রভাবের বিলোপ এবং পাটলীপুত্র রাজধানীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই বৈশালী ধ্বংসের ক্রমিক কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

মহাবংশ, বায়ু ও মৎস্যপুরাণাদি গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রু বা কুণিক বুদ্ধনির্ব্বাণের আট বৎসর পূর্ব্বে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি প্রথমে বৌদ্ধদিগকে বিশেষরূপে নির্য্যাতন করেন, কিন্তু পরে তিনি নিজেও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজগৃহ স্থাপন ও বৈশালী-আক্রমণ তাঁহার জীবনের দুইটী প্রধান ঘটনা। বৈশালীর সমৃদ্ধি যে তৎকালে

অজাতশত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার বৈশালী-অবরোধ হইতেই বুঝা যায়।

বিনয়পিটকম্ নামক বৌদ্ধ পালীগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত দশবিধ সংস্কারের দোষগুণবিচারের জন্য বৈশালীতে একটী বৌদ্ধসঙ্ঘ আহূত হইয়াছিল। সিংহলীয় আখ্যায়িকানুসারে উহা সম্রাট্ অশোকের সিংহাসনারোহণের ১১৮ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, বলিয়া জানা যায়।

যে স্থানে এক সময়ে প্রধান বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেস্থান যে তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৌদ্ধগণ ঐ স্থানকে পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য করিত। ঐ সময়ে এখানে শত শত বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অসংখ্য বৌদ্ধ-বিহার ও স্তূপ স্থানীয় পবিত্রতা ও বৌদ্ধ-প্রভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয়দানে সমর্থ ছিল। এক্ষণে সেই সকল কীর্ত্তির চিহ্ন মাত্রও নাই। কেবল ভূগর্ভনিহিত কতকগুলি ইষ্টক-স্তূপ, গৃহভিত্তি, প্রস্তরনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালী, মোহরাঙ্কিত লিপি, প্রাচীন রাজগণের শিলালিপি এবং চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্, হিউএন সিয়াং ও ইৎ-সিংএর ভ্রমণ বিবরণ ভিন্ন বৈশালীর বৌদ্ধকীর্ত্তিসংগ্রহের আর কোন উপায় নাই। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য এখানে প্রথমে ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণিত বিষয় গুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কুশীনগর হইতে হিরণ্যবতীতট ও লিচ্ছবিরাজ্য পরিদর্শন করিয়া ফা-হিয়ান্ বৈশালীতে উপনীত হন *। সে সময়েও বৈশালী নগরের উত্তরে মর্কটহ্রদতীরবর্ত্তী দ্বিতল ও উচ্চ চূড়া-সমন্বিত মহাবন-বিহার ছিল †। স্বয়ং বুদ্ধদেব এই বিহারে কিছু কাল বাস করিয়া ছিলেন। ইহারই সন্নিকটে আনন্দের অর্দ্ধ-দেহোপরি বিনির্ম্মিত একটী স্তম্ভাকৃতি গোপুর (tower) বিদ্যমান ছিল।

নগরাভ্যন্তরে নগরনিবাসিনী আম্রপালী নাম্নী জনৈক বৌদ্ধ-শাবিকার ব্যয়ে বিনির্ম্মিত শাক্যবুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ ও তদীয় বাসের জন্য ঐ আম্রপালীর প্রদত্ত একটী উদ্যান ছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে ফা-হিয়ান্ আম্রপালীকারিত উক্ত স্তূপটী ধ্বংসাবস্থায় নিপতিত দেখিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে বৈশালীতে কতকগুলি ভিক্ষু দশ সংস্কারের প্রকৃত-তত্ত্ব অজ্ঞাত হইয়া বিনয়সূত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। এতদ্বিষয়ের মীমাংসার্থ ৭০০ শত অর্হৎ ও ভিক্ষু বৈশালীতে সমবেত হইয়া বিনয়পিটক সংস্কার করিয়াছিলেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ তথাকার লোকে সেই সভাস্থলে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। তাহা তৎকালে বিদ্যমান ছিল। ফা-হিয়ান আরও লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র প্রথমে বৈশালীতে রক্ষিত ছিল, পরে তাহা গান্ধার রাজ্যে নীত হয়।

হিউএন-সিয়াং লিখিয়াছেন, 'তিনি গণ্ডকী (গঙ্গা?) অতিক্রম করিয়া ১৪০ কি ১৫০ লি পথাতিবাহনের পর বৈশালীতে উপনীত হন। এই রাজ্যের পরিধি প্রায় ৫ হাজার লি। এই স্থান শস্যশালিনী এবং আম্রাদিফলবৃক্ষপূর্ণ উদ্যানসমূহে সুশোভিত। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, মনোরম ও সুখপ্রদ। অধিবাসিবর্গ বিশুদ্ধচিত্ত, সরল ও ধর্ম্মাণেষী। এখানে বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ও তদ্বিপরীতবাদী উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই বাস আছে। এখন আর সেরূপ বৌদ্ধপ্রভাব নাই। শত শত সঙ্ঘারাম ভগ্নাবস্থায় পতিত। ৩ বা ৫টী মাত্র এখনও অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাহাতে কএকজন মাত্র ধর্ম্মযাজক বৌদ্ধ মতের ক্রিয়াকাণ্ড অনুসরণ করিতেছে। তখনও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত শত সহস্র মন্দির বৈশালীর শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং তত্তৎ সম্প্রদায় ঐ সকল ধর্ম্মমঠে বা মন্দিরে থাকিয়া স্ব স্ব মতের বিস্তার করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তৎকালে এতদ্দেশে নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক ছিল।

'প্রাচীন বৈশালী রাজধানী তখন ধ্বংসপ্রায়। নগর-সীমার পরিধি প্রায় ৬০।৭০ লি এবং রাজপুরীর সীমা প্রায় ৪।৫ লি হইবে। এখানে তখন মুষ্টিমেয় লোকের বাস ছিল। ঐ রাজপুরীর (Royal city) উত্তরপশ্চিমে একটী সঙ্ঘারাম, ঐ মঠে বৌদ্ধ শ্রমণেরা সম্মতীয় শাখানুসারে হীনযান মত আলোচনা করিত। ইহার পার্শ্বে একটী স্তূপ। এখানে তথাগত বিমলকীর্ত্তিসূত্র ব্যাখ্যা করেন এবং রত্নাকর প্রভৃতি নগরবাসী গৃহস্থসন্ততিগণ এই স্থানে বুদ্ধকে বহু মূল্য ছত্র দান করিয়াছিলেন। ইহারই পূর্ব্বপার্শ্বে যেখানে শারিপুত্র প্রভৃতি বৌদ্ধযতিগণ অর্হৎপদ লাভ করিয়াছিলেন, তথায় একটী স্তূপ বিনির্ম্মিত আছে। শেষোক্ত স্তূপটীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে জনৈক বৈশালীরাজের স্থাপিত অন্য একটী স্তূপ। বুদ্ধনির্ব্বাণের কিছুদিন পরে, এই রাজবংশের একজন রাজা শাক্য-শরীরের কোন চিহ্ন পাইয়া তাহার উপর একটী গৃহ বা স্তূপ নির্ম্মাণ করেন *। ঐ স্তূপের উত্তরপশ্চিমে অশোক-

* বৌদ্ধগণের বিবরণী-মতে কুশীনগর (বেল জিলা) হইতে বৈশালী (বসাড়) ১০ যোজন। বসাড়ের অবস্থান অনুসারে ঐ দূরত্বই প্রকৃত বলিয়া অনুমান হয়। কানিংহামের মতে বসাড় হাজিপুরের ২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

† বসাড়ের দুই মাইল উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত বর্ত্তমান বখরাগ্রামে মহাবন বিহারের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান।

* বৌদ্ধ পালী ও সংস্কৃত গ্রন্থে প্রকাশ, বৈশালীর লিচ্ছবি-রাজগণ বুদ্ধের চিহ্নসমূহ সংগ্রহ করিয়া তদুপরি একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। উত্তর-ভারতের বৌদ্ধ বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সম্রাট্ অশোক ঐ স্তূপ উৎখাত করিয়া অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধচিহ্নের নবমাংশ গ্রহণপূর্ব্বক অন্য স্তূপ মধ্যে নিহিত করিয়াছিলেন।

রাজস্থাপিত অপর একটী স্তূপ। তাহারই পার্শ্বে ৫০।৬০ ফিট্ উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ। ঐ স্তম্ভশিরে সিংহমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই স্তম্ভের দক্ষিণে মর্কটহ্রদ। প্রবাদ, বুদ্ধদেবের ব্যবহারার্থ বানরসকল ঐ হ্রদ খনন করিয়াছিল। মর্কটহ্রদের দক্ষিণে একটী স্তূপ, এখানে বানরেরা বুদ্ধের ভিক্ষা-পাত্র লইয়া বৃক্ষ আরোহণ করে এবং তাঁহার পানার্থ পাত্রপূর্ণ মধু আনিয়া দেয়। ইহারই দক্ষিণে যে স্থলে বানরেরা বুদ্ধকে মধু দান করে, সেই ঘটনা স্মরণের জন্য সেখানেও একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি মর্কটহ্রদের উত্তরপশ্চিমকোণে প্রতিষ্ঠিত একটী বানরমূর্ত্তি সেই স্মৃতি জ্ঞাপন করিতেছে।

'বৈশালীর প্রধান সঙ্ঘারামের ৩।৪ লি (বা কিঞ্চিদধিক এক ক্রোশ) উত্তরপূর্ব্বে বিমলকীর্ত্তির প্রাচীন আবাসবাটী। বিমল কীর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এখানে এখনও তাঁহার বাস গৃহচর্য্যার বহুতর নিদর্শন দেখা যায়। ইহারই অনতিদূরে প্রেতভবন। ইহার আকার ইষ্টকের পাঁজার মত। ... বিমলকীর্ত্তি পীড়িতাবস্থায় এই প্রস্তরমণ্ডপ হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার নিকটে একটী স্তূপ আছে, উহা পূর্ব্বোক্ত ... উপর নির্ম্মিত হয়। ঐ স্তূপের অদূরে আর একটী স্তূপ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে বৈশালীনিবাসিনী বৃদ্ধা আম্রপালী বাস করিত। এই স্থানেই বুদ্ধের ধাত্রীমাতা ও অপরাপর ভিক্ষুণীরা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'উক্ত সঙ্ঘারামের ৩।৪ লি উত্তরে একটী স্তূপ। তথাগত কুশিনগরে নির্ব্বাণলাভার্থ গমনকালে যেস্থানে প্রথমে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থলেই ঐ স্তূপটী স্থাপিত হইয়াছে এবং কিয়দ্দূর গমনের পর যে স্থলে দাঁড়াইয়া বুদ্ধদেব শেষবারের জন্ত বৈশালী নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই স্থলেও একটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়। শেষোক্ত স্তূপটী উপরি উক্ত স্তূপ এবং উত্তরপশ্চিমে স্থাপিত অন্য একটী স্তূপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। শেষোক্ত স্তূপের কিছু দক্ষিণে একটী বিহার ও তাহার সম্মুখে একটী স্তূপ। ঐ স্থানেই পূর্ব্বকথিত আম্রপালীর উদ্যান ছিল। এই উদ্যান তিনি বুদ্ধদেবকে বাসের জন্য দান করিয়াছিলেন।

এই উদ্যানের পার্শ্বদেশে একটী স্তূপ আছে, ঐ স্থলে দাঁড়াইয়া তথাগত আনন্দ ও মারকে আপনার ইহলোকত্যাগের বাসনা জানাইয়াছিলেন। ইহারই অদূরে আর একটী স্তূপ, ঐ স্থানে থাকিয়া "সহস্র পুত্র তাহাদের পিতামাতাকে সন্দর্শন করিয়াছিলেন"। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে, পুরাকালে এক ঋষি বনস্থাশ্রমে নদীতীরে স্নানার্থ আগমন করেন। ঐ সময়ে এক হরিণী তথায় জলপান করিতে গিয়াছিল। তাহাতে তাহার গর্ভসঞ্চার হয় এবং সে একটী নবকুমারী প্রসব করিয়া তথা হইতে চলিয়া যায়। ঐ কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইলেও তাহার পদদ্বয় হরিণের ক্ষুরযুক্ত ছিল। যাহাই হউক, ঋষিরাজ বালিকার রূপে অভিভূত হইয়া তাহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া পালন করেন। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, ঋষি তাহাকে একদিন অগ্নি আনয়নে নিযুক্ত করেন। তখন সে অন্য ঋষির আশ্রমে গমন করিয়া ইতস্ততঃ অগ্নির অনুসন্ধান করিতে থাকে। বালিকা যে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিল, সেই সেই স্থলে পদ্মচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া উক্ত পদ্মপদচিহ্নসমূহ দেখিতে পান এবং তাহা অনুসরণ করিয়া ঋষির আশ্রমে উপনীত হইয়া অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করেন। কালে ঐ কন্যা সহস্র পত্রাবশিষ্ট একটী পদ্ম দলসহ সহস্র পুত্র প্রসব করিলেন। তখন অন্যান্য রাজমহিষীরা ঈর্ষান্বিত হইয়া পদ্মসহ সহস্রপুত্র গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলেন। এই সময়ে উজ্জয়ান রাজ মৃগয়া হইতে ... ফিরিতেছিলেন। তিনি জলস্রোতে একটী ... ভাসমান দেখিতে পাইয়া ... লইলেন, এবং তাহার ... সহস্র পুত্র দেখিতে পাইলেন। ... রাজা তাহাদিগকে প্রাসাদে আনিয়া পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা দশকায় যুবক হইয়া উঠিল এবং ... বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার ন্যায় নানা স্থান জয় করিয়া বৈশালী রাজ্য অধিকারার্থ নগরপ্রাচীর সমীপে সমাগত হইল। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত ভীত হইলেন। ... সেনাদল লইয়া রাজ্যরক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া, তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তখন হরিণনন্দিনী যোদ্ধৃবৃন্দের অপেক্ষায় নগরপ্রাচীরের উপরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সহস্র যুবক সদলে আসিয়া নগর বেষ্টন করিয়াছে দেখিয়া, ঐ হরিণকুমারী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বৎসগণ! বিদ্রোহাচরণ করিও না, আমি তোমাদিগের মাতা"। সহস্র যুবক তখন উত্তর করিল, আমরা যুদ্ধার্থ আসিয়াছি, রমণীমুখে এরূপ প্রলাপ বাক্য শুনিতে আসি নাই। পুত্রগণের বাক্যে পীড়িত হইয়া রমণী তখন স্বহস্তে স্বীয় স্তনদ্বয় নিপীড়ন করিলেন। তাহাতে সহস্রমুখে স্তনদুগ্ধ নির্গত হইয়া দৈববলে সহস্র তনয়ের মুখে নিপতিত হইল। তখন তাহারা অসি বর্ম্ম নিক্ষেপ করিয়া পরিজনের সহিত ... মিলিত হইল। এই সূত্রে উভয় রাজ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়।

'ইহারই পার্শ্বে আর একটী স্তূপ। তথাগত ঐ স্থানে বায়ু-সেবনার্থ ভ্রমণ করিতেন এবং বৌদ্ধগণকে ধর্মোপদেশ দিতেন*। এই স্তূপের পূর্ব্বাংশে একটী ভগ্ন গৃহভিত্তির উপর একটী স্তূপ নির্ম্মিত রহিয়াছে। শাক্য বুদ্ধ ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ইহজন্ম (জাতক) ব্যাপার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যেখানে বুদ্ধদেব দণ্ডায়মান হইয়া সমন্তমুখধারণী (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকসূত্র) ও অন্যান্য সূত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন, সেই সচূড় উপদেশমণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ধর্ম্মমণ্ডপের পার্শ্বে আর একটী স্তূপ দৃষ্ট হয়। ঐ স্তূপমধ্যে আনন্দের দেহ-চিহ্নাবশেষ নিহিত আছে। ইহারই অদূরে বহুসংখ্যক স্তূপ। উহা সংখ্যায় এত অধিক যে তাহাদের সংখ্যানির্ণয় সহজসাধ্য নহে। এই স্থানে সহস্র প্রত্যেকবুদ্ধ† নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

'নগরের মধ্যস্থলে এবং বহির্দ্দিশে বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণের এত অধিক পবিত্র চিহ্ন বা কীর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় যে, তাহাদের তালিকা গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রতি পাদবিক্ষেপেই প্রাচীন গৃহস্থান বা গৃহভিত্তির অবশেষ নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। ঐ সকল যে এক সময়ে প্রাচীনগণের কীর্ত্তিরূপে পরিগণিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋতুর পরিবর্ত্তনে এবং বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দের পর শতাব্দ চলিয়া গিয়া তৎসমুদায় বিলুপ্ত করিয়াছে। কোন কোন বিধ্বস্ত স্থানে নিবিড় বনমালা জাগিয়া উঠিয়াছে। হ্রদ বা দীর্ঘিকাসমূহ সন্যবরূপে পরিশুষ্ক হইয়া চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ উৎপন্ন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, তৎকালে এখানে চিন্তাবসাদক অবশেষ ভিন্ন আর কিছুই এ সময়ে বিদ্যমান ছিল না।

'বৈশালী রাজধানী হইতে ৫০ কি ৬০ লি উত্তরপশ্চিমে অগ্রসর হইলে একটী সুবৃহৎ স্তূপ নয়নগোচর হয়। যখন তথাগত দেহত্যাগমানসে বৈশালী ত্যাগ করিয়া কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন লিচ্ছবিগণ ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পদানুসরণ করিয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধ শোকাভিভূত লিচ্ছবিগণকে বাক্যোপদেশ দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া মায়াদ্বারা পথিমধ্যে উত্তালতরঙ্গপূর্ণ এক নদীর অবতারণা করেন। লিচ্ছবিগণ সেই ভীষণ নদীপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া বুদ্ধের অনুগমন করিতে পারেন নাই। তথাগত তাঁহাদিগের সান্ত্বনার জন্য ও স্বীয় স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ স্নেহবশতঃ আপনার "পাত্র" দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। ঐ স্তূপ সেই ঘটনাই স্মরণ করাইতেছে।

'বৈশালী নগরীর আনুমানিক ২ শত লি উত্তরপশ্চিমে একটী প্রাচীন পরিত্যক্ত নগর। অট্টালিকাদি প্রায় ধ্বস্ত এবং জনসংখ্যা নিতান্ত অল্প; এখানে একটী স্তূপ আছে। ঐ স্থানে পূর্ব্ব বুদ্ধ বাস করিতেন এবং বোধিসত্ত্ব, দেব ও মনুষ্যদিগকে লইয়া তিনি জাতক উপদেশ দিয়াছিলেন।

'বৈশালী নগরীর ১৪।১৫ লি দক্ষিণপূর্ব্বে একটী সুবৃহৎ স্তূপ বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানে ৭০০ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী একত্র হইয়া একটী বৌদ্ধ মহাসঙ্গনের আয়োজন করিয়াছিলেন*। এই স্তূপ হইতে ৮০।৯০ লি দক্ষিণে শ্বেতপুর-সঙ্ঘারাম। এখানে মহাযান-মত আলোচিত হয়। এই বিহার-বাটিকার পার্শ্বে চারিজন প্রত্যেক-বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশন স্থান দৃষ্ট হয়।

ইহারই পূর্ব্বদেশে অশোকনির্ম্মিত একটী স্তূপ। শাক্য-বুদ্ধ যখন মগধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈশালী সন্দর্শন করেন, তখন তিনি যে স্থানে বিশ্রাম করিয়া ছিলেন, ঠিক সেই স্থলেই ঐ স্তূপটী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

'উপরি উক্ত শ্বেতপুর সঙ্ঘারামের ৩০ লি দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গার কূলে একটী স্তূপ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানেই আনন্দ নিজ দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দুই রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।'

ফা-হিয়ান (৪০৫ খৃঃ) ও হিউয়েন্ সিয়াং (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ) বৈশালীতে যে সকল বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বস্তনিদর্শন সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে উপরে লিপিবদ্ধ হইল। চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্ সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত-জনপদে পদার্পণ করিয়া নালন্দায় বৌদ্ধমত শিক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি বোধগয়া, বারাণসী, শ্রাবস্তী, কান্যকুব্জ, রাজগৃহ, বৈশালী ও কুশীনগর হইয়া ৬৪৫ খৃঃ খ্রোতোগের (বর্ত্তমান নাম পালেম্বঙ্গ্) পথে চীনযাত্রা করেন। তাঁহার বিবরণীতেও ঐরূপ কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট বৌদ্ধ কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে যে সকল কীর্ত্তির উল্লেখ করা গেল, ডাঃ কানিংহাম

* ফা-হিয়ান্ লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেব এ স্থানে স্বীয় বন্ধু ও সখী রক্ষা করিয়াছিলেন।

† উপরি বর্ণিত হরিণকন্যাগর্ভজাত সহস্র তনয়ই সহস্র প্রত্যেকবুদ্ধ।

* বুদ্ধনির্ব্বাণের ১১০ বৎসরে পরে, বৈশালীতে ভিক্ষুগণ বুদ্ধের ধর্ম্মতত্ত্ব উল্লঙ্ঘন করেন। তাহার প্রতিবিধান জন্য কোশলবাসী যশ আয়ুষ্মৎ, মথুরাবাসী সংভোগ আয়ুষ্মৎ, কান্যকুব্জবাসী রেবত আয়ুষ্মৎ, বৈশালীনিবাসী শাল আয়ুষ্মৎ এবং সর্ব্ববিন্দুবাসী পুজ্যস্থবির আয়ুষ্মৎ প্রভৃতি আনন্দশিষ্য ত্রিপিটকজ্ঞ অর্হৎ বৃন্দ, বৌদ্ধব্রাহ্মণ, যতি ও সন্ন্যাসী সমাজে এতদ্বিষয়ে ঘোষণা দিয়া সকলকেই বৈশালীতে সমবেত হইতে প্রার্থনা করেন। সমবেত ৭শত ভিক্ষু বুদ্ধের ধর্ম্মতত্ত্ববিধি বৈশালীতে অনাদৃত ভাবিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং সেই নিয়মলঙ্ঘনকারী ভিক্ষুগণকে সভাসমক্ষে ডাকাইয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিলেন। তদনন্তর তাহারা বুদ্ধের পবিত্র উপদেশগুলির প্রকৃত অর্থ সাধারণে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ডাঃ ব্লচ্ বর্ত্তমান বসাড় গ্রামের চতুষ্পার্শ্ব খনন করিয়া ঐ সকল কীর্ত্তির স্থান-সামঞ্জস্য সাধনেও প্রত্নতত্ত্বের গভীর গবেষণার বিশেষ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। হিউএন্ সিয়াং বর্ণিত কীর্ত্তি ব্যতীত মহাত্মা ব্লচ্ প্রত্নতত্ত্বের ও বৌদ্ধ-প্রভাবের অনেক নিদর্শন পাইয়াছেন। ব্লচের আবিষ্কৃত মৃত্তিকাজাত প্রাচীন মোহর গুলিতে বৈশালী নগরীর নাম এবং কতকগুলি রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে বৈশালী-রাজগণের নাম প্রদত্ত হইল।

(১) মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তপত্নী মহারাজশ্রীগোবিন্দগুপ্তমাতা মহাদেবী শ্রীধ্রুবস্বামিনী।"

শ্রীধ্রুবদেবী (৩৮০-৪১১ খৃ.) রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি বোধ হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মহিষী ছিলেন।

(২) "শ্রীঘটোৎকচগুপ্ত।"

মহারাজ ঘটোৎকচ গুপ্ত ৩০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি [illegible] ১ম চন্দ্রগুপ্তের পিতা।

উপরে যে রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া গেল তাঁহারাই মগধের সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তসম্রাট্। তাঁহাদের ২য় চন্দ্রগুপ্ত ৩৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন ও ৪১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যকাল শেষ হয়। তদন্তে তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী ধ্রুবস্বামিনী দেবীর মোহরমুদ্রায় যে গোবিন্দগুপ্তের নাম পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ কুমারগুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [গুপ্তরাজবংশ দেখ]

এতদ্ভিন্ন ডাঃ ব্লচ্ আরও অনেক গুলি মোহরাঙ্কিত মৃৎখণ্ডের আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে কুমারামাত্যাধিকরণ, যুবরাজ ভট্টারকপাদীয় বলাধিকরণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ, মহাপ্রতিহার, রণভাণ্ডাগারাধিকরণ, দণ্ডপাশাধিকরণ, মহাদণ্ডনায়ক, অশ্বপতি প্রভৃতির নামযুক্ত মোহর বিশেষ আদরের সামগ্রী। তাঁহার প্রকাশিত ১২ সংখ্যক মোহরে "বৈশাল্যাধিষ্ঠানাধিকরণ" শব্দ দেখিয়া অনুমান হয়, ঐ মোহরটী বৈশালীরাজ্যের শাসনকর্ত্তার (city magistrate) ছিল। ১৬ সংখ্যকে "বৈশাল্যামর-প্রকৃতিকুটুম্বিনাং" এবং ২৭ সংখ্যকে "বৈশালবিষয়ে" পদের উল্লেখ থাকায় ঐ গুলিকে বৈশালীরাজ্যের নিত্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয়। ইহা ছাড়া "শ্রেষ্ঠিসার্থবাহকুলিকনিগম" অঙ্কিত যে দুইখানি মোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই স্থানীয় বাণিজ্য-প্রভাব ও সমৃদ্ধির কল্পনা করা যাইতে পারে।

দেবোপাসনা ও ধর্ম্মপ্রভাবজ্ঞাপক ঐরূপ আরও কতকগুলি মুদ্রিত মৃৎখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল আলোচনা করিয়া জানা যায় যে, এখানে বারাণসীর অষ্ট গুহলিঙ্গের একতম আম্রাতকেশ্বর ও গয়ার শ্রীবিষ্ণুপদস্বামী নারায়ণের উপাসনায় এতদ্দেশবাসী বিশেষ ভক্তিমান্ ছিল। এতদ্ভিন্ন ভগবান্ অনন্ত ও পশুপতি (শিব) এবং অম্বাদেবী নাকেশ্বরীর (দুর্গা) উপাসক শৈব ও শাক্তগণের প্রভাব যে বৈশালীতে বিদ্যমান ছিল, উক্ত মৃৎফলকই তাহার প্রমাণ। দুইটী শঙ্খযুক্ত চিত্রিত চক্র, দুইটী শঙ্খসমন্বিত চিত্রিত ত্রিশূল এবং দুইটী শঙ্খ যুক্ত ও বেদীর উপর স্থাপিত ঢালি (?) বিশিষ্ট মোহরাঙ্কিত মৃৎখণ্ড গুলি যে কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত এখানে সাধারণ ব্যক্তির নামাঙ্কিত অনেক অনেক মোহর পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল ব্যক্তি এখানকার বণিক্ সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বৌদ্ধকীর্ত্তি মধ্যে এখানে এখনও সিংহস্তম্ভ, অশোক স্তূপ ও মর্কটহ্রদ দৃষ্টিগোচর হয়। মর্কটহ্রদটী এক্ষণে রামকুণ্ড নামে পরিচিত। সিংহস্তম্ভটী এখন ৩০ ফিট্ ৬ ইঞ্চ উচ্চ। ইহার গাত্রে অশোকের একখানি অনুশাসন ছিল, স্তম্ভগাত্র ক্ষইয়া পড়ায় শাসনখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। অশোক-স্তূপের ধ্বংস ইষ্টক স্তূপের উপরে যে মন্দির বা কুটীর নির্ম্মিত আছে, তন্মধ্যে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। বুদ্ধদেবের গলায় মালা ও মাথায় মুকুট আছে। ঐ মূর্ত্তির [illegible] একটী বানরমূর্ত্তি আছে। উহা হইতে বানর কর্ত্তৃক বুদ্ধকে মধুদান প্রসঙ্গ সূচিত হইতেছে। ঐ মূর্ত্তি নাগকাপুত্র উৎসাহকর্ম্মিক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং স্মরণীয় বিহার ও তাহার সমীপস্থ যে সকল স্তূপের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, ডাঃ ব্লচ ঐ সকলের অবস্থিতি স্বীকার করিয়া, তাঁহার [illegible] গৃহান্তরের ব্যবহার নিরূপিত করিয়াছেন। সিংহস্তম্ভ হইতে অর্দ্ধমাইল উত্তরপশ্চিমে ভীমসেন কা পল্লা নামে দুইটী সুবৃহৎ মৃত্তিকা স্তূপ দৃষ্ট হয়। কল্হুয়া গ্রামের পূর্ব্বে যেস্থলে নীলচাষ হইত, সেখানে ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। মিঃ ভিন্সেন্ট স্মিথ উহাকে কূটাগারশালা বলিয়া অনুমান করেন। মর্কটহ্রদ হইতে উহার পূর্ব্ববর্ণিত দূরত্ব ও বর্ত্তমান দূরত্বে কিছু তারতম্য ঘটিলেও এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

নগরের দক্ষিণভাগে 'রাজা বিশাল কা গড়' নামে যে স্থান প্রদর্শিত হয়, উহাকে গুপ্ত সম্রাট্গণের প্রাসাদ ও দুর্গ বলিয়া স্থির করা যায়। যেহেতু প্রাসাদভিত্তি মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত রাজগণের মোহর-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহারই দক্ষিণপশ্চিমে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীন স্তূপ। ইহা মুসলমানের কবরস্থানে পরিণত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজকেরা এই স্তূপের উল্লেখ করেন নাই। ইহারই পশ্চিমে বাউন পোখর (ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীর) তীরে একটী বর্ত্তমান মন্দির। ঐ মন্দিরে দুইটী উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্ত্তি, ১টী

বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি, একটি গণেশ মূর্ত্তি এবং একখণ্ড প্রস্তরে খোদিত সপ্তমাতৃকা মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তিগুলি পুষ্করিণীর মধ্য হইতে উত্তোলিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন নানা স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধ ও হিন্দু কীর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদায়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গুপ্ত-রাজগণের কীর্ত্তির মধ্যেও অনেক বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যের বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।*

বৈশালীয় (ত্রি) ১ বিশাল দেশোদ্ভব। (পুং) ২ মহাবীর।

বৈশালেয় (পুং) বিশালের গোত্রাপত্য; তক্ষক।

(অথর্ব্ব ৮।১০।২৯)

বৈশিক (পুং) বেশেন জীবতীতি বেশ (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি ঠক্। নায়কভেদ, ত্রিবিধ নায়কের অন্তর্গত নায়কবিশেষ। পতি, উপপতি ও বৈশিক এই ত্রিবিধ নায়ক। যে নায়ক বহু বেশ্যা ভোগোপরসিক, তাহাকে বৈশিক নায়ক কহে। এই বৈশিক নায়ক আবার তিনপ্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। যিনি দয়িতার প্রণয় ও প্রকোপে উপচারপরায়ণ হন, তিনি উত্তম। যিনি প্রিয়ার কোপে কোপ বা অনুরাগ প্রকাশ করেন না ও চেষ্টাদ্বারা মনোভাব জ্ঞাত হন, তাহাকে মধ্যম। যিনি ভয়, কৃপা এবং লজ্জাশূন্য ও কামক্রীড়ায় কৃত্যাকৃত্য-বিচারশূন্য তিনি অধম বৈশিক নায়ক। মানী, চতুর ও শঠ এই তিনটী ইহারই অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে।†

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপে বর্ণিত আছে।

"গিয়াছিনু সরোবরে স্নান করিবার তরে
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী।
চক্ষু মুখ পদ্ম ছন্দ কিবা ছন্দ কিবা বন্ধ
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী॥
ঈশ্বর সদয় হন, দূতী মিলে একজন
এইরূপে তার কাছে যায় দ্রুতগামিনী।
যত চাহে দিব ধন দিব নানা আভরণ
কোন মতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী।
উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে।
নায়িকার সেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে॥"

(ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী)

(ত্রি) ২ বেশ সম্বন্ধী।

বৈশিক্য (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৭।৫৭)

বৈশিখ (ত্রি) বিশিখা শীলমস্য (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ইতি ণ। বিশিখা যুক্ত, বিশিখা যাহার স্বভাব।

বৈশিষ্ট (স্ত্রী) বিশিষ্টস্য ভাবঃ বিশিষ্ট-অণ্। বিশিষ্টত্ব, বিশিষ্টতা, বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধী, বিশিষ্ট বুদ্ধিনিয়ামক সম্বন্ধ ভেদ। ২ অসাধারণত্ব।

"ত্রিষু লোকেষু তাবচ্চ বৈশিষ্ট প্রতিপৎস্যতে।
সুপ্রিয়ঃ সর্ব্বলোকস্য ভবিষ্যসি জনার্দ্দন॥"

(ভারত ১৩।১৪৯।৪১)

বৈশিষ্ট্য (স্ত্রী) বিশিষ্ট-ষ্যঞ্। বিশিষ্টত্ব, বৈশিষ্ট।

বৈশীতি (পুং) বিশীতের গোত্রাপত্য। (পা ২।৪।৬১)

বৈশীপুত্র (পুং) বৈশ্যাপুত্র। (শত° ব্রা° ১৩।২ ৯।৮)

বৈশেয় (পুং) বিশস্য গোত্রাপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। বিশের গোত্রাপত্য।

---

* Vide T. Bloch's Excavations at Basarh published in the Annual Report of the Archæological Survey of India. 1903-4.

† "বহুবেশ্যাভোগোপরসিকো বৈশিকঃ—
কার্ত্তিকস্বর্ণকোমলতাকান্তিং
পারাবতস্বরনির্ঘোষচিত্রকণ্ঠাদিম্।
উক্তা প্রেলোচনচারুকারমনন্দয়ন্ত
মাপাস্যহে কমপি বারবিলাসবত্যাঃ॥
অয়ং লক্ষণ উত্তমমধ্যমাধমভেদাৎ ত্রিধা। দয়িতায়াং কোপেহপি উপচারপরায়ণঃ উত্তমঃ। যথা—
চক্ষুঃ প্রান্তমুদীক্ষ্য পক্ষ্মস্পন্দঃ শোণারবিন্দশিষঃ
নোচেজ্জল্পতি ন স্মিতং বিতনুতে গৃহ্ণাতি বীটীং ন বা।
অঙ্গোপান্তমুপৈতি কিন্তু পুলকপ্রাকৃৎকপোলদ্যুতিঃ
কান্তঃ কেবলমানতেন শিরসা মুক্তাস্রজং গুম্ফতি॥
প্রিয়ায়াঃ প্রকোপে যঃ প্রকোপমনুরাগং বা ন প্রকটয়তি চেষ্টয়া মনোভাবং গৃহ্ণাতি স মধ্যমঃ। যথা—
আজ্ঞাং যদ্যপি হাস্যবর্জিতমিদং নাজ্ঞেন দীনং বচো
নেত্রেণোপনয়োনকান্তিরুচিরে কাপি ক্ষণং দীয়তে।
মালায়াঃ করণোত্তমো ন কলিকাভঙ্গঃ কুচাভোজয়ো
ধূপঃ কুন্তলধোরণীষু সুতনোঃ সায়ন্তনো দৃশ্যতে॥
ভয়কৃপালজ্জাশূন্যঃ কামক্রীড়ায়াং অকৃতকৃত্যাকৃত্যবিচারোহধমঃ। যথা—
উদয়তি হৃদি নৈব যস্য লজ্জা
ন চ করুণা ন চ কোহপি ভীতিলেশঃ।
বকুলমুকুলকোষকোমলাং মাং
পুনরপি গচ্ছ করেণ সম্ভবেশাঃ॥
মানী চতুরঃ শঠশ্চেত্যপি ভবতি। মানী যথা—
বাক্যাকুঞ্চনমাচরং তব বচো মঞ্জোপবেশং মনঃ
কল্পাবাচমিবাঙ্গপাঙ্গ বিনয়ঃ ব্যাজাবধিঃ প্রার্থ্যতে।
প্রাক্তনবক্রবিলোকনে পরিচিতালাপে বিমুক্তাননে
প্রাণেশে বিরহং পততি কৃপণা বামভ্রুবো দৃষ্টয়ঃ॥"
ইত্যাদি। (রসমঞ্জরী

বৈশেষিক (পুং) বিশেষং বেত্তি অধীতে বা বিশেষ-ঠক্। ১ কণাদমুনিকৃত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা, যিনি বৈশেষিক দর্শন জানেন। ঔলূক্য। (হেম) বিশেষমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ বিশেষ (অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে। পা ৪।৩।৮৭) ইতি ঠক্। ২ কণাদমুনিকৃত দর্শন শাস্ত্রবিশেষ। ৩ ন্যায়মতে আত্মাদিকৃত পারিভাষিক গুণ।

"বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ।
অদৃষ্টভাবনা শব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

(ত্রি) বিশেষ এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্। ২ অসাধারণ।

"যুগপন্নতু তে শক্যা কর্ত্তুং সর্ব্বে পুরঃসরা।
এক এব তু কর্ত্তা স্যা যস্মিন বৈশেষিকা গুণঃ॥"

(ভারত ৭।৫।১৫)

বৈশেষিক-দর্শন (ক্লী) ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত দর্শনশাস্ত্র-বিশেষ। কোন্ সময়ে বৈশেষিক সূত্রসমূহ বিরচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ প্রমাণ সংগ্রহ করা দুষ্কর। কেহ কেহ বলেন, এই কণাদসূত্রগুলিই দার্শনিক সূত্রগ্রন্থসমূহের আদি। কেহ কেহ ইহার পরিবর্ত্তে সাংখ্যসূত্রকেই সেই আসন প্রদান করেন। বৈশেষিক সূত্র যে অতি প্রাচীন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কেন না, ইহাতে বৌদ্ধমত নিরাসের কোনও প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। যদিও মহর্ষি কণাদের সূত্রাবলম্বিত দর্শনশাস্ত্র সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "ঔলূক্য-দর্শন" নামে অভিহিত হইয়াছে, তথাপি সাধারণতঃ এই ঔলূক্য দর্শন "বৈশেষিক দর্শন" নামেই পরিচিত আছে।

(বিশেষমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ বিশেষ-ঠক্। অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে পা ৪।৩।৮৭) বিশেষ পদার্থকে অধিকার করিয়া এই গ্রন্থ কৃত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম বৈশেষিক। এই বিশেষ কাহাকে বলে আমরা বৈশেষিক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৬ষ্ঠ সূত্রে তাহার আভাস পাই। যথা—

"অন্যত্রান্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ।"

যাহা অন্ত্য তাহা নিত্য, নিত্য দ্রব্যেই এই "অন্ত্যের" অবস্থান। প্রত্যেক পরমাণুই এই অন্ত্যবিশিষ্ট। এই অন্ত্যই "বিশেষ" পদার্থ। প্রত্যেক পরমাণুতে বিশেষ আছে। এই জন্য সমগ্র জগতে এক অনন্তসৃষ্টিবৈচিত্রী ও অনন্তবিভিন্নতারূপ (Heterogeneity) "বিশেষে"র বিদ্যমানতা অনুভূত হয় এবং তাহাই সৃষ্টির বিভিন্নতা সাধনের (Differentiation) মূল কারণ। পরমাণুই এই দর্শনের 'বিশেষ' পদার্থ। বিশেষ পদার্থের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই এই গ্রন্থখানি "বৈশেষিকদর্শন" নামে অভিহিত হইয়াছে।

মহর্ষি কণাদ এই দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা। কণাদ ঋষির আরও কতকগুলি নাম আছে। ইহার অপর একটী নাম উলূক। যথা মহাভারতে—

"উলূকঃ পরমো বিপ্রো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।"

(শান্তিপর্ব্ব ৪৭।১১)

এই নামানুসারেই মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে উঁহার কৃত গ্রন্থকে ঔলূক্য-দর্শন নামে উল্লিখিত করিয়াছেন।

মহর্ষির কণাদ নাম হইবার হেতু এই যে, কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লইয়া গেলে ক্ষেত্রে যাহা পড়িয়া থাকিত, তিনি উহা এক একটী করিয়া তুলিয়া লইতেন ও তাহাই আহার করিতেন। এইরূপ শস্যের কণা ভক্ষণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া তিনি কণাদ নামে বিদিত হইয়াছিলেন। এই জন্য কোন কোন দার্শনিক তাঁহাকে 'কণভক্ষ' বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে এইরূপ জীবিকা নিন্দিত নহে, বরং উৎকৃষ্ট তপস্যা বলিয়া প্রশংসিত। এইক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতার এই নামটী প্রকৃত নাহে? জীবিকানুসারে তিনি ঐ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম উলূক। তিনি কশ্যপ-বংশীয় ছিলেন।

ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গোতম ও কণাদ সমসাময়িক বলিয়াই অনেকের ধারণা। লিঙ্গপুরাণে ইহার প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গপুরাণকার বলেন, উভয়েই শিবাবতার সোমশর্ম্মার শিষ্য,—অক্ষপাদ প্রথম শিষ্য এবং উলূক তৃতীয় শিষ্য যথা :—

"জাতুকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ॥
অক্ষপাদঃ কুমারশ্চ উলূকো বৎস এব চ।
তত্রাপি মম তে শিষ্যা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ॥" (২৪ অধ্যায়।)

একটী কিংবদন্তী আছে যে, মহর্ষি কণাদ মহেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহারই আজ্ঞানুসারে বৈশেষিকদর্শন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্যও এই কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কণাদের সম্বন্ধে আর কোনও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

মহর্ষি কণাদ ষট্‌পদার্থবাদী, কি সপ্তপদার্থবাদী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ তাঁহাকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার কেহ বা সপ্তপদার্থবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ-সূত্রে ৬টী পদার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উহা এই—

কণাদ হন কি সাত পদার্থবাদী

"ধর্ম্ম-বিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং
পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।"

(বৈশেষিকদ০ ১।১।৪)

অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যরূপে অর্থাৎ কোন্ ধর্ম্ম কোন্ পদার্থের সমান ধর্ম্ম এবং কোন্ ধর্ম্মই বা কোন্ পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, ইহা জানিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে অর্থাৎ এই সকল তত্ত্বের যথার্থজ্ঞান বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়। কণাদ যদিও উদ্দেশ সূত্রে অভাবের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু স্থলান্তরে অভাব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন। উদ্দেশসূত্রে ষট্‌পদার্থের উল্লেখ থাকায় কোন কোন আচার্য্য তাঁহাকে ষট্‌পদার্থবাদী এবং স্থলান্তরে অভাবের বিষয়ও আলোচনা আছে দেখিয়া কেহ তাঁহাকে সপ্তপদার্থবাদী বলিয়া থাকেন। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়াই নিশ্চয় করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের প্রমেয়সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন :—

"অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ং।"

সূত্র নির্দ্দিষ্টের অতিরিক্তও দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় প্রমেয় আছে। বৈশেষিক দর্শনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অধিক সম্ভব ন্যায়ভাষ্যকার এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শনমতেও কণাদ ষট্ পদার্থবাদী, কারণ প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের একটী সূত্রে লিখিত আছে যে—

"ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবং।"

(সাংখ্যদ ১ অ°) অর্থাৎ বৈশেষিকাদির ন্যায় আমরা ষট্ পদার্থবাদী নহি। সাংখ্যসূত্রকারের মতে বৈশেষিক যে ষট্‌পদার্থবাদী, এই উক্তি দ্বারাই তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

একটী প্রামাণিক লোকশ্রুতিও এ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। যথা—

"ধর্ম্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্গমনোপমম্॥"

সাগরগমনেচ্ছু ব্যক্তি হিমালয়ের অভিমুখে গমন করিলে তাহাকে যেমন উপহাসাস্পদ হইতে হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে বসিয়া ষট্‌পদার্থের বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়ায় তৎপ্রতি এইরূপ উপহাসজনক কটাক্ষ করা হইয়াছে, কেননা কণাদই "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এখন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব, আদৌ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে ষট্‌পদার্থের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনকারদের মতেও অভাব বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই, অথচ ইঁহাদের দর্শনে অভাবের যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মীমাংসাচার্য্য ভট্ট এই প্রশ্নের যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা এই—

"ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া।"

কোনরূপ বৈলক্ষণ্যের অভিপ্রায়ে এক ভাব পদার্থই অপর ভাবপদার্থের অভাবরূপে ব্যবহৃত হয়। অভাব আকাশকুসুমের ন্যায় অলীকও নহে, পদার্থান্তরও নহে, কেহ কেহ এইরূপ উদাহরণও সুস্পষ্ট করিয়াছেন, যথা—যে সময়ে ভূতলে ঘট থাকে, সে সময়ে ঘটাভাবের ব্যবহার হয় না, ভূতলে ঘট আছে, এইরূপ ব্যবহারই হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ ঘটটী স্থানান্তরিত হইলে ভূতলে ঘট নাই, বা ঘটাভাব আছে এইরূপ অনুভব ও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভূতলে ঘট থাকিলে ঘটের ব্যবহার হয়, আর কেবল মাত্র ভূতলের বিদ্যমানতাকালে ঘটাভাবের ব্যবহার হয়। অতএব ঘটের অভাব কেবলমাত্র ভূতল বা ভূতলের কৈবল্যাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, অভাব পদার্থ বটে, কিন্তু অভাব নামে কোনও অতিরিক্ত পদার্থ নাই। একবিধ ভাব পদার্থই অন্যবিধ ভাবপদার্থের অভাবরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র।

এইরূপ যুক্তি বলে একশ্রেণীর পণ্ডিত কণাদকে ষট্‌পদার্থবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার অপর পক্ষে প্রশস্তপাদাচার্য্য প্রভৃতির মতে মহর্ষি কণাদ সপ্তপদার্থবাদী। প্রশস্তপাদ বলেন,—"দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানামভাবসপ্তমানামিত্যাদি"।

অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই ছয়টী পদার্থ এবং অভাব সপ্তম পদার্থ। এই সাতটী পদার্থ যথাক্রমে একবারে একই স্থানে ৭ পদার্থের উল্লেখ না করিয়া একস্থলে ৬ পদার্থের স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সূত্ররচনা ভঙ্গিতে সপ্তম অভাব পদার্থেরও আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। তাহাই ষট্ পদার্থ প্রথমে পৃথক্‌রূপে অভিহিত হইয়াছে। কণাদসূত্রের আলোচনায় অভাব পদার্থেরও স্পষ্ট আভাস প্রতীয়মান হয়। বল্লভাচার্য্য কণাদের উদ্দেশসূত্রে ষট্‌পদার্থ উল্লেখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাত্তিক প্রণালীতে লিখিয়াছেন যে—

"অভাবশ্চ বক্তব্যো নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্বাৎ ভাবপ্রপঞ্চবৎ,
কারণাভাবেন কার্য্যাভাবস্য সর্ব্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ॥"

মুক্তিলাভের জন্যই ষট্‌পদার্থের তত্ত্বোপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাবপ্রপঞ্চ অর্থাৎ দ্রব্যাদির ন্যায় অভাবও নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, অতএব ভাবপ্রপঞ্চের ন্যায় অভাবও স্বীকার করিতে হইবে। কারণের অভাবহেতু কার্য্যেরও অভাব দৃষ্ট হয়, যথা মৃত্তিকার অভাবে ঘটের অভাব, সুবর্ণের অভাবে কুণ্ডলের অভাব ইত্যাদি। এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে দুঃখের অভাব ঘটে, দুঃখের অভাবের নামই মুক্তি, মিথ্যাজ্ঞানই দুঃখের কারণ, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান নিরাকৃত হইলে দুঃখের অভাব হয়। সুতরাং ভাবপ্রপঞ্চের ন্যায় অভাবও বক্তব্য। কণাদ অভাব পদার্থ সম্বন্ধে

অতীন্দ্রিয়ত্বোপপাদনাদি, গুণপ্রত্যক্ষতাপ্রকরণ, পরমাণুরসাদির অপ্রত্যক্ষতা, গুরুত্বাদির অপ্রত্যক্ষতাপ্রতিপাদন, দুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণকথন, অযোগ্যবৃত্তি ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষত্ব প্রতিপাদন, সত্তা ও গুণের সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব প্রতিপাদন।

চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে—অনিত্য দ্রব্যবিভাগ, শরীরের চাতুর্ভৌতিকত্ব, পাঞ্চভৌতিকত্বের নিরাকরণ, শরীরে ভূতত্রয় আরম্ভভাব নিরাকরণ, শরীরবিভাগ, অযোনিজ শরীরবিশেষ উৎপত্তিপ্রকার, অযোনিজশরীরবিশেষবড় বিমানাদিকথন।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে কর্মপরীক্ষা আরম্ভ, প্রযত্ননিষ্পাদ্য কর্ম প্রতিপাদন, চেষ্টাহীন কর্মপ্রতিপাদন, চেষ্টা ব্যতিরেকে জায়মান কর্ম প্রতিপাদন প্রতিবন্ধকের অভাবসহকৃত গুরুত্বের পতনকারণত্ব, লোষ্ট্রাদি ক্রিয়াবিশেষে হেতুবিশেষ কথন, আত্যন্তিকবধজনক কর্মে পুণ্যাপাপহেতুত্ব, যত্নাধীন কর্ম, বাণক্ষেপাদিস্থলে উপরম পর্যন্ত কর্মসমূহের নানাত্ব, বেগজনক কর্ম, বেগনাশের পরে শরাদিপতনের হেতু।

পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে—নোদনাদির (সংযোগ বিশেষের) কর্মহেতুতা, ভূকম্পাদির হেতুবিশেষ, দ্রবদ্রব্য, কর্মপরীক্ষা, জলাদিস্পন্দনের হেতুতা, পৃথিবীস্থ জলের ঊর্দ্ধগমনের হেতুতা, বৃক্ষমূলে সিক্তজলের বৃক্ষের অভ্যন্তর দিয়া ঊর্দ্ধগমনের হেতু, হিমকরকাদির উৎপত্তির প্রকার, বজ্রনির্ঘোষের হেতু, দিগ দাহত্বাদির হেতু, ঊর্দ্ধজ্বলনাদির হেতু, ইন্দ্রিয় সংযোগ জন্য মনের কর্মহেতু, মরণের সময়ে মনের দেহান্তরে প্রবেশ, অন্ধকারের অভাব-স্বরূপতা, আকাশাদির নিষ্ক্রিয়তা, গুণাদির অসমবায়ি-কারণত্ব ইত্যাদি। কণাদসূত্রের এই প্রথম পাঁচটী অধ্যায়ে পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এই পাঁচটী অধ্যায়কে আমরা পদার্থ-বিজ্ঞান বা Physics বলিতে পারি। অবশিষ্ট পঞ্চাধ্যায়ে ধর্মবিজ্ঞান Theology মনোবিজ্ঞান (Metaphysics), ন্যায় (Logic) এবং স্থানে স্থানে পদার্থ-বিজ্ঞানের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে ইহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে বেদের প্রামাণ্য উপপাদন, ধর্মাদির শরীরাধিকরণে স্বর্গাদিজনন, শ্রাদ্ধাদিতে দুষ্ট ব্রাহ্মণ ভোজনের ফলাভাব, দুষ্ট ব্রাহ্মণ-লক্ষণ, দুষ্ট ব্রাহ্মণদ্বারা কর্মবাধিত হইলে পুনরায় ভাল ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই কর্মের কর্তব্যতা ইত্যাদি। ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে—বৈধকর্মফল বিবেচনা, অদৃষ্টফল-কতিপয় কর্মপ্রদর্শন, অধর্মসাধনকথন, মোক্ষনিদান, ধর্মাদির প্রেত্যভাব নিদান, মুখ্যোপায় কথন।

সপ্তমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে—নিত্যানিত্য রূপাদিকথন, পার্থিব পরমাণুরূপাদির পাকজত্বসাধন, পরিমাণপরীক্ষা, পরিমাণে অনিত্যতা, আকাশাদির পরিমাণ, মনে মহত্বের অভাব, দিগাদির পরমমহত্ব।

সপ্তমের দ্বিতীয় আহ্নিকে—সংখ্যাপরীক্ষা, পৃথক্ত্বপরীক্ষা, গুণাদির নিঃসংখ্যত্ব, গুণাদির একত্ব মনে করা বুদ্ধির ভ্রমমাত্র অবয়ব অবয়বীর অভেদ নিরাকরণ, সংযোগপরীক্ষা, পদ-পদার্থের সাঙ্কেতিক সম্বন্ধসাধন প্রকরণ, পরত্ব অপরত্ব পরীক্ষা, সমবায় পরীক্ষা ইত্যাদি। অতঃপর অষ্টম অধ্যায় হইতে আমরা বৈশেষিক সূত্র মনোবিজ্ঞান (Meta-physics) ও তর্কশাস্ত্রের (Logic) আলোচনা দেখিতে পাই।

অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রারম্ভেই বুদ্ধিপরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের (Sensation) বা ইন্দ্রিয়জন্য উপলব্ধি (Perception) বা বুদ্ধিজন্য উপলব্ধি (Intellection) বা জ্ঞানবিশেষজন্য উপলব্ধির আলোচনা এই অধ্যায়ে আমরা সূত্রাকারে দেখিতে পাই। প্রত্যক্ষহেতু সন্নিকর্ষবিশেষ, বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ হেতুবিশেষ, ইন্দ্রিয়বিশেষের উপাদান বিশেষে উহাদের গ্রাহ্য বিষয়ের বিশেষত্ব এবং অর্থপদ পরিভাষা এই অষ্টমাধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় আহ্নিকে আলোচিত হইয়াছে।

নবমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে অভাবপ্রত্যক্ষকথনের ভূমিকা-ধ্বংস প্রত্যক্ষ সামগ্রীকথন, প্রাগভাবে উহার অতিদেশ, অন্যোন্য অভাব প্রত্যক্ষ-প্রকার,যোগজ সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষকথন ইত্যাদি। নবমাধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে লৈঙ্গিকজ্ঞাননিরূপণ, শব্দবোধের অনুমিতিতে অন্তর্ভাব, উপমিতি আদির অনুমিতিতে অন্তর্ভাব, স্মৃতিনিরূপণ, স্বপ্নহেতু নিরূপণ, স্বপ্নান্তিক জ্ঞানহেতু কথন, ভ্রমজ্ঞানের হেতুত্ব, অবিদ্যালক্ষণ, বিদ্যালক্ষণ, আর্ষজ্ঞান-বিশেষের হেতুকথন ইত্যাদি।

দশমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে সুখদুঃখের ভেদ প্রতিপাদন, উহাদের অন্তর্ভাব কথন, শরীর অবয়বের পরস্পর ভেদ সংস্থাপন, ইত্যাদি। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ত্রিবিধ কারণের বিবিধ বিবেচন এবং বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে দৃঢ়তা-সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ক সূত্র আছে। এই সকল সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিক, বৃত্তি ও টীকা প্রভৃতি গ্রন্থে বহুলরূপে বিবৃত হইয়া বৈশেষিক দর্শন, ভারতীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞানগৌরবের সমুজ্জ্বল বিজয়পতাকা এখনও সমগ্র সুসভ্য জগতে উড্ডীন রাখিয়াছে।

এই দর্শনে উক্ত বিষয় সকল বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা এখানে সংক্ষেপতঃ বৈশেষিক সূত্রোক্ত বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। এই দর্শনে যে সপ্ত পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সূত্রোদ্দিষ্ট দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ৬টী ভাব

পদার্থ এবং অনুল্লিষ্ট সপ্তম পদার্থ অভাব, এই কয়েকটী পদার্থ নৈয়ায়িকদিগেরও অবিরুদ্ধ। ভাব পদার্থ ছয়টী, অভাব একটী এই সাতটী পদার্থ বৈশেষিকগণের স্বীকৃত। নৈয়ায়িকগণ কিন্তু ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করেন। আধুনিক নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক স্বীকৃত সাত পদার্থ স্বীকার করিয়া প্রাচীন ন্যায়ের উক্ত ষোড়শ পদার্থ, এই সাত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করেন। প্রশস্তপাদাচার্য্যের গ্রন্থে এবং উপমান চিন্তামণিতেও নৈয়ায়িকের ষোড়শ পদার্থ এই সাত পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

দ্রব্য।

যে পদার্থে কোনও না কোন একটী গুণ অবশ্যই থাকে, তাহার নাম দ্রব্য পদার্থ, অথবা যে পদার্থে দ্রব্যত্ব জাতি থাকে, তাহার নাম দ্রব্য। যে সামান্য বা জাতি গুণবৃত্তি নহে, অথচ গগনবৃত্তি, সেই সামান্য বা জাতিই দ্রব্যত্ব নামে অভিহিত। সত্তা নামে একটী সামান্য জাতি আছে, ঐ সামান্য গগন বৃত্তি বটে, কিন্তু গুণবৃত্তি বলিয়া তাহা দ্রব্যত্ব নহে।

দ্রব্য পদার্থ ৯ প্রকার, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ আত্মা ও মনঃ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী দ্রব্য পঞ্চভূত নামে অভিহিত। অর্থাৎ এই সকল দ্রব্যের সাধারণ সংজ্ঞা ভূত। যাহাতে বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ গুণ থাকে, তাহারই সাধারণ সংজ্ঞা ভূত। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণবিশিষ্ট বস্তুই ভূত নামে অভিহিত। পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ বিশেষ বিশেষ গুণ। অথচ ঐ সকল গুণ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, সুতরাং পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই গুলি ভূত বলিয়া অভিহিত। জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ বটে, কিন্তু জ্ঞান মনোগ্রাহ্য, উহা বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে এই জন্য আত্মাকে ভূত বলা যায় না।

ক্ষিতি—যাহাতে গন্ধের অত্যন্তাভাব নাই, অথবা যাহাতে পৃথিবীত্ব জাতি আছে তাহাই পৃথিবী। কবকাতে অসমবেত ঘটাদিতে সমবেত জাতির নাম পৃথিবীত্ব। সত্তা ও দ্রব্যত্ব জাতি কবকাতেও সমবেত উহাতে অসমবেত নহে। গুণত্বাদি জাতি কবকাতে অসমবেত ঘটাদিতে সমবেত নহে। এই জন্য সত্তা দ্রব্যত্ব ও গুণত্বাদি জাতিকে পৃথিবীত্ব বলা যাইতে পারে না।

ফলপুষ্পাদি সমস্তই পার্থিব পদার্থ ইহারা সকলেই মৃত্তিকার বিকার। পৃথিবী ভিন্ন অপর কোন দ্রব্যের গন্ধ নাই, সময়ে সময়ে জল ও বায়ুতে যে গন্ধের অনুভব হইয়া থাকে, ঐ গন্ধও জলগত বা বায়ুতে মিশ্রিত পার্থিব পরমাণুর মিশ্রণেই উৎপন্ন। এই গন্ধ জল বা বায়ুর নহে; কেন না উহাদের যে কোন গন্ধ নাই তাহা সাধারণ পরীক্ষা দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতে পারে। দুর্গন্ধ জল যন্ত্রসাহায্যে পরিস্রুত করুন, দেখিবেন তাহাতে আর কোনও গন্ধ অনুভূত হইবে না। ইহার কারণ এই যে গন্ধের উপাদান স্বরূপ ক্ষিতির পরমাণু যন্ত্রযোগে অপসারিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার জল ও সকল বায়ুতেই গন্ধের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু পাষাণে গন্ধ আছে, তাহা উৎকট নহে বলিয়া আমরা তাহার অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু পাষাণের ভস্মে স্পষ্টরূপে গন্ধের অনুভব হইয়া থাকে।

ক্ষিতি পদার্থ দুই প্রকার নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুই ক্ষিতির নিত্য পদার্থ, ইহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। পরন্তু উহা স্বতঃসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন সমস্ত পৃথিবীই অনিত্য। অপর সর্ব্ববিধ পার্থিব পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পরমাণু প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু অনুমানগ্রাহ্য।

সাবয়ব ক্ষিতি পদার্থের বিভাগ করিতে করিতে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম অবয়বে উপনীত হইবার পরও ঐরূপ অবয়ব উপস্থিত হয়, যাহার বিভাগ করা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপে কিছুতেই আর যাহার বিভাগ করা যায় না অর্থাৎ যাহা নিতান্তই অবিভাজ্য হইয়া পড়ে, তাহাই পরমসূক্ষ্ম বা পরমাণু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অবয়ব সংযোগই উৎপত্তির হেতু। পরমাণুর অবয়ব নাই, সুতরাং উহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই।

পরমাণু নিরবয়ব না হইলে সকল বস্তুরই অনন্ত অবয়ব জানিতে হয়। তাহাতে পরিমাণের অবিশেষাপত্তি হয় বটে।

পরমাণু ভিন্ন অপরাপর অবয়ব বা অংশ এবং অবয়বী বা অংশ এ সমস্তই সাবয়ব। দুইটী পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটী দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু ইত্যাদি ক্রমে মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। অবয়ব সংযোগে যাহাদের উৎপত্তি অবয়ব বিভাগে তাহাদের বিনাশ অনিবার্য্য।

কোন কোন নৈয়ায়িক দ্ব্যণুক ও পরমাণু স্বীকার করেন না, তাঁহারা ত্রসরেণু মাত্র স্বীকার করেন। অনিত্য পৃথিবী আবার তিন প্রকার। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। শরীর ভোগায়তন, শরীর ভিন্ন কোনরূপ ভোগ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সেই ভোগের সাধন স্বরূপ। বিষয়ের উপলব্ধিই ভোগ। এই শরীর আবার দুইপ্রকার, যোনিজ ও অযোনিজ। শুক্রশোণিত সংযোগ জন্য শরীর যোনিজ, তদ্ভিন্ন অযোনিজ। যোনিজ শরীর আবার দুইপ্রকার জরায়ুজ ও অণ্ডজ। মনুষ্যাদির

শরীর জরায়ুজ, পক্ষী ও সর্পাদির শরীর অণ্ডজ। অযোনিজ শরীরও দ্বিবিধ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, মশকাদির শরীর স্বেদজ এবং বৃক্ষাদির শরীর উদ্ভিজ্জ। শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে বৃক্ষাদিতে জীবাত্মা আছেন। পাপকর্ম বিশেষের ফল স্বরূপ জীব স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়। যথা—

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।" (মনুবচনম্।)
গুরুং ত্বঙ্কৃত্য হুঙ্কৃত্য বিপ্রং নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রাদিসেবিতঃ॥"

অন্যত্র—

"নর্ম্মদাতীরসম্ভূতাঃ সরলার্জ্জুনপাদপাঃ।
নর্ম্মদাতোয়সংস্পর্শাৎ তে যান্তি পরমাং গতিম্॥"

এই সকল বচন শঙ্করমিশ্র কৃত কণাদসূত্রোপস্কার ধৃত।

বৃক্ষাদিতেও যে জীবাত্মা আছেন, তাহার প্রমাণ প্রদর্শনার্থ শঙ্করমিশ্রের মত লিখিত হইয়াছে। "বৃদ্ধিক্ষতভগ্নসংরোহণে চ" অর্থাৎ বৃক্ষাদির কোন স্থান ভগ্ন বা কোন স্থানে ক্ষত হইলে কালে তাহা জোড়া লাগে এবং সেই ক্ষত শুষ্ক হয়। এই জন্য ইহাকে ভগ্ন-ক্ষত সংরোহণ কহে। অতএব বৃক্ষাদিরও যে জীবনী শক্তি আছে তাহা এতদ্বারা জানা যায়। বৃক্ষপ্রভৃতি যে স্বীয় পুষ্টির উপকরণ রসাদির আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। ইহাও উহাদের জীবনী শক্তির অস্তিত্বের পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন দেবর্ষিদিগের ও নারকীদিগের শরীরও অযোনিজ।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব এবং গন্ধের অনুভব হয় বলিয়া উহা গন্ধের উপলব্ধি ক্রিয়া বিশেষ। এই ক্রিয়া গন্ধের, এই নিমিত্ত এই কর্ম্মও পার্থিব। ইন্দ্রিয় মাত্রই স্বপ্রকৃতি দ্রব্যের অসাধারণ গুণের অভিব্যঞ্জক এবং উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আমরা যে নাসিকা দেখিতে পাই, উহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থান মাত্র। অন্যান্য পৃথিবীর গন্ধের অভিব্যক্তি করিবার শক্তি থাকিলেও ভূতান্তরের সংযোগে এবং সেই ভূতের গুণাধিক্যে সেই শক্তি অভিভূত হয় বলিয়া সমস্ত পার্থিব পদার্থ গন্ধের অভিব্যক্তি করিতে পারে না। শ্লেষ্মাদি দ্বারা অভিভূত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও গন্ধের অভিব্যক্তি করিতে পারে না।

এখন জলের কথা বলা যাইতেছে স্নেহগুণবিশিষ্ট পদার্থই জল। যে গুণপ্রভাবে চূর্ণ পদার্থ সকল পিণ্ডাকারে পরিণত করা যাইতে পারে, সেই গুণ বিশেষের নাম স্নেহ। স্নেহগুণ 'স্নিগ্ধং জলং' জল স্নিগ্ধ এই অনুভব সিদ্ধ। জলভিন্ন আর কোন দ্রব্যেরই স্নেহগুণ নাই। তৈলাদির স্নেহ গুণও জলীয়। তৈলাদির স্নেহ উৎকৃষ্ট, এইজন্য তাহা দহনের অনুকূল। আমাদের দৃশ্যমান জলের স্নেহ অপকৃষ্ট, এই জন্য তাহা দহনের প্রতিকূল। জলের আর একটী সংজ্ঞা এই যে, যে দ্রব্যে জলত্ব জাতি আছে, তাহার নাম জল। পৃথিবীবৃত্তি বিবর্জ্জিত অথচ হিমকরকাদিবৃত্তি জাতিবিশেষের নাম জলত্ব। সত্তা ও দ্রব্যত্ব জাতি পৃথিবী বৃত্তি, তেজস্ত্বপ্রকৃতি জাতি হিমকরকাদিবৃত্তি নহে, এই জন্য তাহাদিগকে জলত্ব ধরা যায় না। জল দুইপ্রকার, নিত্য ও অনিত্য। জলীয় পরমাণু নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত জল অনিত্য। অনিত্য জল ত্রিবিধ, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বরুণ লোকস্থ জীবদিগের শরীর জলীয়, ইহা শাস্ত্র পাঠে জানা যায়।

পার্থিব পরমাণু ও জলীয় পরমাণু উভয়েই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক। জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা। রসনেন্দ্রিয় রসের অভিব্যঞ্জক, ইক্ষু, ক্ষীর ও গুড়াদির ন্যায় উৎকট মাধুর্য্য জলে না থাকিলেও উহাতে যে অব্যক্তবিধ মাধুর্য্য আছে, তাহা অস্বীকার্য্য নহে।

তেজঃ—যে দ্রব্যে রস নাই, অথচ রূপ আছে, তাহার নাম তেজঃ। পৃথিবী ও জলে রূপ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে রসও আছে। বায়ুপ্রভৃতির রূপ নাই, এইজন্য উহারা তেজঃ নহে। অথবা যে দ্রব্যে তেজস্ত্ব জাতি আছে, তাহার নাম তেজঃ। করকাদিতে অবৃত্তি অথচ বিদ্যুদাদিতে বৃত্তি জাতি বিশেষের নাম তেজস্ত্ব। সত্তা ও দ্রব্যত্ব করকাদিতে অবৃত্তি নহে, পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি জাতি বিদ্যুদাদিতে বৃত্তি নহে, এই জন্য উহাদিগকে তেজস্ত্ব বলা যাইতে পারে না। তেজঃ দুই প্রকার নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ তেজঃ নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত তেজঃ অনিত্য। অনিত্য তেজঃও তিন প্রকার—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। সূর্য্যলোকস্থিত প্রাণীদিগের শরীর তৈজস। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস। রূপমাত্রের অভিব্যঞ্জক আলোক তৈজস, চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপমাত্রের অভিব্যঞ্জক। অতএব উহাও তৈজস। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত তেজঃ বিষয় বলিয়া কথিত।

বায়ু—যে দ্রব্যে রূপ নাই, স্পর্শ আছে, তাহার নাম বায়ু। পৃথিবী, জল ও তেজোদ্রব্যে রূপ আছে, আকাশাদি দ্রব্যে স্পর্শ নাই, এই জন্য উহারা বায়ু বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। বায়ু দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য। অনিত্য বায়ু তিন প্রকার, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বায়ুলোকস্থিত জীবদিগের শরীর বায়বীয়। ব্যজনবায়ু অঙ্গসঙ্গিজলের শীতল স্পর্শের অভিব্যক্তি করে, ত্বগিন্দ্রিয়ও স্পর্শমাত্রের অভিব্যঞ্জক, অতএব উহা বায়বীয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত বায়ুর সাধারণ নাম বিষয়। জন্যদ্রব্য মাত্রেই পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের সহিত অল্লাধিক পরিমাণে সম্বন্ধ আছে, অতএব এই ভূতচতুষ্টয়ই জন্য দ্রব্য মাত্রেরই আরম্ভক বা সমবায়িকারণ।

আকাশ—শব্দাশ্রয় দ্রব্যর নাম আকাশ। শব্দের উৎপত্তি বায়ু সাপেক্ষ হইলেও বায়ু শব্দের আশ্রয় নহে। বায়ুর একটী

বিশেষ গুণ স্পর্শ। বায়ু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহার স্পর্শ গুণও থাকে। শব্দ সেরূপ নহে। বায়ু থাকিলেও শব্দ নষ্ট হইতে পারে। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শের সহিত উহার এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ নহে।

কাল—যে দ্রব্যদ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব-ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়, তাহার নাম কাল। পূর্ব্ববর্ত্তিকালে জাত ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ এবং পরবর্ত্তিকালে জাত ব্যক্তি কনিষ্ঠ।

দিক্—দূরত্ব ও অন্তিকত্ব বা নৈকট্য ব্যবহারের এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমাদি ব্যবহারের কারণ দ্রব্যবিশেষের নাম দিক্।

আকাশ, কাল ও দিক্ প্রত্যক্ষ নহে। কার্য্যের দ্বারা অনুমেয়। উহারা প্রত্যেকে এক, অনেক নহে। এক হইলেও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি আকাশের ঔপাধিক ভেদ। ক্ষণ, দিন ও মাসাদি ভেদে কালও অনেক প্রকার। ক্রিয়ারূপ উপাধিভেদে উহার ঐরূপ ভেদ প্রতীত হয়। বস্তুতঃ কাল এক। এইরূপ দিক্ও এক, উপাধিভেদে উহা পূর্ব্বপশ্চিমাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়।

আত্মা—জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা। আত্মা দুইপ্রকার পরমাত্মা বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা। ঈশ্বরকে অনুমান দ্বারা জানা যায়।

"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে বিশ্বস্ত কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা"
(শ্রুতি)

এক জন দেবতা আছেন, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া রক্ষা করিতেছেন। তিনিই ঈশ্বর। এখন জীবাত্মার কথা বলা যাইতেছে।

জীবাত্মা—"আমি জানিতেছি" "আমি শুনিতেছি" ইত্যাদি মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কোন একটী বিশেষ গুণের সহকারে জীবাত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। জীবাত্মা এক নহে, প্রতি শরীরেই ভিন্ন ভিন্ন। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্যসংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জীবাত্মার এই চতুর্দ্দশটী গুণ।

যাহা দ্বারা জীবাত্মা এবং তন্নিষ্ঠ সুখদুঃখাদির অনুভব হয় তাহার নাম মন। জীবাত্মাও স্বীয় সুখদুঃখাদি মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এ কারণ যেমন চক্ষুরাদি বহি-রিন্দ্রিয়কে বহিঃকরণ বলা হয়, তদ্রূপ মনস্কেও অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় বলে।

রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হইলে তত্তদ্বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু একসময়ে রূপাদি পঞ্চবিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও এক কালেই পঞ্চেন্দ্রিয়জনিত চাক্ষুষাদি পাঁচপ্রকার জ্ঞান হয় না। কেবল উহার কোন একটী জ্ঞান মাত্র হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষই জ্ঞানের সাধন এবং পাঁচটী জ্ঞানই একদা হইবার কারণ রহিয়াছে, তখন কেন পাঁচটী জ্ঞান এককালে হয় না? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতীত আর কোন সহকারি কারণও আছে, যাহার সন্নিধি হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সন্নিধিই সেই সেই জ্ঞান উৎপন্নের কারণ, অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের সহিত অগ্রে মনঃ-সংযোগ হয়, সেই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানটাই প্রথমে জন্মিয়া থাকে। যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ হয় না বা পরে হয়, বিষয় সন্নিকর্ষ থাকিলেও সে ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান যে তখন হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত স্বীকার্য্য বিষয়।

জ্ঞানের যৌগপদ্য এবং ক্রিয়ার যৌগপদ্য অর্থাৎ এককালে একাধিক জ্ঞান ও একাধিক ক্রিয়া হয় না বলিয়া যদি মনের স্বীকারে আবশ্যক হইল, তাহা হইলে মনকে অবশ্য অণুপরিমাণ অর্থাৎ পরম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেননা মন বিভু অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হইতে পারে। সুতরাং এককালে একাধিক জ্ঞান হইতে পারে। অতএব যে কারণে মনঃ স্বীকার করিতে হইতেছে। সেই কারণেই মনের অণুত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্মত্বও স্বীকার্য্য। সুতরাং মনের মহৎপরিমাণত্ব স্বীকার করিবার উপায় নাই। দর্শনশাস্ত্রে ইহাই ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণবিরোধ বা ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণবাধ বলিয়া অভিহিত হয়।

যাহার ধর্ম্ম আছে, তাহা ধর্ম্মী, মনের ধর্ম্ম অণুত্ব, সুতরাং মন ধর্ম্মী। যে প্রমাণবলে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, তাহার নাম ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণ। যে প্রমাণবলে মন সিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রমাণের বলেই মনের অণুত্বও সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব মনের মহত্ত্ব কল্পনা হইতে পারে না। মনের মহত্ত্ব কল্পনা করিতে গেলেই ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণের হিত বিরোধ ঘটে।

ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, নর্ত্তকী নৃত্য করিবার সময় দর্শকদিগের দর্শন, গেয়পদের স্মরণ, বাদ্যশব্দের শ্রবণ, বস্ত্রাঞ্চলের স্পর্শন এবং পাদন্যাস, হস্তচালন, শিরশ্চালন প্রভৃতি কার্য্য এককালে করিয়া থাকে। অতএব মন অণুপরিমাণ হইলে এককালে তাহার একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ কিছুতেই হইতে পারিত না। সুতরাং মনের অণুত্ব স্বীকার করিলে এক-কালে একাধিক জ্ঞান বা ক্রিয়া কখন হইতে পারে না।

এই আপত্তির খণ্ডনে বক্তব্য এই যে, মনঃ অতি শীঘ্র শীঘ্র সঞ্চরণশীল। সাতিশয় দ্রুত ভাবে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় বলিয়া যৌগপদ্য ভ্রম হয়, অর্থাৎ এককালে একাধিক জ্ঞান ও একাধিক ক্রিয়া হইতেছে বলিয়া ভ্রম হয়।

বস্তুতঃ জ্ঞান ও ক্রিয়া পরম্পরা ক্রমশঃ হইয়া থাকে, এককালে হয় না। সুতরাং এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরক্ষণেই আর এক ইন্দ্রিয়ের সহিত তৎপরক্ষণেই আবার অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু মনের সংযোগক্রম এবং তজ্জন্য জ্ঞানক্রম এত দুর্লক্ষ্য যে তাহা বোধগম্যই হয় না। এইজন্য এককালে একাধিক জ্ঞান হইতেছে বলিয়া বিবেচনা হয়। এ বিবেচনা ভ্রমাত্মক। শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞান হয় বলিয়া ক্রমিক জ্ঞানের যৌগাপদ্য ভ্রম অন্যত্রও হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ দ্বারা ইহার যথার্থ উপলব্ধি হইবে। বক্তার বাক্য সরল হইলে ঐ বাক্যটী শুনিবামাত্রই যে তাহার অর্থবোধ হয়, ইহা সকলেই বিবেচনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা হয় না, কারণ বাক্য শুনিবার সময় প্রথমে এক একটী বর্ণের, তৎপরে ঐ বর্ণঘটিত পদের, তাহার পর সেই সকল পদঘটিত বাক্যের জ্ঞান হয়। এইরূপে বাক্যজ্ঞান হইলে পরে বাক্যঘটক পদাবলীর সঙ্কেত স্মরণ হয়। সঙ্কেত স্মরণ হইয়া পদাবলীর অর্থজ্ঞান হয়। অভ্যস্ত বিষয় হইলেই শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ অর্থবোধ হয়, কিন্তু যে বিষয়টী অভ্যস্ত নয়, তাহার অর্থবোধ সহজে হয় না।

উৎপলশতপত্রভেদ ও অলাতচক্রদর্শন ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। কতগুলি পদ্মপত্র উপর্য্যুপরি ভাবে রাখিয়া তাহা সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে আপাততঃ বোধ হয় যেন সমস্ত পত্রগুলিই একেবারে বিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাহা হয় না, প্রথমে সর্ব্বোপরিস্থিত পত্রটী, তৎপরে ক্রমে তন্নিম্নস্থিত, পত্রগুলি বিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বেধক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয় বলিয়া ক্রমলক্ষ্য বোধ করা যায় না, এইজন্য বেধক্রিয়ার যৌগপদ্য ভ্রম হয়।

একটী অলাতপত্র অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার গোলাকারে অতি দ্রুতভাবে ভ্রমণ করাইলে উহা চক্রাকার অগ্নিরেখা বা অগ্নির চক্রের ন্যায় দৃষ্ট হয়। যদিও উহা অলাতের পরিভ্রমণক্রম-ব্যাপার বিশেষ বই অন্য কিছুই নয়, তথাপি অলাতপত্র ভ্রামণের বেগাতিশয্য নিবন্ধন উহা আমাদের নয়নের সম্মুখে অগ্নিচক্র বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কণাদসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে এইরূপ মনোপরীক্ষার অবতারণা করা হইয়াছে। উপস্কারকার শঙ্করমিশ্র এই আহ্নিকের ব্যাখ্যা উদাহরণাদি সহ অতীব প্রাঞ্জল করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘশষ্কুলী (লম্বাকারের পিষ্টক) ভক্ষণের উদাহরণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এই স্থলে যদিও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির যুগপৎ প্রতীতি হয়, তথাপি উহা মনের অনুব্যবসায় (Gradual perception) মাত্র; কেন না মন শীঘ্র সঞ্চারী। এই শীঘ্র সঞ্চারণের নিমিত্তই যুগপৎ বিবিধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রতীতি হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই ব্যাপার যৌগপদ্যাভিমান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবান্ সূত্রকারও এই আহ্নিকের তৃতীয় সূত্রে বলেন,—

"প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকম্"

প্রতিদেহে একটী মাত্র মন ভিন্ন বহু মন নাই। শঙ্করমিশ্র ইহার ব্যাখ্যায় একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন,—

"যত্তু নর্ত্তকীকরচরণাঙ্গুলীষু যুগপৎকর্ম্মদর্শনাদ্যুগপদেব বহবঃ প্রযত্না উৎপদ্যন্তে ইতি মতং তদযুক্তং মনসঃ শীঘ্রসঞ্চারাদেব তদুৎপত্তেঃ অবিনশ্যদবস্থযোগ্যবিশেষগুণানাং যৌগপদ্যানভ্যুপগমাৎ।"

এইরূপে যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে, এক শরীরে একাধিক মন নাই। অন্যথা কল্পনা গৌরবদোষ প্রসঙ্গ হয়। এইরূপ যৌগপদ্য ভ্রান্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ আধুনিক বায়স্কোপ। পাঠকগণ শঙ্করমিশ্রের উপস্কারে এবং ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থে বৈশেষিকোক্ত এই নবটী দ্রব্যের সবিশেষ বিবরণ সহজেই দেখিতে পাইবেন।

দ্রব্য-বিচারের পরেই গুণসম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টি ও প্রলয় প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস বিবৃত না করিলে দ্রব্যতত্ত্বের বিবৃতি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এই নিমিত্ত এস্থলে বৈশেষিক সিদ্ধান্তিত সৃষ্টি ও প্রলয়ের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত প্রণালী প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই দর্শনের মতে চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশাদি পঞ্চদ্রব্য নিত্য। তদ্ভিন্ন দ্ব্যণুক অবধি মহাভূত চতুষ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু অনিত্য। অনিত্য দ্রব্য সকলের সৃষ্টি ও সংহার বা প্রলয়ের ক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্মার দেহবিসর্জ্জনকাল সমাগত হইলে সকল ভুবনের অধিপতি মহেশ্বরের সঞ্জিহীর্ষা অর্থাৎ সংহারেচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়। তৎপরে সমস্ত জীবাত্মার অদৃষ্ট সকলের বৃত্তিনিরোধ হেতু অদৃষ্ট দ্বারা সৃষ্টি ও স্থিতি নিমিত্ত অদৃষ্টের কার্য্য প্রতিবদ্ধ হয়। প্রাণিগণের ভোগের জন্য জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি। ভোগপ্রযোজক বা ভোগহেতু অদৃষ্ট, প্রলয়প্রযোজক অদৃষ্ট দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে ভোগ-প্রযোজক অদৃষ্ট আর ভোগ সম্পাদন করিতে পারে না। সেই সময়ের প্রলয় নিবন্ধন অদৃষ্টযুক্ত প্রাণিবর্গের সংযোগে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের আরম্ভক পরমাণু সকলে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ঐ কর্ম্মবশতঃ আরম্ভক সংযোগ নিবৃত্তি হইয়া যায়। তখন দেহ ও ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া তদারম্ভক পরমাণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ পৃথিব্যারম্ভক পরমাণুতে কর্ম্ম হইয়া আরম্ভক সংযোগ নিবৃত্তিক্রমে মহাপৃথিবী নষ্ট হয়। এই প্রণালীতে পৃথিবীর পর জল, জলের পর তেজঃ, তেজের পর বায়ু নষ্ট হয়। তখন চতুর্বিধ মহাভূতের চতুর্ব্বিধ পরমাণু মাত্র বিভক্ত রূপে

অবস্থান করে এবং ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কারযুক্ত আত্মা সকল ও আকাশাদি নিত্য পদার্থগুলি মাত্র অবস্থিত থাকে।

প্রলয়কালের অবসানে প্রাণিদিগের ভোগের জন্য মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়। তখন প্রলয়হেতু অদৃষ্টের কার্য্য হইয়াছে বলিয়া উহা আর ভোগপ্রযোজক অদৃষ্টের বৃত্তি নিরোধ করিতে পারে না। সুতরাং ফলোন্মুখ হয়। সেই অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে প্রথমতঃ বায়বীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি, এবং ঐ সকল পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান বায়ুর উৎপত্তি এবং তাহা অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। তির্য্যগ্‌গমন বায়ুর স্বভাব। এসময়ে অপর কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হয় নাই যাহা দ্বারা বায়ুর বেগ প্রতিহত হইতে পারে। সুতরাং বায়ু নিয়ত কম্পমান অবস্থায় রহিল। বায়ু সৃষ্টির পরে ঐরূপে জলীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া উহা হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহান্ সলিলরাশি হইল এবং বায়ুবেগে কম্পমান হইয়া বায়ুতে রহিল। তৎপরে ঐরূপ ক্রমে পার্থিব পরমাণু সংযোগে নিবিড়াবয়ব মহা পৃথিবী হইল এবং তাহাও ঐ জলরাশিতে থাকিল। ঐরূপে দীপ্যমান মহান তেজোরাশি সমুৎপন্ন হইয়া ঐ জলরাশিতেই অবস্থিত হইল। পরে মহেশ্বরের সংকল্প মাত্রে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মারও সৃষ্টি হইল।

প্রাণিগণ যেরূপ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম লাভ করে, সেইরূপ জগতের স্থিতিকালে পুনঃ পুনঃ দুঃখাদি ভোগে পরিক্লিষ্ট প্রাণিদিগের কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য মহেশ্বরের অভিপ্রায়ে প্রলয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইজন্য পুরাণাদিতে সৃষ্টি ও প্রলয় রাত্রি ও দিনরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেখিতে পাই যে ঘটাদি পার্থিব বস্তু চূর্ণীকৃত হয়, পর্ব্বত সকলও পার্থিব, অতএব তাহারাও এক সময়ে চূর্ণীকৃত হইবে। জলাশয় সকল শুষ্ক হয়, সমুদ্রও জলাশয়বিশেষ। অতএব সমুদ্রও এক সময়ে শুষ্ক হইবে। প্রদীপ তৈজস, উহা নিবিয়া যায়, সূর্য্যও তৈজস, অতএব সূর্য্যও এক সময়ে নিবিয়া যাইবে। এইরূপে প্রলয়ের সাধক বহুপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে।

জাগতিক বস্তু মাত্রই ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এই ভূত চতুষ্টয়ের কার্য্য। আকাশ কোন দ্রব্যের আরম্ভক নহে। কিন্তু আকাশ বিভু এবং সর্ব্বগত। জাগতিক কোন পদার্থই আকাশসম্পর্কবর্জ্জিত নহে। সুতরাং জাগতিক পদার্থ নির্ব্বাচন করিবার সময় আকাশ ছাড়া যাইতে পারে না। আরও বলা যাইতে পারে যে, শব্দাদির মত আকাশ শব্দের আশ্রয়। আকাশ ভিন্ন শব্দ হইতে পারে না, সুতরাং জগতে আকাশের উপযোগিতা নিঃসন্দেহ।

কণাদ কাল ও দিক্ পদার্থ মানিয়াছেন, তাহা কেন মানিতে হইবে? তাহারও কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কাল ও দিক্ পদার্থ প্রকৃত পক্ষে পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বলিয়া কণাদের অভিপ্রেত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কণাদ প্রথমে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ুর লক্ষণ নির্দ্দেশ ও অপ্রত্যক্ষ বায়ু পদার্থের সাধন এবং তাহার নানাত্ব সংস্থাপনপূর্ব্বক শব্দ ও গুণের অধিকরণরূপে আকাশের সাধন বা অনুমান করিয়াছেন। এবং আকাশ এক, নানা নহে, ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। বায়ুর লক্ষণ স্পর্শ বিশেষ, বায়ুসাধন প্রসঙ্গেই পরীক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর পৃথিবী, অপ্, ও তেজের লক্ষণ গন্ধাদির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কাল ও তাহার একত্ব এবং দিক্ ও তাহার একত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক এক পদার্থেরও কার্য্যভেদে ঔপাধিক ভেদ হইয়া থাকে, ইহা বলিয়া দিক্ পদার্থ এক হইলেও উপাধিভেদে পূর্ব্ব দক্ষিণাদি ব্যবহার ভেদ সমর্থন করিয়া আকাশের বিশেষ গুণ শব্দের পরীক্ষা করিয়াছেন। তৎপরে আত্মা ও মনের পরীক্ষা করা হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে দিক্ পদার্থের ন্যায় কাল পদার্থেরও ভূত,ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানাদি ভেদে ঔপাধিকনানাত্বের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে আছে। সূত্রকারও ভূত ভবিষ্যতাদির ব্যবহার করিয়াছেন। আকাশেরও ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদি রূপে ঔপাধিক ভেদের অভাব নাই। এরূপ অবস্থায় কণাদ কেবল দিক্ পদার্থেরই ঔপাধিকভেদ কেন প্রদর্শন করিলেন? কাল ও আকাশের ঔপাধিক ভেদ কেন প্রদর্শন করিলেন না? এই প্রশ্ন যে স্বতঃই উপস্থিত হয়, কেবল তাহাই নহে, কাল ও আকাশের ঔপাধিকভেদ প্রদর্শন না করাতে সূত্রকারের ন্যূনতাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু একটু বিশেষরূপে প্রণিধান করিলে এতদ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে সূত্রকারের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। কণাদের মতে আকাশ, কাল ও দিক্ এক পদার্থ। কার্য্যভেদে নামভেদ মাত্র। যেমন একই ব্যক্তি প্রতিযোগিভেদে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আচার্য্য প্রভৃতি নানা আখ্যায় আখ্যাত হয়, সেইরূপ একই পদার্থ কার্য্যভেদে আকাশ, কাল ও দিক্ নামে অভিহিত হয়। প্রকৃত পক্ষে কাল ও দিক্ আকাশ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

কণাদ আকাশের অনুমান করিয়া পৃথিব্যাদির লক্ষণের বা বিশেষ বিশেষ গুণের পরীক্ষা করিয়া "তত্ত্বাকাশে ন বিদ্যন্তে" এই সূত্র দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, উহারা আকাশগত নহে। পৃথিব্যাদির লক্ষণ আকাশে নাই অর্থাৎ আকাশ পৃথিব্যাদির অন্তর্গত হইতে পারে না। উহা পৃথিব্যাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, পরে আকাশের প্রকারভেদ স্বরূপ কাল ও দিক্ পদার্থ এবং তাহাদের একত্ব নিরূপণ করিয়া আকাশ নিরূপণের পূর্ণতা

সম্পাদন পূর্ব্বক কার্য্যভেদে এক পদার্থের নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়া উদাহরণ স্বরূপ দিক্‌পদার্থের কার্য্যভেদে নানাত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপে তিনি আকাশ পদার্থের বক্তব্য বিষয় শেষ করিয়া আকাশের বিশেষ গুণ শব্দের পরীক্ষা করিয়াছেন। কেন না ধর্ম্মিনিরূপণের পরই ধর্ম্মনিরূপণ সর্ব্বথা সমীচীন। সূত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় না হইলে পঞ্চভূত নিরূপণের পর পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের গুণের পরীক্ষা এবং তৎপরে কাল ও দিক্ নিরূপণ করিয়া আকাশগুণ শব্দের পরীক্ষা করা অসম্বদ্ধ এবং অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের গুণ পরীক্ষার মধ্যে কাল ও দিক্ পদার্থের নিরূপণ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

সূত্রকার এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে প্রকারান্তরে সূত্রকারের অসম্বদ্ধ উক্তি স্বীকার করিতে হয়। তাহা কতদূর সঙ্গত বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কাল ও দিক্ যে বাস্তবিক আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে, সূত্রকারের এইরূপ অভিপ্রায় বর্ণনা করিবার আরও বিশিষ্ট হেতু আছে। তাহা এই,—শব্দের অধিকরণ বা আশ্রয় রূপে আকাশের যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহার প্রণালীও প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ।"

"কার্য্যান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ।"

এই দুইটী সূত্রের দ্বারা পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ুর গুণ হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করা হইয়াছে। কেন না কার্য্যভূত পৃথিব্যাদির গুণ তাহার কারণ পূর্ব্বক হইয়া থাকে, ইহা দেখা গিয়াছে। বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির শব্দ কারণগুণপূর্ব্বক নহে। কেন না, বাণাদির কারণের শব্দ ও বীণাদির শব্দ একরূপ হয় না। বীণাদির শব্দ কারণগুণপূর্ব্বক হইলে রূপাদির ন্যায় তারতম্য ভাবও তাহাতে হইতে পারে না।

উক্ত দুই সূত্র দ্বারা শব্দ পৃথিব্যাদির গুণ নহে, ইহা স্থির করিয়া "পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ।"

এই সূত্র দ্বারা শব্দ আত্মা বা মনের গুণ নহে, ইহা সমর্থন করা হইয়াছে। কেন না আত্মার গুণ জ্ঞানসুখাদি, আত্ম-সমবেত; কিন্তু শব্দ আত্মসমবেত নহে। সুতরাং শব্দ আত্মার গুণ হইতে পারে না। শব্দ আত্মসমবেত হইলে 'অহং জানামি' 'অহং সুখী' আমি জানিতেছি আমি সুখী ইত্যাদির ন্যায় 'অহং শব্দবান্' আমি শব্দযুক্ত, আমাতে শব্দ হইতেছে, এইরূপ প্রতীতি হইত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব শব্দ আত্মার গুণ নহে। শব্দ মনেরও গুণ নহে। কারণ শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। মনের গুণ হইলে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ মন অণু।

এই সূত্রত্রয় দ্বারা শব্দ পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আত্মা, ও মনের গুণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াই সূত্রকার বলিয়াছেন যে "পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য"

অর্থাৎ শব্দ যখন পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আত্মা ও মনের গুণ হইতে পারিতেছে না, তখন পরিশেষপ্রযুক্ত উহা আকাশেরই গুণ হইতেছে। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, কাল ও দিক্ আকাশ হইতে অতিরিক্ত নহে। তাহা হইলে শব্দ কেন কাল ও দিকের গুণ হইতে পারে না, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া সূত্রকারের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া "পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য" এই কথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত এবং অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে।

কাল ও দিক্ আকাশের অতিরিক্ত নহে, ইহা কল্পনা মাত্র বিবেচনা করিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। কারণ সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতেও দিক্ আকাশের অতিরিক্ত নহে।

"দিক্‌কালাবাকাশাদিভ্যঃ" এই সাংখ্যসূত্রই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। দিক্ ও কাল আকাশ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। কোন নৈয়ায়িক আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, আকাশও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহে।

গুণ।

যে পদার্থে গুণত্ব জাতি আছে, তাহার নাম গুণ। সংযোগ ও বিভাগ এতদুভয়ে সমবেত সত্তা ভিন্ন জাতির নাম গুণত্ব। সংযোগত্ব ও বিভাগত্ব যথাক্রমে সংযোগ ও বিভাগ এই উভয়ে সমবেত নহে। সত্তা জাতি সংযোগ বিভাগ উভয়ে সমবেত হইলেও সত্তাভিন্ন নহে। এই জন্য উহাদিগকে গুণত্ব বলা যায় না।

গুণ চতুর্বিংশতি প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।

এই ২৪ টীর পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। রূপ শুক্ল, নীল পীতাদি ভেদে অনেক প্রকার, পৃথিবীতে নানা প্রকার রূপ আছে, জলে ও তেজে কিন্তু কেবল শুক্ল রূপ। জলের রূপ অভাস্বর বা পরপ্রকাশে অসমর্থ। তেজের রূপ ভাস্বর বা পরপ্রকাশক। যমুনা-জলের নীলতা, বহ্নির লৌহিত্য আশ্রয়োপাধিক। যমুনা জল নীলবর্ণ দেখায় বটে, কিন্তু ঐ জল ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত করিলেই তাহার শুক্লতা স্পষ্টই জানা যায়। রস মধুর, অম্ল, তিক্তাদিভেদে নানা প্রকার। পৃথিবীতে অনেক রকম রস আছে, জলে কেবল মধুর রস, লেবুর রসাদির অম্লতা, ও নিম্বরসাদির তিক্ততা আশ্রয়োপাধিক। গন্ধ সুরভি ও অসুরভি ভেদে দুই প্রকার। গন্ধ কেবল পৃথিবীর ধর্ম্ম। স্পর্শ ত্রিবিধ

প্রকার, উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত। তেজঃ পদার্থের স্বাভাবিক স্পর্শ উষ্ণ, জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল, বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। চন্দ্র সূর্য্যতেজে তেজস্বী, চন্দ্রমণ্ডল জলবহুল, সুতরাং জলের শীত স্পর্শ দ্বারা তেজঃস্পর্শের উষ্ণতা অভিভূত হয় বলিয়া চন্দ্ররশ্মির উষ্ণতা অনুভব হয় না। অগ্নি ও সূর্য্য-কিরণ সম্পর্কে জলস্পর্শের উষ্ণতা এবং ঐ রূপে বায়ু স্পর্শের উষ্ণতা ও হিমানীসম্পর্কে শীতলতা অনুভূত হইলেও বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ কঠিন ও সুকুমার ভেদে দ্বিবিধ। কঠিন বা দৃঢ় বস্তুর স্পর্শের নাম কঠিনস্পর্শ। কোমল বস্তুর স্পর্শের নাম সুকুমার স্পর্শ। এতদ্ভিন্ন পাকজ স্পর্শও পৃথিবীর আছে। অগ্নিপক্ক হইবার পূর্ব্বে ঘটশরাবাদির যেমন স্পর্শ থাকে, অগ্নিপক্ক হইবার পরে তদ্রূপ স্পর্শ থাকে না, তখন উহাদের অন্যরূপ স্পর্শ হয়। ইহারই নাম পাকজ স্পর্শ।

শব্দ দুই প্রকার, ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদির শব্দের নাম ধ্বনি। কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি প্রদেশে আভ্যন্তরীণ বায়ুর অভিঘাতে যে শব্দ হয়, তাহার নাম বর্ণ। একত্ব হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা প্রকার তন্মধ্যে দ্বিত্বাদি সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য, অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলেই দ্বিত্বাদির বিনাশ হয়। অনেক একত্ববিষয়ক বুদ্ধির নাম অপেক্ষাবুদ্ধি। পরিমাণ চারি প্রকার, অণু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। শঙ্করমিশ্রের মতে প্রত্যেক বস্তুতে দ্বিবিধ পরিমাণ আছে। যাহাতে অণুত্ব পরিমাণ আছে, তাহাতে হ্রস্বত্ব পরিমাণও আছে। এইরূপ মহত্ব ও দীর্ঘত্ব সমদেশবর্ত্তী। পরমাণু ও মনঃ পদার্থে পরম অণুত্ব অর্থাৎ অণু পরিমাণের চরম উৎকর্ষ এবং আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মাতে চরমোৎকর্ষ বা পরমমহত্ব আছে। যে গুণ অনুসারে ঘট হইতে পট পৃথক্, পৃথিবী হইতে জল পৃথক্ ইত্যাদি প্রতীতি হয়, তাহার নাম পৃথক্ত্ব। একাধিক যে সকল বস্তু পরস্পর (স্থায়ি-সম্বন্ধ শূন্য হইয়াও) মিলিত ভাবে থাকে, তাহাদের সম্বন্ধের নাম সংযোগ। কার্য্য ও কারণ কখনও সম্বন্ধশূন্য হইয়া থাকে না, এই জন্য তাহাদের সম্বন্ধ সংযোগ নহে, উহা সমবায়। সংযোগ তিন প্রকার, অন্যতর কর্ম্মজ, উভয় কর্ম্মজ ও সংযোগজ। যে দুই বস্তুর সংযোগ হয়, তাহাদের মধ্যে মাত্র একটীর ক্রিয়া জন্য যে সংযোগ তাহাই অন্যতর কর্ম্মজ। যেমন পর্ব্বতে কোন পক্ষী বসিলে পর্ব্বত ও পক্ষীর যে সংযোগ হয়, তাহা কেবল পক্ষীর ক্রিয়াজন্য। যুদ্ধ কালে মল্লদ্বয় বা মেষদ্বয়ের যে সংযোগ হয়, তাহা উভয় ক্রিয়াজন্য। হস্তস্থিত কুঠারের সহিত বৃক্ষের সংযোগ, হইলে তাহাতে বৃক্ষ এবং হস্তেরও যে পরস্পর সংযোগ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই হস্তবৃক্ষসংযোগ কুঠারবৃক্ষ সংযোগজন্য।

সংযোগের প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যে গুণ উৎপন্ন হইলে সংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার নাম বিভাগ। বিভাগও সংযোগের ন্যায় তিন প্রকার। পর্ব্বত হইতে পক্ষীর বিভাগ, পক্ষীর কর্ম্মজন্য। মল্লদ্বয় ও মেষদ্বয়ের বিভাগ উভয় কর্ম্মজন্য। বৃক্ষ হইতে হস্তের বিভাগ বৃক্ষ হইতে কুঠারবিভাগজন্য। পরত্ব এবং অপরত্ব কালিক ও দৈশিক ভেদে দ্বিবিধ। কালিক পরত্ব ও অপরত্ব জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বরূপ। দূরত্ব ও অন্তিকত্বই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব।

বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান। জ্ঞান অনেক রূপে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথমে নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প ভেদে দুই প্রকার। যে জ্ঞানে বিশেষ্য বিশেষণভাব জন্মে না, যাহাতে কেবল বস্তুর স্বরূপ মাত্র ভাসমান হয়, তাহা নির্ব্বিকল্প। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, উহা প্রত্যক্ষ নহে, অনুমেয়। যে জ্ঞানে বিশেষ্যবিশেষণ ভাব ভাসমান, তাহার নাম সবিকল্পক। 'অয়ং ঘটঃ' এই ঘট এই প্রত্যক্ষ সবিকল্পক। কারণ এই জ্ঞানে ঘট বিশেষ্যরূপে ও ঘটত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান হইয়াছে। সবিকল্পক জ্ঞানের অপর নাম বিশিষ্ট জ্ঞান। বিকল্প শব্দের অর্থ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব। কেন না, বিশেষরূপ কল্পনাই বিকল্প। এইটী বিশেষণ, এইটী বিশেষ্য, ইহা যে বিশেষরূপ কল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই।

নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে ঈদৃশ বিশেষরূপ কল্পনা নাই বলিয়াই উহা নির্ব্বিকল্পক, অর্থাৎ বিকল্পশূন্য। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের অনুমান প্রণালী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশিষ্টজ্ঞান বিশেষণ জ্ঞান-জন্য। নীল না জানিলে নীলোৎপলের জ্ঞান হয় না, খড়্গ না জানিলে খড়্গীর জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং ঘটত্ব জ্ঞান না হইলে ঘটত্ব বিশিষ্টের জ্ঞান হইতে পারে না। এই জন্য 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে বিশেষণীভূত ঘটত্বের জ্ঞান হইয়াছে, ইহা অনুমেয়। সে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ঘটত্বকে বিষয় করিয়াছে, সে জ্ঞান অবশ্য ঘটকেও বিষয় করিয়াছে। কেন না, ঘটত্ব ও ঘট উভয়েই বিষয় হইবার কারণ একরূপ। ঘটত্ব ও ঘট এই উভয়, জ্ঞানের বিষয় হইলেও তাহা স্বরূপেই বিষয় হইয়াছে। বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবে নহে, এই জন্যই উহা নির্ব্বিকল্পক। পূর্ব্বে বিশেষণ জ্ঞান না হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিশেষ্য বিশেষণ-ভাবে জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে হইতে পারে না। এই জন্য নির্ব্বিকল্পকশব্দ দ্বারা জ্ঞানের আকার প্রকাশ করা যায় না। কারণ, শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অবশ্য বিশেষ্য-বিশেষণ- ভাবাপন্ন হইবে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন নহে।

অনুভূতি বা অনুভব এবং স্মৃতি বা স্মরণ-রূপেও জ্ঞান দুই

প্রকার। অনুভূতি দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ ও লৈঙ্গিক বা অনুমিতি। প্রত্যক্ষ ছয় প্রকার, ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ ও মানস। সংস্কারজন্য জ্ঞান বিশেষের নাম স্মৃতি বা স্মরণ। বিদ্যা বা প্রমা ও অবিদ্যা বা অপ্রমা ভেদেও জ্ঞান দ্বিবিধ। যে বস্তুটী বস্তুগত্যা যেরূপ, সেই বস্তুর ঠিক সেইরূপে জ্ঞানই বিদ্যা বা প্রমা। যে বস্তু যেরূপ, অন্য রূপে সেই বস্তুর জ্ঞান অবিদ্যা বা অপ্রমা। অবিদ্যা দুই প্রকার, সংশয় ও বিপর্য্যাস। একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের জ্ঞানের নাম সংশয়, যেমন দূর হইতে স্থাণু কি পুরুষ এইরূপ যে অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়, তাহাই সংশয়। কেন না, এক স্থাণুরূপ ধর্ম্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ স্থাণুত্ব ও পুরুষত্ব রূপ ধর্ম্মদ্বয়ের জ্ঞান হইয়াছে। নিশ্চয়াত্মক ভ্রমের নাম বিপর্য্যাস। যেমন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, পিত্তদোষ দুষ্ট ব্যক্তির শঙ্খে পীতবর্ণ বুদ্ধি, শুক্তিকাতে রজত-বুদ্ধি, মরীচকাতে জলবুদ্ধি ইত্যাদি।

যে জ্ঞানের বিষয় বস্তুতঃ বিদ্যমান নাই, তাহাই মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। স্বপ্নজ্ঞান ও অবিদ্যা স্বপ্নকালেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিষয় সকলের অনুভব হয়। পরন্তু তখন ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যকারিতা থাকে না। বিষয়েরও বিদ্যমানতা নাই। সুতরাং উহা মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা। পূর্ব্বানুভব জন্য সংস্কার সহকারে স্বপ্নকালে বিষয়ের অনুভব হয়। কোন কোন আচার্য্যের মতে স্বপ্নজ্ঞান পূর্ব্বানুভূতের স্মরণমাত্র। স্বপ্নে স্বশিরশ্ছেদনও দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহার কোন পদার্থই অননুভূত বলা যায় না। স্ব অর্থাৎ নিজেও অনুভূত, শিরও অনুভূত, ছেদনও অনুভূত। যোগ্যতাধীন পরস্পর সম্বন্ধের প্রতিভাস হয় মাত্র। কোন কোন স্বপ্ন ধাতুবৈষম্য-জনিত। আকাশ-গমন, বসুন্ধরা পর্য্যটন, ব্যাঘ্রাদির ভয় প্রভৃতি স্বপ্ন বাতদোষজন্য। অগ্নিপ্রবেশ, দিগ্দাহ, কনক-পর্ব্বত, বিদ্যুৎ-বিস্ফুরণ প্রভৃতি স্বপ্ন পিত্তদোষজন্য। সমুদ্র-সন্তরণ, নদী-মজ্জন, বৃষ্টিপাত ও রজতপর্ব্বতদর্শন প্রভৃতি শ্লেষ্মদোষজন্য। অর্থাৎ বাতপিত্তাদি ধাতুদোষে ঐ সকলের স্বপ্নানুভব হয়। অতিরিক্ত স্বপ্ন অদৃষ্ট জন্য। তন্মধ্যে ধর্ম্মজন্য স্বপ্ন শুভসূচক এবং অধর্ম্মজন্য স্বপ্ন অশুভসূচক।

সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতির ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। উহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যত্ন তিনপ্রকার প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান, চিকীর্ষা অর্থাৎ ইহা আমার কর্ত্তব্য এইরূপ ইচ্ছা, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও উপাদানপ্রত্যক্ষ, এইগুলি প্রবৃত্তির কারণ। ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের কারণতা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা করিবার ইচ্ছা হয় না, তাহা করিবার জন্য কেহই প্রবৃত্ত হয় না। ইচ্ছা হইলেও যদি, বিবেচনা হয় যে এ কার্য্য আমার কৃতিসাধ্য নহে, অর্থাৎ এ কার্য্য নির্ব্বাহ করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা হইলেও সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। অসাধ্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। এ সমস্ত হইলেও যে উপাদানে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, সেই উপাদানের প্রত্যক্ষ না হইলে সে কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটশরাবাদির নির্ম্মাণে, তণ্ডুলের প্রত্যক্ষ না হইলে পাকে, কেহ প্রবৃত্ত হয় না বা হইতে পারে না। নিবৃত্তির কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শরীরে প্রাণ-বায়ুর সঞ্চরণ অর্থাৎ নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি যে যত্ন প্রভাবে সম্পন্ন হয়, তাহার নাম জীবনযোনি যত্ন।

গুরুত্ব পতনের কারণ। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিপ্রভাবে বস্তু পৃথিবীর অভিমুখে আকৃষ্ট হইলেও গুরুত্ব বা গুরুত্বের পতন হেতুত্ব প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। কেন না বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে আকর্ষণশক্তির কার্য্যকারিতার তারতম্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গুরু বস্তু পৃথিবীকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয় ইহা কণাদ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। স্পন্দনের হেতু, এরূপ গুণবিশেষের নাম দ্রবত্ব। দ্রবত্ব আছে বলিয়া জল স্থিরভাবে থাকে না, গড়াইয়া পড়ে। স্নেহের পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কার ত্রিবিধ বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক। ধনুর্দ্ধর পরিমুক্ত বাণ দূরস্থ লক্ষ্য বেধ করে। ধনুঃ হইতে লক্ষ্য পর্য্যন্ত বাণের গতিক্রিয়া এক নহে। কারণ, বৈশেষিক মতে ক্রিয়া ক্ষণ চতুষ্টয় মাত্র থাকে। প্রথমক্ষণে ক্রিয়ার উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে বিভাগ, তৃতীয়ক্ষণে পূর্ব্বসংযোগনাশ, চতুর্থক্ষণে উত্তরসংযোগের উৎপত্তি, পঞ্চমক্ষণে ক্রিয়ানাশ। উত্তরসংযোগ ক্রিয়ার নাশক। অথচ ধনুঃ হইতে লক্ষ্য পর্য্যন্ত বাণ পঁহুছাইতে লক্ষ্যের দূরত্ব অনুসারে বহুক্ষণ আবশ্যক। বৈশেষিকাচার্য্যেরা বলেন যে ধনুর নোদন বা নিপীড়নে বাণের গতিক্রিয়া জন্মে। সেই গতি ক্রিয়া বেগাখ্য সংস্কার উৎপন্ন করে এবং সেই বেগাখ্য সংস্কার বাণগত পর পর গতিক্রিয়া জন্মাইয়া দেয়। এইরূপে বাণ লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্য বেধ করে। ভাবনাখ্যসংস্কার স্মরণের কারণ। উহা নিশ্চয় জন্য। নিশ্চয় হইলেও তদ্বিষয়ে উপেক্ষাবুদ্ধি থাকিলে তাহা ভাবনাখ্যসংস্কারের কারণ হয়। যে সংস্কার বা গুণ বশতঃ আকৃষ্ট বৃক্ষ শাখাদি পরিত্যক্ত হইবামাত্র পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হয়, তাহার নাম স্থিতিস্থাপক সংস্কার। পুণ্য ও পাপের নাম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। বিহিত অবিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মে এবং উহারা যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের হেতু হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাধারণ নাম অদৃষ্ট। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ স্নেহ বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন স্নেহ স্বাভাবিক দ্রবত্ব, ভাবনাখ্য সংস্কার ও অদৃষ্ট এইগুলির সাধারণ নাম বিশেষ গুণ।

কর্ম্ম।

উৎক্ষেপণাদি পাঁচ সত্তাভিন্ন যে জাতি আছে তাহার নাম

কর্ম্মত্ব। দ্রব্যত্ব ও গুণত্বাদি জাতি উৎক্ষেপণাবক্ষেপণাদিতে সমবেত নহে, উৎক্ষেপণত্ব উৎক্ষেপণে এবং অবক্ষেপণত্ব অবক্ষেপণে সমবেত থাকিলেও মাত্র এক উৎক্ষেপণত্ব বা অবক্ষেপণত্ব ঐ উভয়বিধ (উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ) ক্রিয়াতে সমবেত নহে, আবার সত্তাজাতি উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ এই উভয় ক্রিয়াতে সমবেত থাকিলেও উহা সত্তাব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ফলে এই সত্তাজাতি দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি সকল পদার্থের উপরেই আছে। এ কারণ এই প্রকারের জাতিকে কর্ম্মত্ব বলা যাইতে পারে না।

কর্ম্ম পাঁচ প্রকার উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও গমন। উৎক্ষেপণক্রিয়া দ্বারা লোষ্ট্রাদির অধোদেশের সংযোগ ধ্বংসানন্তর ঊর্দ্ধদেশে সংযোগস্থাপন করা হয়। অবক্ষেপণ—উৎক্ষেপণের বিপরীত অর্থাৎ এই ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্যের ঊর্দ্ধদেশের সংযোগ নাশ এবং অধোদেশের সহিত সংযোগ-সম্বন্ধ ঘটে। যেমন, কোন বস্তুর প্রাসাদোপরি হইতে নিম্নে ক্ষেপণ। আকুঞ্চনের সাধারণ নাম সঙ্কোচন বা গুটান, যেমন হস্তাঙ্গুলীর মুষ্ট্যাকারে অবস্থান, বস্ত্রাদির পিণ্ডিতভাব সম্পাদন ইত্যাদি। ইহাকে দ্রব্যের একরকম আগন্তুক-পরস্পর সংযোগজনক কর্ম্ম বলা যায়। আকুঞ্চনের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রসারণ অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যের যথাযথস্থিতি অথবা বিস্তৃতি সম্পাদিত হয়, তাহার নাম প্রসারণ। উক্ত চারিপ্রকার ক্রিয়া ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মই গমন বলিয়া কথিত হয়। নমন, উন্নমন, চক্রাদির পরিভ্রমণ, অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, দ্রবদ্রব্যের ক্ষরণ প্রভৃতিও গমনের অন্তর্ভুক্ত।

জাতি।

যে পদার্থ নিত্য এবং অনেকের সহিত সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত, তাহার নাম সামান্য বা জাতি। সংযোগগুণের নিত্যতা না থাকায় উহা অনেক বস্তুতে সমবেত হইয়াও জাতি মধ্যে পরিগণিত নহে। জলীয় পরমাণুর রূপ এবং আকাশের মহৎ পরিমাণ নিত্য ও সমবেত হইয়াও অনেকে সমবেত না থাকায়, উহারা সামান্য বা জাতিমধ্যে গণ্য নহে। পরা ও অপরাভেদে জাতি দুই প্রকার। যে জাতি অধিক দেশ ব্যাপিয়া থাকে, তাহার নাম পরা, আর যাহারা অল্পদেশ ব্যাপিয়া অবস্থান করে তাহারা অপরা নামে অভিহিত হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনে অবস্থিত বলিয়া সত্তাজাতি পরা এবং ঘটত্বাদি জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তিত্ব থাকায় উহা অপরা নামে কথিত হয়। সত্তা ভিন্ন অন্য কোন জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেশবৃত্তিত্ব নাই। এতদ্ব্যতীত দ্রব্যত্বাদি জাতিকে পরাপর জাতিও বলা যায়। কেন না দ্রব্যত্বাদি জাতিতে ক্ষিতিত্বাদি জাতি অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তিত্ব থাকায় পরা এবং সত্তা অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তিত্ব থাকায় উহা অপরা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, সুতরাং ঐ আকারের জাতি মাত্রই পরাপর জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

বিশেষ।

গুণ এবং কর্ম্ম ভিন্ন একমাত্র দ্রব্যসমবেত পদার্থান্তরের নাম বিশেষ। এই লক্ষণে 'গুণ এবং কর্ম্ম ভিন্ন' বলায় জলীয় পরমাণুর রূপ প্রভৃতি গুণ এবং উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম দ্রব্যে সমবেত থাকিলেও উহাদিগের বিশেষ সংজ্ঞা হইতে পারে না, আর জাতি বা সামান্য পদার্থ গুণ কর্ম্ম ভিন্ন ও দ্রব্যসমবেত হইলেও কেবল মাত্র দ্রব্যে সমবেত না হইয়া উক্ত গুণ ও কর্ম্মেও সমবেত থাকায় উহাকেও বিশেষ পদার্থ বলা যাইতে পারে না। এইরূপ কোন অভাবের গুণ কর্ম্ম ভিন্নত্ব এবং একমাত্র-বৃত্তিত্ব নষ্ট হইলেও কোন দ্রব্যে তাহার সমবেতত্ব না থাকায় উহাও বিশেষ পদার্থের মধ্যে গণ্য নহে।

বিশেষ পদার্থ-স্বীকারের সংক্ষিপ্ত যুক্তি এই সমবেত পরমাণু দ্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটশরাবাদি পর্য্যন্ত সাবয়ব দ্রব্য সকলের তত্তদবয়বভেদে পরস্পর ভেদ হইতে পারে। এইরূপ নিরবয়ব একজাতীয় অসমবেত পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর ভেদও অবশ্য কোন না কোন ধর্ম্ম দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। মুদগ ও মাষের আরম্ভক মুদগ ও মাষপরমাণু অবশ্যই পরস্পর যথাক্রমে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতার পরিচায়ক বিশেষ কোন ধর্ম্মও উহাদের মধ্যে অবশ্য আছে, সেই ভেদক ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নে অবশ্যই বলিতে হইবে যে উভয়ের আরম্ভক পরমাণু একরূপ হইলেও তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন এমন এক অসাধারণ ধর্ম্ম নিশ্চয়ই আছে, যাহা দ্বারা সেই সেই পরমাণুর বিভিন্নতা সম্পাদিত হইতেছে এতএব সেই ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্ম্মই বিশেষ পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। পরমাণু প্রভৃতি নিরবয়ব দ্রব্যেই বিশেষ পদার্থের অবস্থিতি, কোনরূপ সাবয়ব দ্রব্যে ইহার বৃত্তি নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মুদগের আরম্ভক পরমাণু মাষে এবং মাষের আরম্ভক পরমাণু মুদগে কখনই থাকে না, তবে কতকগুলি পরমাণুকে মুদগ ও মাষ এই উভয়েরই আরম্ভক বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং উহারা ঐ উভয়েই বিদ্যমান থাকে, এ কারণ মুদগ ও মাষ পরস্পর ভিন্ন হইলেও আকারে দুয়ের মধ্যে অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

সমবায়।

অবয়বীতে অবয়ব, দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্ম, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতি এবং পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে বিশেষ পদার্থ যে সম্বন্ধে অবস্থিতি করে, তাহার নাম সমবায়। যেমন ঘটে (অবয়বীতে)

কপালদ্বয়, বস্ত্রে তন্তুসমূহ। অর্থাৎ কপালদ্বয়ের সমবায়ে ঘট এবং তন্তুসমূহের সমবায়ে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। দ্রব্যে গুণ যথা—"শুক্লো ঘটঃ" শুক্ল গুণবিশিষ্ট ঘট অর্থাৎ ঘটে শুক্লগুণ সমবায় সম্বন্ধে আছে। এইরূপ ভাব যেখানে সেখানে ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থের অবস্থিতি দেখা যায় তত্তৎস্থানেও ঐসকলের সমবায় সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

অভাব

সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব ভেদে অভাব দুইপ্রকার। সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধের অভাবকেই সংসর্গাভাব বলে, ইহা আবার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব ভেদে তিনপ্রকার। প্রাগভাব অর্থাৎ বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহার অবিদ্যমানতা যেমন 'ঘটো ভবিষ্যতি' ঘট হইবে, এস্থলে যদি কপালদ্বয় পর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ঘট প্রস্তুত হয় নাই স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং ঘট প্রস্তুতের মনন অবধি কপালদ্বয়ের সংযোজনা পর্য্যন্ত ঘটের যে অবিদ্যমানতা, তাহাই উহার প্রাগভাব। দণ্ডাদিদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে ঘটের যে অভাব হয়, তাহাই ধ্বংসাভাব, যেমন 'ঘটো নষ্টঃ' ঘট নষ্ট হইয়াছে। এখানে ধ্বংসাভাব হইল, এই ধ্বংসাভাবের আদি বা উৎপত্তি ও প্রাগভাব আছে, ধ্বংস বা অন্ত নাই। কিন্তু প্রাগভাবে তদীয় বিপরীত অর্থাৎ সেই প্রাগভাবের আবার প্রাগভাব বা আদি নাই। ফল তাহার অন্ত বা ধ্বংস আছে, কেননা ঘটের উৎপত্তি হইলেই তদীয় প্রাগভাবের ধ্বংস দেখা যায়।

অত্যন্তাভাব প্রাগভাব ও ধ্বংসাতিরিক্ত সংসর্গাভাব বিশেষ। এই অভাব কোন বিশেষ কালের জন্য সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সর্ব্বকালেই বিদ্যমান থাকে। যেমন, বায়ুতে রূপ নাই, ঘটে চৈতন্য নাই, ভূতলে ঘট নাই ইত্যাদি। আপাততঃ বোধ হয় ভূতলে ঘট আনীত হইলেই যেন উহার অত্যন্তাভাব মোচন হইতে পারে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, যখন 'ইহ ভূতলে' এই স্থানে (কোন নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে) ঘট আনয়ন করা হইল, তখন তথাকার ঘটাত্যন্তাভাব বিদূরিত হইল বটে কিন্তু প্রদেশান্তরে অবশ্যই তাহার অত্যন্তাভাব থাকিল, সুতরাং ইহার মধ্যে এই একটু মাত্র বিশেষ হইতে পারে।

অন্যোন্যাভাব—অন্যোন্যে অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের যে অভাব। ফল যে বস্তু যাহা নহে তাহাতে সেই নাথাকা বস্তুর যে অভাব তাহাই অন্যোন্যাভাব। যেমন 'ঘটো ন পটঃ' ঘট, পট নহে অর্থাৎ ঘট কখনই পট নহে এই কথা যেমন স্বতঃসিদ্ধ তদ্রূপ ইহাদ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে ঘটে পট নাই বা পটের অভাব আছে অর্থাৎ ঘটসংজ্ঞক বস্তু যতটুকু স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহার মধ্যে পট নাই বা থাকিতেও পারে না, সুতরাং তথায় অবশ্যই পটের অভাব রহিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। অতএব এই আকারের অভাবকেই অন্যোন্যাভাব বলা যায়। কেন না যেমন ঘটে পটের অভাব দেখান হইল, তদ্রূপ ঠিক ঐ আকারেই অর্থাৎ 'পটো ন ঘটঃ' পট কখনই ঘট নহে ইত্যাকারেও উক্ত অভাব প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং উক্ত বিষয়ে পরস্পরে (ঘটে ও পটে পরস্পরের অভাব প্রতীত হইল। অন্যোন্যাভাবের অপর একটি নাম ভেদ, একারণ "ঘটঃ পটাদন্যঃ ঘটঃ পটাদ্ভিন্নঃ" পট হইতে ঘট অন্য বা ভিন্ন এইরূপ প্রয়োগের দ্বারাও উহাদের পরস্পরের অন্যোন্যাভাব বা ভেদ দেখান হইয়া থাকে।

কারণ।

সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তভেদে কারণ তিনপ্রকার। যে সকল কারণ অর্থাৎ অবয়ব বা উপাদানাদি, কার্য্যে বা অবয়বীতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে, তাহাদিগকে সমবায়ী কারণ বলে। যেমন, ঘট ও পট কার্য্যের পক্ষে যথাক্রমে কপালদ্বয় ও তন্তুসমূহ সমবায়ী কারণ। যে সকল কারণ উক্ত সমবায়ী কারণগুলিতে সমবেত থাকে, তাহাদিগকে অসমবায়ী কারণ বলে। যেমন, কপালদ্বয় ও তন্তুসমূহের সংযোগ যথাক্রমে ঘট ও পট কার্য্যের অসমবায়ী কারণ। কেন না ঐ সমবায়ী কারণগুলির পরস্পর যথাযথ ভাবে সংযোগদ্বারাই উক্ত কার্য্যদ্বয় সম্পন্ন হইয়াছে এবং উক্ত সংযোগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা সমবায় সম্বন্ধেই কপালদ্বয় ও তন্তুসমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, গুণগুণীর সম্বন্ধ সমবায়, এখানে সংযোগ গুণ এবং কপালদ্বয় ও তন্তুসমূহ গুণী, সুতরাং এ সংযোগই উক্ত কার্য্যদ্বয়ের অসমবায়ী কারণ। এই অসমবায়ী কারণের নাশে কার্য্যেরও নাশ হইয়া থাকে। কথিত সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণদ্বয় ব্যতিরেকে যে সকল অবান্তর কারণ বা উপাদান কার্য্য সমাপন হইলে তাহাতে লিপ্ত থাকে না সেই সকল কারণের নাম নিমিত্তকারণ। যেমন দণ্ড চক্র প্রভৃতি ঘটের এবং তুরী বেমাদি পটের নিমিত্তকারণ।

বৈশেষিক মতে প্রমাণ দুইপ্রকার, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রত্যক্ষপ্রমা ছয়প্রকার ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণও ছয়প্রকার। চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, রসনা, শ্রোত্র, ত্বক্ ও মন—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়ই, প্রত্যক্ষপ্রমার করণ, অতএব উহা প্রত্যক্ষপ্রমাণ। যে কারণ কোনও একটী ব্যাপারের সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার নাম করণ। যে পদার্থ, বস্তুজন্য হইয়া বস্তুজন্যের জনক হয়, সে তাহার ব্যাপার অর্থাৎ যে পদার্থ যাহা (কারণ) হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহারই কর্ত্তব্য অর্থাৎ সেই কারণ দ্বারা করণীয় কার্য্য সম্পাদন করে, অথবা তাহার সেই

কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করে, ঐ পদার্থকে উহার ব্যাপার বলা যায়। যেমন "অসিনা ছিনত্তি" অর্থাৎ অসিদ্বারা ছেদন করিতেছে; এস্থলে অসি ছেদনক্রিয়ার করণ। ছেদ্য ও অসির সংযোগ—ব্যাপার, কেননা ছেদ্য ও অসির সংযোগ যেমন অসি-জন্য অর্থাৎ অসির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন তদ্রূপ ঐ অসিজন্য ছেদনকার্য্যের জনক বা সম্পাদক অথবা সহায়তাকারকও উক্ত অসি-সংযোগ, অতএব এই সংযোগে ছেদনকার্য্যের কারণ (অসি) হইতে উৎপন্নত্ব এবং ঐ অসিদ্বারা করণীয় ছেদন কার্য্যের জনকত্ব থাকায় উহা ব্যাপার, এবং এই ব্যাপারের সাহায্যে ছেদন-কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অসি ছেদনকার্য্য সম্পন্ন করায় করণ বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু ছেদ্যের সহিত অসির সংযোগ না হইলে ছেদনক্রিয়া হইতেই পারে না। 'কাষ্ঠৈঃ পচতি' অর্থাৎ কাষ্ঠদ্বারা পাক করিতেছে, এস্থলে কাষ্ঠ পাকের করণ। জ্বালা তাহার ব্যাপার। কাষ্ঠ না জ্বালিলে পাক হয় না। জ্বালা কাষ্ঠজন্য অথচ কাষ্ঠজন্য পাকের জনক। প্রকৃত স্থলে বিষয়ের সহিত যে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ অথবা সংযোগ, তাহাই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। কেননা, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ না হইলে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ইন্দ্রিয়জন্য, এবং ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জনক। অতএব বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। ইন্দ্রিয়গণ এই ব্যাপারের সহায়তায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ বা উৎপাদনে সমর্থ হয় বলিয়া উহাদিগকে করণ বলে।

লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় ও বিশেষণতা বা স্বরূপ। চক্ষুরিন্দ্রিয় ঘটের সহিত সংযুক্ত হইলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযোগ। ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ ঘটত্বজাতি, ঘটগত শুক্লনীলাদিরূপ এবং সেই শুক্ল নীলাদিরূপগত শুক্লত্বনীলত্বাদিজাতিরও যে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহা অনুভব সিদ্ধ, ইহার অপলাপ করা যাইতে পারে না, কেননা, যে ব্যক্তি ঘটের প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ঘটটির কোন্ বর্ণ ইহাও যে, সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং ঘটত্বাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কোনরূপ সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। কারণ তাহা না হইলে ঘটত্বাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বদ্ধ বস্তুর প্রত্যক্ষ অসম্ভব। ঘট চক্ষুঃসংযুক্ত। ঘটত্ব জাতি এবং শুক্লরূপ ঘটে সমবেত অর্থাৎ ঘটে সমবায় সম্বন্ধে ইহাদের বৃত্তি। সুতরাং ঘটত্বজাতি ও ঘটগত শুক্লরূপের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হইল সংযুক্ত-সমবায়। শুক্লরূপে ঘট সমবেত। অর্থাৎ শুক্লত্বজাতি শুক্লরূপে সমবায় সম্বন্ধে আছে। তবেই শুক্লত্ব জাতির সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হইতেছে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়। কেননা ঘট, চক্ষুঃসংযুক্ত শুক্লরূপ ঘটে সমবেত, শুক্লত্ব জাতি শুক্লরূপ-সমবেত। এইরূপ ঘ্রাণ ও রসনার সহিত সংযুক্ত দ্রব্যের গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ হয়, অতএব গন্ধ ও রসের সহিত আশ্রয় বা অধিকরণ দ্রব্য যথাক্রমে ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবায়। কেননা গন্ধ ও রসের আশ্রয় বা অধিকরণ দ্রব্য যথাক্রমে ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়সংযুক্ত। গন্ধ ও রস ঐ দ্রব্য সমবেত। গন্ধত্ব রসত্বের সহিত ঘ্রাণ ও রসনেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ সংযুক্ত-সমবেত সমবায়। শব্দ, আকাশ সমবেত। কর্ণপ্রদেশাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়, সুতরাং শব্দপ্রত্যক্ষের সম্বন্ধ সমবায়। শব্দত্ব, কত্ব, খত্বাদি প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ বিশেষণতা বা স্বরূপ। ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ স্থলে বিশেষণতাই সন্নিকর্ষ, কেননা, ভূতলের বিশেষণ-রূপেই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। যে বস্তু যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সেই বস্তুর ধর্ম এবং সেই বস্তুর অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। ঘট চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতএব ঘটত্বাদি রূপক্রিয়াদি ধর্ম ও ঘটের অভাবও চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

উদ্ভূতরূপ ও মহত্ত্ব বহিদ্রব্য ও তদগতক্রিয়া গুণাদির প্রত্যক্ষের কারণ। উত্তপ্ত ভর্জ্জনকপালে হস্ত লাগিলে হস্ত দগ্ধ হয় সুতরাং তাহাতে অবশ্যই বহ্নি আছে। কিন্তু ঐ বহ্নির রূপ উদ্ভূতত্ব নাই বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরমাণুর মহত্ত্ব নাই, এইজন্য পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন-কোনও ন্যায়বাদীয় পণ্ডিতের মতে বস্তুর গুণমাত্রই প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। কণাদ মতে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। কেন না, বস্তু গুণসমষ্টি মাত্র নহে।

বস্তু গুণের আধার। কোনও বস্তু নষ্ট করিলে গুণের নাশ করা হয় না। গুণাশ্রয় বস্তুরই নাশ করা হয়। জলপাত্র দ্বারা জলপান করা হয়। জলপানের গুণ দ্বারা জলের গুণ পান করা হয় না। অশ্ব বা শকটাদি আরোহণ করিয়া গমন করা হয়, তাহাদের গুণে আরোহণ করিয়া গমন করা হয় না। দীর্ঘ বস্ত্র পরিধান করা হয়, দীর্ঘতা পরিধান করা হয় না। দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন যে, শুক্ল ঘট, পীতপট দেখিতেছি। শুক্ল ও পীত গুণ দেখিতেছি, এরূপ অনুভব সর্ব্বত্র হয় না। অনুভব যদি পদার্থের অস্তিত্ব নাস্তিত্বের অবধারণের কারণ হয়, তবে ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মীর, গুণের ন্যায় গুণীরও প্রত্যক্ষ স্বীকার করা উচিত।

আর এক কথা। মহত্ব প্রত্যক্ষের কারণ। যাহার মহ-

নাই তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। পরমাণুর মহত্ব নাই, এই জন্য পরমাণু অপ্রত্যক্ষ। মহত্ব গুণ-গত নহে দ্রব্য-গত। দ্রব্য-গত যে মহত্ব দ্রব্য-গত গুণের প্রত্যক্ষের কারণ, তাহা দ্রব্যের প্রত্যক্ষের কারণ হইবে না ইহা সমীচীন কল্পনা নহে। এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে পরিদৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্য পরমাণু-পুঞ্জ স্বরূপ নহে, পরমাণু পুঞ্জ সমারব্ধ দ্রব্যান্তর। ঐ দ্রব্যান্তরের নাম অবয়বী। যাহার অবয়ব আছে, তাহার নাম অবয়বী। ঘটপটাদির অবয়ব আছে অতএব তাহারা অবয়বী। যে জাতীয় পরমাণু অবয়বীর আরম্ভক বা জনক হয়, অবয়বীও সেই জাতীয় হইবে। যেমন মৃদারব্ধ ঘট মৃজ্জাতীয়, রজতারব্ধ ঘট রজতজাতীয় ইত্যাদি। পরমাণু পুঞ্জের অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার না করিলে—ঘটাদি দ্রব্য পরমাণু পুঞ্জ স্বরূপ হইলে ঘটাদি-দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, যেমন দূরস্থ একটী কেশ প্রত্যক্ষ না হইলেও কেশ গুচ্ছের প্রত্যক্ষ হয়। সেইরূপ এক একটী পরমাণু অপ্রত্যক্ষ হইলেও পরমাণু-পুঞ্জ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে দৃষ্টান্তটী ঠিক হইল না। কারণ, এক একটী কেশও ত অতীন্দ্রিয় নহে। কেননা, নিকটস্থ ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায়। দূরস্থ ব্যক্তি যে তাহা দেখিতে পায় না, এক একটী কেশের অতীন্দ্রিয়ত্ব তাহার কারণ নহে। কেননা এক একটী কেশ অতীন্দ্রিয় হইলে নিকটস্থ ব্যক্তিও তাহা দেখিতে পাইত না। কিন্তু দূরস্থ ব্যক্তি যে একটী কেশ দেখিতে পায় না, তাহার কারণ দূরত্বরূপ দোষ। যেমন কোন পক্ষী উড়িবার সময় প্রত্যক্ষ হইলেও আকাশের দূরতর প্রদেশে উৎপতিত অবস্থায় আর তাহা প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টিগোচর হয় না। দূরত্বই তাহার কারণ। সেইরূপ দূরস্থ একটী কেশ দৃষ্টিগোচর না হইবার কারণও দূরত্ব কেশের অতীন্দ্রিয়ত্ব নহে। একটী কেশ যে পরিমাণ দূরে থাকিলে দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই পরিমাণ দূরে কেশ-গুচ্ছ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কারণ, ঐ দূরত্ব একটী কেশের উপর স্বপ্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেও কেশ-গুচ্ছের উপর স্বপ্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তদপেক্ষা অধিকতর দূরত্ব ঘটলে কেশ-গুচ্ছও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রকৃত স্থলে প্রত্যেকটী পরমাণু এক একটী কেশের ন্যায় কোন কালেই দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং পরমাণু অতীন্দ্রিয়। পরমাণু অতীন্দ্রিয় হইলে, পরমাণু-পুঞ্জও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। কেননা, অতীন্দ্রিয় কি না ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। স্ববিষয়ের প্রত্যক্ষেই কারণ বশতঃ ইন্দ্রিয়ের পটু-মন্দ-ভাব হইতে পারে। কিন্তু অবিষয়ের গ্রহণ কোন কালেও হয় না। একটী সুপক্ব আম্র ফল দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাহার বর্ণ ও আকার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আম্র ফলের দূরতা ও সন্নিধান তারতম্যে দর্শনের অব্যক্ত ও পরিস্ফুট অবস্থা হইতে পারে মাত্র। কিন্তু আম্র ফলে প্রচুর পরিমাণে মধুর রস থাকিলেও কিছুতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না, রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়, রস চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। সেইরূপ পরমাণু যখন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, তখন প্রচুর পরিমাণে পরমাণু মিলিত হইলেও তাহা অর্থাৎ পরমাণু পুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। একটী ন্যায় আছে যে, "শতমপ্যন্ধানাং ন পশ্যতি।" অর্থাৎ একটী অন্ধ যেমন দেখিতে পায় না, তেমনি শত অন্ধ একত্র হইলেও দেখিতে পায় না। কেন না, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি নাই। এ্কের পর একটী বিন্দু দিলে দশ হয় বটে, কিন্তু এক সংখ্যা ত্যাগ করিয়া লইয়া দশেক বিন্দু দিলেও কিছুই হইবে না। কারণ, অঙ্কের সংযোগ ভিন্ন বিন্দুর কোনও কার্য্যকারিতা থাকে না, সেইরূপ মহত্ত্বের সহায়তা ভিন্ন ইন্দ্রিয়-শক্তি কার্য্য করিতে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পরমাণু দেখিবার শক্তি নাই। চক্ষু দ্বারা যেমন একটী পরমাণু দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ শত শত পরমাণু একত্র হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে না। এই জন্য অবয়ব অর্থাৎ পরমাণুর অতিরিক্ত অবয়বারব্ধ অর্থাৎ পরমাণু দ্বারা সমারব্ধ অবয়বী অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 'স্থূলো মহান্ ঘটঃ' এই প্রত্যক্ষ অনুভব তাহার প্রমাণ।

বৌদ্ধেরা অদৃশ্য পরমাণু-পুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণু পুঞ্জের উৎপত্তি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা এই মতের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যাহা অদৃশ্য, যাহা সূক্ষ্ম, তাহা দৃশ্য বা দৃশ্যের উপাদান এবং মহৎ হইতে পারে না। তাহা দৃশ্য বা মহৎ হইবার কারণ নাই। দৃশ্য ও মহান পরমাণু পুঞ্জ অদৃশ্য ও সূক্ষ্ম পরমাণু-পুঞ্জ হইতে বস্তন্তর বলিয়া স্বীকৃত হইলে সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পরমাণু পুঞ্জ হইতে দৃশ্য ও স্থূল পরমাণু পুঞ্জের উৎপত্তি হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলে উৎপন্ন পুঞ্জের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু দৃশ্য ও স্থূল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, যাহা প্রত্যেকে অদৃশ্য ও সূক্ষ্ম তাহার সমষ্টি ও দৃশ্য স্থূল হইতে পারে না। তাহা স্বীকার করিলে কিন্তু পরমাণু হইতে বস্তন্তরের উৎপত্তি ন্যায় ও বৌদ্ধ এই উভয় মতেই সিদ্ধ হইতেছে। সেই বস্তন্তরের নাম, ন্যায়মতে অবয়বী, বৌদ্ধমতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ এই মাত্র প্রভেদ। অর্থাৎ বস্তন্তরের উৎপত্তি উভয় মতেই স্বীকৃত হইতেছে, কিন্তু সেই বস্তুর সংজ্ঞা বা নাম লইয়া বিবাদের পর্য্যবসান হইতেছে মাত্র। নৈয়ায়িকেরা ইহাও বলেন, যে ন্যায়মতে 'একো ঘটঃ'—এই প্রতীতির বিষয় একটী অবয়বী, আর বৌদ্ধমতে অসংখ্য পরমাণু। 'একো ঘটঃ'—এই প্রতীতির বিষয়তা একটী পদার্থে স্বীকৃত হওয়াই সঙ্গত। অনেক পদার্থে স্বীকৃত হওয়া অসঙ্গত ও গৌরবজনক হয়।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার, সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান-লক্ষণ ও যোগজ। সামান্য-লক্ষণ অর্থাৎ যে সামান্য যাহাতে স্থিত, ঐ সামান্যই তদাশ্রয়ের বা তাহার প্রত্যক্ষ সন্নিকর্ষ স্বরূপ হয়। ঐ সামান্যের কোন একটী আশ্রয়ে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে, ঐ সামান্য রূপ সম্বন্ধে সমস্ত তদাশ্রয়ের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কোনও একটী ঘটে চক্ষুঃসংযোগ হইলে ঘটত্ব সম্বন্ধে নিখিল ঘটের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ইহার উদাহরণ। জ্ঞান লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞানই সন্নিকর্ষ স্বরূপ। যাহার জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান তাহারই অলৌকিক প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষ স্বরূপ হয়। চন্দন-খণ্ড চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইলে 'সুরভি চন্দনং' অর্থাৎ সুগন্ধ যুক্ত চন্দন—এস্থলে জ্ঞান লক্ষণ সন্নিকর্ষ বশতঃ সৌরভের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে। যোগজ-ধর্ম্ম প্রভাবে যোগিগণ, অতীত অনাগত সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

অনুমিতির করণ অনুমান। সাধ্য, হেতু ও ব্যাপ্তির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। হেতুর অপর নাম লিঙ্গ, কেননা তদ্দ্বারা সাধ্য লিঙ্গিত অর্থাৎ জ্ঞাত হয়। যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হয় বলিয়া পর্ব্বত পক্ষ। সিদ্ধির অর্থাৎ সাধ্য নিশ্চয়ের অভাব পক্ষতা। অনুমিতির পূর্ব্বে পর্ব্বতে বহ্নি নিশ্চয় হয় নাই। অতএব পর্ব্বতে পক্ষতা আছে। সুতরাং পর্ব্বত পক্ষ। সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্য-নিশ্চয় থাকিলেও সিষাধয়িষা অর্থাৎ সাধনের ইচ্ছা বা অনুমিৎসা কি না অনুমিতির ইচ্ছা থাকিলে অনুমিতি হইতে পারে। আত্মার শ্রবণ ও মননাদি মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে বিহিত হইয়াছে। বেদবাক্য শুনিয়া আত্মার বিষয়ে যে অববোধ বা জ্ঞান হয়, তাহার নাম শ্রবণ। এস্থলে বেদবাক্য-শ্রবণে আত্মার সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় হইলে যদিও সিদ্ধির অভাব নাই, তথাপি 'সিষাধয়িষা বা অনুমিৎসা দ্বারা আত্মার মননরূপ অনুমান হইয়া থাকে। অনুমানের প্রণালী এইরূপ—প্রথমতঃ পর্ব্বতে ধূম দর্শন হয়। ইহাকে প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ বলা যায়। লিঙ্গ হেতু, পরামর্শ তাহার জ্ঞান; পর্ব্বতে ধূমদর্শন প্রথম লিঙ্গ জ্ঞান। পরক্ষণে 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ'—অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এইরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ হয়। ইহাই অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির কারণ। ইহা দ্বিতীয় লিঙ্গ পরামর্শ। তৎপরক্ষণে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বতঃ' অর্থাৎ বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে এইরূপ জ্ঞান হয়। ইহা তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ। তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শের অপর নাম পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান। কেবল পরামর্শ-শব্দদ্বারাও ইহার নির্দ্দেশ করা হয়। তৎপরক্ষণে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান অনুমিতির করণ। পরামর্শ তাহার ব্যাপার। কেন না পরামর্শ ব্যাপ্তি জ্ঞান-জন্য অথচ ব্যাপ্তি-জ্ঞানজন্য অনুমিতির জনক। প্রথম লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমিতির করণ হইতে পারে না। কেননা, কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণের বিদ্যমানতা না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ কারণ না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিলে নিষ্কারণ কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞান মাত্রই প্রায় ত্রিক্ষণ-স্থায়ী। প্রথম ক্ষণে জ্ঞানের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, তৃতীয় ক্ষণে তাহার বিনাশ হয়। প্রথম লিঙ্গপরামর্শের অর্থাৎ ধূম-দর্শনের দ্বিতীয় ক্ষণে, ব্যাপ্তি স্মরণ, তৃতীয় ক্ষণে তৃতীয়-লিঙ্গ পরামর্শ, চতুর্থ ক্ষণে অনুমিতি হইয়া থাকে। প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ ক্ষণে অর্থাৎ অনুমিতির পূর্ব্বক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষণে যে বস্তু বিনষ্ট হয়, সে ক্ষণে সে বস্তুর সত্তা থাকে না। কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কারণের সত্তা না থাকিয়া তৎপূর্ব্বে সত্তা থাকা, ভিন্নস্থানে সত্তা থাকার তুল্য। তাদৃশ সত্তা কার্য্যোৎপত্তির কোনও উপকার করিতে পারে না। প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ বা প্রাথমিক ধূম জ্ঞান অনুমিতির করণ বা সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও পরম্পরা হেতু বা প্রয়োজক বটে। কেন না, প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানের, ব্যাপ্তি জ্ঞান তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শের এবং তৃতীয় লিঙ্গ-পরামর্শ অনুমিতির হেতু বা কারণ।

যে হেতু-বলে অনুমিতি হইবে, ঐ হেতুতে, পক্ষ-সত্ত্ব, সপক্ষ-সত্ত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্ব এই তিনটী রূপ বা ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক। যে অধিকরণে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহার নাম পক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহার নাম সপক্ষ। যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় থাকে, তাহার নাম বিপক্ষ। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি স্থলে পর্ব্বত পক্ষ, মহানস সপক্ষ এবং জলহ্রদ বিপক্ষ। হেতুরূপ ধূম, পক্ষ পর্ব্বত ও সপক্ষ মহানসে আছে, এবং বিপক্ষ জলহ্রদে নাই। এই জন্য ধূমে ঐ তিনটী আছে। এই রূপত্রয়ের নাম, গমকতৌপয়িকরূপ। গমকতা কি না অনুমাপকতা, তাহার ঔপায়িক কি না উপায় স্বরূপ। ধূম যে পরম্পরা সম্বন্ধে বহ্নির অনুমিতির কারণ হয়, তাহার উপায়ভূত হইতেছে ঐ রূপত্রয়। কারণ, হেতু পক্ষে না থাকিলে যে অনুমিতি হইতে পারে না, তাহা বলাই অনাবশ্যক। হেতু সপক্ষে না থাকিলেও ঐ হেতু-বলে অনুমিতি হইতে পারে না। কেন না, যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, সে অধিকরণে হেতু না থাকিলে ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিই থাকিতে পারে না। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি না থাকিলে ঐ হেতু-বলে সাধ্যের অনুমিতি হওয়া একান্তই অসম্ভব। হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিলে

ঐ হেতু সপক্ষে অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের নিশ্চয় আছে, তাহাতে না থাকিয়াই পারে না। বিপক্ষ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় হয়, তাহাতে হেতু থাকিলেও হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকিতে পারে না। কারণ যেখানে সাধ্যের অভাব আছে, সেখানে হেতু থাকিলে ঐ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। কেন না, যেখানে সাধ্যের অভাব থাকে, সেখানে হেতু না থাকাই হইল ব্যাপ্তি। সুতরাং উক্ত রূপ ত্রয় গমকতার উপায়ভূত, সন্দেহ নাই। উক্ত রূপ ত্রয় বা তাহার কোন একটী রূপ হেতুতে না থাকিলেই ঐ গমকতৌপয়িক রূপ শূন্য হইবে। সুতরাং তাহা আপাততঃ হেতু বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে হেতু হয় না। এই জন্য তাদৃশ হেতুর নাম হেত্বাভাস। যাহা মাত্র হেতুর ন্যায় ভাসমান হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হেতু হইতে পারে না, তাহাই হেত্বাভাস। দুষ্ট হেতুর নামান্তর হেত্বাভাস। বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা কণাদের মতে হেত্বাভাসের নাম অনপদেশ। অপদেশ কি না হেতু, যাহা হেতু নয় অথচ হেতু সদৃশ, তাহাই অনপদেশ বা হেত্বাভাস। কণাদমতে, হেত্বাভাস তিন প্রকার, অপ্রসিদ্ধ, অসন্ ও সন্দিগ্ধ। যে হেতুর প্রসিদ্ধি নাই, তাহার নাম অপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধি কি না, প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধি অর্থাৎ ব্যাপ্তি। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, অথবা ব্যাপ্ত থাকিলেও কোন কারণে তাহার জ্ঞান হয় না, সে হেতু অপ্রসিদ্ধ। অপ্রসিদ্ধের অপর নাম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এখানে ধূমের অনুমিতি বিষয়ে বহ্নিরূপ হেতু অপ্রসিদ্ধ বা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। অসন্ অর্থাৎ যে হেতু পক্ষে বা সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, তাহার নাম অসন্। ইহার অপর নাম বিরুদ্ধ। 'গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ' গোত্ব সাধ্য অশ্বত্ব হেতু, কিংবা 'অশ্বো বিষাণিত্বাৎ' অশ্বত্ব সাধ্য বিষাণিত্ব অর্থাৎ শৃঙ্গ যুক্ত হেতু, এই উভয় উদাহরণেই হেতু অসন্ বা বিরুদ্ধ। কেন না, গোপশুতে অশ্বত্ব নাই, অশ্বপশুতে শৃঙ্গ নাই। শঙ্কর মিশ্রের মতে বিরুদ্ধও অপ্রসিদ্ধের অন্তর্গত। সাধ্যের সহিত যে হেতুর ব্যাপ্তি নাই সাধ্যাভাবের সহিত ব্যাপ্ত আছে, সেই হেতু বিরুদ্ধ। সুতরাং উহা অপ্রসিদ্ধের অন্তর্গত। যে হেতু পক্ষে বিদ্যমান থাকে না তাহা অসন্। 'হ্রদো দ্রব্যং ধূমাৎ'—এখানে ধূমরূপ হেতু বিদ্যমান নহে, সুতরাং উহা অসন্। যে হেতুতে সাধ্য-ব্যাপ্তির সন্দেহ হয় বা যে হেতু সাধ্যের নিশ্চায়ক হইতে পারে না পক্ষে সাধ্যের সন্দেহ মাত্র উৎপাদন করে, তাহার নাম সন্দিগ্ধ। সন্দিগ্ধের অপর নাম অনৈকান্তিক। কেন না, সাধ্য এক অন্ত, সাধ্যাভাবও এক অন্ত। একটী অন্তের সহিত অর্থাৎ কেবল সাধ্যের সহিত বা কেবল সাধ্যাভাবের সহিত সম্বন্ধ যে হেতুর, সে হেতু ঐকান্তিক। যে হেতু ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ সাধ্য ও সাধ্যাভাবের সহিত যাহার সম্বন্ধ, সে হেতু অনৈকান্তিক। বিষাণিত্ব হেতু করিয়া গোত্ব সাধন করিতে গেলে বিষাণিত্ব হেতু সন্দিগ্ধ বা অনৈকান্তিক। কেন না, গোত্ব সাধ্য, বিষাণিত্ব হেতু। গো-পশুর যেমন বিষাণ অর্থাৎ শৃঙ্গ আছে, মহিষাদিরও সেইরূপ শৃঙ্গ আছে। সুতরাং বিষাণিত্ব হেতু, গোত্বরূপ সাধ্যের অধিকরণ গো পশুতে আছে বলিয়া যেমন সাধ্যের সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ সাধ্যের অর্থাৎ গোত্বের অভাবের অধিকরণমহিষাদিতে আছে বলিয়া সাধ্যাভাবের সহিতও সম্বন্ধ। সুতরাং বিষাণিত্ব হেতু অনৈকান্তিক। বিষাণিত্ব হেতু দ্বারা গোত্বের নিশ্চয় হইতে পারে না, গোত্বের সন্দেহ হইতে পারে মাত্র। এই জন্য ঐ হেতু সন্দিগ্ধ। বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটীই প্রমাণ। শব্দাদি স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। উহা অনুমানের অন্তর্গত। 'গৌরস্তি'—অর্থাৎ গো আছে এই শব্দ শুনিলে, গো পদার্থে অস্তিত্বের অনুমিতি হয়। ইহা বৈশেষিক আচার্য্যদিগের মত। প্রত্যক্ষ ধূম দর্শনে যেমন অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষ শব্দশ্রবণে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের অনুমিতি হয়। লিঙ্গ-দর্শনেই হউক, বা শব্দ শ্রবণেই হউক অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান মাত্রই অনুমিত। সুতরাং নৈয়ায়িক সম্মত উপমানও বৈশেষিক মতে অনুমানের অন্তর্গত।

বৈশেষিক গ্রন্থাবলী।

বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীন ভাষ্য এখন আর বহু অনুসন্ধানেও দেখিতে পাওয়া যায় না। কথিত আছে, লঙ্কেশ্বর রাবণ এই দর্শনের প্রাচীন ভাষ্যকার। বেদান্তদর্শনে বৈশেষিক-মত নিরসন প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য রাবণকৃত ভাষ্যের মত খণ্ডন করিয়াছেন। অনেকের মতে, প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত পদার্থধর্ম্ম সংগ্রহগ্রন্থই বৈশেষিকদর্শনের একখানি ভাষ্য, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে মূল কণাদসূত্রগুলি ব্যাখ্যাত হয় নাই। কেবল সূত্রের তাৎপর্য্য মাত্র আলোচিত হইয়াছে। প্রশস্তপাদাচার্য্যও তাঁহার গ্রন্থকে "সংগ্রহ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন—ভাষ্যনাম প্রদান করেন নাই। পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের টীকাকার উদয়নাচার্য্য স্বকৃত টীকায় বলিয়াছেন যে, সূত্র অত্যন্ত কঠিন ভাষ্য অতি বিস্তৃত, এইজন্য সরল ও সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশেই পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ যে ভাষ্য নহে, উদয়নাচার্য্যের উক্তিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ বৈশেষিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রাচীন, প্রামাণিক ও অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে বৈশেষিক দর্শনের সমস্ত তাৎপর্য্য অতি সংক্ষিপ্ত, অথচ সারগ্রক্রমে ও যোগ্যতার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং মূল দর্শনে জগতের সৃষ্টি ও সংহার-প্রণালী উক্ত না হইলেও এই গ্রন্থে তদ্বিষয় বিশদভাবে

বাদস্থাধিকা রত্নাবলী—কৃষ্ণমিশ্র
বৈশেষিকরত্নমালা—জয়দেব পণ্ডিতকবি
বৈশেষিকসূত্র—কণাদ
ঐ টীকা—উদয়নাচার্য্য
" —চন্দ্রানন্দ
" —জয়নারায়ণ
ঐ ভাষ্য—(প্রশস্তপাদভাষ্য) প্রশস্তপাদাচার্য্য।
—রঘুদেব
বৈশেষিকসূত্রোপস্কার—শঙ্করমিশ্র
বৈশেষিকাদিমত-দর্শনবিশেষবর্ণন
ব্যাখ্যাপরিমল
শব্দপ্রামাণ্যবাদ
পদার্থতত্ত্বামৃত—রঘুনাথ
সপ্তপদার্থী—শিবাদিত্য
ঐ টীকা—গোবর্দ্ধন
সিদ্ধান্তত্ত্ববিবেক (পদার্থবিবেক) গোকুলনাথ
ঐ টীকা (সিদ্ধান্তত্ত্বসর্ব্বস্ব)—
গোপীনাথ মৌনী

বৈশেষ্য (ক্লী) বিশেষত্ব। (মনু ৯।২৯৬)

বৈশ্মীয় (ত্রি) বেশ্ম সম্বন্ধীয়, গৃহ সম্বন্ধীয়।

বৈশ্য (পুং) বিশ্-ষ্যঞ্। তৃতীয় বর্ণ। পুরুষসূক্ত ব্যতীত বেদ-সংহিতায় 'বৈশ্য' শব্দের উল্লেখ নাই। 'বিশ্' শব্দ আছে।

'বিশ্' বলিলে আদি বৈদিকযুগে প্রথমতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ বা জাতিকে বুঝাইত না,—প্রজা সাধারণকেই বুঝাইত। [বিশ্ ও অর্য্য দেখ।]

মহাভারতকার সেই আদি বৈদিকযুগের কথা লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ"

(শান্তিপর্ব্ব ১৮৯ অঃ)

বর্ণের উক্তরূপ বিশেষ নাই, এই জগৎ সমস্তই ব্রাহ্ম বা ব্রহ্মার সন্তান। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া কার্য্যদ্বারা ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে। যে দ্বিজ (আর্য্য) রজোগুণ প্রভাবে কাম-ভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয়; যাহারা রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা বৈশ্য এবং যাহারা কেবল তমোগুণপ্রভাবে হিংসাপর, লুব্ধ, সর্ব্ব-কর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা যাইতেছে, অতি পূর্ব্বকালে এক দ্বিজ বা আর্য্য জাতিই ছিল, তাহা হইতেই অপরাপর বর্ণের উদ্ভব। রামায়ণ, মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, সত্যযুগে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় ও তৎপরে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি হইল।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত মতে "উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত" (১০।৯০।১২) অর্থাৎ যাহা হইতে বৈশ্য তাহাই পুরুষের উরুযুগল। অথর্ব্ববেদে "উরু" স্থানে "মধ্য তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" এইরূপ উক্তি আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে (৭।১।১।৪-৯) এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং বিশ্বেদেবা দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত জগতীচ্ছন্দো বৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যানাং গাবঃ পশূনাং তস্মাত্ত আদ্যা অন্নধানাদ্ধ্যসৃজ্যন্ত তস্মাদ্ভূয়াংসোঽন্যেভ্যো ভূয়িষ্ঠা দেবতা অন্বসৃজ্যন্ত।"

অর্থাৎ (প্রজাপতি ইচ্ছাক্রমে) তাঁহার মধ্য হইতে সপ্তদশ (স্তোম) নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে বিশ্বদেব দেবতা, জগতী ছন্দঃ, বৈরূপ সাম, মনুষ্যগণের মধ্যে বৈশ্য এবং পশুগণের মধ্যে গোগণ সৃষ্ট হইল। অন্নাধার হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহারা অন্নবান্। ইহাদের সংখ্যা বহু, কারণ বহুসংখ্যক দেবতাও পরে উৎপন্ন হইয়াছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে (২।১।৪।১৩)—

"ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজনয়ত
ভুবঃ ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশং।
এতাবদ্বা ইদং সর্ব্বং যাবদ্ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্।"

অর্থাৎ 'ভূঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি ব্রাহ্মণকে জন্মাইয়াছিলেন, 'ভুবঃ' এই শব্দ করিয়া ক্ষত্রিয় এবং 'স্বঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্যকে সৃষ্টি করিলেন; এই সমস্ত বিশ্বমণ্ডলই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১২।৯।৩) কীর্ত্তিত হইয়াছে,

"সর্ব্বং হেদং ব্রহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋগ্ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ।
যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ"।

এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, ঋক্ হইতে বৈশ্যবর্ণ উৎপন্ন, যজুর্ব্বেদ ক্ষত্রিয়ের যোনি বা উৎপত্তি স্থান, সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রসূতি।

উপরোক্ত বৈদিক প্রমাণ হইতে মনে হয়, আদি কালে আর্য্য প্রজা সাধারণ 'বিশ্,' 'অর্য্য' বা 'বৈশ্য' বলিয়া পরিগণিত থাকিলেও কার্য্যানুরোধে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই তাঁহাদের মধ্যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ হইতে বেশ জানা যায় যে গো, অন্নাদি বৈশ্যের সহজাত অর্থাৎ আর্য্যজাতির মধ্যে যাঁহারা

গোরক্ষা ও অন্নাদি বা আহার্য্য দ্রব্যের উপায় করিয়া দিত, তাহারাই 'বৈশ্য' নামে আখ্যাত। যজুর্ব্বেদে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে যে, ইহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। পুরুষসূক্তের মতে পুরুষের ঊরু বা মধ্যস্থানই বৈশ্য। যাস্কের নিরুক্ত মতে ঊরু বা মধ্যস্থানের অর্থ ভূমি বা পৃথিবী। তাই অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে, মধ্য বা ভূমিই বৈশ্য অর্থাৎ ভূমিকর্ষণাদির জন্যই বৈশ্যের সৃষ্টি। কৃষ্ণযজুর্ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, 'বৈশ্যবর্ণকে ঋক্ হইতে জাত বলিয়া জানিবে। আবার কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বেদেব দেবতা ও জগতীছন্দঃসহ বৈশ্যবর্ণ হইয়াছে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে (২।৩।৭-৯) আছে, "সত্যশ্চৈব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণায়ানুব্রূয়াদাগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতেঃ। ত্রিষ্টুভং রাজন্যস্য। জগতীং বৈশ্যস্য।"

অর্থাৎ অগ্নিদেবতাক গায়ত্রী ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করিবেন, কারণ শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণই আগ্নেয়। 'দেব সবিতঃ' ইত্যাদি ত্রিষ্টুপ্ছন্দোবিশিষ্ট সাবিত্রী ক্ষত্রিয়ের এবং জগতীছন্দোযুক্ত সাবিত্রী বৈশ্যের পক্ষে উচ্চার্য্য। জগতীচ্ছন্দের সাবিত্রী কি? পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকার গদাধর লিখিয়াছেন,—

"জগতীচ্ছন্দস্কাং বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চত ইত্যাচং বৈশ্যস্যানুব্রূয়াৎ" অর্থাৎ জগতীচ্ছন্দোযুক্ত 'বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে' ইত্যাদি ঋক বৈশ্যের উচ্চার্য্য। ঋগ্বেদে উক্ত জগতী ছন্দের সাবিত্রী এইরূপ পূর্ণাকারে দৃষ্ট হয় (এই ঋকের দেবতা সবিতা, ঋষি আত্রের শ্যাবাশ্ব।)

> "বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ
> প্রাসাবীদ্ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে।
> বি নাকমখ্যৎ সবিতা বরেণ্যো
> ঽনু প্রয়াণমুষসো বি রাজতি॥" (৫।৮১।২)*

অর্থ—জ্ঞানবান্ সবিতা আপনিই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের সকল কল্যাণ বিধান করিতেছেন। সেই বরণীয় সবিতা স্বর্গলোককে প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঊষার পশ্চাৎ বিরাজিত হইয়াছেন।

উক্ত ঋচার বৈশ্যের অবলম্বন বলিয়া তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বৈশ্যকে ঋগ্জাত এবং বিশ্বদেব সবিতা-মন্ত্রাত্মক জগতীছন্দঃই বৈশ্যবর্ণের গ্রাহ্য বলিয়া কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে বিশ্বদেব ও জগতী ছন্দঃ সহ বৈশ্যের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে।

বৈশ্যবর্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"ত্রয়াণাং ভক্ষাণামেকমাহরিষ্যন্তি সোমং বা দধি বাহপো বা স যদি সোমং ব্রাহ্মণানাং স ভক্ষো ব্রাহ্মণাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি ব্রাহ্মণকল্পস্তে প্রজায়াং মা জনিষ্যত আদাষ্যাপায্যাবসায়ী যথাকামপ্রয়াপ্যো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি ব্রাহ্মণকল্পোহস্য প্রজায়াং মাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা ব্রাহ্মণতামভ্যুপৈতোঃ স ব্রহ্মবন্ধবেন জিজ্যুষিতোহথ যদি দধি বৈশ্যানাং স ভক্ষো বৈশ্যাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি বৈশ্যকল্পস্তে প্রজায়াং মাজনিষ্যতেঽন্যস্য বলিকৃদন্যস্যাদ্যো যথাকামজ্যেয়ো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি বৈশ্যকল্পোহস্য প্রজায়াং মাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা বৈশ্যতামভ্যুপৈতোঃ স বৈশ্যতয়া জিজ্যুষিতঃ" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৫।৩)

অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌গণ ক্ষত্রিয়ের তিনটী দেয় ভক্ষের মধ্যে এক অংশ লইয়া থাকেন, হয় সোম, নয় দধি, নয় জল। অনভিজ্ঞ ঋত্বিগ্‌গণ ব্রাহ্মণভক্ষ সোম যখন গ্রহণ করিবেন, নিজে ব্রাহ্মণদিগকেই জিতিয়া লইবেন, আপনি ব্রাহ্মণকল্প হইবেন, তাঁহারা আদায়ী বা প্রতিগ্রহশীল, আপায়ী বা সোমপানে আগ্রহান্বিত ও আবসায়ী বা পরগৃহে সর্ব্বদা যাদৃচ্ছাকারী হইবেন এবং ইচ্ছামত সর্ব্বদা কালযাপন করিবেন। যখন ক্ষত্রিয়ের কোন দোষ ঘটে, (অর্থাৎ যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণের অংশ লয়), তাহা হইলে তাহার সন্ততিও ব্রাহ্মণকল্প হইবে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে (পুত্র বা পৌত্র)

* সায়ণাচার্য্য উক্ত ঋকের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন,—'কবি মেধাবী সবিতা বিশ্বা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাত্মনি প্রতি মুঞ্চতে ধারয়তি ধারয়তি। কিঞ্চ ভদ্রং কল্যাণং পরবাদিবিষয়ং প্রাসাবীৎ অনুজানাতি। কস্মৈ দ্বিপদে মনুষ্যায় চতুষ্পদে পশ্বাদিবিকায়। কিঞ্চ সবিতা সর্ব্বস্য প্রেরকো দেবো বরেণ্যো বরণীয়ঃ সন্ নাকং স্বর্গং খ্যাপয়তি প্রকাশয়তি। কিং নাকং নাস্মিন্নকং দুঃখমস্তীতি নাকঃ স্বর্গঃ। বরণামার্থঃ স্বর্গং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। স দেব উষসঃ প্রয়াণমুষসমনু বি রাজতি প্রকাশতে। সবিতুরুদয়াৎ পূর্ব্বং হ্যষা উদেতি।'

শুক্লযজুর্ব্বেদেও (১২।৩) উক্ত বৈশ্যসাবিত্রী দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার মহীধর বৈশ্যসাবিত্রীটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

[কা° ১৩।৫।৩] 'শিক্যপাশং প্র উন্মুঞ্চতে ষড়্ভাবঃ বিশ্বা রূপাণীতি। উৎ ঊর্দ্ধং বধ্যতে নিয়ম্যতে যেন্ত উদ্ভাবা রজ্জবঃ ষড়্ভাবা যস্য উর্দ্ধাবদ্ধস্থেত্যো বাংরক্ষুপাশমন্বীক্ষ্য শিক্যপাশং বধ্নানঃ কণ্ঠে ধারয়তীতি সূত্রার্থঃ। সবিতৃদেবত্যা জগতী শ্যাবাশ্বদৃষ্টা। কবিঃ বিদ্বান্ ক্রান্তদর্শনঃ। বরেণ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ সবিতা সর্ব্বস্য প্রসবিতা সূর্য্যঃ বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে স্বাত্মনি প্রতিবধ্নাতি রাত্রিভবোহপহতো রূপাণি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ দ্বিপদে চতুষ্পদে দ্বিপাদ্ভ্যশ্চতুষ্পাদ্ভ্যো মনুষ্যপশ্বাদিভ্যো ভদ্রং কল্যাণং স্বস্বব্যবহারপ্রকাশরূপং শ্রেয়ঃ প্রাসাবীৎ প্রসৌতি প্রেরয়তি। কিঞ্চ নাকং স্বর্গং ব্যখ্যৎ বিখ্যাতি প্রকাশয়তি অশুতিবজ্ঞিখ্যাতিভ্যোহঙ্ ইতি সূত্রম্। কিঞ্চ উষসঃ উষঃকালস্য প্রয়াণং গমনমনু পশ্চাৎ উষঃকালে ব্যতীতে সতি বিরাজতি বিশেষেণ দীপ্যতে। উষাঃ সবিতুঃ পুরোগামিনীতি সবিতুঃ স্তুতিঃ। ঈদৃশঃ সবিতা শিক্যং প্রতিমুঞ্চত্বিতি শেষঃ।'

সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যলাভের উপযুক্ত হইবে এবং ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিবে। যখন অনভিজ্ঞ ঋত্বিক্ বৈশ্যের অংশ দধি আহরণ করিবেন, তখন বৈশ্যদিগের উপর তাঁহার মতিগতি ফিরিবে। তাঁহার বংশ বৈশ্যকল্প হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। অপর রাজাকে কর দিবে। রাজার ইচ্ছামত তাহারা তিরস্কারভাগী হইবে। যখন ক্ষত্রিয়ের দোষ ঘটিবে (অর্থাৎ যদি যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অংশ দধি লইয়া ফেলে), তাহার সন্তান বৈশ্যকল্প হইয়া জন্মিবে। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পুরুষে (পুত্র বা পৌত্র) বৈশ্যজাতিভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইবে এবং বৈশ্যরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিবে।

উক্ত বৈদিক প্রমাণাদি অবলম্বনে আভাস পাওয়া যাইতেছে, যে প্রজাসাধারণের ভূমিকর্ষণ, গোরক্ষা ও জ্ঞানলাভই উপজীবিকা ছিল, যাহারা রাজকর দিত ও রাজপীড়িত হইত এবং জগতীছন্দঃবিশিষ্ট মন্ত্রই যাহাদের সাবিত্রী বা আর্য্যত্বের নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, বৈদিক যুগে তাহারাই 'অর্য্য'* বা বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিল।

এক এক বর্ণের পক্ষে এক একটী যজ্ঞীয় দ্রব্যগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, এক বর্ণ অপর বর্ণের গ্রাহ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহাকে সেই বর্ণের সমাজে মিশিতে হইত এবং তাহার বংশধরগণ সেই বর্ণ বলিয়াই গণ্য হইত। এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে যে বৈশ্যবর্ণ বলিয়া এক ভিন্ন বর্ণ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাহাদের কার্য্য ও ধর্ম্ম অনুসারে তাহারা ভিন্ন বর্ণে মিশিতে পারিত। সেই সময়ে এখনকার মত কঠোরতা ছিল না। বৃত্তিই বর্ণবাচী ছিল।

মগদিগের আদিধর্ম্মশাস্ত্র জন্দ্ অবস্তার অন্তর্গত 'যস্ন' নামক বিভাগে ১ আথ্রব্, ২ রথএস্তাও, ৩ বাস্তিরিয়-ফ্সুয়ন্ট ও ৪ হুইতি এই চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। (যস্ন ১৯।৪৭) যস্নের সংস্কৃতটীকাকার নেরিওসিংহ উক্ত চারিটী শব্দের যথাক্রমে অর্থ করিয়াছেন, ১ আচার্য্য, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ কুটুম্বিন্ ও ৪ প্রকৃতি কর্ম্মন্। এখানে কুটুম্বি শব্দ দ্বারা বৈশ্যবর্ণকেই বুঝাইতেছে।

বেদে চারিবর্ণের মধ্যে "আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ আর্য্য এবং শূদ্র অনার্য্য বা দস্যু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। [আর্য্য, দাস, দস্যু প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।] উক্ত চারিবর্ণের উল্লেখ থাকিলেও তদুৎপন্ন বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গ বেদে নাই। বরং শুক্লযজুঃ সংহিতায়—

"নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ" (১৬।২৭) এই মন্ত্র মধ্যে তক্ষা বা শিল্পী, রথকার বা সূত্রধার, কুলাল বা কুম্ভকার, কর্ম্মার বা কামার (লৌহকার) নিষাদ বা মাংসাশী গিরিচর, পুঞ্জিষ্ঠ বা পাখমারা, শ্বনি বা কুকুরপালক (শিকারী), মৃগয়ু বা ব্যাধ ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ থাকিলেও ঐ গুলি কর্ম্মবাচী, জাতিবাচী নহে।

স্মৃতিসংহিতা-প্রচারকালে নানাজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সময়েও আর্য্য-সমাজে সমাজবন্ধনের কাঠিন্য ছিল না, এ সময়েও একবর্ণ গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণান্তর আশ্রয় করিতে পারিতেন। মনুসংহিতায় আছে—

"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥" (১০।৬৪-৬৫)

অর্থাৎ উৎকৃষ্টজাতি-ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যাতে যে সন্তান জন্মে, সেই নিকৃষ্টও সপ্তমজন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতেও এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—

"জাত্যুৎকর্ষে যুগে জ্ঞেয়ো পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্॥ (১।৯৬)

অর্থাৎ জাতির উৎকর্ষে পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে ব্রাহ্মণ্যলাভ, কিন্তু জীবিকার ব্যতিক্রমে পূর্ব্ববৎ অধর (প্রতিলোমজ) এবং উত্তর (অনুলোমজ) হইয়া থাকে। মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার উক্তশ্লোক এইরূপ বুঝাইয়া গিয়াছেন—

"ব্যবস্থা চ—ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতা নিষাদী সা ব্রাহ্মণেনোঢ়া কাঞ্চিজ্জনয়তি। সাপি ব্রাহ্মণেনোঢ়া অন্যামিত্যনেন প্রকারেণ ষষ্ঠী সপ্তমং ব্রাহ্মণং জনয়তি। ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়ামুৎপাদিতা অম্বষ্ঠা সান্যেনেন প্রকারেণ পঞ্চমী ষষ্ঠং ব্রাহ্মণং জনয়তি। এবমুগ্রা ক্ষত্রিয়েণোঢ়া মাহিষ্যা চ যথাক্রমং ক্ষত্রিয়ং ষষ্ঠং পঞ্চমং জনয়তি।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদ্বারা শূদ্রাতে উৎপন্না কন্যা নিষাদী, সেই কন্যা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলে তাহাতে যদি আবার কন্যা জন্মে, সেই কন্যাকে আবার যদি ব্রাহ্মণ বিবাহ করেন ও তাহার গর্ভে কন্যা উৎপাদন করেন, এইরূপে ষষ্ঠীকন্যা সপ্তমপুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। ব্রাহ্মণদ্বারা বৈশ্যাতে উৎপন্না কন্যা অম্বষ্ঠা, সেই অম্বষ্ঠার কন্যা-পরম্পরায় পঞ্চমী ষষ্ঠপুরুষে ব্রাহ্মণ জন্মাইবে। এই প্রকার ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা উগ্রা বা মাহিষ্যা যথাক্রমে ষষ্ঠ বা পঞ্চম পুরুষে ক্ষত্রিয় উৎপাদন করিয়া থাকে।

* অর্য্য শব্দের প্রমাণ শুক্ল যজুর্ব্বেদে (বাজসনেয়সংহিতার ২৩।৩০)
"যদর্য্যজারমদ্‌ভবৎ শূদ্রো যদর্য্যায়ৈ জারো ন পোষায় ধনায়তি।"
'অর্য্য বণিগ্‌বৈশ্যয়োঃ' (বেদদীপে মহীধর)

পুরাণেও আমরা বেদস্মৃতিবচনের সমর্থক অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। কত ক্ষত্রিয়রাজবংশ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কত বৈশ্য কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। এখানে দুই একটী প্রমাণ দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে—

সকল প্রধান পুরাণমতে ক্ষত্রিয়রাজ নেদিষ্ট বা দিষ্টের পুত্র নাভাগ। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণমতে, নাভাগ কর্ম্মানুসারে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

"নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।"

(ভাগবত ৯।২।২৩)

মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে, নাভাগ বৈশ্য-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। আবার হরিবংশে লিখিত আছে, যে নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

(হরিবংশ ১১ অঃ)

মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ভলন্দ, বন্দ্য ও সঙ্কীর্ত্তি এই তিন জন বৈশ্য বেদের মন্ত্র প্রকাশ করেন।*

মনুসংহিতায় ও যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রগুলির মতই গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসরণ করিয়াই উপরোক্ত প্রচলিত মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ ৪
সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ ৫
যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ॥ ২৮

(মনু ১০ অঃ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্র একজাতি, এ ছাড়া পঞ্চম জাতি নাই। সকল বর্ণের মধ্যেই স্বীয় স্বীয় বর্ণের অক্ষতযোনি পত্নীতে যে সন্তান হয়, তাহারা সেই সেই জাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই যেমন স্বযোনিতে সবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ ঠিক পরবর্ত্তী বর্ণের ভার্য্যাতেও অর্থাৎ সজাতীয়া ও অনন্তর-জাতীয়া এই দুই প্রকার ভার্য্যায় আত্মা বা সবর্ণপুত্রই উৎপাদন করিয়া থাকে।

বশিষ্ঠ, গৌতম, বৌধায়ন প্রভৃতি সুপ্রাচীন ধর্ম্মসূত্রেও আমরা উক্ত মতের সমর্থন পাই।† ভগবান্ বেদব্যাসও সেই সুপ্রাচীন মত উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

"ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥ ৪
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়বর্ণস্য দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
হীনবর্ণাস্তৃতীয়ায়াং শূদ্রা উগ্রা ইতি স্মৃতিঃ॥ ৭
দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে॥ ৮

(অনুশাসনপর্ব্ব ৪৮ অঃ

ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিবর্ণের ভার্য্যাই বিহিত, এই চারি ভার্য্যার মধ্য হইতে যাঁহারা ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত তাঁহারা তদীয় আত্মা বা তৎসদৃশ ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন। তৎপরে অনুলোমক্রমে অপর দুই পত্নীর (অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার ও শূদ্রকন্যার) গর্ভজাত পুত্র মাতৃজাতি (বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্র বৈশ্য ও শূদ্রকন্যার গর্ভজাত পুত্র শূদ্রই) হইয়া থাকে। এইরূপে ক্ষত্রিয়ের তিনটী (ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা) ভার্য্যার মধ্যে প্রথম দুইটীর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্র ক্ষত্রিয় এবং তৃতীয় হীনবর্ণা শূদ্রকন্যার গর্ভজাত উগ্র শূদ্র বলিয়াই গণ্য। বৈশ্যেরও (বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা এই) দুইটী ভার্য্যা বিহিত, এই দুইটিতেই তাঁহার আত্মা বা তৎসদৃশ বৈশ্যবর্ণ জন্মিয়া থাকে। শূদ্রের পক্ষে এক শূদ্রাই নির্দ্দিষ্ট এবং তাহাতে শূদ্রবর্ণই জন্মিয়া থাকে।

---

* ভলন্দশ্চৈব বন্দ্যশ্চ সংকীর্ত্তিশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
তে চ মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়াঃ বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইত্যেকনবতিঃ প্রোক্তাঃ মন্ত্রাঃ বৈশ্য বহিষ্কৃতাঃ। (মৎস্যপু° ১৩২অঃ)

† কেহ কেহ মনুর "স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্। সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥" (১০।৬) এই শ্লোক দেখিয়া বলিতে চান যে অনন্তরস্ত্রীজাতপুত্র মাতার হীনজাতিত্বপ্রযুক্ত মাতৃজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হইবে, কিন্তু পিতার সমান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বর্ত্তমানকালে সাধারণের ঐ রূপই ধারণা। ভুল বটে, কারণ মনুর কোন কোন টীকাকারও ঐ রূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সুপ্রাচীন ধর্ম্মসূত্রের মতানুযায়ী নহে। মনুস্মৃতি রচিত হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মসূত্রকার গৌতম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"অনুলোমা অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণাম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্মন্তপারশবাঃ।" (৪।১৬) অর্থাৎ অনন্তর, একান্তর ও দ্ব্যন্তরানুক্রমে জাত অনুলোম পুত্রগণ সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্মন্ত ও পারশব হইয়া থাকে। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে আরও একটু স্পষ্ট আছে,—"ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণো বৈশ্যায়ামম্বষ্ঠঃ শূদ্রায়াং নিষাদঃ" (১।৩) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ, বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রকন্যাতে পারশব। এইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রকন্যাজাত পুত্রও বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইত। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, গৌতম, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসূত্রকারেরই এই মত। বেদব্যাসও মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে এই মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণ হইতেই দেখা যাই-তেছে যে প্রথমে গুণ ও কর্ম্মানুসারে আর্য্য প্রজাসাধারণ বৈশ্যবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইলেও, পরে অপরাপর যৌনসম্বন্ধ হেতুও বৈশ্য সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। যথা ব্রাহ্মণসংস্রবে বৈশ্যকন্যায় বৈশ্য এবং বৈশ্যসংস্রবে বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা উভয়ে-তেই বৈশ্যজাতি দেখা দিয়াছিল। এ ছাড়া যজ্ঞভাগগ্রহণদোষে বা গুণকর্ম্মানুসারে কতক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যশ্রেণী মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া উত্তরপুরুষে বৈশ্য বলিয়াই গণ্য হইয়া গিয়াছে। বৈশ্যের সংস্কৃত পর্য্যায়—ঊরব্য, ঊরুজ, অর্য্য, ভূমিস্পৃক্‌, বিট্‌, দ্বিজ, ভূমজীবী, ব্যবহর্ত্তা, বার্ত্তিক, সার্থবাহ, বণিক্‌, পণিক। (রাজনি°)

পুরাণে জম্বুব্যতীত অপরাপর দ্বীপেও বৈশ্যবর্ণের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহারা প্লক্ষদ্বীপে উর্দ্ধায়ন, শাল্মলদ্বীপে বসুন্ধর, কুশদ্বীপে অভিযুক্ত, ক্রৌঞ্চদ্বীপে দ্রবিণ ও শাকদ্বীপে দানব্রত নামে খ্যাত। পুষ্করদ্বীপে সকলেই একবর্ণ, সুতরাং তথায় ইহাদের পৃথক্‌ কোন সংজ্ঞা নাই। (ভাগবত) ইহাদের শাস্ত্রনিরূপিত ধর্ম্ম তিনটী—অধ্যয়ন, যজন ও দান। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুশীদ এই চারিটীদ্বারা ইহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ইহাদের আশ্রম তিন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ।

মনুতে লিখিত আছে যে, পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্য বৈশ্যের জীবিকা, দান, যাগ ও অধ্যয়ন ইহাদের ধর্ম্ম। বৈশ্যের স্বকর্ম্মের মধ্যে বাণিজ্য ও পশুপালনই প্রশস্ত। আপৎকাল উপ-স্থিত হইলে বৈশ্য শূদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু যখনই আপদ্‌ মুক্ত হইবে, তখনই তাহার শূদ্রবৃত্তি পরি-ত্যাগ করিতে হইবে। বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার হইয়া থাকে, এইজন্য ইহারা দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণনীয়, ইহাদের বেদে অধিকার আছে। গর্ভকাল হইতে গণনা করিয়া ১২ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন দিবে, ইহা মুখ্য কাল। যদি এই সময়ে উপনয়ন না হয়, তাহা হইলে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। ২৪ বৎসরের মধ্যে যে কোন বৎসরে উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ২৪ বৎসর অতীত হইলে ইহাদিগকে পতিতসাবিত্রীক হইতে হয়। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যেই উপনয়ন দেওয়া উহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাদের অশৌচ পঞ্চদশ দিন। (মনু)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, গর্ভাধান হইতে শ্মশান-কার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পর্য্যন্ত বৈশ্যের সকল কার্য্যই বেদমন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক হইয়া থাকে। বৈশ্যের ধর্ম্ম যজন, অধ্যয়ন, পশুপালন। বৃত্তি—কৃষি, বাণিজ্য, গোপোষণ, কুসীদগ্রহণ ও ধান্যাদিবীজ-রক্ষা। আপৎকালে যদি নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয় তাহা হইলে পরবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ বৈশ্য শূদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থপর্য্যটন, দয়া, সরলতা, লোভত্যাগ, দেবব্রাহ্মণপূজা এবং অসূয়া পরিত্যাগ, এইসকল ইহাদের সামান্য ধর্ম্ম। (বিষ্ণুস° ৩ অঃ)

সমগ্র ভারতে আর্য্যাধিকার বিস্তার ও প্রতিবর্ণের মধ্যেই সামাজিক শৃঙ্খলাস্থাপনের জন্য এক এক বর্ণের মধ্যে আবার বহু সমাজ কল্পিত হইয়াছিল। আমরা ঋক্‌সংহিতায় দেখিতে পাই যে, এক আর্য্য পরিবার মধ্যেই এক ভাই তাঁত বুনিতেছে, এক ভাই গোচারণ করিতেছে, আর এক ভাই আচার্য্য বা পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। সুতরাং দেখিতে পাই-তেছি যে বৈদিকযুগে কর্ম্ম ও গুণানুসারে চারি বর্ণ স্থির হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৃত্তি অনুসারে তখনও নানা জাতি কল্পিত হয় নাই। তৎপরে যখন এক এক বর্ণ মধ্যে পুরুষানুক্রমে এক এক বৃত্তি রহিয়া গেল, ধর্ম্মসূত্রকারেরা তাহাদিগকে এক একটী নির্দ্দিষ্ট নাম দিয়া দিলেন বটে, তথনও ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইল না। কেবল নাম ও বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কঠোর অনুশাসন করিয়া দিলেন, যাহার প্রতি যে যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সেই বৃত্তি ছাড়া অপর কোন বৃত্তির আশ্রয় করিতে পারিবে না, ইহার অন্যথা করিলে তাহাদের সমাজচ্যুতি বা পাতিত্য ঘটিবে। ইহাতে যে সাধারণের সুবিধা আছে এবং প্রত্যেক বৃত্তির স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ধর্ম্মসূত্র হইতে আমরা প্রথমতঃ বিভিন্ন বর্ণের সংস্রবে ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি দেখি। অথচ সে সময়েও এখনকার মত সহস্র সহস্র জাতির সৃষ্টি হয় নাই। মূল বর্ণ ছাড়া বশিষ্ঠধর্ম্মসূত্রে ১০টী, বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে ১৪টী ও গৌতম-ধর্ম্মসূত্রে ১৬টী মাত্র মিশ্রজাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।* ধর্ম্মসূত্রে মোটের উপর চারি মূলবর্ণ এবং ২৪টী মিশ্রজাতির উল্লেখ আছে। এই ২৪টীর মধ্যে বৈশ্যবর্ণ সংস্রবে মাহিষ্য, অম্বষ্ঠ, করণ, রথকার ও ভূর্জ্জকণ্টক এই ৫টী অনুলোমজ এবং অন্ত্যাবসায়ী, আয়োগব, ধীবর, পুক্কশ, বৈদেহ, মাগধ ও রামক এই ৭টী প্রতিলোমজ সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। অথচ কর্ম্মকার,

---

* বশিষ্ঠধর্ম্মসূত্র মতে—১ অন্ত্যাবসায়ী, ২ অম্বষ্ঠ, ৩ উগ্র, ৪ চণ্ডাল, ৫ নিষাদ, ৬ পারশব, ৭ পুক্কশ, ৮ বেণ, ৯ রামক ও ১০ সূত।

বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র মতে—১ অম্বষ্ঠ, ২ আয়োগব, ৩ উগ্র, ৪ কুক্কুটক, ৫ চণ্ডাল, ৬ নিষাদ, ৭ পারশব, ৮ পুক্কশ, ৯ বেণ, ১০ মাগধ, ১১ রথকার, ১২ শ্বপাক, ১৩ সূত, ১৪ ক্ষত্তা।

গৌতম ধর্ম্মসূত্র মতে—১ অম্বষ্ঠ, ২ উগ্র, ৩ করণ, ৪ চণ্ডাল, ৫ দৌষ্মন্ত, ৬ ধীবর, ৭ নিষাদ, ৮ পারশব, ৯ পুক্কশ, ১০ বেণ, ১১ ভূর্জ্জকণ্টক, ১২ মাগধ, ১৩ মাহিষ্য, ১৪ মূর্দ্ধাবসিক্ত, ১৫ যবন, ১৬ সূত।

কাংস্যকার, কুম্ভকার, চিত্রকর, পর্ণকার বা পর্ণজীবী, শঙ্খকার, স্বর্ণকার, সূত্রধার, স্থপতি এবং নানাপ্রকার ব্যবসায়ী বণিকগণও স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। এই সকল নানা বৃত্তিজীবিগণের অধিকাংশই যে বিরাট বৈশ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎকালে তাহারা এক একটী ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই। সম্ভবতঃ উক্ত জনসাধারণ বৈশ্যবর্ণোচিত আর্য্য ধর্ম্মই আশ্রয় করিয়া চলিতেন। প্রায় ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল। তৎপরে ভারতবর্ষে সৌর, জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তৃত হইল। প্রজাসাধারণ বা বৈশ্যসমাজ প্রধানতঃ নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়সমাজও তাহাদের অনুকূল ছিল, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত বৈদিক আচার্য্যগণের যথেষ্ট মতান্তর ঘটায় আর্য্যসমাজে প্রথমতঃ একটী ঘোরতর সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় জনসাধারণ ক্ষত্রিয় বর্ণকেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। নানা প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সেই সময়কার জনসাধারণের মত জানিতে পারি। [ভারতবর্ষ শব্দ দেখ] এ সময় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজে প্রচলিত আচার ব্যবহারেরও কতকটা পরিবর্ত্তন হইতেছিল। সাধারণের বিশ্বাস যে ক্ষত্রিয় প্রাধান্যেই জৈন ও বৌদ্ধগণের অভ্যুদয়। অবশ্য ক্ষত্রিয়ের জ্ঞানবল ও বাহুবলে যে উক্ত উভয় ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বৈশ্যের অর্থবলও ঐ দুই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বণিক্ বলিলেই ধনবান্ বৈশ্য জাতিকে বুঝাইত। বণিক্ ও পণিক বৈশ্য শব্দের পর্য্যায়। বৈদিক সময় হইতে এই বর্ণ বাণিজ্য করে সভ্য জগতের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত ও যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিয়া ফিরিত।

আমি সভ্যজগতের ইতিহাসে ফিনিক (Phoenician) নামক যে সুপ্রাচীন বণিক্ জাতির উল্লেখ পাই, ঋক্-সংহিতায় তাহারাই "পণি" নামে প্রথিত। সেই আদি বৈদিক যুগ হইতেই তাহারা গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য অর্থাৎ মুখ্য বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিত।

আর্য্য বণিকগণ দেশ বিদেশে ও সমুদ্রপথে নানাস্থানে যাইয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিতেন। [বেদ দেখ।]

ঋক্সংহিতার ১।৫৬।২ মন্ত্রে ধনার্থী পণিগণের সমুদ্রগমনের * এবং ৫।৩৪।৭ মন্ত্রে ধন আহরণের † উল্লেখ আছে। উক্ত বেদের ৪।২৪।৯ মন্ত্রে দ্রব্য মূল্য ও ক্রয় বিক্রয়ের প্রথারও আভাস পাওয়া যায়। ‡ অথর্ব্ববেদ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, বৈদিকযুগে বাণিজ্য উদ্দেশে বিদেশে যাইবার কালে বণিকগণ মঙ্গল কামনায় ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের তুষ্টির জন্য স্তুতি করিতেন। ঐ সকল মন্ত্রে ক্রয়বিক্রয় ও লাভের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

কৃষিবৃত্তি সম্বন্ধেও ঋগ্বেদে বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋক্সংহিতার ১।২৩।১৫ মন্ত্রে কৃষক কর্ত্তৃক গোরুর সাহায্যে যব চাষের কথা আছে।§ উক্ত সংহিতার ৪র্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে** ক্ষেত্রপতির স্তুতি প্রসঙ্গে বলীবর্দ্দ লইয়া কৃষকের ভূমি কর্ষণ এবং বলীবর্দ্দ লইয়া লাঙ্গল ও তাহার ফালদ্বারা সুখে ভূমির উপর গমন এবং পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক মধুর জলধারা পৃথিবী জলময়ী হওনের বিষয় বিবৃত আছে। এতদ্ভিন্ন ১০।১০১ সূক্তে†† কৃষিকার্য্য বিষয়ক অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

* "তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।" (ঋক্ ১।৫৬।২)

† "সমীং পণেরজতি ভোজনং মুষে বি দাশুষে ভজতি সূনরং বসু।
দুর্গে চন ধ্রিয়তে বিশ্ব আ পুরু জনো যো অস্য তবিষীমচুক্রুধৎ॥" (ঋক্ ৫।৩৪।৭)

‡ "ভূয়সা বস্নমচরৎ কনীয়োঽবিক্রীতো অকানিষং পুনর্যন্।
স ভূয়সা কনীয়ো নারিরেচীদ্দীনা দক্ষা বি দুহন্তি প্র বাণম্॥" (ঋক্ ৪।২৪।৯)

§ "গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ।" (ঋক্ ১।২৩।১৫)

** "ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্ন্বা স নো মৃলাতীদৃশে॥
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ন্তু॥
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম॥
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয়॥
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ।
তেনেমামুপ সিঞ্চতম্॥
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি॥
ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্॥
শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্॥" (ঋক্ ৪।৫৭।১-৮)

†† "উৎ বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিন্ধ্বং বহবঃ সনীড়াঃ।
দধিক্রামগ্নিমুষসং চ দেবীমিন্দ্রাবতোঽবসে নিহ্বয়ে বঃ॥
মন্দ্রা কৃণুধ্বং ধিয় আ তনুধ্বং নাবমরিত্রপরণীং কৃণুধ্বম্।
ইষ্কৃণুধ্বমায়ুধারং কৃণুধ্বং প্রাঞ্চং যজ্ঞং প্রণয়তা সখায়ঃ॥
যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ॥
সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বি তন্বতে পৃথক্।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়া॥

বৈদিক আচার্য্যগণ বড়ই মাংসপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু পণিগণ এককালে নিরামিষাশী, কাজেই গোড়া হইতেই উভয় শ্রেণির মধ্যে যথেষ্ট মত বিরোধ ছিল।

[বর্ণলিপি শব্দে ৫৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

যদিও পণিকগণ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বাণিজ্য প্রসঙ্গে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তারে ও সুবিস্তৃত রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় সুযোগ পাইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে তাহারা আচার্য্য ও যাজ্ঞিক রাজন্যবর্গের হস্তে প্রথমে উপযুক্ত সদ্ব্যবহার পায় নাই। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতেই দেখাইয়াছি—

"তে প্রজায়া মাযনিষ্যতেঽন্যস্য বলিকৃদন্যস্যাদ্যো যথাকামপ্রোষ্যঃ"*

(৭।১।৩)

অর্থাৎ করপ্রদান, পরাধীনতা ও তিরস্কারভাগিতা এই গুলি বৈশ্যের গুণ বলিয়া বেদের প্রাচীনতম ব্রাহ্মণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাজাকে বৈশ্যগণ করপ্রদান করিবে ও তাঁহার অধীন হইয়া থাকিবে, ইহা অবশ্য ন্যায্য, কিন্তু তাহারা তিরস্কার-ভাগী হইবে কেন? এটা কি বৈশ্যপণিদিগের উপর বলি-প্রিয় ব্রাহ্মণকারের বিদ্বেষদৃষ্টি নহে? সাধারণ কৃষিসমাজের উপর কৃপাদৃষ্টি থাকিলেও পরবর্ত্তী স্মৃতি, পুরাণ ও নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেও পণিক বা প্রকৃত বৈশ্যসমাজের উপর বরাবর ব্রাহ্মণশাস্ত্রকারগণের কৃপাদৃষ্টির অভাব।

যাহা হউক ক্ষত্রিয়রাজগণের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠী বা ধনী বণিগ্‌গণ রাজার নিকট সেরূপ নিগ্রহভাগী হন নাই। রাজসভায় তাঁহারা মহাসম্মানে কাটাইয়া গিয়াছেন।

বৈশ্য বণিক হইতে যে শৈব, সৌর, জৈন বা বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল, নানা জৈন, বৌদ্ধ ও শৈব গ্রন্থেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহাদের যত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ বা ভীক্ষ বহুদূর দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নানা শৈব ও বৌদ্ধ দেব দেবীর মন্দির কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, সুদূর চীন, কাম্বোজ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ ও অন্তর্দ্বীপসমূহে সুশোভিত হইয়াছিল। আনাম, শ্যাম, কাম্বোজ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে সেই সকল প্রাচীন বণিক্ বংশ-ধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। শ্যাম দেশের ইতিহাস-লেখক বাউরিং সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The forefathers of these people (of Anam, Siam, Cambodgo) came from the Gangetic valley, and probably they were the people of Bengal······The cut of the face is like that of a Bengali......At one time Cambodia was a powerful Hindoo kingdom and the Bengali merchants and traders used to frequent the Island......The descendants of the Bengali Baniks (traders and navigators) are found in Ceylon, Siam, Anam and Borneo." †

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে চাষী ও বণিক্ এই দুই শ্রেণির লোক লইয়া বৈশ্যসমাজ বা প্রজা সাধারণ, ইহাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়াই রাজার রাজস্ব। কারণ শূদ্রের নিকট রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না। গৌতম-ধর্ম্মসূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে কৃষকেরা রাজাকে এক দশমাংশ, এক অষ্টমাংশ বা এক ষষ্ঠাংশ কর দিত। পশ্বাদি পণ্ড ও সুবর্ণের উপর $\frac{১}{৫০}$ অংশ, পণ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক হিসাবে $\frac{১}{২০}$ অংশ, মূল ফল, ফুল, ভেষজ লতা গুল্মাদি, মধু, মাংস, তৃণ ও ইন্ধনের উপর $\frac{১}{৬০}$ অংশ কর আদায় হইত। কর্ম্মকার ও শিল্পিদিগকে মাসের মধ্যে এক দিন করিয়া রাজার কাজ করিয়া দিয়া আসিতে হইত।

পাটলীপুত্রবাসী গ্রীকদূত ভারতীয় প্রজা সাধারণের সম্বন্ধে দুই হাজার বর্ষের পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন,

"They live happily enough, being simple in their manners and frugal. They never drink

---

নিরাহাবান্ কৃশোত্তম সং বরুথা যথাতম।
সিকামহা অবতমুত্রিণং বরং সুযেকমনুপাক্ষিতম্।
ইক্ষুতাহাবমক্তং সুবত্রং সুবেচনম্।
উত্রিণং সিঞ্চে অক্ষিতং॥
প্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎ কৃণুধ্বম্।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিঞ্চতা নৃপাণম্॥
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্ম সীব্যধ্বং বহুলা পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তম্॥
আ বো ধিয়ং যজ্ঞিয়াং বর্ত্ত ঊতয়ে দেবা দেবীং যজতাং যজ্ঞিয়ামিহ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গৌঃ॥
আ তু ষিঞ্চ হরিমীং দ্রোরুপস্থে বাশীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ।
পরিষ্বজধ্বং দশ কক্ষ্যাভিরুভে ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্ত॥
উভে ধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোঽন্তর্যোনেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থাপয়ধ্বং-নিষূ দধিধ্বমখনন্ত উৎসম্॥
কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে॥

(ঋক্ ১০।১০১।১-১২)

* সায়ণাচার্য্য এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন,—

'বৈশ্যস্য বাণিজ্যং কুর্ব্বন্ অন্যস্য রাজ্ঞো বলিকৃৎ বলিং পূজাং করোতি, করং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। অতএব অন্যস্য রাজ্ঞঃ আদ্যঃ অন্যোঽধীনো ভবতীত্যর্থঃ। তস্য রাজ্ঞঃ যথাকামপ্রোষ্যঃ যোগ্যঃ অধিক্ষেপণীয়ো ভবতি। ক্ষ্যা অধিক্ষেপে ইতি ধাতুঃ। ত এতে করপ্রদানপরাধীনত্বতিরস্কার্য্যত্বাখ্যা বৈশ্যগুণাঃ।'

(ঐতরেয় ৭।১।৩)

† Bowring's Siam, Vol. II.

wine, except at sacrifices. Their beverage is a liquor composed from rice instead of barley, and their food is principally a rice pottage The simplicity of their laws and their contracts is proved by the fact that they seldom go to law They have no suits about pledges and deposits, nor do they require either seals or witnesses, but make their deposits and confide in each other Their house and property they generally leave unguarded. These things indicate that they possess sober sense Truth and virtue they hold alike in esteem Hence they accord no special privileges to the old unless they possess superior wisdom" *

ঐ সময়ের কিছু পরে লিখিত জৈনদিগের 'উপাসকদশাসূত্র' হইতে জানিতে পারি যে আনন্দ নামে এক বৈশ্য গৃহস্থ ছিলেন। তিনি জৈনশাস্ত্রানুসারে যতিধর্ম গ্রহণ না করিলেও পঞ্চ অণুব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সকলপ্রকার জীবহিংসা, সকল প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি শিবনন্দা নামে একমাত্র স্ত্রীতে রত ছিলেন। ৪কোটি সুবর্ণ তাঁহার কোষাগারে থাকিত, ৪ কোটী সুবর্ণ কুশীদের জন্য খাটিত এবং ৪ কোটী সুবর্ণের এমিরাদিও ছিল। ইহাই তাঁহার গচ্ছিত আয়ের সীমা। ইহা অপেক্ষা তিনি আর বাড়াইতে চেষ্টা করেন নাই। এ ছাড়া তাঁহার ৪ দল গোমেষাদি ছিল, ইহার এক এক দলে দশহাজার হইবে। ৫০০ হাল এবং প্রত্যেক হালের উপযুক্ত ১০০ নিবর্ত্তন জমি, বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ৫০০ শত এবং দেশজাত বাণিজ্যের জন্য ৫০০ শত শকট, এ ছাড়া জলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চারিখানি জাহাজ এবং স্বদেশী বাণিজ্যের জন্য অপর ৪ খানি জাহাজ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত।

উপাসকসূত্রে যে একজন সামান্য জৈন বণিকের পরিচয় দিলাম, তাহাতেই বুঝিতে হইবে যে ভারতীয় বৈশ্যসমাজ কিরূপ উন্নত ছিল। মৃচ্ছকটিনাটক হইতেও রাজধানীতে 'শ্রেষ্ঠী চত্বর' পাই, এখানে ধনকুবেরগণ বাস করিতেন। ভারতের সকল প্রধান সহরেই তাঁহাদের কুঠী ছিল। নানা জহরত, নানাপ্রকার রেশমী ও মূল্যবান্ দ্রব্য ও স্তূপাকার ধনরাশি বহু জনপূর্ণ সহরের নিভৃত গলির মধ্যস্থ অন্ধকার কুঠীর মধ্যে সযত্নে রক্ষিত থাকিত, প্রয়োজন হইলে রাজাধিরাজকেও তাঁহাদিগের নিকট ঋণ লইতে হইত। তাঁহাদের অহঙ্কার বা গৌরবস্পৃহা ছিল না, তাঁহারা স্বজাতিপোষণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবালয় স্থাপন ও দেব গুরুতে ভক্তি প্রদর্শন দ্বারা অক্ষয় নাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের বংশধর শ্রেষ্ঠীগণের মধ্যেও সেই পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের সকল জৈনতীর্থগুলি এখনও এই উদারচরিত শ্রেষ্ঠিবংশধরদিগের যত্নে ও ব্যয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে, এখনও শত শত জৈন ও হিন্দু দেবালয় ভারতীয় বণিক সমাজের মহত্ব ঘোষণা করিতেছে। সেই সকল শ্রেষ্ঠী ও শিল্পিদিগের প্রভাব পাশ্চাত্য জগৎকেও চমৎকৃত করিয়াছিল। ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—

"These artists are marked all through the known world and the products of their skill were appreciated in the court of Harun al Rashid in Baghdad and astonished the great Charlemagne and his rude barons who as an English poet has put it, raised their visors and looked with wonder on the silks and brocades and jewellary which had come from the far East to the infant trading marts of Europe" †

প্রাচীন বৈশ্য সমাজের বিশেষত্ব—সরলতা ও আড়ম্বর-হীনতা, লক্ষ্য—বাণিজ্য ও কৃষি। যে কোটীপতি আনন্দের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, সেই আনন্দের আচার ব্যবহার নিতান্ত সামান্যরূপ ছিল, কোন বিষয়েই তাঁহার সুখভোগ লালসা ছিল না। তাঁহার নিত্য আবশ্যকীয় খাদ্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের যে তালিকা উক্ত জৈন শাস্ত্রকার প্রদান করিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"আনন্দ নিদ্রা হইতে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া লালরঙের গামছা ও একটী কাঁচা ডালের দাতনকাটী লইয়া মুখ ধুইতেন। তৎপরে একটী ফল ও আমলকের খোসা শাঁস ভক্ষণ করিয়া দুইপ্রকার তৈল অভ্যাঙ্গ ব্যবহার করিতেন। তদন্তে গাত্রে একপ্রকার সুগন্ধিচূর্ণ লেপন করিয়া ৮ ঘড়া জলে গাত্র ধৌত করিয়া একজোড়া কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহার নিত্য ব্যবহারের জন্য তিনি কুঙ্কুম, চন্দন, মৃগমদ, কস্তুরী, প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য অঙ্গে লেপন করিতেন ও গৃহে ধূপ, ধুনা জ্বালাইতেন। পূজার জন্য তিনি শ্বেতপদ্ম ও অন্য একপ্রকার ফুল লইতেন। তাঁহার কর্ণে অলঙ্কার ও হস্তে অঙ্গুরীয়ক ছিল।

"খাদ্য দ্রব্য উপভোগেও তাঁহার বিশেষ আড়ম্বর ছিল না। কএকপ্রকার শীতল পানীয়, চাউল ডাউলের খিচুড়ী, ঘিয়ে ভাজা বা চিনির রসে পাক করা পিঠা, নানাপ্রকার চাউলের অন্ন, কলাই, মুগ বা মাষকলাইর ডাল, শরৎঋতুতে সংগৃহীত গব্যঘৃত, সাধারণ

* Bohn's Translation of Strabo, Vol. III.

† R C, Dutt's Civilisation in Ancient India, Vol. II p 312.

ব্যঞ্জনাদি ও পলন্ন মত তাঁহার নিত্যনিয়মিত আহার্য্য ছিল; সুপরিস্রুত পানীয়ের জন্য তিনি বৃষ্টি-জল ধরিয়া সংগ্রহ করিতেন, পাঁচ প্রকার মসলাযুক্ত তাম্বূল তাঁহার মুখশুদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইত।" (উপাসকদশসূত্র)

একজন কোটিপতির কিরূপ সরল ও আড়ম্বরহীন আচরণ! এই কারণেই ভারতীয় বণিক্‌গণ কালে 'মহাজন' ও 'সাধু' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। বৈশ্য সাধারণে কি কি ব্যবসা করিতেন ও তন্মধ্যে কোন্‌টী নিন্দিত ও কোন্‌টী প্রশস্ত ছিল, মনুসংহিতার আপৎকল্পে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।—

মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাৎ ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।
বিট্‌পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্॥ ৮৫
সর্ব্বান্ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃ সহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈব পশবো যে চ মানুষাঃ॥ ৮৬
সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধীঃ॥ ৮৭
অপঃ শস্ত্রং বিষং মাংসং সোমং গন্ধাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং তৈলং মধু গুড়ং কুশান্॥ ৮৮
আরণ্যাংশ্চ পশূন্ সর্ব্বান্ দংষ্ট্রিণশ্চ বয়াংসি চ।
মদ্যং নীলিঞ্চ লাক্ষাঞ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকশফাংস্তথা॥ ৮৯
কামমুৎপাদ্য কৃষ্যান্তু স্বয়মেব কৃষীবলঃ।
বিক্রীণীত তিলান্ শুদ্ধান্ ধর্ম্মার্থমচিরস্থিতান্॥ ৯০
ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভূতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥ ৯১
সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেন শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥ ৯২
ইতরেষান্তু পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিযচ্ছতি॥ ৯৩
রসা রসৈর্নিমাতব্যা ন ত্বেব লবণং রসৈঃ।
কৃতান্নঞ্চাকৃতান্নেন তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ॥ ৯৪
জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্ব্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।
নত্বেব জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যেত কর্হিচিৎ॥ ৯৫
যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥ ৯৬
বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥ ৯৭
বৈশ্যোঽজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্য্যাণি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্॥" ৯৮

ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের নিজবৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে, এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে, নিষিদ্ধ দ্রব্য পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক বৈশ্যের বিক্রেতব্য দ্রব্যজাত বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, সিদ্ধান্ন, লবণ, পশু এবং মনুষ্য এই সকল দ্রব্যের বিক্রয় নিষেধ। কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্র নির্ম্মিত সর্ব্ববিধ বস্ত্র; শণ এবং অতসী ত্বক্‌ময় বস্ত্র এবং রক্তবর্ণ না হইলেও মেষলোমবিনির্ম্মিত কম্বলাদি এ সকল বিক্রয় করিতেও নিষেধ। জল, শস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি, ঘোল, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় এবং কুশ এ সকল বস্তুরও বিক্রয় নিষেধ। সর্ব্বপ্রকার আরণ্য পশু, বিশেষতঃ গজাদি দংষ্ট্রী পশু, অখণ্ডিত খুর অশ্বাদি, এতদ্ভিন্ন পক্ষী, নীল, মদ্য এবং লাক্ষা—এ সকল বস্তুর বিক্রয়ও নিষেধ। স্বয়ং কর্ষণদ্বারা তিল উৎপাদন পূর্ব্বক অচিরকাল মধ্যে বিশুদ্ধাবস্থায় বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু লাভপ্রত্যাশায় বিলম্বে বিক্রয় করিতে পারিবে না। ভোজন, মর্দ্দন, এবং দান ব্যতীত যদি কেহ তিল বিক্রয় করে, তবে সে পিতৃপুরুষদিগের সহিত কৃমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুরবিষ্ঠায় নিমগ্ন হয়। ব্রাহ্মণ মাংস, লবণ এবং লাক্ষা বিক্রয় করিবামাত্রই পতিত হয়; কিন্তু দুগ্ধ ক্রমাগত তিন দিন বিক্রয় করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাংসাদি ভিন্ন অন্য নিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছা-পূর্ব্বক ক্রমাগত সাতদিন বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রসদ্রব্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রসদ্রব্যের সহিত লবণের বিনিময় হয় না; সিদ্ধান্নের বিনিময় আমান্নের সহিত হইতে পারে, কিন্তু সমান পরিমাণে দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা উক্ত হইল, ক্ষত্রিয়ও বিপন্ন হইলে তদনুরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু তিনি কখনও বিপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, শীঘ্র তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা রাজার কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয়, আর পরধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয় নহে। জাত্যন্তর ধর্ম্মদ্বারা জীবন ধারণ করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। বৈশ্য স্বধর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অনাচার পরিহারপূর্ব্বক দ্বিজসেবাদি শূদ্রবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু আপদ্‌ মুক্ত হইলেই শূদ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে।

মনুর বচন হইতে জানিতেছি বৈশ্যেরা এই সকল দ্রব্যের ব্যবসা করিত—

সর্ব্বপ্রকার রস (গুড়, দাড়িম্ব, আমলকী তিন্তিড়িকাদি), সিদ্ধান্ন (ভক্ত্যাদি), তিল, পাষাণ, লবণ, নানাবিধ পশু, মনুষ্য,

সর্ব্বপ্রকার তাঁতের কাপড়, রক্ত বস্ত্র, শণের কাপড়, ক্ষৌম বস্ত্র, এবং অজিন বা মেষ লোম নির্ম্মিত অরক্ত বস্ত্র, ফল, মূল, ঔষধি, জল, লৌহ, বিষ, সোমরস, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, তৈল, গুড়, কুশ, কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য, মদ্য, মাক্ষিক, মধু, মোম, শস্ত্র, আসব, সকল প্রকার বন্য পশু, দংষ্ট্রী বা বন্য শূকরাদি, পক্ষী, সকল প্রকার একশফ (অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভাদি), নীল, লাক্ষা, ইত্যাদি। তবে ঐ সকলের মধ্যে কতক ব্যবসা শ্রেষ্ঠ বৈশ্যের পক্ষে নিন্দিত ছিল, বিশেষতঃ তৈল, দুগ্ধ, লাক্ষা, লবণ, মাংস, গুড়, ও সিদ্ধান্ন যাহারা বিক্রয় করিত, তাহারা অনেকটা হেয় হইত;—এই কারণে আপদ্‌কালেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-বর্ণের পক্ষে ঐ সকল নিন্দিত ব্যবসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সাধারণতঃ শূদ্র জাতির পক্ষে দ্বিজ শুশ্রূষা ব্যতীত অপর কোন প্রকার বৃত্তি নিষিদ্ধ হইলেও বিপন্ন শূদ্র পুত্রদারাদি প্রতিপালনার্থ কারু ও শিল্পকর্ম্ম করিতে পারিত। (মনু ১০।৯৯) এই কারু ও শিল্পকার্য্য কি? এ সম্বন্ধে মনুভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন,—

"কারুকাঃ শিল্পিনঃ সূদতন্তুবায়াদয়স্তেষাং কর্ম্মাণি পাক-বয়নাদীনি প্রসিদ্ধানি" অর্থাৎ কারুকর ও শিল্পিগণ বলিতে সূপকার বা পাচক, তন্তুবায় প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। তাহাদের কার্য্য পাক ও বয়নাদি।

পরবর্ত্তী শ্লোকের ভাষ্যেও মেধাতিথি লিখিয়াছেন—'তক্ষকি-বর্দ্ধকি-প্রভৃতয়ঃ কারবস্তেষাং কর্ম্মাণি তক্ষণবর্দ্ধনাদীনি শিল্পানি বহু ছেদরূপকর্ম্মাণ্যালেখ্যানি।"

প্রসিদ্ধ মনুটীকাকার সর্ব্বজ্ঞনারায়ণও লিখিয়াছেন, "কারু-কাণাং বিশিষ্টকর্ম্মকরাণাং চিত্রকরাদীনাং"—কারুকর অর্থে প্রথিত কামার ও চিত্রকরও জানিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে পাচক,* তন্তুবায়, কামার, চিত্রকর বা পটুয়া প্রভৃতির কার্য্যও বৈশ্য বা দ্বিজাতির বৃত্তি নহে, উহা শূদ্রবৃত্তি।

এখন বুঝিলাম, কৃষি দ্বারা সকল প্রকার শস্য উৎপাদন, গোমহিষাদি পালন ও অর্থকরী অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যই বৈশ্যজাতির উপজীবিকা। আশ্চর্য্যের বিষয় কৃষি ও গোরক্ষা বৈশ্য জাতির প্রধান বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও কালে ঐ বৃত্তি হীনবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। তাহার কারণ কি? মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—

"বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতাঃ।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্॥" (১০।৮৩-৮৪)

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে যদি বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে উভয়েই হিংসাবহুল বলীবর্দ্দাদি পশ্বা-ধীন কৃষিকার্য্য সযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। যদিও কেহ কেহ কৃষির প্রশংসা করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা সজ্জননিন্দিত, কারণ লাঙ্গলের মুখ ভূমিস্থিত ভূগর্ভজন্ত্বাদি প্রাণীদিগকে মারিয়া ফেলে।

যে দিন আর্য্যসমাজে কৃষিকার্য্য এইরূপে নিন্দিত হইল, সেই দিন হইতেই বৈশ্য-বর্ণের প্রধান উপজীবিকা কৃষিবর্জ্জনের সূত্রপাত হইল। যে কৃষিবৃত্তি বেদবেদাঙ্গে ও ধর্ম্মসূত্রে অতি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি বহু আর্য্যঋষি সমাদরে ও সসম্মানে যে কৃষিকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সেই কৃষি-বৃত্তি এরূপ নিন্দিত হইবার কারণ কি? আশ্চর্য্যের বিষয় মানব-কল্পসূত্রে, মানবশ্রৌতসূত্রে বা মানবগৃহ্যসূত্রে এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলেও ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় এরূপ কথা স্থান পাইবার কারণ কি? ইহা যে জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" রূপ মূল-মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যসমাজও কৃষি বৃত্তি ছাড়িলেন, দধি ও দুগ্ধের ব্যবসাও উচ্চ শ্রেণির পক্ষে হীন বলিয়া গণ্য হওয়ায় গোরক্ষা পশুপালনাদি বৃত্তিও বৈশ্য সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে চলিল।

এই বৃত্তি-পরিত্যাগ সম্বন্ধে বঙ্গের একজন বহুদর্শী ও নানা-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'চারিবর্ণের গঠিত হইবার পূর্ব্বে বৈশ্যগণ 'বিশ্' অর্থাৎ আর্য্য প্রজাসাধারণরূপে সমাজের সকল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেন। পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের সমস্ত কার্য্য ও অর্থকরী মহাজনের কাজও তাঁহারা সম্পাদন করিতেন। যে সকল নীচ ও দাসত্বজ্ঞাপক কর্ম্মে শারীরিক শ্রমের আবশ্যক হইত, শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি হইলে, বৈশ্যগণ সেই সকল কার্য্য হইতে অবসর পাইলেন। পরে নানামিশ্রজাতির উৎপত্তি হইলে বৈশ্যগণ কারু ও শিল্পাদি কার্য্য হইতেও অবসর লইলেন

* এখন ব্রাহ্মণে এই পাচকবৃত্তি গ্রহণ করিলেও বাস্তবিক ইহা শূদ্রবৃত্তি। শূদ্র জাতির মধ্যে কে কে পাচক হইতে পারিবে অর্থাৎ কাহার কাহার হাতে সকল দ্বিজাতিই ভোজন করিতে পারিবেন, সকল স্মৃতিসংহিতায় তাহার ব্যবস্থা আছে। যথা—

মনু—"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" ৪।২৫৩

যাজ্ঞবল্ক্য—"শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ১।১৬৬।

যমসংহিতা (২০) ও পরাশর-সংহিতায়ও (১১।২০) ঐরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়।

শিল্পকার্য্যের ভার সূত্রধর, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতির উপর অর্পিত হইল। ঐ সময়ে বৈশ্যগণ কেবল মহাজন ও বণিকের কার্য্যে লিপ্ত থাকেন এবং বৈশ্যগণ কেবল 'বণিক' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন, রামায়ণের কলক্রান্তি হইতেও আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি।'*

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম পাশাপাশি বেশ প্রবল ভাবে চলিতেছিল;—এ সময় বৈশ্য সমাজ ঐ দুই সম্প্রদায়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈশালী, শ্রাবস্তী, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ, উজ্জয়িনী, সৌরাষ্ট্র, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বহুজনাকীর্ণ ও বাণিজ্যপ্রধান সহরের প্রত্নতত্ত্ব হইতে যে ভূরি ভূরি নিদর্শন বাহির হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় বৈশ্য সমাজের উন্নত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

এমন কি খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দে বৈশ্য শক্তিই ক্ষত্রিয় শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া মস্তকোত্তলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যখন ব্রাহ্মণসমাজ দেখিলেন যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মী ক্ষত্রিয়-রাজগণ ব্রাহ্মণশক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য অভ্যুদয়ের আশা নাই! তখন তাঁহারা বৈশ্যশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি একমাত্র ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় অশ্বমেধ যজ্ঞ বৈশ্যশক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কথা বলিতেছি। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের তৃপ্তিসাধনের জন্যই সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত † ভারতের প্রাচীন বৌদ্ধ রাজধানী পাটলিপুত্রে ব্রাহ্মণমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠাপনার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র মতে নিম্ন বর্ণ তদপেক্ষা উচ্চ বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না, তাই এ সময়ে ব্রাহ্মণশাস্ত্রকারগণ ঘোষণা করেন যে, পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে। কাজেই বৈশ্যরাজা তাঁহারা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করাইয়া লইলেন। উক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞটীও প্রকারান্তরে যেন ২য় পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয়যজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈশ্য-সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত তৎকালীন ভারতের সকল ক্ষত্রিয় রাজবংশকেই পরাজিত ও অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও তিনি এ সময়ে ভারতে স্থায়ী ভাবে বৈদিক ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি নিজে একান্ত ব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িলেও তাঁহার আত্মীয় স্বজন তখনও অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, এ কারণ তাঁহার বংশধর গুপ্ত সম্রাট্গণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েরই সম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে গৌড়াধিপের অধীশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণভক্তির পরাকাষ্ঠা ও বৌদ্ধবিদ্বেষের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেও আর এক জন বৈশ্যসম্রাট তাঁহার দর্প খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনিই কনোজপতি হর্ষবর্দ্ধন। হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তকে পরাজয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। অনেকে এই হর্ষবর্দ্ধনকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু এই সম্রাট্ কোথাও আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করেন নাই, এই বংশের পুরুষাপর 'বর্দ্ধন' উপাধিই বৈশ্যত্বের পরিচায়ক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুপ্তবংশের অভ্যুদয় প্রকৃত প্রস্তাবে বৈশ্যবর্ণের অভ্যুত্থান। এরূপ মহাশক্তিলাভ সম্ভবতঃ অল্প দিনে ঘটে নাই। বহু পূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে বৈশ্যসমাজ যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, উহা তাহারই বিকাশ। কিরূপে বৈশ্যসমাজ এরূপ মহাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন? অধুনা ইংরাজ বণিক্গণ যে উপায়ে পৃথিবীর সকল স্থানে গিয়া ক্রমে ক্রমে অধিনায়কবান্ ও অধীশ্বর হইয়া উঠিতেছেন, পূর্ব্বকালে ভারতীয় বৈশ্যসমাজও অনেকটা ঐরূপ ভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতীয় পণিগণ (Phœnician)। বাণিজ্য প্রভাবে তাঁহারা সুদূর য়ুরোপ-খণ্ড অধিকার করিয়া সুসভ্য রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় অপর বণিক্ সাধারণের এরূপ রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের জন্মভূমি সুবর্ণপ্রসূ ভারতভূমি হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান জগতে নাই, এ কারণ তাঁহারা মহাদ্বীপান্তর হইতে

---

* Rev. K. M. Banarji's Lecture in Bengal Social Science Association.

† গুপ্তবংশ কোন্ বর্ণান্তর্গত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে নানা মত শুনা যায়। তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তাহা তাঁহাদের বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতেই জানা যায়। নেপালের লিচ্ছবি ক্ষত্রিয় বংশের সহিত তাঁহাদের যৌন সম্পর্ক থাকায় কেহ কেহ তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয়" বলিয়াই মনে করেন। মনুসংহিতায় লিচ্ছবিরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, সম্ভবতঃ গুপ্তপ্রভাবকালে তাঁহারা পুনঃ সংস্কৃত হইয়া ক্ষাত্র্য আশ্রয় লাভ করেন। কিন্তু গুপ্তবংশ কখনই ক্ষত্রিয় নহেন, ক্ষত্রিয় হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা গৌরবের সহিত আভিজাত্য ঘোষণা করিতেন। বিশেষতঃ অপর পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও রাজার পক্ষে যে কোন জাতির কন্যা গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না। রাজা সকল বর্ণের কন্যাই গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহাকে দোষ হইত না। গুপ্তবংশ যে বৈশ্য তাহার সুপ্রাচীন প্রমাণেরও অভাব নাই। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে "শর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য বর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য গুপ্তেতি বৈশ্যস্য" (১।১৭।৪) অর্থাৎ বৈশ্যের নামের শেষে গুপ্ত উপাধি থাকিবে। যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয় হইলে কখনই ক্ষত্রিয়োচিত উপাধি পরিত্যাগ করিতেন না।

আহৃত রত্নরাজি আনিয়া জননী জন্মভূমিকে অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যলাভাশয়ে কত দূরদেশে যাতায়াত করিতেন? আমরা ত্যাসিতাসের অনুবাদ হইতে এইরূপ প্রমাণ পাই—

"Pliny the elder relates the fact, after Cornelius Nepos, who, in his account of a voyage to the North, says, that in the consulship of Quintus Metellus Celer, and Lucius Afranius (A U C 694, before Christ 60), certain Indians who had embarked on a commercial voyage, were cast away on the coast of Germany, and given as a present by the King of the Suevians, to Metellus, who was at that time proconsular Governor of Gaul "Cornelius Nepos de Septentrionali circuitu tradit quinto Metello Celeri, Lucii Afranii in Consulatu Collegæ, sed tum Galliæ proconsuli, Indos a rege Suevorum dono datos, qui ex India commercii Causa navigantes, tempestatibus essent in Germaniam abrepit." Pliny, lib ii s 67 The work of Cornelius Nepos has not come down to us, and Pliny, as it seems, has abridged too much The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjecture, whether the Indian adventurers sailed round the cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean, and thence into the Northern Seas, or whether they made a voyage still, more extraordinary, passing the island of Japan, the coast of Siberia, Kamschatska, Zembla in the Frozen Ocean, and thence round Lapland and Norway, either into the Baltic or the German cean" *

দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে ভারতীয় বণিক্‌গণ জর্ম্মাণির উপকূলে গিয়া বাণিজ্য করিয়া আসিতেন, সেই অতি পূর্ব্বকালে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল জাপান উপসাগর ভেদ করিয়া অথবা আটলাণ্টিক মহাসাগর হইয়া কিরূপে তাঁহারা সেই দূরদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অনুবাদক মর্ফি (Murphy) সাহেব অতি বিস্মিত হইয়াছেন। তদপেক্ষা প্রাচীন কাল হইতেই যে এখানকার বণিক্‌গণ মিসরের রত্নাকরে তথায় বাণিজ্য করিতে যাইতেন, সে কথাও বলিয়াছি।†

* Tacitus translated by Murphy. Philadephia, 1836 p. 606.

† Asiatic Researchers, Vol. XVII, p. 619-620.

এখন ভাবিয়া দেখুন, ভারতীয় বৈশ্যসমাজ সাম্রাজ্যলাভের উপযুক্ত মহাশক্তি কিরূপে অর্জ্জন করিয়াছিলেন? এবং অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষ কেন গুপ্তবংশের করতলগত হইয়াছিল?

হিন্দু বৈশ্যসমাজে যাহারা জৈন বা বৌদ্ধ ছিলেন, ব্রাহ্মণভক্ত গুপ্তসম্রাট্‌গণের চেষ্টায় তাঁহারা আবার অনেকে হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতে বুদ্ধস্মৃতি ও বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন করিতে আগমন করেন তিনি আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমান প্রভাব লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সিংহলে যাইবার জন্য তাম্রলিপ্ত বন্দরে হিন্দু বণিক্‌দিগের যে জাহাজে উঠিয়াছিলেন, তাহাতে দুই শত আরোহীর স্থান সংকুলান হইত! ফা-হিয়ানের বর্ণনা পাঠ করিলে সকলেই জানিতে পারিবেন যে হিন্দুবণিক্‌গণ কেবল সিংহল বলিয়া নহে, পণ্যদ্রব্য লইয়া ভারত মহাসাগরীয় সকল জনাকীর্ণ দ্বীপেই গমনাগমন করিতেন। সেই প্রাচীন কালেও ফা-হিয়ান্ যব ও বালিদ্বীপে হিন্দুবণিক্‌দিগের উপনিবেশ দেখিয়া গিয়াছেন। তৎকালে বণিক্ বলিলেই বৈশ্যজাতিকে বুঝাইত। এ সময় উন্নত বৈশ্যসমাজ কৃষি ও পশুপালন এই দুইটী বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেন তাঁহারা এ দুই মুখ্য বৃত্তি পরিত্যাগ করেন, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি।

গুপ্ত সম্রাট্‌গণের যত্নে ভারতের নানাস্থানে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইলেও বৈশ্যসম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের চেষ্টায় আর্য্যাবর্ত্তে আবার কিছুদিন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠারই অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সহিত আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম অবসন্ন হইতে আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের প্রথমাংশে) কনোজের সিংহাসনে ক্ষত্রবীর যশোবর্ম্মদেব অধিষ্ঠিত হইলেন,—তাঁহার সহিত যেন আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের স্থায়ী সূত্রপাত হইল! যশোবর্ম্মদেবের যত্নে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের যথেষ্ট আয়োজন চলিয়াছিল। এ সময়েও পাটলিপুত্র, গৌড় ও তাম্রলিপ্তিতে বৈশ্যসমাজ অতি প্রবল। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অল্প, ও বৌদ্ধের সংখ্যাই বেশী ছিল। পাটলিপুত্রের বৈশ্যসমাজের চেষ্টায় গোপাল মগধের অধীশ্বর হইলেন—তৎপুত্র ধর্ম্মপালের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি। যশোবর্ম্মার ন্যায় তাঁহার সমসাময়িক আদিশূর গৌড়মণ্ডলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বৈদিকধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহাত্যয়ের পরই গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল আসিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। এই পালবংশ কোন্ জাতি ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তবে এই বংশের সহিত যে বণিক্‌জাতির যৌন

সম্বন্ধ ছিল, গৌড়ীয় সুবর্ণবণিক্‌দিগের কুলেতিহাস হইতে তাহারও কতক আভাস পাওয়া গিয়াছে। প্রায় ৪ শত বর্ষ কাল বৌদ্ধ পালরাজবংশ মগধ ও গৌড়মণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ সময়েও গৌড়বঙ্গের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বৈশ্যসমাজ অনেকটা উন্নত ছিল। তখনও এখানকার বণিক্‌গণ উত্তরে চীন, তিব্বত, পূর্ব্বে আনাম কম্বোজ, দক্ষিণে যব, বালি, বর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এবং পশ্চিমে সুরাট, গুজরাত প্রভৃতি প্রদেশ হইয়া সুদূর মিসর দেশেও গমনাগমন করিতেন।

তাঁহারা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী কিরূপ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেন? কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল হইতে তাহার কতক অস্পষ্ট আভাস পাই—

"প্রথমে করিল সজ্জ, দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ,
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর আকার মাথা, গজদণ্ডের বাতা,
মাণিকে করিল চক্ষু দান॥
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর, মধ্যে তার রইঘর,
পালে গুড়া বসিতে কাণ্ডার।
দুসারি বসিতে পাট, উপরে মালুম কাট,
পিছে গড়ে মাণিক ভাণ্ডার॥
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী, নাম যার গুয়ারেখী,
আর ডিঙ্গা গড়ে রণজয়া।
অতি অপরূপ সীমা, গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা,
গড়িল পঞ্চম মহাকায়া॥
গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধরা, হীরামুখী চন্দ্রকরা;
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা।
চাঁচিয়া কাঁটাল শাল, করে দণ্ড কেরোয়াল,
ডিঙ্গা শিরে বান্ধিল মুকুলা॥"

ঐ সকল ডিঙ্গার গতি কিরূপ ছিল, কবি তাহারও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণেতে বাঁধা যার বৈঠকির ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল পাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যার মালুমকাট দেখি॥
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শঙ্খচূড়।
আশী গজ পানি ভাঙ্গে পাকের চুকুল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপাল।
যাহার গমনে দুই কূল করে আল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোটমুটি।
যাহে ভরা ছিল চালু বায়ান্ন পউটী॥
মোম ধুনা দিয়া সাধু গাহিল সাত নায়।
ত্বরিত গমনে ডিঙ্গা সাজন করায়॥
সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধি রাখে তরী লোহার শিকলে॥
অবিলম্বে সদাগর আইসে নিকেতন।
ভাণ্ডারের ঘরে সাধু দিল দরশন॥
জোয়ের মোহর তার ছাব উত্তরিয়া।
আচার করিয়া ধন লইল মাপিয়া॥
নানা দ্রব্য সদাগর নিল রাশি রাশি।
ভ্রমরার ঘাটে গেল হয়ে অভিলাষী॥"

তৎকালে বঙ্গীয় বণিক্‌গণ কি কি দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে বিদেশে গমন করিতেন, কবি মুকুন্দরাম তাহারও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়,
চন্দন নাহিক এক তোলা।
যত সাধু ছিল ঋণী, এবে তারা হইল ধনী,
সম্পদে মাতিয়া হইল ভোলা॥
বিংশতি বৎসর হইল, রঘুপতি দত্ত মৈল,
ডিঙ্গা ভরি আনিত চন্দন।
আর সব সদাগর, তিলেক না ছাড়ে ঘর,
না পাই চন্দন অন্বেষণ॥
ভাণ্ডারে নাহিক নীলা, রসাল নিকর শীলা,
মাণিক বিক্রম মতি পলা॥
যতেক চামর ছিল, সকলি পুরাণ হইল,
যেন উড়ে শিমুলের তুলা॥
গজশালে গজ মরে, হাত্যারা হতাশ করে,
লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে।
সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া, পালে পাল হইল খোঁড়া,
শঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে॥
চামরী চামর জোট, জগন্নাথ গজঘোট,
একখানি নাহিক ভাণ্ডারে।
শঙ্খ পরিবার তরে, রামাগণে সাধ করে,
পিন্ধিল সুবর্ণ মাত্র করে॥
আমার বচন শুন, ধনপতি দত্তে আন,
পাটনেতে যেহ তারে পান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

মুসলমান আমলে ও বর্ত্তমান ইংরাজ আমলেও ভারতীয় বণিক্‌সমাজের পূর্ব্বরীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। আধুনিক স্মার্ত্তনিবন্ধকারগণ হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেও তৈলঙ্গ, তামিল, গুজরাতী মরাঠী ও পঞ্জাবী বণিক্‌গণ এখনও সুদূর আফ্রিকা, আমেরিকা ও য়ুরোপের স্থানে স্থানে গিয়া পণ্যবিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু বলিতে কি যে দিন হিন্দুস্মার্ত্তগণ সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের ধর্ম্মভীরু উন্নত বণিকসমাজের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হইল। তাহারই অনতিকাল পরে সামুদ্রবাণিজ্য বঙ্গীয় বণিক্‌দিগের নিকট কবি-কল্পনায় পরিণত হইল।

অপরিণামদর্শী বঙ্গীয় স্মার্ত্তগণ কেবল একটী প্রধান জাতির ও দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা আবার কল্পিত শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় করিয়া প্রচার করিলেন যে কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন আর কোন বর্ণই নাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই শূদ্র। তাঁহাদের এই নবমত প্রচারের সহিত সেই সময় হইতে বৈশ্যবণিক্‌গণ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাই গৌড়বঙ্গে প্রকৃত বৈশ্যজাতি খুঁজিয়া বাহির করা অতি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক যে বঙ্গদেশে একসময়ে লক্ষ লক্ষ বৈশ্যবণিকের বাস ছিল, তাহা কি একবারে লোপ হইয়া গেল? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

এখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৈশ্যজাতির বাস রহিয়াছে। অতি সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দিতেছি।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ—বর্ত্তমান উত্তরপশ্চিমে যে সকল বণিক্‌জাতির বাস আছে, তাঁহারা বহুশত শ্রেণিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, একজন জৈন যতি বণিকজাতির তালিকা সংগ্রহ করিতেছিলেন। প্রায় ১৮০০ শ্রেণির নাম সংগৃহীত হইলে পর, তিনি দূরবাসী আর এক যতির নিকট ১৫০ নাম পাইলেন। তখন তাঁহার কার্য্য অসম্ভব বুঝিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন।* বাস্তবিক বলিতে কি, জাতির সংখ্যা তত বেশী নহে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত জাতি-গুলিই প্রধান; সেই বণিক্‌সম্প্রদায়ের নানা ব্যবসায় নানা ধর্ম্মমত, নানা পারিবারিক বিশেষত্ব হইতে বহু শ্রেণির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যথা—

আগরবালা।

উত্তরপশ্চিমে আগরবালা, খণ্ডেলবাল ও অস্বাল প্রভৃতি প্রভূতধনশালী কএকটী শ্রেণির বেনিয়া বা বণিকের বাস আছে। বহুকাল হইতে ভারতের ইতিহাসে ইহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। আগরবালা বণিকগণ অগ্রসেন নামক একজন রাজার বংশধর। পঞ্জাবপ্রদেশের হিসার জেলার অগ্রহা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। অগ্রসেন কোন সময়ে সরহিন্দ্‌বিভাগ রাজ্যশাসন করিতেন, তাহা জানা যায় না, তবে তাঁহার বংশধরগণ একসময়ে হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া জৈনধর্ম্মগ্রহণ করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাব্‌-উদ্দীন্‌ ঘোরী অগ্রহা অধিকার করিয়া অগ্রবাল বা আগরবালাদিগকে তদ্দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। এই বিপৎপাতে গৃহশূন্য হইয়া আগরবালাগণ ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়।

ইহাদের মধ্যে এখন বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক, সামান্যসংখ্যক জৈনও দেখা যায়। অনেকে তীর্থক্ষেত্রাদিতে শিব ও কালীর উপাসনা করে বটে, কিন্তু শৈব বা শাক্ত নামে পরিচিত নহে। কুরুক্ষেত্র ও গঙ্গানদী ইহাদের পরম পবিত্র তীর্থ। বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করার পর হইতে ইহারা মহাধুমের সহিত দীপালী পর্ব্বে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে।

কিংবদন্তী এই যে, কোন অগ্রবাল ঘটনাক্রমে এক নাগ-বংশীয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক হিন্দু (বৈষ্ণব) ধর্ম্মাবলম্বী আগরবালা গৃহদ্বারে নাগমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ফলফুলযোগে তাঁহার পূজা করে। অনেকেই উপবীতধারী, কিন্তু যাহারা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিজাচার-পালনে পরাঙ্মুখ, তাহারা কখনই যজ্ঞসূত্র ধারণ করে না।

ইহাদের মধ্যে ১৮টী গোত্র আছে। সগোত্র বা সপিণ্ড-দোষ থাকিলে ইহারা পুত্রকন্যার বিবাহ স্থির করে না। জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীরাও পরস্পরে বিবাহ দেয়। গৌড় ব্রাহ্মণগণ বিবাহাদিতে যাজকতা করে। সকলেই নিরামিষাশী।

এখন আগরবালাগণের বিশ্বাস, তাহারাই আর্য্য বৈশ্যের প্রকৃত বংশধর। আগরবালা হইতে অসবর্ণা বা অবিবাহিতা পত্নীতে জাত সন্তানগণ দাস নামে পরিচিত। ইহাদের সামাজিক অবস্থাও অনেক উন্নত। সবর্ণাপত্নীজাত সন্তানেরা বিশ্‌-নামে খ্যাত। সাহাব্‌উদ্দীন কর্ত্তৃক বিতাড়িত আগরবালাগণ নানা-স্থানে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেও কেহ কেহ স্বীয় প্রতিভাবলে দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্‌গণের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল।

অস্বাল বা অসোয়াল।

অস্বাল, শ্রীমাল বা শ্রীশ্রীমাল নামে পরিচিত। শ্রীমালী হইতে ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তাহাদের সহিত আদান প্রদানও করে না। ইহাদের মধ্যে জৈনের সংখ্যাই অধিক, তবে দুই একজন বৈষ্ণবও আছে। হীরা জহরতাদি বিক্রয় ও টাকা লেন দেন বা মহাজনী ইহাদের প্রধান ব্যবসা। রাজ-পুতনায় একসময়ে এই অস্বাল বণিক্‌ সম্প্রদায়ের বিশেষ

* Tod's Annals of Rajasthan, Vol. II P. 182

প্রতিষ্ঠা ছিল, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ পরিবার, আজিমগঞ্জের রায় ধনপৎ সিংহ ও লছমিপৎ সিংহ প্রভৃতি ধনশালী মহাজনগণ অগ্রবাল বণিগ্‌বংশসম্ভূত। উত্তরপশ্চিম ভারতে এই শ্রেণীর অনেক ধনবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যুক্তপ্রদেশের রাজা শিবপ্রসাদ, উদয়পুরের দেওয়ান বাবু পান্নালাল এবং জয়পুরের প্রধান রাজস্বসচিব নাথ মলজী ও তদ্ভিন্ন কএকজন [illegible] রাজকার্য্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

এই শ্রেণীর অনেকেই লক্ষ্মীর বরপুত্র। ইঁহারা বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন বটে, কিন্তু বিশেষ বাণিজ্যকুশলী নহে। বর্ত্তমান সময়ে গুজরাটের নাগর বণিক্ সম্প্রদায় এবং পার্শীসম্প্রদায় * অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল মহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এই সকল অগ্রবাল ধনকুবেরগণ সেরূপ ভাবে বাণিজ্যসমুদ্রে পড়িতে রাজী নহেন, ইঁহারা কেবল পুরুষপরম্পরাগত লেন দেন ব্যাপার লইয়াই [illegible]।

ইঁহারা [illegible] [illegible] তেমনই [illegible] [illegible] নির্ম্মাণ [illegible] ইঁহাদেরই [illegible]। কলিকাতা ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানেও অগ্রবাল-বণিকগণের প্রতিষ্ঠিত নানা [illegible] মন্দির আছে। গৌড় ব্রাহ্মণগণ সকল ক্রিয়াকর্ম্মে ইঁহাদের পৌরোহিত্য করেন এবং সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদের নিকট দান গ্রহণ করিয়া থাকেন। অগ্রবাল ও [illegible] সমতুল্য। ইঁহাদের [illegible] উৎপন্ন সন্তানগণ দাস এবং সবর্ণাপত্নীজাত তনয়গণ বিশ্‌ নামে পরিচিত। উক্ত উভয়বিধ সন্তানগণই বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া সাংসারিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন।

খণ্ডেলবাল বেণিয়া।

বর্ণবিভাগ বা আচার ব্যবহারে খণ্ডেলবালগণ কোন অংশে অগ্রবাল বা ওসবাল হইতে নিকৃষ্ট নহে। জয়পুর রাজ্যের খণ্ডেলা নগরের নাম হইতে এই বণিক্ সম্প্রদায়ের খণ্ডেলবাল নাম হইয়াছে। এক সময়ে এই খণ্ডেলনগরী শেখাবতী রাজপুতগণের শাসনকেন্দ্র ছিল।

ইঁহারা জৈন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। মথুরার লক্ষপতি শেঠগণ খণ্ডেলবাল বংশসম্ভূত ও জৈন। ইঁহাদেরই একটী শাখা রঙ্গাচারী স্বামীর নিকট রামানুজ বৈষ্ণবমতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। আজমীঢ়ের [illegible] বণিক্ মূলচাঁদ সোনী জৈন।

শ্রীমালী বেণিয়া।

রাজপুতনার মারবাড়বিভাগের ঝালর নগরের নিকটবর্ত্তী শ্রীমাল (বর্ত্তমান নাম ভিনমাল) নগরবাসী বলিয়া এই সম্প্রদায় শ্রীমালী নামে পরিচিত। এই স্থানবাসী ব্রাহ্মণেরাও সাধারণে শ্রীমালী-ব্রাহ্মণ নামে বিদিত। এই নগরে ১৫ শত ঘর লোকের বাস ছিল। ধনবান্ মহাজনগণ এখানে থাকিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতেন এবং এখানকার হাট সর্ব্বদাই "মাল" অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ থাকিত বলিয়া এই শ্রেণি শ্রীমাল নামে খ্যাত হয়।*

আগরবালাদিগের ন্যায়, শ্রীমালী হইতেও দাস শ্রীমালী বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ দাসসন্ততিগণের মধ্যে জৈন ও বৈষ্ণবমত প্রচলিত, কিন্তু উহাদের বিশ্‌ সন্তানগণ একমাত্র জৈনধর্ম্মাবলম্বী। বোম্বাই সহরের বিখ্যাত পান্নালাল জহুরী ও আহমদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ধনী মাখনলাল করমচাঁদ শ্রীমালী। ইহারা জাতীয় ব্যবসা ভিন্ন অন্য কোন রাজকার্য্যে লিপ্ত হয় না।

পল্লীবাল বেণিয়া।

মারবাড় বা যোধপুররাজ্যের অন্তর্গত পল্লীনগরবাসী বলিয়া এই সম্প্রদায় পল্লীবাল নামে খ্যাত। এতদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণেরাও পল্লীবাল ব্রাহ্মণ নামে সমধিক পরিচিত। ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে রাঠোর-রাজ পল্লীনগর অধিকার করেন।† তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে এ নগর একটী বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

ইহারা জৈন ও বৈষ্ণবমতাবলম্বী। আগ্রা ও জৌনপুর বিভাগে বহুসংখ্যক পল্লীবালের বাস আছে।

পোরবাল বেণিয়া।

গুজরাটের পোরবন্দর বাসনিবন্ধন এক গুজরাতী-বণিক্‌সম্প্রদায় পোরবাল নামে খ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে ললিতপুর, ঝাঁসী, [illegible], আগ্রা, হামীরপুর ও বান্দা জেলায় ইহাদের বহুলোকের বাস আছে। ইহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করে না। [illegible]-ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করে। আহমদাবাদের বিখ্যাত ধনী [illegible] ভাই পোরবালবংশোদ্ভূত।

ভাটিয়া।

ভাটিয়ারা রাজপুতনাবাসী এবং আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ভাটিয়ারা রাজপুত হইতে ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাতী কাপড়ের ব্যবসাই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। বোম্বাই, পঞ্জাব ও করাচীবন্দরেই ইহাদের প্রধানতঃ বাস।

* সর্ [illegible] মানিকজী পেটিট, সর্ [illegible] জীজীভাই, টাটা, জীজীভাই প্রভৃতি বণিক্‌গণ।

* Tod's Annals of Rajasthan Vol II. p 332

† Hunter's Imperial Gazetteer Vol XI, p 1

যোয়ালাবাদ, জৌনপুর, গাজিপুর, বেহার ও ত্রিহুত প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

ইহারা গোড়া হিন্দু। গৌড়ব্রাহ্মণ ও মৈথিল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের যাজকতা করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি উপবীত-ধারী, কতকগুলি নিরুপবীত। অনেকেই দোকান রাখে।

অযোধ্যাবাসী বেণিয়া।

অযোধ্যা-প্রদেশবাসী বলিয়া ইহারা অযোধ্যাবাসী নামে পরিচিত। যুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে এবং বেহার অঞ্চলে ইহাদের বাস আছে।

জৈসবার বেণিয়া।

অযোধ্যাপ্রদেশের রায়বরেলী জেলার সালোন বিভাগের জৈস্ পরগণায় বাস বলিয়া ইহারা জৈসবার বা জৈসবাড় নামে বিদিত হইয়াছে।

মহোবিয়া বেণিয়া।

হামীরপুর জেলার মহোবা নগরের পুরাতন অধিবাসী বলিয়া ইহারা মহোবিয়া নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

মহুরিয়া বেণিয়া।

বেহার ও গঙ্গাযমুনার অন্তর্ব্বেদীবাসী বণিক্ সম্প্রদায় ভেদ। অনেকে ইহাদিগকে রস্তোগীশ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া বিবেচনা করেন, ইহারা গোড়া হিন্দু এবং বৈষ্ণ বলিয়া পরিচিত। ইহারা কৃষকদিগকে দাদন দিয়া ইক্ষুর চাষ করায় এবং একচেটিয়া চিনির কারবার করে। শিখ সাম্প্রদায়িকের ন্যায় ইহাদেরও তাম্রকূট সেবন নিষিদ্ধ। যদি কেহ গোপনে তামাকু সেবন করে, তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত হয়।

বৈশ-বেণিয়া।

বেহার অঞ্চলেই ইহাদের বাস। ইহারা পিত্তল ও কাঁসার বাসনাদি বিক্রয়ার্থ দোকানে রাখে, কেহ কেহ বা চাষবাস করে। কুমায়ুনের বৈশ বা বাইজাতি সামাজিকতায় তুল্যমর্য্যাদ হইলেও ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত।

কাঠ-বেণিয়া।

বেহার অঞ্চলে ইহাদের বাস। দোকান রাখিয়া পণ্য দ্রব্য বিক্রয়, কুসীদ ও কৃষি ইহাদের প্রধান কর্ম্ম। ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মৈথিল ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরহিত্য করে। ইহাদের মধ্যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে।

রাওনিয়ার-বেণিয়া।

গোরখপুর, ত্রিহুত ও বেহার প্রদেশে এই শ্রেণীর বাস। বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ নহে, কখন কখন স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রমণীকেও কেহ কেহ পঞ্চায়তের অনুমত্যনুসারে বিবাহ করিয়া থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ এই বিবাহের প্রচলন নাই। অন্যান্য বণিক্ সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারা বৈষ্ণব নহে। ইহারা পরম শৈব। আগরবালা বণিক্‌দিগের ন্যায় ইহারাও ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজায় বিশেষ ধূম ধাম করিয়া থাকে। ইহারা নোনিয়া নামেও পরিচিত।

রস্তোগী বেণিয়া।

যুক্তপ্রদেশের এতাবা জেলায় ইহাদের বাস। ইহারা আপনাদিগকে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের বংশধর বলিয়া জানে।

লোহনা বেণিয়া।

ইহারা ভাটিয়াজাতির অন্যতম শাখা। সিন্ধুপ্রদেশে ইহাদের বাস আছে।

রেবারি বেণিয়া।

গুরগাঁও জেলায় রেবারি নগর ইহাদের আদি বাসস্থান। গয়া জেলায় ইহাদের একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশ আছে। ইহারা কার্পাসবস্ত্রব্যবসায়ী।

সাহু বেণিয়া।

ইহারা সামান্য দোকানদার ও খাদ্যদ্রব্যবিক্রেতা।

গুজরাটী বেণিয়া।

শ্রীমালী, অগ্রবাল ও খণ্ডেলবাল ব্যতীত গুজরাতের বিভিন্ন প্রদেশে আরও কএক শ্রেণীর বেণিয়া দেখা যায়। যথা,—১ নাগর (দাস ও বিশ), ২ দেশবাল, ৩ পোরোবাল (দাস ও বিশ), ৪ গুজর, ৫ মোধ, ৬ লাড়, ৭ ঝরোল, ৮ সোরাঠিয়া, ৯ খড়ৈতা, ১০ হর্সোরা, ১১ কপোল, ১২ উরবল, ১৩ পটোলিয়া ও ১৪ বয়াদবেণিয়া।

এই সকল বেণিয়া সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেরই তন্নামক একটী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় যাজকতা করিয়া থাকে। যেমন নাগর-বেণিয়াদিগের পুরোহিত নাগরব্রাহ্মণ এবং মোধদিগের মোধ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

গুজরাতী বেণিয়া মাত্রেই বৈষ্ণব এবং বল্লভাচার্য্য মতাবলম্বী। বৈষ্ণব বেণিয়া মাত্রেরই উপবীত আছে, কিন্তু যাহারা জৈন মতানুসারী, তাহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করে না।

দাক্ষিণাত্যের বেণিয়া জাতি।

দাক্ষিণাত্যের পণ্যজীবী জাতির মধ্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শেঠী ও লিঙ্গায়ত বণিগেরা প্রধান। নাগর্ত্তা ও কোমতি বণিক্‌গণের সংখ্যা অল্প। এতদ্ভিন্ন তেলগু দেশেও কএক প্রকার পণ্যব্যবসায়ীর বাস আছে।

শেঠীরাই প্রাচীন গ্রন্থোক্ত শ্রেষ্ঠী। ইহারা প্রভূতধনশালী এবং চিরদিনই নানা বাণিজ্যে লিপ্ত। ইহাদের মধ্যে কতক-গুলি লোক নিরামিষাশী, আর কতকগুলি মাংস নিষিদ্ধ

গুড়মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। নানাশ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে আদান প্রদানের বিভ্রাট্ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সকল শ্রেণীর সকলেই উপবীতধারী নহে। যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া বিদিত করিতে চাহেন, কিন্তু তথাকার ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন, এমন কি, দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দান গ্রহণ অথবা কোন ক্রিয়া কর্ম্মে পৌরোহিত্যও করেন না।

নটকুটাই শেঠীরা সকল শ্রেণীর প্রধান। মধুরা নগরে আদিবাস ছিল। ইঁহারা ইংরাজী লেখাপড়ার বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। বাণিজ্য কার্য্যের উপযোগী তেলগু বা তামিল ভাষায় অল্পাধিকজ্ঞান থাকিলেই ইঁহারা যথেষ্ট মনে করেন এবং পুত্রগণ একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে জাতীয়বৃত্তি অবলম্বনে নিযুক্ত করেন, ইঁহাদের কোন কোন শাখা বিদ্যা বা জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ ও বেল্লালর জাতির নিম্ন আসন পাইবার উপযুক্ত।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণা, নেল্লুর, কড়াপা, কর্ণুল, মান্দ্রাজ, মধুরা, বেলারী প্রভৃতি জেলায় বহুশত শেঠীর বাস। এক মান্দ্রাজেই প্রায় ৭ লক্ষ শেঠী আছে, এতদ্ভিন্ন ব্রহ্ম, মহিসুর, কলিকাতা, বোম্বাই ও মলবার উপকূলেও শেঠী বণিকগণের বাস আছে।

মহিসুরে লিঙ্গায়ত বণিগ্‌গণের সংখ্যাই অধিক, লিঙ্গায়ত বণিগ্‌গণ এবং তেলগু বণিকেরা কৃষিব্যবসায়ী, ইহারা কোথাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন করায়, কোথাও বা কৃষকদিগকে দাদন দিয়া চাস বাস করে।

তেলগুদেশে কোমতিদিগের সংখ্যাই বেশী। ইহারা বৈশ্য বলিয়া বিদিত এবং উপবীতধারী। ইহাদের মধ্যে ১ গাবুরি, ২ কলিঙ্গ কোমতি, ৩ বেরিকোমতি, ৪ বালজী কোমতি ও ৫ নাগর কোমতি নামে পাঁচটী থাক আছে। গাবুরীরা নিরামিষাশী, কিন্তু অপর চারি শ্রেণীই আমিষাশী।

কলিঙ্গকোমতি ও গাবুরিরা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমত মানিয়া চলে, অপরে লিঙ্গায়ত বা রামানুজ মতাবলম্বী। বেরিকোমতিগণের অধিকাংশই লিঙ্গায়ত। কোমতিরা সকলেই বেল্লারী জেলার ৩টী নগরস্থ প্রধান মঠাধ্যক্ষ ভাস্করাচার্য্যকে আপনাদের সামাজিক গুরু বলিয়া স্বীকার করে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে বটে, বৈদিক মন্ত্র সকল উচ্চারণ করায় না। ইহারা মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য।

উড়িষ্যার বেণিয়া

উড়িষ্যায় দুই রকম বেণের বাস আছে। ১ সোণার বেণিয়া ও ২ পুটুলী বেণিয়া। পুট্‌লী বেণিয়ারা বাঙ্গালার গন্ধবণিকের সমান। ইহারা পুট্‌লী বাঁধিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে বলিয়া লোকে উহাদিগকে পুট্‌লী বেণিয়া বলিয়া থাকে। বাঙ্গালার ন্যায় উড়িষ্যায় সোণার বেণেরা অনাচরণীয় নহে। কিন্তু মসলা প্রভৃতি বিক্রেতা পুট্‌লী বেণিয়াদিগের জল চল আছে। পুট্‌লী বেণের অপেক্ষা এখানকার সোণার বেণিয়ারা অধিক ধনবান্।

উড়িষ্যার বেণিয়ারা ভারতের অন্যান্য স্থানের বেণিয়াজাতি অপেক্ষা অনেকাংশে হীন, কেননা তাহাদের তেমন অর্থ নাই অর্থাভাববশতঃ তাহারা অন্যান্য স্থানের বেণিয়াদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। বৈদেশিকেরা উড়িষ্যার বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লওয়ায় স্থানীয় বেণিয়ারা কেবলমাত্র ঐ সকল ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার উপসত্বভোগী হইয়া রহিয়াছে। তাহারা এখনও এত পশ্চাদ্‌পদ যে অন্যান্য বাণিজ্যস্থানে যাইয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে আমদানী করাইতে শিক্ষা করে নাই।

বঙ্গের বৈশ্য।

পূর্ব্বে যে পরিচয় দিলাম, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ভারতের সর্ব্বত্রই এখনও বৈশ্য জাতির বাস রহিয়াছে। অথচ যে বঙ্গীয় বণিক্‌গণের খ্যাতি পূর্ব্বে দেশ বিদেশে বিশ্রুত হইয়াছিল, বাঙ্গালার সেই বৈশ্য জাতি একবারে লোপ পাইল, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? বাস্তবিক বাঙ্গালায় এখনও বৈশ্য জাতির অভাব নাই, বণিক্ বা ব্যবসাজীবী লক্ষ লক্ষ বৈশ্য এখনও গৌড়বঙ্গে বিদ্যমান!

এ দেশে গন্ধবণিক্, সুবর্ণবণিক্, তাম্বূল বণিক্ বা তাম্বুলী, বারুই, সাহাবণিক* (পূর্ব্ববঙ্গের সাহা মহাজন), তিলি প্রভৃতি জাতি যে প্রকৃত বৈশ্যবংশধর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গন্ধ বণিক।

ইঁহারা পূর্ব্বে নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য ও মসলার বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারাই গন্ধবণিক্ বা 'গন্ধ বেণে' নামে পরিচিত হন। তিলকরামের কুলজীতে, গন্ধ বণিকের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

'হেথা দিনে দিনে বাড়য়ে হৈমবতী॥
বিবাহ উদ্যোগ কৈল দেব পশুপতি।
মুনি মুখে শ্রুতিবাণী শুনি মৃত্যুঞ্জয়।
গন্ধ অধিবাস বিনা বিবাহ না হয়॥
গন্ধ হেতু চিন্তাযুক্ত হইলা পশুপতি।
স্মরিয়া উদ্ভব চারি পুত্র কৈলা তথি॥

* শৌণ্ডিক বা শুঁড়ী জাতির সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

পদ্মানন পদ্মসখা পদ্মনাভ আর।
পদ্মোৎপল নাম হইল কনিষ্ঠ কুমার॥
চারি পুত্র দেখি দেব হইল হরিষ।
দেশ, শঙ্খ হইল, আর আউট, ছত্রিশ॥
চতুরাশ্রম হইল তাহে এ চারি কুমার।
কোন স্থানে কে জন্মিল কহি পুনর্ব্বার।
আস্যাতে জন্মিল দেশ, শঙ্খ করতলে।
ছত্রিশ চরণযুগে আউট নাভিমূলে॥' †

গন্ধবণিক্ সমাজে 'গান্ধিককুলবল্লী' নামে এক খানি সংস্কৃত কুলগ্রন্থ প্রচলিত দেখা যায়, তাহা উক্ত তিলকরামের বর্ণিত গান্ধিকোৎপত্তির সংস্কৃত সংস্করণ মাত্র।

"বিরিঞ্চেরীরিতং শ্রুত্বা ধূর্জটের্ধ্যায়তোঽভবৎ।
ললাটতো দেশদাসঃ শঙ্খভূতিস্তু বক্ষসঃ॥
নাভেরাবটদত্তশ্চ বৈশ্যবংশবিবর্দ্ধনঃ।
বিষট গুপ্তনামাভূৎ পাদমূলাদুদারধীঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মার কথা শুনিয়া শিব ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার ললাট হইতে দেশ দাস, বক্ষঃস্থল হইতে শঙ্খভূতি, নাভি হইতে আবট দত্ত ও পাদমূল হইতে বিষট গুপ্ত উৎপন্ন হইলেন।

গন্ধবণিক্ জাতির এই অপরূপ উৎপত্তি কথা প্রাচীন কোন হিন্দু, বা জৈন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। হরগৌরীর বিবাহ কালে গন্ধবণিক্ জাতির সৃষ্টি হইলে, যে যে পুরাণে হরগৌরীর বিবাহ-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই ঐ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ আভাস পাইতাম, কিন্তু কোথাও এরূপ কথা নাই,—সুতরাং নিতান্ত আধুনিক সময়ে যে এরূপ কাহিনী কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাম্বুল বণিক।

গন্ধবণিক্ যেমন শিবাঙ্গ হইতে উদ্ভূত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, তাম্বুল বণিক্ অর্থাৎ পাণবিক্রেতা তাম্বুলিকজাতিও শিবের ঘর্ম্ম হইতে সৃষ্ট বলিয়া এই জাতির কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। যথা দ্বিজপাদ পরশুরাম লিখিয়াছেন,—

"যখন করিল শিব সমুদ্রমন্থন।
মন্থন হইতে বিষ হইল উপার্জ্জন॥
বিষ অগ্নি দাবানলে পৃথিবী ভস্ম হয়।
সেই বিষ ভক্ষণ করিল শিব মহাশয়॥
বিষপানে সদানন্দ ঢলিয়া পড়িল।
পার্ব্বতী আসিয়া শিবে চেতন করিল॥
কণ্ঠেতে রাখিলা বিষ পরম যতনে।
নীলকণ্ঠ নাম হইল তথির কারণে॥
কপালেশ্বর নাম পুঁছি তাদের কথায় দাব।
অঙ্গের মলা তাতে দিলেন ত্রিপুরারি॥
সেই মলা হতে হইল পুরুষ রতন।
শিবখ্যাতি নাম দিলেন নারায়ণ।
দিনে দিনে সেই পুরুষ বাড়িতে লাগিলা।
হিমাবতী নামে কন্যা তারে বিভা দিলা।
কত দিনে হিমাবতী গর্ভবতী হইল।
তাহার গর্ভেতে এক পুরুষ জন্মিল।
সর্ব্বসুলক্ষণ পুরুষ দেখি ত্রিলোচন
তাম্বুলপত্র নাম দিলেন নারায়ণ।
শিব খ্যাতি পিতা, মাতা হিমাবতী॥
তাহার গর্ভেতে হইল তাম্বুল উৎপত্তি।
এই মত হইল তাম্বুলির জনম।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় কহে দ্বিজ পরশুরাম॥"

তিনি, বারুই প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধেও এরূপ কল্পিত উপাখ্যান পাওয়া যায়, বাস্তবিক ঐ সকল উপাখ্যানের মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এই মাত্র মনে হয় যে, বৌদ্ধ যুগের অবসান হইলে বঙ্গের অনেক বৈশ্যসন্তান শৈব ধর্ম্ম বা শিবোপাসনা গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের শিবভক্তিদর্শনে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও শিবাঙ্গসম্ভূত, কাহাকেও বা শিবধর্ম্মসম্ভূত বলিয়া প্রচার করিলেন। ধর্ম্মভীরু বণিক্ সম্প্রদায় সেই সকল কল্পিত উপাখ্যানই শাস্ত্রবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং সেই জন্য বণিক্ জাতি স্ব স্ব কুলগ্রন্থে ঐ সকল উপাখ্যান গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

বৌদ্ধ সমাজের সম্পূর্ণ অধঃপতন এবং মুসলমান অভ্যুদয় হইলে, হিন্দু রাজকীয় শক্তির অভাবে ব্রাহ্মণেরাই যখন হিন্দু সমাজের একমাত্র শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহারা কেহ বা উপস্থিত বৈশ্য সমাজের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া, কেহ বা স্ব স্ব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে, বঙ্গের সমস্ত বৈশ্য সমাজকে শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী বণিক্জাতিকে সঙ্কররূপে পরিণত করিবার জন্য সম্ভবতঃ তাহাদের দ্বারাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তের জাতিমালা, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের জাতিমালা

† "অঙ্গের কিঞ্চিৎ অংশ দিল পশুপতি।
শরীর উদ্ভব চারি পুত্র হইল তথি।
ললাটে জন্মিল দেশ শঙ্খ করতলে।
নাভিতে জন্মিল আউট ছত্রিশ পদতলে।
পদ্মানন পদ্মসখা পদ্মনাভ আর।
পদ্মোৎপল নাম পুনঃ কনিষ্ঠ সন্তান।" পাঠান্তর।

এমন কি তাম্বূলী সমাজের কুলজীতেও ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় তাম্বূলী সৃষ্টির কথা এবং কুলজীলেখক দ্বিজপাত্র "ধর্ম্মের আজ্ঞায় কহে দ্বিজ পরশুরাম" এই রূপে ভণিতির মধ্যেও ধর্ম্মঠাকুরের স্মরণ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

কিন্তু গন্ধবণিক জাতির কুলগ্রন্থে ও এই জাতির প্রভাব-নির্দ্দেশক নানা বঙ্গীয় কাব্যে ইঁহাদের প্রসঙ্গ কিন্তু বৌদ্ধ সম্পর্কের কোন নিদর্শন পাই না। সম্ভবতঃ বহু পূর্ব্ব হইতেই ইঁহারা শৈব ছিলেন,—এই জাতিকেই সম্ভবতঃ চীন-পরিব্রাজক যুয়ান্ চুয়াং 'হিন্দু বণিক' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা পুরাপর হিন্দু ছিলেন বলিয়াই বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যাভ্যুদয়কালে বঙ্গীয় বণিকদিগের মধ্যে ইঁহারাই শুদ্ধাচারী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। এমন কি মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি শাক্তপ্রভাবে রচিত গ্রন্থে গন্ধবণিক সদাগরগণ স্পষ্ট বৈশ্য বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। ঐ সকল মঙ্গলগানে গন্ধবণিক জাতির ঐশ্বর্য্য প্রভাব ও অসাধারণ শিবভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় [বাঙ্গালা সাহিত্য শক ৪১, ৪৯-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

গন্ধবণিক গোঁড়া শৈব থাকিলেও পরে সকলেই শাক্ত হইয়া পড়েন। এই জাতিকে তান্ত্রিক শাক্তভক্ত করিতে শাক্ত-উপাসকদিগকে যথেষ্ট যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদ সদাগর ও চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক শ্রীমন্তের পিতা ধনপতি সদাগরের উজ্জ্বল চরিত্র হইতে জানিতে পারি। এখন এই জাতির অনেক বিষ্ণোপাসক বৈষ্ণব হইলেও এক সময়ে সকলেই যে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, গন্ধেশ্বরী নাম্নী তাঁহাদের কুলদেবীর পূজাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

তান্ত্রিক প্রভাব প্রসারের সহিত তাঁহারা পূর্ব্বাচার ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়াছিলেন, অবৈদিক আচার পালনের সহিত তাঁহারা যে বৈদিক প্রধান সংস্কার উপনয়ন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা বল্লালসেনের সময় বণিক সমাজ যে উপনয়নবর্জ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। রাজা বল্লালসেনের পূর্ব্ব হইতেই বৈদিক উপনয়ন সংস্কার লোপের সূত্রপাত হইলেও তাঁহার সময়েই এই প্রধান সংস্কারটী লোপের পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়। তৎপূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণভক্ত হিন্দু নৃপতি এরূপ বিসদৃশ পন্থা অবলম্বন করেন নাই। রাজা বল্লালসেন প্রথমে বৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং শেষে হিন্দু তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ বৈদিক মার্গানুবর্ত্তী হইলেও তিনি প্রথমে বৈদিক মার্গের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি বৈদিক সংস্কারের নিদর্শন উপবীত-বর্জ্জন ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্বজাতিবৃন্দ ও ব্রাহ্মণেতর বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ অনেকেই রাজ-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আশ্রয়কালে ব্রাহ্মণসমাজ বল্লালের বিরুদ্ধাচারী হইয়া লক্ষ্মণসেনকে পিতার বিরুদ্ধে খাড়া করিবার চেষ্টা করেন। তাহা হইতেই বঙ্গদেশে পিতা-পুত্রের বিরোধ কাহিনী নানা প্রকারে প্রচারিত হইয়াছে। পরে যখন বল্লাল হিন্দু তান্ত্রিক মত গ্রহণ করেন, তখন অনেক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সাহায্যেই বল্লাল অভিনব কুলবিধি প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অবৈদিক আচার-গ্রহণে বৈদিক ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র কায়স্থ ও বৈশ্যগণ স্বীকৃত হন নাই, তাই ঢাকুরে দেখিতে পাই—

"বারেন্দ্র কায়স্থ বৈশ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লইল তিন জন॥"

যাহাহউক উচ্চ সমাজের আদর্শে অল্প দিন মধ্যেই বঙ্গদেশ হইতে প্রধান বৈদিক সংস্কারের চিহ্ন যজ্ঞসূত্র বিলুপ্ত হইল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, যাহাদের যজ্ঞসূত্র ছিল, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ সমাজে নিন্দিত হইতে লাগিলেন, এরূপ অবস্থায় বঙ্গের ব্রাহ্মণেতর দ্বিজসমাজ হইতে সহজেই যে উপবীত লোপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বল্লালসেনের সেই বিসদৃশ কার্য্যে ব্রাহ্মণ-সমাজের যে বিশেষ সহায়তা ও সহানুভূতি ছিল, এবং "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ" অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি নাই' এই কল্পিত শ্লোক প্রচারে বরং তাঁহারা সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার অত্যল্পকাল পরে মহামতি হলায়ুধ ঘোষণা করেন যে, 'বেদার্থজ্ঞানপরাঙ্মুখব্রাহ্মণস্তু শূদ্রবৎ', সুতরাং ব্রাহ্মণত্বরক্ষার জন্য তান্ত্রিক ব্রাহ্মণসমাজ হইতে উপনয়ন-সংস্কার বিলুপ্ত হইতে পারিল না।

এ সময়ে ব্রাহ্মণেরা অপর সকল জাতিকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিলেও প্রথমতঃ উচ্চ বর্ণের জনসাধারণ তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কি না সন্দেহ। বোধ হয়, এই কারণে তান্ত্রিক আচার্য্যগণ বঙ্গের ব্রাহ্মণেতর দ্বিজ-বংশধরগণকে তান্ত্রিক সাবিত্রী প্রদান করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদের 'দ্বিজত্ব' রক্ষা করিয়া দিয়াছেন। 'গায়ত্রী' প্রভৃতি প্রাচীন তন্ত্র-মতে তান্ত্রিক-সাবিত্রীতে শূদ্রের অধিকার নাই। বল্লালী ব্যবস্থায় এবং তাঁহার অনুরক্ত ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণের চেষ্টায় যজ্ঞসূত্রবর্জ্জনের আয়োজন হইলেও এক দিনে কিছু এই কঠোর কার্য্য সংসাধিত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে যে গৌড়বঙ্গ হইতে যজ্ঞসূত্র তিরোহিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বল্লালসেনের পূর্ব্বে যে বঙ্গীয় বৈশ্যসমাজ যজ্ঞসূত্র ছিল, এবং পরে যাহারা

যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা অপরের নিকট নিগৃহীত হইয়া ছিলেন তাহারও প্রমাণের অভাব নাই।

বঙ্গের বিরাট্ বৈশ্য সমাজের ক্ষীণ স্মৃতি লইয়া এখনও সহস্রাধিক লোক পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেছেন এবং তাঁহারা "বৈশ্য" বলিয়া পরিচিত আছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই জাতি বল্লালী ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া আজও যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছেন এবং এই কারণেই তাঁহারা আজও বল্লালী নিয়মাধীন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিগণের নিন্দিত। নিম্নে এই জাতির সংক্ষেপে পরিচয় দিতেছি :—

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণায় এবং ময়মনসিংহের কাতালীপুরে বৈশ্যনামে একটী জাতির বাস আছে। ইহারা আপনাদিগকে পুরাণবর্ণিত প্রাচীন বৈশ্য জাতির বংশধর বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইহাদের কোনরূপ বংশ আখ্যায়িকা বা কুলবিবরণ অথবা এতদ্দেশে আগমনাদি সম্বন্ধেও কোনরূপ কিংবদন্তী পাওয়া যায় নাই। তবে ইহারা বলেন যে, বাঙ্গালার সেনরাজ বল্লালসেন যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কুলবিধি স্থাপন করেন সে সময়ে তিনি এই বৈশ্যদিগকে বৈশ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এবং তৎসাময়িক এই বৈশ্যবংশীয় পূর্ব্বপুরুষগণও তাহার প্রবর্তিত বিধি স্বীকার করেন নাই। বোধ হয়, এই কারণেই বল্লালী নিয়মাধীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ইহাদের জলস্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত। এই বৈশ্যগণ চিরকালই পণ্যজীবী, কখনই রাজানুগ্রহের প্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হন নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলমান রাজগণের শাসনকালেও এই জাতির কেহ মুসলমান সরকারে দাসত্ব শৃঙ্খলে যে আবদ্ধ হন নাই, মুসলমান সরকার দত্ত উপাধি না থাকাই তাহার প্রমাণ।

ইহারা আপনাদিগকে বৈশ্য জানিয়া সোত্তরীয়োপবীত (অর্থাৎ ত্রিদণ্ডী ? তা) ধারণ করেন বটে, কিন্তু স্মৃতিসম্মত বৈশ্যধর্ম্মের অনেক কর্ত্তব্য মানিয়া চলেন না। সাধারণতঃ ত্রয়োদশ বর্ষের পূর্ব্বেই ইহারা পুত্রদিগের চূড়াকরণ ও উপনয়ন সমাপন করেন। ইহাদের গায়ত্রী উচ্চারণ এবং যজুর্ব্বেদ পাঠে অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে আর পূর্ণ গায়ত্রী দান করেন না।

ইহারা অনেকে নিজ গৃহে শালগ্রামচক্র ও বিষ্ণুপূজা করেন। অধিকাংশ লোকেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, তবে দুই চারি ঘর শাক্তও দেখা যায়। ইহারা পূর্ব্বে সগোত্রেই বিবাহ করিতেন, কিন্তু সামাজিক নিন্দার ভয়ে এখন আর তাহা করেন না। আপনাদের শ্রেণী মধ্যেই অন্যান্য গোত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।

ইহাদের কোন বিশিষ্ট বংশ, নাম বা পদবী নাই। সকলেই প্রায় আপনাপন নামের পর "গুপ্ত" পদবী সংযোজনা করিয়া থাকেন। যাহারা বণিক্ বা ব্যবসায়ী ও মহাজনদিগের অধীনে সহকারীর কার্য্য করে, তাহারা বিশ্বাস উপাধিতে পরিচিত হয়।

এখনও বাঙ্গালার যে সকল স্থানে বল্লালী কুলপ্রথার প্রসার আছে, সেই সকল স্থানবাসী কায়স্থ ও বৈদ্যগণ এই জাতির পক্ব অন্নাদি স্পর্শও করেন না, কিন্তু যাঁহারা বল্লালী কুলবিধি মানেন না তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ঐ বৈশ্যগণের পক্বান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাব রক্ষণের উপযোগী স্বল্প মাত্র বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্প লোকেই ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলায় এখন এই জাতির অনেকেই উকীল, মুক্তার, তহশীলদার, আমীন ও অন্যান্য রাজকীয় পদে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সেবা করিতেছেন। পূর্ব্বে ইহারা হলচালনা করিতেন, এক্ষণে ঐ কার্য্য নিন্দনীয় জ্ঞান করিয়া অনেকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইহারা ১৫ দিন মৃতাশৌচ পালন করেন। ইহাদের শ্রাদ্ধাদি ব্যাপার সাধারণ হিন্দুশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট প্রথাতেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহারা সকল হিন্দু দেবদেবীরই পূজা করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ লক্ষ্মীদেবীর পূজাতেই ইহাদের সমারোহ অধিক। ব্রাহ্মণগণ এই বৈশ্যদিগকে দেখিলেই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। এই কারণে বোধ হয় এখন ইহারা ব্রাহ্মণ দেখিলে আর প্রণাম করিতে প্রস্তুত নাহে।

বর্ত্তমান এই বৈশ্যদিগের মধ্যে আলম্যান, কাশ্যপ কাত্যায়ন, মৌদ্গল্য ও শাণ্ডিল্য গোত্র প্রচলিত আছে। উপরি কথিত ব্যবসায়িক উপাধি ব্যতীত ইহাদের মধ্যে অর্থী, ভূমিশ্মশ্রুক, ভূমিজীবী, দ্রব্যহর্ত্তা প্রভৃতি উপাধিও দৃষ্ট হয়।

এই বৈশ্যগণ সাধারণতঃ খর্ব্বাকার ও দৃঢ়কায়, নাসা উচ্চ ও তিল পুষ্পের ন্যায় ঈষৎ বক্র। ভ্রূ অস্থিদ্বয় অপেক্ষাকৃত উচ্চ। ইহারা বুদ্ধিমান্ ও চতুর।

[সুবর্ণবণিক্ ও সাহা শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

(ত্রি) ২ বৈশ্য সম্বন্ধী।

"ক্ষাত্রাণি বৈশ্যানি চ সেবমানঃ
শৌদ্রাণিকর্ম্মাণি চ ব্রাহ্মণঃ সন্।
অস্মিন্ লোকে নিন্দিতো মন্দচেতাঃ
পরে চ লোকে নিরয়ং প্রযাতি॥" (ভারত ১২।৬২।৪

বৈশ্যতা [ত] (স্ত্রী) বৈশ্যস্য ভাব তল টাপ্। বৈশ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, বৈশ্যবৃত্তি, বৈশ্যত্ব। (ঐতরেয় ব্রা° ৭।২৯)

বৈশ্যভদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবী ভদ্রা ও বৈশ্যা। (তারনাথ)

669-XIX

বৈশ্যভাব (পুং) বৈশ্যস্য ভাবঃ। বৈশ্যতা। (মনু ১০।৯৩)

বৈশ্যবাণিয়া, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর পুণাজেলাবাসী বণিগ্‌জাতি-বিশেষ। ইহারা তথাকার গুজরাত বাণী বা মারবাড়বাসী তদ্রূপদের বণিক্ সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন কি, একত্র আহার ব্যবহারাদিও করে না। এই জাতির আদিনিবাস কোথায় এবং কোন্ সময় বাণিজ্য সূত্রে এদেশে সমাগত হইয়াছে তাহার কোন কিংবদন্তী পাওয়া যায় না। জাতীয় নাম হইতে অনুমান হয় যে, ইহারা বৈশ্যবর্ণ এবং বণিগ্‌ বৃত্তিই ইহাদের উপজীবিকা, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদের উৎপত্তির কোন উপাখ্যান নাই।

ইহারা মধ্যমাকৃতি ও দৃঢ়কায়। পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ শ্রীমতী ও সুন্দরী। মদ্য, মৎস্য ও মাংস ভক্ষণে বিশেষ অনুরাগ আছে, কিন্তু দেবদ্বিজে ভক্তিও অচলা। ইহারা হিন্দুর সকল প্রসিদ্ধ তীর্থেই গমন করে এবং গ্রাম্য দেবদেবীরও পূজা দেয়। বেশভূষা সর্ব্বতোভাবে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের মত। শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপে দেশস্থ ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের যাজকতা করে। ইহারাও ঐ পুরোহিতগণকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে।

ইহারা চতুর, কর্ম্মঠ স্থিরমতি ও আজ্ঞাবাহী। বাণিজ্য, কৃষি অথবা সামান্য দোকানদারীই ইহাদের জীবনোপায়। সামাজিক বিবাদ মিটাইবার জন্য ইহাদের জাতীয়সভা আছে। ঐ সভার মীমাংসিত বিচার সকলেই গ্রাহ্য করিতে বাধ্য।

বৈশ্যসব (পুং) যাগ ভেদ। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ)

বৈশ্যস্তোম (পুং) একাহ ভেদ। (ষড়্‌বিংশব্রা° ৪।৩)

বৈশ্যা (স্ত্রী) বৈশ্য টাপ্‌। বৈশ্যজাতিস্ত্রী, পর্য্যায় অর্য্যাণী, অর্য্যা। (জটাধর)

বৈশ্রবণ (পুং) বিশ্রবণস্যাপত্যং (শিবাদিভ্যোঽণ্‌। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্‌। ১ কুবের। (অমর) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১০৩)

বৈশ্রবণালয় (পুং) বৈশ্রবণস্যালয়ঃ। ১ বটবৃক্ষ। (জটাধর) ২ কুবেরপুরী।

বৈশ্রবণাবাস (পুং) বৈশ্রবণস্যাবাসঃ। ১ বটবৃক্ষ। ২ কুবেরপুরী।

বৈশ্রবণোদয় (পুং) বৈশ্রবণস্যোদয়ো যস্মিন্। ১ বটবৃক্ষ।

বৈশ্রম্ভক (ত্রি) ১ বিশ্বাসোপায়। (ভাগবত ৪।২৬।৩২) ২ দেবোদ্যানভেদ। (ভাগবত ৩।২৩।৪০)

বৈশ্রেয় (পুং) বিশ্রিয় গোত্রাপত্য [বৈশ্রেয় দেখ।]

বৈশ্লেষিক (ত্রি) বিশ্লেষ সম্বন্ধীয়। বিশ্লেষযোগ্য।

বৈশ্ব (ত্রি) ১ বিশ্বদেব সম্বন্ধীয়। ২ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র।

বৈশ্বকথিক (ত্রি) বিশ্বকথায়াং সাধু (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪ ১০২) ইতি ঠক্। বিশ্বকথা বিষয়ে সাধু।

বৈশ্বযুগ, বৃহস্পতির ষষ্টিসম্বৎসর যুগভেদ। ইহার প্রথম বর্ষের নাম শোভকৃৎ, ২য় শুভকৃৎ, ৩য় ক্রোধী, ৪র্থ বিশ্বাবসু ও ৫ম পরাভব। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর প্রজাদিগের প্রীতি-বর্দ্ধক। তৃতীয় বৎসর বহুদোষপ্রদ এবং অবশিষ্ট দুইটি সম্বৎসরই সমফলী কিন্তু পরাভববর্ষে অগ্নি, শস্ত্র, রোগপীড়া এবং ব্রাহ্মণ ও গো সকলের ভয় হয়। (বরাহ বৃ° ৮।৪১)

বৈশ্বকর্ম্মণ (ত্রি) বিশ্বকর্ম্মন্ অণ্‌। বিশ্বকর্ম্মা সম্বন্ধীয়।

বৈশ্বজনীন (ত্রি) বিশ্বজনে সাধুঃ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্‌। পা। পা ৪।৪।৯৯) ইতি বিশ্ব খঞ্‌। বিশ্বজনবিষয়ে সাধু, যিনি বিশ্ব জনের হিতকারী।

বৈশ্বজিত (ত্রি) বিশ্বজিৎ নামক হোতৃ সম্বন্ধীয়। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।৩০)

বৈশ্বজ্যোতিষ (ক্লী) সামভেদ।

বৈশ্বদেব (পুং) বিশ্বদেবস্যায়ং বিশ্বদেব অণ্‌। বিশ্বদেব সম্বন্ধি হোমাদি। মনুতে লিখিত আছে যে বৈশ্বদেবাদি কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণভোজনের আবশ্যক নাই। দ্বিজগণ প্রতিদিন সংস্কৃত অগ্নিতে বৈশ্বদেবোদ্দেশ্যে সিদ্ধ অর্থাৎ পক্ক অন্ন দ্বারা বিধিপূর্ব্বক হোম করিবেন।

বৈশ্বদেব হোমের বিধি যথা—অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা, ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, কুহ্বৈ স্বাহা, অনুমত্যৈ স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা, এবং শেষে অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা, বলিয়া হোম করিবে। উক্ত প্রকারে অনন্যমনাঃ হইয়া প্রতি দেবতার উদ্দেশে হবির্দ্বারা হোম করিয়া পূর্ব্বাদি দিক্ ক্রমে প্রদক্ষিণাবর্ত্তে সকল দিকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, সোম ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদের অনুচর দেবতা-দিগকে বলি প্রদান করিবে। যথা—পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রায় নমঃ ইন্দ্রপুরুষেভ্যো নমঃ, দক্ষিণে যমায় নমঃ, যমপুরুষেভ্যো নমঃ, পশ্চিমে বরুণায় নমঃ বরুণপুরুষেভ্যো নমঃ উত্তরে সোমায় নমঃ সোমপুরুষেভ্যো নমঃ, এই বলিয়া বলি প্রদান করিতে হইবে। পরে মণ্ডলের দ্বারদেশে মরুদ্ভ্যো নমঃ, জল মধ্যে অদ্ভ্যো নমঃ, এবং মূষল বা উদূখলে বনস্পতিভ্যো নমঃ, বলিয়া বলি দিতে হইবে। বাস্তুপুরুষের শিরঃপ্রদেশে উত্তরপূর্ব্বদিকে শ্রিয়ৈ নমঃ, বলিয়া লক্ষ্মীকে, তাহার পাদদেশে দক্ষিণপশ্চিমদিকে ভদ্রকাল্যৈ নমঃ বলিয়া ভদ্রকালীকে, গৃহ মধ্যে ব্রহ্মণে নমঃ বলিয়া ব্রহ্মাকে এবং বাস্তোষ্পতয়ে নমঃ বলিয়া বাস্তু দেবতাকে বলি দিতে হইবে। তৎপরে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ, নক্তঞ্চারিভ্যো নমঃ এই বলিয়া সমুদয় দেবতা, দিবাচর ও রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে ঊর্দ্ধে আকাশে বলি উৎ-ক্ষেপ করিবে। শেষে আপনার পৃষ্ঠদেশে ভূতাগোপরি 'সর্ব্বাত্ম ভূতায় নমঃ' বলিয়া সকল ভূতকে বলি দিতে হইবে। এই সকল বলি দিয়া যে অন্ন থাকিবে, তাহা দক্ষিণ দিকে দক্ষিণমুখ ও

প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃদিগকে স্বধা পিতৃভ্যঃ বলিয়া পিতৃগণকে বলি দিবে। পরে কুক্কুর, পতিত, কুকুরোপজীবী, পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগের জন্য অপর অন্ন পাত্রে গ্রহণ করিয়া ধূলি না লাগে এমন ভাবে ধীরে ধীরে ভূমিতে স্থাপন করিবে।

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন এইরূপে বৈশ্বদেবের অনুষ্ঠান করিবেন। যে ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রতিদিন অন্নদানাদিদ্বারা বৈশ্বদেবের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া অন্তে স্বর্গলোকে গমন করেন।* (মনু ৩ অঃ)

গরুড়পুরাণে বৈশ্বদেব বিধির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, প্রথমে অগ্নিস্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যম রাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ পাবক বৈশ্বানর ইদমাসনম্। অবনীগর্ভসংস্কৃতঃ তেজোরূপো মহাব্রহ্মমুহূর্ত্তাগ্নিষু বৈশ্বানরং প্রতিবোধয়ামি, বৈশ্বানরোঽগ্ন উত্তরং প্রায়াতু পরাবতঃ। অগ্নির্মূর্দ্ধঃ মুক্তীরূপপৃষ্ঠে দিবি পৃষ্টোঽগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরাবিবেশ।

বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টোঽগ্নিঃ সা বাঽগ্নিঃ নঃ দিবা সর্ব্বমাস্তু নক্তং ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। পরে এই সকল দেবতার উদ্দেশে হোম করিবে। সোমায় স্বাহা, বৃহস্পতয়ে স্বাহা, অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা, ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা, দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা, ধন্বন্তরয়ে স্বাহা ইন্দ্রায় স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা, ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা, ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা। দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, এনস এনসোঽবযজনমসি স্বাহা, যচ্চাহ মে বিদ্বাংশ্চকার যচ্চাবিদ্বাংস্তস্য সর্ব্বস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা।

অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। সূর্য্যায় স্বাহা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। বনস্পতয়ে স্বাহা। অদ্ভ্যঃ স্বাহা। ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা। গৃহায় স্বাহা। দেবদেবতাভ্যঃ স্বাহা। বাস্তুদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ইন্দ্রায় স্বাহা। ইন্দ্রপুরুষেভ্যঃ স্বাহা। যমায় স্বাহা। যমপুরুষেভ্যঃ স্বাহা। বরুণায় স্বাহা। বরুণপুরুষায় স্বাহা। সোমায় স্বাহা। সোমপুরুষেভ্যঃ স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা। ব্রহ্মপুরুষেভ্যঃ স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্বাহা। দিবাচারিভ্যঃ স্বাহা। রাত্রিভ্যঃ স্বাহা। রক্ষোভ্যঃ স্বাহা। স্বধা পিতৃভ্যঃ স্বাহা। যে ভূতাঃ প্রচরন্তি দিবং চরন্তি দিবাচরমিচ্ছান্তা ভুবনস্য মধ্যে তেভ্যো বলিং পুষ্টিকামো দদামি, ময়ি পুষ্টিং পুষ্টিপতির্দ্দধাতু শ্বচাণ্ডালপতিতবায়সেভ্যঃ। (গরুড়পুরাণ বৈশ্বদেববিধি ২১৯ অঃ)

ইত্যাদি প্রকার হোম করিয়া পরে ভোজন করিবে। দেবপূজার পর বৈশ্বদেবের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

"পৌরুষেণ চ সূক্তেন তত্র বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।

বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাৎ বলিকর্ম্ম ততঃ পরম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বৈশ্বদেব অবশ্যকর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে।

বৈশ্বদেবক (ক্লী) বিশ্বদেবস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (মনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। বিশ্বদেবের ভাব বা কর্ম্ম।

বৈশ্বদেবকর্ম্মন্ (ক্লী) বিশ্বদেবের পূজাদি।

বৈশ্বদেবত (ক্লী) উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র, বিশ্বদেবতা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (বৃহৎসংহিতা ৬।৬)

বৈশ্বদেবস্তুৎ (পুং) একাহভেদ। (শাঙ্খায়নশ্রৌ° ১৪।৩০।১)

বৈশ্বদেবহোম (পুং) বৈশ্বদেবতার প্রীত্যর্থে প্রদত্ত হোম বিশেষ।

বৈশ্বদেবিক (ত্রি) ১ বৈশ্বদেব পর্ব্বসম্বন্ধীয়। (মার্ক°পু° ৩১।৩৬।৫৭) ২ বৈশ্বদেব।

বৈশ্বদেব্য (ত্রি) বিশ্বদেবের প্রীত্যর্থে যাহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

বৈশ্বদৈবত (ক্লী) বৈশ্বদেবত শব্দার্থ।

বৈশ্বদৈবিক (ত্রি) বৈশ্বদেবিক শব্দার্থ।

বৈশ্বধ (ত্রি) বিশ্বধা শীলমস্য। বিশ্বধারক।

বৈশ্বধেনব (পুং) বিশ্বধেনুসম্বন্ধীয়। বিশ্বধৈনব।

বৈশ্বধৈনব (পুং) বৈশ্বধেনবানাং বিষয়ো দেশঃ। বিশ্বধেনু বহুল দেশ। (পা ৭।৩।২৫)

বৈশ্বন্তরি (পুং) বিশ্বন্তরের গোত্রাপত্য। (সংক্ষিপ্তসারকৌমুদী)

* "বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্॥
অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ॥
কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ।
সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ॥
এবং সম্যগ্ঘবির্হুত্বা সর্ব্বদিক্ষু প্রদক্ষিণম্।
ইন্দ্রান্তকাপ্পতীন্দুভ্যঃ সানুগেভ্যো বলিং হরেৎ॥
মরুদ্ভ্য ইতি তু দ্বারি ক্ষিপেদপ্স্বদ্ভ্য ইত্যপি।
বনস্পতিভ্য ইত্যেবং মুষলোলূখলে হরেৎ॥
উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাদ্ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোষ্পতিভ্যাঞ্চ বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বলিমাকাশ উৎক্ষিপেৎ।
দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ॥
পৃষ্ঠবাস্তুনি কুর্ব্বীত বলিং সর্ব্বাত্মভূতয়ে।
পিতৃভ্যো বলিশেষন্তু সর্ব্বং দক্ষিণতো হরেৎ॥
শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্ব্বপেদ্ভুবি॥
এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চ্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিঃ পথর্জুনা॥" (মনু ৩।৮৪-৯২)

বৈশ্বমনস (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৪।৪।১৯)

বৈশ্বমানব (ক্লী) বিশ্বমানবানাং বিষয়ো দেশঃ। দেশবিশেষ। যে দেশে বিশ্বমানব আছে। (পা ৪।২।৫৪)

বৈশ্বরূপ (ত্রি) বিশ্বরূপ অণ্। ১ বিশ্বরূপ সম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ বিশ্বরূপ।

বৈশ্বরূপ্য (ত্রি) বিশ্বরূপ সম্বন্ধীয়।

বৈশ্বলোপ (ত্রি) বিশ্বলোপ জয় বা তজ্জাত। (কৌষীতকী ১৭)

বৈশ্ববাচস (ত্রি) বিশ্ববাচস্ অণ্। ঋষি হইতে উৎপন্ন। "তজু চেক্রৈশ্ববাচসম্" (ঋক্‌সংহি° ১০।৫৬ 'বৈশ্ববাচসং বিশ্ববাচসো ঋষেরুৎপন্নং' মহীধর)

বৈশ্বসৃজ (ত্রি) বিশ্বস্রষ্টা সম্বন্ধীয়। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩।১২। ১)

বৈশ্বানর (পুং) বিশ্বেভ্যো নরেভ্যো হিতঃ (নরে সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।১২৯) ইতি দীর্ঘঃ ততঃ বিশ্বানর এব স্বার্থে অণ্ [illegible] বিশ্বানরস্য [illegible] নাস্তি, যদ্বা বিশ্বানরাণাং [illegible] সম্বন্ধী [illegible] বৈশ্বানরঃ, [illegible] বা বিশ্বান [illegible] ভক্ষঃ [illegible] উৎপন্ন বিস্ফুলিঙ্গ [illegible] প্রতিষ্ঠিত বিশ্বানরঃ পাঃ, তেন [illegible] বৈশ্বানরঃ (ইতি নিরুক্ত টীকায়াং দেবরাজযজ্বা ৫।০) ১ অগ্নি।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥" (গীতা ১৫।১৪)

২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ পরমাত্মা। (বাজসনেয়স° ২০।১১) ৪ চেতন।

বৈশ্বানরচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী— সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, শুঁট ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অনুপান দধির মাত, কাঁজি তক্র, ঘৃত বা উষ্ণজল। ঔষধের পরিমাণ রোগীর অবস্থা ও অগ্নির বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই চূর্ণ সেবনে আমবাত, গুল্ম, ও শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আশু বিনষ্ট হয় এবং ইহা বায়ুর অনুলোমকারক।

(ভৈষজ্যরত্না° আমবাতরো°)

বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠ (ত্রি) জাঠরাগ্নির পরবর্তিকালে জাত অগ্নি, উক্থাদি।

উক্থ, বধান্ ও সোমপৃষ্ঠ প্রভৃতি নামধেয় অগ্নিই বৈশ্বানর-জ্যেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়, কেননা ইহারা সকলেই জাঠরাগ্নির পরবর্তিকালে উৎপন্ন।

"তেভ্যঃ বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠেভ্যঃ। এক উক্থঃ অপরো বধান্ঃ অন্ত্যঃ সোমপৃষ্ঠঃ। তে সর্বে বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠাঃ। বিশ্বানরজ্যৈষ্ঠ্য জাঠররূপেণাবস্থিতত্বা হবিষো য়ঃ অগ্রজো যেষাং।

(অথর্ব ৩।২১।৬ সায়ণ)

বৈশ্বানরজ্যোতিস (ত্রি) পরব্রহ্ম। "বৈশ্বানরজ্যোতির্ভূয়াসং।" (শুক্লযজুঃ ২০।২৩)

'বিশ্বেভ্যো হিতঃ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা, তদ্রূপং জ্যোতিভূয়াসং'।

বৈশ্বানরদত্ত (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত একজন ব্রাহ্মণ। (কথাসরিৎ ২০।৮)

বৈশ্বানরপথ (পুং) বৈশ্বানরস্য পন্থাঃ, ষচ্ সমাসান্তঃ। বৈশ্বানরমার্গ। ([illegible] ১৬।১৩০)

বৈশ্বানরমার্গ (পুং) আকাশের পূর্বদক্ষিণপথ, অগ্নিকোণ।

বৈশ্বানরবিদ্যা (স্ত্রী) উপনিষদ্ [illegible]

বৈশ্বানরলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তেঁতুল ছাল ভস্ম, অপামার্গ ভস্ম, শালুক-ভস্ম, সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেক একপোয়া, লৌহ একসের। এই সকল একত্র [illegible] করিয়া লইবে। [illegible] বেদনা উপস্থিত হইলে [illegible] এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে সকল রকম শূল আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূল [illegible])

বৈশ্বানরবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—[illegible] একভাগ, গন্ধক দুইভাগ, তাম, লৌহ, শিলাজতু, প্রত্যেক একভাগ, বিষ দুইভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, লাঙ্গলী, নিসিন্দা, ভালমূলী চূর্ণ যমানী প্রত্যেকের এক এক ভাগ একত্র করিয়া নিস্কাথ ও একমূলের রস ২১ বার ও ভৃঙ্গরাজ রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত লেহন অথবা দেবদারু, চিতামূলের কল্ক দুগ্ধ সহ অথবা মেষ দুগ্ধ ও কুলের কলায়ের যুষ দিয়া পান করিলে উদরাময় প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° উদররোগাধি°)

বৈশ্বানরায়ণ (পুং) বিশ্বানরের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১০)

বৈশ্বানরীয় (ত্রি) বৈশ্বানরসম্বন্ধীয়। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।১৪)

বৈশ্বামনস (ক্লী) সামভেদ। [বৈশ্বমনস দেখ।]

বৈশ্বামিত্র (পুং) বিশ্বামিত্রের গোত্রাপত্য, বিভিন্ন ঋষি। (ভারত বনপর্ব)

বৈশ্বামিত্রিক (ত্রি) বিশ্বামিত্রসম্বন্ধীয়।

বৈশ্বাবসব (ক্লী) ১ বসুসমূহ। (ত্রি) ২ বিশ্বাবসুসম্বন্ধীয়।

বৈশ্বাবসব্য (পুং) বিশ্বাবসো গোত্রাপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। বিশ্বাবসুর গোত্রাপত্য।

বৈশ্বাসিক (ত্রি) বিশ্বাসী।

বৈশ্বী (স্ত্রী) উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র। (হেম)

বৈষম (ক্লী) বিষম অণ্। বিষমতা।

বৈষমস্থ্য (স্ত্রী) বিষমস্থস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। বিষমস্থিতের ভাব বা কর্ম্ম।

বৈষম্য (স্ত্রী) বিষমস্য ভাবঃ বিষম-ষ্যঞ্ ভাবে। বিষমত্ব, বিষমতা।

বৈষয় (স্ত্রী) বিষয়াণাং সমূহঃ (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩২) ইতি অণ্ বিষয় সমূহ।

বৈষয়িক (ত্রি) ১ বিষয়সম্বন্ধীয়। ২ বিষয়ী ব্যক্তি।

বৈষুবত (ত্রি) বিষুবসংক্রান্তি। "উদগয়নদক্ষিণায়ন বৈষুবত-সংক্রান্তিগতিভিঃ।" (ভাগবত ৫।২১।৩)

বৈষুবতীয় (ত্রি) বৈষুবতশব্দার্থ।

বৈষ্কির (ত্রি) যাহারা আহার্য্য দ্রব্য বিকিরণ করিয়া অর্থাৎ চারিদিকে ছড়াইয়া ভক্ষণ করে, কুক্কুটাদি।

বৈষ্টপ (ত্রি) বিষ্টপসম্বন্ধীয়। (অথর্ব্ব ১৯।২৭।৪)

বৈষ্টপুরেয় (পুং) বিষ্টপুরস্য গোত্রাপত্যং বিষ্টপুর শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঠক্। বিষ্টপুরের গোত্রাপত্য।

বৈষ্টম্ভ (স্ত্রী) সামভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১২।৩৯)

বৈষ্টিক (পুং) দুর্বৃত্ত। দুরাশয়।

বৈষ্টুত (ত্রি) হোমভস্ম। (হেম)

বৈষ্টুভ (স্ত্রী) বৈষ্টুত শব্দার্থ। (ত্রিকাণ্ড° ২।৭।৭)

বৈষ্টু (স্ত্রী) বিশ (ভ্রমস্রিগ্যনিমিহনিবিশ্যশাং বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৪।১৫৯) ইতি তুন্ বৃদ্ধিশ্চ। ১ পিষ্টপ। (উজ্জ্বল) ২ দ্যৌ, স্বর্গ। ৩ বায়ু। ৪ বিষ্ণু (সংক্ষিপ্তসা° উণাদি)

বৈষ্ণব (পুং) বিষ্ণুর্দেবতা অস্য বিষ্ণু অণ্, বিষ্ণুং যজতে বা। বিষ্ণুই যাঁহার আরাধ্য দেবতা, অথবা যিনি বিষ্ণু যজন করেন, তিনিই বৈষ্ণব। পুরাণাদিতেও বৈষ্ণবশব্দের এইরূপ নিরুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—

"বহিষ্কৃপাসনা নিত্যং বিষ্ণুর্দৈবতো মুনে।
পূজ্যো যস্যৈকবিষ্ণুঃ স্যাদিষ্টো লোকে স বৈষ্ণবঃ॥
বিষ্ণুরূপাসকো দাসস্তদ্রেষ্টতৎপরঃ।
তস্মাদ্বৈষ্ণবং লোকে বিষ্ণুসেবাপরায়ণম্॥"
(পাদ্মে উত্তরখণ্ডে ৯৯ অধ্যায়)

এই নিরুক্তি অনুসারে আলোচনা করিলে মনে হয় অতি বহুকাল হইতেই এদেশে বিষ্ণুর উপাসনা চলিয়া আসিতেছে।

প্রাচীনতম ঋগ্মন্ত্রে ঋষিরা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণুর প্রার্থনা করিতেন, বিপদে পড়িয়া বিষ্ণুর শরণগ্রহণ করিতেন, আবার সময়ে সময়ে নিষ্কামভাবে ও বিশুদ্ধ ভক্তিভাবে বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জগদীশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিতেন।

আমরা ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬ ঋকে সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ১৬ ঋক্ হইতে পরবর্ত্তী ছয়টী ঋকে বিষ্ণুর যে মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতেই বৈদিককালেও আমরা বিষ্ণু আরাধনার প্রভাব, প্রসার ও প্রতিপত্তির যথেষ্ট আভাস প্রাপ্ত হইতে পারি। এস্থলে সেই কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

১। অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ। ১।২২।১৬।

২। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্
সমূঢ়মস্য পাংসুরে। ১।২২।১৭।

৩। ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন। ১।২২।১৮।

৪। বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। ১।২২।১৯।

৫। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্। ১।২২।২০।

৬। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। ১।২২।২১ •

• কেহ কেহ মনে করেন, ঋগ্বেদে সূর্য্যকেই স্থানবিশেষে বিষ্ণুনামে অভিহিত করা হইয়াছে। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের একজন। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু একজন আদিত্য বা অদিতের বলিয়া স্বীকার্য্য হইলেও ইনি সূর্য্য নহেন। সম্ভবতঃ দুর্গাচার্য্য সৌর ছিলেন। তাই তিনি বিষ্ণুকে সূর্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ফলতঃ ঋগ্বেদে বিষ্ণু ও সূর্য্য পৃথক দেবতারূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক দেবতাগণ বাসস্থানভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—দ্যুলোকবাসী, অন্তরীক্ষবাসী ও ভূলোকবাসী। দ্যুলোকবাসী দেবতাদের মধ্যে দ্যু, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য, সাবিত্রী, পূষন্, বিষ্ণু, বিবস্বৎ, আদিত্য, উষা ও অশ্বিন্। অশ্বিন্ যেমন সূর্য্য নহেন, বিষ্ণুও সেইরূপ সূর্য্য নহেন। বিষ্ণু সূর্য্য হইতেও ক্ষমতাশালী। বেদবিভাগকর্ত্তা এবং ব্রহ্মসূত্র রচয়িতা ব্যাসদেবও বিষ্ণুকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ বলিয়াই জানিতেন যথা—

"যদাদিত্যগতং তেজস্তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।"

অর্থাৎ আদিত্যগত তেজঃ আমারই তেজঃ বলিয়া জানিও। আবার নারায়ণের ধ্যানে আরও স্পষ্টকথা জানা যায়। যথা—

ধ্যেয়ঃ সদা সাবিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।"

পৌরাণিকগণ বলেন—

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং বিষ্ণুরং ভাবসম্ভবম্"

শাকপূণি ও ঊর্ণবাভ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ বিষ্ণুপদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সায়ণের ভাষ্য যাস্কাচার্য্যের ভাবসম্মত। মহীধর শাকপূণির অনুসরণ করিয়া বলেন, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যরূপে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম অবতারে ত্রিপাদ সঞ্চরণ করেন। যাস্কাচার্য্য, মহীধর ও সায়ণ প্রভৃতি

673-XIX

এই কয়েকটী ঋকে বৈদিক সময়ে বিষ্ণুর পরাক্রম অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার চরণরেণুতে সমগ্র বিশ্ব সমাবৃত। তিনি অসীম শক্তিশালী ও অজেয়। ইন্দ্রও তাঁহার সাহত সখ্য-সংস্থাপনে নিরন্তর যত্নবান্। তিনি এই বিশ্বের রক্ষক ও পোষক। দেবতারা নির্নিমেষলোচনে বিষ্ণুর পরমপদ সন্দর্শন করেন, ঋষিরা তাঁহার গুণ গান করেন। বিষ্ণুই প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার শক্তির প্রস্রবণ।

১ম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তের ৬টী ঋকেই আমরা আবার বিষ্ণুর বলবিক্রমের কথা শুনিতে পাই, এই স্থলে বিষ্ণু "উরুক্রম" ও "উরুগায়" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ত্রিপাদ সঞ্চরণস্থানের অন্তর্গত। তাঁহার ত্রিধাম মধুপূর্ণ বা মাধুর্য্যপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ। এখানে দেবভক্ত লোকেরা আনন্দলাভ করেন। বিষ্ণুর ধাম মাধুর্য্যের উৎসপূর্ণ, সেখানে বহুশৃঙ্গ দ্রুতগতিশীল গাভী আছে। এই ধামে বিষ্ণু বিরাজ করেন। যথা :—

"তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবয়বো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥
তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি॥"

(১।১৫৪।৫-৬)

এই দুই ঋকে "বর্হাপীড়রিতরুচি গোপবেশ বিষ্ণু"র মাধুর্য্যময় ধাম গোলকবৃন্দাবনের মাধুর্য্যপ্রদর্শক আলোকবর্ত্তিকা অতি স্পষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হয়। পরবর্ত্তিকালে বাদরায়ণ সমাধিতে বিষ্ণুর যে মাধুর্য্যলীলা সন্দর্শন করিয়া বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদিতে যে লীলামাধুরী বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন,—বৈদিক ঋষিরাও প্রিয়তম ধামের মাধুর্য্যের উৎস, গোলকের সেই দ্রুতগতিশীল বহুশৃঙ্গ গাভীর সন্দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঋষিগণ এই গোলকধামপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে কত ব্যগ্রতা ও কত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, এই সূক্তে আমরা তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুধাম-গমনোৎকণ্ঠ এই সকল ঋষিরা তৎসময়েই "বৈষ্ণব" নামে অভিহিত না হইলেও "বৈষ্ণব" সংজ্ঞায় অভিহিত হওয়ার যোগ্য।* ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব্ববেদের বহুস্থলে এইরূপ বিষ্ণুর উপাসনা দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থেও বিষ্ণুর প্রাধান্য যথেষ্ট কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন—

"অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ"

(ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ১।৫)

অর্থাৎ অগ্নি ও বিষ্ণু এই উভয়েই দেবগণের দীক্ষাদাতা। সায়ণাচার্য্য "বেদার্থপ্রকাশ" নামক ভাষ্যে উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—

'যোঽয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং দেবানাং প্রথমঃ, যশ্চ বিষ্ণুঃ সর্ব্বোত্তমঃ, তাবুভৌ দেবানাং মধ্যে দীক্ষাখ্যস্য চ ব্রতস্য পালয়িতারৌ'

অর্থাৎ অগ্নিই সকল দেবতার মধ্যে উত্তম। ইহারাই দীক্ষাদানের অধিকারী। অগ্নিকে প্রথম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অগ্নিই মুখ স্বরূপ। কেন না যজ্ঞীয় হবিঃ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রথমে অগ্নিতেই সমর্পণ করা হয়। যথাঃ—

"অগ্নিমুখং প্রথমো দেবতানামগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহ ইত্যাদ্যা বৈষ্ণবস্য হবিষো যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ॥'

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।৩)

এতদ্দ্বারা যজ্ঞাদি বৈদিক ব্যাপারে বিষ্ণুরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া বিষ্ণুই "যজ্ঞেশ্বর" বলিয়া চিরদিনই পরিকীর্ত্তিত।

শতপথব্রাহ্মণেও আমরা বিষ্ণুর প্রাধান্য ও তাঁহার মাহাত্ম্য-ঘোষণাসূচক অনেক শ্রুতি দেখিতে পাই। এস্থলে নিদর্শন স্বরূপ বাহুল্যভয়ে একটী মাত্র শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা—

"তং বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ, স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ।
তস্মাদাহুঃ "বিষ্ণুর্দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ ইতি"॥

(শতপথব্রাহ্মণ ১৪।১।১।৫)

এইরূপ অন্যান্য ব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণগ্রন্থপ্রচলনের সময়ে এদেশে বৈদিক বৈষ্ণব-গণের প্রভাব, প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, ইহা সহজেই সপ্রমাণ হইতেছে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চিকার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ডে লিখিত আছে—

"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবৈনং তদ্দেবতায়া স্বেন ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি।"

বেদার্থবিদ্গণের অভিমতেই সমগ্র হিন্দুসমাজ বিষ্ণুকে স্বতন্ত্র মহাশক্তিশালী দেবতা বলিয়া সূর্য্য হইতে পৃথক্‌রূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সূর্য্য তাঁহারই তেজে জ্যোতিষ্মান্।

* মন্ত্রভাগবত নামক একখানি গ্রন্থে সার্দ্ধশত ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার বেদমন্ত্র-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গোবিন্দ সূরির পুত্র নীলকণ্ঠ ভট্ট এই গ্রন্থের প্রণেতা। নীলকণ্ঠ যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলার সূত্র ঋগ্বেদ হইতে প্রদর্শন করাই সুপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। মহর্ষি বেদব্যাস পুরাণে কৃষ্ণলীলা বিবৃত করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ পুরাণসমূহকে বেদমূলক ও বেদ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং মন্ত্রভাগবত হিন্দুর চক্ষে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না

বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি, যাজ্ঞিকেরাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু নিজেই 'নজের ইচ্ছাতে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সবৰ্দ্ধিত করেন।

বৈদিক সাহিত্যাদিতে "বিষ্ণুর্দেবতা যস্য স বৈষ্ণবঃ" এইরূপে "বৈষ্ণব" পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পাণিনি অনুসারে এইরূপ বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা (সাস্য দেবতা ইতি পা ৪।২।২৪) বৈষ্ণব শব্দের ব্যুৎপাদন করা হইয়াছে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রেই আমরা বিষ্ণুর প্রাধান্যকীর্ত্তন দেখিতে পাই, তদ্ যথা —

"অগ্নির্বৈদেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরম স্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতা।"

অর্থাৎ দেবতাগণের মধ্যে অগ্নিই প্রথম দ্রষ্টব্য। কিন্তু বিষ্ণুই পরম দেবতা। তদনন্তরে অন্যান্য দেবতাগণের সম্মান।

বৈদিক সময়ে যাঁহারা বিষ্ণুকে এইরূপ পরমদেবতা বলিয়া তাঁহার যজন করিতেন, তাঁহাদিগকেই আমরা বৈদিক বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করি। এই সময়ে যাগ যজ্ঞেই বিষ্ণুর উপাসনা ও আরাধনা হইত। প্রাচীন বৈদিক বৈষ্ণবগণের আচার-ব্যবহার ও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে কোনও তথ্য জানিতে হইলে বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্য সূত্রাদিতে তদ্বিষয় অনুসন্ধেয়।

উপনিষদেও বিষ্ণুর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু। (বৃহৎ আঃ ৬।৪।২১)
২। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। (তৈঃ ১।১।১)
৩। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। (কঠ ৩।১।২ মৈত্রী ৬।২৬)
৪। (ক) অস্য সাত্ত্বিকোংশঃ বিষ্ণুঃ।
(খ) এষ হি খল্বাত্মা বিষ্ণুঃ।
(গ) সত্যধর্ম্মায় বিষ্ণবে। (মৈত্রী)
৫। তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। (মহানারায়ণ ৩৬)
৬। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ। (কৈবল্য)
৭। যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ। (নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী)
৮। এষ এব বিষ্ণু বেষহেষধোৎকৃষ্টঃ।
(নৃসিংহোত্তরতাপনী)
৯। বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ দেবঃ। (ব্রহ্মবিন্দু)
১০। যশ্চ বিষ্ণুঃ। (অথর্ব্বশিরঃ)
১১। বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্ জয়তি। (অথর্ব্বশিখা)
১২। স্বপ্নে বিষ্ণুঃ। (ব্রহ্ম)
১৩। স্বং বিষ্ণুঃ বষট্কারঃ। (প্রাণাগ্নিহোত্র)
১৪। বিষ্ণুং কৃত্বা তু সারমিমম্। (অমৃত)
১৫। বিষ্ণুর্নাম মহাযোগী। (ধ্যানবিন্দু)
১৬। বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্। (তেজোবিন্দু)
১৭। য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি। (নারায়ণ)
১৮। শোকমোহবিনির্ম্মুক্তং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নসীদতি।
১৯। এক বিষ্ণু বাণকেন্। (বাসুদেব)
২০। কশ্চ বিষ্ণুঃ? (গোপীচন্দন)
২১। যঃ সত্ত্ব স স্বয়ং বিষ্ণুঃ। (কৃষ্ণোপনিষৎ)
২২। শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ। (স্কন্দোপনিষৎ)
২৩। যো ব্রহ্ম বিষ্ণুরীশ্বরঃ। (রামোত্তরতাপনী)
২৪। নিশ্বাসভূতা মে বিষ্ণোঃ। (মুক্তি)
২৫। আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ। (গীতা)

প্রাচীন ও আধুনিক যে ২৩৫ খানি উপনিষদ্ দেখিতে পাওয়া যায়,অনুসন্ধান করিলে ইহার অধিকাংশ উপনিষদ্ হইতেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। নারায়ণ, মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী, রামতাপনী, গোপীচন্দন কৃষ্ণোপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, মহোপনিষৎ, রামরহস্য, বাসুদেবোপনিষৎ, শাণ্ডিল্যোপনিষৎ হয়গ্রীবোপনিষৎ, ও গারুড়োপনিষৎ প্রভৃতি কতকগুলি উপনিষৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল উপনিষদের সকল গুলিই আধুনিক বলা যাইতে পারে না। বৃহন্নারায়ণ উপনিষদ্খানি অতি প্রাচীন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৮ম ও ৯ম অধ্যায় বৃহন্নারায়ণ উপনিষদ্ নামে খ্যাত। গর্ভোপনিষদেও নারায়ণকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপনিষৎমধ্যে তৈত্তিরীয়সংহিতার অন্তর্গত নারায়ণোপনিষদ্খানিই প্রাচীনতম বলিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণেরও ধারণা। শতপথ-ব্রাহ্মণেও নারায়ণ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহন্নারায়ণোপনিষদ্খানি অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। ইহাতে হরি, বিষ্ণু ও বাসুদেব প্রভৃতি শব্দও দেখিতে পাওয়া যায়। মহোপনিষদ্ গ্রন্থেও নারায়ণই পরমব্রহ্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। অথর্ব্বশিরঃ উপনিষদে আমরা "দেবকীপুত্র মধুসূদন" নাম দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যেও "দেবকীপুত্র কৃষ্ণ আঙ্গিরস" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মপ্রবোধ উপনিষৎ, সাকল্যোপনিষৎ ও গর্ভোপনিষদেও নারায়ণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। মৈত্রেয়োপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, রামোপানষদ্, রামতাপনীয়োপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদেও নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল উপনিষদের মধ্যে কতকগুলি উপনিষদ্ অতি প্রাচীন না হইলেও একেবারে আধুনিক নহে। সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্গুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও উহাদের কতকগুলি যে পাণিনির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পাণিনি ব্যাকরণে একটী সূত্র আছে—

"জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে" (১।৪।৭৯)

ভট্টোজীদীক্ষিত এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় এক শ্রেণীর পণ্ডিত উপনিষদ্ রচনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

যাহা হউক, নারায়ণোপনিষদ্ খানি যে অতি প্রাচীন ও বৈদিক তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা মহাভারতে মোক্ষধর্ম্ম অধ্যায়ে "নারায়ণীয়" অধ্যায় দেখিতে পাই। এই সকল অধ্যায়ে প্রাচীন কালের নারায়ণ উপাসক বৈষ্ণবগণের কিঞ্চিৎ বিবরণ পরিলক্ষিত হয়। শান্তি পর্ব্বের ৩৩৫ অধ্যায়ে একটী বৈষ্ণবের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

"রাজোপরিচরো নাম বভূবাধিপতির্ভুবঃ।
আখণ্ডলসখঃ খ্যাতো ভক্তো নারায়ণং হরিম্॥ ১৭
ধার্ম্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
সাম্রাজ্যং তেন সম্প্রাপ্তং নারায়ণবরাৎ পুরা॥ ১৮
সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্‌সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥" ১৯

অর্থাৎ পুরাকালে উপরিচর নামে পৃথিবীর এক অধিপতি ছিলেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সখা এবং নারায়ণের পরম ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত। এই নিত্যভক্ত ধার্ম্মিকপ্রবর নিয়ত অনলসভাবে পিতৃভক্তিপরায়ণতায় নারায়ণের বরপ্রভাবে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি সূর্য্যমুখনিঃসৃত সাত্বতবিধির অনুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে দেবেশ নারায়ণকে ও তৎপরে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাদির অর্চ্চনা করিতেন।

মহাভারতের এই উক্তিতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে ইহা বৈদিক আখ্যান। উপরিচর বসু দেবরাজ ইন্দ্রের সখা ছিলেন। ইনি সূর্য্যের নিকট নারায়ণের অর্চ্চনা সম্বন্ধে "সাত্বত বিধান" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই "সাত্বত" শব্দের অর্থ টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"সাত্বতানাং পাঞ্চরাত্রাণাং স্থিতং"। অতঃপর আরও লিখিত আছে—

"পাঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যাস্তস্য গেহে মহাত্মনঃ।
প্রায়াণং ভগবৎপ্রোক্তং ভুঞ্জতে বাগ্রভোজনম্॥ ২৫।"

অর্থাৎ তিনি সমাহিত হইয়া কাম্য ও নৈমিত্তিক যাজীয়ক্রিয়া সমুদয় "সাত্বত" বিধি অনুসারে নির্ব্বাহ করিতেন। পাঞ্চরাত্র মুখ্যব্রাহ্মণগণ ভগবৎপ্রোক্ত ভোজ্যাদি গ্রহণ করিতেন।

চিত্রশিখণ্ডিগণ

বেদের সময়েও "সাত্বত" বিধি পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। মহাভারতের এই আখ্যান পাঠে মনে হয়, "সাত্বত" বিধানই প্রাচীন বৈষ্ণব মত। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত ঋষি চিত্রশিখণ্ডী নামে খ্যাত ছিলেন। ইঁহারাই সাত্বত বিধির প্রবর্ত্তক। যথা মহাভারতে—

"তৈরেকমতিভি র্ভূত্বা যৎপ্রোক্তং শাস্ত্রমুত্তমম্।
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সমেতং কৃতং মেরৌ মহাগিরৌ॥
আস্যৈঃ সপ্তভিরুদ্গীর্ণং লোকধর্ম্মমনুত্তমম্।
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ॥
বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজাস্তে হি চিত্রশিখণ্ডিনঃ॥"

(শান্তি ৩৩৫।২৮—২৯)

রাজা উপরিচর বসু অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির নিকট এই "সপ্ত চিত্রশিখণ্ডিজ" শাস্ত্র পাঠ করেন এবং সেই শাস্ত্রানুসারে তিনি যাগযজ্ঞাদিও করিতেন। যথাঃ—

"সম্ভূতাঃ সর্ব্বসম্ভারাস্তস্মিন্ রাজন্ মহাক্রতৌ।
ন তত্র পশুঘাতোঽভূৎ স রাজৈবং স্থিতোঽভবৎ॥"

(শান্তি ৩৩৬।১০) অপিচ—

"অজেন যষ্টব্যমিতি প্রাহুর্দেবা দ্বিজোত্তমান্।
স চ ছাগো হ্যজো জ্ঞেয়ো নান্যঃ পশুরিতি স্থিতিঃ॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ

বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজসংজ্ঞানি বীজানি ছাগং ন হন্তুমর্হথ।
নৈষ ধর্ম্মঃ সতাং দেবা যত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ।"

(শান্তি ৩৩৭। ৩।৪।৫)

অর্থাৎ দেবতারা দ্বিজোত্তমগণকে বলিয়াছিলেন, অজ দ্বারা যজ্ঞ করিতে হইবে। অজ অর্থ ছাগ, সুতরাং ছাগ দ্বারাই যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া ঋষিরা বলিলেন, ধান্যাদি বীজ দ্বারাই যজ্ঞ করিতে হইবে, ইহাই বৈদিকী শ্রুতি। অজ শব্দের অর্থ বীজ, সুতরাং ছাগহত্যা করা অসঙ্গত। যাহাতে পশু নিহত করা হয়, তাহা সাধুদিগের পক্ষে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ইহাই সাত্বত বিধি, পূর্ব্বাধ্যায়ে ইহার আরও একটী বিশিষ্টতা উক্ত হইয়াছে যথা—

"ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মনোবাক্‌কর্ম্মভিস্তদা।৩৭॥ অপিচ
"নারায়ণপরো ভূত্বা নারায়ণজপং জপন্।" ৩৮॥

এই যে এখানে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, এই ভক্তিই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপাসনায় একটী প্রধান বিশিষ্টতা। অতঃপর এ সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে বলা হইবে। যাহা হউক, মহাভারত-পাঠে জানা যায় যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ নারায়ণই এই সাত্বত ধর্ম্মের আদি উপদেষ্টা। যথা মহাভারতে—

"আরাধ্য তপসা দেবং হরিং নারায়ণং প্রভুম্।
দিব্যং বর্ষং সহস্রং বৈ সর্ব্বে তে ঋষিভিঃ সহ॥

নারায়ণাত্মনিষ্ঠা হি তদা দেবী সরস্বতী।
বিবেশ তান্ ঋষীন্ সর্ব্বান্ লোকানাং হিতকাম্যয়া॥
ততঃ প্রবর্ত্তিতা সম্যক্ তপোবিদ্ভির্দ্বিজাতিভিঃ।
শব্দে চার্থে চ হেতৌ চ এষা প্রথমসর্গজা॥
আদাবেব হি তচ্ছাস্ত্রমোঙ্কারস্বরপূজিতম্।
ঋষিভিঃ শ্রাবিতং তত্র যত্র কারুণিকো হ্যসৌ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবাননির্দ্দিষ্টশরীরকঃ।
ঋষীনুবাচ তান্ সর্ব্বানদৃশ্যপুরুষোত্তমঃ॥"

(শান্তি ৩৩৫। ৩৪-৩৮)

আবার শ্রীমদ্ভাগবতেও সাত্বততন্ত্রের প্রকাশ সম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ যথা—

"তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥" (১।৩।৮)

তৃতীয় ঋষিসর্গে দেবর্ষি অর্থাৎ নারদরূপ গ্রহণ করিয়া পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণবতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পঞ্চরাত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে জীব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলেন—

"সাত্বতং বৈষ্ণবতন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমং আচষ্ট।" এই "সাত্বত" ধর্ম্ম "ভাগবতধর্ম্ম" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতেই এই ভাগবদ্ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণই এই ধর্ম্মের প্রকাশক। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট "ভাগবতধর্ম্ম" প্রকাশ করেন। অতঃপর ব্রহ্মা নারদকে এবং নারদ ব্যাসকে এই ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ করেন যথা—

"তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণং।
প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ॥
নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ।
ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে॥" (২।৯।৪২-৪৩)

তাহা হইলেই বুঝা গেল নারায়ণ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসকে এবং ব্যাস শুকদেবকে এই ভাগবত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের টীকা-প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীধর-প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়। স্বামী ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—

"দ্বেধা হি ভাগবতসম্প্রদায়প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্মনারদাদিদ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমারসাংখ্যায়নাদিদ্বারেণ।"

অর্থাৎ দুই প্রকারে ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি। এক প্রকার সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মনারদাদি দ্বারা। অপর প্রকার বিস্তারিতভাবে শেষ সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি দ্বারা।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রকটন করিয়া যমরাজ বলিতেছেন—

"স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥" (২০-২১)

অর্থাৎ হে দূতগণ! ব্রহ্মা, রুদ্র, সনৎকুমার, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি ও শুকদেব, আমরা এই দ্বাদশজন শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম জানি।

আমরা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিলাম, তাহাতে স্পষ্টতঃই সপ্রমাণ হইতেছে যে প্রাচীনতম কালে বৈষ্ণবধর্ম্ম "সাত্বতধর্ম্ম" "ভাগবতধর্ম্ম" ও "পঞ্চরাত্রধর্ম্ম" নামে অভিহিত হইত; পুরাণাদির আলোচনাতে সাত্বত বা ভাগবতধর্ম্মাদি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিতরূপে অনেক কথা জানা যায়। সাত্ত্বিকপুরাণই এ সম্বন্ধে আলোচ্য। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে সাত্ত্বিকপুরাণের যে নামসংখ্যা করা হইয়াছে তাহা এই—

"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনম্॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও বরাহপুরাণ এই ছয়খানি পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণ বলিয়া খ্যাত। পুরাণাদি সম্মত সাত্বতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদিক নহে, পুরাণগুলিও শ্রুতিসম্মত, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে ইহার প্রমাণ আছে। [পুরাণ দেখ।]

পঞ্চরাত্র

ভাগবতধর্ম্ম বা সাত্বতধর্ম্ম বহুপ্রাচীন সময় হইতে ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে আলোচিত হইয়া আসিতেছে, ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ও প্রসার কি প্রকারে সংঘটিত হইল, ইতঃপূর্ব্বে তাহার আভাস প্রদর্শিত হইয়াছে। কালে উহা পঞ্চরাত্র মত বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে।

[পঞ্চরাত্র মতের সবিস্তার বিবরণ "পঞ্চরাত্র" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শঙ্করাচার্য্য যখন মায়াবাদ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৪৩-৪৪-৪৫ সূত্র ব্যাখ্যানে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত মতের অবৈদিকত্ব সপ্রমাণ করার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রামানুজস্বামী শঙ্করাচার্য্যের এই মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। "পঞ্চরাত্র" শব্দে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে বোধায়ন, গুহদেব, দ্রমিড়াচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহাও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সম্মত। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে এদেশে যে পঞ্চরাত্র নামে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহা শঙ্করাচার্য্যেরও স্বীকার্য্য। এমন কি মহাভারতেও

পঞ্চরাত্রাগমের কথা স্পষ্টতঃই লিখিত আছে, সাত্বত বিধানের কথাও লিখিত আছে। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচিত হওয়ারও পূর্ব্বে পঞ্চরাত্রমত বা সাত্বত বৈষ্ণবধর্ম্ম এদেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। তবে বৈদিক সময়ে যেরূপ ভাবে আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও উপাসনা বা যজ্ঞের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, কালসহকারে ক্রমেই সেই সকল প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আচার ব্যবহার ও উপাসনা-প্রণালীতে পরিবর্ত্তন সংঘটনে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে দেশ কালপাত্রভেদে ও প্রণালীভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের অভ্যুত্থানে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে সংস্থাপিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মরূপ মহামহীরুহ সময়ে যে বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকূলবাদীদিগের তর্ক-নিরসনের সঙ্গে সঙ্গেও বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মধ্যযুগের বৈষ্ণবসম্প্রদায়

আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত হইতে প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল, শাঙ্করশিষ্য আনন্দগিরি লিখিত শঙ্করদিগ্বিজয়গ্রন্থে আমরা তাহাদের কিছু কিছু পরিচয় জানিতে পারি। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ প্রকরণে লিখিত আছে—

"ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ।
বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥
ক্রিয়াজ্ঞানবিভেদেন ত এব দ্বাদশাভবন্।
তানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিং বো লক্ষণমুচ্যতাম্॥"

অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে এদেশে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন, সাধারণতঃ এই ছয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে এই ছয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও ছয় প্রকার বৈষ্ণবের পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্করবিজয়ের আনন্দগিরি এই ছয় সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল বর্ণনা কতদূর প্রামাণিক তাহা বলা যায় না। এই গ্রন্থে স্বীয় গুরুস্থানীয় শঙ্করের প্রাধান্যস্থাপনই আনন্দগিরির এক মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগুলির সারমর্ম্ম সম্বন্ধে কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা বলা যায় না। তিনি স্বীয় গ্রন্থে মধ্যযুগের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-গুলিকে অকিঞ্চিৎকর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টান মিশনারীদের গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যেরূপ অসম্যগ্‌দর্শীর ন্যায় এবং বিদ্বেষীর ন্যায় আলোচনা করা হয়, এই গ্রন্থেও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগুলি সেইরূপ ভাবে প্রদর্শিত হওয়ায় বোধ হয় যেন শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মুখে অতি তুচ্ছভাবে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। সুতরাং ইনি মধ্যযুগের বৈষ্ণবগণের উপাসনা সম্বন্ধে যে সকল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যদিচ তাহা ঐতিহাসিকের চক্ষে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তথাপি এস্থলে তাঁহার লিখিত বিবরণের মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে।

ভক্ত

বাসুদেবই ভক্তগণের মতে মহাপুরুষ। ইনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদেবকারণ। বাসুদেবই শিষ্টপালন ও দুষ্টদমনের জন্য এবং ভূভার নিরাকরণের নিমিত্ত রামকৃষ্ণাদি অবতার গ্রহণ করেন, পুণ্যস্থলে নিজাবির্ভূত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ইহার পাদপঙ্কজসেবাই ভক্তগণের জীবনের পুরুষার্থ। ভক্তগণ অনন্তমূর্ত্তির সেবক, শ্রীমন্দিরাদির সম্মার্জ্জন ও প্রোক্ষণাদি ইঁহাদের কার্য্য, ইঁহারা দাস্যভাবে উপাসনা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকাদি ধারণ ও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নানাহ্নিক করেন। স্মার্ত্তবিহিত নিত্যকর্ম্ম ইঁহাদের নিকট অপ্রামাণিক। জ্ঞানক্রিয়া ভেদে ইহাদের আচার দ্বিবিধ। জ্ঞানীরা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না। জ্ঞানী ও কর্ম্মী ভক্ত ভেদে এই সম্প্রদায় দুই প্রকার। কর্ম্মী ভক্তগণ স্মার্ত্তমার্গে কর্ম্ম করেন, কিন্তু সেই কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করেন।

ভাগবত

শ্রীভগবানের স্তোত্রবন্দনা ও কীর্ত্তনাদিই ভাগবতগণের উপাসনা। ইঁহারা বলেন—

"সর্ব্ববেদেষু যৎপুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনম্॥"

অর্থাৎ সর্ব্ববেদবিনির্দ্দিষ্ট আচরণ করিলে যে ফল হয়, সর্ব্বতীর্থ গমন করিলে যে ফল লাভ হয়, জনার্দ্দনের স্তব করিলেই সেই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে। "কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্" ইহাই ইঁহাদের উপাসনার সারকথা; স্মার্ত্তবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ইঁহাদের মতে একেবারে অত্যাজ্য না হইলেও ইঁহারা তদনুষ্ঠানে তৎপর নহেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তিলক ও নারায়ণচিহ্ন শঙ্খ চক্র গদাপদ্মাদি চিহ্ন দ্বারা তিলকাঙ্কন, কণ্ঠে তুলসীমালাধারণ, এবং সকল সময়ে উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণের নামকীর্ত্তন প্রভৃতিই উঁহাদের ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। পর, ব্যূহ, বিভব ও অর্চ্চা,—ভগবানের এই চারি মূর্ত্তি ইঁহাদের স্বীকৃত। পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামানুজ স্বামী এই সম্প্রদায় উজ্জ্বল করেন।

বৈষ্ণব

বৈষ্ণবেরা নারায়ণের উপাসক। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম প্রভৃতি নারায়ণের চিহ্ন দেহে অঙ্কিত করেন। "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনা করেন। বৈকুণ্ঠ ইঁহাদের ধাম। ইঁহাদের বৈষ্ণব চিহ্নধারণের শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই—

"যে বাহুমূলে পরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ
যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালাঃ॥

অর্থাৎ কলিকালে চারি সম্প্রদায় ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণব প্রকট হইয়া শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক নামে পরিচিত হইবেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, লক্ষ্মী হইতে এক সম্প্রদায়, ব্রহ্ম হইতে এক সম্প্রদায় রুদ্র হইতে এক সম্প্রদায় এবং সনক হইতে অপর এক সম্প্রদায় বৈষ্ণব প্রাদুর্ভূত হইবেন। এই চতুঃসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী এখনও প্রচলিত আছে। পরবর্তিকালে সম্প্রদায়নেতা ভগবদবতারস্বরূপ আচার্য্যগণ প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হওয়ায় অধুনা তাঁহাদের নামেই এই চারিসম্প্রদায় পরিচিত হইয়া আসিতেছে, যথা—

বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীঠাকুরাণী শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং চারি সন নিম্বাদিত্যকে আপন আপন সম্প্রদায়ের অভিনব প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিলেন। এখন এই চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবই ভারতবর্ষে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও বৈষ্ণবধর্ম্মের অভিনব সমুজ্জ্বল শিক্ষার প্রকটন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে ইহারা সর্ব্ববিধ মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন এবং শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায় নামে খ্যাত। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্প্রদায় বা শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় নামেও এই সাম্প্রদায়িকগণ সুপরিচিত। সমগ্র বঙ্গ ও উড়িষ্যা এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের বাসভূমি। রাজা মহারাজ হইতে পথের ভিখারী পর্য্যন্ত, সমাজের শীর্ষস্থানীয় উচ্চতম কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ হইতে হাড়ী, ডোম ও চণ্ডাল পর্য্যন্ত এবং অশেষশাস্ত্রজ্ঞ প্রতিভান্বিত পণ্ডিত হইতে গণ্ডমূর্খ পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীসম্প্রদায়ের কথাই বলা যাইতেছে। সুবিখ্যাত শ্রীরামানুজাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের নাম জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণ ধর্ম্মমত সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য তদীয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

শ্রীসম্প্রদায়

"পারাশর্য্যবচঃসুধামুপনিষদ্দুগ্ধাব্ধিমধ্যোদ্ধৃতাম্।
সংসারাগ্নিবিদীপনব্যপগতপ্রাণাত্মসংজীবনাম্॥
পূর্ব্বাচার্য্যসুরক্ষিতাং বহুমতিব্যাঘাতদূরস্থিতা-
মানীতাং তু নিজাক্ষরৈঃ সুমনসো ভৌমা পিবন্ত্বন্বহম্॥
ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুস্তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।"

ইহাতে জানা যাইতেছে যে বোধায়ন ব্রহ্মসূত্রের বিস্তীর্ণ বৃত্তিগ্রন্থ করেন। এই বোধায়নবৃত্তি শ্রীসম্প্রদায়সম্মত। অতঃপর পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহার সংক্ষেপ করিয়া তন্মতানুসারে সূত্রাক্ষরব্যাখ্যা করেন। ভাদূলাবংশসম্ভূত গোবিন্দাচার্য্যের পুত্র শ্রীনিবাস সূরি তৎকৃত যতীন্দ্রমতদীপিকাগ্রন্থে রামানুজ সম্প্রদায়ের যে গুরুপ্রণালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল যথা—

ব্যাস
|
বোধায়ন
|
গুহদেব
|
ভারুচি
|
ব্রহ্মানন্দ
|
দ্রমিড়াচার্য্য
|
শ্রীপরাঙ্কুশনাথ
|
যামুনমুনি
|
যতীশ্বর শ্রীরামানুজ

রামানুজী-বৈষ্ণবধর্ম্ম দাক্ষিণাত্যের তামিল ও তেলেগু অঞ্চলে এবং রাজপুতানা, মাড়োয়ার ও গুজরাটের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্রই শ্রীসম্প্রদায়ের নাম সুবিখ্যাত। ভার্গবউপপুরাণ পাঠে জানা যায়, অনন্তদেব রামানুজরূপে এবং চক্রায়ুধের শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মাদি ভূষণ সকল তদীয় সহধর্ম্মী, সহচর ও অনুচররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কর্ণাট ভাষায় লিখিত দিব্যচরিত নামক গ্রন্থে রামানুজাচার্য্যের জীবনবৃত্ত আছে। দক্ষিণাপথে রামানুজসম্প্রদায়ের মূলগদি প্রতিষ্ঠিত। রামানুজাচার্য্য সাত শত মঠ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে এক্ষণে চারিটীমাত্র মঠ বিদ্যমান। বদরিকাশ্রমে ইহাদের প্রধান মঠ আছে। রামানুজ ৭৪টী গুরুপদ প্রতিষ্ঠিত করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ৮৯টী গুরুপদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। [শ্রীমদ্ রামানুজস্বামীর জীবনী "রামানুজস্বামী" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ এই সম্প্রদায়ের উপাস্যদেবতা। কেহ বা লক্ষ্মীনারায়ণযুগলের উপাসক, আবার কেহ কেহ বা পৃথগ্‌ভাবে লক্ষ্মী ও নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ রাম, কেহ সীতা ও কেহ রামসীতা, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রুক্মিণী, কেহ বা কৃষ্ণরুক্মিণী, এইরূপ কেহ বা নৃসিংহ, কেহ বা অন্যান্য কৃষ্ণাবতারের উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবে রামানুজী সম্প্রদায়ের বহুল শ্রেণীবিভাগ পরিলক্ষিত হয়।

আর্য্যাবর্ত্তে রামানুজ সম্প্রদায়ের সবিশেষ প্রসার দেখা যায় না। রামানুজী গুরুগণ সংসারাশ্রমে থাকিতে পারেন, সন্ন্যাসও গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের দীক্ষাদানের অধিকার নাই। রামানুজী বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুমূর্ত্তি, লক্ষ্মীমূর্ত্তি, রামমূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রভৃতি ভগবদবতারের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া সেবাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে লক্ষ্মী, বালাজী, রঙ্গনাথ ও রঙ্গনাথ, উৎকলে জগন্নাথ, হিমালয়ে বদরীনাথ এবং দ্বারকাদি অন্য অন্য তীর্থস্থানে নানাপ্রকার বিগ্রহ [illegible] প্রতিষ্ঠিত আছেন। [illegible] সেবা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] অনাশ্রম। [illegible]

[illegible]

[illegible] আছে।

[illegible] প্রথমতঃ [illegible] সন্ন্যাস [illegible] নাম [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] নামক [illegible] হন। [illegible] থাকেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহারা সংসারাশ্রম গ্রহণ করিতেও পারেন অথবা সংসারাশ্রম অবলম্বন না করিয়া একেবারেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। শেষোক্ত অবস্থায় তাঁহারা 'নৈষ্ঠিক' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

রামানুজীয়গণ দীক্ষার সময়ে তপ্তমুদ্রা দ্বারা দেহ অঙ্কিত করিয়া লন। উঁহাদের বামস্কন্ধে শঙ্খমুদ্রা ও [illegible] চক্রমুদ্রা তপ্ত করিয়া স্থায়ীভাবে শঙ্খচক্র চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। এই [illegible] মুদ্রা অষ্ট ধাতুনির্ম্মিত। রামানুজী [illegible] কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়া আহ্নিক ও ভোজন করেন না। স্নানের পরে ইঁহারা পট্টবাস পরিধান করিয়া থাকেন, পরান্ন ভোজন ইঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, অনেকেই স্বপাকী। ইঁহাদের রন্ধন বা ভোজন অতীব গোপনতার সম্পন্ন হইয়া থাকে। রন্ধন ও ভোজন অপর কাহারও দৃষ্টি হইলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। আচারী ও অনাচারী ভেদে ইঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আচারী শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ আচার ব্যবহারে বহু কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

এই সম্প্রদায়ের একজন বৈষ্ণব অপর বৈষ্ণবকে দেখিয়া "দাসোঽহং" বা 'দাসোঽস্মি' বলিয়া নমস্কার সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। দ্বাদশ তিলক বৈষ্ণবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তিলক ধারণ সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে সবিস্তার বর্ণনা আছে। [সাত্বত শব্দ উক্ত দ্রষ্টব্য।] রামানুজীয়গণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে কলি দিয়া রক্তবর্ণ রেখা করেন। পীতরেখা করারও ব্যবস্থা আছে। যথা—

"যদূর্দ্ধপুণ্ড্রতিলকং শোভনং তন্মনোহরং।
তন্মধ্যপীতরেখঞ্চ শ্রীমদ্রামানুজং বিদুঃ॥"

এই মধ্যরেখা লক্ষ্মী [illegible]। চক্রাদি চিহ্ন [illegible] অঙ্কিত হইয়া থাকে। বেঙ্কটাদ্রির মৃত্তিকার তিলক [illegible] রামানুজীয়গণ প্রশস্ত বলিয়া [illegible] করেন।

রামানুজসম্প্রদায় বেদান্ত সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ["বেদান্ত দর্শন", [illegible] "শ্রীসম্প্রদায়" ও "সাত্বতধর্ম্ম" শব্দ [illegible] পাঁচরূপ প্রকটন করেন, যথা।—অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী। প্রতিমার নাম [illegible], [illegible] অবতার বিভব, বাসুদেব বলরাম প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটী ব্যূহ, বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম। ইহাদের মধ্যে ছয়টী গুণ আছে যথা—বিরজ ([illegible]), বিমৃত্যু ([illegible]), [illegible] বিজিঘৎসা [illegible] সত্যসঙ্কল্প।

উপাসনা পাঁচ প্রকার — [illegible] দেবতার [illegible] মার্জ্জনা [illegible] নাম অভিগমন, গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি পূজোপকরণ সংগ্রহের নাম উপাদান, ও ভগবৎপূজা ইজ্যা নামে অভিহিত। ইজ্যায় পশুহিংসা নিষিদ্ধ। অর্থবোধ সহ মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত ও স্তোত্রপাঠ, নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং রামানুজ ভাষ্য প্রভৃতি তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসের নাম স্বাধ্যায়। ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি দেবতানুসন্ধান ব্যাপার যোগ নামে অভিহিত। এইরূপ উপাসনার ফলে ভক্ত বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন এবং ভগবানের সর্ব্বকর্তৃত্বগুণ ব্যতিরেকে অপরাপর সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের ন্যায় নিত্যসুখ ভোগ করেন। যথা [illegible]—

"ততঃ স্বাভাবিকং পুংসাং তে সংসারতিরোহিতাঃ।
আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ।
এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্বকর্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবে বিশিষ্যতে।
মুক্তাস্তে শেষিণি ব্রহ্মণ্যশেষে শেষরূপিণঃ।
সর্ব্বানশ্নুবতে কামান সহ তেন বিপশ্চিতা॥"

রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে অন্যান্য বহির্বিষয়ে শ্রেণীভেদ থাকিলেও মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বে এবং উপাসনার চরম ফলে কোন মতভেদ নাই। এস্থলে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা সকল শ্রেণীরই গ্রাহ্য।

এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীভাষ্য, শ্রমিতভাষ্য, স্তায়-সিদ্ধি, সিদ্ধিত্রয়, দীপসারসংগ্রহ, ভাষ্যবিবরণ, সঙ্গতিমালা, সদর্থ-সংক্ষেপ, শ্রুতপ্রকাশিকা, তত্ত্বরত্নাকর, প্রজ্ঞাপরিত্রাণ, প্রমেয়-সংগ্রহ, স্তায়কুলীশ, স্তায়সুদর্শন, দর্শনযাথার্থ্যনির্ণয়, স্তায়সার, তত্ত্বদীপ, তত্ত্বনির্ণয়, সর্বার্থসিদ্ধান্ত, পরিশুদ্ধি, স্তায়সিদ্ধি, জ্ঞান, পরমতভঙ্গ, তত্ত্বত্রয়চুলুক, তত্ত্বনিরূপণ, গুরুত্রয়ব্যাখ্যান, বস্তমাকৃত, বেদার্থবিবরণ, পারাশর বিজয়, গীতাভাষ্য ও সাত্ত্বিক পুরাণাদির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ["শ্রীসম্প্রদায়" শব্দে অন্যান্য গ্রন্থের নাম ও এই সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় দ্রষ্টব্য।]

রামানুজের শাখাসম্প্রদায়।

রামানুজের শাখা সম্প্রদায়ের মধ্যে রামাৎগণের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রামাৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সুপ্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায় রামানন্দী নামে বিখ্যাত। রামানন্দ রামানুজের শিষ্যানুশিষ্য যথা—

রামানন্দী

রামানুজ
|
দেবানন্দ
|
হরিনন্দ
|
রাঘবানন্দ
|
রামানন্দ

ভক্তমালে রামানুজ সম্প্রদায়ের যে গুরুপ্রণালিকা আছে তাহার সহিত এই তালিকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, রামানুজের শিষ্য দেবাচার্য্য, তৎশিষ্য রাঘবানন্দ, তৎশিষ্য রামানন্দ। এস্থলে হরিনন্দের নামোল্লেখ নাই।

রামানন্দ পৃথক্ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইলেন কেন, তৎসম্বন্ধে একটা জন শ্রুত আছে। উহার মর্ম্ম এই যে, রামানুজীয় বৈষ্ণব-গণ ভোজন সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান থাকিয়া চলেন। ইহাদের ভোজন-ব্যাপার অপরের দৃষ্ট হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। রামানন্দ যখন তীর্থভ্রমণে বাহির্গত হন, তখন এই নিয়ম রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়াই তদীয় গুরুভ্রাতাদের মনে সন্দেহ হয়, গুরুদেবের মনেও সেই ধারণা জন্মে। ইহার ফলে তাঁহারা রামানন্দকে পৃথক্ করিয়া দেন। রামানন্দ যে পৃথক্ দল সৃষ্টি করেন, উহাই রামাৎ নামে বিখ্যাত। ইহারা আপনাদিগকে রামানন্দী বলিয়াও পরিচিত করেন।

[রামানন্দের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "রামানন্দ" ও "রামাৎ" শব্দে দ্রষ্টব্য।] ইঁহারা শ্রীরাম চন্দ্রের উপাসক। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারও ইহাদের উপাস্য বলিয়া স্বীকৃত। কেহ কেহ রাম-সীতার যুগল উপাসনা করেন। তুলসী ও শালগ্রাম ইহাদের সবিশেষ পূজনীয়। ইহাদের তিলক সেবাদি রামানুজীয় বৈষ্ণবদের অনুরূপ। ইহাদের তিলক রামানুজীয় বৈষ্ণব অপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম। রামানন্দী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে "রামাৎ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

রামানন্দ রামানুজ সম্প্রদায়ের কঠোরতা ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্মমত সংস্থাপন করেন, তাহাতে অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। এই শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আশানন্দ, কবীর, রয়দাস, পীপা, সুরসুরানন্দ, সুখানন্দ, ভবানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ পরমানন্দ ও শ্রিয়ানন্দের নামই উল্লেখযোগ্য। ভক্তমালে রঘুনাথ, অনন্তানন্দ, কবীর, সুখসুর, জীব, পদ্মাবৎ, পীপা, ভবানন্দ, রয়দাস, ধন্না, সেন, ও সুরসুর এই কয়েকটী নাম দৃষ্ট হয়। রামানন্দের শিষ্য সাধারণের কোন শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতেন না। রামানন্দ রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব হইলেও স্বাধীনভাবে রামানুজীয় সম্প্রদায়ের বিধান ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। অথচ উক্তরূপ কোন বিশেষ বিধান প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার শিষ্যগণও এই সম্প্রদায়ের বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট না পাইয়া স্বেচ্ছামত এক এক প্রকারের ধর্ম্মমত সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। রামানন্দের শিষ্যগণের অদ্ভুত চরিত্র ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল শিষ্যের মধ্যে রঘুনাথ ওরফে আশানন্দ রামানন্দের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নভাজী, সুরদাস, রামায়ণপ্রণেতা তুলসী দাস, গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব প্রভৃতি রামানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত। ভক্তমালে ইহাদের সকলেরই চরিতাখ্যান লিখিত হইয়াছে।

শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের স্বেচ্ছানুসারে ধর্ম্ম-মত প্রবর্তিত হইলে সেই সম্প্রদায়ের উপাসকগণ পন্থী নামে অভিহিত হয়। রামানন্দের সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য কবীর যে ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করেন সেই মত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছিল। কবীরের জীবনী

কবীর পন্থা।

তাহার ধর্ম্মমত "কবীর" শব্দে দ্রষ্টব্য। বাবালাল, সাধ, সৎনামী, শ্রীনারায়ণী, শূন্যবাদী বৌদ্ধ, নানকপন্থী ও দাদুপন্থী প্রভৃতি অনেকেই কবীরের অনেক সারগর্ভবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। কবীরপন্থীদিগের বিষ্ণুর প্রতিই অধিকতর শ্রদ্ধা। দেবতার পূজাদি গৃহস্থ কবীরপন্থীদিগের অনুষ্ঠিত হইলেও এই সম্প্রদায়ের সাধুরা কোন দেব দেবীর পূজা অর্চনা করেন না। গানই ইহাদের উপাসনার প্রধান অবলম্বন। ইহারা তিলকসেবা করেন, কণ্ঠে তুলসীর মালা ও হস্তে তুলসীর জপমালা ধারণ করেন। এই কারণেই ইহারা বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ভুক্ত। অহিংসা, সত্য, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি ইহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। কবীরের দ্বাদশশিষ্য দ্বাদশ শাখার প্রবর্ত্তক। এই সকল শাখা-প্রবর্ত্তকগণের নাম ও গদির বিবরণ "কবীর" শব্দে দ্রষ্টব্য। এই সকল শাখা ব্যতীত হংস-কবীরী, দাস-কবীরী, এবং মঙ্গেল কবীরী নামে কবীর সম্প্রদায়ের আরও অনেকগুলি শাখা আছে।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের অপর প্রশাখা—খাকি সম্প্রদায়।

খাকি

ইঁহারা রামানন্দী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কীল নামক একজন ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক; রামানন্দের শিষ্য আশানন্দ, কৃষ্ণদাস নামক জনৈক বৈষ্ণবের গুরু ছিলেন। এই কৃষ্ণদাসই কীলের উপদেষ্টা। ভক্তমালে খাকি সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। এই নিমিত্ত কেহ কেহ এই সম্প্রদায়কে আধুনিক বলিয়া মনে করেন। খাকিরা বৈষ্ণব হইলেও ইহাদের আচার ব্যবহার অপরাপর বৈষ্ণবের ন্যায় নহে। খাকিরা পরিধেয় বস্ত্র মৃত্তিকা ও ভস্মে রঞ্জিত করিয়া লয়। ভস্ম বা মৃত্তিকা শব্দ হইতেই খাকি শব্দের উৎপত্তি। খাকিরা বৈষ্ণব হইলেও শৈবপ্রভাবপ্রাপ্ত। ইহারা শরীরে ভস্ম লেপন করে, মাথায় জটাধারণ করে। রাম সীতা ও হনুমান্ ইহাদের উপাস্য। কিন্তু গৃহস্থ খাকিরা সাধারণ বৈষ্ণবের ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করে। উদাসীনদের সম্বন্ধেই মাত্রপূর্ব্ব রীতি। অযোধ্যার নিকটস্থ হনুমান্ গড়ে ইহাদের প্রধান মঠ। জয়পুরে খাকিকুলগুরু কীলের প্রধান মঠ সংস্থাপিত। ফরক্কাবাদ প্রদেশে খাকি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়।

মূলুকদাসী নামে রামানুজ সম্প্রদায়ের আর এক প্রশাখা

মূলুকদাসী

আছে। মূলুকদাস এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রামানন্দী সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীতে মূলুক দাসের নামোল্লেখ আছে। যথা—

রামানন্দ
|
আশানন্দ
|
কৃষ্ণদাস
|
কীল
|
মূলুকদাস

এই সম্প্রদায় আরঙ্গজেবের সময়ে প্রাদুর্ভূত। ইহারা কপালে রক্তবর্ণ তিলক রেখা ধারণ করে এবং উদাসীনের শিষ্য না হইয়া গৃহস্থের শিষ্য হয়। শ্রীরামচন্দ্র ইহাদের উপাস্য দেবতা। ইহারা ভগবদ্গীতা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করে। বিষ্ণুপদ ও দশরত্ন প্রভৃতি গ্রন্থও উহাদের শ্রদ্ধাস্পদ পাঠ্যগ্রন্থ। মূলুক দাসের নিবাস আলাহাবাদ জেলার মাণিকপুরে। ইনি জাতিতে বণিক্। মাণিকপুরে একটী নদীতীরে এই সম্প্রদায়ের মঠ সংস্থাপিত। মূলুকদাসের বংশীয়গণ এই মঠের অধিপতি। ইহাদের বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মূলুক দাস
|
রামসনেহি
|
কৃষ্ণশাহী
|
ঠাকুরদাস
|
গোপাল দাস
|
কুঞ্জ বিহারী
|
রাম সাধু
|
শিব প্রসাদ দাস
|
গঙ্গা প্রসাদ দাস

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাদাস বর্ত্তমান ছিলেন। প্রধান মঠে শ্রীরামমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাশী, আলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন ও জগন্নাথ ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের ৬টী মঠ আছে। জগন্নাথ ক্ষেত্রে মূলুকদাসের পরলোক প্রাপ্তি হয়। এ কারণ উক্ত মঠ এই সাম্প্রদায়িকগণের নিকট সমধিক আদরণীয়।

রামানুজ সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখা ব্যতীত বৃদ্ধ শাখাও বর্ত্তমান আছে।

দাদুপন্থী

দাদুপন্থীরাই রামানুজীয় সম্প্রদায়ের বৃদ্ধশাখা। রামানন্দ রামানুজ সম্প্রদায় হইতে প্রাদুর্ভূত। কবীর রামানন্দের শিষ্য। দাদুপন্থা আবার কবীর হইতে উৎপন্ন। দাদু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কবীরপন্থীদের গুরুপ্রণালীতে দাদুর নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

দাদুপন্থীরা কেবল রামনাম জপ করেন। ইহারা বৈষ্ণব হইলেও নিরঞ্জন নির্গুণ নিরাকার রামনামীয় পরব্রহ্মের উপাসক। দাদু আমেদাবাদে ধুনুরীর কার্য্য করিতেন। ["দাদু" শব্দে দাদুর চরিত দ্রষ্টব্য।] ইনি ৩০ বৎসরে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত

প্রণালীর প্রারম্ভ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের সুপণ্ডিত শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—

"শ্রীবিদ্যানিধিরাজেন্দ্রজয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্ বয়ম্।
পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ॥"

"ক্রমাদ্ বয়ম্" পদের তাৎপর্য্য এই যে অতঃপর ক্রম গ্রন্থকর্ত্তা স্বগুরু পরম্পরায় উল্লেখ করিয়াছেন। যথাস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের আলোচনা করা হইবে।

মধ্বাচার্য্য সম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ 'মধ্ববিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। দক্ষিণাপথের বহুস্থান মাধ্বসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের বাসভূমি। এই সম্প্রদায়ে গৃহী ও উদাসীন উভয় সম্প্রদায়েরই যথেষ্ট বৈষ্ণব আছেন। ইঁহাদের মধ্যেও আবার বহু শাখা প্রশাখা দৃষ্ট হয়।

রুদ্রসম্প্রদায়।

রুদ্র হইতেও এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। পরবর্ত্তী কালে শ্রীবিষ্ণু স্বামী এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সুপ্রচারিত করেন। এই নিমিত্ত লিখিত আছে—"শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রঃ।"

অর্থাৎ রুদ্র শ্রীবিষ্ণু স্বামীকে স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। মহাদেব সদাশিব যে ভক্তিশাস্ত্র ও ভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারক এ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে। বল্লভা-চার্য্য মতানুগ প্রাভঞ্জনগ্রন্থটীকাকার তদীয় "মারুত-শক্তি" নামক টীকাগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"তত্র অস্মাকম্ রুদ্রসম্প্রদায়ঃ। অতএব তস্য ভক্তিশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকতা তত্র তত্র বর্ণয়ন্তি শ্রীমধ্বাচার্য্যাঃ। যথা পুরুষোত্তমনামসহস্রে—

"মহাদেব স্বরূপশ্চ ভক্তিদাতা কৃপানিধিঃ।
নিবন্ধে চতুর্থস্কন্ধ বিবরণেঽপি সাযুজ্যাধিকারিণাং প্রচেতসাং শ্রীশিবকর্ত্তৃকোপদেশাদেব সিদ্ধিদর্শিতা।
'তপসা সাধনে তস্য ন বন্ধো ভবতীতি হি।
তত্রাপি কৃষ্ণসেবায়াং কৃতার্থত্বং হি সর্ব্বথা॥
ইতি তান্ সর্ব্বথা তত্ত্বান্ বিলোক্যোপো হরিপ্রিয়ঃ।
প্রোবাচ সর্ব্বসন্দেহবারকং সর্ব্ববোধকম্॥'
অপিচ দ্বাদশস্কন্ধনিবন্ধে শ্রীমধ্বাচার্য্যাঃ
'ভক্তিযুক্তো মহাদেবস্তাং দাতুং শক্যস্তথা।'
এতেন মহাদেবে গুরুত্ববোধনায় তদুপনিবন্ধনমিত্যুক্তম্॥"

এই ব্যাখ্যা হতে আমরা রুদ্র প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস ও হেতু স্পষ্টতঃই দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় রুদ্রসম্প্রদায়ও যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। চারিশত বৎসরের পূর্ব্বে বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য পদবী লাভ করেন। সেই সময় হইতে এই সম্প্রদায় বল্লভাচারী নামেও খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

আমরা এই মারুতশক্তিটীকাগ্রন্থেই এই সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী দেখিতে পাই। যথা—

"আদৌ শ্রীপুরুষোত্তমং পুরহরং শ্রীনারদাখ্যং মুনিং।
কৃষ্ণং ব্যাসগুরুং শুকং তদনু বিষ্ণুস্বামিনং দ্রাবিড়ম্॥
তচ্ছিষ্যং কিল বিল্বমঙ্গলমহং বন্দে মহাযোগিনং।
শ্রীমদ্বল্লভনাম ধাম চ ভজেঽস্মৎ সম্প্রদায়াধিপম্॥"

এতদ্বারা নিম্নলিখিত গুরুপ্রণালিকা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে—

শ্রীপুরুষোত্তম
|
পুরহর (রুদ্র)
|
নারদ
|
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
|
শুক
|
বিষ্ণু স্বামী (দ্রাবিড় দেশবাসী)
|
জ্ঞানদেব
|
ত্রিলোচন
|
বিল্বমঙ্গল
|
বল্লভাচার্য্য

বলাবাহুল্য যে, এই গুরুপ্রণালিকা ধারাবাহিক নহে। ইহাতে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।

বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের গোস্বামীরা 'গোকুলস্থ গোঁসাই' বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাভঞ্জনগ্রন্থের মারুতশক্তিটীকাকার এ সম্বন্ধেও সুন্দর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

ইয়ং চ মিতাক্ষরাদৌ বিজ্ঞানেশ্বরাদিভির্ধৃতবচনাদ্ ব্রহ্মাণ্ড-শাণ্ডিল্যসংহিতায়াং ভক্তিখণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে দৃষ্টা তে যথা :—

অথাতঃ শ্রূয়তাং বিপ্রাঃ সম্প্রদায়ঃ পুরাবিদঃ।
একদা শঙ্করো দেবো গতো গোকুলমণ্ডলম্॥
তত্র বৃন্দাবনে রম্যে সচ্চিদানন্দমন্দিরে।
দ্বিভুজং ললিতং দেবং কোটিমন্মথসুন্দরম্॥
*   *   *   *
প্রণিপত্য মুদা দেবং সামগানাদতোষয়ৎ।
জগতো হি সমুদ্ধর্ত্তুং সম্প্রদায়স্য লব্ধয়ে॥
*   *   *   *
তদা হর্ষসমাবিষ্টো নারদেন প্রসাদিতঃ।
অসৌ তদেব সন্মার্গং প্রতস্থে যৎ শ্রীপতের্ম্মুখাৎ॥
নারদোঽপি মহাযোগী পরমানন্দপূরিতঃ।
অজং প্রসাদিতঃ প্রাহাধ্যাসাদাবিষ্ণুতেজসে।

কৌণ্ডিন্যায় ময়া প্রোক্তো গর্গাচার্য্যমহাত্মনে।
ব্যাসস্ত ব্যক্তিপুত্রায় ব্রহ্মরাতায় বিষ্ণবে।
অথ কলৌ সংপ্রবৃত্তে পূর্ব্বাচার্য্যৈরথাগতৈঃ॥
ভবিষ্যতি পরা ভক্তিঃ কিঞ্চিৎকালং মুনীশ্বরাঃ।
বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞৈ বৈষ্ণবৈ ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ॥
নির্ব্বাহিতা ততো ভক্তি র্লুপ্তপ্রায়া ভবিষ্যতি।
তদাপি শ্রীপতেরস্য শ্রীয়ানুগ্রহতো হরেঃ॥
মাথুরে মণ্ডলে তত্র গোকুলেঽস্মিন্ গিরাবপি।
প্রাদুর্ভাবিষ্যতি মহাপুরুষঃ কৃপয়ান্বিতঃ॥
তস্মাঃ সংপ্রাপ্তয়ে তত্র সম্প্রদায়ং বিরক্ষিষুঃ।
মহাত্মা সুমহাতেজা ভগবদ্বদনোদিতঃ।
প্রাদুর্ভাবিষ্যতি ততঃ সর্ব্বশ্রুতিবিশারদঃ॥
যোগী যোগীশ্বরঃ বৈ সম্প্রদায়ং বাদষ্যতি॥ ইত্যাদি

অত্র "বিষ্ণবে" বিষ্ণুস্বামিনায়েইত্যর্থঃ। "ভগবদ্বদনোদিতঃ ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যঃ।

শাণ্ডিল্যসংহিতা গ্রন্থ হইতে উপরিধৃত অংশ উদ্ধৃত করিয়া সম্প্রদায়ের পণ্ডিত বল্লভাচার্য্য স্বীয় সম্প্রদায় উৎপত্তির ইতিহাসের আনুষঙ্গিক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার ভাবার্থ এই যে, হে বিপ্রগণ! আপনারা রুদ্রসম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করুন। একদিবস শঙ্করদেব গোকুলমণ্ডলে গিয়া শ্রীবৃন্দাবনে সচ্চিদানন্দ মন্দিরে কোটিমন্মথসুন্দর ব্রজস্ত্রীগণসেবিত মুনিগণ পূজিত লীলাবিগ্রহ শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করিয়া সাম্প্রদায়িক তাঁহার পরিতুষ্টিসাধন এবং ভক্তিধর্ম্ম ও সম্প্রদায় স্থাপনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে শ্রীপতি তাঁহাকে সম্প্রদায়স্থাপনের উপদেশ প্রদান করেন। নারদমুনির সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া শঙ্কর নারদের নিকট সেই উপদেশ কীর্ত্তন করিলেন, নারদ উহা বেদব্যাসকে শিক্ষা দিলেন। আমি কৌণ্ডিন্য গর্গাচার্য্য মহাত্মগণকে সেই উপদেশ প্রদান করিলাম। ব্যাস আপন পুত্র শুককে সেই শিক্ষা দিলেন। শুকদেব বিষ্ণুকে অর্থাৎ বিষ্ণুস্বামীকে সেই ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর এই শাণ্ডিল্যসংহিতার ভবিষ্যবাণীর রীত্যনুসারে বল্লভাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবের স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভাবে কালে ভক্তি লুপ্তপ্রায় হইবে। তখন শ্রীপতি হরির অনুগ্রহে মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত গোকুলে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে। তিনি পরাভক্তির পুষ্টি এবং সম্প্রদায় দ্বারা রক্ষা করিবেন। তিনি শ্রীভগবানের বদন হইতে উদিত হইবেন। সর্ব্বশ্রুতি তাঁহার পরিজ্ঞাত থাকিবে, যোগীরাও তাঁহাকে যোগীশ্বর বলিয়া মান্য করিবে। ইনি ঘোরকলিকালে আসিয়া ভক্তি প্রচার করিবেন। ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ইনি প্রেমরসের সঞ্চার করিয়া দিবেন, স্বসম্প্রদায়ের আচার বিস্তার করিবেন। ইহার বিবিধ আশ্চর্য্য চরিত্র সন্দর্শনে লোক সকল চমৎকৃত হইবে। ইনি জীবগণকে হরিভক্তি প্রদান করিবেন ইত্যাদি। এইরূপে শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের চরিত্রের প্রাগাভাস প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার যাবতীয় চরিত্র বল্লভাচার্য্য শব্দে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। আমরা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেও বল্লভাচার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভভট্ট মিলিলা আসিয়া।
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবত বুদ্ধ্যে কৈলা আলিঙ্গন॥
মান্য করি প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা।

•   •   •

তোমারে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি ইথে নাহি আন॥

•   •   •

জগৎ তারিলা কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥"

সূক্ষ্মদর্শী বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিবামাত্রই তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য যে শ্রীমদ্ভাগবতের একখানি টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, শ্রীচরিতামৃতেও তাহার প্রমাণ আছে। যথা—

"ভট্ট কহে ভট্ট যাচে প্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছোঁ লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ।

•   •   •

আর দিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।

•   •   •

সেহ ব্যাখ্যা করে, যাঁহা যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নহে, তাতে স্বামী নাহি মানি॥
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন"

১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন, শ্রীগৌরাঙ্গের

জন্ম সময় ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বল্লভ মহাপ্রভু অপেক্ষা ৬ বর্ষ বড়। শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যের পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট যখন সস্ত্রীক কাশীধামে গমন করেন, তখন পথিমধ্যে চম্পারণ্যে আচার্য্যের জন্ম হয়। তীর্থযাত্রী জনকজননী ভগবানের করুণাশ্রয়ে সন্তানকে ফেলিয়া রাখিয়া তীর্থে গমন করেন। পরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গোকুলে গমন করেন। দ্বাদশ বর্ষ কালেই আচার্য্য-প্রবর দিগ্‌বিজয়ে বাহির হন। দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে গমন করিয়া তিনি শৈব ও স্মার্ত্তদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমত সংস্থাপন করেন। ["বল্লভাচার্য্য" শব্দে এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।] ৫২বর্ষ বয়সে ইনি ৮৪টী শিষ্য রাখিয়া অন্তর্দ্ধান করেন। ইহার দ্বিতীয় পুত্র বিঠলনাথজী ইহাঁর গদি প্রাপ্ত হন। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বিঠল নাথজীর জন্ম হয় এবং ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটে। ইহার ৪ কন্যা এবং সাত পুত্র।

গিরিধরজী	১৫৪০ খৃঃ জাত
গোবিন্দ রায়	১৫৪২ " "
বালকৃষ্ণজী	১৫৪৯ " "
গোকুল নাথজী	১৫৫১ " "
রঘুনাথজী	১৫৫৪ " "
যদুনাথজী	১৫৫৬ " "
ঘনশ্যামজী	১৫৬১ " "

ইহারা সকলেই ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অনেকানেক লোক শিষ্যাদি করিয়া স্বসম্প্রদায়ের বহুল বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের শিষ্যক্রমে এই সম্প্রদায় স্বতন্ত্র শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে গোকুল নাথই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ হইয়াছিলেন। এখনও গোকুলনাথজীর বংশধরগণেরই অধিক প্রভাব এবং ইহাঁরাই "গোকুলস্থ গোস্বামী" বা 'গোকুলে গোঁসাই' নামে প্রসিদ্ধ।

গোকুলনাথজীর শাখা বোম্বাই, কচ্ছ, কাথিয়াবাড়, মধ্যভারত প্রভৃতি বিশেষতঃ মালবে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মথুরা, বৃন্দাবন ও কাশীতে এই সম্প্রদায়ের শ্রীমন্দির আছে। কাশীতে দুইটি মন্দির—নাথজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির। কাঁকরোলির শ্রীনাথদ্বার-মন্দিরটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী ধনাঢ্য বহুতর ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের শিষ্য। জগন্নাথ ক্ষেত্র ও দ্বারকা এই সম্প্রদায়ের ধাম বলিয়া গণ্য।

বল্লভাচারী সম্প্রদায় বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী। ইহারা পঞ্চবিধ মুক্তিই স্বীকার করেন। শ্রীকৃষ্ণই ইহাদের পরম দেবতা। ভক্তিই মোক্ষের সাধন। [এই সম্প্রদায়ের দৈবাহিক তত্ত্ব সম্বন্ধে "বেদান্ত" শব্দ দ্রষ্টব্য।]

(সেবা মুক্ত তত্ত্ব)

মঙ্গলারতি, শৃঙ্গার, গোয়াল, রাজভোগ, উত্থাপন ভোগ, সন্ধ্যা, শয়ন ইত্যাদি প্রকারে সেবার বিধান আছে। এতদ্ব্যতীত রথযাত্রা, রাসযাত্রা জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বোৎসবেও বিশেষ অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় "বল্লভাচারী" শব্দে দ্রষ্টব্য।

(সেবাসেবা)

ইহারা ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রেখা টানিয়া নাসামূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকার করিয়া মিলাইয়া দেন। পুণ্ড্র রেখাদ্বয়ের মধ্যে একটী গোলাকার রক্তবর্ণ বিন্দু অঙ্কিত করা হয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ ও তিলক অঙ্কনের নিয়ম, এ সম্প্রদায়েও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও জপের মালা ও কণ্ঠে ধারণার্থ তুলসীমালা ব্যবহার করেন। পুষ্টিমার্গ প্রকৃতির ধর্ম্ম মত "সাম্প্রদায়" শব্দে দ্রষ্টব্য।

(বৈষ্ণব চিহ্ন)

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়।

চতুঃ সন হইতে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের উৎপত্তি। প্রাচীন সময়ে চতুঃসন নামে এক বৈষ্ণবসম্প্রদায় ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে চতুঃসন শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য বা নিম্বার্কাচার্য্যকে স্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে গ্রহণ করেন। এই জন্য চতুঃসম্প্রদায়জ্ঞাপক সুবিখ্যাত শ্লোকটীর শেষ পাদ এই যে—

"নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

অর্থাৎ চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে স্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে স্বীকার করিলেন। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে চতুঃসনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আদৌ কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। শ্রীভাগবতপাঠে জানা যায় যে হরি চতুঃসনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন যথা—

"তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে
আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।" (২।৭।৫)

ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন :—

"স হরিঃ চতুঃসনোঽভূৎ :—সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দনঃ। সনাতন ইতি চত্বারঃ সনশব্দা নাম্নি যস্য সঃ। কথম্ভূতাৎ স্বতপসঃ সনাৎ অখণ্ডিতাৎ যদ্বা স্বতপসঃ সনাৎ দানাৎ সমর্পণা দিত্যর্থঃ সনু দানে"। আপচ—

'দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত।
ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসাঽন্যাংস্ততোঽসৃজৎ॥৩
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥৪
তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ॥৫'

(শ্রীভাগবত ৩ স্কন্ধ ১২ অধ্যায়)

এস্থলে চতুঃসনের উৎপত্তিপ্রকরণ জানা যাইতেছে। চতুঃসন যে মোক্ষধর্ম্মনিরত এবং বাসুদেবপরায়ণ ছিলেন এখানে তাহাও জানা যাইতেছে। এই চতুঃসন যে যোগশাস্ত্রাদির আচার্য্য ছিলেন, বামনপুরাণপাঠে তাহাও জানা যায় যথা—

"ধর্ম্মস্য ভার্য্যা হিংসাখ্যা তস্যাং পুত্রচতুষ্টয়ম্।
সংপ্রাপ্তং মুনিশার্দ্দূল যোগশাস্ত্রবিচারকম্॥
জ্যেষ্ঠঃ সনৎকুমারোঽভূৎ দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ।
তৃতীয়ঃ সনকো নাম চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ॥
সাংখ্যবেত্তারমপরং কপিলং বোঢ়ুমাসুরিম্।
দৃষ্ট্বা পঞ্চশিখং শ্রেষ্ঠং যোগযুক্তং তপোনিধিম্॥

*　　*　　*

সনৎকুমারস্তাত্যেত্য ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং।
অপৃচ্ছদ্ যোগবিজ্ঞানং তমুবাচ প্রজাপতিঃ॥
কথয়িষ্যামি তে সাংখ্যং যদি পুত্রেতি মে বচঃ।
শৃণোষি কুরুষে তচ্চ জ্ঞানং সাংখ্যং শ্রুতো ভব॥"

(বামনে ৫৭।৫৮ অধ্যায়ে)

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের যে ৩।৪।৫ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার টীকায় শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

'সনকঞ্চেতি। সাংখ্যযোগবৈরাগ্যতপাংসীতি চত্বার্য্যেব বিদ্যাস্তচ্চতস্রো মূর্ত্তয়স্তাসামেব সনকাদিচতুষ্টয়রূপেণাবির্ভাবঃ। কিন্তু ভক্ত্যা বিনা বিদ্যয়া বৈফল্যাৎ তদ্‌বৃত্তিষু তপ আদিষ্বপি ভক্তিগুণীভূতা সতী তিষ্ঠেদিতি সনকাদয়োঽপি ভক্তিমন্ত এব দৃষ্টাঃ। মুখ্যা ভক্তেরাবির্ভাবস্তু নারদরূপেণাগ্রে বক্ষ্যতে।'

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, চতুঃসন মোক্ষধর্ম্মাবলম্বী ও বাসুদেবপরায়ণ ছিলেন, সাংখ্যযোগতপো বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াও ভক্তিমান ছিলেন। সাত্বতধর্ম্মের এই প্রাচীনতম চতুঃসনই, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক। অতঃপর নারদ, ব্যাস ও শুকাদিক্রমে আচার্য্যপরম্পরায় চতুঃসন-প্রবর্ত্তিত সাত্বতধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রচারিত হয়। অতঃপর শ্রীমন্নিম্বার্ক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকৃত হন। ইহার প্রকৃত নাম শ্রীমন্নিয়মানন্দ, অতঃপর ইনি ভাস্করাচার্য্য, নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। নিম্বার্কসম্প্রদায় চলিতভাষায় নিমাৎসম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তমালে লিখিত আছে, ইনি সূর্য্যাবতার, পাষণ্ডদমনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ইহার নিম্বাদিত্য নাম কেন হইল? [ভক্তমালে তৎসম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে, উহা নিম্বার্ক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কেহ কেহ বলেন, ইহার প্রকৃত নাম ভাস্করাচার্য্য। কিন্তু আমরা "পরপক্ষগিরিবজ্র" নামক নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একখানি সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তবিচারগ্রন্থে দেখিতে পাই, ইনি নিয়মানন্দাচার্য্য নামে খ্যাত। তদ্ যথা :—

"ইহ খলু ব্রহ্মেশাদিকিরীটকোটীড়িতপাদপীঠোঽনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকশক্তিবৈভবঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপোঽনন্তাচিন্ত্যস্বাভাবিকজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকারুণ্যবাৎসল্যদয়াতিতিক্ষাদিকল্যাণগুণালয়ো জগজ্জন্মাদিহেতুর্বেদৈকজ্ঞেয়ো মুক্তগম্যো মুমুক্ষুধ্যেয়ো রমানিবাসো বিশ্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বরো মুকুন্দঃ পরব্রহ্মাখ্যঃ শ্রীভগবান্ বাসুদেবঃ শ্রীপারাশর্য্যরূপেণ সত্যবত্যামবতীর্য্য সর্ব্বেষাং তৎপুরুষার্থসিদ্ধয়ে স্বনিঃশ্বসিতান বেদান্ ঋগ্‌যজুঃসামাদিরূপেণ বিভজ্য স্ত্রীশূদ্রজ্ঞানাদিদীর্ঘয়া ভারতাদীনানুবিধায় মুমুক্ষুজনানুকম্পয়া চ শারীরিকমীমাংসাখ্যং বেদান্তশাস্ত্রং সূত্রয়ামাস। তস্য চ কলাবুচ্ছিন্নসম্প্রদায়তাপত্ত্যা তৎপ্রবর্ত্তয়িতুকামো নিয়মানন্দাচার্য্যাখ্যস্তদ্ব্যাখ্যানং বাক্যার্থরূপেণ সংগৃহীতবান্। তচ্ছাস্ত্রং শঙ্করাবতারো ভগবান্ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-নিগদং বভাষ।"

এই উদ্ধৃতাংশে আমরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে পাইতেছি, তদ যথা—

১। নিম্বাদিত্যসম্প্রদায়ের উপাস্য বেদান্তবেদ্য শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষের স্বরূপ ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছেন।

২। বেদব্যাস যে এই সম্প্রদায়েরও সম্প্রদায়িক গুরু ইহাতে তাহাও জানা যাইতেছে।

৩। শ্রীমৎ নিয়মানন্দ যে এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বেদান্তসূত্রের বাক্যার্থ রচনা করিয়াছেন, একথাও স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে।

৪। শ্রীনিবাসাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের শঙ্করাবতার বলিয়া সমাদৃত। ইনি স্বীয় গুরু নিয়মানন্দের বাক্যার্থাবলম্বনে বেদান্ত-সূত্রের সুবিবৃত ভাষ্য করিয়াছে।

৫। এই সম্প্রদায় যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণ বৈভবাদি স্বীকার করিয়া থাকেন, পরব্রহ্মের বিশেষণাবলীতে তাহাও স্পষ্টতঃই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বালগোপাল মূর্ত্তির উপাসক।

দেবপূজা

ইঁহারা "জয়গোপাল" "জয়গোপাল" ধ্বনি করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ-যুগলও ইঁহাদের উপাস্য। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজার সাধারণ বিধির ন্যায় ইহাদেরও পূজার বিধি আছে। পূজা, ভোগ, আরত্রিক, স্তবপাঠ ইঁহাদের মন্দিরে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাদের 'শ্রীনিম্বার্কব্রতনির্ণয়' নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থ দৃষ্টি-গোচর হয়।

বেদান্ত তত্ত্ব ও উপাসনা প্রণালী

ইঁহারা ভেদাভেদ-বাদী। কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মই ইঁহাদের উপাস্য দেবতা। ইঁহারা সালোক্যাদি মুক্তি স্বীকার করেন। ভক্তিই মোক্ষের সাধন, ধ্রুবানুস্মৃতিই ভক্তি নামে অভিহিত। যথা—

"তৎসাধনে স্বাধিকারানুরূপং প্রবর্ত্তেত তত্রাদৌ যথাধিকারং ভগবদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ ততো ভগবদীয়ানুগ্রহ-সৎসঙ্গতেন সংস্কৃতমনস্কস্য মুমুক্ষো বৈরাগ্যাদিপূর্ব্বকজিজ্ঞাসয়া শ্রবণাদিলক্ষণয়া তৎস্বরূপাদিবিষয়কং পরোক্ষজ্ঞানং ততো ধ্যানপরিপাকজন্যা পরাভক্তিপর্য্যায়রূপা ধ্রুবা স্মৃতিস্তথা চ তদনুগ্রহেণ তৎসাক্ষাৎকারস্ততো মোক্ষঃ। (পরপক্ষ গিরিবজ্র ৩য় অধ্যায়।)

অর্থাৎ প্রথমতঃ ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তসংস্কার করা কর্ত্তব্য। অতঃপর বৈরাগ্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রয়োজনীয়। ইহা হইতে শ্রবণাদিলক্ষণ সাধন দ্বারা তাঁহার স্বরূপাদি বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাদৃশ জ্ঞান হইলে ধ্যানের অবস্থা আবির্ভূত হয়। ধ্যান পরিপাক হইলে পরাভক্তি পর্য্যায়রূপ ধ্রুবাস্মৃতি জন্মে। এই অবস্থায় তাঁহারই অনুগ্রহে সৎসাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। [বেদান্ত শব্দে এই সম্প্রদায়ের বেদান্তবাদি দ্রষ্টব্য।]

বৈষ্ণব চিহ্ন

গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার তিলকবিন্দু প্রদত্ত হয়। ইঁহারা গলদেশে তুলসীমাল্য ধারণ করেন এবং জপেও তুলসীর মাল্য ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম্মগ্রন্থ

বেদান্তসূত্র, তদ্ভাষ্য, শ্রীভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ইঁহাদের প্রামাণিক গ্রন্থ।

শাখা

নিম্বাদিত্যের দুই শিষ্য হইতে দুই শাখার উৎপত্তি। এক জনের নাম হরিব্যাস অপরের নাম কেশবভট্ট। ইঁহাদের এক শ্রেণী বিরক্ত ও অপর শ্রেণী গৃহস্থ। মথুরার নিকট যমুনাতীরে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বাদিত্যের গদি আছে। পশ্চিমাঞ্চলে ও মথুরায় অনেক নিমাৎ আছেন। [সবিস্তার ধর্ম্মমত "সাত্বত" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে দাক্ষিণাত্যবাসীদের নামই সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ যোগ্য, ভারতবর্ষে নদ নদীর স্রোত উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত। কিন্তু বিষ্ণুপাদোদক শ্রীভগবদ্ভক্তির প্রবাহ ইহার বিপরীত। দক্ষিণদিক্ হইতে ভক্তির বিমল প্রবাহ উদ্ভূত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে পীযূষ ধারায় পরিষিক্ত করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ভক্তিধর্ম্মের প্রবাহ যখন পরিক্ষীণ হইয়া পড়িল, চারিদিক যখন অসার উপধর্ম্মে, নিষিদ্ধাচারে এবং ভগবদ্ বহির্মুখতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে যখন অধর্ম্মের ঘোর গভীর অন্ধকার বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন এই বঙ্গদেশে প্রেমভক্তির এক অলৌকিক বিগ্রহ শারদাকাশের পূর্ণ শশীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইলেন। বুদ্ধিমান্ হৃদয়বান ও বিদ্বান্ বাঙ্গালী সমাজের কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপে বাঙ্গালীর গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের উদয় হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গচরিতাখ্যায়ক কবিরাজ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন—

"নদীয়া উদয় গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হইল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥"

১৪০৭ শকে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হন। ইঁহার কতিপয় বৎসর পর হইতেই বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্মের সিন্ধূচ্ছ্বাস কল কল নাদে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। এই গৌরাঙ্গের লীলা চরিত্র এখানে বর্ণিত হইবে না। [উহা "চৈতন্যচন্দ্র" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেও এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা পরিশ্রুত হইত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও চণ্ডীদাসের গান বাঙ্গালার ধর্ম্ম ইতিহাসে আকস্মিক আবির্ভাব নহে। রাধাকৃষ্ণ নামে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার প্রাণ নাচিয়া উঠিত, রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তখনও বাঙ্গালীর হৃদয় সুধাধারায় পরিষিক্ত করিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী বাঙ্গালীর হৃদয়ের অনভিব্যক্ত ভাবরাশির আবেগময়ী অভিব্যক্তির প্রবাহ মাত্র। রামানুজী, মধ্বাচারী, রামাৎ ও নিমাৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের ভক্তিতত্ত্ব এদেশে তখনও প্রচারিত হয় নাই, সুপণ্ডিতগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ভাগবত ছিলেন, কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম এদেশের জনসাধারণ তখনও গ্রহণ করে নাই। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপের অর্থবৈভব, বিদ্যাবৈভব ও ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের আদিখণ্ড ২য় অধ্যায়ে তাহার একটী সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে—

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষলোক স্নান করে॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের বর্ণনা পাঠে মনে হয় বর্ত্তমান কলিকাতা রাজধানী হইতেও তখন নবদ্বীপ অধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। বিদ্যাচর্চ্চাতেও নবদ্বীপ তখন ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল যথা—

"ত্রিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ॥
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেহ ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা ধরে॥
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটী অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপ জ্ঞানবিদ্যার বিপুল নিকেতন নবদ্বীপ রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনবিদ্যার এই রম্য রাজধানীতে এবং সমগ্র মফঃস্বলে ধর্ম্মের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বিবরণও এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। যথা—

"রমা দৃষ্টি পাতে সর্ব্বলোকে সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায়মাত্র ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সভে নাম মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে কন্যা পুত্রের বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহ না জানয়ে গ্রন্থ অনুভব॥
*　*　*
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সভার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুবুদ্ধি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥ *　*
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম।
নিরবধি বিদ্যাকুলে করেন ব্যাখ্যান॥"

এই ভয়ানক কৃষ্ণভক্তিরসশূন্য বিষয়বিষের ভীষণ মরুতে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণনাম-প্রচারের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

জনসাধারণ যে কেবল বিষয়রসে মত্ত ছিল, অথবা আমোদের জন্য উপধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত তাহা নহে, তান্ত্রিকতার নামে তখন অতি জঘন্য কদাচার সমাজে জীবন্ত পাপের বিষময় স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। যথা—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥"

সম্প্রদায়ের এইরূপ দুরবস্থা হইলেও তখনও এদেশে ভক্ত ভাগবত সম্প্রদায়ের একান্ত অভাব হয় নাই। যথা—

স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন॥"

মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেন কচিৎ কুত্রাপি কেহ কেহ তাঁহাদের শিষ্য হইতেন। নবদ্বীপেও বৈষ্ণব সন্ন্যাসিদের শুভাগমন হইত। কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথা গ্রহণ করিত না। কিন্তু একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত এই সময়ে নবদ্বীপে সুবিখ্যাত হইয়া উঠেন, ইঁহার নাম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। যথা—

অদ্বৈতাচার্য্য

"সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্বলোকধন্য॥
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্ব্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার॥"

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের চরিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ইনি মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। এই সময়ে এদেশে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের পুরী গিরি ভারতীর শুভাগমন করিয়া ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেন। অদ্বৈতাচার্য্য সুবিখ্যাত শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করেন। যথা—

"শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণসংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্বশ্রীপদ্মনাভশ্রীমন্নৃহরিমাধবান্॥
অক্ষোভ্যজয়তীর্থশ্রীজ্ঞানসিন্ধুদয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধিরাজেন্দ্রজয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যঞ্চ শ্রীচৈতন্যমহং ভজে॥" (প্রমেয়রত্নাবলী)

ইহাতে জানা যায়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য লক্ষ্মীপতি শিষ্য শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর-পুরীও মাধবেন্দ্রের শিষ্য। এই গুরুপ্রণালী অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায় মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই পরিচিত।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামিকৃত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতেও গুরুপ্রণালিকা দৃষ্ট হয়। তদ্যথা—

"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মজগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপি শিষ্যতাম্॥
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ।
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভুবনে স্থিতাঃ॥
ব্যাসাল্লব্ধ্বা কৃষ্ণদীক্ষাং মধ্বাচার্য্যমহাশয়ঃ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্॥
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া।
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ॥
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ।
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূৎ তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ॥
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ॥
জয়ধর্ম্মমুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ॥
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্॥
শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো ভক্তিধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ॥
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
শ্রীতিপ্রয়ো বৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ।
কলয়ামাস প্রেমাণং শ্রীমাধুর্য্যরসাত্মকম্॥
উজ্জ্বলং শুচিনামানমযাস্ত্যামোদাদি বর্জ্জিতম্।
পরিণামে কৃষ্ণপ্রেমমাত্রাকাঙ্ক্ষী সদাশয়ম্॥ • •
প্রেয়োরীকৃত্য শ্রীগৌরঃ শ্রীঈশ্বরপুরীং স্বয়ম্।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্॥
স্বীকৃত্য রাধিকা-ভাবকান্তী পূর্ণসুবর্ণতে।
অন্তর্কহীরসাম্ভোধিঃ শ্রীমন্মদনমোহনঃ॥" ইত্যাদি।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে এই তালিকা হইতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী প্রদর্শন করিয়াছি। তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম্ম। এই জয়ধর্ম্মের দুই শিষ্য—একজন ভক্তিরত্নাবলীপ্রণেতা বিষ্ণুপুরী, অপরটী পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের উদ্ভব। সুতরাং নিম্নলিখিতরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গুরুপরম্পরায় অবলম্বিতাংশ প্রদর্শিত হইতেছে—

মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট যখন অদ্বৈতাচার্য্য দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখনও গৌরবিধুর প্রেমোজ্জ্বল কিরণে বঙ্গের ধর্ম্মাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই, কিন্তু তখন চারিদিকে শক্তিশালী বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব হইতেছিল, এবং দূর দূরতর দেশ হইতে ভক্তগণ শ্রীধাম নবদ্বীপ ধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বেই যেমন সুবিমল নীলাকাশে অনন্ত জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্র মালার উদয় হয়, গৌরচন্দ্রমার উদয়ের পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপ ও অন্যান্য বহুস্থানে উক্ত বৈষ্ণবগণের সেইরূপ আবির্ভাব ও সমাগম হইতেছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন—

"প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্বপরিকর।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ ভিতর॥
• • •
কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে, ওড্রদেশে, শ্রীহট্ট পশ্চিমে॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন॥"

এই সময়ে বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ বঙ্গের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া তথায় ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের প্রয়াস পাইতেছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ভক্তিলতাবীজ চারিদিকে উপ্ত হইতেছিল। আমরা শ্রীচরিতামৃতেও ইহার আভাস পাই, যথা—

"শ্রীচৈতন্যমালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তিকল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছা পাণি॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেম পূর।
ভক্তি কল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বর পুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ।
সকল শাখার সেই স্কন্ধমূলাশ্রয়।
পরমানন্দপুরী আর কেশবভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল।

• • • •

একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৯ম পরিচ্ছেদ।

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই ভক্তিকল্পতরুর আভাস দিয়া রাখিয়াছেন, যথা—

আশ্চর্য্যং। যস্য কন্দো যতিমুকুটমণি র্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ,
শ্রীলাদ্বৈতপ্ররোহস্ত্রিভুবনবিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধূতঃ।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাদ্যা রসময়বপুষঃ স্কন্ধশাখাস্বরূপাঃ
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথফলং প্রেমনিষ্কৈতবং যৎ॥
অপিচ—
ব্রহ্মানন্দং ভিত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাক্তনীড়ং
রাধাকৃষ্ণাখ্যলীলাময়খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যচ্ছায়াভবাধ্বশ্রমশমনকরী ভক্তিসঙ্কল্পসিদ্ধি-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ।"

প্রথম অঙ্ক।

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য কল্পবৃক্ষ এক অদ্ভুত বস্তু। যতিকুলের মুকুটমণি মুনিবর মাধবেন্দ্র পুরী ইঁহার মূল, শ্রীল অদ্বৈত ইঁহার প্ররোহ, অবধূত নিত্যানন্দ ইঁহার স্কন্ধ, বক্রেশ্বরাদি পণ্ডিতগণ ইঁহার মূল শাখা, ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গ মধুররসে পরিপূর্ণ, ভক্তিযোগ এই কল্পতরুর কুসুম অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমই ইঁহার ফল। যাঁহার শিখর ব্রহ্মানন্দ ভেদ করিয়া বিরাজিত ও রাধাকৃষ্ণ লীলাময় খগমিথুনের যিনি নিরন্তর আশ্রয় স্বরূপ, যাঁহার ছায়ায় সংসারপথের পথশ্রান্তি প্রশমিত হয়, ভক্তগণের অভীষ্টদাতা সেই চৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষ এই অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের, এমন কি সমগ্র ভারতের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে ভক্তি-ধর্ম্মের যে অভিনব প্রবর্ত্তন বন্যাপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়, মাধবেন্দ্র পুরী ও শ্রীপাদঅদ্বৈতাচার্য কে আমরা সেই ভক্তিজাহ্নবীর ভগীরথ রূপে মনে করিয়া থাকি। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিতেছেন, যদি শ্রীগৌরচন্দ্রিমার আবির্ভাব শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্যের দুশ্চর তপস্যার অমৃতময় ফল স্বরূপ, যথা—

"কৃষ্ণ শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত বড় মনে পায় দুখ॥
স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবেত অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াক্তি।
বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাও এথাক্তি॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥
নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক চিত্ত হৈয়া॥
অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সই প্রভু কহিয়া আছেন বার বার॥" (আদি ২য় অঃ)

শ্রীচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের উপসংহারেও এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে হ্লাদিনী শক্তিসমন্বিত সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া বিশ্বাস করেন। পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের অকৈতব প্রার্থনায় গোলকেশ্বর ধরাধামে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া বিমল ভক্তি সিদ্ধান্ত ও অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের শিক্ষা এ জগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মাত্রেই ইহা বিশ্বাস করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাদৃত ও সম্মানিত, কিন্তু গৌড়েশ্বর বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বয়ং ভগবান অবতার বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম চারিটী অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান্, ইনিই যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ইহা ছাড়া যে আর কোন পরতত্ত্ব নাই, ইহাতে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপিত এবং শাস্ত্রযুক্তি ও বহুতর প্রমাণ দ্বারা সেইগুলি সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের ইহাও এক বিশিষ্টতা।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম ভক্ত বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ পণ্ডিত সর্ব্বসম্মানিত অদ্বৈতাচার্য্য এবং নিত্যপ্রেমময় কলেবর শ্রীমন্নিত্যানন্দও শ্রীগৌরাঙ্গের অংশ ও অবতার বলিয়া সম্মানিত হন। নিত্যানন্দ বলরাম এবং অদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণু বলিয়া এই সম্প্রদায়ের আরাধ্য এতদ্ব্যতীত ভক্ত শ্রীবাসাচার্য্য শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত, ইঁহারাও এই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের নিকট ভাব ও ভগবৎ শক্তিরূপে পূজনীয়। [নিত্যানন্দ চরিত "নিত্যানন্দ" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ লইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের পঞ্চতত্ত্ব। শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

পঞ্চতত্ত্ব

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"

ঐ পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা এইরূপ—

১। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিকশেখর॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।

২। ভক্তস্বরূপাবতার নিত্যানন্দ ভাই॥

৩। ভক্তঅবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্বসারে "প্রভু" করি গাই॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি।

৪। চতুর্থ যে ভক্ত তত্ত্ব আরাধক জানি॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধ ভক্ততত্ত্ব মধ্যে সভার গণন॥

৫। গদাধর আদি প্রভুর শক্তি অবতার।
"অন্তরঙ্গ ভক্ত" করি গণন যাহার॥

ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পঞ্চতত্ত্ব। [তান্ত্রের পঞ্চতত্ত্ব এবং বৌদ্ধ সম্বন্ধীয় পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে স্থানান্তরে আলোচ্য।]

শ্রীচরিতামৃতকার বলেন—

অবতারের হেতু

"রসিক শেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদগম॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর এবং পরম করুণ, এই দুইগুণই তাঁহার এই অবতারের কারণ। পরম করুণ দয়াময় ভগবান্ মানুষের মধ্যে মানুষের বেশে আসিয়া প্রেম ও নাম কীর্ত্তন প্রচার করিয়া মানুষের উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিলেন। ইহা কেবল তাঁহার করুণার পরিচয়। কিন্তু ইহা বহিরঙ্গ। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম নাম বিস্তারিতে এই অবতার॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥"

এই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য যে কি, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর তদীয় কড়চাগ্রন্থে অতি সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্ যথা—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কীদৃশ, যে প্রণয় মহিমাদ্বারা ইনি আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, আমার সেই মধুরিমাই বা কি প্রকার, আর আমার অনুভবে ইনি কীদৃশ সুখই বা প্রাপ্ত হন, এই তিন বিষয়ের লোভ হেতু শ্রীরাধাভাবে ভাবিত হইয়া স্বয়ং হরি শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীচরিতামৃতে এবং উহার টীকায়, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের বহুল পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ লঘুভাগবতামৃতের টীকায় এ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থের টীকাতেও অনেকগুলি প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঊর্দ্ধাম্নায়-সংহিতা ও যামল প্রভৃতি হইতেও অনেকে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের কটাক্ষও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েকটী প্রামাণ্য শ্লোকও সবিশেষ আলোচ্য, তদ যথা—

অবতারের প্রমাণ

১। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
(শ্রীভাগবত ১১।৫।৩২)

২। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
(শ্রীভাগবত ১০।৮।১৩)

৩। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদঃ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥
মহাভারতে বিষ্ণুসহস্র নাম স্তোত্রে।

এই প্রমাণত্রয় সদ্বিবেচক কুতর্কস্পৃহাবিবর্জ্জিত সুধী পণ্ডিতগণের উপেক্ষণীয় নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাবের সময়ে এদেশের প্রতিভাসম্পন্ন প্রধান প্রধান বহু সন্ন্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিত, প্রধান প্রধান ভক্ত, প্রধান প্রধান বীর ও রাজা এমন কি বিধর্ম্মী মুসলমানগণ পর্য্যন্ত তাঁহার ঐশ্বরিক প্রভাব ও ভক্তির অলৌকিক ও অত্যদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই মনে করিতেন। এই সম্বন্ধে সমস্ত মহানুভাবগণের প্রবলতর অনুভবও বিশিষ্ট প্রমাণ।

শ্রীগৌরাঙ্গসম্প্রদায়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য, প্রভু বলিয়া সম্মানিত। ইঁহাদের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। এই দুই প্রভুই মহাপ্রভুর অঙ্গের স্বরূপ। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দের নামই মহাপ্রভুর নামের সহিত সতত উচ্চারিত হইয়া থাকে। কানাই বলাই নামের ন্যায় গৌরনিতাই নামও বৈষ্ণবগণের মুখে সতত উচ্চারিত হইয়া থাকে। গৌরনিতাই-এর নামসঙ্কীর্ত্তন গীত হয়, উঁহাদের যুগলমূর্ত্তি বৈষ্ণবগণের গৃহে অর্চ্চিত হয়, তিলকমুদ্রাতেও এদেশীয় বৈষ্ণবগণ "গৌরনিতাই" বা "গৌরনিত্যানন্দ" নামাঙ্কিত মুদ্রা ধারণ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই যুগল নামের নিরতিশয় প্রভাব। শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
"কৃষ্ণ" বলিলে অপরাধীর না হয় বিচার॥

• • •

চৈতন্যনিত্যানন্দ নামে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥" আদি ৮ম

অতঃপর শত শত পদকর্ত্তা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া সুললিত পদকীর্ত্তনাবলী বিরচিত করেন। বঙ্গের লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠে চারিশত বৎসর হইল গৌর-নিত্যানন্দের নাম "হরি" "কৃষ্ণ" "রাম" প্রভৃতি স্মরণমঙ্গল নামের ন্যায় উচ্চারিত ও গীত হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ভক্তদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন "কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই।" লক্ষ লক্ষ লোক এখনও সেই উক্তি ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর ও শ্রীবাস ভিন্ন ব্রহ্মহরিদাস, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর-গণও গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের ভক্তির পাত্র। এতদ্ব্যতীত চৌষট্টি মহন্ত, দ্বাদশ গোপাল, ছয় গোস্বামী, ছয় চক্রবর্ত্তী, অষ্ট কবিরাজ এবং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈতপ্রভুর অসংখ্য অনুচরগণের পবিত্র ও ভক্তিপ্রদ নাম এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনায় বহুল বৈষ্ণবমহানুভাবের নাম ও সংক্ষিপ্ত পুণ্য-কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থে, শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উপসংহার এবং শ্রীচরিতামৃতের আদি লীলার ৯ম, ১০ম ও ১১শ পরিচ্ছেদে বহু ভক্তবৃন্দের নাম ও সংক্ষিপ্তচরিত বর্ণিত আছে। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর সমসাময়িক সহচর অনুচর ছিলেন। এই সকল ভক্তগণের অসংখ্য শাখা, শিষ্য ও পরিবারে ১৫০ শকের মধ্যভাগ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গসম্প্রদায় বিপুল প্রসার প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গ, বিহার, আসাম, উৎকল, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিবিধ স্থানে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়া তুলিয়াছেন। অধুনা য়ুরোপ ও আমেরিকাতেও তদ্দেশবাসীদের মধ্যে অনেক লোক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে—

গৌরভক্ত বৃন্দ

"পৃথিবীতে আছয়ে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম॥"

এতদিনে মহাপ্রভুর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা প্রকৃতপক্ষে পরিলক্ষিত হইতেছে। গৌরভক্তবৃন্দ আপনাদের ধর্ম্মমত সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তবৃন্দের মধ্যে ছয় গোস্বামীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদ্ যথা শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। বন্দনাকার বলেন—

ছয় গোস্বামী

"শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈল বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা যা হতে প্রকাশ॥
এই ছয় গোঁসাইর করি চরণবন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥"

মহাপ্রভু ও অপর দুই প্রভুর লিখিত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত ছয় গোস্বামীর সকলেই গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণবস্মৃতি, বৈষ্ণব সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি গ্রন্থ এই সকল গোস্বামীদের রচিত।

বৈষ্ণব গ্রন্থ

শ্রীপাদ সনাতনের লিখিত এবং শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর বিলিখিত হরিভক্তিবিলাস এবং সনাতন লিখিত ইহার দিক্‌দর্শনীটীকা এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মক্রিয়াদির এবং পূজা ও ব্রতোপাসনাদির ব্যবস্থা প্রদান করিয়া বৈষ্ণবদিগকে উপাসনা-বিধি শিক্ষা দিতেছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের সুবিখ্যাত বৈষ্ণবতোষণী টীকা শ্রীপাদ সনাতনের লিখিত। দশম স্কন্ধের এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও রসমাধুর্য্যময়ী টীকা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সনাতনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার টীকা খানিকেও রসাল ও তাৎপর্য্যপ্রদর্শনী করিয়াছেন কিন্তু সনাতনই এইরূপ টীকা-রচনাপ্রণালীর শিক্ষাগুরু।

বৈষ্ণবতোষিণী

বৃহৎ ভাগবতামৃত গ্রন্থখানিও শ্রীপাদ সনাতনের কৃত। ইহাতে ভক্তিতত্ব, কৃষ্ণতত্ব ও ভগবদ্ধামাদির যথেষ্ট আলোচনা আছে। সাধক ভক্তগণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকার উপসংহারে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন—

বৃহৎ ভাগবতামৃত

"অথাগ্রজকৃতেষ্বগ্রং শ্রীলভাগবতামৃতং।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শনী॥
লীলাস্তবটিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া॥"

শ্রীরূপের গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভক্তিতত্বের দর্শন শাস্ত্র। মানুষের চিত্তবৃত্তি কিরূপে সংশোধিত ও সংস্কৃত হয়, কিরূপে কুসুমকোমলা ও জাহ্নবী-পবিত্রা ভক্তিদেবী চিত্তে সমুদিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হন, এবং উহাঁর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমে মানবহৃদয় পরিপ্লুত হয় এবং সেই চিত্তে কিরূপেই বা অবশেষে কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গ তুফান উত্থিত হইয়া মানব আত্মাকে এক অত্যদ্ভুত অতি সুন্দর নিত্যপ্রেম-নিকেতন নিত্য-বৃন্দাবনের রসময় নিকুঞ্জে পরিগণিত করার জন্ম প্রস্তুত করিয়া দেয়, এই গ্রন্থে তাহার উপদেশ আছে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীরূপের আর একখানি গ্রন্থ "উজ্জ্বলনীলমণি" সাহিত্যিক হিসাবে এই গ্রন্থখানি নায়িকা-সম্বন্ধীয় অলঙ্কারগ্রন্থ। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাকে উপাসনার উত্তর সোপান স্বরূপ বলিয়াই মনে করেন। ভক্তি পরিপক্ক হইলে হৃদয়ে প্রেম প্রকাশ পায়। এই ভগবৎ প্রেম অবশেষে ব্রজবধূদের প্রেমের ন্যায় অকৈতব ও আবেগময় হইয়া উঠে। অবশেষে উহা সহস্রভাবে বিভাবিত হয়, সহস্র তরঙ্গে সহস্র আকার ধারণ করে। মহাভাবে উহার মহা প্রকাশ, দিব্যোন্মাদে উহার প্রধানতম বিকাশ। ভগবৎ-প্রেমের অনন্ত ভাব প্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গোস্বামীরা ইহাকে রসশাস্ত্র বলেন। আমরা এই গ্রন্থ খানিকে ভগবৎ প্রেমের অতি সূক্ষ্ম দর্শন শাস্ত্র) (Analytic Philosophy of Divine Love) বলিয়াই মনে করি।

উজ্জ্বল নীলমণি

শ্রীরূপগোস্বামীর আর একখানি গ্রন্থের নাম লঘুভাগবতামৃত। এই গ্রন্থখানি অবতারতত্ব প্রতিপাদক। ইহাতে অবতারের শ্রেণীবিভাগ, অবতারের ক্রমোৎকর্ষ বিচার এবং ধাম ও ধামাদির উৎকর্ষ বিচার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। শ্রীরূপ গোস্বামীর এই তিন খানি গ্রন্থ অতি সুপ্রণালীতে লিখিত।

লঘু ভাগবতামৃত

শ্রীরূপের শক্তিশালিনী লেখনী বহু গ্রন্থ বিরচনে ব্যাপৃত হইয়াছিল। তিনি সুধাময়ী ভাষায় সুললিত পদবিন্যাসে যে সকল কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার এক একটী শ্লোকই তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক পাঠে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অতীব প্রীতি লাভ করিতেন জগন্নাথবল্লভ নাটককার সুপণ্ডিত রামানন্দরায় সেই নাটক শুনিয়া বিস্মিত হইয়া মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, এই নাটক তোমারই শক্তিসঞ্চারের ফল।

নাটক

এই দুই খানি নাটক ভিন্ন তাঁহার প্রণীত দানকেলি-কৌমুদী নামে এক খানি সরস ভাণিকা আছে। এতদ্ব্যতীত নাটক চন্দ্রিকা, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, পদ্যাবলী ও স্তবমালা প্রভৃতি আরও বহুল গ্রন্থ রচনা করিয়া পরমকারুণিক শ্রীরূপ গোস্বামী বৈষ্ণবগণকে এবং সুরসিক সাহিত্যসেবীদিগকে আনন্দোৎসময় উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"তয়োরনুজরূপস্যৈব কাব্যং শ্রীহংসদূতকং।
শ্রীমদুদ্ধবসান্দেশশ্ছান্দোষ্টাদশকং যথা॥
স্তবাশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ॥
বিদগ্ধললিতাখ্যাতিমাধবং নাটকদ্বয়ং।
ভাণিকাদানাকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্তশ্রীভাগবতামৃতৈকোক্ত চ সংগ্রহাঃ॥"

শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের উপসংহারে লিখিত আছে—

"নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিল।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিল॥
সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃত।
ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণতত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলারস প্রেম যাহা হইতে জানি॥
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণবআচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহাতে পাইয়ে পার॥
আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের কৈল সেবা স্থাপন॥"

এই সেবা এখনও শ্রীবৃন্দাবনধামে পরিলক্ষিত হয়। গোবিন্দজীর ভুবন বিখ্যাত শ্রীমন্দির দর্শক মাত্রেরই দর্শনীয়।

অপিচ—

শ্রীরূপ গোস্বামী কৈল রসামৃত গ্রন্থসার।
কৃষ্ণভক্তি রসের যাহা পাইয়ে বিস্তার॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর।
কৃষ্ণরাধালীলারসের যাহা পাইয়ে পার॥
বিদগ্ধললিতমাধব নাটক যুগল।
কৃষ্ণলীলারস তাহা পাইয়ে সকল॥
দানকেলিকৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস প্রচারিল॥"

শ্রীল রূপগোস্বামীর আরও গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়। ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় না। অধুনা ইঁহাদের নামে কতকগুলি সহজীয়াগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য সেই সকল গ্রন্থ ইঁহাদের সংস্থাপিত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং অশাস্ত্রীয় মতের পোষক। ইঁহাদের ন্যায় শাস্ত্রদর্শী ভজনানন্দ সুপণ্ডিতগণ কখনও তাদৃশ গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। বৈষ্ণব সমাজে ইঁহাদের নাম অতি প্রসিদ্ধ। তজ্জন্য ইঁহাদেরই নামে সহজীয়া মত প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছে। ["বাঙ্গালা সাহিত্য" শব্দে এই বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর্ণাটী ব্রাহ্মণ। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষিণী টীকায় ইঁহাদের বংশাবলীর পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীসনাতন ও রূপের বংশপরিচয়

ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু কর্ণাট দেশের রাজা ও বেদজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ দুইটী বিবাহ করেন। দুই স্ত্রীর গর্ভে দুইটী পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর অরি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পত্নীসহ উত্তর গমন করেন। পদ্মনাভ নামে ইঁহার একটী সন্তান হয়। পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নবহট্ট গ্রামে (নৈহাটী) আসিয়া বাস করেন। পদ্মনাভের ১৮টী কন্যা ও পাঁচটী পুত্র হয়, পুত্র পাঁচটীর নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমার কোন কারণবশতঃ নৈহাটী ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে বাস করেন। এই কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণবগণের সুপরিচিত। প্রথম সনাতন, দ্বিতীয় রূপ, তৃতীয় বল্লভ (মহাপ্রভু ইঁহাকে অনুপম বলিয়া ডাকিতেন)। এই বল্লভই শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। শ্রীপাদ সনাতন ও রূপ বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় ইঁহাদের অতীব পাণ্ডিত্য ছিল। গৌড়ের বাদসাহের সরকারে সনাতন মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন, শ্রীরূপও দবীরখাস কার্য্যে খ্যাতিলাভ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনের পর হইতেই ইঁহারা সংসার ত্যাগ করেন। শ্রীরূপই সর্ব্বাগ্রে সংসার ত্যাগ করেন। এই জন্য শ্রীরূপের নাম অগ্রে ব্যবহার হইয়া থাকে। ['ইঁহাদের চরিত্র তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য'।]

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত। ইহার অপর নাম ষট্‌সন্দর্ভ। ইহাতে তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ, এই কয়েকখানি সন্দর্ভ ষট্‌সন্দর্ভ নামে অভিহিত। শ্রীভাগবতমতে উপদিষ্ট বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত যে সর্ব্বদর্শনের সারসিদ্ধান্ত, জীবগোস্বামী এই গ্রন্থে দার্শনিক বিচারে তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব, ভগবৎ কৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতির সূক্ষ্ম বিচার আছে। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন, গোপীভজনই উপাসনার চরম প্রণালী প্রভৃতি এই গ্রন্থে দার্শনিক রীতিতে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি [illegible]

শ্রীভাগবতসন্দর্ভ

পাণ্ডিত্যপূর্ণ। অনেক স্থল গদ্যের ন্যায় সংক্ষিপ্ত ও স্থল তথ্যগর্ভ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া এই গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণই এই গ্রন্থের প্রধানতম অবলম্বন। তত্ত্বসন্দর্ভ ও পরমাত্মসন্দর্ভে বেদান্তের আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম জীব ও মায়া সম্বন্ধে মায়াবাদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতপার্থক্য ইহাতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীজীব মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন নাই, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও তাঁহার অভিমত নহে, তিনি ভাস্করাচার্য্যের ভেদাভেদবাদের তত্ত্ব স্বীকার করিয়াও স্বীয় সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিয়াছেন।

ভক্তিসন্দর্ভ হরিভক্তিবিলাস ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, এই উভয়ের ব্যাখ্যা ও প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রীতিসন্দর্ভ উজ্জ্বলনীলমণিরই ব্যাখ্যা ও পুনরালোচনা। কৃষ্ণসন্দর্ভের অনেক স্থানেই লঘুভাগবতামৃতের বিষয় পুনরালোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব এই সন্দর্ভে তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। ভগবৎসন্দর্ভে ভগবত্তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের গুণগৌরব ও শক্তি প্রভৃতির যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া বিখ্যাত।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকাতেও শ্রীজীব দার্শনিক ও পৌরাণিক পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকা অতি বিস্তৃত, ভাষা অতি কঠিন ও দার্শনিক প্রণালীতে লিখিত।

শ্রীজীবকৃত সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থখানি ষট্‌সন্দর্ভেরই টীকা মাত্র। ইহাতে ষট্‌সন্দর্ভে আলোচিত দার্শনিক

সর্ব্বসম্বাদিনী

বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তার ও ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। এখানি ষট্‌সন্দর্ভেরই পরিশিষ্ট গ্রন্থ।

এখানি শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক গদ্য পদ্যময় চম্পূকাব্য। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের লীলাবলম্বনে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলাসম্বন্ধে বহুল গূঢ়সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গক্রমে সংস্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ, উজ্জ্বল নীলমণির টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, গোপালতাপনীর টীকা, ভক্তিরসামৃতের টীকা প্রভৃতি বহু টীকাগ্রন্থ আছে। ইহার ভাষাও সুগভীর। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

গোপালচম্পূ

"তাঁর (শ্রীরূপের) লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব গোসাঞি নাম॥
সর্ব্বত্যাগী তেঁহ আইলা শ্রীবৃন্দাবন।
তেঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ।
ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থসার।
ভাগবত সিদ্ধান্তের তাহা পাইয়ে পার॥
গোপালচম্পূ নাম গ্রন্থসার কৈল।
ব্রজের প্রেমরসলীলা সার দেখাইল।
* * *
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহ বিস্তার করিল।"

চারিলক্ষ গ্রন্থসম্বন্ধে আমাদের হিসাবে স্বতঃই সন্দেহের উদয় হয়। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে বোধ হয় শ্লোকও গ্রন্থ নামে অভিহিত হইত। যাহা গ্রথিত হয় তাহাই গ্রন্থ। একটী পদ্য কবির একটী গ্রন্থন বা গ্রন্থ। এইরূপ হিসাবে সম্ভবতঃ চারি লক্ষ গদ্য সংখ্যা করা হইয়াছে। যাহাই হউক, এই তিন গোস্বামীর গ্রন্থই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপজীব্য। ইঁহারাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের প্রকৃত শিক্ষাগুরু। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতবংশ্য প্রভুসন্তানগণও এই সকল গ্রন্থের সিদ্ধান্তই স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত বলিয়া প্রচার করেন। ইঁহাদের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সম্মত গ্রন্থরাজীই প্রকৃতপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শিক্ষাগুরু। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামীর বহুল বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের "রাধাদামোদর" সেবা ইঁহারই প্রকটিত।

শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর নামে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ প্রচারিত করা হয়। ফলতঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহে তিনি এই বিষয়ে শ্রীপাদ সনাতনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, আকুমার ব্রহ্মচারী। ইঁহার পিতার নাম বেঙ্কট ভট্ট। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যতীর্থভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়েই গোপাল মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আকৃষ্ট হন। ইঁহার খুল্লতাত সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রবিদ কাশীর মায়াবাদীদিগের গুরু শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী, প্রথমতঃ মহাপ্রভুকে অতীব অবজ্ঞা করিয়া পরে তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীচৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীচন্দ্রামৃত গ্রন্থে তিনি আপনাকে "গৌরদাসী" বলিয়াই আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমৎ গোপালভট্ট প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপাদ সনাতন ও রূপের সহচররূপে গ্রন্থপ্রকাশ ও ভজনসাধনে নিরত থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে যে রাধারমণ সেবা আছে উহা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। ইঁহার কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের একখানি টীকা গ্রন্থ আছে, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর আর কি কি গ্রন্থ আছে তাহা জানা যায় না। হরিভক্তিবিলাস সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিতরূপে লিখিত হইবে। শ্রীমদ রঘুনাথ ভট্টের কৃত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। কায়স্থকুলভাস্কর শ্রীমদ দাস রঘুনাথের কৃত স্তবমালা ও মুক্তাচরিত অতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইনি কায়স্থ হইলেও ছয় গোস্বামীর অন্যতম এবং "দাস গোস্বামী" নামে সুবিখ্যাত। ইনি সপ্তগ্রামের ২০লক্ষ টাকার সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে নীলাচলে মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করেন। ইঁহার সাধনরীতি ও কঠোরবৈরাগ্য প্রকৃতই বিস্ময়কর। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপাদ সনাতন ও রূপ গোস্বামীর নিকট বাস করেন। ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া কঠোর সাধনে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন।

[রঘুনাথ দাস দেখ।]

এই ছয় গোস্বামীদ্বারা মথুরা, বৃন্দাবন ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বহুস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছে। ভূগর্ভ, লোকনাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। তাঁহারাও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে ইঁহারাই অনেকের দীক্ষাগুরু। সুবিখ্যাত শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীপাদগোপালভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন, লোকনাথ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাগুরু। ফলতঃ পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, ঠাকুর নরোত্তমদাস ও শ্যামানন্দ এই তিন জন বঙ্গে ও উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমলপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, কর্ণামৃত ও ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের কাহিনী বিবৃত আছে। শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু ও নরোত্তমদাস ইঁহারা উভয়েই বৃন্দাবনের অমরকীর্ত্তি পতিতপাবন গোস্বামীদের অনুপম গ্রন্থ এ দেশে প্রচলিত ও প্রবর্ত্তিত করেন। নরোত্তমদাস কায়স্থকুলে জন্মিয়াও দাস গোস্বামীর ন্যায় "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দ গোপকুলজ হইয়াও উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মের

বৃন্দাবনে গোস্বামিবৃন্দ

তুমুল তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, সে তরঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা ও মহারাজগণ পর্যন্তও তাঁহার চরণে মস্তক লুণ্ঠন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়িষ্যার উর্বরক্ষেত্রে প্রেমভক্তির যে অমোঘ বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, শ্যামানন্দাদির যত্ন-বারি সেচনে সেই বীজ মহামহীরুহে পরিণত হইয়া সর্বত্রই বিশাল বিপুল শাখাসমূহ বিস্তার করিয়াছিল। শ্যামানন্দ ঠাকুর মহাশয় ও আচার্যপ্রভু বৃন্দাবনে যে প্রেমধন প্রাপ্ত হন, শ্রীবৃন্দাবনের পরম কারুণিক উক্ত গোস্বামিগণই সেই প্রেমধনের আকরস্বরূপ। সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ এই সকল গোস্বামীর নিকট চিরঋণী।

বৈষ্ণবগ্রন্থে বহু স্থলে বহু হরিদাসের উল্লেখ আছে। যথা— ছোট হরিদাস, দ্বিজ হরিদাস, পণ্ডিত হরিদাস, হরিদাস ব্রহ্মচারী (নিত্যানন্দ-শাখা), হরিদাস ব্রহ্মচারী (গদাধর-শাখা) ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এস্থলে ব্রহ্মহরিদাস বা হরিদাস ঠাকুরের নামেরই উল্লেখ করিতেছি। ইনি শৈশবে মুসলমান গৃহে প্রতিপালিত হন। ইঁহার জাত্যাদি ও পিতামাতা সম্বন্ধে কোনও তথ্য কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় না। অধুনা কল্পনাপ্রিয় লোকেরা কল্পনাবলে ইঁহার পিতামাতার নাম ধাম ও জন্মের শকাদি পর্যন্ত উল্লেখ করেন। কেবল হরিদাসের কথা নহে, মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদগণের সম্বন্ধেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, হরিদাস মুসলমানকুলে প্রতিপালিত হইলেও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। যখন নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের ভক্তিকৌমুদীর কিরণরেখা ফুটিয়া উঠিল, হরিদাস অমনি তৃষিত চাতকের ন্যায় নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভু নামকীর্তন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। হরিদাস তাহাতে যোগদান করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ সহ নামপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। পরম পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য ইঁহার বৈষ্ণবতায় বিমুগ্ধ হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্রান্ন হরিদাসকে প্রদান করিয়া বলেন, ৫০০ শত সন্ন্যাসীর সেবায় যে ফল হয়, এক হরিদাসকে ভোজন করাইলে সেই ফল হয়। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন। তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ হরিদাসের দৈনিক ব্রত ছিল। [বিস্তৃত চরিত "হরিদাস ঠাকুর" শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হরিদাস

বাসুদেব সার্বভৌম খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভে নবদ্বীপের সর্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া পণ্ডিতপ্রধান নবদ্বীপে ও কাশীধামে মহাসম্মানিত হন। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দেখিয়া উড়িষ্যার রাজা প্রতাপচন্দ্র ইঁহাকে স্বীয় সভাপণ্ডিতের পদ প্রদান করেন। মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সযত্নে ইঁহাকে আপন গৃহে স্থান দান করেন এবং তাঁহাকে বেদান্ত পড়িতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সপ্তাহকাল পরেই তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক বিদ্যাপ্রভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হন। ষড়্দর্শনে ও সর্বশাস্ত্রে সার্বভৌম মহাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার অভিমান ছিল, তাঁহাকে লোকে ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া জানিত, কিন্তু মহাপ্রভুর জ্ঞানবিদ্যা রবির প্রভার নিকট তাঁহার জ্ঞান খদ্যোতবৎ হইয়া পড়িল। ভারতের জ্ঞানাভিমানী অদ্বিতীয় প্রবীণ পণ্ডিত একজন যুবক সন্ন্যাসীর নিকট অজ্ঞবৎ প্রতিপন্ন হইলেন, তিনি বিস্মিতনেত্রে সন্ন্যাসী যুবকের মূর্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। সহসা এক অদ্ভুত ষড়্ভুজরূপ সন্ন্যাসীর স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার দুই হস্তে ধনু দুই হস্তে বংশী এবং অপর দুই হস্তেও বংশী। সার্বভৌম নিঃসন্দিগ্ধ ও অবিতর্কিতভাবে এই বিশাল ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত, বিমুগ্ধ ও মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে নিপতিত হইলেন। কীর্তনমত্ত সন্ন্যাসী যুবকের চরণতলে ভারতের অদ্বিতীয় বয়োবৃদ্ধ দার্শনিকের মস্তক বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে চেতন পাইয়া সার্বভৌম করযোড়ে বলিতে লাগিলেন :—

বাসুদেব সার্বভৌম

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

গ্রন্থান্তরে বর্ণিত আছে —

"দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর জুড়ি॥
* * * *
শুনি প্রভু সুখে তারে দৈল আলিঙ্গন,
ভট্টাচার্য প্রেমাবেশে হইল অচেতন॥
অশ্রুস্তম্ভ পুলককম্প স্বেদ থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥
* * * *
তবে ভট্টাচার্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈঞা ভট্টাচার্য বহু স্তব কৈল॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্পকার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥

সার্ব্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম্।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম।"

সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকেই একমাত্র সেব্য বলিয়া জানিতেন। পুরীতে 'গঙ্গামাতার মঠ' নামে যে মঠ আছে, উহাই সার্ব্বভৌমের গদী। এই মঠাধিপের বহু সম্পত্তি ও শিষ্যবৃন্দ আছেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র

উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রও শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [প্রতাপ রুদ্রের চরিত "প্রতাপরুদ্র" শব্দে দ্রষ্টব্য।] সমগ্র ভারতে ইঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারিত হইয়াছিল। জগন্নাথবল্লভ নাটকে ইঁহার প্রতাপ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

"যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবেশিতে সেকন্দরঃ কন্দরং
যং বর্ষং কলবর্গভূমিতিলকঃ সাশ্রুং সমুদ্বীক্ষতে।
মেনে গুর্জ্জরভূপতি র্জ্জরাদিবারণাং নিজং পত্তনং
বাতব্যাগ্রপয়োধিপোতগমিব যং যেন গৌড়েশ্বরঃ।
কায়ব্যূহবিলাস ঈশ্বরগিরে র্যস্তং সুধাদীধিতে
র্নির্য্যাসশ্চ হিমাচলস্য যমকং ক্ষীরাম্বুরাশেরসৌ
সারঃ শারদবারিদস্য কিমপি স্বর্বাহিনীবারিণো
বৈরাজ্যং বিমলী করোতি সততং যৎকীর্ত্তিরাশির্জগৎ।
যত্রালাভুক্তসবনির্মিতনদী সংস্নেহর্ষাদসৌ
রক্তস্তরঙ্গনিঃস্বনমিষাৎ প্রস্তৌতি যং বারিধিঃ।
নিত্যপ্রস্তুত সপ্ত তন্তুভিরতিস্ফীতং মনোনাকিনাং।
যৈর্নৈতং প্রতিমাজ্জলেন যদমী মুঞ্চন্তি ন প্রাঙ্গণম্।
তেন প্রতিভটমপরাকালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রেণ
শ্রীহরিচরণসাধিকৃত্যা কমপি প্রবন্ধমভিনেতুমাদিষ্টোঽস্মি।"

অর্থাৎ যাঁহার নাম শুনিয়াই সেকন্দর নামক মুসলমান নৃপতি ভীতচিত্ত গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে, কলবর্গদেশীয় নরপতি আপনার পরিজনকে সাশ্রুনেত্রে দেখিতেছেন, যাঁহার নাম মাত্র শ্রবণে গুর্জ্জরদেশীয় ভূপতি আপনার নগরকে জীর্ণ অরণ্যের ন্যায় মনে করিতেছেন, এবং গৌড় দেশীয় ক্ষিতিপাল (হুসেন সাহ) আপনাকে প্রবল বাত্যাবেগে সমুদ্রে ঘূর্ণিত পোতারূঢ়ের ন্যায় মনে করিতেছেন, যাঁহার কীর্ত্তিরাশি কৈলাস শৈলের কায়ব্যূহ স্বরূপ হিমালয়ের নির্য্যাস সদৃশ ক্ষীরবারিধির ফেন সম, শারদ বারিদের সার সমতুল সুরতরঙ্গিণী গঙ্গার প্রসন্ন পবিত্র সাধনের ন্যায় প্রভাবশালী হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে, যাঁহার দানোৎসর্গজলনির্ম্মিত জল সকলের সঙ্গলাভ করিয়া হর্ষান্বিত সরিৎপতি তরলতরঙ্গ-কল্লোলে যাঁহার স্তব করিতেছে, যাঁহার নিত্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দ্বারা দেবতা সকল বশচিত্ত হইয়া প্রতিমা স্থানে ক্ষণকালের নিমিত্তও যাঁহার প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন না, সেই বিপক্ষ রাজগণের কালাগ্নিরুদ্রস্বরূপ শ্রীমান্ প্রতাপরুদ্র শ্রীহরিচরণাশ্রিত কোন একটী অভিনব প্রবন্ধ অভিনয় করিতে আমাকে আদেশ দিয়াছেন।

প্রতাপরুদ্রের এই রূপ বর্ণিত প্রতাপ কেবল কবিকল্পিত নহে, উহার প্রত্যেক অক্ষর ঐতিহাসিক সত্যমূলক। এই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের রাজধানী পুরীধামে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণরেণু লাভের জন্য মহারাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র সহস্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় পাত্র সার্ব্বভৌম প্রভৃতি দ্বারা কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যতীন্দ্রপ্রবর শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। বিষয়িসন্দর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, এমন কি বিষভক্ষণ হইতেও ইহা নিতান্ত অসাধু যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষো র্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণাং তথা যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণাদপ্যসাধু।"

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"কটক হৈতে পত্রী দিলা সার্ব্বভৌম ঠাঁই।
প্রভু আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে চাহি।
ভট্টাচার্য্য লিখিলা—প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল। • •
প্রভুকৃপা বিনে মোরে রাজ্যে নাহি তার।
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌর হরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব—হইব ভিখারী।"

দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমশঃ প্রতাপরুদ্রের প্রেমোৎকর্ষ বর্দ্ধন করিয়া অবশেষে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র বাঙ্গালী তরুণসন্ন্যাসী যুবক শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মেই দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যায় মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিরতিশয় প্রভাব ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। উড়িষ্যার রাজা জমীদার গণের প্রায় সকলেই শ্রীগৌরসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব।

স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ

মহাপ্রভু যখন কাশীমিশ্রাবাসের নিভৃতগম্ভীরকক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিরহোন্মাদে দিনযামিনী বিরহ প্রলাপে অতিবাহিত করিতেন, তখন স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দ ললিতা বিশাখার ন্যায় মর্ম্মবাক্যে কৃষ্ণকথায় ও গানে মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা দিতেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে,—

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ ব্যথায় প্রভু রাখে নিজ প্রাণ॥"

সেই নিদারুণ বিরহ ব্যথার দিনে এই দুইজন পার্ষদ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সখার ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে সতত অবস্থান করিতেন। রামানন্দ পরম পণ্ডিত সুরসিক ভক্ত এবং শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। [ইঁহার সংক্ষিপ্ত চরিত রামানন্দ শব্দে দ্রষ্টব্য।] স্বরূপদামোদরের পূর্ব্ব নাম পুরুষোত্তম। ইনি কাশীধাম হইতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন এবং মহাপ্রভুর পদাশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার পার্ষদরূপে সতত তাঁহার নিকটেই অবস্থান করেন। স্বরূপ পরম পণ্ডিত এবং মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় ছিলেন। মহাপ্রভু ইঁহাকে দাস গোস্বামীর শিক্ষাগুরুরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে—

"কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥"

[রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সুবিস্তৃত চরিত গ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।]

বক্রেশ্বর পণ্ডিত — বক্রেশ্বর পণ্ডিত মহাপ্রভুর একজন প্রিয়তম পার্ষদ ছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে শ্রীমদ্‌বক্রেশ্বরই মহাপ্রভুর অধ্যুষিত কাশীমিশ্রালয়ে গম্ভীরার প্রান্তে বসিয়া মহাপ্রভুর কন্থা করঙ্গাদি লইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে দিনযামিনী শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যানধারণায় নিরত থাকিতেন। কাশীমিশ্রের বাড়ী অতি সুবৃহৎ। সহস্র সহস্র ভক্ত মহাপ্রভুকে সন্দর্শন করিতে যাইতেন। এই জন্যই রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর নিমিত্ত এই উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তারে কাশীমিশ্র ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তারে কৈল নিবেদনে॥
● ● ●
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
সেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু তোমার যোগ্য বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা॥
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সবাকার।
তুমি যেই কহ সেই সম্মত আমার॥"

এখনও এই সুবৃহৎ বাটী বর্ত্তমান। এখানে শ্রীরাধাকান্তদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখন এখানে মহাপ্রভুর করঙ্গ ও কান্থার ছিন্নাংশ বর্ত্তমান। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্যানুক্রমে মহন্তগণ এই গদীর অধিকারী। এই গদীর মহন্ত সংসারাশ্রমী নহেন, সুতরাং চেলাক্রমে মহন্তগণ এই গদীর অধিকার করিয়া থাকেন। ব ... মঠের গদীর মহন্তগণের শিষ্য শাখা বঙ্গে, উৎকলে মাদ্রাজ এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী অনেক রাজা জমিদারও এই গদির শিষ্য। গঞ্জাম জেলায় এই মঠের প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে। স্থানে স্থানে দেবসেবার নিমিত্ত অনেক শাখা মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই মঠের প্রায় কুড়িটী শাখা মঠ আছে। বর্ত্তমান মহন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদাস গোস্বামী মঠে নানাবিধ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৈষ্ণবপুস্তকাগার ও বৈষ্ণবপাঠশালাই তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহাপ্রভুর ভক্তশাখা।

প্রেমকল্পবৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তশাখার পরিচয় দেওয়া এস্থলে অসম্ভব। পূর্ব্বে যে সকল নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত এখানে আরও কয়েকটী নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, ইঁহাদের কাহারও সন্তান, কাহারও বংশীয়, কাহারও বা শিষ্য বঙ্গীয় গুরুতাব্যবসায়ী গোস্বামিগণের শাখার প্রবর্ত্তক।

শ্রীবাস ও শ্রীরাম — শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা পঞ্চতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীরাম ও শ্রীবাস পণ্ডিত এই দুইজন দুই শাখার প্রবর্ত্তক। ইঁহাদের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, ইঁহাদের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন। শ্রীবাসের আঙ্গিনা এখনও বর্ত্তমান। এইখানেই সঙ্কীর্ত্তনের আরম্ভ হয়। ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসক ছিলেন। অন্য দেবতার উপাসনা করিতেন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে —

"চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনে নাহি জানে দেবী দেবা॥"

আচার্য্যরত্ন — শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নও বড় শাখা বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু দেবী ভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশগণও বাঙ্গালায় গোস্বামী নামে অভিহিত। সম্ভবতঃ ইঁহার পরিবার এখনও বিদ্যমান।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি — গদাধর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট গদাধরাদি মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইনি স্বরূপের পরম বন্ধু ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় এরূপ গঙ্গাভক্ত ছিলেন যে "গঙ্গাস্নান নাহি করে পাদস্পর্শভয়ে।"

গদাধর পণ্ডিত — গদাধর পণ্ডিতের নাম পঞ্চতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী, ভগবত আচার্য্য ব্রহ্মচারী, অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, নয়নমিশ্র,

পদ্মামত্রী, মামুঠাকুর, কণ্ঠাভরণ, ভূগর্ভগোসাঞি, ভাগবত দাস (এই দুইজন বৃন্দাবনবাসী), বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, বল্লভ, চৈতন্যদাস, শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, উদ্ধবদাস, জিতামিত্র, কাঠকাটা জগন্নাথ দাস (ঢাকা অঞ্চলে ইহার পরিবার যথেষ্ট আছেন), শ্রীহরিআচার্য্য, সাদিপুরিয়া গোপাল, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল, শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, ব্রজবাসী চৈতন্য দাস, শ্রীরঘুনাথ, শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ, যদুগাঙ্গুলী, মঙ্গলবৈষ্ণব ইত্যাদি মহাত্মগণ গদাধর পণ্ডিতের শাখা, উপশাখা ও পরিবারপ্রবর্ত্তক।

জগদানন্দ পণ্ডিত — জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর অতি প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। মহাপ্রভু বৈরাগ্যের আচরণ প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রাণে তাহা সহ্য হইত না। মহাপ্রভুর আহারাদির সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত ইনি সততই যত্নবান্ হইতেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইঁহার সেই সকল উপহারময় সুখপ্রদ সেবার উপহার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে প্রীতির কোন্দল হইত।

রাঘব পণ্ডিত ও রাঘবের ঝালি — ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় অনুচর ছিলেন। মকরধ্বজ কর ইঁহার এক মুখ্য শাখা। ইঁহার ভগিনী দময়ন্তী মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত "বারমাসী খাদ্য" সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া স্বীয় ভ্রাতা রাঘবের দ্বারা নীলাচলে পাঠাইতেন, ইহা "রাঘবের ঝালি" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দময়ন্তী কি কি দ্রব্য করিয়া ঝালি সাজাইয়া দিতেন, শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ১০ম পরিচ্ছেদে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—আমকাসুন্দী, আদাকাসুন্দী, ঝালকাসুন্দী, নেমু-আদা-আম্রকোলি, আমসী, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্ত্বা, পুরাণ সুকুতা, ধনিয়া-মহরী তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা চিনিপাকে প্রস্তুত লাড়ু, শুন্ঠীখণ্ডলাড়ু, কোলীচূর্ণ, কোলীখণ্ড, নারিকেলখণ্ড-লাড়ু, লাড়ু গঙ্গাজল, চিরস্থায়ী ক্ষীরসারখণ্ড, অমৃতকর্পূর, শালি কাচুটী ধান্যের আতপ চিড়া, হুড়ুম, ঘৃতসিক্ত চাউল ভাজার লাড়ু, কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গরস সহযোগে পরম সুগন্ধ লাড়ু, ঘৃতে ভাজা খইয়ের উকড়া, ফুটকলাই চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া কর্পূরাদি সহযোগে চিনিপাক লাড়ু ইত্যাদি বিবিধ প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করা হইত। প্রতি বর্ষেই তিন ভারীকে দিয়া এই ঝালি নীলাচলে প্রেরিত হইত। ইহাই 'রাঘবের ঝালি' নামে খ্যাত রাঘব পণ্ডিতের বংশধরগণ এখনও পুরীধামে শ্রীগম্ভিরা মন্দিরে ঝালি প্রেরণ করিয়া থাকেন।

হরিদাস ঠাকুর — হরিদাসঠাকুর ব্রহ্মহরিদাস নামে খ্যাত। ইনি আকুমার সংসারবিরাগী। সুতরাং ইঁহার সন্তান নাই, অপর পক্ষে ইনি মুসলমান কুলে শৈশবে পালিত হন। ইঁহার পিতামাতার বা বংশের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অধুনা ইঁহার মাতাপিতার যে নাম আবিষ্কার করা হইয়াছে, উহার কোন প্রামাণিক ভিত্তি নাই। হরিদাস ঠাকুরের বংশ বলিয়া কাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্দ্ধমানের কুলীন গ্রামে হরিদাস ঠাকুরের পরিবার আছেন। তাদ্র শুক্লা-চতুর্দ্দশীতে কুলীনগ্রামে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব হইয়া থাকে।

সত্যরাজ বসু, রামানন্দ বসু, যদুনাথ বসু, পুরুষোত্তম বসু, বিদ্যানন্দ বসু ও বাণীনাথ বসু, ইঁহারাই কুলীনগ্রামনিবাসী ও কুলীনগ্রাম শাখার প্রবর্ত্তক। ইঁহারা একান্ত গৌরভক্ত ছিলেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহুদূর॥
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম—সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

ইঁহাদের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। এদেশে

শ্রীসনাতনাদি — ইঁহাদের পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইঁহাদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"অনুপম বল্লভ শ্রীরূপ সনাতন।
এই তিন বৃক্ষের শাখা পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম॥
তার মধ্যে রূপ সনাতন বড় শাখা।
অনুপ-জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা॥
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দিক্ সব আচ্ছাদিল॥
আসিন্ধু নদীতীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥
দুই শাখার প্রেম ফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার॥"

ফলতঃ শ্রীরূপ সনাতনই শ্রীবৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধামরূপে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে এখন এই গোস্বামীদের কীর্ত্তিই শ্রীধামের গৌরব সংরক্ষণ করিতেছে।

শ্রীগদাধর দাসের পরিবারাদি কোথায় আছেন জানা যায় না। কলিকাতার নিকটে এঁড়িয়াদহে ইঁহার শ্রীপাট আছে। ইনি খুব শক্তিশালী ভক্ত ছিলেন। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

শ্রীগদাধর দাস

"শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি॥"

কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমীতে এঁড়িয়াদহের পাটবাড়ীতে শ্রীগদাধর দাসের তিরোভাব মহোৎসব হইয়া থাকে। কলিকাতা সানকীভাঙ্গার মল্লিক গোষ্ঠী এই পাটবাড়ীর বর্ত্তমান সেবাইত।

শিবানন্দ জাতিতে বৈদ্য, নিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাঁচড়াপাড়া। শিবানন্দের তিন পুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ। পরমানন্দ শৈশবে পিতার সহিত নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করেন এবং জিহ্বা ও কর্ণ দ্বারা শ্রীচরণ স্পর্শ করেন। ইহাতে পরমানন্দের কবিত্ব শক্তি জন্মে। মহাপ্রভু তাঁহাকে কবিকর্ণপুর উপাধি প্রদান করেন।

শিবানন্দ সেন

ইনি এক স্ববিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। এই নিমিত্ত ইনি কবিকর্ণপুর নামে অভিহিত। শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ কাব্য, অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রভৃতি গ্রন্থ, কৃষ্ণ ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও চৈতন্যশতকগুণাবলী ইঁহার রচিত। এই সকল গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থকারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভক্তিসিদ্ধান্তের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীবল্লভ সেন এবং শ্রীকান্ত সেনও শিবানন্দের ন্যায় মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। শিবানন্দ সেন প্রতি বর্ষে রথের সময় এদেশ হইতে মহাপ্রভুর ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে গমন করিতেন।

মুরারিগুপ্ত জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন, বেদান্তে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি প্রথমতঃ মহাপ্রভুকে বালক মনে করিয়া শাসন করিতেন। কিন্তু অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করেন। ইনিও সর্ব্বপ্রথমে মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য। এই গ্রন্থ মুরারির কড়চা নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার সেই গ্রন্থ অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কবি কর্ণপুর এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কবিকর্ণপুর তাঁহার গ্রন্থের উপসংহারে মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও যে এই গ্রন্থাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বহু পয়ার মুরারি গুপ্তের শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের অবিকল বঙ্গানুবাদ।

শ্রীমুরারিগুপ্ত

শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত এবং "গোস্বামী" বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা এক শাখায় বিভক্ত। যথা—নরহরি সরকার ঠাকুর, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন ইঁহাদের বংশ শিষ্যাদি আছে। এখনও শ্রীখণ্ডের এই সকল গোস্বামিবংশ গুরুতা ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন।

শ্রীখণ্ডনিবাসী শাখা

শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর বাল্যসখা ও সতীর্থ, মুকুন্দ সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ ইঁহারাও কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। বাসুঘোষের শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে বহুপদ রচিত [illegible] আছে। মুকুন্দ দত্ত ও বাসুঘোষ প্রভৃতি [illegible] শ্রীচরিতামৃতে তৎসম্বন্ধে এইরূপ আছে—

কীর্ত্তনীয়া শাখা

"শ্রীমুকুন্দদত্ত শাখা প্রভুর সমধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্য গোসাঞী॥
* * * *
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সভার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্য নিতাই॥"

এতদ্ব্যতীত আরও এক বাসুদেব ছিলেন, ইনি মহাপ্রভুর ভৃত্য এবং নিঃস্বার্থ পরম ভক্ত যথা—

"বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়॥
জগতে যতেক জীব—তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড় হইয়া॥"

বাসুদেব দত্ত শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, দয়াময়! জীবের ক্লেশে আমার চিত্ত ব্যথিত হইতেছে, জগতের জীবের যত পাপ আছে, তাহা আমায় প্রদান কর, তজ্জন্য আমি অনন্তকোটি জন্ম ক্লেশ ভোগ করিব। তাহাদিগকে তুমি উদ্ধার কর। বাসুদেব দত্ত সকলকে মায়ের মত ভাল বাসিতেন।

এতদ্ব্যতীত আরও একটী বাসুদেব আছেন। ইনি ঘোষ বংশ্য যথা

"রামদাস মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥"

ইঁহাদের অনেকেরই বংশ এখনও বিদ্যমান আছেন। অনেকেরই শাখা প্রশাখা পরিবারাদি এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারা বজায় রাখিয়াছেন। আমরা এস্থলে সকলের শাখা ও পরিবারাদির উল্লেখ করিতে অসমর্থ।

এতদ্ব্যতীত ছোট হরিদাস, বড় হরিদাসও কীর্ত্তনীয়া ভক্তের মধ্যেই পরিগণিত। যথা—

"বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥"

আরও কীর্ত্তনীয়াভক্ত ও শাখাপ্রবর্ত্তকের উল্লেখ আছে যথা—

"প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥"

আর এক কীর্ত্তনীয়া বক্রেশ্বর যথা—

"কবিচন্দ্র আর কর্ত্তনীয়া বক্রেশ্বর।"

এতদ্ব্যতীত আরও প্রধান প্রধান শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত-শাখা প্রবর্ত্তকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—দামোদর পণ্ডিত,

কতিপয় শাখা প্রবর্ত্তকের নাম-মাত্র উল্লেখ

শঙ্করপণ্ডিত, জগদীশপণ্ডিত (যশোড়ার শাখা-প্রবর্ত্তক), সদাশিব পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, অমানী পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিত, মহেশ পণ্ডিত, গরুড় পণ্ডিত, ভগবান্ পণ্ডিত, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (মহাপ্রভুর রক্ষিত নাম নৃসিংহাচার্য্য), শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী. নন্দনআচার্য্য, শ্রীমান্‌সেন, বিজয়দাস (আখরিয়া প্রভুর লেখক মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম "রত্নবাহ"), দীনকৃষ্ণদাস, খোলাবেচা শ্রীধর, হিরণ্য, পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় (এই উভয় শ্রীগৌরাঙ্গের ছাত্র), বুদ্ধিমন্তখান্, গোপীনাথ সিংহ, ভাগবতী-দেবানন্দ, শঙ্করারণ্য আচার্য্য, মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র (উপশাখা), জগন্নাথ আচার্য্য, কৃষ্ণদাস বৈদ্য, শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান, শ্রীনিধি, গোপীকান্ত, ভগবান্ মিশ্র, সুবুদ্ধি মিশ্র, জয়ানন্দ, কমলনয়ন, শ্রীকর, মধুসূদন, পুরুষোত্তম, গালিম জগন্নাথ দাস, বৈদ্য চন্দ্রশেখর, দ্বিজ হরিদাস, কবিচন্দ্র রামদাস, গোপালদাস, জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র জানকীনাথ, গোপাল আচার্য্য, বিপ্র বাণীনাথ, ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, রঘুনন্দন, মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, যদুনন্দন, জগাই, মাধাই, রঘুনাথ বৈদ্য, গোপীনাথ আচার্য্য, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, ভবানন্দ ও তাহার পঞ্চপুত্র (রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ), উড়িয়া কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র, উড়িয়া শিবানন্দ, ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, মুরারি মাইতী, মাধবী দেবী (শিখিমাইতীর ভগিনী, ইনি শ্রীরাধার দাসী মধ্যে গণিতা), কাশীশ্বর ও গোবিন্দ (এই দুইজন ঈশ্বরপুরীর শিষ্য, গোবিন্দ জাতিতে কায়স্থ, কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী, ইনি অতি বলবান্ ছিলেন, মহাপ্রভু যখন বহুলোকের ভিড়ের মধ্য দিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেন, তখন "অপরূপ দাস গোসাঞী মনুষ্য গহনে। মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে।" রামাই, নন্দাই, কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস। শ্রীচরিতামৃত বলেন. "কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। যারে সঙ্গে লঞা কৈল দক্ষিণে গমন।" বলভদ্র ভট্টাচার্য্য (ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের বৃন্দাবন গমন সময়ে সঙ্গী ছিলেন।) রামভদ্রাচার্য্য, রঘু, নীলাম্বর, সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ, কমলানন্দ ভৃত্য, নির্লোম গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস, গঙ্গাদাস পণ্ডিত এবং তপন মিশ্র (ইনি রঘুনাথ ভট্টের পিতা) ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে—

"এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্যভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন।
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল॥"

সুতরাং আমাদের প্রদত্ত এই নাম-তালিকা কেবল দিঙ্মাত্র নির্দ্দেশ ব্যতীত পূর্ণ তালিকা নহে।

প্রভু-সন্তান বলিলে সাধারণতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর ও শ্রীমদ্অদ্বৈতপ্রভুর বংশধরগণকে বুঝায়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ রাঢ়ীয়

প্রভু-সন্তান

ব্রাহ্মণ [নিত্যানন্দ শব্দে দ্রষ্টব্য] শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম বীরভদ্র, কন্যার নাম গঙ্গা। মাধব চট্টোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী গঙ্গাঠাকুরাণীর বিবাহ হয়। এই গঙ্গাবংশীয় গোস্বামিগণ এখনও বর্ত্তমান, তাঁহাদের শাখাশিষ্য-পরিবার যথেষ্ট আছে। বীরভদ্রপ্রভুর তিন সন্তান—গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত লতায় গোপীজনবল্লভের পাট, মালদহে রামকৃষ্ণ পাট স্থাপন করেন এবং কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে অবস্থান করেন। কালক্রমে ইঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রভু-সন্তানগণের শিষ্যাদি নিত্যানন্দ পরিবার নামে খ্যাত। নিত্যানন্দ-বংশ্যগোস্বামিগণ কলিকাতা, খড়দহ, বর্দ্ধমান, ঢাকা, মালদহ, বৃন্দাবন এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি বহুস্থানে বসবাস করিয়া গুরুতা-ব্যবসায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশ্য প্রভুসন্তান ব্যতীতও শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপাভাজন অনেক মহন্ত ছিলেন। সেই সকল মহন্তসন্তানগণও নিত্যানন্দশাখার অন্তর্গত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় একাদশ পরিচ্ছেদে তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে, বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সেই সকল নামের উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীলঅদ্বৈতাচার্য্য বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ, ইনি মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু ভিন্ন

শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান

তিনি অপর উপাস্য স্বীকার করেন নাই। দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণমিশ্র, ইনিও মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। তৃতীয় পুত্র শ্রীগোপাল, শ্রীগোপালও মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ছিলেন। চতুর্থ পুত্র বলরামের শ্রীগৌরভক্তি সম্বন্ধে শ্রী[illegible]রিতামৃতে

উল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন, বলরামই তৃতীয় পুত্র। তবে শ্রীগৌরভক্তি সম্বন্ধে বলরামের তাদৃশ দৃঢ়তা ছিল না, তজ্জন্যই তাঁহার নাম শ্রীচরিতামৃতের সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে অদ্বৈতাচার্য্যের ছয় শাখা সম্বন্ধেও অভিমত প্রচলিত আছে, কেহ কেহ রূপ ও জগদীশকে অদ্বৈত প্রভুর পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন, জগদীশ শাখা রূপে পুত্র। অদ্যাপি কৃষ্ণমিশ্র ও বলরামের ধারা বর্ত্তমান আছেন। অদ্বৈতের প্রধান শাখা শ্যামদাস, ইহার পাট তৈঁতে সিতার কোণ। নিত্যানন্দবংশ্য-প্রভুসন্তানগণের ন্যায় শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যবংশ্য প্রভুসন্তানগণেরও যথেষ্ট শিষ্যশাখা-পরিবার বঙ্গে, উড়িষ্যায় ও বৃন্দাবনাদি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের প্রধান পাট শান্তিপুর। অধুনা এই বংশ্য প্রভুসন্তানগণও বহুস্থানে বসবাস করিয়া গুরুতা ব্যবসায়ে জীবন যাপন করিতেছেন। এই বংশের সুবিস্তৃত শিষ্যশাখাদির নামও বাহুল্য বোধে এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। শাখাপ্রবর্ত্তকগণের নাম চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ গোপাল

যে সকল ভক্তমহানুভাবগণ শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা "গোপাল" নামে অভিহিত হইতেন। গোপাল অর্থে ব্রজের রাখাল। শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রধান প্রধান পাত্রগণ শ্রীকৃষ্ণলীলার পাত্রপাত্রীরূপে অবতীর্ণ হন, ইহাই বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস। কবিকর্ণপুর তদীয় শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাগ্রন্থে গৌরলীলার পাত্রগণের পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বাহুল্য বোধে সেই সকল পরিচয় এখানে প্রদত্ত হইল না, তবে প্রসঙ্গক্রমে কতিপয় মহানুভাবের পূর্ব্বপরিচয় প্রদত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণলীলার দ্বাদশ গোপাল যথা—

"শ্রীদামশ্চ সুদামশ্চ সুবলশ্চ মহাবলঃ।
সুবাহুর্ভদ্রসেনশ্চ স্তোককৃষ্ণসুধামকৌ।
লবঙ্গশ্চ মহাবাহুর্গন্ধর্ব্ববীরবাহুকৌ॥"

নিম্নের তালিকায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় প্রাদুর্ভূত গোপালগণের নাম ও পাট প্রকাশ করা যাইতেছে।

কৃষ্ণলীলায়	গৌরলীলায়	পাট
১। শ্রীদাম	অভিরাম ঠাকুর	খানাকুল
২। সুদাম	সুন্দর ঠাকুর	মহেশপুর
৩। বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	শীতলগ্রাম
৪। সুবল	গৌরীদাস পণ্ডিত	অম্বিকা
৫। মহাবল	কমলাকর পিপ্পিলাই	মাহেশ
৬। সুবাহু	উদ্ধারণ দত্ত (স্বর্ণবণিক্)	ত্রিশবিঘা
৭। মহাবাহু	মহেশ পণ্ডিত	মণিপুর
৮। দাম	পুরুষোত্তম নাগর	নাগর
৯। স্তোক কৃষ্ণ	ঠাকুর পুরুষোত্তম (বৈদ্য)	সুখসাগর
১০। অর্জ্জুন	পরমেশ্বর ঠাকুর	বিশ্‌খানা
১১। লবঙ্গ গোপাল	কানাই ঠাকুর বা কালা কৃষ্ণদাস	বোধখানা
১২। মধুমঙ্গল	শ্রীধর (খোলা বেচা)	নবদ্বীপ

এই সকল গোপাল নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। গোপালগণের সন্ততি ও শিষ্যগণ বহুশাখায় বিভক্ত। গোপাল পরিবারের শিষ্য সংখ্যাও কম নহে। এতদ্ব্যতীত উপগোপালগণও আছেন যথা—

কৃষ্ণলীলা	নবদ্বীপলীলা	শাখা	পাট
১। সুবল গোপাল	হলায়ুধপণ্ডিত	চৈতন্য	রামচন্দ্রপুর
২। বরুথপ গোপাল	কদ্রপণ্ডিত	নিত্যানন্দ	বল্লভপুর
৩। গন্ধর্ব্ব গোপাল	মুকুন্দানন্দপণ্ডিত	চৈতন্য	নবদ্বীপ
৪। কিঙ্কিণী গোপাল	কাশীশ্বরপণ্ডিত	"	বল্লভপুর
৫। অংশুমান গোপাল	ওঝাবনমালীদাস	"	কুলাই ঢাঁ
৬। ভদ্রসেন গোপাল	সপ্তঠাকুর	নিত্যানন্দ	রোকোণপুর
৭। বসন্ত গোপাল	মুরারী মহান্তি	চৈতন্য	বংশীটাটা
৮। উজ্জ্বল গোপাল	গঙ্গাদাস	নিত্যানন্দ	নৈহাটী
৯। কোকিল গোপাল	গোপাল ঠাকুর	,,	গৌরাঙ্গপুর
১০। বিলাসী গোপাল	শিবাই	,,	বেলুন
১১। পুণ্ডরী গোপাল	নন্দাই	,,	শালিগ্রাম
১২। কলবিঙ্ক গোপাল	বিক্রাই	,,	ঝামটপুর

ইঁহাদেরও সন্তান, শাখা ও পরিবার আছেন।

চতুঃষষ্টি মহন্ত।

পূর্ব্বলীল	নবদ্বীপলীলা	শাখা	পাট
১। নারদ	শ্রীবাস	চৈতন্য	নবদ্বীপ
২। হনুমান্	মুরারি গুপ্ত	,,	,,
৩। অঙ্গদ	পুরন্দর পণ্ডিত	,,	,,
৪। সুগ্রীব	গোবিন্দানন্দ	,,	নবদ্বীপ
৫। বশিষ্ঠ	গদাদাস পণ্ডিত	,,	বিদ্যানগর
৬। বিভীষণ	রামচন্দ্রপুরী	,,	নবদ্বীপ
৭। ঋচীক পুত্র (ব্রহ্মা) হরিদাস ঠাকুর		,,	বূঢন
৮। বেদব্যাস মুনি বৃন্দাবন দাস		নিত্যানন্দ	কুমারহট্ট
৯। সঙ্কর্ষণ ব্যূহ মীনকেতন রামদাস		,,	ঝামটপুর
১০। প্রদ্যুম্ন ব্যূহ	শ্রীরঘুনন্দন	চৈতন্য	শ্রীখণ্ড
১২। অনিরুদ্ধ ব্যূহ বক্রেশ্বর পণ্ডিত		,,	গুপ্তিপাড়া
১২। ব্রহ্মা	গোপীনাথাচার্য্য	,,	নবদ্বীপ

১৩। শুকদেব গোস্বামী	বল্লভ ভট্ট	চৈতন্য	কর্ণাট
১৪। গরুড়	গরুড় পণ্ডিত	,,	টোটাগ্রাম
১৫। শঙ্খনিধি	আচার্য্যরত্ন	,,	নবদ্বীপ
১৬। দুর্ব্বাসা	জগন্নাথ আচার্য্য	,,	শ্রীহট্ট
১৭। ইন্দ্রদ্যুম্ন	প্রতাপাদিত্য	,,	পুরীধাম
১৮। চন্দ্রকান্তি গন্ধর্ব্ব (রাধার বিভূতি)	গদাধর দাস	নিত্যানন্দ	এঁড়েদহ
১৯। বিশ্বামিত্র	বনমালী আচার্য্য	চৈতন্য	নবদ্বীপ
২০। অর্জ্জুন (অর্জ্জুনী) বিশাখা	রায় রামানন্দ	,,	পুরীধাম
২১। ভাণ্ডরী	দেবানন্দ পণ্ডিত	,,	কুলিয়া
২২। চন্দ্রাবলী	সদাশিব	নিত্যানন্দ	কুমারহট্ট
২৩। ভদ্রা (বিদুর)	শঙ্কর পণ্ডিত	চৈতন্য	পাহাড়পুর
২৪। সন্ধ্যা	দামোদর পণ্ডিত	,,	অভিরামপুর
২৫। ললিতা	ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী	,,	রামচন্দ্রপুর
২৬। বিশাখা	স্বরূপ দামোদর	,,	নবদ্বীপ
(ইনি ললিতা ও রামরায় বিশাখা ইহাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত)			
২৭। চিত্রা	বনমালী কবিরাজ	,,	পরীক্ষা
২৮। চম্পকলতা	রাঘব গোস্বামী	,,	রামনগর
২৯। তুঙ্গবিদ্যা	প্রবোধানন্দ সরস্বতী	,,	কাশী
৩০। ইন্দুরেখা	কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী	,,	গুপ্তিপাড়া
৩১। রঙ্গদেবী	গদাধরভট্ট	„	হনুমানপুর (তৈলঙ্গ)
৩২। সুদেবী	অনন্তআচার্য্য	„	অনন্তনগর
উপমহন্ত।			
৩৩। বসুরেখা	কৃষ্ণদাস (কুলীন ব্রাহ্মণ)	„	সাতগাছিয়া
৩৪। ধনিষ্ঠা	রাঘবপণ্ডিত	„	পানিহাটী
৩৫। মাধবী	মাধবাচার্য্য	নিত্যানন্দ	নন্তাপুর
৩৬। সুবর্ণা	মকরধ্বজ	„	বড়গাছি
৩৭। মধুরা	বিদ্যাবাচস্পতি	চৈতন্য	কাউগাছি
৩৮। মধুরেক্ষণা	বলভদ্র ভট্টাচার্য্য	„	নবদ্বীপ
৩৯। কলকণ্ঠী	রামানন্দ বসু	„	কুলীনগ্রাম
৪০। নান্দীমুখী	সারঙ্গঠাকুর	„	মাউগাছি
৪১। সুকণ্ঠী	সত্যরাজ খাঁ	„	কুলীনগ্রাম
৪২। মধুমেঠী	নরহরি সরকার	„	শ্রীখণ্ড
৪৩। বীরা	শিবানন্দসেন	„	কাঁচড়াপাড়া
৪৪। বৃন্দাদেবী	মুকুন্দদাস	„	শ্রীখণ্ড
৪৫। কলাবতী	গোবিন্দঘোষ	„	অগ্রদ্বীপ
৪৬। শ্রীপ্রেমমঞ্জরী	ভূগর্ভঠাকুর	„	কাঞ্চনগর
৪৭। লীলামঞ্জরী	লোকনাথ গোস্বামী	„	তালখড়ী (যশোর)
৪৮। রাসোল্লাসা	মাধবঘোষ	„	দাঁইহাট
৪৯। গুণতুঙ্গা	বাসুঘোষ	চৈতন্য	তমলুক
৫০। রাগরেখা	শিখিমাহাতি	„	বংশীটাটা
৫১। বজ্রপত্নী	শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী	„	চাটিগ্রাম
৫২। চঞ্চলতিকা	জগদীশপণ্ডিত	„	যশোড়া
৫৩। রত্নাবলী	ভগবান্ আচার্য্য	„	মালীপাড়া
৫৪। গুণচূড়া	পরমানন্দসেন (কবিকর্ণপুর)	চৈতন্য	কাঁচড়াপাড়া
৫৫। কর্পূরমঞ্জরী	রামাইঠাকুর	„	বাঘনাপাড়া
৫৬। শ্যামমঞ্জরী	দ্বিজ হরিদাস	„	ব্রহ্মপুর
৫৭। কামলেখা	ছোট হরিদাস	„	বাঘরণাঞ্জ
৫৮। কামসুন্দরী	নন্দনব্রহ্মচারী	„	নবদ্বীপ
৫৯। কলভাষিণী	বাণীনাথ পণ্ডিত	„	গাদিগাছি
৬০। কলকণ্ঠী	চিরঞ্জীবদাস	„	শ্রীখণ্ড
৬১। সুন্দরী	সুন্দরানন্দঠাকুর	„	বরাহনগর
৬২। নীলকান্তি	নবানীহোড়	নিত্যানন্দ	রোকণপুর
৬৩। কলাপিনী	জগদানন্দ পণ্ডিত	„	নবদ্বীপ
৬৪। সুকেশী	কংসারিসেন	„	গুপ্তিপাড়া

অষ্টত্রিংশৎ উপমহন্ত।

পূর্ব্বলীলা	নবদ্বীপলীলা	শাখা	পাট
১। কলাবতী	সুলোচনঠাকুর	চৈতন্য	শ্রীখণ্ড
২। সৌরসেনী	ভাগবতাচার্য্য	নিত্যানন্দ	বরাহনগর
৩। ইন্দিরা	শ্রীজীবপণ্ডিত	„	আকাইহাট
৪। মনোহরা	কবিচন্দ্র	চৈতন্য	আকনা
৫। কাত্যায়নী	শ্রীকান্তসেন	„	গরিফা
৬। বংশী	বংশীদাস	„	স্বরগ্রাম
৭। কুব্জা	কাশীমিশ্র	„	পুরীধাম
৮। মালতী	যদুনাথ আচার্য্য	„	চন্দ্রপুর
৯। কমলা	মুকুন্দঠাকুর	„	রামচন্দ্রপুর
১০। চন্দ্রিকা	পুরমানন্দগুপ্ত	„	অম্বিকা
১১। সুধীরা	মাধবাচার্য্য	বিষ্ণুপ্রিয়া	নবদ্বীপ
১২। কস্তুরীমঞ্জরী	কৃষ্ণদাসকবিরাজ	নিত্যানন্দ	ঝামটপুর
১৩। নাগরী	দ্বিজ শুভানন্দ	চৈতন্য	শ্যামপুর
১৪। সুরঙ্গিণী	শ্রীধরব্রহ্মচারী	„	পাঁচড়ালগর

১৫। কলকংসী	রঘুনাথ দ্বিজ	"	ত্রিবেণী
১৬। সুমুখী	জগন্নাথ	"	নপাড়া
১৭। শশীমুখী	সুবুদ্ধি মিশ্র	"	অম্বিকা
১৮। সুরঙ্গিণী	শ্রীহর্ষ	"	শান্তিপুর
১৯। সম্মোহিনী	কৃষ্ণদাস সরখেল	নিত্যানন্দ	অম্বিকা
২০। বিলাসিনী	শ্রীসুর পণ্ডিত	চৈতন্য	আলুড়
২১। গোপালিকা	গোপাল আচার্য্য	অদ্বৈত	শান্তিপুর
২২। গৌরশান্তি	যদুনন্দন	"	ঘাটাল
২৩। বিমলাহাসী	শ্রীরামঠাকুর	চৈতন্য	শ্রীহট্ট
২৪। সুশীলা	গোবিন্দদত্ত	"	সুখচর
২৫। বিদ্যুল্লতা	বিহারী কৃষ্ণদাস	নিত্যানন্দ	আটপুর
২৬। রত্নাবলী	হরিদাসহোড়	চৈতন্য	এঁড়েদহ
২৭। চিত্রাঙ্গী	শ্রীনাথ পণ্ডিত	"	কাঁচড়াপাড়া
২৮। সুকপালি	গালিম জগন্নাথ	নিত্যানন্দ	বাকলা চন্দ্রদ্বীপ
২৯। আহ্লাদিনী	পুরুষোত্তমব্রহ্মচারী	অদ্বৈত	জয়নগর
৩০। সুখময়ী	মধুপণ্ডিত	নিত্যানন্দ	সাক্রিবনগ্রাম
৩১। রসবতী	কাশীশ্বর	চৈতন্য	বল্লভপুর
৩২। প্রেমবতী	শঙ্করারণ্য	নিত্যানন্দ	চাতরাগ্রাম

ইঁহাদের সন্তান, শাখা ও পরিকর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্প্রদায়পোষক।

অষ্ট সখী।

১। ললিতা	শ্রীরূপ গোস্বামী
২। বিশাখা	শ্রীরামানন্দরায়
৩। সুমিত্রা	শ্রীশিবানন্দ সেন
৪। চম্পকলতা	শ্রীরাঘব পণ্ডিত
৫। রঙ্গদেবী	শ্রীগোবিন্দ ঘোষ
৬। সুন্দরী	শ্রীবাসুঘোষ
৭। তুঙ্গদেবী	শ্রীমাধব ঘোষ
৮। ইন্দুরেখা	শ্রীগোবিন্দানন্দ

নবমঞ্জরী

১। শ্রীরূপমঞ্জরী	শ্রীরূপ গোস্বামী
২। জীবমঞ্জরী	শ্রীসনাতন গোস্বামী
৩। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী	শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী
৪। শ্রীরসমঞ্জরী	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী
৫। শ্রীবিলাসমঞ্জরী	শ্রীজীব গোস্বামী
৬। প্রেমমঞ্জরী	শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী
৭। রাগমঞ্জরী	শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী
৮। লীলামঞ্জরী	শ্রীলোকনাথ গোস্বামী
৯। কস্তুরীমঞ্জরী	শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী

অষ্ট কবিরাজ।

কৃষ্ণলীলা	গৌরলীলা
১। সুলোচনা	রামচন্দ্র কবিরাজ
২। ভাণ্ডোদরী	গোবিন্দ কবিরাজ
৩। গোপালী	কর্ণপুর কবিরাজ
৪। সুচণ্ডিকা	নরসিংহ কবিরাজ
৫। সরস্বতী	ভগবান কবিরাজ
৬। বালা	বল্লভদাস কবিরাজ
৭। সুতারা	গোকুলচন্দ্র কবিরাজ
৮। কস্তুরী	কৃষ্ণদাস কবিরাজ

অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ক্ষেত্রে তিনটী সরিৎধারা পূর্ণ প্রাপ্ত প্রেমভক্তিসুধায় পরিপুষ্ট হইয়া বঙ্গে ও উৎকলে প্রবাহিত হয়। ইঁহারা শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, এবং শ্রীমৎশ্যামানন্দ নামে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয় ইঁহারা বঙ্গদেশে ভক্তিরস বিতরণ করেন। শ্যামানন্দের দ্বারা সমগ্র উৎকল প্রেমভক্তির সুধা-ধারায় পরিষিক্ত হইয়াছিল। ঠাকুর মহাশয় কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণাদির গুরু হইয়াছিলেন। ইঁহার ব্রাহ্মণ পরিকর এখনও মুর্শিদাবাদে ও ঢাকা জেলার বেতিলা গ্রামে বর্ত্তমান। ইঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। [ইঁহার সবিশেষ বিবরণ নরোত্তম শব্দে দ্রষ্টব্য। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্যামানন্দের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

দীক্ষা, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রপাঠ, সাধারণতঃ এই সকল উপায়েই ধর্ম্মপ্রচার হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত উপায়ের প্রচারকার্য্য অতি ধীরে ধীরে হয়। অদ্ভুত ব্যাপার বা অত্যন্ত প্রীতিজনক কিছু না দেখিতে পাইলে লোকের চিত্ত তাহাতে সহসা আকৃষ্ট হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই সহসা সমভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে সার্ব্বভৌমের ন্যায় ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত, প্রকাশানন্দের ন্যায় কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিকুলগুরু যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আবার মুসলমানধর্ম্মনিষ্ঠ নিরক্ষর দুর্ব্বিনীত পাঠান-সৈন্য বিজলী খাঁ প্রভৃতিও শ্রীগৌরাঙ্গচরণে সেইরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল। অতি সামান্য কুটীরবাসী, অকিঞ্চন খোলাবেচা শ্রীধর এবং বিপক্ষ নৃপতিকুলের কালাগ্নিরুদ্রস্বরূপ মহারাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র—এই উভয় প্রকার লোকই সমভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এমন কি নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজি এবং গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হোসেন শাহাও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। দীনাতিদীন ধর্ম্মপ্রাণ ভিক্ষু এবং অতিদুর্দ্ধর্ষ সমগ্র

প্রচার-প্রণালী

নবদ্বীপের ত্রাসস্বরূপ জগাই মাধাই, এই বিপরীত ভাবাপন্ন সর্ব্বশ্রেণীর লোক সকল যুগপৎ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আকৃষ্ট হইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরলবুদ্ধি বিষ্ণুভক্ত শ্রীবাস, রাজনীতির কুটিল পণ্ডিত শ্রীপাদসনাতন, আবার সংসারজ্ঞানলেশাভাসপরিশূন্য গোপালভট্ট এবং রঘুনাথ ভট্ট মধুব্রতের ন্যায় মহাপ্রভুর শরণগ্রহণ করিলেন, বিপুল জমিদারীর অধীশ্বর যুবক রঘুনাথ দাস, রাজা রামানন্দ, গৌড়বাদশাহ হোসেন শাহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রীসনাতন ও রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণনখপ্রভা দর্শনমাত্রই আকুল হইয়া উঠিলেন, বিষয়সুখ তৃণস্বরূপ ও বন্ধনস্বরূপ মনে করিয়া সহসা সংসার ত্যাগ করিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক আকর্ষণ—তাঁহাতে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণই এই বিশাল ব্যাপারের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্মের উদয়ে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এদেশে এইরূপে অভিনব ধর্ম্মের বিশাল বিপুল সমুদ্রতরঙ্গ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, তাঁহার অলোক সামান্য পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুর বাক্যালাপ প্রভৃতি গুণ চিত্তাকর্ষক ছিল। এরূপ গুণের স্ফূর্ত্তি কচিৎ কুত্রচিৎ পরিলক্ষিত হইতেও পারে, কিন্তু কেবল এই সকল গুণই এমন বিশাল পরিবর্ত্তনস্রোতঃ প্রতিকূলঅবস্থাসম্পন্ন সমাজে আনয়ন করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেই ভক্তগণের মনে একটী প্রবলতর ভক্তিভাব অনুভূত হইত। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য। উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ, তাঁহাকে ভগবদবতারের ন্যায় মান্য করেন, তিনি মহাপ্রভুর দর্শনপ্রাপ্তিমাত্রই বলিলেন—

"তোমারে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি ইথে নহে আন॥
কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নহে আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেমপরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥"

(অন্ত্যলীলা—৭ম পরিচ্ছেদ)

আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে তৎকালের অপর সম্প্রদায়াচার্য্য একজন মহানুভব মহাভাগবতের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম-প্রচারের আভ ইতিহাস প্রাপ্ত হইলাম। মহাপ্রভুকে দেখিলেই হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত। তিনি তাঁহার ভক্তগণের মধ্যেও এই শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভুবনপাবন ভক্তগণও এই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্তির শক্তিও ব্যাপকতাবিষয়ে তাড়িতশক্তির ন্যায়। ভক্তিময় শ্রীগৌরভক্তগণ সমগ্রদেশে সহসা এই নবধর্ম্মভাব প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংসারাশ্রমে অবস্থানের সময়েই এই কার্য্য সাধনের জন্য একটী অভিনব উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। এই উপায়টী—নামসঙ্কীর্ত্তন। আমরা এখন যে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে খোলকরতাল সহ নামসঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করি, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্ভাবিত এবং তাঁহাকর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে জনকনবযোগেন্দ্রসংবাদে কলিকালের উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে প্রসঙ্গান্তরে লিখিত হইয়াছে—

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

(একাদশ ৫।২৯)

অর্থাৎ কলিতে ইনি স্বকীয় পরমানন্দবিলাসস্বরূপোল্লাস বশতঃ স্বীয় পার্ষদাদির সহ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন অথবা ইং কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কলিতে পীতবর্ণ এবং সুবুদ্ধিজনগণ সঙ্কীর্ত্তনময় যজ্ঞে ইঁহার যজন করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের আবির্ভাবেই শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটী সার্থক হইয়াছে। শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নিত্যানন্দের বন্দনায় লিখিয়াছেন—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥"

এস্থলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দকেই সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতৃস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আদ্যলীলা-লেখক শ্রীমুরারিগুপ্ত কর্ত্তৃক তদীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের এক আখ্যান লিখিত আছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ —গয়া হইতে আগমনের পর মহাপ্রভু প্রায়শঃই দিনযামিনী কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল থাকেন, এই সময়ে তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের আরম্ভ করেন, যথা—

"ননর্ত্ত স জগৌ কৃষ্ণগীতং হরিপরায়ণৈঃ।
রাত্রৌ রাত্রৌ দিবা প্রোচ্চা পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ॥"

মহাপ্রভু এইরূপে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগি

লেন, এক দিবস তিনি নির্জ্জনে বসিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্যতা ভাবিতে ভাবিতে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন, এবং তখনই হঠাৎ একটী দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—

অবতীর্ণোঽসি ভগবান্ লোকানাং প্রেমসিদ্ধয়ে।
যেন মা কুরু সন্ন্যাসং কীর্ত্তনাখ্যঃ কলৌ কলৌ।
তৎপ্রসাদাৎ সুসম্পন্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
এবং শ্রুত্বা গিরো দেব্যা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ॥

(২য় অধ্যায় ২য়সর্গঃ)

অতঃপর তিনি ভক্তগণকে উপদেশ দান করেন—

কৃষ্ণাচিত্তো গদগদবাক্ রোদিত্যলং হসত্যপি।
নৃত্যত্যলং গায়তি চ মত্তকো ভুবন ত্রয়ং॥
পুনাতি পাতি সততং সর্ব্বাপদ্ভ্যো দিবানিশম
উৎকৃষ্টা হৃষ্টমনসা নমন্ত সজ্জনৈঃ সহ।
শ্রীমন্ বিশ্বম্ভরো দেবো নিজভক্তিপ্রকাশকঃ॥

অর্থাৎ আমার ভক্ত প্রেমকৃষ্ণচিত্ত, গদগদ ভাষী, তিনি কাঁদেন, কখন হাসেন, কখন কীর্ত্তন করেন, কখন বা নৃত্য করেন, এইরূপে তিনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন এবং সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন, ইহাই শ্রীভগবানের উক্তি সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

মহাপ্রভু এইরূপে কলির ধর্ম্ম ও নামমাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনপ্রচারের উপদেশ এইরূপ—

পড়িলাম্ শুনিলাম্ এতকাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥
শিষ্যগণ বলেন "কেমন সঙ্কীর্ত্তন।"
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতেতালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥
আপনে কীর্ত্তন নাথ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নামরসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে॥
"বোল বোল" বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের এই একটী প্রধান বিশিষ্টত্ব। ভজনগানাদি ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য সম্প্রদায়েও ছিল। কিন্তু এরূপ তরঙ্গতুফানময় সঙ্কীর্ত্তন ইহার পূর্ব্বে আর ছিল না। শিব পঞ্চমুখে গাল বাজাইয়া হরিনাম করিতেন, নারদ তুম্বুরু বাজাইতেন, বীণাযন্ত্রে গান করিতেন, এ সকল কথা পুরাণনিবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাত হাজার দশহাজার লোক একত্র সমবেত ও একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একগানের একতানে প্রেমভক্তির সমুদ্রতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তোলার প্রণালী কেবল শ্রীগৌরাঙ্গেরই প্রবর্ত্তিত। এ তরঙ্গে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই সমভাবে আকৃষ্ট হইতেন, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত এই মহাসঙ্কীর্ত্তনে আসিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমোন্মাদে নৃত্য করিতেন। জনসাধারণের প্রতি তাঁহার উপদেশ এই—

দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥"
কীর্ত্তন কহিল এই তোমাসভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া সারে॥

* * * *

সন্ধ্যা হৈলে আপনে দুয়ারে সভে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া করতালি॥
এই মতে নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥

এই সময়েও লোকের ঘরে মৃদঙ্গমন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থাকিত, লোকে দুর্গোৎসবাদিতে উহা লইয়া আমোদ করিত। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এই বাদ্যযন্ত্রাদি সঙ্কীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস তদীয় গ্রন্থে নামসঙ্কীর্ত্তনের গৌরবক্ষেত্র বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সময়ে নবদ্বীপের অনন্তবৈভব সঙ্কীর্ত্তনের মহামহোৎসবে প্রতিফলিত হইত, সমগ্র রাজধানী হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে টলমল করিয়া উঠিত, আর লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় কীর্ত্তনজনিত ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইত।

এই সময়ে নাম-প্রচারের জন্য মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও বৃদ্ধ হরিদাসের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণভজ কৃষ্ণবোল কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা।

• • • •

আজ্ঞা পাঞা দুইজন বোলে ঘরে ঘরে।
"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ ভজহে কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হৈয়া একমন॥

নিত্যানন্দ ও হরিদাসের নাম প্রচারে, ঘরে ঘরে নামসঙ্কীর্তন প্রথা প্রচারিত হইল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা কৃষ্ণনামকরণ ও নিয়ত কৃষ্ণপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপ্রদর্শন অতি সত্বরে সমগ্র নদীয়ায় প্রচারিত হইল, জগাইমাধাইএর ন্যায় দুইটী ভয়ঙ্কর দস্যু ভগবদ্ভক্তির সুধাধারায় পরিষিক্ত হইয়া মহাভাগবতভাব প্রাপ্ত হইলেন, এমন কি নামসঙ্কীর্তনের বন্যা প্রবাহে, নদীয়ার মুসলমান-শাসনকর্তা চাঁদকাজী পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। নামসঙ্কীর্তনেই শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ধর্মপ্রবর্তন এবং ইহা হইতেই এই ধর্মের বিস্তৃতি। এখনও বঙ্গ, উৎকল ও বৃন্দাবনাদি স্থানের ঘরে ঘরে এই নামসঙ্কীর্তন প্রবলরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতের সুদূরপ্রান্তে সৌরাষ্ট্রের অরণ্য মধ্যে এবং মণিপুরের পর্বতকন্দরে গৌরনিত্যানন্দের নামকীর্তন সহ মৃদঙ্গ-করতালির ধ্বনিতে কাননের বিহগগণ জাগিয়া উঠে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সর্বত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে নামসঙ্কীর্তন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি পৃথিবীর অপর খণ্ড আমেরিকা পর্য্যন্তও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। অধুনা ব্রাহ্ম খৃষ্টান প্রভৃতিও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। যুগধর্মপ্রবর্তকের নাম সঙ্কীর্তন প্রথা এখন সমগ্রজগতে অবলম্বিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা এই নামসঙ্কীর্তনের এক অভিনব বিপুল ইতিহাস।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সদাচারের সাক্ষাৎ সমুজ্জ্বল বিগ্রহ। তাঁহার আদেশে শ্রীপাদ সনাতন হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণব সদাচার বিধান করিয়াছেন, উহাতে বাহ্যশুদ্ধি ও আন্তর শুদ্ধির অতি উৎকৃষ্ট বিধান আছে। এরূপ শাস্ত্রসম্মত সদাচার অপর সম্প্রদায়ে অতি বিরল। হরিভক্তিবিলাসে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বহুল উপায় বিহিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য দীক্ষা, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, গুরু-সেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও চক্রাদি ধারণ, মালাধারণ, তুলসীচয়ন, দেবগৃহ সংস্কার, কৃষ্ণপ্রবোধন, পঞ্চ ষোড়শ পঞ্চাশৎ উপচারে ভগবদর্চ্চন, পঞ্চকাল পূজা, আরতি, কৃষ্ণের ভোজন ও শয়ন, তীর্থ-যাত্রার প্রয়োজন, কৃষ্ণমূর্তিদর্শন, নামমহিমা, নামাপরাধবর্জন, বৈষ্ণবলক্ষণ, জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন, প্রসাদভক্ষণ, অনিবেদিতত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাবর্জন, সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, অসৎসঙ্গত্যাগ, ইন্দ্রিয়দমন, শ্রীভাগবতশ্রবণ এবং একাদশ্যুপবাসাদি ব্রতপালন, অতি বিস্তৃতরূপে এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। শমদম বৈরাগ্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মূলোচ্ছেদ করিয়া ভগবল্লাভের নিমিত্ত কি প্রকারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হয় এই গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সত্যবাক্য, অসৎকর্মত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইলেও বৈষ্ণবধর্মে এই সকল ব্যাপার বহিরঙ্গ। ভগবদুপাসনার নিমিত্ত চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করাই এই সম্প্রদায়ের সার উপদেশ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এ বিষয়ে দার্শনিকপ্রণালীতে অতি উচ্চ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিও বৈষ্ণবাচারের স্মৃতিগ্রন্থের সহিত অবশ্য পাঠ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সংক্ষেপতঃ এই উভয় গ্রন্থের মর্ম উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সদাচার হিন্দুশাস্ত্রের সারস্বরূপ।

সদাচার

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিতিলকধারণ, কণ্ঠে তুলসীমালাধারণ এবং জপার্থে তুলসীমালার ব্যবহার এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব চিহ্ন। হরিভক্তিবিলাসের চতুর্থবিলাসে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণের বিধি ও মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে। কেশবাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ললাটে, উদরে, বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠে, উভয় পার্শ্বে, উভয় বাহুতে, উভয় স্কন্ধে, পৃষ্ঠে ও কটিতে দ্বাদশ তিলক বিহিত আছে। স্থানভেদে তিলকাঙ্কনের মন্ত্র-কেশবাদি নাম। যথা—

বৈষ্ণব-চিহ্ন

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। ইত্যাদি।

এইরূপ স্থানের সম্প্রদায়ানুসারে পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। তিলক-ধারণ অবশ্য কর্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে। দশাঙ্গুল প্রমাণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করাই উত্তম। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে ছিদ্র রাখা হয়। সম্প্রদায়ানুসারে তিলক করার বিধান আছে, যথা—

"সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচিঃ।
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বাঙ্গেষু ধারয়েৎ।
ভক্ত্যা বিশেষতস্তত্র ধারয়েজ্জপমালপি॥"

এই বচন অনুসারে কপালে বক্ষে বাহুতে ইত্যাদি স্থলে শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন ও শঙ্খচক্রাদি চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রায় তিলক চিহ্ন মুদ্রিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত অথবা "শ্রীগৌরাঙ্গ" "শ্রীগৌরনিত্যানন্দ" প্রভৃতি নামাঙ্কিত মুদ্রাধারণ করেন। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

"মুদ্রাভগবন্নামাঙ্কিতা ধার্য্যতাদিভিঃ।"

তিলকধারণের নিমিত্ত গোপীচন্দনই প্রশস্ত। ললাটের তিলক-নিয়ম,—

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদা।
নাসিকায়াস্ত্রয়োভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্মধ্যমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥
নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি॥

অর্থাৎ নাসিকার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তিনভাগপরিমিত স্থান নাসামূল বলিয়া অভিহিত, ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যে ছিদ্র করিবে। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর স্থিতির জন্য মধ্যে হরিমন্দির নির্ম্মাণ করা প্রয়োজনীয়। সম্প্রদায় অনুসারে নাসাগ্রভাগে তিলকরচনার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কেহ হরিচরণাকৃতি, কেহ নূপুরাকৃতি প্রভৃতিবৎ তিলক রচনা করেন। কেহ বা নাসাগ্রভাগে চম্পককলিকাবৎ তিলকাঙ্কন করিয়া থাকেন। এইরূপে নাসাগ্রে তিলকরচনার বহুল বিভিন্নতা আছে। কিন্তু অশ্বত্থপত্র, বেণুপত্র, পদ্মকুট্মলসদৃশ তিলকাঙ্কন বক্ষঃস্থলাদিতে নিষিদ্ধ। যথা—

অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশো বেণুপত্রাকৃতিস্তথা।
পদ্মকুট্মলসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতম্॥

টীকাতে লিখিত হইয়াছে—

"অশ্বত্থপত্রাকারাদিকং বক্ষঃস্থলাদৌ ন বিধেয়মিতি।"

অর্থাৎ অশ্বত্থপত্রাদিবৎ তিলকাঙ্কন বক্ষঃস্থলাদিতে বিধেয় নহে।

কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ এই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। ধাত্রীমালাধারণেরও নিয়ম আছে, যথা—

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

গৃহী ও উদাসীন বৈষ্ণবগণ মস্তকে শিখাধারণ করেন। শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রীতি। শাস্ত্র এই যে—

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ। (অত্রিঃ)

অপিচ—অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদ্যুর্ধৌতমেব বা।

কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ॥

সুতরাং কাষায়বস্ত্র পরিধান করা এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ। বস্ত্রাদি সম্বন্ধে আরও বহুল বিধান কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আবিকবস্ত্র (মেষলোমজাত বস্ত্র) সততই শুচি বলিয়া সমাদৃত, যথা—

আবিকন্তু সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে॥
কৌশাধৌতং তথা হ্রস্বং সচ্ছিদ্রং রজকাহৃতং।
শুক্লমূত্রমলৈর্লিপ্তং তথাপি পরমং শুচি॥

এই নিমিত্ত এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ প্রায়শঃই মেষলোম-নির্ম্মিত বস্ত্র রাখিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" শ্রীভাগবতপুরাণের এই সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এই সম্প্রদায়ের নিকট অভিন্নতত্ত্ব।

উপাস্য দেবতা।

নিষ্ঠানুসারে কেহ রাধাকৃষ্ণ যুগল কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি প্রায় সকল স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। পৌরাণিক উপাস্য দেবতার অর্চ্চনাপদ্ধতি যেমন সহজে প্রবর্ত্তিত ও গৃহীত হয়, অভিনবাবির্ভূত শ্রীভগবান্ তত সহজে গৃহীত হন না। কিন্তু তথাপি আমরা এখন অনেক স্থলেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ একই আসনে পূজিত হইতে দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গ শশী যে দিন নদীয়াতে প্রকাশ পাইলেন, সেই দিন হইতেই শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ অপর অপ্রত্যক্ষ দেবতা উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের গৃহেই সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর শ্যামসুন্দরের সমাসন প্রাপ্ত হন, যথা—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহপরিকর॥
দুই শাখার উপশাখায় তা সভার গণন।
যার গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন॥
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনে নাহি জানে দেবী দেবা॥
(শ্রীচরিতামৃত আদি ১০ম)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকেও শ্রীবাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-নিষ্ঠার এইরূপ বহুল প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রকাশের সময়ে শ্রীবাস যে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে—

"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক গঙ্গাতীর্থবর॥"

শ্রীবাস এইরূপ বহু স্তুতি করিয়া, অবশেষে বিষ্ণুপূজার ফুল তুলসী শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মেই অর্পণ করিলেন, যথা—

বিষ্ণুপূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অপর সহচর বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীমদ্মুরারিগুপ্তও শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকেই এক মাত্র সেব্য বলিয়া মনে করি-

ছেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রকাশে যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বিস্মিত হইয়া বিবিধ পুজোপহারে যাঁহার পূজা করিয়াছিলেন তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরেরই মূর্ত্তি, যথা—

জিনিয়া কন্দর্প কোটি অতীব সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনককুন্দর কলেবর॥ • •
কি বা নখ কি বা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজয়ে বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তৃতরূপে এই বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে, অদ্বৈতাচার্য্য শাস্ত্র মতে পটল দেখিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন এবং তিনি শাস্ত্রানুসারে যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহাও লিখিত আছে। যথা—

জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী॥

তিনি গৌর সুন্দরকে স্তুতি করিয়া বলিলেন—

তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ, ইত্যাদি। শ্রীল কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক এই গ্রন্থ অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহার মর্ম্ম এইরূপ—শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমন্নিত্যানন্দকে ষড়্ভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীবাস এবং অদ্বৈতেরও সেই রূপটী একবার দেখিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে বা শ্যামসুন্দর রূপ দর্শনাভিলাষের সম্যক্ আগ্রহ প্রকাশ করিলে গৌররূপে নিষ্ঠার হানি হয়, তাই শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য বলিতেছেন,—

'(স্বগতং) কিমত্র ক্রমতে মহেচ্ছং প্রতি যদি তবৈতদেব স্বরূপং তদা দর্শনীয়শ্যামসুন্দরবিগ্রহাভিলাষো বিভ্রান্তঃ। যদি স এব স্বরূপমিত্যুচ্যতে তদাস্মিন্ প্রেমহানিরিতি স্বলং পরামৃশতি।'

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,কৃষ্ণ রূপই "স্বরূপ" বলিলে গৌররূপে প্রেমের হানি হয়। সুতরাং শ্যামসুন্দর রূপ দেখিতে প্রার্থনা করিবেন কি না অদ্বৈত এই বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলেন। এই সময়ে শ্রীবাস বলিলেন—

"অস্মাকমিদমেব বপুঃ প্রেমপাত্রং অত্র কঃ সন্দেহঃ।"

অর্থাৎ এই গৌর রূপই আমাদের প্রেমপাত্র ইহাতে সন্দেহ কি।

এই সকল নিদর্শনে সপ্রমাণ হয় যে,অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গ রূপেরই ধ্যান করিতেন, গৌরাঙ্গ রূপই তাঁহাদের প্রিয় ছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বলিতেন—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যেই জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ॥"

জগৎপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আর কথা কি? শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে,—

"সার্ব্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেবা নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই রূপ এই লয় নাম॥"

মহাভাগবত মহানুভাব হরিদাস নির্ব্বাণের সময়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্দর্শন করিতে করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ হরিদাসের প্রার্থনা এই ছিল—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥
এই মোর ইচ্ছা যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোরে কর দয়াময়॥

অপর একটী মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীগৌরাঙ্গনিষ্ঠ ভক্তের নাম করিতেছি। ইঁহার নাম শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, ইনি কাশীর মায়াবাদী পণ্ডিতগণের গুরু ছিলেন। ইঁহার তুল্য পণ্ডিত সে সময়ে অতি অল্পই ছিল। ইঁহার প্রণীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের টীকায় ইঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে যথা—

"শ্রীশ্রীপাদপরিব্রাজ-রাজো বেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসা-গমনিগমমহাপুরাণেতিহাস-পঞ্চরাত্রালঙ্কার-কাব্যনাটকাদি-রহস্য সিদ্ধান্তানর্গলবক্তৃত্বোজ্জ্বলীকৃতাসংখ্যকাশীবাস্তব্যবাসিকজনাত্তঃ-করণকঃ ইত্যাদি।"

শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন ইঁহার অন্য উপাস্য ছিল না। ইঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানি কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমায় পরিপূর্ণ। এস্থলে একটীমাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

"শ্রবণমননসঙ্কীর্ত্ত্যাদিভক্ত্যামুরারে-
র্যদি পরমপুমর্থঃ সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধো
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নো মমস্তু॥"

অর্থাৎ "যদি কোন মুরারিভক্ত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ সাধন ভক্তিদ্বারা পরম পুরুষার্থ সাধন করেন, তবে তাহাও মন্দ নহে, যিনি যেরূপ সাধনই করুন, কিন্তু সেই অপার প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গসুন্দরের রস-রহস্যই আমার মমত্ব।" ইনিও জগদ্বিখ্যাত সার্ব্বভৌমের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের একজন ভক্ত ছিলেন। শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি আরও বহুল গৌরভক্তের প্রবলতম নিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত আছে। এই সকল গ্রন্থের

প্রমাণে ও ব্যবহারে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সমাজের প্রবর্তন সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ এবং তদভিন্নতত্ত্ব সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গ, এই বৈষ্ণব-সমাজে উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন।

উপাসনা-প্রণালী

ভগবদর্চনারূপ নিষ্কাম কর্ম বা বিধিসম্মত ভক্তিই এই সম্প্রদায়ের উপাসনার আরম্ভ। চিত্ত শুদ্ধ্যাদির নিমিত্ত বিধানানুযায়িনী ভক্তির অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য। হরিভক্তিবিলাসে ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই বৈধভক্তি-প্রণালী এবং ভক্তিবিভাগ অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রজরসের উপাসনাই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য উপাসনা। ভক্তিই প্রধান সাধন। রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে।

"রসো বৈ সঃ" ই ইহাদের উপাস্য দেবতা। সুতরাং ভাবরসে তাঁহার উপাসনাই উপাসনার চরম সিদ্ধান্ত। ভাবরসের উদাহরণ ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে পরিলক্ষিত হয়। উহাই চরম ভজনের আদর্শস্বরূপ। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে তাঁহাদের ভাবরস দার্শনিক প্রণালীতে বিবৃত হইয়াছে।

রাগানুগা ভক্তিতে ব্রজবাসীদের ভাবের অনুসরণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে গোস্বামিগণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় রামানন্দ রায়-মিলনে এবং শ্রীরূপ সনাতনের শিক্ষায় এই সম্বন্ধে বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রচারিত। [সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ উক্ত গ্রন্থাদিতে এবং "সাত্বতধর্ম" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীমদ্ভাগবতই এই সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। (ভাগবত ১২।১৩।১৫)

শ্রীজীবগোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ টীকায় এবং ষট্‌সন্দর্ভে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে।

জ্ঞেয়তত্ত্ব

ইঁহারা লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীগোপাল উপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

"কৃষ্ণ এব পরদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসয়েৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ।"

অর্থাৎ কৃষ্ণই একমাত্র পরম দেব, তাঁহার ধ্যান করিবে, তাঁহার নাম জপ করিবে, তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে এবং তাঁহার অর্চনা করিবে। পরা ভক্তিই সাধনের উপায়।

জীব অণু ও নিত্য কৃষ্ণদাস। ভগবচ্চরণানুরক্তিই জীবের মোক্ষ। ইঁহারা সারূপ্য সাযুজ্যাদি মুক্তি পার্থিবতা বলিয়া মনে করা দূরে থাকুক ঐ সকল বাসনা অতীব গর্হিত বলিয়া মনে করেন। শ্রীভগবদ্বিগ্রহের রূপ গুণ লীলাদি ইঁহাদের মতে নিত্য। শ্রীশঙ্করের মায়াবাদ ইঁহাদের বিচারে অতি দূষণীয়। শ্রীজীবগোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে ও ভাগবতটীকায় ক্রমসন্দর্ভে এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যে উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা অবশ্য অভিনব প্রয়াস নহে। বৈষ্ণব মাত্রেই মায়াবাদবিরোধী। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইঁহাদের অননুমোদিত। ইঁহারা পরিণামবাদের পক্ষপাতী, বিবর্ত্তবাদের বিরোধী, জগৎ নশ্বর হইলেও উহা মিথ্যা বলিয়া ইঁহাদের স্বীকার্য্য নহে। ইঁহারা অদ্বৈতবাদী নহেন এবং দ্বৈতবাদীও নহেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী নহেন। ইঁহারা ভেদাভেদবাদী। নিম্বার্ক যেমন স্পষ্টতঃ ভেদাভেদ স্বীকার করেন। ইঁহারা তাদৃক সুস্পষ্ট ভেদাভেদবাদের সমর্থক নহেন। ইঁহারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের বেদান্তবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

"রসো বৈ সঃ" 'আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং' এই সকল শ্রুতি প্রতিপাদ্য পদার্থ পরমতত্ত্বরূপে স্বীকৃত হওয়ায় ইঁহারা জ্ঞান সাধনের উপরেও প্রেমভক্তির দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া প্রেমভক্তিকেই এই লীলারসময় আনন্দমাধুর্য্যময় শ্রীভগবানের উপাসনার চরম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রেমদর্শন (Psychology of Divine Love) নামে অভিহিত হইতে পারে। ["বেদান্ত" শব্দে ও "সাত্বতধর্ম" শব্দে এসম্বন্ধে সবিস্তার দ্রষ্টব্য।] এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদির বিবরণ "বৈষ্ণব সাহিত্য" শব্দে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব উপ-সম্প্রদায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বহুল উপসম্প্রদায় আছে। এই সকল সম্প্রদায়ের সম্যক্‌রূপে সংখ্যা করা সহজ ব্যাপার নহে। এস্থলে কতিপয় উপ-সম্প্রদায়ের নাম প্রকাশ করা গেল:—

অতিবড়ী—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচার ব্যবহার ও উপাসনা হইতে ইহাদের আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র। প্রবাদ, জগন্নাথ নামে এক বিরক্ত বৈষ্ণব মহাপ্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শঙ্করের অদ্বৈতমতানুসারিণী বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলেন, তুমি এক তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব সমাজের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আমার যোগ্য নও, তুমি অতিবড়। এই "অতিবড়" কথা হইতেই "অতিবড়ী" উপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাম্প্রদায়িক মিল নাই। এই শ্রেণীর উৎকলে বাস। পুরীতে ইঁহাদের মঠ আছে। জগন্নাথদাস উৎকলভাষায় ভাগবত অনুবাদ করেন।

অনন্তকুলী—ইহারা উৎকলী গৃহস্থ বৈষ্ণব।

অবধূতী—"অবধূতী" শব্দ দ্রষ্টব্য।

অসহব পন্থী—এ শ্রেণীর বাউলদের ন্যায় ইহারা নিরঞ্জন উপাসক বৈষ্ণব। ইহারা প্রতিমা পূজা করে না। কিন্তু গলায় তুলসী মালা আছে। ইহারা মুখে দাড়ী গোঁপ রাখিয়া থাকে। ইহারা রামাতেরই উপ সম্প্রদায়।

আউল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপ-সম্প্রদায়। ["আউল" শব্দ দ্রষ্টব্য।]

আখড়া আখড়া বৈষ্ণবগণ রামানন্দ সম্প্রদায়ের উপ-সম্প্রদায়। ইহারা প্রচলিত সাত শাখায় বিভক্ত যথা নির্ব্বাণী, খাকী, সন্তোষী, নির্মোহী, বলভদ্রী টাটম্বরী ও দিগম্বরী।

আপাপন্থী মজাফরপুর জেলার অধিবাসী মুন্নাদাস নামে একটী স্বর্ণকার আপাপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। অযোধ্যা হইতে বহুদূর পশ্চিমে আখড়া নামক স্থানে ইহাদের গদী আছে। হিন্দুস্থানী বৈরাগীরা বলে—"রামানুজকে কৌজমে বারা গাড়ী পোন। আপাপন্থী মনমুখা ফিরে টোলে টোল॥"

অর্থাৎ রামানুজ সৈন্যদলে অনেকগুলি ভগ্ন শকট আছে। মনমুখী আপাপন্থীরা গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা আপন মনে কার্য্য করে, কাহাকেও গুরু স্বীকার করে না, তাহারা মনমুখী এই পন্থী রামানুজের উপ-সম্প্রদায়।

ওয়েরকারী বোম্বাই অঞ্চলে ওয়েরকারী নামে একরূপ ভিক্ষুক বৈষ্ণব আছে। ইহারা গলদেশে ও বাহুযুগলে তুলসীর মালা ধারণ করে এবং গৈরিক বস্ত্র ও গৈরিক রঞ্জিত ঝুলি লইয়া বেড়ায়।

কবীরপন্থী—কবীর শব্দে দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তাভজা—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপ সম্প্রদায়।

[কর্ত্তাভজা শব্দ দেখ।]

কামদেবী রামাৎ নিমাৎ উভয় সম্প্রদায়েই এই উপ-সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। ["কামদেবী" শব্দ দেখ।]

কালিন্দী উৎকলের মুচি হাড়ী প্রভৃতি ইতর জাতীয় বৈষ্ণবেরা কালিন্দী বৈষ্ণব নামে অভিহিত। ইহাদের অন্য গুরু নাই। ইহারা শবদাহ করে না।

কিশোরীভজনী বিক্রমপুরের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার কিশোরীভজন উপ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণলীলানুকরণ দ্বারা মুক্তি লাভ করা এই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়। ইহারা তীর্থ যাত্রা মানে না। এই সম্প্রদায়ের পুরুষ আপনাকে কৃষ্ণ মনে করে এবং স্ত্রী আপনাকে রাধা মনে করে। কিশোরী আরাধ্যশক্তি; সুতরাং একজন নারীকে কিশোরী মনে করিয়া ইহারা তাহার পূজা করে। যুগল ভিন্ন ইহারা দীক্ষিত হইতে পারে না। নায়কের একটী নায়িকা থাকা প্রয়োজন। "আমি কৃষ্ণ তুমি রাধা" ইত্যাদি বাক্য স্বীকার সময়ে প্রয়োজনীয়। এই সম্প্রদায়ের নরনারীগণ অতি সঙ্গোপনে নিশাযোগে সমবেত হয় এবং উক্ত কল্পিত কিশোরীর পূজা করে ও প্রসাদ খায়। ইহাদের জাতিবিচার নাই। সকলেই সকলের মুখোচ্ছিষ্ট ভোজন করে, কিন্তু মৎস্যাদি আহার করে না। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়া গানাদি করে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে এই উপ-সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প। [সহজিয়া শব্দ দেখ।]

কুড়াপন্থী প্রায় ৫০ বৎসর হইল আগরা জেলার অধীন হাতরাশ নামক নগরে তুলসী দাস নামক একজন অন্ধ বণিক্ কুড়াপন্থা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। সকলে একত্র হইয়া এক কুণ্ড বা কুঁড়তে ভোজন করে, এইজন্য ইহারা কুড়াপন্থী নামে অভিহিত। ইহারা জাতিভেদ স্বীকার বা কোন মূর্ত্তির উপাসনা করে না। রাত্রিকালে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ভজন করে। ইহারাও কর্ত্তাভজাদের ন্যায় কম্প প্রভৃতি অচলভক্তি প্রদর্শন করে। নিরাকার নিরঞ্জনের ধ্যানই ইহাদের উপাসনা। ইহাদের কার্য্যাদি কিশোরী-ভজনীদের ন্যায়।

খাকী—রামাৎ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। [খাকী শব্দ দেখ।]

খুশি বিশ্বাসী কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দেব গ্রামের নিকট ভাগাগাছে খুশি বিশ্বাস নামক একজন মুসলমান এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাদের মধ্যে কতকটা সহজিয়া ভাব আছে। ইহারা শ্রীগৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন করে; কিন্তু সাকার ঈশ্বর স্বীকার করে না।

গিরি—গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসী।

গুরুদাসী—ইহারা উৎকলবাসী একশ্রেণীর গৃহস্থ বৈষ্ণব।

গোবরাই গোবরাই—একজন মুসলমান। এই ব্যক্তি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে, তাহারই নাম গোবরাই।

চতুর্ভুজী চতুর্ভুজী—রামাৎসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের তিলক রামানন্দীদিগের ন্যায় কিন্তু মধ্যে শ্রীরেখা নাই। [চতুর্ভুজী শব্দ দেখ।]

চরণদাসী চরণদাস নামক দিল্লীর একজন ধূসর জাতীয় বণিক্ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। দ্বিতীয় আলমগিরের সময়ে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ইহারা রাধা-কৃষ্ণোপাসক। বৈষ্ণবীয় তিলকমালাদি যথারীতি ধারণ করেন। দিল্লীতেই এই সম্প্রদায়ের প্রধান গদী।

[চরণদাসী শব্দ দেখ।]

চামর বৈষ্ণব—"চামর বৈষ্ণব" শব্দ দ্রষ্টব্য।

চুহড় পন্থী—এই সম্প্রদায় অতি আধুনিক। ইহারা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়েরই উপ-সম্প্রদায়। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর হইল, আগরার এক বণিক্ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাটের "মাধজী" ইহাদের উপাস্য। ইহারা সতত কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করে। নাম ভজনই ইহাদের ধর্ম। স্ত্রীপুরুষগণ একত্র হইয়া নৃত্য করে। ইহারা সকল জাতির অন্নই খায়। ইহারা কীর্ত্তন প্রথাটী মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

চূড়াধারী—ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। ইহারা গোপালবেশে চূড়াদি ধারণ করে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত ইহাদের মতসামঞ্জস্য নাই।

জগন্মোহনী—জগন্মোহন গোঁসাই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি উৎকলের জনৈক রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দ, তৎশিষ্য শান্ত গোঁসাই, শান্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোঁসাই। এই রামকৃষ্ণের সময়ে এই ধর্ম্মমত অধিক প্রচলিত হয়। ইঁহারাই "গুরু সত্য" সম্প্রদায় বলিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে বিখ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন দুই শ্রেণীর লোকই আছে।

তিঙ্গল—মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব আছে। ইহারা শাস্ত্রের যুক্তিপ্রমাণ মানিয়া চলে। কাঞ্চিপুর-নিবাসী বেদান্ত দেশিকার নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রামানুজী সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে পরে বড়্গল ও তিঙ্গল, দুইটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বেদান্ত দেশিকার প্রচার করেন যে, আচার ও ধর্ম্মসংস্কারের জন্য তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। ধর্ম্মমত ও তিলকসেবা লইয়া এই দুই দলের বহু বিরোধ আছে। [তেঙ্গল শব্দ দেখ।]

তিলকদাসী—একজন সদ্‌গোপ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে কর্ত্তাভজা ছিল। পরে স্বসম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া নিজ নামে মুরাদপুরে একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে। এই ব্যক্তি আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিত। এই সম্প্রদায় এখন বিলুপ্তপ্রায়।

দরবেশ—অজ্ঞ লোকেরা বলে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই দলের প্রবর্ত্তক। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই সম্প্রদায় বাউল ও ন্যাড়াদের একটী শাখাবিশেষ ও সর্ব্বদা "দীন দরদী" নাম উচ্চারণ করে। মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্মের সংস্রবে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ইহারা হরি ও গৌর নিতাই নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু খোদা আল্লা শব্দও ইহাদের গানে আছে।

দাদুপন্থী—রামাৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। [দাদুপন্থী দেখ]

দুয়ারা—রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের ৫২টী দুয়ারা আছে। পৃথক্ সময়ে প্রাদুর্ভূত তেজিয়ান ব্যক্তিগণ স্বীয় প্রভাবে যে দল গঠিত করেন, তাহারই নাম দুয়ারা। যেমন, বামন দুয়ারা, অগ্রদাস দুয়ারা, ভ্রমণজী দুয়ারা, কুবাজী দুয়ারা, চিনাজী দুয়ারা ইত্যাদি।

নাগা—ইহারা শৈব ও বৈষ্ণব ভেদে দ্বিবিধ। বৈষ্ণব নাগাগণ রামাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত। [নাগা শব্দ দেখ]

নিরঞ্জনী সাধু—নিরঞ্জন স্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা রামাৎদের ন্যায় সাকার উপাসক উদাসীন বৈষ্ণব, ইহারা কৌপীন, কণ্ঠী ও রক্তবর্ণ শ্রীযুক্ত তিলক ধারণ ও রাম, সীতা, শালগ্রাম প্রভৃতি বিগ্রহের পূজাদি করে। [নিরঞ্জনী দেখ।]

নিহঙ্গ বৈষ্ণব—উৎকল প্রদেশের নিঃসঙ্গ বৈষ্ণবগণ এই নামে অভিহিত হন। ইহারা মঠধারী ও সন্ন্যাসী।

ন্যাড়া—অনভিজ্ঞ নিরক্ষর লোকদের ধারণা যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ঢাকাপ্রদেশে গিয়া এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু ইহা নিতান্তই ভ্রম। ন্যাড়া, বাউলসম্প্রদায়েরই শাখাবিশেষ। প্রকৃতিসাধনই ইহাদের ভজন। ইহাদের মত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মানব-দেহেই বিরাজিত, উপবাসাদি আত্মার ক্লেশজনক মাত্র। ইহারা বাহুতে লৌহ বা তামের একটা কড়া ধারণ করে, বৈষ্ণবদের ন্যায় ডোর কৌপীন, তিলক, স্ফটিকমালা, পলা, শঙ্খাদির গলা ব্যবহার করে। ইহারা গোঁফ ও দাড়ী রাখে। শরীরে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন, আলখেল্লা পরিধান, ঝুলি লাঠি ও কিস্তী (নৌকাবৎ নারিকেলের খোল) লইয়া ভ্রমণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন করে। ইহাদের আলখেল্লার নাম চিল্লাকস্থা। মুখে "হরিবোল" বা "বীর অবধূত" ধ্বনি উচ্চারণ করে।

পঞ্চধুনী—যে সকল রামাৎ ও নিমাৎ পঞ্চধুনা করিয়া তপস্যা করে, তাহারা পঞ্চধুনী নামে অভিহিত।

পল্টুদাসী—পল্টুদাস এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা তুলসীর মালা ও তিলক ধারণ, রামকৃষ্ণাদি অবতার স্বীকার ও রামমন্ত্র গ্রহণ করে। ইহারা একরকম আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন রামাৎ। [পল্টুদাসী শব্দ দেখ।]

ফকিরদাসী—ছদ্মবেশী কর্ত্তাভজা। [ফকিরী শব্দ দেখ।]

কারাচী—রামাৎ-নিমাৎ দলের কঠোরতাবলম্বী বৈষ্ণব তপস্বী।

মটুকধারী—যাহারা মটুকা স্কন্ধে করিয়া অথবা রাম কিম্বা কৃষ্ণের নাম করিয়া ভিক্ষা করে, হিন্দুস্থানে তাহারা মটুকধারী বৈষ্ণব নামে খ্যাত। [মটুকধারী শব্দ দ্রষ্টব্য।]

মহাপুরুষী - ইহা শঙ্করদেব নামক একজন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। শিখেরা যেমন গ্রন্থসাহেবের পূজা করেন, ইহারাও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের পূজা করে। রাম, কৃষ্ণ ও হরিনাম কীর্ত্তনও করিয়া থাকে। আসাম কোচবিহার অঞ্চলে এই সম্প্র

715-২।২

দায়ের অনেক লোক আছে। [মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী শব্দে সবিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মাধবী—মাধো নামে এক উদাসী এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। কান্যকুব্জবাসী মাধোদাস এই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, ইহাও প্রবাদে জানা যায়। ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

মানভবী—ইহারা কৃষ্ণোপাসক। কৃষ্ণভট্টযোগী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহাঁদের মতে কৃষ্ণই পরম দেবতা এবং জীব হিংসা মহাপাপ। কৃষ্ণের প্রসাদান্ন সকলে একত্র ভোজন করে। [মানভবী শব্দ দেখ]

মার্গী—দ্বারকা অঞ্চলে মার্গী সাধু নামে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছে। ইহারা গৃহী ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের উপসম্প্রদায়ভেদ। একজন বৈষ্ণব তীর্থযাত্রা করেন, পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সহিত কোন কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ ছিল। কতকগুলি লোকে সেই ধর্ম্মগ্রন্থ পাইয়া তদনুষ্ঠান করে। মার্গে অর্থাৎ পথিমধ্যে প্রাপ্তগ্রন্থানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করায় ইহারা মার্গী বলিয়া অভিহিত।

মীরাবাই—এই সম্প্রদায় বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ।
[মীরাবাই শব্দ দেখ।]

মূলুকদাসী— রামাৎ সম্প্রদায়ের শাখা। [মূলুকদাসী শব্দ দেখ]

যোগী—গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যশোরে ও উৎকলে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব আছে। [যোগী বৈষ্ণব শব্দ দেখ।]

রাত্তিভিখারী—এ দেশে এক শ্রেণীর ভিখারী বৈষ্ণব শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা অবধি সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত ভিক্ষা করে, কিন্তু কাহারও দ্বারস্থ হয় না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও বৈদ্যবাটী অঞ্চলে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব আছে। [রাত্তিভিখারী শব্দ দেখ।]

রয়দাসী—রামাৎসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। [রুইদাস দেখ।]

রাধাবল্লভী—হরিবংশ গোস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি বৃন্দাবনে ১৬৪১ সম্বতে রাধাবল্লভজীর মঠ স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়িগণের শ্রীমতী রাধিকাই প্রধান উপাস্যা। শ্রীবৃন্দাবনে এই সম্প্রদায়ের মঠ আছে। ইহাদের আচরণ ও বৈষ্ণব চিহ্নাদিও বৈষ্ণবোচিত। সেবাসখীবাণী নামক একখানি গ্রন্থে ইহাদের উপাসনা ও ক্রিয়া কলাপাদির বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের আরও অনেক শাখা আছে। ব্রজভাষায় লিখা ইহাদের অনেক গ্রন্থ আছে।

রামবল্লভী—[রামবল্লভী শব্দ দেখ।]

রামসনেহী—রামাৎসম্প্রদায় বিশেষ। [রামসনেহী দেখ।]

রামসাধনীয়—রামানন্দসম্প্রদায়ের উপসম্প্রদায়।

রূপ-কবিরাজী—গৌড়ীয় সম্প্রদায়চ্যুত একবর্গী বৈষ্ণব।
[স্পষ্টদায়ক শব্দ দেখ।]

লস্করী—রামানন্দী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। রামানন্দী তিলক করে, কিন্তু রক্তবর্ণ শ্রীরেখা দেয় না। অযোধ্যায় মঠ আছে।

বড়গল—মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলের একশ্রেণীর শাস্ত্রাচার পালক বৈষ্ণব। [বড়গল শব্দ দেখ।]

বলরামী—বলরামহাড়ী নামক একজন বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ক্ষুদ্রধর্ম্মসম্প্রদায়। [বলরামী শব্দ দেখ।]

বাউল—বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রাচারবিবর্জ্জিত এক শাখা। রাধাকৃষ্ণ ইহাদের উপাস্য; কিন্তু উপাসনাপ্রণালী অতি-গুহ্য। গৌরনিত্যানন্দ নামও কীর্ত্তন করে। [বাউলশব্দ দেখ।]

বাণশায়ী—রামাৎ নিমাৎসম্প্রদায়ের কঠোরতাচারী সম্প্রদায় ভেদ। ইহারা বাণে শয়ন করে।

বৈষ্ণবভাঁট—ইহারা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের গুরু-প্রণালী লিখিয়া রাখে এবং আশীর্ব্বাদ কীর্ত্তন করে।

বিন্দুধারী—উৎকলীয় বৈষ্ণবভেদ। [বিন্দুধারী দেখ।]

বিট্ঠলভক্ত—মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিট্ঠল ভক্ত নামে এক সম্প্রদায় আছে। উহারা গুজরাত, কর্ণাট ও ভারতবর্ষের মধ্যখণ্ডেও অবস্থিত। বিঠোবা নামক বিষ্ণুই ইহাদের উপাস্য। ইহার অপর নাম পাণ্ডুরঙ্গ। ইহারা উঁহাকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। পণ্ঢরপুরে ইহাদের গদী এবং "ভক্তবিজয়" প্রভৃতি নামে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে।

বীজমার্গী—[বীজমার্গী শব্দ দেখ।]

বৈরাগী—[বৈরাগী শব্দ দেখ।]

বৈষ্ণবতপস্বী—কেহ কাঠের কৌপীন ধারণ করে, কোমর-কাঠ বাঁধে, ইহাদিগকে কাঠিয়া বলা হয়, কেহ শিকলি ব্যবহার করে, উহারা লোহিয়া নামে অভিহিত হয় ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদণ্ডী - ইহারা রামানুজ সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব দণ্ডীসম্প্রদায়। ইহাঁরা ত্রিদণ্ডী এবং গেরুয়া বস্ত্র-পরিধায়ী, মস্তক মুণ্ডন এবং যজ্ঞোপবীত ও কমলবীজ বা তুলসীর মালা ধারণ করেন। চতুর্ভুজ বিষ্ণুই উপাস্য। ইহারা শুদ্ধাচারী এবং অহরহ বেদাধ্যয়ন ও নিত্যক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করেন।

বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী—এই শ্রেণী রামানুজাদিসম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবপরমহংস—রামানুজাদি সম্প্রদায়সম্মত দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পরমহংসবৃত্তি অবলম্বন করিলে লোক বৈষ্ণবপরমহংস নামে খ্যাত হয়। যোগ সাধনদ্বারা সাযুজ্য মুক্তিলাভ ইহাদের পরমপুরুষার্থ। ইহারা আপন হস্তে অন্ন পাক করে না।

এতদ্ব্যতীত সংযোগী, সখিভাবুকী, সৎকুলী, সৎনামী, সত্যপন্থী, সহজিয়া, সাঞ্জি, সাধ্বিনীপন্থী, সাহেবধনী, সেনপন্থী, হজরতী, হরিবোলা, হরিব্যাসী, হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি উপসম্প্রদায় সম্বন্ধে তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

করেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে বহুস্থান জয় করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন। প্রবাদ, তিনি ২২ পরগণার অধিকারী হইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহারই অধিকারে প্রকৃত পক্ষে বৈসবাড়া বিভাগে বৈস জাতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, তিলকচাঁদ যে স্বীয় ভুজবলে এক সময়ে অযোধ্যা-বিভাগের রাজগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার পাল্কীবাহক কাহারদিগকে রাজপুত করিয়া যান এবং ফৈজাবাদের বারিজাতি তাঁহারই অনুগ্রহে 'ভালে সুলতান' নামে আখ্যাত হয়।

মৈনপুরী জেলার বৈসগণ বলেন যে, তাঁহারা ১৩৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে রাঠোর রাজপুতগণের সহিত ছুণ্ডিয়া-খেরা হইতে এদেশে আসিয়া বাস করে। তারিখ-ই-মবারক্-শাহী পাঠে জানা যায় যে, এখানকার বৈসগণ ১৪২০ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া উঠে। দিল্লীশ্বর তাঁহাদের উপদ্রব নিবারণার্থ সুলতান খিজির খাঁকে পাঠাইয়া দেন। খিজির খাঁ বৈস-শক্তি সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফৈজাবাদ ও ফরুখাবাদেও বৈসগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ফরুখাবাদে আগমন সম্বন্ধে তথাকার বৈসগণ বলেন যে, হংসরাজ ও বৎসরাজ নামে দুই বৈস ভ্রাতা ডুণ্ডিয়া-খেরা হইয়া এই প্রদেশে আইসেন। প্রথমে তাঁহারা ভর নামক তথাকার আদিম অধিবাসিগণের অধীন ছিলেন, পরে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিয়া শঙ্কৎপুর ও সৌরিখ নামক স্থান অধিকারপূর্ব্বক তথায় বাস করেন, ক্রমে তাঁহারা ঈশান নদীতীরস্থ কএকখানি গ্রাম দখল করিয়া সেই সেই স্থানে আপনাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন।

বুলন্দসহর জেলার বৈসদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, বৈসবাড়া হইতে দলিপসিংহ নামে এক জন বৈস-সর্দ্দার এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারই দুই পুত্র হইতে তাহাদের মধ্যে চৌধুরী ও রায় বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। গোরক্ষপুরের বৈসগণ বলেন যে, তাঁহারা নাগবংশী এবং বশিষ্ঠ ঋষির কামধেনুর নাসারন্ধ্র হইতে উৎপন্ন। গাজীপুরী বৈসরা আপনাদিগকে বৈসবাড়া হইতে সমাগত বাঘেল-রায়ের বংশধর বলিয়া থাকেন। মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের সময় তাঁহাদের একটী শাখা রোহিলখণ্ডে যাইয়া বাস করেন।

নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি এই সুবিস্তৃত বৈসজাতির মধ্যে আসিয়া মিলিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে লইয়া বৈস সমাজে অনেকগুলি থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। ফৈজাবাদ ও গোণ্ডা জেলায় গন্ধারিয়া, নাই পুরিয়া, বারবার ও চাহগণ আপনাদিগকে বৈসজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়। রায়বরেলী জেলার পূর্ব্বাংশে ভয়াভিবৈস শ্রেণীর বাস। ভিতরিয়া ও বাহারিয়া বৈসগণের সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, রাজা তিলকচাঁদের বহুসংখ্যক পত্নী ছিল। তন্মধ্যে রেবা ও মৈনপুরীর রাজকন্যাদ্বয় রাজসংসার হইতে পলাইয়া যায়। তাহা হইতেই ভিতরিয়া ও বাহরিয়া থাকের উৎপত্তি হইয়াছে। তিলকচাঁদী বৈসগণের মধ্যে রাও, রাবত, নৈহাটা ও সাইবংশী প্রধান। বৈস হইতে নীচজাতীয় রমণীর গর্ভে কাঠ বৈসগণের উৎপত্তি। তিলকচাঁদীরা ইহাদের কন্যা গ্রহণ বা তাহাদের সহিত একত্র পান ভোজন করেন না।

উপরে শালিবাহনরাজের ৩৬০ পত্নী হইতে যে ৩৬০ ঘর বৈস জাতির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিলসারী, চকবৈস, নানবাগ, ভানবাগ, বৎস, পরাশরিয়া, পটসারিয়া, বিঝোনিয়া, ভট্টকারিয়া, চনমিয়া ও গর্গবংশই প্রধান।

তিলকচন্দ্র নামক শাখার সকলেই কপালে অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ করিয়া থাকে।

বৈসবার, মীর্জাপুর জেলার পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা আপনাদিগকে ডুণ্ডিয়াখেরাবাসী রাজপুত বৈস্ (বাইস্) জাতির শাখা বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ, বৈসজাতীয় দুই ভ্রাতা রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সুদূর রেবারাজ্যে পলায়ন করেন। এখানে তাঁহারা রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া বিস্তর ভূসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। ৮।৯ পুরুষ এখানে বাসের পর, তাঁহারা মীর্জাপুর অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। বৈসবারেরা বলে যে, বৈসবাড়াজাতীয়ের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, পরস্পরে আদান প্রদানও চলে না।

তাহারা আপনাদিগকে রাজপুতজাতির শাখা বলিয়া পরিচিত করিলেও, তাহাদের মধ্যে যে রাজপুতরক্ত প্রবাহিত আছে, এরূপ বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহাদের বাহ্য আকৃতি ও প্রকৃতি অনুশীলন করিলে, তাহাদিগকে প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় শাখাসম্ভূত বলিয়াই অনুমিত হয়।

তাহাদের মধ্যে ৭টী বিভাগ আছে। তন্মধ্যে খণ্ডাইৎ ও বংশাইৎ প্রধান। এই দুই শ্রেণী হইতে অপর পাঁচটী শ্রেণী উদ্ভূত। চৌধুরীগণ কুর্ম্মী পুরুষের ঔরসে বৈসবার রমণীর গর্ভে উৎপন্ন। বনভূমে বাস করিয়া একটী শাখা বনবৈত নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। রৌতিয়া, সোহাগপুরিয়া ও পিপরাহ গ্রামে বাসহেতু শাখাত্রয়ের ঐরূপ নাম হইয়াছে। রেবতী, সোহাগপুর ও পিপরা গ্রাম বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত।

উপরি কথিত সপ্ত-শাখার মধ্যে খণ্ডাইৎ প্রধান। অপর শাখার লোককে খণ্ডাইতের কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে পণ দিতে হয়। খণ্ডাইৎ দিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পঞ্চায়তের সর্দ্দার হয় তাহার নাম মহতো।

বৈসবারদিগের মধ্যে ব্যভিচার ততদূর দোষজনক নহে, কিন্তু যদি স্বজাতির কেহ অন্যজাতির অন্নগ্রহণ করে, তবে তাহার জাতিনাশ ঘটে। জাতিনাশ বা পাপক্ষালনের জন্য ভাগবতের ৭টী শ্লোক পাঠ, গঙ্গাস্নান অথবা বারাণসী, প্রয়াগ বা মথুরায় তীর্থযাত্রা করিতে হয়। পঞ্চায়তের বিচারে অন্য দণ্ড নাই।

তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু সাধারণতঃ একটীমাত্র পত্নী গ্রহণ করাই নিয়ম। যাহার দুই বা ততোধিক পত্নী থাকে, তাহার প্রথমাই গৃহকর্ত্রী ও দেবপূজাদির অধিকারিণী হয়। সাগাইমতে বিধবার বিবাহ হয়। ঐ সময়ে সত্য-নারায়ণের পূজা এবং স্বজাতীয় স্বজনসমক্ষে উভয়ের গ্রন্থিবন্ধন ব্যতীত আর কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় না। দেবর যদি ভাইবৌকে বিবাহ করিতে না চায়, তাহা হইলে সেই বিধবা অপরকেও বিবাহ করিতে পারে। স্বামী বা স্ত্রী যদি অন্যজাতির হুকায় তামাকু সেবন করে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈসবারেরা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

সন্তান জন্মিলে প্রথম ছয় দিন চামার ধাত্রী সূতিকাগারে প্রসূতিকে দেখাশুনা করে, তৎপরে ছয়দিন নাপিতানী আসিয়া সূতিকাগারে থাকে। বারদিনে প্রসূতি শৌচাদি সম্পন্ন হইয়া গৃহে আসে, কিন্তু ছয় মাস পর্য্যন্ত সে স্বামীর কাছে আসিতে পারে না। বালক চলিতে শিখিলে তাহার কর্ণবেধ এবং অন্নপ্রাশন হয়।

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে একটী ভোজ হয় এবং কন্যার পিতা পাত্রের কপালে টীকা দিয়া বিবাহ পাকা করিয়া যান। বিবাহের পাঁচ দিন পূর্ব্বে মট মঙ্গলা হয়। ঐ সময়ে রমণীরা একটী ঢোলক সিন্দুরে রঞ্জিত করিয়া লইয়া যায়। পরিবারস্থ বৃদ্ধা রমণী মাটী কাটিয়া বাড়ীতে আনে ও তাহা বিবাহমণ্ডপের মধ্যস্থলে রাখিয়া একটী বেদিকা প্রস্তুত করে। বেদীর উপরে শিমুল গাছের ডাল ও পবিত্র জলপূর্ণ কলস স্থাপিত থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বদিনে মন্ত্রিপূজা হয়। ঐ সময়ে একটী ঘরের দেওয়ালে গোময় লেপিয়া তাহার উপর দূর্ব্বা ও আম্রপল্লব লাগাইয়া হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া দেয়। কন্যা তদুপরি ঘৃত নিক্ষেপ করিলে পর, খড়্গপূজা হইয়া থাকে, কন্যাপক্ষের কোন আত্মীয় ঐ সময়ে স্বহস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে এবং বরের মাতা আসিয়া তাহাতে চাউলের পিটুলী ও হরিদ্রা মাখাইয়া দেয়, তৎপরে ঐ তরবারির বাঁট দিয়া একটী শস্যপূর্ণ কলস ভাঙ্গিয়া ফেলে। প্রবাদ, বরপক্ষের কোন ব্যক্তি যদি এই বিবাহে শত্রুতাচরণ করে, তাহা হইলে তাহা-দিগকে ঐকলসের ন্যায় দূরে বিদূরিত করা হইবে।

অতঃপর ঐ তরবারি বিবাহমণ্ডপের বেদীর মধ্যস্থলে আনিয়া রাখা হয় এবং পরে ঐ তরবারি দ্বারা একটী ছাগহত্যা করিয়া রাত্রে খিচুড়ী ও ছাগমাংসের ভোজ হয়, উহাকে বৈস-বারেরা 'ভাতবান্' বা ভাইবড় ভাত বলে।

বরযাত্রার পূর্ব্বে, নাপিত আসিয়া কন্যার গৃহ হইতে আনীত জলে বরকে স্নান করায়। ঐ জল কন্যার স্নানের পর মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র পাত্রে তুলিয়া আনা হয়। বরযাত্রাকালে বরের মা 'পরছন' কার্য্য সমাপন করে। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া কন্যার আলয়ে যায় এবং কন্যার গ্রামে আসিলেই কন্যাপক্ষীয় আত্মীয় স্বজনেরা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া কন্যা-গৃহে লইয়া যায়। ঐ সময়ে কন্যা পক্ষীয় নাপিত এখানে হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র আনিয়া বরের পালকী আচ্ছাদন করিয়া দেয়।

কন্যাগৃহের দ্বারদেশে বসিবার আসন পাতা হয়। ঐ স্থানে বর বসিয়া গৌরী ও গণেশ পূজা করে। পূজা সমাপ্ত হইলে কন্যার পিতা আসিয়া বরের কপালে দধি ও চাউল দেয়। তাহার পর কন্যাগৃহ হইতে বর ও বরপক্ষীয় বালক বালিকাদের জলপান আইসে। তৎপরিবর্ত্তে বরের পিতা কন্যা ও কন্যার মাতার জন্য সাড়ী ও অলঙ্কার এবং বরের স্নান করা জল পাঠাইয়া দেন। ঐ জলে কন্যাকে পুনরায় স্নান করাইয়া নববস্ত্র ও অল-ঙ্কারাদি পরাইয়া বিবাহমণ্ডপে আনা হয় এবং বরকে আনিয়া সকলে বিবাহকার্য্যে ব্রতী হয়।

বর ও কন্যা তখন সম্মুখ রক্ষিত গৃহদেবতার মূর্ত্তি পূজা করিয়া সম্মুখস্থ কলস ও শিমূল বৃক্ষে সিন্দূর মাখাইয়া দেয়। তার-পর বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিয়া বর ও কন্যাকে সেই বেদীর চারিপার্শ্বে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রদক্ষিণকালে বরের হাতে কুলা থাকে, কন্যার ভ্রাতা ঐ কুলার উপর চাউল দিতে দিতে যায় এবং কন্যা আবার সেই চাউল ফেলিতে ফেলিতে যায়। তারপর বরকন্যাকে বাসরগৃহে (কোহাবর) লইয়া রাখা হয়। বাসি বিবাহের দিন কন্যার মাতা বরের টোপর কাড়িয়া লইয়া বরকে যৌতুক দিয়া থাকে। ঐ দিন খিচুড়ী ভোজের পর, বর কন্যাকে লইয়া স্বগৃহে যায়। তথায় উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন ধূমধামে ভোজ হইয়া থাকে। দ্বিরাগমনের পর বরের আলয়ে স্থানীয় দেবতাদের পূজা ও হোম হইয়া থাকে।

সকল হিন্দুর ন্যায় ইহারাও শবদেহ দাহ করে। শবদাহান্তে শববাহকগণ গৃহে আসিয়া অট্টালে অগ্নি স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়। পরদিন প্রাতে মৃতের নিকটাত্মীয় দাহস্থানে যাইয়া শবের অস্থি ও ভস্ম সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীতে নিক্ষেপ করে। তদনন্তর তাহারা একটী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে প্রেত আত্মার তৃষ্ণানিবারণের জন্য এক কলস জল স্থাপন করিয়া রাখে। মৃতের নিকট আত্মীয়

প্রত্যহ প্রেতের উদ্দেশে একটা করিয়া পিণ্ড দেয় এবং দশম দিনে দুগ্ধ ও তণ্ডুল উৎসর্গ করিয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে ফেলিয়া দিয়া আসে। একাদশ দিনে মহাপাত্রকে মৃতের বসন ভূষণ দান করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে সেই গুলি প্রেতলোকে যায়। দ্বাদশাহে ষোড়শ পিণ্ডদানান্তে মহাপাত্রকে ভোজন করান হয় এবং দক্ষিণাস্বরূপ তাহার হস্তে একটী গাভী ও বস্ত্র দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ দিনে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়।

ইহারা দেবী দুর্গা ও বর্দ্দির ভবানীর পূজা করে।

বৈসর্গিক (ত্রি) বিসর্গায় প্রভবতি বিসর্গ (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। যাহা ত্যাগের নিমিত্ত হয়।

বৈসর্জ্জন (ত্রি) ১ বিসর্জ্জন বা উৎসর্গ। ২ যাহাকে উৎসর্গ করা যায়। ৩ যজ্ঞের বলি।

বৈসর্জ্জনীয় (ত্রি) উৎসর্গের যোগ্য। (শতপথব্রা° ৩।৯।৩।)

বৈসর্জ্জিন (ক্লী) বৈসর্জ্জন শব্দার্থ।

বৈসর্প (ত্রি) বিসর্প-অণ্। ১ বিসর্প রোগ। ২ বিসর্প রোগ সম্বন্ধীয়।

বৈসাদৃশ্য (ক্লী) বিসদৃশ ভাবে ষ্যঞ্। বিসদৃশতা। বৈষম্য, বিসদৃশের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৈসারিণ (পুং) বিশেষেণ সরতীতি বিসারী মৎস্যঃ স এব (বিসারিণো মৎস্যে। পা ৫।৪।১৬) ইতি অণ্। মৎস্য (অমর)

বৈসূচন (ক্লী) বিশেষেণ সূচয়তীতি বিসূচনম্, তদেব স্বার্থে অণ্। নাট্যে পুরুষদিগের স্ত্রীবেশধারণ।

বৈস্থপ (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

বৈস্তারিক (ত্রি) বিস্তার সম্বন্ধীয়।

বৈস্পষ্ট্য (ক্লী) পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা। বিশেষরূপ স্পষ্টতা।

বৈস্রেয় (পুং) বিস্র ঋষির অপত্য। (পা ১।১২০)

বৈস্বর্য্য (ত্রি) ১ স্বর বিকৃতির ভাব। গলাভাঙ্গা।

"মত্তং গদগদভাষিত্বং বৈস্বর্য্যং প্রমদাদিকম্।"

বৈহগ (ত্রি) বিহগ-অণ্। বিহগ সম্বন্ধীয়। (কথাসরিৎ ৫২।১৭৮)

বৈহঙ্গ (ত্রি) বিহঙ্গ-অণ্। বিহঙ্গ সম্বন্ধীয়। (সুশ্রুত)

বৈহতি (পুং) বিহতের গোত্রাপত্য। বৈহ্নি পাঠও দেখা যায়।

বৈহায়ন (পুং) বিহত ঋষির অপত্যাদি। (সংস্কারকৌমুদী)

বৈহায়স (ত্রি) বিহায়স অণ্। বিহায়স সম্বন্ধীয়, আকাশ সম্বন্ধীয়।

বৈহার (পুং) মগধের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। (ভারত সভাপর্ব্ব) বৈভার নামে খ্যাত। [রাজগৃহ দেখ।]

বৈহার্য্য (ত্রি) বিশেষেণ হ্রিয়তে ইতি বি-হৃ-ণ্যৎ বিহার্য্য এব স্বার্থে অণ্। পরিহাস দ্বারা লালনীয়। শ্যালকসম্বন্ধ্যাদি;

"যথাবালেষু নারীষু বৈহার্য্যেষু তথৈব চ।
সম্বরেষু নিপাতেষু তথাপদ্ব্যসনেষু চ।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে তেন সত্যেন খং ব্রজ।"

(ভারত উদ্যোগপ°)

বৈহাসিক (পুং) বিহাসং করোতি ঠক্। যিনি হাসান, ভণ্ড, বিদূষক। পর্য্যায় বাসন্তিক, কেলিকিল, প্রহাসী, প্রীতিদ। (হেম)

বৈহ্বল্য (ক্লী) বিহ্বলস্য ভাবঃ বিহ্বল-ষ্যঞ্। বিহ্বলতা, বিহ্বলের ভাব বা ধর্ম্ম।

"মুমূর্ষোরিব তত্রাস্য বৈহ্বল্যগলিত স্মৃতেঃ।"

(রাজতর° ৮।২২৪৮)

বোআ, চলিত বোআ সাপ বা ময়াল (Boa constrictor) ইহারা সর্পজাতির Pythonida শ্রেণীর Ophidia বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে গ্রীষ্মপ্রধান দেশভাগে, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে এই জাতীয় সর্প বহুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এত বড় হয় যে, সময়ে সময়ে নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া থাকে। খাদ্য জন্যও তাহারা অন্যত্র গমনের চেষ্টা করিতে পারে না। বায়ুতে নিশ্বাস গ্রহণদ্বারা কীট, মক্ষিকাদি আহরণ করিয়া উদরস্থ করে। প্রবাদ, মনুষ্য ও চতুষ্পদ জন্তুদিগকে ইহারা নিশ্বাসে টানিয়া লয়।

সিংহলদ্বীপে একটী ২০ ফুট লম্বা ময়াল সাপ পাওয়া যায়। উহা তখন নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়াছিল। উহাকে ধরিয়া "লণ্ডন জুওলজিকাল গার্ডেন" নামক উদ্যানে রাখা হয়। ছয় বৎসর মধ্যে উহা ২৯ ফুট পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল।

ভারতের পশ্চিম উপকূলদেশে, সিংহলে এবং উত্তরে হিমালয় পাদমূলে ময়াল সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় নদীর ধারে বালুকার মধ্যে ইহারা বাস করে। যদি কোন ক্রমে গাত্রোপরিস্থ বালুকা সরিয়া যায়, তখন তাহাদের গাত্র দেখিয়া বড় গাছের শিকড় বলিয়া মনে হয়। তিস্তা নদীতীরে একদল শিকারী বালুস্তরের উপর চা প্রস্তুত করিতেছিল। অগ্নির উত্তাপে বালু উত্তপ্ত হইলে ময়াল সাপ বালুরাশি ভেদ করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠে ও গর্জ্জন করিতে থাকে। সেই গর্জ্জনে শিকারীদলের সহগামী হস্তিদল ভীত হইয়া পলায়ন করে।

অন্যান্য সর্পের ন্যায় ইহারা শিকার ধরিয়া আস্তে আস্তে গলাধঃকরণ করিতে থাকে।

বোআলমারী, বাঙ্গালার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্যপ্রধান গণ্ডগ্রাম। বারাসিয়া নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৮′ ৩০″ পূঃ। এখানে চাউল, বিলাতী কার্পাসবস্ত্র, দেশী কার্পাসবস্ত্র, সূতা, পাট ও তামাকুর বিস্তৃত কারবার আছে। প্রতি রবিবার ও বুধবার এখানে হাট

বসে এবং প্রায় ২।৩ দিনের পথ হইতে নানা গ্রামের লোক ঐ হাটে আসিয়া ক্রয়বিক্রয় করে।

বোক্কাণ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (বৃহৎসংহিতা ১৮।২০)

বোখারা, প্রাচীন তুর্কীস্থানের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। খান্ উপাধিধারী মুসলমান নরপতিদ্বারা শাসিত। অক্ষা° ৩৭° হইতে ৪০° উত্তর এবং দ্রাঘি° ৬০° হইতে ৬৮° পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই রাজ্যের চারিদিকে মরুভূমি থাকিলেও মধ্যবর্তী এই দেশভাগ সমধিক শস্যশালী। আমু বা অক্ষু নদী, সৈর বা জাক্‌জার্তিস্, কোহিক বা জার আফ্‌সান এবং কর্শি ও বাল্খিকরাজ্য-প্রবাহিত নদীগুলি ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত থাকায় এই স্থানের উর্ব্বরতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানকার অধীশ্বর আমীর উপাধিধারী।

এই স্থানে প্রথমে তাজক জাতি আসিয়া বাস করে। হিজিরার প্রথম শতাব্দে মহম্মদের অনুচরেরা বোখারায় প্রবেশপূর্ব্বক সামনিদ্-বংশীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে পরাজয় করিয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে এই বংশের রাজগণ হীনবল হইলে উজবক্ জাতি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে চেঙ্গিজখাঁর অধীনস্থ মোগলবাহিনী এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া উজবকদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

জার-আফ্‌সান নদীর পূর্ব্বকূল হইতে ৭ মাইল দূরে বোখারা নগর অবস্থিত। এই নগর একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, হিন্দুস্থান কাবুল, খাসগার ও তুর্কীস্থানের নানাস্থানের লোক এখানে আসিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। রাজা অল্প আর্শলান্ কর্ত্তৃক এখানকার সুবিস্তৃত প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হয়, তৎপরবর্ত্তিকাল হইতেই এখানকার সৌধমালার উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ক্রমে অসংখ্য মসজিদ্, স্কুল, ও বণিক্‌সম্প্রদায়ের বাসের জন্ত সুন্দর সুন্দর সরাই নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বোখারা রুষসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বোখারি, মহম্মদের মৃত্যুর পর যে ছয়জন মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্যরূপে মহম্মদের প্রোক্ত ধর্ম্মমত (হাদি) সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইনি একজন। প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লা মহম্মদ ইস্মাইল।

বোগদাদ, তুরুষ্করাজ্যের অন্তর্গত বোগদাদ প্রদেশের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩৩° ১৯´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৪৪° ২২´ ৪৫´´ পূঃ। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয় এবং মুসলমান্ খালফাগণের শাসনকালে ইহার যথেষ্ট সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। ১২৫৭ তাতারদল-নেতা হালুর ও ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ অসংখ্য অধিবাসী ধ্বংস করিয়া এই নগর জয় করেন। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে শাহ ইসমাইল সুফীর আক্রমণে ইহা পারস্তের শাসনভুক্ত হয় এবং ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে সুলেমান ইহাকে পারস্তের অধীনতামুক্ত করিয়া তুরুষ্কের অধীন করেন। তৎপরে শাহ আব্বাস উহা পুনরায় পারস্তের অধীন করিয়াছিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে উহা আবার পারস্তের হস্তচ্যুত হয়। তদবধি উহা তুর্কদিগেরই অধিকারভুক্ত আছে।

এই নগর খলিফাদিগের অধিকারে দর-উল্-সলাম ও মদিনাৎ অল খলিফা নামে পরিচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে মঙ্ক ও সালি নামক হিন্দু চিকিৎসকদ্বয় খলিফা হারুণ অল্ রসীদের সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বোটা (স্ত্রী) দাসী, পরিচারিকা।

'পোটা বোটা চ চেটী চ দাসী চ কুটহারিকা।' (হেম)

বোঁটা (দেশজ) ফল ফুল বা পত্রাদির বৃন্তভাগ।

বোড় (পুং) গুবাক সুপারি। (শব্দরত্না°)

জটাধর ভূরিপ্রয়োগে ঝোড এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বোড়াসাপ (দেশজ) বোড় সর্প। কিংবদন্তী আছে, "চটিলেই চিতি, কামড়ালেই বোড়া"।

বোড় (পুং) ১ গোনাসসর্প, চলিত বোড়া সাপ।

"গোনাসো মণ্ডলী বোড়ঃ" (ভরতধৃত বিক্রমাদিত্য)

২ মৎস্যবিশেষ। (মেদিনী)

বোড়ী (স্ত্রী) পণচতুর্থাংশ, পণের চারিভাগের একভাগ, চলিত বুড়ি, ৫ গণ্ডায় এক বুড়ি।

বোঢ (পুং) ঋষিভেদ, বোঢ়ৃ।

বোঢব্য (ত্রি) বহ্-তব্য, অকারস্তোকারঃ। বহনীয়, বাহ্য।

"বোঢব্য। পুরুবেনেব ধূঃ সদা রণমূর্দ্ধনি।" (হরিবংশ ৭৫।৮৮)

২ পরিণেতব্য, বিবাহযোগ্য। (ভারত ১২।৪৪।৪৫)

বোঢ়ৃ (পুং) ঋষিবিশেষ, প্রতিদিন ইহার উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। দেবতর্পণের পর ঋষিতর্পণ বিধেয়—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কাপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বোঢ়ৃ (পুং) বহতীতি বহ-তৃচ্, (সহিবহোরোদবর্ণস্য। পা ৬।৩।১১২) ইতি অকারস্তোকারঃ। ১ ভারিক, ভারী বা বাহক অর্থাৎ যাহারা শিবিকাদি বহন করে।

"বিষমগতাং শিবিকাং রহূগণ উপধার্য্য পুরুষানধিবহত আহ হে বোঢ়ারঃ সাধ্বতিক্রামত" (ভাগবত ৫।১০।২)

২ বৃষ। ৩ পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা।

"অন্যাং চেদর্শয়িত্বান্যা বোঢুঃ কন্যা প্রদীয়তে।
উভে তে একশুল্কেন বহেদিত্যব্রবীন্মনুঃ॥" (মনু ৮।২০৪)
৪ পুত্র। (মেদিনী) ৫ অনড্বান্, বৃষভ। (রাজনি°)
(ত্রি) ৬ বহনকর্ত্তা, ভারবাহক। ৭ সারথি। ৮ পথদর্শক।

বোণাই, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২১´ ৩৫´ ৩০´´ হইতে ২২° ১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৩১´ ৫´ হইতে ৮৫° ২২´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে সিংহভূম ও গাঙ্গপুর রাজ্য, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বামড়া সামন্তরাজ্য এবং পূর্ব্বে কেউঞ্ঝর রাজ্য।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজের শাসনাধীন হইয়াছে। এখানকার রাজা ইংরাজ বাহাদুরকে সেনাদল দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য।

বোণাইগড়, উক্ত প্রদেশের একটী নগর। ব্রাহ্মণী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে বোণাই রাজ্যের রাজপ্রাসাদ আছে। রাজদুর্গের প্রায় তিন দিক্ নদীদ্বারা বেষ্টিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০৫ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২১° ৪৯´ ৮´´ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ০´ ২০´´ পূঃ।

বোণাইশৈল, বোণাই সামন্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটী বিস্তৃত শৈলশ্রেণী। বোণাই মধ্য উপত্যকা হইতে ২০০০ হইতে ৩০০০ ফিট্ উচ্চ। মানকাম্নাচা, বাদামগড়, কুমরিতাড়, চোলয়াটোকা, কোওাবর নামক শিখরগুলি যথাক্রমে ৩৬৩৯, ৩৫২৫, ৩৪৯০, ৩৩০৮, ৩০০০ ফুট্ পর্য্যন্ত উচ্চ।

বোণ্ট (পুং) বৃন্ত, চলিত বোঁটা। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে, এই পাঠ প্রামাদিক, ইহার প্রকৃত পাঠ 'বোঁট'।
'তথা বোঁট ইতি খ্যাতো বৃন্তং প্রসববন্ধনম্।' (শব্দরত্নাবলী)

বোদ (পুং) আর্দ্র। (ত্রিকা°)

বোদাল (পুং) বোদঃ আর্দ্রঃ সন্ অলতীতি অল-অচ্। মৎস্যবিশেষ, চলিত বোয়ালমাছ। পর্য্যায়—সহস্রদংষ্ট্রী, পাঠীন, বদালক। (শব্দরত্না°) এই মৎস্য অতি সুস্বাদু।

বোদ্ধাদেবী (স্ত্রী) রাজপত্নীভেদ।

বোপদেব (পুং) একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, দেবগিরিবাসী, পিতার নাম কেশব। ধনেশ পণ্ডিতের নিকট ইনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইনি যাদবপতি মহারাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কবি কল্পদ্রুম, কাব্য-কামধেনু, ত্রিংশচ্ছ্লোকী, আশৌচসংগ্রহ, ধাতুকোষ ও ধাতুপাঠ, পরমহংসপ্রিয়া, পরশুরামপ্রতাপ-টীকা (শ্রাদ্ধখণ্ড), ভাগবতপুরাণ দ্বাদশ স্কন্ধানুক্রম, মহিম্নঃস্তব-টীকা, মুক্তাফল, রামব্যাকরণ, শতশ্লোকী ও শতশ্লোকীচন্দ্রকলা নাম্নী টীকা, শার্ঙ্গধরসংহিতা, গূঢ়ার্থদীপিকা ও সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ (বৈদ্যক) হরিলীলা, হৃদয়দীপনিঘণ্টু (বৈদ্যক) প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত। এতদ্ভিন্ন নির্ণয়সিন্ধু, আচারময়ূখ ও শ্রাদ্ধময়ূখ গ্রন্থে ইহার রচিত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বোপদেবশতক নামে এক খানি কাব্যও পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতা বোপদেব স্বতন্ত্র ব্যক্তি কি না তাহা জানা যায় না। [যাদব রাজবংশ দেখ।]

বোপালিত (পুং) একজন আভিধানিক।

বোপালিত সিংহ, একজন আভিধানিক। অভিধান রত্নমালায় হলায়ুধ এবং মহেশ্বর, মেদিনীকর, উজ্জ্বল দত্ত প্রভৃতি ইহার অভিধানের উল্লেখ করিয়াছেন।

বোম্, ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী জাতি বিশেষ। বুনজু বা বোন্‌জু নামেও পরিচিত। কুকি, লঙ্গথা ও কুকীরা এই জাতিভুক্ত। [হওদ্ শব্দ দেখ।]

বোম (দেশজ) ১ যানাদিতে অশ্বাদি সংযোজিত করিবার কাষ্ঠদণ্ড ভেদ। ২ শূন্যমার্গে পারাবত সংরক্ষণের জন্য চতুষ্কীলক বংশদণ্ড।

বোমা, (ইংরাজী Bomb শব্দার্থ)। অগ্নিক্রীড়ার জন্য এ দেশে এক প্রকার বোমা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অগ্নিসংযোগ করিলেই উহা ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায়।

বোম্বাই, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রধান নগর ও বোম্বাই গবর্মেণ্টের রাজধানী। ইহা পশ্চিমভারতের একটী প্রধান বাণিজ্য বন্দর। অক্ষা° ১৮° ৫৫´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৩´ ৫৫´´ পূঃ। বিচার বিভাগের সুব্যবস্থার জন্য এখানে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বোম্বাই নগর একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইহার ভূপরিমাণ ২২ বর্গ মাইল।

মুম্বাদেবীর নামানুসারে মুম্বই হইতে বোম্বাই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পর্ত্তুগীজগণ সমুদ্রতীরে ইহার অবস্থান দেখিয়া ইহাকে Bom-bahia বা Boa-bahia বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পর্ত্তুগীজ 'বোমবাহিয়া' শব্দ হইতে কেহ কেহ ইংরাজী বোম্বাই নামেরও কল্পনা করিয়া থাকেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ ইংলণ্ডের রাণী কাথারাইন্ অব্ ব্রাগাঞ্জাকে যৌতুকস্বরূপ বোম্বাই-দ্বীপ দান করেন। ঐ সময়ে এই দ্বীপের আয় ৬৫০০০ টাকা ছিল। ঐ সময়ে সুরাট বন্দরেই পশ্চিম ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান আড্ডা ছিল।

ইহার পর পর্ত্তুগীজগণ বোম্বাই নগরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সালসেট দ্বীপে আশ্রয় লয়েন। দুর্দ্দান্ত পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করিবার জন্য ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মোগল নৌ-সেনাপতি সিদি বোম্বাই দুর্গ আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে ইংরাজেরা মোগল সম্রাটের

নিকট আবেদন করিলে, সম্রাটের আদেশে মোগল সৈন্য বোম্বাই হইতে অপনীত হয়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টারগণের অনুমতি অনুসারে সুরাট হইতে কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্র বোম্বাই সহরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই সূত্রে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহর ইংরাজের প্রধান বাণিজ্য বন্দর বলিয়া পরিগণিত হয়।

এতদিন যে দুইটী ইংরাজকোম্পানী ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছিল, ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সেই দুইটী কোম্পানী পরস্পরে মিলিত হইয়া ‘ইউনাইটেড্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে আখ্যাত হয় এবং বোম্বাই সহর তৎকালে স্বতন্ত্র শাসনাধীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রধান নগর বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগর গবর্ণর জেনারলের শাসনাধীন হয়, তদবধ বোম্বাই নগরের ইতিহাস সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ইতিহাসের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৭৭৪ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহাতে ইংরাজ কোম্পানী জয়লাভ করেন এবং ঐ সূত্রে বোম্বাই ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গুলি ও ভারতোপকূলের প্রসিদ্ধ ঠানা নগরী ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থান সময়ে, মহারাষ্ট্র পীড়নে নিগৃহীত বহুলোক বোম্বাই প্রদেশে আশ্রয় লাভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবা-শক্তির অধঃপতন ঘটিলে, বোম্বাই নগরও মরাঠাধিকৃত সমগ্র পশ্চিম ভারতের রাজধানীরূপে গণ্য হয়। ঐ সময় হইতেই পশ্চিম ভারতের প্রকৃত উন্নতির কাল গণনা করা যায়।

১৮১৯ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এখানে মাননীয় মনষ্টুয়ার্ট এলফিন্‌ষ্টোন ও সর্ জন মাকম্ নামক দুইজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ে এখানে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। মহামতী এলফিন্‌ষ্টোন্ এখানকার শাসনপদ্ধতির সংস্কার করেন এবং খ্যাতনামা মাকম বোরঘাট গিরিসঙ্কট কাটিয়া উপকূলদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকা-গমনের পথ সুগম করিয়া যান, তাহারই ফলে অনতিকাল মধ্যেই দক্ষিণভারতে শাসন-বিস্তারের পথ সুপ্রশস্ত হয়।

বোম্বাই ইংরাজ-বণিকের ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইবার পূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ সুয়েজযোজক অতিক্রম করিয়া বা পারস্যের পথে য়ুরোপ যাত্রা করিতেন। এইরূপ গমনাগমন বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। বোম্বাই যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ যত্নে ও অধ্যবসায়ে লেফ্‌টেনাণ্ট ও. য়ের্ণ "Over-land Route" পত্তন করিয়া যান।

এই সময়ে ভারতের সংবাদাদি ইংলণ্ডের ডিরেক্টার ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে পাঠাইবার বিশেষ অসুবিধা ছিল। জাহাজে পত্রাদি যাইতে অনেক বিলম্ব পড়িত। এই কারণে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিসরের পথে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় এবং প্রথমে মাসে একবার মাত্র ডাক প্রেরিত হইতে থাকে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পেনিন্‌সুলার ও ওরিএন্টাল কোং সংবাদ ও যাত্রীবহনের জন্য প্রথম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ের পর হইতেই বোম্বাই বন্দর ইংরাজের ডাক পাঠাইবার ও য়ুরোপীয় ডাক গ্রহণ করিবার কেন্দ্র হইয়া পড়ে। ভারতপ্রবাসী য়ুরোপীয়গণ তদবধি বোম্বাই সহর হইতেই জাহাজে উঠিয়া স্বদেশযাত্রা করিতেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের পত্তন হইয়া তিনবৎসরের মধ্যে ঠানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐ রেলপথ বোরঘাট হইয়া পুণা পর্য্যন্ত চালিত হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা রাজধানীর সহিত এবং ১৮৭১ খৃঃ অঃ মান্দ্রাজ বন্দরের সহিত বোম্বাই সহরের বাণিজ্য সম্বন্ধ রাখিবার জন্য পরস্পরে রেলপথে সংযুক্ত হয়। এই সুবিধার জন্য অনেকে কলিকাতা হইতে অর্ণবপোতে য়ুরোপ যাত্রা না করিয়া রেলপথে বোম্বাই পর্য্যন্ত আসিয়া জাহাজে উঠিতেন। প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ "ভায়া জব্বলপুর" পথে বোম্বাই চলিত। তৎপরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ "ভায়া নাগপুর" হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পথে রেল গাড়ী শীঘ্র যায়। বোম্বাই সহরের "ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্, নামক রেল ষ্টেসন ভারতের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য।

বোম্বাইনগরে নানা সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে। ইউনিভার্সিটী সেনেট হল, ক্লক্-টাউয়ার, হাইকোর্ট, পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস, সেলার্স হোম, বম্বে ক্লাব, কষ্টম হাউস, টাউনহল, টাঁকশাল, গির্জ্জা এবং কাসল্ ও কোর্ট-জর্জ্জ নামক দুর্গস্থান এখানকার দেখিবার জিনিস। বোম্বাই রক্ষার জন্য ইংরাজরাজ সমুদ্রপথে যুদ্ধের জাহাজ সর্ব্বদাই রাখিয়া দেন।

গ্রীষ্মের সময় এখানকার গবর্ণর মহাবলেশ্বরে এবং বর্ষার সময় পুণা নগরে যাইয়া বাস করিয়া থাকেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, ইংরাজরাজের পশ্চিম ভারতের একটী দেশভাগ ও বিচার-বিভাগ। বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণরের শাসনাধীন। এই দেশভাগ ইংরাজাধিকৃত কতকগুলি জেলা ও দেশীয় সামন্ত রাজ্য লইয়া গঠিত।

ইংরাজাধিকৃত জেলাগুলি সাধারণতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা—

উত্তর বিভাগ—আহ্মদাবাদ, খেড়া, পঞ্চ-মহল, ভরোচ, সুরাট, ঠানা ও কোলাবা।

মধ্য বিভাগ—খান্দেশ, নাসিক, আহ্মদনগর, পুণা, সোলাপুর ও সাতারা।

দক্ষিণ বিভাগ :—বেলগাম, ধারবাড়, কলাদগী, উত্তর কণাড়া ও রত্নগিরি।

সিন্ধু বিভাগ—করাচী, থর ও পার্কার, হায়দরাবাদ, শিকার-পুর, উত্তরসিন্ধু সীমান্ত প্রদেশ।

বাবেল মান্দের প্রণালীর সুপ্রসিদ্ধ আদেন বন্দর ও বোম্বাই নগর ইংরাজাধিকৃত জেলা বলিয়া গৃহীত। এই কারণে আদেনে ইংলণ্ড পোষ্ট প্রচলিত।

এই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী সামন্ত রাজ্য আছে। যথা :—বড়োদা, কোলহাপুর, কচ্ছ, মহীকাণ্ঠারাজ্য-সমূহ, রেবাকাণ্ঠা রাজ্যসমূহ, কাঠিয়াবাড় রাজ্যসমূহ, পালানপুর রাজ্যসমূহ, খম্বাৎ, সাবন্তবাড়ী, জঞ্জিরা, দক্ষিণমরাঠা জায়গীর সমূহ, সাতারার জায়গীর সমূহ, ববহার, সুরাটের অন্তর্গত সামন্ত রাজ্যসমূহ, সাবনুর, নাড্‌কোট, অকালকোট, খান্দেশের অন্তর্গত দঙ্গরাজ্যসমূহ ও খয়েরপুর রাজ্য।

উপরি উক্ত জেলাসমূহ ও সিন্ধুপ্রদেশের ভূ-পরিমাণ ১২৪১২৩ বর্গমাইল, এবং সামন্তরাজ্য সমূহের ভূপরিমাণ ৮২৩২৪ বর্গ মাইল। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভূ-পরিমাণ ২০৩৪৫৭ বর্গমাইল। বর্ত্তমান সময়ে নানা বৈবস্থিক গোলমালে ঐ সকল সামন্তরাজ্যের পরিমাণ অনেক হ্রাস হইয়াছে, তাহা আদম সুমারীর বিবরণী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। সমগ্র প্রেসি-ডেন্সীর মধ্যে ১১৯ খানি নগর ও ১৫৩০২ খানি গ্রাম আছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এই সকল স্থানের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বের বিবরণ বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে, এই কারণে এখানে আর বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইলেন না। [প্রতি জেলা ও দেশীয় সামন্ত রাজ্য নামে তত্তদ্বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বোরক (পুং) লেখক। (ত্রিকা)

বোরট (পুং) কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। (ত্রিকা°)

বোরপট্টী (স্ত্রী) মন্দুরা, চলিত মাদুর। (শব্দমালা)

বোরব (পুং) ধান্যবিশেষ, চলিত বোরোধান। ইহার গুণ—ত্রিদোষবর্দ্ধক, মধুর, অম্লপাক ও পিত্তজনক।

"বোরবস্য বুধৈঃ প্রোক্তস্ত্রিদোষস্য প্রকোপনঃ।
মধুরশ্চাম্লপাকশ্চ ব্রীহিঃ পিত্তকরো গুরুঃ।" (রাজবল্লভ)

বোরুখান (পুং) পাটলবর্ণ অশ্ব। (হেম)

বোর্ণিও, ভারত মহাসাগরস্থ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি সুবৃহৎ দ্বীপ। এখানে অসভ্য জাতির বাস আছে। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট-সিবাষ্টিয়ান্ জাহাজে চড়িয়া পর্ত্তুগীজ নাবিক দয়েগো ডি গোমেজ বোর্ণিও দ্বীপে সমাগত হন। তদবধি বিভিন্ন সময়ে পর্ত্তুগীজ বণিকেরা এখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তার করে।

বোল (স্ত্রী) বোলয়তি প্রায়শো নিমগ্নং ভবতি বুল-অচ্, যদ্বা গন্তৌ পিত্রাদিত্বাদুলচ্। স্বনামখ্যাত বণিক্‌দ্রব্য, (Balsamodendron, myrrh) তন্নামক সারদ্রব্য, গন্ধরস, বোল, হিরাবোল, খুনখারাপী। হিন্দী—বোল, মহারাষ্ট্র—বোল, তৈলঙ্গ—বালিম্ ত্রিপোলম্, তামিল—বেল্লইরপোলম্, বম্বে—রক্ত্যাবোল। সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তাপহ, বৃত্ত, স্বরস, পিণ্ডক, বিষ, নির্লোহ, বর্ব্বর, পিণ্ড, সৌরভ, রক্তগন্ধক, রসগন্ধ, মহাগন্ধ, বিষা, শুভগন্ধ, বিষগন্ধ, গন্ধরস, ব্রণারি। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, রক্তদোষনাশক, কর্ষপিত্ত এবং প্রদরাদিরোগ-নাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে গুণ—রক্তহর, শীতল, মেধা, দীপন, পাচন, মধুর, কটু, তিক্ত, ত্রিদোষনাশক, জ্বর, অপস্মার, কুষ্ঠরোগনাশক এবং গর্ভাশয় বিশুদ্ধিকারক। (ভাবপ্র°)

বোলক (পুং) লেখক। (শব্দরত্না°)

বোল্লাসক (স্ত্রী) নগরভেদ।

বোল্লাহ (পুং) অশ্ববিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে অশ্বের কেশর ও লাঙ্গুল পাণ্ডুবর্ণ হয়, তাহাকে বোল্লাহ কহে।

'বোল্লাহস্ত্বয়মেব স্যাৎ পাণ্ডুকেশরবালধিঃ।' (হেম)

বোহিত্থ (স্ত্রী) যানপাত্র, অর্ণবপোত, জাহাজ। (হেম)

বৌদ্ধ (স্ত্রী) বুদ্ধেন কৃতং বুদ্ধ-অণ্। বুদ্ধদেবকৃত নিরীশ্বরশাস্ত্র বুদ্ধদেব শিষ্যদিগের প্রতি যে সকল আদেশ প্রচার করেন, তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্র। ইহাতে নিরীশ্বর বাদপ্রতিবাদিত হইয়াছে।

২ জিনধর্ম্ম। হিন্দুপুরাণ মতে, বৃহস্পতি রাজপুত্রদিগকে মোহিত করিবার জন্য এই শাস্ত্র উপদেশ দেন। *

(ত্রি) ৩ বুদ্ধসম্বন্ধী।

বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধমতজ্ঞাপক তত্ত্বগ্রন্থ।

[বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র দেখ।]

বৌদ্ধধর্ম্ম, ভগবান্ শাক্যবুদ্ধের ভক্ত বৌদ্ধগণ যে ধর্ম্ম মানিয়া চলেন, তাহাই বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের প্রকৃত সময় নির্দ্দেশ করা একপ্রকার অসম্ভব। তবে ইহাও স্থিরসিদ্ধান্ত যে

---

* "ততো বৃহস্পতিশ্চক্রে ...দ্বানর্পিতম্।
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কর্ম্মণা।
গত্বাথ মোহয়ামাস রাজপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম্মং সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ।
বেদত্রয়ীপরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ।
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্।
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্ব্বান্ ধর্ম্মবহিষ্কৃতান্।"
(মৎস্যপুরাণ সোমবংশানুকীর্ত্তন ২৪ অ)

উপনিষদ্‌যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে, কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিপিটক ও সূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে উপনিষৎ বা বেদান্তমত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, যোগ-সাধনা বেদান্তের অন্তর্ভূত না হইলেও প্রকৃতপক্ষে বৈদান্তিকগণ তাহার পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন বিষয়ে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেন নাই, এবং যোগসূত্রকার পতঞ্জলির সময়ে যোগধর্ম্ম যতদূর উন্নত ও পুষ্ট হইয়াছিল, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে তাদৃশভাবে জন-সমাজে প্রচারিত না হইলেও যোগচর্য্যা যে ভিক্ষু বা সন্ন্যাসি-সমাজে বিশেষ আদৃত ও অনুষ্ঠিত ছিল, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাদি আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম-বাদ ও আত্মার দেহাত্মবাদ তৎকালে জন সাধারণের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধগণ যদিও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা কর্ম্ম-ফলকে স্বীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সারভূত করিয়া লইয়াছেন। জীবের বা আত্মার এই ধর্ম্ম বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও তৎসাময়িক বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রের প্রচার বিষয়ের নিদর্শন স্বরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতিতে স্থান লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান-সময়ে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ভারত-বাসীর পারলৌকিক মুক্তিচিন্তা গভীর দুশ্চিন্তায় (বৌদ্ধমতে, সম্বেগ) পরিণত হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহারা যে কোন আদ-র্শকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্ম ও নীতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সে সময়ে সকলেই কষ্টময় জীবনের যন্ত্রণা, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত ছিলেন। পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহের ভয়ও তাঁহাদের সেই পীড়াদায়ক চিন্তাকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল. সকল সম্প্রদায়ের লোকেই তৎকালে জীবনকে অতিশয় গুরুভার মনে করিতেন এবং ইহাকেই মানবজীবনের একমাত্র অবিমিশ্র দুঃখের কারণ বলিয়া জানিতেন। এজন্য সকলেই পুনর্জ্জন্ম বা 'সংসারযন্ত্রণা' হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া-ছিলেন। সকলের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুনর্জ্জন্ম-নিবারণের বিভিন্ন উপায় আছে। তদনুষ্ঠানেই মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হয়। অজ্ঞান বা অবিদ্যার পরাজয় ও শ্রেষ্ঠতম সত্য (সম্বোধি) লাভ করাই ঐ পথত্রয়ের একমাত্র উপায়। বৈদান্তি-কেরা বলেন, পরমাত্মা এবং জীবাত্মার ঐকান্তিক ভাবে একত্র সংযোগের নাম সত্য বা তত্ত্বজ্ঞান। সাংখ্যবাদীরা বলেন, আত্মা অনন্ত ও বিশুদ্ধ এবং ভূত বা তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আত্মা দেহাবচ্ছিন্ন থাকিলেও কখন পবিত্রতা নষ্ট করেন না। বৌদ্ধগণ আত্মা বা পরমাত্মরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

সম্বোধি লাভের পর মহাত্মা শাক্যবুদ্ধ আর্য্যসত্য ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ প্রচার করেন। [বর্ণীয় 'ব'-য় বুদ্ধদেব শব্দ দেখ।] এই দুইটিই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূলভিত্তি।

আর্য্য-সত্য

যথা—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং প্রতিপদ বা মার্গ এই চারিটী সত্যই আর্য্যসত্য। দুঃখ আছে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। দুঃখ থাকিলেই তাহার কারণ (সমুদয়) আছে। এই দুঃখ নিরোধ করিতে অবশ্যই কোন পন্থা বা উপায় (মার্গ) আছে।

প্রতীত্যসমুৎপাদের সংখ্যা দ্বাদশটি। অন্যতর নাম 'দ্বাদশনিদান'। এই দ্বাদশ নিদানের উদ্দেশ্য দুঃখের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা।

প্রতীত্যসমুৎপাদ

আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে নিদানের যে সম্বন্ধ আর্য্য সত্যের সঙ্গে এই দ্বাদশ নিদানের সেই সম্বন্ধ। দ্বাদশ নিদানের নাম যথা—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদি। [বুদ্ধদেব শব্দ ৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।]

মানুষ প্রথমতঃ অবিদ্যাচ্ছন্ন অর্থাৎ অজ্ঞান নিদ্রাভিভূত থাকে। কিঞ্চিন্মাত্র চেতনা লাভ করিয়া সে কতকগুলি সংস্কা-রের বশবর্ত্তী হয়। তখনও তাহার পূর্ণচেতনা হয় নাই। সংস্কারের পরে বিজ্ঞান বা চেতনা। চেতনা হইলে দ্রব্যের নাম এবং রূপের জ্ঞান জন্মে, নামরূপের উপলব্ধি হইলে ষড়ায়তন অর্থাৎ ষড়িন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইতে বাহিরের বস্তুর সহিত সংস্পর্শ ঘটে। সংস্পর্শ হইতে বেদনা বা অনুভূতি এবং অনুভূতি হইতে তৃষ্ণা অর্থাৎ সুখপ্রাপ্তির এবং দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা। এই তৃষ্ণা হইতে কার্য্যের চেষ্টা বা উপাদান। চেষ্টার আরম্ভ হইলে একটা অবস্থার উৎপত্তি হইবে, তাহা ভাল কিংবা মন্দও হইতে পারে, এই অবস্থার নাম ভব। তাহার পরেই জাতি অর্থাৎ নবজীবনের উৎপত্তি। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং জীবনে শোক দুঃখ জরামরণ প্রভৃতি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যাহাতে এই জরামরণ দুঃখাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সেই পন্থা আবিষ্কার করাই বুদ্ধধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানেও যোগশাস্ত্রের সহিত উক্ত মতের বড় বিরোধ নাই। অবিদ্যাই সকল অমঙ্গলের নিদান। এই অবিদ্যার বিনাশ উভয়েরই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গুরুতর কথা আছে। যোগ শাস্ত্রকার দার্শনিক শাশ্বতবাদী—তিনি অমৃতত্ব এবং অপরিবর্ত্তনশীলতার আকাঙ্ক্ষী। যাহা ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল তাহাই অমঙ্গল এবং সেই অমঙ্গল পরিহার করাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে আত্মার অস্তিত্ব আদৌ স্বীকৃত হয়

নাই। আত্মা সম্বন্ধে মোটামুটি তিনটি মত প্রবল ধরা যাইতে পারে—

(১) শাশ্বতবাদ—আত্মা ইহকালে এবং পরকালে উভয় কালেই বর্ত্তমান থাকে।

(২) উচ্ছেদবাদ—আত্মা কেবল ইহকালেই বর্ত্তমান।

(৩) বৌদ্ধমত—আত্মা ইহকালে কিম্বা পরকালে প্রকৃত-রূপে বর্ত্তমান থাকে না।

হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মবাদেও প্রভেদ আছে। হিন্দুরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের কর্ম্মবাদ সেই বিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত। আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাসী বৌদ্ধগণ তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কর্ম্মবাদকে ছাটিয়া ছুটিয়া আপনাদের মনোমত করিয়া লইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মে কর্ম্মকে এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—"মনুষ্যের মৃত্যু হইলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাহার কর্ম্মদ্বারা তত্তৎস্থলে নূতন খণ্ড উপস্থিত হয় এবং ঐ সকল খণ্ড দ্বারা গঠিত অন্য একটী জীব অন্য লোকে জন্ম লাভ করে। যদিও এই জীব ভিন্ন খণ্ডদ্বারা গঠিত, কিন্তু কর্ম্ম এক থাকাতে সে এবং মৃত মনুষ্য উভয়েই এক। সুতরাং সংসারে জীব যদিও অসংখ্য জন্মমৃত্যুর অধীন হয়, তথাপি এক কর্ম্মসূত্রদ্বারাই তাহার একত্ব স্থির থাকে।"

এই রূপ নীতি জ্ঞান বা যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া মনে হইলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম মানবজ্ঞানের অতীত এবং সত্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"সর্ব্বম্ অনিত্যম্" সমস্তই অনিত্য ক্ষণস্থায়ী—ইহা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একটী মূলসূত্র। এই মূল সূত্র ধরিয়া অনেকে আপত্তি করেন,—"যদি সমুদয়ই অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী হইল, তবে কর্ম্ম জন্মজন্মান্তরে স্থায়ী হইবে কিরূপে?" ইহার উত্তরে বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে পার্থিব সমুদয়ই অনিত্য। যে কর্ম্ম দ্বারা মানবজীবন জন্মজন্মান্তরে গ্রথিত, সে আদর্শসূত্র পার্থিব অনিত্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে।

আরও একটী গুরুতর সমস্যা আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক পৌরাণিক গল্প স্থান লাভ করিয়াছে।

এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাই ধারণা হয় যে, পরবর্ত্তী বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে যে ধর্ম্মের কথা দেখা যায়, মহাত্মা বুদ্ধের প্রচারিত মূলধর্ম্ম তাহা হইতে অন্যরূপ ছিল। পণ্ডিতেরা কেহ কেহ মনে করেন, মহাত্মা শাক্যবুদ্ধ কর্ম্মবাদ প্রচার করেন নাই এবং অতিরঞ্জিত উপন্যাস, রূপক গল্প বা আখ্যায়িকা তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। তাঁহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পরে যতই ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সঙ্কলিত হইয়াছে, ততই নানারূপ আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল-জালে তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যাহাই হউক বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলনীতির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। দার্শনিকসংজ্ঞা প্রদান করিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরীশ্বর মায়াবাদ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্ক্লির মায়াবাদও কতকটা এইরূপ। বাহ্যজগতের একটা সত্তা আছে, এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই মানব নানারূপ ভ্রমে পতিত হয়। মানুষ আপনার অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না এবং সে নিজেই নিজের অনুভূতির একমাত্র কারণ। জগতের সমুদয় জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় পদার্থ কর্ত্তার জ্ঞানসাপেক্ষ। তাহারা সমস্তই 'অহং' অর্থাৎ 'আমি'র রূপান্তর, 'আমি'র জন্য 'আমি' দ্বারা 'আমি'তেই বর্ত্তমান। বার্ক্লির মতে ঈশ্বর বাদ আছে, বৌদ্ধমতে তাহা নাই, এই মাত্র প্রভেদ।

প্রত্যেক জীবের দুইটী বিভিন্ন উপাদান, নাম এবং রূপ। নামদ্বারা মানসিক গুণ এবং রূপ দ্বারা দৈহিক গুণ প্রকাশ পায়। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, এবং বিজ্ঞান এই চারিটি গুণ 'নাম' দ্বারা প্রকাশিত হয়। মৃত্তিকা, বারি, অগ্নি এবং মরুৎ এই চারিটি মহাভূত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় পদার্থ 'রূপ'দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সত্তার বিভিন্ন উপাদান

উপরি উক্ত সমুদয় গুণ বা স্কন্ধের সমষ্টি অথবা জন্ম ও পুনর্জ্জন্মের কারণের নাম কর্ম্ম। এইজন্য ইহা বলা গিয়া থাকে যে, নাম এবং পুনর্জ্জন্মের ধারাবাহিক সমষ্টির নাম সংসার। কর্ম্মের আরম্ভ নাই, কিন্তু শেষ থাকিতে পারে। এই অবস্থাপ্রাপ্তির আট রকম পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে।

নির্ব্বাণকামী জীবের চারিটী অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। যাঁহারা ক্রমাগত এই চারিটী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যথাক্রমে স্রোতঃ-আপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের সাধারণ নাম শ্রাবক বা সেবক। এই প্রত্যেক অবস্থা আবার দুইভাগে বিভক্ত; যথা মার্গ এবং ফল।

মুক্তিপথ

১ যিনি প্রথম অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্রোতঃআপন্ন। ইনি সংযোজনের (মানব-প্রবৃত্তির) প্রথম তিন বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার অপায় বা কোন বিপদের ভয় নাই।

মুক্তিকামীর চারি অবস্থা

২ যিনি আর একবার মাত্র মানব জন্ম লাভ করিবেন, তিনি সকৃদাগামী। ইনি কেবল সংযোজনের প্রথম তিন বন্ধন

হইতে মুক্তি লাভ করেন নাই ; ইহা ব্যতীত রাগ (অনুরাগ, স্নেহ মমতা) দ্বেষ এবং মোহ এই তিন রিপুকেও অনেক পরিমাণে বশীভূত করিয়াছেন।

৩ অনাগামী পঞ্চবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কাম লোকে তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না, ব্রহ্মলোকে জন্ম হইবে।

৪ অর্হৎ—সমুদয় অপবিত্রতা দূর করিয়াছেন এবং যাবতীয় ক্লেশ উপেক্ষা করিতে সমর্থ, কোনরূপ প্রলোভনেও তিনি নীতিপথ হইতে বিচ্যুত হয়েন না, তাঁহার সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন এবং সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই অর্হৎ। তিনি চারি প্রকার উচ্চ প্রজ্ঞা লাভে সমর্থ, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না।

যাঁহারা উক্ত চারি অবস্থা ক্রমাগত অতিক্রম করিয়া মুক্তি পথের পথিক, তাঁহারাই প্রকৃত আর্য। আর্যের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নির্বাণলাভ। নির্বাণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, এখানে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলা যাইতেছে।

নির্বাণ

নির্বাণ দুই প্রকার—অর্হতেরা এই সংসারে থাকিয়া যে নির্বাণ লাভ করেন, তাহা বৈদান্তিকগণের জীবন্মুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহাই প্রথম নির্বাণ। ইহার অন্যতর বৌদ্ধনাম উপাধিশেষ। অন্য নির্বাণের নাম পরিনির্বাণ। মৃত্যুর পর বুদ্ধগণই এই নির্বাণের অধিকারী। এই নির্বাণলাভে চিরকালের জন্য সকল প্রকার পার্থিব যন্ত্রণার অবসান হয়। ইহা বিশুদ্ধ আনন্দের অবস্থা এবং অনন্তকালস্থায়ী।

এই পরিনির্বাণ-প্রাপ্তির পরে অনুভব-ক্ষমতা বর্তমান থাকে কি না ইহা একটী আলোচ্য বিষয়। বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র ধরিয়া বিচার করিতে গেলে নির্বাণপ্রাপ্তির পর অনুভব ক্ষমতা থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এবিষয়ে বৌদ্ধগণের মনেও বিষম সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহারা যখন বুদ্ধের মুখে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমুদয় ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেন, তখন তাঁহাদের মনে এ সংস্কার হইতে পারে যে, নির্বাণপ্রাপ্তির পরেও স্মৃতি ও অনুভব থাকার সম্ভাবনা। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আলোচনা করা মহাত্মা বুদ্ধেরই নিষেধ আছে। সুতরাং আমরাও তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

নির্বাণপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে হইলে বহু ধ্যানধারণার প্রয়োজন। এই উচ্চ অবস্থার আয়োজন করিতে হইলে যে সোপানের আবশ্যক তাহার নাম ভাবনা (অর্থাৎ চর্চ্চা বা অনুশীলন)। ইহার চারিটী স্তর—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা (সন্তোষ) এবং উপেক্ষা। যোগিগণের সাধনার অবস্থার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। ইহাদের অন্যতর সাধারণ নাম ব্রহ্মবিহার।

ধর্ম-সাধনা

সময়ে সময়ে আরও একটী ভাবনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম 'অশুভ' ভাবনা অর্থাৎ শরীরে যে সকল ঘৃণিত ভাব আছে, তাহার উপলব্ধি। এখানে ভাবনা অর্থে চর্চ্চা নহে, কিন্তু উপলব্ধি। এই অশুভ দশ প্রকার। পালিগ্রন্থে এই দশটী অশুভ ভাবনার নাম এইরূপ পাওয়া যায়—১ উদ্ধুমাতক, ২ বিনীলক, ৩ বিপুব্বক, ৪ বিচ্ছিদ্দক, ৫ বিক্খায়িতক, ৬ বিক্খিত্তক, ৭ হতবিক্খিত্তক, লোহিতক, পুলবক ও অট্‌ঠিক। রক্ত, মাংস, অস্থি, কৃমি, প্রভৃতি দ্বারা দেহের যে অবস্থান্তর ঘটে, এই অশুভ দ্বারা তাহাই সূচিত হয়।

এই দশ প্রকার অশুভ এবং চারি প্রকার ব্রহ্মবিহার ৪০ 'কম্মট্‌ঠান' বা ধর্মকার্য্যের অঙ্গবিশেষ বিসুদ্ধিমগ্‌গে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ঐ সমস্ত ১০৮টী কর্ম্মালোকমুখের অন্তর্নিবিষ্ট। অশুভভাবনার মধ্যে এক প্রকার গূঢ় সাধনা আছে, তাহার নাম কসিণ অথবা কৃৎস্নায়তন। এই সাধনায় সময় যে দশ বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ভাবনা করিতে হয়, তাহাদের নাম যথা—মৃৎ, বারি, অগ্নি, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত শ্বেত, আলোক এবং শূন্য বা ব্যোম ভাবনা।

কথিত চত্বারিংশ প্রকারের মধ্যে দশ প্রকার অনুস্মৃতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, দেবতা, নীতি ত্যাগ, মৃত্যু, দেহ, আনাপানস্মৃতি (নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মাবলী) এবং শান্তি বা নির্বাণ।

আনাপানস্মৃতি দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া কতগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের চিন্তা করিতে হয়, ইহা অতি উচ্চ অঙ্গের সমাধি।

কম্মট্‌ঠানের মধ্যে 'আরূপ্য' নামে চারিটী বিশেষ আছে, তাহা আবার ব্রহ্মলোকানুগত। এই চতুষ্টয়ের নাম 'আকাসানঞ্চায়তন (আকাশানন্ত্যায়তন), 'বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন' (বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন), 'আকিঞ্চঞ্ঞায়তন' (আকিঞ্চন্যায়তন) ও 'নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন' (নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন)। যাঁহারা ধ্যান ও সমাধি বলে এই সকল লোকবিষয়লাভ করিতে সমর্থ, তাঁহারা ধর্মের অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ইহার উপরে আর একটী উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহার নাম সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ। এই অবস্থায় সাধকের বিমোক্ষ লাভ হয়।

যদিও কম্মট্‌ঠানের মধ্যে চারি প্রকার ধ্যানের বিশেষ উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বরূপ মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, চারি প্রকার ধ্যানের অবস্থা সাধনার চারিটী অঙ্গবিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এ স্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে, বৌদ্ধধর্মপ্রচলনের বহুপূর্ব্ব

হইতেই ধ্যানের প্রথা প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে ধ্যানে অবস্থা চারিটীর পরিবর্ত্তে পাঁচটি বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাঁহারা দ্বিতীয় অবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ধ্যানের কথা বলিতে গেলে সমাধির কথাও বলিতে হয়। সমাধির নানা রূপ প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে তিন প্রকার সমাধির নাম যথা—সবিতর্ক সবিচার, অবিতর্ক-বিচারমাত্র এবং অবিতর্ক-অবিচার। অন্য তিন প্রকার সমাধির নাম শূন্যতা, অনিমিত্ত (কারণহীন) এবং অপ্রণিহিত (অপ্রণিহিত বা বিশেষ উদ্দেশ্যবিহীন)।

সমাধির দুই সোপান। নিকৃষ্ট সমাধির নাম উপচারসমাধি এবং উৎকৃষ্ট সমাধির নাম অপ্পনা (অর্পণা) সমাধি। মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ আরও বহুবিধ সমাধির কথা বলিয়াছেন। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে ১০৮ রকম সমাধির কথা পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকথিত চত্বারিংশ প্রকার কর্ম্মস্থান ব্যতীত আরও দুই একটীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আহারপটিক্কূলসঞ্ঞা (অর্থাৎ আহারপ্রতিকূলসংজ্ঞা বা আহার্য্য দ্রব্যে অপবিত্রতাবোধ)। চতুর্ধাতুববত্থান অর্থাৎ চারি মহাভূতের নির্ণয়করণ ইত্যাদি।

ভূসংস্থান ও জীবশ্রেণীভেদ।

বৌদ্ধশাস্ত্র মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহু সংখ্যক চক্রবাল আছে। প্রত্যেক চক্রবালে বিভিন্ন পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ এবং নরক বর্ত্তমান। আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে মেরু অথবা সুমেরুপর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান কুলাচল পর্ব্বত এবং এই সকল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া চারিটী মহাদ্বীপ অবস্থিত। উত্তরে উত্তরকুরু, মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ), পশ্চিমে অপর-গোদান এবং পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববিদেহ বর্ত্তমান।

প্রত্যেক গোলকে তিনটী লোক বা ধাতু আছে। সর্ব্বনিম্নে কামলোক, তৎপরে রূপলোক এবং সর্ব্বোপরি অরূপলোক।

সর্ব্ব নিম্নলোকে ছয় প্রকার দেবতার বাস—১ চারি দিক্‌পাল, ২ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা, ৩ যমগণ, ৪ তুষিতগণ, ৫ নির্ম্মাণরতিগণ, ৬ পরিনির্ম্মিত ও বশবর্ত্তিগণ। ইহা ব্যতীত মনুষ্য, অসুর, প্রেত, ও জীবলোক এবং নরক লইয়া সর্ব্বসমেত একাদশ কামলোক।*

রূপব্রহ্মলোক ষোড়শ ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা কাম পরাজয় করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের অধিকার অনুসারে এই সকল লোকে বাস করিতে পারেন। এই লোকসমূহের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন হইতে, ১ম ব্রহ্মপারিসজ্জ, ২য় ব্রহ্মপুরোহিত, ৩য় মহাব্রহ্ম, ৪র্থ পরিত্তাভ, ৫ম অপ্রমাণাভ, ৬ষ্ঠ আভাস্বর, ৭ম পরীত্তশুভ, ৮ম অপ্রমাণশুভ, ৯ম শুভকৃৎস্ন, ১০ম বৃহৎফল, ১১শ অসংজ্ঞ, ১২শ অবৃহ, ১৩শ অতপস্, ১৪শ সুদর্শ, ১৫শ সুদর্শন, এবং সর্ব্বোচ্চ লোক ১৬শ অকনিষ্ঠ।† প্রথম ধ্যানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারাই প্রথম হইতে তৃতীয় লোকের অধিকারী। দ্বিতীয় ধ্যানের অধিকারীরা চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ লোকের বাসোপযোগী। তৃতীয় ধ্যানের অধিকারীরা সপ্তম হইতে নবম লোকে, চতুর্থ ধ্যানের অধিকারিগণ দশম ও একাদশে এবং অনাগামিগণ দ্বাদশ হইতে ষোড়শ লোকে বাস করিবার উপযুক্ত। রূপব্রহ্মলোকের পরে অরূপব্রহ্মলোক। ইহার আবার চারিটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর নির্দ্দিষ্ট আছে।

জীবগণের বাসের জন্য সর্ব্বসমেত একত্রিশটী স্থান নির্দ্দিষ্ট। সর্ব্বনিম্ন স্থানের নাম নরক বা নিরয়। আটটী প্রধান নরকের উল্লেখ আছে—যথা, সঞ্জীব, কালসূত্র, সংঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন, ও অবীচি। এই আটটী নরক ব্যতীত আরও বহুতর ক্ষুদ্র নরকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নরকের উপরে ইতরপ্রাণিগণের স্থান। তাহার উপরে প্রেতলোক এবং তৎপরে অসুর লোক। অসুরগণের মধ্যে রাহু সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বর্ণিত। নরক এবং তদুপরি কথিত তিন লোক অপায়লোক নামে কথিত। ইহা ভোগের স্থান।

একত্রিশটী স্থান ব্যতীত আরও একটি লোক আছে, সেখানে প্রাণিগণ আপনাদের কর্ম্মফলানুসারে উচ্চ ও নীচগতি লাভ করিয়া থাকে। যে অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছে, তাহারও ঘোর অধোগতি হইতে পারে। কেবল বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ এবং অর্হৎগণের অধোগতি হয় না।

নিম্নলিখিত রূপে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে—(১) বুদ্ধ (২) প্রত্যেকবুদ্ধ (৩) অর্হৎ (৪) দেব (৫) ব্রহ্ম (৬) গন্ধর্ব্ব (৭) গরুড় (৮) নাগ (৯) যক্ষ (১০) কুম্ভাণ্ড (১১) অসুর (১২) রাক্ষস, (১৩) প্রেত (১৪) নরকবাসী।

এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কেবল প্রথমোক্ত তিনটীই আমাদের আলোচ্য।

নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পূর্ব্বে চারিটি সোপানের উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ সোপানে অর্হৎগণ অবস্থিত। সামান্য

অর্হৎ

মানব অপেক্ষা ইঁহাদের মানসিক শক্তি অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা অর্থ, ধর্ম্ম, নিরুক্তি এবং প্রতিভান এই চারি প্রকার প্রতিসম্ভিদা-সম্পন্ন। ইহা ব্যতীত ইঁহাদের পাঁচ প্রকার অভিজ্ঞা আছে। অভিজ্ঞা দ্বারা তাঁহারা অমানুষিক ও আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিতে, পূর্ব্ব জন্মের

* ললিতবিস্তর, অঙ্গুত্তরনিকায় ও ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য।

† মজ্ঝিমনিকায় ও ললিতবিস্তর।

কথা স্মরণ করিতে, পৃথিবীর সমুদয় শব্দ শুনিতে ও তাহার অর্থ বুঝিতে, পৃথিবীর সমুদয় ঘটনা দর্শন করিতে এবং জীবগণের মৃত্যু, জন্ম, এবং পুনর্জন্ম কি ভাবে হয় তাহা বুঝিতে সমর্থ। ইঁহাদের আর এক প্রকার অভিজ্ঞা আছে, যাহাদ্বারা সমুদয় নীচ প্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হয়। অর্হৎগণ এই আট প্রকার বিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ইহাদের সর্ব্বপ্রধান গুণ প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা বলে তাঁহারা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলা হয়। অর্হৎগণের নিম্ন শ্রেণিস্থ অনাগামী প্রভৃতি এ অবস্থা লাভ করিতে পারে না।

যাঁহারা আর্য্য সংজ্ঞা পাইবার অধিকারী তাঁহাদের মধ্যে অর্হৎগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে আর্য্য, অর্হৎ, এবং শ্রাবক, এই তিনটি শব্দই এক অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

পরবর্ত্তিকালে মহাযান-সম্প্রদায়িগণ প্রত্যেক শব্দে পূর্ব্বতন বৌদ্ধগণকে বুঝাইতেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতিও এ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।

মহাযানগণ সমুদয় বৌদ্ধসন্তানগণকে যান বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন—(১) শ্রাবকযান, (২) প্রত্যেকবুদ্ধ যান এবং (৩) বোধিসত্ত্বযান। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক গ্রন্থে এই তিনটী যানের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ মতে স্থবির অর্থাৎ পূর্ব্বমতাবলম্বিগণ শ্রাবক, নির্জ্জনে চিন্তাপরায়ণ দার্শনিকগণ প্রত্যেকবুদ্ধ এবং সিদ্ধ, গুরু ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত।

যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ও মতবিরোধ আছে, কিন্তু শেষে সকলেরই চরম গতি এক। এই জন্যই তথাগত বলিয়াছেন, "আমি সকল জীবকেই নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইব।" "সমুদয় জীব আমারই সন্তান।"

পুরাতন প্রত্যেকবুদ্ধযান এবং মহাযান বৌদ্ধগণ সকলেই বলেন যে, অর্হৎ অপেক্ষা প্রত্যেকবুদ্ধ অনেক উচ্চে অবস্থিত। প্রত্যেকবুদ্ধও বুদ্ধের ন্যায় আপনার ক্ষমতাদ্বারা নির্ব্বাণপ্রাপ্তির উপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ ; কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত নহে। তিনি সমুদয় বিষয় দর্শন করিতে সমর্থ নহেন এবং সর্ব্ব বিষয়ই বুদ্ধের নিম্ন আসনের অধিকারী। প্রাকৃতিক নিয়ম বলে বুদ্ধ এবং প্রত্যেকবুদ্ধ এক সময়ে বাস করিতে পারেন না।

বুদ্ধ কে তাহা জানিতে হইলে তাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক লক্ষণ সমূহের আলোচনা করা আবশ্যক। বাহ্য লক্ষণের

বুদ্ধ

মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ৩২টী মহাপুরুষলক্ষণ। তাহার পরে ৮০ রকমের অনুব্যঞ্জন। ইহা ব্যতীত ২১৬ মাঙ্গল্য লক্ষণের কথা বর্ণিত আছে। বুদ্ধের প্রত্যেক পায়ে ১০৮টী করিয়া এই লক্ষণ বা চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। বুদ্ধগণ তাঁহাদের দেবচক্ষু দ্বারা প্রতিদিন ছয়বার পৃথিবী দর্শন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, গৌতমবুদ্ধের দেহ ১২ হাত আবার কেহ বা বলেন ১৮ হাত ছিল। সিংহল প্রদেশে আদম-শৈলশৃঙ্গে তাঁহার যে শ্রীপদচিহ্ন দেখা যায়, তাহা দৈর্ঘ্যে ৫ ফুটের অধিক এবং ২½ ফুট প্রশস্ত।

বুদ্ধের মানসিক গুণাবলী তিনভাগে বিভক্ত—(১) দশ বল (২) অষ্টাদশ আবেণিকধর্ম্ম এবং (৩) চতুঃ বৈশারদ্য। বলের সংখ্যা দশ হওয়াতে বুদ্ধের অন্য একটী নাম দশবল। উপযুক্ত বা অনুপযুক্ততার জ্ঞান, কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিফল, উদ্দেশ্যলাভের প্রকৃতপথ, বিভিন্ন ভূতের জ্ঞান প্রভৃতি দশ বলের উল্লেখ আছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা দর্শন করার ক্ষমতা প্রভৃতি অষ্টাদশ আবেণিক ধর্ম্ম। নিম্নলিখিত চারিটি বৈশারদ্যের কথা দেখা যায়। যথা—(১) তথাগতের সর্ব্বদর্শনক্ষমতালাভ, (২) পাপহীনতা, (৩) নির্ব্বাণপ্রাপ্তির অন্তরায় গুলির জ্ঞানলাভ এবং (৪) প্রকৃত মুক্তিপথ দেখাইবার ক্ষমতা।

বুদ্ধের অন্য নাম—জিন, সুগত, তথাগত, অর্হৎ, শাস্তা, ভাগবত, দশবল, লোকবিদ্, সর্ব্বজ্ঞ, নির্ভয়, নিয়বদ্য, পুরুষদম্যসারথি, ষড়ভিজ্ঞ, অনুত্তর, নরোত্তম, দেবাতিদেব, ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিপ্রাতিহার্য্যসম্পন্ন, ইত্যাদি। এ সমুদয় নাম সকল সময়ের বুদ্ধগণের প্রতি প্রযোজ্য। বর্ত্তমান সময়ের বুদ্ধের কতকগুলি বিশেষ নাম আছে—শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শাক্য, শাক্যপুঙ্গব, সিদ্ধার্থ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, আদিত্যবন্ধু, সূর্য্যবংশ, আঙ্গিরস ও গৌতম ইত্যাদি।

পুরাতন বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ-মতে বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধের পূর্ব্বে আরও ২৭ জন বুদ্ধ গত হইয়াছেন। এই ২৪ জন গত বুদ্ধের নাম দীপঙ্কর, কৌণ্ডিন্য, মঙ্গল, সুমনা, রেবত, শোভিত, অনোমদর্শী, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্ম্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, পুষ্য, বিপশ্যি, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কোণাগমন ও কাশ্যপ।

অতীতকালে যেমন বুদ্ধ ছিলেন, ভবিষ্যতেও সেইরূপে বুদ্ধ অবতীর্ণ হইবেন। ভবিষ্যতে যিনি বুদ্ধ হইবেন তাঁহার নাম মৈত্রেয়। উপাধি—অজিত ; বর্ত্তমানে ইনি তুষিতস্বর্গে বোধিসত্ত্বরূপে বাস করিতেছেন।

সমুদয় তথাগতই প্রায় সমতুল্য, তবে সামান্য সামান্য বিষয়ে পরস্পরে কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। শারীরিক আকৃতি এবং আয়ুপরিমাণে ইতরবিশেষ আছে। কেহ বা ক্ষত্রিয়বংশে কেহ বা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সকল বুদ্ধই একরূপ নীতি প্রচার করিয়াছেন। কালের আক্রমণে যখন প্রচারিত

সত্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন একজন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষমতাবলে কোনও গুরুর সাহায্য বিনা, পূর্ব্বপ্রচারিত নীতি ও সত্যের পুনরাবিষ্কার করেন।

মহাযানসম্প্রদায়গণ আর একপ্রকার বুদ্ধের কথা বলেন। ইঁহারা ধ্যানীবুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। নাম যথা—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি। ইঁহাদের আবার পঞ্চশক্তি বা পঞ্চতারা মহাযোগিনী আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে শাক্যমুনিই একমাত্র ঐতিহাসিক বুদ্ধ, ইঁহার পূর্ব্বে যাঁহাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা কল্পিত।

আমরা বুদ্ধের বাহ্য লক্ষণ এবং আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সমালোচনা করিয়া বুদ্ধ কি প্রকার ব্যক্তি ছিলেন, তাহার যে মীমাংসা করিতে চাই তাহা বুদ্ধ নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধকে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি দেবতা?" বুদ্ধ বলিলেন—"না"। "আপনি কি গন্ধর্ব্ব?" উত্তর পূর্ব্ববৎ। "আপনি কি যক্ষ?" উত্তর "না"। ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনি মানুষ?" বুদ্ধ বলিলেন "আমি মানুষও নহি।" তখন ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আপনি কে?" তখন উত্তর হইল, "হে ব্রাহ্মণ, অবগত হও আমি বুদ্ধ।" অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধ মানুষের আকৃতি ধারণ করিলেও প্রকৃতিতে ও গুণে মানুষ নহেন। তিনি বুদ্ধ—কিন্তু মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব নহেন। বহু অবস্থা অতিক্রম করিলে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

যিনি বুদ্ধ হইবার অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বলা যায়। বোধিসত্ত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ "বুদ্ধিমান্ জীব"।

বোধিসত্ত্ব

যাহার বোধি আছে, তিনিই বোধিসত্ত্ব; কিন্তু এই "বোধি" সম্যক্ সম্বোধিতে পরিণত হয় নাই। সেই অবস্থা লাভ করিলে বুদ্ধ হওয়া যায়।

বোধিসত্ত্বের তিন অবস্থা—[illegible]নীহার অর্থাৎ (বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির উচ্চ আকাঙ্ক্ষা), ব্যাকরণ (তথাগত কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী যে তিনি বুদ্ধ হইবেন) ও কোলাহল (বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় তাঁহার জন্ম হইবে না—এরূপ আনন্দধ্বনি। এই তাঁহার শেষ জন্ম,—পুনরায় জন্মগ্রহণরূপ ক্লেশ আর ভোগ করিতে হইবে না।) কেহ কেহ বোধিসত্ত্বের জীবনের কার্য্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা—মানস (অভিপ্রায়), প্রণিধান (দৃঢ়সঙ্কল্প), বাক্ প্রণিধান (বাক্যদ্বারা সঙ্কল্পের প্রকাশ) এবং বিবরণ (অভিব্যক্তি)।

বুদ্ধের ন্যায় বোধিসত্ত্বও বহুনামে পরিচিত। তন্মধ্যে মহাসত্ত্ব নামটী সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক বোধিসত্ত্বের বিবরণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে মৈত্রেয়, লোকেশ্বর বা অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী সমধিক বিখ্যাত।

যিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন, তাঁহার বহুজন্ম অতিক্রম করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল বুদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ম জন্মান্তরের কার্য্য ও গুণের শত শত প্রশংসা জাতক এবং অবদান নামক বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান ভদ্রকল্পের বুদ্ধ শাক্য মুনির পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে এরূপ অসংখ্য ইতিহাস ও গল্প, লিখিত ও প্রচলিত আছে।*

বোধিসত্ত্বের বহু নৈতিক এবং মানসিক গুণ থাকা আবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ জীবের প্রতি দয়া।

পালি ধর্ম্মগ্রন্থে দশ পারমিতা বা গুণগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—দান, শীল, নেক্খম্ম বা (নিষ্ক্রম বা সংসার ত্যাগ), পঞ্ঞা (প্রজ্ঞা), বিরিয় (বীর্য্য), খন্তি (ক্ষান্তি), সচ্চ (সত্যবাদিতা), অধিট্ঠান (দৃঢ়সঙ্কল্প), মেত্তা (মৈত্রী বা মমতা), উপেক্খা (উপেক্ষা)।

এই সকল আধ্যাত্মিক গুণ ব্যতীত বোধিসত্ত্বের উচ্চ মানসিক গুণ থাকাও আবশ্যক। এই সকল গুণের নাম বোধিপক্ষধর্ম, এই গুণ, সংখ্যায় ৩৭টী। এই সকল গুণ কেবল বোধিসত্ত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় এরূপ নহে। অর্হৎগণেরও এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক। এই গুণগুলি সাত ভাগে বিভক্ত। যথা—

১। দেহ, অনুভূতি, উপস্থিত চিন্তা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে চারিপ্রকার 'স্মৃত্যুপস্থান' অর্থাৎ স্মৃতি বা চিন্তাশীলতা।

২। চারিপ্রকার সম্যক্প্রধান (সম্যক্প্রহাণ) অর্থাৎ প্রয়োগ বা সৎচেষ্টা।

৩। চারি প্রকারের ঋদ্ধিপাদ (ইদ্ধিপাদ) বা অলৌকিক ক্ষমতা।

৪। পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

৫। পঞ্চ বাহু (মানসিক শক্তি।)

৬। সাতপ্রকারের বোধি, বোজ্ঝঙ্গ বা সম্বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি, ধর্ম্মপ্রবিচয়, উদ্যম, প্রীতি, শম, মনঃসংযম, সমাধি, উপেক্ষা।

৭। অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আট প্রকার পন্থা।

উপরি উক্ত গুণ ও ধর্ম্ম ব্যতীত বোধিসত্ত্বের অন্যান্য গুণের উল্লেখও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতীয় প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহাবস্তু নামক

* পালি ত্রিপিটক এবং আর্য্যশূর রচিত জাতকমালা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের ১০ প্রকার ভূমি বা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, মধুমতী, ও ধর্মমেঘা।

বোধিসত্ত্বের যেমন অসংখ্য গুণ থাকা আবশ্যক, তেমন তাঁহার অধিকারও অসংখ্য।

শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে সকল বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পরও তাঁহার অবতার হইয়াছে। ইঁহারা অশোকের পুত্র কুণালকেও এক অবতার মধ্যে পরিগণিত করেন।

বৌদ্ধধর্মনীতি

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নীতি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সাধুগণের আচরণ এবং ব্যক্তিগত বিবেকের উপর সংস্থাপিত, কিন্তু বৌদ্ধধর্মনীতি কেবল একমাত্র বুদ্ধের উপদেশ এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুগত। কিন্তু বুদ্ধ একটী যে ধর্মনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও বলা যায় না, কারণ তিনি নিজেই অনেক সময়ে প্রাচীন ঋষিগণের ধর্মনীতির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের উচ্চ ধর্ম ও নীতির জন্য জগতে বিখ্যাত ছিলেন।

বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের কথা স্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ অনেক ধর্মনীতি এবং সাধু ও সৎ আচার ব্যবহার হিন্দুধর্মশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন যে প্রত্যেক ধার্ম্মিক গৃহপতি আর্য্য শ্রাবক পঞ্চবলি প্রদান করিবেন। পরিবার, অতিথি, পিতৃগণ, ভূস্বামী এবং দেবতাগণকে এই পঞ্চবলি বা উপহার দিতে হইবে।† এই উপদেশ যে স্মৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে আত্মার অস্তিত্বস্বীকার না থাকিলেও মহাত্মা বুদ্ধ অনেক সময়ে আত্মা বা বিবেকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, অজ্ঞাতসারে হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধনীতির কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছে। অহিংসা, পিতামাতার ভরণপোষণ, এবং ভিক্ষাদান এই সকল নীতিও প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে যেখানেই ধর্মনীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, প্রায় সেখানেই পঞ্চছন্দের ব্যবহার আছে। সমুদয় অংশ পদ্যে লিখিত না হইলেও কতক অংশ যে পদ্যে লিখিত ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এইসকল উপদেশ অনেকস্থলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলসূত্র হইতে বিভিন্ন এবং স্থানে স্থানে বিরুদ্ধমত-প্রকাশক। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে কেবল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্মনীতি পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্মনীতি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিতে হইলে কয়েকটী কথা মনে রাখিতে হইবে। (১) ভিক্ষু ও গৃহী উভয় শ্রেণীর জন্যই নীতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (২) অর্হৎগণ কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণ নীতির অতীত। মুনির কোনরূপ আসক্তি থাকিবে না, প্রীতি কিংবা অপ্রীতিজনক কোন কার্য্য তিনি করিবেন না। যে পুত্রকন্যা পরিত্যাগ করিতে পারে, সে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত। ভিক্ষুধর্মগ্রহণের জন্য যে আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারে এবং যে কিছুতেই স্ত্রীপুত্রের তত্ত্বাবধারণ করে না, সে অতি সৎ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া বুদ্ধের নিকট প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে। অথচ অন্যান্য স্থানে ইহাও দেখা যায় যে স্ত্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে এরূপ বৈষম্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশের বৌদ্ধগণের মধ্যে ধর্মনীতি বিষয়ে বিশেষ কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধগণের মধ্যে সৎ ও সুনীতি যেন অধিকতররূপে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইজন্যই ইঁহাদের ধর্মমত দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধগণের অপেক্ষা সমধিক বিশুদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষেই হউক কি অন্য দেশেই হউক সকলস্থানেই নীতি দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১ম) যে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তির ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং (২য়) যে সকল অনুশাসন পালন করিলে প্রশংসা, আদর অথবা পুরস্কার পাওয়া যায়। প্রথমশ্রেণীর নিয়মগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য কারণ তাহা না হইলে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। ইহাদের নাম শীল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুশাসনের নাম 'নিয়ম'। নিয়ম সকল সময়ে সকলের অবশ্য প্রতিপাল্য নহে। তবে যিনি তাহা পালন করিতে পারিবেন, তিনি লোকসমাজে মহৎ ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

বৌদ্ধধর্মনীতির মধ্যে দশটী শিক্ষাবাদও এই রকমের। এই দশটীই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের অবশ্য প্রতিপাল্য। যাঁহারা গৃহী তাঁহাদের পক্ষে প্রথম পাঁচটী মাত্র। এই দশটী শিক্ষাবাদ দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে—

(১) জীবনাশ, (২) চৌর্য্য, (৩) ব্যভিচার, (৪) মিথ্যাবাদিতা

† অঙ্গুত্তরনিকায় ২ভাগ ৬৮ পৃঃ।

(৫) মদ্যপান, (৬) অনিয়মিত সময়ে আহার, (৭) সাংসারিক আমোদ প্রমোদে যোগদান (৮) অলঙ্কার, অথবা বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার (৯) বৃহৎ অথবা সাজসজ্জাপূর্ণ পালঙ্কের ব্যবহার ও (১০) অর্থগ্রহণ।

প্রথম পাঁচটী সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু সে প্রয়োগের মধ্যেও ইতরবিশেষ আছে। ব্রহ্মচর্য্য বা ইন্দ্রিয়সংযম অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীপুরুষসংসর্গ পরিহার, কিন্তু গৃহীর পক্ষে পরপুরুষ বা পরস্ত্রীগমন নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

যাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রমণ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই শিক্ষাবাদ ব্যতীত আরও অনেক কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের নৈতিক জীবন তিনভাগে বিভক্ত বলা যাইতে পারে। প্রথম দুইভাগ প্রায় দশশিক্ষাবাদের সমান। কিন্তু তৃতীয় অবস্থা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর। এ অবস্থায় পশুবলি, ভবিষ্যৎবাণী বা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস প্রভৃতি নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের চতুর্থ আশ্রমে যতি বা মুক্ত দ্বিজগণের যে অবস্থা, শ্রমণগণের তৃতীয় অবস্থা তাহারই সমতুল্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশংসার বিষয় এই যে, কুসংস্কার এবং ঘৃণিত ধর্ম্মমত ইহাতে স্থান পায় নাই।

বৌদ্ধগণ কখনই বিরুদ্ধ ধর্ম্মবাদিগণের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতেন না কিংবা অকারণে তাহাদিগকে কোনরূপে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিতেন না। বুদ্ধ স্বয়ংও সর্ব্বদা সাধারণের মতের সম্মান করিয়া চলিতেন। তাঁহার কোন শিষ্যের অপরাধ তাঁহার নিকট বিচার্য্য-বিষয় হইলে তিনি এমনভাবে বিচার করিতেন যে সর্ব্বসাধারণের কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারিত না। তিনি এরূপ কোন উপদেশ বা আদেশ প্রদান করিতেন না, যাহা অতি কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যখন দেবদত্ত, বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে শ্রমণগণ কখনও মৎস্য বা মাংসাহার করিতে পারিবে না, এই নিয়ম করা হউক, তিনি দেবদত্তের সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই।২

এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে, একজন জৈন বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন—"দেখ, নিগ্রন্থগণ (জৈনাচার্য্য) বহুদিন তোমার বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছেন, অতএব যখন তাঁহারা তোমার নিকট আসিবেন, তোমার তাঁহাদিগকে ভিক্ষাপ্রদান করা কর্ত্তব্য।" ইহাদ্বারা বুঝা যায়, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বুদ্ধদেবের হিংসা ছিল না। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের নামে অক্রিয়া বা কুক্রিয়া করিত, তাহারা কখনও বুদ্ধদেবের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে নাই। সেই সময়ে আজীবক নামে এক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের অনেক কুক্রিয়ার কথা শুনা যায়। একদিন একজন বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিল যে কোনও আজীবক মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইতে পারিয়াছে কি না? তিনি উত্তরে বলিলেন—"আমি ৯১ কল্পের কথা স্মরণ রাখি, ইহার মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজীবককে স্বর্গে দেখিয়াছি, সে 'কর্ম্মবাদিন্' এবং 'কিরিয়বাদ' (ক্রিয়াবাদ) বুঝিত।"৩

বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যবহারিকনীতির বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করা দুরূহ। ইহার দুইটী কারণ। প্রথমতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মনীতির আদর্শ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মের আদর্শে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানতঃ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। ক্রমে ইহা যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিল, তখন স্থান, কাল ও পাত্রবিশেষে নিয়মাদি অনেক ছাটিয়া কাটিয়া গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণ ও উত্তরদেশীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের যেরূপ মতবিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহাযান এবং হীনযান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। মহাযানগণের ধর্ম্মগ্রন্থে অহিংসা ও দয়ার যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে, অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থে ততটা দেখা যায় না। এই জন্য এই দুইটিই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন।

মহাযান-বৌদ্ধগণের আদর্শ উচ্চ হইলেও তাঁহাদের একটী মহৎ দোষ ছিল। আপনাদের দয়া ও উদারতা সাধারণের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া, অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সে সকল গুণ নাই, ইহা দেখাইয়া অন্য সম্প্রদায়ীকে তীব্র আক্রমণ করিতে মহাযানেরা সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। এমন কি তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতিও তাঁহাদের ব্যবহার ততটা উদার ছিল না।

মোটের উপর বৌদ্ধগণ ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক উদারতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া তাঁহারা বৌদ্ধসমাজের লোকদিগকে হিন্দুসমাজের ন্যায় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে প্রয়াসী হয়েন নাই। এই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে একটী সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

(২) মহাবগ্গ ৬।৩১।১৪, মজ্‌ঝিমনিকায় (১।৩৬৮) প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রে অদৃষ্ট, অশ্রুত বা অসন্দিগ্ধ এরূপ মৎস্য ও মাংসগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। মহাবগ্গে মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব, কুকুর, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর ও তরক্ষুর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (মহাবগ্গ ৬৷২৩)

(৩) মজ্‌ঝিমনিকায় ১মখণ্ড ৪৮৩ পৃঃ।

অনেক দেশেই দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে কতকগুলি লোক চতুর্দ্দিকেই সাংসারিক ও সামাজিক ভোগবিলাসের বাহুল্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া অথবা আপনারা মায়া-জীবনে যে প্রিয়তম আশা লইয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন, তাহাতে নিরাশ হইয়া যখন সাংসারিক সুখের অসারতা ও অনিত্যতা বুঝিতে পারেন, তখন তাঁহারা এই কপটতাপূর্ণ সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ও পবিত্র সুখান্বেষণে নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম ও ঈশ্বরচিন্তারূপ পবিত্র কার্য্যে জীবন যাপন করেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের অতীত জীবন, ভারতবাসীর চিন্তাশীলতা এবং অত্যধিক পরিমাণে ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি কারণে এই সন্ন্যাস ধর্ম্মগত পিপাসা ভারতবর্ষেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় সন্ন্যাস ধর্ম

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে যে চারি আশ্রমের প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার মধ্যেই সন্ন্যাসধর্ম্মের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম অবস্থায় যখন গুরুগৃহে বাস করিতে হইত, তখন সন্ন্যাসধর্ম্মের সমুদয় কঠোরতাই প্রতিপালন করিতে হইত। এই সকল প্রথাই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী ইচ্ছা করিলে আজীবন শিষ্য ভাবে গুরুগৃহে বাস করিতে পারিতেন। এরূপ ব্রহ্মচারী ও বৌদ্ধভিক্ষুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। যতি, মুণ্ড, সন্ন্যাসী, এবং পরিব্রাজক ইত্যাদি নামেও ইঁহারা পরিচিত।

যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রকৃত সময় নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, কিন্তু সম্রাট্ অশোকের সময় যে বৌদ্ধ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল এবং বহু ধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অশোকের অনুশাসন হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝা যায় অশোকের রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে নির্গ্রন্থ এবং আজীবক সম্প্রদায়ের বারম্বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের সহিত বৌদ্ধগণের বিরোধের বিষয়ও উহাতে বর্ণিত আছে। ইহাতে মনে হয় যে, এই তিন সম্প্রদায়ই একসময়ে বর্ত্তমান ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধগণ সপ্তাহে একটী দিন ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব নিজে অতি অল্প সংখ্যক নীতি বা বিধির সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অনেক সময়েই প্রচলিত সাধারণ মত ব্যবহারের মধ্যে যাহা অদূষণীয় মনে করিতেন, তাহাই গ্রহণ করিতেন। তিনি নিয়ম বা বিধানের সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য দেখান নাই। তিনি নিয়মরক্ষার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত ছিলেন।

সঙ্ঘের যে সকল বিধান দ্বারা সঙ্ঘের শাসন বা শাস্ত্রবিধান হইত, তাহার নাম 'পাতিমোক্‌খ' (প্রাতিমোক্ষ)। পালি ধর্ম্মগ্রন্থে যে পাতিমোক্‌খের বিধান আছে, তাহাই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া গণ্য। ইহাই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি। সকল বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিধানই একরূপ। তবে বিধানের সংখ্যার কম বেশী দেখা যায়। পালিগ্রন্থমতে সন্ন্যাসিগণের প্রাতিমোক্ষের সংখ্যা ২২৭, চীনদেশে প্রকাশিত ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায় মধ্যে এই সংখ্যা ২৫০, তিব্বতে ২৫৩ এবং মহাব্যুৎপত্তিতে ২৫৯।

প্রাতিমোক্ষ

বুদ্ধদেবের আদেশ ছিল যে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ প্রতিপক্ষে একবার ঐ সকল নিয়মাবলী পঠিত হইবে। চারি জন ভিক্ষু যেখানে সমবেত হইতেন সেখানেই এই আবৃত্তি হইতে পারিত। প্রত্যেক বিধি আবৃত্তি শেষ হইলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন ভিক্ষু তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন কি না। লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তাহা প্রকাশ্য ভাবে সভায় বলিতে হইবে।

প্রাতিমোক্ষ ব্যতীত ভিক্ষুগণের প্রতিপাল্য আরও কয়েকটী নিয়ম আছে। ইহাদের নাম ধূতাঙ্গ বা ধুতগুণ। দক্ষিণপ্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে ইহাদের সংখ্যা ১৩ এবং উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে ইহার সংখ্যা ১২। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

(১) পাংশুকূলিক—অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বসন নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সমুদয় ভিক্ষুগণ এই নিয়ম প্রতিপালন করিতেন না। আরণ্যক ভিক্ষুগণই এই নিয়ম বিশেষ ভাবে প্রতিপালন করিতেন।

(২) তেচিবরিক (ত্রৈচীবরিক)—প্রত্যেক ভিক্ষুর তিনটীর অধিক বসন থাকিতে পারিবে না।

(৩) পিণ্ডপাতিক—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৪) 'সাবদানচারিয়া' (সাবদান চর্য্যা) এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে নিয়মমতে ভিক্ষা করিতে হইবে।

(৫) একাসনিক (একাসনিক)—এক আসনে আহার করিতে হইবে।

৬। পত্তপিণ্ডিক (পাত্রপিণ্ডক)—একপাত্র হইতে আহার। (উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে এ নিয়ম নাই।)

৭। 'খলু পচ্ছাভত্তিক'—আহার্য্য দ্রব্য অসঙ্গত বোধ হইলে আহার না করা।

৮। আরণ্যক—বনে বাস করা।

৯। 'রুক্খমূলিক' (বৃক্ষমূলিক)—বৃক্ষ মূলে বাস করা।

১০। 'অব্ভোকাসিক' (অভ্যোবকাশিক) অনাচ্ছাদিত স্থানে বাস করা।

১১। 'সোসানিক' (শ্মাশানিক) শ্মশানে অথবা তাহার সন্নিধানে বাস করা।

১২। 'যথাসন্থতিক' (যাথাসংস্তারিক)—যেখানে রাত্রি হইবে, সেইখানে শয্যা বিস্তার করা।

১৩। 'নেসাজ্জক' (নৈশয্যক) নিদ্রাকালেও শয়ন না করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় থাকা।

উক্ত নিয়মগুলি সকলের পক্ষে প্রয়োজন নহে। তবে পালন করিতে পারিলে উত্তম। অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসিনীগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। একাদশ হইতে ত্রয়োদশ তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গৃহীদের পক্ষে কেবল ৫ম ও ষষ্ঠ প্রতিপাল্য।

যে কোন পুরুষ অথবা রমণী সংসারের ভোগসুখ পরি ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুজীবন যাপন করিতে অভিলাষী হই-তেন, তাঁহাদিগকে ভিক্ষু সম্প্রদায়ে গ্রহণ করা হইত। এস্থলে জাতি বা মর্য্যাদার বিশেষত্ব ছিল না। কেবল দস্যু, তস্কর, ক্রীতদাস, সুদ্ধব্যবসায়ী এবং যাহারা ছোঁয়াচে রোগগ্রস্ত বা মহাপাপী এই সকল ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া হইত। সঙ্ঘে প্রবেশের নাম প্রব্রজ্যা এবং ভিক্ষুক বা শ্রমণ ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার নাম উপসম্পদা। প্রব্রজ্যা-গ্রহণে যেরূপ দস্যু তস্করাদি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ কুকর্ম্মান্বিত কতকগুলি লোককে দীক্ষা দেওয়া হইত না। রমণীগণের দীক্ষাগ্রহণে চতুর্বিংশতি প্রকার অন্তরায় ছিল।

প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা

প্রব্রজ্যা এবং দীক্ষা বা উপসম্পদার পার্থক্য লইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহ অনেক সময়ে বড়ই গোল করিয়াছেন। তবে মোটা-মুটি এই বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের জন্য গৃহ ত্যাগের নাম প্রব্রজ্যা এবং সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার নাম উপ সম্পদা। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে বুদ্ধদেব প্রথমতঃ যাহটি জন শিষ্যকে ভিক্ষুপদে বরণ করেন, তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। যখন উক্ত মহাগণ ধর্ম্মপ্রচার হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে অনেক লোক আসিয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপ সম্পদার দীক্ষা প্রার্থনা করিল। সেই সময় হইতে তিনি অনুমতি দিলেন যে, ভিক্ষুগণও এই দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই সময়েই মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধানাদি নিয়ম প্রবর্তিত হইল।

এই সময়ে দীক্ষাগ্রহণকারীকে তিনটীর আশ্রয় লইতে হইত—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"[৪]

প্রব্রজ্যাগ্রহণ এবং ভিক্ষুসম্প্রদায়ে প্রবেশ এক সময়েই হইতে পারিত, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।[৫] বৌদ্ধ বালকের সাত বৎসর পূর্ণ হইলে এবং পিতামাতার অনুমতি পাইলে সে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিত। ২০ বৎসর বয়স না হইলে কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণে অধিকারী হইত না। সুতরাং শ্রামণেরদিগকে ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হইত। এই সময়ে তাহারা দশ প্রকার শিক্ষাপাঠ অভ্যাস করিত।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কেহ যদি বৌদ্ধ সন্ন্যাস-গ্রহণে অভিলাষী হইত, তাহাকেও যথারীতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত। পরীক্ষার জন্য তাহাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইত। এই সময়ের নাম 'পরিবাস'। চূড়াধারী অগ্নি উপাসক জটিল এবং শাক্যবংশ ব্যতীত আর কাহাকেও (পরিবাস ছাড়া) উপসম্পদা লাভ করিতে দেখা যায় নাই।

ভিক্ষুপদপ্রার্থী ব্যক্তিকে দশজন অথবা সময় বিশেষে পাঁচজন ভিক্ষুর সম্মুখে এক পরীক্ষা দিতে হইত। এই পরীক্ষার পূর্ব্বে পদপ্রার্থীকে কমণ্ডলু এবং কাষায় বস্ত্র গ্রহণ ও একজন উপাধ্যায় বা গুরু মনোনয়ন করিতে হইত। ভিক্ষুগণের মধ্যে একজন সভাপতিরূপে দীক্ষাপ্রার্থীর পরীক্ষা করিতেন। যদি তিনি সন্তুষ্ট হইতেন, তবেই তিনি তথায় সমবেত ভিক্ষুগণকে উপস্থিত ব্যক্তির প্রার্থনা এবং তাঁহার উপযুক্ততা জানাইতেন। তাঁহাকে তিনবার সম্মত বলিতে হইত। ভিক্ষুগণ উপযুক্ত মনে করিলে তাঁহাদের মৌন দ্বারা সম্মতি জানাইতেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় ভিক্ষুপদপ্রার্থীকে ভিক্ষুমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আজীবন কেবল চারি প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য ভোগ এবং চারি প্রকার পাপ পরিহার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। চারি প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু আবশ্যকীয় বলিয়া গণ্য হইত।

রমণীগণের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকেও পুরুষের ন্যায় সকল নিয়মই প্রতিপালন করিতে হইত। (চুল্লবগ্‌গ ১০।১৭)

উপসম্পদা বা দীক্ষা প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং ...

(৪) মহাবগ্‌গ নামক পালি গ্রন্থে ইহা 'ত্রিশরণগমন' বলিয়া অভিহিত। ভোট দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে ত্রিশরণের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে—"বুদ্ধং দ্বিপদানামগ্র্যং, ধর্ম্মং বিরাগাণামগ্র্যং, সঙ্ঘং গণানামগ্র্যং'।

(৫) দীপবংশ ১২।৬৮।

প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে সামান্য কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও মূল বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না।৬

ভিক্ষুগণের পরিধেয় তিন ভাগে বিভক্ত—অন্তরবাসক উত্তরাসঙ্গ এবং সঙ্ঘাটি। অন্তরবাসক কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত

পরিধেয়

ঝুলিয়া থাকে, কোমরের সঙ্গে তাহা কায়বন্ধন বা পেটী দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ইহার অন্যতর নাম নিবাসন। উত্তরাসঙ্গ উত্তরীয়ের কার্য্য করে, ইহা বক্ষ ও স্কন্ধদেশ আবরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সঙ্ঘাটির প্রকৃত ব্যবহার কি ছিল তাহার নিশ্চিত নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। ছিন্ন ভিন্ন খণ্ড সংলগ্ন করিয়া পরিধেয় প্রস্তুত করা হইত। মগধের শস্যক্ষেত্রের অনুকরণই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হয়।

ভিক্ষুগণকে বস্ত্র বিতরণ করা গৃহীর পক্ষে পুণ্য কার্য্য। প্রত্যেক বৎসর বর্ষা অন্তে এইরূপ পরিধেয় বিতরণের নিয়ম আছে। এই বিতরণ কার্য্যের নাম "কঠিন"। ইহার নানারূপ নিয়ম ও প্রণালী বিধিবদ্ধ আছে। পায়ের আচ্ছাদনের জন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করা ভিক্ষুগণের বিলাসিতা বলিয়া গণ্য হইত। সেইজন্য বিলাস দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) ও চটীজুতা ব্যবহারের ততটা নিষেধ নাই। ছাতা ব্যবহার বিশেষ কারণ ব্যতীত অনাবশ্যকীয়। পাদুকা ব্যবহারের অনুমতি আছে। (মহাবগ্‌গ ৫।১; চুল্লবগ্‌গ ৫।২৩।১৩)

তিন রকম পরিচ্ছদ ব্যতীত নিম্নলিখিত দ্রব্যও ভিক্ষুগণের নিত্য ব্যবহার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। একটী ভিক্ষাপাত্র, কোমরবন্ধ, একটি সূচী (বোধ হয় ছিন্ন পরিচ্ছদ সেলাই করিবার জন্য), ক্ষৌরকার্য্যের জন্য একখানা ক্ষুর এবং একটী জলপাত্র।

উত্তরাঞ্চলের ভিক্ষুগণ একখানা লাঠী ব্যবহার করেন, তাহার নাম খক্খর। দাক্ষিণাত্যে ইহাকে 'কত্তর' বলা হইত।

জপের মালা বৌদ্ধগণের মধ্যে এখন সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু এ ব্যবহার অল্পদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। জপের মালার ব্যবহারপ্রথা ভারতবর্ষে উৎপত্তি হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধেও ঘোর সন্দেহ আছে।

ভিক্ষুগণের বর্ষাকালে কোন এক স্থানে বাস করিবার বিধি

বর্ষাবাস।

ছিল। সে সময়ে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাঁহারা গৃহবাস করিতেন। কেহ কেহ বা একমাস পরে কোন পর্ণশালায় আশ্রয় লইতেন। উত্তর প্রদেশীয় ভিক্ষুগণ শ্রাবণের ১মদিবস হইতে কার্ত্তিকের ১মদিবস পর্য্যন্ত গৃহে বাস করিতেন।

ভিক্ষুসম্প্রদায়ের সৃষ্টির প্রথম হইতেই এইরূপ বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। অনেক গুলি ভিক্ষুক একত্র থাকিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম ছিল না। বর্ত্তমান সিংহলবাসী ভিক্ষুগণ বর্ষার সময়ে তাঁহাদের মঠ পরিত্যাগ করিয়া সময়োপযোগী স্থানে বাস করেন। কিন্তু বুদ্ধঘোষের বিবরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিবরণে দেখা যায় যে, ভিক্ষুগণের কর্ত্তব্য—বিহারের তত্ত্বাবধারণ, আপনাদের আহার ও পানীয়ের সংস্থান, বিগ্রহাদি মূর্ত্তির সেবা এবং অন্যান্য যথাবিহিত অনুষ্ঠান করা। ভিক্ষুগণকে প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে একবার দুইবার কি তিনবার বলিতে হইত, "আমি কেবলমাত্র তিনমাসের জন্য এই বিহারে বাস করিতে আসিয়াছি।"

এই ব্যবহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই বুঝিতে হইবে যে, বর্ষাকালে যাহাতে ভিক্ষুগণ ভ্রমণ না করেন, সেই জন্য এই কালে তাঁহাদের গৃহে বাস করার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ভিক্ষুগণের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে। প্রথমতঃ তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। বনে, পর্ব্বতগুহায়, বৃক্ষমূলে, বা শ্মশানে, এইরূপ যে কোন স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন। রাজগৃহের কোন সমৃদ্ধিশালী বণিক ইঁহাদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হইয়া বুদ্ধদেবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি এই প্রার্থনানুসারে ভিক্ষুদিগকে বিহার প্রভৃতি পাঁচ রকম বাসস্থানে বাস করিবার অনুমতি দেন এবং উক্ত বণিকও তাঁহাদের বাসের জন্য একদিনে ৬০খানা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করান।

'বিহার' অর্থে কেবল বৌদ্ধমঠ বুঝায় না। ইহাদ্বারা মন্দিরও

বিহার

বুঝা যায়। হিউয়েনসিয়াং বলেন, সিংহলে ভিক্ষুদের বাসস্থানের নাম পর্ণশালা এবং যেখানে দেবমূর্ত্তির পূজা হয় তাহার নাম 'বিহার'। ভিক্ষুগণের বাসস্থানের অন্যতর নাম "সঙ্ঘারাম"। প্রত্যেক বৌদ্ধ মঠের মধ্যে বিহার ছিল। যথা নালন্দা এবং সারনাথের বিহার।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে এবং সিংহলে সঙ্ঘারামের প্রকৃত বিবরণ আমরা চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের লিখিত গ্রন্থ হইতেই দেখিতে পাই। ইহা হইতে জানা যায় যে যাঁহারা মঠে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে "আবাসক" বলিত। রাজা এবং অন্য লোকদিগের দানশীলতার জন্য ভিক্ষুগণকে তাঁহাদের আহার বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে হইত না।

ভিক্ষুগণের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য— পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ এবং ধ্যান ধারণা। কোন মঠে আগন্তুক অন্য

ভিক্ষুগণের কর্ত্তব্য

স্থানের অপরিচিত ভিক্ষু আগমন করিলে মঠবাসী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। তাঁহার

(৬) Waddell's Buddhism of Tibet, p 178 140 Hodgson's Nepal, p. 139, 145 দ্রষ্টব্য।

বস্ত্রাদি বহন করিয়া লইতেন, তাঁহার পাদপ্রক্ষালনের জল দিতেন, গাত্রে মর্দ্দনজন্য তৈল দিতেন এবং নিয়মিত সময়ে যে নিয়মিত আহার নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা প্রদান করিতেন। আগন্তুক অল্পকাল বিশ্রামলাভ করিলে, তিনি কতদিন ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত। প্রশ্নের উত্তর পাইলে তাঁহার জন্য নিদ্রার ও বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত এবং তাঁহার মর্য্যাদা অনুসারে যে সকল পরিচর্য্যা বিহিত ছিল, তাঁহাকে সেইরূপ সেবা করা হইত। গমিক (যাঁহারা গমনোদ্যত), পিণ্ডচারিক (ভিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত) এবং আরণ্যক (অরণ্যবাসী) ভিক্ষুগণের জন্য বিভিন্ন প্রণালীর অভ্যর্থনা এবং পরিচর্য্যা বিধিবদ্ধ আছে। (চুল্লবগ্‌গ)

মঠের কার্য্য-প্রণালী নিয়মিত করিবার জন্য উপযুক্ত ভিক্ষুগণ সঙ্ঘকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এই সকল কার্য্য নানা ভাগে

মঠের কার্য্যপ্রণালী

বিভক্ত ছিল। খাদ্যবিভাগ, বাসস্থাননির্দ্দেশ, ভাণ্ডাররক্ষা, বস্ত্রাদিরক্ষা, পরিচ্ছদ প্রদান, বর্ষাকালের জন্য স্বতন্ত্রভাবে পরিচ্ছদ রক্ষা, মঠস্থ উদ্যানের তত্ত্বাবধারণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানারূপ কার্য্য নানাজনের উপর ন্যস্ত থাকিত। সর্ব্ব বিষয়েরই সুনিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল; সুতরাং কোনরূপ গোলযোগ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কোন কোনও সঙ্ঘে লোক নিযুক্ত থাকিত না। যখন আবশ্যক হইত, তখন ভিক্ষু বিশেষের উপর সাময়িক কর্ম্মভার ন্যস্ত হইত। দৃষ্টান্তস্থলে "নবকম্মিক" পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষুদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের জন্য এক জন উপযুক্ত ভিক্ষু প্রার্থনা করিতেন, তখন একজনকে ঐ কার্য্যে মনোনীত করা হইত।

প্রাচীন কালে, জ্ঞান ও বয়সের ছোটবড় লইয়া ভিক্ষুগণের পদমর্য্যাদার কোন ইতর বিশেষ ছিল না। তাই বলিয়া যে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না এমত নহে। কার্য্যভেদে শ্রেণীভেদ হইত। যাঁহারা বয়সে প্রাচীন তাঁহারা 'স্থবির', যাঁহারা নবীন তাঁহারা 'দহর' বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইহা ব্যতীত উপাধ্যায় (শিক্ষাদাতা), সার্দ্ধবিহারী (সহচর), আচার্য্য (অধ্যাপক) এবং অন্তেবাসী (শিক্ষার্থী) এই কয়েক শ্রেণীতে ভিক্ষুগণ বিভক্ত ছিলেন। সিংহলেও এইরূপ শ্রেণী বিভাগ ছিল, কিন্তু তথায় মহানায়ক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া একজন ভিক্ষু সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শন করিতেন। মহাযানদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল না।

ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু, চিনি, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ এবং দধি প্রভৃতি খাদ্য ভিক্ষুগণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কেহ

ভিক্ষুগণের খাদ্য

পীড়াগ্রস্ত হইলে আবশ্যক মতে ইহার যে কোন দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিতেন। অন্যস্থলে আবার ইহাও দেখা যায় যে, তিন প্রকারে পবিত্র হইলে মৎস্য এবং মাংস আহার করা যাইতে পারে। সেই তিন প্রকার এই—অদৃষ্ট, অশ্রুত এবং অসন্দিগ্ধ। এই নিষেধের কোন কার্য্যকারিতা নাই। কথিত আছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং শূকরের মাংস আহার করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে বৌদ্ধেরা এ সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের পথানুসরণ করিয়া চলিতেন। মৎস্য মাংস ব্যবহারে ব্রাহ্মণদিগের যেমন কতকটা বাধা আছে, ভিক্ষুদের পক্ষেও তদনুরূপ কতকটা নিষেধ করা হইয়াছে মাত্র। সেই সময়ে দেশে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বৌদ্ধগণ আপনাদের সমাজে তাহারই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ (পুরুষ অথবা রমণী) ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় আপনাদের আহারীয় দ্রব্য ভিক্ষাদ্বারাই সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু প্রভেদ ছিল এই যে, ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষা প্রার্থনা করিত, কিন্তু ভিক্ষুগণের প্রার্থনা করার রীতি ছিল না যদি ইচ্ছা করিয়া কেহ কিছু দিত, তবে তাহাই গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল।

পীড়া হইলে ঔষধ ব্যবহার করার বিধি ছিল। এই সময়ে ঘৃত মাখন, তৈল, মধু, শর্করা ও ঔষধ স্বরূপে ব্যবহার করিতে পারা যাইত। নানারূপ ঔষধ প্রস্তুত করার বিধি, এবং বিবিধ প্রকার অস্ত্রের বিবরণ বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সে সময়েও চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। (মহাবগ্‌গ)

প্রাতিমোক্ষ প্রধানতঃ আট ভাগে বিভক্ত। এই প্রত্যেক অংশের অল্প কি অধিক সংখ্যক বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রাতিমোক্ষ বা দণ্ডবিধি

১ম। যে সকল অপরাধের শাস্তি সঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ, কঠিন অপরাধ করিলে এই শাস্তি প্রদান করা হইত। সমুদয় বৌদ্ধ গ্রন্থই এ সম্বন্ধে একমত। অপরাধের বিবরণ (১) কামরিপুর বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, (২) চৌর্য্য (৩) প্রাণনাশ এবং (৪) অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলিয়া প্রকাশ করা।

২য়। ত্রয়োদশ প্রকারের অপরাধ। শাস্তি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ।

৩য়। এই বিভাগে অনিশ্চিত অপরাধ সম্বন্ধে দুইটি বিধান আছে।

৪র্থ। এই বিভাগে ত্রিশটি অপরাধের উল্লেখ আছে। নানাগ্রন্থে নানারূপে সন্নিবেশিত। দণ্ডগ্রহণ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত।

৫ম। এই শ্রেণীতে ৯২টী অনুশাসনের কথা আছে। এ সকল অপরাধকারীর শাস্তি প্রায়শ্চিত্ত। চীন দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থে

এবং ব্যুৎপত্তি নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র ৯০টির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ। চারিপ্রকারের অপরাধ—অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করিলেই প্রতীকার হয়।

৭ম। শিক্ষাকার্য্য—নানা বিষয়ের নিয়মাবলী, উদ্দেশ্য, সভ্যতা ও সদাচার শিক্ষা। পালি গ্রন্থে ইহাদের সংখ্যা ৭৫, চীনদেশীয় গ্রন্থে ১০০ শত এবং ব্যুৎপত্তিতে ১০৬।

৮ম। আইন বিষয়ক সাতটী নীতি।

স্ত্রী ভিক্ষুগণের জন্যও এই সকল বিধি প্রবর্ত্তিত আছে। তবে শ্রেণী বিভাগে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় মাত্র। কোন সমাজে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাহা সভ্যারামের শাসন বিধান করা আবশ্যক। বৌদ্ধসঙ্ঘেও শাস্তির বিধান আছে। তাহা কঠিন না হইলেও যথেষ্ট। সর্ব্বপ্রধান শাস্তি সঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ। তাহার নিম্নস্তরের শাস্তি কিয়ৎকালের জন্য নির্ব্বাসন। আর এক প্রকার শাস্তির নাম নিঃসারণ। নির্ব্বাসন এবং নিঃসারণের পার্থক্য উপলব্ধি করা কঠিন। নির্ব্বাসন পরিবাস এবং নিঃসারণ প্রভৃতি দণ্ডের পরে যখন ভিক্ষুদিগকে পুনরায় সঙ্ঘে গ্রহণ করা হইত, তখন ভিক্ষুগণ একত্র হইয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, অপরাধীর শাস্তি হইয়াছে কিনা। এই সময়ে ২০ জন বা ততোধিক সংখ্যক ভিক্ষুর সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মদণ্ড নামে আর এক প্রকার অদ্ভুত শাস্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির কিছুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধদেব, চণ্ডনামা এক ব্যক্তির প্রতি এই শাস্তি প্রদান করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন। আনন্দ তখন জানিতেন না ব্রহ্মদণ্ড কাহাকে বলে। জিজ্ঞাসা করায় বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "চণ্ড যাহা খুশী বলুক, ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ যেন তাহার সহিত কথা বলে না এবং তাহাকে কোন উপদেশ প্রদান বা কোন অনুরোধ করে না।" এই শাস্তি দ্বারা চণ্ডের অনুতাপ জন্মিয়াছিল। ইহা হইতেই এই শাস্তি প্রচলিত হয়।

অপরাধ স্বীকার করা অন্যতম শাস্তি। প্রথমতঃ নিয়ম ছিল যে যখন ভিক্ষুগণ প্রতি পক্ষে একত্র সমবেত হইতেন, তখন এই স্বীকারোক্তি করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হয় এবং কার্য্যেরই ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া শেষে নিয়ম হয় যে, বয়োজ্যেষ্ঠ কোন ভিক্ষুর নিকট স্বীকার্য্য অপরাধের স্বীকারোক্তি করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দীক্ষাকালে তিনটীর শরণ লইতে হইত। বৌদ্ধগণের তাহাই প্রধান উপাস্য

উপাস্য। ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয়—বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক পদার্থ আছে যাহা বৌদ্ধগণের নিকট সম্মান ও অর্চ্চনার বিষয়। সাধু-মহাত্মগণের পবিত্র স্মৃতির পরিচায়ক কোন দ্রব্য এবং তাঁহাদের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভাদি। এই সমুদায়ের সাধারণ নাম ধাতু। ধাতু তিন ভাগে বিভক্ত। শারীরিক, উদ্দেশিক এবং পারিভোগিক। শারীরিক ধাতু শরীর সম্বন্ধীয়। উদ্দেশিক—স্মরণ উদ্দেশে যাহা সংস্থাপিত। পারিভোগিক—যে সকল দ্রব্য বুদ্ধদেবের ব্যবহারে লাগিয়াছে।

ত্রপুষ এবং ভল্লিক নামে দুইজন বণিক্ বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে স্মরণার্থ কেশগুচ্ছ প্রদান করেন। ইহাই সর্ব্বলোকের প্রাচীনতম পবিত্র স্মৃতি। কেহ কেহ বলেন, এই সাধু বণিক্দ্বয় নখ এবং চুল ব্যতীত তাঁহার পাত্র, এবং তিনটী পরিচ্ছদও পাইয়াছিলেন।

সিংহলেও এইরূপ কেশস্মৃতির বিষয় কথিত আছে। কনোজ, অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের অনেকস্থলে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখরূপ পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষিত আছে এবং সেখানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কনোজের এই স্তূপ ও পবিত্র স্মৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধসমাজে অনেক অলৌকিক কথা প্রচারিত ছিল। সৎকারের পরে শরীরের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সর্ব্বপ্রধান শারীরিক স্মৃতি। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শরীরের অবশেষ-স্মৃতি লইয়া রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অল্লকল্প, রামগ্রাম, বেহাদ্বীপ, পাবা, এবং কুশীনগর এই আটটী স্থানে আটটি স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এই অষ্টস্তূপ ব্যতীত বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ দ্রোণ এবং মৌর্য্যবংশীয়েরা দুইটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধদেবের একটী দন্ত স্বর্গে, একটি গান্ধারে, একটি কলিঙ্গে এবং অন্য একটি নাগলোকে অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

কাবুল নদীর দক্ষিণদিকে নগর নামক স্থানে যত পবিত্র স্মৃতিচিহ্নের কথা শুনা যায়, এরূপ আর কুত্রাপি নহে। হিদ্দ নগরীতে বুদ্ধদেবের মস্তকের অস্থি এবং চক্ষুগোলক স্বরূপ পবিত্র স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনটি বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে।

সিংহল প্রভৃতি দাক্ষিণদেশেও পবিত্র স্মৃতির অভাব নাই। সিংহলে দন্তস্মৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত জিনের অর্থাৎ বুদ্ধদেবের স্কন্ধদেশের অস্থিও সেখানে রক্ষিত আছে বলিয়া তথাকার বৌদ্ধগণের বিশ্বাস। থের সরভু ইহা শ্মশান হইতে লইয়া গিয়া সিংহলে রক্ষা করেন। মহানবেলী নামক স্থানে বুদ্ধদেবের অস্থি সংরক্ষিত আছে, ইহাও প্রসিদ্ধ কথা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বুদ্ধগণের কোন শরীরাবশেষস্মৃতি কোনও স্থানে রক্ষিত আছে বলিয়া ততটা শুনা যায় না। শ্রাবস্তী

নামক স্থানে একস্তূপে কাশ্যপ বুদ্ধের সমুদয় অস্থি সংরক্ষিত আছে বলিয়া শুনা যায় মাত্র। পরবর্ত্তী সাধু এবং ভিক্ষুগণের অনেক স্মৃতি অনেক স্থানে রক্ষিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ বৈশালীর নিকটে আনন্দের অর্দ্ধশরীরোপরি একটি স্তূপ বিনির্ম্মিত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার অপরার্দ্ধ শরীর মগধে পবিত্র স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। মথুরা নগরে সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, পূর্ণমৈত্রায়ণীপুত্র, উপালী, আনন্দ এবং রাহুলের স্মৃতিরক্ষার জন্ম স্তূপ নির্ম্মাচিত হইয়াছিল। এই স্থানে উপগুপ্তের নখ পবিত্র স্মৃতিরূপে সংরক্ষিত এবং মঞ্জুশ্রী ও অন্যান্য বোধিসত্বের স্মৃতিসংরক্ষণ জন্মও একটি স্তূপের কথা শুনা যায়।

বুদ্ধ এবং সাধুগণ যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহাও বৌদ্ধসমাজে অতি ভক্তির সহিত পূজিত হইয়া থাকে। কোন্ সময় হইতে এই ভক্তি ও পূজার আরম্ভ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, মধ্যযুগের বহুপূর্ব্ব হইতেই উত্তর এবং দক্ষিণভারতে এই পূজা আরম্ভ হইয়াছিল।

ফা-হিয়ান্ যখন তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তিনি নগরের নিকট চন্দনকাষ্ঠবিনির্ম্মিত বুদ্ধদেবের যষ্টি দেখিয়াছিলেন। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬ কি ১৭ ফুট হইবে। এই স্থানের অনতিদূরে আর একস্থলে এক মন্দিরে বুদ্ধের সঙ্ঘাতি দেখিয়াছিলেন। হিউয়েন্‌সিয়াং এই স্থানে সঙ্ঘাতি এবং কাষায় উভয়ই দেখিয়াছিলেন।

তীর্থপর্যটক ফা-হিয়ান্ বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র পেশোয়ারে দেখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পবিত্র স্মৃতিরক্ষক এই ভিক্ষাপাত্র সর্ব্বসাধারণ দ্বারা পূজিত হইত। দুই শতাব্দী পরে ইহা পারস্যাধিপতির অধিকারে ছিল। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই ভিক্ষাপাত্র প্রথমে বৈশালীতে ছিল। ফা-হিয়ান্ বলেন যে, তিনি এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়াছেন যে, এই ভিক্ষাপাত্র পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে তোখারিস্থান, খোটান, করাচর, চীন, সিংহল এবং ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তুষিত দেবতাগণের স্বর্গে গমন করিবে।

সিংহল-ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক পরিভোগ-স্মৃতিচিহ্নের বিবরণ দেখা যায়। বুদ্ধ ককুসন্ধের (ক্রকুচ্ছন্দ) পানপাত্র, কোনাগমনের কোমরবন্ধ এবং কাশ্যপ ও গৌতমবুদ্ধের স্নানবস্ত্রের কথা সবিস্তার উল্লেখ আছে।

দাক্ষিণাত্যে কোঙ্কণপুরে ৭ম শতাব্দীতে একটি বিহার ছিল। এই বিহারে সিদ্ধার্থের বাল্যকালের মস্তকাবরণ সংরক্ষিত ছিল। ভক্তগণ ইহা সপ্তাহে একদিন (বিশ্রাম দিনে) দেখিতে পাইতেন এবং ইহা পূজা করিতেন। যে চীনপরিব্রাজক এই সংবাদ দিয়াছেন, তিনি বলেন বামিয়ান নামক স্থানে স্থবির সানবাসিকের লৌহপাত্র এবং পরিচ্ছদ রক্ষিত ছিল। শণ নির্ম্মিত বলিয়া পরিচ্ছদটী লোহিতাভ বর্ণের ছিল। প্রবাদ এইরূপ, যতদিন বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধনীতি পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে, এই পরিচ্ছদও ততদিন থাকিবে।

আর একরকম স্মৃতির কথা উল্লেখ আছে। ইহাকে ছায়া-স্মৃতি বলা যাইতে পারে। অনেক স্থলে গুহা বিশেষে বুদ্ধদেব, বা বোধিসত্ব ছায়া রাখিয়া গিয়াছেন—ইহা ভক্তগণকে দেখান হইত। কৌশাম্বী, গয়া এবং নগর এই তিন স্থানের কথাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কৌশাম্বীর গুহা বর্ত্তমান থাকিলেও হিউএন্‌সিয়াং সেখানে ছায়া দেখিতে পান নাই। কিন্তু তিনি গয়াধামে ছায়াদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ বলেন যে, বুদ্ধের এই ছায়া প্রায় তিনফুট লম্বা হইবে। এবং তৎকালে তাহা বেশ পরিষ্কার দেখা যাইত। নগরের নিকটবর্ত্তী গুহায় বুদ্ধের ছায়া সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এই গুহায় নাগ গোপাল বাস করিতেন এবং বুদ্ধদেব মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে এই গুহায় আপনার ছায়া রাখিয়া যান। গুহার প্রবেশদ্বারে দুইখানি সমচতুষ্কোণ প্রস্তর ছিল, তদুপরি তথাগতের পদচিহ্ন দেখা যাইত।

চৈত্য, বিহার

বৌদ্ধপ্রভাবের সময়ে ভারতবর্ষ যে স্থাপত্য ও ভাস্করবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, অদ্যাপি তাহা পৃথিবীর পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং আরও বহুদিন থাকিবে। এ পর্য্যন্ত যতগুলি স্তূপ, মন্দির, মূর্ত্তি, স্মৃতিস্তম্ভ বা চৈত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আমূলবিবরণ প্রকাশের স্থান এখানে অসম্ভব। যাহা বিশিষ্টরূপে ধর্ম্মাদি ব্যাপারের সহিত সংস্পৃষ্ট, তাহার স্থূল বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

ধর্ম্মমন্দির বা মঠের সাধারণ নাম চৈত্য। চৈত্য বলিলে কেবল ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির বুঝায় না, ইহাদ্বারা পবিত্র বৃক্ষ, স্মৃতিপরিচায়ক প্রস্তর, পবিত্র স্থান, মূর্ত্তি বা খোদিতলিপি এ সমুদয়ই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং পবিত্র ধর্ম্মগৃহ মাত্রেই চৈত্য, কিন্তু চৈত্য হইলেই তাহা কোন গৃহ বা মন্দির হইবে না।

এইরূপ পবিত্র মন্দিরের মধ্যে বিহার এবং স্তূপই প্রধান। মঠ অথবা জীবিত বুদ্ধগণের বাসস্থান কিম্বা মূর্ত্তিসমন্বিত মন্দিরকে সাধারণতঃ বিহার বলা যাইতে পারে। নেপালে চৈত্য ও বিহারের যে পার্থক্য ধরা হয় তাহার বিশেষত্ব কিছুই নাই। তাহাদের মধ্যে যেখানে আদিবুদ্ধ বা ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি আছে তাহা চৈত্য এবং যেখানে শাক্যদেব, অন্যান্য সাত জন মানুষী-

বুদ্ধ অথবা সাধুদের মূর্ত্তি আছে তাহার নাম বিহার। নেপালী চৈত্যের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয়, এই চৈত্য-স্তূপ ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। স্তূপের পালিনাম থুপ।

স্তূপ

ধাতুগর্ভ বা গর্ভ, স্তূপের একার্থক বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে স্তূপের একাংশকে গর্ভ বলে অর্থাৎ যেখানে পবিত্রস্মৃতি সংরক্ষিত হয় উহাই গর্ভ। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সমাধির উপরে স্মৃতিসংরক্ষণ জন্য স্তূপ নির্ম্মিত হইত, ইহা অনেকেই মনে করেন এবং ইহা সম্ভবপরও বোধ হয়। স্তূপের ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং গোলাকার উভয়ই হইতে পারে। ইহার উপরে একটি গম্বুজ এবং গম্বুজের উপরে বিপরীতভাবে সংস্থাপিত একটি পীরামিড্ বা চূড়া। পীরামিডটী একটী ক্ষুদ্র 'দণ্ড' দ্বারা সংলগ্ন। সর্ব্বোপরি একটী বা দুইটী ছত্র এবং ছত্রের উপরিভাগ পতাকা ও পুষ্পমালা ইত্যাদি দ্বারা পরিশোভিত।

কার্লির গুহামন্দিরে যে স্তূপ দেখা যায়, তাহা উপরি উক্ত প্রকারে নির্ম্মিত। ইহার উপরিভাগে এখনও কাষ্ঠনির্ম্মিত ছত্রের চিহ্ন দেখা যায়

সিংহলের এবং নেপালের প্রাচীন চৈত্যগুলিরও আকার এইরূপ। সিংহলের কোন কোন স্তূপের উপরিভাগ ঘণ্টাকৃতি গুম্বজ দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ আকৃতি জলবুদ্বুদের ন্যায় এবং তদুপরি ক্রমান্বয়ে তিনটি ছত্র সংস্থাপিত।

ছত্রের সংখ্যা অথবা পীরামিডের বিভিন্ন স্তরগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগনির্দ্দেশক। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রদেশীয় বৌদ্ধেরাই অনেক স্তূপের মধ্যে মেরুপর্ব্বতের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইয়া থাকেন।

চীনদেশীয় পরিব্রাজকেরা যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছেন, তখন দেশের নানাস্থানে স্তূপ ও চৈত্য ছিল। এখন তাহাদের অনেকের অস্তিত্ব মাত্র নাই এবং কোন কোন স্থলে ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

হিউয়েন্‌সিয়াং যখন তীর্থপর্য্যটন করিতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন অনেক বিহার এবং সঙ্ঘারাম ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার লিখিত বিবরণে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তাহার দুই শতাব্দী পূর্ব্বের বিবরণে দেখা যায় যে, সে সকল অভগ্ন অবস্থাতেই ছিল। পেশোয়ার নগরের সুবৃহৎ স্তূপ ৪০০ হাতেরও অধিক উচ্চে ছিল। হিউয়েন্‌সিয়াং যখন তাহা দেখিয়াছেন তাহার পূর্ব্বেও তিনবার এই বৃহৎ স্তূপ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে। এই স্তূপ মহারাজ কণিষ্কের সময়ে নির্ম্মিত হয়। মানিকিয়ালের স্তূপও এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। পুষ্কলাবতীতে দুইটি স্তূপ সম্রাট্ অশোকের সময় নির্ম্মিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র দেবতা বহুমূল্য প্রস্তরে বিনির্ম্মিত দুইটি স্তূপ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা অবশ্য ঐতিহাসিকগণ কখনও বিশ্বাস করিবেন না। উপরি উক্ত স্তূপসমূহের ভগ্নাবশেষ মাত্র হিউএনসাং দেখিয়াছিলেন।

অশোকাবদানে লিখিত আছে যে সম্রাট্ অশোক ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা বা স্তূপ এবং বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পরে যে স্তূপাষ্টক নির্ম্মিত হয়, তাহার মধ্যে সাতটির দ্বার অশোককর্ত্তৃক উন্মুক্ত হয়। কেবল রামগ্রামের স্তূপের দ্বার তিনি উন্মুক্ত করিতে পারেন নাই।

বারাণসীর নিকট সারনাথের বিহার এবং স্মৃতিপ্রাসাদসমূহ ৭ম শতাব্দীতেও অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এখন তাহা ভগ্নাবশেষে পরিণত। সেখানকার একটি মন্দির এখন জৈনগণের অধিকারে।

কেবল যে সাধু এবং ধার্ম্মিকগণের স্মরণার্থে স্তূপ বিনির্ম্মিত হইত তাহা নহে। মথুরায় সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন এবং আনন্দের উদ্দেশ্যে এরূপ স্তূপ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। অভিধর্ম্ম, বিনয়, এবং সূত্রগ্রন্থের উদ্দেশ্যেও স্তূপ নির্ম্মিত হইবার বিবরণ পাওয়া যায়।

কপিলবস্তুতেও কতকগুলি স্মৃতিপরিচায়ক স্তূপ এবং বিহারের কথা শুনা যায়, কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। মধ্যযুগে মগধেও স্তূপের অপ্রাচুর্য্য ছিল না।

সিংহলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন স্তূপের নাম মহাথুপ। দুট্ঠগামনির সময়ে বুদ্ধদেবের পদচিহ্নের উপরে এই স্তূপ বিনির্ম্মিত হয়। ইহা অনুরাধপুরের উত্তরে সংস্থাপিত এবং তিনশত হাত উচ্চ ছিল। ইহার নিকটেই অভয়গিরির প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম বর্ত্তমান ছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য স্তূপ, বিহার এবং প্রাসাদ ইত্যাদির সংখ্যাও সিংহলে নিতান্ত কম নহে।

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিপূজার বিবরণ দেখা যায় না তাঁহার পদচিহ্ন, আসন, বেদী বা চক্র প্রভৃতির নিকটেই লোক বুদ্ধদেবের উপস্থিতি কল্পনা করিয়া তাহার পূজা ও ভক্তি করিত, এইরূপ বিবরণই পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস যে, অশোকের রাজত্বের পর হইতে মূর্ত্তিপূজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না, তবে নানা প্রকার প্রবাদ এবং উপন্যাস প্রচলিত আছে। সকল অর্চ্চনার যথাযথ আলোচনা এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা এই প্রবন্ধে অসম্ভব। য়ুরোপীয়

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে,খৃষ্ট জন্মের এক শতাব্দী পূর্ব্বে কিম্বা তাহার পরে মূর্ত্তিপূজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই যে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল, আলেক্‌সান্দারের সময়ে গ্রাক লিখিত কাহিনী হইতেও তাহা জানা যায়। তবে সম্রাট্ কণিষ্কের সময় হইতেই এই প্রথা সমুদয় ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মপিপাসু চীনপরিব্রাজকগণ তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে শত শত বার বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ফা হিয়ান্ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে সাঙ্কাশ্য নামক স্থানে বুদ্ধদেবের দশহস্ত পারামিত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং হিউয়েনসিয়াংও খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া যান। ইনি পেশোয়ারে দ্বাদশহস্ত পরিমিত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির দর্শন লাভ ও পূজা করিয়া যান। এই মূর্ত্তি কনিষ্কস্তূপের অতি সন্নিহিত ছিল এবং রাত্রিকালে ইহা স্তূপের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময়ে বুদ্ধ দেবের উপবিষ্ট প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ বহুবার দেখিতে পাওয়া যায়। বামিয়ান্ নামক স্থানে এই অবস্থার একটি মূর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা না কি প্রায় এক সহস্র ফুট পরিমাণে ছিল। হিউএনসিয়াং বলেন যে, তিনি কুশীনগরের শালবনের মধ্যে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির অবস্থাপরিচায়ক আর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের চিত্রিত প্রতিকৃতির সংখ্যাও মধ্য যুগে নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ ততটা দেখা যায় না। হিউএন্‌সিয়াং পেশোয়ারে এক খানি প্রতিকৃতি দেখিয়াছিলেন। তাহার শিল্পচাতুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে তিনি বিমোহিত হইয়াছিলেন। ইহারই নিকটে তিনি বুদ্ধ দেবের দুইটি মূর্ত্তিও দেখিয়াছিলেন, একটীর দৈর্ঘ্য ছয় এবং আর একটির দৈর্ঘ্য চারিফুট।

বৌদ্ধ ভক্তগণ কেবল শাক্যমুনিকে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াই বিরত হয়েন নাই, তাঁহারা পূর্ব্ব-বুদ্ধগণের মূর্ত্তিও পূজা করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে শাক্যবুদ্ধেরমূর্ত্তির সহিত তিন হইতে ছয় জন গতবুদ্ধের মূর্ত্তি দেখা যায়। ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধ মৈত্রেয়ের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি আরও বেশী। ইনি বর্ত্তমানে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বর্ত্তমান। ইহাঁর অনেক মূর্ত্তি দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি উদ্যানের রাজধানীর সন্নিহিত উপত্যকায় ছিল। ইহা ৯০ হাত উচ্চ এবং স্বর্ণবর্ণ কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব এখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন নাই, সুতরাং যে শিল্পী এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে অর্হৎ মধ্যান্তিকের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তুষিত স্বর্গে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বের শারীরিক পরিমাণ এবং বর্ণ ইত্যাদি দর্শন করিয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণ কেবল বোধিসত্ত্বমৈত্রেয়ের মূর্ত্তিপূজা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ইহাঁরা অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বেরও মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন। ফা-হিয়ান্ বলেন, তিনি মথুরার মহাযান সম্প্রদায়কে প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী এবং অবলোকিতেশ্বরের পূজা করিতে দেখিয়াছেন। দুই শতাব্দী পরে হিউয়েনসিয়াং পরিভ্রমণ কালে অবলোকিতেশ্বরের অসংখ্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। কাপিশ, উদ্যান, কাশ্মীর, কনোজ, গয়া এবং মহারাষ্ট্রের কপোত-সঙ্ঘারামে এই বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি-পূজার কথা তাঁহার লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়। কিন্তু চীন-পরিব্রাজকেরা কোন স্থলেই অবলোকিতেশ্বরের বহুমুখের কথা উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় শেষে তাঁহার নাম সমন্তমুখ করা হইয়াছে এবং নামের সার্থকতার জন্য বহুমুখ সংলগ্ন করা হইয়াছে।

মথুরায় মঞ্জুশ্রীর খুব সম্মান ছিল। সেখানে এক স্তূপে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন পরিরক্ষিত ছিল, কিন্তু কোন মূর্ত্তির বিবরণ পাওয়া যায় না। এখন মঞ্জুশ্রী চতুর্ভুজ রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু যবদ্বীপে ১২৬৫ অ্যাদত্যবর্ম্মা যখন তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দুই হাত বই ছিল না।

ধ্যানীবুদ্ধগণের মূর্ত্তি প্রচলিত হওয়া অবধি উত্তর প্রদেশের বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আসিতেছেন। মূর্ত্তি এবং চিত্রিত প্রতিকৃতি দ্বারা ধ্যানীবুদ্ধগণ, তাঁহার শক্তি বা তারাগণ এবং সন্তানগণ মানবসমাজে প্রচারিত ও অর্চ্চিত হইতেছেন। নেপাল, তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়াতে উক্ত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও শক্তিগণের অর্চ্চনা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই বুদ্ধগণের মুখ এবং অবয়ব বুদ্ধাকৃতির ন্যায়; আসন—পদ্মাসন, কিন্তু বাহনের পার্থক্য আছে। বৈরোচনের বাহন সিংহ, অক্ষোভ্যের বাহন হস্তী, বজ্রসত্ত্বের বাহন ঘোটক, অমিতাভের বাহন হংস এবং অমোঘসিদ্ধির বাহন গরুড়। ইহাদের পাঁচ জন বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা দ্বারা পরিচিত। চিত্রিত করার সময়ে ইহাদিগকে বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করা হয়। যে বুদ্ধের যে তারা বা শক্তি এবং যে বোধিসত্ত্ব, তাঁহারা সেইরূপ বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকেন। তারা এবং বোধিসত্ত্বগণের দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট উভয় অবস্থার মূর্ত্তিই দেখা যায়।

বোধিবৃক্ষ

পবিত্র বোধিবৃক্ষকে পরিভোগ চৈত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে উদ্দেশক বলা কর্ত্তব্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধগণ এই পবিত্র বৃক্ষের পূজা ও ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। যখন মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হয় নাই, তখন বোধিবৃক্ষ পূজিত হইত। ছয় জন বিগত বুদ্ধের বোধিবৃক্ষের চিত্র আমরা দেখিতে

পাই। এই ছয় জন বুদ্ধের নাম 'বিপস্‌সি', 'কশ্যপ, কোণগমন' 'ককুসন্ধ' 'বেস্‌সভূ' এবং শাক্যমুনি। শাক্যমুনির বোধিক্রম এবং তাহার তলে বোধিখণ্ড (যে আসনে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,) অনেক স্থলে চিত্রিত দেখা যায়। এই বৃক্ষের উপর দুইটি ছত্র এবং ইহার শাখা প্রশাখায় পতাকা চিত্রিত দেখা যায়। উপরি ভাগে দুই কোণে দুইটি অপ্‌সরা পুষ্পমালা হস্তে দণ্ডায়মানা। তন্নিম্নে দুইটি পুরুষমূর্ত্তি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু ইহাঁদের পাদ ভূমি স্পর্শ করে নাই। বৃক্ষের স্কন্ধ দেশ বহু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত; পাদদেশে একখানি আসন, আসনের সম্মুখে নতজানু দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত। ইহাদের একজনের পশ্চাতে একটি রমণীমূর্ত্তি এবং অন্যের পশ্চাতে নাগরাজ দণ্ডায়মান। বোধিমণ্ড বা আসন সমচতুকোণ প্রস্তরবেদিকা। একখানি চিত্রে চারিজন গতবুদ্ধের চারিখানি আসন চিত্রিত রহিয়াছে।

গয়াধামের বোধিবৃক্ষতলে যে আসনে উপবেশন করিয়া শাক্যমুনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, যে আসনে সমুদায় বিগত বুদ্ধ, বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের বুদ্ধগণও যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন,—হিউএনসিয়াংএর মতে তাহাই বজ্রাসন। তাঁহার সময়ে এই আসন চতুর্দ্দিকে ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল।

অধুনা যে বোধিবৃক্ষ দেখা যায়, তাহার পাদদেশ মৃত্তিকা হইতে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চে এবং চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া সোপানাবলী রহিয়াছে। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস এই, বোধিমণ্ড বা নরসিংহাসন পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, অশোকের কন্যা এই বোধিবৃক্ষের দক্ষিণদিকের শাখা সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন এবং মহামেঘবাহন ইহা রোপণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জাত আশ্চর্য্যরূপে আটটি শাখা বহির্গত এবং তাহা সিংহলের বিভিন্নস্থানে রোপিত হয়। এই অষ্টশাখা হইতে পুনর্ব্বার বত্রিশটী প্রশাখা উৎপন্ন হইয়াছিল। "মহাবোধিবংশ" নামক গ্রন্থে এই বোধিবৃক্ষের ইতিহাস সবিস্তার বর্ণিত আছে।

বুদ্ধের পদচিহ্ন

মহাবোধিবৃক্ষের যতপ্রকার চিত্র দেখা যায়, পদচিহ্নের সেরূপ দেখা যায় না। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তথাগত যে সকল পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সুমনাপর্ব্বতের উপরিস্থিত "শ্রীপাদ"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে, জিন যখন সিংহলে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি অনুরাধপুরের দক্ষিণে এক পদ এবং ১৫ যোজন ব্যবধানে এক পর্ব্বতের উপরে অন্য পদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই "শ্রীপাদ"কে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক নানারূপ মনে করিয়া থাকে। শৈবগণের বিশ্বাস ইহা মহাদেবের পদচিহ্ন, মুসলমানগণের বিশ্বাস ইহা আদমের পদচিহ্ন এবং বৌদ্ধগণ বলেন, ইহা বুদ্ধের পদচিহ্ন। ইহার দৈর্ঘ্য পাঁচফুটের উপরে এবং প্রশস্ত ২½ ফুট।

বিগত বুদ্ধ চতুষ্টয়ের যে পদচিহ্ন মৃগদাব বা সারনাথে দেখান হইত, তাহা ইহা অপেক্ষাও অতি বৃহত্তর। হিউয়েনসিয়াং বলেন,—ইহা দৈর্ঘ্যে পাঁচশত ফুট এবং গভীরতায় ৭ ফুট ছিল। উক্ত চীনপরিব্রাজক পাটলিপুত্রে বুদ্ধদেবের যে পদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। ইহা দৈর্ঘ্যে এক ফুট আট ইঞ্চি এবং ছয়ইঞ্চি মাত্র প্রশস্ত।

অন্যান্য বহু স্থানেও পাদচিহ্ন প্রদর্শনের কথা প্রচলিত আছে। উদ্যানে স্বয়াত নদীর উত্তরতীরে একখানি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর এক পাদচিহ্ন ছিল, তাহা দর্শকের মনোভাব অনুসারে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র দেখা যাইত।

নেপালী বৌদ্ধগণ পাদচিহ্নকে 'পাদুকা' বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বুদ্ধের পদচিহ্ন বৃক্ষের ন্যায় এবং মঞ্জুশ্রীর পদচিহ্ন চন্দ্রের ন্যায় আকৃতিদ্বারা চিত্রিত করিয়া থাকেন।

পাদচিহ্নপূজার প্রথা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার প্রকৃত কথা এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। হিন্দুগণের অনুষ্ঠিত বিষ্ণুর পাদচিহ্নপূজা হইতেই এই প্রথায় উৎপত্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়।

বৌদ্ধতীর্থ

গয়াধামে যেরূপ পবিত্রস্থানের বাহুল্য আছে, বারাণসীও তৎপক্ষে নিতান্ত কম নহে। শাক্যমুনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বারাণসীর যে স্থানে ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধত্ব লাভের ভবিষ্যদ্‌বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেস্থান লোকেরা দেখাইয়া দিত। ভবিষ্যৎ কালের বুদ্ধ এবং যিনি এখন বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন, সেই মৈত্রেয়ও এই বারাণসী ক্ষেত্রে শাক্যমুনির নিকট তাঁহার (মৈত্রেয়ের) ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা শুনিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ চারিটি তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত আরও অনেকানেক তীর্থের উল্লেখ আছে। সিংহলদ্বীপে এক স্থান দেখান হয়, যেখানে এক বৃক্ষতলে বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন। এই রূপ নানাস্থানে নানা তীর্থের প্রবাদ আছে। ধর্ম্মগ্রন্থে যে তীর্থের উল্লেখ নাই, প্রবাদ বাক্য তাহাকে তীর্থে পরিণত করিয়াছে।

ধর্ম্মচক্র

ধর্ম্মচক্রের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। বিষ্ণুচক্র হইতে এই ধর্ম্মচক্র আসিয়াছে কি না তাহাই বা কে বলিবে? ধর্ম্মচক্রের প্রতিমূর্ত্তি নিম্নলিখিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। একটী

মন্দিরের মধ্যে একটা ছত্রের নিয়ে এই ধর্ম্মচক্র সুন্দরযত্নে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। দুই পার্শ্বে দুইটি পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। নিম্নে অশ্ব চতুষ্টয় সংযোজিত রথের উপরে এক রাজা আসীন। খোদিত লিপিপাঠে জানা যায় এই রাজার নাম প্রসেনজিৎ, ইনি কোশলের অধিপতি।

অন্য একখানি ফলকে চক্রের যে প্রতিকৃতি দেখা যায়, তাহাতে ইহা এক অতি উচ্চ স্তম্ভের উপরে সংস্থাপিত।

সাঁচি, গয়া এবং শ্রাবস্তীতে এইরূপ ধরণের ধর্ম্মচক্রের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনের নাম 'উপোসথ'। প্রত্যেক পক্ষের অষ্টমী চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন পর্ব্বমধ্যে গণ্য ছিল। বৌদ্ধগণ এই প্রথা অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একজন্য সকল দায়ী নহে। সাধারণের মতের প্রতি লক্ষ্য ও সম্মান রাখিয়া তথাগত বোধ হয় এই রূপ বিধান করিয়া থাকিবেন।

পর্ব্বদিন

সাপ্তাহিক উপোসথ গৃহী ও ভিক্ষু উভয় সম্প্রদায়েই পালন করিতেন। প্রতিমাসে চারিদিনের মধ্য দুইদিন, ভিক্ষুগণ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেন। যদি শ্রমণগণের মধ্যে কাহার সঙ্গে কাহার বিরোধ হইত,—সেই বিরোধ ভঞ্জন ও পুনরায় মৈত্রী সংস্থাপনের দিনকেও তাঁহারা পবিত্র দিন বলিয়া মনে করিতেন। ইহার পালি নাম, সামগ্‌গী উপোসথ।'

সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং নেপালে প্রতিমাসে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য এই চারিদিন নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং প্রতিপক্ষের অষ্টমী তিথি। তিব্বতে ১৪ই, ১৫ই এং ২৯শে ও ৩০শে এই চারিদিন ধর্ম্মচর্য্যার অবধারিত আছে। ধর্ম্মসূত্রে যে বিধি আছে, তাহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। সিংহলে নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামদিনের সঙ্গে মনুর বিধানের সামঞ্জস্য আছে। আপস্তম্বের বিধান মতে অমাবস্যার সময় দুইদিন বিশ্রাম দেওয়াই বিধি।

উপোসথ বিশ্রামের দিন। এদিনে বাণিজ্য বা অন্য কোন কার্য্য করা নিষিদ্ধ। এদিনে বিদ্যালয় কিম্বা বিচারালয়ের কার্য্যও বন্ধ থাকে। মৎস্যধরা কি মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্যও এদিনে করিতে নাই। প্রাচীনকাল হইতে এই দিনে উপবাসের প্রথা প্রচলিত আছে। গৃহস্থগণ এই দিনে পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিবে এবং পবিত্র মনে থাকিবে। পূর্ব্ব কথিত অষ্ট প্রকার উপদেশ প্রতিপালন করা তাহাদের পক্ষে পুণ্য কার্য্য।

প্রত্যেক বিশ্রাম দিনে ধর্ম্মপ্রচার এবং উপদেশ প্রদান করা সাধারণ রীতি। ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করারও নিয়ম আছে। পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ এই কার্য্যের অধিকারী ছিলেন। অধুনা সিংহলে প্রতি গৃহে গমন করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিরাও দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।

বর্ষাকাল-ই ধর্ম্ম-প্রচারের প্রশস্ত সময়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তন সময় হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য বৎসর তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ফাল্গুনী, আষাঢ়ী এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বলি প্রভৃতি দ্বারা চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ হইত। বৌদ্ধগণও এই প্রথা বজায় রাখিয়াছেন, পশুবলি প্রভৃতি প্রচলিত নাই।

বর্ষাকালের নির্জ্জনবাস আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা কি তাহার একমাস পর হইতে আরম্ভ হয়। সিংহল প্রদেশে তিনমাস কাল নির্জ্জনবাস করিতে হয়। যে দিনে এই নির্জ্জন বাসের শেষ হয়, তাহার নাম প্রবারণা। এই দিনে পাঁচ কি ততোধিক শ্রমণ একত্র হইয়া সঙ্ঘের বিধানাবলীর আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

মাসের চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমায় এই পারায়ণ উৎসব সম্পন্ন হইত। এই দুই দিনে শ্রমণগণকে উপহার প্রদান, ভোজন করান এবং তাঁহাদের এক রথযাত্রা বা মিছিল বাহির হইত। সিংহল ও ব্রহ্মে এখনও বাহির হয়।

ইহার পর বৌদ্ধভক্তগণ শ্রমণ অর্থাৎ ভিক্ষুদিগকে বস্ত্রদান করিতেন! অনূন পাঁচজন ভিক্ষু একত্র হইয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন কোন্ কোন্ ভ্রাতার বস্ত্র আবশ্যক। ইহা স্থির হইলে ভিক্ষু এবং গৃহীগণ একত্র হইয়া ভিক্ষুগণের পরিধেয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত এবং পীতবর্ণে উহা রঞ্জিত করিয়া দিতেন। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইত।

সিংহলের বৌদ্ধগণ বসন্তকালের প্রারম্ভে এক উৎসব করিয়া থাকেন। মারের বিনাশ করা উপলক্ষে এই উৎসব হইয়া থাকে। শ্যাম দেশে এই উৎসবের নাম সংক্রান অর্থাৎ সংক্রান্তি। ইহার যে বিবরণ আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ইহা হিন্দুদিগের বসন্ত উৎসবের অনুকরণ মাত্র।

বৈশাখী পূর্ণিমায় এক বৌদ্ধ উৎসব হইয়া থাকে তাহার নাম বৈশাখপূজা। এই দিনে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং এই তিথিতেই তাঁহার বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই উৎসব শ্যামদেশেই সমধিক প্রচলিত। পূর্ব্বে সিংহলেও ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল। এই উৎসবের স্মৃতিস্বরূপ অদ্যাপি বঙ্গের নানাস্থানে ও ময়ূরভঞ্জে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্ম্মের গাজন বা উত্থাপর্ব্ব হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের যখন বিশেষ প্রভাব ছিল, তখন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে একটী পঞ্চবার্ষিক উৎসব হইত। ইহার অন্তত্তর

নাম ছিল 'মহামোক্ষপরিষদ্'। এই সময়ে ভিক্ষুগণকে এবং সঙ্ঘেও বিস্তর উপহার দান করা হইত। কনোজের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ হর্ষ শিলাদিত্য নিয়মিতরূপে এই উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন।

সঙ্গীতি বা মহাধর্ম্মসভা।

দুইটী প্রধান ঘটনা ঠিক একশত বৎসর অন্তরে ঘটিয়াছিল। এই দুই ঘটনা দুইটি সঙ্গীতি বা ধর্ম্মসম্মিলন। সমুদয় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থেই এই সঙ্গীতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল বৌদ্ধের বিবরণের স্থানে স্থানে কিছু কিছু ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা অতি সামান্য এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

প্রথম সঙ্গীতি সম্বন্ধে পালিগ্রন্থে যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহা এইরূপ:—বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর সুভদ্দ (সুভদ্র) নামে একজন ভিক্ষু তাঁহার সহযোগীদিগকে এইরূপ মন্ত্রণা দেন,—

১ম সঙ্গীতি

তোমরা বুদ্ধের মৃত্যুর জন্য দুঃখ বা বিলাপ করিও না। বৃদ্ধ শ্রমণ মরিয়াছে না আমরা রক্ষা পাইয়াছি। তিনি সর্ব্বদাই "ইহা করা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য" বলিয়া আমাদিগকে বিরক্ত করিতেন। এখন আমরা স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিব, যাহা ভাল না লাগে, তাহা করিব না।"

এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং এই রূপ উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা কাশ্যপ প্রস্তাব করিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ আবৃত্তির জন্য সমুদয় ভিক্ষুগণ একত্র হওয়া আবশ্যক। কাশ্যপের এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তাঁহাকেই পাঁচশত অর্হৎ মনোনীত করিতে অনুরোধ করা হয়। রাজগৃহে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হইল। রাজগৃহের সন্নিকট 'বেভার' (বৈভার) পর্ব্বতের 'সত্তপন্নী' (সপ্তপর্ণী) গুহায় সাত মাসের পরিশ্রমে উপালির সাহায্যে "বিনয়" এবং আনন্দের সাহায্যে "ধর্ম্ম" নামক বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র স্থিরীকৃত হয়।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, এই কথায় কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই, ইহা কল্পনাপ্রসূত উপকথা মাত্র।(•) মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে সুভদ্রের উপরি উক্ত ব্যবহারের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাহা দ্বারা সঙ্গীতি আহ্বান হইতে পারে, এরূপ কোনও কারণ জন্মিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মহাবস্তু গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাশ্যপের সঙ্গীতি আহ্বান করার কারণ অন্যরূপ ছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধগণ তাঁহার উপদেশ প্রতিপালন করে না, পাছে লোকে এইরূপ নিন্দা করে এই ভয়ে তিনি সমুদয় অর্হৎগণকে একত্র করেন। এই গ্রন্থে দেখা যায় যে, বৈভার পর্ব্বতের উত্তরে সপ্তপর্ণ গুহায় এই অধিবেশন হইয়াছিল।

যাহা হউক, যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেক টিতেই দেখা যায়, রাজগৃহেই "বিনয়" এবং "ধর্ম্ম" এই দুই পিটক পুনঃ সংশোধিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, "অভিধর্ম্মেরও" পুনরাবৃত্তি হয়। উপালি এবং আনন্দের কার্য্যও সকলেই স্বীকার করেন। কাশ্যপ কর্ত্তৃক ধৃতবাদ ব্যাখ্যার কথাও কেহ বলিয়া থাকেন।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য রাজগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সেখানে ত্রিপিটক, বিনয় বা সূত্রের আলোচনা বা সংশোধন সম্বন্ধে কিরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করা কঠিন। [ত্রিপিটক, বিনয় ও সূত্র দেখ।]

সমুদয় বৌদ্ধ বিবরণেই দৃষ্টিগোচর হয় যে বৈশালী নামক স্থানে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। যে সকল বিবরণ

২য় সঙ্গীতি

আছে, তাহা ঐতিহাসিক বলিয়াই প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার তারিখ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ সম্বন্ধে অনেক মতপার্থক্য আছে।

এই সঙ্গীতি সম্বন্ধে পালি গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির একশত বৎসর পরে বৈশালীর বৃজি ভিক্ষুগণ নির্দ্ধারণ করেন যে স্বর্ণ রৌপ্যাদির উপহার গ্রহণ, মধ্যাহ্ন ভোজন, দুগ্ধপান প্রভৃতি দশ কর্ম্ম বৈধ। এই সময়ে কাকণ্ডকের পুত্র স্থবির যশ এইস্থানে আগমন করেন এবং বৃজি ভিক্ষুগণের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাঁহারা তাঁহাকে নানারূপে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি বৃজি ভিক্ষুগণের একজন প্রতিনিধি সংগ্রহ করিয়া বৈশালীনগরের বৌদ্ধ গুণীগণের নিকট এই সকল কথা অবগত করান। তাঁহারা সমুদয় কথা অবগত হইয়া এবং যশার যুক্তির সারবত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই একমাত্র প্রকৃত শ্রমণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং ভিক্ষুগণের কার্য্য নিন্দনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণের প্রতিনিধি দিগকে একথা জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা শান্ত হইলেন না বৃজি-ভিক্ষু বরং যশাকে সঙ্ঘবহির্ভূত করিলেন। যশা তৎক্ষণাৎ কৌশাম্বী গিয়া পশ্চিমাঞ্চলে অবন্তী নগরে এবং দক্ষিণাঞ্চলে সমুদয় ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নিকট লোক পাঠাইলেন এবং সকলকে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি নিজে অহোগঙ্গশৈলনিবাসী সম্ভূত-শাণবাসী নামক মহাপুরুষের নিকট

(•) Oldenberg. Intro Mahavagga, p. XXVII.

গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। এদিকে যে সকল অর্হৎকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা সকলে আসিয়া এই স্থানে সমবেত হইলেন। কিছুকাল তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সোরেয়্যবাসী রেবতকে এই বিষয়ে সম্মত করান আবশ্যক, রেবত, আগম, ধর্ম্ম, বিনয় প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। এদিকে রেবত, যোগবলে স্থবিরগণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এবং এই বিরোধ হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ স্থান ছাড়িয়া সাঙ্কাশ্য নামক স্থানে গমন করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার অনুসন্ধানে সেইস্থানে গিয়া দেখিলেন যে তিনি সেখান হইতে কনোজে গিয়াছেন। অনেক চেষ্টার পরে সহজাতি নামক স্থানে তাঁহার দর্শন পাওয়া গেল। উল্লিখিত দশকর্ম্ম নীতি সঙ্গত কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর প্রদান করিলেন, "ইহা অবৈধ।" যশস্ তখন তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, এই দুর্নীতি সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

এদিকে বৃজ্জি ভিক্ষুগণ রেবতকে হস্তগত করার জন্য সহজাতিতে গমন করিলেন। তাঁহার শিষ্য উত্তরকে বহু উৎকোচ এবং রেবতকে নানারূপ উপহার প্রদান দ্বারা বশীভূত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও ভিক্ষুগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

মীমাংসার জন্য যখন সকলে একত্র হইলেন, তখন রেবত প্রস্তাব করিলেন যে যে স্থানে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, সেই স্থানে বসিয়াই ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ভিক্ষুগণ বৈশালীতে সমবেত হইলেন। সেই সময় উক্ত নগরীতে একজন প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ স্থবির বাস করিতেন, তাঁহার নাম সব্বকামিন্ (সর্ব্বকামী)। ইনি ১২০ বৎসর পূর্ব্বে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রেবত এবং সম্ভূত তাঁহার নিকট এই কথা জ্ঞাপন করিলে তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

যখন মহাসভার অধিবেশন হইল, তখন নানারূপ গোলযোগে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া উঠিল না। তখন রেবত প্রস্তাব করিলেন যে, আটজন শ্রমণের উপর এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার অর্পিত হউক। আটজনের মধ্যে চারিজন পূর্ব্বদেশীয় এবং চারিজন পশ্চিম দেশীয় হইবেন। তদনুসারে পূর্ব্বদেশীয় হইতে সর্ব্বকামী, সাঢ়্হ, খুজ্জসোভিত ও বাসভগামিক এবং পশ্চিম দেশীয় হইতে রেবত সম্ভূত, যশস্ ও সুমন এই আটজন নির্ব্বাচিত হইলেন। বালিকারাম নামক নির্জ্জন স্থানে তাঁহাদের এই সমিতির অধিবেশন হইল।

এই সমিতির কর্ম্মপ্রণালী নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। রেবত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বকামী প্রতি প্রশ্নের শাস্ত্র সঙ্গত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। যে দশবিধ কার্য্যের কথা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহার প্রতি প্রশ্নেই বৃজি ভিক্ষুগণের বিরুদ্ধে মীমাংসা হইল। দশকর্ম্ম-ই অবৈধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

কোন কোন গ্রন্থে ইহাও দেখা যায় যে এই বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া অনেক ভিক্ষু আর একসভা করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম-সভার নাম মহাসঙ্গীতি। কিন্তু কোন্ স্থানে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হয় এবং কি কি কার্য্য হয় অথবা কাহারা ইহার নেতা ছিলেন, তাহার প্রকৃত বিবরণ উদ্ধার করা অসম্ভব।

বৈশালীর উক্ত সঙ্গীতি সম্বন্ধে আরও নানারূপ বিবরণ দেখা যায়। কোন্ সময়ে ইহার অধিবেশন হয় তাহা নির্দ্দেশ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা ও আলোচনা করিয়াও ইহার প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধদেব ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন,—"আমরা পরিনির্ব্বাণের চারি মাস পরে সঙ্ঘের প্রথম সম্মিলন হইবে এবং ১১৮ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য দ্বিতীয় সম্মিলন হইবে। এই সময়ে ধর্ম্মাশোক নামে এক মহা ধার্ম্মিক ও প্রতাপশালী নরপতি জম্বুদ্বীপে রাজত্ব করিবেন।"

কোন কোন বিবরণে দেখা যায় যে, স্থবির যশস্ যে কালে এই আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালাশোক নামে একব্যক্তি রাজা ছিলেন। সে সময়ে কালাশোক কি ধর্ম্মাশোক রাজা ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থির মীমাংসা কিছুই হয় নাই।

বৈশালীর সঙ্গীতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ বা মতামত আছে তাহার সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহা এই:—বৈশালীতে সঙ্ঘের এক সম্মিলন হইয়াছিল এবং তাহাতে "বিনয়" সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছিল। মহাসঙ্গীতি বা মহাসঙ্ঘিকের বহুপূর্ব্বে এই সম্মিলন হইয়াছিল এবং ইহার সহিত মহাসঙ্ঘিকগণের কোন সংস্রবই নাই। অনেকের মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির একশত দশ বৎসর পরে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

পাটলিপুত্রের সঙ্গীতি

পাটলিপুত্রের সঙ্গীতি সর্ব্বশ্রেণীর বৌদ্ধভিক্ষুগণের সম্মিলন নহে। এই সম্মিলনে কেবল বিভজ্যবাদী শ্রমণগণ একত্র হইয়াছিলেন। মহাসঙ্গীতির বহু পরে এই সম্মিলন হয় এবং মহাসঙ্ঘিকগণ এই সভায় যোগদান করেন নাই। কথিত আছে, সম্রাট্ অশোকের অভিষেকের অষ্টাদশ পদে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সভার বিবরণ বর্ষ সম্বন্ধেও নানারূপ কল্পিত গল্প এবং উপকথা বর্ণিত আছে।

বৈশালীর সঙ্ঘে উপস্থিত বৌদ্ধ-স্থবিরগণ জানিয়াছিলেন "যে ১০৮ বৎসর পরে এক বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হইবে, তিনি ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হইবেন এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহার নাম 'তিস্‌স মোগ্‌গলিপুত্ত' (তিষ্য মৌদ্‌গলীপুত্র)। ইনি 'সিগ্‌গব' এবং 'চন্দবজ্জি' নামক ভিক্ষুদ্বয়ের নিকট দীক্ষালাভ এবং তীর্থিক নীতি বিনাশ করিয়া সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। ধার্ম্মিক অশোক নৃপতি যখন পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিবেন, তখন ইনি অবতীর্ণ হইবেন।"

দ্বিতীয় সঙ্গীতির সাতশত স্থবির সকলেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে পর তিষ্যের জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইলেন এবং অবশেষে সিগ্‌গবের নিকট দীক্ষালাভ করিলেন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির ২৩৬ বৎসর পরে (৩০৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে) অশোকারাম বিহারে ৬০ হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। ইহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হইলেও সকলেই কাষায় বস্ত্র পরিধান করিতেন। ইহারা বুদ্ধপ্রচারিত নীতির অতিশয় দুর্গতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে মোগ্‌গলিপুত্ত সঙ্গীতি আহ্বান করেন এবং তাহাতে এক সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুর্নীতি ও অপধর্ম্মের বিনাশ করিয়া ইনি সত্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করেন এবং অভিধর্ম্মের ধর্ম্মনীতি প্রচার করেন। কথিত আছে, এই মোগ্‌গলিপুত্তের নিকট হইতে মহেন্দ্র পঞ্চনিকায়, অভিধর্ম্মের সপ্তগ্রন্থ এবং সম্পূর্ণ বিনয়পিটক অধ্যয়ন করেন এবং সিংহলে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অন্য এক বিবরণে দেখা যায়, যে এক হাজার নহে, ৬০হাজার ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয় মহাবিহারের বিভজ্য-বাদিগণের মতকেই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া প্রচার এবং ইহার প্রাধান্য সংস্থাপন।

বিভজ্যবাদ, 'থেরবাদ' (স্থবিরবাদ) এবং আচার্য্যবাদ ও তন্নির্গত শাখাপ্রশাখা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মূল স্থবিরবাদ হইতে কালক্রমে দুইশাখা উৎপন্ন হয়, 'মহীশাসক' এবং 'বজ্জিপুত্তক' (বৃজিপুত্রক)। এই শেষশাখা আবার চারিভাগে বিভক্ত হয় যথা—ধর্ম্মোত্তরিক, ভদ্রযানিক, ষণ্ণগরিক এবং সম্মিতীয়। মহীশাসকের দুইশাখা যথা—সর্ব্বাস্তিবাদী এবং ধর্ম্মগুপ্তিক। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে বিভজ্যবাদকেই একমাত্র সত্যধর্ম্ম অথবা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবার কোন প্রকৃষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। ইহা লইয়া অবশ্য সে সময়ে নানা প্রকার বাদানুবাদ চলিত এবং সেই জন্যই বিভজ্যবাদীরা আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তিনটি উপায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।—(১) তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ মাগধীভাষায় লিখিত, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারের চেষ্টা। (২) তিসস মোগ্‌গলিপুত্তের ব্রহ্মলোকে জন্ম এবং তথা হইতে অবতরণের প্রবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী। (৩) তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ "পরিবার" পাটলিপুত্রের সঙ্গীতিতে পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়া ঘোষণা।

সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিলে এইমাত্র ধারণা হয় যে পাটলিপুত্রের সঙ্গীতি সম্প্রদায়বিশেষের সম্মিলন মাত্র। মহাসঙ্ঘিকেরা ইহাতে আদৌ যোগদান করেন নাই। সে সময়ে স্থবিরবাদীরা সকলেই একমত ছিলেন কি তাহাদের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছিল, তাহার প্রমাণ করা অসম্ভব। সিংহলের বিভজ্যবাদী বৌদ্ধগণ সঙ্গীতির বিবরণকে তদ্রূপ রঞ্জিত করিয়া সাধারণের অশ্রদ্ধা উদ্রেক করিতে পারেন অথবা উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ এই সঙ্গীতির কথা লোকে বিশ্বাস না করে সে জন্য হয়ত বিধিমত চেষ্টা করিতে পারেন। এই জন্যই পরবর্ত্তী বৌদ্ধগ্রন্থে তিসস মোগ্‌গলিপুত্তের নাম সচরাচর দেখা যায় না।

যাহা হউক, পাটলিপুত্রের বৌদ্ধসঙ্ঘে যে সম্রাট্ অশোককে সদ্ধর্ম্মে অনুবর্ত্তী করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সঙ্গীতির পর যে বুদ্ধভাষিত শাস্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ ও ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইবার ব্যবস্থা হয়, জয়পুরের অন্তর্গত ভাব্‌রা নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত সম্রাট্ অশোকের গিরিলিপি হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত গিরিলিপিতে বিনয়পিটকের সারাংশ 'বিনয়সমুৎকর্ষ' নামক প্রাতিমোক্ষ,সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্তর্গত আরণ্যক 'অনাগত ভয়' সূত্র, বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গের অন্তর্গত 'উপতিষ্যপ্রশ্ন' বা 'শারিপুত্রপ্রশ্ন', সূত্র-পিটকের সুত্তনিপাতের অন্তর্গত 'মুনিগাথা' নামক ১০ম সূত্র, মজ্‌ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত 'লাঘুলোবাদে মুষাব দ' বা অম্বলট্ঠিকা রাহুলোবাদ নামক ৬১ সূত্র ইত্যাদি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাবলীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। [প্রিয়দর্শী শব্দ ৫১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অশোকের রাজত্ব কালে পাটলিপুত্রে অশোকের রাজত্বে সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ইহা অবিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিবার কোন কারণ নাই। অশোক, বিন্দুসারের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩১৬ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়।

[প্রিয়দর্শী দেখ।]

অশোকের সময়ের যে সকল অনুশাসনাদি পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যদিও উক্ত

745-XIX

ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তথাপিও আজীবক, নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপর তিনি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ উক্ত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সকল সময়েই কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিতে কখনও ত্রুটী করেন নাই। অশোক তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই বলিয়া বৌদ্ধগণ অনেক সময়ে তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন।

তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে সকল অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় তিনি প্রৌঢ় বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় এবং আপনাকে একজন ভিক্ষু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মূল কথা, তাঁহার রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে উন্নতির উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়াছিল। যখন বৃদ্ধবয়সে তিনি মন্ত্রিগণ ও রাজকুমারের পরামর্শে চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্যয় বাহুল্যের হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। বলিতে কি, অশোকের সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"-রূপ মূলমন্ত্র কেবল ভারত বলিয়া নহে, দেশ দেশান্তরেও প্রচারিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে শত শত যজ্ঞশালায় প্রতিদিন সহস্র সহস্র পশুবধ হইত। অশোক সেই পশুবধ নিবারণ করিবার জন্য এইরূপ অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন,—

"দেবগণের প্রিয়রাজা প্রিয়দর্শী এই জানাইতেছেন, অভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বর্ষ পরে নিম্নলিখিত জীবগণের বধ নিবারিত হইল—

শুক, শারিকা, অরুন, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গিলাট্, জতুকা, অম্বাকপীলিকা, দর্দ্দী, অনস্থিকা, মৎস্য, বেদবেয়ক, গঙ্গাপুপুক, সংযুক্তমৎস্য, ককটশল্যক, পন্নসস্, সমর, ষণ্ডক, ওকাপিণ্ড, পলসত, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও অন্য চতুষ্পদ সকল (জীব), যাহা ভোগে আসেনা বা খাওয়া যায় না; অজকা (ছাগী), এড়কা (ভেড়ী), শূকরী, গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী এ সমস্তই অবধ্য। তাহাদের ছয়মাসের ন্যূনবয়স্ক শাবকেরাও অবধ্য। বধি-কুক্কুট কাটিবে না, তুষে জীব দগ্ধ হইবে না। অনিষ্টার্থ বা হিংসার্থ বন সব অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না। জীব দ্বারা অন্য জীবকে পোষণ করিবে না। তিন চতুর্মাস্যে, পৌষ পূর্ণিমায়, চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিপদে এবং প্রতি উপবাসের দিন মৎস্য অবধ্য, এই সময়ে মৎস্য বিক্রীত হইবে না। সেই সেই দিন নাগবনে ও কেওটপাড়ায় যে অন্যান্য জীব থাকিবে তাহারাও অবধ্য। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায়, তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিনে, তিন চাতুর্মাস্যায় ও পর্ব্বাদিনে বৃষ, অজ, মেষ, শূকর ও অন্যান্য জীব খাসি করা হইবে না। তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, চাতুর্মাস্য পূর্ণিমায় ও চাতুর্মাস্য পক্ষে অশ্ব বা গো লাঞ্ছিত করিবে না।" (৫ম স্তম্ভলিপির অনুবাদ)

বুদ্ধদেবের জীবনকালে মধ্যদেশ এবং প্রাচ্য বা পূর্ব্বভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্য কোন স্থানে ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই; অশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নানাস্থানে বিস্তৃত, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু প্রচারের প্রণালীবিশেষ লইয়া নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র সিংহলের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ২৩৬ বৎসর পরে মহেন্দ্র নামে কোন ব্যক্তি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক প্রজ্জ্বলিত করিবে। যে বৎসর পাটলিপুত্র নগরে অধিবেশন হয়, সেই বৎসরেই মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন এবং চারিজন শ্রমণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন। প্রথমতঃ তিনি বিদিশগিরিতে গিয়া তাঁহার মাতাকে দীক্ষিত করেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, সেইস্থানে অবস্থান কালে স্বর্গ হইতে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া ছিলেন এবং সিংহলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য আলোক প্রকাশ করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। মহেন্দ্র তাঁহার সাঙ্গগণ সহ শূন্যমার্গে সিংহলে যাত্রা এবং মিস্সক নামক পর্ব্বতের উপরে অবতরণ করিলেন। সেখানে সিংহলের রাজা দেবানাম্প্রিয় মৃগয়া করিতেছিলেন। ঘটনাচক্রে রাজার সহিত মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে তিনি রাজাকে 'হস্তিপদসূত্ত' হইতে উপদেশ প্রদান করেন। রাজা সেই স্থানেই তাঁহার ৪০ সহস্র অনুচরগণের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পরে তিনি রাজধানীতে গমন করেন, সেখানে রাজকুমার ও রাজপুত্রীগণ এবং সভাসদ্‌গণ তাঁহার ধর্ম্মোপদেশশ্রবণে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে লোকের জনতা এতদূর বৃদ্ধি হইল যে, নগরের বহির্ভাগে নন্দন উদ্যানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইল। এই স্থানেও বহুসংখ্যক সিংহলবাসী বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় লইল। রাজা মেঘবন নামক উদ্যানে পটাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া প্রচারকগণের আবাসস্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং পরদিন রাজা সেখানে আসিয়া যখন জানিলেন যে শ্রমণগণ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থলে অতি আরামে এবং সন্তোষের সহিত বাস করিতেছেন, তখন তিনি এই মেঘবন উদ্যান সঙ্ঘের নামে উৎসর্গ করিলেন। এই মেঘবনই শেষে তিস্সারাম বা মহাবিহারে পরিণত হইয়াছিল।

মহাবিহারের শ্রমণগণ সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে যদিও অনেক অলৌকিক এবং মহেন্দ্রের ক্ষমতা প্রভৃতির অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছেন, তবুও ইহা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কারণ উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন যে, মহেন্দ্রের দ্বারাই প্রথমে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। প্রভেদের মধ্যে এই দেখা যায় যে মহাবিহারের ভিক্ষুগণ মহেন্দ্রকে অশোকের পুত্র বলিয়াছেন, কিন্তু উত্তর প্রদেশীয়েরা তাঁহাকে অশোকের ভ্রাতা বলিয়া বর্ণনা করেন।

উত্তর প্রদেশের বৌদ্ধগণই ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে মধ্যান্তিক নামক এক সাধু পুরুষের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। সিংহলবাসীরা বলেন, এই মধ্যান্তিকের নিকট হইতে মহেন্দ্র উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়েন এবং মধ্যান্তিক গান্ধার প্রদেশে এক ক্রুদ্ধ এবং ভয়াবহ নাগরাজকে দমন করেন এবং অনেক ব্যক্তিকে তাহার দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। কেবল নাগলোক নহে, তিনি নরলোকেও অনেককে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোক প্রদান করেন। উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধ বিবরণে দেখা যায় যে, মধ্যান্তিক আনন্দের শিষ্য ছিলেন, তিনি কাশ্মীরে হলুণ্ড নামক নাগকে শাসন করিয়া তাহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কাশ্মীরে তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের এত অধিক প্রচার হইয়াছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে নাগগণ কর্ত্তৃক পাঁচশত মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মজ্‌ঝিম নামে আর একজন স্থবির হিমালয়ের যক্ষগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

মহাদেব নামে আর একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকের বিবরণ দেখা যায়। তাঁহার নিকটে মহেন্দ্র প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, বলিয়া লিখিত আছে। ইনি মহীষল প্রদেশে গিয়া অনেককে বন্ধন মুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থেও ইহাঁর নাম দেখা যায়, কিন্তু এই সব গ্রন্থে তিনি একজন সন্দেহবাদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার কূটতর্ক দ্বারা বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ও বাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। হিন্দুদেবতা মহাদেবের বর্ণনার সহিত এই মহাদেবের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাশ্মীরে ইহাঁর অতিশয় প্রভাব ছিল এবং ইহা হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। কোন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত বলেন যে, শৈবেরাও কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, তাহাই অতিরঞ্জিত ভাবে মহাদেবের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে।

সিংহল দেশীয় বিবরণে আরও অনেক ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষগণের নাম দেখা যায়—রক্ষিত, মহারক্ষিত, ধর্ম্মরক্ষিত, এবং মহাধর্ম্ম রক্ষিত। ইহাদের নামের নিতান্ত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আমরা ইহাদের মধ্যে কাহাকেও একেবারে ছাটিয়া ফেলিতে পারি না। শোন ও উত্তর নামে আর দুই জনের নাম দেখা যায়। ইহারা সুবর্ণভূমি নামক স্থানে গিয়া সেখান হইতে পিশাচদিগকে তাড়াইয়া অনেককে মুক্তিপথে আনিয়া ছিলেন। এই দুই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে দুই জন কি শোণোত্তর কি উত্তর নামে একজনের দুই নাম তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

অশোকের পর হইতে কনিষ্ক পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব

সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর পর হইতে কনিষ্কের সিংহাসন আরোহণ পর্য্যন্ত তিন শতাব্দী কাল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যদিও গুপ্তবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ততটা সুদৃষ্টিপাত করেন নাই, তবুও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব উত্তরে হিমালয় ভেদ করিয়া চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং দক্ষিণে সিংহল দেশে ইহা যে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এই পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি কি পরিমাণে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নহে। তবে এবিষয় অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—এক বিবরণে দেখা যায় যে ইনি অগ্নিসংযোগে মধ্যদেশ হইতে জালন্ধর পর্য্যন্ত অনেক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ভস্মীভূত এবং অনেক মঠধারী শিক্ষিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে নিহত করিয়াছিলেন। আর এক বিবরণে লিখিত আছে যে, ইনি দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্রের কুক্কুটারাম ধ্বংস করেন এবং শাকল প্রদেশের নিকটবর্ত্তী ভিক্ষুগণকে বিনাশ করেন। তৃতীয় বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, নাগার্জ্জুনের সময় হইতে অসঙ্গের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণের প্রতি তিনবার ঘোরতর অত্যাচার করা হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মধ্যদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবস্থাই হউক না কেন, উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষে যবন-রাজগণের অধিকারে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব তখনও বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের মধ্যে মিলিন্দ (Menander) নামে নরপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। এরূপ বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে যে, ইনি স্থবির নাগসেন দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

নাগসেনের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা যায় না। তিব্বত দেশীয় একখানা গ্রন্থে দেখা যায় যে, ষোলজন মহাপুরুষের মধ্যে একজন কাশ্যপের দেহান্তরের পর ইনি ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হন। আর এক তিব্বতীয় গ্রন্থে দেখা যায় যে, নাগসেন এবং মনোরথ এই দুই জনের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে যে সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে ও তাহার উপর নির্ভর করাও নিরাপদ নহে।

সাহিত্যিক প্রমাণ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল প্রাচীন সঙ্ঘারাম বিহার, অনুশাসন প্রভৃতির উপর নির্ভর করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, খৃঃ পূঃ ৩০০ এবং ১০০ খৃঃ অঃ মধ্যের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষ জয়যুক্ত হইয়াছিল। এই মূল ধর্ম হইতে নানা রূপ সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইয়াছিল। কনিষ্কের রাজত্বের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত অষ্টাদশ প্রকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণ পাওয়া যায়। বোধ হয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই মহাযান সম্প্রদায়ের পুষ্টি, উন্নত ভাব এবং চিন্তা বৌদ্ধসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল।

সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব সমান ভাবেই চলিয়াছিল। দেবানাম্প্রিয় রাজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা সিংহাসন আরোহণ করেন। দেবানাম্প্রিয়ের ৯৬ কি ১০৬ বৎসর পরে অভয়দুট্ঠগামনীর রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই নরপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইনি বহু সংখ্যক স্তূপ, বিহার এবং লৌহপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাবিহার ইঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিস্সের সময় মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাস্তূপের পাদদেশে, বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং ধর্ম্মপ্রচারক মহাদেব, উত্তর এবং ধর্ম্মরক্ষিতের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অভয়বট্টগামনীর রাজত্ব সময়ে অভয়গিরি সঙ্ঘারাম সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই রাজার রাজত্ব কালে সিংহলে ত্রিপিটক ও অথকথা (বৌদ্ধ ধর্ম্ম নীতি)-সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ইহার পর আরও অনেক নরপতি বৌদ্ধসঙ্ঘের মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বসভের (বৃষভ) নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি অনেক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এছাড়া একটী বিহার ও একটী উপাসনা গৃহনির্ম্মাণ করেন, অনেক ভগ্ন আরামের সংস্কার এবং ৪৪ বার বৈশাখ উৎসব সম্পন্ন করেন। এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

কনিষ্ক

কনিষ্কের রাজত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। এই শকবিজেতা হইতেই শকসংবৎসরের গণনা আরম্ভ হয়। খোতন, কাস্গার, গান্ধার, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিমভারত, কাশ্মীর, মধ্যদেশ এমন কি পূর্ব্ব ভারতের অধিকাংশ ইহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইনিও অশোকের ন্যায় মহা প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইনি প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মে অবিশ্বাসী ছিলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর সুদর্শন ইঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কোন্ সময়ে ইনি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তবে তাঁহার সময়ে যে (১০০) খৃঃ অঃ সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল তাহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, জালন্ধরের সন্নিহিত কুবনের বিহারে এই সঙ্গীতি বসিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন যে কাশ্মীরের অন্তর্গত কুণ্ডলবনের বিহারে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল।

এই তৃতীয় মহাসঙ্গিতির কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার সমুদয় লিপিবদ্ধ করা এস্থলে অসম্ভব। তিব্বত দেশীয় এক গ্রন্থে দেখা যায় যে একশত বৎসরের বেশী হইতে বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল, তাহার মীমাংসা করার জন্য কনিষ্ক এই সঙ্গীতি আহ্বান করেন। সর্ব্ব প্রকারে অষ্টাদশ সম্প্রদায়ই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মের মূলসূত্র রক্ষা করিতে যত্নবান্ হন। এই সভায় সম্পূর্ণ বিনয় এবং সূত্র ও অভিধর্ম্মের অলিখিত অংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়েই মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত কতক গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ শ্রাবকেরা তাহাতে কোনও আপত্তি করেন নাই।

অন্য এক তিব্বতীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পার্শ্বের দলভুক্ত পাঁচশত অর্হৎ এবং বসুমিত্রের দলভুক্ত পাঁচশত বোধিসত্ত্ব এই স্থান একত্র হইয়াছিলেন।

হিউএন্‌সিয়ং বলেন, রাজা কনিষ্কই মতভেদ ও বিরোধ মিটাইবার জন্য এই সঙ্গীতি আহ্বান করেন। পার্শ্বের অনুমতি এবং পরামর্শ লইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। অর্হৎদিগের সম্মিলনের জন্য রাজা একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ স্থানে ৫০০ ভিক্ষু একত্র হইয়াছিলেন। এই মহাধর্ম্মসভায় উত্তরে তিব্বত, সিকিম, ভোটান, নেপাল, লাদক, চীন, মোঙ্গলিয়া, তাতার, এমন কি জাপান হইতে এবং দক্ষিণে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি স্থান হইতে বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিংহলের মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, অলসন্দ (আলেক্‌সান্দ্রিয়া) হইতে এখানে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু আগমন করেন। বসুমিত্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এখানে সূত্রপিটকের লক্ষশ্লোকসমন্বিত এক ভাষ্য, সমসংখ্যক শ্লোকসমন্বিত বিনয়বিভাস (বিনয়ের ভাষ্য) এবং অভিধর্ম্ম বিভাস (অভিধর্ম্মের ভাষ্য) রচিত হইয়াছিল।

যদিও এই তৃতীয় সঙ্গীতি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই অন্ধকারে নিমজ্জিত, কিন্তু একটী বিষয়ের অতি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সিংহল হইতে প্রতিনিধি আসিলেও এই সঙ্গীতিতে সম্ভবতঃ আদৌ যোগদান করেন নাই।

ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণের সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই সঙ্গীতি দ্বারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-বিরোধের মীমাংসা হইয়াছিল, ইহাই পরম লাভ বলিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাযান সম্প্রদায়ের ভাব ও চিন্তা বহুপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল।

মহাযান সম্প্রদায়

কোন্ সময়ে এই সম্প্রদায়ের প্রথম আবির্ভাব, তাহা ঠিক করা কঠিন। অনেকে মনে করেন, যে বুদ্ধনির্ব্বাণের একশত বর্ষ পরে বৈশালীর মহাসঙ্ঘিক-সভা হইতেই মহাযানমতের সূত্রপাত। স্থবির অশ্বঘোষ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই মহাযানমত সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হয়। আদি বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি পালিভাষায় রচিত ছিল, সম্রাট্ কনিষ্কের আশ্রয় মহাযানের অভ্যুদয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত ও প্রচারিত হইল। শকনৃপতিগণ প্রধানতঃ সৌর ছিলেন, কনিষ্কের বৌদ্ধদীক্ষাগ্রহণের সহিত মহাযান মতে সৌরপ্রভাব সংক্রামিত হয়। মহাযানদিগের প্রধান উপাস্য অমিতাভকে অনেকে সূর্য্যদেবতারই প্রতিরূপ বলিয়া মনে করেন। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় যে বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন তৃতীয় সঙ্গীতির সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং ইহার দ্বারাই পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত মহাযান সম্প্রদায়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইনি রাহুলভদ্র নামে এক ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন এবং এই ব্রাহ্মণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহার সরল অর্থ বোধ হয় এই যে, মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ভগবদ্গীতা হইতে অনেক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছিল। এমন কি শৈবধর্ম্মের নিকটও মহাযানগণ অনেক বিষয়ে ঋণী বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

কেহ বলেন, নাগার্জ্জুন ৬০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং পরে সুখাবতী স্বর্গে গমন করেন। কেহ বলেন, তিনি একশত বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। আবার কেহ বা তাঁহাকে পঞ্চশত বৎসরের অধিক পরমায়ু প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজতরঙ্গিণী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখা যায় যে নাগার্জ্জুন তুরুষ্ক রাজাদিগের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এ সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় ভ্রমাত্মক হইবে না যে, নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দের মধ্যভাগে বা শেষভাগে জীবিত ছিলেন। দেব নামক একজন সিংহলবাসী স্থবিরের সহিত নাগার্জ্জুনের ঘোরতর বাক্যুদ্ধ হয় বলিয়া বর্ণিত আছে। এই দেব অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগেও জীবিত ছিলেন। ইহা হইতেও এই ধারণা হয় যে, নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

এই নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায় বহুধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাদের কার্য্যতৎপরতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই ত্রিপিটক হইতে মূলসত্য গৃহীত হইয়া আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হীনযানেরা মহাযানদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু বলিয়া পরিচিত করিলেও কার্য্যতঃ সেরূপ কিছুই দেখা যায় নাই। মূলধর্ম্মের সত্যই মহাযানেরা গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু টীকাটিপ্পনী দ্বারা তাহার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মূল বৌদ্ধধর্ম্ম কঠোর নিয়মাধীন কতিপয় ভিক্ষুসঙ্ঘের সীমাবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ আদি বৌদ্ধধর্ম্মমতে কেবল ভিক্ষুরাই মোক্ষলাভে সমর্থ। কিন্তু মহাযানসম্প্রদায় নিখিলজগতে মুক্তি-বিধান করিয়াছিলেন। সকলেই মহাযান আশ্রয় করিলে অতি সহজে, অতি সত্বরে ক্রমে বোধিসত্ত্ব হইয়া সংসার অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণপথের পথিক হইতে পারিবেন, এই বিশাল ও উদারনীতি হইতেই এই সম্প্রদায় 'মহাযান' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আর সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও অতি অল্প লোকের মতানুবর্ত্তী ছিল বলিয়া আদিবৌদ্ধধর্ম্মানুগামিগণকে মহাযানেরাই অবজ্ঞার সহিত 'হীনযান' বলিয়া অভিহিত করিতেন। বাস্তবিক তাঁহারাই প্রত্যেকবুদ্ধযান বা শ্রাবকযান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কখন আপনাদিগকে 'হীনযান' বলিয়া অভিহিত করেন নাই।

মহাযানগণের মতে কর্ম্মশূন্য অর্হৎগণ অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ বোধিসত্ত্বগণ শ্রেষ্ঠ। এজন্য হীনযানগণ তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাযানগণ শূন্যবাদের পক্ষপাতী। এই মহাযান হইতেই ভারতে শূন্যবাদ অর্থাৎ "সর্ব্বং শূন্যং" এই মত বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল।

মহাযান-ধর্ম্মের বহুল প্রচারের প্রধান কারণ এই যে ইহারা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন এবং ধ্যানধারণা ও সাধনা প্রভৃতিকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জীবের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করাকে ইহারা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করায় ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রাধান্য লাভের জন্য মহাযানগণকে হীনযান-সম্প্রদায়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই তর্কযুদ্ধ বহুকালস্থায়ী ছিল।

সিংহলবাসী বৌদ্ধেরা জালন্ধরের সঙ্গীতিতে যোগদান করেন নাই, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এমন কি তাঁহাদের গ্রন্থে কনিষ্কের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত নাই। ইহাদ্বারা প্রতীত হয় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই দুই সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছিল।

২০৯ বা ২১৭ খৃষ্টাব্দে সিংহলপতি তিষ্যের সময় বেতুল্যকগণ এক ঘোরতর তর্ক উপস্থিত করেন, তর্কের প্রধান উদ্দেশ্য—বুদ্ধ অমানুষ, তিনি তুষিত স্বর্গে বাস করেন, তৎকর্তৃক ধর্ম উপদিষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রেরিত ও আদিষ্ট আনন্দ কর্তৃকই ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মত লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই মত বেতুল্লবাদ বা বিতণ্ডাবাদ নামে খ্যাত। তিষ্যরাজের যত্নে এই গোলযোগ থামিয়া যায়। এই সময়ে 'থেরদেব' নামে এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে অভয়মেঘবর্ণের রাজত্বকালে মহাবিহার এবং অভয়গিরির ভিক্ষুগণের সহিত মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং এই সময়ে সাগলিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। মহাসেনের রাজত্বকালে মহাবিহারের বৌদ্ধগণের প্রতি অনেক নির্য্যাতন হইয়াছিল। কথিত আছে, শত্রুগণের প্ররোচনায় মহাবিহার বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং অভয়গিরির বৌদ্ধগণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই মহাবিহার পরে পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হয়।

মহাসেনের পুত্র মেঘবর্ণের রাজত্বকালে (৩০৯ খৃঃ অঃ) প্রসিদ্ধ বুদ্ধদন্ত সিংহলে আনা হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। মহাসেনের রাজত্বকালে ফা-হিয়ান সিংহলে গমন করেন। তিনি বলেন, তখন মহাবিহারে ৩০০০ এবং অভয়গিরিতে ৫০০০ শ্রমণ বাস করিতেন এবং অভয়গিরি মহাবিহার অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল। মহানাম ৪১০-৪৩২ খৃঃ অঃ রাজত্ব করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধঘোষ সিংহল-ভ্রমণে গমন করেন এবং বিশুদ্ধিমার্গ নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। সিংহলবাসীরা তাঁহাকে স্বয়ং মৈত্রেয় বলিয়া সম্মান করিতেন।

আরও বহু রাজা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য নানারূপ সাহায্য করিয়াছিল।

চারি দার্শনিক শাখা

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং যখন ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বৌদ্ধ সমাজে চারিটী প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল। ১ বৈভাষিক, ২ সৌত্রান্তিক, ৩ যোগাচার ও মাধ্যমিক। প্রথম দুইটী হীনযান এবং শেষোক্ত দুইটী মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। হিউএন্‌সিয়াং বলেন, সিংহলের মহাবিহারবাসিগণ হীনযান এবং অভয়গিরির ভিক্ষুগণ মহাযান সম্প্রদায়ী ছিলেন।

বৈভাষিক

বৈভাষিকগণ পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাহ্য জগতের দ্রব্য সমুদয়ের জ্ঞান উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষমাত্রেরই আছে। ইহারা সূত্রের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া "অভিধর্ম"কেই প্রামাণ্য গ্রন্থ বলেন। ইহাদের মতে, শাক্যমুনি সাধারণ মানব মাত্র; তবে অন্যের সাহায্য ব্যতীত তিনি স্বয়ং যে জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়া ছিলেন, তাহাই তাঁহার দেবত্ব।

সৌত্রান্তিক

সৌত্রান্তিকগণ বলেন, বাহিরের পদার্থ সকল প্রকৃত নহে ছায়া মাত্র, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ। ইহারা একমাত্র "সূত্র"ই বিশ্বাস করেন। ইহাদের মতে বুদ্ধ দশবল, চারি বৈশারদ্য, তিন স্মৃত্যুপস্থান সমন্বিত এবং সর্ব্বভূতে দয়াবান্। তাঁহার দুই কায়, একটী ধর্ম্মকায় এবং অপরটী ভোগকায়। কুমারলব্ধ এই মতের প্রবর্ত্তক।

যোগাচার

যোগাচার শ্রেণীর বৌদ্ধদার্শনিকগণ বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এজন্য ইহাদের অন্য নাম বিজ্ঞানবাদী।

মাধ্যমিক

মাধ্যমিকেরা হিন্দু বৈদান্তিকগণের ন্যায় বলেন, বিশ্বসংসার সমুদয়ই ইন্দ্রজালের ন্যায়। সত্য দুইপ্রকার, পরমার্থ এবং সংবৃত্তি (বেদান্তের পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক)। ইহাদের মতে সমুদয়ই স্বপ্নবৎ। সত্তা নাই, বিনাশ নাই, জন্ম, মৃত্যু বা নির্ব্বাণ কিছুই নাই।* ইহারা প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদী হইলেও "মায়া" কথাটী ব্যবহার করেন না। ইহারা সাংখ্য মতের "প্রধান" এবং "প্রকৃতির' পরিবর্ত্তে "প্রজ্ঞা" ও "উপায়" শব্দ ব্যবহার করেন।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, এই চারিমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা এইরূপ করিয়াছেন—

'উক্ত মতচতুষ্টয়ের মধ্যে মাধ্যমিক মতে—"কিছুই নাই, সকলই শূন্য" —ইহরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়, জাগ্রদবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং যে সকল বস্তু জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না। আর সুষুপ্তিদশায় কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুতঃ কোন বস্তুই সত্য নহে। সত্য হইলে অবশ্যই উহা সকল অবস্থায়ই দৃষ্ট হইত।

* শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে মূল মাধ্যমিক মতের এইরূপ সার বিবৃত হইয়াছে—

"সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতম্।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে॥
এবং চ নিরোধোহস্তি ন চ ভাবোহস্তি সর্বদা।
অজাতমনিরুদ্ধং চ তস্মাৎ সর্বমিদং জগৎ॥
স্বপ্নোপমাস্তু গতয়ো বিচারে কদলীসমাঃ।
নির্বৃতানির্বৃতানাং চ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ॥"

'যোগাচার মতে বাহ্যবস্তু মাত্রই মিথ্যা, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞান রূপ আত্মাই সত্য। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার প্রবৃত্তি বিজ্ঞান, ও আলয় বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান, আর সুষুপ্ত দশায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে।

'সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অনুমান সিদ্ধ কহিয়া থাকেন। বৈভাষিকদিগের মতে বাহ্যবস্তু সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেষ্টা হইলেও শিষ্যদিগের মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। তাঁহারা ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ দিয়াছেন। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কহে, "সূর্য্য অস্তগত হইলেন।" তখন সেই শব্দ শ্রবণে লম্পট ব্যক্তি পরদারচরণের, ও তস্কর পরধনাপহরণের কাল উপস্থিত হইল বোধ করে এবং সাধু সন্ধ্যাবন্দনাদি ভগবদুপাসনার কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করেন। অতএব একব্যক্তি বক্তা হইলেও শ্রোতৃবর্গ স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুসারে এক বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

'উহাদের মতে বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য ও লিঙ্গ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর মন ও বুদ্ধি এই দুইটী উভয়েন্দ্রিয়। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের আয়তন (আবাসস্থান) বলিয়া দেহ দ্বাদশায়তন নামে অভিহিত। সকল বৌদ্ধমতেই ধনোপার্জ্জন দ্বারা এই দ্বাদশায়তন শরীরের সম্যক্ শুশ্রূষারূপ পূজা করাই প্রধান কর্ম্ম। ইহাদিগের মতে দেবতা সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর; প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ। দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ এই চারিটী তত্ত্ব। বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও রূপস্কন্ধ, এই পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখতত্ত্ব কহে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী বিষয় এবং মন ও ধর্ম্মায়তন অর্থাৎ বুদ্ধি এই দ্বাদশটী আয়তনতত্ত্ব। মানবদিগের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ যে রাগ দ্বেষাদি জন্মিয়া থাকে, তাহাকে সমুদয় তত্ত্ব কহে।

এই মতে সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্র স্থায়ী, এইরূপ যে স্থির বাসনা তাহার নাম মার্গতত্ত্ব। মার্গতত্ত্বই মোক্ষ নামে অভিহিত। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ণভোজন, সঙ্ঘাবস্থান ও রক্তাম্বর এই সকল যতি ধর্ম্মের অঙ্গ।

উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় মতে, সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞান স্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই।'

(সর্ব্বদর্শনসং)

নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এইরূপে তাঁহার সমসাময়িক কুমারলব্ধ সৌত্রান্তিক মত-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সময়ে আর্য্যদেব ও অশ্বঘোষ নামে আরও দুইজন প্রসিদ্ধ স্থবিরের নাম পাওয়া যায়। মহাযান-সম্প্রদায় অশ্বঘোষকে স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই মনে করেন। নাগার্জ্জুন ও আর্য্যদেবের সমসাময়িক অথচ বয়ঃকনিষ্ঠ নাগাহ্বয় উপাধি তথাগতভদ্র নামে এক প্রসিদ্ধ আচার্য্যের উল্লেখ আছে। ইনি নালন্দাবিহারের প্রধান আচার্য্য ছিলেন। অনেকে নাগাহ্বয় ও নাগার্জ্জুনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

প্রধান প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য

বৈভাষিকগণের মধ্যে ধর্ম্মত্রাত, ঘোষক, বুদ্ধদেব, বসুমিত্র প্রভৃতি ভদন্তগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মত্রাত অার্য্যদেবের শিষ্য এবং মহাবিভাষা ও উদানবর্গ প্রণেতা। বসুমিত্র কনিষ্ক রাজপুত্রের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন।

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দুইটী প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। একজনের নাম আর্য্য অসঙ্গ এবং অপরের নাম বসুবন্ধু। ইঁহারা দুই জনেই গান্ধারবাসী। অসঙ্গ যোগাচার-মতাবলম্বী ছিলেন। ইনি প্রথমে মহীশাসক ও পরে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, বহুদিন অযোধ্যার নিকট এক সঙ্ঘারামে বাস করিয়া পরে রাজগৃহে অবস্থান করেন এবং সেইস্থানেই তাঁহার সমাধি হয়। ইনি যোগ সম্বন্ধে এক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বসুবন্ধু অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি নালন্দা-বিহারের অধ্যাপক ছিলেন। নেপালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রধান গ্রন্থ অভিধর্ম্মকোষ। তদ্ব্যতীত ইনি বহু মহাযান গ্রন্থের টীকাও রচনা করেন।

এই দুইজন ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ ও অসাধারণ পণ্ডিতের বিবরণ পাওয়া যায়। ইঁহারা কেহ বা মহাযান, আবার কেহ বা হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের নাম যথা— দিঙ্নাগ, গুণপ্রভ, স্থিরমতি, সঙ্ঘদাস, বুদ্ধদাস, ধর্ম্মপাল, শীলভদ্র, জয়সেন, চন্দ্রগোমিন্, চন্দ্রকীর্ত্তি, গুণমতি, বসুমিত্র (২য়), যশোমিত্র, ভব্য, বুদ্ধপালিত এবং রবিগুপ্ত।

ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মকীর্ত্তি সর্ব্বশেষে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বা বলেন, ধর্ম্মকীর্ত্তি ইনি কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু হিউএনসিয়াং ইঁহার নাম করেন নাই।

মহাযানদিগের প্রাধান্যের সহিত এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক গুহ্যধর্ম্ম অবলম্বন ও প্রকাশ করেন। ভোটদেশীয় লামাগণ নাগার্জ্জুনকেই এই গুহ্যমতের প্রবর্ত্তক বলিয়া

মনে করেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই গুহ্যমতাবলম্বিগণ "মন্ত্রযান" নামে খ্যাত হন। ঐ সময় চীন ও জাপানে পর্য্যন্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ভোটদেশে (তিব্বতে) 'মন্ত্রযান' মত প্রচলিত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে এই মন্ত্রযানই নানা বিভৎসমূর্ত্তিতে "কালচক্র" নামে সমগ্র ভোটে দেখা দিয়াছিল। ইহাই নেপালে 'বজ্রযান' নামে আজও প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রবাদ এই যে শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিলভট্ট দুইজনে বৌদ্ধগণকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু এ প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। শঙ্করাচার্য্যের বহু পরেও যে বৌদ্ধগণ ভারতে উজ্জ্বল ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। শঙ্করের সহিত হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলেও পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মকে কিছুকাল সমভাবেই দেখিয়া আসিতেছিলেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম

৭ম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ইঁহার অন্যতর নাম শিলাদিত্য। ইনি যদিও মহাযানসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়কেই সমভাবে দর্শন করিতেন। তিনি বৌদ্ধাচার্য্য মৈত্রায়ণীর দিবাকর মিত্রকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। তাঁহারই সময় চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ভারতবর্ষে আগমন করেন; তিনি দেখিয়া গিয়াছেন যে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের রাজচ্ছত্রতলে নানা সম্প্রদায়ের হিন্দু ও বৌদ্ধগণ সুখশান্তিতে অতিবাহিত করিতেছেন। এ সময় হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের মধ্যেই কিছু দলাদলি চলিতেছিল। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধদলনে বিশেষ তৎপর ছিলেন, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

এই সময়ে কাশ্মীরেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সজীব ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এখানে কায়স্থবংশীয় রাজা দুর্লভবর্দ্ধনের রাজ্যগ্রহণের সহিত শৈব প্রভাব ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজে শৈব হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই।

নেপালেও রাজা এবং সাধারণ লোকে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সমভাবে সমদর্শী ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ৭৫০ খৃঃ অব্দ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়, কিন্তু পশ্চিম ভারতবর্ষে ইহার পূর্ব্বেই মুসলমান কর্তৃক সিন্ধুবিজয় দ্বারা (৭১২ খৃঃ) অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল।

সিংহলে ভিক্ষুগণের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল, তাহা অগ্রবোধির রাজত্বকালে অনেক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হয় কারণ এই সময়ে তামিলগণ বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করায় ইহাদের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া উঠে। সদ্ধর্মবোধ-পরাক্রম বাহু (১ম) (১১৫৩—১১৮৪ খৃঃ) নৃপতির রাজত্বকালে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একতাবন্ধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হয় এবং ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে অনুরাধপুরের সমীতিতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথমে কলিঙ্গ হইতে মাঘ নামে এক রাজা পুনরায় বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। প্রায় ১২৫০ খৃষ্টাব্দে বিজয়বাহু রাজা হইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে সজীব করেন। তাঁহার পুত্র পরাক্রমবাহু (৩য়) অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং বহু পণ্ডিত তাঁহার সভায় স্থান পাইতেন।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম অদ্য পর্য্যন্তও সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্মের আক্রমণ সহ্য করিয়াও তাহা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। সিংহলে উচ্চশ্রেণীর সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মবিশ্বাসী। কিন্তু বর্ত্তমান সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ছায়া ও তৎ প্রভাবে জড়িত।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লোপ

তান্ত্রিকতার প্রাধান্য যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত। একজন কেবল হিন্দুরা দায়ী নহে। বৌদ্ধগণও শেষকালে এই তান্ত্রিকতায় আস্থা স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও সিদ্ধিলাভের আশায় ইহার চর্চ্চা করিতেন। অসঙ্গের তিরোভাব এবং ধর্ম্মকীর্ত্তির আবির্ভাব এই সময়ের মধ্যেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। ভোটদেশী লামা তারনাথ লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মকীর্ত্তির পরই অনুত্তর-যোগ প্রবল হইয়াছিল।

গৌড়ের পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই পালরাজগণের সভায় বহু সিদ্ধ-বজ্রাচার্য্য নানা অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া সাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বজ্রযানের পরিণতি-কাল। এই সময়েই গুরুকর্তৃক কর্ণে তান্ত্রিক বীজ মন্ত্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এই পালবংশ ৭৭৫—১১৬১ খৃঃ অঃ রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ে বিক্রমশিলার মঠ তান্ত্রিক শাস্ত্র-চর্চ্চার এক প্রধান স্থান ছিল।

পালরাজ-বংশের পরে সেনরাজগণ প্রবল হন। ইঁহারা যদিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বল্লালসেন নিজে তান্ত্রিক ধর্ম্ম গ্রহণ করায় বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই। ১২০০ খৃঃ অব্দে

মুসলমান-বিজয়ের পরে মগধ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে তিরোহিত হইল। উদন্তপুর ও বিক্রমশিলার মঠ ভূমিসাৎ হইল। ভিক্ষুগণ কতক নিহত হইলেন এবং কতক পলায়ন করিলেন। উড়িষ্যা, নেপাল, ব্রহ্ম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে ভিক্ষুগণ আশ্রয় লইলেন। তন্মধ্যে বৌদ্ধাচার্য্য শাক্যশ্রী প্রথমে উড়িষ্যায় পরে তিব্বতে, রত্নরক্ষিত নেপালে, বুদ্ধমিত্র ও তাঁহার অনুসঙ্গিগণ দক্ষিণভারতে, সঙ্গম শ্রীজ্ঞান পার্ষদসহ ব্রহ্ম ও কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গেলেন। এইরূপে মগধ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল। কিন্তু যে যে স্থানে উক্ত মহাত্মারা পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষীণ দীপালোক বহুকাল নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও দক্ষিণবঙ্গ, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে সেই বৌদ্ধপ্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি বিদ্যমান। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভোটদেশীয় তীর্থযাত্রী ত্রিপুরা ও উড়িষ্যার পার্ব্বত্য-প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহার স্মৃতি ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে বিদ্যমান।

কাশ্মীরে প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা আধিপত্য লাভ করিলে লাদক ভিন্ন অপর সকল স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম তিরোহিত হইল।

বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক প্রজ্বলিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার এক রাজা গয়ার বোধিবৃক্ষের পাদপীঠের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব হরিচন্দন যদিও হিন্দু ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধপ্রভাব পুনরায় সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানেরাই সে আলোক নির্ব্বাণ করেন।

যে সকল আচার্য্য নেপালে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের পার্ষদ তথায় বজ্রযানের প্রবর্ত্তক হইলেন। এই সম্প্রদায় মধ্যে বজ্রাচার্য্যই সর্ব্বপ্রধান গুরুর আসন লাভ করিলেন। আজও নেপালে 'বজ্রযান' প্রবল। এই সম্প্রদায় ঘোরতর তান্ত্রিক ও পঞ্চমকারের উপাসক। নেপালের ন্যায় তিব্বতেও বজ্রযান বা কালচক্রযানের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। [নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, লামা প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বৌদ্ধগণ নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহাদের প্রতি কোন অত্যাচার হয় নাই। এখনও নেপালে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ বাস করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ, সংসার বিতৃষ্ণা, মুক্তির ঐকান্তিক বাসনা প্রভৃতি যাহা বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণের বিষয় ছিল, তাহার কিছুই এখন বর্ত্তমান নাই।

এখনও নেপালে নামমাত্র বৌদ্ধভিক্ষু দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বজ্রাচার্য্য বা গৃহী তান্ত্রিক গুরুর আধিপত্যই প্রবল। এক সময়ে যেখানে মুক্তিকামী হইয়া সকলে সূত্র ও ধারণী সমূহ শ্রবণ করিত এখন তাহা অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে নেপালের বৌদ্ধদার্শনিক সমাজে স্বাভাবিক, ঐশ্বরিক, কার্ম্মিক ও যাত্নিক এই চতুর্বিধ মত প্রচলিত। এই কয় সম্প্রদায় নামমাত্র ত্রিরত্ন স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট ত্রিরত্নের অর্থ অন্যরূপ। তাঁহাদের নিকট বুদ্ধ অর্থে 'মন', ধর্ম্ম অর্থে 'ভূত' এবং সঙ্ঘ অর্থে উভয়ের সহিত জড় জগতের সম্পর্ক। স্বাভাবিকেরা চার্ব্বাক, ঐশ্বরিকেরা অনেকটা নৈয়ায়িক ও মীমাংসক এবং কার্ম্মিক ও যাত্নিকেরা দৈব ও পুরুষকারবাদী বলিলেই হয়। যদিও বহু পূর্ব্বকাল হইতে ঐ সকল মত প্রচলিত আছে, কিন্তু ত্রিরত্নের সহিত সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে ঐ সকল মত যে আধুনিক সময়ে নেপালে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষস্মৃতি ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়।

যে বৌদ্ধধর্ম্ম সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষকাল পূর্ব্বে ভারতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল, আবালবৃদ্ধবনিতা যে ধর্ম্ম সহস্র সহস্র বর্ষ অভ্যস্ত ছিল সেই বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বভারতে যে স্মৃতি না রাখিয়া এককালে তিরোহিত হইবে, তাহা কখন সম্ভবপর নহে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের মধ্যে এখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্যমান। ডোমপণ্ডিত ও শীতলাপণ্ডিতগণ ভূতপূর্ব্ব বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

[ধর্ম্মঠাকুর শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মহাযান এবং এই সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত মন্ত্রযান ও বজ্রযানের নানা বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও নানা শক্তিমূর্ত্তি এবং তাঁহাদের পূজা প্রচার করিলেও, নানা কুসংস্কার ও আবর্জ্জনায় বিশুদ্ধ বুদ্ধমত অন্ধকারাবৃত হইলেও, তাঁহারা এককালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহাদের লক্ষ্য সেই মহাশূন্যবাদের দিকেই ছিল। বৌদ্ধেরা আপন ধর্ম্মকে কেবল 'ধর্ম্ম' বা 'সদ্ধর্ম্ম' এবং আপনাদিগকে 'সদ্ধর্ম্মী' বলিয়াই পরিচয় দিত।

কি হীনযান কি মহাযান উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই ত্রিরত্নের যথেষ্ট সম্মান ছিল। পরবর্ত্তী মহাযানীদিগের নিকট ত্রিরত্নই মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া উপাসিত হইলেন। ধর্ম্ম স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বুদ্ধদেবের বাম পার্শ্বে এবং সঙ্ঘ পুরুষমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বুদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইতে লাগিলেন। ত্রিরত্নের এইরূপ পরিবর্ত্তন-চিত্র গয়ার মহাবোধি হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন ভাস্করশিল্প হইতে পাওয়া গিয়াছে।* যে ধর্ম্মের জন্য

* Cunningham's Mahabodhi p. 55, plate XXVI.

বুদ্ধদেব অতুল রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ও কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ক্রমে সেই ধর্মই বৌদ্ধসাধারণের প্রধান উপাস্য এবং সেই ধর্ম্মই বুদ্ধ ও বুদ্ধশক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন লাভ করিলেন। যে শূন্যবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য, সেই মহাশূন্যই ধর্ম্মদেবতার নামান্তর বলিয়া গণ্য হইলেন এবং এই নিরাকার মহাশূন্য হইতেই সমস্ত বুদ্ধ, দেবদেবী ও সমস্ত জগতের উৎপত্তি কল্পিত হইল।

হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবে মহাযান বৌদ্ধপ্রভাব বিলুপ্ত হইলেও সাধারণের হৃদয়ে উক্ত ধর্ম্ম দেবতাটী যে আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সহজে কেহ সেই স্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। যাহারা ধর্ম্ম দেবতাকে ভূতপূর্ব্ব বৌদ্ধ ধর্ম্মাবশেষ বলিয়া ছাড়িতে পারিল না, গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজে তাহারা হীন জাতিতেই পরিণত হইল, তাঁহাদিগের বংশধরেরা আজও ধর্ম্মঠাকুরের সেবক বা পূজক। মহাযান প্রভাবের শেষাবস্থায় ধর্ম্ম নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও বাঙ্গালার ধর্ম্মপূজকদিগের নিকট সে মূর্ত্তি দুই এক স্থল ভিন্ন সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই যেখানে বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর অর্থাৎ ডোম, পোদ, দুলে, বাগদী, কৈবর্ত্ত প্রভৃতির বাস, সেখানেই ধর্ম্মরাজ পূজিত হন, বাস্তবিক কোথাও সেই ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি নাই, কোথাও একখানি নুড়ী, কোথাও একখানি নোড়া, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। পাথরের অক্রবক্র বা ঢোপ অনুসারে যে, যে রূপই কল্পনা করিয়া লউন, তাহাতে ক্ষতি নাই, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন রূপ ছিল না, যদিও কোথাও ধ্যানাবুদ্ধমূর্ত্তি ধর্ম্মরাজরূপে পূজিত হইতেছেন, কিন্তু নানাস্থান হইতে যে ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই শূন্যমূর্ত্তির পরিচয় পাইবেন—

"যস্যান্তো নাদি মধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তিকায়ো নির্ণাদং
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগীন্দ্রৈ র্জ্ঞানিগম্যং সকলদলগতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং॥"

এই শূন্যমূর্ত্তি কিরূপে হইল তাহা সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন প্রস্তাবে এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"অস্তি নাস্তি তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যরূপং"

বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের সর্ব্বোচ্চদর্শনই শূন্যবাদ। প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে শূন্যতা ও মহাশূন্যতা লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা। কোন হিন্দুশাস্ত্র এরূপ শূন্যবাদ সমর্থন করেন নাই, এবং পরবর্ত্তী হিন্দুদার্শনিকগণ শূন্যবাদ খণ্ডন করিতেই যত্নবান্ হইয়াছেন। মহাযানবিদিগের এই শূন্যবাদের আলোচনা করিবার কারণ এই যে মহাযান সম্প্রদায় এক্ষণে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ হইতে এককালে অন্তর্হিত হইলেও, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-নির্দ্দেশক কোন হিন্দুশাস্ত্রে শূন্যবাদ স্বীকৃত না হইলেও আজও বঙ্গ উৎকলবাসীর ইতর সাধারণের মধ্যে শূন্যবাদের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে পারে নাই, কেবল শূন্যপুরাণ বলিয়া নহে, বহু ধর্ম্মমঙ্গলে ও ডোম, হাড়ী, বাউরি প্রভৃতি নীচ জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসে সেই শূন্যরূপ সুস্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে। কেবল বঙ্গের উক্ত সাম্প্রদায়িক মঙ্গলগ্রন্থ বা নীচজাতির বিশ্বাস বলিয়া নহে, ময়ুরভঞ্জের দুর্ভেদ্য জঙ্গলাবৃত প্রদেশ হইতে আবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বর, অমরপটল, অনাকার সংহিতা প্রভৃতি উৎকল পুঁথি হইতেই মহাযানধর্ম্মের বিগত স্মৃতি পাওয়া গিয়াছে। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরের প্রারম্ভে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—

"অনাকাররূপং শূন্যং শূন্যং মধ্যে নিরঞ্জনঃ।
নিরাকারমহজ্যোতিঃ সংজ্যোতির্ভগবানয়ম্॥"

ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও এই শ্লোকটী আছে—

"শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্নবিনাশনম্।
সর্ব্বপরঃ পরোদেবঃ তস্মাত্ত্বং বরদো ভব॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে উভয় গ্রন্থকারের লক্ষ্য শূন্যবাদ, উদ্দেশ্য এক।

নেপালী বৌদ্ধগণের স্বয়ম্ভূপুরাণের প্রারম্ভেও এইরূপ শ্লোক রহিয়াছে—

"নমো বুদ্ধায় ধর্ম্মায় শূন্যরূপায় বৈ নমঃ।
স্বয়ম্ভুবে বিমজ্ঞানভাবে ধর্ম্মধাতবে ॥
অস্তি নাস্তি স্বরূপায় জ্ঞানরূপস্বরূপিণে।
শূন্যরূপস্বরূপায় নানারূপায় বৈ নমঃ॥"

রামাইপণ্ডিতের পদ্ধতিতেও আমরা দেখিতে পাই যে, সেই মহাশূন্যমূর্ত্তি "ললিত অবতার"-রূপ ধর্ম্ম হইতে আদ্যাশক্তি পার্ব্বতীর জন্ম, অতঃপর সেই পার্ব্বতী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি। এই ধর্ম্মরাজ আদ্য বা অনাদ্য নামেও সকল ধর্ম্মমঙ্গলে পরিচিত। ময়ুরভঞ্জের অনাকারসংহিতাতেও দেখি—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তাপরে দুর্গাএ পড়ন্তি আদ্যর গুরু।
সাম যজু ঋক্ অথর্ব্বএ আদি পড়ন্তি অনাদ্যঠাকুর॥"

এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দুর্গা হইতেও আদ্য বা অনাদ্য ঠাকুরের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাযান-প্রবর্ত্তক উপনিষদের ব্রহ্মকেই মহাশূন্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও সেই কথা, সেই মহাশূন্যে লয় বা ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথাই দেখি। উক্ত অনাকার-সংহিতায় লিখিত আছে—

"একা ব্রহ্ম দেখ জগৎতরি পুরেচি
খিয় কলে পাই খেদ।
জাতি অজাতি জেনোহো প্রতিষ্ঠা
তাহার নাহি আভেদ।
অহাক্ষ করি অনাকার পুরি
সেহ পদপুর আছি।"

ধর্ম্মপূজার পদ্ধতিতে "ধাং ধীং ধং ধর্ম্মায় নমঃ" এইরূপ ধর্ম্মরাজের বীজ নির্দ্দিষ্ট আছে। ময়ূরভঞ্জের সিদ্ধান্ত উড়ম্বর পুথিতে 'ওঁ শূঁ শূন্যব্রহ্মায় নমঃ' এইরূপ শূন্যরূপ নিরঞ্জনের বীজ নষ্ট হয়। কোন হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মকে শূন্য বলিবে না অতএব এটী যে খাঁটী মহাযান বৌদ্ধদিগের বীজমন্ত্র তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাযানদিগের নিকট ত্রিরত্নের একতম সঙ্ঘ পুরুষমূর্ত্তিতে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, বোধগয়ায় এখনও সেই মূর্ত্তি বিদ্যমান, গৌড়বঙ্গের ধর্ম্মোপাসকগণ সাধারণতঃ ঐ মূর্ত্তি গ্রহণ না করিলেও ধর্ম্মমঙ্গলসমূহের নায়ক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মভক্ত লাউসেনের সাধনার স্থান ময়নাগড়ের নিকট হইতে যে ধর্ম্মস্তব পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কিন্তু আমরা বুদ্ধগয়ার সঙ্ঘ মূর্ত্তিরই যেন সন্ধান পাইয়াছি, সেই স্তবটী এইরূপ—

"শ্বেতবর্ণং শ্বেতমালাং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্।
শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জনং নমোহস্তু তে॥"

উক্ত আদর্শ রাখিয়া ময়ূরভঞ্জের সিদ্ধান্ত উড়ম্বর গ্রন্থে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে একত্র লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর ধ্যানটী কল্পিত হইয়াছে, যথা—

"ওঁ শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥"

যেখানে উক্ত ধ্যানটী আছে, তৎপূর্ব্বে এইরূপ ধর্ম্মগায়ত্রী লইয়—

"ওঁ সিদ্ধদেবঃ সিদ্ধঃ ধর্ম্মো বরেণ্যমস্ত ধীমহি।
ভর্গদেবো ধীয়ো যোন সিদ্ধধর্ম্ম প্রচোদয়াৎ॥"

(সিদ্ধান্ত উড়ম্বর ১২ অ.)

উক্ত গায়ত্রীতে সিদ্ধদেব বা সিদ্ধার্থ বুদ্ধ, সিদ্ধ বা বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নেরই মহিমা এবং ত্রিশরণ-দীক্ষা-মন্ত্র বিঘোষিত। আশ্চর্য্যের বিষয় সিদ্ধান্ত উড়ম্বর গ্রন্থকার উক্ত গায়ত্রীকে বাউরি জাতির গায়ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত উড়ম্বরে বাউরি জাতির উৎপত্তি-কথা এইরূপ পাওয়া যায়—

"নিরাকার দক্ষিণাঙ্গ বিপ্র হোএ জাত।
উত্তর অঙ্গক জাম গোপাল সম্ভূত॥ ১৭
বদন অঙ্গরে বিশ্বামিত্র মুনি কহি।
তাহাঙ্কু অঙ্গরে বাউরি জাত হোই॥ ১৮
বিশ্বামিত্র জ্যেষ্ঠ সুত পুত্র হাদে জান।
সেইটী বাউরি অনন্তকান্তী নাম॥ ২১

এবে বাউরি চার পুত্র নাম কহিবা। পদ্মালয়াপুত্র চুলি বাউরি অটাই। ব্রাহ্মণ সঙ্গে বেদ পড়ুথান্তি। ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ বাউরি কনিষ্ঠ। এ পড়ুথিলে রাজা প্রতাপরুদ্র ঠাকে গোপ করাইথ অচ্ছন্তি।"

সিদ্ধান্ত-উড়ম্বর হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব কতকগুলি কথা পাইতেছি। অবশ্য ঐ আখ্যায়িকাটী পৌরাণিক ছাচে ঢালা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কোন পৌরাণিক গ্রন্থে ওরূপ আখ্যায়িকার সমর্থন পাইলাম না। ইহাতে মনে হয় যে, সিদ্ধান্ত-উড়ম্বর রচনা কালে অর্থাৎ দুই শত বর্ষেরও পূর্ব্বে বাউরি সমাজে সেরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল অথবা সেই প্রবাদ সমর্থক যদি কোন গ্রন্থ থাকে, তদবলম্বনে উড়ম্বরকার বাউরি জাতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমরা বেশ বুঝিতেছি যে নিরাকারের দক্ষিণ উরু হইতে বিপ্র ও মুখ হইতে বিশ্বামিত্রের জন্ম এবং তাঁহা হইতেই বাউরি জাতির উৎপত্তি। এই নিরাকারের দক্ষিণ অঙ্গ হইতে পদ্মালয়া নামে দেবী জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে অনন্ত কান্তী নামে বাউরির উৎপত্তি। অনন্তকান্তি চুলি বাউরি নামেও প্রসিদ্ধ হন। চুলি বাউরি ও তাঁহার বংশধরগণ ব্রাহ্মণগণের সহিতই বেদ পাঠ করিতেন। এ সময়ে ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ ও বাউরি কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়াই গণ্য হইতেন। বায়াকান্তি, পরমানন্দ জ্যেষ্ঠ ও রাধো পাসমল এই তিন জনেই পদ্মালয়ার বংশধর। এই তিন জনে চুলি বাউরি। বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয়া ভার্য্যার নাম চক্রোবর্ন্না, তাঁহার গর্ভে কুন্দলক্ষা, বিধুকুশ ও উষাকুশ এই তিন পুত্র জন্মে, এই পুত্রত্রয় হইতেই বাউরি। বিশ্বামিত্রের তৃতীয়া ভার্য্যা গন্ধকেশী হইতে প্রযশা, উত্তম ও সাধুধর্ম্ম নামে তিন পুত্র হয়, তাহারা বাঘুতি (বাগ্‌দী) নামে পরিচিত এবং বিশ্বামিত্রের ৪র্থা ভার্য্যা বায়ুরথা হইতে জন সর্ব্বা, বিজয়সর্ব্বা ও বীর্য্যকেতু নামে তিন পুত্র জন্মে ইহারা শবর নামে পরিচিত হয়। উক্ত চুলি বাউরি, বাঘুতি ও শবর হইতে আবার সর্ব্বশুদ্ধ ১২টী জাতি বা শাখাভেদ ঘটে। যথা চুলি বাউরি, কাহাল, অজয় কাহাল, গুরু কাহারি, ঐরি, বাউরি, শবর, কুআর, বাড়ু, কাড়ু, গুরু ও নুধন।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি, যদিও সিদ্ধান্ত-উড়ম্বরের বিবরণ অপর কোন গ্রন্থে দেখি নাই। কিন্তু বিশ্বামিত্র হইতে শবর জাতির উৎপত্তি, একথা আমরা ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাইয়াছি। যথা—"ত এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা

ইত্যুক্তা বহবো ভবস্তি। বৈশ্বামিত্রাঃ দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।"(৭।৩।৬)

সিদ্ধান্ত-উড়ম্বরের উক্ত পৌরাণিক বিবরণী মধ্যেও যে বহু প্রাচীন ঐতিহাসিকতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সমর্থনে বুঝিতেছি।

সিদ্ধান্ত-উড়ম্বকার উক্ত পরিচয় মধ্যে একটী বিশেষ কথা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

পদ্মালয়ার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের সহিত বিষ্ণুর সম্ভাষণ হওয়াতে, বিষ্ণু শম্বাসুর মারিয়া তাঁহাকে সম্ব দিয়াছিলেন। এই রূপে পদ্মালয়ার বংশধরগণ পঞ্চজন সম্বের সম্ভাষণ জানিয়াছিলেন। অপর ২ ভাই তাহার অংশ স্পর্শেও অধিকারী হয় নাই।

এখানে সম্ব শব্দে বৌদ্ধ 'সঙ্ঘ'। শূন্যপুরাণেও এইরূপে 'সঙ্ঘের' স্থানে 'সম্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে *। বৌদ্ধধর্ম্মানভিজ্ঞ ইতর সাধারণের নিকট 'সঙ্ঘ' 'সম্বে' পরিণত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই।† সঙ্ঘের শত্রুগণকে মারিয়া বুদ্ধদেবের প্রসাদে জ্যেষ্ঠ চুলি বাউরি সঙ্ঘাধিপ হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহার ও তদীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধরগণ বৌদ্ধ-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর ২ শাখা সঙ্ঘে প্রবেশ করে নাই অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

সিদ্ধান্ত-উড়ম্বরকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন "চুলি বাউরি অটন্তি, ব্রাহ্মণ সঙ্গে বেদ পড়ুথান্তি। ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ বাউরি কনিষ্ঠ। এ পড়ুথিলে রাজা প্রতাপরুদ্রঙ্কঠারু গোপ্য করি রখি অছন্তি।"

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ জানিতেছি যে বাউরি জাতি রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধাচার-পালন করিয়াই চলিত, ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলিয়াই গণ্য হইত। রাজা প্রতাপরুদ্রের সময়ই এই জাতির অধঃপতন ঘটে। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ঐ সময়ে উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে যে বৌদ্ধসমাজ বিদ্যমান ছিল, তাহা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভ্রমণবৃত্তান্তলেখক গোবিন্দদাসের কড়চা ও তাঁহার চরিতাখ্যায়ক চূড়ামণিদাসের চৈতন্য-মঙ্গল হইতেই জানা গিয়াছে। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার এবং নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব বা সহজিয়ার মধ্যে হীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচ্ছন্নভাবে যে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যুগল-ভজন প্রভৃতি সহজিয়াদিগের প্রধান অঙ্গ যে বিলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের জঞ্জাল হইতে গৃহীত, তাহা নেপাল হইতে আবিষ্কৃত কাহ্নুভট্টের 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে জানা গিয়াছে।* ষ্টার্লিং সাহেব উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের সভায় প্রথমে বৌদ্ধদিগের সমাদর এবং শেষে বৌদ্ধ নিগ্রহের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।†

সিদ্ধান্ত উড়ম্বর ও উক্ত উৎকলের ইতিহাস একত্র আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি যে বাউরি জাতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণই রাজনিগ্রহে প্রচ্ছন্নভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজনিগ্রহ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণভয়ে তাঁহারা অতি গোপনে স্বধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিল, এই সঙ্গে তাহারা বুদ্ধ ও বৌদ্ধশক্তিগণের নাম গোপন করিয়া ফেলিল। বিষ্ণুই বুদ্ধ অবতার হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে তাহারা বুদ্ধের স্থানে বিষ্ণুকে বসাইল, হিন্দু দেব দেবীকে উপাস্য বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতে তাহারা সরিয়া পড়িল না, শূন্যবাদের মূল ধর্ম্মকেই তাহারা সর্ব্বপ্রধান করিয়া রাখিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তাহাদের ধর্ম্মের কাছে খর্ব্ব রহিলেন। বাঙ্গালার ধর্ম্মভক্ত ধর্ম্মপণ্ডিত ও ডোমপণ্ডিতগণ যেমন হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য, রাজনিগ্রহে হিন্দুসমাজের শাসনে বাউরি জাতিও সেইরূপ অস্পৃশ্য হইল। সিদ্ধান্ত উড়ম্বরকার বলিতেছেন,—"কলিযুগে ন ছুইব। বাউরি ছুইলে সকল পাতক ক্ষয় হব বোলি বিষ্ণুমায়া করি গোপ্য করি রখি অছন্তি।"

এখানে সিদ্ধান্ত-উড়ম্বরকার বাউরিজাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়াও যেরূপভাবে বাড়াইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকেও আমরা কোন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা ডোমপণ্ডিতদিগের ন্যায় কোন বাউরি-পণ্ডিত বলিয়াই মনে করি। বঙ্গের ধর্ম্মপণ্ডিতগণ "ধর্ম্মকেই" সর্ব্ব শ্রেষ্ঠাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তউড়ম্বর হইতে জানিতেছি যে, বাউরিজাতি প্রাচীন মহাযানসম্প্রদায়ের ন্যায় মহাশূন্যতা বা শূন্যব্রহ্মকেই সর্ব্বজগতের মূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মধ্যে মহাযানদিগের খাটী শূন্যবাদেরই আভাস পাওয়া যায়।

রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকলে প্রবল ছিল, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু রাজনিগ্রহে বৌদ্ধপ্রভাবের অবসান হইলেও বৌদ্ধসম্প্রদায় এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ রাজনিগ্রহভয়ে বৌদ্ধগণ উড়িষ্যার গড়জাতসমূহের দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিল।

উৎকলের শেষ স্বাধীননৃপতি মুকুন্দদেব, এক সময়ে উত্তরে ত্রিবেণী ও দক্ষিণে রাজাম পর্য্যন্ত যাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, তিনিও যে কতকটা বৌদ্ধানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে

* সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণ ৮০ পৃষ্ঠা।

† Mahamahapadhyaya H. P Shastri's Living Buddhism in Bengal, p. 21.

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করিয়াছেন। সহস্রবর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত। গ্রন্থখানি বিশেষ আদরণীয়।

† Sterling's Orissa, (Ed of 1904), p. 80-81.

বৌদ্ধগণের বাস ছিল, তিব্বতীভাষায় সুম্পো খাম্পো রচিত পগ্‌সম্‌ জোন্‌জন্‌ নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়—

"Mukunda Deva (Dharma Raja) king of Otivisa (Orissa), who favoured Buddhism, became powerful His power extended up to Magadha He too did some service to the cause of Buddhism".*

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দেও যে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষীণালোক নানাস্থানে প্রজ্বলিত ছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক Dr Waddel ভোট ভাষায় রচিত বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত মহাত্মা ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ভারত পর্য্যটন করেন। তাঁহার ভ্রমণবিবরণী হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতেও ত্রিপুরার দেবীকোট, হরিভঞ্জ, কুক্‌রাচ ও পালগড়ে বহু বৌদ্ধমঠ ও বহু বৌদ্ধগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল।

বুদ্ধগুপ্ত-তথাগতনাথ পার্ব্বত্যত্রিপুরারাজ্য দর্শন করিয়া হরিভঞ্জ নামক স্থানে আসিয়াছিলেন। এই স্থানকে আমরা ময়ূরভঞ্জ বলিয়াই মনে করি। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে অর্থাৎ বুদ্ধগুপ্তের সময়ে হরিহরভঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত হরিহরপুরে ময়ূরভঞ্জের রাজধানী। বিদেশী কর্ত্তৃক হরিহরপুর বা হরিপুর ও ময়ূরভঞ্জ একত্র 'হরিভঞ্জ' নামে আখ্যাত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। হরিপুরে এক সময় যে বৌদ্ধসংস্রব ছিল, তাহা এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত তাম্রলীতারা হইতে আভাস পাওয়া যায়। বুদ্ধগুপ্ত এই অঞ্চলে হরিভঞ্জচৈত্য দর্শন করিয়াছিলেন, এখানে তিনি হিতগর্ভকন্যা নামে এক বৌদ্ধ উপাসিকা ও এক প্রধান ধর্ম্মপণ্ডিতের জীবনী হইতে অনেক গুহ্যতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

হরিভঞ্জের অবস্থান-নির্ণয়

কুক্‌রাচ বা ক্ষুগ্‌রাচ—তিব্বতীভাষায় 'ক্ষুগ্‌' অর্থে সিদ্ধগুহা।† সিদ্ধগুহাবেষ্টিত রাঢ়প্রদেশই ক্ষুগ্‌রাঢ়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশের পশ্চিমদক্ষিণাংশ যেমন "রাঢ়" নামে অভিহিত, সেইরূপ ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশও অধিবাসিগণের নিকট "রাঢ়" বলিয়াই পরিচিত, কেবল স্থানীয় অধিবাসী বলিয়া নহে, সমস্ত উৎকলবাসীর নিকট ময়ূরভঞ্জই "রাঢ়" নামে পরিচিত। এরূপ স্থলে হরিভঞ্জের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধগুহাবেষ্টিত (কুক্) রাঢ়কে ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশ বলিয়াও মনে করিতে পারি। উড়িষ্যার গড়্‌জাতসমূহের অন্তম বর্ত্তমান "পাললহরা" রাজ্যই ভোটভ্রমণকারীর পালগড় বলিয়া মনে হয়। এখানেও শুনিয়াছি, এক সময়ে বৌদ্ধপালরাজগণের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন এবং বৌদ্ধকীর্ত্তিরও অভাব নাই।

কুক্‌রাচের সন্ধান

পালগড়ের সন্ধান

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দেও যেখানে বৌদ্ধ উপাসিকা হিতগর্ভকন্যা অবস্থিতি করিতেন, ধর্ম্মপণ্ডিতের জীবনী ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত গুহ্যতত্ত্ব যেখানে সকলে আদরে অধ্যয়ন করিতেন, যেখানে বহু মঠ ও বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অভাব ছিল না, সেই হরিভঞ্জচৈত্য কোথায়?

ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান রাজধানী বারিপদা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বর্ত্তমান বড়সাই গ্রামে বোধিপুকুরের নিকট হইতে ক্ষুদ্র চৈত্যমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, ঐ স্থানের নিকটই যে প্রাচীন হরিভঞ্জ চৈত্যের অবস্থান ছিল, তাহা উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া আমাদেরও ধারণা হইয়াছে।

নেপালের নানা স্থানের চৈত্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানা গিয়াছে, যেখানে কোন বৃহৎ চৈত্য আছে, সেখানেই তাহার আদর্শস্বরূপ এক বা একাধিক ক্ষুদ্র চৈত্য দৃষ্ট হয়। নেপালের যে কোন মধ্যযুগের বা বর্ত্তমান চৈত্য আদিবুদ্ধ, পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, ত্রিরত্ন বা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি এবং চৈত্যপার্শ্বে হারীতীর মূর্ত্তি বিদ্যমান।

বড়সাইগ্রামের মধ্যেও ঐরূপ ক্ষুদ্র চৈত্য দেখিয়াছি, এই ক্ষুদ্র চৈত্য এখন "চন্দ্রসেনা" নামে স্থানীয় হিন্দুসাধারণের নিকট পরিচিত। এইরূপ চৈত্যটীকেই আমরা বৃহৎ চৈত্যের আদর্শরূপ বলিয়াই মনে করি।

নেপালের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ বা আদর্শ চৈত্যের চারিপার্শ্বে বা কুলুঙ্গীতে অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি এই চারি 'ধ্যানী'বুদ্ধ দৃষ্ট হয়।*

বড়সাইগ্রামের উক্ত আদর্শ চৈত্যের চারিপার্শ্বে ঐ রূপ চারিটী মূর্ত্তি আছে, এই চারিটী মূর্ত্তি অক্ষোভ্যাদি চারিটী ধ্যানীবুদ্ধের রূপ না হইলেও উক্ত চতুর্বুদ্ধের বাহন ও তাঁহাদের পুত্র চারি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে—যেমন অক্ষোভ্যস্থানে তাঁহার বাহন

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol LXIV. Part. I. p. 26

† See Tibetan English Dictionary, by S C Das, p. 823.

* Oldfield's Nepal, vol II p 214

এসম্বন্ধে নেপালী বৌদ্ধদিগের বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণেও বর্ণিত আছে—

"মধ্যে বৈরোচনঞ্চাপি পূর্ব্বে অক্ষোভ্যমিত্যপি।

দক্ষিণে রত্নসম্ভবং অমিতাভং পশ্চিমে অপি।

উত্তরেঽমোঘসিদ্ধিঞ্চ ইতি পঞ্চ তথাগতম্।"

বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণ (Society's Edition) p 370।

হস্তী ও তদুপরি দণ্ডায়মান বজ্রপাণিবোধিসত্ত্ব, রত্নসম্ভবস্থানে তাঁহার বাহন অশ্ব এবং তদুপরি দণ্ডায়মান রত্নপাণিবোধিসত্ত্ব, এই রূপ অমিতাভ স্থানে তাঁহার বাহন ময়ূরপক্ষী ও তদুপরি পদ্মপাণিবোধিসত্ত্ব এবং অমোঘসিদ্ধের স্থানে তাঁহার বাহন গরুড় ও তদুপরি বিশ্বপাণির মূর্ত্তি। ঊর্দ্ধে মধ্যভাগে বৈরোচন স্থানে একটী মুখাকৃতি রহিয়াছে।

উক্ত চৈত্যপার্শ্বে ত্রিরত্নের অন্যতম চতুর্ভুজা ধর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমানা। নেপালে বহু চৈত্যে এইরূপ ধর্ম্মমূর্ত্তি আছে।*

বড়সাই গ্রামে উক্ত চতুর্ভুজা ধর্ম্মমূর্ত্তির নিকটই শীতলা বা হারীতীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, নেপালের প্রত্যেক বৌদ্ধচৈত্যে বা মন্দিরের পার্শ্বে শীতলা বা হারীতীর মূর্ত্তি দেখা যায়।† নেপালীবৌদ্ধদিগের বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"ততশ্চ হারীতীং দেবীং পঞ্চপুত্রশতৈর্যুতাম্।
শ্রীস্বয়ম্ভূপশ্চিমাগ্রে দক্ষিণাস্যং সংস্থাপিতম্॥
যে চ নরা বা মনুষ্যাশ্চ পঞ্চোপচারৈকৈরপি।
সম্বৎসরে চ পূজ্যাঃ মাংসৈ বা ভক্ষমানকৈঃ॥
লেহ্যৈঃ পেয়ৈঃ খাদ্যৈঃ পানৈঃ তথাপি তাভ্যাং পূজিতম।
তস্যাঃ পুনঃপ্রসাদাচ্চ ন জাতু ঈত্যুপদ্রবান্॥
অত্রত্যা দেশজা লোকাঃ শৈবাপি বৌদ্ধসেবকাঃ।
হারীত্যাপি যক্ষিণ্যাং সদা মুদা প্রপূজিতম্॥" (৭ম অঃ)

এখন স্থির হইল যেখানে চৈত্য সেখানেই ত্রিরত্ন, ও ধ্যানীবুদ্ধশোভিত আদর্শ চৈত্য, তাহারই নিকট হারীতীর অধিষ্ঠান সম্ভাবনা। বড়সাইগ্রামে একস্থানে উক্ত তিন মূর্ত্তি হইতে কি স্পষ্ট মনে হইতেছে না, যে একসময়ে এখানে একটী বৃহৎ চৈত্য ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ বলিয়া থাকে যে বড়সাই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বোধিপুকুরের নিকটই পূর্ব্বে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় বিদ্যমান ছিল, অল্পদিন হইল তথা হইতে গ্রাম মধ্যে আনিয়া রাখা হইয়াছে। বোধিপুকুরের চারিদিকে এখন বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, একসময়ে এই পুষ্করিণীর নিকটই যে বৌদ্ধচৈত্য ছিল এবং তাহা হইতেই যে পুষ্করিণীর বোধিপুকুর নাম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রাচীন বৌদ্ধচৈত্যের এখন আর কোন চিহ্ন নাই, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও যে সামান্য স্মৃতিপরিচায়কচিহ্ন ছিল, কৃষকদিগের হলচালনায় সে সকল চিহ্নও স্থানান্তরিত হইয়াছে, কেবল মধ্যে মধ্যে বড় বড় কাটা পাথর ক্ষীণস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

হরিপুরের ৩ ক্রোশ দূরে উক্ত বোধিপুখুর,—বোধিপুখুরের পার্শ্বস্থ বড়সাই গ্রাম ভিন্ন হরিপুরের নিকটবর্ত্তী আর কোনস্থানে ঐরূপ বৌদ্ধচৈত্যনিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই কারণই বড়সাইর নিকটস্থ বুদ্ধগুপ্তবর্ণিত হরিভদ্রচৈত্যের অবস্থান স্বীকার করি। তথাগতনাথ এখানে বিস্তর গুহ্যশাস্ত্র ও ধর্ম্মপণ্ডিতের জীবনী শুনিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই বড়সাই গ্রাম হইতেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতসমর্থক সিদ্ধান্তউড্ডীষ, অনাকারসংহিতা, অমরপটল প্রভৃতি অপূর্ব্বগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলিতে পারি না এই অঞ্চলে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ঐরূপ কত জিনিস মিলিতে পারে। ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণের ও এখানকার সিদ্ধান্তউড্ডীষগ্রন্থের মূলসূত্র বা লক্ষ্য যে এক, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

বড়সাইর উক্ত ধর্ম্ম, চৈত্য ও হারীতীপূজায় এখনও ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, অতি নিম্নশ্রেণীর দেহরী আসিয়া পূজা করিয়া যায়। পূর্ব্বে বাগ্দিরাই কেবল পূজা করিত, এখনও সময়ে সময়ে তাহারা আসিয়া পূজা করিয়া যায়। যে দিন বৌদ্ধজগতের সর্ব্বত্র বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব হইয়া থাকে, অদ্যাপি সেই স্মরণীয় বৈশাখীপূর্ণিমার দিন উক্ত বড়সাই গ্রামে চন্দ্রসেনা নামে পরিচিত উক্ত বৌদ্ধচৈত্যের পূজা ও মহোৎসব হইয়া থাকে। সাধারণের বিশ্বাস, স্মরণাতীতকাল হইতে এখানে বৈশাখপূর্ণিমার মহোৎসব চলিয়া আসিতেছে, ইহা 'উড়াপর্ব্ব' নামে পরিচিত। এই উৎসবে ১০।১২ হাজার নিম্নশ্রেণির লোক সমবেত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাগ্দির সংখ্যা কম নহে। তাহারা 'ভকত'বেশে আসিয়া চৈত্যপূজা, বাণফোড়া ও চড়কে ঘুরিয়া থাকে। এরূপ উৎসাহ ময়ূরভঞ্জের মধ্যে আর কোথাও দেখা যায় না। সময়ে সময়ে ২০০ পর্য্যন্ত 'ভকত' মানত করিয়া বাণফুঁড়িয়া ও সেই ফোড়ে কাপড় জড়াইয়া চড়ক গাছে ঘুরিয়া থাকে। এ সময়ে সাধারণে উক্ত ক্ষুদ্রচৈত্যের পূজা উপলক্ষে অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এমন কি ব্রাহ্মণেরাও আসিয়া ঐ সময়ে উহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র চৈত্যটীর আজও এত সম্মান কেন? বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি থাকায় এটী বৌদ্ধসমাজে প্রধান পূজার জিনিস বলিয়াই গণ্য ছিল। নেপালে এখনও ঐরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট চৈত্যের সর্ব্বত্র মহাসমাদর ও পূজা প্রচলিত।

এক্ষণে বৈশাখী পূর্ণিমার উড়া পর্ব্ব ভিন্ন অপর কোন দিন উক্ত ক্ষুদ্র চৈত্যের পূজা হয় না, কিন্তু হারীতী দেবীর পূজা অনেক সময়েই হইতেই দেখা যায়। কারণ বহুকাল হইতেই বৌদ্ধ ও হিন্দু জনসাধারণ হারীতী বা শীতলার পূজা করিয়া আসিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন এই মূর্ত্তিটী সাধারণের

* Dr. Oldfield's Nepal, II. p 159.

† do. II. p. 160.

নিকট "কালিকা" নামে পরিচিত। এই কারণ অল্প দিন হইতে সময় সময় ব্রাহ্মণ আসিয়াও এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ নীচ দেহরীর হাতেই পূজা পাইয়া আসিতেছেন, এবং নিম্নশ্রেণীর দেহরীরাই বহুপূর্ব্ব হইতে এখানকার দেবসম্পত্তি ভোগ করিতেছে।

যাহা হউক, সার্দ্ধ ত্রিশত বর্ষ পূর্ব্বেও যে স্থানে বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকার অভাব ছিল না, তিব্বতাদি বহু দূর দেশ হইতে বৌদ্ধ আচার্য্যগণ যে স্থানের প্রসিদ্ধ চৈত্য এবং নানা গুহ্যশাস্ত্র দর্শন করিতে আসিতেন, এখন সেই স্থানে উক্ত সামান্ত নিদর্শন ভিন্ন আর পূর্ব্ব পরিচয়ের কিছুই নাই। স্থানীয় প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, বাউরি জাতির যত্নেই সমগ্র ধ্বংস মুখ হইতে ঐ কয়টী দ্রব্য মাত্র রক্ষা পাইয়াছে।

উক্ত বাথুরি জাতির সন্ধান ময়ূরভঞ্জ ও নিকটবর্ত্তী অপর গড়জাত ভিন্ন আর কোথাও আমরা পাই নাই। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরে ৯ প্রকার ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে "বাউরি" নামক যে একতম (বর্ত্তমান অস্পৃশ্য) ব্রাহ্মণজাতির কথা লিখিয়াছি তাহারাই কি প্রচ্ছন্নভাবে ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে 'বাউরি' নামে পরিচয় দিতেছে? বাউরি জাতি

বাথুরি ও বাউরি

যে এক সময়ে অনার্য্য জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল না, ইহারা সুসভ্যজাতি মধ্যেই গণ্য ছিল, ইহাদের মধ্যে অনেক রাজা শাসন বিস্তার করিয়া গিয়াছে, অনেক দেবকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সুসভ্য সমাজের পরিচয় দিয়াছে, ময়ূরভঞ্জের নানা স্থানে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ময়ূরভঞ্জের দুর্গম সিমি পাহাড়ের উপর স্থাপত্য-শিল্পের যে বিশাল নিদর্শন "আঠার দেউল" নামে প্রাচীন প্রস্তর মন্দির ও প্রস্তর অট্টালিকাদি রহিয়াছে, সেই বিশাল কীর্ত্তিই বাথুরিজাতির পূর্ব্ব সমৃদ্ধিরই পরিচয় দান করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও যে এই জাতির মধ্যে রাজা, রাজমন্ত্রী, সামন্ত প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল, এখনও তাহার ক্ষীণস্মৃতি রহিয়াছে। বাথুরিরা আজও আপনাদিগকে আর্য্যজাতি ও ব্রাহ্মণ-সমকক্ষ বলিয়া মনে করে। এখনও তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাহ অশৌচ পালন করে, অশৌচান্তকালে নাপিত আসিয়াই ক্ষৌর করিয়া থাকে। একাদশ দিবেই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণপুরোহিতেই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। এই একাদশ দিবসেই ব্রাহ্মণভোজন ও স্বজাতি ভোজ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই জাতির সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি "মহাপাত্র" উপাধিতে ভূষিত। ময়ূরভঞ্জের খুঁটা-কয়কচিয়া নামক স্থানে মহাপাত্রের বাস। তাহার আবার দেওয়ান বা ব্যবহর্ত্তা আছে। মহাপাত্রকে বড় কিছু করিতে হয় না। প্রত্যেক বাথুরি গৃহস্থকেই পুত্রকন্যার বিবাহের সময় মহাপাত্রকে তাঁহার মর্য্যাদা স্বরূপ একখানি বস্ত্র, ১০টী সুপারি ও ১০০টী পাণ দিতে হয়। কোন উৎসবের সময় মহাপাত্রের অনুমতি লইতে হয়। ময়ূরভঞ্জের মহাপাত্র-বংশ আপনাদিগকে জ্যেষ্ঠের সন্তান এবং কেঁউন্ঝর, বশপুর প্রভৃতি স্থানের মহাপাত্র-বংশকে কনিষ্ঠের সন্তান বলিয়া পরিচিত করেন।

দৈব দুরদৃষ্টক্রমে এই জাতির অবস্থা এক্ষণে অতি হীন হইলেও জাতীয় সম্মান ও বংশমর্য্যাদার দিকে ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য। প্রাণান্তেও কোন বাথুরি ব্রাহ্মণাদি অপর কোন জাতির অন্ন ভোজন করিবে না, যদি কেহ অপর জাতির অন্ন গ্রহণ বা ভিন্ন জাতীয় রমণীর সহিত যৌন সম্বন্ধ করে, সে অবিলম্বে সমাজ ও জাতিচ্যুত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারা অপর কোন জাতিকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে। ইহারা ধর্ম্মরাজ, জগন্নাথ* ও কিঞ্চকেশরী বা ছোট খিচিঙ্গেশ্বরীর পূজা দিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, নিরঞ্জনের বাহু হইতেই তাহাদের বীজপুরুষের উৎপত্তি, তাহা হইতেই বাহুরি বা বাথুরি নাম হইয়াছে।

"বাহুর" শব্দ হইতে যে 'বাউরি' বা 'বাথুরি' হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার এখন কোন কারণ দেখি না। বর্ত্তমান বাথুরি জাতির যজ্ঞসূত্র, অশৌচ, শ্রাদ্ধ, আভিজাত্য মর্য্যাদা ও আচার ব্যবহার দৃষ্টে এই জাতিকেই আমরা সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বর বর্ণিত মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত বাউরি জাতি বলিয়াই মনে করি। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরকার, লিখিয়াছেন, "কলিযুগে না ছুইব। বাউরি ছুইলে সকল পাতক ক্ষয় হব বোলি বিষ্ণুমায়া করি গোপ্য করি রখি অচ্ছন্তি। শুনহে গণেশ বড় গহনএ গুপ্ত করি থুইবু। এথি সকাশরু বাউরি গায় কাটিলে ব্রাহ্মণ নিস্তাই পারান্ত নহি। মুখ্য পাতক হোব বোলি শাপ্যকু মানিথান্তি।"

বাস্তবিক এই জাতি অতি প্রচ্ছন্ন ভাবেই গহনে বাস করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাথুরিরা অপর জাতিকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে। ব্রাহ্মণপ্রভাবান্বিত হিন্দু রাজার অধিকারে বাস ও অবস্থাবৈগুণ্য হেতু অনেকেই পূর্ব্বাচার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ইহারা এখনও পূর্ব্ব ধর্ম্ম মত ও বিশ্বাস একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মরাজ জগন্নাথকে তাহারা মহাযান বৌদ্ধ ভাবেই পূজা করিয়া আসিতেছে। খিচিঙ্গে যে প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, ইহারা তাহাকে ধর্ম্মরাজ

* নেপালী বৌদ্ধদিগের নিকট আজও ধর্ম্মরাজ, জগন্নাথ বুদ্ধদেবেরই নামান্তর বলিয়া পরিচিত—

"ভদ্রকল্পো জগন্নাথঃ শাক্যমুনিস্তথাগতঃ।

সর্ব্বজ্ঞো ধর্ম্মরাজোঽর্হন্মুনীশ্বরবিনায়কঃ।" (বৌদ্ধ স্বয়ম্ভূপুরাণ ১ম অঃ।)

বলিয়াই মানে। ছোট খিচিদেবীর মূর্ত্তি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজে সিতমারীচী নাম্নী শক্তি মূর্ত্তি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এই মূর্ত্তির গাত্রে এখনও "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধ সূত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বাথুরিয়া "ধর্ম্ম মা" নামে আর একটী দেবী মূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছে, খিচিকে সেই দ্বিভুজ রমণীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা, অবস্থা বৈগুণ্যে বাথুরি মহিলাগণ হীনশ্রেণির রমণীদিগের মত সর্ব্ববাহু-ভূষিত কাঁসা পিতলের অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছে। ঐ দেবীটীও সেই রূপ হীনজাতির বেশ ভূষায় ভূষিত হইলেও এই মূর্ত্তিটীকেও আমরা ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্ম্মমূর্ত্তিরই রূপান্তর বলিয়া মনে করি। নেপাল ও বড়সাই প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মমূর্ত্তির চতুর্ভুজ দেখিয়া ঐ মূর্ত্তিকে কেহ ভিন্নদেবীর রূপ বলিয়া মনে না করেন, কারণ ধর্ম্ম দ্বিভুজা মূর্ত্তিতেও যে এক সময়ে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হইতেন, গয়ার মহাবোধি হইতে তাহার নমুনা পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্থানে স্থানে বাথুরিয়া "শূন্য ব্রহ্মেরও" পূজা করিয়া থাকে। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বর হইতেও আমরা 'ওঁ শূন্যব্রহ্মায় নমঃ' এইরূপ বীজমন্ত্র পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। অশিক্ষিত হীনাবস্থাপন্ন কোন কোন বাথুরি ঐ ব্রহ্মকে 'বড়ম্' বা 'বরম্' বলিয়া পরিচয় দেয়। কোলসাঁওতালের মধ্যে এক বড়ামের উপাসনা প্রচলিত আছে। কি আশ্চর্য্য বড়ম ও বড়ামে নামসাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে বাথুরিজাতিকে হীন অনার্য্য-জাতিমধ্যে গণ্য করিতে প্রস্তুত। আমরা সিদ্ধান্তউড়ুম্বরে পাইয়াছি, "বাউরি দিঅই অন্নপিণ্ড" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় বাউরিয়াও অন্নপিণ্ড দিয়া থাকে। বর্ত্তমান বাথুরিজাতির মধ্যেও মহাপাত্র প্রভৃতি প্রধানগণের শ্রাদ্ধে অন্নপিণ্ড দিবার রীতি রহিয়াছে। ইহাতেও এইজাতি যে একসময়ে বৌদ্ধ-প্রভাবকালে ব্রাহ্মণের উপর টেক্কা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময় হইতে রাজনিগ্রহে এই জাতি যে পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং বৌদ্ধপ্রভাব বিলোপের সহিত বঙ্গদেশের ডোমপণ্ডিতদিগের ন্যায় অতি হীন ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ময়ূর-ভঞ্জ ও নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য গহনকাননবাসী এই অপরি-চিত জাতিকেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াই মনে করি। এই জাতীয় দুই একজনের মুখে গোরখ্‌নাথ, মণিকানাথ ও মার্কণ্ডের নাম শুনা যায়। বড়সাইগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত অমরপটলে মীননাথেরই নাম মণিকানাথ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার শূন্যপুরাণ ও নানা ধর্ম্মমঙ্গলে অপর কোন ঋষির বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও মার্কণ্ডেয়ের নাম এবং গোরক্ষ, মীননাথ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এখানকার অনাকারসংহিতায় মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা ও অমরপটলে মীনগোরক্ষসংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধসমাজে গোরক্ষনাথ একজন প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য বলিয়াই সম্মানিত ছিলেন।* মীননাথের ত কথাই নাই। তিনি এখনও নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেবতা মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে বৌদ্ধসমাজে বিশেষ পূজিত ও নেপালী বৌদ্ধগণ এই মৎস্যেন্দ্রনাথকেই "পদ্মপাণি" বোধিসত্ত্বের অবতার বলিয়া মনে করেন।†

যাহা হউক উক্ত নানা প্রমাণে ও নানা কারণে বাথুরিদিগকে প্রচ্ছন্ন ও জীবন্ত বৌদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না।

* It is stated in Pagsam Jon-Zan (by Sumpo Khanpo a renowned Buddhist Teacher of Tibbet) "About (13th Cetury A. D.) this time foolish yogis, who were follower of Buddhist Yogi Goraksha became Civaite Sannyasis" (Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1898 Pt. I. P. 25)

† Dr. Oldfield's Nepal Vol. II. P. 264

(ঊনবিংশ ভাগ সমাপ্ত)

The idea of the Encyclopaedia in Bengali language was originally mooted in 1885 by two other dreamers. Nagendra Nath Basu at the age of 21 with very moderate means undertook finally the project of compiling and publishing the Viswakosh in Bengali on the lines of the Encyclopaedia Britannica in 22 volumes of 17,000 closely printed pages. It took 24 long years to complete the project in 1911, of this first Indian Encyclopaedia published in any Indian language. Shri Basu also published a Hindi edition of the Encyclopaedia in 25 volumes between 1916 and 1932 which also became the first Encyclopaedia in Hindi.

The monumental work in its attempt incorporates different aspects of Indian civilization, its culture, religion, philosophy, science and technology--its society and people. It has explained an amalgamation of words from ancient Sanskrit and non-Sanskrit languages and also modern words from literature and everyday conversation along with their usuage.

This album in 22 volumes includes within its purview various facets of diverse disciplines like religion, science. medicine, mathematics, dance, art, music, agriculture, botany, home-economics, astrology, astronomy, commerce and trade. It meets the much needed co[illegible] Encyclopaedia in its fe[illegible] approach to every su[illegible] human inte[illegible] dealt wi[illegible]

Rs.
P

বাংলা বিশ্বকোষ